আধুনিকী

আধুনিক বাংলা ভাষার সহজ
ও সংক্ষিপ্ত অভিধান

প্রায় চৌত্রিশ হাজার প্রাচীন ও আধুনিক
বাংলা শব্দ ও শব্দার্থের সংকলন

ঋষি দাস
কর্তৃক সংকলিত

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১

দাম সাড়ে ছয় টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, হইতে মুদ্রিত।

"ভাষাকে প্রথমে স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য। বৈয়াকরণিক ও আলঙ্কারিকেরা ভাষাকে প্রথমে নিয়মিত ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্য নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন। ভাষা তাহা তুচ্ছ করতঃ একটি অট্টহাস্য করিয়া আপনার গতিতে চলিয়া যায়। তবে ভাষা স্বেচ্ছাচার-বিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় চিরকাল থাকে আমার এমত মত নহে। একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিলে তাহাকে নিয়মিত করা কর্তব্য।"

—রাজনারায়ণ বসু

"সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালাভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' বাঙলার অভিধান সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে। সর্বদা কাছে রাখিবার মত একটি প্রামাণিক অভিধান গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। এই ছোট্ট অভিধানখানি সেই প্রয়োজন মিটাইয়াছে। ছোটদের জন্য অনুরূপ একখানি অভিধানের অভাব আমরা অনেকদিন হইতেই বোধ করিতেছিলাম। 'আধুনিকী' এই অভাব দূর করিবে। এই অভিধানে প্রচলিত বাঙলার প্রায় সমস্ত শব্দই আছে। খুব সংক্ষেপে সহজ ভাষায় শব্দগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়া সেই ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে। শব্দের ব্যুৎপত্তিসংক্রান্ত খুঁটিনাটি দিয়া বইখানিকে ভারাক্রান্ত করা হয় নাই। বইখানিতে এমন অনেক শব্দ দেওয়া হইয়াছে যাহা সাধারণতঃ অভিধানে দেওয়া হয় না অথচ যাহা সাধারণ শিক্ষিতসমাজের মুখের কথা এবং লেখার ভাষায় নিত্য ব্যবহৃত হইতেছে। এইগুলিকে আজ সাহস করিয়া বাঙলা ভাষার অংগীভূত করিয়া বাঙলা অভিধানে স্থান দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আমি এখানে প্রধানতঃ 'ফাস্ট', 'স্লো', 'সিগন্যাল' প্রভৃতি বহু-প্রচলিত ইংরেজী শব্দগুলির কথা বলিতেছি। এই দিক দিয়া এই বইখানির একটা নূতনত্ব আছে। বইখানি আমি আদ্যোপান্ত দেখিয়াছি। ছেলেদের হাতে দিবার পক্ষে প্রচলিত সমস্ত অভিধানের চেয়েই যে এই অভিধানখানি ভাল হইয়াছে তাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

শিক্ষা-নিকেতন
১লা চৈত্র, ১৩৬১

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

সংকলকের ভূমিকা

পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য বা পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য এই অভিধান রচিত হয় নাই। বাংলাভাষার শিক্ষার্থীদের আটপৌরে ব্যবহারের জন্যই ইহা সংকলিত হইয়াছে। তাই বাংলাভাষার শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শব্দ সংকলন করিবার এবং সহজ ভাষায় শব্দার্থ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বাংলাভাষায় যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় না, এমন বহু শব্দ কেবল সংস্কৃত অভিধানে থাকার জোরেই বাংলা অভিধানে স্থান পাইয়াছে। ইহার ফলে বাংলা-ভাষার শিক্ষার্থীদের অনেক সময় বিভ্রান্ত হইতে হয়। শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু-রচিত 'চলন্তিকা' অভিধান হইতে একটি উদাহরণ দিই। বাংলাভাষায় আম অর্থে 'আম্র' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়, 'অম্র' শব্দটি হয় না। কোনও শিক্ষার্থী 'আম্র' শব্দের বদলে 'অম্র' শব্দ ব্যবহার করিলে নিশ্চয় বানান-ভুলের দায়ে পড়িবেন। তাই বাংলা অভিধানে 'অম্র' শব্দটি দেওয়ার বিশেষ উপযোগিতা আছে মনে হয় না। এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় শব্দ 'আধুনিকী' হইতে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, অধিকে দোষ কি? সবচেয়ে বড় দোষ এই যে, এই সকল অপ্রচলিত শব্দকে স্থান দেওয়ায় স্বভাবতঃ বহু প্রচলিত শব্দ স্থানাভাবে বাদ পড়ে। 'চলন্তিকা' হইতেই ইহার উদাহরণ সহজে দেওয়া চলে। 'কূটনীতি' 'কূটনৈতিক' 'কৌতূহলী' 'ঘাটতি' 'ঝামেলা' 'কাবুলিওয়ালা' 'অপেক্ষমাণ' বাংলাভাষায় প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অথচ এই ধরনের বহু শব্দ 'চলন্তিকায়' স্থান পায় নাই।

বাংলা অভিধানে শব্দার্থ-প্রয়োগও সাধারণতঃ যে ভাবে হইয়া থাকে, তাহা শিক্ষার্থীদের পক্ষে খুব উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। অনেক অভিধানে 'হরি' শব্দটি খুলিলে অর্থসংকুলতার নমুনা পাওয়া যায়—'হরি' শব্দের অর্থে ভেক হইতে ভগবান পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে নাই। প্রায়শঃ সংস্কৃত অভিধানে প্রদত্ত অর্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। 'সম্বন্ধী' শব্দটি ধরুন। সংস্কৃতে ইহার অর্থ কুটুম্ব। কিন্তু কোনও বাঙ্গালী যদি মামা মেসো বা পিসাকে 'সম্বন্ধী' বলেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা যে কিরূপ দাঁড়ায় তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু 'চলন্তিকায়' 'কুটুম্ব' অর্থটিই আগে দেওয়া হইয়াছে। তারপর বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে 'বাং' দিয়া দেওয়া হইয়াছে 'শ্যালক'। বাংলা অভিধানে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে 'বাং' কেন? বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে 'ইং' 'সং' ইত্যাদি দেওয়াই তো উচিত। অবশ্য এখানে বলিতে হয় যে, সংস্কৃতপ্রীতিটা 'চলন্তিকা' অভিধানেই সর্বাপেক্ষা প্রবল। বাংলাভাষায় সাধারণতঃ 'পার্বত্য' অঞ্চল 'পার্বত্য' জাতি 'পার্বত্য' প্রদেশ ইত্যাদি লেখা হইয়া থাকে। 'মুহ্যমান'

শব্দটিও প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সংস্কৃত সূত্রের সহিত মিলে নাই বলিয়া 'চলন্তিকা' অভিধান এগুলিকে অশুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। 'দুর্বোধ্য' শব্দটি বাংলাভাষায় সুপ্রচলিত। 'কৌমার্য' শব্দটিরও যথেষ্ট চল আছে। কিন্তু 'চলন্তিকা' এগুলিকে ঠাঁই দেন নাই। এগুলির পরিবর্তে 'দুর্বোধ' ও 'কৌমার' শব্দ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ হইতে শুরু করিয়া অনেক কৃতবিদ্য লেখকই 'কেন্দ্রিক' শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'চলন্তিকার' মতে 'কৈন্দ্রিক' না হইলে শুদ্ধ বাংলাভাষা লেখা হয় না। 'গণতান্ত্রিক' শব্দটি সাহিত্যে সংবাদপত্রে ও মৌখিক ভাবে সর্বদা ব্যবহৃত হইতেছে, অথচ উহাও চলন্তিকায় স্থান পায় নাই। সুপ্রচলিত ও সজ্জনব্যবহৃত শব্দকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের অজুহাতে বাংলা অভিধান হইতে বাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কেবল সংস্কৃত হইতে নহে, অন্যান্য ভাষা হইতে আগত শব্দের সম্পর্কেও 'চলন্তিকায়' এইরকম একটি গোঁড়ামি দেখা যায়। 'ওয়াকিবহাল' শব্দটি সংবাদপত্রে এবং লোকমুখে সুপ্রচলিত। কিন্তু 'চলন্তিকা' উহাকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। যদি মূল ইংরেজীর অনুকরণে 'টেব্‌ল্‌' 'বেঞ্চ্‌' না বলিয়া বাংলায় 'টেবিল' ও 'বেঞ্চি' বলি, যদি মূল ফারসীর অনুকরণে 'দর্দ্‌' 'মর্দ্‌' 'শর্ম্‌' না বলিয়া 'দরদ' 'মরদ' ও 'শরম' বলি, তবে বাংলাভাষায় 'ওয়াকিফ্‌হাল' শব্দকে 'ওয়াকিবহাল' বলিলে দোষ হইবে কেন?* জনসাধারণের ব্যাপক উচ্চারণ-শৈথিল্য এবং ভ্রান্তিমূলক প্রয়োগই ভাষাকে নূতন পথে চালিত করে, একটি ভাষা হইতে অপর ভাষার জন্ম দেয়। জনসাধারণ যে ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা ভাষার গঠনে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতেছেন, তাহা কি বৈয়াকরণের, কি ভাষাতাত্ত্বিকের, কি অভিধানকারের, কাহারও বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। তাই 'আধুনিকী' অভিধানে শব্দের সুপ্রচলিত অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, অন্য কোনও ভাষার অভিধানকে বাংলাভাষার উপর জুলুম করিতে দেওয়া হয় নাই।

শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয় তাঁহার অভিধানে দুইটি নীতি সংগতির সহিত অনুসরণ করিয়াছেন। একটি হইতেছে শব্দের উচ্চারণ এক হইলেও বিশেষণের জন্য ী এবং বিশেষ্যের জন্য ি প্রয়োগ। যথা, 'সুলতানি' করা এবং 'সুলতানী' আমল, 'খুশী' হওয়া এবং 'খুশিতে' হাসা। এই নীতিটি বর্তমান অভিধানেও অনুসরণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় নীতিটি হইল 'যে করে' বা 'যাহার পেশা' অর্থে শব্দের শেষে 'ি' ব্যবহার না করিয়া 'ী' ব্যবহার করা। যেমন, 'মিস্ত্রী' 'কেরানী' ইত্যাদি। এই নীতিটিও 'আধুনিকী'তে অনুসরণ করা হইয়াছে। তবে এই উভয় ক্ষেত্রেই যখন প্রচলিত ব্যবহারে ব্যাপক অন্যথা দেখা গিয়াছে, তখন প্রচলিত রূপকে অবহেলা করা হয় নাই। যেমন, 'বেশি' ও 'বেশী' উভয়রূপ প্রয়োগই দেওয়া হইয়াছে। ('চলন্তিকা' বিশেষণে 'বেশি'

---

* চলন্তিকার বর্তমান ৭ম সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

না দিলেও 'ভারি' ও 'ভারী' দুই দিয়াছেন।) 'চলন্তিকা'র বর্ণানুক্রমও বর্তমান অভিধানে অনুসৃত হইয়াছে। উহা ব্যবহারকারীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক মনে হয়।

'আধুনিকী'তে নূতন বানানকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। তবে এখনও লেখকরা সকলে নূতন বানান অনুসরণ না করায় শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হইবে ভাবিয়া নূতন ও পুরাতন উভয় বানানই দেওয়া হইয়াছে।

অভিধান সংকলনের জন্য আমি আমার পূর্বাচার্যদের রচনা হইতে যথাসাধ্য সাহায্য লইয়াছি। 'চলন্তিকা'-র দ্বারা যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই অভিধান সংকলনের কাজে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য মহাশয় উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়া এবং একটি করিয়া প্রুফ আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। এ ঋণ অপরিশোধ্য। প্রকাশককে তাঁহার উৎসাহ ও দুঃসাহসের জন্য ধন্যবাদ না জানাইয়া পারিতেছি না। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের মুদ্রাকর যেরূপ অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন সেজন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

—ঋষি দাস

বর্ণানুক্রম ও সংকেতাবলী

ইহাতে নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রম অনুসৃত হইয়াছে :—

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড-ড় ঢ-ঢ় ণ ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম য-য় র ল ব শ ষ স হ

শব্দের আদিতে বর্গীয় ও অন্তস্থ ব-এর উচ্চারণ এক রকম। তাই বর্ণানুক্রমিক শব্দবিন্যাসে বর্গীয় ও অন্তস্থ ব আদিতে আছে এমন শব্দগুলিকে একই সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। তবে অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত ব-কে অন্তস্থ ব হিসাবে ধরিয়া র ও ল-এর পরে দেওয়া হইয়াছে। যেমন, 'দ্রৌপদীর' পরে দেওয়া হইয়াছে 'দ্বন্দ্ব', 'বিদ্রোহীর' পরে 'বিদ্বজ্জন'।

চন্দ্রবিন্দুহীন অক্ষরের পরে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত সেই অক্ষর দেওয়া হইয়াছে। যেমন, তাত, তাঁত; কাটা, কাঁটা; বাটা, বাঁটা; ইত্যাদি।

স্বরবর্ণের পর ং ও বিসর্গ দেওয়া হইয়াছে। যেমন, নিউমোনিয়া, নিংড়ানো, নিঃক্ষত্র; বিউলি, বিংশ; ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত সংকেতগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে।

[ঃ]	...	...	প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।
তুঃ	...	...	তুলনীয়।
বি.	...	...	বিশেষ্য।
বিণ.	...	...	বিশেষণ।
স্ত্রী.	...	...	স্ত্রীলিঙ্গ।
সং	...	...	সংস্কৃত।

আধুনিকী

অ — নয়, নাই, বিপরীত, অনুচিত, অল্প ইত্যাদি বুঝাইতে শব্দের গোড়ায় যুক্ত হয়। [ঃ 'অসাধু', 'অশান্তি', 'অকথা', 'অগভীর' ইঃ।] শব্দের গোড়ায় স্বরবর্ণ থাকিলে 'অ'-র স্থানে 'অন্' হয়। যেমন — অন্ত নাই, 'অনন্ত'।

অই — নির্দেশসূচক শব্দ, ঐ।

অইছন, অইছে — ('ঐছন', 'ঐছে' দেখ।)

অংশ — ভাগ, টুকরা। দেবতার ঔরস। [ঃ সূর্যের 'অংশে' কর্ণের জন্ম।]

অংশতঃ — আংশিকভাবে, কিছু পরিমাণে।

অংশীদার — ভাগী, ভাগ পাইবার অধিকারী।

অংশু — কিরণ। আঁশ, সরু ছিবড়া। কাপড়।

অংশুক — কাপড়। [ঃ 'চীনাংশুক'।]

অংশুমালী — সূর্য।

অংস — কাঁধ।

অংসকুট, অংসকূট — ককুদ্, ষাঁড়ের ঝুঁটি।

অঁটা — (প্রাচীন কবিতায়) হাত।

অকথন — অনুচিত কথা, কুবাক্য।

অকথনীয় — যাহা বলা উচিত নহে। যাহা বলা যায় না।

অকথা — অনুচিত কথা।

অকথ্য — যাহা বলা উচিত নয়। অশ্লীল।

অকপট — সরল।

অকম্প, অকম্পিত, অকম্প্র — স্থির, কম্পনহীন।

অকরণীয় — যাহা করা উচিত নয়।

অকরুণ — নিষ্ঠুর।

অকর্ম, অকর্ম্ম — খারাপ কাজ। আনাড়ীর কাজ।

অকর্মক, অকর্ম্মক — কর্ম নাই এমন (ক্রিয়া)।

অকর্মণ্য, অকর্ম্মণ্য — কাজ করিতে অক্ষম, অকেজো।

অকর্মণ্যতা, অকর্ম্মণ্যতা — কাজ করার অক্ষমতা।

অকর্মা, অকর্ম্মা — অকেজো লোক, আনাড়ী।

অকলঙ্ক — নির্মল। কলঙ্কহীন।

অকল্পিত — মন-গড়া নহে এমন। বাস্তব।

অকল্যাণ — অশুভ।

অকস্মাৎ — হঠাৎ।

অকাজ — বাজে কাজ।

অকাট্য — নির্ভুল (যুক্তি)।

অকাতর — কষ্টে ব্যাকুল হয় না এমন। **অকাতরে** — বিনা কষ্টে।

অকারণ — যাহার কারণ নাই, অহেতুক। **অকারণে** — বিনা কারণে।

অকার্য, অকার্য্য — ('অকাজ' দেখ।)

অকাল — অসময়। দুঃসময়। দুর্ভিক্ষ।

অকালকুষ্মাণ্ড — অকর্মণ্য লোক।

অকালপক্ব — এঁচোড়ে পাকা। বয়স্কদের মতো ব্যবহার করে এমন ছেলে-ছোকরা।

অকালবার্ধক্য, অকালবার্দ্ধক্য — যৌবনেই বৃদ্ধের অবস্থা।

অকালবোধন — শরৎকালের দুর্গাপূজা।

অকালমৃত্যু — অল্পবয়সে মৃত্যু।

অকিঞ্চন — দরিদ্র, নিঃস্ব।

অকিঞ্চিৎ, অকিঞ্চিৎকর — তুচ্ছ, সামান্য।

অকীর্তি, অকীর্ত্তি — অখ্যাতি।

অকুস্থল — যেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চুরি, খুন, জখম ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল।

অকুণ্ঠ, অকুণ্ঠিত — সংকোচ বা দ্বিধা নাই এমন।

অকুতোভয় — নির্ভয়। **অকুতোভয়ে** — নির্ভয়ে।

অকুলন, অকুলান — অভাব, ঘাটতি।

অকূল — যাহার কূল নাই, অসীম, দুস্তর। [ঃ 'অকূল' সমুদ্র।]

অকৃতকার্য, অকৃতকার্য্য — বিফল, ব্যর্থ। চেষ্টা করিয়া পারে নাই এমন।

অকৃতকার্যতা, অকৃতকার্য্যতা — চেষ্টা করিয়া না পারা। ব্যর্থতা।

অকৃতজ্ঞ — যে উপকারীর উপকার মনে রাখে না।

অকৃতদার — অবিবাহিত।

অকৃতী — অযোগ্য, অক্ষম।

অকৃত্রিম — খাঁটি, আসল।

অকৃপণ — উদার, মুক্তহস্ত।

অকেজো — অকর্মণ্য। কাজের অনুপযুক্ত।

অক্কা — মৃত্যু। [ঃ 'অক্কা' পেয়েছে।]

অক্টোবর — ইংরেজী বছরের দশম মাস।

অক্রূর — দয়ালু। কৃষ্ণের কাকার নাম।

অক্লান্ত — অশ্রান্ত, অবসন্ন নহে এমন।

অক্লান্তি — অবসাদের অভাব।

অক্লেশ — অনায়াস। **অক্লেশে** — অনায়াসে, বিনা কষ্টে।

অক্ষ — খেলিবার পাশা। মেরু। বিষুব রেখার দুই দিকের স্থানের কৌণিক দূরত্ব। চক্ষু। রুদ্রাক্ষের বীজ।

অক্ষত — চোট লাগে নাই বা জখম হয় নাই এমন। ক্ষতহীন।

অক্ষম — অসমর্থ, ক্ষমতা নাই এমন।

অক্ষমতা — ক্ষমতার অভাব, অসামর্থ্য।

অক্ষয় — ক্ষয় নাই এমন। চিরস্থায়ী।

অক্ষর — হরফ, লেখমালার বর্ণ। শব্দাংশ। ব্রহ্ম।

অক্ষি — চোখ।

অক্ষুণ্ণ — অটুট, পরিপূর্ণ।

অক্ষৌহিণী — পুরাণে বর্ণিত বিরাট সৈন্য-বাহিনী। এক একটি অক্ষৌহিণীতে ১০৯৩৫০ পদাতিক, ৬৫৬১০ ঘোড়া, ২১৮৭০ হাতী এবং ২১৮৭০ রথ থাকিত।

অখণ্ড — টুকরো নয় এমন, সমগ্র। প্রবল। [ঃ 'অখণ্ড' প্রতাপ।]

অখণ্ডনীয় — যাহাকে ভুল প্রমাণিত করা যায় না, অকাট্য। যাহাকে টুকরা করা যায় না।

অখণ্ডিত — সমগ্র, যাহাকে টুকরা করা হয় নাই।

অখাদ্য — খাইবার উপযুক্ত নয়। খারাপ খাবার।

অখিল — সমগ্র, সমস্ত, যাবতীয়।

অখ্যাত — অপ্রসিদ্ধ।

অখ্যাতনামা — যাহার নাম লোকে জানে না।

অখ্যাতি — দুর্নাম।

অগণন, অগণিত — যাহা গণিয়া শেষ করা যায় না, অসংখ্য।

অগতি — নিরুপায়। [ঃ 'অগতির' গতি—।]

অগত্যা — অন্য উপায় না থাকায়, বাধ্য হইয়া।

অগভীর — অল্প গভীর।

অগম্য — যেখানে যাওয়া যায় না। যাহা বুঝা যায় না, দুর্বোধ্য।

অগস্ত্য — একজন ঋষির নাম। **অগস্ত্যযাত্রা** — চিরদিনের জন্য চলিয়া যাওয়া।

অগস্ট — ইংরেজী বছরের অষ্টম মাস।

অগাধ — অতল, সুগভীর, অথই।

অগুরু — একরকম সুগন্ধ কাঠ।

অগোচর — যাহা জানা যায় না। **অগোচরে** — অজ্ঞাতে।

অগৌরব — অসম্মান। দুর্নাম।

অগ্নি — আগুন।

অগ্নিকর্ম, অগ্নিকর্ম্ম — শবদাহ।

অগ্নিকাণ্ড — আগুন লাগিয়া ঘর-বাড়ি পুড়িয়া যাওয়া। ব্যাপকভাবে আগুন লাগা।

অগ্নিকোণ — দক্ষিণ-পূর্ব দিক।

অগ্নিগর্ভ — উত্তেজক, উদ্দীপনাময়। [ঃ 'অগ্নিগর্ভ' বাণী বা বক্তৃতা।]

অগ্নিবর্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক — পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি করে এমন।

অগ্নিমান্দ্য — ক্ষুধার অল্পতা, পরিপাক-শক্তির অভাব।

অগ্নিমূর্তি, অগ্নিমূর্ত্তি — অতিশয় ক্রুদ্ধ।

অগ্নিমূল্য — অত্যধিক চড়া দাম।

অগ্নিশর্মা, অগ্নিশর্ম্মা — অত্যন্ত ক্রুদ্ধ।

অগ্নিহোত্রী — যিনি অগ্নিহোত্র বা বেদ-বিহিত হোম করেন।

অগ্ন্যুৎপাত, অগ্ন্যুদ্‌গার — আগ্নেয় গিরি হইতে অগ্নিময় পদার্থের নিঃসরণ।

অগ্র — প্রথম। পূর্ব। সম্মুখ। ডগা। চূড়া। **অগ্রে** — আগে। সম্মুখে।

অগ্রগণ্য — প্রথমে উল্লেখযোগ্য। শ্রেষ্ঠ।

অগ্রগামী — আগে চলে এমন।

অগ্রজ — আগে জন্মিয়াছে যে, দাদা।

অগ্রণী — নেতা, নায়ক।

অগ্রদানী — এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যাঁহারা প্রেতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান গ্রহণ করেন।

অগ্রদূত — যিনি প্রথমে সংবাদ আনেন। পথপ্রদর্শক।

অগ্রপশ্চাৎ — ভাল-মন্দ, আগে-পিছে। [ঃ 'অগ্রপশ্চাৎ' ভাবা।]

অগ্রবর্তী, অগ্রবর্ত্তী — সম্মুখে আগাইয়া গিয়াছে এমন।

অগ্রসর — আগাইয়া চলিয়াছে এমন। [ঃ 'অগ্রসর' হওয়া।]

অগ্রহায়ণ — বাংলা সনের অষ্টম মাস।

অগ্রাহ্য — উপেক্ষিত। নামঞ্জুর। [ঃ দরখাস্ত 'অগ্রাহ্য' করা।] গ্রহণের অযোগ্য।

অগ্রিম — আগাম। বায়না।

অঘটন — অসম্ভব ঘটনা। দুর্ঘটনা।

অঘোর — যাহা ভয়ংকর নহে। শিব। **অঘোরে** — বেহুঁশভাবে। [ঃ 'অঘোরে' ঘুমাইতেছে।]

অঘোরপন্থী — বীভৎস আচার-অনুষ্ঠান করে এমন একপ্রকার শৈব সম্প্রদায়।

অঘ্রাত — যাহার ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই।

অঘ্রান — অগ্রহায়ণ [চলিত বাংলায়]।

অঙ্ক — কোল। নাটকের অধ্যায়। গণিতের রাশি, সংখ্যা।

অঙ্কন — আঁকা, চিত্রণ।

অঙ্কিত — আঁকা হইয়াছে এমন, চিত্রিত।

অঙ্কুর — বীজ হইতে উদ্‌ভিদের প্রথম উদ্‌গম। কল।

অঙ্কুরিত — অঙ্কুর বাহির হইয়াছে এমন।

অঙ্কুশ — হাতীকে গুঁতা দিয়া চালাইবার জন্য লোহার লাঠি, ডাঙশ।

অংগ — শরীর। শরীরের হাত পা প্রভৃতি অংশ। অংশ। উপকরণ।

অংগজ — পুত্র।

অংগত্রাণ — বর্ম, সাঁজোয়া।

অংগদ — একরকম গহনা, বাজু, তাগা। রামায়ণে বর্ণিত বালীর পুত্র।

অংগদেশ — সুপ্রাচীন রাজ্য, উহা বর্তমান ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত ছিল।

অংগন — উঠান, চত্বর, ঘরের সামনের খোলা জায়গা।

অংগনা — স্ত্রীলোক। সুন্দরী মেয়ে।
অংগপ্রত্যংগ — সমস্ত শরীর।
অংগভংগী—অংগচালনা করিয়া মনের ভাব প্রকাশ।
অংগরাগ — সাজগোজ করিবার জন্য ব্যবহার্য সুগন্ধি দ্রব্যাদি, প্রসাধনদ্রব্য। প্রসাধন, দেহসজ্জা।
অংগহানি — প্রয়োজনীয় অংশের অভাবে ত্রুটি। [ঃ অনুষ্ঠানটির 'অংগহানি' হয়েছে।]
অংগার — কয়লা।
অংগারক — একপ্রকার গ্যাস, কার্বন।
অংগীকার — প্রতিশ্রুতি।
অংগীভূত — অন্তর্ভুক্ত।
অংগুরি, অংগুরী — আংটি।
অংগুরীয়, অংগুরীয়ক — আংটি।
অংগুলি, অংগুলী — আঙুল।
অংগুষ্ঠ — বুড়ো আঙুল।
অংগুষ্ঠপ্রদর্শন — কাহাকেও কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই মতো কাজ না করা, ঠকানো, 'কলা দেখানো'।
অংগুস্তান — ছুঁচ ঠেলিবার জন্য ধাতু দিয়া তৈয়ারী আঙুলের টুপি।
অচর — যাহা চলে না, স্থাবর। [ঃ 'চরাচর'।]
অচল — যাহা চলে না, স্থির, অটল। যাহা ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। [ঃ 'অচল' টাকা।] পর্বত। [ঃ 'হিমাচল'।]
অচিন — (পদ্যে) অচেনা।
অচিন্তিত — যাহা ভাবা হয় নাই।
অচিন্তিতপূর্ব, অচিন্তিতপূর্ব্ব — যাহা আগে ভাবা হয় নাই।
অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য — যাহা ভাবা যায় না, ভাবনার অতীত।
অচির — অস্থায়ী।
অচিরে — শীঘ্র।
অচেতন — মূর্ছিত, প্রাণহীন, জড়।
অচেনা — অপরিচিত, অজানা।
অচৈতন্য — সংজ্ঞাহীন, মূর্ছিত।
অচ্ছ — যাহাতে দৃষ্টি ব্যাহত হয় না। [ঃ সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ।]
অচ্ছোদ — যাহার জল স্বচ্ছ। [ঃ 'অচ্ছোদ-সরসীনীরে'।] হিমালয় অঞ্চলে এক প্রাচীন সরোবরের নাম।
অচ্ছুত — অস্পৃশ্য। অস্পৃশ্য জাতি।
অচ্ছেদ্য — যাহা ছিন্ন করা যায় না।
অচ্যুত — যাঁহার চ্যুতি বা স্খলন নাই, শ্রীকৃষ্ণ।
অছি — সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত অভিভাবক।
অছিলা — মিছে অজুহাত, ছল।
অজ — যাহার জন্ম নাই। আদিম। [(নিন্দার্থে) ঃ 'অজ' পাড়াগাঁ।]
অজ — ছাগল। [(নিন্দার্থে) ঃ 'অজ' মূর্খ — ছাগলের মতো মূর্খ।]
অজগর — প্রকাণ্ড একরকম সাপ। (ছাগল গিলিয়া খায়, অর্থে।)
অজন্মা — ফসল না ফলা, শস্যাভাব, দুর্ভিক্ষ।
অজয় — যাহাকে জয় করা যায় না, অজেয়।
অজর — যাহার জরা নাই। [ঃ অজর-অমর।]
অজস্র — প্রচুর। অবিরাম।
অজা — মাদী ছাগল।
অজাতশত্রু — যাহার শত্রু জন্মে নাই। প্রাচীন মগধের এক বিখ্যাত রাজার নাম।
অজাতশ্মশ্রু — যাহার দাড়ি উঠে নাই। অল্পবয়স্ক।
অজানন্তে — অজ্ঞাতে।
অজানা, অজানিত — অজ্ঞাত। অপরিচিত।
অজিত — যে হারে নাই। যাহা আয়ত্ত হয় নাই।
অজিন — হরিণের চামড়া।
অজীর্ণ — বদহজম। অগ্নিমান্দ্য রোগ।

অজুহাত — মিথ্যা কারণ। কারণ।
অজেয় — যাহাকে জয় করা যায় না।
অজ্ঞ — যে জানে না। অশিক্ষিত, মূর্খ।
অজ্ঞতা — না জানা।
অজ্ঞাত — অজানা।
অজ্ঞাতনামা — যাহার নাম জানা যায় নাই।
অজ্ঞাতপূর্ব — যাহা আগে জানা যায় নাই।
অজ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতে — না জানিয়া, অজান্তে।
অজ্ঞান — যাহার জ্ঞান নাই। যাহার সংজ্ঞা নাই, মূর্ছিত।
অজ্ঞানকৃত — না জানিয়া করা হইয়াছে এমন।
অজ্ঞানতা — জ্ঞানহীনতা।
অজ্ঞেয় — যাহা জানা যায় না, জ্ঞানের অতীত।
অঝোর — অবিরাম। [ঃ 'অঝোরে' বৃষ্টি।]
অঞ্চল — আঁচল, কাপড়ের শেষ ভাগ। দেশের কিয়দংশ, তল্লাট।
অঞ্জন — কাজল, সুর্মা। কবিরাজী ঔষধ।
অঞ্জনা — হনুমানের মা।
অঞ্জলি — জোড়-করা দুই হাত, আঁজলা। জোড় হাতে দেবতার উদ্দেশে দেওয়া অর্ঘ্য।
অঞ্জলিপুট — দুই হাত পাশাপাশি সংযুক্ত করিলে পাত্রের মতো যাহা হয়।
অঞ্জলিবদ্ধ — হাত জোড় করিয়াছে এমন।
অটবি, অটবী — বন, অরণ্য।
অটল — যাহা নড়ে না বা টলে না। স্থির। দৃঢ়।
অটুট — অক্ষুণ্ণ, আস্ত।
অট্টহাস, অট্টহাসি, অট্টহাস্য — উচ্চ হাসি, হো হো করিয়া হাসি।
অট্টালিকা — পাকা বাড়ি।
অড়র, অড়হর — একরকম দাল।
অঢেল — প্রচুর, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি।

অণিমা — অণুত্ব, সূক্ষ্মতা। যোগের দ্বারা পাওয়া শক্তি।
অণু — অতীব সূক্ষ্ম বস্তু, অতি ক্ষুদ্র, কণিকা।
অণুবীক্ষণ — অতি ক্ষুদ্র বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ করিয়া দেখায় এমন যন্ত্র।
অণ্ড — ডিম। অণ্ডকোষের বিচি।
অণ্ডকোশ, অণ্ডকোষ — হোল, মুষ্ক।
অণ্ডজ — ডিম হইতে জন্মায় এমন। [ঃ 'অণ্ডজ' প্রাণী।]
অত — ঐ পরিমাণ।
অতএব — এই কারণে, তাই, সুতরাং।
অতঃপর — এর পর, তার পর।
অতনু — যাহার তনু বা দেহ নাই। প্রেমের দেবতা।
অতন্দ্র — তন্দ্রা বা সামান্যতম ঘুমও নাই এমন। সজাগ, সতর্ক।
অতর্কিত — সাবধান হইবার সুযোগ পায় নাই এমন। **অতর্কিতে** — অসাবধান অবস্থায়, হঠাৎ।
অতল — অগাধ, সুগভীর।
অতলস্পর্শ — যাহার তলদেশ স্পর্শ করা যায় না, অতীব গভীর।
অতসী — তিসি। শণ গাছ। একরকম হলদে ফুল।
অতি — খুব। প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। [ঃ 'অতিভক্তি'।]
অতিকায় — বিরাট দেহবিশিষ্ট।
অতিক্রম, অতিক্রমণ — পার হওয়া। ছাড়াইয়া যাওয়া।
অতিক্রমণীয়, অতিক্রম্য — যাহাকে অতিক্রম করা বা ছাড়াইয়া যাওয়া যায়।
অতিথি — অভ্যাগত, আগন্তুক।
অতিক্রান্ত — অতিক্রম করা হইয়াছে এমন।
অতিথিশালা — অতিথিদের থাকিবার গৃহ।
অতিথিসৎকার — অতিথির সেবাযত্ন।

অতিপাত — কাটানো, যাপন। [ঃ 'কালাতিপাত'।]
অতিপ্রাকৃত — প্রকৃতির অতীত, অলৌকিক।
অতিবল — অতীব বলশালী, মহাবল।
অতিবাড় — স্পর্ধা।
অতিবাহন — কাটানো, যাপন, অতিক্রমণ। [ঃ কাল 'অতিবাহন' করা, পথ 'অতিবাহন' করা।]
অতিবাহিত — যাহা কাটানো বা পার হওয়া গিয়াছে।
অতিবৃষ্টি — (ক্ষতিকর অর্থে) খুব বেশি বৃষ্টি।
অতিমানব — দেবতুল্য লোক, মহামানব।
অতিমানবিক — অতিমানব সংক্রান্ত। মানুষের ক্ষমতার অতীত।
অতিমানুষ — ('অতিমানব' দেখ।) **অতিমানুষিক** — মানুষের ক্ষমতার অতীত।
অতিরঞ্জন — বাড়াইয়া বলা, অত্যুক্তি।
অতিরিক্ত — দরকারের চেয়ে বেশি। বাড়তি।
অতিশয় — খুব।
অতিশয়োক্তি — বাড়াইয়া বলা, অত্যুক্তি।
অতিষ্ঠ — অস্থির, বিরক্ত।
অতিসার — পেটের অসুখ, উদরাময়।
অতীত — যাহা চলিয়া গিয়াছে, গত।
অতীন্দ্রিয় — ইন্দ্রিয়ের অতীত, চক্ষুকর্ণ প্রভৃতির দ্বারা জানা যায় না এমন।
অতীন্দ্রিয়বাদ — ইন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করা যায় এইরূপ দার্শনিক মতবাদ।
অতীন্দ্রিয়বাদী — অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী।
অতীব — খুব, অত্যন্ত।
অতুল, অতুলন, অতুলনীয়, অতুল্য — যাহার তুলনা নাই, অনুপম, অপূর্ব।
অতৃপ্ত — অপূর্ণ। [ঃ 'অতৃপ্ত' বাসনা।] অপরিতুষ্ট। [ঃ 'অতৃপ্ত' আত্মা।]
অতৃপ্তি — ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া, সাধ না মেটা, অপরিতুষ্টি।
অতো — অত, ঐ পরিমাণ।
অত্যধিক — প্রয়োজনের চেয়েও বেশি।
অত্যন্ত — খুব।
অত্যল্প — খুব কম।
অত্যাচার — পীড়ন, জুলুম।
অত্যাচারিত — যাহার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে।
অত্যাচারী — যে অত্যাচার করে।
অত্যুক্তি — বাড়াইয়া বলা, অতিরঞ্জন।
অত্র — এখানে।
অত্রত্য, অত্রস্থ — এখানকার।
অত্রি — একজন প্রাচীন ঋষির নাম।
অথই — অগাধ, অতল।
অথচ — তবুও, কিন্তু।
অথবা — বা, কিংবা, পক্ষান্তরে।
অথর্ব, অথর্ব্ব — একটি বেদের নাম, চতুর্থ বেদ। জরাগ্রস্ত, অক্ষম।
অদমনীয়, অদম্য — যাহাকে দমন করা বা ঠেকানো যায় না, দুর্বার।
অদর্শন — না দেখা। [ঃ তোমার 'অদর্শনে'।]
অদলবদল — পরিবর্তন।
অদহনীয়, অদাহ্য — যাহা আগুনে পুড়ে না। যাহা পোড়ানো উচিত নয়।
অদিতি — পুরাণে বর্ণিত দেবতাদের মা।
অদূর — যাহা দূর নহে, নিকট।
অদূরদর্শী — পরে কি হইবে যে ভাবে না।
অদূরদর্শিতা — ভবিষ্যৎ না ভাবা।
অদূরবর্তী, অদূরবর্ত্তী — যাহা নিকটে আছে।
অদৃশ্য — যাহা দেখা যায় না।
অদৃশ্যমান — যাহা ক্রমেই অদৃশ্য হইতেছে।
অদৃষ্ট — যাহা দেখা হয় নাই। ভাগ্য।
অদৃষ্টক্রমে — ভাগ্যের ফলে।
অদৃষ্টপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব — যাহা আগে

দেখা যায় নাই।

অদেয় — যাহা দেওয়া যায় না।

অদ্ভুত — আশ্চর্য। অস্বাভাবিক।

অদ্য — আজ।

অদ্যতন — আজকার।

অদ্যতনী — আধুনিকা।

অদ্যাপি — আজও।

অদ্রি — পর্বত।

অদ্বিতীয় — একমাত্র। স্ত্রী. — **অদ্বিতীয়া**।

অদ্বৈত — যাহার দ্বিতীয় নাই, ব্রহ্ম।

অদ্বৈতবাদ — ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নাই এই মত।

অদ্বৈতবাদী — অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী।

অধঃ — নিম্ন।

অধঃপতন, অধঃপাত — খারাপ হওয়া, উচ্ছন্নে যাওয়া, নৈতিক অবনতি।

অধঃপতিত — অধঃপাতে বা উৎসন্নে গিয়াছে এমন। পূর্ব গৌরব হইতে বঞ্চিত।

অধঃপথ — অধঃপাতে যাইবার পথ।

অধম — হীন, নীচ, মন্দ।

অধমর্ণ — খাতক, দেনদার, ঋণী।

অধমাংগ — নিম্নাংগ, পা।

অধর — নীচের ঠোঁট। ঠোঁট।

অধরা — যাহাকে ধরা যায় নাই।

অধরামৃত — থুতু (ব্যংগার্থে)।

অধর্ম, অধর্ম্ম — ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। অন্যায়। পাপ।

অধস্তন — নিম্নস্থ। [ঃ 'অধস্তন' কর্মচারী, 'অধস্তন' চতুর্দশ পুরুষ।]

অধিক — বেশি। **অধিকতর** — অপেক্ষাকৃত বেশি। **অধিকতম** — সর্বাপেক্ষা বেশি।

অধিকন্তু — তাহার উপর, আরও।

অধিকাংশ — বেশির ভাগ।

অধিকরণ — স্থান, আধার, পাত্র। ব্যাকরণের একটি কারক।

অধিকর্তা, অধিকর্ত্তা — কোনও সরকারী বিভাগের কর্তা। ডিরেক্টার।

অধিকার — দখল। দাবি। স্বত্ব। জ্ঞান। [ঃ শাস্ত্রে 'অধিকার'।]

অধিকারী — মালিক। [ঃ যাত্রার দলের 'অধিকারী'।] যোগ্য ব্যক্তি।

অধিকৃত — দখল করা হইয়াছে এমন।

অধিগত — আয়ত্ত করা গিয়াছে এমন। [ঃ 'অধিগত' বিদ্যা।]

অধিগম্য — যাহা আয়ত্ত করা যায়, যাহা বুঝা যায়।

অধিত্যকা — পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি।

অধিনায়ক — প্রধান পরিচালক, প্রধান সেনাপতি।

অধিপ, অধিপতি — রাজা।

অধিবাস — পূজা ও বিবাহ প্রভৃতির আগে মাংগলিক অনুষ্ঠান।

অধিবাসী — বাসিন্দা।

অধিবেশন — সভা বসা, বৈঠক।

অধিরথ — সারথি। মহারথ। মহাভারতে বর্ণিত কর্ণের পালক পিতা।

অধিরাজ — প্রধান রাজা, সম্রাট।

অধিরাজ্য — অধীন রাজ্য।

অধিরূঢ় — আরূঢ়, চড়িয়াছে এমন।

অধিষ্ঠাতা — অধিষ্ঠান করেন এমন। [ঃ 'অধিষ্ঠাতা' দেবতা।] স্ত্রী. — **অধিষ্ঠাত্রী**। [ঃ 'অধিষ্ঠাত্রী' দেবী।]

অধিষ্ঠান — (দেবতা প্রভৃতির) থাকা, উপস্থিতি।

অধিষ্ঠিত — (দেবতা প্রভৃতি) আছেন এমন। প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী. — **অধিষ্ঠিতা**।

অধীত — পড়া হইয়াছে এমন।

অধীন — বশীভূত, নিয়ন্ত্রণ বা শাসনের অন্তর্গত।

অধীনস্থ — যে অধীন আছে। [ঃ

'অধীনস্থ' কর্মচারী।]
অধীনা — অধীন স্ত্রী। [ঃ এ 'অধীনার' আবেদন।]
অধীনতা — অপরের বশে বা শাসনে থাকা।
অধীর — অস্থির, চঞ্চল। ধৈর্যহীন, কাতর। [ঃ 'অধীর' হইও না।]
অধীশ, অধীশ্বর — রাজা। প্রধান রাজা।
অধুনা — আজকাল, ইদানীং।
অধুনাতন — এখনকার, বর্তমান।
অধৈর্য, অধৈর্য্য — ব্যাকুল, ধৈর্যহীন।
অধোগতি — অধঃপতন। নরকে গমন।
অধোদৃষ্টি — নীচের দিকে তাকানো।
অধোদেশ — নিম্নদেশ।
অধোবদন — নতমুখ, হেঁটমাথা।
অধোলোক — পাতাল। নরক।
অধ্যক্ষ — কর্তা, পরিচালক। কলেজের প্রধান শিক্ষক।
অধ্যক্ষতা — অধ্যক্ষের কাজ।
অধ্যবসায় — অবিরাম চেষ্টা, একাগ্র চেষ্টা।
অধ্যবসায়ী — যাহার অধ্যবসায় আছে।
অধ্যয়ন — মন দিয়া পড়া।
অধ্যাত্ম — আত্মার বা ব্রহ্মের বিষয়।
অধ্যাপক — যিনি পড়ান। কলেজের শিক্ষক।
অধ্যাপনা — পড়ানো। কলেজে পড়ানো।
অধ্যাপিকা — স্ত্রী অধ্যাপক।
অধ্যায় — বইয়ের পরিচ্ছেদ বা পর্ব।
অধ্যুষিত — যেখানে বাস করা হইয়াছে। [ঃ 'অধ্যুষিত' অঞ্চল।]
অধ্রুব — অনিশ্চিত, অস্থায়ী।
অধ্বর — যজ্ঞ।
অধ্বর্যু, অধ্বর্য্যু — ঋত্বিক্।
অন্ — ('অ' দেখ।)
অনক্ষর — যাহার অক্ষর-জ্ঞান নাই, নিরক্ষর।
অনঘ — নিষ্পাপ।

অনঙ্গ — প্রেমের দেবতা, মদন।
অনটন — অভাব। দারিদ্র্য।
অনড় — যে নড়ে না, অটল।
অনতি — খুব বেশি নয়। [ঃ 'অনতিদূর' — খুব বেশি দূর নয়। অনতিবিলম্ব — খুব বেশি দেরি নয়।]
অনতিক্রমণীয়, অনতিক্রম্য — যাহা অতিক্রম করা যায় না, যাহাকে ছাড়াইয়া যাওয়া যায় না।
অনধিক — ইহার বেশি নয়। [ঃ 'অনধিক' দশ।]
অনধিকার — যাহাতে অধিকার নাই। [ঃ 'অনধিকার' চর্চা।]
অনধ্যায় — যেদিন শাস্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ।
অননুকরণীয় — যাহার অনুকরণ করা যায় না।
অননুমোদিত — যাহা অনুমোদন করা হয় নাই, নামঞ্জুর।
অনন্ত — যাহার অন্ত বা শেষ নাই, অসীম। সর্পরাজ বাসুকি। হাতের গহনা, তাগা।
অনন্তর — তারপর।
অনন্য — যাহা অন্য নয়। যাহার অন্য নাই। অভিন্ন। অদ্বিতীয়। একাগ্র।
অনন্যগতি — যাহার অন্য গতি বা উপায় নাই।
অনন্যমনা — যাহার অন্যদিকে মন নাই, একাগ্রচিত্ত।
অনন্যসাধারণ — অসাধারণ, অসামান্য।
অনন্যা — অভিন্না। অদ্বিতীয়া। [ঃ 'অনন্যা' নারী।]
অনন্যোপায় — যাহার অন্য উপায় নাই।
অনপেক্ষ — অন্য কাহারও বা অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না এমন।
অনপেক্ষিত — যাহার উপর নির্ভর করা হয় নাই। যাহার জন্য অপেক্ষা করা হয়

নাই।

অনবদ্য — সুন্দর, অনিন্দনীয়।

অনবধানতা — মনোযোগের অভাব। অসতর্কতা।

অনবরত — সর্বদা, অবিরত।

অনবহিত — অমনোযোগী।

অনভিজ্ঞ — অভিজ্ঞতা নাই এমন। আনাড়ী।

অনভিজ্ঞতা — অভিজ্ঞতার অভাব।

অনভিপ্রেত — ইচ্ছা করা হয় নাই এমন, অবাঞ্ছিত।

অনভ্যস্ত — অভ্যাস নাই এমন।

অনভ্যাস — অভ্যাসের অভাব।

অনর্গল — অবাধ। বিরামহীন। [ঃ 'অনর্গল' বকা।]

অনর্থ — অনিষ্ট। বিপদ।

অনর্থক — অকারণ। নিষ্ফল।

অনল — আগুন।

অনশন — না খাইয়া থাকা, উপবাস।

অনশ্বর — যাহার বিনাশ নাই।

অনসূয় — যাহার ঈর্ষা নাই।

অনসূয়া — শকুন্তলার এক সখীর নাম। অত্রি মুনির স্ত্রীর নাম। ঈর্ষাহীনা নারী।

অনাগত — এখনও আসে নাই এমন। ভবিষ্যৎ।

অনাগতবিধাতা — যে ভবিষ্যতের জন্য বিধান বা ব্যবস্থা করে।

অনাগতা — আসে নাই এমন স্ত্রী।

অনাঘ্রাত — ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এমন। [ঃ 'অনাঘ্রাত' কুসুম।]

অনাচার — নিয়মবিরুদ্ধ কাজ। নিয়মনিষ্ঠার অভাব।

অনাটন — ('অনটন' দেখ।)

অনাথ — অভিভাবকহীন। অসহায়। নিরাশ্রয়। [ঃ 'অনাথ' বালক।]

অনাথা — পিতৃমাতৃহীনা, স্বামীহীনা স্ত্রীলোক। **অনাথিনী** — (পদ্যে)।

অনাদায় — আদায় না হওয়া।

অনাদায়ী — যাহা আদায় হয় নাই, বাকী।

অনাদি — যাহার আরম্ভ বা উৎপত্তি নাই। স্বয়ম্ভূ।

অনাবশ্যক — অদরকারী, অপ্রয়োজনীয়।

অনাবিল — নির্মল, নিষ্কলঙ্ক।

অনাবৃত — যাহা ঢাকা নাই, খোলা।

অনাবৃষ্টি — উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়া।

অনামা — যাহার নাম নাই। অখ্যাত।

অনামিকা — কড়ে আঙুলের পরের আঙুল।

অনামুখো — যাহার মুখ দেখিলে অমঙ্গল হয় বলিয়া ধারণা আছে, অপয়া।

অনায়াস — অক্লেশ, অল্প শ্রম।

অনায়াসলব্ধ — যাহা সহজে পাওয়া গিয়াছে।

অনায়াসলভ্য — যাহা সহজে পাওয়া যায়।

অনায়াসসাধ্য — যাহা সহজে করা যায়।

অনার্য, অনার্য্য — আর্য নহে এমন। অসভ্য।

অনাসক্ত — আসক্তিহীন, নির্লিপ্ত।

অনাসক্তি — ঔদাসীন্য, নির্লিপ্ত, আসক্তির অভাব।

অনাসৃষ্টি — সৃষ্টিছাড়া, অদ্ভুত, অস্বাভাবিক।

অনাস্থা — আস্থা না থাকা। অবিশ্বাস।

অনাহত — আঘাত পায় নাই এমন। অক্ষত।

অনাহার — না খাইয়া থাকা, উপবাস।

অনাহারী — যে না খাইয়া আছে, উপবাসী।

অনাহুত — আহুতি দেওয়া হয় নাই এমন।

অনাহূত — যাহাকে ডাকা হয় নাই। অনিমন্ত্রিত।

অনিচ্ছা — ইচ্ছার অভাব। আপত্তি, অসম্মতি।

অনিচ্ছাকৃত — ইচ্ছা করিয়া করা হয় নাই এমন। [ঃ 'অনিচ্ছাকৃত' অপরাধ।]

অনিচ্ছু, অনিচ্ছুক — যাহার ইচ্ছা নাই।

অনিত্য — অস্থায়ী। [ঃ জীবন 'অনিত্য'।]

অনিদ্র — নিদ্রাহীন।

অনিদ্রা — ঘুমের অভাব, নিদ্রাহীনতা।

অনিন্দনীয়, অনিন্দ্য — যাহার নিন্দা করা যায় না। নিখুঁত, সুন্দর।

অনিন্দিত — যাহার নিন্দা করা হয় নাই। সুন্দর।

অনিবার — অবিরত। অনিবার্য।

অনিবার্য, অনিবার্য্য — যাহাকে নিবারণ করা বা ঠেকানো যায় না, অবশ্যম্ভাবী। বি. — **অনিবার্যতা**।

অনিমিখ — (পদ্যে) চোখের পাতা না ফেলিয়া, অপলক।

অনিমিষ, অনিমেষ — চোখের পাতা পড়ে না এমন। অপলক দৃষ্টি। [ঃ সে 'অনিমিষে' তাকিয়ে রইল।]

অনিয়ম — নিয়মের অভাব। অসংযম। অব্যবস্থা, বিশৃংখলা।

অনিয়মিত — নিয়ম নাই এমন। উচ্ছৃংখল।

অনিরুদ্ধ — যাহা রোধ করা যায় নাই, অদম্য, অবাধ। পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র।

অনির্দিষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট — স্থিরতা নাই এমন। অনিশ্চিত। [ঃ 'অনির্দিষ্ট' পথ, 'অনির্দিষ্ট' কাল।]

অনির্বচনীয়, অনির্ব্বচনীয় — যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বর্ণনাতীত।

অনিল — বাতাস।

অনিশ্চিত — সংশয় আছে বা স্থিরতা নাই এমন।

অনিষ্ট — ক্ষতি, অপকার।

অনীকিনী — প্রাচীন সৈন্যবাহিনী। দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী।

অনুকম্পা — দয়া, করুণা।

অনুকরণ — অপর কিছুর মতো কিছু করা, নকল।

অনুকরণীয় — অনুকরণের যোগ্য।

অনুকার — অনুকরণ। ধ্বনির অনুকরণে গঠিত শব্দ।

অনুকারী — যে অনুকরণ করে।

অনুকূল — সাহায্য করে এমন। [ঃ 'অনুকূল' বায়ু।]

অনুকৃত — অনুকরণ করা হইয়াছে এমন।

অনুকৃতি — অনুকরণ।

অনুক্ত — যাহা বলা হয় নাই। উহ্য।

অনুক্রম — নিয়ম অনুসারে পর পর থাকা।

অনুক্রমিক — পর পর সাজানো আছে এমন। [ঃ 'বর্ণানুক্রমিক' তালিকা।]

অনুক্রমণিকা — বইয়ের ভূমিকা, মুখবন্ধ।

অনুক্ষণ — ক্ষণে ক্ষণে। সর্বদা।

অনুগ — পশ্চাতে যায় এমন।

অনুগত — কাহারও কথা বা নির্দেশ মানিয়া চলে এমন। [ঃ 'অনুগত' ভৃত্য।]

অনুগমন — পিছনে পিছনে যাওয়া, অনুসরণ।

অনুগামী — অনুসরণকারী। স্ত্রী. — **অনুগামিনী**।

অনুগৃহীত — উপকার বা সাহায্য পাইয়াছে এমন।

অনুগ্রহ — সদয় সাহায্য, কৃপা।

অনুগ্রাহক — যে অনুগ্রহ করে। স্ত্রী. — **অনুগ্রাহিকা**।

অনুচর — ভৃত্য। চেলা। সহচর। স্ত্রী. — **অনুচরী**।

অনুচিকীর্ষা — অনুকরণ করার ইচ্ছা।

অনুচিকীর্ষু — অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক।
অনুচিত — উচিত নয়। অন্যায়।
অনুচ্ছেদ — বাক্যের সমষ্টি, প্যারা।
অনুজ — ছোট ভাই।
অনুজা — ছোট বোন।
অনুজ্ঞা — আদেশ, অনুমতি।
অনুতপ্ত — যাহার অনুতাপ হইয়াছে।
অনুতাপ — কোন কাজ করিয়া পরে সেজন্য দুঃখিত হওয়া, অনুশোচনা।
অনুৎসাহ — উৎসাহ না থাকা।
অনুদাত্ত — (গানে) অনুচ্চ (কণ্ঠস্বর)।
অনুদার — সংকীর্ণমনা।
অনুদিন — রোজ রোজ।
অনুদ্দিষ্ট — নিখোঁজ। যাহাকে উদ্দেশ করা হয় নাই।
অনুদ্দেশ — খোঁজ না পাওয়া।
অনুদ্ভিন্ন — যাহা ভেদ করিয়া উঠে নাই। অপরিস্ফুট। [ঃ 'অনুদ্ভিন্ন-যৌবনা' বালিকা।]
অনুদ্বিগ্ন — উদ্বেগহীন।
অনুদ্বেগ — উদ্বেগের অভাব।
অনুধাবন — গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝা।
অনুনয় — কাতর অনুরোধ।
অনুনাসিক — নাকী, খোনা। **অনুনাসিক বর্ণ** — নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হয় এমন বর্ণ, যথা, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ँ।
অনুপম — যাহার উপমা বা তুলনা নাই। স্ত্রী. — **অনুপমা।**
অনুপমেয় — যাহার উপমা দেওয়া যায় না। তুলনাহীন।
অনুপল — সেকেণ্ডের দেড় শত ভাগের এক ভাগ।
অনুপস্থিত — উপস্থিত বা হাজির নাই এমন।
অনুপস্থিতি — উপস্থিত বা হাজির না থাকা।
অনুপাত — হার, কিছুর পরিমাণ অনুসারে অন্য কিছুর পরিমাণ। [ঃ খাটুনির 'অনুপাতে' মজুরি।]
অনুপান — ঔষধের সহিত সেবনীয় জিনিস। [ঃ কবিরাজী ঔষধের একটি প্রধান 'অনুপান' মধু।]
অনুপায় — নিরুপায়।
অনুপ্রবেশ — ভিতরে প্রবেশ।
অনুপ্রবিষ্ট — অনুপ্রবেশ করিয়াছে এমন।
অনুপ্রাণনা — উৎসাহের সঞ্চার, উদ্দীপনা। প্রেরণা।
অনুপ্রাণিত — উৎসাহিত, উদ্দীপিত।
অনুপ্রাস — ধ্বনি সৃষ্টির জন্য একই বর্ণের বার বার ব্যবহার। [ঃ দ্বিরদরদ-নির্মিত দ্বারে দ্বারী দ্বিরদ।]
অনুবর্তন, অনুবর্ত্তন — অনুসরণ। প্রসঙ্গের জের।
অনুবর্তী, অনুবর্ত্তী — অনুযায়ী।
অনুবর্তিতা, অনুবর্ত্তিতা — অনুযায়ী চলা বা করা। [ঃ 'নিয়মানুবর্তিতা'।]
অনুবাদ — ভাষান্তর, তরজমা।
অনুবাদক — যে অনুবাদ করে।
অনুবাদ্য — অনুবাদের যোগ্য বা অনুবাদের জন্য। [ঃ 'অনুবাদ্য' বিষয়।]
অনুবৃত্তি — প্রসংগের জের। [ঃ গল্পের 'পূর্বানুবৃত্তি'।]
অনুভব — বোধ। ইন্দ্রিয়ের বা হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি।
অনুভূতি — বোধ। বোধশক্তি। [ঃ মৃতের 'অনুভূতি' নাই।]
অনুমতি — আদেশ, সম্মতি। [ঃ 'অনুমতি' দিন।]
অনুমান — আন্দাজ, আঁচ। সংশয়যুক্ত সিদ্ধান্ত।
অনুমিত — অনুমান করা হইয়াছে এমন।

অনুমিতি — অনুমান, আন্দাজ।
অনুমেয় — অনুমান করা যায় এমন।
অনুমোদন — সম্মতিদান। মঞ্জুরি।
অনুমোদিত — সম্মতি পাইয়াছে এমন, মঞ্জুর। [ঃ সরকার কর্তৃক 'অনুমোদিত'।]
অনুযায়ী — অনুসারে।
অনুযোগ — দোষারোপ, নালিশ।
অনুরক্ত — অনুরাগ আছে এমন।
অনুরক্তি — অনুরাগ, প্রীতি। আগ্রহ। [ঃ সাহিত্যে 'অনুরক্তি'।]
অনুরঞ্জন — খুশী করা, প্রীতিসাধন। [ঃ 'প্রজানুরঞ্জন'।]
অনুরণন — রেশ। অপর ধ্বনির প্রভাবে ধ্বনির সৃষ্টি। বিণ. — **অনুরণিত**।
অনুরাগ — ভালোবাসা, প্রীতি। আগ্রহ।
অনুরাগী — আগ্রহশীল। যাহার অনুরাগ আছে। [ঃ 'অনুরাগী' ছাত্র।]
অনুরাধা — নক্ষত্রের নাম।
অনুরুদ্ধ — যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।
অনুরূপ — ঐরকম, সদৃশ।
অনুরোধ — কাহাকেও কিছু করিবার জন্য সবিনয়ে বলা, উপরোধ।
অনুলিপি — লেখার নকল। কপি।
অনুলোম — উচ্চ বর্ণের পুরুষের সহিত নিম্ন বর্ণের স্ত্রীর বিবাহ।
অনুশাসন — আদেশ। উপদেশ। [ঃ অশোকের 'অনুশাসন'।]
অনুশিষ্য — শিষ্যের শিষ্য।
অনুশীলন — চর্চা, অভ্যাস।
অনুশীলনী — অভ্যাসের জন্য প্রশ্নমালা।
অনুশীলনীয় — অনুশীলনের যোগ্য।
অনুশোচন, অনুশোচনা — কোনও কাজ করিয়া পরে সেজন্য খেদ, অনুতাপ।
অনুষ্টুপ্, অনুষ্টুভ্ — একরকম সংস্কৃত ছন্দ।
অনুষ্ঠাতা — যে অনুষ্ঠান বা উদ্যোগ করে।
অনুষ্ঠান — মাঙ্গলিক কার্য। ক্রিয়াপদ্ধতি। নিয়মমাফিক কাজ।
অনুষ্ঠিত — রীতি অনুসারে সম্পন্ন।
অনুসন্ধান — খোঁজ, অন্বেষণ।
অনুসন্ধিৎসা — অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা।
অনুসন্ধিৎসু — অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক।
অনুসরণ — পিছনে পিছনে যাওয়া। কাহারও মত অনুযায়ী চলা। অন্য কাহারও মতো কিছু করা।
অনুসারী — যে অনুসরণ করে।
অনুসারে — অনুযায়ী।
অনুস্যূত — একত্রে গ্রথিত।
অনুস্বর, অনুস্বার — ং বর্ণ।
অনূঢ় — অবিবাহিত। স্ত্রী. — **অনূঢ়া**। [ঃ 'অনূঢ়া' কন্যা।]
অনূদিত — অনুবাদ করা হইয়াছে এমন, ভাষান্তরিত।
অনৃত — মিথ্যা।
অনৃতভাষী — মিথ্যাবাদী। স্ত্রী. — **অনৃতভাষিণী**।
অনেক — বহু, ঢের, বিস্তর। খুব।
অনেকে — বহু লোকে।
অনেকবিধ — নানারকম।
অনৈক্য — একতার অভাব। বিরোধ। মতের অমিল।
অনৈসর্গিক — অস্বাভাবিক, অলৌকিক।
অনৌচিত্য — অন্যায়তা। অকর্তব্যতা।
অন্ত — শেষ। সীমা। পরিচয়। [ঃ তোমার 'অন্ত' পাওয়া ভার।]
অন্তঃ — মধ্যে, ভিতরে।
অন্তঃকরণ — মন। হৃদয়।
অন্তঃপাতী — মধ্যবর্তী। অন্তর্গত।
অন্তঃপুর — বাড়ির ভিতরের অংশ, যেখানে মেয়েরা থাকে, অন্দরমহল।

অন্তঃপুরিকা — অন্দরমহলে থাকে এমন স্ত্রীলোক।
অন্তঃসত্ত্বা — গর্ভবতী।
অন্তঃসলিলা — ভিতরে জল আছে এমন।
অন্তঃসার — ভিতরের সারবস্তু।
অন্তঃসারশূন্য — শূন্যগর্ভ। অসার।
অন্তঃস্থ, অন্তস্থ — শেষে থাকে এমন।
অন্তঃস্থ বর্ণ — য, র, ল, ব।
অন্তক — যম।
অন্তকাল — মৃত্যুসময়।
অন্ততঃ — কম পক্ষে।
অন্তর — মন। ভিতর। ব্যবধান, তফাৎ। [ঃ দুই হাত 'অন্তর' —] অন্য। [ঃ অন্য দেশ—দেশান্তর।] ভিতরের।
অন্তরতম — সবচেয়ে ভিতরের।
অন্তরতর — ভিতরের চেয়েও ভিতরের।
অন্তরস্থ — মনের ভিতরকার।
অন্তরঙ্গ — অতীব ঘনিষ্ঠ। ভিতরের অঙ্গ। (তুঃ বহিরঙ্গ।)
অন্তরা — গানের দ্বিতীয় পদ।
অন্তরাত্মা — দেহের মধ্যে যে আত্মা থাকে, জীবাত্মা।
অন্তরায় — বাধা। প্রতিকূল অবস্থা।
অন্তরাল — আড়াল।
অন্তরিত — অন্যত্র আনীত। [ঃ 'স্থানান্তরিত,' 'লোকান্তরিত'।] সরকারী আদেশে কোন নির্দিষ্ট স্থানে আটক। [ঃস্বগৃহে 'অন্তরিত'।]
অন্তরীক্ষ — আকাশ। অদৃশ্য স্থান।
অন্তরীণ — সরকারী আদেশে নির্দিষ্ট স্থানে আটক।
অন্তরীপ — সমুদ্রবেষ্টিত ত্রিকোণাকার ভূভাগের সূক্ষ্মাগ্র অংশ।
অন্তর্গত — অন্তর্ভুক্ত, মধ্যবর্তী।
অন্তর্গূঢ় — গোপন, প্রচ্ছন্ন।
অন্তর্জগৎ — মনোজগৎ। (তুঃ বহির্জগৎ।)
অন্তর্জলি, অন্তর্জ্জলি — মুমূর্ষু ব্যক্তির নিম্নাঙ্গকে জলে নিমজ্জিত করার অনুষ্ঠান।
অন্তর্দাহ, অন্তর্দ্দাহ — দুঃসহ মানসিক কষ্ট।
অন্তর্দেশ, অন্তর্দ্দেশ — মধ্যবর্তী স্থান। উপত্যকা।
অন্তর্দ্ধান, অন্তর্ধান — (দেবতাদির) অদৃশ্য হওয়া।
অন্তর্নিহিত — ভিতরে রহিয়াছে এমন। [ঃ 'অন্তর্নিহিত' ভাব।]
অন্তর্বর্তী, অন্তর্ব্বর্ত্তী — মধ্যবর্তী, অন্তর্ভুক্ত।
অন্তর্বাণিজ্য, অন্তর্ব্বাণিজ্য — দেশের সীমার মধ্যে বাণিজ্য। (তুঃ বহির্বাণিজ্য।)
অন্তর্বাস, অন্তর্ব্বাস — ভিতরের কাপড়; কৌপিন, জাঙিয়া, শেমিজ ইত্যাদি।
অন্তর্বিপ্লব, অন্তর্ব্বিপ্লব, — দেশবাসীদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ।
অন্তর্বেদী, অন্তর্ব্বেদী — দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, দোআব। 'ব্রহ্মাবর্ত' নামে সুপ্রাচীন ভারতীয় অঞ্চল।
অন্তর্মুখী, অন্তর্ম্মুখী — মানসিক বিষয়ে বা আত্মবিষয়ে অভিনিবিষ্ট। [ঃ 'অন্তর্মুখী' চিন্তা।]
অন্তর্যামী, অন্তর্য্যামী — যিনি অন্তরে থাকেন, যিনি মনের কথা জানেন, ভগবান।
অন্তর্হিত — (দেবতা) অদৃশ্য হইয়াছেন এমন।
অন্তস্তল — মন। ভিতরের অংশ। [ঃ অন্তরের 'অন্তস্তলে'—।]
অন্তিম — শেষের। মৃত্যু সময়ের।
অন্তেবাসী — শিষ্য। গ্রামের সীমান্তবাসী অস্পৃশ্য।
অন্ত্য — শেষের, অন্তিম।

অন্ত্যজ — নীচ জাতি।
অন্ত্যেষ্টি — মৃতের সংকার।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া — শবদাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাজ।
অন্ত্র — নাড়িভুঁড়ি। আঁতড়ি।
অন্ত্রবৃদ্ধি — একরকম রোগ, 'হার্নিয়া'।
অন্দর — ভিতরৎ (তুঃ সদর।)
অন্দরমহল — অন্তঃপুর।
অন্ধ — দৃষ্টিহীন, কানা।
অন্ধকার — আলোর অভাব, আঁধার। যেখানে আলো নাই। [ঃ 'অন্ধকার' ঘর।]
অন্ধকূপ — এঁদো কূপ। অল্প পরিসর আলোবাতাসহীন কক্ষ। [ঃ 'অন্ধকূপ' হত্যা।]
অন্ধতা, অন্ধত্ব — দৃষ্টিহীনতা।
অন্ধবিশ্বাস — যুক্তিহীন বিশ্বাস।
অন্ধিসন্ধি — ছিদ্রপথ। ভিতরের খবর। [ঃ 'অন্ধিসন্ধি' জানা।]
অন্ধ্র — তেলেগু ভাষাভাষী জাতি। অন্ধ্র-দেশ।
অন্ধ্রদেশ — অন্ধ্রদের বাসস্থান, মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চল।
অন্ন — ভাত। খাদ্য।
অন্নকষ্ট — খাদ্যাভাব।
অন্নছত্র — ('অন্নসত্র' দেখ।)
অন্নদা — ভগবতী, দুর্গা।
অন্নদাতা — যিনি খাইতে দেন, প্রতিপালক।
অন্নদাস — কেবল দুই মুঠা অন্নের জন্য যে দাসত্ব করে।
অন্ননালী — যে-পথে খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে যায়।
অন্নপূর্ণা — ভগবতী।
অন্নপ্রাশন — 'ভাত', শিশুর প্রথম ভাত খাওয়ার মাংগলিক অনুষ্ঠান।
অন্নসংস্থান — ভাত জুটানো, খাদ্যের ব্যবস্থা।
অন্নসত্র — অন্নের বিতরণশালা।
অন্য — অপর। **অন্যতম** — বহুর মধ্যে এক। **অন্যতর** — দুইএর মধ্যে অপরটি।
অন্যত্র — অন্য স্থানে।
অন্যথা — নতুবা। ব্যতিক্রম। [ঃ ইহার 'অন্যথা' যেন না হয়।] অন্যরকম। [ঃ 'অন্যথাচরণ' করিও না।]
অন্যপূর্বা, অন্যপূর্ব্বা — যে আগে অপরের বাগ্‌দত্তা বা স্ত্রী ছিল।
অন্যবিধ — অন্যরকম।
অন্যমনস্ক, অন্যমনা — অমনোযোগী, আন-মনা।
অন্যান্য — অপর সকল, অপরাপর।
অন্যায় — অনুচিত। অনুচিত কাজ।
অন্যায্য — অনুচিত। অসংগত। [ঃ 'অন্যায্য' দাবী।]
অন্যূন — অন্ততঃ। ইহার কম নয়। [ঃ 'অন্যূন' পঞ্চাশ।]
অন্বয় — সম্বন্ধযুক্ত পদগুলিকে ঠিকমতো সাজানো। [ঃ কবিতার কলিগুলির 'অন্বয়' করা।] সম্বন্ধ। সংযোগ।
অন্বিত — অন্বয় করা হইয়াছে এমন। সংযুক্ত। [ঃ 'ক্রোধান্বিত' 'দীপান্বিত'।]
অন্বিষ্ট — যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে।
অন্বেষণ — অনুসন্ধান, খোঁজ।
অপ্‌, অপ — জল।
অপকর্ম, অপকর্ম্ম — খারাপ কাজ।
অপকর্মা, অপকর্ম্মা — যে অপকর্ম করে।
অপকর্ষ — হীনতা। উৎকর্ষের অভাব।
অপকার — ক্ষতি করা, অনিষ্ট সাধন।
অপকারক, অপকারী — যে অপকার করে। ক্ষতিকর।
অপকীর্তি, অপকীর্ত্তি — দুর্নাম, অপযশ।
অপকৃষ্ট — খারাপ, ওঁছা।
অপক্ব — কাঁচা। পাক করা হয় নাই এমন। অপরিণত। [ঃ 'অপক্ব' বুদ্ধি।]

অপক্ষপাত, অপক্ষপাতিতা, অপক্ষপাতিত্ব — নিরপেক্ষতা।

অপগত — অপসৃত, দূর হইয়াছে বা চলিয়া গিয়াছে এমন।

অপঘাত — আকস্মিক মৃত্যু। দুর্ঘটনার ফলে শারীরিক আঘাত।

অপচয় — অপব্যয়। বৃথা খরচ।

অপচিকীর্ষা — অপকার করিবার ইচ্ছা।

অপচিকীর্ষু — অপকার করিতে ইচ্ছুক।

অপচেষ্টা — অনিষ্ট করিবার চেষ্টা।

অপচ্ছায়া — অস্পষ্ট ছায়াময় মূর্তি।

অপটু — নৈপুণ্যহীন, আনাড়ী।

অপত্নীক — যাহার স্ত্রী নাই।

অপত্য — পুত্র বা কন্যা, সন্তান।

অপত্যস্নেহ — পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহ।

অপত্যনির্বিশেষে, অপত্যনির্ব্বিশেষে — নিজের সন্তানের মতো।

অপথ — কুপথ।

অপথ্য — কুপথ্য।

অপদস্থ — লাঞ্ছিত, অপমানিত। লজ্জিত।

অপদার্থ — অযোগ্য।

অপদেবতা — ভূত, প্রেত ইত্যাদি।

অপনয়ন — দূরীকরণ, খণ্ডন।

অপনোদন — দূরীকরণ। [ঃ দুঃখের 'অপনোদন'।]

অপপ্রয়োগ — ভুল ব্যবহার। [ঃ শব্দের 'অপপ্রয়োগ'।]

অপবর্গ — মুক্তি, মোক্ষ।

অপবাদ — অকারণ নিন্দা। কুৎসা।

অপবিত্র — পবিত্র নয়, অশুচি।

অপব্যয় — বৃথা ব্যয়। মন্দ কাজে ব্যয়।

অপব্যয়িতা — অপব্যয় করা। অপব্যয় করার অভ্যাস।

অপব্যয়ী — যে অপব্যয় করে।

অপভাষ, অপভাষণ — সত্যকে বিকৃত করিয়া বলা।

অপভাষা — গ্রাম্য অসাধু ভাষা।

অপভ্রংশ — মূল শব্দের বিকৃত রূপ।

অপমান — অবমাননা, অমর্যাদা, লাঞ্ছনা।

অপমানিত — অপমান করা হইয়াছে এমন।

অপমৃত্যু — আকস্মিক মৃত্যু। দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু।

অপবাদ — দুর্নাম, বদনাম।

অপযশ — নিন্দা, দুর্নাম।

অপয়া — অলক্ষুণে। যাহার দর্শনে বা সাহচর্যে কাজে সফল হওয়া যায় না মনে করা হয়। [ঃ লোকটি 'অপয়া'।]

অপর — অন্য, পর। বিপরীত।

অপরন্তু — তাহাছাড়া, অন্যপক্ষে।

অপরাজিত — যে পরাজিত হয় নাই।

অপরাজিতা — একরকম ফুল। দুর্গা। পরাজিত হয় নাই এমন স্ত্রীলোক।

অপরাধ — দোষ। অন্যায় কাজ।

অপরাধী — দোষী। স্ত্রী.—**অপরাধিনী**।

অপরাপর — অন্যান্য, অন্য সকল।

অপরাহ্ণ — দুপুরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, বিকাল।

অপরিচিত — অচেনা, অজানা।

অপরিচ্ছন্ন — নোংরা, অপরিষ্কার।

অপরিজ্ঞাত — যাহা ভালোভাবে জানা নাই। অজানা।

অপরিণত — অপুষ্ট। অপক্ব।

অপরিণামদর্শিতা — ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া কাজ করা।

অপরিণামদর্শী — যে ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, অদূরদর্শী।

অপরিবর্তন, অপরিবর্ত্তন — অপরিবর্তিত অবস্থা।

অপরিবর্তনীয়, অপরিবর্ত্তনীয় — যাহা বদল করা যায় না। যাহা পরিবর্তিত হয় না।

অপরিবর্তিত, অপরিবর্ত্তিত — বদল বা

রূপান্তরিত হয় নাই এমন।

অপরিমিত — উপযুক্ত পরিমাণের চেয়ে বেশী।

অপরিমিতব্যয় — প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খরচ। অযথা ব্যয়।

অপরিমিতব্যয়িতা — অযথা খরচ করা। অযথা খরচ করার অভ্যাস।

অপরিমিতব্যয়ী — যে অপরিমিতভাবে ব্যয় করে।

অপরিমেয় — যাহার পরিমাণ করা যায় না।

অপরিষ্কার — মলিন, নোংরা।

অপরিষ্কৃত — যাহা পরিষ্কার করা হয় নাই। নোংরা।

অপরিসীম — অসীম। যারপরনাই।

অপরিস্ফুট — যাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ লাভ করে নাই। অস্পষ্ট।

অপরিহার্য, অপরিহার্য্য — যাহা বাদ দেওয়া চলে না। অবশ্য প্রয়োজনীয়।

অপরূপ — বিস্ময়কর। অতীব সুন্দর।

অপর্ণা — উমা, ভগবতী।

অপর্যাপ্ত, অপর্য্যাপ্ত — অঢেল, প্রচুর, প্রয়োজনের চেয়েও বেশী। পর্যাপ্ত নয়।

অপলক — চোখের পাতা পড়ে না এমন, অনিমেষ।

অপলাপ — বিকৃত করিয়া বলা। [ঃ সত্যের 'অপলাপ'।] মিথ্যা ভাষণ।

অপসরণ — সরিয়া যাওয়া।

অপসারণ — সরাইয়া দেওয়া।

অপসারিত — সরানো হইয়াছে এমন, দূরীভূত।

অপসৃত — সরিয়া গিয়াছে এমন।

অপসৃয়মাণ — সরিয়া যাইতেছে এমন।

অপস্মার — মৃগী রোগ।

অপহত — অকস্মাৎ বিনষ্ট বা মৃত।

অপহরণ — চুরি।

অপহারক — চোর। যে অন্যায়ভাবে অপরের জিনিস লয়।

অপহৃত — যাহা চুরি গিয়াছে।

অপাঙক্তেয় — পঙ্‌ক্তিতে বসিবার অযোগ্য। সম্মানের অযোগ্য।

অপাঙ্গ — চোখের কোণ। [ঃ 'অপাঙ্গে' তাকানো।]

অপাচ্য — যাহা হজম হয় না।

অপাঠ্য — যাহা পড়া যায় না। যাহা পড়া উচিত নয়।

অপাত্র — অযোগ্য ব্যক্তি।

অপাদান — ব্যাকরণের কারক বিশেষ।

অপান — দেহের পরিত্যক্ত বায়ু।

অপাপবিদ্ধ — নিষ্পাপ।

অপার — দুস্তর, অকূল।

অপারক, অপারগ — যে পারে না, অক্ষম।

অপার্থিব — পৃথিবীর নয়, স্বর্গীয়, অলৌকিক।

অপিচ — আরও।

অপিনদ্ধ — বাঁধনহীন, শিথিল।

অপুত্রক — যাহার পুত্র নাই, পুত্রহীন।

অপূর্ণ — যাহা পূর্ণ নয় বা পূর্ণ হয় নাই। অতৃপ্ত, ব্যর্থ। [ঃ 'অপূর্ণ' আশা।]

অপূর্ব, অপূর্ব্ব — আগে যেমনটি হয় নাই, অভিনব। সুন্দর।

অপেক্ষা — তুলনায়, চেয়ে, হইতে। [ঃ ইহার 'অপেক্ষা' মৃত্যু ভালো।] কাহার বা কিছুর প্রত্যাশায় বিলম্ব। [ঃ সকলেই তোমার 'অপেক্ষায়' আছে।]

অপেক্ষাকৃত — অপরের সহিত তুলনায়। [ঃ 'অপেক্ষাকৃত' মিষ্ট।]

অপেক্ষমাণ — অপেক্ষা করিয়া আছে এমন। [ঃ 'অপেক্ষমাণ' জনতা।]

অপেক্ষিত — যাহার জন্য অপেক্ষা করা হইয়াছে, প্রতীক্ষিত।

অপেয় — পান করার অযোগ্য।

অপোগণ্ড — নাবালক।

অপৌরুষ — পুরুষের অযোগ্য কাজ। কাপুরুষতা। অগৌরব।
অপৌরুষেয় — মানুষ যাহা করে নাই, দৈব, ঐশী। [ঃ বেদকে অনেকে 'অপৌরুষেয়' মনে করেন।]
অপ্রকট — অপ্রকাশিত, অস্পষ্ট।
অপ্রকাশ — যাহার প্রকাশ নাই। গোপন।
অপ্রকাশিত — গুপ্ত। যাহা ছাপা হইয়া বাহির হয় নাই। [ঃ 'অপ্রকাশিত' পুস্তক।]
অপ্রকাশ্য — প্রকাশের যোগ্য নয় এমন, গোপনীয়।
অপ্রকৃত — মিথ্যা, অবাস্তব।
অপ্রকৃতিস্থ — যাহার মন স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। বিকৃতমস্তিষ্ক, পাগল।
অপ্রখর — ক্ষীণ।
অপ্রতিগ্রহ — দান গ্রহণ না করা।
অপ্রগল্‌ভ — যে বেশী বকে না, মিতভাষী।
অপ্রতিভ — লজ্জিত, অপ্রস্তুত।
অপ্রতিষ্ঠ — প্রতিপত্তিহীন, অখ্যাত। অপ্রমাণিত।
অপ্রতিহত — যাহাকে বাধা দেওয়া যায় নাই। [ঃ 'অপ্রতিহত' শক্তি।]
অপ্রতীত — অবিশ্বাস।
অপ্রতুল — অপ্রচুর। অপ্রাচুর্য।
অপ্রমত্ত — নেশায় মত্ত নয় এমন। প্রকৃতিস্থ।
অপ্রমাণ — প্রমাণের অভাব। প্রমাণিত হয় নাই এমন।
অপ্রমেয় — যাহা প্রমাণ করা যায় না। যাহা জানা যায় না। যাহা মাপা যায় না।
অপ্রশংসা — নিন্দা, অখ্যাতি।
অপ্রশস্ত — সংকীর্ণ। হীন, অনুপযুক্ত।
অপ্রসন্ন — অসন্তুষ্ট।
অপ্রস্তুত — লজ্জিত, অপ্রতিভ। [ঃ'অপ্রস্তুত' হওয়া।]
অপ্রাকৃত — অলৌকিক। অস্বাভাবিক। অবাস্তব।
অপ্রাচুর্য, অপ্রাচুর্য্য — অল্পতা।
অপ্রাপ্ত — যাহা পাওয়া যায় নাই।
অপ্রাপ্তি — না পাওয়া।
অপ্রাপ্য — যাহা পাওয়া যায় না।
অপ্রাপ্তবয়স্ক — অল্পবয়স্ক, নাবালক।
অপ্রাপ্তবয়স্কা — নাবালিকা।
অপ্রামাণিক — যাহা প্রমাণ হিসাবে নির্ভর-যোগ্য নয়।
অপ্রামাণিকতা — প্রমাণ হিসাবে নির্ভরের অযোগ্যতা।
অপ্রামাণ্য — অপ্রামাণিক। অপ্রামাণিকতা।
অপ্রাসঙ্গিক — আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই এমন, অবান্তর।
অপ্রিয় — খুশী করে না এমন, অপ্রীতিকর। [ঃ 'অপ্রিয়' সত্য।]
অপ্রীতি — মনোমালিন্য।
অপ্রীতিকর — অপ্রিয়।
অপ্সরা, অপ্সরী — পরী। স্বর্গবেশ্যা।
অফলা — যাহাতে ফল ধরে নাই। [ঃ 'অফলা' গাছ।]
অফিস — কার্যালয়।
অফুটন্ত — ফুটিতেছে না এমন।
অফুরন্ত — যাহা ফুরায় না।
অফুরান — (কবিতায়) অফুরন্ত।
অব — (প্রাচীন কবিতায়) এখন।
অবকাশ — ফাঁক। অবসর। ছুটি।
অবগত — যে জানিয়াছে। [ঃ 'অবগত' হইলাম।]
অবগতি — জানা। [ঃ আপনার 'অবগতির' জন্য।]
অবগাহন — জলে নামিয়া স্নান।
অবগুণ — দোষ, অনিষ্টকারিতা।
অবগুণ্ঠন — ঘোমটা। আবরণ।
অবগুণ্ঠিত — ঘোমটাঢাকা। আবৃত। স্ত্রী.

— অবজ্ঞাপিতা।
অবজ্ঞা — উপেক্ষা, অনাদর।
অবজ্ঞাত — অবজ্ঞা করা হইয়াছে এমন। উপেক্ষিত।
অবজ্ঞেয় — অবজ্ঞার যোগ্য।
অবতংস — অলঙ্কার। [ঃ 'সূর্যবংশাবতংস'।]
অবতরণ — নামা।
অবতরণিকা — বইএর ভূমিকা। সোপান।
অবতল — যাহার উপরিভাগ কড়াইএর মতো অর্ধবৃত্তাকারে গভীর, ঢালু।
অবতার — মানুষের মূর্তিতে অবতীর্ণ দেবতা। মূর্ত প্রকাশ। [ঃ দয়ার 'অবতার'।]
অবতারণ — নামানো।
অবতারণা — আলোচনার জন্য কোনও বিষয় তোলা।
অবতীর্ণ — মানুষের মূর্তিতে জাত (দেবতা)। স্ত্রী.—অবতীর্ণা।
অবদান — শ্রেষ্ঠ দান। কীর্তি।
অবধান — মনোযোগ দেওয়া, মন দিয়া শোনা।
অবধারণ — স্থির করা, নির্ণয়, নির্ধারণ।
অবধারিত — স্থির করা হইয়াছে এমন। সুনির্দিষ্ট। [ঃ 'অবধারিত' সত্য।]
অবধি — হইতে। [ঃ যেদিন 'অবধি' তোমাকে দেখি নাই।] পর্যন্ত। [ঃ সমুদ্র 'অবধি' বিস্তৃত।] সীমা। [ঃ দুঃখের 'অবধি' নাই।]
অবধূত — একরকম শৈব সম্প্রদায়।
অবধেয় — অবধান করার যোগ্য।
অবধ্য — যাহাকে বধ করা যায় না বা বধ করা উচিত নয়।
অবনত — নিম্নের দিকে হেলিয়াছে এমন। [ঃ 'অবনত' মস্তক।]
অবনতি — মন্দের দিকে যাওয়া। খারাপ হওয়া। (তুঃ উন্নতি।)
অবনমিত — নত করা হইয়াছে এমন।
অবনী — পৃথিবী।
অবন্তী — ভারতের একটি প্রাচীন অঞ্চল, মালব দেশ।
অববাহিকা — নদীর দুই দিকের ভূমি যেখান হইতে জল আসিয়া নদীতে পড়ে।
অবমাননা — অপমান।
অবমানিত — অপমান করা হইয়াছে এমন।
অবয়ব — অংগ। আকৃতি।
অবর — অপ্রধান। সহকারী।
অবরুদ্ধ — ঘিরিয়া আটক করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'অবরুদ্ধ' গ্রাম।]
অবরে-সবরে — সময়ে অসময়ে, কালেভদ্রে।
অবরোধ — ঘিরিয়া আটক রাখা।
অবরোধকারী — যে অবরোধ করে বা করিয়াছে।
অবরোধ প্রথা — মেয়েদের অন্তঃপুরে আটক রাখার সামাজিক নিয়ম।
অবরোহণ — নামা।
অবর্তমান, অবর্তমান — না থাকা। মৃত্যুর পর। [ঃ আমার 'অবর্তমানে'—]
অবলম্বন — নির্ভর। আশ্রয়। আলোচ্য বিষয়। [ঃ ধর্ম 'অবলম্বনে' প্রবন্ধটি রচিত।]
অবলা — বলহীনা। নারী।
অবলীলা — অনায়াস। [ঃ 'অবলীলায়' করিতে পারে।]
অবলুণ্ঠন — মাটিতে লুটানো, গড়াগড়ি।
অবলুণ্ঠিত — মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে এমন।
অবলুপ্ত — নিশ্চিহ্নভাবে বিনষ্ট।
অবলুপ্তি — নিশ্চিহ্নভাবে বিনাশ।
অবলেহন — চাটিয়া খাওয়া।
অবলোকন — দেখা।

অবশ — বশে নাই এমন, অসাড়।
অবশিষ্ট — বাকী, উদ্‌বৃত্ত।
অবশেষ — শেষ। বাকী অংশ।
অবশেষে — শেষকালে।
অবশ্য — নিশ্চয়।
অবশ্যম্ভাবিতা — অনিবার্যতা।
অবশ্যম্ভাবী — যাহা হইবেই, অনিবার্য।
অবসন্ন — ক্লান্ত।
অবসর — অবকাশ, ফুরসত। কাজের বা চাকরির শেষে ছুটি। [ঃ 'অবসর'-গ্রহণ।]
অবসাদ — ক্লান্তি, অবসন্নতা।
অবসান — শেষ, সমাপ্তি।
অবসিত — সমাপ্ত।
অবস্থা — দশা। আর্থিক সংগতি। [ঃ 'অবস্থা' ভালো।]
অবস্থান — থাকা। [ঃ 'অবস্থান' কর।]
অবস্থাপন্ন — ধনী।
অবস্থিত — (কোনও স্থানে) আছে এমন।
অবস্থিতি — থাকা, অবস্থান।
অবহিত — মনোযোগী। সাবধান।
অবহেলা — উপেক্ষা, অযত্ন, অনাদর। অনায়াস। [ঃ 'অবহেলায়' করিতে পারে।]
অবহেলিত — উপেক্ষিত, অনাদৃত।
অবাক — বিস্ময়ে বাক্যহীন, বিস্মিত। বিস্ময়কর। [ঃ 'অবাক' কাণ্ড।]
অবাঙ্গালী — বাঙ্গালী নয় এমন।
অবাচী — দক্ষিণ দিক।
অবাধ — বাধাহীন। বাধে নাই এমন, নিঃসঙ্কোচ। [ঃ সে 'অবাধে' বলিল।]
অবাধ্য — যে আদেশ-উপদেশ মতো চলে না। যে বশ মানে না। অননুগত।
অবাধ্যতা — আনুগত্যের অভাব।
অবান্তর — মূল বিষয়ের বহির্ভূত। অপ্রাসঙ্গিক। কাহিনী, বৃত্তান্ত।
অবান্ধব — বন্ধুহীন, বন্ধুশূন্য।
অবারিত — অবাধ, উন্মুক্ত। [ঃ 'অবারিত' দ্বার।]
অবাস্তব — প্রকৃত নহে এমন, মিথ্যা।
অবিকল — অবিকৃত, ঠিক। [ঃ 'অবিকল' তোমার মতো।]
অবিকৃত — বিকৃত হয় নাই এমন। যথাযথ।
অবিক্রীত — যাহা বিক্রয় করা হয় নাই।
অবিক্ষত — অক্ষত।
অবিক্ষিপ্ত — স্থির, অচঞ্চল। 'অবিক্ষিপ্ত' হৃদয়।]
অবিচল — অটল, দৃঢ়।
অবিচলিত — ব্যাকুল বা চঞ্চল হয় নাই এমন। স্থির।
অবিচার — অন্যায় বিচার। অবিবেচনা।
অবিচ্ছিন্ন — ছেদ নাই এমন, অবিরাম।
অবিচ্ছেদ্য — বিচ্ছিন্ন করা যায় না এমন। [ঃ 'অবিচ্ছেদ্য' বন্ধুত্ব।]
অবিদিত — অজানা।
অবিদ্যা — জ্ঞানের অভাব। মায়া।
অবিধান, অবিধি — শাস্ত্রবিরুদ্ধ নিয়ম।
অবিধেয় — অনুচিত।
অবিনয় — বিনয়ের অভাব, ঔদ্ধত্য।
অবিনয়ী — উদ্ধত।
অবিনশ্বর, অবিনাশী — যাহার বিনাশ নাই, অমর।
অবিনীত — উদ্ধত।
অবিন্যস্ত — এলোমেলো।
অবিবাহিত — যাহার বিবাহ হয় নাই। স্ত্রী. — **অবিবাহিতা**।
অবিবেক — বিবেকহীনতা।
অবিবেকী — বিবেকহীন।
অবিভক্ত — যাহা ভাগ করা হয় নাই, অখণ্ড।
অবিভাজ্য — যাহা ভাগ করা যায় না।
অবিমিশ্র — বিশুদ্ধ।
অবিমৃশ্যকারিতা — অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করা, হঠকারিতা।

অবিমৃশ্যকারী — যে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করে, হঠকারী।
অবিমৃষ্যকারিতা, অবিমৃষ্যকারী — ('অবিমৃশ্যকারিতা,' 'অবিমৃশ্যকারী' দেখ।)
অবিরত — না থামিয়া। সর্বদা।
অবিরল — বিরল নয়, প্রচুর।
অবিরাম — অবিরত। অশ্রান্ত।
অবিলম্বে — তাড়াতাড়ি।
অবিশ্রান্ত, অবিশ্রাম — অবিরাম। অশ্রান্ত।
অবিশ্বস্ত — বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে এমন। [ঃ 'অবিশ্বস্ত' ভৃত্য।]
অবিশ্বাস — বিশ্বাসের অভাব।
অবিশ্বাসী — যে বিশ্বাস করে না। যে ভগবানে বিশ্বাস করে না।
অবিশ্বাস্য — যাহা বিশ্বাস করা যায় না।
অবিসংবাদিত — যে সম্পর্কে মতের অমিল নাই, সর্বসম্মত।
অবিসংবাদিতা, অবিসংবাদিত্ব — মতভেদের অভাব।
অবিসংবাদী — ('অবিসংবাদিত' দেখ।) [ঃ 'অবিসংবাদী' সত্য।]
অবিহিত — বিধিবহির্ভূত। অনুচিত।
অবীরা — বীরহীনা। [ঃ 'অবীরা' পৃথিবী।] পতিপুত্রহীনা।
অবুঝ — যাহাকে বোঝানো যায় না। যে সান্ত্বনা মানে না।
অবুঝা — না বুঝা। ভুল বুঝা।
অবেলা — অসময়।
অবৈতনিক — যে বা যেখানে মাহিনা লয় না।
অবৈধ — আইনবিরুদ্ধ। অনুচিত।
অবোধ — অবুঝ।
অব্জ — পদ্ম।
অব্দ — বৎসর।
অব্ধি — সমুদ্র।
অব্যক্ত — যাহা বলা হয় নাই। অপ্রকাশিত।
অব্যবসায়ী — ব্যবসায়ী নয়, এমন। ব্যবসায়ের অনুপযুক্ত। [ঃ 'অব্যবসায়ী' বুদ্ধি।]
অব্যবস্থিত — বিশৃঙ্খল। অস্থির। [ঃ 'অব্যবস্থিত' চিত্ত।]
অব্যবস্থা — সুব্যবস্থার অভাব, বিশৃঙ্খলা।
অব্যবহার — ব্যবহারের অভাব।
অব্যবহার্য, অব্যবহার্য্য — ব্যবহারের অযোগ্য।
অব্যবহিত — ব্যবধান বা ফাঁক নাই এমন। [ঃ 'অব্যবহিত' পূর্বে বা পরে।]
অব্যবহৃত — যাহা ব্যবহার করা হয় নাই।
অব্যয় — যাহার ব্যয় বা ক্ষয় নাই। (ব্যাকরণে) রূপান্তর নাই এমন শব্দ।
অব্যয়ীভাব — (ব্যাকরণে) অব্যয়ের সহিত বিশেষ্যের যোগে গঠিত সমাস।
অব্যর্থ — ব্যর্থ হইতে পারে না এমন।
অব্যাহত — অবাধ, অবারিত।
অব্যাহতি — নিষ্কৃতি, রেহাই।
অবূঢ় — অবিবাহিত। স্ত্রী. — **অবূঢ়া**।
অবূঢ়ান্ন — আইবুড়ো ভাত।
অব্রাহ্মণ — ব্রাহ্মণ নহে এমন।
অভক্তি — অশ্রদ্ধা, ঘৃণা।
অভক্ষ্য — যাহা খাওয়া যায় না, অখাদ্য।
অভদ্র — অসভ্য, অশিষ্ট।
অভদ্রতা — অসৌজন্য। অসভ্যতা।
অভব্য — অভদ্র।
অভয় — ভরসা, সাহস। নির্ভয়।
অভয়া — দুর্গা।
অভাগা — হতভাগ্য।
অভাগী, অভাগিনী — ভাগ্যহীনা।
অভাগ্য — দুর্ভাগ্য। হতভাগ্য।
অভাজন — অযোগ্য। অপাত্র।
অভাব — না থাকা। অনটন।
অভাবনীয় — যাহা ভাবা যায় না।

অপ্রত্যাশিত।
অভাবিত — যাহা ভাবা হয় নাই।
অভিকর্ষ — ভূকেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণ।
অভিঘাত — প্রবল আঘাত।
অভিচার — তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান।
অভিজাত — উচ্চবংশে জাত।
অভিজাততন্ত্র — উচ্চবংশীয়দের শাসন।
অভিজিৎ — নক্ষত্রের নাম।
অভিজ্ঞ — ব্যক্তিগত ঘটনা বা চর্চার ফলে জ্ঞান লাভ করিয়াছে এমন।
অভিজ্ঞতা — ব্যক্তিগত ঘটনা বা চর্চার ফলে পাওয়া জ্ঞান।
অভিজ্ঞান — স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কোনও চিহ্ন বা বস্তু।
অভিধান — যে পুস্তকে বর্ণানুক্রমে শব্দের অর্থ দেওয়া থাকে, শব্দকোষ।
অভিনন্দন — সানন্দে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।
অভিনন্দিত — যাহাকে সানন্দে শ্রদ্ধা জানানো হইয়াছে।
অভিনব — নূতন। অপূর্ব।
অভিনয় — ভান। কৃত্রিমতার প্রকাশ। নাটকে ভূমিকা গ্রহণ।
অভিনীত — অভিনয় করা হইয়াছে এমন।
অভিনেতা — যে অভিনয় করে।
অভিনেত্রী — যে স্ত্রীলোক অভিনয় করে।
অভিনিবিষ্ট — গভীরভাবে মনোযোগ দিয়াছে এমন। তন্ময়।
অভিনিবেশ — গভীর মনোযোগ।
অভিন্ন — পৃথক নয়। এক।
অভিপ্রায় — ইচ্ছা। উদ্দেশ্য।
অভিপ্রেত — ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন, ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত। উদ্দিষ্ট।
অভিবাদন — সম্মান জানানো, নমস্কার।
অভিব্যক্ত — প্রকাশিত।
অভিব্যক্তি — প্রকাশ। বিকাশ।
অভিব্যক্তিবাদ — এক প্রজাতি হইতে অন্য প্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে এই মতবাদ, ক্রমবিকাশবাদ।
অভিভাবক — বালকবালিকার বা স্ত্রীলোকের রক্ষক। স্ত্রী. — **অভিভাবিকা**।
অভিভাষণ — বক্তৃতা।
অভিভূত — বিহ্বল। ভাবাবিষ্ট।
অভিমত — সুচিন্তিত মত। মত।
অভিমন্যু — অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র।
অভিমান — প্রিয়জনের রূঢ় ব্যবহারের ফলে বেদনাবোধ। গর্ব। [ঃ জাতীয় 'অভিমান'।]
অভিমানী — যে সহজে অভিমান করে। গর্বিত। স্ত্রী. — **অভিমানিনী**।
অভিমুখ — দিক, উদ্দেশ্য। [ঃ পর্বতের 'অভিমুখে'।]
অভিমুখী — কোনও দিকে বা উদ্দেশ্যে চলিয়াছে এমন।
অভিযাত্রী — অভিযানকারী। যে দুঃসাহসিক কাজে বাহির হয়। স্ত্রী. — **অভিযাত্রিণী**।
অভিযান — দুঃসাহসিক কাজের জন্য সদলবলে যাওয়া।
অভিযুক্ত — যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে।
অভিযোক্তা — যে অভিযোগ করিয়াছে।
অভিযোগ — নালিশ, দোষারোপ করিয়া বিচার প্রার্থনা।
অভিরাম — সুন্দর, আনন্দদায়ক।
অভিরুচি — ইচ্ছা, খুশি।
অভিলষিত — ঈপ্সিত।
অভিলাষ — ইচ্ছা।
অভিশপ্ত — অভিশাপগ্রস্ত।
অভিশাপ — অন্যের অনিষ্ট কামনা করিয়া রাগে কিছু বলা, অভিসম্পাত, শাপ।
অভিষিক্ত — অভিষেক করা হইয়াছে এমন।
অভিষেক — মাঙ্গলিক স্নান। রাজার

(রাণীর) সিংহাসনে আরোহণ।
অভিনন্দন — বরণ।
অভিসম্পাত — শাপ।
অভিসার — প্রেমিকপ্রেমিকার কোনও নির্দিষ্ট স্থানে গোপনে গমন।
অভিসারিকা, অভিসারিণী — যে নারী অভিসার করে।
অভিহিত — (নামে) ডাকা হয় এমন, (নামে) কথিত। [ঃ তমলুক প্রাচীন কালে তাম্রলিপ্ত নামে 'অভিহিত' হইত।]
অভী — নির্ভয়।
অভীপ্সা — পাইতে ইচ্ছা।
অভীপ্সিত — ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন, বাঞ্ছিত।
অভীপ্সু — পাইতে ইচ্ছুক।
অভীষ্ট — বাঞ্ছিত। বাঞ্ছিত বিষয়। [ঃ 'অভীষ্ট' সিদ্ধ হইবে।]
অভুক্ত — যাহা খাওয়া হয় নাই। [ঃ 'অভুক্ত' দ্রব্য।] যে খায় নাই। [ঃ 'অভুক্ত' ব্রাহ্মণ।]
অভূতপূর্ব, অভূতপূর্ব্ব — যাহা পূর্বে হয় নাই, অপূর্ব।
অভেদ — পার্থক্য না থাকা, ঐক্য।
অভেদ্য — যাহাকে ভেদ করা যায় না।
অভোগ্য — যাহা ভোগ করা যায় না।
অভোজ্য — অখাদ্য।
অভ্যন্তর — ভিতর, মধ্য।
অভ্যর্থনা — অতিথিকে সসম্মানে গ্রহণ, সংবর্ধনা।
অভ্যর্থিত — অভ্যর্থনা করা হইয়াছে এমন।
অভ্যস্ত — যাহার অভ্যাস আছে। [ঃ এইরূপ ব্যবহারে 'অভ্যস্ত' নহি।]
অভ্যাগত — মাননীয় অতিথি।
অভ্যাস — বারে বারে করার দ্বারা আয়ত্ত করা। [ঃ 'পাঠাভ্যাস'।] বারে বারে করার ফলে স্বভাবে পরিণত হওয়া। [ঃ বদ 'অভ্যাস'।]
অভ্যুত্থান — ব্যাপক জাগরণ। [জাতির 'অভ্যুত্থান'।] বিদ্রোহ।
অভ্যুত্থিত — অভ্যুত্থান করিয়াছে এমন।
অভ্যুদয় — অভ্যুত্থান। শুভ উদয়।
অভ্র — একরকম স্বচ্ছ খনিজ পদার্থ। আকাশ।
অভ্রংলিহ — আকাশ লেহন করে এমন। [ঃ 'অভ্রংলিহ' পর্বতশিখর।]
অভ্রভেদী — আকাশ ভেদ করিয়াছে এমন। [ঃ 'অভ্রভেদী' প্রাসাদ।]
অভ্রান্ত — যাহাতে ভুল নাই। যে ভুল করে নাই।
অমঙ্গল — অশুভ। অশুভজনক।
অমত — অসম্মতি।
অমন — ঐরকম।
অমনি — বিনা ব্যয়ে। শুধু শুধু। তখনই।
অমনোযোগ — মনোযোগের অভাব।
অমনোযোগী — যাহার মনোযোগ নাই।
অমর — যে মরে না, মৃত্যুহীন। দেবতা। চিরস্থায়ী। চিরস্মরণীয়।
অমরতা, অমরত্ব — মৃত্যুহীনতা। চিরস্থায়িত্ব।
অমরা, অমরাবতী — স্বর্গ।
অমরী — দেবী।
অমরেশ — স্বর্গের রাজা, ইন্দ্র।
অমর্ত্য, অমর্ত্ত্য — যাহা মরে না, অমর, দেবতা।
অমর্যাদা, অমর্য্যাদা — অসম্মান।
অমল — নির্মল।
অমলা — লক্ষ্মী।
অমা — কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি।
অমাত্য — মন্ত্রী।
অমানিশা, অমানিশি — অমাবস্যার রাত্রি।

অমানুষ — হৃদয়হীন লোক। নিষ্ঠুর।

অমানুষিক — মানুষের শক্তির অতীত। [ঃ 'অমানুষিক' শ্রম।] মানুষের যোগ্য নয়। [ঃ 'অমানুষিক' অত্যাচার।]

অমান্য — মানার যোগ্য নহে এমন। লঙ্ঘিত। [ঃ আইন 'অমান্য' করা।]

অমাবস্যা — ('অমা' দেখ।)

অমায়িক — সরল, নিরহঙ্কার, সুমিষ্ট ব্যবহারকারী।

অমায়িকতা — সরল সুমিষ্ট ব্যবহার।

অমিত — পরিমাণ করা যায় নাই এমন। [ঃ 'অমিত'বলশালী।]

অমিতব্যয় — বেহিসাবী খরচ।

অমিতব্যয়িতা — বেহিসাবী খরচ। বেহিসাবী খরচ করার অভ্যাস।

অমিতব্যয়ী — যে বেহিসাবী খরচ করে।

অমিতাচার — অসংযম।

অমিতাচারী — অসংযমী।

অমিতাভ — বুদ্ধদেব।

অমিতাক্ষর, অমিত্রাক্ষর — শেষের অক্ষরে মিল নাই এমন (ছন্দ)।

অমিয় — অমৃত। স্ত্রী. — **অমিয়া**।

অমিশ্র — খাঁটি। সরল। [ঃ 'অমিশ্র' যোগ।]

অমিশ্রিত — মিশ্রিত নয় এমন। পৃথক।

অমুক — নাম উল্লেখ করা হয় নাই এমন (ব্যক্তি বা বস্তু)।

অমুক্ত — মুক্ত নয়, বদ্ধ। [ঃ 'অমুক্ত' আত্মা।]

অমূর্ত, অমূর্ত্ত — রূপ লাভ করে নাই এমন। নিরাকার।

অমূল — মূলহীন। [ঃ 'অমূল' তরু।]

অমূলক — মিথ্যা, কাল্পনিক।

অমূল্য — যাহার দাম দেওয়া সম্ভব নয়। মহামূল্য।

অমৃত — যাহা পান করিলে মৃত্যু হয় না। দেবতাদের পানীয়, সুধা। দেবতা। [ঃ 'অমৃতের' পুত্র।]

অমৃতি — দাল হইতে প্রস্তুত একরকম মিষ্টান্ন, একরকম জিলাপি।

অমেধ্য — যজ্ঞের অযোগ্য। অপবিত্র।

অমেয় — পরিমাণ করা যায় না এমন।

অমোঘ — অব্যর্থ।

অম্বর — আকাশ। কাপড়। একরকম সামুদ্রিক গন্ধদ্রব্য।

অম্বল — টক। অম্লরোগ। অম্লস্বাদ ব্যঞ্জন।

অম্বা — মা। দুর্গা। মহাভারতে বর্ণিতা কাশীরাজের প্রথমা কন্যা।

অম্বালিকা — দুর্গা। মহাভারতে বর্ণিতা কাশীরাজের তৃতীয়া কন্যা, পাণ্ডুর মা।

অম্বিকা — দুর্গা। মহাভারতে বর্ণিতা কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা।

অম্বু — জল।

অম্বুজ — পদ্ম।

অম্বুজা — লক্ষ্মী।

অম্বুদ — মেঘ।

অম্বুধি — সমুদ্র।

অম্বুরী — অম্বর নামে সামুদ্রিক সুগন্ধ দ্রব্যমিশ্রিত। [ঃ 'অম্বুরী' তামাক।]

অম্বুবাচি, অম্বুবাচী — হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে আষাঢ় মাসের কয়েক দিন।

অম্রাত, অম্রাতক — আমড়া।

অম্ল — টক। অম্বল রোগ।

অম্লজান — একরকম গ্যাস, অক্সিজেন।

অম্লান — অমলিন। সজীব। **অম্লানবদনে** — অসঙ্কোচে, হাসিমুখে।

অযত্ন — অনাদর, অবহেলা।

অযথা — অকারণ।

অয়ন — পথ।

অযশ — দুর্নাম।

অয়স্ক — লোহ।
অয়স্কান্ত — চুম্বক পাথর।
অযাচিত — চাওয়া বা প্রার্থনা করা হয় নাই এমন। [ঃ 'অযাচিত' দান।]
অযাত্রা — অশুভ যাত্রা। যাহা বা যাহাকে দেখিলে যাত্রা শুভ হয় না বলিয়া বিশ্বাস। [ঃ পথে 'অযাত্রা'।]
অয়ি, অয়ে — (কবিতায়) ওগো। [ঃ 'অয়ি' বন্ধুবরে।]
অযুক্তি — কুযুক্তি। কুপরামর্শ।
অযুগ্ম — বিজোড়।
অযুত — দশ হাজার।
অযোগ — দুর্যোগ। অশুভ সময়।
অযোগ্য — যাহার যোগ্যতা নাই, অক্ষম।
অযোগ্যতা — অক্ষমতা।
অযোধ্যা — প্রাচীন কোশল রাজ্যের রাজধানী।
অযোনিসম্ভব — প্রসবের ফলে জন্মলাভ করে নাই এমন।
অযৌক্তিক — যুক্তিসংগত নয়, যুক্তিবিরুদ্ধ।
অযৌক্তিকতা — যুক্তিবিরুদ্ধতা।
অরক্ষণীয় — যাহাকে রক্ষা করা বা রাখা যায় না।
অরক্ষণীয়া — বয়স্কা কন্যা যাহাকে অবিবাহিতা অবস্থায় ঘরে রাখা যায় না।
অরক্ষিত — যাহা রক্ষা করা হয় নাই। যাহার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই। [ঃ 'অরক্ষিত' পুরী।] স্ত্রী. — **অরক্ষিতা**।
অরণি, অরণী — যে কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালানো হয়।
অরণ্য — বন। **অরণ্যবাসী** — বনবাসী।
অরণ্যানি, অরণ্যানী — সুবৃহৎ বন।
অরণ্যে রোদন — নিষ্ফল আবেদন।
অরন্ধন — যেদিন রন্ধন নিষিদ্ধ।
অরবিন্দ — পদ্ম।
অরসিক — রসজ্ঞানহীন, বেরসিক।
অরাজক — রাজাহীন। সুশাসনের ব্যবস্থা নাই এমন (দেশ)।
অরাজকতা — দেশময় বিশৃংখলা।
অরাতি — শত্রু।
অরি — শত্রু।
অরিষ্ট — গুড়মিশ্রিত কবিরাজী ঔষধ।
অরিন্দম — যে শত্রুকে দমন করে।
অরুচি — বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা। খাইতে অনিচ্ছা।
অরুণ — সবেমাত্র উঠিয়াছে এমন সূর্য। পুরাণে বর্ণিত সূর্যসারথি। রক্তিম। স্ত্রী. — **অরুণা**।
অরুণিম — লালচে, গোলাপী।
অরুণিমা — লালচে রং, রক্তিমা।
অরুণোদয় — সূর্যোদয়।
অরুন্ধতী — বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী।
অরূপ — যাহার রূপ নাই, নিরাকার।
অর্ক — সূর্য। আকন্দ গাছ। [ঃ 'অর্ক'-পত্র।]
অর্গল — দরজার হুড়কা, খিল, আগল।
অর্ঘ — নৈবেদ্য। মূল্য। [ঃ 'মহার্ঘ'।]
অর্ঘ্য — পূজার উপকরণ।
অর্চন, অর্চ্চন, অর্চনা, অর্চ্চনা — পূজা, উপাসনা।
অর্চনীয়, অর্চ্চনীয় — পূজনীয়, উপাস্য।
অর্চি, অর্চ্চি — শিখা। দীপ্তি।
অর্চিত, অর্চ্চিত — পূজিত।
অর্জন, অর্জ্জন — চেষ্টার দ্বারা লাভ।
অর্জিত, অর্জ্জিত — চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্ত।
অর্জুন, অর্জ্জুন — মহাভারতে বর্ণিত তৃতীয় পাণ্ডব। একরকম প্রকাণ্ড গাছ। চোখের রোগ, আঞ্জনি।
অর্ণব — সমুদ্র।
অর্ণবতরি, অর্ণবতরী, অর্ণবপোত, অর্ণবযান — সমুদ্রে যায় এমন জাহাজ।
অর্থ — টাকাকড়ি। মানে। উদ্দেশ্য। [ঃ

'পুত্রার্থে' ভার্যা।]

অর্থকর, অর্থকরী — যাহা হইতে টাকা-পয়সা আসে। [ঃ 'অর্থকরী' বিদ্যা।]

অর্থকৃচ্ছ্র — টাকাপয়সার অভাব, দারিদ্র্য।

অর্থগৃধ্নু — অর্থলোভী, কৃপণ।

অর্থনীতি — টাকাপয়সাবিষয়ক বিজ্ঞান।

অর্থনীতিক — অর্থনীতি সংক্রান্ত। অর্থনীতিবিদ্।

অর্থনীতিবিদ্ — অর্থনীতিতে পণ্ডিত।

অর্থনৈতিক — অর্থনীতি সংক্রান্ত।

অর্থপিশাচ — হৃদয়হীন কৃপণ।

অর্থভেদ — বোঝা, ব্যাখ্যা।

অর্থশাস্ত্র — রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে শাস্ত্র। [ঃ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'।]

অর্থসংস্থান — টাকাপয়সা সংগ্রহ। সংগতি।

অর্থহীন — যাহার মানে নাই। অনর্থক, অকারণ।

অর্থাগম — টাকাপয়সা আসা, আয়।

অর্থাৎ — মানে।

অর্থান্তর — অন্য মানে।

অর্থিত — যাহা চাওয়া হইয়াছে।

অর্থী — যে মাগিয়াছে। [ঃ 'স্নেহার্থী'।]

অর্দ্ধ, অর্ধ — দুই ভাগের এক ভাগ।

অর্দ্ধচন্দ্র, অর্ধচন্দ্র — সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ। গলা-ধাক্কা। [ঃ 'অর্ধচন্দ্র' দিয়া বিদায়।]

অর্দ্ধবয়স্ক, অর্ধবয়স্ক — মাঝবয়সী, প্রৌঢ়। স্ত্রী. — **অর্ধবয়স্কা**।

অর্দ্ধরাত্র, অর্ধরাত্র — মাঝরাত, দুপুর রাত।

অর্দ্ধাঙ্গিনী, অর্ধাঙ্গিনী — পত্নী, স্ত্রী।

অর্ধাশন, অর্দ্ধাশন — আধপেটা খাওয়া, অর্ধাহার।

অর্ধেক, অর্দ্ধেক — দুই ভাগের এক ভাগ, আধখানা।

অর্ধেন্দু, অর্দ্ধেন্দু — আধখানা চাঁদ। বাঁকা চাঁদ।

অর্ধোদয়, অর্দ্ধোদয় — হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে একটি পুণ্য লগ্ন।

অর্পণ — দেওয়া, দান।

অর্পিত — দেওয়া হইয়াছে এমন।

অর্বাচীন, অর্ব্বাচীন — অপক্কবুদ্ধি। নবীন। স্ত্রী. — **অর্বাচীনা**।

অর্বুদ, অর্ব্বুদ — দশ কোটি। একরকম রোগ, আব।

অর্শ — মলনালীর একরকম রোগ।

অর্হ — যোগ্য। [ঃ 'পূজার্হ', 'সম্মানার্হ'।]

অর্হৎ — এক শ্রেণীর বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসী।

অলংকরণ, অলঙ্করণ, অলংকৃতি, অলঙ্কৃতি, অলংক্রিয়া, অলঙ্ক্রিয়া — অলংকার দিয়া সাজানো। নকশা কাটিয়া সাজানো।

অলংকার, অলঙ্কার — গহনা। কাব্য-সাহিত্যে সুন্দরভাবে ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত কলাকৌশল।

অলংকার শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র — কাব্য-সাহিত্যে অলঙ্কার ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত শাস্ত্র।

অলংকৃত, অলঙ্কৃত — ভূষিত, সজ্জিত।

অলক — কপালের উপরের ও পাশের ছোট চুল, চূর্ণকুন্তল। চুলের গোছা। [ঃ "অলকে কুসুম না দিও।"] হালকা মেঘ।

অলকনন্দা — স্বর্গগঙ্গা, সুরধুনী।

অলকা — যক্ষরাজ কুবেরের পুরী।

অলকাতিলকা — দেহে চন্দনের দ্বারা অঙ্কিত নানারকম চিত্র।

অলক্ত, অলক্তক — আলতা।

অলক্ষণ — অশুভ লক্ষণ।

অলক্ষণা — অশুভ লক্ষণযুক্তা।

অলক্ষণে, অলক্ষুণে — অমঙ্গল সূচনা করে এমন।

অলক্ষিত — দেখা হয় নাই এমন।

অলক্ষিতে — অলক্ষিতভাবে।

অলক্ষ্মী — দুর্ভাগ্যের দেবী। দুর্ভাগ্যের কারণ ঘটায় এমন (স্ত্রীলোক)। [ঃ 'অলক্ষ্মী' মেয়ে।]

অলক্ষ্য — লক্ষ্য করা যায় না এমন। অদৃশ্য স্থান।

অলঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য — যাহাকে পার হওয়া বা অমান্য করা যায় না।

অলম্বুষ — মহাভারতে বর্ণিত একটি স্কন্দাকার রাক্ষস।

অলস — কাজ করিতে অনিচ্ছুক, কুঁড়ে, আলসে।

অলাত — জ্বলন্ত অঙ্গার। **অলাতচক্র** — চক্রাকার আগুন।

অলাবু — লাউ।

অলাভ — ক্ষতি। [ঃ 'লাভালাভ'।]

অলি — ভোমরা।

অলিগলি — সরু পথ, গলি-ঘুঁজি।

অলিজিহ্বা — আলজিব।

অলিন্দ — বারান্দা। চাতাল।

অলিম্পিক — বিশ্ব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী।

অলী — ('অলি' দেখ)

অলীক — মিথ্যা, কাল্পনিক।

অলোকসামান্য — অসাধারণ। অলৌকিক।

অলৌকিক — অস্বাভাবিক। দৈব।

অল্প — কম। ঈষৎ। বি.—**অল্পতা**।

অল্পাধিক — কমবেশী।

অল্পায়ু — যাহার আয়ু কম, অল্পজীবী।

অল্পায়াস — কম পরিশ্রম।

অল্পাশয় — অনুদার, নীচ।

অল্পাহার — কম পরিমাণে ভোজন।

অল্পাহারী — যে কম খায়।

অশক্ত — দুর্বল, অক্ষম।

অশঙ্ক — নির্ভয়, শঙ্কাহীন।

অশঙ্কিত — যে ভয় পায় নাই, নির্ভয়।

অশথ — একরকম বিরাট গাছ, অশ্বথ।

অশন — খাওয়া। খাদ্য। [ঃ 'অশন'-বসন।]

অশনি — বজ্র।

অশরীরী — দেহহীন।

অশান্ত — অস্থির, চঞ্চল।

অশান্তি — শান্তির অভাব। উদ্বেগ, মানসিক কষ্ট।

অশাস্ত্র — কুশাস্ত্র।

অশাস্ত্রীয় — শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নয় এমন।

অশিক্ষা — শিক্ষার অভাব। কুশিক্ষা।

অশিক্ষিত — যে লেখাপড়া শিখে নাই। মূর্খ, অসভ্য। যাহা শেখা হয় নাই।

অশিব — অমঙ্গল।

অশিষ্ট — অবিনীত। অভদ্র।

অশিষ্টতা — অবিনয়। অসভ্যতা।

অশীতি — আশি।

অশীতিতম — ৮০ সংখ্যার পূরক, আশির। [ঃ 'অশীতিতম' পরিচ্ছেদ।]

অশুচি — অপবিত্র।

অশুদ্ধ — নির্ভুল নয় এমন। অপবিত্র।

অশুদ্ধি — অপবিত্রতা। ভুল। [ঃ 'বর্ণাশুদ্ধি' — বানানভুল।]

অশুভ — অমঙ্গল। অমঙ্গলসূচক।

অশেষ — যহার শেষ নাই, অসীম, দুস্তর।

অশেষবিধ — অসংখ্যরকম।

অশোক — শোকহীন। সুবিখ্যাত মৌর্য সম্রাট। একরকম গাছ।

অশোকষষ্ঠী — চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী।

অশোভন — যাহা শোভা পায় না, বেমানান।

অশৌচ — আত্মীয়ের মৃত্যুর ফলে বা সন্তানের জন্মের ফলে অশুচি অবস্থা।

অশ্ম — পাথর। **অশ্মর** — প্রস্তরময়।

অশ্মরী — পাথরি রোগ।

অশ্মীভূত — পাথর হইয়া গিয়াছে এমন, শিলীভূত।

অশ্রদ্ধা — অভক্তি। অবজ্ঞা।

অশ্রদ্ধেয় — শ্রদ্ধার অযোগ্য। বিশ্বাসের অযোগ্য। [ঃ 'অশ্রদ্ধেয়' যুক্তি।]

অশ্রান্ত — অক্লান্ত। অবিরাম।

অশ্রাব্য — শোনার অযোগ্য। অশ্লীল।

অশ্রু — চোখের জল।

অশ্রুত — যাহা শোনা যায় নাই।

অশ্রেয় — হিতকর নয় এমন।

অশ্রোতব্য — শোনার অযোগ্য।

অশ্লীল — কুরুচিপূর্ণ, জঘন্য।

অশ্লীলতা — কুরুচিপূর্ণ কাজ বা কথাবার্তা।

অশ্লেষা — একটি নক্ষত্রের নাম।

অশ্ব — ঘোড়া।

অশ্বডিম্ব — অস্তিত্ব নাই এমন জিনিস।

অশ্বতর — ঘোড়া ও গাধার মিলনের ফলে জাত পশু, খচ্চর। স্ত্রী. — **অশ্বতরী**।

অশ্বপাল — ঘোড়ার রক্ষক, সইস।

অশ্বমেধ — প্রাচীন কালের একরকম যজ্ঞ, ইহাতে ঘোড়া বলি দেওয়া হইত।

অশ্বশালা — যেখানে ঘোড়া থাকে, আস্তাবল।

অশ্বারোহী — যে ঘোড়ায় চড়ে, ঘোড়-সওয়ার।

অশ্বত্থ — অশথ গাছ।

অশ্বিনী — একটি নক্ষত্রের নাম।

অশ্বিনীকুমার — যমজ দুই দেবতা, স্বর্গের কবিরাজ।

অষ্ট — আট।

অষ্টক — একত্রে আটটি।

অষ্টধা — আট ভাগে, আট ভাবে।

অষ্টপৃষ্ঠ — সর্বাঙ্গ। [ঃ 'অষ্টপৃষ্ঠে' বাঁধা।]

অষ্টপ্রহর — দিনরাত।

অষ্টভুজা — আট হাত আছে এমন দুর্গা।

অষ্টম — আট সংখ্যার পূরক, আটের। [ঃ 'অষ্টম' শ্রেণী।]

অষ্টমী — একটি তিথির নাম।

অষ্টরম্ভা — কিছুই না, শূন্য। [ঃ বিদ্যা 'অষ্টরম্ভা'।]

অষ্টাঙ্গ — আটটি অঙ্গ বা বিভাগ আছে এমন। [ঃ 'অষ্টাঙ্গ' আয়ুর্বেদ।]

অষ্টাদশ — আঠারো। আঠারো সংখ্যার পূরক, আঠারোর। স্ত্রী. — **অষ্টাদশী**।

অষ্টাদশী — আঠারো বছর বয়সের মেয়ে।

অষ্টাবক্র — একজন ঋষি।

অষ্টাবিংশ, অষ্টাবিংশতি — আটাশ, ২৮।

অষ্টাবিংশতিতম — আটাশ সংখ্যার পূরক, আটাশের।

অষ্টাশি, অষ্টাশী — আশির পরবর্তী অষ্টম সংখ্যা, ৮৮।

অসংকুচিত, অসঙ্কুচিত — সংকোচ নাই এমন, অকুণ্ঠ।

অসংকোচ, অসঙ্কোচ — সংকোচের অভাব। নিঃসংকোচ।

অসংখ্য — যাহা গণনা করা যায় না, অগণিত।

অসংগত, অসঙ্গত — অন্যায্য।

অসংগতি, অসঙ্গতি — অসামঞ্জস্য।

অসংবৃত — অসংযত। এলোমেলো। কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. অসংবৃতা।

অসংযত — নিজেকে দমন করিতে পারে না এমন। উচ্ছৃঙ্খল।

অসংযম — সংযমের অভাব। উচ্ছৃঙ্খলতা।

অসংযমী — যাহার সংযম নাই।

অসংযুক্ত — সংযুক্ত নয় এমন, পৃথক, বিচ্ছিন্ন।

অসংলগ্ন — পরস্পর যোগশূন্য। আবোল-তাবোল।

অসংশয় — সন্দেহ না থাকা। নিঃসংশয়।

অসচ্চরিত্র — যাহার স্বভাব ভালো নয়,

চরিত্রহীন, দুর্বৃত্ত।
অসৎ — অসাধু, খারাপ। যাহা নাই।
অসতী — ব্যভিচারিণী, কুলটা।
অসত্তা — না থাকা, অনস্তিত্ব।
অসত্য — মিথ্যা।
অসদাচরণ — অসাধু ব্যবহার, মন্দ ব্যবহার।
অসদাচার — অসৎ কর্ম।
অসদাচারী — দুর্বৃত্ত।
অসদ্ব্যবহার — খারাপ ব্যবহার।
অসদ্ভাব — মনোমালিন্য। অভাব।
অসন্তুষ্ট — বিরক্ত। অতৃপ্ত।
অসন্তুষ্টি, অসন্তোষ — বিরক্তি। অতৃপ্তি।
অসন্দিগ্ধ — সংশয় নাই এমন, নিঃসন্দেহ।
অসন্নিহিত — দূরবর্তী।
অসপত্ন — শত্রুহীন।
অসবর্ণ — নিজ বর্ণের মধ্যে নয়, ভিন্ন বর্ণের মধ্যে। [ঃ 'অসবর্ণ' বিবাহ।]
অসভ্য — বর্বর। অশিক্ষিত, অভদ্র।
অসভ্যতা — অভদ্রতা। সভ্যতার অভাব।
অসম — অসমান। অসমতল। ভিন্নরকম।
অসমক্ষে — পরোক্ষে, অসাক্ষাতে। [ঃ 'অসমক্ষে' কিছু বলা।]
অসমঞ্জ — সগর রাজার এক ছেলে।
অসমঞ্জস — সংগতিহীন, খাপছাড়া।
অসময় — অনুপযুক্ত সময়। দুঃসময়।
অসমর্থ — অক্ষম।
অসমসাহস — অসাধারণ সাহস। দুঃসাহস।
অসমসাহসিক — দুঃসাহসিক। বি.— **অসমসাহসিকতা**।
অসমান — উঁচুনীচু। সমান নয়।
অসমাপিকা — সমাপ্ত হয় নাই এমন। [ঃ 'অসমাপিকা' ক্রিয়া।]
অসমাপ্ত — যাহা শেষ করা হয় নাই, অসম্পূর্ণ।
অসমীয়া — আসামের ভাষা বা অধিবাসী।
অসম্পূর্ণ — অসমাপ্ত। [ঃ 'অসম্পূর্ণ' কাজ।] সমগ্র নয়।
অসম্পৃক্ত — সম্বন্ধ নাই এমন।
অসম্বদ্ধ — সম্বন্ধহীন। শিথিল।
অসম্ভব — যাহা হইতে পারে না।
অসম্ভাবনীয় — যাহা সম্ভবপর মনে হয় না।
অসম্ভাবিত — অভাবিত, অপ্রত্যাশিত।
অসম্ভাব্য — যাহা সম্ভবপর মনে হয় না।
অসম্ভ্রম — অমর্যাদা। অশ্রদ্ধা।
অসম্মত — গররাজী, অস্বীকৃত।
অসম্মতি — অমত।
অসম্মান — অশ্রদ্ধা। অপমান।
অসহনীয় — যাহা সহা যায় না।
অসহযোগ — সহযোগিতা না করা।
অসহযোগিতা — কাজে পরস্পরের সাহায্য না করা।
অসহায় — সহায়হীন। নিরুপায়। নিরাশ্রয়।
অসহিষ্ণু — যে সহিতে পারে না। অধীর।
অসহিষ্ণুতা — সহ্য করিয়া থাকিতে না পারা, সহন-শক্তির অভাব।
অসহ্য — যাহা সহা যায় না। দুঃসহ।
অসাক্ষাতে — অনুপস্থিতিতে। [ঃ কাহারও 'অসাক্ষাতে' কিছু বলা।]
অসাড় — অনুভূতিশূন্য। অবশ।
অসাড়ে — অজ্ঞাতে। [ঃ 'অসাড়ে' মূত্র-ত্যাগ।]
অসাদৃশ্য — সাদৃশ্যের অভাব।
অসাধ — অনিচ্ছা।
অসাধারণ — যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না, অসামান্য।
অসাধু — অসৎ। অমার্জিত, গ্রাম্য। [ঃ 'অসাধু' ভাষা।]
অসাধ্য — যাহা করা যায় না।
অসাবধান — অসতর্ক।
অসাবধানতা — সতর্কতার অভাব।
অসামঞ্জস্য — অসংগতি।

অসাময়িক — যাহা কালোপযোগী নয়।
অসামরিক — যুদ্ধের জন্য নয় এমন।
অসামান্য — অসাধারণ।
অসামাল — সামলাইতে অক্ষম। বেগ দমনে অসমর্থ।
অসাম্প্রদায়িক — কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয় এমন।
অসাম্প্রদায়িকতা — সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অভাব।
অসাম্য — সমান অধিকার বা সমান সুখ-সমৃদ্ধির অভাব। বৈষম্য।
অসার — যাহাতে সার বস্তু নাই। ফোঁপরা। অর্থহীন। বাজে। বি.— **অসারতা**।
অসি — তরবারি।
অসিত — কালো। স্ত্রী.— **অসিতা**।
অসিদ্ধ — যাহা রন্ধনের ফলে নরম হয় নাই। ব্যর্থ। অসম্পন্ন। অপ্রমাণিত।
অসীম — যাহার সীমা নাই। দুস্তর।
অসু — প্রাণ। [ঃ 'গতাসু'।]
অসুখ — রোগ। দুঃখ। **অসুখী** — দুঃখী।
অসুন্দর — কুৎসিত, কুশ্রী। অশোভন।
অসুবিধা — প্রতিকূল অবস্থা। বাধা।
অসুর — দৈত্য। স্ত্রী.— **অসুরী**।
অসুস্থ — পীড়িত।
অসুস্থতা — পীড়িত অবস্থা।
অসূয়া — ঈর্ষা, দ্বেষ।
অসূর্যম্পশ্যা, অসূর্যস্পশ্যা — সূর্য দেখে নাই এমন (মেয়ে)। অন্তঃপুরবাসিনী।
অস্ত — (দিনের শেষে সূর্য এবং তিথি অনুসারে রাত্রিতে বিভিন্ন সময়ে চন্দ্র) পশ্চিম আকাশে অদৃশ্য বা ডুবন্ত। [ঃ 'অস্ত' সূর্য।] **অস্ত যাওয়া** — ডুবা।
অস্তগমন — অস্ত যাওয়া, সূর্যের ও চন্দ্রের ডুবা।
অস্তগত — অস্ত গিয়াছে এমন, অস্তমিত।
অস্তগামী — অস্ত যাইতেছে এমন।
অস্তমান — ('অস্তায়মান' দেখ।)
অস্তমিত — অস্ত গিয়াছে এমন।
অস্তগিরি — পশ্চিমের কাল্পনিক পাহাড় যাহার পিছনে সূর্য অদৃশ্য হয় বলিয়া প্রাচীনকালে ধারণা ছিল।
অস্তর — পলস্তারা চুন সুরকি ইত্যাদির প্রলেপ। কোট প্রভৃতির ভিতরের কাপড়।
অস্তাচল — ('অস্তগিরি' দেখ।)
অস্তায়মান — অস্ত যাইতেছে এমন, অস্তগামী।
অস্তিত্ব — থাকা, বিদ্যমানতা।
অস্তোন্মুখ — অস্ত যায় যায় এমন, অস্তায়মান।
অস্ত্র — হাতিয়ার। **অস্ত্র করা** — চিকিৎসার জন্য কাটা।
অস্ত্রচিকিৎসা — অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা, 'সার্জারি'।
অস্ত্রশস্ত্র — নানারকম অস্ত্র।
অস্ত্রাগার — অস্ত্রের ভাণ্ডার।
অস্ত্রাঘাত — তরবারি ছুরিকা ইত্যাদির আঘাত।
অস্ত্রী — অস্ত্রধারী।
অস্ত্রীক — যাহার স্ত্রী নাই, অবিবাহিত, বা বিপত্নীক।
অস্ত্রোপচার — চিকিৎসার জন্য অস্ত্র প্রয়োগ।
অস্থান — খারাপ জায়গা। অনুপযুক্ত স্থান। লজ্জাজনক স্থান।
অস্থাবর — স্থানান্তরিত করা যায় এমন (সম্পত্তি)। গতিশীল।
অস্থায়িতা, অস্থায়িত্ব — অস্থায়ী অবস্থা।
অস্থায়ী — যাহা বেশীদিন থাকে না।
অস্থি — হাড়।
অস্থিচর্মসার, অস্থিচর্ম্মসার, অস্থিসার — অত্যন্ত রোগা, কঙ্কালসার।
অস্থির — উদ্‌বিগ্ন, ব্যাকুল, অধীর। যাহা

স্থির নয়, চঞ্চল।
অস্থিরতা — অস্থির ভাব। উদ্‌বেগ, ধৈর্যহীনতা।
অস্নাত — স্নান করে নাই এমন।
অস্নাতক — উপাধি লাভ করে নাই এমন ছাত্র।
অস্পষ্ট — যাহা স্পষ্ট নহে। ঝাপসা। দুর্বোধ্য। বি. — **অস্পষ্টতা**।
অস্পৃশ্য — স্পর্শের অযোগ্য। যাহাকে ছোঁয়া নিষিদ্ধ। বি. — **অস্পৃশ্যতা**।
অস্পৃষ্ট — ছোঁয়া হয় নাই এমন।
অস্ফুট — অস্পষ্ট, আধ-আধ। ফুটে নাই এমন।
অস্বচ্ছ — স্বচ্ছ নয়, ঘোলা।
অস্বস্তি — দৈহিক বা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব।
অস্বস্তিকর — অস্বস্তি ঘটায় এমন।
অস্বাভাবিক — স্বাভাবিক নয়। যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না।
অস্বাস্থ্য — স্বাস্থ্যের অভাব, অসুস্থতা।
অস্বীকার — স্বীকার না করা, না মানা। অসম্মতিপ্রকাশ।
অস্বীকার্য, অস্বীকার্য্য — স্বীকার করা যায় না এমন।
অস্বীকৃত — স্বীকার করা হয় নাই এমন। গররাজী।
অহংকার, অহঙ্কার — গর্ব, দেমাক।
অহংকারী, অহঙ্কারী — গর্বিত।
অহংকৃত, অহঙ্কৃত — গর্বিত।
অহঃ — দিবস।
অহম্‌, অহং — আমি। আমিত্ববোধসম্পন্ন সত্তা। অহংকার।
অহমিকা — গর্ব, অহংকার।
অহরহ — রোজ রোজ। সর্বদা।
অহর্নিশ — দিনরাত। সর্বদা।
অহি — সাপ।
অহিতুণ্ডিক — সাপুড়ে।
অহিনকুল সম্বন্ধ — সাপ ও বেজির সম্পর্ক, ঘোর শত্রুতা, স্থায়ী বিরোধ।
অহিংস — আঘাত দেয় না বা হত্যা করে না এমন।
অহিংসা — জীবহত্যা না করা। অপরকে আঘাত না দেওয়া।
অহিত — অমঙ্গল। অনিষ্ট। **অহিতকর** — অনিষ্টকর।
অহিতকামী — অনিষ্টকামনাকারী।
অহিফেন — আফিম।
অহেতুক — অকারণ।
অহো — বিস্ময় ও খেদসূচক শব্দ।
অহোরাত্র — দিনরাত। সর্বদা।
অ্যাঁ — সাড়া দিবার জন্য বা বিস্ময় ভয় প্রভৃতি প্রকাশ করিবার জন্য ব্যবহার্য শব্দ।
অ্যাত্তো — এই পরিমাণ, এমন বেশী।
অ্যালুমিনিয়ম — একরকম ধাতু।
অ্যাসিড — রাসায়নিক অম্ল। অম্ল রোগ। [ঃ 'অ্যাসিডে' ভুগছি।]

আ

আ — বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, বিরক্তি প্রভৃতি সূচক শব্দ। [ঃ 'আ' মলো!] ঈষৎ, হইতে, পর্যন্ত, বিপরীত, অভাব ইত্যাদি বুঝাইতে শব্দের গোড়ায় যুক্ত হয়। [ঃ 'আরক্ত', 'আজন্ম', 'আসমুদ্র', 'আপাকা' ইত্যাদি।]
আই, আইমা, আয়ী — মায়ের মা, দিদিমা।
আইঢাই — অস্বস্তিকর যন্ত্রণাবোধ, ছটফট।
আইন — সরকারী নিয়ম, কানুন।
আইনগত — বৈধ।
আইনজীবী — উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার ইত্যাদি।
আইনজ্ঞ — যিনি আইন জানেন।

আইনত — আইন অনুসারে।
আইনব্যবসায়ী — ('আইনজীবী' দেখ।)
আইবড়, আইবুড়ো — অবিবাহিত।
আইবড় ভাত, আইবুড়ো ভাত — বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীর অন্নগ্রহণের অনুষ্ঠান।
আঁইশ, আঁইষ — (আঁশ, আঁষ দেখ।)
আউন্স — ইংরেজী মাপ, প্রায় আধ ছটাক।
আউশ — বর্ষাকালে ফলে এমন (ধান)। (তুঃ আমন।)
আওটানো — জ্বাল দিয়া ও নাড়িয়া ঘন করা। ঐভাবে ঘন করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'আওটানো' দুধ।]
আওড় — নদীর পাকে জল, আবর্ত।
আওড়ানো — মুখস্তকথা বলিয়া যাওয়া। বার বার বলা [ঃ বুলি 'আওড়ানো'।]
আওতা — ছায়া। [ঃ 'আওতায়' গাছ বাড়ে না।]
আওয়াজ — শব্দ।
আওরত — স্ত্রীলোক।
আংটা — কড়া, বালার মতো গোলাকার হাতল। আগুন রাখার পাত্র।
আংটি — অঙ্গুরী।
আংরা — কয়লা।
আংরাখা — একরকম জামা।
আংশিক — কতক। কিছু পরিমাণে।
আঃ — বিস্ময়, বিরক্তি, ক্রোধ, দুঃখ, সুখ প্রভৃতি সূচক শব্দ।
আঁক — অঙ্ক। দাগ, রেখা।
আক — আখ।
আকখুটে — উড়নচড়ে, অপব্যয়ী।
আকচার, আকছার — প্রায়ই, যখন তখন।
আঁকড়ী — কিছু আটকাইবার বা তুলিবার জন্য বাঁকা লোহা।
আঁকড়ানো — জড়াইয়া ধরা।
আকণ্ঠ — গলা পর্যন্ত।
আকন্দ — একরকম গাছ।
আকম্পিত — ঈষৎ কম্পিত।
আকর — উৎপত্তিস্থল, খনি। আধার।
আকরিক — খনিতে জাত।
আকর্ণ — কান পর্যন্ত।
আকর্ষ — লতার গা হইতে যে সুতার মতো জিনিস বাহির হয় তাহা।
আকর্ষণ — টান।
আকর্ষণী — টানে এমন। [ঃ 'আকর্ষণী' শক্তি।]
আকর্ষী — আঁকশি।
আঁকশি — ফল ইত্যাদি পাড়িবার জন্য বাঁশ। ডাণ্ডশ।
আকস্মিক — যাহা অকস্মাৎ ঘটে।
আঁকা — চিত্রণ, রেখা টানা। অঙ্কিত।
আঁকানো — কাহাকেও দিয়া ছবি তৈরি করানো। ঐভাবে তৈয়ারী হইয়াছে এমন।
আঁকাবাঁকা — এদিকে-ওদিকে বাঁকা, টেরা-বাঁকা, সর্পিল।
আকাঙ্ক্ষণীয় — কামনা করার যোগ্য, কাম্য।
আকাঙ্ক্ষা — ইচ্ছা, বাসনা।
আকাঙ্ক্ষিত — বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত।
আকাঙ্ক্ষী — অভিলাষী। [ঃ 'উচ্চা-কাঙ্ক্ষী'।]
আকাট — সম্পূর্ণ, একেবারে। [ঃ 'আকাট' মূর্খ।]
আকাটা — কাটা হয় নাই এমন।
আকাঁড়া — তুষ হইতে পৃথক করা হয় নাই এমন (চাল)।
আ-কার — আ-র চিহ্ন, া।
আকার — চেহারা, গড়ন।
আকাল — দুর্ভিক্ষ।
আকাশ — পৃথিবীর চতুর্দিকব্যাপী মহা-শূন্য, গগন।
আকাশকুসুম — অসম্ভব বিষয়, অবাস্তব চিন্তা। [ঃ 'আকাশকুসুম' কল্পনা।]

আকাশগঙ্গা — স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। ছায়াপথ।

আকাশচুম্বী — অত্যন্ত উচ্চ, আকাশ-স্পর্শী।

আকাশপাতাল — সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য-হীন। [‘আকাশপাতাল’ প্রভেদ।] নানা বিষয়। [‘আকাশপাতাল’ চিন্তা।]

আকাশপ্রদীপ — কার্তিক মাসে উচ্চ বাঁশ ইত্যাদির উপর প্রদত্ত প্রদীপ।

আকাশবাণী — দৈববাণী। শূন্যে ধ্বনিত কথা। ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের নাম।

আকাশস্পর্শী — (‘আকাশচুম্বী’ দেখ।)

আকিঞ্চন — দৈন্য। আকাঙ্ক্ষা, কাতর আগ্রহ।

আকীর্ণ — ছড়ানো। -ময়। [ঃ ‘কণ্টকাকীর্ণ’।]

আকুঞ্চন — সংকোচন। ঈষৎ কুঞ্চন।

আকুঞ্চিত — ঈষৎ কুঞ্চিত। কোঁকড়ানো।

আঁকুপাঁকু, আঁকুবাঁকু — ব্যাকুলতার প্রকাশ, ছটফট। [ঃ ‘আঁকুপাঁকু’ করা।]

আকুল — কাতর, উদ্বেগ-চঞ্চল, অধীর। বি.—**আকুলতা**।

আকুতি — কাতর আগ্রহ, করুণ প্রার্থনা।

আকুলিবিকুলি — অত্যন্ত ব্যাকুলতা।

আকৃতি — গঠন, আকার।

আকৃষ্ট — মুগ্ধ।

আক্কেল — বুদ্ধি।

আক্কেল গুড়ুম — ভয়ে বুদ্ধিলোপ।

আক্কেল দাঁত — পূর্ণ বয়সে ওঠে এমন দাঁত।

আক্কেল সেলামি — বোকামির জন্য লোকসান।

আক্রমণ — আঘাত বা অধিকার করার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ, হানা, হামলা, চড়াও।

আক্রমণকারী — যে আক্রমণ করে।

আক্রমণীয় — আক্রমণের যোগ্য।

আক্রান্ত — আক্রমণ করা হইয়াছে এমন। রোগগ্রস্ত। [ঃ কলেরায় ‘আক্রান্ত’।]

আক্রা — চড়া দামের, দুর্মূল্য, মহার্ঘ।

আক্রোশ — প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রোধ।

আক্ষরিক — অক্ষর সম্বন্ধীয়। অক্ষর অনুযায়ী, মূল। [ঃইহার ‘আক্ষরিক’ অর্থ—] অক্ষরে অক্ষরে, হুবহু। [ঃ উহার সহিত ইহার ‘আক্ষরিক’ মিল আছে।]

আক্ষেপ — আফসোস। জোরে সঞ্চলন। [ঃহৃৎপিণ্ডের ‘আক্ষেপ’।] খিঁচুনি।

আখ — মিষ্টরসপূর্ণ বেতের মতো গাছ, আক, ইক্ষু।

আখাট — (প্রাচীন কবিতায়) বায়না, আবদার।

আখড়া — গানবাজনা বা ব্যায়ামের স্থান। বৈষ্ণবের আশ্রম।

আখড়াই — অভিনয় ইত্যাদির অভ্যাস ও শিক্ষা, মহলা।

আখড়াধারী — আখড়ার কর্তা।

আখনি — মাংস বা মসলার ক্বাথ।

আখণ্ডল — দেবরাজ ইন্দ্র।

আখবার — খবরের কাগজ।

আখর — অক্ষর। কীর্তন প্রভৃতি গানে মূল পদের সহিত ইচ্ছামত জুড়িয়া দেওয়া পদ। [ঃ গানে ‘আখর’ দেওয়া।]

আখরোট — একরকম ফল।

আখা — উনান, চুল্লী।

আখাম্বা — থামের মত লম্বা, বিরাট বেঢপ।

আঁখি — (পদ্যে) চোখ।

আখের — পরিণাম। [ঃ ‘আখেরে’ বুঝবে।]

আখ্যা — নাম।

আখ্যাত — অভিহিত।

আখ্যান — কাহিনী। বিবরণ।

আখ্যাপত্র — বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা যাহাতে বইয়ের নাম ও লেখকের নাম থাকে।
আখ্যায়িকা — কাহিনী।
আগ — অগ্রভাগ। সর্বোচ্চ। [ঃ'আগ-ডাল'।]
আগড় — বাঁশের কপাট, ঝাঁপ।
আগড়-বাগড় — নানা রকম বাজে জিনিস বা বিষয়। [ঃ'আগড়-বাগড়' খাওয়া; ঃ'আগড়-বাগড়' বকা।]
আগড়ম-বাগড়ম — অর্থহীন কথা। [ঃ 'আগড়ম-বাগড়ম' বকা।]
আগত — আসিয়াছে এমন।
আগন্তুক — নবাগত অপরিচিত ব্যক্তি।
আগম — তন্ত্র বা বেদাদি শাস্ত্র। আগমন। [ঃ 'বর্ষাগম'।]
আগমন — আসা।
আগমনী — দুর্গাপূজার সময়ে দুর্গার আগমন বিষয়ে গান।
আগরা — অপুষ্ট ধান ও বিচালি।
আগল — অর্গল, খিল।
আগলানো — সতর্ক দৃষ্টি দিয়া রাখা। [ঃমড়া 'আগলানো'।]
আগা — গাছের বা শাখার সর্বোচ্চ অংশ, ডগা।
আগাগোড়া — প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, সমস্তটা।
আগাছা — ছোট ছোট বাজে গাছ।
আগানো — অগ্রসর হওয়া।
আগাপাছতলা, আগাপাশতলা — মাথা হইতে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ।
আগাম — বায়না, অগ্রিম দেয় টাকা।
আগামী — যাহা আসিবে বা আসিতেছে। ভাবী। পরবর্তী। [ঃ'আগামী' বৎসর।]
আগার — গৃহ।
আগু — অগ্র, সম্মুখ।
আগুন — অগ্নি।
আগুপাছু — অগ্রপশ্চাৎ।
আগুবাড়ি — (পদ্যে) আগে বাড়িয়া, আগাইয়া গিয়া।
আগুয়ান, আগুসার — অগ্রসর।
আগুরী — এক রকম জাতি, উগ্র ক্ষত্রিয়।
আগুল্ফ — গোড়ালি পর্যন্ত।
আগে — পূর্বে। সম্মুখে।
আগেকার — পূর্বের, অতীত।
আগে পাছে — সামনে ও পিছনে।
আগেভাগে — প্রথমে দলে, প্রথমে।
আগ্নেয় — অগ্নি সম্বন্ধীয়, আগুনে'।
আগ্নেয়গিরি — আগুন ও গলিত পাথর উদ্গীরণ করে এমন পাহাড়।
আগ্নেয়াস্ত্র — বন্দুক কামান ইত্যাদি অস্ত্র।
আগ্রহ — সযত্ন কৌতূহল, ব্যগ্রতা। মনোযোগ। অনুরাগ।
আগ্রহাতিশয় — অত্যধিক আগ্রহ।
আগ্রহান্বিত — আগ্রহযুক্ত, উৎসুক।
আঘাত — চোট। ঘা, বাড়ি। [ঃলাঠির 'আঘাত'।] ব্যথা। [ঃ মনে 'আঘাত'।] মৃদু প্রহার। [ঃ 'করাঘাত'; ঃ অঙ্গুলির 'আঘাত'।]
আঘ্রাণ — গন্ধ লওয়া, শোঁকা।
আঘ্রাত — যাহা শোঁকা হইয়াছে।
আঙটা, আঙটি, আঙরা, আঙরাখা — (আংটা, আংটি, আংরা, আংরাখা দেখ।)
আঙিনা — উঠান।
আঙিয়া — মেয়েদের বুক ঢাকিবার উপযোগী ছোট আঁট জামা।
আঙুর — একরকম ফল, দ্রাক্ষা।
আঙুল — হাত বা পায়ের সম্মুখের দিকের প্রত্যঙ্গ।
আঙুলহাড়া — আঙুলের ডগা পাকিয়া ওঠা।
আঙোট — আস্ত। [ঃ'আঙোট' পাতা।]

আঙ্গিক — অঙ্গ সম্বন্ধীয়। গঠনকৌশল। [ঃ গল্পের 'আঙ্গিক'।]
আঙ্গিনা — উঠান।
আঙ্গিয়া — ('আঙিয়া' দেখ।)
আঙ্গিরস — দেবগুরু বৃহস্পতি।
আঙ্গুর — একরকম ফল, দ্রাক্ষা।
আঙ্গুল — ('আঙুল' দেখ।)
আঙ্গুলহাড়া — ('আঙুলহাড়া' দেখ।)
আঁচ — তাপ। উনান।
আঁচ — আন্দাজ, অনুমান।
আচকান — চাপকানের মতো একরকম জামা।
আঁচড় — দাগ। অগভীর ক্ষত।
আঁচড়ানো — আঁচড় দেওয়া, নখের আঘাতে অগভীর ক্ষত সৃষ্টি করা। চিরুনির মতো কিছু দিয়া সাফ করা। [ঃ চুল 'আঁচড়ানো'।]
আচমকা — অকস্মাৎ, অসতর্ক অবস্থায়।
আচমন — (পূজাদির পূর্বে) হাত মুখ ধোয়ার অনুষ্ঠান। হাত মুখ ধোয়া।
আচমনীয় — হাত মুখ ধোয়ার জল।
আচম্বিতে — আচমকা।
আঁচর — (পদ্যে) আঁচল।
আচরণ — ব্যবহার, চালচলন।
আচরিত — নিয়ম অনুসারে করা হইয়াছে এমন, পালিত। [ঃ 'আচরিত' অনুষ্ঠান।]
আচরণীয় — আনুষ্ঠানিকভাবে করণীয়। পালনীয়। ব্যবহারযোগ্য। [ঃ জল 'আচরণীয়'।]
আঁচল — শাড়ির প্রান্তভাগ।
আঁচলা — কারুকার্যশোভিত আঁচল।
আঁচানো — (খাওয়ার পরে) হাত মুখ ধোয়া।
আচার — প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কাজ বা ব্যবহার, প্রথা। [ঃ 'দেশাচার', 'কালাচার'।] মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। [ঃ 'স্ত্রী-আচার'] শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কার্য। [ঃ 'আচারনিষ্ঠ' ব্রাহ্মণ।] চাল-চলন। [ঃ 'আচার'-ব্যবহার।]
আচার — লবণ তৈল মসলাদি দিয়া জারানো অম্বখাদ্য। [ঃ আমের 'আচার'।]
আচার্য, আচার্য্য — শিক্ষক। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
আচার্যা — শিক্ষিকা।
আচার্যানী — শিক্ষকপত্নী।
আঁচিল — তিল, জন্মগত দৈহিক চিহ্ন।
আচ্ছন্ন — ঢাকা, আবৃত। চেতনারহিত, অভিভূত।
আচ্ছা — ভালো, বেশ। সম্মতিসূচক শব্দ।
আচ্ছাদক — যাহা আচ্ছাদন করে।
আচ্ছাদন — আবরণ, ঢাকা।
আচ্ছাদিত — আবৃত, ঢাকা।
আছাড় — জোরে ফেলা বা পড়া। [ঃ 'আছাড়' দেওয়া; ঃ 'আছাড়' খাওয়া।]
আছিল — (পদ্যে) ছিল। **আছিলা** — ছিলেন।
আছোলা — চাঁচা বা ছোলা হয় নাই এমন। [ঃ 'আছোলা' বাঁশ।]
আজ — এই দিন, অদ্য।
আজকার — অদ্যকার।
আজকাল — বর্তমান সময়, অধুনা।
আজকালকার — এখনকার, বর্তমান সময়ের।
আজকে — আজ।
আজ-নয়-কাল — গড়িমসি। [ঃ 'আজ-নয়-কাল' করা।]
আজগবী, আজগুবী — কল্পিত ও বিশ্বাসের অযোগ্য।
আজন্ম — জন্ম হইতে, জন্মাবধি।
আজব — বিস্ময়কর। অদ্ভুত।
আঁজলা — অঞ্জলি, করপুট।
আজাদ — স্বাধীন, মুক্ত।
আজাদি — স্বাধীনতা।

আজান — মুসলমানদের উপাসনার জন্য আহ্বান।
আজানু — জানু পর্যন্ত।
আজি — (পদ্যে) আজ।
আজিকার — আজকার।
আজিকে — (পদ্যে) আজ।
আজীবন — সমস্ত জীবন, আজন্ম।
আজু — (প্রাচীন কবিতায়) আজ।
আজেবাজে — তুচ্ছ। অর্থহীন।
আজ্ঞা — হুকুম, আদেশ।
আজ্ঞাকারী — যে হুকুম করে।
আজ্ঞাধীন, আজ্ঞাবহ — যে হুকুম মতো চলে বা হুকুম পালন করে।
আজ্ঞে — সম্মানিত ব্যক্তির উদ্দেশে সাড়া।
আঞ্জনি, আঞ্জুনি — চোখের পাতায় ব্রণ।
আঞ্জনেয় — রামায়ণে বর্ণিত অঞ্জনার পুত্র, হনুমান।
আঞ্জিনেয় — আঞ্জনি, একরকম টিকটিকি।
আট — সাতের পরবর্তী সংখ্যা, ৮।
আঁট — শক্ত। শক্ত বাঁধনি, দৃঢ়তা।
আটক — অবরুদ্ধ। অবরোধ।
আটকপালে — হতভাগ্য।
আটখানা — আত্মহারা, অস্থির। [ঃ আনন্দে 'আটখানা'।]
আটঘাট — সব দিক, ত্রুটি বা ক্ষতি ঘটিবার সকল পথ। [ঃ 'আটঘাট' বাঁধা।]
আটচল্লিশ — ৪৮ সংখ্যা।
আটচালা — আটটি চাল আছে এমন মণ্ডপ।
আটপৌরে — আট প্রহর বা সর্বদা ব্যবহার করা যায় এমন। [ঃ 'আটপৌরে' কাপড়।]
আটকা — আটক। কাজে জড়িত হইয়া থাকিতে বাধ্য। [ঃ 'আটকা' পড়া।]
আটকানো — রোধ আটক। ঠেকিয়া যাওয়া বা ঠেকিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ গলায় 'আটকানো'।]
আঁটকুড়া, আঁটকুড়ো — ছেলেমেয়ে হয় নাই এমন। স্ত্রী. — **আঁটকুড়ী**।
আঁটনি, আঁটুনি — বন্ধনের দৃঢ়তা। শক্ত বাঁধুনি।
আটত্রিশ — ৩৮ সংখ্যা।
আটবিক — অটবী বা বন সম্বন্ধে, আরণ্য।
আটষট্টি — ৬৮ সংখ্যা।
আটা — গমের গুঁড়া। চটচটে জিনিস। আট ফোঁটা চিহ্নিত তাস।
আঁটা — শক্ত করা, কষা। জায়গা সংকুলান হওয়া। [ঃ ঘরে 'আঁটা'।] দমন করিতে সমর্থ বা সমকক্ষ হওয়া। [ঃ কাহারও সহিত 'আঁটিয়া' উঠা।] আঠা ইত্যাদি দিয়া জুড়িয়া দেওয়া। [ঃ টিকিট 'আঁটা'।] শক্ত করিয়া বন্ধ করা। শক্ত-ভাবে বন্ধ করা হইয়াছে এমন।
আঁটাআঁটি — বাঁধাবাঁধি। কড়াকড়ি, কঠিন নিয়ম।
আটাত্তর — ৭৮ সংখ্যা।
আটানব্বই — ৯৮ সংখ্যা।
আটান্ন — ৫৮ সংখ্যা।
আটাস, আটালো — চটচটে, আঠাযুক্ত।
আটাশ — ২৮ সংখ্যা।
আটাশে — মাসের ২৮ তারিখ।
আঁটি — ঘাস খড় ইত্যাদির গোছা। বড় বিচি।
আঁটো, আঁটোসাটো — শক্ত, সুদৃঢ়।
আঠা — গঁদ, লেই। চটচটে পদার্থ।
আঠার, আঠারো — সতেরোর পরবর্তী সংখ্যা, ১৮।
আঠাল, আঠালো — ('আটাল', 'আটালো' দেখ।)
আঁঠি — বড় বীজ। [ঃ আমের 'আঁঠি'।]
আড় — চওড়ার দিক [ঃ 'আড়ে' তিন হাত।] জড়তা। [ঃ 'আড়' ভাঙা।] বাঁকা। [ঃ 'আড়' চোখে।]

আড়কাটী, আড়কাঠী — ধূলীসংগ্রহকারী। বন্দরের নিকটে জাহাজ চালাইবার ভার লয় এমন ব্যক্তি, কাণ্ডারী, 'পাইলট'।
আড়খেমটা — সংগীতের তাল বিশেষ।
আড়ং, আড়ঙ্গ — গোলা, গঞ্জ, হাট।
আড়ত — মাল রাখিবার গোলা, ডিপো।
আড়তদার — যে অন্যের মাল আড়তে রাখে বা বিক্রয় করে।
আড়তদারি — আড়তদারের কাজ।
আড়পার — অপর পার।
আড়মোড়া — দেহের জড়তা দূর করার জন্য শরীর সঞ্চালন।
আড়ম্বর — জাঁকজমক। মেঘের ডাক। রণবাদ্য। দম্ভ।
আড়ষ্ট — সংকুচিত। অবশ।
আড়াআড়ি — চওড়ার দিকে বা বাঁকাভাবে আছে এমন। শত্রুতা, রেষারেষি।
আড়াই — দুই ও আধ, ২½।
আড়াঠেকা — সংগীতের একরকম তাল।
আড়ানা — রাগিণী বিঃ।
আড়ানি — শোভাযাত্রার জন্য বড় ছাতা বা পাখা।
আড়াল — অন্তরাল, আবরণ। গোপন। [ঃ 'আড়ালে' বলা।]
আড়ি — প্রিয়জনের মধ্যে মনান্তর। লুকাইয়া শোনা। [ঃ 'আড়ি' পাতা।]
আড্ডা — আলাপ-আলোচনা বা আমোদ-প্রমোদের জন্য মিলিবার জায়গা। [ঃ তাসের 'আড্ডা'।] আড্ডায় যোগ দিয়া সময়ের অপব্যয়। [ঃ 'আড্ডা' মারা; 'আড্ডা' দেওয়া।]
আড্ডাধারী — আড্ডার প্রধান ব্যক্তি। যে আড্ডা দেয়।
আঢাকা — ঢাকা নাই এমন, অনাবৃত।
আঢ্য — ধনী। যাহার আছে। [ঃ 'ধনাঢ্য'; ঃ 'গুণাঢ্য'।]
আণবিক — অণু সম্বন্ধীয়।
আণ্ডা — ডিম।
আণ্ডাবাচ্চা — ছেলেপুলে।
আণ্ডিল, আণ্ডীল — যাহার প্রচুর আছে। [ঃ টাকার 'আণ্ডীল'।]
আঁত — পেট। অন্তর। [ঃ 'আঁতে' ঘা লাগা।]
আঁতড়ি — নাড়িভুঁড়ি।
আঁতকানো — ভয়ে চমকানো। অকস্মাৎ আতংকবোধ।
আতংক — ভয়, শংকা। বিভীষিকা।
আতংকিত — ভীত, শংকিত।
আততায়ী — গুপ্তঘাতক।
আতপ — রৌদ্র।
আতপতণ্ডুল — ধান সিদ্ধ না করিয়া রোদে শুকাইয়া যে চাল প্রস্তুত হয়, আলো-চাল।
আতপত্র — যাহা আতপ বা রোদ হইতে রক্ষা করে, ছাতা।
আতর — ফুলের সুগন্ধ নির্যাস, পুষ্পসার।
আতশ — আগুন।
আতশবাজি — হাউই তুবড়ি ইত্যাদি আগুনের খেলা।
আতশী কাচ — যে কাচ দিয়া সূর্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করিয়া আগুন জ্বালানো যায়।
আতা — একরকম ফল।
আতান্তর — বিপদ্, অবস্থান্তর। [ঃ 'আতান্তরে' পড়া।]
আতাম্র — ঈষৎ তাম্রবর্ণ। পাটল।
আতিক্ত — ঈষৎ তিক্ত।
আতিথেয় — অতিথিসেবাপরায়ণ।
আতিথেয়তা — অতিথিসেবা।
আতিথ্য — অতিথি হওয়া। [ঃ 'আতিথ্য' স্বীকার।] অতিথির প্রাপ্য সেবা ও দ্রব্য।

[ঃ 'আতিথ্য' গ্রহণ।]

আতিশয্য — আধিক্য, বাড়াবাড়ি।

আঁতুড় — যে ঘরে ছেলেমেয়ে হয়, সূতিকাগার।

আতুর — আর্ত, কাতর। পীড়িত।

আত্তি — আত্মীয়তা। [ঃ 'যত্ন-আত্তি'।]

আত্ম — নিজের। আত্মা সম্বন্ধীয়।

-আত্মক — তাহা দিয়া গঠিত, সেইরূপ, সেইরূপ গুণসম্পন্ন ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'ভাবাত্মক', 'রসাত্মক'। স্ত্রী. — **আত্মিকা**। [ঃ 'ভাবাত্মিকা' বিদ্যা।]

আত্মকলহ — নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, বন্ধু-বান্ধব স্বজাতিগণ মধ্যে বিবাদ।

আত্মকৃত — নিজে করিয়াছে এমন। [ঃ 'আত্মকৃত' অপরাধ।]

আত্মগত — নিজের মনে, স্বগত।

আত্মগোপন — নিজেকে লুকানো।

আত্মগৌরব — গর্ব।

আত্মগ্লানি — অনুতাপ।

আত্মঘাত — আত্মহত্যা।

আত্মঘাতী — আত্মহত্যাকারী। স্ত্রী. — **আত্মঘাতিনী**।

আত্মজ — পুত্র। **আত্মজা** — কন্যা।

আত্মজ্ঞান — নিজের সম্পর্কে জ্ঞান। আত্মা ও পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান।

আত্মতত্ত্ব — আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান বা বিদ্যা।

আত্মতুল্য — নিজের মতো।

আত্মত্যাগ — স্বার্থত্যাগ। আত্মোৎসর্গ।

আত্মত্যাগী — যিনি স্বার্থ ত্যাগ করেন।

আত্মনির্ভর — নিজের উপর নির্ভর। নিজের উপর নির্ভরশীল।

আত্মনির্ভরতা — নিজের শক্তিতে ও চেষ্টায় বিশ্বাস।

আত্মনির্ভরশীল — নিজের শক্তিতে ও চেষ্টায় আস্থা রাখে এমন। বি. — **আত্মনির্ভরশীলতা**।

আত্মপর — আপন ও পর।

আত্মপরায়ণ — স্বার্থপর।

আত্মপ্রত্যয় — নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস। আত্মজ্ঞান।

আত্মপ্রবঞ্চনা — নিজেকে ঠকানো।

আত্মপ্রসাদ — নিজের মনে তৃপ্তি।

আত্মবৎ — নিজের মতো।

আত্মবঞ্চনা — নিজেকে ঠকানো, নিজেকে বঞ্চিত করা।

আত্মবিক্রয় — স্বার্থের জন্য অপরের অধীনতা স্বীকার। নিজেকে বিক্রয়।

আত্মবিচ্ছেদ — বন্ধু-বান্ধবের সহিত বিবাদ।

আত্মবিস্মরণ — ('আত্মবিস্মৃতি' দেখ।)

আত্মবিস্মৃত — আপনভোলা। বিহ্বল, তন্ময়।

আত্মবিস্মৃতি — নিজের সম্পর্কে চেতনা লোপ। আপনভোলার ভাব। তন্ময়তা।

আত্মমর্যাদা, আত্মমর্য্যাদা — আত্মসম্মান।

আত্মম্ভরি — স্বার্থপর ও অহঙ্কারী।

আত্মম্ভরিতা — স্বার্থপরতা ও অহঙ্কার।

আত্মরক্ষা — নিজেকে বিপদ হইতে বাঁচানো।

আত্মশুদ্ধি — নিজের মনের শোধন বা পাপমুক্তি।

আত্মশ্লাঘা — গর্বপ্রকাশ, বড়াই।

আত্মসংযম — নিজেকে সংযত করা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ।

আত্মসমর্পণ — অপরের হাতে নিজেকে তুলিয়া দেওয়া। পরাজয় স্বীকার করিয়া শত্রুর বশীভূত হওয়া।

আত্মসম্মান — নিজের সম্মান, আত্মমর্যাদা।

আত্মসাৎ — অন্যায়ভাবে নিজের জন্যে গৃহীত। [ঃ 'আত্মসাৎ' করা।]

আত্মহত্যা — স্বেচ্ছায় নিজের জীবননাশ।

আত্মা — চৈতন্যময় সত্তা। ব্রহ্ম। সত্তা,

মূর্তস্বরূপ [ঃ 'পাপাত্মা', ঃ 'পুণ্যাত্মা'।]
আত্মারাম — প্রাণপুরুষ।
আত্মীয় — জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন।
আত্মীয়তা — কুটুম্বিতা। হৃদ্যতা।
আত্মোৎসর্গ — আত্মত্যাগ। মহৎ উদ্দেশ্যে জীবনদান।
আত্মোন্নতি — নিজের বিকাশ বা উন্নতি।
আত্মোপম — নিজের মতো।
আথালি-পাথালি — যেখানে সেখানে, লক্ষ্যহীনভাবে।
আথিবিথি — (পদ্যে) ব্যস্তভাবে।
আদত — আসল, খাঁটী।
আদব — ভদ্রসমাজের রীতিনীতি। [ঃ 'আদব'-কায়দা।]
আদবে — আদৌ, মোটে।
আদম — ইহুদী খৃস্টান ও মুসলমানের প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত মানুষের আদি পূর্বপুরুষ।
আদমশুমার, আদমশুমারি — লোকগণনা।
আদর — স্নেহ, খাতির-যত্ন।
আদরণীয় — আদরের যোগ্য।
আদরিণী — আদুরে মেয়ে, দুলালী।
আদর্শ — অনুকরণের উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু বা বিষয়।
আদর্শায়িত — আদর্শে পরিণত করা হইয়াছে এমন। [ঃ তাঁহার রচনায় কৃষক-জীবনকে 'আদর্শায়িত' করা হইয়াছে।]
আদর্শবাদ, আদর্শবাদী — ('ভাববাদ', 'ভাববাদী' দেখ।)
আদল — চেহারার মিল।
আদা — একরকম মূলজাতীয় মসলা।
আদায় কাঁচকলায় — শত্রুভাবাপন্ন, বিরুদ্ধ সম্পর্ক আছে এমন, সাপে-নেউলে।
আদাড় — আঁস্তাকুড়।
আদান — লওয়া, গ্রহণ। [ঃ 'আদান-প্রদান'।]
আদাব — সেলাম।
আদায় — প্রাপ্য টাকা ইত্যাদি সংগ্রহ।
আদালত — বিচারালয়।
আদালতী — বিচারালয় সম্বন্ধীয়।
আদি — মূল, প্রথম। উৎপত্তিস্থল। আরম্ভ। ঐরূপ আরো, প্রমুখ। [ঃ 'ইন্দ্রাদি' দেবগণ।]
আদিত্য — সূর্য।
আদিপুরুষ — বংশের প্রাচীন ব্যক্তি যাঁহা হইতে বংশ গণনা করা হয়।
আদিবাসী — আদিম অধিবাসী।
আদিম — প্রথম।
আদিরস — অলঙ্কার শাস্ত্রে বর্ণিত কাব্য-সাহিত্যের প্রথম রস, প্রেমবিষয়ক রস।
আদিষ্ট — যাহাকে আদেশ করা হইয়াছে।
আদুড়, আদুল — আবরণহীন, খোলা। [ঃ 'আদুল' গায়ে যাচ্ছে কারা।]
আদুরী — আদরিণী।
আদুরে — যাহাকে বেশি আদর করা হয়।
আদৃত — আদর করা হইয়াছে এমন। সানন্দে গৃহীত।
আদেখা — ('অদেখা' দেখ।)
আদেশ — হুকুম, আজ্ঞা। (ব্যাকরণে) এক বর্ণের স্থানে অন্য বর্ণের উৎপত্তি।
আদেশকারী — যিনি আদেশ দেন।
আদেষ্টা — আদেশকারী।
আদৌ — মোটেই, আদবে।
আদ্য — প্রথম, আরম্ভিক।
আদ্যশ্রাদ্ধ — মৃতের প্রথম শ্রাদ্ধ।
আদ্যা — প্রথমা। [ঃ 'আদ্যা' শক্তি।]
আদ্যোপান্ত — আগাগোড়া।
আধ — দুই ভাগের এক ভাগ, অর্ধেক।
আধ-আধ, আধো-আধো — অস্ফুট, অস্পষ্ট। [ঃ 'আধো-আধো' কথা।]
আধপাগলা — পাগলাটে, ছিটগ্রস্ত।
আধপেটা — পেট ভরে না এমন অল্প

. পরিমাণ খাদ্য।
আধবয়সী — মাঝবয়সী, প্রৌঢ়।
আধলা — আধ পয়সা। আধখানা। [ঃ 'আধলা' ইট।]
আধা — অর্ধেক।
আধাআধি — সমান দুইভাগে বা ভাগ।
আধাখেঁচড়া — অর্ধেক করিয়া আর করা হয় নাই এমন (কাজ)।
আধার — যাহাতে কিছু থাকে, পাত্র।
আধার — পাখির বাচ্চার খাবার।
আঁধার — অন্ধকার।
আধি — মানসিক পীড়া বা কষ্ট।
আঁধি — ধুলা-ঝড়।
আধিকারিক — অধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারী। [ঃ 'শিক্ষাধিকারিক']
আধিক্য — আতিশয্য। প্রাবল্য।
আধিক্যেতা, আধিখ্যেতা — আতিশয্য, বাড়াবাড়ি। স্নেহ-মমতার অতিরিক্ত প্রকাশ।
আধিদৈবিক — অধিদেবতা সম্বন্ধীয়। দৈব।
আধিপত্য — প্রভুত্ব। রাজত্ব।
আধিভৌতিক — পঞ্চভূত বা জীব হইতে উৎপন্ন (বিপদ, দুঃখ)।
আধুনিক — এখনকার, হালের, সাম্প্রতিক। বি. — আধুনিকতা।
আধুনিকা — আধুনিক সভ্যতাসংস্কৃতি-সম্পন্না।
আধুলি — আট আনার রৌপ্য মুদ্রা।
আধেক — (পদ্যে) অর্ধেক।
আধোয়া — ধোয়া হয় নাই এমন।
আধ্যাত্মিক — আত্মা সম্বন্ধীয়, ব্রহ্মবিষয়ক।
আন — (পদ্যে) অন্য। [ঃ 'আন' বাড়ি যায়।]
আনক — ঢাক। চশমা।
আনকোরা — আধোয়া। অব্যবহৃত, নূতন।
আনচান — ব্যাকুল, আইঢাই। [ঃ প্রাণ 'আনচান' করা।]
আনত — ঈষৎ নত।
আনতি — ঈষৎ নত ভাব।
আনন — মুখ, মুখমণ্ডল।
আনন্দ — সুখময় অবস্থা, আহ্লাদ, হর্ষ।
আনন্দনাড়ু — চালের গুঁড়া গুড় ইত্যাদি যোগে প্রস্তুত একরকম মিষ্টান্ন।
আনন্দাশ্রু — আনন্দে পড়া চোখের জল।
আনন্দিত — আনন্দ পাইয়াছে এমন, আহ্লাদিত।
আনন্দোচ্ছ্বাস — আনন্দের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ।
আনমন — আনমনা অবস্থা। [ঃ ছিনু 'আনমনে'।]
আনমনা — অন্যমনস্ক।
আনয়ন — লইয়া আসা, আনা।
আনা — লইয়া আসা।
আনা — চার পয়সা। ষোলভাগের এক ভাগ। [ঃ জমিদারির দশ 'আনার' মালিক।]
আনাগোনা — আসাযাওয়া, যাতায়াত।
আনাচ-কানাচ — অন্ধকারময় সংকীর্ণ স্থান।
আনাজ — শাকসবজি, কাঁচা তরকারি।
আনাড়ী — অপটু। মুর্খ।
আনানো — কাহারও দ্বারা লইয়া আসা। কাহারও দ্বারা লইয়া আসা হইয়াছে এমন।
আনারস — একরকম অম্ল-মধুর স্বাদযুক্ত ফল।
আনি — চার পয়সার মুদ্রা। ষোল ভাগের এক ভাগ। [ঃ জমিদারির সাত 'আনি'।]
আনীত — আনা হইয়াছে এমন।
আনীল — ঈষৎ নীল।
আনুকূল্য — সাহায্য। অনুকূল ভাব।

আনুগত্য — বশ্যতা, অনুগত ভাব।
আনুপূর্বিক, আনুপূর্ব্বিক — আগাগোড়া, পর পর যথাক্রমে।
আনুপূর্ব, আনুপূর্ব্য, আনুপূর্ব্ব, আনুপূর্ব্ব্য — পরম্পরা, যথাক্রমতা।
আনুমানিক — আন্দাজ, অনুমান অনুসারে।
আনুষঙ্গিক — মূল বিষয়ের সঙ্গে জড়িত।
আনুষ্ঠানিক — অনুষ্ঠানগত। অনুষ্ঠান অনুযায়ী। নিয়মমাফিক।
আন্তরিক — অকপট, অকৃত্রিম। অন্তরের সঞ্জাত।
আন্তর্জাতিক, আন্তর্জ্জাতিক — বিভিন্ন জাতির বা দেশের মধ্যে।
আন্ত্রিক — অন্ত্র সম্বন্ধীয়।
আন্দাজ — অনুমান। আনুমানিক।
আন্দাজী — আনুমানিক।
আন্দোলন — বিক্ষোভ। ব্যাপক আলোচনা ও প্রচার। আলোড়ন। দোলানো।
আন্দোলিত — দোলানো হইয়াছে এমন। আলোড়িত।
আপক্ক — ঈষৎ পাকা, ডাঁসা।
আপণ — দোকান। হাট।
আপত্তি — অমত, প্রতিবাদ।
আপদ — বিপদ। অবাঞ্ছিত বিষয় বা ব্যক্তি।
আপন — নিজের।
আপনা — নিজ। [ঃ 'আপনা' হইতে।]
আপনাআপনি — নিজে নিজে, স্বতঃ।
আপনার — নিজের। (সম্মানার্থে) তোমার।
আপনি — নিজে। (সম্মানার্থে) তুমি।
আপরাহ্নিক — বিকালে হয় এমন, বৈকালিক।
আপস — উভয় পক্ষের কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া মীমাংসা, রফা।
আপসোস — অনুতাপ, খেদ।
আপাকা — কাঁচা।
আপাত — ক্ষণিক, অবাস্তব। প্রথমে মনে হইলেও আসলে তাহা নয় এমন। [ঃ 'আপাতমধুর' 'আপাতসুন্দর'।]
আপাতত, আপাততঃ — এখনকার মতো, বর্তমান সময়ের জন্য।
আপাদ — পা হইতে। [ঃ 'আপাদ-মস্তক'।]
আপামর — উচ্চনীচ সকলে। [ঃ 'আপামর' জনসাধারণ।]
আপিল — পুনর্বিচারের জন্য আবেদন।
আপিস — অফিস, কার্যালয়।
আপীত — হলদেটে।
আপীল — ('আপিল' দেখ।)
আপেক্ষিক — অন্য বিষয়ের উপর নির্ভর-শীল বা সম্পর্কযুক্ত।
আপেক্ষিকতা — পারস্পরিক নির্ভরের সম্পর্ক।
আপেল — একরকম ফল।
আপোড়া — পুড়ে নাই বা ঈষৎ পুড়িয়াছে এমন।
আপোস — ('আপস' দেখ।)
আপ্ত — প্রাপ্ত, অধিগত। বিশ্বাসযোগ্য. শাস্ত্রীয়। [ঃ 'আপ্তবাক্য'।]
আপ্যায়ন — খাতির-যত্ন। অভ্যর্থনা।
আপ্যায়িত — খাতির-যত্ন বা আপ্যায়ন করা হইয়াছে এমন।
আপ্লুত — জলে ডুবিয়া বা ভাসিয়া গিয়াছে এমন, প্লাবিত।
আফগান — আফগানিস্থানের লোক।
আফলা — ফল ধরে নাই এমন। [ঃ 'আফলা' গাছ।]
আফসোস — ('আপসোস' দেখ।)
আফাটা — ফাটে নাই এমন।
আফিম, আফিং — পোস্তর রস হইতে প্রস্তুত এক রকম মাদক, অহিফেন।
আব — রোগের ফলে বর্ধিত মাংসগ্রন্থি

মাংসপিণ্ড।

আবকারী, আবগারী — মাদকদ্রব্য বিষয়ক। [ঃ 'আবগারী' বিভাগ।]

আবছা — অস্পষ্ট।

আবছায়া — অস্পষ্ট আলো। অস্পষ্ট মূর্তি।

আবডাল — আড়াল।

আবদার — স্নেহের কারণে দাবী। বায়না।

আবদারে, আবদেরে — যে আবদার করে।

আবন্ধ — আটক। বাঁধা। বন্ধক দেওয়া হইয়াছে এমন (সম্পত্তি)।

আবরণ — ঢাকা, আচ্ছাদন।

আবরণী — যাহা দিয়া ঢাকা দেওয়া যায়, ঢাকনি।

আবরিত — ঢাকা দেওয়া হইয়াছে এমন।

আবরু — পর্দা। নারীর সম্ভ্রম।

আবর্জনা, আবর্জ্জনা — জঞ্জাল।

আবর্ত, আবর্ত্ত — ঘূর্ণি। ঘূর্ণিজল।

আবর্তন, আবর্ত্তন — চক্রাকারে ঘুরিয়া আসা।

আবর্তমান, আবর্ত্তমান — যাহা আবর্তন করিতেছে।

আবর্তিত, আবর্ত্তিত — যাহা আবর্তন করিয়াছে।

-আবলী — এক শ্রেণীর অনেকগুলি বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'নিয়মাবলী'।]

আবলুস — কালো রঙের একরকম কাঠ।

আবশ্যক — দরকার, প্রয়োজন। দরকারী, প্রয়োজনীয়।

আবশ্যকতা — প্রয়োজনীয়তা।

আবশ্যিক — যাহা অবশ্যই করিতে হইবে, বাধ্যতামূলক।

-আবহ — উদ্রেক করে বা জন্মায় এই অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'ভয়াবহ'।]

আবহবিদ্যা — আকাশ সম্পর্কে জ্ঞান।

আবহমান — বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এমন। চিরপ্রচলিত।

আবহাওয়া — জলবায়ু।

আবা — অনুর্বর, বাচ্চা হয় না এমন। ['আবা' ডিম।]

আবাগী — হতভাগিনী।

আবাদ — চাষ।

আবাদী — চষের উপযুক্ত।

আবার — ফের, পুনরায়। [ঃ 'আবার' আসিও।] আরও। [ঃ 'আবার' একথাও সে বলিল।] অবিশ্বাস অক্ষমতা সূচক শব্দ। [ঃ সে 'আবার' গাইবে!]

আবালবৃদ্ধ — ছেলেবুড়ো সকলেই।

আবালবৃদ্ধবনিতা — ছেলেবুড়োমেয়ে সকলে।

আবাল্য — ছেলেবেলা হইতে।

আবাস — বাসস্থান, বাড়ি।

আবাহন — (পদ্যে) আহ্বান, ডাক।

আবাহনী — আহ্বান জানাইবার জন্য গান।

আবির্ভাব — মহাপুরুষের জন্ম। দেবতার আগমন বা আত্মপ্রকাশ।

আবির্ভূত — জন্মলাভ করিয়াছেন এমন (মহাপুরুষ)। আগমন বা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এমন (দেবতা)। স্ত্রী.— **আবির্ভূতা**।

আবিল — মলিন, কলুষিত। নোংরা, ঘোলা। **আবিলতা** — মালিন্য।

আবিষ্কর্তা, আবিষ্কর্ত্তা — আবিষ্কারক।

আবিষ্কার — অজ্ঞাত বিষয়ের সন্ধানলাভ। কোনো অজানা সত্য বা কৌশল বাহির করা।

আবিষ্কারক — যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

আবিষ্কৃত — আবিষ্কার করা হইয়াছে এমন।

আবিষ্ক্রিয়া — ('আবিষ্কার' দেখ।)

আবিষ্ট — অভিভূত। তন্ময়।
আবীর — হোলি উৎসবে ব্যবহার্য একরকম লাল গুঁড়ো, ফাগ।
আবৃত — ঢাকা, আচ্ছাদিত।
আবৃতি — আবরণ।
আবৃত্ত — যাহা আবৃত্তি করা হইয়াছে।
আবৃত্তি — ছন্দ ও ভাব ইত্যাদির প্রকাশ সহ সুন্দরভাবে পাঠ। বারে বারে পাঠ করিয়া মুখস্থ করা।
আবেগ — অনুভূতির প্রবল প্রকাশ।
আবেদন — দরখাস্ত, প্রার্থনা। অনুভূতি সঞ্চারের শক্তি।
আবেশ — বিহ্বলতা। [ঃ 'ভাবাবেশ'।]
আবেষ্টন — চারিদিক ঘেরা, ঘেরাও।
আবেষ্টনী — যাহা চারিদিক ঘিরিয়া থাকে। চারিদিকের অবস্থা। পরিবেশ।
আবেষ্টিত — চারিদিকে ঘেরা। [ঃ শত্রুর দ্বারা 'আবেষ্টিত'।]
আবোল-তাবোল — অর্থহীন অসংলগ্ন কথা।
আভরণ — গহনা, অলংকার।
আভা — ঈষৎ আলো, দীপ্তি।
আভাঙা, আভাঙ্গা — ভাঙা নয়, আস্ত।
আভাস — অস্পষ্ট প্রকাশ। ইঙ্গিত।
আভিজাতিক — অভিজাত সম্বন্ধীয়।
আভিজাত্য — বংশমর্যাদা। শ্রেষ্ঠতা ও সুরুচি সম্পর্কে গর্ববোধ।
আভিধানিক — অভিধান সম্বন্ধীয়। অভিধানের রচয়িতা।
আভ্যন্তরিক — ভিতরের।
আভ্যন্তরীণ — ভিতরকার, ভিতরস্থ।
আভ্যুদয়িক — মাঙ্গলিক (অনুষ্ঠান)।
আম — একরকম ফল।
আম — অন্ত্র হইতে নিঃসৃত একরকম রস। আমাশা রোগ।
আম — সাধারণ। [ঃ 'আম' দরবার।]
আমআদা — আম্রগন্ধী একরকম আদা।
আমচুর — নুনে জরানো শুকনো কাঁচা আম।
আমড়া — কষা ও টক স্বাদযুক্ত একরকম ফল।
আমড়াগাছি — তোষামোদ। [ঃ 'আমড়াগাছি' করা।]
আমতা-আমতা — অস্পষ্ট উক্তি। [ঃ 'আমতা-আমতা' করা।]
আমদানি — অন্যত্র হইতে মাল আনা।
আমন — অগ্রহায়ণ-পৌষে পাকে এমন (ধান)। (তুঃ আউশ)
আমন্ত্রণ — যোগদানের জন্য ডাকা, নিমন্ত্রণ।
আমবাত — চুলকানির মতো একরকম রোগ।
আমমোক্তার — সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য আইন অনুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি।
আমমোক্তারনামা — আমমোক্তারের নিয়োগ-পত্র।
আমরণ — মৃত্যু পর্যন্ত।
আমরা — বক্তা ও তাঁহার দলের অন্যরা।
আমরুল — একরকম টক শাক।
আমল — রাজত্বকাল। জীবদ্দশা। [ঃ রবীন্দ্রনাথের 'আমলে'।]
আমল — প্রশ্রয়, পাত্তা। [ঃ 'আমল' দেয় না।]
আমলকী, আমলা — একরকম গোলাকার টক ও কষা স্বাদযুক্ত ফল।
আমলা — কর্মচারী।
আমসত্ত্ব — পাকা আমের শুকনো রস।
আমসি — নুন দিয়া জারানো শুকনো কাঁচা আম, আমচুর।
আমা — আধ-পোড়া। [ঃ 'আমা' ইট।]
আমাতিসার — আমাশা রোগ।
আমানত — গচ্ছিত। [ঃ টাকা 'আমানত' রাখা।]
আমি — বক্তা নিজে।

আমিন — যে জরিপ করে।
আমির — মুসলমান ধনী বা রাজা।
আমিরি — বড়মানুষি।
আমীন — ('আমিন' দেখ।)
আমীর — ('আমির' দেখ।)
আমীরি, আমীরী — ('আমিরি' দেখ।)
আমিষ — মাছ-মাংস জাতীয় খাদ্য।
আমিষাশী — যে আমিষ খায়।
আমুদে — ফুর্তিবাজ, আমোদপ্রিয়।
আমুল — মূল পর্যন্ত। আগাগোড়া।
আমেজ — অস্পষ্ট অনুভূতি। আভাস।
আমোদ — ফুর্তি। গন্ধ।
আমোদিত — আনন্দিত। সুবাসিত।
আমোদী — ফুর্তিবাজ, আমুদে।
আম্র — আম।
আম্রাত, আম্রাতক — আমড়া।
আয় — রোজগার।
আয়ত — বিস্তৃত। [ঃ 'আয়ত' চক্ষু।]
আয়তন — দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতার পরিমাণ। বিস্তার।
আয়তন — গৃহ। [ঃ 'শিক্ষায়তন'; ঃ'অচলায়তন'।]
আয়তি — সধবার অবস্থা বা লক্ষণ।
আয়তী — সধবা, এয়ো।
আয়ত্ত — হস্তগত, অধিকৃত। অধিগত।
আয়না — আরশি, দর্পণ।
আয়স — লৌহ। লৌহনির্মিত, লৌহময়।
আয়া — শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য রাখা ঝি।
আয়াস — শ্রম, ক্লান্তি, ক্লেশ।
আয়ী — মায়ের মা, দিদিমা।
আয়ু — বাঁচিবার নির্দিষ্ট সময়।
আয়ুধ — অস্ত্রশস্ত্র।
আয়ুর্বেদ, আয়ুর্বেদি — কবিরাজী চিকিৎসা শাস্ত্র।
আয়ুষ্কর — দীর্ঘজীবী করে এমন।
আয়ুষ্মতী — দীর্ঘজীবিনী।
আয়ুষ্মান — দীর্ঘজীবী।
আয়েশ — আরাম, সুখ।
আয়েশী — আরামপ্রিয়।
আয়োজক — আয়োজনকারী, উদ্‌যোক্তা।
আয়োজন — উদ্‌যোগ, যোগাড়।
আর — এবং। [ঃ তুমি 'আর' আমি।] অন্য, ইহা ছাড়া। [ঃ 'আর' কেউ।] আবার। [ঃ 'আর' আসিও না।] ইহার বেশি। [ঃ'আর' একটু; ঃ'আর' না।] অথবা [ঃ যাও 'আর' নাই যাও।] এখন। [ঃ 'আর' সেদিন নাই।] কখনও। [ঃ টাকা কি 'আর' অমনি আসে?] বিগত। ['আর' বৎসর।]
আর আর — অন্যান্য।
আরবার — (পদ্যে) আবার।
আরক — নির্যাস, সার।
আরক্ত, আরক্তিম — ঈষৎ লাল, রাঙা।
আরক্তিমা — ঈষৎ লাল রং।
আরক্ষা — পুলিস (বিভাগ)।
আরজি — আবেদন, দরখাস্ত।
আরণ্য — অরণ্যজাত বা অরণ্য সম্বন্ধীয়।
আরণ্যক — বন্য। বেদের অংশ বিশেষ।
আরতি — দীপাদির দ্বারা পূজার অনুষ্ঠান।
আরদালী — পেয়াদা, চাপরাসী।
আরব — এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে অবস্থিত একটি দেশ। আরব দেশের লোক।
আরবিক — আরবী।
আরবী — আরব দেশের। [ঃ 'আরবী' ঘোড়া।] আরব দেশের ভাষা।
আরবীয় — আরব সংক্রান্ত।
আরব্ধ — আরম্ভ করা হইয়াছে এমন।
আরব্য — আরব দেশের বা আরব সম্বন্ধীয়। [ঃ 'আরব্য' উপন্যাস।]

আরমানী — আরমানিয়া দেশের অধিবাসী। আরমানিয়া সম্বন্ধীয়।
আরম্ভ — শুরু।
আরম্ভিক — গোড়ার। আরম্ভ সংক্রান্ত।
আরশি — আয়না।
আরশলা, আরশোলা, আরসলা, আরসোলা — একরকম পতঙ্গ, তেলাপোকা।
আরক্তিক — আরক্তি।
আরাধনা — পূজা, উপাসনা।
আরাধনীয় — উপাস্য।
আরাধিত — পূজিত।
আরাধ্য — পূজার যোগ্য, উপাস্য।
আরাব — শব্দ।
আরাম — আনন্দ, আয়েশ।
আরাম — অসুখ সারা, সুস্থ হওয়া, আরোগ্য।
আরামপ্রদ — আনন্দদায়ক।
আরারুট — একজাতীয় মূল হইতে প্রস্তুত পালো।
আরূঢ় — চাড়িয়াছে এমন।
আরে — বিস্ময়, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি সূচক শব্দ।
আরো — আরও, অধিকতর।
আরোগ্য — রোগ হইবার পর নীরোগ অবস্থা। [ঃ 'আরোগ্য' লাভ করা।] নীরোগ।
আরোপ — স্থাপন, চাপাইয়া দেওয়া। [ঃ 'দোষারোপ'।]
আরোপিত — আরোপ করা হইয়াছে এমন।
আরোহণ — চড়া, ওঠা।
আরোহী — যে চড়ে বা উঠে।
আর্কফলা — রেফ চিহ্ন। (ব্যঙ্গার্থে) টিকি।
আর্ট — শিল্প, (সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত ইত্যাদি) চারু কলা।
আর্টিস্ট — শিল্পী, চিত্রকর।
আর্ত, আর্ত্ত — কাতর। বিপন্ন।
আর্তঁতা, আর্ত্ততা — কাতরতা।
আর্তনাদ, আর্ত্তনাদ — কাতর চীৎকার।
আর্থনীতিক — অর্থনীতি সংক্রান্ত।
আর্থিক — টাকাপয়সা সংক্রান্ত।
আর্দ্র — ভিজা, সিক্ত।
আর্দ্রতা — আর্দ্র অবস্থা।
আর্দ্রক — আদা।
আর্দ্রা — নক্ষত্রের নাম।
আর্য, আর্য্য — প্রাচীন জাতি বিশেষ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।
আর্যপুত্র, আর্য্যপুত্র — স্বামী।
আর্যা, আর্য্যা — আর্য জাতীয়া স্ত্রী। পদ্যে রচিত বাংলা সূত্র। [ঃ শুভঙ্করের 'আর্যা'।]
আর্যাবর্ত, আর্য্যাবর্ত্ত — 'আর্য'দের বাসস্থান, উত্তর ভারত।
আর্ষ — ঋষি সম্বন্ধীয়। ঋষিকৃত।
আল — জমিতে জল আটকাইবার জন্য সরু নীচু বাঁধ।
আলংকারিক, আলঙ্কারিক — অলঙ্কার শাস্ত্রে পণ্ডিত।
আলকাতরা — পাথুরে কয়লা ইত্যাদি চুয়াইয়া তৈরি একরকম কালো তরল পদার্থ।
আলখাল্লা — লম্বা ঝুলওয়ালা ঢিলা জামা।
আলগা — বাঁধনহীন। খুলে-পড়া। শিথিল। অনাবৃত।
আলগোছ — হালকা ভাব। স্পর্শদোষ বাঁচাইতে চেষ্টা। [ঃ 'আলগোছে' ধরা।]
আলজিব, আলজিভ — গলনালীর মুখে ঝুলন্ত ছোট মাংসখণ্ড।
আলতা — মেয়েদের পায়ে মাখিবার লাল রং। [ঃ 'আলতা' পরা।]
আলতো — আলগা ও ঢিলে। [ঃ 'আলতো' ক'রে বাঁধা খোঁপা।]

আলনা — জামা কাপড় রাখিবার দাঁড় বা দাঁড়ি।

আলপটকা — হঠাৎ, খাপছাড়া। দায়িত্ব-হীন। [ঃ 'আলপটকা' কথা।]

আলপনা — মেঝে পিঁড়ি দেওয়াল ইত্যাদিতে অঙ্কিত মাঙ্গলিক চিত্র।

আলপাকা — একরকম চিকণ পশমী কাপড়।

আলপিন — কাগজ গাঁথিবার উপযোগী ছোট পেরেক।

আলবত — নিশ্চয়, অবশ্য।

আলবলা — ('আলবোলা' দেখ।)

আলবাল — গাছের গোড়ায় জল দিবার জন্য মাটির বাঁধ।

আলবোলা — লম্বা নলযুক্ত হুঁকা, ফরসি, গুড়গুড়ি।

আলমারি — বই জামাকাপড় ইত্যাদি রাখিবার জন্য কপাট ও তাকযুক্ত একরকম বাক্স।

আলয় — বাড়ী, গৃহ।

আলসে — কুড়ে, অলস।

আলসে — ছাদের প্রাচীর। কার্নিস।

আলস্য — কুড়েমি, অলসতা। জড়তা।

আলা — (পদ্যে) আলোকিত।

আলাত — ('অলাত' দেখ।)

আলাদা — পৃথক। অন্য।

আলাপ — কথাবার্তা। পরিচয়। সুরের বিন্যাস।

আলাপন — আলাপ, কথোপকথন।

আলাপী — কথোপথন বা পরিচয় করিতে ভালোবাসে এমন। পরিচিত।

আলাল — ধনী। (ঃ 'আলালের' ঘরের দুলাল।)

আলি — ('আলী' দেখ)

আলিঙ্গন — সাদরে বুকে জড়াইয়া ধরা। কোলাকুলি।

আলিপন, আলিম্পন — আলপনা।

আলিসা — ছাদের প্রাচীর। কার্নিস।

-আলী — 'সমূহ' অর্থে শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'গীতালী'।]

আলু — মূলজাতীয় খাদ্য।

আলুবোখারা — একরকম টকস্বাদ কাবুলী ফল।

আলুথালু — এলোমেলো (বেশ, কেশ)। অসংবৃত।

আলুনী — নুন নাই এমন (খাদ্য)।

আলুলায়িত — এলো, এলানো, মুক্ত (কেশ)।

আলেখ্য — ছবি। অঙ্কিত প্রতিকৃতি।

আলেয়া — জলাভূমিতে দেখা যায় এমন আগুন।

আলো — অন্ধকারহীনতা, দীপ্তি। কিরণ। দীপ।

আলো-আঁধারি — আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণ, গোধূলি বা উষার অস্পষ্ট আলো।

আলোক — ('আলো' দেখ।)

আলোকচিত্র — ফোটোগ্রাফ।

আলোকচিত্রণ — ফোটোগ্রাফি।

আলোকিত — আলোময়, আলোকে উদ্ভাসিত।

আলোচন, আলোচনা — বিচারমূলক আলাপ। বিচার ও বিশ্লেষণ।

আলোচনীয় — ('আলোচ্য' দেখ।)

আলোচিত — আলোচনা করা হইয়াছে এমন।

আলোচ্য — আলোচনার জন্য উত্থাপিত। আলোচনার যোগ্য।

আলোচাল — ('আতপ তণ্ডুল' দেখ।)

আলোড়ন — সজোরে দোলানো। আন্দোলন। বিক্ষোভ। বিণ. — **আলোড়িত**।

আলোয়ান — একরকম পশমী চাদর।

আন্দোল — ঈষৎ শিথিল।
আলোহিত — ঈষৎ লাল।
আল্লা — খোদা, ঈশ্বর।
আশ — ভোজন। [ঃ 'প্রাতরাশ'।]
আশ — (কবিতায়) আশা, সাধ।
আঁশ, আঁইশ — রোঁয়া, সূক্ষ্ম ছিবড়া। মাছের গায়ের খোসা।
আশকারা — প্রশ্রয়।
আশঙ্কা — বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে চেতনা। ভয়।
আশঙ্কিত — আশঙ্কাগ্রস্ত।
আশনাই — ভালোবাসা, প্রেম।
আশপাশ — পার্শ্ববর্তী চারিদিক্।
আশয় — আধার। [ঃ 'জলাশয়'।] হৃদয়। [ঃ 'মহাশয়'।]
আশরফি — স্বর্ণমুদ্রা, মোহর।
আশা — বাঞ্ছিত কিছু ঘটার সম্ভাবনা সম্পর্কে চেতনা। বাঞ্ছিত বিষয়ের জন্য প্রতীক্ষা। সাধ।
আশাতিরিক্ত — যতখানি আশা করা গিয়াছিল তাহার অপেক্ষা বেশি।
আশাসোঁটা — শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে প্রদর্শনের জন্য রৌপ্যনির্মিত দণ্ড। রাজদণ্ড।
আশাবরী — একরকম রাগিণী।
আশি — ('আশী' দেখ।)
আশিস্ — আশীর্বাদ।
আশী — ৮০ সংখ্যা, অশীতি।
আশীবিষ — সাপ।
আশীর্বচন, আশীর্ব্বচন, আশীর্বাদ, আশীর্ব্বাদ — গুরুজন কর্তৃক উচ্চারিত শুভেচ্ছা।
আশীর্বাদক, আশীর্ব্বাদক — যিনি আশীর্বাদ করেন।
আশীর্বাদিকা, আশীর্ব্বাদিকা — আশীর্বাদকারিণী।
আশীর্বাদী, আশীর্ব্বাদী — আশীর্বাদসূচক। আশীর্বাদসহ উপহার। বিবাহের পূর্বে পাত্র বা পাত্রীকে আশীর্বাদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
আশু — শীঘ্র, অবিলম্বে।
আশুতোষ — যিনি শীঘ্র তুষ্ট হন, শিব।
আশৈশব — শিশুকাল হইতে।
আশ্চর্য, আশ্চর্য্য — বিস্ময়কর। বিস্মিত। বিস্ময়। [ঃ 'আশ্চর্যান্বিত'।]
আশ্রম — সাধুসন্ন্যাসীদের বাসস্থান, মঠ। আশ্রয়। [ঃ 'অনাথাশ্রম'।] প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের জীবনযাত্রার চারি অবস্থার একটি। [ঃ 'ব্রহ্মচর্য' আশ্রম।]
আশ্রমিক — আশ্রমগত। আশ্রম সম্বন্ধীয়।
আশ্রমী — আশ্রমবাসী।
আশ্রয় — সহায়, বিপন্নকে প্রদত্ত সাহায্য। সাহায্য। বাসস্থান। অবলম্বন।
আশ্রয়ী — অবলম্বনকারী। আশ্রয়গ্রহণকারী।
আশ্রিত — শরণাগত, সাহায্যপ্রাপ্ত।
আশ্লিষ্ট — মিলিত। জড়িত। আলিঙ্গনবদ্ধ।
আশ্লেষ — মিলন। আলিঙ্গন।
আশ্বস্ত — আশ্বাস বা ভরসা পাইয়াছে এমন। নিরুদ্বেগ।
আশ্বাস — ভরসা। ভয় দূর করিবার জন্য উৎসাহ।
আশ্বাসিত — আশ্বাসপ্রাপ্ত।
আশ্বিন — বাংলা বছরের ষষ্ঠ মাস।
আঁষ — আমিষ, মাছ-মাংস ইত্যাদি সংক্রান্ত।
আঁষটে — মাছের গন্ধের মতো (গন্ধ)।
আষাঢ় — বাংলা সনের তৃতীয় মাস।
আষাঢ়ে — আষাঢ় মাসে জন্মে এমন। আজগুবি। [ঃ 'আষাঢ়ে গল্প'।]
আষ্টে-পৃষ্ঠে — সর্বাঙ্গে।
আসকে — একরকম পিঠা।

আসক্ত — অতিশয় অনুরাগী। ভোগ-লিপ্সু।
আসক্তি — প্রবল অনুরাগ। ভোগলিপ্সা।
আসঙ্গ — মিলন, সহবাস।
আসছে — আগামী। ['আসছে' বছর।]
আসন — বসিবার জায়গা। বসিবার ছোট গালিচা ইত্যাদি। যৌগিক ব্যায়ামের বিভিন্ন শারীরিক ভঙ্গী।
আসনপিঁড়ি — পায়ের উপর পা মুড়িয়া উপবিষ্ট।
আসন্ন — যাহা প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে, আগতপ্রায়। [ঃ বিপদ 'আসন্ন'।]
আসন্নকাল — মৃত্যুসময়।
আসব — চুয়ানো মদ। তাড়ি।
আসবাব — খাট আলমারি ইত্যাদি গৃহ-সজ্জা। জিনিসপত্র।
আসমান — আকাশ।
আসমানী — আকাশ সম্বন্ধীয়। ফিকে নীল।
আসমুদ্র — সমুদ্র পর্যন্ত।
আসর — সভা, মজলিস। যাত্রা গান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জায়গা। **আসরে নামা** — কোনো কাজে প্রকাশ্যে যোগ দেওয়া।
আসল — নকল নয়, খাঁটী। প্রকৃত, সত্য। মূলধন। [ঃ সুদে 'আসলে'।]
আসশেওড়া — একরকম বুনো গাছ।
আসা — আগমন করা। উপযোগী হওয়া। [ঃ কাজে 'আসা'।] শক্তিতে কুলানো। [ঃ বক্তৃতা 'আসে' না।] ক্রমশঃ ঘটা [ঃ নিবিয়ে 'আসা', ঃ ফুরিয়ে 'আসা'।]
আসান — শেষ, অবসান। [ঃ 'মুশকিল' আসান।]
আসাবাড়ি — আশাসোঁটা, রাজদণ্ড।
আসাম — ভারতের পূর্ব সীমান্তবর্তী প্রদেশ।
আসামী — আসামসম্বন্ধীয়। আসামের ভাষা। আসামের অধিবাসী।
আসামী — অভিযুক্ত ব্যক্তি। লোক।
আসার — বারিপাত। অবিরাম বর্ষণ। [ঃ 'নয়নাসার'।]
আসিক্ত — ঈষৎ ভিজা।
আসিদ্ধ — সিদ্ধ নহে এমন।
আসীন — বসিয়া আছে এমন, উপবিষ্ট।
আসুর, আসুরিক — অসুর সম্বন্ধীয়। অসুরের মতো।
আসোয়ার — সওয়ার।
আস্কারা — প্রশ্রয়।
আস্ত — টুকরা নয়, গোটা, সমগ্র। খাঁটী। [ঃ 'আস্ত' চোর।]
আস্তর — টুপি জামা ইত্যাদির ভিতরের কাপড়, অস্তর।
আস্তরণ — বসিবার জন্য বিস্তীর্ণ চাদর, ফরাশ। ঢাকা দেওয়ার কাপড়।
আস্তাকুড় — জঞ্জাল ফেলিবার জায়গা।
আস্তানা — আড্ডা। থাকিবার জায়গা।
আস্তাবল — ঘোড়া থাকার জায়গা।
আস্তিক — ভগবান আছেন একথা যে বিশ্বাস করে। মনসার পুত্র।
আস্তিকতা — ভগবান আছেন এই বিশ্বাস।
আস্তিন — জামার হাতা।
আস্তে — ধীরে। নীচু গলায়।
আস্থা — বিশ্বাস, ভরসা।
আস্থায়ী — গানের প্রথম পদ।
আস্পদ — যোগ্য পাত্র অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'স্নেহাস্পদ'; ঃ 'প্রেমাস্পদ'।]
আস্পর্দ্ধা — স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য।
আস্ফালন — দম্ভপ্রকাশ। নিজের শক্তির কথা বাড়াইয়া বলা।
আস্য — মুখ, মুখমণ্ডল।
আস্বাদ — রসনার অনুভূতি, স্বাদ।

আস্বাদ করা, আস্বাদগ্রহণ — চাখা।
আস্বাদন — চাখা, আস্বাদগ্রহণ।
আস্বাদনীয় — আস্বাদনের উপযুক্ত।
আস্বাদিত — চাখা হইয়াছে এমন।
আহত — আঘাতপ্রাপ্ত, জখম।
আহব — যুদ্ধ।
আহরণ — বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ।
আহরণীয় — আহরণের যোগ্য।
আহরিৎ — ঈষৎ সবুজ।
আহা — বেদনা সমবেদনা আনন্দ প্রভৃতি সূচক শব্দ।
আহা মরি — প্রশংসা আনন্দ পরিহাস প্রভৃতি সূচক ব্যাকাংশ।
আহাম্মক — বোকা, মূর্খ।
আহার — খাওয়া, ভোজন।
আহারী — যে খায়। [ঃ'অল্পাহারী'।]
আহার্য, আহার্য্য — খাওয়ার যোগ্য। খাদ্য।
আহিতাগ্নি — অগ্নিহোত্রী।
আহির, আহীর — এক শ্রেণীর গোয়ালা।
আহুত — হোমের আগুনে নিক্ষিপ্ত, আহুতি দেওয়া হইয়াছে এমন।
আহুতি — হোম, যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাদি দ্রব্য নিক্ষেপ।
আহূত — ডাকা হইয়াছে এমন, নিমন্ত্রিত।
আহূতি — ডাক, আহ্বান।
আহৃত — বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত।
আহেরিয়া — মৃগয়া-উৎসব।
আহেলী — খাঁটি দেশী, দেশজ।
আহ্নিক — দৈনিক। দৈনন্দিন তপজপ প্রভৃতি ধর্মকর্ম।
আহ্নিক গতি — এক দিনে পৃথিবীর নিজের চারিদিকে আবর্তন।
আহ্লাদ — আনন্দ, হর্ষ।
আহ্লাদিত — আনন্দিত।
আহ্লাদী — আদুরে মেয়ে।
আহ্লাদে, আহ্লেদে — আদুরে।
আহ্বান — ডাক।
আহ্বায়ক — যে ডাকে, আহ্বানকারী।

ই

ই — 'কেবলমাত্র' 'নিশ্চয়' প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য বা শব্দের উপর জোর দেওয়ার জন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'তুমিই' বলিবে; ঃ 'যাইবই'; ঃ 'সঙ্গেই' যাইবে।]
ইঃ — ঘৃণা খেদ প্রভৃতি সূচক শব্দ।
ইউনানী — গ্রীক, যাবনিক।
ইউনানী চিকিৎসা — হাকিমী চিকিৎসা।
ইংরাজ, ইংরাজী — ('ইংরেজ' 'ইংরেজী' দেখ।)
ইউরেশিয়া — ইউরোপ ও এশিয়ার মিলিত বা সংযোগস্থলবর্তী অঞ্চল।
ইউরেশিয়ান, ইউরেশীয় — ইউরেশিয়া সম্বন্ধীয়। ইউরোপ ও এশিয়ার অধিবাসীদের মিলনের ফলে জাত। ফিরিঙ্গী।
ইউরোপ — এশিয়ার পশ্চিমস্থ মহাদেশ।
ইউরোপিয়ান, ইউরোপীয় — ইউরোপ সম্বন্ধীয়। ইউরোপের অধিবাসী।
ইওরেশিয়া, ইওরেশীয়, ইওরোপ, ইওরোপিয়ান, ইওরোপীয় — ('ইউরেশিয়া', 'ইউরেশীয়', 'ইউরোপ', 'ইউরোপিয়ান' ও 'ইউরোপীয়' দেখ।)
ইংরেজ — ইংলণ্ডের অধিবাসী।
ইংরেজি — ইংরেজের ভাষা।
ইংরেজী — ইংরেজ সম্বন্ধীয়। ইংরেজের ভাষা।
ইকারান্ত — 'ি' শেষে আছে এমন।
ইক্ষু — আখ।
ইক্ষ্বাকু — পুরাণে বর্ণিত সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা।

ইঙ্গ-বঙ্গ — ইংরেজ ও বাঙ্গালীর মিশ্রণে জাত। ইংরেজী ও বাংলার মিশ্রণে জাত। সাজসজ্জা রুচি ইত্যাদিতে ইংরেজের অনুকরণকারী বাঙ্গালী।

ইঙ্গভারতীয় — ইংরেজ ও ভারতীয়ের মেলামেশা বা মিশ্রণের ফলে জাত। [ঃ 'ইঙ্গভারতীয়' সমাজ।]

ইঙ্গিত — ইশারা, সংকেত।

ইঙ্গুদী — একরকম গাছ ও তাহার ফল।

ইঁচড় — কাঁচা কাঁঠাল। **ইঁচড়ে পাকা** — (নিন্দার্থে) অকালপক্ক, অল্প বয়সেই বয়স্কের মতো ব্যবহার করে এমন।

ইচ্ছা — মন যাহা চায়, অভিলাষ, বাসনা।

ইচ্ছামতী — নদীর নাম। ইচ্ছা আছে এমন স্ত্রীলোক।

ইচ্ছাময় — যাঁহার ইচ্ছায় সব হয়, ভগবান।

ইচ্ছাময়ী — যে দেবীর ইচ্ছায় সব হয়, ভগবতী।

ইচ্ছিত — ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন, ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত।

-ইচ্ছু — 'ইচ্ছুক' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'মরণেচ্ছু'।]

ইচ্ছুক — যে ইচ্ছা করে, অভিলাষী।

ইচ্ছে — ('ইচ্ছা' দেখ।)

ইজমালী — ('এজমালী' দেখ।)

ইজার — পাজামা, পেণ্টলুন।

ইজারা — নির্দিষ্ট খাজনায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির বন্দোবস্ত, ঠিকা।

ইজারাদার — যে ইজারা লয়।

ইজের — ('ইজার' দেখ।)

ইজ্জত — সম্মান, সম্ভ্রম। স্ত্রীলোকের পবিত্রতা।

ইঞ্চি — এক ফুট দৈর্ঘ্যের বারো ভাগের এক ভাগ।

ইঞ্জিন — যন্ত্র, কল।

ইঞ্জিনিয়ার — যন্ত্রবিদ্। স্থপতি।

ইট, ইঁট — গৃহাদি নির্মাণের জন্য মাটির তৈয়ারী জিনিস, ইষ্টক।

ইটখোলা — ইট তৈয়ারির জায়গা।

ইড়া — শাস্ত্রোক্ত নাড়ী বিশেষ। ইলা।

ইতর — অভদ্র, নীচ। অপর। [ঃ 'মনুষ্যেতর' প্রাণী— মনুষ্য ভিন্ন অপর প্রাণী।]

ইতরবিশেষ — পার্থক্য, প্রভেদ।

ইতঃপূর্বে, ইতঃপূর্ব্বে — ইহার আগে।

ইতস্তত, ইতস্ততঃ — দ্বিধা, সংকোচ, কুণ্ঠাবোধ। এখানে-সেখানে, বিভিন্ন স্থানে। [ঃ'ইতস্তত' বিক্ষিপ্ত।]

ইতি — ইহা, এই। শেষ।

ইতিকথা — অর্থহীন বাক্য। উপকথা।

ইতিকর্তব্য, ইতিকর্ত্তব্য — ইহাই কর্তব্য।

ইতিপূর্বে, ইতিপূর্ব্বে — ইহার আগে।

ইতিবৃত্ত — অতীত ঘটনার বিবরণী।

ইতিবৃত্তকার — ইতিহাস-লেখক।

ইতিমধ্যে — এই সময়ের মধ্যে। এই সুযোগে।

ইতিহাস — ('ইতিবৃত্ত' দেখ।)

ইতু — সূর্য।

ইতোমধ্যে — এই সময়ে, ইত্যবসরে।

ইত্যবসরে — ইতিমধ্যে, এই অবসরে।

ইত্যাকার — এইরকম।

ইত্যাদি — ইহা এবং এই ধরণের আরও, প্রভৃতি।

ইথর, ইথার — ('ঈথর', 'ঈথার' দেখ।)

ইথে — (প্রাচীন পদ্যে) ইহাতে।

ইদানীং — আজকাল, সম্প্রতি।

ইদানীন্তন — আজকালকার, এখনকার।

ইঁদারা — ('ইন্দারা' দেখ।)

ইঁদুর — ক্ষুদ্র একরকম প্রাণী, মূষিক।

ইনকাম — আয়।

ইনটারমিডিয়েট — মাধ্যমিক শিক্ষা ও উপাধি লাভের উপযোগী শিক্ষার

মধ্যবর্তী শিক্ষা।
ইনসলভেন্ট — দেউলিয়া।
ইনসাফ — সুবিচার, ন্যায়।
ইনাম — বকশিশ, পুরস্কার।
ইনি — (সম্মানে) এই ব্যক্তি।
ইনিয়ে-বিনিয়ে — অনুরোধ বিনয় বেদনা ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া নানাভাবে।
ইন্দারা — কূপ। বঙ্গে বাঁধানো কুয়া।
ইন্দিবর — নীলপদ্ম।
ইন্দিরা — লক্ষ্মী।
ইন্দীবর — ('ইন্দিবর' দেখ।)
ইন্দু — চাঁদ।
ইন্দুনিভানন — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার। স্ত্রী. — **ইন্দুনিভাননা, ইন্দু-নিভাননী**।
ইন্দুমতী — পূর্ণিমা। পুরাণে বর্ণিত অজ রাজার পত্নী।
ইন্দুমৌলি, ইন্দুমৌলী — যাঁহার মৌলীতে (জটায়, মাথায়) চাঁদ আছে, শিব।
ইন্দুরেখা, ইন্দুলেখা — বক্ররেখার মতো দেখিতে লাগে এমন চাঁদ।
ইন্দুর — ('ইঁদুর' দেখ।)
ইন্দ্র — স্বর্গের রাজা, দেবরাজ।
ইন্দ্রচাপ — ('ইন্দ্রধনু' দেখ।)
ইন্দ্রজাল — ভেলকি, ভোজবাজি, ম্যাজিক।
ইন্দ্রজালিক — ('ঐন্দ্রজালিক' দেখ।)
ইন্দ্রজিৎ — ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে যে, রামায়ণে বর্ণিত রাবণের পুত্র মেঘনাদ।
ইন্দ্রত্ব — ইন্দ্রের পদ, স্বর্গের রাজত্ব।
ইন্দ্রনীল — নীলকান্তমণি, মরকত।
ইন্দ্রপুরী — ইন্দ্রের গৃহ।
ইন্দ্রপ্রস্থ — মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবদের রাজধানী।
ইন্দ্রলোক — স্বর্গ, অমরাবতী।
ইন্দ্রাণী — ইন্দ্রের স্ত্রী, শচী।
ইন্দ্রায়ুধ — বজ্র। রামধনু।
ইন্দ্রিয় — যে সকল অঙ্গ বা শক্তির দ্বারা বাহ্য বস্তু বা বিষয় জানা যায়, চোখ কান ইত্যাদি।
ইন্দ্রিয়গম্য, ইন্দ্রিয়গোচর — ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা বা বোঝা যায় এমন।
ইন্দ্রিয়গ্রাম — ইন্দ্রিয়সকল।
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য — ('ইন্দ্রিয়গম্য' দেখ।)
ইন্দ্রিয়দোষ — লাম্পট্য, কামুকতা।
ইন্দ্রিয়বৃত্তি — ইন্দ্রিয়ের কাজ, চোখ কান ইত্যাদির ক্রিয়া।
ইন্দ্রিয়াতীত — ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বোধ-গম্য হয় না এমন।
ইন্ধন — জ্বালানি।
ইমন — একরকম রাগিণী।
ইমান — ধর্ম। বিবেক।
ইমানদার — ধার্মিক, সাধু।
ইমাম — (মুসলমান ধর্মে) গুরু।
ইমামবাড়া — মহরম উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য গৃহ।
ইমারত — বড়ো পাকা বাড়ি, অট্টালিকা।
ইয়ৎ — এই।
ইয়ত্তা — পরিমাণ, সংখ্যা, সীমা।
ইয়া — এইরকম প্রকাণ্ড। [ঃ 'ইয়া ইয়া' রুই।]
ইয়াদ — স্মরণ।
ইয়ার — বয়স্য, বন্ধু।
ইয়ারকি — বন্ধুদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা।
ইয়ারিং — কানের দুল।
ইয়ে — মনে পড়িতেছে না বা বলা যায় না এমন কিছু।
ইরম্মদ — বজ্রের আগুন, বজ্রাগ্নি। সমুদ্রাগ্নি।
ইরা — পৃথিবী, ইলা।
ইরাক — আরব ও পারস্যের সীমান্তবর্তী দেশ।
ইরাকী — ইরাকের অধিবাসী। ইরাক

সংক্রান্ত।

ইরাণ, ইরাণী — ('ইরান', 'ইরানী' দেখ।)

ইরান — পারস্য দেশ।

ইরানী — ইরানের অধিবাসী। ইরান সংক্রান্ত।

ইলশা — ইলিশ।

ইলশাগুঁড়ি — গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি, ইলিশ মাছ ধরিবার উপযোগী বৃষ্টি।

ইলা — পৃথিবী। বুধ-পত্নী।

ইলাকা — ('এলাকা' দেখ।)

ইলাহী — ('এলাহী' দেখ।)

ইলিশ — একরকম তেলাড়ে সুস্বাদু মাছ।

ইলেক — সংখ্যার সহিত ব্যবহৃত হয় এমন একরকম চিহ্ন, ' ইত্যাদি।

ইলেকট্রিক — বৈদ্যুতিক।

ইল্লৎ — মল। মালিন্য।

ইশকাপন — কালো পাতার মতো চিহ্ন-দেওয়া তাস।

ইশারা — ইঙ্গিত, ঠার।

ইষু — বাণ, তীর।

ইষ্ট — পূর্ব।

ইষ্ট — মঙ্গল। [ঃ তোমার 'ইষ্ট' কামনা করি।] কাম্যবস্তু, ইচ্ছা। [ঃ তোমার 'ইষ্ট' সিদ্ধ হোক।] স্মরণীয়, উপাস্য। [ঃ 'ইষ্ট' দেবতা।]

ইষ্টক — ইট।

ইষ্টানিষ্ট — ভালোমন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল।

ইষ্টি — ইচ্ছা। [ঃ 'পুত্রেষ্টি' যজ্ঞ।]

ইস্ — বিস্ময় খেদ ইত্যাদি সূচক শব্দ।

ইসবগুল — একরকম বীজ যাহা পেটের রোগ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

ইসলাম — মুসলমানের ধর্ম।

ইসলামী — মুসলমান ধর্ম সংক্রান্ত।

ইসারা — ('ইশারা' দেখ।)

ইস্কাপন — ('ইশকাপন' দেখ।)

ইস্কুল — স্কুল, বিদ্যালয়।

ইস্ক্রুপ — প্যাঁচ দিয়া বসানো যায় এমন পেরেক।

ইস্টেট — জমিদারি।

ইস্তক — হইতে। পর্যন্ত।

ইস্তফা — চাকুরি ছাড়া। [ঃ 'ইস্তফা' দেওয়া।]

ইস্তাহার — ঘোষণাপত্র।

ইস্তিরি, ইস্ত্রি — কাপড়জামা ভাঁজ ও মসৃণ করার যন্ত্র। এই যন্ত্রের ব্যবহার। [ঃ 'ইস্ত্রি' করা।]

ইস্পাত — একরকম শক্ত লোহা।

ইহ — এই [ঃ 'ইহ' জগৎ।] পার্থিব। [ঃ 'ইহকাল'; ঃ 'ইহলোক'।]

ইহা — এই জিনিস, এই বিষয়।

ইঁহাদিগকে — (সম্মানে) এই ব্যক্তিদিগকে।

ইঁহাদের — (সম্মানে) এই ব্যক্তিদের, এঁদের।

ইঁহারা — (সম্মানে) এই ব্যক্তিরা।

ইহুদি, ইহুদী — জাতি বিশেষ, 'জ্যু'।

ঈ

ঈকারান্ত — 'ী' শেষে আছে এমন।

ঈক্ষণ — দেখা, দর্শন। দৃষ্টি, চোখ।

ঈগল — একরকম বৃহৎ পক্ষী।

ঈথর, ঈথার — বৈজ্ঞানিক মতে আকাশ-ব্যাপী এক অদৃশ্য পদার্থ।

ঈদ — মুসলমানের একটি পরব।

ঈদৃশ — এইরূপ, এইরকম। স্ত্রী. — ঈদৃশী। [ঃ 'ঈদৃশী' প্রতিভা।]

ঈপ্সা — ইচ্ছা, অভিলাষ। পাইবার ইচ্ছা।

ঈপ্সিত — ইচ্ছিত, বাঞ্ছিত।

ঈপ্সু — ইচ্ছুক। পাইতে ইচ্ছুক।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা — অপরের সুখ-সমৃদ্ধি দেখিয়া বেদনা ও বিরক্তি বোধ, হিংসা।

ঈর্ষান্বিত, ঈর্ষ্যান্বিত — ঈর্ষা আছে

এমন, ঈর্ষাযুক্ত।
ঈর্ষাপরবশ, ঈর্ষ্যাপরবশ — ঈর্ষার বশীভূত।
ঈর্ষাপরায়ণ, ঈর্ষ্যাপরায়ণ — হিংসুটে।
ঈশ — ভগবান। প্রভু, মনিব। অধিপতি।
ঈশা — যীশু খ্রীষ্ট।
ঈশান — উত্তরপূর্ব কোণ। শিব।
ঈশানী — শিবের পত্নী, দুর্গা।
ঈশ্বর — ভগবান। প্রভু। অধিপতি। স্ত্রী. — **ঈশ্বরী**।
ঈশ্বরবাদ — ভগবান আছেন এই মতবাদ।
ঈশ্বরবাদী — ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী।
ঈশ্বরবৃত্তি — দেবপূজা ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট অর্থ।
ঈষ — লাঙ্গলের ফলা।
ঈষৎ — অল্প, একটু, সামান্য।
ঈষদুষ্ণ — অল্প গরম।
ঈষদ্ভিন্ন — অল্প ফাঁক হইয়াছে এমন। আধফোটা।
ঈষদূন — একটু কম।
ঈষন্মাত্র — অল্পমাত্র।
ঈষা — ('ঈষ' দেখ)

উ

উ — সাড়া সূচক শব্দ।
উই — পিঁপড়ার মতো একরকম সাদা পোকা।
উইচিংড়া — একরকম পতঙ্গ।
উইঢিপি — উইএর তৈয়ারী মাটির বাসা।
উইধরা — উই পোকায় কাটিয়াছে এমন।
উইল — ইচ্ছাপত্র যাহা অনুসারে ইচ্ছাপত্রকারীর মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হয়।
উঃ — যন্ত্রণা ব্যাকুলতা প্রভৃতি সূচক শব্দ।
উঁকি — আড়ালে থাকিয়া গোপনে দেখা। [ঃ 'উঁকি' মারা; 'উঁকি' দেওয়া।]
উঁকিঝুঁকি — গোপনে এদিকে ওদিকে দেখার চেষ্টা।
উকিল, উকীল — যে আইনজ্ঞ ব্যক্তি কাহারও পক্ষ লইয়া মামলা চালায়।
উকুন — চুলের পোকা, উৎকুন।
উকো — ঘষিয়া লোহা কাটিবার বা মসৃণ করিবার জন্য একরকম যন্ত্র।
উখা — ('উকো' দেখ।)
উক্ত — বলা হইয়াছে এমন। উল্লিখিত।
উক্তি — বলা, কথা। উল্লেখ।
উখড়ানো — উপড়ানো।
উগরানো — বমি করা। বাধ্য হইয়া বাহির করিয়া দেওয়া।
উগ্র — তীব্র, দুঃসহ। [ঃ 'উগ্র' গন্ধ।] ক্রুদ্ধ, ভয়াবহ। [ঃ 'উগ্র' মূর্তি।]
উগ্রতা — তীব্রতা। রোষপ্রবণতা।
উগ্রচণ্ডা, উগ্রচণ্ডী — পুরাণে বর্ণিত দুর্গার ভয়ংকরী রূপ। উগ্রস্বভাবা স্ত্রীলোক।
উগ্রক্ষত্রিয় — হিন্দু সমাজের একটি জাতি, আগুরী।
উগ্রস্বভাব — কোপনস্বভাব, বদরাগী।
উঁচা — নীচু নয়, উচ্চ।
উচাটন — ব্যাকুলতা। ব্যাকুল। [ঃ মন 'উচাটন'।]
উঁচানো — উপরের দিকে তোলা।
উচিত — করার যোগ্য, কর্তব্য। ন্যায্য। [ঃ 'উচিত' কাজ।]
উঁচু — ('উঁচা' দেখ।)
উঁচু-নীচু — অসমতল, উচ্চনীচ।
উচ্চ — উঁচু, উন্নত। জোর, চড়া। [ঃ 'উচ্চ' কণ্ঠ।] অসংকীর্ণ, উদার। [ঃ 'উচ্চ' মন।]
উচ্চকিত — চমকিত। উৎকণ্ঠিত।
উচ্চতম — সর্বাপেক্ষা উঁচু।
উচ্চতর — দুইটির মধ্যে অধিকতর উঁচু।

উচ্চতা — উপরের দিকে দৈর্ঘ্য, খাড়াই। উদাত্ততা।
উচ্চনীচ — বড় ছোট।
উচ্চশিক্ষা — উন্নত ধরণের শিক্ষা।
উচ্চশিক্ষিত — উন্নত ধরণের শিক্ষাপ্রাপ্ত, বি. এ. এম. এ. পাশ।
উচ্চপদ — বড় চাকরি। সম্মানজনক কার্যভার।
উচ্চপদস্থ — উচ্চপদে নিযুক্ত।
উচ্চবাচ্য — জোর গলায় কথা। কথা। [ঃ 'উচ্চবাচ্য' নাই।]
উচ্চশির — অহংকারে বা গৌরবে মাথা নত করে না এমন, উন্নতমস্তক।
উচ্চহাস্য — জোরে করিয়া হাসি।
উচ্চাকাঙ্ক্ষা — বড় বা উন্নত হইবার ইচ্ছা।
উচ্চাকাঙ্ক্ষী — যাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।
উচ্চাভিলাষ — উচ্চাকাঙ্ক্ষা।
উচ্চাভিলাষী — উচ্চাকাঙ্ক্ষী।
উচ্চারণ — বলা। বলার ভঙ্গী। [ঃ ইংরেজী 'উচ্চারণ'।]
উচ্চারণীয় — যাহা উচ্চারণ করা বা বলা যায়।
উচ্চারিত — উচ্চারণ করা হইয়াছে এমন।
উচ্চার্য, উচ্চার্য্য — উচ্চারণের যোগ্য।
উচ্চাশয় — মহানুভব, উদার।
উচ্চাশা — উচ্চাকাঙ্ক্ষা।
উচ্চিংড়া — ('উইচিংড়া' দেখ।)
উচ্চৈঃশ্রবা — দেবরাজ ইন্দ্রের ঘোড়া।
উচ্চৈঃস্বর — জোরগলা, চীৎকার।
উচ্ছন্ন — অধঃপাত, উৎসন্ন, গোল্লা।
উচ্ছল, উচ্ছলিত — উথলাইয়া উঠিয়াছে এমন। উদ্বেলিত। তরঙ্গায়িত।
উচ্ছা — ('উচ্ছে' দেখ।)
উচ্ছিষ্ট — এঁটো। খাওয়ার শেষে যাহা পড়িয়া থাকে।
উচ্ছিন্ন — উৎপাটিত।
উচ্ছৃঙ্খল — অসংযত, যথেচ্ছাচারী। শৃঙ্খলাহীন।
উচ্ছৃঙ্খলতা — অসংযম। শৃঙ্খলাহীন অবস্থা।
উচ্ছে — একরকম তিক্ত আনাজ।
উচ্ছেদ — সমূলে বিনাশ। বাসস্থান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া।
উচ্ছেদ্য — উচ্ছেদের উপযুক্ত।
উচ্ছ্রিত — উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত।
উচ্ছ্রিয়া — উচ্ছ্রিত হইয়া।
উচ্ছ্বসিত — অনুভূতির আতিশয্যে আকুল, আবেগপূর্ণ। প্রবলভাবে স্ফীত। [ঃ 'উচ্ছ্বসিত' জলধারা।]
উচ্ছ্বাস — প্রবলস্ফীতি। [ঃ 'জলোচ্ছ্বাস'।] আবেগের প্রাবল্য, অতিশয় আবেগ।
উছল, উছলিত — (পদ্যে) উচ্ছল, উচ্ছলিত।
উজবক, উজবুক — বোকা, আহাম্মক।
উজবেক — উজবেকিস্তানের অধিবাসী।
উজর — (পদ্যে) উজ্জ্বল।
উজল — (পদ্যে) উজ্জ্বল।
উজাগর — কোজাগর।
উজাড় — নিঃশেষ, শূন্য। [ঃ 'উজাড়' করিয়া দেওয়া।]
উজান — উপরের দিক। স্রোতের বিপরীত দিক। জোয়ার।
উজানভাটি — জোয়ার-ভাটা।
উজালা — (পদ্যে) উজ্জ্বল।
উজির, উজীর — মন্ত্রী। **উজিরি** — মন্ত্রিত্ব। **উজির-এ-আজম** — প্রধান মন্ত্রী।
উজ্জয়নী, উজ্জয়িনী — প্রাচীন মালব রাজ্যের রাজধানী, আধুনিক উজ্জৈন।
উজ্জীবন — বাঁচিয়া ওঠা। প্রাণ-শক্তির সঞ্চার।
উজ্জীবিত — বাঁচিয়া উঠিয়াছে এমন, সঞ্জীবিত।
উজ্জ্বল — আলোকিত, দীপ্ত। চকচকে।

উজ্জ্বলতা — দীপ্তি। চকচকে ভাব।

উঞ্ছ — পরিত্যক্ত বস্তু কুড়াইয়া সংগ্রহ করা। অপমানকর টুকিটাকি কাজ।

উঞ্ছজীবী — উঞ্ছ বা টুকিটাকি কাজের দ্বারা যে জীবিকা অর্জন করে।

উঞ্ছবৃত্তি — অপমানকর টুকিটাকি কাজের দ্বারা জীবিকা অর্জন।

উট — একরকম উঁচু কুঁজওয়ালা ভারবাহী পশু।

উটপাখী — আফ্রিকার একরকম প্রকাণ্ড পাখী, 'অস্ট্রিচ'।

উটকো — বাজে ও অপ্রত্যাশিত। [ঃ'উটকো' কাজ।]

উটজ — কুড়ে ঘর, কুটির।

উঠকিস্তি — দাবা খেলায় কোনও বল বা বড়ে উঠিলেই যে কিস্তি পড়ে।

উঠতি — উঠিতেছে এমন, উত্থানশীল। [ঃ'উঠতি' বয়স।] দড় চড়িতেছে এমন। [ঃ'উঠতি' বাজার।]

উঠতিমুখ — উঠিবার বা বাড়িবার সূত্রপাত।

উঠন্ত — উঠিতেছে এমন।

উঠবন্দী — কৃষকের সহিত জমির একরকম অস্থায়ী বন্দোবস্ত।

উঠবোস — ওঠা ও বসা, ব্যায়ামের একরকম ভঙ্গী।

উঠা — উত্থিত হওয়া। চড়া। বাড়া। নিশ্চিহ্ন হওয়া। বাতিল বা রদ হওয়া।

উঠাউঠি — বারবার ওঠা।

উঠান, উঠন — আঙিনা।

উঠান, উঠানো — তোলা।

উড়কি — একরকম ধান। [ঃ'উড়কি' ধানের মুড়কি দেব।]

উড়ন — যা উড়ে বা শূন্যে ওঠে। [ঃ 'উড়ন' চরকি।] ওড়া।

উড়নচড়ে, উড়নচণ্ডে — যে অকারণ পয়সা নষ্ট করে, অপব্যয়ী। স্ত্রী. — **উড়নচণ্ডী**।

উড়নি, উড়নী — ফিনফিনে পাতলা চাদর। উত্তরীয়।

উড়ন্ত — উড়িতেছে এমন।

উড়া — শূন্যে ভাসিয়া চলা। উড়ে বা উড়িতেছে এমন, উড়ো।

উড়ানি, উড়ুনি — ('উড়নি' দেখ।)

উড়ানো — শূন্যে ভাসাইয়া দেওয়া। অপব্যয় করা। বিশ্বাস না করা।

উড়িয়া — উড়িষ্যা দেশের অধিবাসী বা ভাষা।

উড়িষ্যা — পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত প্রদেশ, উৎকল, ওড্র।

উড়ুউড়ু — উড়িতে উদ্যত। অস্থির, উদাস। [ঃমন 'উড়ুউড়ু' করা।]

উড়ুক্কু — উড়িতে পারে এমন। [ঃ'উড়ুক্কু' মাছ।]

উড়ে — ['উড়িয়া' দেখ।]

উড়ো — উড়ে বা উড়িতেছে এমন। [ঃ 'উড়োজাহাজ'।]

উড্ডয়ন — ওড়া।

উড্ডীন, উড্ডীয়মান — উড়িতেছে এমন, উড়ন্ত।

উতরাই — পর্বতের ঢালু পথে উপর হইতে নীচে নামা। পর্বতের ঢালু পথ।

উতরানো — সফল বা সার্থক হওয়া। উত্তীর্ণ হওয়া।

উতরোল — (পদ্যে) কোলাহল, উচ্চ রোল।

উতলা — ব্যাকুল, অধীর, উদ্বিগ্ন।

উতোর — উত্তর, জবাব।

উৎকট — উগ্র, দুঃসহরূপে তীব্র। [ঃ'উৎকট' গন্ধ।]

উৎকণ্ঠ — উদ্বিগ্ন: অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।

উৎকণ্ঠা — উদ্বেগ।

উৎকণ্ঠিত — উদ্বিগ্ন। স্ত্রী. — **উৎকণ্ঠিতা**।

উৎকর্ণ — শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত।

উৎকর্ষ — শ্রেষ্ঠতা। উন্নতি।

উৎকল — উড়িষ্যা।

উৎকীর্ণ — খোদিত। কাঠ ইত্যাদির উপর খোদাই করিয়া লিখিত বা অঙ্কিত।

উৎকুণ — উকুন, চুলের পোকা।

উৎকৃষ্ট — খুব ভালো, সরেস।

উৎকোচ — ঘুষ।

উৎক্ষিপ্ত — উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত।

উৎখাত — উৎপাটিত। বিনষ্ট। বিতাড়িত। [ঃ বাস্তু হইতে 'উৎখাত'।]

উত্তপ্ত — খুব গরম। ক্রুদ্ধ।

উত্তম — খুব ভালো, উৎকৃষ্ট। সর্বশ্রেষ্ঠ। স্ত্রী. — **উত্তমা**।

উত্তমপুরুষ — (ব্যাকরণে) আমি, আমরা ইত্যাদি শব্দ।

উত্তমমধ্যম — খুব প্রহার। [ঃ 'উত্তম-মধ্যম' দেওয়া।]

উত্তমর্ণ — যে ঋণ দেয়, মহাজন।

উত্তমাঙ্গ — মাথা।

উত্তর — জবাব।

উত্তর — দক্ষিণের বিপরীত দিক।

উত্তর — পরবর্তী। [ঃ 'উত্তর' কালে; ঃ 'যুদ্ধোত্তর'।] শক্তির অতীত। [ঃ 'লোকোত্তর'।]

উত্তরফল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী — নক্ষত্রের নাম।

উত্তরপ্রদেশ — কাশী লখ্নৌ আগ্রা প্রভৃতি স্থান লইয়া গঠিত ভারতীয় রাজ্য।

উত্তরঙ্গ — তরঙ্গে পূর্ণ, তরঙ্গময়, তরঙ্গিত।

উত্তরণ — উত্তীর্ণ হওয়া, অবতরণ করা। পৌঁছা।

উত্তরদাতা — যে জবাব দেয়।

উত্তরদান — জবাব দেওয়া।

উত্তরপত্র — যে খাতায় ছাত্রেরা প্রশ্নের জবাব লেখে।

উত্তরমীমাংসা — বেদান্ত দর্শন।

উত্তরসাধক — পরবর্তী সাধক। সহকারী সাধক।

উত্তরা — মহাভারতে বর্ণিত অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর পত্নী, বিরাটরাজকন্যা।

উত্তরাধিকার — মৃতের সম্পত্তিতে অধিকার।

উত্তরাধিকারী — মৃতের সম্পত্তির অধিকারী, ওয়ারিস। স্ত্রী. — **উত্তরাধিকারিণী**।

উত্তরাপথ — উত্তরভারত, আর্যাবর্ত।

উত্তরায়ণ — উত্তরে গমন। ২২ ডিসেম্বর হইতে ২১ জুন পর্যন্ত সময় যখন সূর্যের পথ ক্রমশঃ অধিকতর উত্তরে সরিতে থাকে।

উত্তরাস্য — উত্তর দিকে মুখ করিয়া আছে এমন।

উত্তরী, উত্তরীয় — উড়ানি, চাদর।

উত্তরোত্তর — পর পর, ক্রমেই।

উত্তল — কড়াই উপুড় করিয়া রাখিলে যেরূপ দেখায় সেইরূপ উঁচু ও ঢালু উপরিভাগ। (তুঃ 'অবতল'।)

উত্তান — ঊর্ধ্বমুখ, চিৎ।

উত্তানপাদ — পুরাণে বর্ণিত ধ্রুবের পিতা।

উত্তাপ তাপ, উষ্ণতা।

উত্তাল — উঁচু, প্রবল (তরঙ্গ)।

উত্তিষ্ঠমান — উঠিতেছে এমন।

উত্তীর্ণ — পার হইয়াছে এমন। কৃতকার্য।

উত্তুঙ্গ — খুব উঁচু। [ঃ 'উত্তুঙ্গ' শিখর।]

উত্তুরে — উত্তর দিক হইতে আগত। [ঃ 'উত্তুরে' হাওয়া।]

উত্তেজক — উত্তেজিত করে এমন। উদ্দীপক।

উত্তেজনা — প্রবল ভাবাবেগ। বিক্ষোভ। উদ্দীপনা।

উত্তেজিত — প্রবল ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত। উদ্দীপিত। বিক্ষুব্ধ।

উত্তোলন — উপরে তোলা।

উত্তোলিত — উপরে তোলা হইয়াছে এমন।
উত্যক্ত — বিরক্ত, ব্যতিব্যস্ত।
উত্থান — ওঠা। জাগরণ। বিদ্রোহ। উন্নতি।
উত্থাপক — যিনি তোলেন। [ঃ প্রস্তাবের 'উত্থাপক'।]
উত্থাপন — (কথা বা প্রস্তাবাদি) তোলা, পাড়া।
উত্থাপনীয় — উত্থাপনের যোগ্য।
উত্থাপিত — তোলা বা পাড়া হইয়াছে এমন, (প্রসঙ্গ, প্রস্তাব ইত্যাদি)।
উত্থিত — উঠিয়াছে এমন। উন্নত। জাগ্রত। বিদ্রোহে ব্যস্ত।
উত্থিতি — উত্থান।
উৎপত্তি — উদ্‌ভব, জন্ম। সৃষ্টি।
উৎপন্ন — জাত, উদ্ভূত। ফলিয়াছে এমন (শস্য)। নির্মিত হইয়াছে এমন (দ্রব্য)।
উৎপল — পদ্ম।
উৎপাটন — উপড়ানো।
উৎপাটিত — উপড়ানো হইয়াছে এমন।
উৎপাত — উপদ্রব, দৌরাত্ম্য।
উৎপাদক — যে উৎপাদন করে, উৎপাদনকারী।
উৎপাদন — নির্মাণ, তৈয়ারি। সৃষ্টি। (ফসল) ফলানো।
উৎপাদিকা — সৃজনী। [ঃ 'উৎপাদিকা' শক্তি।] উৎপাদনকারিণী।
উৎপীড়ক — অত্যাচারী, উৎপীড়নকারী।
উৎপীড়ন — নির্যাতন, অত্যাচার।
উৎপীড়িত — নির্যাতিত।
উৎপ্রেক্ষা — (অলঙ্কারশাস্ত্রে) উপমা-প্রয়োগের একরকম রীতি।
উৎফুল্ল — আনন্দিত, প্রফুল্ল।
উৎস — নদীর উৎপত্তিস্থল। উৎপত্তিস্থল। ঝরণা।
উৎসঙ্গ — কোল। পর্বতের সানুদেশ।
উৎসন্ন — উচ্ছন্ন, গোল্লা, অধঃপতন। [ঃ 'উৎসন্নে' যাওয়া।] ধ্বংসপ্রাপ্ত, অধঃপতিত।
উৎসব — আনন্দ অনুষ্ঠান।
উৎসর্গ — উদ্দেশে দান।
উৎসাদন — বিনাশসাধন। উচ্ছেদ।
উৎসাদিত — বিনষ্ট। বিধ্বস্ত।
উৎসারণ — উর্ধ্বে নিক্ষেপ।
উৎসারিত — উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত। [ঃ 'উৎসারিত' জলধারা।]
উৎসাহ — কাজে আগ্রহ, উদ্যম।
উৎসাহদাতা — যে উৎসাহ দেয়।
উৎসাহদান — উৎসাহ দেওয়া।
উৎসাহিত — উৎসাহপ্রাপ্ত। কাজে আগ্রহান্বিত।
উৎসাহী — যাহার উৎসাহ আছে। উদ্যমী।
উৎসুক — আগ্রহান্বিত। কৌতূহলী।
উৎসৃষ্ট — উৎসর্গ করা হইয়াছে এমন।
উথল — উচ্ছল, উদ্বেলিত। ব্যাকুল।
উথলানো — ফাঁপিয়া ওঠা। [ঃ দুধ 'উথলানো'।] উপচানো। উদ্‌বেলিত হওয়া।
উথলিত — উদ্‌বেলিত। স্ফীত।
উদ, উদক — জল।
উদগ্র — তীব্র, উগ্র, উৎকট।
উদজান — একরকম গ্যাস, হাইড্রোজেন।
উদধি — সমুদ্র।
উদবিড়াল — জল-বিড়াল, ভোঁদড় জাতীয় একরকম প্রাণী যাহা জলে ডুবিয়া মাছ ধরে।
উদম — উদ্দাম। সম্পূর্ণ। [ঃ 'উদম' ল্যাংটা।]
উদয় — ওঠা, উত্থান। [ঃ 'সূর্যোদয়'।] প্রকাশ। [ঃ 'ভাগ্যোদয়'; ঃ 'ফলোদয়'।] সঞ্চার। ['ভাবোদয়'।]
উদয়গিরি, উদয়াচল — পুরাণে বর্ণিত পর্বত যেখানে সূর্যোদয় হয় বলিয়া

ধারণা ছিল।
উদয়াস্ত — সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সারা দিন।
উদয়োন্মুখ — উদিত হয়-হয় এমন।
উদর —পেট।
উদরসর্বস্ব, উদরসর্ব্বস্ব — পেটুক।
উদরসাৎ, উদরস্থ — খাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন, ভক্ষিত।
উদরাময় — পেটের অসুখ।
উদরী — একরকম রোগ যাহাতে পেটে জল জমে।
উদলা — উলঙ্গ, অনাবৃত
উদাত্ত — সঙ্গীতে উচ্চস্বর।
উদাম — উন্মুক্ত। অনাবৃত। [ঃ বসে 'উদাম' গায়।]
উদার — অসংকীর্ণ। অকুণ্ঠিত, অকৃপণ। প্রশস্ত।
উদারতন্ত্র, উদারতন্ত্রী — ('উদারনীতি', 'উদারনৈতিক' দেখ।)
উদারতা — অসঙ্কীর্ণতা। দানশীলতা। মহত্ত্ব।
উদারতান্ত্রিক — ('উদারনৈতিক' দেখ।)
উদারনীতি — গোঁড়ামি ত্যাগের ও সহনশীলতার নীতি। অসংকীর্ণ মনোভাব।
উদারনীতিক, উদারপন্থী — উদারনীতি অনুসরণ করে এমন।
উদারনৈতিক — উদারনীতি সম্বন্ধীয়।
উদারা — সঙ্গীতের নিম্ন স্বরগ্রাম।
উদাস — নির্লিপ্ত, উদাসীন। বৈরাগ্যময়।
উদাসিতা — ঔদাসীন্য।
উদাসী, উদাসীন — অনাসক্ত, নির্লিপ্ত। উৎসাহহীন। স্ত্রী. — **উদাসিনী**।
উদাসীনতা — উদ্যমহীনতা। নির্বিকার ভাব, ঔদাসীন্য।
উদাহরণ — দৃষ্টান্ত। প্রমাণ বা বর্ণনার জন্য কোনও এক শ্রেণীর বিষয় বা বস্তুর মধ্য হইতে দুই-একটির উল্লেখ।
উদাহরণস্থল — দৃষ্টান্তের বিষয়।
উদাহৃত — উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে এমন।
উদিত — উঠিয়াছে এমন। [ঃ 'উদিত' সূর্য।]
উদীচী — উত্তর দিক।
উদীয়মান — উঠিতেছে এমন। প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে এমন। [ঃ 'উদীয়মান' কবি।]
উদূখল — চাল প্রভৃতি তৈয়ারির জন্য কাঠের বৃহৎ পাত্র।
উদো — মূর্খ, নির্বোধ।
উদ্‌গত — বাহির হইয়াছে এমন, বহির্গত।
উদ্‌গম — ঈষৎ বহির্গত হওয়া। [ঃ 'অঙ্কুরোদ্‌গম'।]
উদ্‌গাতা — যিনি সাম বেদ গান করেন। যিনি বাণী উচ্চারণ করেন।
উদ্‌গার — ঢেকুর। বমি।
উদ্‌গিরণ — বমন।
উদ্‌গীর্ণ — বমন করা হইয়াছে এমন।
উদ্‌গ্রীব — অতিশয় আগ্রহান্বিত, ব্যগ্র, উৎকণ্ঠ।
উদ্‌ঘাটক — যিনি উদ্‌ঘাটন করেন বা খোলেন।
উদ্‌ঘাটন — খোলা। কোনও রহস্য প্রকাশ করা।
উদ্‌ঘাটিত — উন্মুক্ত। প্রকাশিত।
উদ্‌ঘোষ — উচ্চ রব, উচ্চ ঘোষণা।
উদ্‌ঘোষিত — উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত।
উদ্‌দণ্ড — উদ্যত লাঠি। মারিবার জন্য লাঠি তুলিয়াছে এমন, প্রহারোদ্যত।
উদ্দাম — দুর্দম, অতিশয় শক্তিশালী। বাধাহীন, উচ্ছৃঙ্খল।
উদ্দিষ্ট — যাহাকে উদ্দেশ করা হইয়াছে। যাহার খোঁজ মিলিয়াছে।
উদ্দীপক — উদ্দীপনার সঞ্চার করে এমন।

উত্তেজক।

উদ্দীপন, উদ্দীপনা — কর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা।

উদ্দীপিত — উদ্দীপনা পাইয়াছে এমন। কর্মে উৎসাহিত।

উদ্দীপ্ত — প্রজ্জ্বলিত। অকস্মাৎ উৎসাহিত বা উদ্দীপিত।

উদ্দেশ — খোঁজ, সন্ধান। লক্ষ্য।

উদ্দেশে — প্রতি, লক্ষ্য করিয়া।

উদ্দেশ্য — ইচ্ছা, অভিপ্রায়, মতলব। লক্ষ্য।

উদ্ধত — অবিনীত, ধৃষ্ট, স্পর্ধিত।

উদ্ধব — মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণের বন্ধু।

উদ্ধার — বিপদ হইতে রক্ষা, নিষ্কৃতি, রেহাই। নষ্ট বস্তু পুনরায় পাওয়া। উদ্ধৃতি।

উদ্ধৃত — রচনা বা উক্তির অংশ হুবহু তুলিয়া দেওয়া, তুলিয়া ধরা।

উদ্ধৃতি — উদ্ধৃত করা। **উদ্ধৃতি চিহ্ন** — " " বা ' ' চিহ্ন যাহার মধ্যে উক্তি বা রচনাংশ তুলিয়া দেওয়া হয়।

উদ্‌বন্ধন — গলায় দড়ি।

উদ্‌বর্তন, উদ্‌বর্ত্তন — ক্রমবিকাশের ফলে উন্নততর অবস্থা লাভ।

উদ্‌বর্তনবাদ, উদ্‌বর্ত্তনবাদ, উদ্‌বর্তনবাদী, উদ্‌বর্ত্তনবাদী — ('অভিব্যক্তিবাদ' ও 'অভিব্যক্তিবাদী' দেখ।)

উদ্‌বায়ী — যাহা উপিয়া যায়।

উদ্‌বাস্তু — বাস্তুচ্যুত, বাসভূমি হইতে বিতাড়িত।

উদ্‌বাহ — বিবাহ।

উদ্‌বাহু — ঊর্ধ্ববাহু।

উদ্‌বিগ্ন — আশঙ্কায় ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত।

উদ্‌বুদ্ধ — জাগরিত। উদ্দীপিত, অনুপ্রেরিত।

উদ্‌বৃত্ত — অবশিষ্ট। অবশিষ্ট অংশ।

উদ্‌বেগ — উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা।

উদ্‌বেল — বেলাভূমি অতিক্রম করিয়াছে এমন। উচ্ছ্বলিত, তরঙ্গস্ফীত।

উদ্‌বেলিত — উচ্ছ্বলিত। আলোড়িত। [ঃ 'উদ্‌বেলিত' চিত্ত।] তরঙ্গায়িত। [ঃ 'উদবেলিত' সমুদ্র।]

উদ্‌বোধন — আরম্ভ বা প্রতিষ্ঠার জন্য শুভ অনুষ্ঠান। [ঃ সভার 'উদ্‌বোধন'।] জাগরণ। [ঃ জাতির 'উদ্‌বোধন'।]

উদ্‌বোধনী — উদ্‌বোধন সংক্রান্ত।

উদ্ভট — অদ্ভুত, আজগুবী।

উদ্ভট্টী — অবান্তর, অমূলক, আজগুবি।

উদ্ভব — উৎপত্তি, জন্ম, সৃষ্টি।

উদ্ভাবক — যিনি ভাবিয়া বাহির করেন, আবিষ্কারক।

উদ্ভাবন, উদ্ভাবনা — আবিষ্কার। চিন্তাপূর্বক অভিনব কিছু নির্মাণ।

উদ্ভাবনী — উদ্‌ভাবনের উপযোগী। [ঃ 'উদ্ভাবনী' শক্তি।]

উদ্ভাবনীয় — উদ্ভাবন করার যোগ্য।

উদ্ভাবিত — ভাবিয়া বাহির করা হইয়াছে এমন।

উদ্ভাস — চকিত প্রকাশ। দীপ্তি।

উদ্ভাসিত — আলোকিত, আলোকোজ্জ্বল।

উদ্ভিজ্জ — উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন।

উদ্ভিদ্‌, উদ্ভিদ — গাছ-পালা।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা — গাছপালা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও জ্ঞান, 'বটানি'।

উদ্ভিন্ন — ভেদ করিয়া উঠিয়াছে এমন, অঙ্কুরিত। নবোদ্গত। [ঃ 'উদ্ভিন্নযৌবনা'।]

উদ্ভূত — উৎপন্ন, জাত।

উদ্‌ভ্রান্ত — ব্যাকুলতার ফলে জ্ঞানহারা দিশাহারা। উন্মত্ত, অপ্রকৃতিস্থ।

উদ্যত — কোনও কাজ করিতে যাইতেছে এমন। [ঃ মারিতে 'উদ্যত'।] তোলা

হইয়াছে এমন। [ঃ 'উদ্যত' তরবারি।]
উদ্যম — উৎসাহ, কর্মচেষ্টা।
উদ্যমশীল — উদ্যমী।
উদ্যমী — উৎসাহী, প্রয়াসশীল, তৎপর।
উদ্যান — বাগান।
উদ্যানপাল — বাগানের রক্ষক, মালী।
উদ্‌যাপন — সম্পন্ন করা, পালন করা। কাটানো। [ঃ দিবস 'উদ্‌যাপন'।]
উদ্‌যাপিত — সম্পন্ন, পালিত। কাটানো হইয়াছে এমন।
উদ্‌যোক্তা — আয়োজনকারী।
উদ্‌যোগ — আয়োজন। চেষ্টা।
উদ্‌যোগী — উদ্যমী, উৎসাহী, তৎপর।
উদ্রিক্ত — যাহার উদ্রেক হইয়াছে।
উদ্রেক — উৎপত্তির উপক্রম, সঞ্চার, উদয়। অনুভূতি, বেগ।
উধাও — ধাবমান। [ঃ নিতাই 'উধাও'।] অদৃশ্য, নিরুদ্দেশ। [ঃ পেনসিলটা 'উধাও'।]
উধার — ধার, ঋণ।
উনকুটি — নানারকম, ছোটখাটো অসংখ্য।
উনচল্লিশ — ৩৯ সংখ্যা।
উনত্রিশ — ২৯ সংখ্যা।
উননব্বই — ৮৯ সংখ্যা।
উনপঞ্চাশ — ৪৯ সংখ্যা।
উনপাঁজুরে — দুর্বল। হতভাগ্য।
উনষাট — ৫৯ সংখ্যা।
উনসত্তর — ৬৯ সংখ্যা।
উনন, উনান — চুলা, চুল্লী।
উনাশি, উনআশী — ৭৯ সংখ্যা।
উনি — (সম্মানে) ঐ ব্যক্তি।
উনিশ — ১৯ সংখ্যা।
উনোন — ('উনান' দেখ।)
উন্নত — উচ্চ। সমৃদ্ধ।
উন্নতি — ভালো অবস্থা, সমৃদ্ধি।
উন্নতিশীল — যাহার উন্নতি হইতেছে; সমৃদ্ধ।
উন্নয়ন — উপরে তোলা। উন্নতিসাধন। [ঃ 'গ্রামোন্নয়ন'।]
উন্নিদ্র — জাগ্রত, নিদ্রা হইতে উত্থিত।
উন্নীত — উন্নত করা হইয়াছে এমন। নিম্নতর হইতে উচ্চতর পদে নিযুক্ত।
উন্মত্ত — পাগল। ক্ষিপ্ত। অত্যন্ত উত্তেজিত।
উন্মত্ততা — অতিশয় উত্তেজনা। ক্ষিপ্ততা।
উন্মনা — উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল। আনমনা, অন্যমনস্ক।
উন্মাদ — ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত। পাগলামি (রোগ)।
উন্মাদনা — প্রবল উত্তেজনা।
উন্মাদিনী — পাগলিনী।
উন্মার্গ — আচারভ্রষ্ট। নিষিদ্ধ আচার।
উন্মিষিত — উন্মেষ বা বিকাশ লাভ করিয়াছে এমন।
উন্মীলন — (চোখ) খোলা, মেলা।
উন্মীলিত — খোলা (চোখ)।
উন্মুক্ত — খোলা, অনাবৃত। অবারিত। মুক্ত।
উন্মুখ — ব্যগ্র, উৎসুক, আগ্রহে অধীর। উদ্যত। [ঃ 'পতনোন্মুখ'।]
উন্মেষ — ঈষৎ বিকাশ।
উন্মোচন — বাঁধন খোলা, মুক্তিদান।
উন্মোচিত — বন্ধন হইতে মুক্ত, মুক্তিলাভ করিয়াছে এমন।
উপকণ্ঠ — গ্রাম-শহর ইত্যাদির প্রান্তবর্তী অঞ্চল।
উপকথা — গল্প, কাহিনী, উপাখ্যান।
উপকরণ — উপাদান, সরঞ্জাম, নির্মাণ বা অনুষ্ঠানাদির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য।
উপকার — হিত, কল্যাণ। সাহায্য।
উপকারিতা — হিতসাধনের শক্তি। [ঃ ঔষধের 'উপকারিতা'।]
উপকারী — হিতকর। [ঃ শরীরের পক্ষে

'উপকারী'।] সাহায্যদাতা, সহায়ক। [ঃ 'উপকারী' বন্ধু।] স্ত্রী. — **উপকারিণী**।

উপকূল — সমুদ্রের তীরবর্তী স্থান। বেলাভূমি।

উপকৃত — উপকার পাইয়াছে এমন।

উপক্রম — উদ্যত ভাব। [ঃ পড়িবার 'উপক্রম'।]

উপক্রমণিকা — বইএর মুখবন্ধ।

উপগত — যৌন সম্পর্কে মিলিত।

উপগ্রহ — গ্রহের চারিদিকে ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র গ্রহ। [ঃ চন্দ্র পৃথিবীর 'উপগ্রহ'।]

উপচানো — ছাপাইয়া পড়া।

উপচার — পূজার উপকরণ। [ঃ ষোড়শ 'উপচার'।]

উপচিকীর্ষা — উপকার করার ইচ্ছা।

উপচিকীর্ষু — উপকার করিতে ইচ্ছুক।

উপচ্ছায়া — লঘু ছায়া।

উপজাত — মূল উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত উৎপন্ন অন্য দ্রব্য।

উপজাতি — জাতিতে পরিণত হয় নাই এমন মানবগোষ্ঠী। [ঃ পার্বত্য 'উপজাতি'।]

উপজিল — (পদ্যে) জন্মিল।

উপজিহ্বা — আলজিব।

উপজীবী — জীবিকা-অবলম্বনকারী। [ঃ 'সাহিত্যোপজীবী'।]

উপজীবিকা — পেশা, জীবিকা।

উপজীব্য — জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয়। প্রধান অবলম্বন। [ঃ সাহিত্যের 'উপজীব্য'।]

উপড়ানো — উৎপাটিত করা।

উপঢৌকন — ভেট, উপহার।

উপত্যকা — দুই পর্বতের মধ্যে বা পর্বতের কোলে অবস্থিত নিম্নভূমি।

উপদংশ — একপ্রকার কুৎসিত রোগ, 'সিফিলিস'।

উপদিষ্ট — যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, উপদেশপ্রাপ্ত।

উপদেবতা — ('অপদেবতা' দেখ।)

উপদেশ — হিতবচন, পরামর্শ। শিক্ষা।

উপদেশ্য — উপদেশ দেওয়ার যোগ্য।

উপদেষ্টা — উপদেশদাতা।

উপদ্বীপ — যে বিস্তৃত ভূভাগের সীমার অধিকাংশই সমুদ্রবেষ্টিত। [ঃ ভারত 'উপদ্বীপ'।]

উপদ্রব — উৎপাত, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার।

উপদ্রুত — উৎপীড়িত।

উপনগর — ক্ষুদ্র নগর। নগরের উপকণ্ঠ।

উপনদী — যে নদী অন্য নদীতে গিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র নদী।

উপনয়ন — যজ্ঞসূত্র ধারণের অনুষ্ঠান, পইতা হওয়া।

উপনিবেশ — বিদেশে স্থাপিত বাসভূমি।

উপনিবেশিত — যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে।

উপনিষৎ, উপনিষদ্ — বেদের শেষাংশ, জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত।

উপনীত — পৌঁছিয়াছে এমন, আগত।

উপন্যাস — বৃহৎ কাহিনী, নভেল।

উপন্যাসকার — উপন্যাসরচয়িতা, ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসিকা — ছোট নভেল।

উপপতি — অবৈধ প্রণয়ী।

উপপত্নী — অবৈধ প্রণয়িনী। রক্ষিতা।

উপপাদ্য — প্রমাণ করিতে হইবে এমন। জ্যামিতির প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপপ্লব — গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ঘটনা। বিপ্লব।

উপবন — বাগান, উদ্যান।

উপবাস — অনাহার, উপোস।

উপবাসী — অনাহারে আছে এমন।

উপবিষ্ট — বসিয়াছে এমন, আসীন।
উপবীত — পইতা, যজ্ঞসূত্র।
উপবেশন — বসা, আসন গ্রহণ।
উপবেশিত — বসানো হইয়াছে এমন।
উপভাষা — প্রদেশের কোনও বিশেষ অঞ্চলের ভাষা।
উপভোগ — আনন্দের সঙ্গে ভোগ, সম্ভোগ।
উপভোগ্য — উপভোগের উপযুক্ত।
-উপম — তুল্য বা সদৃশ বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ 'দেবোপম'।]
উপমন্ত্রী — সহকারী মন্ত্রী।
উপমা — তুলনা, সাদৃশ্য।
উপমান — যাহার সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। [ঃ 'মুখচন্দ্র'—'চন্দ্র' উপমান।]
উপমেয় — যাহার তুলনা করা হইয়াছে। [ঃ 'মুখচন্দ্র'—'মুখ' উপমেয়।]
উপযাচক — যে নিজে আসিয়া প্রার্থনা জানায়। প্রার্থী। স্ত্রী. — **উপযাচিকা**।
উপযাচিত — প্রার্থিত।
উপযুক্ত — যোগ্য, উপযোগী। সমুচিত। সমর্থ। [ঃ 'উপযুক্ত' মেয়ে।]
উপযোগিতা — উপযুক্ততা, ব্যবহারের যোগ্যতা। উপকারিতা।
উপযোগী — যোগ্য, উপযুক্ত। অনুকূল।
উপর — ঊর্ধ্ব, নিম্নের বিপরীত। [ঃ মাথার 'উপর'।] প্রতি। [ঃ তাহার 'উপর' অবিচার।] ছাড়া। [ঃ ইহার 'উপর'।] গৃহের উপরের তলা।
উপরে — ঊর্ধ্বে, নিম্নের বিপরীত স্থানে। প্রতি। ছাড়া।
উপর-আলা, উপরওয়ালা — উপরস্থ কর্মচারী, মনিব।
উপর-উপর — ভাসা-ভাসাভাবে।
উপরা-উপরি — পর পর।
উপরন্তু — অধিকন্তু, ইহা ছাড়াও।
উপরি — উপর। উপরের। [ঃ 'উপরি-ভাগ'।]
উপরি, উপ্‌রি — ঘুষ। পারিশ্রমিক বাদে অন্য আয়। অপ্রধান, অতিরিক্ত। [ঃ 'উপরি' খরচ।]
উপরিস্থ — উপরে আছে এমন। উচ্চতন।
উপরিস্থিত — উপরে আছে এমন।
উপরোক্ত — আগে যা উপরে উল্লিখিত।
উপরোধ — অনুরোধ। সুপারিশ।
উপর্যুপরি, উপর্য্যুপরি — একের উপরে অন্য। পর পর, ক্রমান্বয়ে।
উপল — পাথর, শিলা।
উপলক্ষ, উপলক্ষ্য — উদ্দেশ, নিমিত্ত। অপ্রধান লক্ষ্য বা কারণ। কোনও ঘটনাকে কারণ বা লক্ষ্য হিসাবে অবলম্বন।
উপলক্ষণা — অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অর্থ প্রকাশের একপ্রকার কৌশল।
উপলক্ষিত — সূচিত। ঈষৎ দৃষ্ট।
উপলব্ধ — গভীরভাবে অনুভূত। জ্ঞাত। প্রাপ্ত।
উপলব্ধি — গভীরভাবে অনুভব। গভীর অনুভূতির দ্বারা লব্ধ জ্ঞান।
উপশম — রোগের বা যন্ত্রণার হ্রাস। যন্ত্রণার অবসান।
উপশিরা — ছোট শিরা, সূক্ষ্ম শিরা।
উপসংহার — রচনা বা বিবৃতির সমাপ্তি, শেষ অংশ।
উপসর্গ — মূল রোগের সঙ্গে আছে এমন অন্য রোগ। রোগের লক্ষণ। অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা বিষয়। (ব্যাকরণ) প্র পরা অপ ইত্যাদি যে সকল শব্দাংশ শব্দের আগে যুক্ত হইয়া অর্থ পরিবর্তন করে।
উপসাগর — তিন দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত সাগর। ছোট সাগর, সাগরাংশ।
উপসুন্দ — পুরাণে বর্ণিত এক অসুরের

নাম।
উপস্থ — লিংগ বা যোনি।
উপস্থাপক, উপস্থাপয়িতা - প্রস্তাব উত্থাপনকারী, প্রস্তাবক।
উপস্থাপন, উপস্থাপনা — প্রস্তাবনা। অবতারণা।
উপস্থাপিত — প্রস্তাবিত, উত্থাপিত।
উপস্থিত — হাজির। উপনীত। বর্তমান।
উপস্থিতবক্তা — আগে প্রস্তুত না হইয়া বক্তৃতা দিতে পারে এমন বক্তা।
উপস্থিতবুদ্ধি — কোনও অবস্থার উপযোগী দ্রুত বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতি। যাহার এইরূপ বুদ্ধি আছে।
উপস্থিতি — উপস্থিত বা হাজির থাকা। আগমন।
উপস্বত্ব — সম্পত্তির আয়।
উপহসিত — যাহাকে উপহাস করা হইয়াছে।
উপহার — প্রীতি প্রকাশের জন্য দেওয়া জিনিস।
উপহাস — ঠাট্টা-বিদ্রূপ।
উপহাস্য — উপহাসের যোগ্য। বি.— **উপহাস্যতা**।
উপহৃত — উপহার রূপে প্রদত্ত। [ঃ পুস্তকটি 'উপহৃত' হইল।]
উপাখ্যান — গল্প, কাহিনী। মূল আখ্যানের অন্তর্গত গল্প।
উপাচার্য, উপাচার্য্য — আচার্যের সহকারী।
উপাদান — কোন কিছুর গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল বস্তু। উপকরণ।
উপাদেয় — উপভোগ্য। সুস্বাদু।
উপাধান — বালিশ, তাকিয়া।
উপাধি — বংশগত নাম, পদবী। সম্মান-সূচক বিশেষণ।
উপাধ্যায় — শিক্ষক, অধ্যাপক। আচার্যের সহকারী বেতনগ্রাহী অধ্যাপক।
উপানৎ — জুতা।
উপান্ত — প্রান্ত, শেষ অঞ্চল, উপকণ্ঠ।
উপায় — কোন কাজ করিবার রীতি ও কৌশল, পন্থা। রোজগার, আয়।
উপায়ন — উপহার। পুরস্কার।
উপায়ান্তর — অন্য উপায়, গত্যন্তর।
উপায়ী — রোজগার করে এমন। [ঃ 'উপায়ী' ছেলে।]
উপার্জন, উপার্জ্জন — রোজগার, আয়। পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্তি।
উপার্জিত, উপার্জ্জিত — পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত। [ঃ 'উপার্জিত' ধন; 'উপার্জিত' বিদ্যা।]
উপাসক — যিনি উপাসনা করেন, পূজক।
উপাসনা — আরাধনা, পূজা।
উপাসিত — আরাধিত, পূজিত।
উপাস্থি — শরীরের মধ্যস্থিত হাড়ের মতো অথচ নরম একরকম জিনিস।
উপাস্য — আরাধ্য, পূজ্য।
উপুড় — চিতের বিপরীত, উপরের দিক নীচের দিকে হইয়াছে এমন।
উপেন্দ্র — বিষ্ণু। **উপেন্দ্রাণী** — লক্ষ্মী।
উপোস — উপবাস। উপবাসী। [ঃ 'উপোস' থাকা।]
উপোসী — উপবাসী।
উবু — পায়ের উপর ভর রাখিয়া বসিয়াছে এমন।
উভ — উভয়।
উভচর — ('উভয়চর' দেখ।)
উভয় — দুই, দুইজন।
উভয়চর — জলে ও স্থলে দুই স্থানে বিচরণ করে এমন (প্রাণী)।
উভয়জ — জলে ও স্থলে দুই স্থানে জন্মে এমন (উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু)।
উভয়তঃ — দুই দিকে, দুই ভাবে।
উভয়ত্র — দুই স্থানে।

উভয়সংকট, উভয়সঙ্কট — দুইটি বিষয়ের যে কোনটিকে অবলম্বন করিলে বিপদ বা ক্ষতি হইবে এমন অবস্থা।

উভরায় — (প্রাচীন পদ্যে) উচ্চরবে।

উমা — হিমালয় ও মেনকার মেয়ে পার্বতী, দুর্গা।

উমেদার — প্রার্থী। চাকরির জন্য আবেদনকারী।

উমেদারি — সাহায্য ও চাকরি প্রভৃতি পাওয়ার জন্য চেষ্টা, উমেদারের অবস্থা।

উমেশ — উমার স্বামী, শিব।

উরঃ — বুক, বক্ষস্থল।

উরগ, উরংগ, উরংগম — বুকে হাঁটে এমন জীব, সাপ।

উরত — ('উরুত' দেখ।)

উরস — (পদ্যে) বুক।

উরসিজ, উরোজ — স্তন।

উরস্ত্র, উরস্ত্রাণ — বক্ষস্থল রক্ষার জন্য বর্ম।

উরুত — উরু।

ঊর্ণনাভ — মাকড়সা।

ঊর্ণা — পশম, লোম, মাকড়সার সুতা।

উর্দি, উর্দ্দি — কর্মচারীর বা ভৃত্যের নির্দিষ্ট পোশাক।

উর্দু, উর্দ্দু — আরবী-ফারসী-শব্দপ্রধান হিন্দী ভাষা।

উর্বর, উর্ব্বর — উৎপাদন-শক্তিসম্পন্ন, প্রচুর শস্যাদি জন্মে এমন। স্ত্রী. — **উর্বরা, উর্ব্বরা**।

উর্বশী, উর্ব্বশী — একজন অপ্সরার নাম।

উর্বী, উর্ব্বী — পৃথিবী।

উল — পশম।

উলকি — গায়ে ছুঁচ বিঁধিয়া রচিত ছবি।

উলংগ — লেংটা। স্ত্রী. — **উলঙ্গিনী**।

উলটপালট — আমূল পরিবর্তন।

উলটা, উলটো — বিপরীত। ফেরত। ['উলটা' রথ।]

উলটাপালটা — সামঞ্জস্যহীন, গোলমেলে। [ঃ 'উলটাপালটা' কথা।]

উলটানো — পরিবর্তন করা। উপরের দিক নীচের দিকে বা সমুখের দিকে পেছনের দিকে করা, পালটানো।

উলসানো — উল্লসিত হওয়া।

উলসি' -- (পদ্যে) উল্লসিত হইয়া।

উলু — মাংগলিক অনুষ্ঠানে মেয়েদের একরকম মুখধ্বনি।

উলু — একরকম ঘাস। [ঃ 'উলু' খড়।]

উলুপী — অর্জুনের অন্যতমা পত্নী।

উলুক — পেঁচা।

উলেমা — মুসলমান সমাজের পণ্ডিত।

উল্কা — আকাশ হইতে পড়ে এমন একরকম জ্বলন্ত পাথর।

উল্কি — ('উলকি' দেখ।)

উল্লংঘন — ডিঙানো, লাফাইয়া পার হওয়া। অতিক্রম।

উল্লঙ্ঘনীয় — ডিঙানো যাইতে পারে এমন।

উল্লঙ্ঘিত — ডিঙানো হইয়াছে এমন।

উল্লম্ফ — উপরের দিকে লাফ।

উল্লম্ফন — লাফাইয়া ডিঙানো।

উল্লম্ব — খাড়া, উপর হইতে নীচে সোজা ভাবে অবস্থিত।

উল্লসিত — অতিশয় আনন্দিত, উৎফুল্ল।

উল্লাস — অতিশয় আনন্দ।

উল্লিখিত — উল্লেখ করা হইয়াছে এমন।

উল্লু — পেঁচা।

উল্লুক — দেখিতে বানরের মতো কিন্তু লেজ নাই এমন একরকম জন্তু।

উল্লেখ — কোনও বিষয় সম্পর্কে উক্তি।

উল্লেখযোগ্য — উল্লেখের উপযুক্ত। প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

উল্লোল — প্রকাণ্ড ঢেউ। দুলিতেছে এমন।

উশীর — খশখশ, বেনার মূল।

উশ্দুল — ('উসুল' দেখ।)

উষসী — উষা। [ঃ "উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে 'উষসী'—"।]

উষা, উষাকাল — ভোরবেলা।

উষ্ট্র — উট। **উষ্ট্রপক্ষী** — উটপাখী, 'অস্ট্রিচ'।

উষ্ণ — গরম, তপ্ত। ক্রুদ্ধ।

উষ্ণতা — তাপ। ক্রোধ।

উষ্ণ প্রস্রবণ — গরম জল ঝরে এমন ঝর্ণা।

উষ্ণীষ — শিরোভূষণ। পাগড়ি।

উষ্মা — তাপ। বিরক্তি, ঈষৎ ক্রোধ।

উষ্মবর্ণ — শ ষ স হ এই চারি বর্ণ।

উশকোখুশকো, উসকোখুসকো — এলোমেলো, শুষ্ক ও অপরিচ্ছন্ন, রুক্ষ।

উসখুস, উশখুশ — ধৈর্যহীনতার চাপা ও সঙ্কোচপূর্ণ ভঙ্গি। [ঃ 'উসখুস' করা।] খসখস শব্দ।

উসকানি — কাহাকেও কোন খারাপ কাজ করিবার জন্য উৎসাহদান, প্ররোচনা।

উসকানো — প্রদীপের জ্বলন্ত সলিতা ঠেলিয়া আগাইয়া দেওয়া। উত্তেজিত বা প্ররোচিত করা। ঈষৎ আঘাত করা বা নাড়িয়া দেওয়া।

উসুল — আদায়। [ঃ সুদে আসলে 'উসুল'।]

উস্তাদ — ('ওস্তাদ' দেখ।)

উহা — ঐ বস্তু, বিষয় বা প্রাণী।

উঁহাকে — (সম্মানে) ঐ ব্যক্তিকে।

উঁহার — (সম্মানে) ঐ ব্যক্তির।

উহু — বেদনাসূচক শব্দ, উঃ।

উঁহু — অসম্মতিসূচক শব্দ, না।

উহ্যমান — বাহিত।

ঊ

ঊঢ় — বিবাহিত। স্ত্রী. — **ঊঢ়া**। [ঃ 'নবোঢ়া'।]

ঊন — কম।

ঊনআশী — ৭৯ সংখ্যা।

ঊনচত্বারিংশ, ঊনচত্বারিংশৎ, ঊনচল্লিশ — ৩৯ সংখ্যা।

ঊনত্রিশ — ২৯ সংখ্যা।

ঊনত্রিংশ — ২৯-এর।

ঊনত্রিংশৎ — ২৯, ঊনত্রিশ।

ঊননব্বই — ৮৯ সংখ্যা।

ঊনপঞ্চাশ — ৪৯ সংখ্যা।

ঊনবিংশতি — ঊনিশ।

ঊনবিংশ, ঊনবিংশতিতম — ঊনিশের।

ঊনষষ্টি — ৫৯ সংখ্যা।

ঊনষষ্টিতম — ৫৯-এর।

ঊনষাট — ৫৯ সংখ্যা।

ঊনসত্তর — ৬৯ সংখ্যা।

ঊনিশ — ১৯ সংখ্যা।

ঊনিশ-বিশ — অল্প পার্থক্য আছে এমন।

ঊন্না — (পদ্যে) আবির্ভূত হওয়া।

ঊরু — জানুর উপরের অংশ, উরুত।

ঊরুস্তম্ভ — উরুতে ফোড়া।

ঊর্ণনাভ, ঊর্ণা — ('উর্ণনাভ', 'উর্ণা' দেখ।)

ঊর্ধ্ব, ঊর্দ্ধ্ব — উপর।

ঊর্ধ্বতন, ঊর্দ্ধ্বতন — উপরিস্থ। [ঃ 'ঊর্ধ্বতন' কর্মচারী।]

ঊর্ধ্বশ্বাস, ঊর্দ্ধ্বশ্বাস — বেশি পরিশ্রমের ফলে দ্রুত প্রবল শ্বাস, হাঁপানো। [ঃ 'ঊর্ধ্বশ্বাসে' পলায়ন।]

ঊর্বর, ঊর্ব্বর — ('উর্বর' দেখ।)

ঊর্বশী, ঊর্ব্বশী, ঊর্বসী, ঊর্ব্বসী — ('উর্বশী' দেখ।)

ঊর্মি, ঊর্ম্মি — ঢেউ।

ঊর্মিমালী, ঊর্ম্মিমালী — সমুদ্র।

ঊর্মিল, ঊর্ম্মিল — তরঙ্গময়।

ঊর্মিলা, ঊর্ম্মিলা — লক্ষ্মণের স্ত্রী।

ঊষর — অনুর্বর।

উষসী — ('উষসী' দেখ।)

উষা — শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের স্ত্রী। ('উষা' দেখ।)

উহ্য — অনুক্ত। উল্লেখ না থাকিলেও অনুমান করা যায় এমন।

ঋ

ঋক্ — বেদমন্ত্র। ঋগ্‌বেদ।

ঋক্‌থ — ধন। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি।

ঋক্ষ — ভালুক।

ঋক্ষমণ্ডল — সপ্তর্ষিমণ্ডল।

ঋগ্‌বেদ, ঋগ্বেদ — প্রথম বেদ।

ঋগ্‌বেদী — ঋগ্‌বেদ অনুসরণ করে এমন। [ঃ 'ঋগ্‌বেদী' ব্রাহ্মণ।]

ঋগ্‌বেদীয় — ঋগ্‌বেদ সংক্রান্ত।

ঋজু — বাঁকা নয়, সোজা, সরল। বি. — ঋজুতা।

ঋণ — দেনা, ধার।

ঋণাত্মক — অভাবাত্মক, 'নেগেটিভ'। (তুঃ 'ধনাত্মক'।)

ঋণী — যে ঋণ করে, দেনদার, খাতক। কৃতজ্ঞ।

ঋত — সত্য।

ঋতু — গ্রীষ্ম বর্ষা ইত্যাদি বছরের ছয়টি বিভিন্ন ভাগ। স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাব।

ঋতুকাল — স্ত্রীলোকের রজস্বলা অবস্থা।

ঋতুকালীন — ঋতুকাল সংক্রান্ত।

ঋতুপতি — বসন্তকাল।

ঋতুমতী — যে স্ত্রীর ঋতু হইয়াছে, রজস্বলা।

ঋতুস্নান — ঋতু হইবার পর চতুর্থ দিবসে স্ত্রীলোকের শুচি স্নান।

ঋত্বিক — পুরোহিত।

ঋদ্ধি — সম্পদ। সৌভাগ্য।

ঋভু — দেবতা।

ঋষভ — বৃষ। জৈনদের প্রথম গুরু। সংগীতে,স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর, রে।

ঋষভধ্বজ — শিব।

ঋষি — মুনি। শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। বেদমন্ত্ররচয়িতা। বাঙালী মুচীর জাতি বিশেষ।

ঋষিকল্প — ঋষির মতো।

ঋষ্য — সাদা ফুটকিওয়ালা একরকম হরিণ।

ঋষ্যমূক — দক্ষিণ ভারতীয় একটি পর্বতের নাম।

ঋষ্যশৃঙ্গ — একজন মুনির নাম, দশরথের পালিতা কন্যা শান্তার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

এ

এ — ইহা, এই। এই ব্যক্তি।

এঃ — ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ।

এই — সম্মুখস্থ, নিকটস্থ। নির্দিষ্ট। [ঃ 'এই' দিনে।] সম্বোধনসূচক শব্দ। [ঃ 'এই', এদিকে আয়।] ভয় বিস্ময় আনন্দ প্রভৃতি সূচক শব্দ। [ঃ 'এই'রে! 'এই' তো! ইত্যাদি।]

এ-ও-তা — নানারকম জিনিস।

এক — প্রথম সংখ্যা, ১। অনিশ্চয়তাসূচক শব্দ। [ঃ 'এক' রাজা; ঃ 'এক' দিন।] সমগ্র, অখণ্ড, আস্ত। মিলিত। [ঃ 'এক' হও।]

একক — একাকী। সংখ্যার ডান দিকের প্রথম অঙ্ক। (তুঃ 'দশক,' 'শতক'।) যে নির্দিষ্ট মাত্রাকে প্রাথমিক পরিমাণ হিসাবে ধরা হয়।

এককালীন — একবারে। এক সময়ের।

এক গা — সর্বাঙ্গময়, দেহময়।

এক গাল — গালভরা। [ঃ 'এক গাল' হাসি।]

এককালে — একসময়ে। অতীত সময়ে। [ঃ 'এককালে' ছিল।]

একগুঁয়ে — একরোখা, জিদী, যুক্তিহীন।

একঘরে, একঘ'রে, একঘরে' — সামাজিক সম্পর্ক ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত, সমাজচ্যুত।

একঘেয়ে — বৈচিত্র্যহীন। একটানা।

একঘেয়েমি — বৈচিত্র্যহীনতা।

একঘ্নী — একজনকে হত্যা করার উপযোগী।

একচল্লিশ — ৪১ সংখ্যা।

একচালা — একটি মাত্র চাল আছে এমন ঘর।

একচুল — অতি সামান্য, লেশমাত্র।

একচেটিয়া, একচেটে — একের অধীন, একের আয়ত্ত। [ঃ 'একচেটে' ব্যবসায়।]

একচোখা, একচোখামি — 'একচোখো,' 'একচোখোমি' দেখ।)

একচোখো — পক্ষপাতদুষ্ট।

একচোখোমি — পক্ষপাতিত্ব।

একচোট — এক দফা। এক দফায় প্রচুর রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ। [ঃ 'একচোট' নেওয়া।]

একচ্ছত্র — একরাজার অধীন। সর্বময়। [ঃ 'একচ্ছত্র' অধিকার।]

একজাই — একত্রে তালিকাভুক্ত, মোট হিসাব।

একজোট — দলবন্ধ, মিলিত।

একজ্বর — একটানা জ্বর।

একজ্বরী — ছেদহীন বা একটানা জ্বরে অসুস্থ।

একটা, একটি — একসংখ্যক। [ঃ 'একটি' পয়সা।] অনির্দিষ্ট কোনও। [ঃ 'একটি' লোক।] (তাচ্ছিল্যে 'একটা' এবং সম্মান যত্ন ও দরদ বুঝাইতে 'একটি' ব্যবহৃত হয়।)

একটানা — ছেদহীন, বিরামহীন, একনাগাড়।

একটিনি — অস্থায়ী, 'অ্যাক্‌টিং' (কর্মচারী)।

একটু, একটুকু, একটুকুন — অতি সামান্য। ঈষৎ।

একতম — বহুর মধ্যে এক।

একতরফা — কেবল এক পক্ষের মতামত শুনিয়াই (বিচার)।

একতলা — একতল আছে এমন। ['একতলা' বাড়ি।]

একতা — ঐক্য, মিলিত অবস্থা।

একতারা — একটিমাত্র তার আছে এমন বাদ্যযন্ত্র।

একতালা — সংগীতের একরকম তাল।

একত্র — একস্থানে মিলিত। একস্থান।

একত্রিত — মিলিত।

একত্রিংশ, একত্রিশ — ৩১ সংখ্যা।

একত্ব — একের ভাব। ঐক্য।

একদম — একেবারে, পুরোপুরি। আদৌ। [ঃ 'একদম' আসেনি।]

একদা — কোনও এক সময়ে।

একদৃষ্টি — অপলক চোখ। **একদৃষ্টে** — একদৃষ্টিতে।

একদেশদর্শিতা — এক দিক দেখা, পক্ষপাত।

একদেশদর্শী — একচোখো, পক্ষপাতদুষ্ট।

একানব্বই, একানব্বুই — ৯১ সংখ্যা।

একনলা — একটি নল আছে এমন। [ঃ 'একনলা' বন্দুক।]

একনাগাড় — একটানা।

একনায়ক — যাঁহার একার নির্দেশ বা ইচ্ছা অনুসারে দেশের শাসনব্যবস্থা চলে।

একনায়কত্ব — একনায়কের পদ বা ভাব।

একনায়কতন্ত্র — একনায়ক-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

একনায়কতন্ত্রী — একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী।

একনিষ্ঠ — একটি বিষয়ে বা ব্যক্তিতে অনুরাগী। বি. — **একনিষ্ঠতা, একনিষ্ঠা**।

একপত্নীক — যাহার একটি মাত্র স্ত্রী আছে। বি. — **একপত্নীকতা**।

একপুরুষে — এক ব্যক্তির জীবনকালে হইয়াছে এমন। [ঃ 'একপুরুষে' বড়-লোক।]

একপেট — পেটে যতোখানি ধরে ততোখানি।

একপেশে — পুক্ষপাতদুষ্ট। কাত।

একবচন — (ব্যাকরণে) একটি মাত্র বস্তু বিষয় বা ব্যক্তি বুঝায় এমন পদ।

একবস্ত্র — একখানি কাপড় মাত্র যাহার সম্বল।

একবাক্যে — সকলের সম্মতিক্রমে।

একবিংশ, একবিংশতি — ২১ সংখ্যা।

একবিংশতিতম — ২১-এর।

একমত — মতের মিল আছে এমন।

একমনা — মনোযোগী।

একমুখ — মুখে যতোখানি ধরে ততোখানি, একগাল।

একমেটে — যাহাতে একবার মাটির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। অর্ধনির্মিত।

একরকম — ভালোও নয় মন্দও নয়, মাঝামাঝি। পার্থক্য নাই এমন।

একরত্তি — খুব সামান্য। খুব ছোট।

একরার — স্বীকৃতি, কবুল।

একরারনামা — স্বীকারপত্র।

একরূপ — একরকম।

একরোখা — একগুঁয়ে, গোঁয়ার। কেবল একপিঠে নকশা আছে এমন (কাপড়)।

একলা — একাকী।

একশা — একরকম। একাকার।

একশিরা — একরকম রোগ, অণ্ডকোষের একদিক ফুলিয়া ওঠা।

একশেষ — চরম অবস্থা। [ঃ লাঞ্ছনার 'একশেষ'।]

একহাত — এক দফায় রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ। [ঃ 'একহাত' নেওয়া।] একহাত পরিমিত।

একহারা — ছিপছিপে, রোগা। [ঃ 'এক-হারা' গড়ন।']

একা — একলা।

একাকার — পার্থক্যরহিত, একশা।

একাকী — একলা। স্ত্রী. — **একাকিনী**।

একাগ্র — একনিষ্ঠ, একই বিষয়ে আসক্ত।

একাগ্রতা — একনিষ্ঠা, একই বিষয়ে মনোযোগ।

একাঘ্নী — ('একঘ্নী' দেখ।) মহাভারতে বর্ণিত কর্ণের বিখ্যাত অস্ত্র।

একাত্তর — ৭১ সংখ্যা।

একাত্মতা — একপ্রাণ একমন এইরূপ ভাব।

একাদশ — এগারো, ১১। এগারোর। ['একাদশ' পরিচ্ছেদ।]

একাদশী — তিথির নাম। ঐ তিথিতে পালিত ব্রত। একাদশবর্ষীয়া বালিকা।

একাদিক্রমে — প্রথম হইতে পর পর, ক্রমাগত।

একাধিক — একের বেশি। অনেক।

একাধিকার — একচেটে অধিকার।

একাধিপত্য — কেবল একের প্রভুত্ব।

একান্ত — অত্যন্ত, নিতান্ত। নিরালা। [ঃ 'একান্তে' বসি।]

একান্ন — ৫১ সংখ্যা।

একান্ন — একত্র রন্ধনের ব্যবস্থা। [ঃ 'একান্নে' থাকা।]

একান্নবর্তী — একত্র রন্ধনের ব্যবস্থায় আছে এমন। [ঃ 'একান্নবর্তী' পরিবার।]

একাবলী — একরকম ছন্দ। একনরী হার।

একাশী — ৮১ সংখ্যা।

একাহার — একবেলা খাওয়া।

একাহারী — যে এক বেলা মাত্র খায়।

একীকরণ — সমান করণ। মিলিত করণ।

একীভবন — সমান বা একাকার হওয়া।

একীভাব — একরূপ হওয়া, মিলন।

একীভূত — মিলিত। একই আকারপ্রাপ্ত।

একুনে — মোট, সকল্দ্ধ।

একুশ — ২১ সংখ্যা।

একুশে — মাসের একুশ তারিখে।

একে — প্রথমতঃ [ঃ 'একে' ধনী, তায় অশিক্ষিত।] ইহাকে।

এ'কে, এ'দের, এ'র, এ'রা — ('ইনি' শব্দের বিভিন্ন রূপ।)

এ'কে — আঁকিয়া।

একেবারে — একদম, আদৌ।

একেশ্বর — একমাত্র ঈশ্বর।

একেশ্বরবাদ — ভগবান এক ও অদ্বিতীয় এইরূপ মত।

একেশ্বরবাদী — একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী।

একো — আখ হইতে তৈরী। [ঃ 'একো' গুড়।]

একোদ্দিষ্ট — একের উদ্দেশে কৃত (শ্রাদ্ধ)। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ।

এক্কা — দুইচাকাওয়ালা একরকম ঘোড়ার গাড়ী।

এক্ষণে — এই সময়ে।

এখতিয়ার — ক্ষমতা, অধিকার।

এখন — এই সময়। এই সময়ে। এই অবস্থায়। গল্পে 'কিন্তু', 'তারপর' ইত্যাদি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'এখন', রাজা ছিলেন অন্ধ।]

এখনকার — বর্তমান সময়ের। আধুনিক।

এখন-তখন — মরে মরে এমন (অবস্থা)।

এখান — এই জায়গা, এই স্থান।

এখানকার — এই জায়গার, এখানের।

এগজামিন — পরীক্ষা।

এগনো — অগ্রসর হওয়া।

এগার, এগারো — দশের পরের সংখ্যা, ১১।

এগারই, এগারোই — মাসের এগারো তারিখ বা তারিখে।

এ'চড় — ('ই'চড়' দেখ।)

এজন্য, এজন্যে — এই কারণে।

এজমালি — একাধিক ব্যক্তির মিলিত অধিকারভুক্ত। [ঃ 'এজমালি' সম্পত্তি।]

এজলাস — আদালত, কাছারি।

এজাহার — সাক্ষ্য।

এজেণ্ট — প্রতিনিধি, দালাল।

এজেন্সি — প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার।

এঞ্জিন — ('ইঞ্জিন' দেখ।)

এঞ্জিনিয়র — ('ইঞ্জিনিয়ার' দেখ।)

এটর্নি — মোকদ্দমার ভারপ্রাপ্ত উকিল, আম মোক্তার।

এটা, এটি — এই জিনিস। (স্নেহার্থে বা তুচ্ছার্থে) এই ব্যক্তি। [ঃ 'এটি' কার ছেলে?]

এটা-ওটা — নানারকমের জিনিস।

এ'টে — আঁটিয়া।

এ'টেল — আঁটালো, শক্ত (মাটি)।

এ'টো — খাইবার পরে অবশিষ্ট, উচ্ছিষ্ট।

এডভোকেট — উচ্চ আদালতের উকিল।

এড়ানো — পাশ কাটাইয়া যাওয়া। ধরা না দেওয়া। জড়িত না হওয়া। অবহেলা। বর্জন।

এডিটর, এডিটার — সম্পাদক।

এডিশন — সংস্করণ।

এড়িল — (প্রাচীন পদ্যে) নিক্ষেপ করিল।

এ'ড়ে — অণ্ডযুক্ত, মর্দা। ('এ'ড়ে' বাছুর।) রোগ বিশেষ। [ঃ 'এ'ড়ে' লাগা।]

এণ্ডী — একরকম রেশম।

এত — এই পরিমাণ। এমন বেশি।

এতৎ, এতদ্ — ইহা। [ঃ 'এতদ্দ্বারা'।] এই। [ঃ 'এতদ্দেশীয়'।]

এতাদৃশ — এইরকম। স্ত্রী.—**এতাদৃশী**।

এতাবৎ — এই পরিমাণ।

এত্তেক — (পদ্যে) ইহা।

এতো — ('এত' দেখ।)

এদ্দিন — এতদিন।

এত্তেলা — সংবাদ। বিজ্ঞপ্তি।

এনামেল — ('ইনামেল' দেখ।)

এনু — এলাম।

এন্তার — অজস্র, দেদার, খুশিমত। [ঃ 'এন্তার' দাও।]

এপাশ — এদিক।

এপাশ-ওপাশ — ছটফট, অস্বস্তিবোধ।

এপ্রিল — ইংরেজি বছরের চতুর্থ মাস।

এফিডেভিট — শপথ সহ বিবৃতি।

এফোঁড়-ওফোঁড় — একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত ফোঁড়া।

এবং — আর, ও। (সাধারণতঃ দুই বাক্যাংশের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।)

এবড়োখেবড়ো — অসমতল, উঁচুনীচু।

এবম্ — এই, এমন। [ঃ 'এবম্প্রকার'।]

এবম্প্রকার, এবম্বিধ — এইরকম।

এবার — এই দফায়, এখন।

এবারকার — এইবারের।

এবে — (পদ্যে) এখন।

এমত — এমন।

এমন — এইরকম। এতো।

এমনটি — এইরকম জিনিস বা ব্যাপার। [ঃ 'এমনটি' দেখি নাই।]

এমন কি — অপরের বা অন্য বস্তুর কথা কি। এ-ও বা ইহা-ও। [ঃ ঝড়বৃষ্টি তো আছেই, 'এমন কি' বরফ-ও।]

এমনতর, এমনতরো — এরকম।

এমনি, এম্নি — এমনই। এইরকমই।

এযাত্রা — এইবার, এই বিপদে।

এযাবৎ — এতোদিন পর্যন্ত।

এয়ো — সধবা।

এয়োত, এয়োতি — সধবার অবস্থা বা লক্ষণ।

এয়োতী — এয়ো স্ত্রী।

এর — ইহার।

এঁর — ইঁহার।

এরণ্ড — রেড়ি, ভেরেণ্ডা।

এরারুট — একরকম মূল হইতে তৈরী পালো।

এরূপ — এমন।

এলা — এলাচ ও এলাচের গাছ।

এলাকা — সীমা। অধিকারভুক্ত স্থান।

এলাচ, এলাচি — একরকম মসলা।

এলানো — শিথিলভাবে মেলিয়া দেওয়া। শিথিলভাবে মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। শিথিল ও দুর্বলভাবে শায়িত।

এলাম — আসিলাম।

এলাহী — বৃহৎ। [ঃ 'এলাহী' কাণ্ড।]

এলেম — বিদ্যা। নৈপুণ্য। আসিলাম।

এলেমবাজ — দক্ষ, নিপুণ। চতুর।

এলো — এলানো, আলগাভাবে মেলা। আলগা। অসংলগ্ন।

এলো — আসিল।

এলোকেশ — খোলা চুল।

এলোকেশী — চুল খোলা আছে এমন মেয়ে।

এলোপাতাড়ি — যেখানে-সেখানে, লক্ষ্য-শূন্যভাবে। [ঃ 'এলোপাতাড়ি' মারা।]

এলোমেলো — অসংলগ্ন। শৃঙ্খলাহীন।

এষণা, এষা — ইচ্ছা। সন্ধান।

এসপার ওসপার — শেষ মীমাংসা, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

এসরাজ, এস্রার — একরকম তারযন্ত্র বাদ্যযন্ত্র।

এসিড — ('অ্যাসিড' দেখ।)

এসেন্স — সুগন্ধি আরক।
এহেন — এই রকম।

ঐ

ঐ — নির্দেশসূচক শব্দ। (দূরস্থ বস্তু বিষয় বা ব্যক্তিকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।)
ঐকতান — মিলিত বাদ্য।
ঐকমত্য — মতের মিল।
ঐকাত্ম্য — একাত্মতা, অভেদ।
ঐকান্তিক — গভীর, প্রগাঢ়। একাগ্র। আন্তরিক। বি. — **ঐকান্তিকতা**।
ঐক্য — একতা। অভিন্নতা। সঙ্ঘবদ্ধতা।
ঐচ্ছিক — ইচ্ছা অনুযায়ী, ইচ্ছাধীন। (তুঃ 'আবশ্যিক'।)
ঐছন — (প্রাচীন পদ্যে) ঐরকম।
ঐছনে, ঐছে — (প্রাচীন পদ্যে) ঐরূপে।
ঐতিহাসিক — ইতিহাস সংক্রান্ত, ইতিহাস-খ্যাত। ইতিহাসে পণ্ডিত।
ঐতিহ্য — পরম্পরাগত সংস্কার ও সংস্কৃতি। [ঃ জাতীয় 'ঐতিহ্য'।]
ঐন্দ্রজালিক — ইন্দ্রজাল বা জাদু সংক্রান্ত। জাদুকর।
ঐরাবত — দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী।
ঐশ, ঐশিক — ঈশ্বরদত্ত। ঈশ্বরিক। স্ত্রী. —**ঐশী**
ঐশ্বরিক — ঈশ্বর সংক্রান্ত। ঈশ্বরদত্ত।
ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য্য — বিপুল ধনসম্পত্তি। মহামূল্যবান বস্তু। যোগলব্ধ শক্তি।
ঐহিক — পার্থিব, ইহলোক সংক্রান্ত। (তুঃ 'পারত্রিক'।)

ও

ও — সে, উহা। নির্দেশক শব্দ। [ঃ 'ও' লোকটি; ঃ 'ও' বললে।]
ও — সম্বোধন সূচক শব্দ। [ঃ 'ও' ভাই!] মনে পড়িয়াছে বা বোঝা গিয়াছে বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'ও', সে অনেক দিনের কথা। ঃ 'ও', তাই বলো!]
ও — আর। [ঃ সে 'ও' আমি।]
ও — সেই সঙ্গে, অধিকন্তু, আবার। [ঃ বলব-'ও', শুনব-'ও'; ঃ তাকে-'ও' ডেকো।] মাত্র, পর্যন্ত, এমন কি। [ঃ কাহাকে-'ও' বলিও না; ঃ মুখে-'ও' আনিও না।] অনির্দিষ্ট এই অর্থে। [ঃ কাহাকে-'ও' দিও।]
ওই — ঐ।
ওঃ — বিস্ময় বেদনা ইত্যাদিসূচক শব্দ।
ওঁ, ওম্ — প্রণব, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বাচক শব্দ।
ওঁকার, ওংকার, ওঙ্কার — ওঁ ধ্বনি বা অক্ষর।
ওকড়া — একরকম ছোট গাছ।
ওকালতনামা — উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগের পত্র।
ওকালতি — উকিলের কাজ। অপরের পক্ষ লইয়া কিছু বলা।
ওকে, ওদের, ওর, ওরা — ('ও' শব্দের বিভিন্ন রূপ।)
ও'কে, ও'দের, ও'র, ও'রা — ('উনি' শব্দের বিভিন্ন রূপ।)
ওখান — ঐস্থান।
ওখানকার — ঐ স্থানের।
ওগরানো — ('উগরানো' দেখ।)
ওগো — সম্বোধনসূচক শব্দ। (সাধারণতঃ প্রিয়জন সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়।)
ওঁচা, ওঁছা — বাজে, খেলো নিকৃষ্ট।
ওজঃ — তেজ, শক্তি।
ওজস্বিতা — ওজোগুণ থাকা, তেজস্বিতা।
ওজন — মাপ।
ওজর — আপত্তি। অজুহাত।

ওজস্বী — শক্তিশালী। স্ত্রী. — **ওজস্বিনী**।
ওজু — নমাজাদির পূর্বে হাতমুখ ধোয়া।
ওজোন — বাতাসের একরকম স্বাস্থ্যকর উপাদান।
ওঝা — যে মন্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা করে, রোজা।
ওঠা — উত্থিত হওয়া, উপরে যাওয়া। চড়া। ঘুম হইতে জাগা। অবস্থান্তির পাওয়া। [ঃরাগিয়া 'ওঠা'।] খসিয়া পড়া। [ঃচুল 'ওঠা'।] গজানো, বাহির হওয়া। [ঃ গোঁফ 'ওঠা'।] লোপ পাওয়া। [ঃকারবার 'ওঠা'।] নির্মিত হওয়া। [ঃবাড়ি 'ওঠা'।] লিখিত হওয়া। [ঃনাম 'ওঠা'।] উত্থাপিত হওয়া। [ঃপ্রস্তাব 'ওঠা'।] ক্ষয় পাওয়া। [ঃরং 'ওঠা'।] উত্থান। নিদ্রাত্যাগ।
ওঠানো — উপরে তোলা। জাগানো। তুলিয়া দেওয়া। বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করা।
ওড়—('ওয়াড়' দেখ।)
ওড়না — মেয়েদের উত্তরীয়।
ওড়া — আকাশে ভাসিয়া চলা। দ্রুতবেগে যাওয়া। অদৃশ্য হওয়া। উবিয়া যাওয়া। বিস্ফোরণের ফলে বিধ্বস্ত হওয়া।
ওড়ানো — আকাশে ভাসানো। আকাশে চালানো। বিস্ফোরক দিয়া ধ্বংস করা। অপব্যয় বা নষ্ট করা।
ওড্র — উড়িষ্যা, উৎকল দেশ।
ওৎ, ওত — আক্রমণের উদ্দেশ্যে গোপনে প্রতীক্ষা। [ঃ'ওত' পাতা।]
ওতপ্রোত — পরিব্যাপ্ত। [ঃ'ওতপ্রোত' ভাবে থাকা।]
ওধার — ঐদিক, ঐপাশ।
ওপার — অপর পার।
ওম্ — ('ওঁ' দেখ।)
ওমরাহ্ — দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি।
ওয়াক — বমি করার শব্দ বা বেগ।
ওয়াকিবহাল, ওয়াকিফহাল, ওয়াকেফহাল — অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখে এমন।
ওয়াচ — ছোট ঘড়ি।
ওয়াড় — লেপ বালিশ ইত্যাদির ঢাকা।
ওয়াপস — ফেরৎ।
ওয়ারিশ, ওয়ারিস — উত্তরাধিকারী।
ওয়ারিশান, ওয়ারিসান — উত্তরাধিকারী।
-ওয়ালা — বিশিষ্ট যুক্ত নিযুক্ত মালিক ব্যবসায়ী ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ'গোঁফওয়ালা', 'পাহারাওয়ালা', 'বাড়িওয়ালা', 'পান-ওয়ালা'।] স্ত্রী. — **-ওয়ালী**।
ওয়াশিল, ওয়াসিল — আদায়, উসুল।
ওর — উহার।
ওর — (প্রাচীন পদ্যে) সীমা।
ওরফে — অন্য নামে, নামান্তরে।
ওরে — (তুচ্ছার্থে) সম্বোধনসূচক শব্দ।
ওল — একরকম মূল জাতীয় আনাজ।
ওলকপি — শালগম জাতীয় একরকম আনাজ।
ওলটপালট — ('উলটপালট' দেখ।)
ওলটানো — ('উলটানো' দেখ।)
ওলন — লম্বরেখা নির্ণয়ের জন্য তলায় ভারবাঁধা সুতা।
ওলন্দাজ — হল্যান্ড দেশের অধিবাসী।
-ওলা — ('ওয়ালা' দেখ।)
ওলা — চিনির লাড়ু।
ওলাইচণ্ডী — যে দেবীর রোষে কলেরা হয় মনে করা হয়।
ওলাউঠা — কলেরা রোগ।
ওলো — (তুচ্ছার্থে) মেয়ের উদ্দেশে মেয়ের সম্বোধন।
ওষধি, ওষধী — একবার ফল হইবার পর মরিয়া যায় এমন গাছ।
ওষুধ — ('ঔষধ' দেখ।) তুকতাক, মন্ত্-

প্রয়োগ। [ঃ 'ওষুধ' করা।] প্রতিকার।

ওষ্ঠ — ঠোঁট। উপরের ঠোঁট। [ঃ 'ওষ্ঠাধর'।]

ওষ্ঠপুট — মিলিত ওষ্ঠাধর।

ওষ্ঠাগত — ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এমন, যায়-যায়। [ঃ প্রাণ 'ওষ্ঠাগত'।]

ওষ্ঠাধর — উপরের ও নীচের ঠোঁট।

ওষ্ঠ্য — যে বর্ণ ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত হয় (উ ঊ প-বর্গ)।

ওসকানো — ('উসকানো' দেখ।)

ওসার — প্রস্থ, চওড়ার দিক।

ওস্তাগর — প্রধান দরজী। সূচি-শিল্পী।

ওস্তাদ — গুরু, শিক্ষক। সংগীতশিক্ষক। সুনিপুণ। চালাক। ধূর্ত।

ওস্তাদি — শিক্ষকতা। সংগীতের শিক্ষকতা। নৈপুণ্য। বাহাদুরি।

ওস্তাদী — ওস্তাদ সংক্রান্ত, ওস্তাদকৃত। উচ্চাঙ্গ (গান)।

ওহাবী — মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ।

ওহে — সম্বোধনসূচক। (সাধারণতঃ সমান পদস্থ ব্যক্তির প্রতি।)

ওহো — স্মরণ, বিস্ময় ও বেদনাসূচক শব্দ।

ঔ

ঔচিত্য — ন্যায্যতা, উপযুক্ততা।

ঔজ্জ্বল্য — উজ্জ্বলতা।

ঔৎসুক্য — উৎসুকের ভাব, আগ্রহ।

ঔদরিক — পেটুক। উদর সংক্রান্ত।

ঔদার্য, ঔদার্য্য — উদারতা, মনের বিশালতা।

ঔদাসীন্য — উদাসীন ভাব, আগ্রহের অভাব।

ঔদাস্য — উদাস ভাব। নির্লিপ্ত।

ঔদ্ধত্য — উদ্ধত ভাব, স্পর্ধা, ধৃষ্টতা।

ঔপনিবেশিক — উপনিবেশ সংক্রান্ত। উপনিবেশের যোগ্য। উপনিবেশের অধিবাসী। উপনিবেশ স্থাপনকারী।

ঔপনিষদ — উপনিষদ্ সংক্রান্ত।

ঔপন্যাসিক — উপন্যাসের লেখক। উপন্যাস সংক্রান্ত।

ঔপমিক — উপমা সংক্রান্ত। তুলনামূলক। [ঃ 'ঔপমিক' ভাষাতত্ত্ব।]

ঔপসর্গিক — উপসর্গ সংক্রান্ত।

ঔপাধিক — উপাধি সংক্রান্ত। নামমাত্র। (ঃ 'ঔপাধিক' সম্রাট।)

ঔরস — পুরুষের জন্মদানশক্তি।

ঔষধ — প্রতিষেধক বা রোগনাশক দ্রব্য। প্রতিকার ব্যবস্থা।

ঔষধি — ঔষধ হয় এমন গাছ। ওষধি।

ঔষ্ঠ্য — ('ওষ্ঠ্য' দেখ।)

ক

কই — একরকম মাছ।

কই — কোথায়। 'না' এই অর্থ বুঝাইতে প্রশ্নে। [ঃ 'কই' আর এলো।] প্রত্যাশিত বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্নে। [ঃ 'কই', তুমি যাবে না?]

কইয়ে — ভালো বলিতে পারে এমন। [ঃ 'কইয়ে' লোক।]

কইল, কইলা — কহিল।

কওয়া — কহা, বলা।

কওয়ানো — বলানো।

কংগ্রেস — সম্মিলন। ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

কংগ্রেসী — কংগ্রেস সংক্রান্ত। কংগ্রেস দলভুক্ত।

কংস, কংশ — মথুরার রাজা। যাহাকে কৃষ্ণ বধ করেন। কাঁসা।

কংসকার — কাঁসারী।

কংসবণিক — কাঁসারী।

কংসারি — কংসের শত্রু শ্রীকৃষ্ণ।

ককানো — শিশুর চাপা গলায় কাঁদা। কাতর ভাবে কাঁদা।

ককানি — শিশুর চাপা কান্না। কাতর কান্না।

ককুৎ, ককুদ্ — ষাঁড়ের ঝুঁটি।

কক্‌খনো — (জোর বুঝাইতে) কখনই।

কক্ষ — কামরা, ঘর। কাঁখ, বগল। কোমর। গ্রহাদির ভ্রমণপথ।

কক্ষপুট — বগল।

কক্ষনো — কখনই। কোনও কারণেই।

কখন — কোন্ সময়ে। অনেকক্ষণ আগে। [ঃ'কখন' থেকে বসে আছি!]

কখনই — কোনও সময়ে, কোনও অবস্থায় বা কারণেই।

কখনও — কোনও সময়ে, কোনও অবস্থায়।

কখন-কখন, কখনও কখনও — অনেক সময়ে। মাঝে মাঝে।

কঙ্ক — কাঁক পাখি। অজ্ঞাতবাসকালে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম।

কঙ্কণ — হাতের বালা, কাঁকন।

কঙ্কতিকা — চিরুনি, কাঁকুই।

কঙ্কর — কাঁকর, পাথরের দানা।

কঙ্কাল — শরীরের হাড়ের কাঠামো, অস্থিপঞ্জর।

কচ্ — ধারালো অস্ত্র দিয়া সহজে কাটার শব্দ।

কচ — দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র।

কচকচি — বচসা। কূট প্রশ্নের আলোচনা। কচ্‌কচ্ শব্দ।

কচকচে — যাহা চিবাইবার সময় কচ্ কচ্ করে।

কচর কচর, কচরমচর — চিবাইয়া খাইবার শব্দ।

কচলানো — জলে নাড়িয়া চাড়িয়া ধোয়া। প্যাচড়ানো। [ঃ ব্যাপার কচলানো।]

কচাৎ — ধারালো অস্ত্র দিয়া সহজে হঠাৎ কাটার শব্দ।

কচাল — বিতর্ক। [ঃ কূট-'কচাল'।]

কূচালে — বিতর্কপরায়ণ। [ঃ কূট-'কচালে'।]

কচি — খুব ছোট। খুব কাঁচা। কোমল, নরম।

কচু — একরকম মূলজাতীয় আনাজ।

কচু, কচুপোড়া — (তাচ্ছিল্যে) কিছুই না। [ঃ করবে 'কচু'!]

কচুরি — ময়দার ভিতর দাল ইত্যাদির পুর দিয়া ভাজা লুচি জাতীয় খাবার।

কচুরিপানা — একরকম জলজ গাছ।

কচ্ছ — কাছা। [ঃ 'মুক্তকচ্ছ'।]

কচ্ছ — গুজরাটের সমুদ্রতীরবর্তী একটি অঞ্চল।

কচ্ছপ — কাছিম, কূর্ম।

কজ্জল — কাজল। কালি।

কজ্জলী — পারা ও গন্ধক দিয়া তৈয়ারী ঔষধ।

কজ্জ্বল — কালো। [ঃ "মেঘ-'কজ্জ্বল' দিবসে"।]

কণ্ড — বাঁশের ডাল।

কঞ্চুক — বর্ম। সাপের খোলস। কাঁচুলি।

কঞ্চুকী — রাজার অন্তঃপুরে বিচরণ করিয়া পরামর্শাদি দেন এমন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বর্মধারী।

কঞ্চুলিকা, কঞ্চুলী — কাঁচুলি, মেয়েদের বুক বাঁধিবার কাপড়।

কঞ্জুষ, কঞ্জুস — কৃপণ।

কট্ — শক্ত জিনিস কাটিবার শব্দ।

কটক — সেনানিবেশ। উড়িষ্যার বিখ্যাত শহর।

কটকট — যন্ত্রণা, ব্যথা। [ঃ কান কটকট করা।]

কটকটানি — যন্ত্রণাবোধ।

কটকটে — শুকাইয়া শক্ত করে এমন। [ঃ 'কটকটে' রোদ।] কটকট শব্দ করে এমন। [ঃ 'কটকটে' ব্যাং।] নীরস। [ঃ 'কট-কটে' কথা।]

কট-কোবালা — একরকম ঋণপত্র যাহাতে ঋণ শোধ না করিলে বন্ধকী সম্পত্তি মহাজনের হস্তগত হয়।

কটমট — ক্রোধ প্রকাশসূচক (দৃষ্টি)। [ঃ 'কটমট' ক'বে তাকানো।]

কটরমটর — অবোধ্য কথা।

কটা — ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ।

কটাক্ষ — আড় চোখে চাওয়া। নিন্দাসূচক ইঙ্গিত। [ঃ 'কটাক্ষ' করা।]

কটাৎ — সজোরে ভাঙিয়া বা কাটিয়া যাওয়ার শব্দ।

কটাল — অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ার।

কটাস্ — ('কটাৎ' দেখ।)

কটাস — একরকম বন্য বিড়াল।

কটাসে — ঈষৎ কটা। [ঃ 'কটাসে' চোখ।]

কটাহ — রাঁধিবার পাত্র, কড়া।

কটি, কটী — কোমর, মাজা, কাঁকাল।

কটিতট — কটিদেশ, কোমর।

কটিবন্ধ — কোমরবন্ধ, মেখলা।

কটু — তিক্ত। বিস্বাদ। কড়া, কঠোর।

কটুকাটব্য — গালাগালি, কটুকথা।

কটুতা — তিক্ততা। কঠোরতা।

কটূক্তি — কটুকথা, গালাগালি।

কটোরা, কটোরি — একরকম বাটি।

কঠিন — শক্ত, দৃঢ়। তরল নয়। কঠোর। বি. — **কঠিনতা**।

কঠোর — কড়া, কঠিন। কষ্টসাধ্য। [ঃ 'কঠোর' দায়িত্ব।] বি. — **কঠোরতা**।

কড় — বঁড়শি বাঁধিবার শক্ত সুতা।

কড়কড় — মেঘের ডাক। সজোরে ভাঙিয়া পড়ার শব্দ। চিবাইবার শব্দ।

কড়কড়ে — শুষ্ক। [ঃ ভাত 'কড়কড়ে' হওয়া।]

কড়কানো — ধমক দেওয়া, শাসানো।

কড়চা — কবিতায় লেখা বিবরণ। খাজনার হিসাবপত্র।

কড়তা — যে পাত্রে জিনিস বিক্রয় করা হয়, তাহার ওজন।

কড়মড় — শক্ত জিনিস চিবাইবার শব্দ।

কড়মড়ানো — কড়মড় করা। [ঃ দাঁত 'কড়মড়ানো'।]

কড়া — এক পায়সার বিশ ভাগের এক ভাগ। অতি সামান্য পরিমাণ। [ঃ এক 'কড়া' ক্ষমতা নাই।]

কড়া — রাঁধিবার চাটালো পাত্র।

কড়া — শক্ত মাংস। [হাতে 'কড়া' পড়া।]

কড়া — আংটা, বালার মতো হাতল।

কড়া — কঠোর, উগ্র। দুঃসহ, তীব্র। [ঃ 'কড়া' রোদ।]

কড়াই — রাঁধিবার পাত্র, কড়া।

কড়াই — একরকম দাল, কলাই।

কড়াকড়ি, কড়াক্কড়, কড়াক্কড়ি — কঠিন নিয়ম, কঠোর শৃঙ্খলা।

কড়াৎ — বাজ পড়ার শব্দ। সজোরে ভাঙার শব্দ।

কড়ার — শর্ত। পাওনা শোধের তারিখ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি।

কড়ি — শামুক জাতীয় একরকম সামুদ্রিক জীবের খোল। অতিসামান্য পরিমাণ ধন।

কড়ি — ছাদের তলায় দেওয়া লম্বা কাঠ বা লোহা।

কড়ি — একরকম কঠিন খোড়া মাটি। [ঃ 'কড়ির' বয়াম।]

কড়িয়াল, কড়িয়ালি — লাগামের কড়া যাহা ঘোড়ার মুখে থাকে।

কড়ে — ছোট। [ঃ 'কড়ে' আঙুল।]

কণা — রেণু। সামান্যতম অংশ।

কণাদ — বৈশেষিক দর্শন-রচয়িতা প্রাচীন

ঋষি।

কণিকা — কণা।

কণ্টক — কাঁটা। **কণ্টকময়** — কাঁটায় ভরা।

কণ্টকাকীর্ণ — কণ্টকময়।

কণ্টকিত — কাঁটাযুক্ত। রোমাঞ্চিত। [ঃ দেহ 'কণ্টকিত' হইল।]

কণ্টকী — কাঁঠাল।

কণ্ট্রাক্ট — চুক্তি। ঠিকা।

কণ্ট্রাক্টার — ঠিকাদার।

কণ্ট্রোল — সরকারী মূল্যনিয়ন্ত্রণ।

কণ্ঠ — গলা।

কণ্ঠনালি, কণ্ঠনালী — গলার যেখান দিয়া খাদ্য ও শ্বাস যায়।

কণ্ঠরোধ — কণ্ঠনালী চাপিয়া দেওয়া, বলিতে না দেওয়া।

কণ্ঠশ্বাস — মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখ দিয়া গৃহীত শ্বাস।

কণ্ঠস্থ — মুখস্থ। কণ্ঠে অবস্থিত।

কণ্ঠস্বর — গলার আওয়াজ।

কণ্ঠাগত — গলা পর্যন্ত আসিয়াছে এমন। [ঃ প্রাণ 'কণ্ঠাগত'।]

কণ্ঠা — গলার নীচের দুই পাশের হাড়।

কণ্ঠি, কণ্ঠী — বৈষ্ণবের তুলসীর মালা।

কণ্ঠিধারী — বৈষ্ণব।

কণ্ঠিবদল — কণ্ঠি বদল করিয়া বৈষ্ণবের বিবাহ।

কণ্ঠ্য — কণ্ঠ সংক্রান্ত। কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয় এমন বর্ণ (অ আ ক-বর্গ হ)।

কণ্ডু, কণ্ডূ — চুলকানি, খোস-পাঁচড়া।

কণ্ডূয়ন — চুলকানো।

কণ্ব — প্রাচীন মুনি যাঁহার আশ্রমে শকুন্তলা পালিতা হইয়াছিলেন।

কত — কি পরিমাণ? অনেক। (ঃ 'কত' বলি, শোনো না।) কি দাম। [ঃ আলুর সের 'কত'।]

কতক — কিছু, কিছু পরিমাণ।

কত কি — নানারকম। [ঃ 'কত কি' জিনিস।]

কতমতে — কত রকমে, নানাভাবে।

কতয় — কি দামে। [ঃ 'কতয়' বিকোচ্ছে?]

কতল — মাথা কাটিয়া ফেলা।

কতিপয় — কয়েকটি, কতকগুলি।

কতেক — (প্রাচীন পদ্যে) কত বেশী।

কত্তা — কর্ত্তা।

কৎবেল — কয়েতবেল, কপিত্থ।

কথক — যিনি সুর ও ভাবভঙ্গী সহকারে পুরাণ পাঠ করেন।

কথকতা — কথকের কাজ, সুর ও ভাবভঙ্গী সহকারে পুরাণ পাঠ।

কথঞ্চিৎ — কোনও রকমে। কিছু, কিঞ্চিৎ।

কথন — বলা।

কথনীয় — বলার যোগ্য।

কথা — অর্থময় শব্দ। উক্তি। গল্প, কাহিনী। আলাপ। [ঃএ বিষয়ে 'কথা' হয়নি।] প্রতিশ্রুতি। [ঃ'কথা' দিলাম।] প্রবাদ। [ঃ 'কথায়' বলে—] **কথায় কথায়** — প্রসঙ্গক্রমে। **কথার কথা** — অতি সহজ ব্যাপার। **কথা কাটাকাটি** — বিতর্ক, বাদপ্রতিবাদ। **কথা চালা** — একজনের এমন কথা অপরকে বলা যাহাতে তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইতে পারে। **কথায় থাকা** — কোনও আলোচনায় বা ব্যাপারে জড়িত হওয়া। **কথা পাড়া** — প্রসঙ্গ তোলা। **কথা রাখা** — অনুরোধ মতো কাজ করা। **কথা শোনা** — উপদেশ-পরামর্শ মানিয়া চলা।

কথাবার্তা, কথাবার্ত্তা — আলাপ, আলোচনা।

কথিত — বলা হইয়াছে এমন, উক্ত। উল্লিখিত।

কথোপকথন — কথাবার্তা, আলাপ।

কথ্য — কথোপকথনে ব্যবহার্য। [ঃ 'কথ্য' ভাষা।] বলার যোগ্য।

কদন্ন — কুখাদ্য।

কদভ্যাস — খারাপ অভ্যাস।

কদম — একরকম গাছ ও তাহার ফুল, কদম্ব।

কদম — পদক্ষেপ। ঘোড়ার চলার ভঙ্গী। [ঃ জোর কদমে।]

কদমা — চিনি দিয়া তৈয়ারী ফাঁপা একরকম লাড়ু।

কদম্ব — ('কদম' দেখ।)

কদর — আদর যত্ন। মর্যাদা, মূল্য।

কদর্থ — বিকৃত অর্থ। খারাপ অর্থ।

কদর্য, কদর্য্য — কুৎসিত, জঘন্য। বি — কদর্যতা, কদর্য্যতা।

কদলী — কলা রম্ভা। কলা গাছ। **কদলী প্রদর্শন** — কলা দেখানো ঠকানো প্রতিশ্রুতি বা আশা দিয়া পরে প্রতারণা।

কদাকার — দেখিতে কুৎসিত কুশ্রী।

কদাচ — কখনই। কখনও।

কদাচন — কোনও সময়ে।

কদাচার — কুৎসিত আচার। অনাচার।

কদাচারী — যে কদাচার করে।

কদাচিৎ — কোনও সময়ে। দৈবাৎ কখনও।

কদাপি — কখনই। কোনও সময়ে।

কদু — লাউ।

কদুক্তি — খারাপ কথা। গালাগালি।

কনক — সোনা।

কনকন — বেদনাসূচক অনুকার।

কনকনানি — বেদনা বোধ।

কনকনে — বেদনা বোধ হয় এমন ঠাণ্ডা।

কনকাঞ্জলি — বিবাহের সময়ে মাকে বা বিসর্জনের সময়ে প্রতিমাকে অর্ঘ্যদান।

কনসার্ট — নানারকম বাদ্যযন্ত্রের মিলিত বাজনা, ঐকতান।

কনভয় — রক্ষণ কার্যে ব্যাপৃত সারিবদ্ধ জাহাজ বিমান সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি।

কনস্টেবল — পুলিসের লোক।

কনিষ্ঠ — সব চেয়ে ছোট। স্ত্রী — **কনিষ্ঠা**।

কনিষ্ঠা — কড়ে আঙুল।

কনীনিকা — ছোট বোন। কড়ে আঙুল। চোখের তারা।

কনীয়সী — কনিষ্ঠা। অল্পতরবয়স্কা।

কনীয়ান — অল্পবয়স্ক। অল্পতরবয়স্ক।

কনুই — বাহুর মধ্যবর্তী স্থান যেখানে হাত ভাঁজ করা যায়।

কনে — কন্যা, পাত্রী।

কনেবউ — নূতন বউ। ছোট বউ।

কনেস্টবল — (কনস্টেবল দেখ।)

কন্থা — কাঁথা।

কন্দ — আলু কচু জাতীয় গাছের পরিপুষ্ট মূল।

কন্দর — পাহাড়ের গুহা।

কন্দর্প — প্রেমের দেবতা, মদন।

কন্দুক, কন্দুক — খেলিবার উপযোগী গোলাকার জিনিস, ভাঁটা, বল।

কন্ধকাটা — কাঁধ হইতে কাটা কবন্ধ। [ঃ 'কন্ধকাটা' ভূত।]

কন্যা — মেয়ে, দুহিতা। বিবাহযোগ্যা মেয়ে, পাত্রী। রাশিচক্রের ষষ্ঠ রাশি।

কন্যাকর্তা, কন্যাকর্ত্তা — পাত্রীপক্ষের প্রধান ব্যক্তি।

কন্যাকুমারী — ভারতের দক্ষিণস্থ কুমারিকা অন্তরীপ।

কন্যাদান — বিবাহের সময়ে বরের হাতে কন্যাকে সঁপিয়া দেওয়ার অনুষ্ঠান।

কন্যাদায় — মেয়ের বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব বা কঠিন কর্তব্য।

কন্যাপক্ষ — পাত্রীর অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজন।

কন্যাযাত্র, কন্যাযাত্রী — বিবাহে কন্যার পক্ষ

হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি।
কপ্ — দ্রুত মুখে পুরিবার বা দ্রুত কোপ দিবার শব্দ।
কপাকপ — বারে বারে দ্রুত মুখে পুরিবার বা দ্রুত কোপ দিবার শব্দ।
কপচানো — শেখা বুলি আওড়ানো। একই কথা বার বার বলা।
কপট — ভণ্ড, ভানপূর্ণ, ছলনাপূর্ণ, প্রতারক।
কপটতা — ভণ্ডামি, ছল, ভান।
কপটাচার — শঠতা।
কপটাচারী — শঠ ব্যক্তি।
কপটী — শঠ, প্রতারক।
কপনি — ল্যাঙট, কৌপীন।
কপর্দক, কপর্দ্দক — কড়ি। সামান্যতম ধন।
কপর্দকহীন, কপর্দ্দকহীন — নিঃস্ব।
কপাট — দরজার পাল্লা।
কপাটি — খিল। [ঃ দাঁত-'কপাটি'।]
কপাটি — হাডুডু খেলা।
কপাল — ভ্রূর উপরের প্রশস্ত অংশ। মাথার খুলি। [ঃ 'নরকপাল'।] ভাগ্য।
কপালক্রমে — ভাগ্যের ফলে।
কপালজোর — সৌভাগ্য।
কপালে — কপাল বা ভাগ্য আছে এমন। [ঃ 'কপালে' পুরুষ; ঃ 'পোড়াকপালে'।]
কপি — বানর।
কপি — একরকম সবজি।
কপি — অনুলিপি। পাণ্ডুলিপি।
কপিকল — ভার তুলিবার জন্য চাকায় দড়ি বা শিকল লাগানো যন্ত্র।
কপিঞ্জল — চাতক পাখি।
কপিধ্বজ — অর্জুন।
কপিত্থ — কয়েতবেল।
কপিল — কটা, পিঙ্গল।
কপিল — সাংখ্যদর্শন-রচয়িতা প্রাচীন ঋষি। সগর রাজার বংশ-ধ্বংসকারী মুনি।
কপিলা — কামধেনু। পিঙ্গল বর্ণের গোরু।
কপিশ — কটা, পিঙ্গলবর্ণ।
কপোত — পায়রা। স্ত্রী. — **কপোতী।**
কপোল — গাল, গণ্ড।
কপোলকল্পনা — মনগড়া কথা, অবাস্তব কল্পনা।
কপোলকল্পিত — মনগড়া, আজগুবী।
কফ — শ্লেষ্মা, গয়ের। আয়ুর্বেদে উল্লিখিত শারীরিক উপাদান।
কফ — জামার হাতার প্রান্তভাগ।
কফি — একরকম বীজ। ঐ বীজ হইতে প্রস্তুত পানীয়।
কফিন — যে বাক্সে শব রাখিয়া গোর দেওয়া হয়, শবাধার।
কফোনি, কফৌনি — কনুই।
কব — কহিব, বলিব।
কব — (প্রাচীন কবিতায়) কখন।
কবচ — অংগত্রাণ, বর্ম। মন্ত্রপূত মাদুলি।
কবজা — কপাট জানালা ইত্যাদিকে ভাঁজ করার জন্য লাগানো লোহা বা পিতলের পাত।
কবজি — মণিবন্ধ।
কবন্ধ — মস্তকহীন দেহ।
কবয়ী — কই মাছ।
কবর — গোর, সমাধি।
কবরী — খোঁপা।
কবল — গ্রাস। খপ্পর।
কবলিত — কবলে পড়িয়াছে এমন। শত্রুর বশীভূত।
কবলানো — কবুল করা, স্বীকার করা।
কবহি, কবহু — (প্রাচীন কবিতায়) কখনও।
কবাট — ('কপাট' দেখ।)
কবাটি, কবাডি — ('কপাটি' দেখ।)

কবালা — বিক্রয়ের দলিল।

কবি — পদ্যের বা গীতের রচয়িতা। কবিওয়ালা।

কবিওয়ালা — এক শ্রেণীর গায়ক যাঁহারা মুখে মুখে গান রচনা করিয়া গানের লড়াই করে।

কবিতা — পদ্য। ভাবময় রসাত্মক বাক্য। [ঃ গদ্য-'কবিতা'।]

কবিত্ব — ভাবময় মাধুর্য। কল্পনা শক্তি। কাব্যরচনার ক্ষমতা। কবিজনোচিত ভাব। (নিন্দার্থে) অবাস্তব কল্পনা।

কবিত্বপূর্ণ, কবিত্বময় — অনুভূতি ও কল্পনায় পূর্ণ।

কবিবর — শ্রেষ্ঠ কবি।

কবিরাজ — যে আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করে। কবিশ্রেষ্ঠ।

কবিরাজি — আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা। [ঃ'কবিরাজি' করা।]

কবিরাজী — কবিরাজ-প্রদত্ত বা সংক্রান্ত। [ঃ'কবিরাজী' ঔষধ।]

কবীর — বিখ্যাত ধর্মগুরু ও কবি।

কবীরপন্থী — কবীর প্রবর্তিত ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

কবুতর — পায়রা।

কবুল — স্বীকার।

কবুলতি, কবুলিয়ত — স্বীকার পত্র, দলিল।

কবে — কহিবে, বলিবে।

কবে — কোন্ দিনে।

কবোষ্ণ — অল্প গরম, ঈষদুষ্ণ।

কব্জা — ('কবজা' দেখ।)

কব্জি — ('কবজি' দেখ।)

কভু — (পদ্যে) কখনও।

কম — অল্প।

কমঠ — কচ্ছপ।

কমণ্ডলু — সন্ন্যাসীর জল রাখিবার গাড়ু বা পাত্র।

কমতি — কমা, হ্রাস। অল্পতা।

কমনীয় — সুন্দর, মনোরম। বি. — **কমনীয়তা**।

কমনে — কোন্ দিকে, কোথায়।

কমবক্ত, কমবখ্ত — হতভাগ্য।

কমবেশী — প্রায়, কাছাকাছি, অল্পাধিক।

কমল — পদ্ম। **কমলকলি** — পদ্মের কুঁড়ি।

কমলদল — পদ্মের পাপড়ি।

কমলযোনি — ব্রহ্মা।

কমলা — লক্ষ্মী। দুর্গা। একরকম সুমিষ্ট লেবু।

কমলাসন — ব্রহ্মা।

কমলাসনা — লক্ষ্মী।

কমলিনী — পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়।

কমলানেবু, কমলালেবু — একরকম সুমিষ্ট লেবু।

কমা — হ্রাস পাওয়া।

কমা — লিখিত বাক্যের মধ্যে স্বল্পকাল থামিবার চিহ্ন, ','।

কমানো — কম করা, হ্রাস পাওয়ানো, ছোট করা।

কমি — কমতি, অল্পতা।

কমিবেশি — কমা ও বাড়া, হ্রাসবৃদ্ধি। অল্পাধিক্য।

কমিটি — কার্যনির্বাহক সভা, মন্ত্রণা বা আলোচনা সভা।

কমিশন — তদন্তের জন্য নিযুক্ত সভা। দালালি, দস্তুরি।

কমিশনার — অনেকগুলি জেলার ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা। পৌরসভার সদস্য। তদন্তকারী। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

কম্প — কাঁপুনি, কম্পন। [ঃ'কম্প' দিয়া জ্বর আসা।]

কম্পন — কাঁপুনি।

কম্পমান — কাঁপিতেছে এমন।

কম্পাউণ্ডার — ডাক্তারখানায় ঔষধ মিশাইবার লোক।

কম্পাউণ্ডারি — কম্পাউণ্ডারের কাজ।

কম্পান্বিত — কাঁপিতেছে এমন।

কম্পাস — দিক-নির্ণয় যন্ত্র। জ্যামিতির চিত্র নকশা ইত্যাদি আঁকিবার কাজে লাগে এমন একরকম যন্ত্র।

কম্পিত — কাঁপিয়াছে বা কাঁপিতেছে এমন।

কম্পোজ — ছাপাখানায় অক্ষর সাজানো।

কম্পোজিটর — ছাপাখানায় যে অক্ষর সাজায়।

কম্পোজিটরি — কম্পোজিটরের কাজ।

কম্প্র — কম্পিত।

কম্ফর্টার — গলাবন্ধ।

কম্বল — মোটা পশমী চাদর।

কম্বু — শাঁখ।

কম্বোজ — দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ, কাম্বোডিয়া।

কম্ম — কর্ম, কাজ।

কম্যুনিজম — সাম্যবাদ। মার্কস্-লেনিন-প্রবর্তিত মতবাদ।

কম্যুনিস্ট — কম্যুনিজমে বিশ্বাসী।

কম্র — কমনীয়, সুন্দর।

কয় — সংখ্যায় কত।

কয় — কহে, বলে।

কয়লা — অঙ্গার, জ্বালানি দ্রব্য।

কয়াধু — পুরাণে বর্ণিত প্রহ্লাদের মা।

কয়াল — যে আড়তে মাল ওজন করে।

কয়ালি — কয়ালের কাজ বা মজুরি।

কয়েক — সংখ্যায় কিছু।

কয়েতবেল — বেল জাতীয় ফল, কপিত্থ।

কয়েদ — জেল। কারাদণ্ড। [ঃ 'কয়েদ' হওয়া।] কারারুদ্ধ। [ঃ 'কয়েদ' করা।]

কয়েদী — কারারুদ্ধ ব্যক্তি, বন্দী।

কর — হাত। হাতীর শুঁড়। কিরণ। খাজনা, ট্যাক্স। পদবী বিশেষ।

করকচ — সমুদ্র হইতে উৎপন্ন একরকম নুন।

করকর — যেন বালি পড়িয়াছে এমন বেদনা বোধ।

করকরে — বালির মতো দানাযুক্ত।

করকা — ঠাণ্ডায় জমিয়া বৃষ্টি-কণাগুলির বরফের মতো রূপ, বৃষ্টি-শিলা।

করকোষ্ঠী — হাতের রেখা দেখিয়া ভাগ্য নির্ণয়। হাতের রেখা দেখিয়া রচিত কোষ্ঠী।

করঙ্ক — বাটা, ডিবা। [ঃ তাম্বুল-'করঙ্ক'-বাহিনী।]

করচা — ('কড়চা' দেখ।)

করঞ্জ, করঞ্জক — একরকম গাছ ও তাহার ফল।

করণ — কাজ, করা। (ব্যাকরণে) দ্বারা দিয়া ইত্যাদি যোগে গঠিত কারক। কার্যালয়।

করণকারণ — কুটুম্বিতা, বিবাহাদি কাজ।

করণিক — কেরানী।

করণীয় — যাহা করা উচিত, কর্তব্য। বিবাহের দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপনের যোগ্য। [ঃ 'করণীয়' ঘর।]

করত, করতঃ — করিয়া।

করতল — হাতের তেলো।

করতা — ('কড়তা' দেখ।)

করতাল — মন্দিরা, কত্তাল।

করতালি — হাততালি।

করদ — রাজস্ব দেয় এমন। [ঃ 'করদ' রাজ্য।]

করদাতা — যে ট্যাক্স দেয়।

করনা — কাজ। [ঃ 'ঘরকরনা'।]

করন্যাস — পূজার সময়ে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যথানিয়মে অঙ্গুলি স্পর্শ।

করপল্লব — পল্লবতুল্য কোমল হাত, হাতের কোমল চেটো।

করপীড়ন — বিবাহ, পাণিগ্রহণ।
করপুট — অঞ্জলি, জোড়হাত।
করবাল — তরবারি, অসি।
করবী — একরকম গাছ ও তাহার ফুল।
করভ — হাতীর বাচ্চা। উটের বাচ্চা।
করম — (পদ্যে) কাজ, কর্ম। কর্মফল।
করমর্দন, করমর্দ্দন — হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রীতি প্রকাশ।
করমচা — একরকম টক ফল।
করলা — উচ্ছা জাতীয় তিক্ত ফল।
করা — কাজে ব্যস্ত থাকা। কাজ সম্পন্ন করা। প্রয়োগ বা ব্যবহার করা। [ঃ জোর 'করা'; ঃ বুদ্ধি 'করা'।] লওয়া বা রাখা। [ঃ কাঁধে 'করা'; ঃ হাতে 'করা'।] কোথাও গিয়া সেখানকার কাজ করা। [ঃ আপিস 'করা'; ঃ বাজার 'করা',] নির্ণয় করা। [ঃ 'দর' করা।] কোনও ভাবের বশীভূত হওয়া। [ঃ লজ্জা 'করা'; ঃভয় 'করা'; ঃ ঘৃণা 'করা', ঃ আশা 'করা'।] করা হইয়াছে এমন, কৃত। [ঃ 'করা' কাজ।]
করাঘাত — হাত দিয়া আঘাত, চড়।
করাত — কাঠ চিরিবার যন্ত্র।
করাতী — করাত দিয়া কাঠ চেরাই যাহার পেশা।
করানো — অন্যের দ্বারা করা।
করার — ('কড়ার' দেখ।)
করাল — ভয়ানক, ভীষণ। বড় দাঁতওয়ালা।
করালবদনা — ভয়ঙ্কর মুখ যাহার এমন স্ত্রী, কালীমূর্তি।
করালী — দুর্গা, চণ্ডিকা।
করিঞা — (প্রাচীন কবিতায়) করিয়া।
করিণী — স্ত্রী হস্তী, হস্তিনী।
করিতকর্মা, করিতকর্ম্মা — দুঃসাধ্য কর্মে সফল, কৃতকর্মা।
করিয়া — করিবার পর। চড়িয়া। [ঃ মোটরে 'করিয়া'।] রাখিয়া। [ঃ মনে 'করিয়া'; ঃ কাঁধে 'করিয়া'।] উপায়ে। [ঃ কি 'করিয়া'।] ক্রমে। [এক এক 'করিয়া'।]
করী — হস্তী।
করীষ — ঘুঁটে।
করুগেট — দস্তার কলাই করা ঢেউতোলা লোহার চাদর।
করুণ — কাতর। করুণার উদ্রেক করে এমন।
করুণা — দয়া।
ক'রে — ('করিয়া' দেখ।)
করোটি, করোটী — মাথার খুলি।
কর্ক — ছিপি।
কর্কট — কাঁকড়া। রাশিচক্রের চতুর্থ রাশি।
কর্কটক্রান্তি — নিরক্ষরেখার প্রায় তেইশ অক্ষাংশ উত্তরে অবস্থিত কল্পিত রেখা।
কর্কশ — মসৃণ নহে, খসখসে। কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠুর। শ্রুতিকটু। বি. — **কর্কশতা**।
কর্জ, কৰ্জ্জ — ধার, ঋণ।
কর্ণ — কান। কোণাকোণি রেখা। মহাভারতে বর্ণিত সূর্য ও কুন্তীর পুত্র।
কর্ণকুহর — কানের ছিদ্র।
কর্ণগোচর — কানে পৌঁছিয়াছে এমন, শ্রুত।
কর্ণধার — যে নৌকার বা জাহাজের হাল ধরে। পরিচালক।
কর্ণপটহ — কানের ভিতরে শব্দগ্রহণকারী সূক্ষ্ম চামড়া।
কর্ণপাত — কান দেওয়া, শোনা।
কর্ণবিবর — কানের ছিদ্র।
কর্ণবেধ — কান ফোঁড়ানো।
কর্ণমূল — কানের গোড়া।
কর্ণশূল — কানের ব্যথা।
কর্ণাট, কর্ণাটক — দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চল

বিশেষ।

কর্ণাটী — কর্ণাট অঞ্চলের। [ঃ 'কর্ণাটী' সংগীত] কর্ণাটের অধিবাসী।

কর্ণিক — চুন-বালি ইত্যাদি লাগাইবার জন্য রাজমিস্ত্রীর যন্ত্র।

কর্ণিকা — কানের গয়না। পদ্মের বীজকোষ।

কর্তন, কর্ত্তন — কাটা, ছেদন।

কর্তব্য, কর্ত্তব্য — যাহা করা উচিত, করণীয়।

কর্তরিকা, কর্ত্তরিকা, কর্তরী, কর্ত্তরী — কাটারি। কাতুরি।

কর্তা, কর্ত্তা — যে করে। রচয়িতা, স্রষ্টা। গৃহের প্রধান ব্যক্তি। মনিব। কর্তৃকারক।

কর্তাভজা, কর্ত্তাভজা — আউলচাঁদ-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। (নিন্দার্থে) যাহারা মনিবের হুকুমমতো চলে ও তোষামোদ করে।

কর্তিত, কর্ত্তিত — কাটা হইয়াছে এমন।

কর্তৃক, কর্ত্তৃক — দ্বারা।

কর্তৃকারক, কর্ত্তৃকারক — ব্যাকরণের কারক বিশেষ।

কর্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব — প্রভুত্ব। পরিচালনার অধিকার।

কর্ত্রী — স্ত্রী কর্তা। গৃহিণী। রচয়িত্রী। [ঃ গ্রন্থ-'কর্ত্রী'।]

কর্দম, কর্দ্দম — কাদা, পাঁক।

কর্দমাক্ত, কর্দ্দমাক্ত — কাদামাখা।

কর্পূর — একরকম গাছ হইতে উৎপন্ন গন্ধদ্রব্য।

কর্বুর, কর্ব্বুর, কর্বূর, কর্ব্বূর — রাক্ষস।

কর্ম, কর্ম্ম — কাজ। পেশা। চাকরি। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান।

কর্মকর্তা, কর্ম্মকর্ত্তা — উৎসবাদির পরিচালক বা প্রধান ব্যক্তি।

কর্মকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড — বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে।

কর্মকার, কর্ম্মকার — লোহার জিনিসের কারিকর, কামার।

কর্মক্ষম, কর্ম্মক্ষম — কাজ করিবার ক্ষমতা আছে এমন, সমর্থ, কর্মঠ।

কর্মক্ষেত্র, কর্ম্মক্ষেত্র — কর্ম সাধনার স্থান বা বিষয়। সংসার।

কর্মখালি, কর্ম্মখালি — কর্মচারী নিয়োগের উপযোগী পদ শূন্য থাকা।

কর্মচারী, কর্ম্মচারী — কাজের জন্য নিযুক্ত মাহিনা-করা লোক।

কর্মঠ, কর্ম্মঠ — কাজ করিতে সমর্থ। সক্রিয়।

কর্মত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ — চাকরি ছাড়া, পদত্যাগ।

কর্মধারয়, কর্ম্মধারয় — (ব্যাকরণে) বিশেষণ ও বিশেষ্যের যোগে গঠিত সমাস।

কর্মনাশা, কর্ম্মনাশা — যে কাজ করিতে গিয়া নষ্ট করে।

কর্মনিষ্ঠ, কর্ম্মনিষ্ঠ — কাজে অনুরক্ত। বি. — **কর্মনিষ্ঠা**।

কর্মফল, কর্ম্মফল — ভালো বা খারাপ কাজ করার ফলে প্রাপ্ত সুখ বা দুঃখ।

কর্মবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য — কর্মকারক প্রাধান্য লাভ করে এমন বাক্য। [ঃ ফলটি খাওয়া হ'ল।]

কর্মবিপাক, কর্ম্মবিপাক — ভুল কাজ করিবার ফল।

কর্মবীর, কর্ম্মবীর — যিনি দুঃসাধ্য কাজ করিয়াছেন।

কর্মভূমি, কর্ম্মভূমি — কর্মক্ষেত্র। সংসার।

কর্মভোগ, কর্ম্মভোগ — ভালো বা খারাপ কাজ করার ফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ। বৃথা পরিশ্রম।

কর্মযোগ, কর্ম্মযোগ — গীতায় বর্ণিত

নিষ্কাম কর্মের দ্বারা আত্মোন্নতির সাধনা।

কর্মযোগী, কর্ম্মযোগী — যিনি কর্মযোগ সাধন করেন। কর্মী।

কর্মশালা, কর্ম্মশালা — যেখানে কাজ করা হয়। নির্মাণশালা, কারখানা।

কর্মসচিব, কর্ম্মসচিব — যে কাজ দেখা-শোনা করে, সেক্রেটারি।

কর্মসাক্ষী, কর্ম্মসাক্ষী — যিনি সকল কাজই দেখিতে পান, ভগবান, চন্দ্রসূর্য।

কর্মসূত্র, কর্ম্মসূত্র — কাজের সহিত তাহার ফলের অচ্ছেদ্য যোগ। কাজের জন্য। [ঃ 'কর্মসূত্রে' আসা।]

কর্মস্থল, কর্ম্মস্থল, কর্মস্থান, কর্ম্মস্থান —চাকরি ব্যবসায় ইত্যাদির নির্দিষ্ট জায়গা।

কর্মিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ — কর্মঠ, কার্যে নিপুণ।

কর্মিষ্ঠা, কর্ম্মিষ্ঠা — কর্মপরায়ণতা।

কর্মী, কর্ম্মী — (রাজনীতি সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে) যে কাজ করে। কাজের লোক। কর্মঠ।

কর্ষণ — লাঙলের দ্বারা মাটি উল্টাইয়া ফেলা, চাষ।

কর্ষণীয় — কর্ষণের যোগ্য।

কর্ষিত — কর্ষণ করা হইয়াছে এমন, চষা।

কল — যন্ত্র। অঙ্কুর। চাতুর্য। [ঃ 'কলে'-কৌশলে।]

কল — অস্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর। [ঃ 'কল'-কণ্ঠ; ঃ 'কল'-ধ্বনি।]

কলকল — জলস্রোতের একটানা অস্পষ্ট শ্রুতিমধুর শব্দ।

কলকলানি — অস্পষ্ট শ্রুতিমধুর শব্দের সমাবেশ।

কলকলানো — কলকল শব্দ করা।

কলকা — পাতার মতো নকশা। [ঃ 'কলকা' পাড়।]

কলকে — যাহাতে তামাক ভরিয়া আগুন দেওয়া হয়, ছিলিম।

কলকে পায় না — খাতির পায় না।

কলকে — একরকম ফুল।

কলঙ্ক — দুর্নাম, অপবাদ। কালো দাগ। ধাতুনির্মিত দ্রব্যের গায়ের মরিচা বা দাগ।

কলঙ্কিত — কলঙ্কযুক্ত। অপবিত্র।

কলঙ্কিনী — যে স্ত্রীলোকের দুর্নাম রটিয়াছে। অসতী।

কলঙ্কী — যাহার কলঙ্ক বা দুর্নাম হইয়াছে।

কলত্র — পত্নী, স্ত্রী।

কলনাদিনী — কলকল শব্দ করে এমন (স্ত্রী)। [ঃ 'কলনাদিনী' গঙ্গা।]

কলপ — পাকা চুল কালো করিবার রং। মাড়।

কলবলানি — কলধ্বনি।

কলম — লেখার যন্ত্র, লেখনী। খবরের কাগজের স্তম্ভ, 'কলাম'। চারা তৈরি করার জন্য দুইটি গাছের ডাল ঈষৎ কাটিয়া জোড়া দেওয়া। [ঃ 'কলমের' চারা।]

কলমদান, কলমদানি — কলম রাখার পাত্র।

কলম-পেশা — কেরানীর কাজ, কেরানী-গিরি।

কলমবাজ — (নিন্দার্থে) লেখক।

কলমবাজি — (নিন্দার্থে) লেখকের কাজ।

কলমা — মুসলমানদের উপসনা-মন্ত্র।

কলমি — একরকম জলজ শাক।

কলশ, কলস — ঘড়া, গাগরা। কলসের মতো মন্দিরের চূড়া।

কলশি, কলসি, কলশী, কলসী — ঘড়া, গাগরা।

কলহ — ঝগড়া, বিবাদ।

কলহংস — রাজহাঁস।

কলহান্তরিতা — অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণিতা নায়িকা যে নায়কের সহিত বিবাদ করিবার পরে বেদনাবোধ করে।

কলা — একরকম ফল, কদলী, রম্ভা।

কলা দেখানো — ফাঁকি দেওয়া, অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন।

কলা — প্রতি রাত্রে চাঁদ যেটুকু বাড়ে বা কমে তাহা।

কলা — নৃত্য গীত চিত্র সাহিত্য ইত্যাদি চারু শিল্প। কৌশল। [ঃ শিল্প-'কলা'।]

কলাই — একরকম দাল, বিরিকলাই, মাষ-কলাই।

কলাই — রাং দস্তা ইত্যাদির প্রলেপ।

কলাইশুঁটি — মটরশুঁটি।

কলাকুশল — কলাবিদ্যায় দক্ষ।

কলাকৃৎ — চারুশিল্পী।

কলাকৌশল — শিল্পরচনায় নৈপুণ্য. শিল্পের কায়দা, টেকনিক।

কলাপ — ময়ূরপুচ্ছ। সমূহ।

কলাপী — ময়ূর।

কলাবউ — দুর্গা পূজার সময়ে অর্চিত কলাগাছ।

কলাবিদ্ — চারুশিল্প বিষয়ের সমালোচক ও তত্ত্বজ্ঞ।

কলাবৎ — কালোয়াত।

কলাবতী — নৃত্যগীত ইত্যাদিতে নিপুণা নারী। রাজা বৃষভানুর পত্নী, রাধিকার মা।

কলি — পুরাণে বর্ণিত চতুর্থ যুগ। পুরাণে বর্ণিত ভয়ঙ্কর দেবতা, ইনি ক্রোধ ও হিংসার পুত্র এবং ভয় ও মৃত্যুর জনক।

কলি — চুন। [ঃ 'কলি' ফেরানো; ঃ 'কলি' ধরানো।]

কলি — কুঁড়ি। বৈষ্ণবদের একরকম তিলক। [ঃ বস-'কলি'।] গানের বা কবিতার পদ।

কলিকা — কুঁড়ি। কলকে।

কলিকাতা — পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান রাজধানী, এশিয়ার একটি বৃহত্তম শহর।

কলিকাল — কলি যুগ।

কলিঙ্গ — উত্তর মাদ্রাজ ও দক্ষিণ উড়িষ্যায় অবস্থিত প্রাচীন একটি রাজ্য।

কলিচুন — ঝিনুক শামুক ইত্যাদি পুড়াইয়া তৈয়ারী চুন।

কলিজা — হৃদয়। যকৃত।

কলী — কুঁড়ি। বৈষ্ণবদের একরকম তিলক। গান বা কবিতার পদ।

কলু — তেলী। স্ত্রী. — **কলুনী**।

কলুষ — দোষ, পাপ। মালিন্য।

কলুষিত — দূষিত, নোংরা। কলঙ্কিত।

কলেজ — উচ্চতর শিক্ষালয়, মহাবিদ্যালয়।

কলেজী — কলেজ সংক্রান্ত।

কলেবর — শরীর, দেহ। চেহারা। [ঃ গ্রন্থের 'কলেবর'।]

কলেরা — ওলাউঠা রোগ।

কল্কা — ('কলকা' দেখ।)

কল্কি, কল্কী — পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর দশম অবতার যিনি কলিযুগের শেষে আসিবেন বলিয়া মনে করা হয়।

কল্কি, কল্কে — ('কলকে' দেখ।)

কল্প — পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার এক দিন, ৪৩২ কোটি বছর। যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের বিধি। [ঃ 'কল্প'-সূত্র।] নিয়ম, ব্রত।

কল্প — কল্পিত। [ঃ 'কল্প'-রূপ।]

-কল্প — 'তুল্য' অর্থে অন্য শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়। [ঃ পুত্র-'কল্প'।]

কল্পতরু, কল্পদ্রুম — চাহিলেই ইচ্ছামতো ফল পাওয়া যায় এমন গাছ। অকৃপণ দাতা।

কল্পনা — ভাবিয়া গড়া। ভাবিয়া গড়িবার শক্তি। মনগড়া বিষয়। অনুমান।

কল্পান্ত — ব্রহ্মার একটি দিনের অবসান, প্রলয়।
কল্পিত — মনগড়া।
-কল্পে — 'উদ্দেশ্যে' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'নির্মাণকল্পে'।]
কল্মাষপাদ — পুরাণে বর্ণিত সূর্যবংশীয় রাজা যিনি বশিষ্ঠপুত্রের অভিশাপে রাক্ষস হন।
কল্য — আগের বা পরের দিন, কাল। অতীত। ভবিষ্যৎ।
কল্যকার — আগের বা পরের দিনের। অতীতের বা ভবিষ্যতের।
কল্যাণ — শুভ, মঙ্গল। মঙ্গলজনক। (সঙ্গীতে) একরকম রাগিণী।
কল্যাণকর — শুভ, মঙ্গলকর।
কল্যাণময় — মঙ্গলময়। ভগবান। স্ত্রী — **কল্যাণময়ী**।
কল্যাণী — শুভা, মঙ্গলা।
কল্যাণীয় — যাহার কল্যাণ কামনা করা যায়, আশীর্বাদের পাত্র।
কল্যাণীয়া — আশীর্বাদের পাত্রী।
কল্যাণীয়াসু — আশীর্বাদের পাত্রীকে লেখা পত্রের আরম্ভিক পাঠ।
কল্যাণীয়েষু — আশীর্বাদের পাত্রকে লেখা পত্রের আরম্ভিক পাঠ।
কল্ল — ভান, ছল। চতুর।
কল্লোল — শব্দময় ঢেউ।
কল্লোলিনী — নদী।
কশ — ঠোঁটের দুই পাশ।
কশা — চাবুক।
কশা, কশানো — চাবুক লাগানো। জোরে আঘাত করা।
কশাড় — কাশ ঘাস।
কশিদা — কাপড়ের উপর ছুঁচের কাজ।
কশেরু — মেরুদণ্ড।
কশেরুকা — মেরুদণ্ডের পৃথক পৃথক অংশ।
কষ — কষায় রস। কষায় রস লাগার ফলে দাগ।
কষা — কষায় স্বাদযুক্ত।
কষা — শক্ত করিয়া বাঁধা, আঁটা। কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করা। [ঃ সোনা 'কষা'।] অঙ্ক করা, হিসাব করা। [ঃ দাম 'কষা'।] ঈষৎ ভাজা। [মাছ 'কষা'।] আঁট, শক্ত। [ঃ 'কষা' জুতো।] কষা হইয়াছে এমন। [ঃ 'কষা' সোনা; ঃ 'কষা' অঙ্ক; ঃ 'কষা' মাছ। ঃ 'কষা' দাম।]
কষাকষি — টানাটানি, প্রতিস্পর্ধিতা, জিদ। **মন কষাকষি** — মনান্তর, মনোমালিন্য। **দর কষাকষি** — দর লইয়া জিদ বা টানাটানি।
কষাটে — ঈষৎ কষায় স্বাদযুক্ত।
কষায় — কষা স্বাদ। গোলাপী বা গেরুয়া রং।
কষায়িত — আরক্ত। [ঃ রোষ-'কষায়িত' চক্ষু।]
কষি — দাঁড়ি। রেখা।
কষিত — কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত।
কষিয়া — সজোরে, শক্তভাবে, পূর্ণোদ্যমে। [ঃ 'কষিয়া' লাঙল ধর।]
ক'ষে — ('কষিয়া' দেখ।)
কষ্ট — দুঃখ, বেদনা। পরিশ্রম। [ঃ 'কষ্টের' রোজগার।]
কষ্টকর — বেদনাদায়ক। কঠিন।
কষ্টকল্পনা — (নিন্দার্থে) চেষ্টাকৃত কল্পনা। বিণ. — **কষ্টকল্পিত**।
কষ্টি — ঘষিয়া সোনা পরীক্ষা করিবার জন্য পাথর।
কষ্টেসৃষ্টে — অনেক কষ্ট করিয়া। অনেক চেষ্টায়।
কসবা — বহুবসতি ও হাটবাজার আছে এমন গ্রাম।

কসবী — বেশ্যা, গণিকা।
কসবীখানা — বেশ্যালয়।
কসবীপনা — বেশ্যার মতো আচরণ।
কসম — শপথ।
কসরত — ব্যায়ামকৌশল। কৌশল। নৈপুণ্য প্রদর্শন।
কসাই — যে ছাগল ভেড়া গরু ইত্যাদি কাটে। মাংসবিক্রেতা। ঘাতক। নিষ্ঠুর ব্যক্তি।
কসাইখানা — পশুবধ করিবার স্থান। মাংসের দোকান।
কসুর — অপরাধ। ত্রুটি।
কস্তাপাড় — চওড়া রঙিন পাড়।
কস্তাপেড়ে — কস্তাপাড় আছে এমন।
কস্তুরী, কস্তূরী — একরকম গন্ধময় উত্তেজক দ্রব্য, মৃগনাভি।
কস্মিন্‌কালে — কোনও সময়ে।
কস্য — (ব্যঙ্গার্থে) কাহার।
কহতব্য — (ব্যঙ্গার্থে বা নিন্দায়) বলার যোগ্য। [ঃ'কহতব্য' নয়।]
কহন — বলা। ['কহনে' না যায়।]
কহা — বলা। যাহা বলা হইয়াছে।
কহানো — বলানো।
কহ্লার — শ্বেতপদ্ম। শালুক।
কাই — লেই, আঠা। ঘন মাড়।
কাঁই — অতিশয় ক্রোধসূচক অনুকার। [ঃ রেগে 'কাঁই'।]
কাঁইবিচ, কাইবীচি — তেঁতুলবিচি।
কাঁইমাই — অনুযোগপূর্ণ অস্পষ্ট শব্দ। [ঃ'কাঁইমাই' করা।]
কাউকে — কাহাকেও।
কাউর — একরকম চর্মরোগ।
কাওয়ালি, কাওয়ালী — সংগীতের তাল বিশেষ। মুসলমানী ধর্মসংগীতবিশেষ।
কাংস, কাংস্য — কাঁসা, তামা ও রাং মিশ্রিত ধাতু।
কাংসকার, কাংস্যকার — কাঁসারী।
কাক — একরকম কালো পাখী।
কাঁক — এক কড়ার সিকি ভাগ।
কাকচক্ষু — কাকের চোখের মতো অতিশয় স্বচ্ছ ও নীলাভ। [ঃ 'কাকচক্ষু' জল।]
কাকজ্যোৎস্না — অস্পষ্ট জ্যোৎস্না।
কাঁক — বক-জাতীয় একরকম পাখি।
কাঁকই — মোটা চিরুনি।
কাঁকড়া — একরকম শক্ত দাড়াওয়ালা জলজ প্রাণী, কর্কট।
কাঁকড়াবিছা — কাঁকড়ার মতো দাড়াওয়ালা একরকম বিছা।
কাঁকন — বালা, কঙ্কণ।
কাঁকর — ছোট পাথর, পাথরের দানা।
কাঁকরোল — উচ্ছে-জাতীয় একরকম ফল।
কাঁকলাস — গিরগিটি-জাতীয় একরকম প্রাণী।
কাকলি, কাকলী — অস্ফুট মধুর শব্দ। কলধ্বনি। [ঃ পাখির 'কাকলি'।]
কা কা — কাকের ডাক।
কাকা — বাবার ছোট ভাই, খুড়া, পিতৃব্য।
কাকাতুয়া — একরকম পাখি।
কাঁকাল — কোমর, কটি।
কাকী — কাকার স্ত্রী।
কাকু — বক্রোক্তি। (আদরে) কাকা।
কাঁকুই — ('কাঁকই' দেখ।)
কাঁকুড় — শশা-জাতীয় একরকম ফল।
কাকুতি — কাতর অনুরোধ, মিনতি।
কাখ, কাঁখ — কক্ষ, কোমর। বগল।
কাগ — কাক।
কাগজ — কাঠ খড় তুলা ইত্যাদির মণ্ড হইতে তৈয়ারী পাতার মতো একরকম জিনিস যাহাতে লেখা বা ছাপা যায়। খবরের কাগজ।
কাগজি — একরকম লেবু। বাদামের এক জাত।

কাগজী — কাগজ সংক্রান্ত। কাগজে সীমাবদ্ধ। [ঃ 'কাগজী' পরিকল্পনা।]

কাঙাল — নিঃস্ব। **কাঙালিনী** — ভিখারিনী। **কাঙালী** — ভিখারী।

কাঙ্ক্ষিত — বাঞ্ছিত, প্রার্থিত।

কাংগাল, কাংগালিনী, কাংগালী — ('কাঙাল', 'কাঙালিনী', 'কাঙালী' দেখ।)

কাচ, কাঁচ — বালি ক্ষার ইত্যাদি হইতে তৈয়ারী একরকম স্বচ্ছ কঠিন পদার্থ, শিশা।

কাঁচকলা — একরকম বিচিশূন্য বড়ো কলা যাহা প্রধানতঃ তরকারির জন্য ব্যবহৃত হয়।

কাঁচপোকা — উজ্জ্বল সবুজ রঙের একরকম পোকা যাহার পালক হইতে মেয়েরা টিপ করে।

কাচা — (বস্ত্রাদি) ধুইয়া পরিষ্কার করা। ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'কাচা' কাপড়।]

কাচানো — ধুইয়া পরিষ্কার করানো। ধুইয়া পরিষ্কার করানো হইয়াছে এমন।

কাঁচা — পাকে নাই এমন। [ঃ 'কাঁচা' আম।] সিদ্ধ করা বা পোড়ানো হয় নাই এমন। [ঃ 'কাঁচা' চাল; ঃ 'কাঁচা' ইট।] শুকনা নয় এমন। [ঃ 'কাঁচা' কাঠ।] মাটি দিয়া তৈয়ারী। [ঃ 'কাঁচা' দেওয়াল; ঃ 'কাঁচা' রাস্তা।] অনিপুণ। [ঃ 'কাঁচা' হাত; ঃ অঙ্কে 'কাঁচা'।] অপরিণত। [ঃ 'কাঁচা' ঘুম।] অস্থায়ী। [ঃ 'কাঁচা' রং; 'কাঁচা' খাতা;] **কাঁচা কাজ** — বুদ্ধিহীনের কাজ, বোকামি। **কাঁচা চুল** — কালো চুল। **কাঁচা পয়সা** — অল্প পরিশ্রমে বা বিনা পরিশ্রমে অর্জিত প্রচুর টাকা। **কাঁচামিঠা** — কাঁচা অবস্থায় মিষ্ট লাগে এমন।

কাঁচানো — সকল চেষ্টা বা আয়োজন ব্যর্থ করিয়া আগের অবস্থায় আনা। পণ্ড করা।

কাঁচি — দুই-ফলাযুক্ত কাটিবার অস্ত্র।

কাঁচিয়া — আয়োজন ব্যর্থ হইবার ফলে আগের অবস্থায় আসিয়া। নূতন করিয়া।

কাঁচী — কম ওজনের। [ঃ 'কাঁচী' সের।] ঠাস-বোনা (কাপড়)।

কাঁচুমাচু — লজ্জা ভয় ইত্যাদির জন্য সংকুচিত। সংকোচবোধ। [ঃ 'কাঁচুমাচু' হওয়া; ঃ 'কাঁচুমাচু' করা।]

কাঁচুলি — মেয়েদের বুক বাঁধিবার কাপড়।

কাচ্চা — এক ছটাকের চার ভাগের এক ভাগ।

কাচ্চাবাচ্চা — ছেলেপুলে। শিশুর দল।

কাছ — নিকট, পাশ।

কাছা — পরা ধুতির পিছনের দিকের কোঁচানো অংশ, কচ্ছ। **কাছাখোলা** — অসাবধান। [ঃ 'কাছাখোলা' লোক।]

কাছাকাছি — পরস্পর নিকটবর্তী। প্রায় সমান। [ঃ বিশের 'কাছাকাছি'।]

কাছানো — নিকটবর্তী হওয়া।

কাছারি — আদালত। জমিদারির কার্যালয়।

কাছি — মোটা রশি, দড়া।

কাছিম — কচ্ছপ।

কাছে — নিকটে, পাশে, সম্মুখে। তুলনায়। [ঃ রামের 'কাছে' শ্যাম কিছুই নয়।] দৃষ্টিতে, বিচারে। [ঃ তাঁহার 'কাছে' ইহা মূল্যহীন।]

কাছে-কাছে — সঙ্গে সঙ্গে। পাশে পাশে।

কাছে পিঠে — নিকটে কোথাও, সন্নিকটে।

কাজ — যাহা করা হয়, কর্ম। শ্রাদ্ধ। জীবিকা, চাকরি। [ঃ 'কাজ' পাওয়া।] প্রয়োজন। [ঃ 'কাজ' কি জেনে?] সুফল, উপযোগিতা। [ঃ ঔষধে 'কাজ' হয়েছে; 'কাজে' আসবে।] শিল্প। [ঃ হাতের 'কাজ'; ঃ ছুঁচের 'কাজ'।] **কাজকর্ম** —

উপার্জনের উপযোগী কাজ। চাকরি।

কাজর — কাজল। **কাজরী** — শ্রাবণ মাসের একরকম গীতোৎসব।

কাজল — চোখে দেওয়ার জন্য একরকম কালি, সুর্মা।

কাজললতা — কাজল করিবার বা রাখিবার জন্য পাতার আকারে তৈয়ারী পাত্র।

কাজি — ('কাজী' দেখ।)

কাজিয়া — বিবাদ, বচসা।

কাঁজি — আমানি। জলে ভেজানো ভাত হইতে তৈয়ারী সিরকা।

কাজী — মুসলমান আমলের বিচারক। কাজের লোক্। [ঃ কাজের বেলা 'কাজী'—]

কাজেই, কাজে কাজেই — তাই, সুতরাং, এই কারণে।

কাঞ্চন — সোনা। একরকম গাছ ও তাহার ফুল।

কাঞ্চনজঙ্ঘা — সিকিম ও নেপাল রাজ্যের মাঝখানে অবস্থিত হিমালয়ের বিখ্যাত শিখর।

কাঞ্চি, কাঞ্চী — কোমরে পরিবার গহনা, চন্দ্রহার, মেখলা। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত প্রাচীন নগর, বর্তমান কাঞ্জিভেরম্।

কাট — কাটার ভঙ্গি, কর্তিত রূপ। [ঃ জামার 'কাট'।] গড়ন। [ঃ মুখের 'কাট'।]

কাটকুট — ('কাটাকুটি' দেখ।)

কাটখোট্টা — বেরসিক। লাবণ্যহীন।

কাটতি — বিক্রির পরিমাণ। বিক্রয়।

কাটনা — সুতা কাটা।

কাটনী — যে সুতা কাটে।

কাটরা — কাট দিয়া ঘেরা জায়গা। আদালতে আসামী প্রভৃতির দাঁড়াইবার জায়গা, কাঠগড়া। বাজারের সারবন্দী ঘর। বাজার।

কাটলেট — মাছ বা মাংস ভাজিয়া প্রস্তুত একরকম খাদ্য।

কাটা — ছেদন বা কর্তন করা। খোঁড়া, খনন করা। [ঃ 'পুকুর' কাটা।] অতিবাহিত হওয়া। [ঃ সময় 'কাটা'।] সংশোধন করা। [ঃ ভুল 'কাটা'।] দূর হওয়া। [ঃ বিপদ 'কাটা'; ঃ ভয় 'কাটা'।] বিক্রয় হওয়া। [ঃ মাল 'কাটা'।] বিচ্যুত হওয়া। [ঃ 'তাল' কাটা।] আঁকা, দাগ দেওয়া। [ঃ তিলক 'কাটা'; ঃ দাগ 'কাটা'।] ছিন্ন হওয়া। [ঃ ঘুড়ি 'কাটা'।] নিঃসৃত হওয়া। [ঃ 'জল' কাটা।] দেওয়া। [ঃ চেক 'কাটা'; সাঁতার 'কাটা'।] পাক দিয়া তৈয়ারি করা। [ঃ সুতা 'কাটা'।] খণ্ডন করা। [ঃ কথা 'কাটা'।] খোদাই করা। [ঃ পাথর 'কাটা'।] পৃথক হইয়া পড়া। [ঃ ছানা 'কাটা'।] চলিয়া যাওয়া, সরা। [ঃ 'কাটিয়া' পড়া।] কাটা হইয়াছে এমন, কর্তিত।

কাঁটা — গাছের গায়ের একরকম শক্ত ছুঁচালো জিনিস। (মাছের) সরু হাড়। বুনিবার কাঠি। খোঁপায় গাঁথিবার উপযোগী তার। ছোট পেরেক। ওজন করিবার বড়ো পাল্লা। ঘড়ি কম্পাস ইত্যাদির নির্দেশক দণ্ড। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে খাইবার জন্য আবশ্যক একরকম শলাকা। [ঃ 'কাঁটা'-চামচা।]

কাঁটায় কাঁটায় — ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে। একেবারে নির্দিষ্ট মাত্রায়।

পথের কাঁটা — বাধা, অন্তরায়।

কাটাকাটি — খুনাখুনি, পরস্পর অস্ত্রাঘাত। পরস্পর খণ্ডন করা। [ঃ কথা 'কাটাকাটি'।]

কাটাকুটি — লেখা ইত্যাদি সংশোধন।

কাটানো — অন্যের দ্বারা কাটা। অতিবাহিত

করা। [ঃ সময় 'কাটানো'।] অতিক্রম করা। [ঃবিপদ 'কাটানো'।] পৃথক করা। [ঃ 'ছানা' কাটানো।] বিক্রয় করা। [ঃমাল 'কাটানো'।] খনন করানো। [ঃখাল 'কাটানো'।]

কাটারি — একরকম দা।

কাঁটাল — একরকম বহুকোষবিশিষ্ট ফল।

কাটি — ('কাঠি দেখ।')

কাঁটি — ছোট পেরেক।

কাটিম — ('কাঠিম' দেখ।)

কাটুনী — ('কাটনী' দেখ।)

কাঠ — গাছের কাণ্ড ও শাখার শক্ত অংশ।

কাঠ-খড় — মাল-মসলা।

কাঠ-খড় পোড়ানো — উদ্যোগ-আয়োজন ব্যয় ও পরিশ্রম করা।

কাঠগড়া — আদালতে কাঠের বেড়া দেওয়া মঞ্চ, কাঠরা।

কাঠগোলা — কাঠের আড়ত, কাঠের গুদাম।

কাঠগোলাপ — বনগোলাপ।

কাঠঠোকরা — একরকম পাখি।

কাঠপিঁপড়া, কাঠপিঁপড়ে — কাঠে থাকে এমন একরকম বড়ো পিঁপড়ে।

কাঠবিড়াল — গাছে থাকে এমন একরকম লোমওয়ালা লম্বালেজওয়ালা ইঁদুর-জাতীয় প্রাণী।

কাঠমল্লিকা — বনমল্লিকা।

কাঠমাণ্ডু — নেপালের রাজধানী।

কাঠরা — ('কাটরা' দেখ।)

কাঠা — এক বিঘার বিশ ভাগের এক ভাগ। চাল ইত্যাদি মাপিবার পাত্র।

কাঠাকালি — কাঠার হিসাবে জমির মাপ।

কাঠাকিয়া — এক শ কাঠা পর্যন্ত গণনা।

কাঠামো — ঠাট, ফ্রেম। মোটামুটি গড়ন।

কাঁঠাল — ('কাঁটাল' দেখ।)

কাঠি — কাঠ বাঁশ ইত্যাদির সরু টুকরা। নারিকেল পাতার শির। [ঃ কাঁটার 'কাঠি'।] কাঠির মতো কোনও জিনিস শলা।

কাঠিন্য — শক্তভাব, কঠিনতা। কঠোরতা নির্দয়তা।

কাঠিম — সুতা জড়াইয়া রাখিবার উপযোগী চাকার মতো জিনিস। কাঠিমে থাকে এমন। [ঃ 'কাঠিম' সুতো।]

কাঠুরিয়া, কাঠুরে — কুড়ুল দিয়া কাঠ কাটা যাহার পেশা।

কাঁড় — ধনুক। [ঃ তীর-'কাঁড়'।]

কাড়া — ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

কাড়া — ছিনাইয়া লওয়া, জোর করিয়া আদায় করা।

কাঁড়া — তুষশূন্য করা। তুষশূন্য, ছাঁটা। [ঃ ভিক্ষার চাউল, 'কাঁড়া' আর আকাঁড়া।]

কাড়াকাড়ি — পরস্পরের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া বা লওয়ার চেষ্টা।

কাড়ানো — অন্যের দ্বারা কাড়া।

কাঁড়ি — রাশি, স্তূপ।

কাণ্ড — ব্যাপার, ঘটনা। গাছের গুঁড়ি। গ্রন্থের ভাগ, পর্ব।

কাণ্ডকারখানা — কাজ, ব্যাপার।

কাণ্ডজ্ঞান — বুদ্ধিবিবেচনা।

কাণ্ডাকাণ্ড — ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়।

কাণ্ডারী — নাবিক, কর্ণধার।

কাত — পাশের দিক। [ঃ ডান 'কাত'।] পাশের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ নৌকা 'কাত' হওয়া।] পাশের দিকে ভর দিয়া আছে এমন। [ঃ'কাত' হইয়া শোয়া।] ভূলুণ্ঠিত। [ঃ এক চড়ে 'কাত'।]

কাতর — আর্ত, ব্যথিত। বি. — **কাতরতা**।

কাতরানি — যন্ত্রণাসূচক কাতর শব্দ, গোঙানি।

কাতরানো — যন্ত্রণার কাতর হইয়া শব্দ

করা।

কাতরোক্তি — করুণ কথা, বেদনাপূর্ণ উক্তি।

কাতল, কাতলা — এক ধরণের বড়ো মাছ।

কাতা — নারিকেল ছোবড়ার দড়ি। নাপিতের ক্ষুর চিরুনি ইত্যাদি রাখার থলি।

কাতান — দা, কাটারি।

কাতার — দল, শ্রেণী, সারি। [ঃ 'কাতারে কাতারে' সৈন্য, ঃ 'কাতার দিয়া দাঁড়াও।]

কাতুকুতু — হাত দিয়া সুড়সুড়ি। [ঃ 'কাতুকাতু' দেওয়া।]

কাতুরি — ধাতুর পাত কাটিবার যন্ত্র।

কাত্তিক — কার্তিক।

কাত্তিকে — কার্তিক মাসে হয় বা ফলে এমন। [ঃ কাত্তিকে বেগুন।]

কাত্যায়ন — একজন প্রাচীন ঋষি। ব্যাকরণের বিখ্যাত টীকাকার বররুচি।

কাত্যায়নী — দুর্গা।

কাঁথা — কতকগুলি কাপড় একত্রে সেলাই করিয়া তৈয়ারী লেপের মতো জিনিস।

কাঁদন — কান্না।

কাদম্ব — রাজহংস। স্ত্রী — **কাদম্বা।**

কাদম্বরী — মদ। বাণভট্টরচিত বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ।

কাদম্বিনী — সারি সারি মেঘ।

কাদা — জলে ভেজা নরম মাটি পাঁক।

কাঁদা — বেদনা প্রকাশের জন্য শব্দ করা, ক্রন্দন করা, রোদন করা।

কাঁদাকাটি — কান্না ও দুঃখ প্রকাশ।

কাদাখোঁচা — একরকম পাখি।

কাঁদানো — যাহাতে কাঁদে সেরূপ যন্ত্রণা দেওয়া। কান্নার উদ্রেক করা।

কাদাটে — কাদামাখা। কাদার মতো।

কাঁদি — কলা নারিকেল তাল সুপারি ইত্যাদির গুচ্ছ।

কাঁদুনি — (ব্যঙ্গার্থে) কান্না, বিলাপ।

কাঁদুনে — যে খুব কাঁদে। [ঃ 'কাঁদুনে' ছেলে।] যাহা কাঁদায়। [ঃ 'কাঁদুনে' বোমা।]

কাঁদোকাঁদো — কাঁদিতে উদ্যত, রোদনোন্মুখ।

কাঁধ - ঘাড়, স্কন্ধ। **কাঁধ দেওয়া** — বহিবার জন্য কাঁধ লাগানো।

কান — শোনার কাজ করে দেহের এমন অংশ কর্ণ। **কান খাড়া করা** — শুনিবার জন্য উৎসুক হওয়া। **কানে তোলা** — শোনা, গ্রাহ্য করা। শোনানো। **কান দেওয়া** — মনোযোগ দেওয়া, গ্রাহ্য করা। **কান পাতা** — শুনিবার জন্য মনোযোগী হওয়া। **কান ভারী করা** — কাহারও মনে অপরের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা। **কানে লাগা** — শ্রুতিমধুর বোধ না হওয়া।

কানে কানে — চুপি চুপি কানের কাছে। [ঃ কানে কানে' বলা।]

কানকাটা — নির্লজ্জ।

কানকো — মাছের ফুলকোর উপরের ঢাকা।

কানন — বন। বাগান।

কানপাতলা — যে সহজে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিশ্বাস করে।

কানফাটা — কানে তালা ধরে এমন (শব্দ)।

কানা — যাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, অন্ধ। যাহার একটি চোখ নষ্ট হইয়াছে। ফুটো, ছেঁদা। [ঃ 'কানা' কড়ি।]

কানা — কিনারা, প্রান্তভাগ। [ঃ কলসীর 'কানা'।]

কানায় কানায় — কানা পর্যন্ত, পরিপূর্ণ-ভাবে।

কানাই — শ্রীকৃষ্ণ।

কানাকানি — একজনের কান থেকে অপর জনের কানে যাওয়ার ফলে গোপনীয় বিষয়ের প্রচার।
কানাঘুষা, কানাঘুষো — গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জনরব।
কানাচ — চালাঘরের ছাঁচ।
কানাডা -- উত্তর আমেরিকার একটি দেশ।
কানাড়া — একরকম রাগিণী।
কানাড়ী — কর্ণাটদেশীয়।
কানাত — তাঁবুর দেওয়াল বা পর্দা।
কানামাছি — ছোট ছেলেমেয়েদের চোখ বাঁধিয়া একরকম খেলা।
কানী — অন্ধ মেয়ে।
কানীন — মায়ের কুমারী অবস্থায় জাত। [ঃ 'কানীন' পুত্র।]
কানু — কানাই, কৃষ্ণ।
কানুন — আইন। নিয়ম।
কানুনগো — মুসলমান আমলের জমির হিসাবরক্ষক কর্মচারী।
কানেস্তারা — টিনের বড়ো পাত্র।
কান্ত — স্বামী, প্রণয়ী। মনোরম, সুন্দর।
কান্তা — স্ত্রী, পত্নী, প্রিয়া।
কান্তার — নিবিড় বন। দুর্গম পথ।
কান্তি — দেহের সৌন্দর্য, লাবণ্য।
কান্দাহার — আফগানিস্থানের বিখ্যাত শহর, প্রাচীনকালের গান্ধার।
কান্না — ক্রন্দন, রোদন।
কান্নাকাটি — কান্না ও দুঃখ প্রকাশ।
কান্যকুব্জ — উত্তর ভারতের বিখ্যাত প্রাচীন নগর, কনোজ।
কাপ — ভান। কৌতুককারী।
কাপ — হাতলওয়ালা পাত্র, পেয়ালা।
কাপড় — বস্ত্র। ধুতি বা শাড়ি।
কাঁপন — কম্পন, কাঁপুনি।
কাঁপা — কম্পিত হওয়া, নড়া।
কাঁপানো — কম্পিত করা, নড়ানো।
কাপালিক — মানুষের মাথার খুলি লইয়া সাধনা করে এমন তান্ত্রিক।
কাপাস — একরকম তুলা, কার্পাস।
কাঁপুনি — কাঁপন, কম্পন।
কাপুরুষ — ভীরু। ভীরু ব্যক্তি।
কাপুরুষতা — ভীরুতা, সাহসের অভাব।
কাপ্তেন — জাহাজের পরিচালক। সেনানায়ক। খেলার দলের সর্দার। ফুর্তিবাজ অপব্যয়ী লোক।
কাপ্তেনি — ফুর্তির জন্য অপব্যয়, ফুর্তিবাজি। কাপ্তেনের কাজ।
কাফন — শব ঢাকিবার কাপড়।
কাফরি — ('কাফ্রি' দেখ।)
কাফি — একরকম রাগিণী।
কাফের — অমুসলমান।
কাফ্রি, কাফ্রী — আফ্রিকার অধিবাসী নিগ্রো।
কাবলিওয়ালা --- ('কাবুলিওয়ালা' দেখ।)
কাবা — মক্কার প্রাচীন মন্দির। চোগার মতো একরকম জামা।
কাবাব — সেঁকা মাংস।
কাবাবচিনি — গোলমরিচের মতো একরকম মসলা।
কাবার — শেষ, খতম। [ঃ মাস-'কাবার'।]
কাবারী — শেষ বারের। [ঃ 'কাবারী' কিস্তি।]
কাবিন — মুসলমানদের বিবাহের চুক্তিপত্র।
কাবু — নিস্তেজ। পরাজিত হইবার ফলে বশীভূত।
কাবুল — আফগানিস্থানের রাজধানী।
কাবুলিওয়ালা, কাবুলীওয়ালা — কাবুল বা আফগানিস্থানের লোক।
কাবুলী — কাবুলিওয়ালা। কাবুলের।
কাবেরী — দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত হিন্দুদের একটি পবিত্র নদী।
কাব্য — কবিতা, ছন্দময় রসাত্মক বাক্য।

কাব্যকার — কবি, কাব্যের রচয়িতা।
কাব্যগ্রন্থ — কবিতার বই।
কাব্যরস — কাব্য পড়া বা শোনার ফলে হৃদয়ে সঞ্চারিত অনুভূতি।
কাব্যরসিক — কাব্যের সমঝদার।
কাম — যৌনসম্ভোগের ইচ্ছা। ইচ্ছা, অভিলাষ। [ঃ সিদ্ধ-'কাম'।] কাজ।
কামাচারী — ব্যভিচারী।
কামজ — যৌনসম্ভোগের ইচ্ছা হইতে জাত।
কামড় — দংশন। দাঁতের চাপ বা আঘাত। বেদনা, যন্ত্রণা।
কামড়াকামড়ি — পরস্পর কামড়ানো।
কামড়ানি — ব্যথা, বেদনা, শূল। [ঃ পেট-'কামড়ানি'।]
কামড়ানো — কামড় দেওয়া, দংশন।
কামদুঘা — কামধেনু।
কামদেব — প্রেমের দেবতা, মদন।
কামধেনু — পুরাণে বর্ণিতা গাভী যাহার নিকট ইচ্ছামতো যাহা কিছু চাহিলেই পাওয়া যায়।
কামনা — বাসনা, ইচ্ছা।
কামরা — কক্ষ, ঘর, কুঠরি।
কামরাঙা, কামরাংগা — একরকম অম্লমধুর ফল।
কামরূপ — আসামের অন্তর্গত একটি জায়গা।
কামরূপী — যে ইচ্ছামতো রূপ ধরিতে পারে, ইচ্ছারূপী। কামরূপের অধিবাসী।
কামলা — একরকম রোগ ন্যাবা, 'জনডিস'।
কামাই — অনুপস্থিতি, গরহাজির। [ঃ কাজে 'কামাই'।] বিরাম। [ঃ বৃষ্টির 'কামাই' নাই।] রোজগার। [ঃ অনেক টাকা 'কামাই' করে।]
কামাক্ষী — কামাখ্যা দেবী।
কামাখ্যা — আসামের অন্তর্গত হিন্দুদের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। এখানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
কামাতুর — কামে জর্জরিত, কামার্ত। স্ত্রী. —কামাতুরা।
কামান — বড়ো চেহারার আগ্নেয়াস্ত্র, তোপ।
কামানিয়া — (প্রাচীন কবিতায়) গোলন্দাজ।
কামানো — ক্ষুর দিয়া চাঁচা। রোজগার করা।
কামান্ধ — কামে বশীভূত হওয়ার ভালো-মন্দ বিচারশূন্য।
কামার — লোহার জিনিসের কারিগর, কর্মকার।
কামার্ত, কামার্ত্ত — কামাতুর।
কামাসক্ত — যৌনসম্ভোগে অত্যধিক লিপ্ত।
কামাসক্তি — যৌনলালসা।
কামিজ — একরকম জামা, সার্ট।
কামিন — স্ত্রী মজুর।
কামিলী — কারিগর, মজুর।
কামিনী — স্ত্রীলোক। স্ত্রী। একরকম সাদা ছোট ফুল।
কামী — অভিলাষী, ইচ্ছুক। [ঃ 'স্বাধীনতাকামী'।]
কামুক — যাহার কাম অত্যন্ত প্রবল।
কামোদ — সংগীতের একরকম রাগ।
কাম্য — বাঞ্ছনীয়।
কায় — দেহ, শরীর।
কায়কল্প — দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘযৌবন হইবার জন্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা।
কায়ক্লেশে — অভাব-অনটনে, কষ্টের মধ্যে।
কায়দা — কিছু করিবার রীতি, কৌশল। অসুবিধাজনক অবস্থা। [ঃ 'কায়দায়' পড়া: ঃ 'কায়দায়' পাওয়া।]
কায়মনোবাক্যে — দেহ মন ও কথার দ্বারা, সর্বান্তঃকরণে।
কায়স্থ — হিন্দুর একটি জাত।

কায়া — দেহ। [ঃ ছায়া ও 'কায়া'।]
কায়িক — দৈহিক, শারীরিক।
কায়েত — কায়স্থ।
কায়েতনী — কায়েতের স্ত্রী।
কায়েম, কায়েমী — পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত। চিরস্থায়ী।
কার — কাহার।
কার — বিপদ, দায়, সংকট। [ঃ 'কারে' পড়া।]
কার — মোটর গাড়ি। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য মোটর গাড়ি।
কার — একরকম কালো সূতা।
-কার — 'এর' বুঝাইতে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ 'এখানকার'; ঃ 'সত্যিকার'।]
-কার — 'করে' বা 'তৎসংক্রান্ত কাজ করে' এই অর্থে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ 'ক্ষৌরকার'; ঃ 'স্বর্ণকার'।]
-কার — 'করা' অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ বহিষ্কার; ঃ 'নমস্কার'।]
কারক — যে করে। (ব্যাকরণে) ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক আছে এমন শব্দ।
কারকুন — মুসলমান আমলের রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী।
কারখানা — কোনও জিনিস নির্মাণের জন্য গৃহ, কর্মশালা। বৃহৎ ব্যাপার। [ঃ 'কাণ্ডকারখানা'।]
কারচুপি, কারচুবি — চালাকি, কৌশল। কাপড়ের উপর নক্সার কাজ।
কারণ — হেতু, নিমিত্ত। যেহেতু, কেননা। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মদ।
কারণবারি — শাস্ত্রোক্ত আদিম জল যাহা হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে মনে করা হয়। (ব্যঙ্গার্থে) মদ।
কারণীভূত — যাহা কারণ হইয়াছে, কারণস্বরূপ।
কারদানি — (নিন্দার্থে) কায়দা। বাহাদুরি।
কারবাইড — চুন ও অঙ্গার ঘটিত একরকম পদার্থ, গ্যাসের আলো জ্বালিবার মসলা।
কারবার — ব্যবসায়। জটিল ব্যাপার। সম্পর্ক।
কারবারী — ব্যবসায়ী।
কারসাজি — ছলচাতুরি, চালাকি।
কারা — কাহারা।
কারা — কয়েদ, আটক। [ঃ 'কারাদণ্ড'; ঃ 'কারাগার'।] জেলখানা।
কারাগার — জেলখানা।
কারাধ্যক্ষ, কারাপাল — জেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।
কারি — কালিয়া, মাছ মাংস ইত্যাদির ঝোল।
কারিকর — ('কারিগর' দেখ।)
কারিকা — শ্লোকময় ব্যাখ্যাপুস্তক। করে এমন স্ত্রী, কারিণী।
কারিকুরি — সূক্ষ্ম শিল্পকার্য। নানারকম কৌশল।
কারিগর — মিস্ত্রী, কারু, শিল্পী।
কারিগরি — কারিগরের কাজ, পেশা।
কারিগরী — কারিগর সংক্রান্ত। [ঃ 'কারিগরী' শিক্ষা।]
-কারী — 'যে করে', এই অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ 'অন্যায়কারী'; ঃ 'হিতকারী'।] স্ত্রী. — **কারিণী**।
কারু — শিল্পী।
কারুকার্য, কারুকার্য্য — শিল্পকাজ। নক্সা।
কারুশিল্প — কারিগরী শিল্প।
কারুণিক — দয়ালু, করুণাময়।
কারুণ্য — করুণা।
কারুর — কাহারও।
কার্ড — মোটা কাগজের টুকরা। পোস্ট-

কার্ড।

কার্তিক, কার্ত্তিক — বাংলা সনের সপ্তম মাস।

কার্তিক, কার্ত্তিক, কার্তিকেয়, কার্ত্তিকেয় — শিব ও দুর্গার পুত্র, দেবসেনাপতি।

কার্তিকে, কার্ত্তিকে — কার্তিক মাসে হয় এমন।

কার্তুজ, কার্ত্তুজ — বন্দুকের টোটা।

কার্নিস — ছাদের প্রান্তভাগ যাহা আলিসার বা দেওয়ালের বাহিরে থাকে।

কার্পণ্য — কৃপণতা।

কার্পাস — একরকম তুলা, কাপাস।

কার্পেট — গালিচা।

কার্বন, কার্ব্বন — অঙ্গার। একরকম কাগজ যাহার উপরে লিখিলে তলাকার অন্য কাগজে লেখা ওঠে।

কার্মুক, কার্ম্মুক — ধনু।

কার্য, কার্য্য — কাজ।

কার্যকরী, কার্য্যকরী — কার্যে পরিণত। [ঃ 'কার্যকরী' হওয়া।] কার্য পরিচালনা করে এমন। [ঃ 'কার্যকরী' সমিতি।]

কার্যকলাপ, কার্য্যকলাপ — কাজগুলি, ক্রিয়াকলাপ।

কার্যব্যপদেশে, কার্য্যব্যপদেশে — কাজের উদ্দেশ্যে।

কার্যান্তর, কার্য্যান্তর — অন্য কাজ।

কার্যোদ্ধার, কার্য্যোদ্ধার — কার্যসিদ্ধি।

কাল — সময়।

কাল — মৃত্যু। [ঃ তাঁর 'কাল' হয়েছে।] যম। ধ্বংসের বা মৃত্যুর কারণ। [ঃ ভালোবাসাই ওর 'কাল' হয়েছে।]

কাল — আগের বা পরের দিন, কল্য।

কাল — কালো।

কালকূট — মারাত্মক বিষ।

কালক্রমে — পরবর্তী এক সময়ে।

কালক্ষয় — বিলম্ব। কালাতিপাত।

কালক্ষেপ, কালক্ষেপণ — সময় কাটানো।

কালগ্রাস — মৃত্যুর কবল। [ঃ 'কালগ্রাসে' পতিত হওয়া।]

কালঘাম — মৃত্যুকালীন ঘাম। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ঘাম। [ঃ 'কালঘাম' ছোটা।]

কালচক্র — চাকার মতো ঘুরিতেছে যে কাল।

কালচিটা, কালচিটে — কালো চটচটে দাগ।

কালচে — ঈষৎ কালো।

কালধর্ম, কালধর্ম্ম — সময়ের পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত রীতিনীতি ও চেতনা।

কালনাগ — যাহার কামড়ে মৃত্যু হয় এমন সাপ, কেউটে। স্ত্রী. — **কালনাগিনী**।

কালনেমি — রাবণের মামা। **কালনেমির লঙ্কাভাগ** — কার্যসিদ্ধির আগেই পুরস্কার প্রাপ্তির আকাশকুসুম কল্পনা।

কালপুরুষ — একটি নক্ষত্রপুঞ্জ, মৃগশিরা। যমদূত।

কালপেঁচা, কালপ্যাঁচা — একরকম পেচক যাহার ডাক অশুভ মনে করা হয়।

কালবুদ — জুতা তৈয়ারির ফর্মা। খিলান গাঁথিবার ফর্মা। খিলান করা সাঁকো।

কালবেলা — (হিন্দু জ্যোতিষে) অশুভ সময়।

কালবৈশাখী, কালবোশেখী — চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকালের ঝড়বৃষ্টি।

কালবোস — রুই মাছের মতো একরকম মাছ।

কালভৈরব — শিবের অংশজাত ভয়ংকর দেবতা।

কালমেঘ — একরকম তিক্ত গাছ।

কালযাপন — সময় কাটানো।

কালরাত্রি — মৃত্যু বা বিপদের ভয় আছে এমন রাত্রি। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাত্রির অশুভ সময়। বিবাহের রাতের পরের

রাত।

কালশিটে, কালশিরা — আঘাতের ফলে রক্ত জমিয়া কালো দাগ।

কালসর্প, কালসাপ — কেউটে, কৃষ্ণসর্প, কালনাগ।

কালা — শুনিতে পায় না বা কম শোনে এমন, বধির।

কালা — কালো। [ঃ 'কালাপেড়ে'।] কলঙ্কিত। [ঃ 'কালা' মুখ।]

কালাগ্নি — ধ্বংসকারী আগুন, প্রলয়াগ্নি।

কালাজ্বর — একরকম জ্বর।

কালাতিক্রম, কালাতিপাত — সময় কাটানো, কালক্ষেপ।

কালানল — ('কালাগ্নি' দেখ।)

কালান্তক — যম, ধ্বংসের দেবতা।

কালান্তর — সময়ের বা যুগের পরিবর্তন।

কালাপানি — সমুদ্রের জল। দ্বীপান্তর দণ্ড।

কালাপাহাড় — এক মুসলমান সেনাপতি যে প্রথম জীবনে হিন্দু ছিল এবং পরে মুসলমান হইয়া দেবমূর্তি ও দেবমন্দির ধ্বংস করে। প্রচলিত রীতিনীতির ধ্বংসকারী বিদ্রোহী।

কালাপাহাড়ী — কালাপাহাড়ের মতো, কালাপাহাড় সংক্রান্ত।

কালামুখী — কলঙ্কিনী।

কালামুখো — কলঙ্কিত ব্যক্তি।

কালাশৌচ — পিতামাতার মৃত্যুর পর এক বছরের জন্য পালনীয় অশৌচ।

কালি — তরল বা সজল রং। [ঃ কালো 'কালি'; ঃ লাল 'কালি'।] কলঙ্ক। [ঃ কুলে 'কালি'।] ভুসা। [ঃ প্রদীপের 'কালি'।] কালো। [ঃ হাড়মাস 'কালি' হওয়া।]

কালি — কল্য, কাল।

কালি — ক্ষেত্রের বা ঘন পদার্থের মাপ। [ঃ জমির 'কালি'।]

কালিক — কাল সংক্রান্ত। [ঃ 'কালিক' দূরত্ব।]

কালিকা — ['কালী' দেখ।]

কালিকার — কালকের, কল্যের।

কালকে — আগের বা পরের দিনে।

কালিদাস — সুবিখ্যাত ভারতীয় কবি।

কালিন্দী — যমুনা। যমের ভগ্নী।

কালিমা — কালির দাগ, মলিনতা। কলঙ্ক।

কালিয় — ভয়ংকর সাপ, কৃষ্ণ যাহাকে দমন করিয়াছিলেন।

কালিয়া — মাছ মাংস ইত্যাদির একরকম ঝোল, কারি।

কালী — কৃষ্ণবর্ণা দেবী, শিবপত্নী।

-কালীন — 'ঐ সময়ের' বুঝাইতে অন্য শব্দের সংগে যুক্ত হয়। [ঃ 'সন্ধ্যা-কালীন'; ঃ 'তৎকালীন'।]

কালীয় -- ('কালিয়' দেখ।)

কালীয় — কালিক, সময় সংক্রান্ত।

কালে কালে — যুগে যুগে। সময়ের পরিবর্তনের ফলে।

কালেক্টর — জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী, সমাহর্তা। সংগ্রহকারী।

কালেক্টরি — কালেক্টরের অফিস। কালেক্টরের পদ।

কালেজ — ('কলেজ' দেখ।)

কালেভদ্রে — কদাচিৎ।

কালো — কৃষ্ণবর্ণ।

কালোচিত — সময়ের উপযুক্ত।

কালোয়াত — ধ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদি গানের শিল্পী।

কালোয়াতি — কালোয়াতের শিল্প বা পেশা।

কালোয়াতী — কালোয়াত সংক্রান্ত। কালোয়াত যাহা করে। [ঃ 'কালোয়াতী' গান।]

কাল্পনিক — মনগড়া। অবাস্তব, অমূলক, মিথ্যা।

কাশ — একরকম লম্বা ঘাস।

কাশ — ('কাশি' দেখ।)

কাশা — কাশির শব্দ করা।

কাশি — একরকম রোগ।

কাশী — হিন্দুদের একটি পবিত্র স্থান, বারাণসী, বেনারস।

কাশীনাথ — শিব।

কাশীপ্রাপ্তি, কাশীলাভ — কাশীতে মৃত্যু।

কাশ্মীর — উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত একটি রাজ্য।

কাশ্মীরী — কাশ্মীরের অধিবাসী। কাশ্মীরে উৎপন্ন।

কাশ্যপ — একজন প্রাচীন ঋষির নাম।

কাশ্যপেয় — কশ্যপের পুত্র। গরুড়।

কাষায় — গৈরিক বা গেরুয়া রঙের। [ঃ 'কাষায়' বস্ত্র।]

কাষ্ঠ — কাঠ। নীরস।

কাষ্ঠপাদুকা — খড়ম।

কাষ্ঠফলক — তক্তা, কাঠের গা।

কাষ্ঠ হাসি — অনিচ্ছায় কৃত্রিম হাসি।

কাস — ('কাশি' দেখ।)

কাসন্দি — কাঁচা আম ও সরিষার একরকম আচার।

কাঁসর — কাঁসার তৈয়ারী বাদ্যযন্ত্র। [ঃ 'কাঁসর'-ঘণ্টা।]

কাঁসা — রাং ও তামা মিশ্রিত ধাতু।

কাসি — ('কাশি' দেখ।)

কাঁসি — উঁচুধারওয়ালা ছোট থালা। ছোট থালার মতো একরকম বাদ্যযন্ত্র।

কাসুন্দি — ('কাসন্দি' দেখ।)

কাস্তে — ধান গাছ কাটিবার উপযোগী একরকম বাঁকা দাঁতালো অস্ত্র।

কাহন — ১৬ পণ, ১২৮০টি। [ঃ এক 'কাহন' খড়।]

কাহাকে — কোন্ ব্যক্তিকে, 'কাকে।'

কাহাদিগকে — কোন্ ব্যক্তিদিগকে।

কাহাদিগের, কাহাদের — কোন্ ব্যক্তিদের।

কাহার — কোন্ ব্যক্তির।

কাহার — হিন্দু সমাজের একটি নিম্ন শ্রেণীর জাতি। [ঃ 'কাহার'-ডোম।]

কাহারবা — সংগীতের একরকম তাল।

কাহিনী — গল্প। বৃত্তান্ত।

কাহিল — রোগা, দুর্বল, নিস্তেজ। [ঃ রোগে 'কাহিল' হওয়া।]

কি — কোন্ জিনিস। কোন্ বিষয়। [ঃ 'কি' ভাবছ?] প্রশ্নসূচক শব্দ। [ঃ তুমি 'কি' যাবে?] অথবা। [ঃ যাইবে 'কি' যাইবে না বল।] উভয়ই [ঃ 'কি' শীত 'কি' গ্রীষ্ম।] কোন্ রকমের। [ঃ 'কি' বুদ্ধিতে ইহা করিলে?] নাই বা না অর্থে। [ঃ সন্দেহ 'কি'; 'কি' জানি।]

কিংকর — চাকর, ভৃত্য। স্ত্রী. — **কিংকরী**।

কিংকর্তব্য, কিংকর্ত্তব্য — কি করা উচিত তাহা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় — ভয় লজ্জা বিস্ময় বা আকস্মিকতার জন্য কি করা উচিত তাহা স্থির করিতে পারে নাই এমন, হতভম্ব।

কিংকিণি, কিংকিণী — ঘুঙুর। ঘন্টি।

কিংখাব — জরির নক্সা করা একরকম মূল্যবান রেশমী কাপড়।

কিংবদন্তি, কিংবদন্তী — লোকমুখে শোনা কথা, জনশ্রুতি। প্রবাদকাহিনী।

কিংবা — বা, অথবা।

কিংশুক — পলাশ।

কিউ — সারি। [ঃ 'কিউ' করা।]

কিঙ্কর, কিঙ্করী — ('কিংকর', 'কিংকরী' দেখ।)

কিঙ্কিণি, কিঙ্কিণী — ('কিংকিণি' দেখ।)

কিচকিচ — কাঁকর জাতীয় পদার্থের

অনুভূতিসূচক অনুকার শব্দ। [ঃ বালি 'কিচকিচ' করা।] ('কিচমিচ' দেখ।)
কিচকিচানি — ঝগড়া, বচসা।
কিচমিচ, কিচিরমিচির — পাখি ইঁদুর ইত্যাদির শব্দসূচক অনুকার।
কিছু — কোনও বস্তু বা বিষয়। [ঃ কিছু দাও, 'কিছু' বলো।] অল্প পরিমাণ। [ঃ 'কিছু' টাকা।] নিশ্চয়তা ও ভরসা অর্থে। [ঃ সে 'কিছু' পালাচ্ছে না।] কোনও উপায়ে, কোনও কারণে। [ঃ 'কিছুতে' করা গেল না।]
কিঞ্চিৎ — কিছু অল্প একটু।
কিঞ্চিদধিক — কিছু বেশী।
কিড়মিড়, কিড়িমিড়ি — দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দসূচক অনুকার।
কিণাঙ্ক — শক্তমাংস, কড়া। [ঃ কিণাঙ্ক কঠিন করতল।]
কিতব — জুয়াড়ী।
কিনা — ক্রয় করা, কেনা।
কিনা — বা না বা তাহার বিপরীত। [ঃ সত্য 'কিনা' জানা দরকার।] এই কারণে। [ঃ 'কালো' কিনা তাই।]
কিনানো — ক্রয় করানো কেনানো।
কিনারা — ধার, পাড় কূল। প্রতিকার, উপায়। [ঃ একটা কিনারা' করো।]
কিন্তু — অথচ তবু। [ঃ দরিদ্র 'কিন্তু' মহৎ।] পক্ষান্তরে তবে। [কাল যাব না, 'কিন্তু' আজ যাব।]
কিন্নর — পুরাণে বর্ণিত এক সুকণ্ঠ জাতি। স্ত্রী — **কিন্নরী**।
কিন্নরকণ্ঠ — যাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর। স্ত্রী — **কিন্নরকণ্ঠী**।
কিপটে — কৃপণ, কঞ্জুষ।
কিবা — কেমন সুন্দর। কোন্ বস্তু বা বিষয়। [ঃ 'কিবা' বলি।]
কিমতে — (পদ্যে) কিভাবে।
কিমিয়া — প্রাচীন রসায়ন, 'অ্যাল্কেমি'।
কিম্ভূতকিমাকার — অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট, কদাকার।
কিয়ৎ — কিছু।
কিরকির — ('করকর' দেখ।)
কিরণ — আলো, রশ্মি, কর।
কিরণমালী - সূর্য।
কিরা — শপথ, দিব্যি। [ঃ তোমার 'কিরা'।]
কিরাত — ব্যাধ। স্ত্রী — **কিরাতিনী**।
কিরিচ — একরকম বাকা ছোরা।
কিরীট — মাথার অলংকার মুকুট।
কিরীটিনী — মুকুটধারিণী। [ঃ "শুভ্র-তুষার 'কিরীটিনী'।"]
কিরীটী — মুকুটধারী। অর্জুন।
কিরে — (কিরা দেখ।)
কিরে — (তুচ্ছার্থে) প্রশ্নসূচক সম্বোধন। ['কিরে' কোথা যাবি?]
কিল - মুষ্টির দ্বারা আঘাত, ঘুষি। বদ্ধমুষ্টি।
কিলকিল — অনেক প্রাণীর একস্থানে চলাফেরা। [ঃ লোক 'কিলকিল' করছে।]
কিলবিল — সাপ মাছ কৃমি ইত্যাদির দেহ নাড়িবার ভঙ্গি। [ঃ 'কিলবিল' করা।]
কিলানো — কিল মারা। সজোরে প্রহার করা।
কিশমিশ — শুকনা কচি আঙুর।
কিশলয় — নূতন পাতা, কচি পাতা।
কিশোর — ১১ হইতে ১৫ বছর বয়সের বালক। স্ত্রী — **কিশোরী**।
কিষাণ — ('কিসান' দেখ।)
কিষ্কিন্ধা, কিষ্কিন্ধ্যা — রামায়ণে বর্ণিত বানরের দেশ।
কিসম — রকম। [ঃ নানা 'কিসমের' জিনিস।]

কিসমত — ভাগ্য।

কিসান — চাষী। ভূমিহীন চাষী।

কিস্‌ম — ('কিসম' দেখ।)

কিসে — কোন্ জিনিসে বা বিষয়ে। [ঃ 'কিসে' পণ্ডিত।] কি থেকে। ['কিসে' কি হ'ল।]

কিসের — কোন্ বস্তুর বা বিষয়ের। নয় অর্থে তাচ্ছিল্যে। [ঃ 'কিসের' ছেলেমানুষ।]

কিস্তি — দফা। আংশিকভাবে দেয় টাকা ইত্যাদি। আংশিকভাবে দেওয়ার সময়। মালবাহী নৌকা। দাবা খেলায় বিশেষ চাল যাহাতে রাজা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে।

কিস্তিবন্দি — কয়েক দফায় দিবার ব্যবস্থা বা প্রতিশ্রুতি।

কিস্তিমাত — দাবার খেলার শেষ চাল যাহাতে রাজা ঘেরাও হইয়া পড়ে।

কী — (জোর দিয়া বলিবার জন্য) কি। ['কী' সুন্দর।]

কীচক — মহাভারতে বর্ণিত বিরাট রাজার শালা।

কীট — পোকা।

কীটঘ্ন — পোকা নাশ করে এমন।

কীটজ — পোকা হইতে জন্মে এমন। [ঃ 'কীটজ' রেশম।]

কীটাণু — খুব ছোট পোকা যাহা খালি চোখে দেখা যায় না।

কীড়া — (প্রাচীন কবিতায়) কৃমি।

কীদৃশ — কিরকম। স্ত্রী.—কীদৃশী। [ঃ 'কীদৃশী' প্রতিভা।]

কীর্ণ — ছড়ানো, মেলা, ব্যাপ্ত।

কীর্তন, কীর্ত্তন — বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির কাহিনী ও গুণাদি বর্ণনা করিয়া গান। এইরূপ গানের পদ্ধতি।

কীর্তনীয়, কীর্ত্তনীয় — বর্ণনীয়, কীর্তনের যোগ্য।

কীর্তনিয়া, কীর্ত্তনিয়া — কীর্তনগায়ক।

কীর্তুনে, কীর্ত্তনে — ('কীর্তনিয়া' দেখ।)

কীর্তি — প্রশংসার সঙ্গে বর্ণনার উপযুক্ত কাজ। [ঃ প্রাচীন 'কীর্তি'।]

কীর্তিত, কীর্ত্তিত — প্রশংসার সঙ্গে বর্ণিত, সগৌরবে প্রচারিত।

কীর্তিমান — যিনি কীর্তি করিয়াছেন। যশস্বী, খ্যাতিমান।

কীল, কীলক — পেরেক, গজাল। গোঁজ। খিল।

কু — খারাপ, অনুচিত ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'কুকর্ম' 'কুলোক', 'কুকাজ'।]

কুইনাইন, কুইনিন — ম্যালেরিয়া জ্বরের একরকম ঔষধ।

কুঁকড়া — মোরগ, কুক্কুট।

কুঁকড়ানো — কুঞ্চিত হওয়া।

কুঁকড়িমুকড়ি — জড়সড়, কুণ্ডলী পাকানো।

কুকথা — খারাপ কথা। কঠিন কথা।

কুকর্ম, কুকর্ম্ম — খারাপ কাজ।

কুকর্মা, কুকর্ম্মা, কুকর্মী, কুকর্ম্মী — যে খারাপ কাজ করে।

কুকার্য, কুকার্য্য — কুকর্ম, খারাপ কাজ।

কুকুর — একরকম গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু, কুত্তা।

কুক্কুট — মোরগ, কুঁকড়া। স্ত্রী.—কুক্কুটী।

কুক্কুর — কুকুর, কুত্তা। স্ত্রী. — কুক্কুরী।

কুক্ষণ — অশুভ সময়।

কুক্রিয় — খারাপ কাজে ব্যস্ত।

কুক্রিয়া — মন্দ কাজ।

কুক্রিয়াসক্ত — মন্দ কাজে অনুরক্ত।

কুক্ষি — পেটের গর্ত, জঠর। গর্ভ।

কুক্ষিগত — উদরস্থ। কবলিত।

কুক্ষিশূল — পেটের বেদনা।

কুখ্যাত — মন্দ কাজের জন্য পরিচিত। বহুনিন্দিত।
কুখ্যাতি — দুর্নাম।
কুঙ্কুম — জাফরান।
কুচ — স্তন।
কুচ, কুচুৎ — ধারালো অস্ত্র দিয়া অতি সহজে কাটার শব্দের অনুকার।
কুচকাওয়াজ — সৈন্যদলের সারিবদ্ধভাবে চলিবার শিক্ষা। যুদ্ধের মহড়া।
কুঁচ — কালো ফুটকিওয়ালা একরকম লাল রঙের বিচি।
কুঁচকানো — কুঞ্চিত করা। [ঃ দ্র. 'কুঁচকানো'।]
কুঁচকি — ঊরু ও কোমরের সংযোগস্থল।
কুচকুচ — ধারালো অস্ত্র দিয়া সহজে বার বার কাটিবার শব্দের অনুকার। কালো মসৃণ জিনিসের উজ্জ্বলতা প্রকাশ। [ঃ গায়ের রং 'কুচকুচ' করছে।]
কুচকুচে — মসৃণ ও উজ্জ্বল (কালো)।
কুচক্র — ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত।
কুচক্রী — ষড়যন্ত্রকারী, চক্রান্তকারী।
কুচরিত্র — খারাপ চরিত্র। অসচ্চরিত্র।
কুচা — ভাঙা টুকরো।
কুচানো — টুকরা টুকরা করিয়া কাটা। টুকরা করিয়া কাটা হইয়াছে এমন।
কুঁচানো — খুব ছোট ছোট ভাঁজ করিয়া কুঞ্চিত করা।
কুচি — ছোট কুচা, ছোট টুকরা।
কুচি, কুঁচি — মুড়া ঝাঁটা। শুকর ইত্যাদির খসখসে শক্ত চুল। বুরুশ।
কুচিকিৎসক — খারাপ চিকিৎসক। হাতুড়ে।
কুচিকিৎসা — ভুল চিকিৎসা।
কুচিলা, কুঁচিলা — একরকম বিষাক্ত বিচি।
কুচুটে, কুচুণ্ডে — কুটিলস্বভাব, হিংসুটে।
কুঁজ — বাঁকা বা ফোলা পিঠ।
কুঁজা — যাহার কুঁজ আছে। স্ত্রী. — কুঁজী।
কুজা, কুঁজা — বেলেমাটি দিয়া তৈয়ারী জল রাখিবার পাত্র, সোরাই।
কুজ্ঝটিকা, কুজ্ঝটী — কুয়াশা।
কুঞ্চন — সংকোচন, কোঁকড়ানো, কুঁচকানো।
কুঞ্চিকা — সূচী, নির্ঘণ্ট।
কুঞ্চিত — কোঁকড়া। কুঁচকাইয়া গিয়াছে এমন।
কুঞ্জ — বাগান। বাগানের লতায় ছাওয়া ঘরের মতো অংশ। বৈষ্ণবের আখড়া।
কুঞ্জর — হাতি। স্ত্রী. — কুঞ্জরী।
কুট — পাহাড়ের চূড়া। দুর্গ, গড়।
কুট, কুটুস — অল্প যন্ত্রণাদায়ক দংশনের অনুকার। [ঃ 'কুট' করিয়া কামড়ানো।]
কুটকুট — কম্বল ইত্যাদি কর্কশ জিনিসের স্পর্শে অস্বস্তি বোধ। [ঃ 'কুটকুট' করা।]
কুটকুটানি, কুটকুটুনি — চুলকানি।
কুটকুটে — কুটকুট করে এমন।
কুটজ — একরকম গাছ। কুড়চি।
কুটনা — কাটা তরকারি। আনাজ।
কুটনী — ব্যভিচারের জন্য মেয়ে পুরুষের মধ্যে যোগাযোগ ঘটায় এমন মেয়ে।
কুটা — কুচি কুচি করিয়া কাটা। কুটা হইয়াছে এমন। [ঃ 'কুটা' আনাজ।]
কুটা — ঘাস খড় ইত্যাদির ছোট টুকরা।
কুটি কুটি — ছোট ছোট টুকরা।
কুটিকুটি, কুটিপাটি — অস্থির। [ঃ হেসে 'কুটিকুটি'।]
কুটিনী — ('কুটনী' দেখ।)
কুটিল — সরল নয়, বাঁকা। প্যাঁচালো।
কুটিলা — প্যাঁচালো মেয়ে। রাধিকার ননদ।
কুটিলতা — কুটিল স্বভাব, সারল্যের অভাব।
কুটির, কুটীর — কুঁড়ে ঘর। ছোট বাড়ি।

কুটুম, কুটুম্ব — বিবাহের দ্বারা সম্পর্ক ঘটিয়াছে এমন আত্মীয়। স্ত্রী. — **কুটুম্বিনী**।
কুটুম্বিতা — বিবাহের ফলে স্থাপিত আত্মীয়তা।
কুঠ — কুষ্ঠ রোগ।
কুঠরি — ছোট কামরা। খোপ।
কুঠার — কুড়াল।
কুঠি — পাকাবাড়ি। বাড়ি। ব্যবসায়ীর অফিস। [ঃ নীল-'কুঠি'।]
কুঠিয়াল — কুঠির বা ব্যবসায়ের অফিসের কর্তা।
কুঠে — কুষ্ঠরোগগ্রস্ত।
কুড়কুড়, কুড়মুড় — চানাচুর ইত্যাদি চিবাইবার শব্দের অনুকার।
কুড়চি — একরকম গাছ ও তাহার ফুল।
কুঁড়া — তুষের কণা।
কুঁড়াজালি — মাছ ধরিবার জন্য একরকম ছোট জাল। (ব্যঙ্গার্থে) বৈষ্ণবের জপ-মালার থলি।
কুড়ানী — কুড়াইয়া সংগ্রহ করে এমন মেয়ে। [ঃ 'ঘুঁটে-কুড়ানী'।]
কুড়ানো — পড়িয়া থাকা বা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকা জিনিস তুলিয়া সংগ্রহ করা। ঐভাবে সংগৃহীত। [ঃ 'কুড়ানো' ফল।]
কুড়াল — কুঠার, টাঙ্গি।
কুড়ি — বিশ, ২০।
কুঁড়ি — আফোটা ফুল, কলি। বাহির হইতেছে এমন পাতা। [ঃ বাবলার 'কুঁড়ি'।]
কুড়ুল — ('কুড়াল' দেখ।)
কুড়ে, কুঁড়ে — পাতায় বা খড়ে ছাওয়া গরীবের ছোট বাড়ি।
কুড়ে, কুঁড়ে — কাজে অনিচ্ছুক, অলস।
কুড়েমি, কুঁড়েমি — কাজে অনিচ্ছা, আলস্য।
কুঁড়ো — ('কুঁড়া' দেখ।)
কুণ্ঠ — কুণ্ঠা বা অনিচ্ছা আছে এমন। [ঃ কর্ম-'কুণ্ঠ'।]
কুণ্ঠা — দ্বিধা, সংকোচ, ইতস্তত ভাব।
কুণ্ঠিত — সংকোচগ্রস্ত, লজ্জিত, দ্বিধা-জড়িত।
কুণ্ড — গর্ত। জলাশয়। জলপাত্র।
কুণ্ডল — কানের একরকম গহনা। বালা।
কুণ্ডলিনী — যোগ-শাস্ত্রে বর্ণিত মূল শক্তি।
কুণ্ডলী — বালার মতো পাকানো ও গোলাকার বস্তু। [ঃ ধোঁয়ার 'কুণ্ডলী'।]
কুতূহল — কৌতূহল।
কুতূহলী — কৌতূহল আছে এমন, উৎসুক।
কুত্তা — কুকুর।
কুত্রাপি — কোথাও।
কুৎসা — নিন্দা, কলঙ্ক প্রচার।
কুৎসিত — কুশ্রী, কদাকার। কদর্য। অশ্লীল।
কুঁদ — কাঠ চাঁচিয়া মসৃণ করিবার জন্য একরকম যন্ত্র।
কুদা — আনন্দে লাফানো। [ঃ 'নেচেকুদে' বেড়ানো।]
কুঁদা — কুঁদ-যন্ত্রে কাঠ কাটিয়া মসৃণ করা।
কুঁদা — বন্দুকের কাঠের হাতল।
কুদিন — অশুভ দিন। দুঃসময়, দুর্দিন।
কুঁদুলী — কোঁদল করে এমন (মেয়ে)।
কুঁদুলে — কোঁদল করে এমন। [ঃ 'কুঁদুলে' লোক; ঃ 'কুঁদুলে' স্বভাব।]
কুনকে — শস্য মাপিবার জন্য বেতের তৈয়ারী পাত্র।
কুনাম — দুর্নাম।
কুনীতি — দুর্নীতি।
কুনো — ঘরের কোণে থাকিতে ভালোবাসে

এমন। [ঃ 'কুনো' ব্যাং।] বাড়ি হইতে বাহিরে যাইতে চায় না এমন। [ঃ 'কুনো' লোক।]

কুন্তল — চুল।

কুন্তি, কুন্তী — যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন ও কর্ণের জননী।

কুন্থন — কোঁত দেওয়া। প্রকাশের চেষ্টা।

কুন্দ — একরকম ছোট সাদা ফুল।

কুপথ — অসৎ পথ।

কুপথগামী — অসৎ, অসচ্চরিত্র।

কুপথ্য — খারাপ পথ্য।

কুপন — কোনও স্বীকৃতি বা প্রতিশ্রুতির চিহ্নস্বরূপ দেওয়া ক্ষুদ্র পত্রাংশ।

কুপরামর্শ — মন্দ যুক্তি, অসৎ পরামর্শ।

কুপা — পেট মোটা সরুগলা জালা।

কুপাত্র — অযোগ্য লোক। অযোগ্য বর।

কুপি — ছোট কুপা। কেরোসিন তেলের বাতি জ্বালিবার ডিবে।

কুপিত — ক্রুদ্ধ। প্রবল। [ঃ কফ পিত্ত বায়ু 'কুপিত' হওয়া।] স্ত্রী. — কুপিতা।

কুপিতা — সন্তানের প্রতি উচিত ব্যবহার করে না এমন বাবা।

কুপুত্র — পিতার অবাধ্য পুত্র।

কুপোকাত — ভূলুণ্ঠিত। পরাজিত। নিহত।

কুপ্রবৃত্তি — অসৎ কাজ করিবার ইচ্ছা।

কুফল — খারাপ পরিণতি।

কুবলয় — নীল পদ্ম। পদ্ম।

কুবচন — কুবাক্য।

কুবাক্য — অসৎ কথা, কটু কথা।

কুবুদ্ধি — অনিষ্টকর বুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি। যাহার কুবুদ্ধি আছে।

কুবৃত্তি — ঘৃণ্য পেশা।

কুবের — পুরাণে বর্ণিত যক্ষরাজ। বিরাট ধনী।

কুব্জ — কুঁজো। স্ত্রী. — কুব্জা।

কুব্জতা — কুঁজোর অবস্থা। বক্রতা।

কুমকুম — গুলানো আবীর যাহা হোলি খেলায় ব্যবহৃত হয়।

কুমড়া, কুমড়ো — একরকম আনাজ।

কুমতি — মন্দ ইচ্ছা, দুর্বুদ্ধি।

কুমন্ত্রণা — অসৎ পরামর্শ। অনিষ্টকর যুক্তি।

কুমার — রাজপুত্র। পুত্র। বালক। অবিবাহিত। কার্তিকের।

কুমার — মাটির পাত্র গড়া যাহার পেশা, কুম্ভকার।

কুমারশাল — কুমারের কাজের জায়গা বা কারখানা।

কুমারিকা — ভারতের দক্ষিণস্থ অন্তরীপ।

কুমারী — রাজকন্যা। কন্যা। অল্পবয়স্কা কন্যা। অবিবাহিতা।

কুমির, কুমীর — একরকম বিরাটকায় হিংস্র জলচর টিকটিকিজাতীয় জীব, কুম্ভীর।

কুমুদ — শালুক ফুল। সাদা পদ্ম।

কুমুদবন্ধু, কুমুদবান্ধব — চাঁদ।

কুমুদিনী — শালুকের ঝাড়। শালুক আছে এমন জলাশয়।

কুমেরু — দক্ষিণ মেরু।

কুমোর — কুমার, কুম্ভকার।

কুম্ভ — কলস। রাশিচক্রের একাদশ রাশি।

কুম্ভক — (যোগসাধনে) নিঃশ্বাসরোধ।

কুম্ভকর্ণ — রামায়ণে বর্ণিত রাবণের এক ভাই। যে ব্যক্তি খুব বেশি ঘুমায়।

কুম্ভকার — কুমোর।

কুম্ভশালা — কুমারশাল।

কুম্ভিল, কুম্ভিলক — চোর। যে অপরের লেখা হইতে চুরি করে।

কুম্ভীপাক — একটি নরক।

কুম্ভীর — কুমির।

কুম্ভীলক — ('কুম্ভিল' দেখ।)

কুয়া — কূপ, ইঁদারা।

কুয়াশা — কুজ্ঝটিকা।
কুরঙ্গ — হরিণ। স্ত্রী. — **কুরঙ্গী**, **কুরঙ্গিণী**।
কুরচি — ('কুড়চি' দেখ।)
কুরণ্ড — একরকম রোগ, অণ্ডকোষ ফোলা।
কুরনি — নারিকেল ইত্যাদি কুরিবার দাঁতওয়ালা অস্ত্র।
কুরবক — ঝাঁটি গাছ বা ফুল, কুরুবক।
কুরর — চিলজাতীয় একরকম পাখি।
কুর্শি — ('কুর্সি' দেখ।)
কুরা — চাঁচিয়া বা ঘষিয়া ক্ষয় করা বা গুঁড়া করা।
কুরু — চন্দ্রবংশীয় রাজা, কৌরব ও পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ।
কুরুক্ষেত্র — দিল্লীর উত্তরে অবস্থিত স্থান যেখানে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। তুমুল কলহ। [ঃ 'কুরুক্ষেত্র' বাধাইল।]
কুরুচি — মন্দ বস্তু বা বিষয়ের প্রতি ঝোঁক।
কুরুনী — ('কুরনি' দেখ।)
কুরুবক — ঝাঁটিগাছ বা ফুল, ঝিণ্টী।
কুর্তি, **কুর্ত্তি** — ছোট কোর্তা।
কুর্দন, **কুর্দ্দন** — আনন্দে লাফানো।
কুর্নিশ — রাজারাজড়াদের প্রতি মুসলমানী নমস্কার।
কুর্সি — চেয়ার।
কুল — বংশ, পরিবার। উচ্চবংশ। সমূহ, গুলি। [ঃ 'মক্ষিকাকুল'।]
কুল — একরকম অম্লমধুর ফল, বদরী।
কুলকুচা, **কুলকুচো** — মুখের মধ্যে জল নাড়িয়াচাড়িয়া মুখ ধোয়া, কুল্লি।
কুলকুণ্ডলিনী — তন্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে বর্ণিত শক্তি।
কুলকুল — নদী ইত্যাদি বহিয়া যাওয়ার শব্দের অনুকার।
কুলক্ষণ — অশুভ লক্ষণ। অশুভলক্ষণযুক্ত।
কুলক্ষণা — অশুভলক্ষণযুক্তা।
কুলঙ্গি — দেওয়ালের গায়ে ছোট খোপ।
কুলজি — বংশতালিকা, কুলপঞ্জী।
কুলটা — অসতী, কুলত্যাগিনী।
কুলতিলক — বংশের গৌরব।
কুলধর্ম **কুলধর্ম্ম** — পরিবারে প্রচলিত আচার।
কুলনারী — উচ্চবংশীয়া কন্যা বা বধূ। সাধ্বী স্ত্রী।
কুলপঞ্জী — বংশের ক্রমিক তালিকা, কুলজি।
কুলপতি — আশ্রমের প্রধান ঋষি।
কুলপাংশুল — কুলাঙ্গার।
কুলপি — বরফ জমাইবার একরকম ছাঁচ।
কুলবতী, **কুলবধূ**, **কুলবালা** — ('কুলনারী' দেখ।)
কুলা — শস্যাদি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার জন্য বাঁশের ডালা।
কুলাক — রুশ দেশের ধনী কৃষক।
কুলাঙ্গার — বংশের সুনাম নষ্ট করে এমন লোক।
কুলাচার — পরিবারে বা বংশে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান।
কুলানো — প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া।
কুলায় — পাখির বাসা, নীড়।
কুলাল — কুমোর।
কুলালচক্র — কুমোরের চাক।
কুলি — ('কুলী' দেখ।)
কুলি — ('কুল্লি' দেখ।)
কুলিশ — বজ্র।
কুলী — মজুর। মুটে।
কুলীশ — ('কুলিশ' দেখ।)
কুলীন — উচ্চবংশে জাত। বল্লাল সেনের নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত বংশে জাত।
কুলুকুলু — নদী ইত্যাদি প্রবাহিত হইবার মৃদু মধুর ধ্বনির অনুকার।

কুলাঙ্গ — ('কুলাঙ্গার' দেখ।)
কুলুপ — তালা।
কুল্লি — কুলকুচা।
কুল্লে — মাত্র, মোটে।
কুশ — একরকম ধারালো ঘাস। রামচন্দ্রের পুত্র।
কুশণ্ডিকা — বিবাহাদি কার্যে হোমের অনুষ্ঠান।
কুশপুত্তলিকা, কুশপুত্তলী — মৃতব্যক্তির কুশদ্বারা তৈয়ারী কল্পিত মূর্তি।
কুশল — মঙ্গল, শুভ। নিপুণ, দক্ষ।
কুশলতা — নিপুণতা, দক্ষতা। মঙ্গলযুক্ততা।
কুশাগ্র — কুশের ডগা। কুশের ডগার মতো তীক্ষ্ণ।
কুশাঙ্কুর — কুশের অঙ্কুর। কুশের ডগা।
কুশারি — আখ। পদবী বিশেষ।
কুশাসন — কুশের তৈয়ারী আসন।
কুশি — কচি ফল। [ঃ আমের 'কুশি'।]
কুশীদ — ('কুসীদ' দেখ।)
কুশীলব — নট, অভিনেতা। নাটকের পাত্র-পাত্রী।
কুষি — ছোট কোষা।
কুষ্ঠ — একরকম রোগ, কুঠ।
কুষ্মাণ্ড — কুমড়া।
কুসংস্কার — যুক্তিহীন ভ্রান্ত ধারণা ও তদনুসারে আচার-অনুষ্ঠান।
কুসংস্কারাচ্ছন্ন — কুসংস্কারে পূর্ণ, কুসংস্কারের দ্বারা বিভ্রান্ত।
কুসঙ্গ — অসৎ সঙ্গ, মন্দ লোকের সংসর্গ।
কুসীদ — সুদ।
কুসীদজীবী — সুদখোর।
কুসুম — ফুল। ডিমের হলদে অংশ।
কুসুমধন্বা, কুসুমায়ুধ — ফুলের ধনুক-ধারী প্রেমের দেবতা, মদন।
কুসুমিত — ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে এমন, পুষ্পযুক্ত। ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন, বিকশিত।
কুসুমেষু — ফুলের বাণ যাহার, প্রেমের দেবতা, মদন।
কুস্তি — মল্লযুদ্ধ।
কুস্তিগির, কুস্তিবাজ — মল্লযোদ্ধা, কুস্তিতে পটু।
কুস্বভাব — মন্দ স্বভাব। যাহার স্বভাব মন্দ এমন।
কুহক — ভেলকি, মায়া।
কুহকী — মায়াবী, জাদুকর। স্ত্রী. — কুহকিনী।
কুহর — গর্ত। [ঃ কর্ণ-'কুহর'।]
কুহরণ — কূজন।
কুহরিত — কূজিত।
কুহু — কোকিলের ডাক।
কুহেলিকা, কুহেলী — কুয়াশা।
কূজন — পাখির ডাক।
কূজিত — পাখির ডাকে মুখরিত।
কূট — জটিল। সূক্ষ্ম, কুটিল। পাহাড়ের চূড়া। স্তূপ।
কূটকচাল — কূট তর্ক, সূক্ষ্ম জটিল বিষয় লইয়া বচসা।
কূটকচালে — কূটতর্ক করে এমন।
কূটনীতি — চাতুর্যপূর্ণ রাজনীতি। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পর্করক্ষার তত্ত্ব ও কৌশল। চতুর চাল।
কূটনীতিক, কূটনীতিজ্ঞ, কূটনীতিবিশারদ —কূটনীতিতে অভিজ্ঞ বা পণ্ডিত।
কূটনৈতিক — কূটনীতি সংক্রান্ত। চতুর।
কূটস্থ — গূঢ়। মূল।
কূপ — কুয়া। ছিদ্র। [ঃ লোম-'কূপ'।]
কূপমণ্ডূক — কুয়ার ব্যাং। বাহিরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নাই এমন ব্যক্তি।
কূপমণ্ডূকতা — বাহিরের জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞানতা। সংকীর্ণতা।

কুয়া — ('কুয়া' দেখ।)
কূর্ম, কূর্ম্ম — কচ্ছপ।
কূল — কিনারা, তীর।
কূলকিনারা — সীমা, নিষ্পত্তি, সমাধান। তীর।
কৃকলাস — টিকটিকিজাতীয় প্রাণী, কাকলাস।
কৃচ্ছ্র — ভোগসুখ বিসর্জন, আত্মপীড়ন। কষ্ট। যাহাতে ভোগসুখ বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে এমন।
কৃচ্ছ্রসাধ্য — অতিকষ্টে করা যায় এমন।
-কৃৎ — 'যে করিয়াছে' বুঝাইতে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ পথি-'কৃৎ'।]
কৃৎ — (ব্যাকরণে) ধাতুর পরে হয় এমন প্রত্যয়।
কৃত — করা হইয়াছে এমন, সম্পন্ন।
কৃতকর্ম, কৃতকর্ম্ম — করা হইয়াছে এমন কাজ। [ঃ'কৃতকর্মের' ফল।]
কৃতকর্মা, কৃতকর্ম্মা — যে কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে।
কৃতকার্য, কৃতকার্য্য — কার্যে সফল।
কৃতকার্যতা, কৃতকার্য্যতা — কাজে সাফল্য।
কৃতঘ্ন — উপকারীর অপকার করে এমন। বি. — **কৃতঘ্নতা।**
কৃতজ্ঞ — উপকারীর উপকার মনে রাখে এমন। বি. — **কৃতজ্ঞতা।**
কৃতদার — বিবাহিত।
কৃতনিশ্চয় — কর্তব্য স্থির করিয়াছে এমন, কৃতসংকল্প। নিঃসংশয়।
কৃতপূর্ব, কৃতপূর্ব্ব — আগে করা হইয়াছে এমন।
কৃতবিদ্য — পণ্ডিত, বিদ্বান।
কৃতসংকল্প, কৃতসঙ্কল্প — সংকল্প করিয়াছে বা স্থিরভাবে মনস্থ করিয়াছে এমন।
কৃতাঞ্জলি — হাত জোড় করিয়াছে এমন। জোড় হাত।
কৃতাঞ্জলিপুটে — হাত জোড় করিয়া, হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া।
কৃতার্থ — ধন্য।
কৃতার্থতা — সাফল্য, ধন্য অবস্থা।
কৃতি — কাজ, রচনা।
কৃতিত্ব — দুঃসাধ্য কাজ করার ক্ষমতা বা গৌরব। [ঃ 'কৃতিত্ব' প্রদর্শন; ঃ 'কৃতিত্ব'-অর্জন।]
কৃতী — দুঃসাধ্য কাজ করিয়া গৌরবলাভ করিয়াছে এমন।
কৃত্তিকা — একটি নক্ষত্রের নাম। কার্তিকের পালিকা মা।
কৃত্তিবাস — শিব। বিখ্যাত বাংলা রামায়ণের রচয়িতা।
কৃত্তিবাসী — কৃত্তিবাসরচিত।
কৃত্য — করণীয়। [ঃ 'কৃত্য' কর্ম।] করণীয় কাজ। [ঃ শেষ 'কৃত্য'।]
কৃত্যক — চাকুরি।
কৃত্রিম — নকল। কপট। স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন নয় এমন। বি. — **কৃত্রিমতা।**
কৃদন্ত — (ব্যাকরণে) কৃৎ-প্রত্যয় শেষে আছে এমন।
কৃপণ — খরচ করিতে চায় না এমন, কঞ্জুস, কিপটে। স্ত্রী. — **কৃপণা।** বি. — **কৃপণতা।**
কৃপা — দয়া, করুণা, অনুগ্রহ।
কৃপাকটাক্ষ — সামান্য কৃপাদৃষ্টি, সাহায্য, করুণা।
কৃপাকণা — সামান্যতম দয়া।
কৃপাণ — তরবারি।
কৃপাণপাণি — যাহার হস্তে তরবারি আছে।
কৃপাদৃষ্টি — দয়াপূর্ণ দৃষ্টি, দয়া।
কৃপানিধি — দয়ার আকর, দয়ার সাগর।
কৃপাপরবশ — দয়ায় অভিভূত।
কৃপাপাত্র — করুণার যোগ্য ব্যক্তি।

কৃপালু — দয়ালু।
কৃমি — কেঁচো জাতীয় কীট। ক্ষুদ্র কীট।
কৃমিনাশক — কৃমি মারে এমন।
কৃশ — ক্ষীণ, রোগা। বি. — **কৃশতা**।
কৃশাঙ্গী — ক্ষীণকায়া, তন্বী।
কৃশ্চান — ('খ্রীষ্টান' দেখ।)
কৃষক — চাষী।
কৃষাণ — চাষী। ভূমিহীন চাষী। স্ত্রী. — **কৃষাণী**।
কৃষি — চাষ।
কৃষিজীবী — চাষের দ্বারা যাহারা জীবিকা অর্জন করে, চাষী।
কৃষ্টি — সংস্কৃতি, শিক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত মানসিক উন্নতি।
কৃষ্ণ — কালো। যখন চন্দ্রকলার ক্ষয় হইতে থাকে এমন। [ঃ 'কৃষ্ণ' পক্ষ।] স্ত্রী. — **কৃষ্ণা**। [ঃ 'কৃষ্ণা' চতুর্দশী।]
কৃষ্ণ — বাসুদেব ও দেবকীর পুত্র।
কৃষ্ণকলি — একরকম গাছ ও তাহার ফুল।
কৃষ্ণকায় — যাহার গায়ের রং কালো।
কৃষ্ণচতুর্দশী, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী — কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী।
কৃষ্ণচূড়া — একরকম গাছ ও তাহার ফুল।
কৃষ্ণতা, কৃষ্ণত্ব — কালো রং। কালোত্ব।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন — বিখ্যাত ঋষি ব্যাসদেব।
কৃষ্ণপক্ষ — যে পক্ষে চন্দ্রকলার ক্ষয় হয়। (তুঃ শুক্লপক্ষ।)
কৃষ্ণসর্প — কালসাপ, কেউটে।
কৃষ্ণসার — একরকম হরিণ।
কৃষ্ণসারথি — অর্জুন।
কৃষ্ণা — দ্রৌপদী। দক্ষিণ ভারতের একটি নদীর নাম। কৃষ্ণবর্ণা।
কৃষ্ণাজিন — কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া।
কৃষ্ণাষ্টমী — কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী।
কৃষ্ণাভ — ঈষৎ কালো।
কে — কোন্ ব্যক্তি।
কেউ — কেহ।
কেঁউ — কুকুরের কাতর শব্দ।
কেউটে — একরকম বিষাক্ত সাপ। কৃষ্ণসর্প।
কেওট — কৈবর্ত, জেলে, ধীবর।
কেওড়া — কেয়াফুল-জাত সুগন্ধি জল।
কেওরা — নিম্ন শ্রেণীর একটি জাতি।
কেংকার — হাঁসের ডাক। কাঁসা ইত্যাদির ঝনঝন শব্দ।
কেক — ময়দা ও ডিম যোগে তৈয়ারী একরকম পিঠা।
কেকয় — পাঞ্জাবের অন্তর্গত একটি প্রাচীন রাজ্য, কৈকেয়ীর জন্মস্থান।
কেকা — ময়ূরের ডাক।
কেঁচা — ('কোঁচ' দেখ।)
কেঁচে — ('কাঁচিয়া' দেখ।)
কেঁচো — কৃমিজাতীয় একরকম লম্বা পোকা। কেঁচোর মতো জড়সড়। [ঃ ভয়ে 'কেঁচো'।]
কেচ্ছা — কুৎসা, দুর্নাম, গল্প।
কেজো — কাজের উপযুক্ত। কর্মঠ।
কেটলি — জল গরম করার মুখঢাকা নলওয়ালা একরকম পাত্র।
কেঠো — কাঠের তৈয়ারী। কাঠের মতো শক্ত।
কেঠো — একরকম কচ্ছপ।
কেঁড়ে — বাঁশের চোঙার পাত্র। [ঃ দুধ মাপিবার 'কেঁড়ে'।] বাঁশের চোঙায় তেল ও বাতি দিয়া জ্বালানো আলো।
কেতক, কেতকী — কেয়া গাছ ও ফুল।
কেতন — পতাকা, নিশান।
কেতা — সামাজিক রীতি। [ঃ 'কেতা'-দুরস্ত।] সারি সারি স্তূপ, থাক। [ঃ 'কেতা' দিয়া রাখা।]
কেতাব — বই।
কেতাবী — (নিন্দার্থে) পুস্তকগত। [ঃ

'কেতাবী' বিদ্যা।]

কেতু — পতাকা। নিশান। হিন্দু জ্যোতিষে বর্ণিত একটি গ্রহের নাম।

কেদার — হিমালয়স্থ একটি তীর্থ। শিব। আলবাল। ক্ষেত্র। [ঃ কেদার-'খণ্ড'।]

কেদারা — চেয়ার। (সংগীতে) একরকম রাগিণী।

কেঁদো — মাংসল, মোটা। [ঃ 'কেঁদো' বাঘ।]

কেন — কিজন্য, কি কারণে। ডাকের উত্তরে প্রশ্ন।

কেননা — কারণ, যেহেতু।

কেনা — দাম দিয়া লওয়া, ক্রয় করা। কেনা হইয়াছে এমন, ক্রীত। [ঃ 'কেনা' গোলাম।]

কেনানো — ক্রয় করানো।

কেন্দ্র — বৃত্তের মধ্যবিন্দু। প্রধান স্থান বা বিষয়। [কর্ম-'কেন্দ্র'।]

কেন্দ্রস্থল — কেন্দ্র। মাঝখানে অবস্থিত স্থান।

কেন্দ্রাতিগ — কেন্দ্র হইতে দূরে গমনকারী।

কেন্দ্রাভিগ — কেন্দ্র অভিমুখে গমনকারী।

কেন্দ্রিক - কেন্দ্র করিয়া আছে এমন। [ঃকর্ম-'কেন্দ্রিক' শিক্ষা।] কেন্দ্রে অবস্থিত।

কেন্দ্রীভূত — কেন্দ্রে পরিণত। কেন্দ্রে আগত।

কেন্দ্রীয় — কেন্দ্র সংক্রান্ত। সমগ্র রাষ্ট্র সংক্রান্ত। [ঃ 'কেন্দ্রীয়' সরকার।]

কেন্নো — বহুপাবিশিষ্ট একরকম কুৎসিত পোকা।

কেয়ট — কৈবর্ত, জেলে, ধীবর।

কেবল — শুদ্ধ। মাত্র। সবেমাত্র। [ঃ 'কেবল' এসেছি।]

কেমন — কিরকম।

কেমন কেমন, কেমন যেন — সন্দেহজনক ও দুর্বোধ্য।

কেমনে — কিভাবে, কি উপায়ে।

কেমিকেল, কেমিক্যাল — রাসায়নিক। কৃত্রিম। নকল সোনা। [ঃ 'কেমিক্যালের' গয়না।]

কেয়া — একরকম গাছ ও ফুল, কেতকী।

কেয়াবাত — বাহবা, সাবাস।

কেয়ামত — অন্তিম বিচারের দিন।

কেয়ার — ভয়, খাতির। [ঃ কাউকে 'কেয়ার' করে না।] ঠিকানা। [ঃআমার 'কেয়ারে' চিঠি দেবেন।]

কেয়ারি — আল দিয়া ঘেরা ক্ষেতের ছোট টুকরা।

কেয়ূর — বাজু, তাগা, অনন্ত।

কেরদানি — ('কারদানি' দেখ।)

কেরল — দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমাংশে অবস্থিত অঞ্চল ও সেখানকার অধিবাসী।

কেরানী — অফিস সংক্রান্ত লেখার কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, মুন্শি।

কেরামত -- দৈব শক্তি।

কেরামতি -- ক্ষমতা। বাহাদুরি।

কেরাসিন, কেরোসিন — খনি হইতে উৎপন্ন একরকম তৈল।

কেলটে — (নিন্দায়) কৃষ্ণকায়, কালো।

কেলাস — স্ফটিক, দানা, 'ক্রিস্টাল'।

কেলাসন — দানায় পরিণতি।

কেলাসিত — দানায় পরিণত।

কেলি, কেলী -- খেলা। প্রমোদ।

কেলে — (নিন্দার্থে) কালো।

কেলেঙ্কার — লজ্জাজনক। [ঃ 'কেলেঙ্কার' কাণ্ড।]

কেলেঙ্কারি — লজ্জা ও দুর্নামের ব্যাপার।

কেলেমাণিক, কেলেসোনা — (ব্যঙ্গার্থে) কালো লোক।

কেল্লা — দুর্গ।

কেশ — চুল।

কেশদাম, কেশপাশ — চুলের গোছা বা স্তবক।

কেশব — শ্রীকৃষ্ণ।

কেশবিন্যাস — চুল আঁচড়ানো, কেশসজ্জা।

কেশর — সিংহ ইত্যাদি পশুর ঘাড়ের লোম। ফুলের ভিতরের চুলের মতো রোঁয়া।

কেশরী — সিংহ।

কেশিয়ার — কোষাধ্যক্ষ।

কেশী — পুরাণে বর্ণিত অসুর। যাহার চুল আছে। স্ত্রী. — **কেশিনী।**

কেস — মামলা। বাক্স। ঢাকনি।

কেহ — কেউ, কোনও ব্যক্তি।

কৈকেয়ী — কেকয় দেশের রাজকন্যা, রামচন্দ্রের বিমাতা, ভরতের মা।

কৈছন — (প্রাচীন কবিতায়) কেমন।

কৈছনে, কৈছে — (প্রাচীন কবিতায়) কিরূপে।

কৈটভ — পুরাণে বর্ণিত এক দৈত্য যাহাকে বিষ্ণু বধ করেন।

কৈটভারি — বিষ্ণু।

কৈতব — কপটতা, ছল। জুয়াখেলা।

কৈন্দ্রিক — কেন্দ্র সম্বন্ধীয়।

কৈফিয়ৎ — কারণ সম্পর্কে বিবৃতি। জমা-খরচের পর বাকী টাকার হিসাব। [ঃ 'কৈফিয়ৎ' কাটা।]

কৈফিয়ত — ('কৈফিয়ৎ' দেখ।)

কৈবর্ত, কৈবর্ত্ত — জেলে। হিন্দুসমাজের একটি জাতি।

কৈবল্য — মোক্ষ, ব্রহ্মের সহিত একত্ব।

কৈলাস — হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত একটি পর্বত। পুরাণে বর্ণিত শিবের বাসস্থান।

কৈলাসনাথ, কৈলাসপতি — শিব।

কৈশিক — কেশ সম্বন্ধীয়। চুলের মতো সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট।

কৈশোর — কিশোরের অবস্থা। ১১ হইতে ১৫ পর্যন্ত বয়সকাল।

কোক — অল্প পোড়ানো পাথুরে কয়লা।

কোঁক — অস্ফুট আর্তনাদ বা ঘর্ষণের শব্দ।

কোঁকড়া — কুঁচকানো, কুঞ্চিত। [ঃ 'কোঁকড়া' চুল।]

কোঁকড়ানো — কুঞ্চিত করা বা হওয়া। কুঞ্চিত করা হইয়াছে এমন, কোঁকড়া।

কোকনদ — লাল পদ্ম। লাল শালুক।

কোকশিমা — একরকম গুল্ম।

কোকিল — একরকম সুকণ্ঠ পাখি। স্ত্রী. — **কোকিলা।**

কোকেন — একরকম মাদক দ্রব্য ও ঔষধ।

কোঁ কোঁ — বার বার অস্ফুট আর্তনাদ বা ঘর্ষণের শব্দ।

কোঙর, কোঙার — (প্রাচীন কবিতায়) কুমার, পুত্র, রাজপুত্র।

কোঙ্কণ — মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি অঞ্চল।

কোচ — কুচবিহারের আদিম অধিবাসী।

কোচবাক্স — কোচম্যান যেখানে বসিয়া ঘোড়ার গাড়ি চালায়।

কোঁচ — মাছ মারিবার উপযোগী একরকম হাতিয়ার।

কোঁচকানো — কুঞ্চিত করা বা হওয়া। কুঞ্চিত করা হইয়াছে এমন। কোঁকড়ানো।

কোঁচড় — কোঁচার বা কোলের কাপড় দিয়া তৈয়ারী থলির মতো পাত্র। কোল।

কোচমান, কোচম্যান — ঘোড়ার গাড়ির চালক।

কোঁচা — পরা ধুতির সামনের দিকের কোঁচানো ঝোলা অংশ।

কোঁচানো — কুঁচাইয়া ভাঁজ করা। কুচোইয়া ভাঁজ করা হইয়াছে এমন।

কোচুয়ান — ঘোড়ার গাড়ির চালক,

কোচম্যান।
কোচুয়ানি গ— কোচম্যানের কাজ।
কোচোয়ান — ('কোচুবান' দেখ।)
কোজাগর — শারদীয়া পূর্ণিমা যাহাতে লক্ষ্মীপূজা হয়।
কোট — একরকম বুক কাটা জামা।
কোট — জিদ, গোঁ। [ঃ 'কোট ধর' কথা।]
কোট — অধিকারভুক্ত স্থান। সীমানা।
কোটনা — ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে স্ত্রী ও পুরুষের যোগাযোগ ঘটায় এমন লোক। স্ত্রী — **কুট্টনী**।
কোটনাগিরি, কোটনামি — কোটনার কাজ বা পেশা।
কোটর — গাছের গুঁড়িতে গর্ত। ছোট গর্ত, খোপ। (নিন্দার্থে) ছোট ঘর।
কোটরগত — গর্তে ঢুকিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'কোটরগত' চক্ষু।]
কোটা — টুকরা করা। [ঃআনাজ 'কোটা'।] কাটা বা ভাঙার জন্য ঘা দেওয়া। [ঃ 'মাথা কোটা।] টুকরা করা হইয়াছে এমন।
কোটানো — অপরকে দিয়া টুকরা করা। অপরকে দিয়া টুকরা করা হইয়াছে এমন।
কোটাল — প্রাচীন কালের নগরপাল। প্রহরী।
কোটি, কোটী — এক শত লক্ষ, ক্রোর।
কোটিপতি — বিরাট ধনী, বহু লক্ষ টাকার মালিক।
কোটেশন — উদ্ধৃতি। প্রস্তাবিত মজুরি বা মূল্য।
কোঠা — ঘর, কক্ষ। পাকা বাড়ি, অট্টালিকা। [ঃ 'কোঠা'-বাড়ি।] বাড়ি। [ঃ মাট 'কোঠা'।] শ্রেণী, অংশ। [ঃ বিশেষ 'কোঠায়'।]
কোঠি — ছোট কোঠা। ('কুঠি' দেখ।)
কোঁড় — বেত বাঁশ ইত্যাদির অঙ্কুর।
কোড়া — চাবুক।
কোণ — দুইটি রেখার বা দিকের মিলন-স্থান। সংকীর্ণ প্রান্ত। ভিতর। [ঃ ঘরের 'কোণে' বসে থাকা।]
কোণাকুণি, কোণাকোণি — এক কোণ হইতে বিপরীত দিকের অপর কোণ পর্যন্ত।
কোঁত — মলাদি ত্যাগের জন্য বেগ বা চাপ। [ঃ'কোঁত দেওয়া।]
কোঁতকা — মোটা লাঠি।
কোঁতানো — কোঁত দেওয়া।
কোতোয়াল — ('কোটাল' দেখ।)
কোতোয়ালি — কোতোয়ালের কাজ। কোতোয়ালের অধিকারভুক্ত স্থান, থানা।
কোথা, কোথায় — কোন্ স্থানে, কই। বৈপরীত্য, ব্যবধান ও খেদ সূচক শব্দ। [ঃ 'কোথা' রাজপ্রাসাদ, 'কোথা' বনবাস, ঃ'কোথায়' কলিকাতা, 'কোথায়' মাদ্রাজ। ঃ 'কোথা' সে রামরাজ্য!]
কোথাকার — কোন্ জায়গার। [ঃ 'কোথাকার' আম।] তিরস্কারে জোর প্রকাশক শব্দ। [ঃ বোকা কোথাকার'!]
কোদণ্ড — ধনুক। [ঃ'কোদণ্ড'-টঙ্কার।]
কোদণ্ডটঙ্কার — ধনুক হইতে তীর ছাড়িবার শব্দ।
কোঁদল — ঝগড়া, কলহ।
কোদলানো — কোদাল দিয়া মাটি কোপানো। ঐভাবে কোপানো হইয়াছে এমন।
কোদা, কোঁদা — আনন্দে লাফানো। [ঃ নাচা-'কোদা'।]
কোঁদা — কুঁদযন্ত্রে চাঁচিয়া মসৃণ করা। ঐভাবে মসৃণ করা হইয়াছে এমন।
কোদাল — মাটি কাটিবার জন্য একরকম হাতিয়ার।
কোন্, কোন — নির্দিষ্ট একটি বুঝাইতে

প্রশ্নে। [ঃ 'কোন্' লোক? ঃ কোন্ জিনিস?] অনির্দিষ্ট এক। [ঃ 'কোন্' দিন শুনব তুমি ধরা পড়েছ।] 'না' এই অর্থে। [ঃ তুমি 'কোন্' এলে।]

কোন, কোনও — অনির্দিষ্ট এক। [ঃ 'কোনও' লোক বলেছিল। একটিও। [ঃ 'কোনও' কাজের নয়।]

কোনও কোনও — অনির্দিষ্ট কয়েকটি।

কোনা — কোণবিশিষ্ট। [ঃ 'চার-কোনা'।]

কোনাকুনি — ('কোণাকুণি' দেখ।)

কোনাচ — চালাঘরের কোণ যেখানে দুই দিকের চাল আসিয়া মিশিয়াছে।

কোনো — ('কোনও' দেখ।)

কোন্দল — কোঁদল, ঝগড়া, কলহ।

কোপ — রাগ, রোষ।

কোপ — ধারালো ভারী অস্ত্রের ঘা। [ঃ এক 'কোপে' কাটা।]

কোপন — সহজে রাগে এমন, রাগী। স্ত্রী. —কোপনা।

কোপনস্বভাব — বদরাগী।

কোপানল — ক্রোধাগ্নি, রাগরূপ আগুন।

কোপানো — কোপ মারিয়া মারিয়া কাটা। ঐভাবে কাটা হইয়াছে এমন। [ঃ 'কোপানো' মাটি।]

কোপাবিষ্ট — ক্রোধে অভিভূত।

কোপি — একরকম আনাজ, কপি।

কোপ্তা — মাংসের বড়া।

কোবালা — বিক্রয়পত্র।

কোবিদ — পণ্ডিত। [ঃ শাস্ত্র-'কোবিদ'।]

কোমর — মাজা, কটি, কাঁকাল।

কোমরপাটা, কোমরবন্ধ — কোমরের একরকম গহনা।

কোমল — নরম, তুলতুলে। মৃদু, মধুর। অনুভূতিশীল। [ঃ 'কোমল' হৃদয়।] বি. —কোমলতা।

কোমলাঙ্গ — নরম দেহ। নরম দেহ যাহার।

কোমলাঙ্গী — নরম দেহ যে স্ত্রীলোকের।

কোমলাস্থি — নরম হাড়, উপাস্থি।

কোম্পানি — যৌথ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি-প্রবর্তিত সরকার। [ঃ 'কোম্পানির' আমল।]

কোম্পানির কাগজ — সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের দলিল।

কোয়া — কোষ। [ঃ 'কাঁঠালের' কোয়া।]

কোরক — কুঁড়ি, কলিকা।

কোরণ্ড — কুরণ্ড, কোষবৃদ্ধি রোগ।

কোরফা — অন্য প্রজার নিকট হইতে জমি লইয়া চাষ করে এমন। [ঃ 'কোরফা' প্রজা।]

কোরবানি — ইসলাম ধর্ম অনুসারে পশুবলি।

কোরমা — ('কোর্মা' দেখ।)

কোরা — আধোয়া, মাড়যুক্ত। [ঃ 'কোরা' কাপড়।]

কোরা — কুরুনি দিয়া চাঁচা। [ঃ নারিকেল 'কোরা'।] ঐভাবে চাঁচা হইয়াছে এমন। [ঃ 'কোরা' নারিকেল।]

কোরান — মুসলমানদের মূল ধর্মগ্রন্থ।

কোরাস — মিলিত বহু কণ্ঠের গান।

কোর্তা, কোর্ত্তা — একরকম ছোট জামা।

কোর্মা, কোর্ম্মা — মাংস বা মাছের একরকম কালিয়া।

কোল — উরু ও পেটের কাছাকাছি স্থান, ক্রোড়। [ঃ 'কোলে' নেওয়া।] আলিঙ্গন। [ঃ 'কোল' দেওয়া।]

কোল — ভারতের একটি আদিম জাতি।

কোলন — একরকম যতিচিহ্ন, ।

কোলা ব্যাং, কোলা ব্যাঙ — একরকম বড়ো ব্যাং।

কোলাহল — কলরব, গোলমাল।

কোশ — ('কোষ' দেখ।)

কোশ — ক্রোশ, দুই মাইলের কিছু বেশী।

কোশল — প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্য।
কোশা, কোশী — ('কোষা' 'কোষী' দেখ।)
কোষ — থলি, থলির মতো আবরণ। [ঃ [ঃ 'বীজকোষ'।] কোয়া। [ঃ কাঁঠালের 'কোষ'।] ভাণ্ডার। [ঃ 'রাজকোষ'।] অভিধান। [ঃ 'শব্দকোষ' ঃ 'বিশ্বকোষ'।]
কোষবৃদ্ধি — কুরণ্ড রোগ।
কোষা — নৌকার মতো দেখিতে পূজার একরকম বাসন।
কোষী — ছোট কোষা, কুষি।
কোষাধ্যক্ষ — ভাণ্ডারী, ধনরক্ষক।
কোষ্ঠ — পেটের মধ্যে যেখানে মল থাকে, মলাশয়। [ঃ 'কোষ্ঠ' পরিষ্কার হওয়া।]
কোষ্ঠকাঠিন্য — মল শক্ত হওয়ার ফলে দাস্ত না হওয়া।
কোষ্ঠবদ্ধতা — দাস্ত না হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য।
কোষ্ঠশুদ্ধি — দাস্ত ভালোভাবে হওয়া।
কোষ্ঠী — জ্যোতিষীর দ্বারা রচিত জন্মপত্রিকা।
কোহল — প্রাচীন কালের একরকম মদ।
কোহিনুর — সুবিখ্যাত হীরকখণ্ড ('আলোর পাথর' এই মূল অর্থে)।
কৌচ — গদি-আঁটা বড়ো বসিবার আসন।
কৌটা — ঢাকনিওয়ালা ছোট পাত্র।
কৌটিল্য — কুটিলতা। বিখ্যাত 'অর্থশাস্ত্র'-রচয়িতা, চাণক্য।
কৌটো — ('কৌটা' দেখ।)
কৌণিক — কোণ সংক্রান্ত। [ঃ 'কৌণিক' দূরত্ব।]
কৌতুক — আমোদ, মজা। ঠাট্টা, তামাশা।
কৌতুককর, কৌতুকপ্রদ, কৌতুকাবহ — মজার, মজাদার।
কৌতূহল — জানিবার আগ্রহ, ঔৎসুক্য।
কৌতূহলী — উৎসুক।
কৌতূহলোদ্দীপক — কৌতূহলের উদ্রেক করে এমন।
কৌন্তেয় — কুন্তীর পুত্র, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন।
কৌন্সিলী — ব্যারিস্টার, উচ্চ স্তরের উকিল।
কৌপীন — কপনি, ল্যাঙোট।
কৌমার — কুমারের অবস্থা। বাল্যকাল।
কৌমার্য, কৌমার্য্য — অবিবাহিত অবস্থা। যৌন শুচিতা।
কৌমুদী — জ্যোৎস্না।
কৌরব — কুরুবংশীয়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ।
কৌলিক — কুল সম্বন্ধীয়। বংশগত। [ঃ 'কৌলিক' আচার।]
কৌলীন্য — কুলীনত্ব। আভিজাত্য।
কৌশল — কায়দা, দক্ষতা। ফন্দি, চাতুরি।
কৌশলী — চতুর, ফন্দিবাজ। নিপুণ, উপায় উদ্ভাবনে পটু।
কৌশল্যা — রামচন্দ্রের মা, দশরথের পত্নী।
কৌশাম্বী — প্রাচীন বৎস রাজ্যের রাজধানী।
কৌশিক — বিশ্বামিত্র ঋষি।
কৌশিক — রেশমী, গরদ।
কৌশেয়, কৌষেয় — রেশমী।
কৌসলী, কৌঁসুলী — ব্যারিস্টার, উচ্চ আদালতের উকিল, কৌন্সিলী।
কৌস্তুভ — পুরাণোক্ত মণি, শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ।
ক্যাঁক — আকস্মিক আঘাত পাইবার বেদনা সূচক শব্দের অনুকার।
ক্যাঁচ — কাটা ঘষা ইত্যাদির অনুকার।
ক্যাঁচক্যাঁচানি — ক্রমাগত ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।
ক্যাঁচর-ক্যাঁচর — ক্রমাগত ঘর্ষণের বা অর্ধসিদ্ধ তরকারি চর্বণের শব্দের অনুকার।
ক্যাট ক্যাট — মোটা কর্কশ জিনিস গায়ে

লাগিবার ফলে অস্বস্তিবোধসূচক অনুকার। [ঃ গায়ে 'ক্যাঁট ক্যাঁট' করা।]
ক্যাঁত — লাথি মারার শব্দের অনুকার।
ক্যাম্বিস, ক্যাম্বিস — একরকম মোটা মজবুত কাপড়।
ক্রতু — যজ্ঞ।
ক্রন্দন — কান্না। বিণ. — **ক্রন্দিত।**
ক্রন্দসী — আকাশ। আকাশ ও পৃথিবী। [ঃ "তোমা লাগি কাঁদিছে 'ক্রন্দসী'।"]
ক্রম — নিয়ম অনুসারে পর পর থাকা বা হওয়া।
ক্রমবিকাশ — পর পর বিকাশ।
ক্রমবিকাশবাদ — ('অভিব্যক্তিবাদ' দেখ।)
ক্রমবিকাশবাদী — ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাসী।
ক্রমশ, ক্রমশঃ — ক্রমে ক্রমে, পর পর।
ক্রমাগত — ধারাবাহিক। অবিরাম।
ক্রমান্বয়ে — পর পর।
ক্রমিক — নিয়ম অনুসারে পর পর। [ঃ 'ক্রমিক' নম্বর।]
ক্রমে — পর পর। [ঃ 'ক্রমে' বুঝবে।] অনুসারে। [ঃ 'অনুমতিক্রমে'।]
ক্রমে ক্রমে — পর পর।
ক্রমোন্নত — ক্রমে অধিকতর উচ্চ বা উন্নত হইয়াছে এমন।
ক্রমোন্নতি — পর পর উন্নতি।
ক্রয় — কেনা, খরিদ।
ক্রস — ঢেরা চিহ্ন, × চিহ্ন। ('ক্রুশ' দেখ।)
ক্রান্তি — গমন, অতিক্রম। বিপ্লব। এক কড়ার তিন ভাগের এক ভাগ। বিষুব লম্ব।
ক্রান্তিবৃত্ত — পৃথিবীর বার্ষিক ভ্রমণ পথ।
ক্রিকেট — একরকম খেলা, ব্যাটবল খেলা।
ক্রিমি — ('কৃমি' দেখ।)
ক্রিয়া — কাজ। (ব্যাকরণে) যাওয়া খাওয়া হওয়া ইত্যাদি কাজসূচক পদ। শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান।
ক্রিয়াকলাপ — কাজগুলি।
ক্রিয়াকাণ্ড — অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি কাজ।
ক্রিয়াশীল — কাজ করে বা করিতেছে এমন, সক্রিয়।
ক্রিয়াসক্ত - অনুষ্ঠানপরায়ণ।
ক্রীড়নক - খেলনা।
ক্রীড়া — খেলা।
ক্রীড়াকৌতুক — খেলা ও আমোদ-প্রমোদ।
ক্রীড়াকৌশল — খেলার কায়দা, খেলার নৈপুণ্য।
ক্রীড়াচ্ছলে — খেলার ছলে।
ক্রীড়াভূমি — খেলার মাঠ।
ক্রীত — কেনা হইয়াছে এমন।
ক্রীতদাস — কেনা গোলাম। স্ত্রী. — **ক্রীতদাসী।**
ক্রীশ্চান — খ্রীষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাসী।
ক্রুদ্ধ -- রাগান্বিত, রুষ্ট।
ক্রুশ — প্রাচীন কালে অপরাধীদের গাঁথিয়া মারিবার জন্য কাঠের উপর কাঠ আড়াআড়িভাবে রাখিয়া তৈয়ারী যন্ত্র। [ঃ 'ক্রুশ'-বিদ্ধ।] সেলাইএর কাঁটা।
ক্রূর — নির্দয়, নিষ্ঠুর। বি. — **ক্রূরতা।**
ক্রেংকার — ('কেংকার' দেখ।)
ক্রেতব্য — কেনার যোগ্য, কিনিতে হইবে এমন।
ক্রেতা — যে কেনে, খরিদ্দার। স্ত্রী. — **ক্রেত্রী।**
ক্রেয় — কেনার যোগ্য, যাহা কেনা উচিত বা প্রয়োজন।
ক্রোক — প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য সম্পত্তি আটক।
ক্রোটন — পাতাবাহারের গাছ।
ক্রোড় — কোল।
ক্রোড় অঙ্ক — নাটকের ছোট অঙ্ক।
ক্রোড়পত্র — যে পাতা আলাদা ছাপিয়া

বইয়ের ভিতরে দেওয়া হয়।

ক্রোধ — রাগ।

ক্রোধাগার — প্রাচীন কালের ক্রুদ্ধা রাণী প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট ঘর, গোসাঘর।

ক্রোধান্বিত — ক্রুদ্ধ।

ক্রোর — কোটি, শত লক্ষ।

ক্রোরপতি — কোটিপতি।

ক্রোশ — কোশ, দুই মাইলের কিছু বেশী, চার হাজার গজ।

ক্রৌঞ্চ — একরকম বক, কোঁচ বক।

ক্রৌঞ্চমিথুন — একজোড়া কোঁচ বক।

ক্লান্ত — পরিশ্রান্ত, অবসন্ন।

ক্লান্তি — অবসাদ।

ক্লাব — আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির জন্য মিলনস্থান, আড্ডা।

ক্লাশ, ক্লাস — শ্রেণী।

ক্লাসিক — প্রাচীন ও উচ্চাঙ্গ সাহিত্য।

ক্লাসিক্যাল — উচ্চাঙ্গ, উন্নত স্তরের। [ঃ 'ক্লাসিক্যাল' গান।]

ক্লিন্ন — মলিন, ক্লেদযুক্ত। বি. — **ক্লিন্নতা**।

ক্লিষ্ট — ক্লেশ পাইয়াছে এমন। [ঃ পথ 'ক্লিষ্ট'।]

ক্লীব — নপুংসক। পুরুষত্বহীন। কাপুরুষ।

ক্লীবতা, ক্লীবত্ব — ক্লীবের অবস্থা। সৃজন-শক্তিহীনতা। কাপুরুষতা।

ক্লীবলিঙ্গ — (ব্যাকরণে) স্ত্রী ও পুরুষ বাচক নয় এমন লিঙ্গ।

ক্লেদ — তরল ময়লা, ময়লা।

ক্লেদাক্ত — মলিন, ক্লিন্ন।

ক্লেশ — কষ্ট।

ক্লেশকর — কষ্টকর।

ক্লৈব্য — ('ক্লীবতা' দেখ।)

ক্লোম — যকৃত।

ক্লোমরস — যকৃত হইতে নিঃসৃত রস।

ক্বচিৎ — কোথাও, মাত্র দুয়েক জায়গায়।

ক্বণন — রণন, ধ্বনি।

ক্বণিত — ধ্বনিত, ঝংকৃত।

ক্বাথ — কিছু সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত নির্যাস।

ক্ষওয়া — ক্ষয় পাওয়া। ক্ষয় পাইয়াছে এমন।

ক্ষণ — খুব অল্প সময়, মুহূর্ত। সময়। [ঃ বহু-'ক্ষণ'।]

ক্ষণজন্মা — শুভক্ষণে জন্মিয়াছে এমন, ভাগ্যবান। [ঃ 'ক্ষণজন্মা' ব্যক্তি।]

ক্ষণদা — রাত্রি।

ক্ষণপ্রভা — বিদ্যুৎ।

ক্ষণভঙ্গুর — অল্প সময়ের মধ্যে ভাঙে বা নষ্ট হয় এমন। [ঃ 'ক্ষণভঙ্গুর' জীবন।]

ক্ষণিক — ক্ষণস্থায়ী, অল্পকালস্থায়ী। বি. — **ক্ষণিকতা**।

ক্ষণে ক্ষণে — প্রতি মুহূর্তে, মুহুর্মুহু।

ক্ষণেক — এক মুহূর্ত, খুব অল্প সময়।

ক্ষত — আঘাতের দ্বারা কাটিয়াছে বা ছিঁড়িয়াছে এমন। [ঃ 'ক্ষত' স্থান।] দেহের কাটা ছেঁড়া বা ত্বকহীন রক্তাক্ত জায়গা, ঘা।

ক্ষতবিক্ষত — আঘাতের ফলে অনেক জায়গায় কাটা বা ছেঁড়া হইয়াছে এমন। [ঃ অস্ত্রাঘাতে 'ক্ষতবিক্ষত'।]

ক্ষতি — অনিষ্ট। [ঃ কাহারও 'ক্ষতি' করিও না।] লোকসান। [ঃ ব্যবসায়ে 'ক্ষতি'।]

ক্ষতিকর — অনিষ্টকর।

ক্ষতিগ্রস্ত — যাহার লোকসান হইয়াছে এমন।

ক্ষতিজনক — ক্ষতিকর।

ক্ষতিপূরণ — কাহারও ক্ষতি করিবার শাস্তিস্বরূপ তাহাকে ক্ষতির উপযুক্ত মূল্যদান, খেসারত।

ক্ষতিবৃদ্ধি — লোকসান বা লাভ।

ক্ষত্র, ক্ষত্রিয় — প্রাচীন হিন্দু সমাজের চারি বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ যাহাদের উপর রাজ্য শাসন ও রাজ্য রক্ষার ভার থাকিত। স্ত্রী — **ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী**।

ক্ষত্রধর্ম, ক্ষত্রধর্ম্ম — ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য, যুদ্ধ রাজ্যশাসন ইত্যাদি কাজ।

ক্ষন্তব্য — ক্ষমার যোগ্য, ক্ষমার্হ।

ক্ষপণক — এক শ্রেণীর প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

-ক্ষম — 'সমর্থ' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কার্য 'ক্ষম'।]

ক্ষম — (পদ্যে) ক্ষমা কর।

ক্ষমতা — সামর্থ্য। শক্তি। প্রভাব প্রতিপত্তি।

ক্ষমা — অপরাধ মার্জনা। ক্ষান্তি। [ঃ 'ক্ষমা' দাও।]

ক্ষমি — (পদ্যে) ক্ষমা করি।

ক্ষমিব — (পদ্যে) ক্ষমা করিব।

ক্ষমিল — (পদ্যে) ক্ষমা করিল।

ক্ষম্য — ক্ষমার যোগ্য।

ক্ষয় — একটু একটু করিয়া কমা, হ্রাস। ঘর্ষণের ফলে কমা। নাশ, ধ্বংস। [ঃ শত্রু-'ক্ষয়'।]

ক্ষয়কাশ, ক্ষয়কাস, ক্ষয়রোগ — যক্ষ্মা।

ক্ষয়রোগী — ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে এমন ব্যক্তি।

ক্ষয়িত — ক্ষয় পাইয়াছে এমন।

ক্ষয়ী — যে বা যাহা ক্ষয় করে। [ঃ আত্ম-'ক্ষয়ী'।]

ক্ষরণ — চুয়াইয়া পড়া, বিন্দু বিন্দু হইয়া বাহির হওয়া। নিঃসরণ। বিণ — **ক্ষরিত**।

ক্ষাত্র — ক্ষত্র সংক্রান্ত, ক্ষত্রের উপযুক্ত।

ক্ষান্ত — থামিয়াছে এমন, বিরত, নিরস্ত, নিবৃত্ত।

ক্ষান্তি — বিরাম, বিরতি, থামা।

ক্ষার — সাজিমাটি সোডা ও চুন জাতীয় দ্রব্য।

ক্ষালন — ধোয়া। মোচন। [ঃ অপরাধ 'ক্ষালন'।] বিণ — **ক্ষালিত**।

ক্ষিতি — পৃথিবী।

ক্ষিতিধর — পর্বত।

ক্ষিতিনাথ, ক্ষিতিপতি, ক্ষিতীশ — রাজা।

ক্ষিপ্ত — উন্মত্ত, পাগল। অতিশয় উত্তেজিত। ছোঁড়া হইয়াছে এমন।

ক্ষিপ্ততা — উন্মত্ততা, অতিশয় উত্তেজনা।

ক্ষিপ্র — দ্রুত, ত্বরিত। [ঃ 'ক্ষিপ্র' গতি।]

ক্ষিপ্রকারিতা — দ্রুত কাজ করিবার শক্তি বা অভ্যাস।

ক্ষিপ্রকারী — যে দ্রুত কাজ করে।

ক্ষিপ্রগামিতা — দ্রুত গমন। দ্রুতগমনের শক্তি।

ক্ষিপ্রগামী — যে বা যাহা দ্রুত যায়।

ক্ষীণ — শীর্ণ, রোগা, সরু। অনুচ্চ। [ঃ 'ক্ষীণ' কণ্ঠ।] বি — **ক্ষীণতা**।

ক্ষীণজীবী, ক্ষীণপ্রাণ — যাহার প্রাণশক্তি অল্প এমন। অতীব দুর্বল।

ক্ষীয়মাণ — ক্ষয় পাইতেছে এমন।

ক্ষীর — ঘন দুধ। দুধ।

ক্ষীরপুলি — ক্ষীরের পুর দেওয়া পুলি পিঠা।

ক্ষীরমোহন — ক্ষীরের পুর দেওয়া চেপ্টা রসগোল্লা।

ক্ষীরসমুদ্র — পুরাণে বর্ণিত সমুদ্র যাহাতে বিষ্ণু অনন্তশয়নে থাকেন।

ক্ষীরা — একরকম শশা।

ক্ষীরাব্ধি, ক্ষীরোদ — ('ক্ষীরসমুদ্র' দেখ।)

ক্ষুণ্ণ — আঘাতপ্রাপ্ত, আহত, ব্যথিত। [ঃ 'মনঃক্ষুণ্ণ'।] পূর্ণতা নষ্ট হইয়াছে এমন, ত্রুটিপূর্ণ, হ্রাসপ্রাপ্ত। [ঃ গৌরব 'ক্ষুণ্ণ' হইল।]

ক্ষুৎ — ক্ষুধা। [ঃ 'ক্ষুৎ'-পিপাসা।]

ক্ষুদ, ক্ষুদ্দ — ('খুদ' ও 'খুদে' দেখ।)
ক্ষুদ্র — ছোট। নীচ, সংকীর্ণ।
ক্ষুদ্রচেতা — ('ক্ষুদ্রাশয়' দেখ।)
ক্ষুদ্রপ্রাণ — যাহার প্রাণশক্তি অল্প।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রমতি — অল্পবুদ্ধি, নির্বোধ।
ক্ষুদ্রান্ত্র — পরিপাক যন্ত্রের পাকস্থলীর পরবর্তী অংশ।
ক্ষুদ্রায়তন — চেহারায় ছোট, অল্পপরিসর।
ক্ষুদ্রাশয় — সংকীর্ণমনা, নীচ, অনুদার।
ক্ষুধা — খাইবার ইচ্ছা, খিদে। লোভ। তীব্র ইচ্ছা। [ঃ যৌন ক্ষুধা'।]
ক্ষুধাতুর — [illegible]।
ক্ষুধামান্দ্য — ক্ষুধার অভাব।
ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার্ত্ত — ক্ষুধায় কাতর, ক্ষুধিত।
ক্ষুধিত — যাহার ক্ষুধা হইয়াছে, ক্ষুধার্ত। লোভে বা বাসনায় জর্জরিত।
ক্ষুন্নিবৃত্তি — ক্ষুধার নিবৃত্তি আহার।
ক্ষুব্ধ — মনে মনে দুঃখিত ও বিরক্ত। ব্যথিত। বিক্ষুব্ধ।
ক্ষুর — চুল চাঁচিবার ধারালো অস্ত্র। গরু ঘোড়া ইত্যাদির পায়ের নীচের দিকের শক্ত আবরণ।
ক্ষুরধার — ক্ষুরের প্রান্তভাগের মতো অত্যন্ত ধারালো।
ক্ষুরপা, ক্ষুরপি — ('খুরপা', 'খুরপি দেখ।)
ক্ষেউরি — ('খেউরি' দেখ।)
ক্ষেত — চাষের উপযুক্ত জমি। জমি।
ক্ষেত্র — জমি, ক্ষেত। স্থান। [ঃ তীর্থ-'ক্ষেত্র'।] অবস্থা। [ঃ এ 'ক্ষেত্রে'।] (জ্যামিতিতে) সীমাবদ্ধ স্থান। [ঃ বর্গ-'ক্ষেত্র'।]
ক্ষেত্রজ — নিজের পত্নীর গর্ভে অপরের ঔরসে জন্মিয়াছে এমন। [ঃ 'ক্ষেত্রজ' পুত্র।] স্ত্রী — **ক্ষেত্রজা।**
ক্ষেত্রফল — সীমাবদ্ধ স্থানের পরিমাণ বা কালি।
ক্ষেত্রী — হিন্দুর একটি জাতি, ছত্রী।
ক্ষেপ — ছোঁড়া, নিক্ষেপ। [ঃ শর-'ক্ষেপ'।] ফেলা, পাতিত করা, দেওয়া। [ঃ 'পদক্ষেপ', ঃ 'দৃষ্টিক্ষেপ'; ঃ হস্ত-'ক্ষেপ'।] যাপন, ক্ষয়। [ঃ কাল-'ক্ষেপ'।] খেপ, দফা, বার। [ঃ কয়েক 'ক্ষেপ'।]
ক্ষেপণ — ছোড়া, নিক্ষেপ। ফেলা। [ঃ পট 'ক্ষেপণ'।] যাপন, কাটানো।
ক্ষেপণীয - ক্ষেপণের যোগ্য।
ক্ষেপণি, ক্ষেপণী — নৌকার দাঁড়।
ক্ষেপা — ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত। ক্ষিপ্ত হওয়া।
ক্ষেপানো — চটানো বা উত্তেজিত করা।
ক্ষেমংকর, ক্ষেমঙ্কর — কল্যাণকর। স্ত্রী — **ক্ষেমংকরী, ক্ষেমঙ্করী।**
ক্ষোদন -- খোদাই।
ক্ষোদিত — খোদাই করা হইয়াছে এমন।
ক্ষোভ — শীর্ণ[?] ও বেদনা। বেদনা। মানসিক ক্ষুণ্ণ-তা।
ক্ষৌণি, ক্ষৌণী — পৃথিবী।
ক্ষৌণীশ রাজা।
ক্ষৌম — রেশমী।
ক্ষৌর, ক্ষৌরকর্ম — ক্ষুর দিয়া ছাঁচা, কামানো, খেউরি।
ক্ষৌরিক — নাপিত।

খ

খ — আকাশ।
খই — ধান ভাজিয়া তুষ ছাড়াইয়া তৈয়ারী খাদ্য।
খইচুর — খই দিয়া তৈয়ারী একরকম খাদ্য।
খই চেকুর — চোঁয়া ঢেকুর।

খইনি — চুন-মাখানো তামাক।

খইনিখোর — যে খইনি চিবাইয়া নেশা করে।

খইল — তিল সরিষা ইত্যাদি হইতে তেল বাহির করিবার পর অবশিষ্ট অংশ।

খওয়া — ('ক্ষওয়া' দেখ।)

খক, খকখক — কাশির শব্দ।

খগ — পাখি।

খগপতি, খগরাজ, খগেন্দ্র, খগেশ, খগেশ্বর — গরুড়।

খচ — কাঁটা বা ছুঁচ বিঁধিবার বেদনাসূচক অনুকার। ধারালো অস্ত্র দিয়া চকিতে কাটার শব্দ।

খচ খচ -- বারে বারে ঐরূপ বেঁধা বা কাটার অনুকার।

খচমচ — খেচামেচি, গোলমাল।

খচর — পাখি। আকাশচারী।

খচিত — কাটিয়া বসানো, জড়িত। [ঃ পুষ্প-'খচিত'; ঃ মাণিক্য-'খচিত'; ঃ নক্ষত্র-'খচিত'।]

খচ্চর — ঘোড়া ও গাধার মিলনের ফলে জাত পশু। অসচ্চরিত্র, লম্পট।

খঞ্চা, খঞ্চে — বড় থালা, বারকোশ।

খঞ্জ — যাহার পা বিকল হইয়াছে, খোঁড়া।

খঞ্জন — একরকম চঞ্চল পাখী।

খঞ্জনি — মন্দিরা। একদিকে চামড়া দেওয়া গোলাকার বাদ্যযন্ত্র।

খঞ্জর — একরকম ছোরা।

খট — কোনও শক্ত জিনিস খোলার ভাঙার বা শক্ত জিনিস দিয়া আঘাত করার মৃদু শব্দ।

খটকা — সন্দেহ।

খটখটানি — খটখট শব্দ।

খটখটে — শুকনো ও শক্ত। [ঃ 'খটখটে' মাটি।]

খটমট — জুতা পরিয়া সজোরে হাঁটার শব্দের অনুকার।

খটমট, খটমটে — দুর্বোধ্য, কঠিন, শ্রুতি-কটু। [ঃ ভাষা 'খটমট' লাগা; ঃ 'খটমটে' ভাষা।]

খটাখট — বারে বারে জোরে খট খট শব্দ।

খটাশ — বিড়াল জাতীয় একরকম প্রাণী, ভাম।

খটাশ, খটাস — শক্ত জিনিসের ঠোকাঠুকির শব্দ।

খট্টা, খট্বা — খাট, পালঙ্ক।

খড — ('খড়' দেখ।)

খড় — শুষ্ক ধানগাছ বা ঘাস।

খড়কে — সরু কাঠি।

খড়খড় — শুষ্ক পাতা ইত্যাদির ঘর্ষণসূচক শব্দেব অনুকার।

খড়খড়ানি - খড়খড় শব্দ।

খড়খড়ে — খড়খড় শব্দ করে এমন। নীরস, শুষ্ক।

খড়খড়ি — জানালার কপাটের ছোট ছোট অংশ যেগুলি ইচ্ছামত তোলা বা নামানো যায়, ঝিলমিল।

খড়ম — কাঠের চটি।

খড়ি — একরকম সাদা মাটি। চক।

খড়িপাতা — গণনা, ভবিষ্যৎ নির্ণয়।

হাতে খড়ি — শিশুর বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠান।

খড়িকা — খড়কে, সরু কাঠি।

খড়্গ – খাঁড়া, বলিদানের জন্য ব্যবহার্য অস্ত্র।

খড়্গহস্ত — মারিতে উদ্যত, ক্রুদ্ধ।

খণ্ড – টুকরা, অংশ, ভাগ। বইয়ের ভাগ। ক্ষুদ্র, ছোটখাটো। [ঃ'খণ্ড'-কাব্য; ঃ'খণ্ড'-যুদ্ধ।]

খণ্ডখণ্ড — বহু টুকরায় বিভক্ত, বিখণ্ডিত।

খণ্ডন — ভ্রান্ত বা যুক্তিহীন প্রমাণ করা। [ঃমত 'খণ্ডন' করা।]

খণ্ডনীয় — খণ্ডনযোগ্য, যুক্তিহীন, ভ্রান্ত।

খণ্ডপ্রলয় — তুমুল বিবাদ।

খণ্ডানো — ব্যর্থ করা, অতিক্রম করা। [ঃ নিয়তি 'খণ্ডানো'; ঃ বিপদ 'খণ্ডানো'।]

খণ্ডিত — খণ্ড বা টুকরা করা হইয়াছে এমন। যুক্তিহীন বা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত।

খণ্ডিতা — অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিতা এক-রকম নায়িকা যে নায়কের দেহে অন্য নারীর সহিত মিলনের চিহ্ন দেখিয়া কুপিতা হয়।

খত — স্বীকারপত্র। হীনতা স্বীকারের জন্য ভূমিস্পর্শ। [ঃ নাকে 'খত'।]

খতম — শেষ।

খতানো — হিসাব করা, লাভ-ক্ষতি হিসাব করা।

খতিয়ান, খতেন — বিষয় অনুসারে বা বিভিন্ন দফায় হিসাব। জমিজমার হিসাব।

খত্তাল — করতাল, বড় মন্দিরা।

খদ — পার্বত্য অঞ্চলের গভীর নিম্নভূমি।

খদির — খয়ের।

খদ্দর — হাতে কাটা সুতা হইতে তাঁতে বোনা কাপড়, খাদি।

খদ্দের — খরিদদার, ক্রেতা।

খদ্যোত — জোনাকি। স্ত্রী. — **খদ্যোতিকা**।

ধূপ — হাউই, তারাবাজি।

নক — খননকারী।

নখন — ধাতুনির্মিত পাত্রাদির শব্দের অনুকার।

নখনে — খনখন করে এমন। নাকী। [ঃ 'খনখনে' আওয়াজ।]

নন — খোঁড়া, গর্ত খাদ ইত্যাদি কাটা।

ননীয় — খননের যোগ্য।

না — প্রাচীন কাহিনী ও কিংবদন্তীতে বর্ণিতা বিখ্যাতা নারী জ্যোতির্বিদ্। [ঃ 'খনার' বচন।] যে নাকে কথা বলে। নাকী। [ঃ 'খনা' সুর।]

খনি — মাটির নীচে যেখানে ধাতু কয়লা তেল ইত্যাদি স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়, আকর।

খনিজ — খনিতে উৎপন্ন, আকরিক।

খনিত্র — খুঁড়িবার অস্ত্র, খন্তা।

খন্তা — খুঁড়িবার অস্ত্র, শাবল।

খন্তি — খুন্তি, রাঁধিবার সময়ে তরকারি ইত্যাদি নাড়িবার জন্য ব্যবহার্য ছোট খোন্তা।

খন্দ — শস্য, ফসল।

খন্দ — গর্ত। [ঃ খানা-'খন্দ'।]

খপ্ — হঠাৎ দ্রুত। [ঃ 'খপ্' ক'রে ধরা।]

খপ্পর — কবল। [ঃ 'খপ্পরে' পড়া।] খোলা, খাপরা।

খবর — সংবাদ। খোঁজ, সন্ধান। **খবরের কাগজ** — সংবাদপত্র।

খবরদার — সাবধান, হুঁশিয়ার।

খবরদারি — দেখাশোনা, তত্ত্বাবধান। [ঃ 'খবরদারি' করা।] হুঁশিয়ারি।

খবরাখবর — ভালোমন্দ সংবাদ। সংবাদ দেওয়া-নেওয়া।

খয়রা — খয়েরের মতো রং। একরকম মাছ।

খয়রাত — দান, বিতরণ।

খয়রাতী — দানের জন্য, দেয়। দানরূপে প্রাপ্ত।

খয়ের — একরকম গাছের কষ, পান সাজিবার মসলা, খদির।

খয়ের খাঁ — খোশামুদে কর্মচারী।

খর — তীক্ষ্ণ। [ঃ 'খর'-ধার।] বেগবান, দ্রুত। [ঃ 'খর'-স্রোতা।] তীব্র, উগ্র, দুঃসহ। [ঃ 'খর'-রৌদ্র।]

খরখর — তাড়াতাড়ি। [ঃ 'খরখর' ক'রে চলা।]

খরখরে — খর, প্রখর। খসখসে, কর্কশ। চঞ্চল, চপল। [ঃ 'খরখরে' স্বভাব।]

খরগোশ, খরগোস — একরকম লম্বা কান ও চুলওয়ালা প্রাণী, শশক।

খরচ, খরচা — ব্যয়।

খরচখরচা — নানা রকমের ব্যয়। [ঃ 'খরচ-খরচা' বাদ দিয়া।]

খরচপত্র — নানারকম খরচ।

খরচান্ত — অত্যধিক খরচ।

খরচে — যে বেশী খরচ করে, অমিতব্যয়ী।

খরতর — অধিকতর খর, প্রখর।

খরধার — তীক্ষ্নধার, শাণিত।

খরবুজ, খরমুজ, খরমুজা — গোলাকার সরস একরকম ফল।

খরশর — তীক্ষ্ন তীর।

খরশাণ, খরশান — শাণিত তরবারি।

খরস্রোতা — দ্রুতগামী স্রোত আছে এমন। [ঃ 'খরস্রোতা' নদী।]

খরা — কড়া রোদ। অনাবৃষ্টি।

খরাদ — কুঁদযন্ত্রে কাটিয়া গঠন। [ঃ 'খরাদ' করা]

খরিদ — কেনা, ক্রয়।

খরিদদার — খদ্দের, ক্রেতা।

খরিদা — কেনা, ক্রীত।

খর্জুর, খর্জ্জুর, খর্জূর, খর্জ্জূর — খেজুর।

খর্পর — খপ্পর। খাপরা, খোলা। মাথার খুলি।

খর্ব, খর্ব্ব — খাটো, ছোট, ক্ষুদ্র। বি.— **খর্বতা, খর্ব্বতা, খর্বত্ব, খর্ব্বত্ব**।

খল — হিংসুক, অনিষ্টকারী। বি.— **খলতা**।

খল — ঔষধ মাড়িবার পাত্র।

খলখল — হাসির শব্দের অনুকার।

খলশে — একরকম ছোট মাছ।

খলিফা — মুসলমানদের ধর্মনেতা রাজা। দরজি। ধূর্ত লোক, পাকা লোক।

খলিশা — ('খলশে' দেখ।)

খস্ — কিছু খসার শব্দসূচক অনুকার।

খসখস — কাপড় কাগজ ইত্যাদির ঘর্ষণের শব্দের অনুকার।

খসখস — বেনার মূল। বেনার মূল দিয়া তৈয়ারী পর্দা।

খসখসানি — খসখস শব্দ।

খসখসে — মসৃণ নয়, কর্কশ।

খসড়া — মুসাবিদা, মোটামুটি রচনা।

খসম — স্বামী।

খসা — বিচ্যুত হওয়া, স্খলিত হওয়া। আলগা হইয়া পড়া। [ঃ কাপড় 'খসা'।] টাকাপয়সা খরচ হওয়া। [ঃ কিছু 'খসলো'।]

খসানো — বিচ্যুত করা, স্খলিত করা। টাকা-পয়সা খরচ করানো। [ঃ কিছু টাকা 'খসালাম'।]

খাঁ — পদবী বিশেষ।

খাই — ('খেই' দেখ।) গর্ত, পরিখা। [ঃ গড়-'খাই'।]

খাঁই — লোভ, পাইবার ইচ্ছা। [ঃ লোকটার 'খাঁই' বেশী।]

খাইখরচ, খাইখরচা — খাওয়ার খরচ, খোরাকি।

খাই-খাই — কেবলই খাইবার ইচ্ছাপ্রকাশ। [ঃ 'খাই-খাই' করা।] লুব্ধ। [ঃ 'খাই-খাই' ভাব।]

খাইয়ে — যে বেশী খাইতে পারে। বেশী খাইতে পারে এমন। [ঃ 'খাইয়ে' লোক।]

খাওয়া — গলাধঃকরণ করা, ভক্ষণ করা। (আনন্দ বা কষ্ট) ভোগ করা। [ঃ 'হাওয়া' খাওয়া; ঃ 'বকুনি' খাওয়া।] লওয়া। [ঃ 'ঘুষ' খাওয়া।] আঁটা, ধরা, লাগা। [ঃ বালিশে তুলো আরও 'খাবে'।] আবর্তিত বা গতিশীল হওয়া। [ঃ দোল 'খাওয়া'; ঃ ঘুরপাক 'খাওয়া'; ঃ চক্কর 'খাওয়া'।] ধূমপান করা। [ঃ সিগারেট 'খাওয়া'।] ইত্যাদি। ভক্ষণ, ভোজন।

খাওয়া হইয়াছে এমন, ভক্ষিত। [ঃ পোকায় 'খাওয়া' ফল।]

খাওয়ানো — ভোজন করানো। ধরানো, লাগানো। পাক দেওয়া, গতিশীল করা।

খাংরা — ঝাঁটা।

খাক — ('খাগ' দেখ।)

খাক — ছাই। [ঃ পুড়ে 'খাক'।]

খাঁকতি — অভাব। খাঁই।

খাঁকারি — গলা সাফ করিবার শব্দ।

খাকী — মেটে হলদে রং। ঐ রঙের কাপড়।

-খাকী — (নিন্দার্থে) যে খায় (স্ত্রী)। [ঃ ছেলে-'খাকী'; ঃ চোখ-'খাকী'।]

খাঁ খাঁ — ফাঁকা ফাঁকা লাগা, শূন্যতাবোধ। [ঃ চারিদিক 'খাঁ খাঁ' করা।]

খাগ — খাগড়ার নল যাহা হইতে একরকম কলম হয়। [ঃ 'খাগের' কলম।]

খাগড়া — একরকম ঘাস, শর।

খাঁচা — পিঁজরা। বাঁশের তৈয়ারী পাত্র।

খাঁজ — গভীর ফাক। [ঃ 'খাঁজ' কাটা।]

খাজা — সম্ভ্রান্ত মুসলমানের উপাধি। ময়দা হইতে তৈয়ারী একরকম খাদ্য। চিবানো যায় এমন, কচকচে, মচমচে। [ঃ 'খাজা' কাঁঠাল।] মূর্খ, নির্বোধ। [ঃ 'খাজা' গোঁয়ার; ঃ 'খাজা' পাঁঠা।]

খাজাঞ্চী — টাকাপয়সা রাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, কোশিয়ার।

খাজনা, খাজানা — জমির ব্যবহারের জন্য দেয় কর, রাজস্ব।

খাঞ্জা খাঁ — নবাবী চাল দেখায় এমন লোক, চালবাজ।

খাট — পালঙ্ক। তক্তাপোশ। খাটিয়া।

খাট — ('খাটো' দেখ।)

খাটা — পরিশ্রম করা, কাজ করা। উপযুক্ত বা লাগসই হওয়া। [ঃ ও কথা 'খাটে' না।] লাভের জন্য ব্যবহৃত হওয়া। [ঃ টাকা 'খাটছে'।]

খাটানো — পরিশ্রম করানো, কাজ করানো। [ঃ মজুর 'খাটানো'।] লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। [ঃ টাকা 'খাটানো'।] টাঙানো। [ঃ পর্দা 'খাটানো'।] বাঁধিয়া বা জুড়িয়া খাড়া করা। [ঃ তাঁবু 'খাটানো'।]

খাটাল — গোরু মহিষ ইত্যাদি রাখার জায়গা। দুই থামের মাঝের ফাঁক, খিলান।

খাঁটি — চোয়ানো দেশী মদ।

খাঁটি — বিশুদ্ধ, আসল। প্রকৃত।

খাটিয়া — ছোট খাট, কমদামী খাট।

খাটিয়ে — পরিশ্রমী। [ঃ 'খাটিয়ে' লোক।]

খাঁটী — বিশুদ্ধ, আসল, অকৃত্রিম। [ঃ 'খাঁটী' ঘি।] সত্য, মূল্যবান। [ঃ 'খাঁটী' কথা।]

খাটুনি — পরিশ্রম।

খাটো — বেঁটে, ছোট। [ঃ 'খাটো' চেহারা।] অনুচ্চ, নীচু। [ঃ 'খাটো' গলা।] হীন, ছোট। [ঃ 'খাটো' হওয়া।]

খাট্টা — টক, অম্ল।

খাড়া — সোজা দাঁড়াইয়া আছে এমন। ডাঁটা বা ডাঁটার মতো লম্বা ফল। [ঃ সজিনা 'খাড়া'।]

খাঁড়া — খড়্গ।

খাড়াই — উচ্চতা।

খাড়ি, খাঁড়ি — সাগরের বা নদীর সরু ফালি।

খাঁড়ি — আস্ত, আভাঙা। [ঃ 'খাঁড়ি' মসুর।]

খাড়ু — বালা, কাঁকন। [ঃ লোহার 'খাড়ু'।]

খাণ্ডব — মহাভারতে বর্ণিত বন। [ঃ 'খাণ্ডব'-দাহন।]

খাণ্ডার — ঝগড়াটে ও বদমেজাজী।

খাত — খোঁড়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'স্বখাত' সলিলে।] গর্ত। গড়খাই, পরিখা।

খাতক — ঋণী, দেনদার।

খাতা — লিখিবার জন্য একত্রে বাঁধানো কাগজ।

খাতির — সম্মান, মর্যাদা। প্রয়োজন, গরজ। [ঃ কাজের 'খাতিরে'।]

খাতুন — মুসলমান মহিলার নামের শেষ অংশ। [ঃ আমিনা 'খাতুন'।]

খাদ — সোনারূপার সহিত অপর ধাতুর ভেজাল। (সংগীতে) অনুচ্চ সুর।

খাদক — যে খায়, ভক্ষক। [ঃ খাদ্য-'খাদক' সম্পর্ক।]

খাঁদা — যাহার নাক উঁচু নয়। উঁচু নয় এমন (নাক)।

খাঁদী — যে মেয়ের নাক উঁচু নয়।

খাদি — ('খদ্দর' দেখ।)

খাদ্য — খাবার। খাইবার যোগ্য। [ঃ 'খাদ্য' শস্য।]

খাদ্যপ্রাণ — খাদ্যের পুষ্টিকর শক্তিবর্ধক উপাদান, 'ভিটামিন'।

খান — খণ্ড, টুকরা। [ঃ 'খান খান' করা।] খানি। [ঃ 'তিনখান' জামা।]

খান — উপাধি বিশেষ।

খান — স্থান। [ঃ 'এখানে'; ঃ 'সেখানে'; ঃ 'কোনখানে'।]

খানকতক, খানকয়েক — কয়েকটা।

খানকি, খানকী — বেশ্যা।

খানকিপনা, খানকীপনা — বেশ্যার মতো ব্যবহার।

খানদান — উচ্চবংশ।

খানদানী — উচ্চবংশীয়, বনেদী। [ঃ 'খানদানী' ঘর।]

খানসামা — পরিচারক, চাকর।

-খানা — -টা। [ঃ 'কাপড়খানা'।]

খানা — খাত, ছোট পুকুর, ডোবা।

খানা — খাদ্য। খাওয়া। বিলাতী কায়দায় রাঁধা খাদ্য।

খানা — স্থান। [ঃ 'তোশাখানা'; 'বৈঠকখানা'।]

খানাতল্লাশ, খানাতল্লাস — অপরাধ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য গৃহ ইত্যাদি স্থানে সন্ধান।

খানাতল্লাশী, খানাতল্লাসী — খানাতল্লাশ সংক্রান্ত।

খানাপিনা — ভোজন ও পান।

-খানি — -টি। [ঃ 'বইখানি'।]

খানিক, খানেক — কিছু, কতক। [ঃ খানিক-'ক্ষণ'।] কিছু সময়। [ঃ 'খানিক' দাঁড়াও।] প্রায়। [ঃ মাইল 'খানিক'।]

খানুম — খানের স্ত্রী। মুসলমান মহিলার পদবী।

খাপ — আবরণ, কোষ। [ঃ 'খাপ'-খোলা তলোয়ার; ঃ চশমার 'খাপ'।] সামঞ্জস্য, সংগতি, মিল। [ঃ 'খাপ' খায় না।] মিলাইবার বা জুড়িবার নির্দিষ্ট স্থান। [ঃ 'খাপে খাপে'।]

খাপছাড়া — অসংলগ্ন, আবোলতাবোল। বেমানান।

খাপরা — হাঁড়িকলসীর ভাঙা টুকরা। ঘর ছাইবার খোলা।

খাপসুরত — সুন্দর, সুশ্রী।

খাপি, খাপী — ঠাসবোনা। [ঃ 'খাপী' কাপড়।]

খাপ্পা, খাম্পা — ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত।

খাবল — হাতের চেটোয় যতোখানি ধরে সেই পরিমাণ। [ঃ এক 'খাবল' ভাত।] গ্রাস, কামড়। [ঃ 'খাবল' দেওয়া।]

খাবলা — হাতের চেটোয় যতোখানি ধরে সেই পরিমাণ। [ঃ এক 'খাবলা'।]

খাবলানো — খাবল দেওয়া। কামড়ানো।

খাবার — খাদ্য। খাইবার, খাওয়ার। [ঃ 'খাবার' জল।]

খাবি — নিঃশ্বাস লইবার জন্য ধড়ফড় করা,

অবশ অবস্থায় নিঃশ্বাস গ্রহণের চেষ্টা। বিপদে পড়িয়া নিরুপায় হওয়া। [ঃ 'খাবি' খাওয়া।]

খাম — চিঠি ভরিবার কাগজের মোড়ক, লেফাফা।

খাম আলু — একরকম বড় আলু।

খামকা, খামখা — অকারণে।

খামখেয়াল — হঠাৎ অকারণ খেয়াল।

খামখেয়ালী — হঠাৎ যাহার খেয়াল হয় ও বদলায়।

খামচা — হঠাৎ আঁচড় দিয়া যতোখানি লওয়া যায়, সেই পরিমাণ। [ঃ এক 'খামচা' লওয়া।]

খামচা-খামচি — পরস্পর নখাঘাত।

খামচানো — নখ দিয়া আঁচড় দেওয়া।

খামচি — নখ দিয়া সজোরে চাপিয়া ধরা; আঁচড়। [ঃ 'খামচি' কাটা।]

খামার — শস্য ঝাড়িবার মাড়িবার ও রাখিবার জায়গা।

খাম্বা — থাম, খুঁটি।

খাম্বাজ — একরকম রাগিণী।

খাম্বিরা — একরকম সুগন্ধি তামাক।

খারাপ — ভালো নয়, মন্দ, বদ, ওঁছা। অশ্লীল। [ঃ 'খারাপ' কথা।] অসুস্থ। [ঃ শরীর 'খারাপ'।] ব্যথিত, হতাশ। [ঃ মন 'খারাপ'।] দূষিত। [ঃ 'খারাপ' রক্ত।]

খারিজ — বাতিল, বাদ। [ঃ নাম 'খারিজ' করা।]

খারিজী — খারিজ সংক্রান্ত।

খাল — বড় নালা, জলনিকাশের পথ। গর্ত। [ঃ ঘোড়ার পা 'খালে' পড়ে।] চামড়া। [ঃ মেরে 'খাল' ছাড়ানো।]

খালাস — মুক্তি। [ঃ 'খালাস' পাওয়া।] মুক্ত। [ঃ 'খালাস' হওয়া।] দায়মুক্ত। প্রসবের ফলে ভারমুক্ত। [ঃ পোয়াতি 'খালাস' হওয়া।]

খালাসী — জাহাজের কলে কাজ করে এমন লোক।

খালি — শূন্য, ফাঁকা। [ঃ 'খালি' হাত; ঃ ঘর 'খালি' আছে।] কেবল, শুধু। [ঃ 'খালি' বার্লি খাবে।] নগ্ন, অনাবৃত। ['খালি' পা।]

খালি-খালি — অকারণ, শুধু-শুধু।

খালিত্য — টাক।

খালুই — মাছ রাখিবার ছোট চুপড়ি।

খাস — নিজের। [ঃ 'খাস'-কামরা।]

খাসনবীশ — ব্যক্তিগত সহকারী, একান্ত সচিব, 'প্রাইভেট সেক্রেটারী'।

খাসনবীশি — খাসনবীশ বা প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ।

খাসমহল — প্রজাবিলি হয় নাই এমন মহল বা জমিদারি।

খাসা — সুন্দর, ভালো, উৎকৃষ্ট, উত্তম।

খাসি, খাসী — অণ্ডকাটা ছাগল। অণ্ড-কাটা। [ঃ 'খাসী' করা।]

খাস্তা — নষ্ট। [ঃ সাত নকলে আসল 'খাস্তা'।]

খাস্তা — মচমচে। [ঃ 'খাস্তা' লুচি।]

খিঁচ — ত্রুটি। সামান্য বেদনা। [ঃ 'খিঁচ' রয়ে গেল।] সজোরে টান। [ঃ ছিপে 'খিঁচ' দেওয়া।]

খিচ-খিচ — বিরক্তিপ্রকাশ, তিরস্কার।

খিঁচানো — বিকৃত মুখভঙ্গী বা অঙ্গভঙ্গী করা। রোগের প্রভাবে হাত-পা ছোঁড়া।

খিচিমিচি — ক্রমাগত বকাবকি। [ঃ 'খিচি-মিচি' লাগিয়াই আছে।]

খিচুড়ি — চাল দাল ঘি মসলা ইত্যাদি একত্রে মিশাইয়া রাঁধা খাদ্য। একত্রে নানা রকমের জিনিসের অসংগতিপূর্ণ সমাবেশ। [ঃ ইংরেজি, বাংলা ও উর্দুর 'খিচুড়ি'।]

খিঁচুনি — রাগে বা বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করিয়া তিরস্কার। ভেংচানি। রোগের প্রভাবে টান করিয়া হাত পা ছোঁড়া।
খিটখিট — সহজে বিরক্তি প্রকাশ।
খিটখিটে — সহজে বিরক্ত হয় এমন। [ঃ 'খিটখিটে' লোক; 'খিটখিটে' স্বভাব।]
খিটমিট — বিনা কারণে বা সামান্য কারণে বকাবকি।
খিটমিটে — যে খিটমিট করে।
খিটিমিটি — বিবাদ ও ঝগড়া।
খিড়কি — বাড়ির পিছন দিক। বাড়ির পিছন দিকের দরজা।
খিতাব — ('খেতাব' দেখ।)
খিদমত — সেবা।
খিদমতগার — সেবক, ভৃত্য।
খিদে — ক্ষুধা।
খিন্ন — খেদযুক্ত, দুঃখিত।
খিমচি — চিমটি।
খিরকিচ — লেঠা ঝঞ্ঝাট।
খিল — আগল, হুড়কা।
খিল — শরীরের কোনও অংশের আড়ষ্ট ভাব। [ঃ 'খিল' ধরা।]
খিলখিল — হাসির শব্দের অনুকার।
খিলাত — রাজার দেওয়া সম্মানসূচক পোশাক।
খিলান — নীচে ফাঁক আছে এমন অর্ধ-বৃত্তাকার গাঁথুনি।
খিলি[1] — সাজা পান।
খিস্তি — অশ্লীল কথা বা গালি। [ঃ 'খিস্তি' করা।] অশ্লীল কথায় বা গালিতে কলুষিত। [ঃ 'মুখখিস্তি' করা।]
খুকখুক — কাশির মৃদু শব্দ।
খুকি, খুকী — শিশুকন্যা।
খুকু — (আদরে) খুকী।
খুঙ্গী, খুঙি — ছোট ঝাঁপি যাহাতে আগের দিনে পুঁথি কাগজপত্র ও কালি কলম রাখা হইত।
খুচ্ — অতি সহজে কিছু কাটার বা ভেদ করার অনুকার।
খুচরা, খুচরো — ছোটখাটো নানা রকমের। [ঃ 'খুচরো' কাজ।] অল্প মূল্যের মুদ্রা, নোট টাকা ইত্যাদির ভাঙানি।
খুচি — চাল মাপিবার কুনকে।
খুজলি — চুলকানি।
খুজা — ('খোজা' দেখ।)
খুঞ্চি - ছোট বারকোশ, ট্রে।
খুঞ্চিপোশ — খুঞ্চি ঢাকিবার কাপড়।
খুট — ('খট্' দেখ।)
খুঁট — কাপড়ের কোণ। সুতার প্রান্ত।
খুটা — ('খোঁটা' দেখ।)
খুঁটা, খুঁটি — কাঠ বাঁশ ইত্যাদির থাম। গোঁজ।
খুঁটিনাটি — কোনও বিষয়ের সূক্ষ্ম অংশ। নানা রকমের তুচ্ছ বিষয়।
খুঁটিয়া, খুঁটিয়ে — সূক্ষ্ম অংশগুলিও বিচার করিয়া। [ঃ 'খুঁটিয়ে' দেখা।]
খুড়তুতো — কাকার ছেলে বা মেয়ে এমন। স্ত্রীর বা স্বামীর কাকার ছেলেমেয়ে এমন। [ঃ 'খুড়তুতো' ভাই, ঃ 'খুড়তুতো' শালা, ঃ 'খুড়তুতো' দেওর।]
খুড়শ্বশুর — স্বামীর বা স্ত্রীর কাকা।
খুড়া -- কাকা।
খুঁড়া — ('খোঁড়া' দেখ।)
খুড়ী — কাকী।
খুড়ো — ('খুড়া' দেখ।)
খুঁত -- ত্রুটি, দোষ।
খুঁতখুঁত — ত্রুটি বা দোষের জন্য অসন্তোষ ও অস্বস্তি বোধ।
খুঁতখুঁতে — যে খুঁতখুঁত করে, যে সহজে

দোষত্রুটি ধরে ও অসন্তোষ প্রকাশ করে।

খুদ — চালের ভাঙা অংশ।

খুদে — খুব ছোট।

খুন — হত্যা। রক্ত।

খুনচড়া — অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া যাহাতে রক্ত মাথায় চড়ে বা খুন করার ইচ্ছা হয়।

খুনখারাবি — হত্যা। একরকম লাল রং।

খুনসুটি, খুনসুড়ি — বিরক্ত করার বা ব্যথা দেওয়ার ছলে রসিকতা।

খুনাখুনি, খুনোখুনি — রক্তারক্তি, কাটাকাটি, হানাহানি।

খুনী — যে খুন করিয়াছে।

খুনে — যে খুন করিয়াছে। যাহার খুন করিবার প্রবণতা আছে।

খুন্তি — ('খন্তি' দেখ।)

খুপরি, খুবরি — ছোট ঘর, খোপ।

খুব — অত্যন্ত, বেশ। [ঃ 'খুব' করেছে।] নিশ্চয়। [ঃ 'খুব' যাব।]

খুবসুরত — সুন্দর, সুশ্রী।

খুয়ানো — হারানো।

খুর — ('ক্ষুর' দেখ।)

খুরপা, খুরপি — মাটি খুঁড়িবার ছোট খন্তা।

খুরসি — বসিবার ছোট চৌকি।

খুরা — পায়া। [ঃ 'খাটের' 'খুরা'।] ঘটি বাটির নীচের দিকের খুরের মতো অংশ। [ঃ বাটির 'খুরা'।]

খুরি — মাটির ছোট বাটি।

খুরো — ('খুরা' দেখ।)

খুর্মা — ডেলাপাকানো খেজুর।

খুলা — ('খোলা' দেখ।)

খুলি — মাথার উপরিভাগ, করোটি।

খুল্লতাত — খুড়ো, কাকা।

খুশ — ('খোশ' দেখ।)

খুশকি — মরামাস।

খুশি — ইচ্ছা। [ঃ যতো 'খুশি' লও।] সন্তোষ। [ঃ 'খুশিতে' হাসিল।]

খুশী — সন্তুষ্ট। [ঃ ইহাতেই 'খুশী' হও।]

খুশকো — শুষ্ক, রুক্ষ। [ঃ উশকো-'খুশকো'।]

খুষ্ক, খুষ্কি — ('খুশকো', 'খুশকি' দেখ।)

খৃস্ট, খৃস্টান, খৃস্টীয় — ('খ্রীষ্ট', 'খ্রীষ্টান' 'খ্রীষ্টীয়' দেখ।)

খেই — সুতার প্রান্ত, খুঁট। সুতার গোছা। [ঃ এক 'খেই' সুতা।] গল্প বা আলোচনার ধারাবাহিক অংশ। [ঃ কথার 'খেই' হারিয়ে ফেলা।]

খেউড় — অশ্লীল গান।

খেউরি — ক্ষুর দিয়া কামানো, ক্ষৌরকর্ম।

খেঁক — বিরক্তি বা ক্রোধের ফলে শব্দ। [ঃ 'খেঁক' করে ওঠা।]

খেঁকশিয়াল, খেঁকশেয়াল — একরকম ছোট শেয়াল। স্ত্রী. — **খেঁকশেয়ালী।**

খেঁকানো — খেঁক করা। হঠাৎ বিরক্তি বা রাগ প্রকাশের জন্য কর্কশ শব্দ করা।

খেঁকানি — খেঁক খেঁক শব্দ। কর্কশ কণ্ঠে রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ।

খেঁকী — বদরাগী, খেঁক খেঁক করে এমন। [ঃ 'খেঁকী' কুকুর।]

খেংরা — ঝাঁটা।

খেংরা-পেটা — ঝাঁটা দিয়া প্রহৃত। [ঃ 'খেংরা-পেটা' করা।]

-খেকো — (নিন্দার্থে) যে খায়। [ঃ হাঁড়ি-'খেকো'।]

খেচকানো, খেঁচকানো — বার বার অনুরোধ করিয়া বিরক্ত করা।

খেচর — পাখী খচর।

খেঁচা — হঠাৎ জোরে টানা। শরীরের কোনও অংশ টান করিয়া ছোঁড়া। [ঃ

[ঃ হাতপা 'খেঁচ'।]

খেঁচাখেঁচি — বকাবকি, বচসা।

খেচামেচি — চেঁচামেচি, বিবাদ।

খেঁচুনি — ('খিঁচুনি' দেখ।)

খেজুর — একরকম কাঁটাওয়ালা তাল জাতীয় গাছ ও তাহার ফল।

খেজুরমাথি, খেজুরমোথি — খেজুর গাছের মাথার নরম শাঁস।

খেজুরে — খেজুর গাছের রস হইতে প্রস্তুত। [ঃ 'খেজুরে' গুড়।]

খেড়ি — খেলার অংশীদার, 'পার্টনার'।

খেত — চাষের জমি।

খেতাব — সম্মানসূচক উপাধি।

খেত্রী — হিন্দু সমাজের একটি জাতি, ছত্রী।

খেদ — অনুতাপ, দুঃখ।

খেঁদা — ('খাঁদা' দেখ।)

খেদানো — তাড়ানো, ভাগাইয়া দেওয়া।

খেদিত — বিতাড়িত।

খেঁদী — ('খাঁদী' দেখ।)

খেপ — বার, দফা। [ঃ দু-তিন 'খেপ'।]

খেপলা — মাছ ধরিবার জন্য ঘুরাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলা যায় এমন জাল।

খেপা — ক্ষিপ্ত হওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া।

খেপানো — রাগানো, উত্তেজিত করা।

খেপামি, খেপামো — পাগলামি।

খেপী — পাগলী।

খেমটা — সংগীতের একরকম তাল। একরকম নাচ। লজ্জাহীন কাজ। [ঃ ঘোমটার ভেতর 'খেমটা'।]

খেমটাওয়ালী — খেমটা নাচে এমন মেয়ে। নির্লজ্জা মেয়ে।

খেয়া — নদী ইত্যাদিতে এপার ওপার পাড়ি। ঐরূপ পাড়ি দেয় এমন। [ঃ 'খেয়া' নৌকা।]

খেয়াঘাট — খেয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এমন ঘাট।

খেয়ানো — খেয়া দেওয়া।

খেয়ারি — খেয়া নৌকার মাঝি।

খেয়াল — হঠাৎ ইচ্ছা। [ঃ 'খেয়াল'-খুশি।] ইচ্ছা, শখ। স্মরণ, হুঁশ। [ঃ 'খেয়াল' করে আনা।] গানের একরকম পদ্ধতি।

খেয়ালী — খেয়াল মতো চলে এমন।

খেরুয়া, খেরো — তোশক বালিশ ইত্যাদি করার উপযোগী লাল রঙের মোটা কাপড়।

খেল — খেলা। বাজি, ভেলকি।

খেলনা — ছোটদের খেলা করিবার জিনিস, ক্রীড়নক।

খেলা — ক্রীড়া। নৈপুণ্যের সঙ্গে সঞ্চালন। [ঃ লাঠি-'খেলা'; ঃ তলোয়ার-'খেলা'; ঃ ছোরা-'খেলা'।] কায়দাকৌশল দেখানো।

খেলা — খেলা করা।

খেলাঘর — ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার উপযোগী কৃত্রিম ঘর ও গৃহস্থালি।

খেলাত — ('খিলাত' দেখ।)

খেলাধুলা, খেলাধুলো — শিশুর খেলা।

খেলানো — খেলিতে বাধ্য করা, খেলায় নিযুক্ত করা। [ঃ 'সাপ' খেলানো।] মিথ্যা আশা বা প্রতিশ্রুতি দিয়া ঘোরানো। বড়শিতে গাঁথা মাছকে শক্তিহীন করার জন্য ছিপের সুতা বারে বারে আলগা দিয়া পরে গুটানো।

খেলাপ — প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি রক্ষা না করা, ভঙ্গ করা। [ঃ 'কিস্তি' খেলাপ; ঃ কথার 'খেলাপ'।]

খেলুড়ে — যে খেলে। খেলার সাথী। ধূর্ত, ধাপ্পাবাজ।

খেলি — খেলার সাথী।

খেলো — নিকৃষ্ট, খারাপ, তুচ্ছ। অপদস্থ,

হীন। [ঃ লোকের সামনে 'খেলো' করা।

খেলোয়াড় — যে ভালো খেলিতে পারে। ধূর্ত, চতুর। [ঃ 'খেলোয়াড়' লোক।]

খেশ — তুলা ও রেশম দিয়া তৈয়ারী একরকম চাদর।

খেসারত — ক্ষতিপূরণ। [ঃ 'খেসারত' দেওয়া।]

খেসারতী — ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত। [ঃ 'খেসারতী' টাকা।]

খেসারি — একরকম দাল।

খৈ — ('খই' দেখ।)

খোকা — খুব অল্পবয়স্ক বালক। (আদরে) পুত্র।

খোকামি — (নিন্দার্থে) বালকসুলভ আচরণ।

খোক্কস — ছেলেভুলানো গল্পে রাক্ষসের মতো ভয়ংকর কাল্পনিক জীব। [ঃ রাক্ষস-'খোক্কস'।]

খোঁচ — ছুঁচালো কোণ।

খোঁচা — ছুঁচালো জিনিস, কাঁটা। — [ঃ কাঁটা-'খোঁচা'।] সরু বা ছুঁচালো জিনিসের আঘাত। [ঃ লাঠির 'খোঁচা'।] বিদ্রূপ।

খোঁচা — সরু বা ছুঁচালো জিনিস দিয়া আঘাত করা, ঠেলা।

খোঁচাখুঁচি — পরস্পরকে খোঁচা দেওয়া। বার বার খোঁচা দেওয়া।

খোঁচানো — খোঁচা দেওয়া। উসকাইয়া দেওয়া। ত্যাগিদ দিয়া বিরক্ত করা।

খোঁজ — সন্ধান, তল্লাস। [ঃ 'খোঁজ' করা।] উদ্দেশ, খবর। [ঃ 'খোঁজ' পাওয়া।]

খোজা — অন্দরমহলে প্রহরায় নিযুক্ত নপুংসক।

খোঁজা — সন্ধান করা, অন্বেষণ করা।

খোঁটা — গঞ্জনা, বিদ্রূপ, খোঁচা।

খোঁটা — খুঁটিয়া তোলা। নখ দিয়া তোলা বা কাটা।

খোট্টা — (নিন্দার্থে) হিন্দীভাষী লোক।

খোঁড়া — খনন করা, গর্ত করা। মাটিতে ঠোকা। [ঃ মাথা 'খোঁড়া'।] উচ্চারণ বা প্রশংসা দ্বারা অনিষ্ট করা (এইরূপ কুসংস্কার আছে)। [ঃ স্বাস্থ্য 'খুঁড়ে' দেওয়া।]

খোঁড়া — খঞ্জ। অকেজো।

খোঁড়ানো — খোঁড়ার মতো চলা।

খোদ — নিজে, স্বয়ং।

খোঁদল — গর্ত।

খোদা — কাঠ পাথর ইত্যাদি কাটিয়া রচনা করা বা গড়া।

খোদা — (মুসলমানদের ধর্মে) ঈশ্বর, ভগবান।

খোদাই — ক্ষোদন করার কাজ।

খোদাতালা — খোদা, ভগবান।

খোদানো — খোদাই করানো।

খোদাবন্দ্ — প্রভু, মনিব, মালিক।

খোনা — নাকী, অনুনাসিক। যে নাকী সুরে কথা বলে।

খোন্তা — ('ক্ন্তা' দেখ।)

খোপ, খোপর — ছোট ঘর, খুপরি, গর্ত।

খোপা, খোঁপা — কুণ্ডলী করিয়া বাঁধা চুল, কবরী।

খোবরানো — ঠোঁট দিয়া গর্ত করা।

খোবানি — একরকম ফল।

খোয়া — নষ্ট, হারানো, হৃত। [ঃ 'খোয়া' যাওয়া।]

খোয়া — শুকনো ক্ষীর। ভাঙা ইট।

খোঁয়া — ময়লা। [ঃ কানের 'খোঁয়া'।]

খোঁয়াড় — ছাগল ভেড়া গরু ইত্যাদি আটক রাখিবার জায়গা।

খোয়ানো — হারাইয়া ফেলা, নষ্ট করিয়া ফেলা। হৃত বা নষ্ট হইয়াছে এমন।

[ঃ 'খোয়ানো' সম্পত্তি।]

খোয়াব — স্বপ্ন।

খোয়ার — লাঞ্ছনা, দুর্ভোগ, অনিষ্ট।

খোঁয়ারি — মদ খাইবার পর অবসাদ।

খোঁয়ারি ভাঙা — খোঁয়ারি দূর করার জন্য অল্প মদ খাওয়া।

-খোর -- (নিন্দার্থে) যে খায়। [ঃ গাঁজা-'খোর'; ঘুষ-'খোর'।]

খোরপোশ, খোরপোষ — খোরাক পোশাকের খরচ।

খোরশোলা -- একরকম ছোট মাছ।

খোরা — বড় মাটির বাটি।

খোরাক — খাবার। খাবার পরিমাণ।

খোরাকি — খাওয়ার খরচ, খাইখরচা।

খোল — মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। শক্ত আবরণ, খোসা। আবরণ, ওয়াড়। [ঃ বালিশের 'খোল'।] গোলাকার শূন্যগর্ভ শক্ত জিনিস। [ঃ হুঁকার 'খোল'।] পাটাতনের নীচের অংশ। [ঃ জাহাজের 'খোল'।]

খোল — ('খইল' দেখ।)

খোলতা — উজ্জ্বল, সুন্দর।

খোলতাই — শোভা, ঔজ্জ্বল্য।

খোলস — সাপের পরিত্যক্ত চামড়া। খোল, আবরণ।

খোলসা — স্পষ্ট, বিশদ। [ঃ 'খোলসা' করে বলা।]

খোলা — খাপরা। খোসা, ছাল, আবরণ। ভাজিবার পাত্র। [ঃ তপ্ত 'খোলা'।] স্থান। [ঃ ইট-'খোলা'; ঃ হাট-'খোলা'।]

খোলা — খুলা, উন্মুক্ত করা, মোচন করা। সুন্দর বা উজ্জ্বল হওয়া। [ঃ গয়নাটা বেশ 'খুলেছে'।] নিপুণ ও সৃজনশীল হওয়া। [ঃ লেখায় ওর হাত 'খুলে' গেছে।] ছুটির পর পুনরায় কাজ আরম্ভ হওয়া। [ঃ অফিস 'খোলা'।] উন্মুক্ত। [ঃ 'খোলা' দরজা।] সরল। [ঃ 'খোলা' মন।]

খোলাখুলি — স্পষ্টভাবে, অকপটে।

খোলামকুচি — ভাঙা হাঁড়িকলসীর টুকরা।

খোশ — আনন্দদায়ক। [ঃ 'খোশ'-খবর; ঃ 'খোশ' গল্প।] খুশী, আনন্দিত। [ঃ 'খোশ'-মেজাজ।]

খোশবাই, খোশবু — সুগন্ধ।

খোশামুদে — যে খোশামোদ করে।

খোশামুদি — খোশামোদ।

খোশামোদ, -- খুশী করার চেষ্টায় বলা মিছেকথা বা বাড়ানো কথা, তোষামোদ।

খোশামোদি — ('খোশামুদি' দেখ।)

খোস — একরকম চর্মরোগ, চুলকানি, পাঁচড়া।

খোসা - ছাল, খোলা।

খ্যাঁক — ('খেঁক' দেখ।) হনুমান ইত্যাদির কর্কশ শব্দ।

খ্যাঁট, খ্যাঁটন — ভূরিভোজন।

খ্যাত — প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। কথিত, পরিচিত। [ঃনামে 'খ্যাত'।] জ্ঞাত, প্রচারিত। [ঃ'খ্যাত' ত্রিভুবনে।]

খ্যাতনামা — বিখ্যাত।

খ্যাতি — যশ, সুখ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

খ্যাতিমান — বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ।

খ্রীষ্ট — যীশু খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক।

খ্রীষ্টপূর্ব, খ্রীষ্টপূর্ব্ব — খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে।

খ্রীষ্টান — খ্রীষ্ট-প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাসী।

খ্রীষ্টান ধর্ম — খ্রীষ্ট-প্রবর্তিত ধর্ম।

খ্রীষ্টানি — (নিন্দার্থে) খ্রীষ্টানের বা খ্রীষ্টানের মতো আচারব্যবহার।

খ্রীষ্টানী — (নিন্দার্থে) খ্রীষ্টানের বা খ্রীষ্টানের মতো।

খ্রীষ্টাব্দ — খ্রীষ্টের জন্ম হইতে গণনা

করা হইয়াছে এমন বৎসর।

খ্রীষ্টীয় — খ্রীষ্ট সংক্রান্ত। খ্রীষ্টের জন্মকাল হইতে গণনা করা হইয়াছে এমন। [ঃ'খ্রীষ্টীয়' তৃতীয় শতাব্দী।] খ্রীষ্ট-প্রবর্তিত। [ঃ'খ্রীষ্টীয়' মত বাদ।]

গ

-গ - 'যায়' এই অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ 'খগ'।]

গগন – আকাশ।

গগনচুম্বী – সুউচ্চ, আকাশস্পর্শী।

গগনতল — আকাশের তল, আকাশপট।

গগনবিহারী আকাশগামী, আকাশে ভ্রমণকারী।

গগনভেদী — আকাশভেদী, অত্যুচ্চ। তীব্র। [ঃ'গগনভেদী চিৎকার।]

গগনমণ্ডল – আকাশের গোলাকার বিস্তার।

গগনস্পর্শী — সুউচ্চ, আকাশস্পর্শী।

গঙ্গা – ভারতের একটি প্রধান নদী, হিন্দুদের পবিত্রতম নদী।

গঙ্গাজল গঙ্গানদীর জল, হিন্দুদের নিকট ইহা অত্যন্ত পবিত্র ও শুচিকর।

গঙ্গাজলি – মৃত্যু সময়ে মুখে গঙ্গাজল দেওয়ার হিন্দু অনুষ্ঠান।

গঙ্গাজলী - যাহার গঙ্গার জলের মতো রং এমন, গেরুয়া। [ঃ 'গঙ্গাজলী শাল।]

গঙ্গাধর — গঙ্গাকে যিনি ধারণ করেন শিব।

গঙ্গাপুত্র — মহাভারতে বর্ণিত ভীষ্ম।

গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গালাভ – (হিন্দুর) গঙ্গাতীরে বা গঙ্গাজলে মৃত্যু। (হিন্দুর) মৃত্যু।

গঙ্গাফড়িং — সবুজ রঙের একরকম ফড়িং।

গঙ্গাযাত্রা – (হিন্দু) মুমূর্ষুর গঙ্গাতীরে যাত্রা।

গঙ্গাযাত্রী — (হিন্দু) মুমূর্ষু।

গঙ্গাসাগর — গঙ্গা বা ভাগীরথীর সহিত সাগরের মিলনস্থান, চব্বিশ পরগণা জেলার একটি স্থান।

গঙ্গাসুত - ('গঙ্গাপুত্র' দেখ।)

গঙ্গোত্তরী — ('গঙ্গোত্রী দেখ।)

গঙ্গোত্রী — গঙ্গা যেখান হইতে নামিয়াছে, হিমালয়স্থ একটি তীর্থস্থান।

গঙ্গোদক — গঙ্গাজল।

গঙ্গোপাধ্যায় — বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের একটি পদবী, গাঙ্গুলী।

গচ্চা -- ভুলের জন্য ক্ষতি, ক্ষতিপূরণ। [ঃ'গচ্চা' দেওয়া।]

গচ্ছিত — রক্ষিত, ন্যস্ত।

গছানো — কৌশলে কাহাকেও লইতে বাধ্য করা। [ঃবাজে জিনিস 'গছানো'।]

গজ – হাতী। দাবা খেলিবার একধরণের ঘুটি।

গজ তিন ফুট, ৩৬ ইঞ্চি।

গজকাঠি — মাপিবার জন্য লম্বা কাঠি যাহাতে গজ ফুট ইঞ্চি ইত্যাদির চিহ্ন দেওয়া থাকে।

গজগজ -- অস্পষ্ট ও বিরক্তিসূচক উক্তি। [ঃ'গজগজ' করা।] একত্রে খুব বেশী পরিমাণে থাকা। [ঃবিচি 'গজগজ' করছে।]

গজগজে — শিথিল, আলগা।

গজগামিনী -- (প্রশংসায়) হাতীর মতো ধীর ও মন্থর গতিতে চলে এমন (নারী)।

গজগামী — হাতীর মতো মন্থরগতি।

গজদন্ত -- হাতীর দাঁত। উঁচু দাঁত।

গজপতি — ঐরাবত।

গজমুক্তা, গজমোতি — একরকম মুক্তা যাহা হাতীর মাথায় হয় বলিয়া প্রবাদ আছে।

গজর-গজর — অস্পষ্ট ভাষায় বিরক্তি প্রকাশ।

গজরাজ — ঐরাবত।

গজরানো — গর্জন করা।

গজল — প্রেমগীতি। একধরণের গান।

গজা — ঘিয়ে ভাজা চিনির রসে পাক করা একরকম ময়দার মিষ্টান্ন।

গজাধ্যক্ষ — হাতীশালার কর্তা।

গজানন — গণেশ।

গজানো — চুল শিকড় ইত্যাদির মতো জিনিস বাহির হওয়া, উদ্‌গত হওয়া।

গজারূঢ়, গজারোহী — হাতিতে চড়িয়া রহিয়াছে' এমন। [ঃ অশ্বারোহী, 'গজারোহী'।]

গজাল — বড় পেরেক।

-গজী — 'এতো গজ লম্ব' এই অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ 'দশগজী' থান।]

গজেন্দ্র — হস্তিশ্রেষ্ঠ। ঐরাবত।

গজেন্দ্রগমন — হাতীর মতো ধীর সুন্দর চলন।

গজেন্দ্রগামিনী — গজেন্দ্রগমনে চলে এমন (স্ত্রী)।

গজেন্দ্রগামী — গজেন্দ্রগমনে চলে এমন। মন্থরগতি।

গঞ্জ — হাট, বাজার।

গঞ্জনা — খোঁটা, তিরস্কার।

গঞ্জিকা — গাঁজা।

গঞ্জিকাসেবন — গাঁজা খাওয়া।

গঞ্জিকাসেবী — গাঁজাখোর।

গটগট — সদর্পে চলার শব্দের অনুকার।

গ্যাঁট — অচল, অনড়। [ঃ 'গ্যাঁট' হ'য়ে বসা।]

গঠন — গড়া, নির্মাণ। গড়ন, আকার।

গঠনতন্ত্র — রাষ্ট্রের বা রাজ্যের শাসন পরিচালনার মূল নিয়মাবলী।

গঠনতন্ত্রীয়, গঠনতান্ত্রিক — গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত। গঠনতন্ত্রসম্মত।

গঠিত — নির্মিত, তৈয়ারী।

গড় — কম-বেশী একত্রে মিলাইয়া তাহার একটি মাঝামাঝি হিসাব।

গড় — ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম। [ঃ 'গড়' করা।] ভূমি-স্পৃষ্ট।

গড় — দুর্গ। দুর্গপ্রাসাদ। পরিখা।

গড়খাই — পরিখা।

গড়গড় — মেঘের ডাক এবং ভারী জিনিস গড়াইয়া পড়িবার শব্দের অনুকার। অবাধে উচ্চারণ করিবার বা বলিবার অনুকার।

গড়গড়া — লম্বা নলযুক্ত মাটিতে বসানো হুঁকা।

গড়ন — আকার, চেহারা, ছাঁদ। [ঃ মুখের 'গড়ন'।] নির্মাণ, রচনা।

গড়পড়তা — মোটামুটি হিসাবে প্রত্যেকের ভাগে যাহা পড়ে, গড়ে।

গড়া — গঠন করা, তৈয়ার করা। ভাবিয়া বা শিখাইয়া প্রস্তুত করা। [ঃ মন-'গড়া'; ঃ সাক্ষী 'গড়া'।] প্রস্তুত, নির্মিত, তৈয়ারী। [ঃ 'গড়া' মূর্তি।] ভাবিয়া বা শিখাইয়া প্রস্তুত। [ঃ 'গড়া' মামলা; ঃ 'গড়া' সাক্ষী।]

গড়াগড়ি — শুইয়া গড়ানো। [ঃ ধূলায় 'গড়াগড়ি'।] চারিদিকে ছড়াছড়ি। [ঃ জিনিসপত্তর 'গড়াগড়ি' যাচ্ছে।]

গড়ানে — ঢালু ও পিছল।

গড়ানো — তৈয়ার করানো।

গড়ানো — চাকার মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়া। তরল জিনিস ঢালা। [ঃ কলসী হইতে জল 'গড়ানো'।] তরল জিনিস ঝরিয়া পড়া। [ঃ দুধ 'গড়িয়ে' পড়ছে।]

গড়াগড়ি দেওয়া। [ঃ মাটিতে 'গড়ানো'।] (নিন্দার্থে) কোনও ব্যাপার অনেক দূর অগ্রসর হওয়া। [ঃ ব্যাপারটা অনেক দূর 'গড়িয়েছে'।]

গড়িমসি, গড়িমিসি — আলস্য বা উদ্যম-হীনতার জন্য কাজে বিলম্ব, হচ্ছে-হবে ভাব।

গড্ডল — গাড়ল, ভেড়া।

গড্ডলিকা — ভেড়ার পাল।

গড্ডলিকাপ্রবাহ — ভেড়ার পালের মতো পরস্পরের অনুসরণ, অপরকে অন্ধভাবে অনুসরণ।

-গণ — সমূহ, সমষ্টি ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ শিক্ষক-'গণ'।]

গণ — জনসাধারণ।

গণ — (হিন্দু) জ্যোতিষে নক্ষত্র অনুসারে জাতকের শ্রেণীবিভাগ। [ঃ নর'গণ'।]

গণক — যে ভাগ্য গণনা করে, গণৎকার।

গণতন্ত্র — জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

গণতন্ত্রবাদ — গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা সংক্রান্ত মতবাদ।

গণতন্ত্রবাদী — গণতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী।

গণতন্ত্রী — গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

গণতন্ত্রীয় — ('গণতান্ত্রিক' দেখ।)

গণতান্ত্রিক — গণতন্ত্র সংক্রান্ত। গণতন্ত্র-সম্মত। [ঃ 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতি।]

গণনা — সংখ্যা নির্ণয়। হিসাব। (জ্যোতিষে) অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্ণয়।

গণনায়ক — জনসাধারণের নেতা।

গণনীয় — যাহা গোনা যায়। উল্লেখযোগ্য। ধর্তব্য।

গণপতি — গণেশ। শিব।

গণশক্তি — জনসাধারণের সমবেত শক্তি।

গণিকা — বেশ্যা, বারাঙ্গনা।

গণিত — অঙ্কশাস্ত্র।

গণিতজ্ঞ — অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত।

গণেশ — শিব ও দুর্গার পুত্র, কার্তিকেয়ের ভ্রাতা।

গণ্ড — গাল, কপোল। ফোড়া, আব। [ঃ গল-'গণ্ড'।]

গণ্ডক — গণ্ডার।

গণ্ডক, গণ্ডকী — উত্তর বিহারের একটি নদী।

গণ্ডগোল — গোলমাল, কোলাহল। বিশৃঙ্খলা।

গণ্ডগ্রাম — বড় গ্রাম।

গণ্ডদেশ — ('গণ্ডস্থল' দেখ।)

গণ্ডমালা — ঘাড় গলা ইত্যাদিতে গ্রন্থি ফোলার রোগ।

গণ্ডমূর্খ — নিরেট মূর্খ।

গণ্ডশৈল — ছোট পাহাড় পর্বত হইতে খসিয়া পড়া বড় পাথর।

গণ্ডস্থল — গাল, কপোল।

গণ্ডা — চার। [ঃ এক 'গণ্ডা' আম।] চার কড়া। অতি সামান্য পরিমাণ টাকা-পয়সা। [ঃ পাওনা 'গণ্ডা'।]

গণ্ডাকিয়া — এক হইতে একশত গণ্ডা পর্যন্ত হিসাব।

গণ্ডা গণ্ডা — সংখ্যায় অনেক। [ঃ 'গণ্ডা গণ্ডা' বাচ্চা।]

গণ্ডি — নির্দিষ্ট সীমারেখা।

গণ্ডূষ — হাতের চেটোয় যতোখানি ধরে সেই পরিমাণ জল। মন্ত্রপাঠ করিয়া হাতের চেটো হইতে জলগ্রহণ।

গণ্ডে-পিণ্ডে — ('গাণ্ডেপিণ্ডে' দেখ।)

গণ্য — গোনার যোগ্য। উল্লেখযোগ্য। সম্মানের যোগ্য। বিবেচ্য।

গণ্যমান্য — শ্রদ্ধেয়, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী।

গৎ — সঙ্গীতের বাঁধা সুর বা বোল। বাঁধা বুলি।

গত — যাহা চলিয়া গিয়াছে, অতীত। [ঃ 'গত' কল্য।] অব্যবহিত আগের। [ঃ'গত' বছর।] মৃত। [ঃ'গত' হয়েছেন।] গিয়াছে আসিয়াছে বা আছে এমন। [ঃ'হস্তগত'; ঃ'পরহস্তগত'।] মধ্যে আছে বা ধারাবাহিকভাবে আসিয়াছে এমন। [ঃ'রন্ধ্রগত'; ঃ'বংশ-গত'।]

গতক্লম — যাহার ক্লান্তি দূর হইয়াছে।

গতনিদ্র — জাগরিত। বিনিদ্র।

গতপ্রাণ — মৃত।

গতযৌবন — যাহার যৌবন গিয়াছে। স্ত্রী — **গতযৌবনা**।

গতর — মোটা শরীর, স্থূল দেহ। শরীর। [ঃ'গতর' খাটানো।]

গতরখাকী — যে স্ত্রীলোক শারীরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খাটিতে চায় না।

গতরখেকো — যে পুরুষ শারীরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খাটিতে চায় না।

গতস্পৃহ — যাহার স্পৃহা বা আসক্তি দূর হইয়াছে, নিরাসক্ত।

গতানো — ('গছানো' দেখ।)

গতানুগতিক — বিন্দুমাত্র নূতন নহে, বহুদিনের পুরাতন ও প্রচলিত। [ঃ'গতানুগতিক' প্রথা।]

গতায়াত — যাতায়াত।

গতায়ু — যাহার আয়ু শেষ হইয়াছে।

গতার্তবা, গতার্ত্তবা — যে স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হইয়াছে।

গতাসু — যাহার প্রাণ গিয়াছে, মৃত।

গতি — চলা, গমন। [ঃ সূর্যের 'গতি'।] উপায়। [ঃ কি 'গতি' হবে?] মৃতের সৎকার। [ঃ মৃতের 'গতি' করা।] অবস্থা। [ঃ'দুর্গতি'।]

গতিক — অবস্থা, অবস্থার লক্ষণ। [ঃ'গতিক' ভালো নয়।] উপায়, কৌশল। [ঃ কোনও 'গতিকে' রক্ষা পাওয়া।]

গতিবিদ্যা — ('বলবিদ্যা' দেখ।)

গতিবিধি — চলাফেরা, কার্যকলাপ। [ঃ'গতিবিধি' লক্ষ্য করা।]

গতিরোধ — গমনে বাধা, আটকানো।

গতিশক্তি — চলন-শক্তি।

গতিশীল — চলিতেছে বা চলে এমন। স্থির নয়।

গতিহীন — স্থির, নিশ্চল। নিরুপায়।

গত্যন্তর — অন্য উপায়, অন্য গতি। [ঃ'গত্যন্তর' নাই।]

গদগদ — ভাববিহ্বল, ভাবের আতিশয্যে জড়িত। [ঃ'গদগদ' কণ্ঠে।]

গঁদ — বাবলা ইত্যাদি গাছের আঠা। আঠা।

গদা — প্রাচীনকালের মুগুরের মতো এক-রকম অস্ত্র। মুগুর।

গদাই — একটি প্রচলিত নাম, গদাধরের অপভ্রংশ।

গদাই লস্কর — গাধাবোট, ভারবাহী ধীর-গতি নৌকা।

গদাই লস্করী চাল — যেন নড়িতে পাবে না এমনভাবে চলা।

গদাই লস্করী ভাব — মন্থরতা, কুঁড়েমি, গড়িমসি।

গঁদানো — দুর্গন্ধ হওয়া।

গদি — পুরু তোশক। নরম পুরু আসন। [ঃ চেয়ারের 'গদি'।] সিংহাসন, শাসন পরিচালনার স্থান। [ঃ'গদি' ছাড়ো।] ব্যবসায়ীর কর্মস্থান।

গদিয়ান — গদিতে বসিয়াছে এমন।

গদ্য — পদ্যের মতো ছন্দোবদ্ধ নয় এমন ভাষা। গদ্যে রচিত। [ঃ'গদ্য' সাহিত্য।]

গনগন — আগুনের তীব্রতা সূচক অনুকার।

গনগনানি — রাগে জ্বলিতে থাকা, চাপা রাগ।
গনগনে — গনগন করিতেছে এমন। [ঃ 'গনগনে' আগুন।]
গনৎকার — গণক, দৈবজ্ঞ।
গনতি — গণনা। [ঃ 'গনতি' করা।]
গনা — গণ্য করা। মনে করা। [ঃ বিপদ 'গনা'।] ('গোনা' দেখ।)
গনানো — অপরের দ্বারা গনা। গণৎকার দিয়া হাত ও কোষ্ঠি ইত্যাদি বিচার করা।
গনোরিয়া — একরকম দুষ্ট যৌন ব্যাধি।
গন্তব্য — যাওয়ার যোগ্য। যেখানে যাইতে হইবে।
গন্ধ — বস্তুর যে গুণ নাসিকার দ্বারা অনুভব করা যায়, বাস, ঘ্রাণ। সামান্যতম চিহ্ন বা সম্পর্ক। [ঃ 'নাম-গন্ধ' নাই।] আভাস। [ঃ অপরাধের 'গন্ধ' পাওয়া।] গন্ধযুক্ত। [ঃ 'গন্ধ' তেল।] গন্ধদ্রব্য। [ঃ 'গন্ধবণিক'।]
গন্ধক — হলদে দুর্গন্ধ একরকম দাহ্য পদার্থ।
গন্ধবণিক — গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী। হিন্দু-সমাজের একটি জাতি।
গন্ধবহ — বাতাস।
গন্ধমাদন — রামায়ণে বর্ণিত পর্বত যাহা হনুমান বিশল্যকরণী সহ তুলিয়া আনিয়াছিলেন।
গন্ধরাজ — টগর জাতীয় একরকম সুগন্ধ ফুল।
গন্ধর্ব, গন্ধর্ব্ব — পুরাণে বর্ণিত দেবতুল্য জাতিবিশেষ, দেব-গায়ক।
গন্ধর্ববিদ্যা, গন্ধর্ব্ববিদ্যা — সংগীতবিদ্যা।
গন্ধর্ববেদ, গন্ধর্ব্ববেদ — সংগীতশাস্ত্র।
-গন্ধী — ইহার মতো গন্ধ আছে এই অর্থে অন্য শব্দের সংগে যুক্ত হয়। [ঃ 'চন্দনগন্ধী'।]
গন্ধেশ্বরী — গন্ধবণিকদের দ্বারা পূজিতা দেবী।
গন্নাকাটা — যাহার উপরের ঠোঁট কাটা।
গপগপ, গপাগপ — দ্রুত, খাবল-খাবল করিয়া খাওয়ার অনুকার।
গপ্প — গল্প।
গবগব — জল পড়িবার বা ফুটিয়া উঠিবার শব্দের অনুকার।
গবরমেণ্ট — ('গভর্নমেণ্ট' দেখ।)
গবা — বোকা।
গবাক্ষ — জানালা, বাতায়ন।
গবুচন্দ্র — কাল্পনিক বোকা রাজার বোকা মন্ত্রী। বোকা।
গবেট — নিরেট, নির্বোধ।
গবেষণা — অন্বেষণমূলক চিন্তা।
গবেষিত — গবেষণা করা হইয়াছে এমন।
গব্দা — বৃহৎ সভাবে মোটা। [ঃ 'গব্দা' চেহারা।]
গব্য — গাভী হইতে জাত। গাভী হইতে জাত বস্তু। [ঃ 'পঞ্চগব্য'।] গোরুর দুধ হইতে উৎপন্ন। [ঃ 'গব্য' ঘৃত।]
গভর্নমেণ্ট — সরকার। শাসনব্যবস্থা।
গভর্নর — প্রদেশের শাসনকর্তা, রাজ্যপাল।
গভর্নর জেনারেল — বড়লাট, প্রধান শাসন-কর্তা।
গভীর — নীচের দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। [ঃ 'গভীর' সমুদ্র; 'গভীর' গর্ত।] প্রগাঢ়। [ঃ 'গভীর' ভালোবাসা।] ঘন, নিবিড়। [ঃ 'গভীর' অরণ্য।] বি.—**গভীরতা**।
গম — একরকম শস্য যাহা হইতে আটা ময়দা ইত্যাদি হয়, গোধূম।
গমক — স্বরের কম্পন।
গমগম — ধ্বনির গভীরতা সূচক অনুকার।

[ঃ 'গমগম' করা।] জনসমাবেশ ও জাঁকজমকের অনুকার। [ঃ বাড়ি 'গমগম' করা।]

গমন — যাওয়া।

গমনাগমন — যাতায়াত।

গমাগম — জোরে কিল মারিবার শব্দ।

গম্বুজ — মন্দির মসজিদ প্রাসাদ ইত্যাদির গোলাকার ছুঁচালো ছাদ।

গম্ভীর — নীচু অথচ ধ্বনিময়। [ঃ 'গম্ভীর' কণ্ঠস্বর।] অচপল, ভারিক্কী। [ঃ 'গম্ভীর' স্বভাব।] বিবক্তি বা বাগ চাপিবার ফলে অচঞ্চল। [ঃ 'গম্ভীর' মুখ।] বি. — **গম্ভীরতা**।

গম্ভীরা — গাজনের উৎসব বিশেষ। এক ধরণের গ্রাম্য গান।

গম্য — যেখানে যাইতে হইবে বা যাওয়া যায় এমন। যৌনমিলনের উপযুক্ত।

গম্যা — যৌনমিলনের উপযুক্তা।

গয়না — গহনা। যাত্রীবাহী নৌকা।

গয়রহ — (আদালতী ভাষায়) ইত্যাদি।

গয়লা — গোয়ালা। স্ত্রী. — **গয়লানী**।

গয়া — বিহারের একটি শহর, হিন্দুদের তীর্থস্থান।

গয়ার — কফ।

গয়ালী — গয়ার পাণ্ডা।

গয়ের — ('গয়ার' দেখ।)

গর- — নাই, নয়, বিপরীত ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'গরহাজির'; ঃ 'গরমিল'।]

গরগর — ক্রোধ প্রকাশ সূচক অনুকার। [ঃ রাগে 'গরগর' করা।]

গরজ — দায়, স্বার্থ। [ঃ নিজের 'গরজে'।]

গরজন — (পদ্যে) গর্জন।

গরদ — একরকম রেশমী কাপড়।

গরদিশ — দুর্ভাগ্য।

গরব — গর্ব, দেমাক।

গরবা — একরকম গুজরাটী নাচগান।

গরবিনী — গর্বিতা।

গরবী — অহংকারী, গর্বিত।

গরম — তপ্ত, উষ্ণ। [ঃ 'গরম' দুধ।] গ্রীষ্ম, তাপ। [ঃ 'গরম' পড়া।] উদ্ধত, রাগী। [ঃ 'গরম' মেজাজ।] ঔদ্ধত্য। [ঃ টাকার 'গরম'।] কেনাবেচার ফলে ব্যস্ত। [ঃ বাজার 'গরম' করা।] রোগ। [ঃ মাথা-'গরম'; ঃ পেট-'গরম'।]

গরম মসলা — দারুচিনি এলাচ লবঙ্গ ইত্যাদি মসলা।

গরমি — গ্রীষ্ম, তাপ। উপদংশ বা সিফিলিস রোগ।

গরমিল — মিলের অভাব। হিসাব না মেলা।

গররাজী — রাজী নয়, অসম্মত।

গরল — বিষ।

গরহাজির — হাজির নয়, অনুপস্থিত।

গরাদে — লোহা কাঠ ইত্যাদির তৈয়ারী মোটা সিক।

গরান — একরকম গাছ বা কাঠ।

গরাস — গ্রাস।

গরিব — ('গরীব' দেখ।)

গরিমা — গৌরব।

গরিষ্ঠ — সর্বাপেক্ষা বড়ো। [ঃ 'গরিষ্ঠ' সংখ্যা।]

গরীব — দরিদ্র।

গরীবখানা — কুটির।

গরীবানা — গরীবের মতো চাল।

গরীবি — গরীবের অবস্থা।

গরীবী — গরীবের মতো। [ঃ 'গরীবী'-ভাব।]

গরীয়ান — বৃহত্তর। মহান্। গৌরবময়। স্ত্রী. — **গরীয়সী**।

গরু — গাই। বলদ। গাই ও বলদ।

গরুড় — পুরাণে বর্ণিত পাখীর রাজা

ও বিষ্ণুর বাহন।
গরুড়ধ্বজ — বিষ্ণু।
গর্গ — একজন প্রাচীন ঋষি।
গর্জন, গর্জ্জন — ভয়ংকর শব্দ বা ডাক। [ঃ সিংহের 'গর্জন'।] বিণ. — **গর্জিত, গর্জ্জিত।**
গর্জনতৈল, গর্জ্জনতৈল — বার্নিশের জন্য ব্যবহৃত হয় এমন একরকম তেল।
গর্জানো, গর্জ্জানো — গর্জন করা। সশব্দে রাগ প্রকাশ করা।
গর্জমান, গর্জ্জমান — গর্জন করিতেছে এমন।
গর্জিত, গর্জ্জিত — ভয়ংকরভাবে ধ্বনিত।
গর্ত, গর্ত্ত — খাত, গহ্বর, বড় ছিদ্র বা ফুটা।
গর্দভ, গর্দ্দভ — গাধা। (তিরস্কারে) মূর্খ, নির্বোধ।
গর্দান, গর্দ্দান — ঘাড়। মাথা।
গর্দানি, গর্দ্দানি — ঘাড়ধাক্কা।
গর্ব, গর্ব্ব — অহংকার, দেমাক।
গর্বিত, গর্ব্বিত — অহংকৃত। স্ত্রী. — **গর্বিতা, গর্ব্বিতা।**
গর্বী, গর্ব্বী — যাহার গর্ব আছে, অহংকারী। স্ত্রী. — **গর্বিণী, গর্ব্বিণী।**
গর্ভ — ভিতর, মধ্য, অভ্যন্তর। [ঃ 'ভূগর্ভ'।] দেহের মধ্যে সন্তানধারণের স্থান, কুক্ষি। [ঃ মাতার 'গর্ভে'।] গর্ভস্থ সন্তান, ভ্রূণ। [ঃ 'গর্ভ'-পাত; ঃ 'গর্ভবতী'।]
গর্ভকেশর — ফুলের মধ্যকার রোঁয়া, যাহার নীচে বীজকোষ থাকে।
গর্ভজ — গর্ভে জাত। স্ত্রী. — **গর্ভজা।**
গর্ভধারণ — গর্ভে সন্তান ধারণ, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া।
গর্ভধারণ — গর্ভে সন্তান ধারণ।
গর্ভধারিণী — মা যিনি গর্ভে ধারণ করেন, জননী।
গর্ভনাড়ী — নবজাত শিশুর নাভিসংলগ্ন নাড়ী।
গর্ভনাশ — গর্ভস্থ সন্তান হত্যা, ভ্রূণ-হত্যা।
গর্ভপাত — অসময়ে গর্ভ হইতে সন্তানের জন্মলাভ, গর্ভস্রাব।
গর্ভবতী — গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা।
গর্ভবাস — মাতৃগর্ভে থাকা।
গর্ভসঞ্চার — গর্ভে ভ্রূণের জন্মলাভ।
গর্ভস্থ — গর্ভে আছে এমন।
গর্ভস্রাব — ('গর্ভপাত' দেখ।)
গর্ভাঙ্ক — নাটকের অঙ্কের অন্তর্গত বিভাগ, দৃশ্য।
গর্ভাধান — গর্ভসঞ্চার সংক্রান্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
গর্ভাশয় — জরায়ু।
গর্ভিণী — অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভবতী।
গর্হিত — নিন্দিত। নিন্দার যোগ্য, অন্যায়। [ঃ 'গর্হিত' কাজ।]
গল — গলা, কণ্ঠ। [ঃ 'গল'-দেশ।]
গলকম্বল — গরু ইত্যাদির গলার ঝোলা মাংস।
গলগণ্ড — একরকম রোগ, গলদেশের আব।
গলগল — তরল বস্তুর দ্রুত নিঃসরণ সূচক অনুকার। দ্রুত অবাধ উচ্চারণ সূচক অনুকার।
গলগ্রহ — যাহার ভরণপোষণের ভার অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করিতে হয়।
গলদ — ভুল, ত্রুটি।
গলদশ্রু — চোখের জল ঝরিতেছে এমন।
গলদা — একরকম চিংড়ি।
গলদ্ঘর্ম — যাহার ঘাম ঝরিতেছে। [ঃ পরিশ্রমে 'গলদ্ঘর্ম' হওয়া।]
গলনালী — কণ্ঠনালী, খাদ্য বা শ্বাস

গ্রহণের নল।

গলবস্ত্র, গললগ্নীকৃতবাস — বিনয় প্রকাশের জন্য গলায় কাপড় দিয়াছে এমন।

গলা — গলিত বা তরল হওয়া। [ঃ বরফ 'গলা'; চিনি 'গলা'।] ফাঁক বা ছেঁদার মধ্য দিয়া ঢোকা। [ঃ চুল 'গলা'।] ঝরা। [ঃ পুঁজ 'গলা'।] অভিভূত হওয়া। [ঃ আনন্দে 'গলা'; ঃ দুঃখে 'গলা'।]

গলা — গলদেশ, কণ্ঠ। [ঃ 'গলায়' ঘা।] কণ্ঠস্বর। [ঃ 'গলা' ভালো।]

গলাকাটা — নির্দয়ভাবে ঠকানো। নির্দয়ভাবে ঠকায় এমন।

গলাগলি — গলায় গলায় ভাব, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।

গলা ছাড়া — কণ্ঠ স্বর জোর করা।

গলাধঃকরণ — গিলিয়া ফেলা, ভক্ষণ।

গলাধাক্কা — গলায় হাত দিয়া ধাক্কা, লাঞ্ছনা করিয়া বিদায়।

গলানো — ফাঁকে ঢুকানো।

মাথা গলানো — অনধিকার চর্চা বা হস্তক্ষেপ।

গলাবন্ধ — গলায় জড়াইবার উপযোগী ছোট চাদর। গলার কাছে বোতাম লাগানো থাকে এমন। [ঃ 'গলাবন্ধ' কোট।]

গলাবাজি — চেঁচানো, চিৎকার। যুক্তিহীন উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতা। অতিমাত্রায় বক্তৃতা।

গলায় গলায় -- অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। [ঃ 'গলায় গলায়' ভাব।]

গলায় দড়ি — দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়া আত্মহত্যা। তিরস্কার বা ধিক্কার সূচক গালি।

গলাসি — গরু ছাগল ইত্যাদির গলার দড়ি।

গলি — সরু রাস্তা।

গলিঘুঁজি — গলি ও তাহার আশপাশের সংকীর্ণ জায়গা।

গলিত — গলিয়াছে এমন, তরল। পচা। [ঃ 'গলিত' শব।]

গলিতকুষ্ঠ — দেহ পচিয়া যায় এমন কুষ্ঠ রোগ।

গলুই — নৌকার সম্মুখের বা পিছনের অংশ।

গল্প — কাহিনী। কথোপকথন। [ঃ 'গল্প' করা।]

গল্পগুজব, গল্পসল্প — বাজে আলাপ, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা।

গল্পে — বাজে গল্প করিতে ভালোবাসে এমন।

গসগস — চাপা রাগের লক্ষণসূচক অনুকার। [ঃ রেগে 'গসগস' করছে।]

গস্ত — বাজারে ঘুরিয়া কেনা। [ঃ মাল 'গস্ত' করা।]

গস্তানী — কুলটা, বেশ্যা।

গহন — দুর্গম, গভীর। দুর্গম স্থান।

গহনা — গয়না, অলংকার।

গহনার নৌকা — যাত্রিবাহী বড় নৌকা।

গহিন — (প্রাচীন পদ্যে) গভীর।

গহ্বর -- গর্ত। গুহা।

গা — শরীরের উপরিভাগ, গাত্র। শরীর। [ঃ 'গায়ের' জোর।] পার্শ্বদেশ। [ঃ দেওয়ালের 'গায়ে'।]

গা — স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর, গান্ধারের সংকেত।

গা — সম্বোধনসূচক শব্দ, গো। [ঃ হ্যাঁ 'গা'।]

গা করা — উৎসাহী হওয়া, যত্ন করা।

গা জ্বালা করা — রাগের উদ্রেক হওয়া।

গা ঝাড়া দেওয়া — উঠিবার বা আলস্য ত্যাগ করিবার উপক্রম করা।

গায়ের ঝাল ঝাড়া — পুঞ্জীভূত ক্রোধ প্রকাশ করা।

গা ঢাকা দেওয়া — আত্মগোপন করা।

গা তোলা — ঘুম হইতে ওঠা।
গা দেওয়া — ('গা করা' দেখ।)
গায়ে পড়া — অযাচিতভাবে বন্ধুতা দেখানো বা অকারণে বিবাদ করা।
গায়ে ফুঁ দেওয়া — দায়িত্বহীনভাবে সময় কাটানো।
গা ভাঙা — হাই তোলা। আড়ামোড়া দেওয়া।
গায়ে মাখা — গ্রাহ্য করা, নিজেকে জড়িত করা।
গা লাগানো — মন দেওয়া, সচেষ্ট হওয়া।
গা সহা — অভ্যাসের ফলে সহনীয়। গায়ে সহ্য হয় এমন।
গায়ে হলুদ — বিবাহের আগে মাঙ্গলিক স্নানের অনুষ্ঠান।
গায়ে হাত — প্রহার। **গায়ে হাত তোলা** — মারা।
গাঁ — গ্রাম।
গাই — গাভী।
গাই — গান করি।
গাঁই — ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিভাগ।
গাঁইট — ('গাঁট' দেখ।)
গাইয়ে — গায়ক। ভালো গাহিতে পারেন এমন।
গাউন — উকিল প্রভৃতির একরকম ঝোলা পোশাক। মেয়েদের একরকম জামা।
গাওনা — আসরে গান-অভিনয়াদির কাজ। [ঃ যাত্রা 'গাওনা'।]
গাওয়া — গব্য, গোরুর দুধ হইতে জাত। [ঃ 'গাওয়া' ঘি।]
গাওয়া — গান করা। প্রচার করা, ঘোষণা করা। [ঃ গুণ 'গাওয়া'।] গান-করা হইয়াছে এমন, গীত। [ঃ 'গাওয়া' গান।]
গাওয়ানো — গান করানো।
গাং — 'গাঙ' দেখ।
গাঁক, গাঁকগাঁক — ষাঁড় ইত্যাদির শব্দ।
গাগরা, গাগরি — কলসী, ঘড়া।
গাঁ গাঁ — সজোরে ও সশব্দে ধাইয়া আসিবার শব্দ। [ঃ বানের জল 'গাঁ গাঁ' করে এসে ঢুকল।]
গাঙ — বড় নদী। সমুদ্র।
গাঙচিল — একরকম সামুদ্রিক পাখি।
গাঙদাড়া — বকের মতো ঠোঁটওয়ালা একরকম সরু লম্বা মাছ।
গাঙশালিক — নদীর তীরবর্তী স্থানে থাকে এমন একরকমের শালিক জাতীয় পাখি।
গাঙ্গুলি, গাঙ্গুলী — ('গঙ্গোপাধ্যায়' দেখ।)
গাঙ্গেয় — গঙ্গা সম্বন্ধীয়। গঙ্গার পুত্র, মহাভারতে বর্ণিত ভীষ্ম।
গাছ — উদ্ভিদ। বৃক্ষ।
গাছকোমর বাঁধা — কাপড় দিয়া শক্ত করিয়া জড়াইয়া কোমর বাঁধা।
গাছ-গাছড়া — নানা রকমের গাছ ও লতাপাতা।
গাছপাকা — গাছেই পাকিয়াছে এমন।
গাছপালা — গুচ্ছ ও লতাপাতা।
গাছা, গাছি — খানা, টা ইত্যাদি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ এক 'গাছা' চুড়ি; ঃ এক 'গাছি' দড়ি।]
গাঁজ, গাঁজলা — ফেনা। পচন ধরার ফলে ওঠা ফেনা।
গাজন — শিব মনসা ইত্যাদির পূজার উৎসব। ঐরূপ উৎসব সংক্রান্ত গান। [ঃ শিবের 'গাজন' গাই।]
গাজর — একরকম মূলজাতীয় সবজি।
গাঁজা — সিদ্ধিজাতীয় গাছের মঞ্জরি হইতে প্রস্তুত একরকম তামাকের মতো জিনিস, গঞ্জিকা। মিথ্যা আজগুবি গল্প।
গাঁজা — মাতিয়া বা পচিয়া ওঠা।
গাঁজাখুরী — আজগুবি। [ঃ 'গাঁজাখুরী'

গল্প।]

গাঁজাখোর — যে গাঁজা খায়।

গাঁজানো — মাতানো, পচন ঘটানো। মাতানো হইয়াছে এমন।

গাজি, গাজী — যোদ্ধা। ধর্মযোদ্ধা।

গাঞী — ('গাঁই' দেখ।)

গাঁট — গ্রন্থি, গিঁঠ। [ঃ আঁচলে 'গাঁট' বাঁধা।] দুইটি পাবের সংযোগস্থল। [ঃ বাঁশের 'গাঁট'; ঃ আঙুলের 'গাঁট'।] শক্ত করিয়া বাঁধা বড় বস্তা। [ঃ কাপড়ের 'গাঁট'।] টাকাপয়সা রাখিবার ছোট থলি। [ঃ 'গাঁটে' পয়সা নাই।]

গাঁটকাটা — যে গাঁট বা টাকাপয়সার থলি অদৃশ্যভাবে কাটিয়া চুরি করে।

গাঁটছড়া — বিবাহের সময়ে বরের উড়ানি ও কন্যার আঁচল একত্র করিয়া বাঁধা গাঁট। [ঃ 'গাঁটছড়া' বাঁধা।]

গাঁটরি — বোঁচকা, পোঁটলা।

গাঁট্টা — মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের গাঁট দিয়া আঘাত। [ঃ 'গাঁট্টা' মারা; ঃ 'গাঁট্টা' দেওয়া।]

গাঁঠরি — ('গাঁটরি' দেখ।)

গাড়ল — ভেড়া। (গালিতে) বোকা, মূর্খ।

গাড়া — গর্ত করিয়া বা জোরে ধাক্কা দিয়া ঢোকানো, পোঁতা। [ঃ বাঁশ 'গাড়া'।] মাটির মধ্যে দৃঢ়ভাবে সঞ্চারিত করা। [ঃ শিকড় 'গাড়া'।] স্থাপন করা। [ঃ আড্ডা 'গাড়া'।] দৃঢ় ও অনড় হওয়া। [ঃ 'গাড়িয়া' বসা।]

গাড়ি — লোক মাল ইত্যাদি বহিবার উপযোগী চাকাযুক্ত যন্ত্র, যান। [ঃ রেল-'গাড়ি'; মোটর 'গাড়ি'।]

গাড়িবারান্দা — বাড়ির সামনের ছাদওয়ালা জায়গা যেখানে গাড়ি দাঁড়াইতে পারে।

গাড়ী — ('গাড়ি' দেখ।)

গাড়ু — নলযুক্ত একরকম ঘটি, ঝারি, ভৃঙ্গার।

গাড়োয়ান — যে গাড়ি চালায়।

গাড়োয়ানি — গাড়োয়ানের কাজ।

গাড়োয়ানী — গাড়োয়ানের যোগ্য। [ঃ 'গাড়োয়ানী' ব্যবহার।]

গাড়োল — (ঃ 'গাড়ল' দেখ।)

গাঢ় — ঘন। [ঃ 'গাঢ়' কালি।] নিবিড়, গভীর। [ঃ 'গাঢ়' অন্ধকার।] বি.—**গাঢ়তা**।

গাণনিক — গণনাকারী, হিসাবরক্ষক, 'অ্যাকাউন্টেন্ট'।

গাণপত্য — গণপতি বা গণেশ সংক্রান্ত। গণেশের উপাসক সম্প্রদায়।

গাণিতিক — গণিত সংক্রান্ত। [ঃ 'গাণিতিক' নিয়ম।] গণিতে পণ্ডিত ব্যক্তি। [ঃ শ্রেষ্ঠ 'গাণিতিক'।]

গাণ্ডীব — অর্জুনের ধনু।

গাণ্ডীবধন্বা, গাণ্ডীবী — অর্জুন।

গাণ্ডেপিণ্ডে — আকণ্ঠ। [ঃ 'গাণ্ডেপিণ্ডে' গেলা।]

গাঁতি — একরকম শাবল।

গাত্র — গা। কোনও বস্তুর উপরিভাগ বা পার্শ্বদেশ। [ঃ প্রাচীর-'গাত্র'।]

গাত্রজ্বালা, গাত্রদাহ — ঈর্ষা। বিরক্তি।

গাত্রমার্জনী, গাত্রমার্জ্জনী — গামছা, তোয়ালে।

গাত্রহরিদ্রা — ('গায়ে হলুদ' দেখ।)

গাত্রোত্থান — উঠিয়া দাঁড়ানো। বিছানা ছাড়িয়া ওঠা।

গাঁথনি — ঘনঘন ইটপাথর ইত্যাদি বসাইয়া নির্মাণ। দৃঢ়তা। দৃঢ় গঠন। [ঃ গল্পের 'গাঁথনি' নাই।]

গাথা — পদ্য কবিতা, গীতিকাব্য।

গাঁথা — গাঁথিয়া একত্রিত করা। [ঃ মালা 'গাঁথা'।]

গাদ — তরল পদার্থের ময়লা যাহা সরের

মতো ভাসিয়া থাকে বা থিতাইয়া পড়ে।

গাদা — রাশি, স্তূপ। প্রচুর পরিমাণ। [ঃ 'গাদা গাদা' জিনিস।]

গাদা — ঠাসিয়া ভরা।

গাদাগাদি — ঠাসাঠাসি, রাশীকৃত।

গাদাবন্দুক — যে বন্দুকে বারুদ ঠাসিয়া ভরিতে হয়।

গাঁদা — একরকম ফুল।

গাঁদাল — ('গাঁধাল' দেখ।)

গাদি — গাদা, রাশি, ভিড়। একরকম খেলা।

গাধা — গর্দভ। (গালিতে) বোকা, মূর্খ।

গাধামি, গাধামো — গাধার মতো কাজ, বোকামি।

গাধাবোট — মাল বহিবার জন্য ব্যবহৃত একরকম নৌকা যাহা ধীরে চলে বা যাহাকে অন্য নৌকা বা জাহাজ টানিয়া লইয়া যায়।

গাঁধাল — একরকম দুর্গন্ধ লতা যাহা পেটের রোগে খায়, গন্ধভাদুলিয়া।

গান -- কণ্ঠসংগীত।

গান্ধর্ব, গান্ধর্ব্ব — গন্ধর্ব সংক্রান্ত। কেবল বরকন্যার সম্মতি অনুসারে অনুষ্ঠিত (বিবাহ)।

গান্ধার — একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম, কাবুল ও পেশোয়ারের নিকটবর্তী স্থান, বর্তমান কান্দাহার। স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর।

গান্ধারী — ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী, দুর্যোধনাদির জননী।

গাপ — আত্মসাৎ, অপহৃত। [ঃ 'গাপ' করা।] লুকাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন।

গাফিলতি — অসাবধানতা, অমনোযোগ, আলস্য।

গাব — কষায় রস ও আঠাযুক্ত একরকম ফল। তবলা পাখোয়াজ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের চামড়ার উপর জমানো পুরু স্তর। ধাতুদ্রব্যের কলঙ্ক।

গান্ধী — ভারতের বিখ্যাত রাষ্ট্রনেতা।

গান্ধীপোকা — একরকম দুর্গন্ধ পোকা।

গাবড়া — সদ্যপ্রসূতা গাভীর দুধ।

গাবা — ধাতুনির্মিত জিনিসে কলঙ্ক পড়া।

গাবানো — জল ঘোলা করা, আলোড়িত করা।

গাবিন, গাভিন — (গরু ইত্যাদি) গর্ভিণী।

গাভী — স্ত্রী গরু, গাই।

গামছা — গা ঘষিবার বা মুছিবার জন্য একরকম মোটা ছোট কাপড়।

গামলা — বাটির আকারের বৃহৎ পাত্র।

-গামিনী —(স্ত্রী) 'চলে' বা 'মিলিত হয়' এই অর্থে অন্য শব্দের সংগে যুক্ত হয়। [ঃ গজগামিনী'; ঃ বহুগামিনী'।]

-গামী — 'যায়' বা 'মিলিত হয়' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দ্রুত-গামী'; ঃ 'পরদারগামী'।]

গাম্ভীর্য, গাম্ভীর্য্য — গম্ভীর ভাব, গম্ভীরতা, চাপল্যের অভাব।

গায়ক — যে গান করে।

গায়কোয়াড়, গায়কোয়ার — বরোদা রাজ্যের রাজার উপাধি।

গায়ত্রী — একটি জপমন্ত্র। একরকম বৈদিক ছন্দ।

গায়িকা — গান করে এমন স্ত্রীলোক।

গায়েন — গায়ক।

গায়েব — লুকাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন। লুক্কায়িত। [ঃ 'গায়েব' করা; ঃ 'গায়েব' হওয়া।]

গার — (প্রাচীন কবিতায়) গর্ত।

গারদ — কয়েদ, জেলখানা।

গারা — কাদা। [ঃ 'গারার' গাঁথুনি।]

গারুড় — গরুড় সংক্রান্ত।

গার্গী — প্রাচীন ভারতের একজন বিদুষী মহিলা।

গার্জেন, গার্জেন — অভিভাবক।
গার্টার — মোজা বাঁধিবার ফিতা।
গার্হস্থ, গার্হস্থ্য — গৃহস্থের ধর্ম বা কর্তব্য। আর্যদের পালনীয় দ্বিতীয় আশ্রম, সংসারকর্ম। গৃহস্থ সংক্রান্ত। [ঃ 'গার্হস্থ্য' বিজ্ঞান।]
গাল — গণ্ড, কপোল। কপোলকল্পিত, মনগড়া। [ঃ 'গাল'-গল্প।]
গাল — গালি, তিরস্কার।
গালগড়া — কপোলকল্পিত, মনগড়া।
গালগল্প — বানানো গল্প, অমূলক কাহিনী।
গালচে — ('গালিচা' দেখ।)
গালপাট্টা — কেবল দুই গালের উপর রাখা দাড়ি।
গালবাদ্য — (শিবপূজায়) গাল বাজাইবার ফলে বমবম শব্দ।
গালমন্দ — গালি ও কটুকথা।
গালা — লাক্ষা।
গালা — তরল জিনিস বাহির করা। [ঃ ফেন 'গালা'।] ফুঁড়িয়া, রস বাহির করা। [ঃ ফোড়া 'গালা'।]
গালাগাল, গালাগালি — গালিগালাজ।
গালানো — অপরকে দিয়া গালা। তাপ দিয়া তরল করা।
গালি — গাল, তিরস্কার, কটুবাক্য। [ঃ 'গালি' দেওয়া; ঃ 'গালি' পাড়া; 'গালি' খাওয়া।]
গালিগালাজ — গালমন্দ, গালাগালি।
গালিচা — পশম ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী একরকম নরম ফরাশ, কার্পেট।
গালিত — গালা হইয়াছে এমন।
গাহক — ক্রেতা, খরিদদার, গ্রাহক।
গাহন — স্নান।
গিজগিজ — লোক ইত্যাদির সংখ্যাধিক্য সূচক অনুকার। [ঃ লোক 'গিজগিজ' করছে।]
গিটকিরি — (গানে) বিভিন্ন সুরের পর পর দ্রুত নিপুণ উচ্চারণ।
গিঁট, গিঁঠ — গাঁট, ছোট গাঁট। [ঃ 'গিঁঠ' দেওয়া।]
গিধড় — শকুন। শৃগাল।
গিনি — একরকম স্বর্ণমুদ্রা। সামান্য তামা-মিশ্রিত সোনা (২২ ভাগ সোনা ও ২ ভাগ তামা।)।
গিনি পিগ — একরকম ইঁদুরজাতীয় প্রাণী।
গিন্নি, গিন্নী — গৃহিণী, বাড়ির কর্ত্রী।
গিন্নিপনা, গিন্নীপনা — গিন্নীর কাজ ও নৈপুণ্য। গিন্নীর মতো আচরণ।
গিন্নীবান্নী — গিন্নী বা গিন্নীর মতো ভারিক্কী। [ঃ 'গিন্নীবান্নী' মেয়ে।]
গিমা — একরকম তিক্ত শাক।
গিয়া — যাইয়া।
গিয়ে — গিয়া। কথার মাত্রা। [ঃ তোমার 'গিয়ে'।]
গিরগিটি — একরকম টিকটিকি।
গিরা — এক গজের ১৬ ভাগের ১ ভাগ।
গিরি — পাহাড়, পর্বত।
-গিরি — কাজ, পেশা, ব্যবহার ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'কুলিগিরি'; ঃ 'বাবুগিরি'।]
গিরিকন্যা, গিরিজা — পুরাণে বর্ণিতা হিমালয়কন্যা গৌরী, উমা, পার্বতী।
গিরিজায়া — পুরাণে বর্ণিতা হিমালয়পত্নী মেনকা।
গিরিদরী — পর্বতের গুহা।
গিরিপথ, গিরিবর্ত্ম — পার্বত্য পথ। পর্বতের মধ্যবর্তী পথ।
গিরিবালা — পার্বতী, উমা।
গিরিমাটি — গৈরিক রংয়ের একরকম মাটি।
গিরিমালা — পর্বতশ্রেণী।
গিরিশ — পর্বতে শয়ন করেন যিনি, শিব।

গিরিশৃঙ্গ — পর্বতের চূড়া।
গিরিসংকট, গিরিসঙ্কট — পর্বতের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ।
গিরীন্দ্র, গিরীশ — হিমালয়।
গির্জা, গির্জ্জা — খ্রীষ্টানদের উপাসনা-মন্দির।
গির্দা, গির্দ্দা — বড় বালিশ, তাকিয়া।
গিলটি — সোনার সূক্ষ্ম লেপ। [ঃ 'গিলটি'-করা গয়না।]
গিলন — গলাধঃকরণ, গেলা।
গিলা — ('গেলা' দেখ।) ('গিলে' দেখ।)
গিলানো — ('গেলানো' দেখ।)
গিলে — ঘষিয়া কাপড় কুঁচকাইবার জন্য একরকম চেপ্টা বিঁচি। ঐ বিঁচি ঘষিয়া কোঁচকানো। [ঃ 'গিলে' করা।]
গিলিত — গেলা হইয়াছে এমন।
গিলিতচর্বণ, গিলিতচর্ব্বণ — খাওয়া জিনিসকে উগরাইয়া মুখে আনিয়া আবার চিবানো, জাবরকাটা, রোমন্থন। (নিন্দায়) পড়া বুলি আওড়ানো।
গির্শাগিশ, গির্সাগিস — ('গিজগিজ' দেখ।)
গীত — গান। গাওয়া হইয়াছে এমন।
গীতগোবিন্দ — কবি জয়দেব-রচিত বিখ্যাত কাব্য।
গীতবাদ্য — গানবাজনা।
গীতা — (সংক্ষেপে) ভগবদ্‌গীতা।
গীতি — গান। গাহিবার উপযুক্ত কবিতা।
গীতিকা — ছোট গান বা গাহিবার উপযুক্ত ছোট কবিতা।
গীতিকাব্য — গাহিবার উপযুক্ত কাব্য, গীতিপ্রধান কাব্য।
গীতিনাট্য — গানপ্রধান বা সুরপ্রধান নাটক। যাত্রার পালাগান। অপেরা।
গীম — (প্রাচীন কবিতায়) গ্রীবা।
গীরত — (প্রাচীন কবিতায়) পড়ে।
গীষ্পতি — দেবগুরু বৃহস্পতি। পণ্ডিত।

গু — বিষ্ঠা, মল।
গুআ — সুপারি, গুবাক।
গুঁইয়া — সাথী, সখা। গুপ্তচর।
গুগলি — একরকম ছোট শামুক।
গুগ্‌গুল — একরকম গাছের সুগন্ধ নির্যাস যাহা ধূপ তৈয়ারির জন্য লাগে।
গুচ্ছের — (অবজ্ঞায়) অনেকগুলি।
গুচ্ছ — গোছা, থোকা। [ঃ 'কেশগুচ্ছ'; ঃ 'দ্রাক্ষাগুচ্ছ'।] একত্রে কতকগুলি। [ঃ 'গল্পগুচ্ছ'।]
গুছানো — সাজাইয়া রাখা। [ঃ ঘর 'গুছানো'।] টাকাপয়সা আত্মসাৎ করা। [ঃ বেশ কিছু 'গুছিয়েছে'।]
গুছি — ছোট গোছা। বিনুনি লম্বা করিবার জন্য ফিতা বা আলগা চুলের গোছা।
গুজগুজ — চুপি চুপি কথা, অস্পষ্ট কথা। [ঃ 'গুজগুজ' করা।]
গুজগুজানি — ফিসফিসানি।
গুজব — জনরব, লোকমুখে শোনা খবর।
গুজরত — মারফৎ।
গুজরাট — প্রাচীন গুর্জর রাজ্য, বর্তমান বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তী একটি অঞ্চল।
গুজরাটী — গুজরাটের অধিবাসী বা ভাষা। গুজরাট সংক্রান্ত।
গুজরান — যাপন। [ঃ দিন 'গুজরান'।]
গুজরি, গুজরিপঞ্চম — মেয়েদের পায়ের একরকম সেকেলে গয়না।
গুঁজি — ছোট গোঁজ।
গুজিয়া — ছোট গজা।
গুঞ্জন — গুনগুন শব্দ। [ঃ ভ্রমর-'গুঞ্জন'।] মৃদু অস্পষ্ট শব্দ।
গুঞ্জরণ — গুঞ্জন করা। গুঞ্জন।
গুঞ্জরিত — যেখানে গুঞ্জন করা হইয়াছে। [ঃ 'ভ্রমরগুঞ্জরিত' পুষ্পোদ্যান।]
গুঞ্জরিল — (কবিতায়) গুঞ্জন করিল।

গুঞ্জরে — (কবিতায়) গুঞ্জন করে।
গুঞ্জা — (কবিতায়) গুঞ্জন করা।
গুঞ্জা — কুঁচফল।
গুঞ্জার — গুনগুন শব্দ।
গুঞ্জিত — ('গুঞ্জরিত' দেখ।)
গুটলি — গুটি, ছোট ডেলা।
গুটানো — টানিয়া একত্র জড়ো করা। [ঃ জাল 'গুটানো'; আস্তিন 'গুটানো'।] তুলিয়া দেওয়া, বন্ধ করা। [ঃ কারবার 'গুটানো'।]
গুটি, গুটী — ছোট ডেলা, গুলি, বড়ি। বসন্ত রোগের ব্রণ। কাঁচা ফল। [ঃ আমের 'গুটি'; ঃ নারিকেলের 'গুটি'।] রেশমের কোশ। ঘুঁটি।
গুটিকতক, গুটিকয়, গুটিকয়েক — কয়েকটি।
গুটিকা — ('গুটি' দেখ।)
গুটিগুটি — ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া।
গুটিপোকা — রেশম-উৎপন্নকারী পোকা।
গুড় — আখ খেজুর তাল ইত্যাদির জ্বাল দিয়া ঘন-করা রস।
গুড়গুড় — মেঘ ইত্যাদির ডাকের শব্দের অনুকার। হুঁকায় তামাক খাইবার শব্দ।
গুড়গুড়ি — আলবলা, ফরসি।
গুড়া — নৌকার পাশের দিকের বসিবার তক্তা।
গুঁড়া — চূর্ণ, গুঁড়ো।
গুড়াকা — তন্দ্রা, নিদ্রা।
গুড়াকেশ — শ্রীকৃষ্ণ।
গুড়ানো — ('গুটানো' দেখ।)
গুঁড়ানো — চূর্ণ করা।
গুড়িমারা — হাত-পা গুটাইয়া লুকাইয়া থাকা।
গুড়িসুড়ি — জড়সড়।
গুঁড়ি — গাছের কান্ড, গাছের প্রধান মোটা অংশ। চূর্ণ, গুঁড়া।
গুড়ুক — গুড়-মেশানো তামাক। তামাক। হুঁকা।
গুড়ুচী — গুলঞ্চ।
গুড়ুম — কামান ইত্যাদির শব্দের অনুকার। আক্কেলগুড়ুম — বুদ্ধিলোপ।
গুড়ূচী — ('গুড়ুচী' দেখ।)
গুণ — প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, ধর্ম। [ঃ জলের একটি 'গুণ' তারল্য।] চরিত্রের প্রশংসনীয় দিক। [ঃ লোকটির 'গুণ' অনেক।] উপযোগিতা। [ঃ ঔষধের 'গুণ'।] তুক, বশীকরণ। [ঃ লোকটাকে 'গুণ' করেছে।] (গণিতে) রাশির বৃদ্ধি, পূরণ। [ঃ দশ দিয়া 'গুণ' করা।] (অলংকার শাস্ত্রে) প্রসাদ মাধুর্য ওজঃ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ। ধনুকের ছিলা, জ্যা। দড়ি, কাছি। [ঃ নৌকার 'গুণ' টানা।] (ব্যাকরণে) স্বরের পরিবর্তন, ই-ঈ স্থানে এ এবং উ-ঊ স্থানে ও ইত্যাদি হওয়া।
গুণক — যে অঙ্ক বা রাশির দ্বারা গুণ করা হয়।
গুণগ্রাম — গুণাবলী, গুণসকল।
গুণগ্রাহিতা — অপরের প্রশংসনীয় দিক-গুলিকে সহজে স্বীকার ও গ্রহণ।
গুণগ্রাহী — যিনি সহজে অপরের গুণ-গুলিকে স্বীকার করেন ও মর্যাদা দেন।
গুণচট — দড়ি দিয়া তৈয়ারী মোটা চট। (নিন্দার্থে) খুব মোটা কাপড়।
গুণছুঁচ — দড়ি দিয়া সেলাই করিবার উপযোগী মোটা বড় ছুঁচ।
গুণজ্ঞ — গুণগ্রাহী।
গুণধর — গুণী। (ব্যঙ্গার্থে) গুণহীন, দুষ্ট।
গুণধাম — বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি, বহু গুণের আধার।
গুণন — এক রাশির দ্বারা অপর রাশিকে

গুণ করা, পূরণ।
গুণনিধি — ('গুণধাম' দেখ।)
গুণনীয় — যে রাশিকে গুণ করা হয়।
গুণনীয়ক -- যে রাশির দ্বারা অপর কোন নির্দিষ্ট রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না।
গুণগাছ — নৌকার উচ্চ কাঠ যাহাতে দড়ি বাঁধিয়া গুণটানা যায়।
গুণপনা — নৈপুণ্য, চরিত্রের প্রশংসনীয় দিক।
গুণফল — এক রাশিকে অপর রাশির দ্বারা গুণ করার ফলে প্রাপ্ত রাশি।
গুণবতী — গুণ আছে এমন (স্ত্রীলোক), গুণশালিনী।
গুণবত্তা — গুণশালিতা।
গুণবাচক — গুণ প্রকাশ করে এমন।
গুণবান — যাহার গুণ আছে।
গুণবৃক্ষ — ('গুণগাছ' দেখ।)
গুণমণি — গুণ আছে বলিয়া মণিস্বরূপ।
গুণময় — বহুগুণসম্পন্ন।
গুণমুগ্ধ — গুণের দ্বারা অভিভূত।
গুণলুব্ধ — অপরের মধ্যে দোষ না দেখিয়া গুণ দেখিবার চেষ্টা করে এমন।
গুণশালিতা — গুণবত্তা, গুণশালী হওয়া।
গুণশালিনী — গুণ আছে এমন (স্ত্রী)।
গুণশালী — গুণ আছে এমন।
গুণহীন — যাহার গুণ নাই, নির্গুণ।
গুণাকর — গুণের খনি, বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি।
গুণাগুণ — দোষগুণ।
গুণাঢ্য — বহু গুণ আছে এমন ব্যক্তি।
গুণাধার — ('গুণনিধি' দেখ।)
গুণান্বিত — গুণসম্পন্ন, গুণ আছে এমন।
গুণাবলি, গুণাবলী — গুণের সমষ্টি, গুণ-সকল।
গুণার্ণব — ('গুণনিধি' দেখ।)
গুণিতক — অপর কোনও নির্দিষ্ট রাশি দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না এমন রাশি।
গুণিনী — ওঝা, রোজা।
গুণী — যাহার গুণ আছে। সংগীতাদি কলাশিল্পে নিপুণ।
গুণ্ঠন — আবরণ, ঘোমটা, অবগুণ্ঠন।
গুণ্ঠিত — আবৃত, ঘোমটা-ঢাকা। স্ত্রী.— গুণ্ঠিতা।
গুণ্ডা — দুর্বৃত্ত, বদমায়েস, ঠেঙাড়ে।
গুণ্ডামি — গুণ্ডার কাজ, গুণ্ডার মতো আচরণ।
গুণ্ডি — পানের সংগে খাইবার উপযোগী একরকম মাদক মসলা, দোক্তা।
গুঁতা — লাঠি শিং ইত্যাদি দিয়া ধাক্কা। ধমক, শাসানি।
গুঁতাগুঁতি — ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। বিবাদ।
গুঁতানো — গুঁতা দেওয়া।
গুঁতো — ('গুঁতা' দেখ।)
গুদাম — যেখানে পণ্যদ্রব্যাদি সঞ্চিত থাকে, মালখানা, 'গোডাউন'।
গুন — দড়ি। চট।
গুনছুঁচ — ('গুণছুঁচ' দেখ।)
গুনগুন — গুঞ্জনের শব্দ।
গুনতি — ('গনতি' দেখ।)
গুনা -- ('গোনা' দেখ।)
গুনাহ্‌ — পাপ।
গুনাগার, গুনাগারি — ত্রুটির বা ভুলের জন্য ক্ষতিপূরণ, গচ্চা।
গুপ্ত — লুক্কায়িত। গোপনে আছে এমন। গোপনীয়। হিন্দুদের পদবী বিশেষ।
গুপ্তঘাতক — যে লুক্কায়িত থাকিয়া হত্যা করে।
গুপ্তচর — গোয়েন্দা।
গুপ্তধন — লুকানো উদ্দেশহীন সম্পদ।

গুপ্তরহস্য — গোপনীয় ব্যাপারের ভিতরের খবর।
গুপ্তহত্যা — গোপনে খুন।
গুপ্তি — লাঠির ভিতরে লুকাইয়া রাখা তলোয়ার।
গুফা — গুহা, গুম্ফা।
গুঁফো — গোঁফ আছে এমন।
গুবরে — (গোবরে জন্মে এই অর্থে) একরকম পোকা।
গুবাক — সুপারি।
গুম — কিল ইত্যাদি মারিবার শব্দ।
গুম — লুক্কায়িত, গুপ্ত। [ঃ 'গুম' খুন; ঃ লাশ 'গুম' করা।]
গুম — গম্ভীর। [ঃ শুনে 'গুম' হ'য়ে রইলো।]
গুমট — বাতাস না থাকার ফলে গরম, উষ্ণ ও স্তব্ধ ভাব।
গুমটি — পাহারাওয়ালার ঘর। ছোট ঘর।
গুমর — দেমাক, অহংকার।
গুমরানো — রাগ দ্বেষ ইত্যাদি প্রকাশ না করিয়া চুপ করিয়া থাকা।
গুমসা — গুমট।
গুমসানো — গুমট হাওয়া। তাপে ভাপসিয়া যাওয়া।
গুমা — ছাতাপড়া, ভাপসানো।
গুম্ফ — গোঁফ।
গুম্ফবন্ধনী — একরকম বন্ধনী চিহ্ন, { }।
গুম্ফা — গুহা।
গুয়া — সুপারি, গুবাক।
গুরু — শিক্ষক, আচার্য। যিনি ধর্মোপদেশ দেন। পূজনীয় ব্যক্তি। দুর্বহ, ভারী।
গুরুকুল — গুরুর বংশ। গুরুর আশ্রম বা গৃহ।
গুরুগিরি — গুরুর পেশা। পেশাদারী অধ্যাপনা।
গুরুচণ্ডালি — সাধু ও প্রচলিত শব্দের একত্র প্রয়োগ। বিণ. — **গুরুচণ্ডালী।** [ঃ 'গুরুচণ্ডালী' দোষ।]
গুরুজন — বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।
গুরুঠাকুর — ধর্মবিষয়ে শিক্ষাদাতা, গুরুদেব।
গুরুতর — গুরুত্বপূর্ণ, মারাত্মক, মহা। [ঃ 'গুরুতর' অপরাধ।]
গুরুত্ব — ভার, ওজন। প্রয়োজনীয়তা। যুক্তিপূর্ণতা, গ্রহণযোগ্যতা।
গুরুত্ব আরোপ, গুরুত্বদান — প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বলিয়া স্বীকার বা গ্রহণ।
গুরুত্বপূর্ণ — অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, মূল্যবান, যাহার উপর ফলাফল নির্ভর করে এমন। বি.— **গুরুত্বপূর্ণতা।**
গুরুদক্ষিণা — শিক্ষাশেষে গুরুকে দেয় দক্ষিণা।
গুরুদশা — পিতামাতার মৃত্যুতে শোকপূর্ণ অবস্থা। (জ্যোতিষে) বৃহস্পতির দশা।
গুরুদার — গুরুপত্নী।
গুরুদেব — ধর্মবিষয়ে শিক্ষা দেন যিনি, পরম শ্রদ্ধেয় গুরু।
গুরুদ্বার — শিখদের ধর্মমন্দির।
গুরুপাক — যাহা সহজে হজম হয় না, দুষ্পাচ্য।
গুরুবন্ধনী — একরকম বন্ধনী চিহ্ন, [ ]।
গুরুবল — কপালজোর, ভাগ্যবল।
গুরুভাই — একই গুরুর শিষ্য।
গুরুমশাই, গুরুমশায়, গুরুমহাশয় — পাঠশালার শিক্ষক।
গুরুমা — গুরুপত্নী।
গুরুমারা — গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত যে বিদ্যাকে গুরুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় বা যে প্রয়োগ করে। [ঃ 'গুরুমারা' বিদ্যা; ঃ 'গুরুমারা' চেলা।]
গুরুমুখী — শিখদের মধ্যে প্রচলিত বর্ণ-

মালা।
গুরুস্থানীয় — গুরুতুল্য।
গুরুহত্যা — গুরুর জীবননাশ।
গুরুহন্তা — গুরুহত্যাকারী।
গুর্জর, গুজ্জর — বর্তমান গুজরাট। গুজরাটের অধিবাসী।
গুর্জরী, গুজ্জরী — গুজরাটের অধিবাসিনী। একরকম রাগিণী।
গুর্বিণী, গুর্ব্বিণী — গর্ভবতী।
গুর্বী, গুর্ব্বী — গুরুপত্নী। মহতী। গর্ভবতী।
গুল — ফুল। গোলাপ ফুল।
গুল — কয়লার গুঁড়া দিয়া তৈয়ারী গোলাকার জ্বালানি '[illegible]' তামাক।
গুল — মিথ্যাকথা, ধাপ্পা। [ঃ 'গুল' দেওয়া।]
গুলজার — শোভা পাইয়াছে বা জমিয়াছে এমন, জাঁকালো, জমজমে। [ঃ নরক 'গুলজার' করা; ঃ সভা 'গুলজার' করা।]
গুলঞ্চ — একরকম লতা, গুড়ুচি।
গুলতরাস — যাহারা কাগজ কাটিয়া ফুল তৈয়ারি করে।
গুলতান, গুলতানি — জটলা ও বাজে আলোচনা।
গুলতি — বাঁটুল, গুলী। বাটুল ছুঁড়িবার একরকম ছোট ধনুক।
গুলবাজ — মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ।
গুলবদনী — কোমলাঙ্গী।
গুলদার, গুলবাহার — ফুলের নকশা আছে এমন। [ঃ 'গুলবাহার' শাড়ী]
গুলা — তরল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করা।
-গুলা — 'অনেক' বুঝাইতে (তুচ্ছার্থে) অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'ফুল-গুলা'।] (সমাদর বা স্নেহ বুঝাইলে -'গুলি' ব্যবহৃত হয়।)
গুলানো — ঘোলা করা। [ঃ জল 'গুলানো'।] গোল পাকানো, জড়াইয়া ফেলা। [ঃ হিসাব 'গুলানো'।] অস্বস্তি-বোধ হওয়া। [ঃ গা 'গুলানো'।]
গুলাব — গোলাপ।
গুলাবী — গোলাপী।
গুলাল — আবীর।
-গুলি — (-'গুলা' দেখ।)
গুলি — ছোট গোলাকার জিনিস। বড়ি, বটিকা। বন্দুকের ছোট বাটুল। আফিম হইতে তৈয়ারী একরকম মাদকদ্রব্য। হাত-পায়ের পিণ্ডাকার কঠিন মাংসপেশী। **গুলি খাওয়া** — আফিম হইতে তৈয়ারী একরকম মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া নেশা করা। **গুলি লাগা** — বন্দুকের গুলিতে আহত হওয়া।
গুলিকা — ছোট গুলি, বড়ি।
গুলিখুরী — গুলিখোরের উপযুক্ত। আজগুবি।
গুলিখোর — যে আফিম হইতে প্রস্তুত গুলি দিয়া নেশা করে। মিথ্যুক। (নিন্দার্থে) কল্পনাপ্রবণ।
গুলিডাং, গুলিডাণ্ডা — একরকম খেলা, 'ডাংগুলি'।
গুলী — ('গুলি' দেখ।)
গুলুফ — গোড়ালি।
গুল্ম — ঝাড় হইয়া উঠে এমন ছোট গাছ। প্লীহাবৃদ্ধি রোগ।
গুষ্টি — ('গোষ্ঠী' দেখ।)
গুষ্টির পিণ্ডি, গুষ্টির মাথা — গালি-বিশেষ।
গুহ — কার্তিকেয়। বাঙ্গালী কায়স্থের পদবী বিশেষ।
গুহক — রামায়ণে বর্ণিত বিখ্যাত চণ্ডাল, রামচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু।
গুহা — পাহাড়ের গহ্বর। গহ্বর।
গুহ্য — গোপনীয়। গূঢ়। মলদ্বার।

গুহ্যদেশ, গুহ্যদ্বার — মলদ্বার।
গূঢ় — গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন। দুর্বোধ, জটিল।
গূবাক — ('গুবাক' দেখ।)
গৃধিনী — স্ত্রী শকুনি। শকুনি।
গৃধ্নু — অত্যন্ত লোভী, লোলুপ। [ঃ 'অর্থগৃধ্নু'।] বি. — **গৃধ্নুতা।**
গৃধ্র — শকুনি।
গৃহ — ঘর, বাড়ি। কক্ষ।
গৃহকর্ত্তা, গৃহকর্তা — বাড়ির প্রধান ব্যক্তি।
গৃহকর্ত্রী — গৃহিণী।
গৃহকর্ম, গৃহকর্ম্ম — ঘরের কাজ।
গৃহগত — ঘরোয়া।
গৃহজাত — ঘরে তৈয়ারী।
গৃহতল — ঘরের মেঝে।
গৃহত্যাগ — ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া।
গৃহত্যাগী — ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এমন।
গৃহদাহ — অগ্নিকাণ্ড যাহার ফলে ঘরবাড়ি পোড়ে।
গৃহদেবতা — পরিবারের উপাস্য দেবমূর্তি, কুলদেবতা।
গৃহধর্ম, গৃহধর্ম্ম — গৃহীর কর্তব্য কাজ।
গৃহপালিত — বাড়িতে পোষা হয় এমন। [ঃ 'গৃহপালিত' জীব।]
গৃহপ্রবেশ — নূতন গৃহে বাস শুরু করিবার পূর্বে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
গৃহবাটিকা — বাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন বাগান।
গৃহবাসী — গৃহী, গৃহস্থ।
গৃহবিচ্ছেদ, গৃহবিবাদ, গৃহবিরোধ — পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাদ ও শত্রুতা। স্বদেশবাসীর মধ্যে কলহ ও যুদ্ধ।
গৃহভেদী — গৃহবিবাদের সৃষ্টি করে এমন। ঘরের গোপনীয় তথ্য বাহিরে প্রকাশ করে এমন। আত্মীয় বা স্বজনের ধ্বংসের চেষ্টা করে এমন।
গৃহযুদ্ধ — স্বদেশবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ, 'সিভিল ওঅর'।
গৃহলক্ষ্মী — গৃহের কল্যাণরূপিণী নারী। কুলবধূ।
গৃহশিক্ষক — যিনি ছাত্রের বাড়িতে আসিয়া পড়ান, 'প্রাইভেট টিউটর'।
গৃহশূন্য — যাহার গৃহ নাই, গৃহহীন।
গৃহসজ্জা — ঘরের সাজ, আসবাবপত্র।
গৃহস্থ — সংসারী, গৃহী।
গৃহস্থালি — ঘরকন্না, ঘরের কাজ। সংসার।
গৃহস্থাশ্রম — প্রাচীন আর্যদের জীবনযাত্রার দ্বিতীয় কাল, গার্হস্থ্য আশ্রম।
গৃহস্থিত — বাড়িতে আছে এমন।
গৃহস্বামিনী — বাড়ির কর্ত্রী, গৃহিণী।
গৃহস্বামী — বাড়ির কর্তা।
গৃহহারা — যাহার ঘর-বাড়ি ছিল অথচ এখন নাই এমন। গৃহহীন।
গৃহহীন — যাহার ঘর বাড়ি নাই, গৃহশূন্য।
গৃহাগত — বাড়িতে আসিয়াছে এমন।
গৃহাভ্যন্তর — বাড়ির ভিতর।
গৃহিণী — গৃহের প্রধানা নারী, গিন্নী। স্ত্রী।
গৃহিণীপনা — গৃহিণীর কাজ। গৃহিণীর মতো আচরণ।
গৃহী — সংসারী, গৃহস্থ। বিবাহিত।
গৃহীত — গ্রহণ করা হইয়াছে এমন। স্বীকৃত। মঞ্জুর।
গৃহ্য — গৃহ সংক্রান্ত।
গৃহ্যসূত্র — গৃহস্থের কর্তব্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আছে এমন একটি প্রাচীন বিখ্যাত গ্রন্থ।
গে — ('গিয়ে' দেখ।)
গেছো — গাছে থাকে এমন। [ঃ 'গেছো' ব্যাঙ।] গাছে চড়ে এমন। [ঃ 'গেছো' মেয়ে।]

গেঁজ — অংকুর, ফল। আব। ওল ইত্যাদির গায়ের ছোট ছোট উঁচু অংশ।
গেঁজলা ভাংগা — মুখ দিয়া ফেনা বাহির হওয়া।
গেঁজলা — ফেনা। [ঃ মুখে 'গেঁজলা' ওঠা।]
গেঁজানো — পচাইয়া মাতানো বা ফেনাযুক্ত করা। একই কথা বারবার বলিয়া সময় নষ্ট করা।
গেঁজে — কোমরে রাখিবার উপযোগী সরু লম্বা থলি।
গেজেট — খবরের কাগজ। সরকারী সংবাদ-পত্র।
গেঁজেল — গাঁজাখোর।
গেঞ্জি — একরকম ছোট বোনা জামা।
গেট — ফটক, সদর দরজা, তোরণ।
গেঁটে — গাঁটযুক্ত। গাঁটে হয় এমন। [ঃ 'গেঁটে' বাত।]
গেঁড় — শিকড়ের গোলাকার বা পরিপুষ্ট অংশ। [ঃ কচুর 'গেঁড়'।]
গেঁড়া — বেঁটে, খর্বাকৃতি।
গেঁড়া — চুরি, গাপ। [ঃ 'গেঁড়া' মারা।]
গেঁড়ি — ছোট শামুক, গুগলি।
গেণ্ডারি — আখ।
গেণ্ডু, গেণ্ডুক, গেণ্ডুয়া — বল, ভাঁটা, কন্দুক।
গেঁতো — অলস, কুঁড়ে।
গেঁদা — গাঁদা।
গেনু — গেলাম।
গেয় — গাহিবার যোগ্য। গাহিতে হইবে এমন।
গেঁয়ো — (নিন্দার্থে) গ্রাম্য।
গেয়ান — (প্রাচীন কবিতায়) জ্ঞান।
গেরস্ত — গৃহস্থ।
গেরিলা — গুপ্তযোদ্ধা। অর্ধ-সামরিক যোদ্ধা।
গেরিলা যুদ্ধ — গুপ্ত খণ্ডযুদ্ধ।
গেরুয়া — গৈরিক রং। গৈরিক রঙের কাপড়।
গেরেফতার — গ্রেপ্তার।
গেরেফতারী — গ্রেপ্তার সংক্রান্ত। [ঃ 'গেরেফতারী' পরোয়ানা।]
গেরো — কুগ্রহ, দুর্দৈব। গাঁট, বাঁধন।
গেল — যাইল। গত, ঠিক পূর্ববর্তী। [ঃ 'গেল' বছর।]
গেল — বিপন্ন হইল, ধ্বংস হইল।
গেল — বিরক্তিসূচক শব্দ। [ঃ 'গেল' যা!]
গেল-গেল — ভীত সন্ত্রস্ত কলরব।
গেলা — গিলিয়া ফেলা, গলাধঃকরণ করা। (নিন্দায়) খাওয়া।
গেলানো — জোর করিয়া গলাধঃকরণ করানো। জোর করিয়া খাওয়ানো।
গেলাপ — আবরণ, ওয়াড়।
গেলাম — যাইলাম। বিপন্ন হইলাম, ধ্বংস হইলাম।
গেলাস — জল খাইবার পাত্র।
গেলি — যাইলি।
গেলি — ছাপাইবার পূর্বে সজ্জিত অক্ষর-গুলিকে রাখিবার জন্য কাঠের লম্বা পাত্র। ঐরূপ পাত্রে রক্ষিত অক্ষরসমূহ। [ঃ 'গেলি' প্রুফ।]
গেলে — যাইলে।
গেলো — ('গেল' দেখ।)
গেলো — গাল সংক্রান্ত। কল্পিত। গাল-গল্প করিতে ভালোবাসে এমন।
গেহ — (কবিতায়) গৃহ।
গেহিনী — (কবিতায়) গৃহিণী।
গৈবী — ('গয়বী' দেখ।)
গৈরিক — গিরিমাটির রং, গেরুয়া রং। পর্বতজাত।
গো — গোরু। গাই। বৃষ।
গো — সস্নেহ সম্বোধন। [ঃ কি 'গো'।]

গোঁ — জিদ। [ঃ 'গোঁ' ধরা।]

গোকুল — মথুরার নিকটবর্তী একটি গ্রাম, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার স্থান।

গোকুলে বাড়া — অজ্ঞাত শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া।

গোক্ষুর, গোখরো — একরকম বিষাক্ত সাপ।

গোঁ-গোঁ — যন্ত্রণা ও মূর্ছিত অবস্থায় কাতরানির শব্দ।

গোগ্রাস — গোরুর মতো না চিবাইয়া খাওয়া, দ্রুত ভোজন। বড় বড় গ্রাস। [ঃ 'গোগ্রাসে' গিলছে।]

গোঘাতক — গোহত্যাকারী।

গোঘ্ন — গোহত্যাকারী। অতিথি।

গোঙা — বোবা।

গোঙানি — গোঁ গোঁ শব্দ, কাতরানি।

গোঙানো — গোঁ গোঁ শব্দ করা, কাতরানো।

গোচর — জানা গিয়াছে বা উপলব্ধি করা গিয়াছে এমন। [ঃ ইন্দ্রিয়-'গোচর'।] উপস্থিত। [ঃ কর্ণ-'গোচর'।] অবগতি। [ঃ 'গোচরে' আনা।]

গোচর — গোরু চরিবার উপযোগী নির্দিষ্ট ভূমি।

গোচরীভূত — জানানো হইয়াছে এমন। জ্ঞাত।

গোচর্ম, গোচর্ম্ম — গোরুর চামড়া।

গোচারণ — গোরু চরানো।

গোচিকিৎসক — গোরুর চিকিৎসা করে যে, গোরুর ডাক্তার।

গোছ — গুচ্ছ, গোছা। [ঃ চুলের 'গোছ'।] শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা। [ঃ কাজের 'গোছ'।] পায়ের গোড়ালির উপরের অংশ।

গোছগাছ — গোছানো, সাজানো।

গোছা — গুচ্ছ, একত্রে কতকগুলি।

গোছানো — ('গুছানো' দেখ।)

গোছালো — শৃঙ্খলার সহিত কাজ করে এমন। শৃঙ্খলাপূর্ণ।

গোছের — প্রায়, রকমের। [ঃ বোকা 'গোছের'।]

গোঁজ — খোঁটা, বড়ো পেরেকের মতো জিনিস। বিরক্তি অভিমান ইত্যাদির জন্য গম্ভীর। [ঃ মুখ 'গোঁজ' করা।]

গোঁজা — ঢুকাইয়া দেওয়া, ঢোকানো। নীচু করা। [ঃ মাথা 'গোজা'।]

গোঁজা দেওয়া — গোঁজামিল দেওয়া।

গোজাত — গোরু হইতে উৎপন্ন, গব্য।

গোজাতি — পৃথিবীর সমুদয় গোরু।

গোঁজামিল — হিসাব মিলাইতে না পারিয়া যা-তা ভাবে মিলাইয়া দেওয়া।

গোট — কোমরের একরকম গহনা।

গোটা — আস্ত, অখণ্ড। থান। [ঃ 'গোটা' কতক।]

গোটানো — ('গুটানো' দেখ।)

গোটিক — একটি [ঃ গোটিকে 'গোটিক'।]

গোঠ — গোষ্ঠ, গোচারণভূমি।

গোড় — পা।

গোড়া — মূল। আরম্ভ, আদি।

গোঁড়া — প্রাচীনপন্থী। যুক্তিহীন অন্ধ-বিশ্বাসী।

গোঁড়া নেবু — ('গোঁড়া লেবু' দেখ।)

গোঁড়ামি — অন্ধবিশ্বাস, প্রাচীনপন্থিতা।

গোঁড়া লেবু — পাতি বা কাগজী লেবু অপেক্ষা বড় একরকম টক লেবু।

গোড়ালি — পায়ের চেটোর পেছনের দিক, গুল্‌ফ, পাদমূল।

গো-ডিম — পাখির বাচ্চার ডিম হইতে বাহির হইবার পরের অবস্থা। **গো-ডিম ভাঙা** — ঐরূপ অবস্থার অবসান হওয়া।

গোড়ে — মোটা করিয়া গাঁথা ফুলের মালা।

গোড়ে গোড় দেওয়া — বিচার না করিয়া সমর্থন করা, অন্ধ অনুসরণ।

গোত্তা — নীচের দিকে ঘুড়ির সজোরে নামা। [ঃ 'গোত্তা' খাওয়া।]

গোত্র — কুল, বংশ। ঋষিপ্রবর্তিত বংশ। [ঃ কাশ্যপ 'গোত্র'।] দল।

গোত্রীয় — গোত্র সংক্রান্ত, গোত্রের। দলীয়।

গোত্রজ — গোত্রে জাত। সগোত্র।

গোদ — একরকম পা-ফোলা রোগ।

গোদা — মোটা। সর্দার, দলপতি। [ঃ পালের 'গোদা'।] গোদ আছে এমন। [ঃ 'গোদা' পায়ের লাথি।]

গোদান — গোরু দান। ভূমিদান।

গোদাবরী — দাক্ষিণাত্যের একটি নদী।

গোদোহন — গাই দোওয়া।

গোধন — গোরু রূপ সম্পদ।

গোধা, গোধিকা — গোসাপ।

গোধূম — গম।

গোধূলি — সন্ধ্যার ঠিক পূর্ববর্তী সময়। (গোরু ধূলি উড়াইয়া ঘরে ফিরে এই অর্থে।)

গোনা — গণনা করা। হাত দেখা বা কোষ্ঠি বিচার করা। গণনা করা হইয়াছে এমন।

গোনাগাথা — সুনির্দিষ্টভাবে গোনা হইয়াছে এমন। সুনির্দিষ্ট [illegible] পরিমাণ। [ঃ গোনাগাথা [illegible]।]

গোপ — গোয়ালা।

গোপন — লুকাইয়া রাখা, অপরকে না জানানো। লুকাইবার বা কাহাকেও না জানাইবার যোগ্য, গুপ্ত। [ঃ 'গোপন' কথা।] **গোপনে** — অপরের অজ্ঞাতে, নির্জন স্থানে। [ঃ 'গোপনে' ডাকিয়া বলা।]

গোপনীয় — গোপনের যোগ্য অপ্রকাশ্য। বি — **গোপনীয়তা**।

গোপা — বুদ্ধদেবের স্ত্রীর নাম।

গোপাঙ্গনা — গোপিনী, গোয়ালিনী।

গোপাল — শ্রীকৃষ্ণ। গোয়ালা। আদরের ছেলে। [ঃ 'গোপাল' আমার।]

গোপালক — গোয়ালা, রাখাল।

গোপালন — গোরু পোষা, গো-রক্ষা।

গোপালভোগ — একরকম মিহি ধান। একরকম আম।

গোপিকা, গোপিনী, গোপী — গোয়ালিনী, স্ত্রী গোপ।

গোপীচন্দন — বৈষ্ণবের তিলক মাটি।

গোপীযন্ত্র — বাউলের একতারা বাদ্যযন্ত্র।

গোপেন্দ্র, গোপেশ — শ্রীকৃষ্ণ।

গোপ্তব্য — গোপন করার যোগ্য।

গোফ — মোচ, ঠোঁটের উপরের চুল।

গোফা — (প্রাচীন বাংলায়) গহ্বর, গুহা।

গোবৎস — বাছুর।

গোবদা — (গোদা দেখ।)

গোবদ্য — ('গোবৈদ্য' দেখ।)

গোবধ — গোহত্যা।

গোবর — গোরুর মল, গোময়। **ষাঁড়ের গোবর** — বাজে পদার্থ। অকর্মণ্য।

গোবরগণেশ — [illegible] নিরীহ লোক।

গোবরগাদা — গোময়ের স্তূপ।

গোবরগাদায় পদ্মফুল — গরীবের ঘরে বা [illegible] জাত সুন্দর বালক বা [illegible]।

গোবরছড়া — শুচি করিবার উদ্দেশ্যে গোবর গুলানো জল ছিটানো।

গোবরভরা — বুদ্ধিশূন্য। [ঃ 'গোবরভরা' মাথা।]

গোবরা — গবা নির্বোধ।

গোবরাট, গোবরাঠ — চৌকাঠের নিচের কাঠ।

গোবরানো — নোংরা করা। হিজিবিজি লেখা।

গোবর্ধন, গোবর্দ্ধন — বৃন্দাবনের একটি পর্বত। শ্রীকৃষ্ণ।

গোবর্ধনধারণ, গোবর্দ্ধনধারণ — পুরাণে বর্ণিত গোবর্ধন নামে পাহাড়কে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উত্তোলন।

গোবর্ধনধারী, গোবর্দ্ধনধারী — যিনি

গোবর্ধনধারণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ।
গোবাঘা — একরকমের গোরুখেকো বাঘ, চিতা বাঘ। (মতান্তরে) একরকমের ছোট বাঘ, 'হায়েনা'।
গোবিন্দ — শ্রীকৃষ্ণ।
গোবী — পশ্চিম এশিয়ার বিখ্যাত মরু-ভূমির নাম।
গোবেচারা, গোবেচারী — নিরীহ ভালো মানুষ।
গোবৈদ্য — গোরুর চিকিৎসক। হাতুড়ে ডাক্তার।
গোব্দা — বিশ্রী রকমের মোটা, বোকা-বোকা লাগে এমন মোটা।
গোভাগাড় — মরা গোরু ফেলিবার জায়গা।
গোমড়া — অভিমানে বা বিরক্তিতে গম্ভীর (মুখ)।
গোমড়ামুখো — যে মুখ ভার করিয়া থাকে। স্ত্রী. — **গোমড়ামুখী**।
গোমতী — উত্তর প্রদেশের একটি নদী।
গোময় — গোবর, গোরুর মল।
গোমরা — ('গোমড়া' দেখ।)
গোমস্তা — জমিদারের খাজনা আদায়কারী।
গোমাংস — গোরুর মাংস।
গোমায়ু — শৃগাল।
গোমুখী — হিমালয়ের বিখ্যাত গহ্বর যাহার মধ্য দিয়া গংগা বাহির হইয়াছে
গোমূত্র — গোরুর প্রস্রাব, চোনা।
গোমূর্খ — নিরেট বোকা, গণ্ডমূর্খ।
গোমেদ — একরকম দামী পাথর যাহা আংটিতে ব্যবহার করা হয়।
গোমেধ — একরকম প্রাচীন যজ্ঞ যাহাতে গোরু বলি দেওয়া হইত।
গোযান — গোরুর গাড়ি।
গোঁয়ার — বুদ্ধিহীন ও জিদী, একরোখা
গোঁয়ারগোবিন্দ — গোঁয়ার লোক।
গোঁয়ারতমি — গোঁয়ারের মতো কাজ বা ব্যবহার।
গোয়ারী — (প্রাচীন কবিতায়) গোপিনী।
গোয়াল — যেখানে গোরু থাকে, গোশালা।
গোয়ালা — জাতিগতভাবে গোরু পোষে বা দুধ বিক্রি করে এমন লোক।
গোয়ালিনী — গোয়ালার বউ বা মেয়ে।
গোয়েন্দা — গুপ্তচর।
গোয়েন্দাগিরি — গুপ্তচরের কাজ।
গোর — কবর, সমাধি। **গোরে যাওয়া** — মরা।
গোরক্ত — গোরুর রক্ত।
গোরক্ষা — গোহত্যার বিরোধিতা। গোপালন।
গোরক্ষপুর — উত্তর প্রদেশের একটি অংশ।
গোরস — গোরুর দুধ।
গোরস্থান — যেখানে কবর দেওয়া হয়।
গোরা — গৌরবর্ণ, খুব ফর্সা। শ্বেতকায়, ইউরোপীয়। ইংরেজ।
গোরাচাঁদ — গৌরাঙ্গদেব, শ্রীচৈতন্য।
গোরী — (প্রাচীন কবিতায়) গৌরবর্ণা।
গারু — ('গরু' দেখ।)
গোরোচনা — একরকম হলদে রঙের জিনিস (গোরুর মাথা বা পিত্ত হইতে জন্মে এই-রূপ মনে করা হয়)।
গোল — বৃত্তাকার। বাটুলাকৃতি।
গোল — চেঁচামেচি, উচ্চরব। জটিল অবস্থা, ফ্যাসাদ। ভ্রম, ভুল, বিভ্রান্তি।
গোলক — গোলাকার জিনিস, বল বা ভাঁটার মতো জিনিস।
গোলকধাঁধাঁ — জটিল পথ যাহাতে সহজে দিশাহারা হইতে হয়। জটিল সমস্যা। একরকম খেলা।
গোলগাল — প্রায় গোলাকার, মাংসল, সুপুষ্ট। [ঃ 'গোলগাল' চেহারা।]
গোলদার — গোলার মালিক, আড়তদার।
গোলদারি — আড়তদারি।

গোলন্দাজ — কামানব্যবহারকারী, গোলা-নিক্ষেপকারী।

গোলপাতা — একরকম পাতা যাহা দিয়া ঘরের চাল ছাওয়া হয়।

গোলমরিচ — একরকম কালো ছোট গোলাকার ঝাল মসলা।

গোলমাল — চেঁচামেচি, কোলাহল। ভুল। বিশৃঙ্খলা।

গোলমেলে — জটিল। শৃঙ্খলাহীন। গোলমাল পছন্দ করে এমন। [ঃ 'গোলমেলে' লোক।]

গোলযোগ — বিশৃঙ্খল অবস্থা। গোলমাল। ফ্যাসাদ।

গোলা — বলের মতো গোলাকার বড় জিনিস। [ঃ কামানের 'গোলা'।]

গোলা — শস্যাদি রাখিবার স্থান। আড়ত, গুদাম।

গোলা — ('গুলা' দেখ।) তরল জিনিসের সহিত মিশ্রিত।

গোলাজাত — গোলায় সঞ্চিত, গোলায় রাখা হইয়াছে এমন।

গোলাপ — একরকম সুন্দর ফুল।

গোলাপজল — গোলাপের সুগন্ধ নির্যাস-মিশ্রিত জল।

গোলাপদান, গোলাপদানি — গোলাপ ফুল রাখিবার একরকম পাত্র।

গোলাপপাশ — গোলাপজল ছিটাইবার একরকম পিচকারি।

গোলাপী — গোলাপ ফুলের রঙের। ফিকে লাল। গোলাপের মতো গন্ধবিশিষ্ট।

গোলাব — ('গোলাপ' দেখ।)

গোলাবাড়ি — যে বাড়িতে শস্যের গোলা বা গুদাম থাকে, খামারবাড়ি।

গোলাম — ক্রীতদাস। চাকর। দশের উপরের ও বিবির নীচের গোলাম-চিহ্নিত তাস।

গোলামখানা — চাকরদের থাকিবার জায়গা।

গোলামি — দাসত্ব।

গোলার্ধ, গোলার্দ্ধ — পৃথিবীর বা অন্য কোন গোলাকার পদার্থের আধখানা। **পূর্ব গোলার্ধ** — এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা লইয়া গঠিত পৃথিবীর অর্ধাংশ। **পশ্চিম গোলার্ধ** — দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা লইয়া গঠিত পৃথিবীর অর্ধাংশ।

গোলালো — প্রায় গোল। গোলগাল।

গোলোক — পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর বাসস্থান, বৈকুণ্ঠ।

গোলোকধাম — বৈকুণ্ঠ। একরকম খেলা।

গোল্লা — গোলাকার মিষ্টান্ন। [ঃ রস-'গোল্লা'; ঃ কাঁচা-'গোল্লা'।] উৎসন্ন, অধঃপাত। [ঃ 'গোল্লায়' যাওয়া।] শূন্য চিহ্ন। [ঃ পরীক্ষায় 'গোল্লা' পাওয়া।]

গোশালা — গোয়াল।

গোষ্ঠ — গরু চরাইবার জায়গা, গোঠ। সভা, সমিতি। [ঃ 'গোষ্ঠাগার'।]

গোষ্ঠগৃহ — সভাগৃহ।

গোষ্ঠলীলা — পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ।

গোষ্ঠাগার — ('গোষ্ঠগৃহ' দেখ।)

গোষ্ঠী — পরিবার, স্বজনবর্গ। বংশ, কুল। দল। সমূহ।

গোষ্ঠীপতি — বংশের প্রধান ব্যক্তি, কুলপতি। দলপতি।

গোষ্পদ — গোরুর খুরের চাপে যে গর্ত হয় সেই পরিমাণ স্থান।

গোসল — স্নান।

গোসলখানা — স্নানের জায়গা, 'বাথরুম'।

গোসা — রাগ, অভিমান।

গোসাঘর — ('ক্রোধাগার' দেখ।)

গোসাঁই, গোসাঞী — ('গোস্বামী' দেখ।)

গোসাপ — ছোট কুমিরের মতো একরকম জীব, গোধা।

গোস্ত — মাংস।
গোস্তাকি — ধৃষ্টতা, বেয়াদবি, ঔদ্ধত্য।
গোস্বামী — বৈষ্ণবদের গুরু, গোঁসাই, গুরুদেব, প্রভু। ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।
গোহত্যা — গোরু মারা, গোবধ।
গোহাল — গোয়াল।
গৌড় — বাংলা দেশের প্রাচীন নাম। বাংলার প্রাচীন রাজধানী। উত্তরবঙ্গ।
গৌড়জন — বাঙ্গালী।
গৌড়ী — রাগিণী বিশেষ।
গৌড়ীয় — বঙ্গীয়। গৌড় সংক্রান্ত।
গৌণ — যাহা মুখ্য বা প্রধান নহে, অপ্রধান। বিলম্ব, দেরি।
গৌতম — বুদ্ধদেব। গোতমের পুত্র। স্ত্রী. —**গৌতমী**।
গৌর — গোরা, ফরসা। চৈতন্যদেব।
গৌরচন্দ্র — শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীচৈতন্য।
গৌরচন্দ্রিকা — কীর্তনের আগে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা। ভণিতা, ভূমিকা।
গৌরব — গরিমা, মহিমা। সুখ্যাতি।
গৌরবান্বিত — গৌরবযুক্ত।
গৌরাঙ্গ — যাহার গায়ের রং ফরসা। শ্রীচৈতন্য।
গৌরাঙ্গী — যে মেয়ের গায়ের রং ফরসা।
গৌরী — গৌরবর্ণা নারী। উমা, পার্বতী।
গৌরীশঙ্কর — শিব ও দুর্গা, উমাশঙ্কর। হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ।
গ্যাঁজ — ('গেঁজ' দেখ।)
গ্যাঁট — উঠিতে অনিচ্ছুক, অনড়। [ঃ 'গ্যাঁট' হইয়া বসা।]
গ্যাস — বায়বীয় পদার্থ, বাষ্প। দুর্গন্ধ বাষ্প। কয়লা ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন জ্বালিবার উপযোগী একরকম জিনিস। গ্যাসের দ্বারা জ্বলে এমন আলো।
গ্যাসীয় — গ্যাস সংক্রান্ত। গ্যাস হইতে উৎপন্ন।

গ্রথিত — গাঁথা হইয়াছে এমন। গাঁথিবার ফলে যুক্ত।
গ্রন্থ — বই, পুস্তক। শাস্ত্র।
গ্রন্থকর্তা, **গ্রন্থকর্ত্তা**, **গ্রন্থকার** — বই-লেখক।
গ্রন্থকীট — বইয়ের পোকা। যে কেবলই বই পড়ে।
গ্রন্থন — গাঁথা। সেলাই করিয়া বাঁধা।
গ্রন্থনাগার — বই ইত্যাদি সেলাই করিবার ও বাঁধিবার কারখানা।
গ্রন্থাগার — যে ঘরে বিভিন্ন রকমের বহু বই থাকে, লাইব্রেরি।
গ্রন্থাগারিক — গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ, লাই-ব্রেরিয়ান।
গ্রন্থাবলী — পুস্তক সমূহ। কোনও লেখকের একত্রে প্রকাশিত রচনা।
গ্রন্থি — গাঁট, গেরো। সংযোগস্থল। দেহের ভিতরের বিবিধ রসনিঃসারক কোষ, গ্ল্যাণ্ড।
গ্রন্থিচ্ছেদ — গাঁট কাটিয়া চুরি।
গ্রন্থিচ্ছেদক — গাঁটকাটা চোর।
গ্রন্থিচ্ছেদন — ('গ্রন্থিচ্ছেদ' দেখ।
গ্রন্থিল — গ্রন্থিবহুল, বহুগাঁটযুক্ত।
গ্রন্থিবন্ধন — গাঁটছড়া।
গ্রস্ত — গ্রাস করা হইয়াছে এমন। আক্রান্ত। [ঃ 'রোগগ্রস্ত'।]
গ্রস্তোদয় — গ্রহণের সময়ে গ্রাস শুরু হইবার পরে চাঁদ বা সূর্যের উদয়।
গ্রহ — পৃথিবী মঙ্গল বুধ ইত্যাদি যাহারা সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরে। (ভারতীয় জ্যোতিষ অনুসারে) সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু। দুর্দৈব, কুগ্রহ। **গ্রহের ফের** —(হিন্দু জ্যোতিষ ও কুসংস্কার অনুসারে) গ্রহের প্রভাবে ঘটিত অনিষ্ট।

গ্রহ — গ্রহণ। [ঃ 'মূর্তিগ্রহ'।]
গ্রহকণিকা — খণ্ড গ্রহ।
গ্রহকোপ — (হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে) গ্রহের রোষের ফলে ঘটিত অমঙ্গল।
গ্রহণ — লওয়া। স্বীকার। অবলম্বন, ধারণ। বরণ।
গ্রহণ — চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়াপাত। চন্দ্রের অন্তরালে সূর্যের অবস্থান।
গ্রহণি, গ্রহণী — একরকম উদরাময় রোগ। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথমাংশ।
গ্রহণীয় — গ্রহণের যোগ্য।
গ্রহপতি — সূর্য।
গ্রহদোষ, গ্রহবিপাক — ('গ্রহকোপ' দেখ।)
গ্রহবিপ্র — জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গণৎকার।
গ্রহবৈগুণ্য — ('গ্রহকোপ' দেখ।)
গ্রহমণ্ডল — সৌর জগৎ।
গ্রহযোগ — গ্রহ-শান্তির উদ্দেশ্যে হোমাদি অনুষ্ঠান।
গ্রহাচার্য, গ্রহাচার্য্য — দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গণৎকার।
গ্রহীতা — যে লয়, গ্রহণকারী।
গ্রাবু — একরকম তাস খেলা।
গ্রাম — গাঁ, পাড়াগাঁ। সমূহ, গুলি। [ঃ 'গুণগ্রাম'।]
গ্রামণী — গ্রামের মোড়ল।
গ্রামবাসী — গ্রামের বাসিন্দা, গ্রামের লোক।
গ্রামভাটি — গ্রামের উৎসবাদিতে খরচের জন্য বিবাহাদির সময়ে সংগৃহীত অর্থ।
গ্রামস্থ — গ্রামে আছে এমন, গ্রামে অবস্থিত।
গ্রামান্তর — অন্য গ্রাম।
গ্রামার — ব্যাকরণ।
গ্রামিক — গ্রামরক্ষক গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। গ্রাম্য, গ্রাম সংক্রান্ত।
গ্রামীণ — গ্রামস্থ। গ্রামে উৎপন্ন। গ্রাম সংক্রান্ত।
গ্রামোফোন — কলের গান।
গ্রাম্য — গ্রাম সংক্রান্ত। গ্রামে উৎপন্ন। গেঁয়ো। অভদ্র। সুরুচিসম্মত নয় এমন। বি. — **গ্রাম্যতা**।
গ্রাস — খাইবার সময় একবারে যতোখানি মুখে দেওয়া হয়। ভক্ষণ, গলাধঃকরণ। গ্রহণের সময়ে চন্দ্র ও সূর্যের অদৃশ্য হওয়া বা অদৃশ্য অংশ। কবল, অনিষ্টকর প্রভাব।
গ্রাসনালী — মুখ হইতে পাকস্থলীতে খাদ্য যাইবার পথ, অন্ননালী।
গ্রাসাচ্ছাদন — খাওয়া-পরা, অন্নবস্ত্র।
গ্রাহক — যে লয়, গ্রহণকারী। যে নিয়মিত লয়। [ঃ পত্রিকার 'গ্রাহক'।] খরিদদার।
গ্রাহী — গ্রহণকারী। আকর্ষণকারী, মুগ্ধকর। [ঃ 'হৃদয়গ্রাহী'।]
গ্রাহ্য — মান্য, 'কেয়ার'। গ্রহণের যোগ্য।
গ্রীক — গ্রীস দেশের অধিবাসী ও ভাষা। গ্রীস দেশীয়। দুর্বোধ্য। [ঃ 'গ্রীক' লাগা।]
গ্রীবা — ঘাড়, গলা।
গ্রীষ্ম — উত্তাপ, গরম। গরম কাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস।
গ্রীষ্মমণ্ডল — কর্কট ও মকর ক্রান্তির মধ্যবর্তী স্থান, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, 'ট্রপিক্যাল'।
গ্রীষ্মাঞ্চল — ('গ্রীষ্মমণ্ডল' দেখ।)
গ্রীষ্মাবকাশ — গরমের ছুটি।
গ্রীসীয় — গ্রীসদেশ সংক্রান্ত।
গ্রেন — পরিমাণ বিশেষ, এক ভরির ১৮০ ভাগের এক ভাগ।
গ্রেপ্তার, গ্রেফতার — পুলিশ কর্তৃক ধৃত, বন্দী।
গ্রেপ্তারী, গ্রেফতারী — গ্রেফতার সংক্রান্ত। [ঃ 'গ্রেফতারী' পরোয়ানা।]

গ্রৈষ্মিক — গ্রীষ্ম সংক্রান্ত।
গ্লানি — কলঙ্ক, মালিন্য, ক্লেদ।
গ্লাস — ('গেলাস' দেখ।)
গ্লিসারিন — তেলের মতো একরকম জিনিস।

ঘ

ঘট — কলস। পাত্র, আধার [ঃ সর্বঘটে'।] (ব্যঙ্গার্থে) মাথা। [ঃ 'ঘটে' বুদ্ধি নাই।]
ঘটক — যে বিবাহের জন্য যোগাযোগ ঘটায়।
ঘটকবিদায় — ঘটকালির জন্য দেয় অর্থ।
ঘটকর্পর — একজন প্রাচীন কবির নাম। কলসীর টুকরা।
ঘটকালি — ঘটকের কাজ। ঘটকের কাজের জন্য পারিশ্রমিক।
ঘটকী — স্ত্রী ঘটক। দূতী, কুটনী।
ঘটঘট — অনুকার শব্দ।
ঘটন — সংঘটিত হওয়া, হওয়া।
ঘটনা — যাহা ঘটে, ব্যাপার। আকস্মিক ব্যাপার।
ঘটনাক্রমে — দৈবাৎ, হঠাৎ।
ঘটনাচক্রে — বিভিন্ন ঘটনার ফলে।
ঘটনাবলী — ঘটনাসমূহ, ব্যাপারগুলি।
ঘটনীয় — ঘটিবে বা ঘটার যোগ্য এমন। বি. — **ঘটনীয়তা।**
ঘটমান — ঘটিতেছে এমন।
ঘটা — আড়ম্বর, জাঁকজমক।
ঘটা — সংঘটিত হওয়া, ব্যাপার হওয়া, হওয়া। পরিণাম বা ফল হওয়া।
ঘটাঘট, ঘটাংঘটাং — অনুকার শব্দ।
ঘটানো — সংঘটিত করা, কিছু ঘটিবার উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করা।
ঘটি — কলসীর আকারের ছোট পিতল-কাঁসার বাসন, লোটা।
ঘটিকা — ঘড়ি। ঘড়িতে চিহ্নিত সময়। [ঃ পাঁচ 'ঘটিকা'।]
ঘটিত — ঘটিয়াছে এমন। হইতে উৎপন্ন বা দ্বারা প্রস্তুত। [ঃ 'স্বর্ণঘটিত' মকর-ধ্বজ।] সংক্রান্ত। [ঃ 'নারীঘটিত'।]
ঘটী — ('ঘটি' দেখ।)
ঘটোৎকচ — মহাভারতে বর্ণিত হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে জাত ভীমের পুত্র।
ঘড়ঘড় — কফ জমিবার ফলে গলার আওয়াজ।
ঘড়া — কলসী।
ঘড়ি — সময় নির্ণয়ের যন্ত্র, ঘটিকা। কাঁসার তৈয়ারী বাদ্যযন্ত্র যাহা ঢং ঢং করিয়া বাজে। [ঃ কাছারির 'ঘড়ি'।] **হাত ঘড়ি** — কব্জিতে বাঁধিবার উপযোগী ছোট ঘড়ি, 'রিস্ট ওয়াচ'।
ঘড়ি ঘড়ি — ঘণ্টায় ঘণ্টায়, ঘনঘন।
ঘড়িয়াল, ঘড়েল — লম্বামুখওয়ালা এক-রকম কুমির।
ঘড়েল — ধূর্ত, পাজি, ধড়িবাজ।
ঘণ্ট — অনেকরকম আনাজ একত্রে ঘাঁটিয়া তৈয়ারী একরকম ব্যঞ্জন। নানারকম জিনিসের একত্র মিশ্রণ।
ঘণ্টা — নাড়িয়া বাজাইতে হয় এমন এক-রকম বাদ্যযন্ত্র। সময়ের পরিমাণ, ৬০ মিনিট। কিছুই না। [ঃ করবে 'ঘণ্টা'।]
ঘণ্টাকর্ণ — ঘেঁটুঠাকুর। শিবের অনুচর।
ঘণ্টাধ্বনি — ঘণ্টার শব্দ।
ঘণ্টী, ঘণ্টিকা — ছোট ঘণ্টা, ঘুন্টি।
ঘণ্টেশ্বর — শিবের এক নাম। ঘণ্টাকর্ণ, ঘেঁটুঠাকুর। মঙ্গলের পুত্র।
ঘন — গাঢ়, নিবিড়, ঠাসা। [ঃ 'ঘন' দুধ; ঃ 'ঘন' বন।]
ঘন — গণিতে তিন সমান সংখ্যার গুণফল।
ঘন — মেঘ।
ঘনকৃষ্ণ — মেঘের মতো কালো। গাঢ় কালো।
ঘনক্ষেত্র — যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের

পরিমাণ সমান।
ঘনঘটা — মেঘের জাঁকজমক, মেঘাড়ম্বর।
ঘনঘন — অল্প সময়ের মধ্যে অনেকবার। অল্প জায়গার মধ্যে অনেকগুলি।
ঘনঘোর — ভয়ানকভাবে মেঘাচ্ছন্ন। [ঃ 'ঘনঘোর' আকাশ; ঃ 'ঘনঘোর' অন্ধকার।]
ঘনতা, ঘনত্ব — গাঢ়তা, নিবিড়তা। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের ভাব বা পরিমাণ।
ঘনফল — দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের গুণফল।
ঘনমূল — যে রাশিকে সেই রাশির দ্বারা দুইবার গুণ করিলে অন্য নির্দিষ্ট রাশি পাওয়া যায়। [ঃ ৯-এর 'ঘনমূল' ৩।]
ঘনশ্যাম — মেঘের মতো কালো।
ঘনসন্নিবিষ্ট — ঘন ঘন রহিয়াছে এমন।
ঘনানো — নিকটবর্তী হওয়া। [ঃ বিপদ 'ঘনানো'।]
ঘনান্ধকার — মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।
ঘনাবৃত — মেঘাবৃত।
ঘনায়মান — যাহা ঘন হইতেছে। [ঃ 'ঘনায়মান' অন্ধকার।] যাহা ঘনাইয়া আসিতেছে। [ঃ বিপদ 'ঘনায়মান'।]
ঘনিষ্ঠ — অতিশয় নিবিড়, অন্তরঙ্গ। [ঃ 'ঘনিষ্ঠ' বন্ধুত্ব।]
ঘনিষ্ঠতা — অন্তরঙ্গ ভাব, নিবিড় আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব।
ঘনীভূত — যাহা ঘন হইয়াছে।
ঘর — কক্ষ, প্রকোষ্ঠ, কুঠরি। গৃহ, বাড়ি। বাসস্থান। পরিবার। [ঃ কয়েক 'ঘর' হিন্দু।] বংশ। [ঃ ভালো 'ঘরের' ছেলে।] নির্দিষ্ট স্থান বা ছিদ্র। [ঃ বোতামের 'ঘর'; ঃ শতকের 'ঘর'।] **ঘর করা** — বিবাহের পর সংসার করা। **ঘর তোলা** — নূতন বাড়ি নির্মাণ করা। **ঘর বাঁধা** — ছোট্ট সংসার গড়িয়া তোলা। নীড় বাঁধা। **ঘর ভাঙানো** — পরিবারের শান্তি নষ্ট করা।
ঘরকন্না, ঘরকন্না — গৃহস্থালি, সংসারের কাজ।
ঘরজামাই — শ্বশুরবাড়িতে থাকে এমন জামাই।
ঘরপোড়া — যে ঘর পুড়াইয়াছে। [ঃ 'ঘরপোড়া' হনুমান।] যাহার ঘর পুড়িয়াছে। [ঃ 'ঘরপোড়া' গোরু।]
ঘরপোষা — গৃহপালিত।
ঘরভাঙানে — যে গৃহের শান্তি নষ্ট করে, যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটায়। স্ত্রী. — **ঘরভাঙানী**।
ঘরমুখো — ঘরের দিকে চলিয়াছে এমন।
ঘরসন্ধান — ঘরের গোপনীয় তথ্য সম্পর্কে খোঁজ।
ঘরসন্ধানী — ঘরের ছিদ্র বা দোষত্রুটি সম্পর্কে খোঁজখবর করে যে।
ঘরনী — গৃহিণী, পত্নী।
ঘরাও — ঘরোয়া।
ঘরানা — পারিবারিক, বংশগত। উচ্চবংশীয়। কোন বিখ্যাত ওস্তাদের বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ বা অনুসরণকারী।
ঘরামি, ঘরামী — যে ঘর তৈয়ার করে।
ঘরোয়া — পারিবারিক, সাংসারিক। নিজেদের মধ্যে।
ঘর্ঘর — চলন্ত চাকার শব্দ।
ঘর্ঘরিত — ঘর্ঘর শব্দে মুখরিত।
ঘর্ম, ঘর্ম্ম — ঘাম।
ঘর্মাক্ত, ঘর্ম্মাক্ত — ঘামে ভেজা।
ঘর্ষণ — ঘষা। বিণ. — **ঘর্ষিত**।
ঘষটানো, ঘষড়ানো — রগড়ানো। মাটিতে লুটাইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া। কোনওক্রমে বহু চেষ্টায় কিছু করা। [ঃ 'ঘষটে ঘষটে' পাস করা।]
ঘষটানি, ঘষড়ানি — ঘর্ষণ।
ঘষা, ঘসা — ঘর্ষণ করা। রগড়ানো।

ঘা — আঘাত, চোট। ক্ষত। অপ্রত্যাশিত মানসিক বেদনা। আর্থিক ক্ষতি।

ঘাই — মাছের লেজ নাড়াবার ফলে জলে আলোড়ন। [ঃ 'ঘাই' দেওয়া।]

ঘাগরা — মেয়েদের কোমর হইতে পা পর্যন্ত কুঁচকানো একরকম পোশাক।

ঘাগী — (নিন্দায়) যে বার বার ঘা খাইয়া অভিজ্ঞ হইয়াছে। [ঃ 'ঘাগী' চোর।]

ঘাট — পুকুর নদী ইত্যাদিতে নামিবার বা স্নান করিবার স্থান। নদী খাল ইত্যাদির পারাপারের জায়গা।

ঘাট — গিরিসংকট।

ঘাট — অপরাধ, ত্রুটি।

ঘাট — বাদ্যযন্ত্রাদির সুর উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন স্থান।

ঘাটতি — কম পড়া, অভাব।

ঘাটা — ঘাট। [ঃ পার-'ঘাটা'।]

ঘাঁটা — নাড়াচাড়া করা। নাড়াচাড়া করিয়া একত্র মিশ্রিত করা।

ঘাঁটাঘাঁটি — বার বার নাড়াচাড়া।

ঘাঁটানো — কাহাকেও বিরক্ত বা উত্তেজিত করা।

ঘাঁটি, ঘাঁটি — আড্ডা, সমবেত হইবার নির্দিষ্ট স্থান। থানা, চৌকি।

ঘাটিয়াল, ঘাটোয়াল — ঘাটের রক্ষক।

ঘাড় — কাঁধ। গ্রীবা। [ঃ 'ঘাড়' নাড়া।]

ঘাড়ধাক্কা — তাড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘাড়ে হাত দিয়া প্রদত্ত ধাক্কা, গলাধাক্কা।

ঘাড়ে গর্দানে এক — এমন মোটা যাহার ঘাড় ও মাথা পৃথক বলিয়া মনে হয় না। খুব মোটা।

ঘাত — আঘাত, চোট। হত্যা।

ঘাত — কোনও রাশিকে সেই রাশি দিয়া বার বার গুণ করিলে যে রাশি উৎপন্ন হয় তাহা।

ঘাত — সুযোগ, বাগ। [ঃ 'ঘাতে' পাওয়া।]

ঘাতক — যে বধ করে, হত্যাকারী। বিনাশক, বিনাশী।

ঘাতন — হত্যা। বিনাশ।

ঘাতসহ — যাহা আঘাত সহিতে পারে, যাহা আঘাত পাইলে নষ্ট হয় না।

-ঘাতিনী — হত্যাকারিণী। বিনাশকারিণী।

-ঘাতী — হত্যাকারী। বিনাশকারী।

ঘানি — সরিষা নারিকেল ইত্যাদি মাড়িয়া তেল বাহির করিবার কল।

ঘানিগাছ — ঘানির লম্বা কাঠ যাহা টানিয়া ঘুরানো হয়।

ঘানিঘর — যে ঘরে ঘানি থাকে।

ঘানিটানা — সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করা। কঠিন শ্রম বা শাস্তিভোগ করা। [ঃ সংসারের 'ঘানি টানা'।]

ঘাপটি — সন্তর্পণে গোপনে থাকা, কাহারও অপেক্ষায় লুকাইয়া থাকা। [ঃ 'ঘাপটি' মারা।]

ঘাবড়ানো — বিহ্বল বা বিভ্রান্ত হওয়া, ভেবাচেকা খাওয়া।

ঘাম — ঘর্ম।

ঘামা — ঘর্মাক্ত হওয়া। বায়ু হইতে জলকণা আকর্ষণ করিয়া ভিজিয়া ওঠা।

ঘামানো — ঘর্মাক্ত করা। খাটানো। **মাথা ঘামানো** — চিন্তা করা।

ঘামাচি — গরমের ফলে খুব ছোট একরকম ব্রণ।

ঘায়েল, ঘাল — জখম, কবলিত। [ঃ 'ঘায়েল' হওয়া।]

ঘাস — দূর্বা ইত্যাদি তৃণ।

ঘাসকাটা — বাজে কাজ করা বা বেকার থাকা।

ঘি — মাখন গরম করিলে তেলের মতো যে পদার্থ বাহির হয়, ঘৃত।

ঘিঞ্জি — সংকীর্ণ। ঘন, নিবিড়।

ঘিনঘিন — ঘৃণায় অস্বস্তিবোধ। [ঃ গা

'ঘিনাঘিন' করা।]

ঘিরা — ঘেরা, বেষ্টন করা।

ঘিলু — মাথার ঘি, মগজ।

ঘুগনি, ঘুগনিদানা — মসলাদি দিয়া সিদ্ধ মটর ইত্যাদি।

ঘুঘু — পায়রা জাতীয় একরকম পাখি। ধূর্ত লোক। **ভিটায় ঘুঘু চরা** — সর্বস্বান্ত হওয়া।

ঘুঙুর, ঘুংগুর — ঝুমঝুম শব্দে বাজে এমন মটরদানার মতো পায়ের গহনা, নূপুর।

ঘুচা — শেষ হওয়া, সমাপ্ত হওয়া। বিনষ্ট হওয়া, দূর হওয়া।

ঘুচানো — দূর করা, বিনষ্ট করা, শেষ করা।

ঘুঁজি — সংকীর্ণ স্থান। সংকীর্ণ পথ।

ঘুটঘুটে — ঘোর, মিশমিশে। [ঃ 'ঘুটঘুটে' অন্ধকার।]

ঘুঁটি — দাবা পাশা ইত্যাদি খেলার গুটি।

ঘুটিং — কাঁকর বিশেষ যাহা পুড়াইলে চুন হয়।

ঘুঁটে — গোবরের শুকনো চাকতি।

ঘুড়ি — উড়াইবার উপযোগী কাগজের খেলনা।

ঘুণ — কাঠের একরকম পোকা।

ঘুণাক্ষর — বিন্দুমাত্র, সামান্য পরিমাণ। [ঃ 'ঘুণাক্ষরে'ও জানি না।]

ঘুণি — মাছ ধরিবার একরকম খাঁচা।

ঘুন্টি — ছোট ঘণ্টা, ঘন্টি।

ঘুনসি — কোমরে বাঁধিবার সুতা।

ঘুপটি — ('ঘাপটি' দেখ।)

ঘুপসি — অন্ধকারময় সংকীর্ণ স্থান।

ঘুম — নিদ্রা। **ঘুম পাড়ানো** — দোলাইয়া গান গাহিয়া বা অন্য কোনও উপায়ে ঘুমে প্রবৃত্ত করানো, ঘুম আনা।

ঘুমকাতুরে — যে খুব ঘুমায়। [ঃ 'ঘুমকাতুরে' ছেলে।]

ঘুমঘোর — ঘুমের আবেশ, নিদ্রামগ্ন অবস্থা।

ঘুম চটা — ব্যাঘাতের ফলে ঘুম ভাঙা ও পরে ঘুম না ধরা।

ঘুম ধরা — ঘুমের উদ্রেক হওয়া।

ঘুমন্ত — নিদ্রিত, ঘুমাইতেছে এমন।

ঘুম পাওয়া — ('ঘুম ধরা' দেখ।)

ঘুমপাড়ানিয়া, ঘুমপাড়ানী — যে বা যাহা ঘুম আনে। [ঃ 'ঘুমপাড়ানী' মাসী-পিসী; ঃ 'ঘুমপাড়ানী' গান।]

ঘুমভাঙা — জাগরিত হওয়া, ঘুম দূর হওয়া।

ঘুমভাঙানিয়া — ঘুম ভাঙায় এমন। [ঃ 'ঘুমভাঙানিয়া' গান।]

ঘুমভাঙানো — অপরের ঘুম দূর করা, জাগরিত করা।

ঘুমল — (প্রাচীন কবিতায়) নিদ্রিত।

ঘুমহারা — ঘুম নাই এমন, নিদ্রাহীন, অতন্দ্র। [ঃ 'ঘুমহারা' চোখ।]

ঘুর — ঘুরিয়া যাইতে হয় এমন। [ঃ 'ঘুর' পথ।]

ঘুরঘুটি, ঘুরঘুটে — ঘুটঘুটে, মিশমিশে।

ঘুরঘুর — দ্রুত ঘন ঘন যাতায়াত, চঞ্চল-ভাবে এদিক-ওদিক ঘোরা।

ঘুরঘুরে — ঘুরঘুর করে এমন। [ঃ 'ঘুর-ঘুরে' স্বভাব।] একরকম পোকা।

ঘুরন — ঘোরা। যাহা ঘোরে। [ঃ 'ঘুরন' চরকি।]

ঘুরপথ — এদিক-ওদিক ঘুরিয়া তবে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছা যায় এমন পথ, বাঁকা পথ।

ঘুরপাক — চাকার মতো পাক খাইয়া ঘোরা। কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক দৌড়াদৌড়ি যাতায়াত।

ঘুরা — আবর্তিত হওয়া, পাক খাওয়া।

এদিকে-ওদিকে ভ্রমণ করা। একদিক হইতে অন্য দিকে ফেরা। ঘুরিতেছে এমন বোধ হওয়া। [ঃ মাথা 'ঘোরা'।]

ঘুরাঘুরি — যাতায়াত।

ঘুরানো — আবর্তিত করা, পাক দেওয়া। একদিক হইতে অন্য দিকে ফেরানো। বিভিন্ন স্থানে যাইতে বাধ্য করা।

ঘুলানো — মিশ্রিত করা নাড়িয়া ঘোলা করা। শরীরে অস্বস্তি বোধ হওয়া। [ঃ গা 'ঘুলানো'।]

ঘুষ — সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যে অবৈধ ভাবে দেওয়া অর্থ বা জিনিস, উৎকোচ। **ঘুষ খাওয়া** — ঘুষ লওয়া।

ঘুষখোর — যে ঘুষ লয়।

ঘুষঘুষে — চাপা অল্প। [ঃ 'ঘুষঘুষে জ্বর'।]

ঘুষা, ঘুষি, ঘুষো — হাত মুঠো করিয়া তদ্দ্বারা জোরে আঘাত মুষ্ট্যাঘাত, কিল

ঘুষাঘুষি, ঘুষোঘুষি — পরস্পরকে ঘুষি মারা, মুষ্টিযুদ্ধ।

ঘুৎকার — ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ।

ঘুষকি, ঘুষকী — যে স্ত্রীলোক গৃহস্থ হিসাবে থাকিয়াও বেশ্যাবৃত্তি করে প্রচ্ছন্ন গণিকা।

ঘূর্ণন — ঘোরা, আবর্তন।

ঘূর্ণমান — ঘুরিতেছে এমন।

ঘূর্ণাবর্ত, ঘূর্ণাবর্ত্ত — পাকজল আওড়। ঘূর্ণমান বায়ু।

ঘূর্ণায়মান — ('ঘূর্ণমান' দেখ।)

ঘূর্ণি — ঘূর্ণাবর্ত।

ঘূর্ণিজল — পাকজল, আওড়।

ঘূর্ণিত — ঘুরিতেছে বা ঘুরিয়াছে এমন।

ঘূর্ণিপাক — আবর্ত।

ঘূর্ণিবায়ু — প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত, সাইক্লোন।

ঘূর্ণ্যমান — ঘোরানো হইতেছে এমন।

ঘৃণা — কদর্য বিষয় বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি বিরাগ ও অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, জুগুপ্সা।

ঘৃণার্হ — ঘৃণার যোগ্য, ঘৃণ্য।

ঘৃণিত — যাহাকে ঘৃণা করা হইয়াছে। ঘৃণার যোগ্য, জঘন্য।

ঘৃণ্য — ঘৃণার যোগ্য।

ঘৃত — ঘি।

ঘৃতকুমারী — চিকিৎসার জন্য লাগে এমন একরকম গুল্ম।

ঘৃতাক্ত — ঘি মাখা, ঘিয়ে ভেজা।

ঘৃতাচী — জনৈকা অপ্সরার নাম।

ঘেউ, ঘেউঘেউ — কুকুরের ডাক।

ঘেঁচড়া — বারবার ঘর্ষণ বা আঘাতের ফলে গায়ের অসাড় হওয়া জায়গা।

ঘেঁচু — ছোট কচু। কিছু নয়। [ঃ করবে ঘেঁচু।]

ঘেঁটু — এক রকম গাছ ও তাহার ফুল। ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুর, খোস পাঁচড়া ইত্যাদি রোগের দেবতা।

ঘেটো — ঘাটের, ঘাট সম্বন্ধীয়। [ঃ 'ঘেটো' নৌকা।]

ঘেন্না — ঘৃণা। দয়া। [ঃ ঘেন্না ঘেন্না।]

ঘেয়ো — যাহার ঘা আছে। [ঃ 'ঘেয়ো' কুকুর।]

ঘের — বেড় পরিধি চারিদিকের মাপ। ঘেরা জায়গা।

ঘেরা — বেষ্টন করা, চারিদিক হইতে ঘিরিয়া দেওয়া বা আবৃত করা। আবৃত, বেষ্টিত।

ঘেরাও — ঘিরিয়া ফেলার বা বেষ্টন করার কাজ, অবরোধ।

ঘেরাটোপ - বাক্স ইত্যাদির কাপড়ের আবরণী।

ঘেরানো — বেষ্টিত করানো, অপরকে দিয়া ঘেরা। বেষ্টিত করানো হইয়াছে এমন।

ঘেঁষ — ঈষৎ ঘর্ষণ, স্পর্শ। প্রশ্রয়, আশকারা।

ঘেঁষ — পাথুরে কয়লার ছাই যাহা অনেক সময়ে সুরকির বদলে ব্যবহৃত হয়।

ঘেঁষা — খুব কাছে আসা বা যাওয়া। প্রায় সংলগ্ন হওয়া। [ঃ গা 'ঘেঁষে' বসা।]

ঘেঁষাঘেঁষি — খুব কাছাকাছি, গায়ে গা লাগাইয়া। খুব কাছাকাছি অবস্থান। [ঃ 'ঘেঁষাঘেঁষি' করা।]

ঘেসেড়া — যে ঘাস কাটে। স্ত্রী. — **ঘেসেড়ানী**।

ঘেসো — ঘাসে পূর্ণ। ঘাস হইতে উৎপন্ন। ঘাসের মতো।

ঘোগ — একরকম বাঘ। নদী বা নালার বাঁধের তলাকার ছিদ্র।

ঘোচা — ('ঘুচা' দেখ।)

ঘোচানো — ('ঘুচানো' দেখ।)

ঘোঁজ — ঘুঁজি, জমির বাঁক। কোণ।

ঘোঁট — জটলা, বিরুদ্ধ আলোচনা। [ঃ 'ঘোঁট' পাকানো।]

ঘোটক — ঘোড়া। স্ত্রী. — **ঘোটকী**।

ঘোঁটা — তরল দ্রব্যের সহিত ঘষিয়া মেশানো, মাড়া।

ঘোড়- — 'ঘোড়া'র এই অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'ঘোড়'-দৌড়।]

ঘোড়গাড়ি — ঘোড়ার গাড়ি।

ঘোড়তোলা — উঁচু গোড়ালিওয়ালা (জুতো)।

ঘোড়দৌড় — ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতা, 'রেশ'।

ঘোড়-সওয়ার , — যে ঘোড়ায় চড়ে, অশ্বারোহী।

ঘোড়া — ঘোটক। দাবা খেলার বল বিশেষ।
ঘোড়ার ডিম — কিছুই না।

ঘোড়ারোগ — অবস্থায় না কুলাইলেও ঘোড়া পুষিবার বাতিক। [ঃ গরীবের 'ঘোড়ারোগ'।]

ঘোড়াশাল — ঘোড়া থাকিবার জায়গা, আস্তাবল।

ঘোণা — ঘোড়ার নাক। নাক। মুখের সূচালো অগ্রভাগ।

ঘোঁতঘোঁত — শূকরের ডাকের মতো শব্দ।

ঘোমটা — মুখ ঢাকিবার জন্য মাথার কাপড়, অবগুণ্ঠন।

ঘোর — ভয়ংকর, দারুণ। গভীর, নিবিড়, ঘন। বেহুঁশ অবস্থা। [ঃ 'ঘুমঘোর'; ঃ নেশার 'ঘোর'।]

ঘোর-ঘোর — আবছা অন্ধকার।

ঘোরতর — ভয়ানক, অতি ভয়ানক।

ঘোরদর্শন — ভীষণমূর্তি।

ঘোরা — ('ঘুরা' দেখ।)

ঘোরাঘুরি — বার বার যাতায়াত।

ঘোরালো — জটিল। [ঃ অবস্থা 'ঘোরালো'।]

ঘোল — মাখন-তোলা তরল দই।
ঘোল খাওয়া — কাবু হওয়া।

ঘোলা — কাদামেশানো, ময়লা, স্বচ্ছ নয় এমন।

ঘোলাটে — অল্প ঘোলা।

ঘোলানো — ('ঘুলানো' দেখ।)

ঘোষ — শব্দ, ধ্বনি, রব। গোয়ালা। বাঙালী হিন্দুর একটি পদবী।

ঘোষক — ঘোষণাকারী, প্রচারক।

ঘোষণা — সর্বসাধারণকে জ্ঞাপন, প্রচার।

ঘোষানো — আবৃত্তি করানো, উচ্চকণ্ঠে মুখস্থ বলানো। [ঃ নামতা 'ঘোষানো'।]

ঘোষাল — বাঙালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

ঘোষিত — প্রচারিত, বিজ্ঞাপিত।

ঘ্যানঘ্যান — নাকী সুরে কান্না বা অনুনয়।

ঘ্যানঘ্যানানি — ক্রমাগত বা বার বার ঘ্যান-ঘ্যান করা। বিরক্তিকর অনুরোধ।

ঘ্যানঘেনে — ঘ্যানঘ্যান করে এমন।

ঘ্যানর ঘ্যানর — একটানা বিরক্তিকর উক্তি।

ঘ্রাণ — শোঁকা, গন্ধ লওয়া। গন্ধ। নাসিকা।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় — নাক, নাসিকা।

ঘ্রাত — যাহা শোঁকা হইয়াছে।

ঘ্রাতব্য — শোঁকার যোগ্য।

ঘ্রাতা — যে শোঁকে, ঘ্রাণগ্রহণকারী।

চ

চই — পায়রা হাঁস ইত্যাদিকে ডাকিবার শব্দ। একরকম লতা ও তাহার ডাঁটা বা মূল।

চওড়া — ওসার প্রস্থ। [ঃ 'চওড়ায় পাঁচ হাত'।] ওসার বা প্রস্থ আছে এমন। [ঃ পাঁচ হাত 'চওড়া'।]

চক — খড়িমাটি।

চক — চারকোনা উঠানের চারিদিকের ঘর। [ঃ 'চক মিলানো বাড়ি'।] চতুষ্কোণ ক্ষেত্র। জমিদারির অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি।

চকচক — জিভ দিয়া চাটিয়া তরল জিনিস খাইবার শব্দ। ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ। [ঃ 'চকচক' করা।]

চকচকে — উজ্জ্বল।

চকবন্দি — জমির সীমানির্দেশ। জমির ভাগ। পুলিশের বা রাজস্ব বিভাগের অধিকারভুক্ত নির্দিষ্ট স্থান।

চকবন্দী — চকমিলানো।

চকমক — উজ্জ্বলতার প্রকাশ দীপ্তি।

চকমকানি — দীপ্তি।

চকমকানো — চকমক করা।

চকমকি — আগুন জ্বালিবার পাথর। এক রকম আতসবাজি।

চকমিলানো — চারকোনা উঠানের চারিদিকে ঘর আছে এমন। [ঃ 'চক'-মিলানো বাড়ি।]

চকা — চক্রবাক। হংসজাতীয় একরকমের পক্ষী। স্ত্রী — **চকী**। [ঃ 'চকাচকী'।]

চকিত — চমকিত। অকস্মাৎ সজাগ। সন্ত্রস্ত। ক্ষণকাল মাত্র। [ঃ 'চকিতের' জন্য দেখিলাম।] স্ত্রী — **চকিতা**।

চকোর — একরকম পাখি। (প্রবাদ অনুসারে ইহারা জ্যোৎস্না পান করে।) স্ত্রী — **চকোরী**।

চক্কর — চাকা, চক্র। পাক, ঘুরপাক। [ঃ এক 'চক্কর ঘোরা'।] সাপের ফণা। [ঃ কুলোপানা 'চক্কর'।]

চক্র — চাকা। ঘুরিতেছে এমন বস্তু বা বিষয়। [ঃ কাল 'চক্র'।] পাক, ঘুরপাক। সাপের ফণা বা ফণার উপরকার গোলাকার দাগ। প্রাচীন কালের একরকম তীক্ষ্ণধার গোলাকার অস্ত্র। [ঃ সুদর্শন 'চক্র'।] ষড়যন্ত্র। রাজ্য, গ্রামের সমষ্টি চাকলা।

চক্রধর — শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু।

চক্রধারা — চাকার ধার।

চক্রধারী — শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু।

চক্রনাভি — চাকার মাঝখানের অংশ।

চক্রনেমি — চাকার বেড় চাকার পরিধি।

চক্রপাণি — শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু।

চক্রবর্তী, চক্রবর্ত্তী — সুবিশাল রাজ্যের অধিপতি। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

চক্রবাক — হাঁসের মতো একরকম পাখি, চকা। স্ত্রী — **চক্রবাকী**।

চক্রবাত — ঘূর্ণিবায়ু, ঘূর্ণিঝড়, 'সাইক্লোন'।

চক্রবাল — দূরে যেখানে আকাশ ও পৃথিবী মিশিয়াছে মনে হয়, দিগন্ত, দিগ্‌বলয়।

চক্রবৃদ্ধি — সুদের সুদ।

চক্রব্যূহ — প্রাচীন কালের একটি বিখ্যাত সৈন্যসমাবেশ যাহাতে সৈন্যদিগকে শত্রুর চারিদিকে মণ্ডলাকারে স্থাপন করা হইত, অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুকে বধ করিবার

সময়ে দ্রোণাচার্য এইরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন।

চক্রশক্তি -- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানি ইতালি ও জাপানের মিলিত শক্তি।

চক্রাকার — দেখিতে চাকার মতো।

চক্রান্ত - ষড়যন্ত্র।

চক্রান্তকারী -- ষড়যন্ত্রকারী। স্ত্রী — **চক্রান্তকারিণী**।

চক্রাবর্ত, চক্রাবর্ত্ত - চাকার মতো ঘোরা, ঘূর্ণপাক।

চক্রায়ুধ - শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু।

চক্রিকা ছোট চাকা, চাকতি।

চক্রী — চক্রধারী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী।

চক্ষু -- চোখ।

চক্ষুগোচর — দেখা যায় বা দেখা গিয়াছে এমন।

চক্ষুদান দৃষ্টিশক্তিদান। অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞানদান। সাবধান করিয়া দেওয়া। প্রতিমার চক্ষুর তারকা অঙ্কন।

চক্ষুরুন্মীলন — চোখ মেলা।

চক্ষুরোগ চোখের রোগ।

চক্ষুলজ্জা – অপরের সম্মুখে কিছু করিতে বা বলিতে লজ্জা বা সংকোচবোধ।

চক্ষুশূল — যাহাকে দেখিলে বিরক্তি ও ক্রোধের সঞ্চার হয়।

চক্ষুষ্মান — যাহার চোখ বা দৃষ্টিশক্তি আছে। দূরদর্শী, ভবিষ্যদ্রষ্টা, জ্ঞানবান।

চঙ্ক্রমণ — বার বার একই পথে ঘোরা।

চঙ্গ - (প্রাচীন কবিতায়) সৈন্য।

চচ্চড় — ('চড়চড়' দেখ।)

চচ্চড়ি - একরকম শুকনো ব্যঞ্জন।

চঞ্চরীক.— ভোমরা। স্ত্রী - **চঞ্চরীকা**।

চঞ্চল — অস্থির, চলমান। ছটফটে, চপল। ব্যাকুল, বিচলিত। বি - **চঞ্চলতা**। স্ত্রী -- **চঞ্চলা**।

চঞ্চলা - লক্ষ্মী। বিদ্যুৎ।

চঞ্চলিত অস্থির বা বিচলিত হইয়াছে এমন। বিচলিত।

চঞ্চু -- পাখির ঠোঁট।

চঞ্চুপুট — দুই ঠোঁটের চাপে রচিত পাত্র বা আধার।

চট্ — শীঘ্র, ঝট, জলদি চড় মারার শব্দ।

চট পাটের সুতা দিয়া বোনা একরকম কাপড় যাহা দিয়া থলে ইত্যাদি তৈয়ার হয়।

চটক উজ্জ্বল্য দীপ্তি। জমক, বাহার। ভড়ং আড়ম্বর।

চটক চড়ুই পাখি। স্ত্রী **চটকী**।

চটকদার জেল্লাদার। উজ্জ্বল। আড়ম্বরপূর্ণ।

চটকল যে কলে চট তৈয়ার হয়, জুট মিল।

চটকা ঘুমের আবেশ, তন্দ্রা। অনমনস্কভাব। সামান্য সময়, ক্ষণেক। **চটকা ভাঙা** তন্দ্রা দূর হওয়া। অনামনস্কভাব দূর হওয়া।

চটকানো নরম জিনিস হাতের মুঠার মধ্যে লইয়া দলা। ঐ ভাবে ডলা হইয়াছে এমন।

চটকানি - চটকানো জিনিস। চটকানোর কাজ।

চটচট চড় মারার শব্দ। চটি জুতার শব্দ।

চটচট আঠালো ভাব সূচক অনুকার। [ঃ চটচট' করা।]

চটচটে — চটচট করে এমন আঠালো।

চটপট তাড়াতাড়ি, জলদি। হাততালি ইত্যাদির শব্দ।

চটপটে — তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে এমন। চালাক।

চটা — রাগা, ক্রুদ্ধ হওয়া। ক্ষয় পাওয়া।

[ঃ বং 'চটা', ঃ ভুক্তি 'চটা'।] পাতলা চাকলা, উপরের ছাল। [ঃ কাঠের 'চটা'।]

চটাচট — চটচট শব্দে। [ঃ 'চটাচট' চাঁটি লাগালো।]

চটাচটি — রাগারাগি, ঝগড়া।

চটানো — রাগানো। বিবর্ণ করা। চাকলা তুলিয়া ফেলা।

চটাপট — ('চটাচট দেখ।)

চটি — একরকম জুতো যাহার পিছনের দিক খোলা থাকায় চটচট শব্দ হয়।

চটি — পান্থশালা, সরাই।

চটি — পাতলা, ছোট। [ঃ 'চটি বই।]

চটুকে — চটকদার।

চটুল — চঞ্চল। লঘু মৃদু।

চট্টরাজ — বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের পদবীবিশেষ।

চট্টল — চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম।

চট্টোপাধ্যায — বাঙালী ব্রাহ্মণের পদবী। বিশেষ, চাটুজ্জে।

চড — হাতের চেটো দিয়া আঘাত থাপ্পড় থাপড়া।

চড়ক — চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শিবপূজার উৎসববিশেষ। গাজনের সময় শৈব সন্ন্যাসীদের চড়কগাছে ঝুলিবার অনুষ্ঠান।

চড়কগাছ — যে উঁচু কাঠের খুঁটির উপর বাঁশ বাঁধিয়া গাজনের সময়ে ঝোলা হয়।

চড়ুকো — চটকদার, চটুকে। চালাক।

চড়চড — কোনও কিছু ছিঁড়িয়া বা ফাটিয়া যাইবার শব্দ। শুকাইবার ফলে অস্বস্তিবোধ।

চড়তি — চড়িতেছে বা মূল্য বাড়িতেছে এমন। [ঃ 'চড়তি' বাজার।] মূল্যবৃদ্ধি। [ঃ 'চড়তির' মুখ।]

চড়ন — চড়া, আরোহণ।

চড়নদার — যে চড়ে, আরোহী।

চড়বড় — খই ফুটিবার শব্দ। দ্রুত কথা বলার অনুকার।

চড়বড়ে — চটপট কথা বলে এমন, চালাক।

চড়া — নদীতে পলি জমিয়া গঠিত জমি, চর।

চড়া — উপরে ওঠা, আরোহণ করা। [ঃ ঘোড়ায় 'চড়া', মাথায় 'চড়া'।] বাড়া, বৃদ্ধি পাওয়া। [ঃ দাম 'চড়া'।]

চড়া — বেশী। [ঃ 'চড়া দাম।] উগ্র, তীব্র, কড়া। [ঃ 'চড়া' রোদ, ঃ 'চড়া মেজাজ'।]

চড়াই — ওঠা। পাহাড়ে পথে উপরে ওঠা। (তুঃ উতরাই।)

চড়াই — চড়ুই পাখি।

চড়াইভাতি — ('চড়ুইভাতি দেখ।)

চড়াও — আক্রমণ। [ঃ বাড়ি 'চড়াও করা।]

চড়াৎ — হঠাৎ ফাটিবার শব্দ।

চড়ানো — উঠানো, চাপানো। বাড়ানো। চড় মারা।

চড়িভাতি — (চড়ুইভাতি দেখ।)

চড়ুই — একরকম ছোট চঞ্চল পাখি চটক।

চড়ুইভাতি — বনভোজন।

চণ্ড — ভয়ানক, ভীষণ। উগ্র, তীব্র। ক্রুদ্ধ। পুরাণে বর্ণিত একটি অসুরের নাম।

চণ্ডা — ('চণ্ডী দেখ।)

চণ্ডাল — চাঁড়াল নীচ জাতিবিশেষ। নিষ্ঠুর। স্ত্রী **চণ্ডালী**।

চণ্ডালিকা — চাঁড়ালের মেয়ে, চণ্ডালী।

চণ্ডিকা, চণ্ডী — দুর্গার এক মূর্তি। কোপনস্বভাবা স্ত্রীলোক। চণ্ডী সংক্রান্ত কাহিনী। [ঃ 'চণ্ডী পাঠ'।]

চণ্ডীমণ্ডপ — দুর্গাপূজার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা মণ্ডপ।

চণ্ডু — আফিম হইতে প্রস্তুত একরকম মাদকদ্রব্য।

চণ্ডুখোর — যে চণ্ডু দিয়া নেশা করে।

চতুঃ — চার, ৪।

চতুঃসীমা — চারিদিকের সীমানা, চৌহদ্দি।

চতুর — চালাক, ধূর্ত। স্ত্রী. — **চতুরা।**
চতুরংশ — চার ভাগ।
চতুরঙ্গ — চার অঙ্গ আছে এমন। হাতী ঘোড়া রথ ও পদাতিক আছে এমন সৈন্য-বাহিনী। দাবা খেলা।
চতুরতা — চালাকি, ধূর্ততা। বুদ্ধিমত্তা।
চতুরানন — ব্রহ্মা।
চতুরালি — ছল, চাতুরি, চালাকি।
চতুরাশ্রম — ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, প্রাচীন আর্যদের জীবনের এই চারি বিভাগ।
চতুর্গুণ — চার গুণ।
চতুর্থ — ৪ সংখ্যার পূরক। [ঃ 'চতুর্থ' দিবসে।]
চতুর্থাংশ — চার ভাগের এক ভাগ।
চতুর্থী — তিথি বিশেষ। মৃত্যুর পর চতুর্থ দিবস, ঐ দিবসে শ্রাদ্ধ।
চতুর্দশ, চতুর্দ্দশ — চৌদ্দ, ১৪। ১৪ সংখ্যার পূরক, চৌদ্দর। স্ত্রী. — **চতুর্দশী, চতুর্দ্দশী।**
চতুর্দশী, চতুর্দ্দশী — অমাবস্যা বা পূর্ণিমার আগের তিথি। চৌদ্দ বছর বয়স্কা।
চতুর্দশ পুরুষ, চতুর্দ্দশ পুরুষ — পিতা পিতামহ ইত্যাদি ঊর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষ।
চতুর্দিক, চতুর্দ্দিক — চারি দিক, সকল দিক।
চতুর্দোল, চতুর্দ্দোল — চার জনে বহিয়া লইয়া যায় এমন সুসজ্জিত পালকি, চৌদোলা।
চতুর্ধা, চতুর্দ্ধা — চারি খণ্ডে। চারি দিকে বা ভাগে। চারি ভাবে।
চতুর্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ — ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিপ্রকার বাঞ্ছিত সুফল।
চতুর্বর্ণ, চতুর্ব্বর্ণ — ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা প্রাচীন শ্রেণী।
চতুর্বিধ, চতুর্ব্বিধ — চাররকম।
চতুর্বেদ, চতুর্ব্বেদ — ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব এই চারি বেদ।
চতুর্বেদী, চতুর্ব্বেদী — চারিটি বেদেই সুপণ্ডিত, বা যিনি চারিটি বেদই মানিয়া চলেন। পদবী বিশেষ, চোবে।
চতুর্ভুজ — যাঁহার চারটি হাত, নারায়ণ। চারিটি সরল রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র।
চতুর্ভুজা — চারি হাত আছে এমন দেবী-মূর্তি।
চতুর্মুখ, চতুর্ম্মুখ — ব্রহ্মা।
চতুষ্ক — চারিকোণবিশিষ্ট ক্ষেত্র। চারকোনা উঠান। চারিটি থামযুক্ত মণ্ডপ।
চতুষ্কোণ — চারকোনা। চারিকোণযুক্ত ক্ষেত্র।
চতুষ্টয় — একত্রে চারিটি, চারিটি। [ঃ বেদ-'চতুষ্টয়'।]
চতুষ্পথ — চৌরাস্তা, চৌমাথা।
চতুষ্পদ — চার পা আছে এমন, চারপেয়ে। [ঃ 'চতুষ্পদ' জন্তু।]
চতুষ্পদী — চারি চরণ আছে এমন কবিতা, চৌপদী।
চতুষ্পাঠী — যেখানে সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য ও শাস্ত্র পড়ানো হয়, টোল।
চতুষ্পাদ — চার সিকি আছে এমন, সম্পূর্ণ।
চতুষ্পার্শ্ব — চার পাশ।
চতুষ্পার্শ্ববর্তী, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী — চারি পাশে আছে এমন, চারি পাশের।
চতুষ্পার্শ্বস্থ — ('চতুষ্পার্শ্ববর্তী' দেখ।)
চতুস্তল — চারিতলাবিশিষ্ট, চৌতল, চার-তলা।
চতুস্ত্রিংশ — চৌত্রিশের।
চতুস্ত্রিংশৎ — চৌত্রিশ।
চতুস্ত্রিংশত্তম — চৌত্রিশের।
চত্বর — চাতাল, উঁচু উঠান, চবুতর।

চত্বারিংশ — চল্লিশের।
চত্বারিংশৎ — চল্লিশ, ৪০।
চত্বারিংশত্তম — চল্লিশের।
চনচন — বেগ ও তেজ সূচক অনুকার। [ঃ বস্তু 'চনচন করা।]
চনচনে সতেজ, সবেগ। [ঃ নাড়ী 'চনচনে আছে, ঃ 'চনচনে' বোদ।]
চনমন — অস্থিরতাবোধ, চঞ্চলতাপ্রকাশ। [ঃ মন চনমন করা।]
চনমনে — চঞ্চল, চুলবুলে।
চন্দ (কবিতায়) চাঁদ, চন্দ্র।
চন্দন একরকম সুগন্ধ গাছ ও তাহার কাঠ।
চন্দনপিঁড়ি -- যে পাথরের উপর চন্দন ঘষা হয়।
চন্দনা — গলায় লাল রেখা আছে এমন একরকম টিয়াপাখি।
চন্দনী — চন্দনের আকার। যোয়ান জাতীয় একরকম মসলা। চন্দনের আকারযুক্ত। [ঃ 'চন্দনী' বিড়ি।]
চন্দা — ('চন্দ দেখ।)
চন্দ্র - চাঁদ। পুরাণে বর্ণিত দেবতা। আনন্দদায়ক বা "গৌরববর্ধনকারী। [ঃ 'বৃন্দাবনচন্দ্র , ঃ 'গোকুলচন্দ্র'।]
চন্দ্রক — ময়ূরপুচ্ছের উপরের চাকার মতো গোল চিহ্ন।
চন্দ্রকর — চাঁদের কিরণ, জ্যোৎস্না।
চন্দ্রকলা — চন্দ্রমণ্ডলের ষোল ভাগের এক ভাগ। বিভিন্ন তিথিতে চাঁদের যে অংশ দেখা যায়।
চন্দ্রকান্ত — একরকম মণি, বহুমূল্য বস্তু।
চন্দ্রকেতু — লক্ষ্মণের পুত্র।
চন্দ্রগুপ্ত — ভারতের কয়েকজন বিখ্যাত রাজার নাম।
চন্দ্রগ্রহণ — চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়াপাত।
চন্দ্রচূড় — শিব।
চন্দ্রপুলি - নারিকেল দিয়া প্রস্তুত অর্ধ-চন্দ্রাকার একরকম মিষ্টান্ন।
চন্দ্রপ্রভ চাঁদের মতো জ্যোতি যাহার, সুন্দর। স্ত্রী - **চন্দ্রপ্রভা**।
চন্দ্রবংশ পুরাণে কথিত চন্দ্র হইতে উৎপন্ন বংশ, কুরু, যদু প্রভৃতির বংশ।
চন্দ্রবংশীয় চন্দ্রবংশে জাত। চন্দ্রবংশ সংক্রান্ত।
চন্দ্রবদন , চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার।
চন্দ্রবদনা, চন্দ্রবদনী চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার (যে মেয়ের)।
চন্দ্রবিন্দু ঁ চিহ্ন।
চন্দ্রবোড়া একরকম বিষাক্ত সাপ।
চন্দ্রভাগা পাঞ্জাবের একটি নদীর নাম, বর্তমান চেনাব।
চন্দ্রমণ্ডল — চাকার মতো চাঁদের যে অংশ দেখা যায়।
চন্দ্রমল্লিকা একরকম ফুল।
চন্দ্রমা চাঁদ।
চন্দ্রমুখ (চন্দ্রবদন দেখ।)
চন্দ্রমুখী — (চন্দ্রবদনী' দেখ।)
চন্দ্রমৌলি — শিব।
চন্দ্রলেখা - রেখার মতো দেখিতে সরু চাঁদ। চন্দ্রকলা। অনিরুদ্ধপত্নী ঊষার সখী।
চন্দ্রলোক — পুরাণে বর্ণিত চাঁদে অবস্থিত স্থান, চাঁদের দেশ।
চন্দ্রশালা — ছাদের উপরের ঘর, চিলে-কোঠা।
চন্দ্রশেখর — শিব।
চন্দ্রহার — কোমরের একরকম গহনা, মেখলা। গলার একরকম হার।
চন্দ্রহাস — রাবণের খড়্গ। জনৈক পৌরাণিক

রাজার নাম।
চন্দ্রা — (কবিতায়) চাঁদ।
চন্দ্রাতপ — চাঁদোয়া।
চন্দ্রানন — ('চন্দ্রবদন' দেখ।) স্ত্রী. — **চন্দ্রাননা, চন্দ্রাননী।**
চন্দ্রাপীড় — শিব।
চন্দ্রাবলী — রাধিকার সখী। জ্যোৎস্না।
চন্দ্রালোক — চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না।
চন্দ্রিকা — জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নারাত্রি। [ঃ 'মধুচন্দ্রিকা'।]
চন্দ্রোদয় — চাঁদের উদয়, চাঁদ-ওঠা।
চপ — মাংস আলু ইত্যাদির মসলাযুক্ত একরকম পিঠা বা বড়া।
চপচপ — তেল কাদা ইত্যাদিতে ভেজা বা মাখা এই ভাব প্রকাশক অনুকার। [ঃ মাথায় তেল 'চপচপ' করছে।]
চপচপে — চপচপ করে এমন।
চপল — চঞ্চল, অস্থির। হালকা, লঘু। প্রগল্‌ভ। স্ত্রী. — **চপলা।**
চপলতা — হালকা চঞ্চল ভাব। প্রগল্‌ভতা।
চপলা — বিদ্যুৎ। লক্ষ্মী।
চপেটাঘাত — চড়ের আঘাত, চড়।
চপ্পল — একরকম চটি জুতো, স্যাণ্ডেল।
চবর্গ — চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচটি বর্ণ।
চবুতর, চবুতরা — চত্বর, চাতাল।
চব্বিশ — ২৪ সংখ্যা।
চব্বিশে — মাসের ২৪ তারিখ।
চমক — অকস্মাৎ বিস্মিত বা বিমুগ্ধ ভাব। দীপ্তি, চকমকে ভাব। **চমক ভাঙা** — অকস্মাৎ বিস্মিত বা বিমুগ্ধ ভাব দূর হওয়া। **চমক লাগা** — অকস্মাৎ বিস্মিত বা বিমুগ্ধ হওয়া।
চমকানি — অকস্মাৎ বিস্ময় বা ভীতিবোধ, চমকে ওঠা। ক্ষণিক দীপ্তি।
চমকানো — হঠাৎ ভয়ে বা বিস্ময়ে নড়িয়া ওঠা, চমকিত হওয়া। অল্পক্ষণের জন্য দীপ্তি পাওয়া। [ঃ বিদ্যুৎ 'চমকানো'।]
চমকিত — চমকাইয়া উঠিয়াছে এমন, হঠাৎ বিস্মিত বা ভীত হইয়াছে এমন।
চমচম — রসে পাক-করা একরকম ছানার মিষ্টান্ন।
চমৎকার — খুব সুন্দর।
চমৎকারিতা, চমৎকারিত্ব — বিস্ময় জাগাইবার শক্তি, তাক লাগাইবার উপযোগী গুণ।
চমৎকারী — বিস্ময়কর। বিমুগ্ধকর। স্ত্রী. — **চমৎকারিণী।** [ঃ 'চমৎকারিণী' প্রতিভা।]
চমর — একরকম তিব্বতী গরু যাহার লেজ হইতে চামর হয়। স্ত্রী. — **চমরী।**
চমূ — বৃহৎ সৈন্যদল।
চম্পক — চাঁপা গাছ বা ফুল।
চম্পট — পলায়নের জন্য দৌড়। [ঃ 'চম্পট' দেওয়া।]
চম্পা — চাঁপা।
চম্পূ — গদ্যে-পদ্যে লেখা কাব্য।
-চয় — কতকগুলির সমষ্টি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'কবিতাচয়'।]
চয়ন — সংগ্রহ, সংকলন। তোলা। [ঃ পুষ্প-'চয়ন'।]
চয়নীয় — চয়নের যোগ্য।
চয়িত — চয়ন করা হইয়াছে এমন।
চর — যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গোপনে তথ্য সংগ্রহ করে, গোয়েন্দা।
চর — যাহা চলে, জঙ্গম, প্রাণী। [ঃ 'চরাচর'।] বিচরণ করে এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ স্থল-'চর'।]
চর — নদীতে পলি পড়িবার ফলে জাগিয়া-ওঠা জমি, চড়া।
চরক — প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসা-শাস্ত্রকার।
চরকা — সুতা কাটিবার একরকম যন্ত্র।

চরকি — একরকম আতশবাজি যাহা আগুনের ফুলকি ছড়াইয়া চাকার মতো দ্রুত ঘোরে। সুতা জড়াইবার নাটাই।

চরণ — পা। শ্লোকের অংশ। কবিতার কলি।

চরণতল — পায়ের তলা, পদতল। পায়ের কাছ।

চরণপ্রান্ত — পায়ের কাছ, পদতল।

চরণযুগল — দুইটি পা।

চরণরেণু — পায়ের ধুলো।

চরণসেবা — পায়ে হাত বুলাইয়া দেওয়া বা পা টেপা।

চরণামৃত — দেবদেবীর বা পূজ্য ব্যক্তির পা-ধোয়া জল।

চরণাম্বুজ, চরণারবিন্দ — চরণকমল, পাদ-পদ্ম, পা রূপ পদ্ম।

চরম — অন্তিম, শেষ। [ঃ 'চরম' মুহূর্ত।] যারপরনাই। [ঃ 'চরম' উৎকর্ষ।] চূড়ান্ত অবস্থা। [ঃ লাঞ্ছনার 'চরম'।]

চরমপত্র — শেষ চিঠি বা শেষ প্রস্তাব যাহা অনুসারে কাজ না করিলে বিবাদ বা যুদ্ধ বাধিতে পারে, 'আল্টিমেটাম'।

চরস — গাঁজা গাছ হইতে প্রস্তুত একরকম মাদকদ্রব্য।

চরা — চলিয়া বেড়ানো, বিচরণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো। আহার সংগ্রহ করিবার জন্য পশুদের ঘুরিয়া বেড়ানো।

চরাচর — যাহা চলে এবং যাহা চলে না সমস্ত কিছুই, স্থাবর-জঙ্গম, সমগ্র জগৎ।

চরানো — পশুচারণ করা। নিজের ইচ্ছা-মতো অপরকে ঘোরানো বা খাটানো। [ঃ অনেককে 'চরিয়েছি'; ঃ ছেলে 'চরানো'।]

চরিত — চরিত্র, জীবনী।

চরিতার্থ — কৃতার্থ। তৃপ্ত। [ঃ পশু-প্রবৃত্তি 'চরিতার্থ' করা।]

চরিত্র — স্বভাব। সংস্বভাব। গল্পনাটক ইত্যাদির পাত্র-পাত্রী।

চরিত্রদোষ — চরিত্রহীনতা, লাম্পট্য, কামুকতা।

চরিত্রবান্ — সচ্চরিত্র, সংস্বভাব। কামুক বা লম্পট নয় এমন।

চরিত্রহীন — লম্পট, কামুক, ব্যভিচারী।

চরিত্রহীনতা — লাম্পট্য, কামুকতা, ব্যভিচারিতা।

চরিষ্ণু — যাহা চরিয়া বেড়ায়, বিচরণশীল, গতিশীল।

চরু — যজ্ঞের সময়ে প্রস্তুত পায়সান্ন।

চর্চা, চর্চ্চা — আলোচনা। অভ্যাস, অনুশীলন। শিক্ষা।

চর্চিত, চর্চ্চিত — মণ্ডিত, মাখানো। [ঃ চন্দন-'চর্চিত'।]

চর্বণ, চর্ব্বণ — চিবনো, দাঁত দিয়া পেষণ।

চর্বণীয়, চর্ব্বণীয় — চর্বণের যোগ্য।

চর্ব্য, চর্ব্ব্য — চিবাইয়া খাইতে হয় এমন। [ঃ 'চর্ব্য'-চষ্য।]

চর্বিত, চর্ব্বিত — যাহা চিবানো হইয়াছে।

চর্বিতচর্বণ, চর্ব্বিতচর্ব্বণ — জাবরকাটা, রোমন্থন। একই জিনিস বার বার আলোচনা।

চর্বি, চর্ব্বি — প্রাণীর দেহের তেলের মতো জিনিস, মেদ। **চর্বি হওয়া** — মেদবৃদ্ধি পাওয়া, মোটা হওয়া।

চর্ম, চর্ম্ম — চামড়া।

চর্মকার, চর্ম্মকার — মুচি, চামার।

চর্মচক্ষু, চর্ম্মচক্ষু — স্থূল চক্ষু, দৈহিক চক্ষু (মানসিক বা দিব্য চক্ষু নয়)।

চর্মচটক, চর্ম্মচটক — চামচিকা, বাদুড়। স্ত্রী. — **চর্মচটিকা**।

চর্মার — চামার।

চর্য, চর্য্য — আচরণীয়।

চর্যা, চর্য্যা — আচরণ, কাজ। নিয়মিত কাজ, অনুষ্ঠান।

চল — গতিশীল, চঞ্চল। প্রচলন, রেওয়াজ। প্রচলিত।

চলকানো — নাড়া পাইয়া উপচানো।

চলচ্চিত্র — সিনেমার ছবি।

চলৎ — যাহা চলিতেছে।

চলৎশক্তি — চলিবার ক্ষমতা।

চলৎশক্তিরহিত — চলিবার ক্ষমতা নাই এমন।

চলতি — চলন্ত। [ঃ 'চলতি' ট্রাম।] বর্তমান, এই। [ঃ 'চলতি' বছর।] প্রচলিত। [ঃ 'চলতি' দর।] বন্ধ নয়, কাজ চলিতছে এমন। [ঃ 'চলতি' কারবার।] যাহার সহিত সামাজিক ব্যবহার করা যায় এমন। [ঃ 'চলতি' ঘর।]

চলন — গমন, চলা। চলার ভঙ্গী। ব্যবহার, আচরণ। [চাল-'চলন'।] প্রচলন, রেওয়াজ। [ঃ 'চলন' নেই।]

চলনসই — খুব ভালোও নয় খুব মন্দও নয়, মাঝামাঝি, কাজ চলে এমন।

চলন্ত — চলিতেছে এমন, চলতি।

চলা — গতিশীল হওয়া। হাঁটিয়া যাওয়া। যাওয়া, গমন করা। অগ্রসর হওয়া। যন্ত্রাদি সক্রিয় হওয়া। [ঃ ঘড়ি 'চলা'।] প্রচলিত হওয়া। [ঃ বাজারে 'চলা'।] বন্ধ না থাকা, কাজ হইতে থাকা। [ঃ স্কুল 'চলা'; দোকান 'চলা'।] কোনও রকমে নিষ্পন্ন হওয়া। [ঃ কাজ 'চলা'।] কোনও রকমে কাটা বা অতিবাহিত হওয়া। [ঃ দিন 'চলা'।] গৃহীত হওয়া। [ঃ এ টাকা 'চলবে' না।] উপযুক্ত হওয়া। [ঃ এ লেখা 'চলবে' না।] যাহাতে চলা হইয়াছে এমন। [ঃ 'চলা' পথ।]

চলাচল — যাতায়াত, আনাগোনা। সঞ্চালন। [ঃ রক্ত-'চলাচল'।]

চলানো — হাঁটানো।

চলাফেরা — যাতায়াত গতিবিধি।

চলিত — প্রচলিত, চলতি।

চলিত ভাষা — পশ্চিম বঙ্গের মৌখিক ভাষার সহিত সাদৃশ্য আছে এমন এক-রকম লৈখিক ভাষা। (তুঃ 'সাধুভাষা'।]

চলিষ্ণু — যাহা চলে, গতিশীল।

চলোর্মি, চলোর্ম্মি — চঞ্চল তরঙ্গ।

চল্লিশ — ৪০ সংখ্যা।

চশম — চোখ।

চশমখোর — চক্ষুলজ্জাহীন, নির্লজ্জ।

চশমা — দৃষ্টি ক্ষীণ হইলে দেখিতে সাহায্য করে এমন কাচ।

চষণ — চষা, কর্ষণ।

চষা — কর্ষণ করা, লাঙল দিয়া মাটি খুঁড়িয়া উলটাইয়া ফেলা। কর্ষিত। [ঃ 'চষা' মাটি।]

চষানো — কর্ষণ করানো।

চা — একরকম গাছ ও তাহার পাতা। ঐ পাতা হইতে প্রস্তুত পানীয়। **চা-কর** — চা-বাগানের মালিক।

চাঁই — সর্দার, মোড়ল, প্রধান ব্যক্তি।

চাইতে — চেয়ে, অপেক্ষা। [ঃ সুখের 'চাইতে' স্বস্তি ভালো।]

চাউনি — চাহনি, নজর। চোখের ভঙ্গী।

চাউল — চাল, তুষহীন ধান।

চাওয়া — ইচ্ছা করা। [ঃ যেতে 'চাওয়া'।] পাইতে ইচ্ছা করা। [ঃ সুখ 'চাই'।] মাগা, দিতে বলা বা অনুরোধ করা। [ঃ টাকা 'চাওয়া'।]

চাওয়া — দৃষ্টিপাত করা, তাকানো। চোখ মেলা।

চাক — চাকার মতো একরকম যন্ত্র। [ঃ কুমোরের 'চাক'।] মৌমাছি বোলতা

ইত্যাদির বাসা। [ঃ 'মৌচাক'; ঃ বোলতার 'চাক'।] চাকার মতো গোলাকার জিনিস বা তাহার টুকরা। [ঃ চিঁড়ের 'চাক'; ঃ গুড়ের 'চাক'।]

চাকচিক্য — উজ্জ্বলতা, চটক।

চাকতি — ছোট বৃত্তাকার জিনিস। [ঃ টিনের 'চাকতি'।]

চাকর — অপরের বাড়িতে কাজ করে এমন লোক, ভৃত্য, পরিচারক।

চাকরবাকর — চাকর ও চাকরের শ্রেণীভুক্ত লোক।

চাকরান — বেতনের পরিবর্তে চাকর বা ধোপা-নাপিত ইত্যাদিকে দেওয়া জমি।

চাকরানী — অপরের বাড়িতে কাজ করে এমন মেয়ে, ঝি, দাসী।

চাকরি — বেতন লইয়া অপরের জন্য কাজ। ঐরূপ কর্মের পদ। [ঃ 'চাকরি' খালি।]

চাকরে' — চাকরি করে এমন।

চাকলা — জমিদারির অন্তর্গত কয়েকটি পরগণার সমষ্টি। চাকার মতো টুকরা। [ঃ এক 'চাকলা' আম।] চোকলা।

চাকলাদার — চাকলার জোতদার, জমিদার।

চাকা — বৃত্তাকার যন্ত্র। [ঃ গাড়ির 'চাকা'; ঃ মেসিনের 'চাকা'।] চাকার মতো গোল টুকরা। [ঃ মাছের 'চাকা'।] দেখিতে চাকার মতো, গোল। [ঃ 'চাকা' দাগ।]

চাকা — ('চাখা' দেখ।)

চাকি — চাকতি। গোল পিঁড়ি যাহাতে রুটি লুচি ইত্যাদি বেলা হয়। কলাই প্রভৃতি ভাঙিবার যাঁতা।

চাকু — ছুরি।

চাকুম-চাকুম — সশব্দে খাইবার অনুকার। [ঃ 'চাকুম-চাকুম' খায়।]

চাকুরি — ('চাকরি' দেখ।)

চাকুরে — ('চাকরে'' দেখ।)

চাক্ষুষ — চোখের দ্বারা প্রাপ্ত বা জ্ঞাত। চোখ সংক্রান্ত।

চাখা — আস্বাদন করা, স্বাদ লওয়া।

চাগাড় দেওয়া — ক্রমশ সতেজ হওয়া।

চাঙড় — বড় ডেলা, মাটির তাল, চাপ।

চাঙা — ('চাংগা' দেখ।)

চাঙারি — ('চাংগারি' দেখ।)

চাংগড় — ('চাঙড়' দেখ।)

চাংগা — সবল, সতেজ।

চাংগারি — বাঁশের কাঠি দিয়া তৈয়ারী একরকম ডালা।

চাঁচ — দরমা। বাঁশের পাতলা কাঠি দিয়া তৈয়ারী ঘন বেড়া।

চাঁচনি — চাঁচিবার যন্ত্র।

চাঁচর — কুঞ্চিত। [ঃ 'চাঁচর' চিকুর।]

চাঁচর — দোল পূর্ণিমার আগের রাত্রিতে আগুন জ্বালিয়া উৎসব, বহ্ন্যুৎসব।

চাচা — কাকা।

চাঁচা — ধারালো বা দাঁতওয়ালা জিনিস ঘসিয়া উপরের স্তর তুলিয়া ফেলা, ছোলা। যাহার উপরের স্তর ঘসিয়া উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে, মসৃণ। [ঃ 'চাঁচা'-ছোলা মুখ।]

চাঁচি — দুধ জ্বাল দিবার পাত্র হইতে চাঁচিয়া তোলা দুধের শক্ত অংশ ও সর।

চাচী — কাকী।

চাঞ্চল্য — অস্থিরতা, চঞ্চলতা। সজীবতা। উত্তেজিত ভাব। [ঃ 'চাঞ্চল্যের' সৃষ্টি করে।]

চাট — মসলাদি যোগে প্রস্তুত চাটিয়া খাইবার উপযোগী ব্যঞ্জন। মুখরোচক ঝাল খাদ্য।

চাট, চাঁট — ঘোড়া গোরু ইত্যাদির প্রতি পদাঘাত বা পায়ের গুঁতো।

চাটনি — চাটিয়া খাইবার উপযুক্ত অম্ল-মধুর আচার বা ব্যঞ্জন।

চাটা — লেহন করা, জিভ বুলানো। পা

চাটা — তোষামোদ করা।

চাটাচাটি — পরস্পরকে চাটা। [ঃ গা 'চাটাচাটি' করা।]

চাটাই — তালপাতা ইত্যাদি বুনিয়া তৈয়ারী একরকম আসন বা ফরাশ।

চাটানো — চাটিতে বাধ্য করা। চাঁটি মারা।

চাটাল, চাটালো — চওড়া। অগভীর।

চাটি, চাঁটি — মৃদু চড়। [ঃ মাথায় 'চাঁটি'; ঃ তবলায় চাঁটি।]

চাঁটিম কলা — মর্তমান জাতীয় একরকম কলা।

চাটু — রাঁধিবার একরকম অগভীর পাত্র, তাওয়া।

চাটু — তোষামোদ, খোশামোদ।

চাটুকার — খোশামুদে লোক।

চাটুবাক্য — খোশামুদে কথা।

চাটুজ্জে, চাটুজ্যে — বাঙালী ব্রাহ্মণের পদবী বিশেষ, চট্টোপাধ্যায়।

চাটূক্তি — চাটুবাক্য, তোষামুদে কথা।

চাড় — কোনও জিনিস তুলিবার বা ভাঙিবার উদ্দেশ্যে শক্ত দণ্ড ইত্যাদি ঢুকাইয়া চাপ। ঠেকনা। আগ্রহ, উৎসাহ। [ঃ কোনও কাজে 'চাড়' নাই।]

চাড়া — উপর দিকে তোলা। [ঃ গোঁফে 'চাড়া' দেওয়া।] উপরের দিকে ওঠা। [ঃ মাথা 'চাড়া' দেওয়া।]

চাঁড়াল — চণ্ডাল।

চাণক্য — মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের বিখ্যাত মন্ত্রী, কৌটিল্য।

চাতক — একরকম পাখী। (মেঘের নিকট জল চায় বলিয়া প্রবাদ।) স্ত্রী. —**চাতকী, চাতকিনী**।

চাতাল — চত্বর, উঁচু উঠান। রোয়াক।

চাতুরী — চালাকি, চতুরতা।

চাতুর্বর্ণ্য, চাতুর্ব্বর্ণ্য — ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সমষ্টি ও তাহাদের কাজ। চতুর্বর্ণ সংক্রান্ত।

চাতুর্মাস্য, চাতুর্ম্মাস্য — চার মাস ধরিয়া পালনীয় একটি ব্রত।

চাতুর্য, চাতুর্য্য — ('চাতুরী' দেখ।)

চাঁদ — চন্দ্র।

চাঁদমুখ — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার।

চাঁদনি — জ্যোৎস্না। মণ্ডপ। ছাদের উপরের ঘর।

চাঁদবদন — ('চাঁদমুখ' দেখ।)

চাঁদবদনী — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ আছে এমন (নারী)।

চাঁদমারি — গুলী ছোঁড়া শিক্ষার লক্ষ্য। গুলী ছোড়া শিক্ষা ও অভ্যাসের অনুষ্ঠান।

চাদর — উড়ানি। শীতের সময়ে গায়ে দেওয়ার উপযোগী মোটা কাপড়। বিছানার আবরণ, ফরাশ। ধাতু ইত্যাদির বড়ো চওড়া পাত। [ঃ লোহার 'চাদর'।]

চাঁদা — একরকম ছোট মাছ।

চাঁদা — (ছড়া ইত্যাদিতে) চাঁদ। [ঃ 'চাঁদা' মামা।]

চাঁদা — কোনও মিলিত ব্যাপার বা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে দেয় অর্থ। নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য বা সাহায্য বাবদ দেয় নির্দিষ্ট টাকা। [ঃ পত্রিকার বার্ষিক 'চাঁদা'।]

চাঁদি — মাথার উপরের মাঝখান, ব্রহ্মতালু।

চাঁদি — রূপা।

চাঁদির জুতো — টাকার জোরে ঔদ্ধত্য ও অপরের অবমাননা।

চাঁদিনী — জ্যোৎস্নায় আলোকিত। [ঃ 'চাঁদিনী' রাত।]

চাঁদোয়া — শামিয়ানা, চন্দ্রাতপ।

চান — চাহেন।

চান — স্নান।

চানকানো — গরম করা। উত্তেজিত করা।

রং মাখাইয়া উজ্জ্বল করা।

চানা — ছোলা।

চানাচুর — থেঁতলানো বা ভাঙা ছোলা ভাজা।

চান্দ — (কবিতায়) চাঁদ।

চান্দ্র — চাঁদ সংক্রান্ত। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি বা তিথি অনুসারে গণনা করা হয় এমন। [ঃ 'চান্দ্র' মাস।]

চান্দ্রায়ণ — হিন্দুশাস্ত্র মতে একরকম প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে প্রত্যহ আহার নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

চাপ — ধনু। পরিধির অংশ।

চাপ — ঠেলা দেয় এমন গুরুত্ব। [ঃ বায়ুর 'চাপ'; ঃ রক্তের 'চাপ'।] ভার, বোঝা। [ঃ কাজের 'চাপ'।] পীড়াপীড়ি। [ঃ 'চাপ' দিয়া আদায় করা।] টিপিয়া ধরা, ঠেলা। [ঃ বোতামে 'চাপ' দেওয়া।] চাঙড়, তাল, ডেলা। [ঃ মাটির 'চাপ'।] গাঢ়, ডেলা-বাঁধা, জমাট। [ঃ 'চাপ' দই।]

চাপকান — একরকম লম্বা জামা।

চাপটি — হাঁটু তুলিয়া পাছায় ভর দিবার ভঙ্গী। [ঃ 'চাপটি' খেযে বসা।]

চাপড় — হাতের চেটোর আঘাত, চড়।

চাপড়া — বড়ো ডেলা, চেপটা চাঙড়। [ঃ ঘাসের 'চাপড়া'।]

চাপড়ানো — বার বার চাপড় মারা। [ঃ বুক 'চাপড়ানো'।] চাপড় মারা। মৃদু আঘাত করা। [ঃ পিঠ 'চাপড়ানো'।] **পিঠ চাপড়ানো** — উৎসাহ দেওয়া। মাতব্বরী ভাব দেখানো। **বুক চাপড়ানো** — হা-হুতাশ করা, খেদ করা।

চাপদাড়ি — সমস্ত গালময় ঘন দাড়ি।

চাপমান — বায়ুর চাপ মাপিবার জন্য একরকম যন্ত্র, 'ব্যারোমিটার'।

চাপরাস — পেয়াদা ইত্যাদির পরিচয় সূচক ধাতুর চাকতি, তকমা।

চাপরাসী — পেয়াদা, আরদালী।

চাপল্য — চপলতা, চঞ্চলতা, প্রগল্‌ভতা।

চাপা — চাপা দেওয়া। চড়া। আবৃত করা। গোপন রাখা। [ঃ 'চাপিয়া' যাওয়া।] আবৃত। অনুচ্চ। [ঃ 'চাপা' গলা।] যে মনের কথা খুলিয়া বলে না। [ঃ লোকটি বড় 'চাপা'।] টোল-খাওয়া, গভীর, বসা। [ঃ ঠোঁটের দুইদিক 'চাপা'।] **চাপা পড়া** — কোন বিষয় স্থগিত থাকা ও ভুলিয়া যাওয়া। নীচে পড়া। [ঃ গাড়ি 'চাপা' পড়া।]

চাঁপা — একরকম গাছ ও তাহার ফুল। একরকম কলা।

চাপাচাপি — পরস্পরের উপর পরস্পরের চাপ। অতিরিক্ত চাপ। ঠেলাঠেলি।

চাপাচুপি — ঢাকাঢুকি, গোপন রাখার চেষ্টা বা ব্যবস্থা।

চাপাটি — হাতে চাপড়াইয়া তৈয়ারী রুটি।

চাপান — কবির গান তরজা ইত্যাদিতে বিপক্ষের নিকট উত্তর চাহিয়া প্রশ্নাত্মক গান। যাহা চাপানো হয়।

চাপানো — চড়ানো। ভার দেওয়া। আরোপ করা। [ঃ দোষ 'চাপানো'।]

চাবকানো — চাবুক দিয়া মারা।

চাবি — তালা খুলিবার কাঠি। কল ইত্যাদি ঘুরাইবার হাতল ও টিপিবার তক্তি।

চাবুক — ঘোড়া ইত্যাদিকে মারিবার জন্য আগায় দড়ির মতো কিছু বাঁধা ছড়ি, কোড়া, কশা।

চাম — চামড়া, চর্ম।

চামচ, চামচা — খাদ্য মুখে তুলিবার জন্য বা চা ইত্যাদি গুলিবার জন্য একরকম ছোট হাতা।

চামচিকা, চামচিকে — বাদুড়জাতীয় এক-

রকম ছোট প্রাণী।

চামচে — ('চামচ' দেখ।)

চামড়া — চাম, চর্ম।

চামর — চমরী গোরুর লেজ হইতে তৈয়ারী একরকম ব্যজনী বা পাখা।

চামসা, চামসে — চামড়ার মতো দুর্গন্ধ।

চামাটি — কুকুর প্রভৃতির গলায় লাগানোর জন্য চামড়ার গলবন্ধ। বাঁধিবার উপযোগী চামড়ার টুকরা। ক্ষুর শাণ দিবার জন্য টুকরা চামড়া।

চামার — মুচি, চর্মকার। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন।

চামারনী — চামারের বউ।

চামুণ্ডা — দুর্গা, চণ্ডী।

চামেলি — মল্লিকাজাতীয় একরকম ফুল।

চার — ৪, তিনের পরবর্তী সংখ্যা।

চার — মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে মাছ জুটাইবার জন্য জলে নিক্ষিপ্ত মসলা ও মাছের খাদ্য। ঐরূপ মসলা ও খাদ্য দেওয়া হয় এমন স্থান। [ঃ 'চারে' মাছ আসা।]

চারকোনা — চারটি কোণ আছে এমন, চতুষ্কোণ।

চারচৌকা, চারচৌকো — যাহার চারদিক সমান, সমচতুষ্ক।

চারটি, চারটে — সংখ্যায় চার। কিছু পরিমাণ।

চারক — যে চরায়। [ঃ মেষ-'চারক'।]

চারণ — চরানো। [ঃ গো-'চারণ'।]

চারণ — স্তুতি বা কুলকীর্তি-গায়ক। উদ্দীপনাময় সংগীতের রচয়িতা।

চারণা — চালনা। [ঃ 'পাদচারণা'।]

চারপেয়ে — চার পা আছে এমন।

চারা — ছোট গাছ। মাছের বাচ্চা। অল্প-বয়স্ক (গাছ বা মাছ)।

চারা — উপায়, প্রতিকার। [ঃ 'চারা' নাই; ঃ 'নাচার', 'বেচারা'।]

চারানো — ছড়ানো। [ঃ রোগের বীজ 'চারানো'।] ভাগ করিয়া দেওয়া। [ঃ খরচ অনেকের উপর 'চারিয়ে' দেওয়া।]

চারি — চার, ৪ সংখ্যা। [ঃ 'চারিদিক'।]

চারিত্র — চরিত্র সংক্রান্ত। জীবনী সংক্রান্ত। ['চারিত্র' পূজা।]

চারিত্রিক — চরিত্র সংক্রান্ত। চরিত্রগত।

-চারী — বিচরণ করে বা আচরণ করে অর্থে অন্য শব্দের সংগে যুক্ত হয়। [ঃ 'গগনচারী'; ঃ 'ব্রতচারী'।]

চারু — সুন্দর, সুদর্শন। ললিত, সুকুমার। [ঃ 'চারু' কলা।]

চারুতা — সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব।

চারুশীল — যাহার স্বভাব সুন্দর, সুশীল। স্ত্রী. — **চারুশীলা**।

চার্জ, চার্জ্জ — প্রাপ্ত ভার, দায়িত্ব। [ঃ 'চার্জ' বুঝানো।] দোষারোপ। [ঃ 'চার্জ' করা।] আক্রমণ। [ঃ লাঠি 'চার্জ'।]

চার্বাক, চার্ব্বাক — প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত নাস্তিক ঋষি।

চাল — চাউল, তুষহীন ধান।

চাল — ঘরের উপরের ঢাকা, ছাদ, ছাপ্পর। প্রতিমার পিছনের পট। [ঃ 'চাল'-চিত্র।]

চাল — দাবা ইত্যাদি খেলায় ঘুটি নাড়া। বুদ্ধিপূর্ণ কৌশল, চাতুরী। ধাপ্পা। ব্যবহার, আদবকায়দা। [ঃ 'চাল'-চলন।]

চালক — যে চালায়। [ঃ গাড়ির 'চালক'।] নেতা, নায়ক।

চালকুমড়া — ছাঁচি কুমড়া।

চালচলন — ব্যবহার, আদবকায়দা।

চালচুলা, চালচুলো — খাওয়া-থাকার উপায়। [ঃ 'চালচুলো' নাই।]

চালতা — একরকম কষা-টকস্বাদ গোলাকার ফল।

চালন, চালনা — নাড়া, নড়ানো, চালানো।

[ঃ পদ-'চালন'।] ব্যবহার, প্রয়োগ। [ঃ মস্তিষ্ক-'চালনা'।] পরিচালনা। [ঃ রাজ্য-'চালনা'; ঃ সৈন্য-'চালনা'।]

চালনি, চালনী — শস্যাদি নাড়িয়া ধুলো-গুঁড়া ইত্যাদি পৃথক করিবার ছাঁকনি।

চালবাজ — ধাপ্পাবাজ, চালিয়াত।

চালবাজি — ধাপ্পা, ধাপ্পা দেওয়া, চালিয়াতি।

চালশে — চল্লিশ বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে জাত দৃষ্টির ক্ষীণতা। [ঃ 'চালশে' ধরা।]

চালা, চালাঘর — এক বা একাধিক চাল আছে এবং দেওয়াল নাই এমন ঘর।

চালা — একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া। নাড়া। মন্ত্রবলে স্থানান্তরিত করা। প্রয়োগ করা। [ঃ 'চাল' চালা।]

চালাক — চতুর, বুদ্ধিমান।

চালাকি — চতুরতা, চাতুরী, ফন্দি, ফন্দিবাজি।

চালাচালি — বিভিন্ন জিনিস স্থানান্তরিত করা বা নাড়া। বারে বারে স্থানান্তরিত করা বা নাড়া।

চালান — একস্থান হইতে অন্যত্র প্রেরণ। [ঃ মাল 'চালান' দেওয়া।] গ্রেফতার করিয়া পাঠানো। [চোর 'চালান' দেওয়া।] প্রেরিত মালের তালিকা ও মূল্যতালিকা।

চালানো — গতিযুক্ত করা, সক্রিয় করা। [ঃ গাড়ি 'চালানো'; ঃ কল 'চালানো'।] পরিচালনা করা। [ঃ রাজ্য 'চালানো'।] ক্রমাগত করিয়া যাওয়া। [ঃ আন্দোলন 'চালানো'।] প্রচলিত করা। [ঃ বাজারে 'চালানো'।] গ্রহণ করানো। [ঃ জাল টাকা 'চালানো'।] নির্বাহ করা। [ঃ খরচ 'চালানো'।]

চালিত — পরিচালিত। [ঃ অপরের দ্বারা 'চালিত' হওয়া।] কিছুর দ্বারা গতিশীল বা সক্রিয় হইয়াছে এমন। [ঃ বাষ্প-'চালিত'।]

চালু — চলে এমন, প্রচলিত। বাজারে চলতি। চলিতেছে বা বন্ধ নাই এমন। [ঃ 'চালু' কারবার।]

চালুনি, চালুনী — ('চালনি' দেখ।)

চাষ — কৃষি, আবাদ। [ঃ ধানের 'চাষ'] উৎপাদন। [ঃ মাছের 'চাষ'।] কর্ষণ, লাঙল চালনা।

চাষবাস — কৃষিকার্য, চাষের কাজ।

চাষা — যে চাষ করে, কৃষক। (নিন্দায়) অশিক্ষিত ও নির্বোধ ব্যক্তি।

চাষাড়ে — চাষার মতো। অশিক্ষিত, নির্বোধ।

চাষাভুষা, চাষাভুষো — চাষা ও ঐ শ্রেণীর লোক।

চাষী — যে চাষ করে, চাষা, কৃষক।

চাহনি — চাউনি, দৃষ্টিপাত, নজর।

চাহা — চাওয়া, দিতে বলা, পাইতে ইচ্ছা করা, মাগা।

চাহা — তাকানো, দৃষ্টিপাত করা। চক্ষু মেলা।

চাহিদা — লোকে চাহে এমন অবস্থা, টান। [ঃ মালের 'চাহিদা'।] (তুঃ 'যোগান'।)

চিঁ, চিঁ-চিঁ — ক্ষীণ আর্তনাদ। ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। অস্পষ্ট আওয়াজ।

চিংড়ি — মাছ বলিয়া খ্যাত কিন্তু মাছ নয় এমন একরকম জলচর প্রাণী।

চিক — বাঁশ ইত্যাদির কাঠির পর্দা। একরকম গলার গহনা।

চিকচিক — দীপ্তি ও উজ্জ্বলতার প্রকাশ-সূচক অনুকার। [ঃ আলোয় 'চিকচিক' করা।]

চিকন — মসৃণ, উজ্জ্বল, চকচকে। সরু, মিহি।

চিকন — কাপড়ের উপর ছুঁচের কাজ।
চিকনাই — চাকচিক্য, উজ্জ্বলতা, জলুস।
চিকমিক — ('চিকচিক' দেখ।)
চিকিৎসক — যিনি রোগের প্রতিকার করেন, ডাক্তার, বৈদ্য।
চিকিৎসনীয় — চিকিৎসার উপযুক্ত।
চিকিৎসা — রোগের প্রতিকার, অসুখ সারাইবার জন্য ব্যবস্থা, ডাক্তারি।
চিকিৎসাগার, চিকিৎসালয় — ডাক্তারখানা, হাসপাতাল।
চিকিৎসাধীন — কাহারও চিকিৎসা অনুযায়ী আছে এমন।
চিকিৎসাবিদ্যা — চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান।
চিকিৎসাশাস্ত্র — ডাক্তারির বই, চিকিৎসা সম্পর্কে রচিত পুস্তক।
চিকিৎসিত — চিকিৎসা করা হইয়াছে এমন (রোগ বা রোগী)।
চিকিৎস্য — চিকিৎসার যোগ্য।
চিকি সুপারি — সিদ্ধ করা সুপারি।
চিকীর্ষা — করিবার ইচ্ছা।
চিকীর্ষু — করিতে ইচ্ছুক।
চিকুর — চুল, কেশদাম। [ঃ কুঞ্চিত 'চিকুর'।]
চিক্কণ — চিকন, উজ্জ্বল, মসৃণ, চকচকে।
চিচিংগা, চিচিংগে — ধুঁদুলজাতীয় সাপের মতো লম্বা একরকম ফল, হোঁপা, হুঁপো।
চিজ — জিনিস, দ্রব্য। ধূর্ত মন্দ লোক। [ঃ তুমি একটি 'চিজ'।]
চিট — টুকরা ছোট কাগজ, চিরকুট।
চিট — প্রতারক।
চিটচিট — আঠার ভাবপ্রকাশক অনুকার। [ঃ 'চিটচিট' করা।]
চিটচিটে — চিটচিট করে এমন।
চিটা — চটচটে, আঠালো।
চিটাগুড় — তামাকে মাখিবার চটচটে গুড়, কোতরা গুড়।
চিটিং — প্রতারণা।
চিটিংবাজ — প্রতারণা করা যাহার পেশা।
চিটিংবাজি — প্রতারণা, ধাপ্পাবাজি।
চিঠা — ফর্দ, তালিকা, হিসাব।
চিঠি — পত্র, লিখিত সমাচার।
চিড় — ফাট, সরু ফাটল। [ঃ 'চিড়' খাওয়া।]
চিড়বিড় — জ্বালা, অস্বস্তিবোধ। [ঃ ঘা 'চিড়বিড়' করা।]
চিড়া, চিঁড়া, চিঁড়ে — ভাপানো ধান ঢেঁকিতে চেপ্টা করিয়া প্রস্তুত একরকম খাদ্য।
চিড়িক — ছুঁচ ফুটাইবার মতো একরকম যন্ত্রণা। [ঃ 'চিড়িক' মারা।] ক্ষণিক দীপ্তি।
চিড়িতন — তাসের একরকম চিহ্ন। ঐরকম চিহ্নযুক্ত তাস।
চিড়িয়া — পাখী।
চিড়িয়াখানা — যেখানে পাখী থাকে, পাখীশালা। যেখানে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু থাকে, প্রাণিশালা, জু।
চিৎ — চৈতন্য। জ্ঞান।
চিৎকার — চেঁচানি, উচ্চকণ্ঠে ডাক বা আর্তনাদ। উচ্চ কলরব।
চিত — (কবিতায়) চিত্ত।
চিত — উপরের দিকে মুখ করিয়া শায়িত, উপুড়ের বিপরীত অবস্থা।
চিত — চয়ন করা হইয়াছে এমন।
চিতপটাং, চিতপাত — চিত হইয়া পতন। চিত হইয়া পতিত।
চিতল — একরকম মাছ।
চিতা — মড়া পুড়াইবার চুল্লী বা কাঠের স্তূপ।
চিতা — একরকম বাঘ যাহার গায়ের হলদে

রঙের উপর কালো কালো ফোঁটা থাকে।
চিতা — একরকম গুল্ম।
চিতান — ('চিতেন' দেখ।)
চিতাগ্নি, চিতানল — চিতার আগুন।
চিতানো — চিত করা বা হওয়া। ফোলানো, স্ফীত করা। [ঃ বুক 'চিতানো'।] সচেতন করা।
চিতারোহণ -- চিতায় চড়া, সহমরণ। স্বেচ্ছায় চিতায় ঝাঁপ।
চিতি — চয়ন, সংগ্রহ।
চিতি — একরকম সাপ।
চিতেন — কবিগানের অংশবিশেষ যাহা উচ্চকণ্ঠে গাওয়া যায়।
চিৎকার — চেঁচানি, উচ্চ কণ্ঠস্বর।
চিত্ত — মন।
চিত্তক্ষোভ — মনের বেদনা, মনের জ্বালা।
চিত্তগ্রাহিতা — মন আকর্ষণ বা মুগ্ধ করিবার শক্তি।
চিত্তগ্রাহী — মনোযোগ আকর্ষণ করে বা মন মুগ্ধ করে এমন।
চিত্তজয় — নিজের মনকে দমন বা বশীভূত করণ। অপরকে মুগ্ধ করণ।
চিত্তদাহ — মনের জ্বালা।
চিত্তনিরোধ — মনকে বহির্বিষয় হইতে ফিরাইয়া সংযত করণ।
চিত্তপ্রসাদ — মনের তৃপ্তি, মনের সন্তোষ, প্রসন্নতা।
চিত্তবিকার — মনের অস্বাভাবিক অবস্থা, মানসিক অসুস্থতা।
চিত্তবিক্ষেপ — মানসিক অস্থিরতা।
চিত্তবিনোদন — মনকে খুশী করণ, আনন্দলাভ। আমোদ-প্রমোদ।
চিত্তবিভ্রম — মনের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা, চিত্তবিকার, বুদ্ধিনাশ।
চিত্তরঞ্জন — চিত্তবিনোদন, মনের প্রসন্নতা-সাধন।
চিত্তশুদ্ধি — মনের মালিন্যনাশ।
চিত্তহারী — সুন্দর, মনোহর, চিত্তগ্রাহী।
চিত্তাকর্ষক — মনকে আকর্ষণ করে এমন, কৌতূহলোদ্দীপক।
চিত্তোৎকর্ষ — মনের উন্নতি, মানসিক উন্নতি।
চিত্র — ছবি। প্রতিকৃতি। সিনেমা, চলচ্চিত্র। হুবহু বর্ণনা।
চিত্রক — চিতা বাঘ।
চিত্রকর -- যে ছবি আঁকে, শিল্পী।
চিত্রকলা — ছবি আঁকার শিল্প, অঙ্কন-শিল্প।
চিত্রকলাবিদ্ — চিত্রকলা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।
চিত্রকাব্য — যে কাব্যের পদসমূহ চিত্রের আকারে বিন্যস্ত হয়।
চিত্রকূট — রামায়ণে বর্ণিত একটি পর্বত, বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত রামগিরি।
চিত্রগুপ্ত — যমের কেরানী।
চিত্রগ্রীব — পায়রা। ঘুঘু।
চিত্রণ — ছবি আঁকা, অঙ্কন। নিপুণভাবে বর্ণনা বা প্রকাশ। [ঃ চরিত্র-'চিত্রণ'।]
চিত্রণশালা — যে ঘরে ছবি আঁকা হয়।
চিত্রতারকা — সিনেমার অভিনেতা বা অভিনেত্রী।
চিত্রনাটিকা — ছোট চিত্রনাট্য।
চিত্রনাট্য — সিনেমার উপযোগী করিয়া লিখিত কাহিনী ও দৃশ্যাবলী, 'সিনারিও'।
চিত্রনাট্যকার — যে চিত্রনাট্য লেখে।
চিত্রপট — যে কাগজ কাপড় ইত্যাদির উপর ছবি আঁকা হয়, ক্যানভাস। বস্ত্রাদির উপর অঙ্কিত ছবি।
চিত্রফলক — ধাতু বা কাঠ ইত্যাদির উপর অঙ্কিত চিত্র। ব্লক।
চিত্রবৎ — ছবির মতো। স্থির, অচঞ্চল।

[ঃ 'চিত্রবৎ' দাঁড়াইয়া রহিলাম।]
চিত্রবিচিত্র — রংবেরংএর। নক্সা-করা।
চিত্রবিদ্যা — ছবি আঁকার রীতি সম্পর্কে জ্ঞান, অঙ্কনবিদ্যা।
চিত্রভানু — সূর্য। আগুন।
চিত্ররথ — পুরাণে বর্ণিত জনৈক গন্ধর্ব।
চিত্রলেখনী — ছবি আঁকার কলম বা তুলি।
চিত্রলেখা — জনৈকা অপ্সরার নাম।
চিত্রশালা — যে ঘরে দেখাইবার জন্য নানা রকমের ছবি রাখা হয়।
চিত্রশিল্পী — যে ছবি আঁকে, চিত্রকর।
চিত্রা — একটি নক্ষত্রের নাম। একজন অপ্সরার নাম।
চিত্রাঙ্গদা — অর্জুনের অন্যতমা পত্নী।
চিত্রার্পিত — চিত্রপটে আঁকা। নীরব নিশ্চল। স্ত্রী. — **চিত্রার্পিতা।**
চিত্রিণী — স্ত্রীলোকদের রূপ ও গুণ অনুসারে যে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয় তাহার দ্বিতীয় শ্রেণী।
চিত্রিত — অঙ্কিত। নকশা-কাটা। নিপুণভাবে বর্ণিত।
চিথল — ('চিতল' দেখ।)
চিদানন্দ — জ্ঞান ও আনন্দময় যিনি, ব্রহ্ম।
চিনচিন — ঈষৎ জ্বালা ও দুর্বল গতিবেগ সূচক অনুকার। [ঃ 'চিনচিন' করা।]
চিনানো — পরিচিত করানো। চিহ্নের দ্বারা জানানো।
চিনি — একরকম মিষ্ট দানা. শর্করা।
চিনির বলদ — যে খাটিয়া মরে অথচ ভোগ করিতে পারে না। (বলদ চিনির বস্তা বহন করে কিন্তু চিনি খাইতে পায় না এই অর্থে।)
চিনিপাতা — চিনির সহিত বসানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'চিনিপাতা' দই।]
চিন্তন — চিন্তা করা, মনন।
চিন্তনীয় — চিন্তা করার যোগ্য।
চিন্তব্য — (ব্যঙ্গার্থে) চিন্তার বা বিবেচনার যোগ্য।
চিন্তা — ভাব, মনন। ভাবনা, দুশ্চিন্তা। উদ্‌বেগ, আশঙ্কা।
চিন্তাকুল — ভাবনায় ব্যাকুল, উদ্‌বিগ্ন।
চিন্তানল — চিন্তার আগুন, উদ্‌বেগ, দুশ্চিন্তা।
চিন্তান্বিত — চিন্তিত, চিন্তাযুক্ত। উদ্‌বিগ্ন।
চিন্তামগ্ন — চিন্তায় তন্ময়, মননকার্যে গভীরভাবে নিবিষ্ট।
চিন্তামণি — ইচ্ছা পূর্ণ করে এমন মণি। ভগবান।
চিন্তাশীল — বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ, চিন্তাপরায়ণ, মননশীল।
চিন্তাহরণ — যিনি দুশ্চিন্তা বা উদ্‌বেগ দূর করেন, ভগবান।
চিন্তিত — ভাবিত, উদ্‌বিগ্ন।
চিন্ত্য — চিন্তার যোগ্য, চিন্তনীয়।
চিন্ময় — চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, হৃদয়ে বিরাজ করে এমন। স্ত্রী. — **চিন্ময়ী।**
চিপটানো — চেপ্‌টা হওয়া বা করা।
চিপিটক — চিঁড়া।
চিবানো — চর্বণ করা, দাঁত দিয়া পেষণ করা। চর্বিত, দাঁতে পিষ্ট। [ঃ 'চিবানো' মুড়ি।]
চিবুক — থুতনি।
চিমটা — চিমটির মতো করিয়া চাপিয়া ধরিবার উপযোগী যন্ত্র।
চিমটানো — চিমটি কাটা। চিমটার মতো চাপিয়া ধরা।
চিমটি — দুই আঙুল দিয়া চিমটার মতো চাপিয়া ধরা। [ঃ 'চিমটি' কাটা।] দুই আঙুলের চাপে তোলা যায় এমন পরিমাণ, খুব অল্প। [ঃ এক 'চিমটি'

চিনি।]
চিমটে — ('চিমটা' দেখ।)
চিমড়া — চামড়ার মতো শক্ত ও শুকনো। শক্ত ও শুকনো।
চিমনি — ল্যাম্প হ্যারিকেন ইত্যাদির কাচের চোঙ। কারখানা ইত্যাদির ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য লোহা ইট ইত্যাদির চোঙ।
চিমসা — ('চামসা' দেখ।) ('চিমড়া' দেখ।)
চির — সকল সময়, নিত্য, অনন্ত কাল। সুদীর্ঘ সময়, বহুকাল। [ঃ 'চির জীবী'।] সমস্ত, সারা। [ঃ 'চির'-জীবন।]
চিরঋণী — চিরজীবনের জন্য ঋণী, চির-জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ।
চিরকাঙ্ক্ষিত — সকল সময়ে চাওয়া হইয়াছে এমন।
চিরকাল — সকল সময়, সর্বদা, বরাবর।
চিরকালীন — সকল সময়ের, চিরন্তন, নিত্য।
চিরকুমার — সমস্ত জীবন অবিবাহিত।
চিরজীবন — সারা জীবন।
চিরজীবী — দীর্ঘজীবী, দীর্ঘায়ু।
চিরঞ্জীব — অমর, মৃত্যুহীন। দীর্ঘজীবী।
চিরদুঃখী — সারাজীবন দুঃখী।
চিরনিদ্রা — মৃত্যু। বিণ. — **চিরনিদ্রিত।**
চিরনির্বাসন, চিরনির্ব্বাসন — চিরদিনের জন্য স্বদেশ হইতে বিতাড়িত, সারা জীবনের জন্য নির্বাসন। বিণ. — **চিরনির্বাসিত, চিরনির্ব্বাসিত।**
চিরনূতন — যাহা কখনও পুরাতন হয় না।
চিরন্তন — চিরকালীন। বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এমন। চিরস্থায়ী। স্ত্রী. — **চিরন্তনী।**
চিরপরিচিত — বহুদিনের পরিচিত।
চিরপ্রচলিত — দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত।
চিরবাঞ্ছিত — চিরকাঙ্ক্ষিত, সর্বদা যাহা কামনা করা হইয়াছে এমন।
চিরবিচ্ছেদ — চিরকালের জন্য ছাড়াছাড়ি। চিরকালের জন্য মনোমালিন্য।
চিরবিদায় — শেষ বিদায়। মৃত্যু।
চিরবিদ্বেষ — চিরদিনের জন্য শত্রুতা। দীর্ঘস্থায়ী ঈর্ষা।
চিরবিবাদ, চিরবিরোধ — চিরস্থায়ী ঝগড়া।
চিরবিস্মৃত — চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে ভোলা গিয়াছে এমন। বি. চিরবিস্মৃতি।
চিরবৈর — চিরশত্রুতা।
চিরবৈরী — চিরশত্রু।
চিররহস্য — চিরদিন দুর্বোধ্য ও অজ্ঞাত রহিল যে সত্য, সমাধানহীন সমস্যা।
চিররুগ্ন, চিররোগী — কেবলই রোগে ভোগে এমন।
চিরশত্রু — যাহার সহিত চিরদিন ধরিয়া শত্রুতা আছে।
চিরশত্রুতা — চিরদিনের শত্রুতা।
চিরশ্যামল — সকল সময়ে সবুজ থাকে এমন। স্ত্রী. — **চিরশ্যামলা।**
চিরসুখী — যে কখনও দুঃখ কষ্ট পায় না।
চিরস্থায়ী — যাহা চিরকাল থাকে, অবিনশ্বর। দীর্ঘস্থায়ী। বি. — **চিরস্থায়িতা।**
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত — ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত জমিদারির বিলিব্যবস্থা যাহা অনুসারে বেশী খাজনার লোভে সরকার জমিদারের নিকট হইতে জমিদারি লইতে পারেন না।
চিরস্থির — যাহা কখনো নড়ে না, অচঞ্চল।
চিরস্মরণীয় — চিরকাল মনে রাখিবার যোগ্য।
চিরহরিৎ — যাহা সকল সময়ে সবুজ থাকে,

চিরশ্যামল।

চির — ছিঁড়িবার বা চিরিবার ফলে বিদীর্ণ অংশ, ফালি। [ঃ 'চৌচির'।]

চিরকুট — কাগজের টুকরা। ঐরকম কাগজে লেখা চিঠি, চিট।

চিরতা — একরকম তেতো গুল্ম।

চিরা — ছিঁড়া, ফাড়া, বিদীর্ণ করা, করাত ইত্যাদি দিয়া কাটা।

চিরাগ — প্রদীপ।

চিরাগত — যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, চিরপ্রচলিত।

চিরাচরিত — যাহা চিরকাল আচরিত বা পালিত হইতেছে। [ঃ 'চিরাচরিত' প্রথা।]

চিরানো — অন্যকে দিয়া চিরা, ফাড়ানো, বিদীর্ণ করানো। করাত দিয়া কাটানো।

চিরাভ্যস্ত — বহুদিনের অভ্যাসগত।

চিরায়ু — দীর্ঘজীবী, দীর্ঘায়ু। অমর।

চিরুনি — চুল আঁচড়াইবার উপযোগী দাঁতালো জিনিস, কাঁকই।

চিল — মাছ মাংস খায় এমন একরকম পাখী।

চিলমচি — হাতমুখ ধুইবার গামলা।

চিলা, চিলে — সিঁড়ির উপরকার (ঘর বা ছাদ)। [ঃ 'চিলা' ঘর; ঃ 'চিলা' ছাদ।]

চিল্লাচিল্লি — চেঁচামেচি, চেঁচাইয়া কলহ।

চিল্লানো — চেঁচামেচি করা।

চিঁহি, চিহিঁ — ঘোড়ার ডাক, হ্রেষা।

চিহ্ন — দাগ। চিনাইবার উপযোগী দাগ। লক্ষণ।

চিহ্নিত — চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে এমন, দাগযুক্ত, দাগানো।

চীজ — পনির, শক্ত ছানা।

চীৎকার — ('চিৎকার' দেখ।)

চীন — এশিয়ার সুবিশাল দেশ বিশেষ।

চীনা — চীনদেশের অধিবাসী ও ভাষা। চীন সংক্রান্ত।

চীনাংশুক — চীনদেশজাত একরকম রেশমী কাপড়।

চীনাবাদাম — মাটির নীচে হয় এমন একরকম ছোট বাদাম।

চীনামাটি — একরকম সাদা মাটি, পোর্সেলেন।

চীনাসিঁদুর — একরকম ঘোর লাল সিঁদুর।

চীবর — ছেঁড়া কাপড়, চীর। কৌপীন।

চীবরী — বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

চীর — ছেঁড়া কাপড়, ন্যাকড়া, টেনা।

চীরবাস — ছিন্নবস্ত্র, ছিন্নপরিধান।

চুক — ত্রুটি। [ঃ ভুল-'চুক'।]

চুকচুক — চাটিয়া বা চুষিয়া তরল জিনিস খাইবার শব্দ।

চুকচুক — মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্যসূচক অনুকার।

চুকচুকানি — চুকচুক শব্দ।

চুকচুকে — মসৃণ ও উজ্জ্বল। [ঃ তেল-'চুকচুকে'।]

চুকলি — অসাক্ষাতে নিন্দা, লাগানি। [ঃ 'চুকলি' খাওয়া।]

চুকলিখোর — যে পেছনে নিন্দা করে।

চুকা — টক। [ঃ 'চুকা'-পালম।]

চুকা — সমাপ্ত বা সম্পন্ন হওয়া। [ঃ কাজ 'চুকা'।] ঋণ বা প্রাপ্য শোধ হওয়া, মিটা।

চুকানো — শেষ করা, সম্পন্ন করা। ঋণ বা প্রাপ্য শোধ করা, মিটানো। [ঃ হিসাব 'চুকানো'।]

চুক্তি — শর্ত, কড়ার। মিলিত সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি।

চুক্তিনামা, চুক্তিপত্র — শর্তাদি লিখিত আছে এমন দলিল।

চুঙি, চুঙ্গি — ছোট চোঙ। আমদানি-

রগ্‌তানির উপর মাস্‌ল।
চুচুক — স্তনের বোঁটা।
চুচুকৃতি — চুম্বনের শব্দ।
চুটকি — ছোটখাটো, সামান্য, তুচ্ছ। [ঃ 'চুটকি' খবর।] পায়ের আঙুলের জন্য ঝুমকো-দেওয়া আংটি। (বাঙ্গে) টিকি।
চুটানো — সাধ্যমতো শক্তি প্রয়োগ করা। [ঃ 'চুটিয়ে' কাজ করা।]
চুড়ি — হাতের সরু বালা।
চুড়িদার — মিহি ও কোঁচকানো। [ঃ 'চুড়ি' দার' হাতা।]
চুড়ো — ('চূড়া' দেখ।)
চুথিয়া — বাজে লোক, মূর্খ।
চুন — একরকম ক্ষার (পাথর শামুক ঝিনুক ইত্যাদি পুড়াইয়া তৈয়ারী হয়)।
চুনকাম — দেওয়ালে চুন গোলা জল লেপিয়া রং করিবার কাজ।
চুনট — ('চুনাট' দেখ।)
চুনারী — যে চুন তৈয়ারি করে।
চুনাট — কোঁচকানো, কোঁচানো। [ঃ 'চুনাট' করা কাপড়।]
চুনি, চুনী — লাল রঙের একরকম মূল্যবান পাথর, পদ্মরাগ, 'রুবি'।
চুনরি — রঙিন কাপড়। [ঃ 'চুনরি' শাড়ি।]
চুনরী — ('চুনারী' দেখ।)
চুনো — ছোট (মাছ)।
চুন্নী — চোরনী, স্ত্রী-চোর। [ঃ 'শাক-চুন্নী'।]
চুপ — নীরব, নিস্তব্ধ। [ঃ 'চুপ' হওয়া।]
চুপ্ — (চোপ্ দেখ।)
চুপ করা — নীরব হওয়া।
চুপচাপ — নীরবে, নিঃশব্দে। নীরব। [ঃ 'চুপচাপ' ভাব।]
চুপড়ি — ছোট ঝুড়ি।
চুপসা — পাকা আম ইত্যাদির রস চুষিয়া লইলে যেমন দেখায় সেইরূপ, বসা, তোবড়ানো।
চুপসানো — তুবড়াইয়া যাওয়া, চোপসা হওয়া, বসিয়া যাওয়া। [ঃ গাল 'চুপসানো'।] চুষিয়া লইবার ফলে অনেকখানি জায়গায় ছড়াইয়া পড়া। [ঃ কাগজে কালি 'চুপসানো'।]
চুপিচুপি, চুপিসারে, চুপেচুপে — নীরবে, নিঃশব্দে, গোপনে।
চুবড়ি — ('চুপড়ি' দেখ।)
চুবানি — ডুবানি। [ঃ নাকানি-'চুবানি'।]
চুবানো — ডোবানো। [ঃ রংয়ে 'চুবানো'।]
চুম — চুমো।
চুমকি — সোনালী রূপালী রংয়ের ছোট ছোট উজ্জ্বল চাকতি যাহা পোশাক ইত্যাদিতে বসায়। ছোট ঘটি।
চুমকুড়ি — চুম্বনের মতো শব্দ।
চুমরানো — মিষ্ট কথায় ভোলানো, তোষামোদ করা। গোঁপে পাক দেওয়া। খড় ইত্যাদি সুবিন্যস্ত করা।
চুমরি — যে কোষের ভিতর নারিকেল ফলে।
চুমা — চুম্বন করা, স্পর্শ করা। [ঃ আকাশ 'চুমিয়াছে'।]
চুমা, চুমু — ঠোঁট দিয়া সাদরে স্পর্শ, চুম্বন।
চুমুক — পাত্রে ঠোঁট লাগাইয়া তরল জিনিস খাওয়া। ঐভাবে একবারে যতোখানি খাওয়া যায় সেই পরিমাণ। [ঃ এক 'চুমুক' জল।]
চুমো — ('চুমা' দেখ।)
চুম্বক — লোহা আকর্ষণ করে এমন ইস্পাত। সংক্ষিপ্তসার। [ঃ 'চুম্বকে' বলা।]
চুম্বকন — চুম্বকে পরিণতি।
চুম্বকক্ষেত্র — চুম্বকের চারিদিকে যতোদূর

পর্যন্ত তাহার আকর্ষণশক্তি কাজ করে তাহা।

চুম্বকত্ব — চুম্বকের শক্তি বা গুণ। চুম্বকের অবস্থা।

চুম্বকশলাকা — চুম্বকনির্মিত কাঠি বা দণ্ড।

চুম্বন — ঠোঁট দিয়া স্পর্শ, চুমো। স্পর্শ।

চুম্বিত — চুম্বন করা হইয়াছে এমন। স্পর্শ করা হইয়াছে এমন। [ঃ আকাশ-'চুম্বিত' ধরণী।]

-চুম্বী — স্পর্শকারী এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'আকাশচুম্বী'।]

চুয়া — ধুনা ইত্যাদি চুয়াইয়া প্রস্তুত এক রকম সুগন্ধ নির্যাস। [ঃ 'চুয়া'-চন্দন।]

চুয়াড় — একশ্রেণীর পাহাড়িয়া কৃষক। গোঁয়ার, অসভ্য।

চুয়ানি — যাহা চুয়াইয়া পড়িয়াছে।

চুয়ানো — বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া পড়া বা ঝরানো। চোলাই করা। বিন্দু বিন্দু ঝরিয়াছে বা ঝরানো হইয়াছে এমন। চোলাই করা হইয়াছে এমন।

চুয়ান্ন — ৫৪ সংখ্যা।

চুর — গুঁড়া, চূর্ণ। [ঃ 'লোহাচুর'।]

চুর — নেশায় মত্ত, বুঁদ।

চুরট — ('চুরুট' দেখ।)

চুরমার — ভাঙিয়া বিধ্বস্ত।

চুরানব্বই — ৯৪ সংখ্যা।

চুরাশি, চুরাশী — ৮৪ সংখ্যা।

চুরি — গোপনে লওয়া, অপহরণ।

চুরি-চামারি — চুরি-জুয়াচুরি ইত্যাদি হীন কাজ।

চুরুট — ধূমপানের জন্য তামাকপাতায় পাকানো একরকম বাতি, সিগার।

চুল — কেশ, লোম।

চুলকনা, চুলকনি — খোসপাঁচড়া।

চুলকানি — সুড়সুড় করায় অস্বস্তিবোধ। স্বেচ্ছায় নিজের কষ্টের কারণ ঘটাইবার ইচ্ছা।

চুলকানো — নখ দিয়া ঘসা, কণ্ডূয়ন করা।

চুলচেরা — অতি সূক্ষ্ম। [ঃ 'চুলচেরা' বিচার।]

চুলবুল — চঞ্চলতাপ্রকাশ। [ঃ 'চুলবুল' করা।]

চুলবুলানি, চুলবুলুনি — চাঞ্চল্য, অস্থিরতা।

চুলবুলে — চঞ্চল, অস্থির, চপল।

চুলা — চুল্লী, উনান। চিতা।

চুলাচুলি — পরস্পরের চুল ধরিয়া টানাটানি, ঝগড়া, কলহ।

চুলো — ('চুলা' দেখ।) **চুলোচুলি** — 'চুলাচুলি' দেখ।)

চুল্লি, চুল্লী — চুলো, উনান।

চুষা — ঠোঁট দিয়া শোষণ করা। শোষণ করা।

চুষি, চুষিকাঠি — শিশুর চুষিবার উপযোগী খেলনা, রবারের তৈয়ারী বোঁটা।

চুসা, চুসি, চুসিকাঠি — ('চুষা,' 'চুষি' ও 'চুষিকাঠি' দেখ।)

চূড়া — মুকুট। পর্বতের শিখর। মন্দির ইত্যাদির শীর্ষদেশ। চুলের ঝুঁটি।

চূড়াকরণ — মস্তকমুণ্ডন সংস্কার বিশেষ।

চূড়ান্ত — চরম। চরম অবস্থা, শেষ সীমা, পরাকাষ্ঠা।

চূড়ামণি — মুকুটমণি। শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ।

চূড়ামণি যোগ — হিন্দুদের একরকম শুভ যোগ (রবিবারে সূর্যগ্রহণ এবং সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে এই যোগ হয়)।

চূত — আম।

চূর্ণ — গুঁড়া। বিনষ্ট, দূরীভূত। [ঃ 'দর্পচূর্ণ'।]

চূর্ণকুন্তল — কানের পাশের ও কপালের উপরের ছোট কোঁকড়া চুল।

চূর্ণন — গুঁড়া করণ। **চূর্ণা** — (পদ্যে) বিনষ্ট করা। [ঃ 'চূর্ণিল'।]
চূর্ণিত — গুঁড়া করা হইয়াছে এমন। বিনষ্ট বা দূরীভূত হইয়াছে এমন।
চূর্ণীকৃত — গুঁড়া করা হইয়াছে এমন।
চূষণীয়, চূষ্য — চুষিবার উপযুক্ত।
চূষিত — যাহা চোষা হইয়াছে।
চেং — একরকম শোলজাতীয় ছোট মাছ।
চেংড়া — ছোকরা। চপল অপরিণতবুদ্ধি বালক।
চেংড়ামি — চেংড়ার মতো কাজ বা আচরণ।
চেংদোলা — হাত-পা ধরিয়া তুলিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে বহন। [ঃ 'চেংদোলা' করা।]
চেংমুড়ি — মৃতদেহকে আপাদমস্তক কাপড়ে জড়াইয়া বাঁধা। শব, মড়া। গালি-বিশেষ। [ঃ "কানী 'চেংমুড়ি'"।]
চেক — চৌকো দাগ। চৌকো-চৌকো দাগ কাটা আছে এমন। [ঃ 'চেক' চাদর।]
চেক — টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্কের প্রতি আদেশপত্র। **চেক কাটা** — ঐরূপ আদেশ-পত্র দেওয়া। **চেকবই, চেকবহি** — ঐরূপ অনেকগুলি আদেশপত্র একত্র গ্রথিত খাতা। রসিদ বই। **চেকমুড়ি** — চেক কাটিবার বা রসিদ দেওয়ার পর চেকের যে অংশ থাকে।
চেক করা — সংযত করা। [ঃ নিজেকে 'চেক' করা।] পরীক্ষা করা, মিলাইয়া দেখা। [ঃ টিকিট 'চেক' করা।]
চেকনাই — ('চিকনাই' দেখ।)
চেকার — টিকিট ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া বা মিলাইয়া দেখিবার লোক। [ঃ গাড়ির 'চেকার'।]
চেঙ, চেঙ্গ — ('চেং' দেখ।)
চেঙড়া — ('চেংড়া' দেখ।)
চেঙড়ামি — ('চেংড়ামি' দেখ।)
চেঙারি, চেঙ্গারি — ('চাঙ্গারি' দেখ।)
চেঁচানি — চিৎকার।
চেঁচানো — চিৎকার করা।
চেঁচামেচি — চিৎকার ও গণ্ডগোল।
চেটাই — ('চাটাই' দেখ।)
চেটী — অন্তঃপুররক্ষিণী। দাসী।
চেটো — করতল বা পদতল, তেলো।
চেড়ী — ('চেটী' দেখ।)
চেতন, চেতনা — চৈতন্য, চেতনা, সংজ্ঞা।
চেতা — চেতনা পাওয়া। সচেতন হওয়া, সতর্ক হওয়া।
চেতানো — চেতনা আনা। সচেতন বা সতর্ক করা।
চেন — শিকল।
চেনা — পরিচয় থাকা। [ঃ তাঁহাকে 'চিনি'।] দেখিয়া পরিচিত বলিয়া বোঝা। [ঃ 'চিনতে' পারেন?] চিহ্ন বা লক্ষণ দেখিয়া বোঝা। পরিচিত, জানা। [ঃ 'চেনা' লোক।]
চেনানো — ('চিনানো' দেখ।)
চেপটা, চেপ্টা, চ্যাপটা — চওড়া অথচ উঁচু নয়, থেবড়া।
চেপটানো — চেপটা করা। চেপটা করা হইয়াছে এমন।
চেয় — চয়ন করার যোগ্য।
চেয়ার — ঠেস দিয়া বসিবার উচ্চ আসন, কেদারা, কুর্সি।
চেয়ারম্যান — সভাপতি।
চেয়ে — অপেক্ষা, চাইতে।
চেয়ে — চাহিয়া।
চেরা — ফাড়া, লম্বালম্বি কাটা। [ঃ কাঠ 'চেরা'; পটোল 'চেরা'।] লম্বালম্বিভাবে কাটা বা ফাড়া হইয়াছে এমন।
চেরাগ — ('চিরাগ' দেখ।)
চেরানো — ('চিরানো' দেখ।)
চেলা — শিষ্য। আদেশপালনকারী সঙ্গী।

চেলা — একরকম ছোট মাছ।
চেলা — কুড়ুল দিয়া ফাড়া হইয়াছে এমন।
চেলানো — কুড়ুল দিয়া ফাড়ানো।
চেলী — পট্টবস্ত্র। বিবাহ ইত্যাদির সময়ে পরিবার উপযোগী একরকম রেশমী কাপড়।
চেষ্টমান — চেষ্টা করিতেছে এমন, সচেষ্ট।
চেষ্টা — কোনও কাজে সফল হইবার জন্য যত্ন ও শ্রম।
চেষ্টিত — সচেষ্ট, যত্নবান।
চেহারা — মূর্তি, বপু। শারীরিক গঠন।
চৈ-চৈ — হাঁস ইত্যাদিকে খাবার দিবার উদ্দেশ্যে ডাক।
চৈত — চৈত্রমাস।
চৈতন — টিকি।
চৈতন্য — চেতনা, সংজ্ঞা। জ্ঞান।
চৈতন্যদেব — বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম বিখ্যাত প্রচারক।
চৈতালী, চৈতী — চৈত্রমাস সংক্রান্ত, চৈত্র মাসের। [ঃ 'চৈতী' হাওয়া।]
চৈত্তিক — চিত্তসংক্রান্ত।
চৈত্য — বৌদ্ধমঠ। যেখানে চিতাভস্ম অস্থি ইত্যাদি রক্ষিত হয় এমন মন্দির। বেদী।
চৈত্র — বাংলা সনের শেষ মাস।
চৈত্রী — চৈতী, চৈতালী।
চৈনিক — চীন দেশীয়। [ঃ 'চৈনিক' সভ্যতা।]
চোঁ — দ্রুতগতি সূচক অনুকার।
চোক — চার পণ, সিকি কাহন।
চোকলা — কাঠ ইত্যাদির লম্বা টুকরা। খোসা।
চোকা, চোকানো — ('চুকা', 'চুকানো' দেখ।)
চোখ — যে অঙ্গ দিয়া দেখা যায়, চক্ষু। চোখের মতো চিহ্ন বা দাগ। আখ আনারস ইত্যাদির গায়ের পত্রকোরক। **চোখ-ওঠা** — চোখের একরকম রোগ হওয়া, চোখ ফোলা। **চোখের চামড়া না থাকা** — নির্লজ্জ হওয়া। **চোখ টাটানো** — ঈর্ষা হওয়া। **চোখ টেপা, চোখ ঠারা** — চোখ নাড়িয়া ইশারা করা। **চোখের পর্দা না থাকা** — নির্লজ্জ হওয়া। **চোখ ফোটা** — পশুপক্ষীর বাচ্চার চোখের পাতা পৃথক হইবার ফলে দৃষ্টিশক্তি পাওয়া। বুদ্ধি হওয়া, প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। **চোখের বালি** — যাহাকে দেখিলে বিরক্তি হয়, চক্ষুশূল। **চোখ মারা** — চোখের দ্বারা অশ্লীল ইঙ্গিত করা। **চোখ রাখা** — সজাগ সতর্ক থাকা, নজর রাখা। **চোখ রাঙানো** — ধমক দেওয়া।
চোখখাকী, চোখখাগী — (গালিতে) দৃষ্টি-হীনা, অন্ধ স্ত্রীলোক। [ঃ 'চোখখাকী' পোড়ামুখী।]
চোখ-গেল — একরকম পাখি যাহার ডাক শুনিয়া মনে হয় যেন 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' বলিয়া চিৎকার করিতেছে।
চোখ-রাঙানি — ধমক, শাসন।
চোখা — তীক্ষ্ণ, ধারালো। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন।
চোখানো — শাণ দেওয়া, তীক্ষ্ণ করা।
চোখালো — তীক্ষ্ণস্বাদযুক্ত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন।
চোখোচোখি — একের দৃষ্টির সহিত অপরের দৃষ্টির মিলন। [ঃ দুজনের 'চোখোচোখি' হোলো।]
চোগা — একরকম লম্বা বুকখোলা ঢিলা জামা।
চোঙ, চোঙা, চোঙ্গা — নল।
চোঁচ — বাঁশ ইত্যাদির সরু কাটার মতো রোঁয়া। আঁশ, ছিলড়া।
চোঁচা — অতিবেগে সোজা। [ঃ 'চোঁচা' দৌড়।]
চোঁ-চোঁ — জল শুষিবার বা দ্রুত পান

করিবার শব্দের অনুকার।

চোট — আঘাত। [ঃ 'চোট' লাগা।] সবল প্রয়োগ, শক্তি। [ঃ কথার 'চোটে'; ঃ মন্ত্রের 'চোটে'।] দফা, বার। [ঃ এক 'চোট' বকুনি।]

চোটপাট - কড়া কড়া কথা, কড়া জবাব। [ঃ 'চোটপাট' করা।]

চোটা — দৈনিক বা সাপ্তাহিক হিসাবে অত্যন্ত বেশী (সুদ)। [ঃ 'চোটা' সুদের কারবার।]

চোটানো — চোট লাগানো, কোপানো, কোদলানো।

চোট্টা — চোর। প্রতারক।

চোড় — দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন রাজবংশ ও রাজ্য, চোল।

চোত — চৈত্র। [ঃ 'চোত' মাস।]

চোতা, চোঁতা — বাজে, ওঁচা। অপ্রয়োজনীয়।

চোদ্দ — ('চৌদ্দ' দেখ।)

চোনা — গোমূত্র।

চোপ — কোপ। [ঃ 'চোপ' দেওয়া।]

চোপ — চুপ করিবার জন্য ধমক।

চোপরও — চুপ্, নিশ্চুপ হও (হুকুম বা ধমকসূচক অর্থে)।

চোবদার — আসাসোঁটাবহনকারী।

চোপসা — রস বা বাতাস বাহির হইয়া গেলে যেমন হয়, তোবড়া, বসা।

চোপসানো — চোপসা করা বা হওয়া। চোপসা হইয়াছে এমন।

চোপরা, চোপা — কড়া জবাব, উদ্ধত উক্তি। [ঃ 'চোপা' করা।] মুখ। [ঃ 'চোপা' নাড়া।]

চোবানো — ('চুবানো' দেখ।)

চোবে — চতুর্বেদী, ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

চোয়ানো — ('চুয়ানো' দেখ।)

চোঁয়া — অল্প পোড়া। [ঃ 'চোঁয়া' মুড়ি।]

চোঁয়া ঢেকুর — বদহজমের ফলে ঢেকুর।

চোয়াড় — ('চুয়াড়' দেখ।)

চোঁয়ানো — অল্প পোড়ানো।

চোয়াল — মুখের ভিতরের যে অংশে দাঁত থাকে, গালের হাড়।

চোর — যে চুরি করে, তস্কর।

চোরকাঁটা — একরকম ঘাস যাহার ফুলের শুঁয়া কাপড়ে আটকাইয়া যায়, ভাঁটুই।

চোরকুঠরি — ('চোরাকুঠরি' দেখ।)

চোরছ্যাঁচড় — চোর জুয়াচোর মিথ্যাবাদী নির্লজ্জ ব্যক্তি।

চোরনী — স্ত্রী চোর।

চোরা — চোর। গুপ্ত, গোপন। [ঃ 'চোরা' পথ।] সংকীর্ণ। [ঃ 'চোরা' গলি।] নির্ভরের অযোগ্য। [ঃ 'চোরা' বালি।]

চোরাই - যাহা চুরি করা হইয়াছে, অপহৃত। [ঃ 'চোরাই' মাল।]

চোরাগলি — সরু অন্ধকার গলি।

চোরাপাহাড় — সমুদ্রের তলাকার ডুবো পাহাড়।

চোরাবালি — যে বালুরাশির উপর দিয়া চলিবার সময়ে হঠাৎ বালি সরিয়া যায় এবং ফলে জীবজন্তুর মৃত্যু ঘটে, বিপজ্জনক ও নির্ভরের অযোগ্য বালুকা-রাশি।

চোরিত — অপহৃত।

চোল — দক্ষিণ ভারতের একটি বিখ্যাত প্রাচীন রাজ্য ও রাজবংশ।

চোল — কাঁচুলি। ঘাগরা।

চোলাই — চোয়ানো। [ঃ 'চোলাই' মদ।]

চোষ-কাগজ — কালি চুষিয়া লয় এমন কাগজ, ব্লটিং পেপার।

চোষণ — চোষা, শোষণ।

চোষা — রস টানিয়া লওয়া শোষণ করা। শোষিত।

চোস্ত — সমতল। পারদর্শী, নিপুণ।

চৌ- — 'চার' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'চৌতলা'।]

চৌকশ, চৌকস — চারকোনা জায়গা, চতুষ্ক। যাহার সকল বিষয়ে পারদর্শিতা আছে।

চৌকা — চারকোনা, চতুষ্ক। চারকোঁটা-যুক্ত তাস।

চৌকাঠ — দরজার কাঠামো যাহাতে কপাটের পাল্লা আটকানো থাকে।

চৌকি — চারকোনা অল্প-উঁচু কাঠের তৈয়ারী আসন। তক্তাপোশ।

চৌকি — পাহারা। [ঃ 'চৌকি' দেওয়া।] পাহারাওয়ালার ঘাঁটি বা এলাকা।

চৌকিদার — পাহারাদার। সরকারী পাহারাদার।

চৌকিদারি — চৌকিদারের কাজ।

চৌকিদারী — চৌকিদার সংক্রান্ত। [ঃ 'চৌকিদারী' ট্যাক্স।]

চৌকো — ('চৌকা' দেখ।)

চৌকোনা — চারি কোণ আছে এমন।

চৌখুপি — চৌকো খোপ।

চৌখুপী — চৌকো খোপ আছে এমন। [ঃ 'চৌখুপী' চাদর।]

চৌগুণ — চারগুণ, চতুর্গুণ।

চৌগোঁপ্পা — যে দাড়ি দুই ভাগে ভাগ করিয়া উপরের দিকে তুলিয়া দুই পাশে গোঁফের সহিত মিলিত করা হয়।

চৌঘুড়ি — চার ঘোড়ায় টানে এমন গাড়ি।

চৌচাকলা — চার ভাগে বিদীর্ণ।

চৌচালা — চার চাল আছে এমন ঘর।

চৌচির — ফাটিয়া ছিঁড়িয়া বহু খণ্ডে বিভক্ত।

চৌঠা, চৌঠো — মাসের চার তারিখ।

চৌতলা — চারতলা।

চৌতাল — সংগীতের একরকম তাল।

চৌত্রিশ — ৩৪ সংখ্যা।

চৌথ — প্রজার উৎপন্ন দ্রব্যের চার ভাগের এক ভাগ। রাজস্বের চার ভাগের এক ভাগ।

চৌদিক — চারিদিক।

চৌদোল, চৌদোলা — একরকম পালকি।

চৌদ্দ — দশের পরবর্তী চতুর্থ সংখ্যা, ১৪।

চৌদ্দই — মাসের চৌদ্দ তারিখ।

চৌধুরী — গ্রাম অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি। উপাধি বিশেষ। স্ত্রী. — **চৌধুরানী**।

চৌপট — সমতল।

চৌপথ — রাস্তার চৌমাথা।

চৌপদী — একরকম বাংলা ছন্দ, চার চরণ-বিশিষ্ট পদ্য।

চৌপর — চার প্রহর, সারা দিন বা সারা রাত্রি।

চৌপল — চার পল আছে এমন। [ঃ 'চৌপল' বোতল।]

চৌপাড়ি — চতুষ্পাঠী, টোল।

চৌপায়া — চারটি পায়া আছে এমন।

চৌবাচ্চা — জল জমা রাখিবার কুণ্ড।

চৌমাথা — চার রাস্তার মিলনস্থল, চৌরাস্তা।

চৌম্বক — চুম্বক সংক্রান্ত।

চৌর — চোর।

চৌরকার্য — চুরি।

চৌরস — সমতল। চারকোনা।

চৌরাস্তা — যেখানে চারটি রাস্তা মিলিয়াছে।

চৌর্য, চৌর্য্য — চুরি।

চৌষট্টি — ৬৪ সংখ্যা।

চৌহদ্দি — চার দিকের সীমানা, চতুঃসীমা।

চৌহান — বিখ্যাত রাজপুত বংশ।

চ্যবন — জনৈক প্রাচীন ঋষি।

চ্যাংড়া — ('চেংড়া' দেখ।)

চ্যাংড়ামি, চ্যাংড়ামো — ('চেংড়ামি' দেখ।)

চ্যুত — খসিয়া পড়িয়াছে এমন, স্খলিত,

পতিত, ভ্রষ্ট।
চ্যুতি — খসিয়া পড়া, পতন, স্খলন।

ছ

ছ — ('ছয়' দেখ।)
ছই — নৌকা গোরুর গাড়ি ইত্যাদির ছাদ।
ছউই, ছ'উই — মাসের ছ তারিখ।
ছক — দাবা ইত্যাদি খেলার দাগ-কাটা ঘর। নকশা, 'প্যাটার্ন'। অনুসরণ করিবার জন্য ধরাবাঁধা নিয়ম।
ছক-কাটা — রেখা টানিয়া চারকোনা ঘর করা। রেখার দ্বারা চারকোনা ঘরে বিভক্ত।
ছকা — ছক আঁকা, নকশা করা। মোটামুটি হিসাব করা।
ছক্কড় — ছেকড়া গাড়ি, অতি খারাপ ধরণের ঘোড়ার গাড়ি।
ছক্কা — একরকম তরকারি।
ছক্কা — ছ ফোঁটাযুক্ত তাস।
ছচল্লিশ — ৪৬ সংখ্যা।
ছট — অকস্মাৎ দ্রুত ছেদ বা অপসারণ সূচক অনুকার।
ছটকানো — বিক্ষিপ্ত করা ও বিক্ষিপ্ত হওয়া, ছিটকানো। যন্ত্রণায় ছটফট করা।
ছটফট — অস্থিরতা প্রকাশ। [ঃ 'ছটফট' করা।]
ছটফটানি — অস্থিরতা।
ছটফটানো — ছটফট করা।
ছটফটে — চঞ্চল, চপল।
ছটরা — ('ছররা' দেখ।)
ছটা — উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, কিরণ।
ছটাক — এক সেরের ষোল ভাগের এক ভাগ।
ছড় — বেহালা ইত্যাদি বাজাইবার ছড়ি। সিক।
ছড়া — কলা ইত্যাদির গুচ্ছ।
ছড়া — গ্রাম্য সহজ কবিতা।
ছড়া — ছড়ানো বা ছিটানো। [ঃ গোবর 'ছড়া' দেওয়া।]
ছড়া — ঘর্ষণের ফলে গায়ের চামড়া ঈষৎ ছিঁড়িয়া যাওয়া, আঁচড় লাগা।
ছড়াছড়ি — চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকা। অতিপ্রাচুর্য।
ছড়ানো — ছিটানো। বিক্ষিপ্ত করা। বিক্ষিপ্ত। [ঃ 'ছড়ানো' বীজ।]
ছড়ি — সরু লাঠি।
ছড়িদার — পাণ্ডার অনুচর।
ছত্তরি — ছই। মশারি খাটাইবার উপযোগী ফ্রেম।
ছত্র — ছাতা।
ছত্র — এক সারি অক্ষর, লাইন। [ঃ এক 'ছত্র' লিখে দেওয়া।]
ছত্র — ('সত্র' দেখ।)
ছত্রক — ছোট ছাতা, বেঙের ছাতা।
ছত্রখান — চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল।
ছত্রপতি — সম্রাট, প্রধান রাজা। শিবাজীর বিখ্যাত উপাধি।
ছত্রভঙ্গ — দল ভাঙিয়া শৃঙ্খলাহীনভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ সৈন্যদল 'ছত্রভঙ্গ' হওয়া।]
ছত্রাকার — ছাতার মতো। ছত্রখান, বিশৃঙ্খল।
ছত্রিকা — ছোট ছাতা। 'প্যারাসুট'। [ঃ 'ছত্রিকা' বাহিনী।]
ছত্রিশ — ৩৬ সংখ্যা।
ছত্রী — ছত্রধারী। জাতিবিশেষ, খেত্রী।
ছদ — আচ্ছাদন, আবরণ।
ছদ্ম — আত্মগোপনের উপযোগী। [ঃ 'ছদ্ম-নাম'।]
ছদ্মবেশ — আত্মগোপনের উপযোগী পোশাক বা রূপ।
ছদ্মবেশী — ছদ্মবেশধারী।

ছন্দ — ধ্বনির উত্থান-পতনের মিল, ধ্বনির মাত্রা।
ছন্দ — অভিপ্রায়, ইচ্ছা। [ঃ 'স্বচ্ছন্দ'।]
ছন্দক — সিদ্ধার্থের বিখ্যাত সারথি।
ছন্দপতন, ছন্দপাত — ছন্দের গরমিল।
ছন্দবন্ধ — ছন্দের বাঁধুনি।
ছন্দবন্ধ, ছন্দোবন্ধ — ছন্দের দ্বারা পরস্পর জড়িত।
ছন্ন — বিলুপ্ত, বিনষ্ট। [ঃ 'ছন্নমতি']
ছন্নছাড়া — গৃহহীন, লক্ষ্মীছাড়া।
ছপছপ — জলের উপর কোনও বস্তুর আঘাতের শব্দ।
ছপ্পর — ('ছাপ্পর' দেখ।)
ছবি — আঁকা দৃশ্য মূর্তি ইত্যাদি, চিত্র। হুবহু বর্ণনা। দীপ্তি, শোভা। [ঃ 'মুখচ্ছবি'।]
ছমছম — অস্পষ্ট আতঙ্কবোধ। [ঃ গা 'ছমছম' করা।]
ছয় — ৬ সংখ্যা।
ছয়ই — ('ছউই' দেখ।)
ছয়লাপ — প্লাবিত। পরিপূর্ণ। [ঃ জিনিস-পত্রে ঘর 'ছয়লাপ'।]
ছরকট — বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা। [ঃ কাজের 'ছরকট'।]
ছর্দি — (প্রাচীন কবিতায়) বমি, উদ্গার।
ছররা — ছিটা গুলী, ছটরা।
ছল — ভান, কপটতা, শঠতা। [ঃ 'ছলে' বলে কৌশলে।] ভঙ্গী, সূত্র, উপলক্ষ। [ঃ 'গল্পচ্ছলে'।]
ছলচ্ছল — ঢেউয়ের শব্দ। উচ্ছল।
ছলছল — অশ্রুসিক্ত। [ঃ 'ছলছল' আঁখি।] স্রোতের শব্দ, ঢেউয়ের শব্দ।
ছলন, ছলনা — প্রতারণা, কপটতা, ছল।
ছলা — ভান, ছল। [ঃ 'ছলা'-কলা।]
ছলা — ছলনা করা।
ছলাৎ — হঠাৎ উছলাইয়া পড়ার শব্দ। ঢেউয়ের আঘাতের শব্দ।
ছলিত — প্রতারিত।
ছা — বাচ্চা, শিশু, শাবক।
ছাই — ভস্ম। বাজে জিনিস। কিছুই না। [ঃ করবে 'ছাই'।] অবহেলা সূচক শব্দ।
ছাঁই — পিঠা ইত্যাদির ভিতরের পুর।
ছাউনি — চাঁদোয়া। আবরণ। তাঁবু। সেনা-নিবাস।
ছাওয়া — চাল ইত্যাদি ঢাকা দেওয়া, আবৃত করা। আবৃত, আচ্ছাদিত।
ছাওয়ানো — আচ্ছাদিত করানো, অপরকে দিয়া ছাওয়া। আচ্ছাদিত করা হইয়াছে এমন।
ছাওয়াল — ছেলে, শিশু।
ছাঁকনা, ছাঁকনি — ছাঁকিবার পাত্র।
ছাঁকা — কাপড় বা ঘন জালের মধ্য দিয়া ঝরাইয়া তরল জিনিসকে পরিষ্কার করা। চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলা। ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে এমন। সুনির্বাচিত। খাঁটী।
ছাগ, ছাগল — পাঁঠা।
ছাগলী, ছাগী — পাঁঠী।
ছাঁচ — যাহাতে ঢালিয়া বা চাপিয়া নির্দিষ্ট আকারে কিছু প্রস্তুত করা যায়। ছাঁচে তৈয়ারী জিনিস। [ঃ চিনির 'ছাঁচ'।]
ছাঁচ — চালের শেষ অংশ যাহা ঘরের বাহিরে নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে।
ছাঁচতলা — ছাঁচের নীচের জায়গা।
ছাঁচি কুমড়া — চাল কুমড়া।
ছাঁচি পান — একরকম সুগন্ধ পান।
ছাট — বাতাসের বেগে নিক্ষিপ্ত জলকণা, জলের ঝাপটা। [ঃ বৃষ্টির 'ছাট'।]
ছাঁট — কাটিয়া বাদ দেওয়া অংশ। [ঃ কাগজে 'ছাঁট'।] ছাঁটার কায়দা বা ধরন। [ঃ চুলের 'ছাঁট'।]
ছাঁটা — কাটিয়া বাদ দেওয়া। [ঃ চুল

'ছাঁটা'।] কাড়া।' [ঃ চাল 'ছাঁটা'।] কাটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে বা কাঁড়া হইয়াছে এমন।

ছাঁটাই — কাটিয়া বাদ দেওয়ার কাজ। ছাঁটিবার পারিশ্রমিক। চাকুরি হইতে লোক বাদ দেওয়া। মূল বিষয় হইতে কোনও অংশ বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংশোধন। [ঃ 'ছাঁটাই' প্রস্তাব।]

ছাঁটানো — অপরের দ্বারা ছাঁটা।

ছাড় — ত্যাগ, বাদ। [ঃ 'ছাড়' যাওয়া।] মুক্তি, নিষ্কৃতি, রেহাই। [ঃ 'ছাড়' পাওয়া।] অনুমতি।

ছাড়পত্র — অনুমতিপত্র, হুকুমনামা, 'পাস-পোর্ট'।

ছাড়া — ত্যাগ করা। বাদ দেওয়া। বদল করা। [ঃ কাপড় 'ছাড়া'।] চলিতে সুরু করা, স্থানত্যাগ করা। [ঃ গাড়ি 'ছাড়া'।] রেহাই দেওয়া, মুক্ত করা। জ্বর বন্ধ হওয়া। ফাঁক দেওয়া। [ঃ দুই হাত 'ছেড়ে' গাছ পোতা।] বিচ্যুত হওয়া, ফাঁক হওয়া। [ঃ জোড় 'ছাড়া'।] ভুলিয়া ফেলিয়া যাওয়া। অভ্যাস ত্যাগ করা। [ঃ নেশা 'ছাড়া'।] পরিত্যক্ত। মুক্ত, বন্ধনহীন। ভুলক্রমে ফেলিয়া আসা হইয়াছে এমন। মুক্তি। [ঃ 'ছাড়া' পাওয়া।] ব্যতীত, ভিন্ন। [ঃ ইহা 'ছাড়া'।]

ছাড়াছাড়া — পৃথক পৃথক, মাঝে ফাঁক দিয়া, অসংলগ্ন।

ছাড়াছাড়ি — পরস্পর হইতে পৃথক হওয়া, বিচ্ছেদ।

ছাড়ানো — ত্যাগ করানো। মুক্ত করানো। গাঁট বা বাঁধন খোলা। চাকরি হইতে বিতাড়িত করা। খোসা আঁশ ইত্যাদি তুলিয়া ফেলা। মুক্ত। বন্ধনহীন। খোসা আঁশ ইত্যাদি তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ছাড়ানো' ফল।]

ছাত — ('ছাদ' দেখ।)

ছাতলা — শেওলা, ছাতা। [ঃ 'ছাতলা' পড়া।]

ছাতা — রোদ বৃষ্টি নিবারণের উপযোগী ব্যবহার্য বস্তু, ছত্র।

ছাতা — শেওলা, ছাতলা। [ঃ 'ছাতা' ধরা।] ব্যাঙের ছাতা।

ছাতারে — একরকম চঞ্চল পাখি।

ছাতি — বুক।

ছাতি — ছাতা, ছত্র।

ছাতিম — একরকম গাছ।

ছাতু — ভাজা ছোলা ইত্যাদির গুঁড়া।

ছাতু কোটা — ভাজা যব ছোলা ইত্যাদিকে গুঁড়ানো।

ছাতুখোর — যাহার প্রধান খাদ্য ছাতু; (ব্যঙ্গে) বিহারী, হিন্দুস্থানী।

ছাত্র — শিক্ষার্থী, শিষ্য, পড়ুয়া। স্ত্রী. — **ছাত্রী**।

ছাত্রজীবন — জীবনের স্কুল-কলেজে পড়িবার সময়, ছাত্রাবস্থা।

ছাত্রনিবাস — যেখানে ছাত্ররা থাকে, হস্টেল।

ছাত্রবৃত্তি — যোগ্য ছাত্রকে দেয় সাহায্য, জলপানি। **ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা** — নিম্ন-মাধ্যমিক পরীক্ষা। **ছাত্রবৃত্তি পাস** — নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

ছাত্রাবস্থা — স্কুল-কলেজে পড়িবার সময়, ছাত্রজীবন।

ছাত্রাবাস — ছাত্রদের থাকিবার জায়গা, হস্টেল।

ছাদ — পাকাবাড়ির উপরের সমতল চাল, ছাত। চাল, আচ্ছাদন।

ছাঁদ — গঠন। [ঃ মুখের 'ছাঁদ'।] গঠন-কৌশল, গঠনসৌষ্ঠব, ধরন ভংগী। [ঃ কথার 'ছাঁদ'।]

ছাঁদনদড়ি — দুধ দুহিবার সময় যে দড়ি

দিয়া গোরুর পা বাঁধা হয়।

ছাদনাতলা, ছাঁদনাতলা — যে লতাপাতা-ঘেরা মণ্ডপে বা চাঁদোয়ার নীচে বিবাহ হয়।

ছাঁদা — বেষ্টন করা, বন্ধন করা। [ঃ বাঁধা-'ছাঁদা'।] রচনা করা, পত্তন করা।

ছাঁদা — নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যে খাদ্য বাঁধিয়া লইয়া বাড়ি যায়।

ছানতা — ছাঁকিয়া তুলিবার উপযোগী বহুছিদ্র হাতা, ঝাঁঝরি।

ছানা — বাচ্চা, শাবক।

ছানা — টকমিশ্রিত গরম দুধ হইতে যে ডেলাবাঁধা জিনিস বাহির হয়। **ছানা কাটা** — ছানায় পরিণত হওয়া। **ছানা কাটানো** — ছানায় পরিণত করা।

ছানি — একরকম চোখের রোগ। রোগের ফলে জাত চোখের ভিতরের দৃষ্টিনাশক পর্দা। [ঃ 'ছানি' পড়া; ঃ 'ছানি' কাটানো।]

ছানি — ইঙ্গিত, ইশারা। [ঃ 'হাতছানি'।]

ছানি — গোরুর জাব।

ছানি — পুনরায় গোড়া হইতে মামলার বিচারের জন্য আবেদন।

ছান্দস — ছন্দ সংক্রান্ত। বৈদিক।

ছান্দসিক — ছন্দ সংক্রান্ত তত্ত্বে পণ্ডিত। ছন্দে পারদর্শী।

ছান্দোগ্য — একটি সামবেদীয় উপনিষদের নাম।

ছাপ — চাপ দিবার ফলে দাগ। [ঃ পায়ের 'ছাপ'।] চিহ্ন, দাগ। [ঃ অন্যায়ের 'ছাপ'।]

ছাপর খাট — মশারি খাটাইবার ফ্রেমযুক্ত বড়ো খাট।

ছাপা — লুকানো, গোপন, চাপা।

ছাপা — মুদ্রণ করা। মুদ্রিত। [ঃ 'ছাপা' বই।] মুদ্রণ। [ঃ 'ছাপা' খারাপ।]

ছাপাই — মুদ্রণকার্য। মুদ্রণের জন্য ব্যয়।

ছাপাখানা — যেখানে ছাপানো হয়, 'প্রেস'।

ছাপাছাপি — ঢাকাঢাকি, গোপন। [ঃ 'ছাপাছাপি' নাই।]

ছাপাছাপি — কানায় কানায় ভর্তি, উপ-চাইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে এমন।

ছাপানো — মুদ্রণ করানো।

ছাপানো — সীমা অতিক্রম করা, উপচাইয়া পড়া।

ছাপ্পর — খোলার চাল।

ছাপ্পান্ন — ৫৬ সংখ্যা।

ছাব্বিশ — ২৬ সংখ্যা।

ছাব্বিশে — মাসের ছাব্বিশ তারিখে বা তারিখ।

ছায়া — কোনও অস্বচ্ছ জিনিস আলোক-রশ্মির সম্মুখে পড়িলে আলোকের অভাবে যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়। রৌদ্রের বা আলোকের অভাব। প্রতিবিম্ব। অশরীরী রূপ। পুরাণে বর্ণিতা সূর্য-পত্নী।

ছায়াচিত্র — ফটোগ্রাফ, আলোকচিত্র। সিনেমার ছবি। ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি।

ছায়াচ্ছন্ন — ছায়ায় ঢাকা।

ছায়াছবি — ('ছায়াচিত্র' দেখ।)

ছায়াতরু — যে গাছের তলায় বেশী ছায়া পাওয়া যায়। আশ্রয়দাতা মহানুভব ব্যক্তি।

ছায়াদেহ — অশরীরী মূর্তি।

ছায়াদেহী — প্রেত।

ছায়ানট — একরকম রাগিণী।

ছায়াপথ — সুদূর আকাশে অস্পষ্ট ধোঁয়াটে আলোর পথের মতো যাহা দেখা যায়, বহুদূরস্থ নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ।

ছায়াবাজি — পর্দার উপর ছায়া ফেলিয়া ছায়াছবি প্রদর্শন।

ছায়ামণ্ডপ — চাঁদোয়ায় ঘেরা চত্বর, ছাঁদনা-

তলা।

ছায়ামূর্তি — অশরীরী ছায়াময় রূপ, প্রেত।

ছায়ালোক — ছায়াময় ভুবন। কুয়াশার মতো অস্পষ্ট দৃশ্যমান নক্ষত্রপুঞ্জ। চলচ্চিত্র-জগৎ।

ছার — তুচ্ছ, নগণ্য। দুঃখময়।

ছারখার — উৎসন্ন, ধ্বংস। [ঃ 'ছারখারে' যাওয়া।] বিনষ্ট, বিধ্বস্ত। [ঃ 'ছারখার' হওয়া।]

ছারপোকা — বিছানার একরকম উকুন জাতীয় পোকা।

ছাল — খোসা, আবরণী। ত্বক, চামড়া।

ছালা — থলি, বস্তা।

ছি, ছিছি — নিন্দা ও ধিক্কার সূচক শব্দ।

ছিঁচকা, ছিঁচকে — হুঁকা ইত্যাদির নল পরিষ্কার করিবার শিক বা কাঠি। **ছিঁচকে চোর** — (ছিঁচকের মতো) ছোটখাটো জিনিস চুরি করে এমন চোর।

ছিঁচকাঁদুনে — ছোটখাটো বিষয় লইয়া কাঁদে এমন। স্ত্রী. — **ছিঁচকাঁদুনী**।

ছিঁচকে চোর — ('ছিঁচকা' দেখ।)

ছিট — পাগলাটে ভাব, বাতিক।

ছিট — নকশার ছাপযুক্ত কাপড়।

ছিটকানো — নিক্ষিপ্ত হওয়া, ঠিকরাইয়া পড়া।

ছিটকানি — জানলা-দরজা আটকাইবার ছোট খিল।

ছিটা — নিক্ষিপ্ত বিন্দু। [ঃ জলের 'ছিটা' দেওয়া।]

ছিটাগুলী — বন্দুকের ছোট গুলী, ছব্‌রা।

ছিটানো — তরল জিনিস ছড়ানো। জল ইত্যাদির ঝাপটা দেওয়া।

ছিটাফোঁটা — বিন্দুমাত্র, সামান্য। (ব্যঙ্গার্থে) তিলক।

ছিটাবেড়া — মাটির প্রলেপ-দেওয়া কঞ্চি বা বাখারির বেড়া।

ছিটে — ('ছিটা' দেখ।)

ছিঁড়া — ছিন্ন করা, ফাড়া। [ঃ কাপড় 'ছিঁড়া'।] উৎপাটিত করা। [ঃ চুল 'ছিঁড়া'।] দুধের বিভিন্ন উপাদান পৃথক হওয়া। [ঃ দুধ 'ছিঁড়া'।] ছিন্ন হওয়া। [ঃ তার 'ছিঁড়া'।]

ছিদ্র — ছেঁদা, ফুটা, ছোট ফাঁক। দোষ, ত্রুটি, অন্যায়। [ঃ 'ছিদ্র' অন্বেষণ।]

ছিদ্রান্বেষণ — অপরের ত্রুটি বাহির করিবার চেষ্টা।

ছিদ্রান্বেষী — যে অপরের দোষ বাহির করিতে চেষ্টা করে।

ছিনানো — কাড়িয়া লওয়া।

ছিনাল — অসতী, কুলটা।

ছিনালি — কুলটার মতো আচরণ।

ছিনিমিনি — জলের উপর দিয়া খোলামকুচি চালাইবার একরকম খেলা। অপব্যয়।

ছিনে — ছোট, সরু, শীর্ণ।

ছিনে জোঁক — ছোট জোঁক যাহা কামড়াইলে সহজে ছাড়িতে চায় না। (ব্যঙ্গে) নাছোড়বান্দা।

ছিন্ন — ছেঁড়া বা কাটা হইয়াছে এমন।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন — ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা। ক্ষতবিক্ষত।

ছিন্নভিন্ন — ছিঁড়িয়া পৃথক, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, লণ্ডভণ্ড, বিনষ্ট।

ছিন্নমস্তা — দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা, দুর্গার এক রূপ যাহাতে দেবী নিজের মাথা কাটিয়া রক্তপান করিতেছেন।

ছিন্নমূল — যাহার শিকড় ছিন্ন করা হইয়াছে, উৎপাটিত।

ছিপ — সুতা ও বঁড়শি বাঁধা সরু হালকা বাঁশ।

ছিপ — দ্রুতগামী সরু নৌকা।

ছিপছিপে — লম্বা ও পাতলা। [ঃ 'ছিপ-ছিপে' গড়ন।]
ছিপি — শিশি বোতল ইত্যাদির মুখ বন্ধ করিবার গুঁজি বা চাপা।
ছিবড়া, ছিবড়ে — মোটা আঁশ। [ঃ নারিকেলের 'ছিবড়া'।]
ছিমছাম — পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বেশভূষায় পরিপাটী।
ছিয়াত্তর — ৭৬ সংখ্যা।
ছিয়ানব্বই — ৯৬ সংখ্যা।
ছিয়াশি, ছিয়াশী — ৮৬ সংখ্যা।
ছিরি — (ব্যঙ্গে) শোভা, সৌন্দর্য, শ্রী। [ঃ মুখের কী 'ছিরি'!]
ছিলকা — সরু ছাল, খোসা।
ছিলা — ধনুকের গুণ, জ্যা। কাপড়ের শেষে ঝালরের মতো সুতা।
ছিলিম — তামাক খাইবার কলিকা।
ছুকরী — নবযুবতী, ছুঁড়ী, কিশোরী। পুং. — **ছোকরা**।
ছুঁচ — সেলাই করিবার কাঁটা, সূচ।
ছুঁচলো — ছুঁচের মতো সরু মুখ আছে এমন।
ছুঁচা — একরকম দুর্গন্ধ ইঁদুরজাতীয় প্রাণী।
ছুঁচানো — ('ছোঁচানো' দেখ।)
ছুঁচালো — ('ছুঁচলো' দেখ।)
ছুঁচিবাই — ('শুচিবাই' দেখ।)
ছুঁচো — ('ছুঁচা' দেখ।)
ছুছুন্দরী — (স্ত্রী) ছুঁচো।
ছুট — দৌড়। [ঃ এক 'ছুটে' যাওয়া।]
ছুট — বাদ। [ঃ 'ছুট' যাওয়া।]
ছুট — অতিরিক্ত অংশ, অপ্রয়োজনীয় অংশ। [ঃ 'ছুট' বাদ দেওয়া।]
ছুটকী — বাড়ির ছোট বউ।
ছুটকো — যাহা ছটকাইয়া আসিয়াছে, দলভ্রষ্ট। অপ্রত্যাশিত, উটকো।
ছুটকো-ছাটকা — ছোটখাটো, বাজে। [ঃ 'ছুটকো-ছাটকা' কাজ।]
ছুটা — অত্যন্ত বেগে চলা, দৌড়া। হাত ফসকাইয়া যাওয়ার ফলে নিক্ষিপ্ত হওয়া। হঠাৎ দূর হওয়া, ভাঙা। [ঃ ঘুম 'ছুটলো'; ঃ নেশা 'ছুটলো'।] সবেগে নির্গত হওয়া। [ঃ ফিনকি দিয়ে রক্ত 'ছুটলো'।]
ছুটাছুটি — দৌড়াদৌড়ি। নানাস্থানে বা বহুবার যাতায়াত।
ছুটানো — দৌড়ানো, সবেগে চালানো। সবেগে নির্গত করা। দূর করা, ভাঙাইয়া দেওয়া। [ঃ নেশা 'ছুটানো'।]
ছুটি — কাজের শেষে অবকাশ। পরব উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য কাজ বন্ধ থাকা। কাজ বা চাকরি হইতে কিছুদিনের জন্য অবকাশগ্রহণ।
ছুঁড়া — নিক্ষেপ করা। দাগা। [ঃ বন্দুক 'ছুঁড়া'।]
ছুঁড়ী — বালিকা, নবযুবতী, কিশোরী, ছুকরী।
ছুত — ছুঁইলে অশুচি হয় এই বোধ।
ছুতমার্গ — স্পর্শ বাঁচাইয়া শুচি থাকিবার গোঁড়ামি।
ছুতা — ছল, অছিলা, মিথ্যা কারণ।
ছুতার — কাঠের মিস্ত্রী। স্ত্রী. — **ছুতারনী**।
ছুতো — ('ছুতা' দেখ।)
ছুতোর — ('ছুতার' দেখ।)
ছুঁয়া — ('ছোঁয়া' দেখ।)
ছুরি, ছুরিকা, ছুরী — কাটিবার ছোট অস্ত্র, চাকু।
ছুলা — চাঁচা।
ছুলি — একরকম চর্মরোগ।
ছেকড়া — ছক্কড়, নিকৃষ্ট ঘোড়ার গাড়ি।
ছেঁকা — গরম জিনিসের ছোঁয়া দিয়া

পোড়ানো। [ঃ 'ছেঁকা' দেওয়া।]

ছেঁচকি — তেলে ভাজিয়া অল্প জলে সিদ্ধ তরকারি।

ছেঁচড় — দুষ্ট ও নির্লজ্জ লোক। [ঃ চোর-'ছেঁচড়'।]

ছেঁচড়া — দুষ্ট ও নির্লজ্জ।

ছেঁচড়া — তেল দিয়া মাছের কাঁটা শাক ও অন্যান্য আনাজ দিয়া রাঁধা ব্যঞ্জন।

ছেঁচড়ামি — ছেঁচড়ের মতো কাজ বা আচরণ।

ছেঁচা — থেঁতলানো, আঘাত দিয়া পিষ্ট করা। পিষ্ট, থেঁতলানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'ছেঁচা' বাঁশ।]

ছেঁচা — জল তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া, সেচন করা। [ঃ পুকুর 'ছেঁচা'।]

ছেঁড়া -- ('ছিঁড়া' দেখ।) ছিন্ন, ফাড়া হইয়াছে এমন, ছিঁড়িয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'ছেঁড়া' কাপড়; ঃ 'ছেঁড়া' সুতা।]

ছেঁড়াছিঁড়ি — বার বার ছেঁড়া।

ছেদ — ছেদন, কর্তন, কাটা। [ঃ 'শিরশ্ছেদ'।] বিরাম, ফাঁক। বাক্যের শেষে ও মধ্যে বিরামচিহ্ন, দাঁড়ি কমা ইত্যাদি।

ছেদক — যে কাটে। বৃত্তের পরিধির যে কোনও দুইটি বিন্দুকে সংযুক্ত করে এমন সরল রেখা।

ছেদন — কাটা, কর্তন করা।

ছেদনী — ছেনি।

ছেদনীয় — কাটার যোগ্য।

ছেঁদা — ছিদ্র, ফুটো। ছিদ্র আছে এমন।

ছেঁদো — বানানো, কপট, মিথ্যা। [ঃ 'ছেঁদো' কথা।]

ছেদ্য — ছেদনীয়, কাটার যোগ্য।

ছেনাল — ('ছিনাল' দেখ।)

ছেনালি — ('ছিনালি' দেখ।)

ছেনি — ধাতু কাটিবার অস্ত্র।

ছেপ — থুতু।

ছেবলা — চপলস্বভাব, দায়িত্ববোধহীন, বাচাল।

ছেবলামি, ছেবলামো — ছেবলার মতো আচরণ।

ছেলে — বালক। পুত্র। শিশু। মানুষ। [ঃ মেয়ে-'ছেলে'; ঃ পুরুষ-'ছেলে'।]

ছেলেখেলা — শিশুদের খেলা। দায়িত্ব-বোধহীন কাজ। অত্যন্ত সহজ কাজ।

ছেলেধরা — যে ব্যক্তি ছেলে চুরি করে। শিশুকে ভয় দেখাইবার জন্য কাল্পনিক ভয়ংকর জীব।

ছেলেপিলে, ছেলেপুলে — ছোট ছেলে-মেয়ে। পুত্রকন্যা।

ছেলেবেলা -- বাল্যকাল।

ছেলেমানুষ — অল্পবয়স্ক।

ছেলেমানুষি — ছেলেমানুষের মতো কাজ বা বুদ্ধি।

ছেলেমানুষী — ছেলেমানুষের মতো। [ঃ 'ছেলেমানুষী' কথা।]

ছেলেমি, ছেলেমো -- ছেলেমানুষি।

ছৈ — ('ছই' দেখ।)

ছোঁ — ছিনাইয়া লইবার জন্য ঠোঁট নখ ইত্যাদি দিয়া হঠাৎ আক্রমণ। [ঃ 'ছোঁ' মারা।]

ছোঁকছোঁক — লোভপ্রকাশ। [ঃ খাবার জন্য 'ছোঁকছোঁক' করা।]

ছোঁচানো — মলত্যাগের পর শৌচ করা বা কচানো।

ছোকরা — বালক, ছোঁড়া। কিশোর, নব-যুবক।

ছোঁকা — তরকারি, ছক্কা, ছেঁচকি।

ছোট — ক্ষুদ্র, বড় নয়। [ঃ 'ছোট' গাছ।] কনিষ্ঠ। [ঃ 'ছোট' ভাই।] অল্পবয়স্ক। [ঃ 'ছোট' ছেলেমেয়ে।] নীচ, অনুদার, সংকীর্ণ। [ঃ 'ছোট' মন।] অপেক্ষাকৃত

নিম্নতন। [ঃ 'ছোট' সাহেব।]

ছোটখাটো — চেহারায় বা আয়তনে ছোট। সংক্ষিপ্ত।

ছোটলোক — নীচজাতীয় লোক। নীচ প্রকৃতির লোক।

ছোটা — বাঁধিবার উপযোগী দড়ির মতো বলার বাসনা ইত্যাদির তন্তু।

ছোটা — ('ছুটা' দেখ।)

ছোটো — ('ছোট' দেখ।)

ছোট্ট — খুব ছোট, বেশ ছোট।

ছোড়- — ছোট। [ঃ ছোড়দা।]

ছোঁড়া — ('ছুঁড়া' দেখ।)

ছোড়া — ছোকরা। বালক। কিশোর।

ছোপ — রঙিন দাগ।

ছোপানো — রং করা। রং করা হইয়াছে এমন।

ছোবড়া — মোটা আঁশ, ছিবড়া।

ছোবল — দাঁত দিয়া সজোরে সহসা আক্রমণ, দংশন। [সাপের 'ছোবল'।]

ছোবলানো — ছোবল মারা।

ছোঁয়া — স্পর্শ করা। স্পর্শ।

ছোঁয়াচ — অনিষ্টকর বা অশুচিকর স্পর্শ।

ছোঁয়াচে — ছোঁয়ার ফলে হয় এমন (রোগ)।

ছোঁয়াছুঁয়ি — বার বার ছোঁয়া। পরস্পর ছোঁয়া। অশুচি স্পর্শ।

ছোরা — বড় ছুরি।

ছোলা — একরকম শস্য, বুট, চানা।

ছোলা — চাঁচা। চাঁচিবার উপযোগী জিনিস। [ঃ জিব 'ছোলা'।]

ছ্যা — ('ছি' দেখ।)

ছ্যাঁক — উত্তপ্ত জিনিসের সঙ্গে ঠান্ডা জিনিসের সংস্পর্শের ফলে শব্দ বা অনুভূতি।

ছ্যাকড়া — ('ছেকড়া' দেখ।)

ছ্যাঁচড়, ছ্যাঁচড়া, ছ্যাঁচড়ামি — ('ছেঁচড়', 'ছেঁচড়া' ও 'ছেঁচড়ামি' দেখ।)

ছ্যাতলা — শেওলা, ছাতা।

ছ্যাবলা, ছ্যাবলামি, ছ্যাবলামো — ('ছেবলা', 'ছেবলামি' ও 'ছেবলামো' দেখ।)

জ

জ — সিকি ইঞ্চি, যব। [ঃ এক 'জ'।]

-জ — [illegible] অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত [illegible]। [ঃ 'জলজ'।]

জই — [illegible] একরকম শস্য, 'ওট্'।

জউ — [illegible], জতু।

জং — [illegible] মরিচা। [ঃ 'জং' ধরা।]

জংলা — [illegible] জাত, বন্য।

জংলী — [illegible]। অসভ্য।

জক — [illegible], গাড্ডু।

জখম — আহত। আঘাত। [ঃ খুন-জখম।]

জখমী — জখম সংক্রান্ত। [ঃ জখমী মামলা।]

জগজন, জগজ্জন — দুনিয়ার লোক।

জগজ্জননী — বিশ্বমাতা, জগতের সৃজনকারিণী।

জগজ্জয়ী — পৃথিবীজয়ী বিশ্বজয়ী।

জগঝম্প — ঢাকজাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র।

জগৎ — বিশ্ব, ভুবন। পৃথিবী।

জগদম্বা — জগজ্জননী, ভগবতী দুর্গা।

জগদীশ, জগদীশ্বর — ভগবান, পরমেশ্বর।

জগদীশ্বরী — ভগবতী, দুর্গা, পরমেশ্বরী।

জগদ্‌গুরু — জগতের শিক্ষাদাতা। ঈশ্বর।

জগদ্দল — (জগৎ দলনকারী) অত্যন্ত ভারী। [ঃ 'জগদ্দল' পাথর।]

জগদ্ধাত্রী — জগতের পালনকর্ত্রী। দুর্গার এক রূপ।

জগদ্‌বন্ধু — জগতের বন্ধু। জগন্নাথদেব, ভগবান।

জগদ্‌বিখ্যাত — সমস্ত পৃথিবীতে

পরিচিত, পৃথিবীময় বিখ্যাত।

জগদ্ব্যাপী — ভুবনময়, বিশ্বময়। পৃথিবীময়।

জগন্নাথ — জগতের ঈশ্বর, বিশ্বপতি। পুরীর বিখ্যাত দেবমূর্তি।

জগন্নাথক্ষেত্র — পুরীধাম, শ্রীক্ষেত্র।

জগন্ময় — জগদ্ব্যাপী, বিশ্বময়। স্ত্রী.— **জগন্ময়ী**।

জগন্মাতা — বিশ্বজননী।

জগন্মোহন — ভুবনমোহন। পুরীর বিখ্যাত নাটমন্দির।

জগবন্ধু — ('জগদ্বন্ধু' দেখ।)

জগমোহন — ('জগন্মোহন' দেখ।)

জগাখিচুড়ি — নানা রকমের শাকসবজি দিয়া রাঁধা খিচুড়ি। বহু বিসদৃশ বস্তুর বা বিষয়ের একত্র মিশ্রণ ও সমাবেশ।

জঘন — দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থান ও নিতম্ব।

জঘন্য — কদর্য, ঘৃণ্য, নীচ।

জঙ্গম — গতিশীল, অস্থাবর। [ঃ স্থাবর-'জঙ্গম'।]

জঙ্গল — ঝোপঝাড়ে পূর্ণ স্থান, বন।

জঙ্গী — সামরিক। [ঃ 'জঙ্গী' বিমান।]

জঙ্গীলাট — ভারতের প্রধান সেনাপতি।

জঙ্গুলে — জংলা, বন্য।

জঙ্ঘা — হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত অংশ, জাং।

জজ — বিচারপতি।

জজিয়তি — জজের কাজ বা পদ।

জঞ্জাল — আবর্জনা। বাজে অপ্রয়োজনীয় বস্তু বা বিষয়। ঝঞ্ঝাট, উৎপাত।

জট — জড়ানো ও গাঁট-লাগানো অবস্থা। জড়ানো ও গাঁট-লাগানো চুল, জটা। গাছের ঝুরি। সিংহের কেশর।

জটলা — বহু লোকের একত্র সমাবেশ ও আলোচনা, ভিড়।

জটা — জড়াইয়া চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে এমন দীর্ঘ চুল। (জট দেখ।)

জটাজুট — জটার গুচ্ছ।

জটাজুটধারী — জটার গুচ্ছ আছে এমন। [ঃ 'জটাজুটধারী' সন্ন্যাসী।]

জটাধর, জটাধারী — যিনি মাথায় জটা ধারণ করেন, শিব, মহাদেব।

জটায়ু — রামায়ণে বর্ণিত বিখ্যাত পক্ষী।

জটিল — গোলমেলে, দুর্বোধ্য, সহজ ও সরল নহে এমন।

জটিলা — রাধিকার শাশুড়ী।

জটুল — শরীরের জন্মগত দাগ, জড়ুল।

জটে — যাহার জটা আছে। [ঃ 'জটে' বুড়ী।]

জঠর — উদর, পাকস্থলী। গর্ভ, জরায়ু।

জঠরাগ্নি, জঠরানল — ক্ষুধা, ক্ষুধার জ্বালা।

জড় — প্রাণহীন, অচেতন। [ঃ 'জড়' জগৎ।] নিষ্ক্রিয়। [ঃ 'জড়' বুদ্ধি।]

জড়তা, জড়ত্ব — জড়ের ভাব, নিষ্ক্রিয়তা, শৈথিল্য, সাবলীলতার অভাব।

জড়বাদ — সকল কিছুর মূলে জড় বস্তু আছে এবং চৈতন্য বা মানস জড়ের অন্যতম রূপ এই মতবাদ, বস্তুতন্ত্রবাদ।

জড়বাদী — জড়বাদে বিশ্বাসী।

জড় ভরত — পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাজর্ষি। (নিন্দায়) অলস অকর্মণ্য ব্যক্তি।

জড় — মূল, গোড়া। [ঃ রোগের 'জড়'।]

জড় — ('জড়ো' দেখ।)

জড়সড় — সংকুচিত। [ঃ লজ্জায় 'জড়-সড়'।]

জড়াজড়ি — পরস্পরকে জড়াইয়া ধরা, আলিঙ্গন। আলিঙ্গনবন্ধ।

জড়ানো — মোড়া, বেষ্টন করা। [ঃ কাগজ 'জড়ানো'।] জড়িত বা লিপ্ত করা বা হওয়া। [ঃ মামলায় 'জড়াইয়া' পড়া।]

বেষ্টন করিয়া বা আঁকড়াইয়া ধরা। [ঃ 'জড়াইয়া' ধরা।] গুটানো, পাকানো। [ঃ তার 'জড়ানো'।] অবশ ৫ শিথিল হওয়া। [ঃ জিব 'জড়িয়ে' যাচ্ছে।] আবৃত, বেষ্টিত, মোড়া। গুটানো, পাকানো। অস্পষ্ট। [ঃ 'জড়ানো' লেখা।]

জড়িত — জড়ানো হইয়াছে এমন। খচিত। লিপ্ত। শিথিল।

জড়ি — রোগ বা বিষের প্রতিষেধক শিকড়।

জড়িমা — জড়তা।

জড়ীভূত — জড়ে পরিণত, জড়ের অবস্থা প্রাপ্ত।

জড়ুর, জড়ুল — ('জটুল' দেখ।)

জড়ো — একত্র আনীত। একত্র রক্ষিত। একত্র মিলিত। স্তূপীকৃত।

জড়োপাসক — মাটি কাঠ পাথর ইত্যাদিকে যে পূজা করে।

জড়োয়া — মণিমুক্তাখচিত। [ঃ 'জড়োয়া' গহনা।]

জতু — গালা, লাক্ষা।

জতুগৃহ — মহাভারতে বর্ণিত গৃহ যেখানে পাণ্ডবদিগকে পুড়াইয়া মারিবার জন্য দুর্যোধন ব্যবস্থা করিয়াছিল।

জন — লোক, ব্যক্তি। [ঃ পাঁচ 'জনে' করে।] ব্যক্তিব সংখ্যা সূচক শব্দ। [ঃ পাঁচ'জন' ভদ্রলোক।] মানুষ, লোক। [ঃ গুণী'জন'।] সাধারণ লোক। দিন-মজুর।

জনক — বাবা, জন্মদাতা। রামায়ণে বর্ণিত মিথিলার রাজা সীতার পালক পিতা।

-জনক — কারণ ঘটায় সৃষ্টি করে বা দেয় এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'সম্মানজনক'।]

জনকতনয়া, জনকদুহিতা, জনকনন্দিনী, জনকসুতা — সীতা, জানকী।

জনক্ষয় — বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু।

জনতা — মানুষের সমাবেশ, ভিড়।

জনন — জন্মদান, সৃজন, উৎপাদন।

জননী — মা, জন্মদানকারিণী।

জননকোষ — উদ্ভিদ দেহের যে সকল কোষের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম প্রাণপদার্থের উৎপত্তি হয়।

জননেন্দ্রিয় — পুরুষের লিঙ্গ। স্ত্রীলোকের যোনি।

জনপদ — লোকালয়। গ্রামাঞ্চল। রাজ্য।

জনপ্রবাদ — জনশ্রুতি, কিংবদন্তী।

জনপ্রাণী — কোনও লোক বা জীবজন্তু। [ঃ সেখানে 'জনপ্রাণী' নাই।]

জনপ্রিয় — জনসাধারণের প্রিয়, জনসাধারণ ভালোবাসে এমন, লোকপ্রিয়।

জনপ্রিয়তা — জনসাধারণের ভালোবাসা। [ঃ 'জনপ্রিয়তা' অর্জন করা।]

জনবহুল — বহু লোকের বসতি আছে এমন। [ঃ 'জনবহুল' দেশ।] বহু লোকে পূর্ণ। ['জনবহুল' পথ।]

জনবাহুল্য — লোকসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি। লোকের অত্যধিক ভিড়।

জনবিরল — যেখানে অল্প লোক আছে এমন।

জনবিরলতা — লোকসংখ্যার অল্পতা।

জনম — (পদ্যে) জন্ম।

জনমত — জনসাধারণেব ইচ্ছা ও অভিমত।

জনমানব — একটিও লোক। [ঃ 'জনমানব' নাই।]

জনয়িতা — স্রষ্টা, জন্মদানকারী। স্ত্রী.— জনয়িত্রী।

জনযুদ্ধ — জনসাধারণের যুদ্ধ বা সংগ্রাম।

জনরব — গুজব।

জনশূন্য — যেখানে মানুষ নাই এমন, নির্জন।

জনশ্রুতি — লোকের মুখে শোনা কাহিনী, কিংবদন্তী।

জনসংভরণ — জনসাধারণের জন্য খাদ্যাদি সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থা বা বিভাগ।
জনসংঘ — জনসাধারণের সংগঠন বা দল।
জনসমাজ — মনুষ্যসমাজ।
জনসাধারণ — দেশের অধিকাংশ লোক, সাধারণ লোকের সমষ্টি।
জনস্রোত — বহু লোকের অবিরাম আনা-গোনা, চলমান মানুষের ভিড়।
জনহিত — জনসাধারণের মঙ্গল।
জনহিতকর — জনসাধারণের মঙ্গল সাধন করে এমন। [ঃ 'জনহিতকর' প্রতিষ্ঠান।]
জনহীন — যেখানে লোক নাই, নির্জন।
জনা — জন, ব্যক্তি।
জনা — মহাভারতে বর্ণিত প্রবীরের মা।
জনাকীর্ণ — লোকে পরিপূর্ণ, যেখানে বহুলোক আছে এমন।
জনান্তিক — অন্য লোকের সম্মুখে বিশেষ কোনও ব্যক্তির সহিত গোপনে আলাপ। (নাটকে) বিশেষ পাত্রপাত্রীর মধ্যে কথোপকথন যাহা অন্যান্য পাত্রপাত্রী শুনিতে পাইতেছে না বলিয়া ধরা হয়।
জনাব — (মুসলমানদের) সম্মানজনক সম্বোধন, বাবু, মহাশয়।
জনাবালি — মহামহিম, মহানুভব।
জনার — মকাই বা ঐ জাতীয় একরকম শস্য।
জনার্দন, জনার্দ্দন — জন নামক অসুরের বিনাশকর্তা, বিষ্ণু।
জনিত — কারণে জাত, ঘটিত। [ঃ বিয়োগ-'জনিত' বেদনা।]
জনীন — জন সংক্রান্ত।
জন্তু — প্রাণী, জীব।
জন্ম — মাতৃগর্ভ হইতে যথাসময়ে বাহিরে আগমন। [ঃ শিশুর 'জন্ম'।] উৎপত্তি, উদ্ভব। [ঃ বিজ্ঞানের 'জন্ম'।] জীবন, জীবনকাল। [ঃ 'জন্মে জন্মে'; ঃ এই 'জন্মে'।]
জন্মগত — সহজাত, বংশানুক্রমে প্রাপ্ত। [ঃ 'জন্মগত' অধিকার।]
জন্মতিথি — জন্মদিন, জন্মের তারিখ।
জন্মদাতা — পিতা।
জন্মদিন — জন্মের তারিখ।
জন্মনক্ষত্র — ভূমিষ্ঠ হইবার সময়কার প্রভাবশালী নক্ষত্র।
জন্মপত্র, জন্মপত্রিকা — কোষ্ঠী।
জন্মবাসর — জন্মদিন, জন্মের তারিখ।
জন্মভূমি — স্বদেশ। জন্মস্থান।
জন্মশোধ — সারা জীবনের জন্য, জন্মের মতো।
জন্মস্থান — যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেই নগর বা গ্রাম। জন্মভূমি।
জন্মা — জন্মলাভ করা। উৎপন্ন হওয়া।
জন্মানো — উৎপাদন করা। জন্মলাভ করা।
জন্মান্তর — অন্য জন্ম, পূর্ব বা পর জন্ম।
জন্মান্তরবাদ — মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্ম হয় এই মতবাদ।
জন্মান্তরবাদী — জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।
জন্মান্ধ — জন্মের সময় হইতে অন্ধ।
জন্মাবধি — জন্মের সময় হইতে, আজন্ম।
জন্মাষ্টমী — কৃষ্ণের জন্মতিথি, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি।
জন্য, জন্যে — জনিত, হেতু, নিমিত্ত, বশতঃ, কারণে। [ঃ রোগের 'জন্য'।]
জপ — মনে মনে বারে বারে মন্ত্রাদির উচ্চারণ।
জপতপ — কঠোর ধর্মচর্যা।
জপমালা — জপের সংখ্যা করিবার জন্য ব্যবহার্য মালা।
জপা — জপ করা।
জপানো — স্বমতে বা স্বদলে আনার জন্য মন্ত্রণা দেওয়া।

জবজব — তেল ইত্যাদিতে অত্যন্ত ভিজা এইরূপ ভাবপ্রকাশ। [ঃ মাথায় 'তেল' 'জবজব' করছে।]

জবজবে — জবজব করে এমন।

জবড়জং — বেমানান, বেঢপ, পারিপাট্যহীন।

জবর - সবল, জোরালো। [ঃ 'জবর' লোক।] জাঁকালো। উৎকৃষ্ট।

জবরদস্ত — শক্তিশালী, সবল, দুর্দান্ত।

জবরদস্তি — শক্তিপ্রয়োগ, জুলুম, পীড়ন।

জবা একরকম গাছ ও তাহার ফুল।

জবাই মুসলমানদের ধর্মবিহিত পশুবধ, কণ্ঠনালী কাটিয়া পশুবধ।

জবান — ভাষা, কথা। জিহ্বা।

জবানবন্দি — বিচারকের নিকট উক্তি লিখিত বিবৃত এজাহার।

জবানি — লৌকিক কথার ধারা, যাহা'ও মৌখিক উক্তিতে। [ঃ চাকরের 'জবানি' বলা।]

জবাব — কথার উত্তর, প্রশ্নের উত্তর। চাকরি হইতে বিদায়। [ঃ চাকরকে 'জবাব' দেওয়া।] চাকরি ত্যাগ। [ঃ চাকরিতে 'জবাব' দেওয়া।]

জবাবদিহি — কোনও কাজের কৈফিয়ত।

জবাবী — জবাব সংক্রান্ত। [ঃ জবাবী' চিঠি।]

জবুথবু — জড়বৎ জড়সড় আড়ষ্ট।

জব্দ — নাকাল লাঞ্ছিত। কাবু পরাভূত।

জমক — আড়ম্বরপূর্ণ শোভা, সমারোহ। [ঃ জাঁক'জমক'।] ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি।

জমকানো — আড়ম্বরপূর্ণ করা, জাঁকালো করা। [ঃ সভা 'জমকানো'।]

জমকালো — জাঁকালো, আড়ম্বরপূর্ণ, সমারোহময়।

জমজম — শোভা ও সমারোহের ভাবপ্রকাশ। [ঃ বাড়ি 'জমজম' করছে।]

জমজম — মক্কার বিখ্যাত পবিত্র কূপ।

জমজমা — শিখ বীর রণজিৎ সিংহের বিখ্যাত কামানের নাম।

জমজমাট — আড়ম্বর ও গাম্ভীর্যের ভাব আছে এমন। [ঃ 'জমজমাট মিটিং।]

জমজমে — জমজম করে এমন, জাঁকালো, আড়ম্বরপূর্ণ। [ঃ 'জমজমে' ভাব।]

জমদগ্নি — অনৈক প্রাচীন ঋষির নাম, বিখ্যাত পরশুরামের পিতা।

জমা - একত্রিত হওয়া, সমবেত হওয়া। [ঃ লোক 'জমা।] সঞ্চিত হওয়া। [ঃ টাকা 'জমা।] তরল জিনিস কঠিন হওয়া, ঘনীভূত হওয়া। [ঃ জল 'জমিয়া' বরফ হয়।] মশগুল হওয়া বা করা। [ঃ গান জমা, আড্ডায় 'জমে' যাওয়া।] সঞ্চিত। [ঃ 'জমা টাকা'।] ঘনীভূত। [ঃ 'জমা' ঘি।]

জমা -- আয়। [ঃ 'জমা খরচ।] সঞ্চিত টাকাপয়সা পুঁজি। খাজনা। [ঃ 'জমায়' দেওয়া।] খাজনায় লওয়া জমি।

জমাখরচ — আয়ব্যয়ের হিসাব।

জমাখারিজ — এজমালী সম্পত্তির অংশীদারদের পৃথকভাবে খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা।

জমাট — ঘনীভূত। তরল জিনিস কঠিন হইয়াছে এমন। [ঃ 'জমাট দধি।] ঘনীভূত, ঘন। [ঃ 'জমাট অন্ধকার।]

জমাটী — আসর জমায় বা মশগুল করে এমন।

জমাদার — দারোয়ান ও কনস্টেবল সিপাই ইত্যাদির সর্দার। প্রধান মেথর। মেথর, ঝাড়ুদার। ছাপাখানায় মুদ্রণযন্ত্র চালায় এমন কর্মচারী।

জমানত — জামিন।

জমানতনামা — জামিননামা, মুচলেকা।

জমানবিশ, জমানবিস — জমিজমার হিসাব-

রক্ষক কর্মচারী।

জমানো — সঞ্চয় করা। [ঃ 'টাকা' জমানো।] সমবেত করা। [ঃ লোক 'জমানো'।] মশগুল করা। [ঃ আসর 'জমানো'।] জমাট করা। [ঃ তেল 'জমানো'।] জমাট করা হইয়াছে এমন, ঘনীভূত। [ঃ 'জমানো' ঘি।]

জমাবন্দি — প্রজাবিলি ও খাজনার হিসাব।

জমাবিলি — খাজনায় বিলি।

জমায়েত — সমবেত। [ঃ লোক 'জমায়েত' হওয়া।]

জমি — ভূমি। চাষবাসের উপযুক্ত জমি, ক্ষেত। কাপড়ের বুনানি বা পিঠ।

জমিজমা — ভূসম্পত্তি। নিজস্ব ও খাজনায় লওয়া জমি।

জমিজিরাত — চাষবাসের উপযোগী জমি।

জমিদার — জমির মালিক ভূস্বামী।

জমিদারি — জমিদারের কাজ। ভূসম্পত্তি।

জমিদারী — জমিদারের উপযুক্ত। জমিদার সংক্রান্ত।

জম্বির, জম্বীর — জামির, গোঁড়া লেবু।

জম্বু — জাম। ('জম্বুদ্বীপ' দেখ।)

জম্বুক — শৃগাল।

জম্বুদ্বীপ — পুরাণে বর্ণিত সপ্তদ্বীপের একটি ভারতবর্ষ যাহার অন্তর্গত।

জয় — যুদ্ধাদির দ্বারা অধিকার। [ঃ দেশ 'জয়'।] বিপক্ষকে পরাভূত করণ। [ঃ শত্রু-'জয়'।] দমন, বশে আনয়ন। [ঃ ইন্দ্রিয়-'জয়'।] স্তুতি ও শুভেচ্ছা-সূচক ধ্বনি।

জয়জয়কার — প্রশংসাসূচক ধ্বনি, সাধুবাদ, জয়ধ্বনি।

জয়জয়ন্তী — সংগীতের একরকম রাগিণী।

জয়ঢক্কা, জয়ঢাক — একরকম বড় ঢাক।

জয়তু — জয় হোক। [ঃ 'জয়তু' শিবাজী।]

জয়ত্রী, জয়িত্রি — একরকম মসলা, জায়ফলের ছাল।

জয়দেব — বাংলার সুবিখ্যাত কবি, 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা।

জয়দ্রথ — মহাভারতে বর্ণিত বীর, দুর্যোধনের ভগিনীপতি।

জয়ধ্বনি — জয়সূচক আনন্দধ্বনি, জয়জয়কার।

জয়ন্ত — দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র।

জয়ন্তী — পতাকা। দুর্গা। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। একরকম গাছ। কোনও ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট কর্মকাল পূর্ণ হইলে অনুষ্ঠিত উৎসব, 'জুবিলি'।

জয়পতাকা — জয়সূচক পতাকা।

জয়পত্র — জয়সূচক পত্র। সাফল্যের পরিচয় বা নিদর্শন।

জয়মাল্য — জয়সূচক মালা।

জয়শ্রী — বিজয়লক্ষ্মী।

জয়স্তম্ভ — যুদ্ধজয়ের স্মৃতিচিহ্নরূপ স্তম্ভ।

জয়া — পার্বতীর সখী।

জয়ী — যে জয় করিয়াছে, জয়যুক্ত।

জয়েন — যোগদান। [ঃ চাকরিতে 'জয়েন' করা।] যুক্ত হইয়াছে এমন স্থান।

জয়োৎসব — জয়লাভের ফলে আনন্দ-প্রকাশের জন্য উৎসব অনুষ্ঠান।

জয়োল্লাস — যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় তুমুল আনন্দ।

জয়োস্তু — 'জয় হোক' এই আশীর্বচন।

জরজর — কাতর, জর্জর।

জরতী — জরাগ্রস্তা, বৃদ্ধা।

জরথুস্ত্র — প্রাচীন পারসিক ধর্মপ্রবর্তক।

জরদ, জরদা — হলদে। [ঃ 'জরদা' রঙের শাড়ি।]

জরদা — পানের সহিত খাইবার উপযোগী সুগন্ধ তামাকচূর্ণ।

জরদ্গব — বৃদ্ধ ষাঁড়। বৃদ্ধ অকর্মণ্য

ব্যক্তি। স্ত্রী. —ং **জরদ্‌গবী**।
জরা — বার্ধক্য, বৃদ্ধের অথর্ব অবস্থা।
জরা — জারানো হইয়াছে এমন। [ঃ নুনে 'জরা' আম।] জারিত হওয়া।
জরাগ্রস্ত — অতিবৃদ্ধ।
জরাজীর্ণ — বার্ধক্যের ফলে জীর্ণ।
জরায়ু — গর্ভাশয়।
জরায়ুজ — গর্ভ হইতে শিশুরূপে জন্মলাভ করে এমন, অণ্ডজ বা বীজ হইতে জাত নয় এমন।
জরাসন্ধ — মহাভারতে বর্ণিত মগধের বিখ্যাত রাজা।
জরি — সোনালী বা রূপালী সুতা বা ফিতা।
জরিদার — জরির কাজ-করা, জরিযুক্ত।
জরিপ — জমি মাপের কাজ।
জরিমানা — অর্থদণ্ড, 'ফাইন'।
জরিষ্ণু — ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষয়শীল।
জরু — পত্নী, স্ত্রী।
জরুর — অবশ্য, নিশ্চয়।
জরুরত — প্রয়োজন।
জরুরী — প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ, যাহাতে বিলম্ব করা চলে না, আশু-প্রয়োজনীয়।
জর্জর, জর্জ্জর — অতিশয় কাতর, অতিশয় ক্লিষ্ট, জরজর।
জর্জরিত, জর্জ্জরিত — ('জর্জর' দেখ।)
জর্দা, জর্দ্দা — ('জরদা' দেখ।)
জল — সুপরিচিত তরল পদার্থ, পৃথিবীর অন্যতম মূল উপাদান, বারি, সলিল, উদক, অপ্‌। বৃষ্টি, বর্ষণ। [ঃ 'জল' হওয়া।] অতি সহজবোধ্য বিষয়। [ঃ 'জলের' মতো সহজ।] শান্ত, ঠাণ্ডা, নিষ্ক্রোধ। [ঃ এসব শুনে তিনি 'জল' হয়ে গেলেন।] **জল করা** — শান্ত করা, নিষ্ক্রোধ করা। **জলে ফেলা** — অকারণে নষ্ট করা। **জল ভাঙা** — স্রাব হওয়া। জলের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া চলা। **জলে যাওয়া** — বাজে নষ্ট হওয়া। **জল সরা** — জল চুয়াইয়া পড়া। **জল সহা** — মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বিশেষ। **জল হওয়া** — বৃষ্টি হওয়া।
জলকর — নদী খাল ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য খাজনা।
জলকল্লোল — জলের তরঙ্গধ্বনি, জলের কলকল শব্দ।
জলকষ্ট — জলের অভাবে কষ্ট।
জলকেলি, জলক্রীড়া — জলে নামিয়া খেলা।
জলখাবার — কচুরি সিঙাড়া মিষ্টান্ন ইত্যাদি। অল্পপরিমাণ খাবার।
জলচর — যে প্রাণী জলে বাস করে।
জলচল — যাহার ছোঁয়া জল উচ্চবর্ণের লোকে পান করিতে পারে, জলাচরণীয়।
জলচৌকি — ছোট নীচু একরকম চৌকি।
জলছত্র — পিপাসিত পথিককে জলদানের ব্যবস্থা, জলসত্র।
জলছবি — জলে ভিজাইয়া অন্য কাগজে তোলা যায় এমন একরকম ছবি।
জলজ — জলে জন্মে এমন। [ঃ 'জলজ' প্রাণী।]
জলজন্তু — জলচর জন্তু।
জলজান — ('উদ্‌জান' দেখ।)
জলজ্যান্ত — পূর্ণমাত্রায় সজীব। বেশ স্পষ্ট। [ঃ 'জলজ্যান্ত' সত্য।]
জলঝড় — ঝড় ও সেই সঙ্গে বৃষ্টি। বর্ষা, বাদল।
জলটুঙি, জলটুঙ্গি — জলের মধ্যে ঘর।
জলতরঙ্গ — একরকম বাজনা। (কতকগুলি বাটিতে বিভিন্ন পরিমাণ জল রাখিয়া বাটিগুলির উপর কাঠি দিয়া আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়।)
জলদ — মেঘ।
জলদ — দ্রুত।

জলদাগম — মেঘের আগমনকাল, বর্ষা।
জলদি — শীঘ্র, অবিলম্বে।
জলদেবতা — বরুণ।
জলধর — মেঘ।
জলধরপটল — মেঘমালা, মেঘের শ্রেণী।
জলধারা — জলের স্রোত।
জলধি — সমুদ্র।
জলনালী — জলনিকাশের নালা।
জলনিকাশ — জল বাহির হওয়া, জলের বহির্গমন।
জলনিধি — সমুদ্র।
জলনির্গম — জলনিকাশ।
জলপড়া — মন্ত্রপূত জল।
জলপথ — নৌকা জাহাজ ইত্যাদিতে যাইবার পথ, খাল নদী সমুদ্র ইত্যাদি।
জলপাই — একরকম টক ফল, 'অলিভ'।
জলপাত্র — জল রাখিবার উপযোগী পাত্র।
জলপান — মুড়িমুড়কি ইত্যাদি খাদ্য। জল খাওয়া।
জলপানি — ছাত্রবৃত্তি। জলখাবার খাইবার পয়সা, হাতখরচ।
জলপিপি — বকজাতীয় একরকম পাখী।
জলপ্রপাত — উচ্চস্থান হইতে অবিরাম পড়িতেছে এমন জলরাশি।
জলপ্লাবন — জলে সুবিস্তৃত অঞ্চল ডুবিয়া যাওয়া, বন্যা। বিণ. — **জলপ্লাবিত**।
জলবায়ু — কোনও স্থানের সাধারণ আবহাওয়া।
জলবাহিত — জলে বহন করে এমন। [ঃ 'জলবাহিত' রোগজীবাণু।]
জলবিছুটি — জলে ভিজানো বিছুটি গাছ।
জলবিম্ব — জলের বুদ্‌বুদ, ভুড়ভুড়ি।
জলবিহার — জলকেলি। নৌকাদিতে ভ্রমণ।
জলভ্রমি — জলের পাক, আওড়।
জলমগ্ন — জলে ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবিয়া আছে এমন।
জলময় — জলে পরিপূর্ণ, জলে পরিব্যাপ্ত।
জলযান — জলপথে যাইবার যান, নৌকা জাহাজ ইত্যাদি।
জলযুদ্ধ — নদী বা সমুদ্রে সংঘটিত যুদ্ধ, নৌযুদ্ধ।
জলযোগ — অল্প পরিমাণ আহার, জলখাবার ইত্যাদি আহার। [ঃ 'জলযোগ' করা।]
জলশৌচ — মলত্যাগ করিবার পর জল দিয়া মলদ্বার ও হস্তপদাদি ধৌতকরণ, ছোঁচানো।
জলসওয়া — ('জলসহা' দেখ।)
জলসত্র — ('জলছত্র' দেখ।)
জলসহা — বিবাহাদি ব্যাপারে প্রতিবেশীর গৃহ হইতে জল সংগ্রহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
জলসা — গানের মজলিস। আনন্দপ্রকাশের উদ্দেশ্যে মিলনসভা।
জলসেক, জলসেচন — জল ছিটাইয়া দেওয়া, জল দিয়া সিক্ত করা।
জলস্তম্ভ — সমুদ্র ইত্যাদিতে সুউচ্চ থামের আকারে উত্থিত ঘূর্ণমান জলরাশি।
জলস্ফীতি — জল ফাঁপিয়া ওঠা। জলবৃদ্ধি।
জলহস্তী — হাতীর মতো দেখিতে একরকম জলজন্তু।
জলহাওয়া — জলবায়ু।
জলহারা — জলহীন, জলশূন্য। [ঃ 'জলহারা' মেঘ।]
জলা — জলময় নীচু জমি। জলে ডোবা। [ঃ 'জলা' জমি।]
জলাচরণীয় — যে জাতির ছোঁয়া জল ব্রাহ্মণাদির ব্যবহারযোগ্য, জলচল।
জলাঞ্জলি — শবদাহের পর প্রেতাত্মার

উদ্দেশে অঞ্জলি ভরিয়া দেওয়া হয় এমন জল। সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ। [ঃ লেখা-পড়ায় 'জলাঞ্জলি' দেওয়া।] অপব্যয়। [ঃ টাকাকড়ি 'জলাঞ্জলি' দেওয়া।]

জলাতঙ্ক — পাগলা কুকুর শেয়াল ইত্যাদির দংশনের ফলে একরকম রোগ যাহাতে জল দেখিলে ভয় হয়।

জলাধার — জলাশয়।

জলাধিপ — জলের দেবতা, বরুণ।

জলাবর্ত, জলাবর্ত্ত — পাকজল, আওড়, ঘূর্ণি।

জলাশয় — পুকুর, পুষ্করিণী।

জলুস — জেল্লা, ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি।

জলেশ, জলেশ্বর — বরুণ।

জ'লো — সজল, জলমিশ্রিত। [ঃ 'জ'লো' হাওয়া।] পানসে। [ঃ 'জ'লো' স্বাদ।]

জলোচ্ছ্বাস — জল ফাঁপিয়া ওঠা, জলের স্ফীতি। জোয়ার, বান।

জলৌকা — জোঁক।

জল্পনা — অনুমানমূলক আলোচনা। বিণ. — **জল্পিত**।

জল্লাদ — দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে বধ করে, ঘাতক।

জহর — বিষ। **জহর ব্রত** — রাজপুত মেয়েদের বিষপান করিয়া বা আগুনে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যার অনুষ্ঠান।

জহর — বহুমূল্য রত্ন, মণি। **জহরত** — মণিমুক্তাদির সমষ্টি।

জহরী, জহুরী — মণিমুক্তাদি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। মণিমুক্তাদির বিক্রেতা।

জহ্নু — পুরাণে বর্ণিত প্রাচীন রাজর্ষি যিনি গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন।

জহ্নুকন্যা, জহ্নুতনয়া, জহ্নুসুতা — গঙ্গা, জাহ্নবী।

জা — দেওর বা ভাসুরের স্ত্রী, স্বামীর ভ্রাতৃজায়া।

জাউ — মণ্ড।

জাং — জঙ্ঘা। উরু।

জাঁক — দেমাক, গুমোর। [ঃ 'জাঁক' করা।] সমারোহ। [ঃ 'জাঁক'-জমক।]

জাঁকা — জমকালো হওয়া। [ঃ আসর 'জাঁকা'।] চাপিয়া বসা।

জাঁকানো — জমকালো করা, মশগুল করা। [ঃ আসর 'জাঁকানো'।]

জাঁকালো — আড়ম্বরপূর্ণ, জমকালো।

জাগন্ত — জাগরিত, বিনিদ্র। (তুঃ 'ঘুমন্ত'।)

জাগর — জাগরণ, নিদ্রাহীন অবস্থা।

জাগরণ — বিনিদ্র থাকা, জাগ্রৎ অবস্থা। ঘুম ভাঙিয়া ওঠা, নিদ্রা হইতে উত্থান। আত্মচেতনা লাভ। [ঃ জাতির 'জাগরণ'।]

জাগরণী — জাগায় এমন। [ঃ 'জাগরণী' গান।]

জাগরিত — জাগিয়াছে এমন। আত্মচেতনা পাইয়াছে এমন। [ঃ 'জাগরিত' জাতি।]

জাগরী — ('জাগরণী' দেখ।)

জাগরূক — যে জাগিয়া আছে, সজাগ।

জাগা — জাগরিত হওয়া, ঘুম হইতে ওঠা। বিনিদ্র থাকা বা হওয়া। [ঃ 'জাগিয়া' থাকা।] নিদ্রাহীন হইয়া কাটানো। [ঃ রাত 'জাগা'।] আত্মচেতনা লাভ করা, সক্রিয় হওয়া। [ঃ দেশ 'জাগিয়াছে'।] ভাবের উদয় হওয়া। [ঃ মনে 'জাগা'।] জল ইত্যাদির উপর উঠিয়া থাকা। [ঃ মাথা 'জাগিয়া' থাকা।] সতর্ক বা প্রহরারত থাকা। [ঃ মড়া 'জাগা'।]

জাগানো — ঘুম ভাঙানো, জাগরিত করা। আত্মচেতনার সঞ্চার করা, সক্রিয় বা প্রবুদ্ধ করা। [ঃ জাতিকে 'জাগানো'।] ভাবের সঞ্চার করা। [ঃ সন্দেহ 'জাগানো'।]

জাগ্রৎ, জাগ্রত — জাগিয়া আছে এমন।

[ঃ 'জাগ্রত' থাকা।] দৈবশক্তিসম্পন্ন। [ঃ 'জাগ্রত' বিগ্রহ।] আত্মচেতনায় প্রবুদ্ধ ও সক্রিয়। [ঃ 'জাগ্রত' জাতি।]

জাঙ — ('জাং' দেখ।)

জাঙাল — বাঁধ। সেতু। **যমের জাঙাল** — ছায়াপথ।

জাঙিয়া — ঊরু ঢাকা পড়ে এমন খাটো পায়জামা।

জাংগল — জংগল সংক্রান্ত। বন্য।

জাংগাল — ('জাঙাল' দেখ।)

জাংগিয়া — ('জাঙিয়া' দেখ।)

জাজিম — ফরাশ বিছানা ইত্যাদিতে মেলিবার বড় চাদর।

জাজ্বল্যমান — অতি উজ্জ্বল, দেদীপ্যমান। সুস্পষ্ট। [ঃ 'জাজ্বল্যমান' প্রমাণ।]

জাট, জাঠ — রাজপুতানা ও পাঞ্জাব অঞ্চলের জাতিবিশেষ।

জাঠতুতো — স্বামীর স্ত্রীর বা নিজের জেঠার ছেলেমেয়ে এমন। [ঃ 'জাঠতুতো' দেওর; ঃ 'জাঠতুতো' শালা; ঃ 'জাঠতুতো' ভাই।]

জাঠর — জঠর সংক্রান্ত।

জাঠা — একরকম অস্ত্র, লৌহদণ্ড।

জাঠা — তীর্থযাত্রীর দল। স্বেচ্ছাসেবকের দল।

জাড় — শীত।

জাড্য — জড়তা। নিষ্ক্রিয়তা, আলস্য। (বিজ্ঞানে) জড় পদার্থের ধর্ম যাহাতে আপনা হইতে তাহার নিশ্চলতার ও সরলগতির পরিবর্তন হয় না।

জাত — জন্মিয়াছে এমন। উৎপন্ন। জন্মগতভাবে। [ঃ 'জাত' কবি।] খাঁটী। [ঃ 'জাত' গোখুরা।]

জাত — জাতি, হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জন্মগত বিভাগ।

জাত — মেলা। [ঃ চৈত্রসংক্রান্তির 'জাত'।]

-জাত — 'হইতে উৎপন্ন' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দুগ্ধ-'জাত' দ্রব্য।]

-জাত — 'রক্ষিত' বা 'সঞ্চিত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ গোলা-'জাত'।]

জাতক — যে জন্মিয়াছে। শিশু। জাতকর্ম নামে মাংগলিক সংস্কার। বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম সম্পর্কে নানা গল্প ও গল্পগ্রন্থ।

জাতকর্ম, জাতকর্ম্ম — শিশুর জন্মকালীন মাংগলিক অনুষ্ঠান।

জাতক্রিয়া, জাতকৃত্য — ('জাতকর্ম' দেখ।)

জাতক্রোধ — দীর্ঘস্থায়ী ক্রোধ, আক্রোশ। ক্রুদ্ধ।

জাতপত্র — কোষ্ঠী, জন্মপত্রিকা।

জাতপুত্র — যাহার পুত্র জন্মিয়াছে।

জাতপ্রত্যয় — যাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

জাতভাই — স্বজাতিভুক্ত লোক। স্বদলীয়।

জাত সাপ — বিষাক্ত সাপ।

জাঁতা — শস্যাদি গুঁড়াইবার বা পিষিবার যন্ত্র। হাপরে হাওয়া দেওয়ার যন্ত্র, ভস্ত্রা।

জাতাপত্য — যাহার সন্তান হইয়াছে।

জাতাপত্যা — যে নারীর পুত্র বা কন্যা জন্মিয়াছে।

জাতাশৌচ — সন্তানের জন্মহেতু অশৌচ।

জাতি — একই রূপ লক্ষণ অনুসারে বিভক্ত শ্রেণী। [ঃ মানব'জাতি'; ঃ গো-'জাতি'; ঃ এক 'জাতি'র ফুল।] জন্মের ফলে বিভক্ত হিন্দুসমাজের স্তর বা শ্রেণী। [ঃ অস্পৃশ্য 'জাতি'।] একই দেশ বা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত লোকের সমষ্টি। [ঃ ইংরেজ 'জাতি'।] একই রূপ ভাষা বেশভূষা সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি ব্যবহার করে এমন মানবগোষ্ঠী। [ঃ বাংগালী 'জাতি'।]

জাতি — চামেলি ফ‌ুল। মালতী ফ‌ুল।

জাতিগত — জাতির স্বভাব ও ঐতিহ্য অনুসারে। জাতীয়।

জাতিচ্যুত — স্বজাতি হইতে বিতাড়িত।

জাতিতত্ত্ব — বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বিভাগ সম্পর্কে তত্ত্ব।

জাতিতাত্ত্বিক — জাতিতত্ত্ব সংক্রান্ত। জাতি-তত্ত্বে পণ্ডিত।

জাতিধর্ম, জাতিধর্ম্ম — জাতির বিহিত ধর্ম কর্ম আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

জাতিধ্বংস — কোনও জাতির বিলোপ।

জাতিপত্র — জয়ত্রী।

জাতিফল — জায়ফল।

জাতিবর্ণনির্বিশেষে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে — মানুষের জাতি শ্রেণী ও বর্ণ বিচার না করিয়া।

জাতিবাচক — যাহার দ্বারা জাতি বুঝায় এমন, জাতিসূচক।

জাতিবিদ্বেষ — স্বজাতির বা কোনও জাতির প্রতি শত্রুতার মনোভাব।

জাতিভেদ — বিভিন্ন জাতির বা বর্ণের মধ্যে পার্থক্য। **জাতিভেদ প্রথা** — হিন্দু-সমাজে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য করার যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা।

জাতিভ্রষ্ট — স্বজাতি হইতে বিতাড়িত, জাতিচ্যুত।

জাতিস্মর — পূর্বজন্মের ঘটনা স্মরণ করিতে পারে মনে করা হয় এমন ব্যক্তি।

জাঁতি — সুপারি কাটিবার উপযোগী কাঁচির মতো যন্ত্র।

জাতী — চামেলি ফ‌ুল, মালতী ফ‌ুল।

জাতীয় — জাতি সংক্রান্ত। জাতিগত। [ঃ 'জাতীয়' ঐতিহ্য।] শ্রেণীর অন্তর্গত। [ঃ অন্য 'জাতীয়' ফ‌ুল।]

জাতীয়তা — দেশপ্রেম। নিজের জাতি সম্পর্কে গর্ববোধ।

জাতীয়তাবাদ — নিজের দেশ শ্রেষ্ঠ এই মতবাদ।

জাতীয়তাবাদী — জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।

জাত্যভিমান — উচ্চ জাতিতে জন্মের জন্য অভিমান। স্বজাতি বা স্বদেশ সম্পর্কে গর্ব।

জাত্যভিমানী — যাহার জাত্যভিমান আছে।

জাঁদরেল — সেনাপতি। (ব্যংগে) গম্ভীর চেহারা ও ভাবভংগী আছে এমন। [ঃ 'জাঁদরেল' লোক।]

-জাদা — পুত্র এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'শাহ্‌জাদা'।] স্ত্রী. — -জাদী। [ঃ 'শাহ্‌জাদী'।]

জাদু — মায়া, ভেলকি, ম্যাজিক। তুক বা মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত। [ঃ 'জাদু' করা।] স্নেহের সম্বোধন। [ঃ 'জাদু' আমার!]

জাদুকর — যে জাদু দেখায়, ঐন্দ্রজালিক, 'ম্যাজিসিয়ান'। মন্ত্রের দ্বারা মুগ্ধ বা বশীভূত করে যে। স্ত্রী. — **জাদুকরী**।

জাদুঘর — যে গৃহে পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞান শিল্প ইত্যাদি বিস্ময়ের নানা জিনিস প্রদর্শনের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, 'মিউজিয়াম'।

জাদুমণি — আদরের ডাক।

জান — জীবন, প্রাণ। [ঃ 'জান' দিব, মান দিব না।]

জানকী — জনক রাজার কন্যা, সীতা।

জানত — জ্ঞাতসারে, জ্ঞানতঃ।

জানতা — ('জান্তা' দেখ।)

জানপদ — জনপদ সংক্রান্ত। (তুঃ 'পৌর'।)

জানলা — ('জানালা' দেখ।)

জানা — অবগত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, টের পাওয়া। শিখিয়া সমর্থ হওয়া। [ঃ সাঁতার 'জানা'।] কোনও বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া। [ঃ অঙ্ক 'জানা'।]

জানা আছে এমন। [ঃ 'জানা' বিষয়।] পরিচিত। [ঃ 'জানা' লোক।]

জানাজানি — গোপনীয় কথার প্রকাশ পাওয়া। [ঃ 'জানাজানি' হওয়া।]

জানান — নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে সংকেত। [ঃ 'জানান' দেওয়া।]

জানানা — ('জেনানা' দেখ।)

জানানো — অবগত করানো। সংবাদ দেওয়া। সতর্ক করা। সংবাদদান। জ্ঞাত করানো হইয়াছে এমন।

জানালা — ঘরে আলো-বাতাস আসিবার পথ, বাতায়ন।

জানাশুনা, জানাশোনা — পরিচয়। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা। জানা, পরিচিত।

জানু — হাঁটু।

জানুআরি — ('জানুয়ারি' দেখ।)

জানুয়ারি — ইংরেজী বৎসরের প্রথম মাস।

জানোয়ার — জন্তু, পশু।

জান্তব — জন্তু হইতে জাত। জন্তু সংক্রান্ত।

জান্তা — যে জানে। [ঃ 'সবজান্তা'।]

জাপ — জাপানী, জাপানের অধিবাসী।

জাপক — যে জপে, জপকারী।

জাপটানো — সজোরে জড়াইয়া ধরা।

জাপটাজাপটি — পরস্পর জাপটানো, জড়াজড়ি। [ঃ 'জাপটাজাপটি' করা।]

জাফরান — একরকম কাশ্মীরী ফুলের কেশর হইতে উৎপন্ন মসলা, কুঙ্কুম।

জাফরি — ছিদ্রযুক্ত বেড়া।

জাব — গোরুর খাইবার উপযোগী কাটা খড় ইত্যাদি।

জাবড়া — অপরিষ্কৃত, হিজিবিজি, ধেবড়া।

জাবনা — ('জাব' দেখ।)

জাবর — রোমন্থন, গিলিতচর্বণ। [ঃ 'জাবর' কাটা।]

জাবদা — দৈনিক হিসাবের খাতা।

জাম — একরকম গাছ ও ফল, জম্বু।

জামদগ্ন্য — জমদগ্নি ঋষির পুত্র, পরশুরাম।

জামদানি — বুনিয়া ফুলতোলা হইয়াছে এমন (কাপড়)। [ঃ 'জামদানি' শাড়ি।]

জামবাটি — কাঁসার বড় বাটি।

জামরুল — একরকম গাছ ও তাহার ফল।

জামা — পিরান কামিজ কোট ইত্যাদি গায়ের পোশাক।

জামাই — কন্যার স্বামী, জামাতা।

জামাইবাবু — ভগিনীর স্বামী।

জামাইষষ্ঠী — জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী। ঐ ষষ্ঠী তিথিতে অনুষ্ঠান।

জামাতা — জামাই।

জামানত — মুচলেকা। জামিনস্বরূপ গচ্ছিত টাকা ইত্যাদি।

জামিন — অপরের জন্য দায়ী থাকে এমন ব্যক্তি, প্রতিভূ। গচ্ছিত টাকা যাহা অঙ্গীকার পালন না করিলে কাটা হয়।

জামিনদার — যে ব্যক্তি জামিন থাকে, প্রতিভূ।

জামিননামা — মুচলেকা।

জামিয়ার — সমস্ত জমিতে নকশা করা আছে এমন একরকম শাল।

জামির — গোঁড়া লেবু।

জাম্ববান, জাম্বুবান — পুরাণে বর্ণিত ভালুকের রাজা।

জায় — তালিকা, ফর্দ।

জায়গা — স্থান, ঠাঁই। জমি, ভূমি। [ঃ 'জায়গা' কেনা।] অবস্থা, ক্ষেত্র। [ঃ 'জায়গা' বিশেষে চুপ থাকা কঠিন।] পাত্র। [ঃ দুধের 'জায়গা' দাও।] স্থল। [ঃ হরির 'জায়গায়' শ্যামকে পাঠাও।]

জায়গির — পুরস্কাররূপে প্রাপ্ত নিষ্কর জমি।

জায়গিরদার — জায়গির পাইয়াছে এমন

ব্যক্তি, জায়গিরের মালিক।

জায়গিরদারি — জায়গিরদারের পদ ও কাজ।

জায়ফল — একরকম সুগন্ধ মসলাজাতীয় বীজ।

জায়া — স্ত্রী, পত্নী।

জার — উপপতি।

জার — বয়াম।

জার — বিপ্লবপূর্ব রুশ দেশের রাজা। স্ত্রী. — **জারিনা**।

জারক — যাহা জীর্ণ করে, হজমী। [ঃ 'জারক' রস।]

জারজ — উপপতির ঔরস হইতে জাত। [ঃ 'জারজ' সন্তান।]

জারণ — জরানো, জীর্ণ করণ।

জারা — জারিত করা বা হওয়া। জারিত হইয়াছে এমন।

জারানো — নুন দিয়া জারিত করা, জরানো। [ঃ লেবু 'জারানো'।] জারিত করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'জারানো' লেবু।]

জারি — প্রবর্তন, প্রয়োগ, চালু। [ঃ আইন 'জারি' করা।] ঘোষণা।

জারিজুরি — প্রতাপ, দম্ভ, বলপ্রকাশ।

জারিত — জারানো হইয়াছে এমন।

জারুল — একরকম গাছ ও তাহার কাঠ।

জাল — সুতা দড়ি তার ইত্যাদি দিয়া বোনা বহু ফাঁসওয়ালা ঢাকিবার বা ঘিরিবার পক্ষে উপযোগী একরকম জিনিস। [ঃ মাছধরা 'জাল'।] পাশ, বন্ধন। মোহিনী শক্তি। [ঃ 'মায়াজাল'।] সমূহ। [ঃ 'জলদজাল'।] **জাল পাতা** —মাছ ইত্যাদি ধরিবার জন্য জাল মেলিয়া রাখা। **জাল ফেলা** — মাছ ধরিবার জন্য জাল নিক্ষেপ করা।

জাল — হুবহু নকল, মেকী। [ঃ জাল 'নোট'।] ছদ্মবেশী, কপট। [ঃ 'জাল' সন্ন্যাসী।] **জাল করা** — প্রতারণার জন্য হুবহু নকল করা।

জালতি — ছোট জাল। গোরু ইত্যাদির মুখ বাঁধিবার জন্য ছোট জাল।

জালা — জল ইত্যাদি রাখিবার জন্য সুবৃহৎ কলস।

জালি — ছোট জাল। জালের মতো জিনিস।

জালি — কচি অপরিপুষ্ট ফল।

জালি — জালের মতো কাটা জানালা।

জালিক — জালব্যবহারকারী। ধীবর।

জালিম — অত্যাচারী, উৎপীড়ক।

জালিয়াত — যে জাল করে।

জালিয়াতি — জালিয়াতের কাজ বা পেশা।

জাসু — ধূর্ত লোক, ধড়িবাজ। (নিন্দায়) গোয়েন্দা, চর। অগ্রগণ্য। [ঃ সিঁদেলের 'জাসু'।]

জাস্তি — বেশী পরিমাণ। বেশী।

জাহাজ — সমুদ্রে বা বড় নদীতে চলে এমন বৃহৎ জলযান, স্টীমার।

জাহাজী — জাহাজ সংক্রান্ত। জাহাজের শ্রমিক ও কর্মচারী।

জাহান্নম, জাহান্নাম — নরক। অধঃপাত, উৎসন্ন।

জাহাঁপনা — বাদশাহের প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধন ('জগতের আশ্রয়স্থল' এই অর্থে।)

জাহাঁবাজ — ধড়িবাজ, ধূর্ত, অতিশয় চতুর।

জাহির — দেখাইবার জন্য প্রকাশিত। [ঃ বিদ্যা 'জাহির' করা।] প্রচারিত।

জাহ্নবী — রাজর্ষি জহ্নুর কন্যা, গঙ্গা।

জি — ('জী' দেখ।)

জিউ — দেবতার সম্মানসূচক বিশেষণ। [ঃ মদনমোহন 'জিউ'।]

জিওল — একরকম গাছ।
জিগির — উচ্চরবে প্রচার। জোর, সাহস। [ঃ 'জিগির' দিয়া বলা।]
জিগীষা — জয়ের ইচ্ছা।
জিগীষু — জয় করিতে ইচ্ছুক।
জিঘাংসা — হনন করিবার ইচ্ছা।
জিঘাংসু — হনন করিতে ইচ্ছুক।
জিজিয়া — মুসলমান রাজত্বকালে অমুসলমান প্রজাদের নিকট হইতে গৃহীত মাথা পিছু কর।
জিজীবিষা — বাঁচিবার ইচ্ছা।
জিজীবিষু — বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছুক।
জিজ্ঞাসা — জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ, অনুসন্ধান, প্রশ্ন। [ঃ 'জিজ্ঞাসা' করা।] জানিবার ইচ্ছা, জ্ঞানলাভের ইচ্ছা।
জিজ্ঞাসাবাদ — প্রশ্ন ও আলাপ।
জিজ্ঞাসিত — যাহাকে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হইয়াছে। যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।
জিজ্ঞাসু — যে জানিতে চায়।
জিজ্ঞাস্য — যে সম্পর্কে প্রশ্ন করা বা জানিতে চাওয়া হইতেছে। [ঃ 'জিজ্ঞাস্য' বিষয়।]
জিঞ্জির — শিকল।
-জিৎ — 'জয়ী' বা 'দমনকারী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'রণজিৎ'।]
জিত — জয় করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'জিত' রাজ্য।]
জিতা — জয় লাভ করা। [ঃ যুদ্ধে 'জিতিলেন'।]
জিতানো — অপরকে জয়ী করা, অপরকে জয়ী হইতে সাহায্য করা। [ঃ খেলায় 'জিতাইয়া' দেওয়া।]
জিতেন্দ্রিয় — যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি কাম লোভ রাগ ইত্যাদিকে দমন করিয়াছেন।
জিদ — সংকল্প, গোঁ, ঝোঁক।
জিদাজিদি — বারে বারে জেদ প্রকাশ। বারে বারে অনুরোধ।
জিদী — জিদ আছে এমন, একগুঁয়ে, একরোখা।
জিন — যিনি আত্মজয় করিয়াছেন, আত্মজয়ী, সিদ্ধপুরুষ।
জিন — দৈত্য।
জিন — ঘোড়ার পিঠে বসিবার আসন।
জিনা — (কবিতায়) জয় করা।
জিনি — (কবিতায়) অপেক্ষাকৃত ভালো বা সুন্দর। [ঃ চন্দ্র 'জিনি' শোভা।]
জিনিস — পদার্থ, সামগ্রী। সারবস্তু।
জিন্দা — জীবিত, জীবন্ত। [ঃ 'জিন্দা' পীর।]
জিন্দিগি — জীবন। **জিন্দিগিভোর** — সারা জীবন।
জিব — রসনা, জিহ্বা। **জিব কাটা** — লজ্জা প্রকাশের জন্য দাঁত দিয়া জিব চাপিয়া ধরা।
জিবছোলা — জিভ চাঁচিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য পাতলা পাত।
জিবে — জিবের মতো ছোট ও পাতলা। [ঃ 'জিবে' গজা।]
জিভ — ('জিব' দেখ।)
জিমনাসিয়াম — ব্যায়ামের আখড়া।
জিমনাস্টিক — ইউরোপীয় কায়দায় ব্যায়াম।
জিম্মা — হেপাজত, সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান। [ঃ তাহার 'জিম্মায়' আছে।]
জিম্মাদার — যাহার নিকট জিম্মা রাখা হয়।
জিয়ন্ত — জীবন্ত, জ্যান্ত।
জিয়ল — একরকম মাছ। একরকম গাছ।
জিয়ানো — বাঁচাইয়া রাখা, জীবিত রাখা। [ঃ মাছ 'জিয়ানো'।] জিয়াইয়া রাখা

হইয়াছে এমন

জিরা — রাঁধিবার কাজে লাগে এমন একরকম মসলা।

জিরাত — চাষের জমি, ক্ষেত। [ঃ 'জমিজিরাত'।]

জিরান — বিশ্রাম, অবকাশ, ফাঁক। [ঃ কাজের 'জিরান'।]

জিরানো — বিশ্রাম করা।

জিরাফ — আফ্রিকার একরকম লম্বা পা ও লম্বা ঘাড়ওয়ালা জন্তু।

জিল — তানপুরা বেহালা ইত্যাদির তার।

জিলা — ('জেলা' দেখ।)

জিলাপি, জিলিপি — চালের গুঁড়া ও ময়দা ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারি একরকম কুণ্ডলী-পাকানো মিষ্টান্ন। **জিলাপির প্যাঁচ** — কুটিলতা, অসারল্য।

জিল্দ্ — বইয়ের মলাট বা উপরের কাগজ চামড়া ইত্যাদি। বইয়ের ফর্মার একসঙ্গে সেলাই। [ঃ 'জিল্দ্' তোলা।]

জিষ্ণু — যিনি জয় করেন, জয়ী। বিষ্ণু, কৃষ্ণ।

জিহাদ — অমুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ।

জিহ্বা — জিব, রসনা।

জী — সম্মানসূচক উপাধি। [ঃ 'বাবাজী']

জীউ — দেববিগ্রহের সম্মানসূচক উপাধি। [ঃ মদনমোহন 'জীউ'।]

জীব — যাহার জীবন আছে, প্রাণী। (বিজ্ঞানে) প্রাণী ও উদ্ভিদ।

জীবজগৎ — প্রাণীদের লইয়া গঠিত জগৎ, জগতের সকল প্রাণীর সমষ্টি, প্রাণীলোক।

জীবজন্তু — সকল প্রাণী, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী।

জীবৎ — জীবন্ত।

জীবৎকাল — জীবিত থাকার সময়, জীবদ্দশা।

জীবতত্ত্ব — প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন সম্পর্কে বিদ্যা ও গবেষণা।

জীবতাত্ত্বিক — জীবতত্ত্ব সংক্রান্ত। জীবতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণাকারী, জীবতত্ত্বে পণ্ডিত।

জীবদ্দশা — জীবনকাল, জীবিত থাকার সময়।

জীবন — প্রাণ। জীবিত থাকার কাল, জীবদ্দশা। প্রাণস্বরূপ প্রিয়জন। [ঃ 'বাবাজীবন'।]

জীবনচরিত — কোনও ব্যক্তির জীবন চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিবরণ, জীবনী।

জীবনবল্লভ — প্রাণাধিক প্রিয়, জীবনের চেয়েও অধিক ভালোবাসার পাত্র।

জীবনবীমা — টাকা জমাইবার একরকম ব্যবস্থা যাহাতে অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিলে বা নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুর পূর্বেই সুদ সহ চুক্তি মতো টাকা পাওয়া যায়।

জীবনযাত্রা — জীবনধারণের ব্যবস্থা।

জীবনলাভ — পুনরায় বাঁচিয়া উঠা। প্রাণশক্তিলাভ।

জীবনসংগ্রাম — বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম।

জীবনসঙ্গিনী — সারা জীবনের সহচরী। পত্নী।

জীবনসঞ্চার — প্রাণশক্তির সঞ্চার, জীবনদান।

জীবনান্ত — জীবনের শেষ, মৃত্যু।

জীবনাশ — প্রাণিবধ।

জীবনী — জীবনচরিত।

জীবনীকার — জীবনচরিত-রচয়িতা।

জীবনীশক্তি — যে শক্তি জীবিত রাখে, প্রাণশক্তি।

জীবনোপায় — জীবনরক্ষার উপায়, জীবিকা।

জীবন্ত — বাঁচিয়া আছে এমন, সজীব। প্রাণবান, জীবিত বলিয়া মনে হয় এমন। [ঃ 'জীবন্ত' চিত্র।]

জীবন্মুক্ত — জীবিত অবস্থাতেই 'মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত। বি. — **জীবন্মুক্তি**।

জীবন্মৃত — বাঁচিয়াও মৃতের মতো, মৃততুল্য, অত্যন্ত নিরুপায় ও অসমর্থ।

জীববলি — দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণিবধ।

জীববিদ্‌ — জীবতত্ত্বে সুপণ্ডিত।

জীববিদ্যা — ('জীবতত্ত্ব' দেখ।)

জীবলোক — যেখানে প্রাণীরা থাকে, ধরাধাম, মর্ত্যলোক।

জীবশূন্য — প্রাণিহীন। [ঃ 'জীবশূন্য' মরুভূমি।]

জীবহত্যা, জীবহিংসা — প্রাণিবধ।

জীবহীন — প্রাণিহীন।

জীবাণু — অনুবীক্ষণে দেখা যায় এমন অতি সূক্ষ্ম জীব।

জীবাত্মা — প্রাণীর দেহস্থ আত্মা।

জীবাশ্ম — পাথরে পরিণত হইয়াছে এমন উদ্‌ভিদ বা প্রাণী, 'ফসিল'।

জীবিকা — জীবনধারণের উপায়, পেশা।

জীবিকানির্বাহ, জীবিকানির্ব্বাহ — বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে ব্যয় হয় তাহার ব্যবস্থা।

জীবিকার্জন, জীবিকার্জ্জন — জীবন-যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা রোজগার।

জীবিত — জীবন আছে এমন, মৃত নহে। জীবন। ['জীবিতেশ্বর'।]

জীবিতাবস্থা — বাঁচিয়া আছে এমন অবস্থা, জীবদ্দশা।

-জীবী — 'ইহার দ্বারা জীবিকা অর্জন করে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'বারুজীবী'।] 'বাঁচিয়া থাকে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দীর্ঘজীবী'।]

জীমূত — মেঘ। ধূসর-কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। পর্বত।

জীমূতবাহন — ইন্দ্র।

জীমূতমন্দ্র — মেঘের ডাক, মেঘের গর্জন। মেঘের গর্জনের মতো ধ্বনি।

জীয়ন্ত — ('জিয়ন্ত' দেখ।)

জীরক — একরকম মসলা, জিরা।

জীর্ণ — অতি পুরাতন হইবার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত। [ঃ 'জীর্ণ' বস্ত্র।] হজম হইয়াছে এমন। [ঃ খাদ্য 'জীর্ণ' হওয়া।]

জীর্ণতা, জীর্ণত্ব — অতি পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত ভাব।

জীর্ণসংস্কার, জীর্ণোদ্ধার — মেরামত।

জুঁই — একরকম ছোট সুগন্ধ ফুল, যূথিকা।

জুগুপ্সা — ঘৃণা। নিন্দা। বিণ. — **জুগুপ্সিত**।

জুজ — ফর্মার পর ফর্মা দিয়া বই বাঁধিবার একরকম কৌশল।

জুজু — শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য একরকম কল্পিত ভয়ংকর জীব।

জুজুৎসু — একরকম জাপানী মল্লবিদ্যা।

জুজুবুড়ি — ('জুজু' দেখ।)

জুটা — সংগৃহীত হওয়া, পাওয়া, মেলা। [ঃ ভাত 'জুটে' না।] একত্র হওয়া, জড়ো হওয়া। [ঃ লোক 'জুটিয়াছে'।]

জুটানো — সংগ্রহ করা। [ঃ কাজ 'জুটানো'।] জড়ো করা। [ঃ লোক 'জুটানো'।]

জুড়া — সংযুক্ত করা। [ঃ কাগজ 'জুড়া'।] আরম্ভ করা। [ঃ নাচ 'জুড়া'।] পূর্ণ করা, ব্যাপ্ত করা। [ঃসারা আকাশ 'জুড়িয়া'।]

জুড়ানো — ঠাণ্ডা করা, শীতল করা।

[ঃ গরম দুধ 'জুড়ানো'।] শান্ত হওয়া। [ঃ পাড়া 'জুড়ানো'।] তৃপ্ত হওয়া। [ঃ চোখ 'জুড়ানো'।] শীতল হইয়াছে এমন। [ঃ 'জুড়ানো' দুধ।]

জুড়ি — দুই ঘোড়ার গাড়ি। অনুরূপ বস্তু বা ব্যক্তি। [ঃ 'জুড়ি' মেলা ভার।] যাত্রার গায়কযুগল।

জুড়িদার - সহযোগী, বন্ধু।

জুত - মনের মতো বা উপযুক্ত রূপ। [ঃ খাওয়া দুত হওয়া।]

জুতসই — পছন্দসই। উপযুক্ত, ঠিক, যথাযথ।

জুতা - চামড়ার পাদুকা।

জুতা — সংযোজিত করা।

জুতানো - জুতা দিয়া মারা। লাঞ্ছনা করা।

জুতি, জুতো (জুতা দেখ।)

জুন - ইংরেজী বছরের ষষ্ঠ মাস।

জুনো — রোমক পুরাণে বর্ণিত ইন্দ্রাণী, জুপিটার পত্নী।

জুপিটার — রোমক পুরাণে বর্ণিত দেবরাজ।

জুবড়ানো - বেশী ভিজানো। বেবড়ানো।

জুবিলি, জুবিলী — কাহারও কর্মজীবনের বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে অনুষ্ঠিত উৎসব, জয়ন্তী।

জুম — আসামের পার্বত্য অঞ্চলের একরকম কৃষিপদ্ধতি।

জুম্মা — শুক্রবার। **জুম্মা মসজিদ** — শুক্রবার মুসলমানরা যেখানে সমবেত হইয়া নমাজ করিতে পারেন এমন মসজিদ, দিল্লীর বিখ্যাত মসজিদ।

জুয়া — বাজি রাখিয়া খেলা, দ্যূত।

জুয়াচুরি — প্রতারণা।

জুয়াচোর — যে ঠকায়, প্রতারক।

জুয়াড়ী — যে জুয়া খেলে।

জুয়ান — একরকম মসলা।

জুয়ানো — যোগানো। [ঃ মুখে কথা 'জুয়ায়' না।]

জুয়ারী — ('জুয়াড়ী' দেখ।)

জুরি — বিচারের কাজে সাহায্য করিবার জন্য আমন্ত্রিত সাধারণ একদল ভদ্রলোক।

জুলপি, জুলফি — কানের পাশের চুল। কানের পাশের দাড়ি।

জুলাই - ইংরেজী বছরের সপ্তম মাস।

জুলি — জলনিকাশের ছোট নালা।

জুলু — দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জাতি।

জুলুম — অত্যাচার, পীড়ন, জবরদস্তি।

জুষ্ট — সেবিত, পূজিত। [ঃ 'গন্ধর্বজুষ্ট' পর্বত।]

জুট — সমূহ, গুচ্ছ, ঝুঁটি। [ঃ 'জটাজুট'।]

জৃম্ভন - হাই তোলার জন্য মুখব্যাদন।

জেঁকো - জাঁক করে এমন।

জেটি — জাহাজের মাল বা যাত্রী উঠে নামে এমন ঘাট।

জেঠতুত, জেঠতুতো — (জাঠতুত' দেখ।)

জেঠশাশুড়ী — স্বামীর বা স্ত্রীর জেঠাই।

জেঠশ্বশুর — স্বামীর বা স্ত্রীর জেঠা।

জেঠা — বাবার বড় ভাই, জ্যেষ্ঠতাত।

জেঠা — (নিন্দার্থে) বয়সের তুলনায় বেশী বাচাল ডেঁপো।

জেঠাই, জেঠাইমা — জেঠার স্ত্রী।

জেঠামি, জেঠামো — অল্পবয়স্কের বয়স্কের মতো আচরণ বা কথাবার্তা, বাচালতা, পাকামি, ডেঁপোমি।

জেঠী — জেঠাই।

জেঠু — আদরে জেঠা।

জেতব্য — জয় করার যোগ্য।

জেতা — যে জয় করে, জয়ী।

জেতা — ('জিতা' দেখ।)

জেদ — ('জিদ' দেখ।)

জেদী — ('জিদী' দেখ।)
জেনানা — অন্তঃপুর। অন্তঃপুরবাসিনী।
জেনারেল — উচ্চপদস্থ সেনানায়ক। উচ্চপদস্থ সেনানায়কের পদবী।
জেব — পকেট।
জেয় — জয় করার যোগ্য, জয় করা সম্ভব এমন।
জেয়াদা — বেশী, অধিক।
জের — পরবর্তী অংশ, অনুবৃত্তি। [ঃ গল্পের 'জের'।] অবশিষ্ট অংশ। [ঃ 'জের' না রাখা।] **জের টানা** — বিষয়ের অনুবৃত্তি করা, হিসাবের খাতায় পরবর্তী পৃষ্ঠায় হিসাব তোলা।
জেরবার — ক্লান্ত, জর্জরিত। [ঃ দেনায় 'জেরবার' হওয়া।]
জেরা — সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য নানারকম প্রশ্ন, সওয়াল। [ঃ 'জেরা' করা।]
জেল — কারাদণ্ড। [ঃ 'জেল' হওয়া।] কারাগার। [ঃ 'জেলে' যাওয়া।]
জেলখানা — কারাগার, জেল।
জেলা — কতকগুলি মহকুমার সমষ্টি, প্রদেশের অংশ।
জেলে — মাছ ধরা ও বিক্রয় করা যাহার পেশা। স্ত্রী. — **জেলেনী**।
জেল্লা — জলুস, ঔজ্জ্বল্য।
জেহাদ — ('জিহাদ' দেখ।)
জৈন — মহাবীর প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। ('জিন' বা যিনি আত্মজয় করিয়াছেন তাঁহার দ্বারা প্রবর্তিত এই অর্থে।) ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।
জৈব — জীব সংক্রান্ত। প্রাণিজ। (বিজ্ঞানে) জান্তব বা উদ্‌ভিজ্জ। [ঃ 'জৈব' পদার্থ।]
জৈমিনি — পূর্বমীমাংসাদর্শন-রচয়িতা বিখ্যাত ঋষি।
জো — সুযোগ, সুবিধা, উপায়। [ঃ টুঁ শব্দ করিবার 'জো' নাই।]
জোঁক — একরকম রক্তশোষক কৃমি, জলৌকা।
জোকার — হুলুধ্বনি। জয়ধ্বনি।
-জোখা — পরিমাণ করা, ওজন করা। [ঃ মাপা-'জোখা'।] (কেবল মাপা শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়।) ওজন করা হইয়াছে এমন। [ঃ মাপা-'জোখা' জিনিস।]
জোগাড় — সংগ্রহ, আয়োজন।
জোগাড়-যন্ত্র — আয়োজন। [ঃ 'জোগাড়-যন্ত্র' করা।]
জোগাড়ে — উদ্‌যোগী, উদ্যমী ও তৎপর, সংগ্রহ করিতে পটু। [ঃ 'জোগাড়ে' ছেলে।]
জোগান — সরবরাহ। [ঃ 'জোগান' দেওয়া।]
জোগানো — সরবরাহ করা। [ঃ খরচ 'জোগানো'।]
জোচ্চোর — ('জুয়াচোর' দেখ।)
জোছনা — (কবিতায়) জ্যোৎস্না।
জোট — দল। [ঃ 'জোট' পাকানো।]
জোটা — ('জুটা' দেখ।)
জোটানো — ('জুটানো' দেখ।)
জোড় — সংযুক্ত অবস্থা। [ঃ 'জোড়' লাগা।] একত্র দুইটি, যুগল। [ঃ মাণিক-'জোড়'।] যুক্ত। [ঃ 'জোড়' হাত।] ধুতি ও চাদর। [ঃ গরদের 'জোড়'।]
জোড়া — ('জুড়া' দেখ।)
জোড়া — একত্র দুইটি। [ঃ এক 'জোড়া' পাখি।] অনুরূপ বস্তু বা ব্যক্তি, জুড়ি। [ঃ 'জোড়া' মেলা ভার।] ব্যাপ্ত করিয়া, ময়। [ঃ ঘর-'জোড়া'; আকাশ-'জোড়া'।] যুক্ত। [ঃ 'জোড়া' খাম।]
জোড়াতাড়া, জোড়াতালি — কোনও রকমে

একত্রিত সম্পূর্ণ বা সম্পন্ন করার চেষ্টা। [ঃ 'জোড়াতালি' দেওয়া।]
জোড়ানো — ('জুড়ানো' দেখ।
জোত — চাষের জমি। লাঙলে বা গাড়িতে গোরু মহিষ ইত্যাদি বাঁধিবার দড়ি।
জোতদার — জমিদারের অধীন জোতের মালিক, রায়ত।
জোঁদা — ঈষৎ টক।
জোনাকি — দীপ্তি পায় এমন একরকম ক্ষুদ্র পতঙ্গ, খদ্যোত।
জোবড়া — ধেবড়া, অপরিষ্কার। [ঃ 'জোবড়া' লেখা।]
জোবড়ানো — ধেবড়ানো, অপরিষ্কার করা।
জোব্বা — চোগা-জাতীয় জামা।
জোয়ান — যুবক। বলিষ্ঠ।
জোয়ার — চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের ফলে জলের স্ফীতি। [ঃ 'জোয়ার-ভাটা।]
জোয়ার — একরকম শস্য দেধান।
জোয়াল — লাঙল বা গাড়ি টানিবার সময় যে কাঠের দণ্ডটি বলদের কাঁধের উপর থাকে।
জোর — শক্তি, সামর্থ্য। [ঃ গায়ের 'জোর'।] বলপ্রয়োগ। [ঃ 'জোর' করা।] চড়া উচ্চ। [ঃ 'জোর' গলা।] সবল শক্তিপূর্ণ। [ঃ 'জোর' লেখা।] কড়া। [ঃ 'জোর' তলব।]
জোরজুলুম — বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি।
জোরালো — সবল, শক্তিপূর্ণ। [ঃ 'জোরালো' ভাষা।]
জোরু — পত্নী।
জোল — সরু নালা, জুলী।
জোলা — মুসলমান তাঁতী। স্ত্রী — **জোলানী**।
জোলাপ — কোষ্ঠশুদ্ধি করায় এমন একরকম ঔষধ, বিরেচক।
জোলো — সজল। জলময়। পানসে।
জোশ — উৎসাহ, উত্তেজনা।
জো-হুকুম — যথা আজ্ঞা। অনুগত ভৃত্য।
জৌ — গালা।
-জ্ঞ — 'জানে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'পুরাণজ্ঞ'।]
জ্ঞাত — জানা গিয়াছে এমন। [ঃ 'জ্ঞাত' সংবাদ।] যে জানিয়াছে। [ঃ 'জ্ঞাত' হইলাম।]
জ্ঞাতব্য — যাহা জানিতে হইবে। জানার যোগ্য।
জ্ঞাতসারে — সজ্ঞানে, জানে এমন অবস্থায়, জ্ঞানতঃ। [ঃ 'জ্ঞাতসারে করে নাই।]
জ্ঞাতি — একই বংশের লোক।
জ্ঞাতিত্ব — জ্ঞাতির সম্পর্ক।
জ্ঞান — চেতনা, সংজ্ঞা। [ঃ 'জ্ঞান' হারানো।] বিদ্যা। বুদ্ধি। অভিজ্ঞতা। বিবেচনা। [ঃ তাহাকে নির্বোধ 'জ্ঞান' করি।]
জ্ঞানকাণ্ড — বেদের দার্শনিক অংশ, উপনিষদ্ ইত্যাদি।
জ্ঞানকৃত — জ্ঞাতসারে করা হইয়াছে এমন। [ঃ জ্ঞানকৃত 'অপরাধ।]
জ্ঞানগম্য — বুঝিতে বা জানিতে পারা যায় এমন, বোধগম্য।
জ্ঞানগম্যি — বিদ্যাবুদ্ধি। [ঃ ছেলেটার 'জ্ঞানগম্যি হয়নি।]
জ্ঞানগর্ভ — পাণ্ডিত্যপূর্ণ, উপদেশপূর্ণ।
জ্ঞানগোচর — জানা, জ্ঞাত। [ঃ বিষয়টি আমার 'জ্ঞানগোচর' নয়।]
জ্ঞানচক্ষু — জ্ঞানরূপ চোখ, অন্তর্দৃষ্টি।
জ্ঞানত, জ্ঞানতঃ — জ্ঞাতসারে, জানিয়া-শুনিয়া।
জ্ঞানদ — জ্ঞানদানকারী। স্ত্রী — **জ্ঞানদা**।
জ্ঞানদাতা — যিনি জ্ঞান দেন। শিক্ষক, গুরু।
জ্ঞানপাপী — যে জানিয়া পাপ বা অপরাধ

করে।

জ্ঞানবান্ — পণ্ডিত, জ্ঞানী। স্ত্রী: — **জ্ঞানবতী**।

জ্ঞানময় — জ্ঞানে পরিপূর্ণ। যিনি সকল জ্ঞানের আধার, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্ম।

জ্ঞানময়ী — সকল জ্ঞানের আধার যে দেবী, ভগবতী।

জ্ঞানযোগ — ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়, গীতায় বর্ণিত জ্ঞানমূলক সাধনপদ্ধতি।

জ্ঞানলাভ — বিদ্যা বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা লাভ, জ্ঞানার্জন।

জ্ঞানশূন্য — অচেতন, সংজ্ঞাহীন। বিবেচনাশক্তি লোপ পাইয়াছে এমন। [ঃ ক্রোধে 'জ্ঞানশূন্য'।]

জ্ঞানসঞ্চার — চেতনা ফিরাইয়া আনা। জ্ঞানের উদ্রেক।

জ্ঞানসাধন — জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা। জ্ঞানসঞ্চার।

জ্ঞানহীন — মূঢ়, নির্বোধ, মূর্খ। বি. — **জ্ঞানহীনতা**।

জ্ঞানাঞ্জন — জ্ঞানরূপ কাজল যাহার দ্বারা সত্যের প্রকাশ ঘটে।

জ্ঞানার্জন, জ্ঞানার্জ্জন — চেষ্টা বা অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞানলাভ।

জ্ঞানী — যাহার জ্ঞান আছে, পণ্ডিত।

জ্ঞানেন্দ্রিয় — যে ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বাহ্য জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান বা বোধ জন্মে (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা)।

জ্ঞানোদয় — জ্ঞানের সঞ্চার, জ্ঞানের উদ্রেক।

জ্ঞাপক — যে জানায়, জ্ঞাপয়িতা। যাহা জানায়, সূচক, বোধক।

জ্ঞাপন — সংবাদদান, জানাইয়া দেওয়া।

জ্ঞাপনীয় — জানাইবার যোগ্য।

জ্ঞাপয়িতা — যে জানায়, জ্ঞাপক।

জ্ঞাপিত — যাহা বা যাহাকে জানানো হইয়াছে।

জ্ঞেয় — জানার যোগ্য যাহা জানা সম্ভব।

জ্যা — ধনুকের ছিলা, ধনুর্গুণ। (জ্যামিতিতে) বৃত্তাংশের দুই প্রান্ত সংযুক্ত করে এমন রেখা।

জ্যাঠা — (জেঠা দেখ।) বয়স্কের মতো আচরণ করে বা কথা বলে এমন অল্পবয়স্ক, পাকা। [ঃ 'জ্যাঠা' ছেলে।]

জ্যাঠামি, জ্যাঠামো — পাকামি।

জ্যানির্ঘোষ — ধনুকের জ্যা টানিয়া ছাড়িয়া দিলে যে শব্দ হয়, টংকার।

জ্যান্ত — বাঁচিয়া আছে এমন, জীবন্ত।

জ্যামিতি — ভূমির পরিমাপ বিষয়ে শাস্ত্র, রেখা ক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত গণিত।

জ্যামিতিক — জ্যামিতি সংক্রান্ত।

জ্যারোপণ — ধনুকে ছিলা পরানো।

জ্যেষ্ঠ — বয়সে বড়, অগ্রজ। বড় ভাই।

জ্যেষ্ঠতাত — জেঠা।

জ্যেষ্ঠা — বড় বোন, দিদি। নক্ষত্রের নাম।

জ্যেষ্ঠাধিকার — পৈতৃক সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার।

জ্যৈষ্ঠ — বাংলা সনের দ্বিতীয় মাস।

জ্যোতি — আলোক, দীপ্তি। গ্রহনক্ষত্রাদি। দৃষ্টিশক্তি।

জ্যোতির্বিৎ, জ্যোতির্বিদ্, জ্যোতির্ব্বিৎ, জ্যোতির্ব্বিদ্ — গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয়ে পণ্ডিত, জ্যোতিষী।

জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা — গ্রহনক্ষত্রাদি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

জ্যোতির্বেত্তা, জ্যোতির্ব্বেত্তা — ('জ্যোতির্বিৎ' দেখ।)

জ্যোতির্ময়, জ্যোতিৰ্ম্ময় — দীপ্ত, জ্যোতিপূর্ণ। স্ত্রী. — **জ্যোতির্ময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী**।

জ্যোতিশ্চক্র — রাশিচক্র।
জ্যোতিষ — গ্রহনক্ষত্রাদি সম্পর্কে বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা।
জ্যোতিষী — জ্যোতির্বিদ্।
জ্যোতিষ্ক — গ্রহনক্ষত্রাদি।
জ্যোতিষ্মান — জ্যোতি আছে এমন, জ্যোতির্ময়, দীপ্তিমান। স্ত্রী. — **জ্যোতিষ্মতী**।
জ্যোৎস্না — চাঁদের উপর প্রতিফলিত সূর্যালোক, জোছনা, চাঁদনি।
জ্যোতিষিক — জ্যোতিষ সংক্রান্ত।
জ্বর — একরকম রোগ, দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি।
জ্বরঘ্ন — জ্বরনাশক।
জ্বরজ্বালা — জ্বর ও অন্যান্য রোগ। [ঃ 'জ্বরজ্বালা' হয় না।]
জ্বরজ্বর — ঈষৎ জ্বরবোধ। [ঃ 'জ্বরজ্বর করা।]
জ্বরঠুঁটো — ঠোঁটের একরকম ঘা যাহা সাধারণত জ্বর হইলে হয়
জ্বরাতিসার — জ্বর ও সেই সঙ্গে পেটের অসুখ, 'টাইফয়েড'।
জ্বরান্তক — জ্বর দূর করে এমন, জ্বরনাশক।
জ্বলজ্বল — দীপ্তি বা উজ্জ্বলতা প্রকাশ। [ঃ 'জ্বলজ্বল' করা।]
জ্বলজ্বলে — উজ্জ্বল, দীপ্ত।
জ্বলৎ — যাহা জ্বলিতেছে।
জ্বলদগ্নি — জ্বলিতেছে এমন আগুন।
জ্বলন — জ্বলিতে থাকা, দহন। দীপ্তি। জ্বালা।
জ্বলনাঙ্ক — তাপ যে মাত্রায় গিয়া জ্বলিয়া উঠে।
জ্বলন্ত — জ্বলিতেছে এমন।
জ্বলা — উজ্জ্বল হইয়া পোড়া। [ঃ প্রদীপ 'জ্বলা'।] দীপ্তি পাওয়া, উজ্জ্বল হওয়া। [ঃ চোখ 'জ্বলা'।] জ্বালা বা বেদনাবোধ করা। [ঃ হাত-পা 'জ্বলা'।]
জ্বলিত — জ্বলিয়াছে এমন, প্রজ্বলিত। পোড়া।
জ্বলনি — জ্বলন। জ্বালাবোধ।
জ্বাল — আগুনের তাপ, আগুনের ঝলকা, আঁচ। [ঃ অল্প 'জ্বালে' বাঁধা।]
জ্বালন — জ্বালানি।
জ্বালা — দহন, দীপ্তি। উত্তাপ। পোড়ার মতো যন্ত্রণাবোধ, প্রদাহ। বিরক্তিকর বিষয়। [ঃ কী 'জ্বালা'!]
জ্বালা — দীপ্ত করা, আলোকিত করা। [ঃ 'প্রদীপ' জ্বালা।] আগুন ধরানো, অগ্নিময় করা। [ঃ উনান 'জ্বালা'।]
জ্বালাতন — বিরক্ত। [ঃ 'জ্বালাতন' করো না।]
জ্বালানি — কাঠ কয়লা ঘুঁটে ইত্যাদি যাহা দিয়া উনান জ্বালানো হয়। উনানে জ্বালাইবার উপযুক্ত। [ঃ 'জ্বালানি' কাঠ।]
জ্বালানে — জ্বালাতন করে এমন, উপদ্রবকারী।
জ্বালানো - প্রজ্বলিত করা, আগুন লাগাইয়া দেওয়া, পোড়ানো। [ঃ গ্রাম 'জ্বালানো'।] জ্বালাতন করা, বিরক্ত করা। [ঃ ছেলেটা বড় 'জ্বালাচ্ছে'।]
জ্বালাময় — অগ্নিগর্ভ, উদ্দীপনাপূর্ণ। [ঃ 'জ্বালাময়' ভাষণ।] স্ত্রী — **জ্বালাময়ী**। [ঃ 'জ্বালাময়ী বক্তৃতা।]
জ্বালামুখ — আগ্নেয়গিরির মুখ।
জ্বালামুখী — পাঞ্জাবস্থ হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান, এখানে সতীদেহ হইতে খণ্ডিত জিহ্বা পতিত হইয়াছিল এইরূপ কথিত আছে।
জ্বালিত — জ্বালা হইয়াছে এমন। দগ্ধ।

ঝ

ঝংকার — ঝন ঝন শব্দ, ঝনৎকার, বীণা সেতার ইত্যাদির শব্দ। গুন গুন শব্দ, গুঞ্জন। [ঃ ভ্রমর-'ঝংকার'।]

ঝংকৃত — ঝংকারপূর্ণ, ঝংকারে ধ্বনিত।

ঝকঝক — ঔজ্জ্বল্যপ্রকাশ। [ঃ 'ঝকঝক' করা।]

ঝকঝকে — ঝকঝক করে এমন, উজ্জ্বল, দীপ্ত।

ঝকমক, ঝকমকে — ('ঝকঝক' ও 'ঝকঝকে' দেখ।)

ঝকমারি — অপরাধ, ঘাট। বোকামি। [ঃ 'ঝকমারি' করা।]

ঝক্কি — ঝঞ্ঝাট, ধকল, অপ্রিয় দায়িত্ব। [ঃ 'ঝক্কি' নেওয়া।]

ঝগড়া — কলহ, বিবাদ।

ঝগড়াঝাঁটি — ঝগড়া ও ঝগড়ার মতো ব্যাপার।

ঝগড়াটে — যে প্রায়ই ঝগড়া করে, কলহপ্রিয়।

ঝঙ্কার, ঝঙ্কৃত — ('ঝংকার' ও 'ঝংকৃত' দেখ।)

ঝঞ্ঝনা — ঝনঝন শব্দ, ঝনৎকার।

ঝঞ্ঝা — ঝড়। প্রবল ঝড়।

ঝঞ্ঝাট — হাঙ্গামা, ঝক্কি, অপ্রিয় দায়িত্ব, লেঠা।

ঝঞ্ঝাটে — ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করে এমন।

ঝঞ্ঝাবর্ত, ঝঞ্ঝাবর্ত্ত — প্রবল ঘূর্ণিবায়ু।

ঝট্ — জলদি, শীঘ্র, চট্, ঝাঁ [ঃ 'ঝট্' ক'রে আসা।]

ঝটপট — শীঘ্র, তাড়াতাড়ি, চটপট।

ঝটপট — ডানা ঝাপটানোর শব্দ। [ঃ ফাঁদে পড়িয়া 'ঝটপট' করা।]

ঝটপটানি — ক্রমাগত ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ।

ঝটকা, ঝটকানি — হঠাৎ জোরে টান। [ঃ 'ঝটকা' দিয়া হাত সরানো।] হঠাৎ জোরে সঞ্চালন। [ঃ আঁচলের 'ঝটকা'।]

ঝটিকা — ঝড়।

ঝটিকাবর্ত, ঝটিকাবর্ত্ত — প্রবল ঘূর্ণি-বায়ু।

ঝটিতি — শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

ঝড় — প্রবল বায়ুপ্রবাহ, ঝটিকা।

ঝড়তি, ঝড়তি-পড়তি — নাড়াচাড়ার ফলে বা গুদামে যে অংশ নষ্ট হয় বা বাদ পড়ে। ওঁচা, বাজে। [ঃ 'ঝড়তি' মাল।]

ঝ'ড়ো — ঝড়ের মতো প্রবল। [ঃ 'ঝ'ড়ো' হাওয়া।] ঝড়ে বিপন্ন। [ঃ 'ঝ'ড়ো' কাক।] ঝড়ে পূর্ণ। [ঃ ঝ'ড়ো আকাশ।]

ঝনকাঠ — চৌকাঠের উপরের কাঠ।

ঝনঝন — ধাতুর বা তারের উপর আঘাতের ফলে যে শব্দ হয় তাহার অনুকার।

ঝনৎকার — ঝনঝন শব্দ।

ঝনাৎ — হঠাৎ জোর ঝনঝন শব্দ।

ঝপ্ — তাড়াতাড়ি, শীঘ্র।

ঝপ্ — দাঁড় ইত্যাদি ফেলার শব্দের অনুকার।

ঝপঝপ, ঝপাঝপ — বার বার বা ক্রমাগত দাঁড় ইত্যাদি ফেলিবার শব্দের অনুকার।

ঝপাং — জলে ঝাঁপ দিবার বা ভারী জিনিস জলে পড়িবার শব্দ।

ঝপাৎ — জলে জাল ইত্যাদি পড়িবার শব্দ।

ঝমঝম — বৃষ্টির শব্দের অনুকার। মল নূপুর ইত্যাদির শব্দের অনুকার।

ঝমরঝমর — নূপুর মল ইত্যাদির শব্দের অনুকার।

ঝমাঝম — বড় বড় ফোঁটায় জোরে বৃষ্টির শব্দ। জোরে ঝমঝম আওয়াজ।

ঝম্প — লাফ, ঝাঁপ।

ঝরকা — ('ঝরোকা' দেখ।)

ঝরঝর — জল ইত্যাদি ঝরিয়া পড়ার শব্দ।

ঝরঝরে — তকতকে, পরিষ্কৃত। স্পষ্ট।

[ঃ 'ঝরঝরে' লেখা।] সাবলীল। [ঃ 'ঝরঝরে' ভাষা।] ঝাঁঝরা, নষ্ট। [ঃ পরকাল 'ঝরঝরে'।]

ঝরনা — পাহাড় ইত্যাদি হইতে পতিত জলধারা, নির্ঝর।

ঝরনা কলম — ভিতরে কালি থাকে ও নিব দিয়া কালি ঝরিয়া পড়ে এমন একরকম কলম, 'ফাউন্টেন পেন'।

ঝরা — বিন্দু বিন্দু হইয়া বা ধারা বহিয়া পড়া। [ঃ জল 'ঝরা'।] খসা, চ্যুত হওয়া। [ঃ 'ফুল' ঝরা।] খসিয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ 'ঝরা' ফুল।] বিন্দু বিন্দু হইয়া বা ধারা বহিয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ 'ঝরা জল।]

ঝর্ঝর — একরকম বাদ্যযন্ত্র। ('ঝরঝর' দেখ।)

ঝলক - আগুনের হলকা। হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য প্রকাশিত তীব্র আলোক। [ঃ বিদ্যুতের 'ঝলক'।] উদ্গার। [ঃ রক্তের 'ঝলক'।]

ঝলকানি — সহসা তীব্র আলোর প্রকাশ।

ঝলকানো — সহসা তীব্র আলো প্রকাশ করা। দীপ্তি পাওয়া।

ঝলকিত — তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত। সহসা দীপ্ত।

ঝলঝল — ঝোলা বা ঢিলে ভাব সূচক অনুকার। [ঃজামা 'ঝলঝল' করা।]

ঝলঝলে — ঝোলা, ঢিলে।

ঝলমল — ('ঝকমক' দেখ।)

ঝলমলে — ঝলমল করে এমন।

ঝলসানি — হঠাৎ লাগা আগুনের তাপ বা দীপ্তি।

ঝলসানো — উজ্জ্বল আলোকে চোখ ধাঁধানো। [ঃ চোখ 'ঝলসানো'।] আধ-পোড়া করা। [ঃ মাংস 'ঝলসানো'।] ঝলসাইয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'ঝলসানো' মাংস।]

ঝল্লরী — একরকম বাদ্যযন্ত্র, করতাল।

ঝাঁ — শীঘ্র, চট্, ধাঁ।

ঝাউ — একরকম সরু সূচের মতো পাতাওয়ালা গাছ।

ঝাঁক - পাখি মাছ পতঙ্গ ইত্যাদির দল।

ঝাঁকড়া — ঝোপের মতো। [ঃ 'ঝাঁকড়া' গাছ।] গোছা গোছা লম্বা। [ঃ 'ঝাঁকড়া' চুল।]

ঝাঁকা — মোট বহিবার বড় ঝুড়ি। [ঃ 'ঝাঁকা'-মুটে।]

ঝাঁকানি — সজোরে দোলা।

ঝাঁকানো — দোলা দেওয়া, কম্পিত করা।

ঝাঁকুনি -- ('ঝাকানি' দেখ।)

ঝাজ — উগ্রতা, তেজ। [ঃ লঙ্কার 'ঝাঁজ'।]

ঝাঁজ — ('ঝাঁঝ' দেখ।)

ঝাজ, ঝাঁজর — একরকম বাদ্যযন্ত্র, কাঁসর।

ঝাঁজরা — ফোঁপরা, বহুছিদ্রযুক্ত। [ঃ 'ঝাঁজরা' হওয়া।]

ঝাঁজরি — বহুছিদ্রযুক্ত হাতা, ছানতা। নর্দমার মুখের শিক বা বহুছিদ্রযুক্ত পাত। গাছে জল দিবার ঝারি।

ঝাঁজালো — ঝাঁজ আছে এমন, উগ্রতাযুক্ত।

ঝাঁজি — একরকম জলজ গুল্ম বা শৈবাল।

ঝাঁঝ - ('ঝাঁজ' দেখ।)

ঝাঁ ঝাঁ — দ্রুত গমনের অনুকার। [ঃ গাড়ি 'ঝাঁ ঝাঁ' করে চললো।] প্রখর উত্তাপের লক্ষণসূচক অনুকার। [ঃ রোদ 'ঝাঁ ঝাঁ' করছে।]

ঝাঁঝালো — ('ঝাঁজালো' দেখ।)

ঝাঁঝরি — ('ঝাঁজরি' দেখ।)

ঝাঁট — পরিষ্কার করার জন্য ঝাঁটার আঘাত। [ঃ 'ঝাঁট' দেওয়া।]

ঝাঁটা — ঝাড়ু, খাংরা।

ঝাঁটানো — ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা।

ঝাঁটা দিয়া প্রহার করা।

ঝাঁটি — একরকম ফুল, ঝিণ্টি, কুরুবক।

ঝাড় — ঝোপ। একত্র অনেকগুলি সরু গাছ বা গাছের গোড়া। ডালপালা। (নিন্দায়) বংশ।

ঝাড় — একরকম বহুশাখাযুক্ত বাতিদান।

ঝাড় — চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ। [ঃ 'ঝাড়' ফুঁক।]

ঝাড়ন — ধুলা ঝাড়িবার কাপড়। ধুলা দূরীকরণ।

ঝাড়ন -- ঝাড়ফুঁক।

ঝাড়ফুঁক — ভূত ইত্যাদি ছাড়াইবার বা রোগ সারাইবার জন্য মন্ত্র পড়া ও ফুঁ দেওয়া।

ঝাড়া — সজোরে নাড়া দিয়া ধুলা ইত্যাদি দূর করা। [ঃ কাপড় 'ঝাড়া'।] উজাড় বা শূন্য করা। [ঃ 'ঝেড়ে'-মুছে দেওয়া।] ভূত বিষ রোগ ইত্যাদি দূর করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ করা। ধান ইত্যাদিকে আছাড় দিয়া গাছ হইতে বিচ্যুত করা। [ঃ ধান 'ঝাড়া'।] নাড়িয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। আছাড় দিয়া গাছ হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ঝাড়া' ধান।] একটানা, অবিরাম। [ঃ 'ঝাড়া' এক ঘণ্টা।] জড়তা দূর করার উদ্দেশে সঞ্চালন। [ঃ গা 'ঝাড়া' দেওয়া।]

ঝাড়াই — ঝাড়ার কাজ। [ঃ 'ঝাড়াই'-মাড়াই।] ঝাড়ার জন্য খরচ।

ঝাড়ানি — ঝাড়ার মজুরি। [ঃ ধানের 'ঝাড়ানি'-খরচ।]

ঝাড়ানো — অন্যের দ্বারা ঝাড়া।

ঝাড়ু — ঝাঁটা। ঝাঁট। [ঃ 'ঝাড়ু' দেওয়া।]

ঝাড়ুদার — ঝাঁট দেওয়া যাহার পেশা, মেথর।

ঝাণ্ডা — পতাকা, নিশান, ধ্বজা। [ঃ লাল 'ঝাণ্ডা'।]

ঝানু — অভিজ্ঞ, পাকা, চতুর। [ঃ 'ঝানু' লোক।]

ঝাঁপ — পতনের জন্য লাফ। [ঃ আগুনে বা জলে 'ঝাঁপ' দেওয়া।]

ঝাঁপ — বাখারি চাটাই ইত্যাদির নামানো উঠানো যায় এমন কপাট। [ঃ 'ঝাঁপ' ফেলা।]

ঝাঁপ — তাঁতে টানা সুতার ফাঁক যাহার ভিতর দিয়া মাকু চলে।

ঝাপট, ঝাপটা — বেগে সঞ্চালিত হইবার ফলে ধাক্কা। [ঃ লেজের 'ঝাপটা'; হাওয়ার বা বৃষ্টির 'ঝাপটা'।]

ঝাপটা — মাথার একরকম গয়না।

ঝাঁপতাল — সংগীতের একরকম তাল।

ঝাপসা — অস্পষ্ট। [ঃ কুয়াশায় 'ঝাপসা'।] ক্ষীণ। [ঃ চোখের দৃষ্টি 'ঝাপসা' হওয়া।]

ঝাঁপান — মনসাপূজার উৎসবে গান ও সাপ খেলানো।

ঝাঁপানো — ঝাঁপ দেওয়া। **ঝাঁপাইয়া পড়া** — দুঃসাহসিকতার সহিত আক্রমণ করা বা কাজে যোগ দেওয়া।

ঝাঁপি — ঢাকনি আছে এমন ছোট চুপড়ি। [ঃ লক্ষ্মীর 'ঝাঁপি'।]

ঝামটা -- রাগ বিরক্তি ইত্যাদি প্রকাশের জন্য সবেগে নাড়া। [ঃ মুখ-'ঝামটা'।]

ঝামর — ম্লান, মলিন। [ঃ "আজু 'ঝামর' অতি শ্যামর অংগ।"]

ঝামরানো — রসাধিক্যে ভারী হওয়া। [ঃ সর্দিতে মুখ 'ঝামরানো'।] তাপে ম্লান ও শীর্ণ হওয়া। [ঃ রোদে গাছ 'ঝামরানো'।]

ঝামা — বেশী পোড়া ফোঁপরা ইট।

ঝামেলা — ঝঞ্ঝাট, অপ্রিয় দায়িত্ব,

গোলমাল।

ঝারা — সচ্ছিদ্র জলপাত্র হইতে জলধারা। [ঃ তুলসী গাছে 'ঝারা' দেওয়া।]

ঝারি — গাছে জল দিবার বহুছিদ্রযুক্ত পাত্র। গাড়ু, ভৃঙ্গার।

ঝাল — লঙ্কার মতো জ্বালা করে এমন স্বাদ। ঝাল মসলা। ঝালস্বাদ ব্যঞ্জন। গায়ের জ্বালা, রাগ। [ঃ 'ঝাল' ঝাড়া।]

ঝাল — ধাতু জুড়িবার পান। [ঃ রাং-'ঝাল'।]

ঝালর — মশারি চাঁদোয়া ইত্যাদির কোঁচকানো কাপড় দিয়া তৈয়ারী ঝোলানো প্রান্তভাগ।

ঝালর — একরকম গহনা যাহাতে গহনার শিকলের মতো অংশগুলি সারিসারি ঝুলিতে থাকে। [ঃমুক্তার 'ঝালর'।]

ঝালা — পান দিয়া ধাতুনির্মিত জিনিস জোড়া।

ঝালানো — পান দিয়া জোড়ানো। সংস্কার করা, পুকুর ইত্যাদির পাঁক তুলিয়া পরিষ্কার করা। [ঃ পুকুর 'ঝালানো'।] কৌশলে অর্থাদি আত্মসাৎ করা। [ঃ কিছু 'ঝালিয়েছে'।]

ঝালাপালা — উত্ত্যক্ত, অতিশয় বিরক্ত। [ঃ কান 'ঝালাপালা'।]

ঝি — চাকরানী, দাসী। কন্যা, মেয়ে।

ঝিউড়ী — কন্যা। (তুঃ 'বউড়ী'।)

ঝিক — উনানের উপরের উঁচু চূড়ার মতো অংশ যাহার উপর হাঁড়ি বসে ও যাহার পাশের ফাঁক দিয়া আঁচ বাহির হয়।

ঝিকমিক — উজ্জ্বলতা প্রকাশ, দীপ্তি-প্রকাশ। [ঃ 'ঝিকমিক' করা।]

ঝিঁকা — নৌকার হালে সজোরে টান।

ঝিকিমিকি — ('ঝিকমিক' দেখ।)

ঝিঙ্গা, ঝিঙে — একরকম ফল (আনাজ)।

ঝিঁঝি — অবিরাম ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করে এমন একরকম পোকা, ঝিল্লী।

ঝিঁঝিট — সংগীতের একরকম রাগিণী।

ঝিণ্টিকা, ঝিণ্টী — ঝাঁটি ফুল, কুরুবক।

ঝিনঝিন — শরীরের কোনও অংশের অসাড়বোধ ও কম্পনের অনুভূতি। [ঃ হাতপা 'ঝিনঝিন' করা।]

ঝিনঝিনি — ঝিনঝিন করার রোগ বা অবস্থা। [ঃ 'ঝিনঝিনি' লাগা।]

ঝিনিঝিনি — ক্ষীণ ও সুমিষ্ট ঝনঝন শব্দ।

ঝিনুক — একরকম শামুক জাতীয় প্রাণীর শুক্তি। ঐ প্রাণীর শক্ত খোল। শিশুকে দুধ খাওয়াইবার কুষির মতো পাত্র।

ঝিম — নেশা তন্দ্রা ইত্যাদির ফলে নিষ্ক্রিয় অসাড়। [ঃ 'ঝিম' হয়ে ব'সে থাকা।] নিষ্ক্রিয় অসাড় অবস্থা। [ঃ 'ঝিম' লাগা।]

ঝিমঝিম — দেহের কোনও অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িতেছে এই রকম অস্বস্তিবোধ। [ঃ মাথা 'ঝিমঝিম' করা।]

ঝিমানো — নেশা তন্দ্রা ইত্যাদিতে ঢুলিতে থাকা বা নিষ্ক্রিয় হওয়া।

ঝিয়ারী — (কবিতায়) কন্যা, পুত্রী। [ঃ রাজার 'ঝিয়ারী'।]

ঝিরঝির — মৃদুমধুর প্রবাহসূচক অনুকার। [ঃ 'ঝিরঝির' করিয়া বাতাস বহে।]

ঝিরঝিরে — ঝিরঝির করে এমন, মৃদুমধুর। [ঃ 'ঝিরঝিরে' বাতাস।]

ঝিল — সুবৃহৎ জলাশয়। বিল।

ঝিলমিল — উজ্জ্বলতার প্রকাশ, ঝিকমিক। [ঃ কচি কচি ঢেউ 'ঝিলমিল' করে।]

ঝিলমিল — খড়খড়ি।

ঝিলিক — আলোকের ক্ষণিক প্রকাশ। [ঃ 'ঝিলিক' দেওয়া।]

ঝিলিমিলি — ঝিকিমিকি।

ঝিলিমিলি — খড়খড়ি।

ঝিল্লি, ঝিল্লী — ঝিঁঝি পোকা।

ঝিল্লীরব, ঝিল্লীস্বন — ঝিঁঝি পোকার ডাক।

ঝুঁকা — নীচের দিকে বাঁকা, হেলিয়া পড়া। কোনও বিষয়ের প্রতি ঈষৎ অনুরক্ত হওয়া। পক্ষপাত দেখানো।

ঝুঁকি — দায়িত্ব, ভার। [ঃ কাজের 'ঝুঁকি'।]

ঝুট — মিথ্যা।

ঝুটমুট — মিছামিছি।

ঝুটা — এঁটো, উচ্ছিষ্ট। মিথ্যা। নকল, কৃত্রিম। [ঃ 'ঝুটা' মুক্তা।]

ঝুটাপুটি — জাপটাজাপটি।

ঝুঁটি, ঝুটি — চূড়া-বাঁধা চুল। চুলের গোছা। মাথার উপরের চূড়ার মতো পালক ইত্যাদি। [ঃ মোরগের 'ঝুঁটি'।] ষাঁড়ের ঘাড়ের উপরের উঁচু মাংস, ককুদ।

ঝুটো — ('ঝুটা' দেখ।)

ঝুটোপুটি — ('ঝুটাপুটি' দেখ।)

ঝুড়া — অনাবশ্যক ডালপালা ভাঙিয়া বা ছাঁটিয়া দেওয়া।

ঝুড়ি — ছোট ঝোড়া, বাঁশ বেত ইত্যাদির চাঙারি। [ঃ আমের 'ঝুড়ি'।]

ঝুড়ি ঝুড়ি — অনেক, বহু, রাশি রাশি। [ঃ'ঝুড়ি ঝুড়ি' মিথ্যা।] অনেক ঝুড়িতে ভরিয়া রক্ষিত বা আনীত। [ঃ'ঝুড়ি ঝুড়ি' আম।]

ঝুনা, ঝুনো — পাকা। [ঃ 'ঝুনা' নারিকেল।] অভিজ্ঞ, চতুর। [ঃ 'ঝুনো' লোক।]

ঝুপ — ছোট জিনিসের উপর হইতে নীচে পড়িবার শব্দ।

ঝুপঝাপ — বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় একসঙ্গে পতনের ঝুপ শব্দ।

ঝুপঝুপ — বার বার বা ক্রমাগত ঝুপ শব্দ। [ঃ 'ঝুপঝুপ' ক'রে বৃষ্টি পড়া।]

ঝুমকা, ঝুমকো — একরকম ফুল। কানের একরকম গহনা।

ঝুমঝুম — নূপুর মল ইত্যাদির শব্দ।

ঝুমঝুমি — শিশুর একরকম খেলনা যাহা নাড়িলে ঝুমঝুম শব্দ হয়।

ঝুমুর — একরকম গ্রাম্য গান।

ঝুমুর — পায়ের একরকম গহনা।

ঝমুর ঝুমুর — মল নূপুর ইত্যাদির মধুর শব্দ।

ঝুরঝুর — অতি অল্প পরিমাণে ঝরিবার শব্দ। বালি ইত্যাদি খসিয়া পড়িবার শব্দ।

ঝুরঝুরে — ঝুরঝুর করে এমন, বালি ইত্যাদির মতো গুঁড়া।

ঝুরি — বটগাছ ইত্যাদির জটা বা শাখামূল।

ঝুরিভাজা — দালবাটা মাছ ইত্যাদি সরু সরু করিয়া ভাজা।

ঝুল — জামার উপর হইতে নীচের দিকের মাপ।

ঝুল — মাকড়সার জালের সহিত মিশ্রিত ধোঁয়ার কালি, ঘনীভূত ধূম।

ঝুলন — দোলন। শ্রীকৃষ্ণের দোলন উৎসব।

ঝুলা — শূন্যে লম্বমান অবস্থায় থাকা। দোল খাওয়া। ঝুলিয়া আছে এমন।

ঝুলাঝুলি — বারে বারে অনুরোধ, পীড়াপীড়ি। [ঃ'ঝুলাঝুলি' করা।]

ঝুলানো — লম্বিত করা, লটকানো। শূন্যে দোলানো। (ব্যঙ্গে) ফাঁসি দেওয়া। ঝুলানো হইয়াছে এমন, দোলানো, টাঙানো।

ঝুলি — ছোট ঝোলা, থলি।

ঝেঁটা — ঝাঁটা।

ঝেঁটানো — ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা বা প্রহার করা। [ঃ 'ঝেঁটিয়ে' বিদায় করা।]

ঝেঁতলা — ধান শুকাইবার একরকম মাদুর

বা চাটাই।

ঝোঁক -- ঝুঁকিয়া থাকার ভাব। টান, পক্ষপাত। আগ্রহ। [ঃ পড়ার 'ঝোঁক'।] বিহ্বল অবস্থা। [ঃ নেশার 'ঝোঁক'।]

ঝোঁকা — ('ঝুঁকা' দেখ।)

ঝোঁটন -- (আদরে) ঝুঁটি।

ঝোঁটা — (অনাদরে) ঝুঁটি।

ঝোড়া — বড় ঝুড়ি, বাঁশ বেত ইত্যাদির বড় চাঙারি।

ঝোড়া — ('ঝড়ো' দেখ।)

ঝোপ — ছোট গাছের জঙ্গল। ঝাঁকড়া ছোট গাছ।

ঝোরা — ঝরনা, নির্ঝর।

ঝোল - একরকম পাতলা ব্যঞ্জন। [ঃ মাছের 'ঝোল'।] ব্যঞ্জনের পাতলা অংশ।

ঝোলা — ('ঝুলা' দেখ।)

ঝোলা - বেশী ঝুল আছে এমন। ঢিলে।

ঝোলা — ঝোলের মতো পাতলা, পাতলা। [ঃ 'ঝোলা' গুড়।]

ঝোলা — বড় ঝুলি, কাপড়ের তৈরী থলে।

ঝোলানো — ('ঝুলানো' দেখ।)

ঝ্যাটাভি — ঝাঁটার দ্বারা পরিষ্কারকারী।

ট

টইটম্বুর, টইটুম্বুর -- কানায় কানায় ভর্তি, ছাপাছাপি। [ঃ জলে 'টইটম্বুর'।]

টং — ঘড়ির শব্দ।

টং -- অতিশয় ক্রুদ্ধ। [ঃ রেগে 'টং'।]

টং — অস্থায়ী চালা বা উঁচু মাচান।

টংকার — ধনুকের গুণ টানিয়া ছাড়িয়া দিলে যে শব্দ হয়।

টক্ — চট্, শীঘ্র।

টক — অম্ল। অম্ল স্বাদযুক্ত ব্যঞ্জন।

টক টক — অনুকার শব্দ।

টকটক — লাল রঙের উজ্জ্বলতা প্রকাশ-সূচক অনুকার। [ঃ লাল 'টকটক' করা।]

টকটকে — খুব উজ্জ্বল লাল। [ঃ 'টকটকে' লাল।]

টকা — টক হইয়া যাওয়া।

টকাটক — বার বার দ্রুত। [ঃ 'টকাটক' ফুরানো।]

ট'কো — টকস্বাদযুক্ত। [ঃ 'ট'কো' আম।]

টক্কর — ঠোকর, হোচট। আঘাত, ধাক্কা।

টগবগ — জল ফুটিবার বা ঘোড়া ছুটিবার শব্দের অনুকার।

টগর — একরকম সাদা ফুল ও তাহার গাছ।

টঙ — অস্থায়ী উঁচু মাচা।

টঙ্ক, টঙ্কা — টাকা।

টঙ্কার — ('টংকার' দেখ।)

টন — পরিমাণ বিশেষ, ২০ হন্দর, ২৭ মণের কিছু বেশী।

টনক — হুঁশ, মনোযোগ। [ঃ 'টনক' নড়া।]

টনটন - যন্ত্রণাসূচক অনুকার। [ঃ ফোড়া 'টনটন' করা।]

টনটনানি — টনটন করিতেছে এইরূপ যন্ত্রণাবোধ। [ঃ ফোড়ার 'টনটনানি'।]

টনটনে — (ব্যঙ্গে) তীক্ষ্ণ, সজাগ। [ঃ জ্ঞান 'টনটনে'।]

টনিক - বলকারক ঔষধ।

টপ্ -- চট্, শীঘ্র।

টপ্ — খসিয়া পড়ার শব্দ। ফোঁটা পড়ার শব্দ।

টপ্‌টপ্ — বার বার খসিয়া পড়ার বা ফোঁটা পড়ার শব্দ। [ঃ চোখের জল 'টপ্‌টপ্' ক'রে পড়ছে।]

টপকানো — লাফাইয়া পার হওয়া, ডিঙানো।

টপাটপ — দ্রুত বার বার। [ঃ 'টপাটপ' মুখে ঢোকানো।]

টপ্পা — একরকম গান।

টব — জল রাখিবার বড় পাত্র। ফুলগাছ ইত্যাদি রোপণের উপযোগী পাত্র।

টবটব — জলের বা রসের পূর্ণতা সূচক অনুকার।

টবটবে — টবটব করে এমন।

টমটম — এক ঘোড়ার বগি-গাড়ি।

টমাটো, টমেটো — একরকম টকস্বাদযুক্ত বেগুন জাতীয় ফল ও তাহার গাছ, বিলাতী বেগুন।

টর্চ, টর্চ্চ — একরকম ব্যাটারিযুক্ত বিজলী বাতি। মশাল।

টর্পেডো — জাহাজ ঘায়েল করার জন্য নিক্ষিপ্ত একরকম বিস্ফোরক অস্ত্র।

টলটল — টলিয়া পড়ে পড়ে এইরূপ ভাব। তরলতার ভাবসূচক অনুকার।

টলটলায়মান — টলটল করিতেছে এমন, পড়ে পড়ে এমন।

টলটলে — টলটল করে এমন, অস্থির। তরল।

টলন — টলিয়া পড়ার ভাব।

টলমল — পড়ে-পড়ে ভাব, অস্থির ভাব, দোলায়মান ভাব। [ঃ 'টলমল' করা।]

টলমলে -- টলমল করে এমন, টলটলে।

টলা — নড়া, দোলায়মান হওয়া। প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির অন্যথা হওয়া।

টলানো -- নড়ানো। বিচলিত করা। প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির অন্যথা করানো।

টস — নিক্ষেপ, টাকা-পয়সা ইত্যাদি উপরের দিকে ছুঁড়িবার পর তাহা মাটিতে পড়িলে কোন দিক চিৎ হইয়া পড়ে সেই অনুসারে কিছুর নির্ধারণ। [ঃ 'টস' করা।]

টস — ফোঁটা পড়ার শব্দ।

টসটস – বার বার ফোঁটা পড়ার শব্দ। রসে পরিপূর্ণ এইরূপ ভাবসূচক অনুকার। [ঃ ফোঁড়াটা 'টসটস' করছে।]

টসটসে -- রসে পরিপূর্ণ।

টসকানো — ভাঙা, নষ্ট হওয়া, ঘা পাওয়া।

টহল — পায়চারি। পাহারা।

টহলদার — যে পায়চারি করে। যে পাহারা দেয়।

-টা — (অনাদরে) নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'লোকটা'; ঃ 'গল্পটা'; ঃ 'আমটা'।] সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশের জন্য অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'পাঁচটা'; ঃ 'অনেকটা'।] (আদর বুঝাইলে 'টা'-র স্থলে 'টি' ও 'খানি' ব্যবহৃত হয়।)

টাই — ইউরোপীয় পোশাকের সঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী কাপড়ের তৈয়ারী গলবন্ধ।

টাই — খেলা ইত্যাদিতে দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কেহ না হারিলে বা জিতিলে যে অবস্থা হয় তাহা। [ঃ 'টাই' হওয়া।]

টাইট — আঁট, কষা, শক্ত। [ঃ 'টাইট' হওয়া।]

টাইপ — ছাপিবার জন্য সীসা কাঠ ইত্যাদির তৈয়ারী হরফ। [ঃ বড় 'টাইপে' ছাপা।]

টাইপ — বিশেষ ধরন। [ঃ এক 'টাইপের' লোক।]

টাইপরাইটার — বহু-অক্ষরযুক্ত একরকম লেখন-যন্ত্র।

টাইপরাইটিং — টাইপরাইটার যন্ত্র দিয়া লেখা।

টাইপিস্ট — টাইপরাইটার যন্ত্র দিয়া লেখা যাহার পেশা।

টাইফয়েড — জ্বরাতিসার, জ্বর ও পেটের

অসুখ একসঙ্গে হয় এমন একরকম কঠিন অসুখ।

টাইম — সময়। ঘড়িতে নির্দিষ্ট সময়। [ঃ 'টাইম' কত?]

টাইম-টেবল — রেলগাড়ির ছাড়া পৌঁছা ইত্যাদির সময়ের তালিকা। সময়-সূচী।

টাইমপিস — মাঝারি চেহারার একরকম ঘড়ি।

টাউন — শহর, নগর।

টাউনহল -- শহরের লোকদের একত্রিত হইবার গৃহ।

টাক — মাথার চুল উঠিয়া যাওয়ার ফলে কেশহীনতা। [ঃ 'টাক' পড়া।]

-টাক — আনুমানিক পরিমাণ বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'সেরটাক' দুধ।]

টাঁক -- তাক, লক্ষ্য করিয়া প্রতীক্ষা। [ঃ 'টাঁক' ক'রে থাকা।]

টাকনা — চাটনির মতো অল্প অল্প ভক্ষণ। [ঃ 'টাকনা' দেওয়া।]

টাকরা — তালু, জিহ্বার উপরে মুখ-গহ্বরের অংশ।

টাঁকশাল — যেখানে টাকা-পয়সা তৈয়ারী হয়।

টাকা — রূপার তৈয়ারী একরকম ভারতীয় মুদ্রা। ধন, অর্থ। [ঃ লোকটার 'টাকা' আছে।] **টাকা উড়ানো** — অর্থের অপব্যয় করা। **টাকা করা** — অনেক টাকা সঞ্চয় করা। **টাকা ভাঙানো** — টাকার বদলে সিকি আনি পয়সা ইত্যাদি লওয়া।

টাঁকা — টাঁক করা, তাক করিয়া থাকা, প্রতীক্ষায় থাকা।

টাঁকা — সেলাই করা, জোড়া।

টাকাকড়ি — অর্থ, টাকাপয়সা।

টাকু — সূতা কাটিবার ও জড়াইয়া রাখিবার একরকম চাকি, তকলি।

টাঙানো — ('টাঙ্গানো' দেখ।)

টাঙি — ('টাঙ্গি' দেখ।)

টাঙ্গা — দুই চাকাওয়ালা একরকম ঘোড়ার গাড়ি।

টাঙ্গানো — লটকানো, ঝুলানো। [ঃ ছবি 'টাঙ্গানো'।]

টাঙ্গি — একরকম কুড়াল।

টাট — পূজায় ব্যবহৃত হয় এমন একরকম তামার থালা।

টাটকা — তাজা, নূতন। [ঃ 'টাটকা' দুধ।]

টাটানি — টনটন করার ভাব। [ঃ ফোড়ার 'টাটানি'।]

টাটানো — টনটন করা, টান ও বেদনাযুক্ত হওয়া। [ঃ ফোড়া 'টাটানো'।] **চোখ টাটানো** — ঈর্ষান্বিত হওয়া। [ঃ লোকের চোখ 'টাটায়'।]

টাট্টী -- পায়খানা।

টাট্টু — একরকম ছোট ঘোড়া।

টাঠি — মাটির ছোট একরকম পাত্র।

টান — আকর্ষণ। [ঃ 'টান' দেওয়া।] আসক্তি, ঝোঁক। [ঃ 'টান' আছে।] ধূম বা তরল পদার্থে সজোরে চুমুক। [ঃ এক 'টান' বিড়ি খাওয়া।] শ্বাসকষ্ট। [ঃ হাঁপানির 'টান'।] পেন্সিল তুলি কলম ইত্যাদির আঁচড়। [ঃ তুলির 'টান'।] উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য। [ঃ হিন্দী 'টান'।] শক্ত। [ঃ 'টান' ক'রে বাঁধা।]

টানা — তাঁতের লম্বা দিকের সূতা। (তুঃ 'পোড়েন'।) কোনও জিনিস টানিয়া রাখিবার জন্য দড়ি ইত্যাদি।

টানা — দেরাজ।

টানা — আকর্ষণ করা। [ঃ 'দড়ি' টানা।] রেখা অঙ্কন করা। ব্যয়সংকোচ করা। [ঃ 'টেনে' চালানো।] কাহারও পক্ষ লওয়া। [ঃ 'টেনে' কথা বলছে।] মদ খাওয়া। [ঃ লোকটা খুব 'টেনেছে'।]

ধূমপান করা। [ঃ গাঁজা 'টানে'।] শুষ্ক হওয়া। শোষণ করা। [ঃ রস 'টানা'।] টানা হইয়াছে বা হইতেছে এমন। [ঃ গোরুতে 'টানা' গাড়ি।] একনাগাড়, নিরবচ্ছিন্ন। [ঃ 'টানা' দু ঘণ্টা।] সোজা। [ঃ 'টানা' পথ।]

টানাটানি – অভাব। [ঃ 'টানাটানির' সংসার।] বার বার টানা। পরস্পর টানা। [ঃ 'টানাটানি' করা।]

টানা পাখা — দড়ি টানিয়া দোলাইতে হয় এমন একরকম পাখা।

টানা-পোড়েন — তাঁতের লম্বা দিকের ও আড় দিকের সুতা। বার বার যাতায়াত, আনাগোনা। [ঃ 'টানা পোড়েন' করা।]

টানাহেঁচড়া — হেঁচড়াইয়া টান। অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে কাজে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা। [ঃ 'টানা হেঁচড়া' করা।]

টাপুরটুপুর — বৃষ্টি পড়ার শব্দ।

টার — একরকম কানের গয়না।

টারা — একরকম লেবু।

টায়টায়, টায়টোয় — কোনও রকমে কায়ক্লেশে। [ঃ একশত টাকায় টায়টোয় চলবে।]

টায়রা — মাথার একরকম গহনা।

টাল — টলিয়া পড়ার ভাব। বাঁকা ভাব। [ঃ কড়ি-বরগার টাল'।] বিপদের ধাক্কা। [ঃ 'টাল' সামলানো।]

টালবাহানা — নানারকম ওজর উত্থাপন। [ঃ 'টালবাহানা' করা।] গড়িমসি।

টালমাটাল — অনিশ্চিত অবস্থা।

টালি — ছাদ মেঝে ইত্যাদি তৈয়ারির উপযোগী মাটির চারকোনা চেপটা পোড়া ফলক।

-টি — ('-টা' দেখ।)

টিউটর — গৃহশিক্ষক, উপশিক্ষক।

টিউশনি — ('টুইসনি' দেখ।)

টিক — তাক, নিশানা। [ঃ বন্দুকের 'টিক'।]

টিকটিক — ঘড়ি টিকটিকি ইত্যাদির শব্দসূচক অনুকার। বিরক্তি প্রকাশ।

টিকটিকি — ঘরের দেওয়াল ইত্যাদিতে থাকে এবং টিকটিক শব্দ করে এমন একরকম ক্ষুদ্রকায় সরীসৃপ। (ব্যঙ্গে) গুপ্তচর, গোয়েন্দা পুলিশ। **টিকটিকি পড়া** – যাত্রাকালে টিকটিকির শব্দ হওয়া যাহাকে গোড়া হিন্দুরা বাধা মনে করে।

টিকলি — ছোট খণ্ড। [ঃ আখের 'টিকলি'।] মেয়েদের কপালে পরিবার টিপ। কপালে পরিবার উপযোগী এক-রকম গহনা।

টিকলো — ('টিকালো দেখ।)

টিকসই — ('টেকসই' দেখ।)

টিকা – কপালে ফোটা, তিলক। [ঃ 'রাজটিকা'।]

টিকা – দেহ বিদ্ধ করিয়া বা ঈষৎ কাটিয়া রোগ প্রতিষেধক বীজ প্রয়োগ। [ঃ 'টিকা' দেওয়া, ঃ 'টিকা নেওয়া।] **টিকা ওঠা** -- টিকার ক্ষত পাকিয়া ওঠা।

টিকা – তামাক সাজিবার জন্য গুঁড়া কয়লা জমানো চাকতি।

টিকা স্থায়ী হওয়া। [ঃ অনেকদিন 'টিকবে'।] থাকা, তিষ্ঠানো। [ঃ সেখানে 'টিকতে' পারে না।] জীবিত থাকা। [ঃ ও রোগী 'টিকবে' না।]

টিকাদার – যে রোগ প্রতিষেধের জন্য টিকা দেয়।

টিকানো — রাখা। স্থায়ী করা। বাঁচানো, জীবিত রাখা।

টিকারা — ঢাক জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র।

টিকালো — তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মাগ্র। [ঃ 'টিকালো' নাক।]

টিকি — মাথার পেছনের দিকে রাখা এক

গোছা চুল, শিখা, চৈতন।

টিকিট — রেল ট্রাম বাস ইত্যাদিতে যাতায়াতের বা থিয়েটার সিনেমা ইত্যাদিতে প্রবেশের অধিকার জন্মে এইরূপ মূল্যে দিয়া কেনা ক্ষুদ্র নিদর্শন-পত্র। ডাকে চিঠিপত্র ইত্যাদি পাঠাইবার জন্য নিদর্শনপত্র, স্ট্যাম্প।

টিকিন — লেপ বালিশ ইত্যাদির খোল প্রস্তুত করিবার জন্য একরকম মোটা কাপড়।

টিচার — শিক্ষক।

টিটকারি — ধিক্কার, নিন্দাসূচক উক্তি।

টিট্টিভ — একরকম পাখি।

টিন — রাং। রাঙের কলাই করা লোহার পাত।

টিপ — কপালে রং ইত্যাদির ফোঁটা বা ফোঁটার মতো অলংকার। [ঃ 'টিপ' পরা।] আঙুলের ডগার চাপ। আঙুলের ডগার চাপে যতোখানি উঠে সেই পরিমাণ। [ঃ এক 'টিপ' নস্য।]

টিপটিপ — অল্প বেদনাবোধ। [ঃ মাথা 'টিপটিপ' করা।] অল্প বৃষ্টির শব্দ। [ঃ 'টিপটিপ' ক'রে বৃষ্টি।]

টিপসই, টিপসহি — বুড়ো আঙুলের ডগায় কালি মাখাইয়া তাহার দাগ।

টিপা — হাত বা আঙুলের চাপ দেওয়া। [ঃ হাতপা 'টিপা'।] রোধ করার উদ্দেশ্যে চাপা। [ঃ মুখ 'টিপিয়া' হাসি।] ইশারা করার জন্য চোখ বুজা। [ঃ চোখ 'টিপা'।]

টিপিটিপি — চুপিচুপি, নিঃশব্দে।

টিপুনি — গুপ্ত সংকেত।

টিপুনি — টেপার কাজ।

টিপ্পনী — পুস্তকের বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও মন্তব্য, টীকা। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ। [ঃ 'টিপ্পনী' কাটা।]

টিফিন — বৈকালিক জলযোগ।

টিমটিম — অল্প আলোকদান, নিষ্প্রভ ভাব, মিটমিট। [ঃ বাতি 'টিমটিম' করছে।]

টিমটিমে — নিষ্প্রভ, মিটমিটে।

টিয়া — সবুজ রঙের একরকম পাখি, তোতা, শুকপক্ষী।

টিয়ে — ('টিয়া' দেখ।)

টিলা — ছোট পাহাড়। উঁচু ঢিপি।

টীকা — মন্তব্য সহ ব্যাখ্যা, টিপ্পনী।

টীকাকার — যিনি টীকা বা মন্তব্য সহ ব্যাখ্যা করেন, ভাষ্যকার।

টুঁ — সামান্যতম শব্দ। [ঃ 'টুঁ' করিবার জো নাই।] সাড়া, জবাব, রা।

টুইসনি — গৃহশিক্ষকের কাজ।

টুকটাক — অল্পস্বল্প, একটু একটু, ছোটখাটো।

টুকটুক — লাল রঙের গাঢ়তা প্রকাশ। সৌন্দর্য প্রকাশ।

টুকটুকে — গাঢ় লাল। সুন্দর।

টুকনি — ঘটির মতো ছোট পাত্র, ভিক্ষাপাত্র।

টুকরা — খণ্ড, খানা। [ঃ এক 'টুকরা' রুটির জন্য।] খণ্ড অংশ। [ঃ কাগজের 'টুকরা'।] খণ্ডিত। [ঃ 'টুকরা' কাগজ।]

টুকরি — ছোট ঝুড়ি। [ঃ আমের 'টুকরি'।]

টুকা — শুনিয়া বা দেখিয়া লিখিয়া যাওয়া। দোষ উল্লেখ করা।

টুকা, টুকানো — কুড়ানো, তুলিয়া লওয়া।

টুকিটাকি — নানা রকমের ছোটখাটো। [ঃ 'টুকিটাকি' কাজ।]

-টুকু, -টুকুন — (আদরে) অল্পতা বা ক্ষুদ্রতা বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দুধটুকু'; ঃ 'কতটুকুন'।]

টুঙি, টুঙ্গি — মাচার উপর ছোট ঘর।

উঁচুতে তৈয়ারী পায়রার ঘর।

টুটা — ভাঙা, ভগ্ন হওয়া। দূর হওয়া। [ঃ গর্ব 'টুটিল'।] ছিন্ন, ভগ্ন।

টুটাফাটা — ভাঙাচোরা। [ঃ 'টুটাফাটা' বাসন।]

টুঁটি — কণ্ঠনালী। গলা।

টুনটুন — ছোট ঘণ্টা ইত্যাদির মৃদু মধুর শব্দ।

টুনটুনি — একরকম ছোট পাখি।

টুপ — ছোট জিনিস ডুবিবার বা পড়িবার শব্দ।

টুপটাপ, টুপটুপ — ক্রমাগত জলের ফোঁটা ফল ইত্যাদি পড়িবার শব্দ।

টুপি — মাথার ঢাকা।

টুল — বসিবার ছোট উঁচু চৌকি।

টুলি — পল্লী পাড়া। [ঃ 'ঘুমোরটুলি'।]

টুলো — টোল সংক্রান্ত। টোলে পড়ায় বা পড়ে এমন। [ঃ 'টুলো' পণ্ডিত।]

টুসটুস — (আদরে) টসটস।

টুসটুসে — (আদরে) টসটসে।

টুসি, টুসকি — আঙুল দিয়া লঘু আঘাত, টোকা। [ঃ গালে টুসকি দেওয়া।]

টুসু — একরকম গ্রাম্য গান।

-টে — ('টা' দেখ।) [ঃ 'তিনটে', ঃ 'চারটে'।]

টেংরা — ছোট একরকম মাছ যাহা বিঁধিলে খুবই যন্ত্রণা হয়।

টেক — টেক্কা।

টেঁক — কোমরের কাপড়। [ঃ 'টেঁকে' গোঁজা।] টাকাকড়ি গুঁজিয়া রাখিবার স্থান।

টেঁকঘড়ি — টেঁকে রাখিবার মতো ঘড়ি, পকেট ঘড়ি।

টেঁকশাল — ('টাঁকশাল' দেখ।)

টেকসই — বেশী দিন টেকে এমন। [ঃ'টেকসই' কাপড়।]

টেকা — স্থায়ী হওয়া। [ঃ অনেকদিন 'টেকে'।] তিষ্ঠানো। [ঃ বাড়িতে 'টেকা' দায়।] বাঁচা, জীবিত থাকা। [ঃএ রোগে রোগী 'টেকে' না।]

টেকানো — ('টিকানো' দেখ।)

টেকো — টাক আছে এমন। [ঃ 'টেকো' মাথা।]

টেকো — ('টাকু' দেখ।)

টেক্কা — প্রতিযোগিতা, পাল্লা। [ঃ 'টেক্কা' দেওয়া।]

টেক্কা — এক ফোটা চিহ্নিত তাস।

টেটা, টেঁটা — মাছ মারিবার উপযোগী একরকম অস্ত্র, কোঁচ, কেঁচা।

টেড়া — বাঁকা, তেরছা।

টেড়ি — পুরুষের সিঁথি। [ঃ 'টেড়ি' কাটা।]

টেনা — ছেঁড়া টুকরা কাপড়, ন্যাকড়া।

টেপা — (টিপা দেখ।)

টেপানো — (টিপানো দেখ।)

টেপারি — একরকম টক ফল।

টেঁপী — (গোলগাল ও হৃষ্টপুষ্ট অর্থে) বালিকার নাম।

টেবিল — লেখাপড়া করিবার বা খাইবার জন্য উঁচু বড় চৌকি, মেজ।

টেবো — ফুলো উঁচু। [ঃ'টেবো' গাল।]

টেমি — কেরোসিনের ডিবা, কুপি।

টের — বোধ, অনুভূতি, জানা। [ঃ 'টের' পাওয়া।] নিজের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন ভাব। [ঃ পরে 'টের' পাবে।]

টেরছা — বাঁকা, তির্যক।

টেরা — বাকা। যাহার দৃষ্টি বাঁকা। [ঃ 'টেরা' লোক।]

টেরি — ('টেড়ি' দেখ।)

টেলি — (সংক্ষেপে) টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রাফ — বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তার যোগে দূরে সংবাদ প্রেরণ।

টেলিগ্রাম — টেলিগ্রাফে প্রেরিত সংবাদ।

টেলিফোন — বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা তার যোগে কথোপকথন, দূরভাষণ। ঐরূপ কথোপকথনের যন্ত্র।

টেঁসা — দম বন্ধ হইয়া মরা, মরা। [ঃ 'টেঁসে' যাওয়া।]

টোকা — আঙুলের হালকা আঘাত, টুসকি। [ঃ 'টোকা' দেওয়া।]

টোকা — তালপাতা ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী একরকম ছাতা যাহা টুপির মতো মাথায় দিতে হয়।

টোকা — ('টুকা দেখ।)

টোগা — প্রাচীন রোমক সম্ভ্রান্তদের পরিধেয় একরকম ঢিলা পোশাক।

টোটকা — রোগ নিবারণের জন্য গাছ-গাছড়া, শিকড়-বাকড় ইত্যাদি, মুষ্টি-যোগ।

টোটা — বন্দুকের কার্তুজ।

টো-টো — নানা স্থানে অকারণে আড্ডা দিয়া বেড়ানো। [ঃ 'টো টো' করা।]

টো-টো কোম্পানি — যাহারা ঐভাবে আড্ডা দেয় তাহাদের দল।

টোড়ি — ('তোড়ি' দেখ।)

টোপ - গুটির মতো উঁচু নকশা। গদি আঁটিবার জন্য কাপড়ের গুটি।

টোপ — মাছ ধরিবার জন্য বঁড়শিতে গাঁথা খাদ্য। প্রলোভনের বস্তু। [ঃ 'টোপ' গেলা।]

টোপর — সোলা ও জরি দিয়া তৈয়ারী বিবাহকালীন বরের মুকুট।

টোপা কুল — পাকা বড় দেশী কুল।

টোল — সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পড়াইবার পাঠশালা, চতুষ্পাঠী।

টোল — আঘাতের ফলে গর্ত। [ঃ বাসনে 'টোল' পড়া।] হাসিবার বা হাঁ করিবার ফলে গালে গর্তের ভাব। [ঃ গালে 'টোল' পড়া।]

টোলা — বড় পাড়া। [ঃ শাঁখারী-'টোলা'।]

টোস্ট — পাঁউরুটির ঝলসানো টুকরা।

ট্যাঁ — অত্যন্ত অল্পবয়স্ক শিশুর কান্নার শব্দ।

ট্যাংরা — ('টেংরা' দেখ।)

ট্যাঁক -- ('টেঁক' দেখ।)

ট্যাকসো, ট্যাক্স — রাজকর। মাসুল।

ট্যাক্সি -- ভাড়াটে মোটর গাড়ি।

ট্যাঙ্ক -- জলাধার বা চৌবাচ্চা।

ট্যাঙ্ক -- যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত একরকম সশস্ত্র গাড়ি, সাঁজোয়া গাড়ি।

ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই — আস্ফালন। [ঃ 'ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই' করা।]

ট্যাঁ-ফোঁ — উচ্চবাচ্য, টুঁ-শব্দ। [ঃ 'ট্যাঁ-ফোঁ' চলবে না।]

ট্যামটেমি -- একরকম বাদ্যযন্ত্র।

ট্যামট্যাম -- শুকনা শিথিল চামড়া বা টিনের উপর আঘাতের শব্দ। [ঃ 'ট্যাম-ট্যাম' করা।]

ট্যাঁস — (অবজ্ঞায়) ফিরিঙ্গী, ইউরেশীয়।

ট্রাঙ্ক — টিনের বা লোহার পাতের তৈয়ারী বড় বাক্স।

ট্রাফিক -- যানবাহন। যানবাহন সংক্রান্ত। [ঃ 'ট্রাফিক' পুলিশ।]

ট্রাম — বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত একরকম গাড়ি। (আগের দিনে ঘোড়ায় টানিত।)

ট্রে — একরকম পাত্র, খুঞ্চি।

ট্রেজারি — রাজকোষ, সরকারী ধনভাণ্ডার।

ট্রেন — রেল গাড়ি।

ট্রেন্ড্ — শিক্ষাপ্রাপ্ত।

ঠ

ঠং — ঘণ্টা ইত্যাদির শব্দ।

ঠক — কঠিন জিনিস ঠুকিবার শব্দ।

ঠক — প্রতারক। ধূর্ত লোক।

ঠকঠক — বারে বারে বা ক্রমাগত কঠিন জিনিস ঠুকিবার শব্দ। ভয়ে বা শীতে কম্পনসূচক অনুকার। [ঃ 'ঠকঠক' ক'রে কাঁপা।]

ঠকঠকানো — শূন্যতা প্রকাশ করা।

ঠকঠকি — হাত দিয়া মাকু চালানো হয় এমন তাঁত। (কাপড় বুনিবার সময় ঠক-ঠক শব্দ হয় এই অর্থে।)

ঠকা — প্রতারিত হওয়া। অকৃতকার্য হওয়া। অপ্রস্তুত হওয়া, বোকা বনা।

ঠকানো — প্রতারণা করা। অপ্রস্তুত করা, বোকা বানানো।

ঠকামি, ঠকামো — প্রতারণা।

ঠক্কর — হোঁচট। আঘাত। [ঃ 'ঠক্কর' খাওয়া।]

ঠগ, ঠগী — ইংরেজ আমলের একটি ভারতীয় কুখ্যাত দস্যু সম্প্রদায়। [ঃ 'ঠগী'-দমন।]

ঠন, ঠনঠন — ধাতু নির্মিত পাত্র ইত্যাদির শব্দ।

ঠমক — হাবভাবযুক্ত চলনভঙ্গী, ছলাকলা, ঠাট। থামিয়া থামিয়া বা নৃত্যছন্দে চলন।

ঠাঁই — জায়গা, স্থান। কাছে, নিকটে। [ঃ কার 'ঠাঁই' পাব?] আহারের জন্য বসিবার ব্যবস্থা। [ঃ 'ঠাঁই' করা।] **ঠাঁই ঠাঁই** — পৃথক পৃথক। [ঃ ভাই ভাই 'ঠাঁই ঠাঁই'।]

ঠাউরানো — ('ঠাওরানো' দেখ।)

ঠাওর — দেখিয়া চেনা বা অনুমান। [ঃ 'ঠাওর' করা।] স্পর্শ করিয়া অনুমান।

ঠাওরানো — ঠাওর করা, অনুমান করা। মনে করা। [ঃ বোকা 'ঠাওরেছে'।]

ঠাকরুন — ('ঠাকুরানী' দেখ।)

ঠাকুমা — ('ঠাকুরমা' দেখ।)

ঠাকুর — দেবতা। দেবতার মূর্তি। দেবতুল্য ব্যক্তি। [ঃ 'পিতাঠাকুর'।] ব্রাহ্মণ। পাচক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের উপাধি। [ঃ রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুর'।] স্ত্রীলোকের শ্বশুর, স্বামীর বাবা। [ঃ 'ঠাকুর'-জামাই।]

ঠাকুরঘর — পূজার ঘর।

ঠাকুর-জামাই — স্বামীর ভগ্নীপতি, ননদের স্বামী, শ্বশুরের জামাই।

ঠাকুর-ঝি — স্বামীর বোন, ননদ, শ্বশুরের মেয়ে।

ঠাকুরদা, ঠাকুরদাদা — পিতামহ।

ঠাকুরদালান — ঠাকুর পূজার জন্য নির্দিষ্ট দালান, পূজামণ্ডপ।

ঠাকুরপো — স্বামীর ছোট ভাই, দেবর।

ঠাকুরবাড়ি — মন্দির, দেবালয়।

ঠাকুরমা — বাবার মা, পিতামহী।

ঠাকুরানী — দেবী। গুরুপত্নী। ব্রাহ্মণী। দেবীতুল্যা স্ত্রীলোক। [ঃ মাতা-'ঠাকুরানী'।]

ঠাকুরালি — ঠাট্টাতামাসা, ছলনা।

ঠাট — ছলাকলা, ভাবভঙ্গী, ঢং। বাহিরের চাল-চলন। কাঠামো। রীতি, ঢং। সংগীতের রীতি বা ঢং।

ঠাট — সৈন্যদল। সৈন্য শিবির। লোক-শ্রেণী। আড়ম্বরপূর্ণ সমাবেশ।

ঠাট্টা — পরিহাস, বিদ্রূপ। কৌতুক, রঙ্গ।

ঠাণ্ডা — শীতল, স্নিগ্ধ। [ঃ 'ঠাণ্ডা' জল।] শান্ত। [ঃ 'ঠাণ্ডা' মেজাজ।] শীত। [ঃ 'ঠাণ্ডা' পড়া।]

ঠানদি, ঠানদিদি — ঠাকুমা। ঠাকুমার বয়সী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

ঠাম — গড়ন, মূর্তি, ভঙ্গী। [ঃ বঙ্কিম 'ঠাম'।]

ঠায় — একজায়গায়। একটানা ভাবে। নিষ্ক্রিয়ভাবে। [ঃ 'ঠায়' বসে থাকা।]

ঠার — ইশারা, ইঙ্গিত। [ঃ চোখের 'ঠারে'।]

ঠারা — ইশারার ভঙ্গীতে নাড়া। [ঃ চোখ

'ঠারা'।]

ঠারাঠারি — পরস্পর ইশারা করা। [ঃ চোখ 'ঠারাঠারি'।]

ঠাস — ঘন। [ঃ 'ঠাস' বুনন।]

ঠাস — চড়ের শব্দ।

ঠাসা — গাদা, সম্ভবমতো ভরিয়া দেওয়া। [ঃ 'ঠেসে' ভর্তি করা।]

ঠাসাঠাসি — অল্প জায়গায় অনেক জিনিস আছে এমন, গাদাগাদি।

ঠাহর — ('ঠাওর' দেখ।)

ঠাহরানো — ('ঠাওরানো' দেখ।)

ঠিক — নির্ভুল, যথার্থ। ন্যায্য, উচিত। উপযুক্ত। কম বা বেশী নয়। [ঃ 'ঠিক' পাঁচ জন।] ত্রুটিহীন। প্রস্তুত, সজ্জিত। [ঃ 'ঠিক' হ'য়ে নাও।] সারানো হইয়াছে এমন। [ঃ ঘড়ি 'ঠিক' করা।] সংশোধিত। শাস্তি দিয়া শুধরানো হইয়াছে এমন। যোগ। [ঃ 'ঠিক' দেওয়া।] নির্ধারণ, নিরূপণ, হদিশ। [ঃ 'ঠিক' পাওয়া।] স্থিরতা। [ঃ কথার 'ঠিক' নাই।]

ঠিকরা — ছোট ঢিল। [ঃ তামাকের কলিকার 'ঠিকরা'।]

ঠিকরানো — ছিটকাইয়া পড়া। বিকীর্ণ হওয়া। [ঃ আলো 'ঠিকরানো'।]

ঠিকা — অল্প সময় বা অল্প দিনের জন্য নিযুক্ত। [ঃ 'ঠিকা' প্রজা।] কাজ করিয়া দেওয়ার চুক্তি। [ঃ 'ঠিকায়' কাজ করা।]

ঠিকাদার — চুক্তি করিয়া কাজ করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব লয় এমন ব্যক্তি।

ঠিকাদারি — ঠিকাদারের কাজ।

ঠিকাদারী — ঠিকাদার সংক্রান্ত।

ঠিকানা — থাকিবার নির্দিষ্ট স্থানের বিবরণ। [ঃ 'ঠিকানা' লেখা।] খোঁজ, সন্ধান, পাত্তা। স্থিরতা।

ঠিকুজি — জন্মপত্রিকা, সংক্ষিপ্ত কোষ্ঠী।

ঠুং — ঘণ্টা ইত্যাদির মৃদু মিহি আওয়াজ।

ঠুংরি — একধরণের গান।

ঠুক — কিছু পড়িবার বা পুঁতিবার মৃদু শব্দ।

ঠুকঠুক — বৃদ্ধাদির দ্রুত-গমনশক্তি-হীনতা সূচক অনুকার। [ঃ 'ঠুকঠুক' ক'রে চলা।]

ঠুকরানো — ঠোঁট দিয়া আঘাত করা। অস্ত্রাদি দিয়া মৃদু আঘাত করা।

ঠুকা — ঢুকাইবার কাটিবার বা ভাঙিবার জন্য আঘাত করা। [ঃ পেরেক 'ঠুকা'।] ঠক ঠক শব্দ করিয়া আঘাত করা। [ঃ লাঠি 'ঠুকা'।] আঘাত দেওয়া বা শব্দ করা। [ঃ তাল 'ঠুকা'।] কাহাকেও তিরস্কার করা। [ঃ খুব 'ঠুকেছে'।]

ঠুঙি, ঠুঙ্গ — ছোট ঠোঙা।

ঠুঁটা, ঠুঁটো — নুলো, হাত-কাটা। [ঃ 'ঠুঁটো' জগন্নাথ।]

ঠুন — ('ঠুং' দেখ।)

ঠুনকা, ঠুনকো — সহজে ভাঙে এমন, ভঙ্গুর। [ঃ 'ঠুনকো' কাচ।]

ঠুমকি — নাচের একরকম ভঙ্গী।

ঠুলি — চোখের ঢাকনি। খাপ।

ঠুসা — যথাসম্ভব ভরা, ঠাসা। [ঃ 'ঠুসে' খাওয়া।]

ঠেক, ঠেকনা — ঠেলিয়া রাখিবার উপযোগী কিছু জিনিস, ঠেস।

ঠেকা — সংকোচ বোধ করা, বাধা। [ঃ বলতে 'ঠেকছে'।] আটকানো। [ঃ গলায় 'ঠেকেছে'।] লাগা, ছোঁয়া। [ঃ পা 'ঠেকছে'।] বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। [ঃ চরে নৌকো 'ঠেকেছে'।] দায়ে বা বিপদে পড়া। [ঃ 'ঠেকে' শিখেছি।]

ঠেকা — দায়, বিপদ। [ঃ 'ঠেকায়' পড়া।]

ঠেকা — (সংগীতে) সংক্ষেপে তাল বাজানো। [ঃ 'ঠেকা' দেওয়া।]

ঠেকাঠেকি — পরস্পর স্পর্শ। [ঃ 'ঠেকা-

ঠেকি' হওয়া।]

ঠেকানো — লাগানো, স্পর্শ করানো, ছোঁয়ানো। [ঃ কপালে 'ঠেকানো'।] শেষ সীমায় পৌঁছানো। প্রতিরোধ করা, নিবারণ করা, বাধা দেওয়া। [ঃ বিপদ 'ঠেকানো'।] অতিসামান্য পরিমাণে দেওয়া। [ঃ একপয়সাও 'ঠেকাবে' না।]

ঠেকার — দেমাক, গর্ব।

ঠেকো — ('ঠেক' দেখ।)

ঠেঙা — লাঠি।

ঠেঙাড়ে — লাঠি দিয়া মারে এমন। দস্যু ডাকাত।

ঠেঙানি — লাঠির ঘা। প্রহার।

ঠেঙানো — লাঠি দিয়া মারা। প্রহার করা।

ঠেঙ্গা, ঠেঙ্গাড়ে, ঠেঙ্গানি, ঠেঙ্গানো — ('ঠেঙা', 'ঠেঙাড়ে', 'ঠেঙানি' ও 'ঠেঙানো' দেখ।)

ঠেটা, ঠেঁটা — ধৃষ্ট, বেহায়া, অবাধ্য।

ঠেটামি, ঠেঁটামি — বেহায়াপনা, অবাধ্যতা, ধৃষ্টতা।

ঠেঁটি — পাড়হীন ছোট কাপড়।

ঠেঁটী — বদমেজাজী। কর্কশভাষিণী।

ঠেলা — আগাইবার বা সরাইবার জন্য ধাক্কা দেওয়া। [ঃ গাড়ি 'ঠেলা'।] লঙ্ঘন করা, না মানা। [ঃ কথা 'ঠেলা'।] অবজ্ঞা করা। [ঃ পায়ে 'ঠেলা'।] অবজ্ঞার সহিত করা। [ঃ বেগার 'ঠেলা'।] ধাক্কা, গুঁতো। [ঃ 'ঠেলা' দেওয়া।] বিপদ, সংকট। [ঃ 'ঠেলা' সামলানো।] ধমক, গুঁতো। [ঃ উপরওয়ালার 'ঠেলা'।] ঠেলার দ্বারা চলে এমন। [ঃ 'ঠেলা' গাড়ি।]

ঠেলাঠেলি — পরস্পরকে ঠেলা।

ঠেস — হেলান। [ঃ 'ঠেস' দিয়া বসা।] যাহাতে হেলান দেওয়া হয়। [ঃ চেয়ারের 'ঠেস'।] ঠেকো, ঠেকনা। বিদ্রূপ, শ্লেষ। [ঃ 'ঠেস' দিয়ে বলা।]

ঠেসা — হেলান দেওয়া। ঘেঁষা। [ঃ দেওয়াল 'ঠেসা'।]

ঠেসাঠেসি — গায়ে গা ঠেকে এমন। গাদাগাদি।

ঠেসান — হেলান।

ঠেসানো — হেলানো। [ঃ দেওয়ালে 'ঠেসিয়ে' রাখা।]

ঠোকন — প্রহার, আঘাত। উপযুক্ত তিরস্কার।

ঠোকর — পাখির ঠোঁট বা ছোট অস্ত্রের আঘাত। রূঢ় মন্তব্য।

ঠোকরানো ('ঠুকরানো' দেখ।)

ঠোকা ('ঠুকা' দেখ।)

ঠোকা — ধাক্কা। তিরস্কার। [ঃ যা 'ঠোকা' ঠুকেছে।]

ঠোকাঠুকি — পরস্পর ধাক্কা।

ঠোক্কর — (ঠক্কর দেখ।)

ঠোঙা, ঠোঙ্গা — পাতা বা কাগজের তৈয়ারী পাত্র।

ঠোঁট — ওষ্ঠ। চঞ্চু। **ঠোঁট ফুলানো** — কান্নার উপক্রম করা। অভিমান প্রকাশ করা।

ঠোঁটকাটা — যাহার কিছু বলিতে সংকোচ বা লজ্জাবোধ হয় না।

ঠোনা — গালে আঙুলের আঘাত। [ঃ 'ঠোনা' মারা।]

ঠোস — ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠা, স্ফীতি। [ঃ পেট 'ঠোস' মারা।] ফোসকা।

ঠ্যাং, ঠ্যাঙ — পা।

ঠ্যাকার — ('ঠেকার' দেখ।)

ঠ্যাঙা, ঠ্যাঙ্গা — শক্ত অমসৃণ লাঠি। [ঃ লাঠি 'ঠ্যাঙা'।]

ঠ্যাঙাড়ে, ঠ্যাঙ্গাড়ে — ('ঠেঙাড়ে' দেখ।)

ঠ্যাঙানি, ঠ্যাঙ্গানি — ('ঠেঙানি' দেখ।)

ঠ্যাঙানো, ঠ্যাঙ্গানো — ('ঠেঙানো' দেখ।)

ঠ্যাটা — ('ঠেঁটা' দেখ।)

ড

ডক — যেখানে জাহাজের নির্মাণ বা মেরামত হয়। জাহাজে মাল তোলা নামানোর স্থান।

ডক্টর — ডাক্তার। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির উপাধি।

ডক্টরেট — ডক্টর উপাধি। [ঃ 'ডক্টরেট পাওয়া।]

ডগ — আগা শীর্ষদেশ।

ডগডগে — খুব গাঢ় ও উজ্জ্বল (লাল)।

ডগমগ — মগ্ন বিভোর আবিষ্ট।

ডগা — আগা, শীর্ষদেশ। [ঃ গাছের 'ডগা।] প্রান্তভাগ শেষ অংশ। [ঃ আঙুলের 'ডগা।]

ডঙ্ক — (প্রাচীন কবিতায়) দংশন। [ঃ 'খলনাকে কৈল সাপ ডংক।'] (প্রাচীন কবিতায়) সাপুড়ে।

ডঙ্কা — জয়ঢাক দুন্দুভি। **ডঙ্কা মারা** প্রকাশ্যে দম্ভ প্রকাশ করা।

ডজন — একত্র বারোটি। [ঃ এক 'ডজন' পেনসিল।]

ডন — ব্যায়ামের এক রকম ভঙ্গী। **ডন ফেলা** — ডন নামক ব্যায়াম করা।

ডবকা — নবযৌবন প্রাপ্ত। [ঃ ডবকা ছুড়ী, ঃ 'ডবকা ছেলে।]

ডবডব — (চোখের) সজল ও বিস্ফারিত ভাব সূচক অনুকার।

ডবডবে — ডবডব করে এমন, সজল ও বিস্ফারিত (চোখ)।

ডবল — দ্বিগুণ।

ডমরু — একরকম বাদ্যযন্ত্র ডুগডুগি।

ডমরুমধ্য — ডমরুর মতো যাহার মধ্যদেশ বা কটি সরু। স্ত্রী — **ডমরুমধ্যা।**

ডম্বর — আড়ম্বর, সমারোহ। [ঃ মেঘ-'ডম্বরে'।]

ডম্বরু — ('ডমরু' দেখ।)

ডর — ভয়, আতঙ্কবোধ।

ডরা — (প্রায় কবিতায়) ভয় করা। [ঃ 'ডরিব না'।]

ডরানো — ভয় করা। [ঃ 'ডরাই' না।]

ডলন, ডলা — মর্দন, টেপা, থাসা।

ডলা — মর্দন করা, টেপা, থাসা।

ডলানো — মর্দন করানো, টেপানো।

ডহর — গভীর। [ঃ 'ডহর পানি।] গভীর স্থান, গহ্বর। দহ। নিম্নভূমি।

ডহরা — (প্রাচীন কবিতায়) নৌকার খোল। গভীর, নীচু। [ডহরা জমি।]

ডাঁই — স্তূপ, রাশি।

ডাইন — দক্ষিণ, ডান। ডান দিক। [ঃ ডাইনে'।]

ডাইন, ডাইনী — মায়াবিনী ডাকিনী, জাদুকরী।

ডাইনীপনা — ডাইনীর মতো কাজ বা আচরণ নারীর হৃদয়হীনতা।

ডাইল — দাল।

ডাইস — স্যাকরার ছাঁচ। পাশা খেলা, জুয়া খেলা।

ডাং — ছোট লাঠি দণ্ড। খেলিবার ডাণ্ডা।

ডাংগুলি — এক রকম খেলা যাহাতে ডাং এর সাহায্যে কাঠের ছোট একটি টুকরাকে ছুঁড়িয়া দিতে হয় গুলিডাণ্ডা।

ডাক — আহ্বান। সম্বোধন। জীবজন্তুর শব্দ। [ঃ বাঘের 'ডাক'।] গর্জন। [ঃ মেঘের 'ডাক।] যাহার দ্বারা ডাকা বা সম্বোধন করা হয়। [ঃ ডাক নাম বাবলু।] খ্যাতি। [নাম 'ডাক।] **ডাক ছাড়া** — চিৎকার করা।

ডাক দেওয়া — জোর গলায় ডাকা।

ডাক পাড়া — হাঁক দেওয়া চিৎকার করিয়া ডাকা।

ডাক — পত্রাদি আদানপ্রদানের সরকারী ব্যবস্থা। ঐরূপ ব্যবস্থা অনুসারে নিযুক্ত

বা ব্যবহার্য। [ঃ 'ডাক' পিওন; 'ডাক' টিকিট।] ঐরূপ সরকারী ব্যবস্থা অনুসারে আসে বা যায় এমন চিঠিপত্র। [ঃ সকালের 'ডাক'।]

ডাক — পিশাচ। সিদ্ধপুরুষ। স্ত্রী. — **ডাকিনী**।

ডাক — একরকম জলচর পাখি, ডাহুক।

ডাক — প্রতিমা সাজাইবার জন্য সোলা রাংতা জরি ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী সজ্জা।

ডাকখানা — ("ডাকঘর' দেখ।)

ডাকগাড়ি, ডাকগাড়ী — যে গাড়িতে ডাক বা চিঠিপত্র প্রেরিত হয়, 'মেল গাড়ি'।

ডাকঘর — চিঠিপত্র ইত্যাদি আদানপ্রদানের সরকারী অফিস, 'পোস্ট অফিস'।

ডাকপিওন — যে ব্যক্তি ডাকঘর হইতে চিঠিপত্রাদি বাড়ি বাড়ি পৌঁছাইয়া দেয়।

ডাকবাংলা — সরকারী কর্মচারী ইত্যাদির জন্য পান্থশালা।

ডাকবিভাগ — চিঠিপত্রাদি প্রেরণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করে এমন সরকারী বিভাগ।

ডাকমাসুল — ডাকে চিঠিপত্র টাকা মাল ইত্যাদি পাঠাইবার জন্য টিকিটের দাম বা ডাকঘরের দেয় অর্থ।

ডাকসাইটে — সুবিখ্যাত।

ডাকহরকরা — ডাকবাহক, যে চিঠিপত্রাদি এক ডাকঘর হইতে অন্য ডাকঘরে লইয়া যায়, 'রানার'।

ডাকা — আহ্বান করা, সম্বোধন করা। (পশু পক্ষী ইত্যাদি) শব্দ করা। [ঃ পাখী 'ডাকা'।] গর্জন করা, ভয়ংকর শব্দ করা। [ঃ মেঘ 'ডাকা'; ঃ বান 'ডাকা'।] হাঁকিয়া বলা। [ঃ নিলাম 'ডাকা'।] **ডাকিয়া পাঠানো** — লোক পাঠাইয়া আসিবার জন্য বলা।

ডাকাডাকি — বার বার আহ্বান, চেঁচামেচি করিয়া আহ্বান।

ডাকাত — যে বলপূর্বক অপহরণ করে, দস্যু। **ডাকাত পড়া** — ডাকাত আসিয়া আক্রমণ করা।

ডাকাতি — ডাকাতের কাজ, দস্যুতা। [ঃ 'ডাকাতি' করা।] ডাকাত কর্তৃক লুণ্ঠন। [ঃ 'ডাকাতি' হওয়া।]

ডাকাতী — ডাকাত বা ডাকাতি সংক্রান্ত। [ঃ 'ডাকাতী' মামলা।]

ডাকানো — ডাকিয়া আনানো।

ডাকিনী — ডাইনী। পিশাচী। সিদ্ধা নারী।

ডাকু — ডাকাত। ডাকাতের মতো দুরন্ত বা দুঃসাহসী। [ঃ 'ডাকু' ছেলে।]

ডাক্তার — চিকিৎসক। **ডাক্তার দেখানো** — ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা করানো।

ডাক্তারখানা — চিকিৎসালয়, ঔষধালয়।

ডাক্তারি — ডাক্তারের কাজ বা পেশা। চিকিৎসাবিদ্যা। [ঃ 'ডাক্তারি' পড়া।]

ডাক্তারী — ডাক্তার সংক্রান্ত বা ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত। [ঃ 'ডাক্তারী' চিকিৎসা।] (তুঃ 'কবিরাজী'।)

ডাগর — বড়। [ঃ মেয়ে 'ডাগর' হওয়া; ঃ 'ডাগর' চোখ।]

ডাগর-ডোগর — বড়, বয়ঃপ্রাপ্ত।

ডাঙশ, ডাংগশ — হাতী চালাইবার জন্য ডান্ডা, অঙ্কুশ।

ডাঙা, ডাংগা — স্থল, উচ্চভূমি। [ঃ জলে কুমির, 'ডাঙায়' বাঘ।] অঞ্চল। [ঃ ফরাস-'ডাঙা'।] উঁচু (জমি)।

ডাঁট — দম্ভ। [ঃ 'ডাঁট' দেখানো।]

ডাঁটা — সরু ডাল। [ঃ কুমড়োর 'ডাঁটা'।] সরু ডালের মতো দেখায় এমন ফল। [ঃ সজনে 'ডাঁটা'।] ফুলের দীর্ঘ মোটা বৃন্ত। [ঃ শালুকের ডাঁটা।]

ডাঁটি — ছোট হাতল বা সরু প্রান্ত ভাগ।

ডাঁটো — অপক্ক, শক্ত। [ঃ 'ডাঁটো' ফল।] অপরিণত। [ঃ 'ডাঁটো' বয়স।] শক্ত ও সামর্থ। [ঃ 'ডাঁটো' লোক।]

ডাণ্ডা — লাঠি, দণ্ড।

ডান — ডাইনী। [ঃ 'ডানে' পাওয়া।]

ডান — দক্ষিণ, ডাহিন। [ঃ 'ডান' হাত।]

ডানকুনি — একরকম মাছ। একরকম শাক।

ডানপিটে — দুরন্ত, গোয়ার, দুঃসাহসী।

ডানা — পাখীর বা মাছের পাখা।

ডানাকাটা — যাহার পাখা কাটা হইয়াছে এমন।

ডানাকাটা পরী — (ব্যঙ্গার্থে) পরীর মতো সুন্দরী।

ডাব — কাঁচা নারিকেল।

ডাবর — বড় বাটি বা পাত্র। [ঃ পানের 'ডাবর'।]

ডাবা — ডাবর। টব। থেলো, বড়-খোল-বিশিষ্ট হুকা।

ডাবা — ফেনিল করার উদ্দেশ্যে দুধ ইত্যাদিকে ঘন ঘন আলোড়িত করা।

ডামাডোল — গণ্ডগোল, কোলাহল। বিশৃঙ্খলা।

ডাম্বেল — ব্যায়াম করিবার উপযোগী এক-রকম লৌহদণ্ড।

ডাম্বেল ভাঁজা — ডাম্বেল লইয়া ব্যায়াম বা কসরত করা।

ডায়মন — হীরার মতো পল-তোলা নকশা। [ঃ 'ডায়মন'-কাটা বালা।]

ডায়ারি, ডায়েরি — দিনপঞ্জী, রোজনামচা।

ডাল — শাখা, প্রশাখা। [ঃ গাছের 'ডাল'।]

ডাল — দাল, মুগ কলাই মসুর ইত্যাদি।

ডালকুত্তা — একরকম হিংস্র শিকারী কুকুর।

ডালনা — একরকম ব্যঞ্জন, ঘণ্ট।

ডালপালা — একত্র ডাল ছোট ডাল ও পাতা।

ডালা — বাঁশ বেত ইত্যাদির চাঁচাড়ি দিয়া তৈয়ারী থালা বা বাটির মতো পাত্র। বাক্স ইত্যাদির উপরের অংশ বা ঢাকনি। [ঃ সিন্দুকের 'ডালা'।]

ডালি — ছোট ডালা। ভেট, উপঢৌকন।

ডালিম — একরকম গাছ ও ফল, দাড়িম্ব।

ডাঁশ — একরকম বড় মাছি যাহা কামড়ায়।

ডাঁশা — আধপাকা। [ঃ 'ডাঁশা' পেয়ারা।]

ডাহল — ত্রিপুরী, চেদী রাজ্য।

ডাহা — (নিন্দার্থে) সম্পূর্ণ, অবিমিশ্র। [ঃ 'ডাহা' মিথ্যা।]

ডাহিন — দক্ষিণ, ডান, বামের বিপরীত। ডান দিক। [ঃ 'ডাহিনে' ও বামে।]

ডাহুক — একরকম জলচর পাখি, ডাক। স্ত্রী — **ডাহুকী**।

ডিক্টেটর — যে এক ব্যক্তির হুকুম মতো রাষ্ট্র শাসিত হয়, একনায়ক।

ডিক্টেটরি — ডিক্টেটরের অবস্থা কাজ বা পদ।

ডিক্টেটরী — ডিক্টেটর সংক্রান্ত। ডিক্টেটরের মতো। [ঃ 'ডিক্টেটরী' মেজাজ।]

ডিক্রি, ডিক্রী — আদালতের হুকুম বা রায়। স্বপক্ষে আদালতের রায়। [ঃ 'ডিক্রী' পাওয়া।]

ডিক্রিদার, ডিক্রীদার — যাহার স্বপক্ষে ডিক্রী হইয়াছে।

ডিগডিগে — অত্যন্ত রোগা। [ঃ 'ডিগডিগে' চেহারা।]

ডিগবাজি — মাথা নীচু করিয়া শরীর উল্টাইবার কসরত। স্বীয় আদর্শ বা মতবাদ হইতে বিচ্যুতি। [ঃ 'ডিগবাজি' খাওয়া।]

ডিগ্রি, ডিগ্রী — অংশ, মাত্রা, তাপ ইত্যাদির পরিমাণ। [ঃ এক শত চার 'ডিগ্রী' জ্বর।] স্থানের কৌণিক পরিমাপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত উপাধি।

ডিগ্রিধারী — (নিন্দার্থে) বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাধিপ্রাপ্ত।
ডিঙা, ডিঙ্গা — নৌকা।
ডিঙানো, ডিঙ্গানো — লাফ দিয়া পার হওয়া।
ডিঙি, ডিঙ্গি — ছোট নৌকা।
ডিজাইন — ছবি ইত্যাদির খসড়া বা পরিকল্পনা। মতলব।
ডিটেক্‌টিভ — গোয়েন্দা, গুপ্তচর।
ডিণ্ডিম — একরকম প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র।
ডিনার — ইউরোপীয় কায়দায় ভোজ।
ডিনামাইট — একরকম ভয়ংকর বিস্ফোরক, 'নাইট্রো-গ্লিসারিন'।
ডিপজিট — ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে গচ্ছিত রাখা টাকাপয়সা অলংকার ইত্যাদি। [ঃ 'ডিপাজিট' রাখা।]
ডিপো — আড়ত, মালপত্র রাখিবার স্থান। [ঃ তেলের 'ডিপো'।]
ডিবা, ডিবে — কৌটা, বাটা। কেরোসিনের ছোট দীপ, টেমি।
ডিবেঞ্চার — ঋণপত্র।
ডিব্বা — রেলগাড়ি ইত্যাদির কামরা।
ডিভিজন — প্রদেশের অন্তর্গত বিভাগ। [ঃ বর্ধমান 'ডিভিজন'।] সৈন্যদের একটি বিশেষসংখ্যক দল। [ঃ পাঁচ 'ডিভিজন' সৈন্য।] শ্রেণী। ॥
ডিম — আণ্ডা, ডিম্ব। **ঘোড়ার ডিম** — কিছুই না। [ঃ হবে 'ঘোড়ার ডিম'।]
ডিমাই — দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক বিশেষ মাপের কাগজ।
ডিমারেজ — নির্দিষ্ট সময়ে মাল খালাস না করার জন্য দেয় ক্ষতিপূরণ।
ডিম্ব — ডিম, অণ্ড। **অশ্ব ডিম্ব** — ('ঘোড়ার ডিম' দেখ।)
ডিশ — চীনামাটি ইত্যাদির রেকাবি, পিরিচ, প্লেট।
ডিসমিস — বাতিল, খারিজ। পদচ্যুত, বরখাস্ত। [ঃ 'ডিসমিস' করা।]
ডিসেম্বর — ইংরেজী সনের শেষ মাস।
ডিস্ট্রিক্ট — জেলা। **ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড** — জেলার পথঘাট স্বাস্থ্য ইত্যাদির তত্ত্বাবধানের জন্য গঠিত স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান, জেলা বোর্ড।
ডিহি — কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি, চাকলা।
ডিহিদার — (মুসলমান আমলে) কতিপয় গ্রামের কর্তা বা মালিক।
ডীন — উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টান ধর্মযাজক। উচ্চপদস্থ অধ্যাপক।
ডুকরানো — ফোঁপাইয়া কাঁদা।
ডুগডুগি — ডমরু।
ডুগি — তবলার সহিত বাজাইতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্র, বাঁয়া। [ঃ 'ডুগি'-তবলা।]
ডুণ্ডুভ — ঢোঁড়া সাপ।
ডুব — অবগাহন, নিমজ্জন। ডুবিবার উপযোগী গভীর। [ঃ 'ডুব' জল।] **ডুব মারা** — কিছুদিন আত্মগোপন করা।
ডুবন — নিমজ্জন, ডোবা।
ডুবন্ত — ডুবিতেছে এমন। [ঃ 'ডুবন্ত' জাহাজ।] অস্তমান। [ঃ 'ডুবন্ত' সূর্য।]
ডুবা — জলে বা তরল পদার্থে নিমজ্জিত হওয়া। অস্ত যাওয়া। [ঃ সূর্য 'ডুবা'।] জর্জরিত হওয়া। [ঃ ঋণে 'ডুবা'।] নষ্ট হওয়া। [ঃ কারবার 'ডুবা'।] সর্বস্বান্ত হওয়া। [ঃ 'ডুবতে' বসা।]
ডুবানো — নিমজ্জিত করা। প্লাবিত করা। বিনষ্ট বা সর্বস্বান্ত করা। [ঃ আমাকে 'ডুবালে'।] পণ্ড করা। [ঃ তুমিই 'ডুবালে'।]
ডুবারী — ('ডুবুরী' দেখ।)
ডুবারু — ('ডুবুরী' দেখ।)
ডুবি — আকস্মিকভাবে বিপন্ন অবস্থায় নৌকাদির নিমজ্জন। [ঃ 'নৌকাডুবি'।]

ডুবুডুবু — প্রায় ডুবিয়াছে এমন। প্রায় অস্তমিত।

ডুবুরী — ডুব দিয়া সমুদ্র ইত্যাদির তল হইতে নিমগ্ন বস্তু তোলা যাহার পেশা এমন ব্যক্তি।

ডুবো — ডুবিয়া থাকে বা চলে এমন। [ঃ ডুবো জাহাজ।]

ডুমা — ঢেলার মতো মোটা টুকরা।

ডুমা — জারের আমলের রুশদেশের রাজসভা।

ডুমুর — একরকম গাছ ও তাহার ফল উডুম্বর। **ডুমুরের ফুল** — যাহা সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না এমন ব্যক্তি বা বস্তু।

ডুরি — সরু দড়ি বা সুতা।

ডুরে — ডোরা কাটা। [ঃ ডুরে শাড়ি।]

ডুলি — পালকি জাতীয় একরকম যান দোলা।

ডুশ — রোগীকে মলত্যাগ করাইবার উপযোগী একরকম যন্ত্র।

ডেক — বড় রন্ধনপাত্র।

ডেক — জাহাজের পাটাতন।

ডেকচি — ছোট ডেক বা রন্ধনপাত্র।

ডেকরা — দুষ্ট ও অশিষ্ট ব্যক্তি। স্ত্রী — **ডেকরী**।

ডেঙ্গু — একরকম জ্বর যাহাতে গায়ে খুব বেদনা হয়।

ডেঙো, ডেঙ্গো — একরকম শাক।

ডেঙ্গোজ্বর — ('ডেঙ্গু' দেখ।)

ডেপুটি — ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। নিম্ন পদস্থ সহকারী। [ঃ ডেপুটি মিনিস্টার।]

ডেঁপো — বকাটে, দুষ্ট অশিষ্ট। [ঃ 'ডেঁপো' ছেলে।]

ডেঁপোমি — ডেঁপোর মতো আচরণ বা কথাবার্তা।

ডেমি — আদালতে দরখাস্ত লিখিবার জন্য একধরনের কাগজ।

ডেমোক্রাটিক — গণতন্ত্রসম্মত, গণতান্ত্রিক।

ডেমোক্রাসি — জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, গণতন্ত্র।

ডেয়ে, ডেয়ো — একরকম বড় পিঁপড়া।

ডেরা — অস্থায়ী বাসস্থান বাসা। আড্ডা।

ডেলা — দলা ছোট পিণ্ডাকার জিনিস। বস্তু ইত্যাদির শক্ত জমাট বাঁধা টুকরা। ঢিল।

ডোকরা — দুষ্ট হতভাগা, ডেকরা।

ডোকলা — অপব্যয়ী।

ডোঙা, ডোঙ্গা — গাছের গুঁড়িতে গর্ত করিয়া তৈয়ারী একরকম সরু লম্বা নৌকা শালতি।

ডোঙাকল, ডোঙ্গাকল — ডোঙা দিয়া জলসেচনের একরকম ব্যবস্থা।

ডোজ — মাত্রা। [ঃ এক ডোজ ঔষধ।]

ডোবা — ছোট পুকুর।

ডোবা — ('ডুবা' দেখ।)

ডোবানো — ('ডুবানো' দেখ।)

ডোম — একটি নিম্নস্তরের হিন্দু জাতি। স্ত্রী — **ডোমনী**।

ডোর — সুতা সরু দড়ি।

ডোরা — রেখা লম্বা দাগ বা চিহ্ন।

ডোরাকাটা — লম্বা লম্বা রেখা টানা আছে এমন ডুরে।

ডোল — কুয়া হইতে জল তুলিবার বা ধান ইত্যাদি রাখিবার একরকম পাত্র।

ডোল — ('ডৌল' দেখ।)

ডোল — সাহায্য হিসাবে সরকারী দান। [ঃ ডোল দেওয়া।]

ডৌল — গড়ন আকার। [ঃ মুখের 'ডৌল'।] গড়নের সামঞ্জস্য বা সুষমা। [ঃ চেহারায় 'ডৌল' নেই।]

ড্যাকরা — ('ডেকরা' দেখ।)

ড্যাবড্যাব — (চোখের) সজল ও বিস্ফারিত ভাব প্রকাশক অনুকার।

ড্যাবড্যাবে — ড্যাবড্যাব করে এমন, সজল ও আয়ত। [ঃ 'ড্যাবড্যাবে' চোখ।]

ড্যামেজ — ক্ষতি। ক্ষতিপূরণ।

ড্যাশ — একরকম যতি চিহ্ন, "—"।

ড্রয়িং — অঙ্কন, রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কন।

ড্রয়িংরুম — বৈঠকখানা।

ড্রাম — ঔষধ ইত্যাদির ওজনের পরিমাণ, এক আউন্সের ষোল ভাগের এক ভাগ।

ড্রাম — ঢাক জাতীয় বাদ্য।

ড্রাম — টিনের বা লোহার পিপে। [ঃ তেলের 'ড্রাম'।]

ড্রিল — নিয়মিত ব্যায়াম। কাওয়াজ।

ড্রেন — নর্দমা। মাটির নীচের নর্দমা।

ড্রেস — পোশাক। ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া বাঁধা।

ড্রেসিং গাউন — একরকম আলখিল্লা জাতীয় ঢিলা পোশাক।

ঢ

ঢং — ঘণ্টা ইত্যাদির শব্দ। ('ঢঙ' দেখ।)

ঢক, ঢকঢক — জল ইত্যাদি ঢালিবার বা গিলিবার শব্দ।

ঢকাস — হঠাৎ অনেকখানি জল গিলিয়া ফেলার শব্দ।

ঢক্কা — ঢাক।

ঢঙ — গড়ন, ধরন। ভঙ্গী। প্রণালী। ছলনা, কপট ব্যবহার।

ঢনঢন — শূন্য পাত্রে আঘাতের শব্দ।

ঢনঢনে — ঢনঢন করে এমন, শূন্যগর্ভ।

ঢপ — একরকম কীর্তন গান।

ঢপঢপ — ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের চামড়া শিথিল বা নরম হইলে যেরূপ শব্দ হয় তাহার অনুকার। [ঃ 'ঢপঢপ' করা।]

ঢপঢপে — ঢপঢপ করে এমন। [ঃ 'ঢপঢপে' আওয়াজ।]

ঢল — উচ্চ ভূমি হইতে প্রবাহিত বন্যা। [ঃ 'ঢল' নামা।]

ঢলঢল — সরস লাবণ্য ও তারল্য সূচক অনুকার।

ঢলঢলে — ঢলঢল করে এমন। তরল। লাবণ্যময়। শিথিল, ঢিলে।

ঢলন — দেহ ও পদ ইত্যাদির শিথিল ভাব, টলন।

ঢলা — টলিয়া পড়া। হেলিয়া পড়া।

ঢলাঢলি — নির্লজ্জ ঠাট্টাতামাশা, ইয়ারকি। কেলেঙ্কারি।

ঢলান — টলন, স্খলন। কেলেঙ্কারি, নির্লজ্জ কাজ।

ঢলানে — যে ঢলাঢলি করে। স্ত্রী — ঢলানী।

ঢলানো — হেলানো, টলানো।

ঢাউস — ('ধাউস' দেখ।)

ঢাক — কাঠের পিপের দুই দিক চামড়া দিয়া আবৃত করা একরকম বাদ্যযন্ত্র। **ঢাক ঢাক গুড় গুড়** — কলঙ্ক বা লজ্জাজনক ব্যাপার ঢাকিবার চেষ্টা। **ঢাক পেটানো** — (নিন্দার্থে) ঘোষণা করা, প্রচার করা।

ঢাকনা, ঢাকনি — যাহা দ্বারা ঢাকা দেওয়া যায় এমন জিনিস, চাপা, আবরণ, আচ্ছাদন।

ঢাকা — আবৃত করা, চাপা দেওয়া। গোপন করা। [ঃ কলঙ্ক 'ঢাকা'।] আবৃত। গোপন করা হইয়াছে এমন। ঢাকনা, চাপা। [ঃ 'ঢাকা' দেওয়া।]

ঢাকা — পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহর ও একটি জেলা।

ঢাকাই — ঢাকা অঞ্চলে প্রস্তুত। [ঃ 'ঢাকাই' মসলিন।]

ঢাকী — যে ঢাক বাজায়।

ঢাল — অস্ত্রাঘাত রোধের জন্য চামড়া ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী শক্ত জিনিস। [ঃ 'ঢাল'-তলোয়ার।]

ঢাল — ঢালু ভাব, গড়ানে ভাব।

ঢালা — তরল জিনিস বা একসঙ্গে অনেক কঠিন জিনিস প্রবাহিত করা বা ফেলা। [ঃ জল 'ঢালা'; ঃ চাল 'ঢালা'।]

ঢালা — তাপের সাহায্যে তরল করা বা গালানো। [ঃ লোহা 'ঢালা'।] উত্তাপের সাহায্যে তরল করা হইয়াছে এমন।

ঢালা — সুবিস্তৃত। [ঃ 'ঢালা' বিছানা।] অবারিত, দেদার।

ঢালাই — উত্তাপের সাহায্যে তরল করার কাজ। উত্তাপের সাহায্যে তরল করিয়া ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত।

ঢালাইখানা — যেখানে ঢালাই করা হয়।

ঢালাও — অবারিত, দেদার। [ঃ 'ঢালাও' অধিকার।] বিস্তৃত। [ঃ 'ঢালাও' বিছানা।]

ঢালাগালা, ঢালাঢালি — বারবার ঢালা।

ঢালী — ঢালধারী।

ঢালু — ক্রমে নিম্নতর হইয়াছে এমন, গড়ানে।

ঢিট — শায়েস্তা, জব্দ। [ঃ মেরে 'ঢিট' করা।]

ঢিঢি — ধিক্‌কার ও কুখ্যাতির প্রচার। [ঃ 'ঢিঢি' পড়া।]

ঢিঢিক্কার — ধিক্‌কার।

ঢিপ — কিছু পড়িবার বা ঠুকিবার শব্দের অনুকার। [ঃ 'ঢিপ' ক'রে প্রণাম।]

ঢিপঢিপ — ক্রমাগত বা বারবার ঢিপ শব্দ, দ্রুত স্পন্দন। [বুক 'ঢিপঢিপ' করা।]

ঢিপি — উঁচু স্থান, স্তূপ, মাটি ইত্যাদির রাশি।

ঢিবি — ('ঢিপি' দেখ।)

ঢিমা, ঢিমে — ধীর, মন্থর, বিলম্বিত। [ঃ 'ঢিমা' চাল।] মৃদু, ক্ষীণ। [ঃ 'ঢিমা' আঁচ।] **ঢিমে তেতালা** — সংগীতের একরকম তাল।

ঢিল — মাটির ডেলা, ইট ইত্যাদির টুকরা।

ঢিল, ঢিলা, ঢিলে — আঁট নয়, আলগা। [ঃ 'ঢিলা' জামা।] শিথিল। [ঃ চামড়া বা রগ 'ঢিলা' হওয়া।] অমনোযোগী, উৎসাহহীন। [ঃ 'ঢিলা' স্বভাব।] শৈথিল্য, অমনোযোগ। [ঃ কাজে 'ঢিল' দেওয়া।]

ঢিলামি, ঢিলেমি — কাজে শৈথিল্য, অমনোযোগিতা।

ঢু, ঢুঁ — মাথা বা শিং দিয়া আঘাত। [ঃ 'ঢুঁ' মারা; 'ঢুঁ' দেওয়া।]

ঢুকা — প্রবেশ করা, ভিতরে যাওয়া। [ঃ ঘরে 'ঢুকা'।] দলভুক্ত হওয়া। যোগ দেওয়া। [ঃ কাজে 'ঢুকা'।]

ঢুকানো — ভিতরে পাঠানো, ভিতরে দেওয়া, প্রবেশ করানো। দলভুক্ত করানো। নিযুক্ত করা, কাজে যোগ দেওয়ানো।

ঢুঁড়া — খোঁজা।

ঢুঢু — কিছুই না। [ঃ কাজের বেলা 'ঢুঢু'।]

ঢুল — ('ঢুলুনি' দেখ।)

ঢুলঢুলে — ('ঢুলুঢুলু' দেখ।)

ঢুলা — তন্দ্রাবেশে মাথা নাড়া। ঝিমানো। তন্দ্রাবেশে চোখ বুজিয়া আসা।

ঢুলী — যে ঢোল বাজায়, ঢোলবাদক।

ঢুলুঢুলু — ঘুমে বা নেশায় শিথিল জড়িত (চোখ)।

ঢুলুনি — তন্দ্রায় বা নেশ[illegible] ও চোখের নিম[illegible] শশব্যস্ত।

ঢুস — [illegible]

[illegible] — শিশুদের একরকম খিঁচুনি রোগ।

তড়পানি — আস্ফালন, ক্রোধ ও অতিরিক্ত

ঢেউ — তরঙ্গ। **ঢেউ খেলা** — তরঙ্গময় হওয়া। **ঢেউ-খেলানো** — ঢেউয়ের মতো উঁচুনীচু করিয়া সাজানো। ' তরঙ্গায়িত।' কুঞ্চিত। **ঢেউ তোলা** — তরঙ্গময় করা।

ঢেঁকশাল — ('ঢেঁকিশাল' দেখ।)

ঢেঁকি — ধান ইত্যাদি কুটিবার বা ভানিবার একরকম কাঠের যন্ত্র। **বুদ্ধির ঢেঁকি** — বুদ্ধিহীন ব্যক্তি।

ঢেঁকিশাল — যে ঘরে ঢেঁকি থাকে, ঢেঁকির ঘর।

ঢেকুর, ঢেঁকুর — মুখ দিয়া উদরস্থ বায়ুর উদ্গার। [ঃ 'ঢেকুর' ওঠা; ঃ 'ঢেকুর' তোলা।]

ঢেঙা, ঢেঙ্গা — লম্বা। [ঃ 'ঢেঙা' লোক।]

ঢেঁটরা — ঢোল জাতীয় একরকম ছোট বাদ্যযন্ত্র। [ঃ 'ঢেঁটরা' পেটা।] ঐরূপ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া ঘোষণা বা প্রচার। [ঃ 'ঢেঁটরা' দেওয়া।]

ঢেঁটা — বেহায়া, নির্লজ্জ ও অবাধ্য।

ঢেঁড়স — একরকম সবুজ সূচালো আনাজ, ভিণ্ডি।

ঢেঁড়া — ('ঢেঁটরা' দেখ।)

ঢেঁড়ি — কানের একরকম সেকেলে গহনা।

ঢেপসা — শক্তিহীন অথচ মোটা। [ঃ 'ঢেপসা' চেহারা।]

ঢেপসী — ঢেপসা চেহারা আছে এমন স্ত্রীলোক।

ঢেমন, ঢেমনা — লম্পট লোক। জারজ, বেজন্মা।

ঢেমনামি — লাম্পট্য।

ঢলচলে — অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক।

ঢপ — একরকম ... প্রচুর।

ঢপঢপ — ঢাক ঢোল ... -ইতে দড়ি তৈয়ারী চামড়া শিথিল বা নরম ... । ঢেরা শব্দ হয় তাহার অনুকার। [ঃ 'ঢপঢপ' করা।]

ঢেরা চিহ্ন দিয়া স্বাক্ষরণ।

ঢেলা — ঢিল, মাটির ডেলা।

ঢোক, ঢোঁক — যে পরিমাণ তরলদ্রব্য একবারে গেলা যায়। [ঃ এক 'ঢোক' জল।] **ঢোক গেলা** — শূন্য মুখে কিছু গিলিবার ভঙ্গী করা।

ঢোকা — ('ঢুকা' দেখ।)

ঢোকানো — ('ঢুকানো' দেখ।)

ঢোঁড়া — একরকম নির্বিষ সাপ।

ঢোঁড়া — ('ঢুঁড়া' দেখ।)

ঢোল, ঢোলক — কাঠের খোলের দুই দিকে চামড়া দেওয়া একরকম বাদ্যযন্ত্র। স্ফীত, ফোলা। [ঃ পচে 'ঢোল'।] **ঢোল শোহরত** — ঢোল বাজাইয়া ঘোষণা, ঢেঁড়া।

ঢোলা — ঢিলা, আলগা। ফোলা।

ঢোলা — ('ঢুলা' দেখ।)

ঢোসকা — অন্তঃসারশূন্য, ফোঁপরা। [ঃ 'ঢোসকা' চেহারা।]

ঢ্যাঙা, ঢ্যাঙ্গা — ('ঢেঙা' দেখ।)

ঢ্যাঁটরা — ('ঢেঁটরা' দেখ।)

ঢ্যাঁটা — ('ঢেঁটা' দেখ।)

ঢ্যাঁড়স — ('ঢেঁড়স' দেখ।)

ঢ্যাঁড়া — ('ঢেঁড়া' দেখ।)

ঢ্যাপঢেপে — ('ঢপঢপে' দেখ।)

ণ

ণত্ববিধান, ণত্ববিধি — 'ন'-র স্থলে কোথায় ও কখন 'ণ' হইবে তাহার ব্যাকরণগত নিয়ম।

ণিজন্ত — অপরের দ্বারা করানো হইয়াছে এই অর্থে ক্রিয়ার রূপ।

ণিজন্তপ্রকরণ — ণিজন্ত ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা আছে ব্যাকরণের এমন

ত

ত — (সংক্ষেপে) তত। ('তো' দেখ।)
ত, ত' — ভাঁজ, পাট, তয। [ঃ কাপড 'ত' করা।]
তই — হাতলহীন অগভীব কড়াই, তাওয়া।
তইছন, তইছনে — (প্রাচীন কবিতায) তখন।
তক — পর্যন্ত। [ঃ কাল 'তক' আসেনি।]
তকতক -- পবিচ্ছন্নতাস চক অনুকাব। [ঃ 'তকতক' কবা।]
তকতকে — পবিষ্কাব, পবিচ্ছন্ন।
তকমা — চাপবাস। মেডেল।
তকবাব বচসা, তর্ক।
তকবাবী — অমীমাংসিত, বিচাবাধীন।
তকলি — সূতা কাটিবাব একবকম যন্ত্র টাকু।
তকলিফ — কষ্ট।
তক্ক - সতর্ক প্রতীক্ষা। [ঃ 'তক্কে তক্কে' থাকা।]
তক্ত — সিংহাসন। **তক্ততাউস** — ময়ূব সিংহাসন।
তক্তপোশ — ('তক্তাপোশ' দেখ।)
তক্তা - চেবা চওডা কাঠ, কাষ্ঠফলক।
তক্তাপোশ - বড চৌকি, শুইবাব উপযোগী কাঠেব চৌকি।
তক্তি — ছোট তক্তা। চাবকোনা চেপ্টা জিনিস। ঐবূপ আকাবেব গহনা।
তক্র — ঘোল।
তক্রপিণ্ড — ছানা।
তক্ষক — পুবাণে বর্ণিত সর্পবাজ বাসুকিব ভ্রাতা যে অভিমন্যুপুত্র পবীক্ষিৎকে দংশন কবিযাছিল।
তক্ষক — কাষ্ঠশিল্পী, ছুতার।
তক্ষণ — ছুতাবেব কাজ। কাঠ পাথর ইত্যাদি কুঁদিয়া নির্মাণকার্য।
তক্ষণী — ছুতারেব চাঁচিবার বা কুঁদিবাব যন্ত্র।
তক্ষশিলা — পাঞ্জাবেব অন্তর্গত বিখ্যাত প্রাচীন নগব। (শিলা বা পাহাড় কাটিযা নির্মাণ কবা হইযাছে এই মূল অর্থে।)
তখন -- সেই সমযে। [ঃ 'তখন' সন্ধ্যা।] তাই, সুতবাং। [ঃ যখন জিজ্ঞাসা কবলে, 'তখন' বলি।] তাহাব পব। [ঃ গান শেষ হলে 'তখন সে বলল।]
তখনই, তখনি — ঠিক সেই সময়ে। ['তখনই' বলা উচিত ছিল।] ঠিক অব্যবহিত পবে। [ঃ তুমি গেলে, 'তখনই' সে এল।]
ত-খরচ -- আনুষঙ্গিক বাজে খবচ।
তখত্ — ('তক্ত দেখ।)
তংকা — (প্রাচীন ব্যবহাব) টাকা, টঙ্কা। [ঃ 'তংকা গ্রী [illegible] অষ্ট [illegible]ডা।]
তছনছ - বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট। [ঃ জিনিস-পত্র তছনছ' কবা।]
তছবুপ -- অন্যাযভাবে আত্মসাৎকবণ, চুবি। [ঃ তহবিল 'তছবুপ'।]
তছু — (প্রাচীন কবিতায) তাহাব, তাঁহাব।
তজ্জনিত — তাহাব ফলে জাত, তাহা হইতে উৎপাদিত। [ঃ 'তজ্জনিত' বেদনা।]
তজ্জন্য — সেই কাবণে, সেইজন্য।
তজ্জাত — তাহা হইতে উৎপন্ন।
তঞ্চক — প্রতাবক, যে ঠকায।
তঞ্চকতা — প্রতাবণা, প্রবঞ্চনা।
তট — তীব, কূল। [ঃ নদী-'তট'।] স্থান। [ঃ কটি-'তট'।]
তটস্থ — ত্রস্ত, ভীত, শশব্যস্ত। তীববর্তী।
তটিনী — নদী।
তড়কা — শিশুদেব একবকম খিঁচুনি বোগ।
তড়পানি — আস্ফালন, ক্রোধ ও অতিরিক্ত

উৎসাহ প্রকাশ।

তড়পানো — আস্ফালন কবা, ক্রোধ অস্থিবতা বা অতিশয উৎসাহ প্রকাশ কবা।

তড়বড় — অতিবিক্ত বাস্ততা প্রকাশ, তাড়াহুড়া। [ঃ 'তড়বড়' কবা।]

তড়বড়ানি — তাড়াহুড়া, অতিশয ব্যস্ততা।

তড়বড়ে — যে তড়বড় কবে, যে তাড়াহুড়া কবে, ব্যস্তবাগীশ।

তড়াক — হঠাৎ বেগে লম্ফদানসূচক অনুকাব। [ঃ 'তড়াক' কবে উঠে দাঁড়ানো।]

তড়াগ — বড় পুষ্কবিণী, দিঘি, বৃহৎ জলাশয।

তড়িঘড়ি — অবিলম্বে, তৎক্ষণাৎ, ত্বরিত ভাবে।

তড়িচ্চালিত — বৈদ্যুতিক শক্তিব দ্বাবা চালিত।

তড়িৎ — বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক শক্তি, 'ইলেকট্রিসিটি'।

তণ্ডুল — চাউল।

তৎ- — 'সেই' অর্থে অন্য শব্দেব সহিত যুক্ত হয। [ঃ 'তৎকাল'।] তাহা বুঝাইতে অন্য শব্দেব সহিত যুক্ত হয। [ঃ 'তৎপাবে'।]

তত — সেই পবিমাণ। [ঃ 'তত টাকা।] তেমন, খুব। [ঃ তত' ভালো নয।]

ততক্ষণ — সেই সময ব্যাপিযা। সেই সময পর্যন্ত। সেই সমযেব মধ্যে।

ততো — ('তত' দেখ।)

ততোক্ষণ — ('ততক্ষণ' দেখ।)

ততোধিক — তাহাব অপেক্ষা অধিক, তাব চেযে বেশী।

তৎকাল — সেই সময। সেই যুগ।

তৎকালিক, তৎকালীন — সেই সমযকাব। সেই যুগেব।

তৎকালোচিত — সেই সমযেব বা যুগেব উপযুক্ত।

তৎক্ষণাৎ — তখনই, সেই মুহূর্তে। অবিলম্বে।

তত্তুল্য — তাহাব তুল্য, তাহাব সদৃশ।

তত্ত্ব — কোন বিষয সম্পর্কে জ্ঞান বা বিদ্যা [ঃ জীব 'তত্ত্ব', প্রত্ন 'তত্ত্ব'।] মূল নীতি, মতবাদ, থিওবি। কোন বিষয বা বস্তুব স্বরূপ। সংবাদ। গভীব জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান।

তত্ত্ব — আত্মীয স্বজন কুটুম্বাদিব নিকট প্রেবিত উপঢৌকন। [ঃ পূজাব 'তত্ত্ব'।]

তত্ত্বজিজ্ঞাসা — ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভেব ইচ্ছা। বিষয বা বস্তুব স্বরূপ সম্পর্কে জানিবাব ইচ্ছা।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু — যে ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কবিতে চায। বিষয বা বস্তুব স্বরূপ সম্পর্কে জানিতে চায এমন।

তত্ত্বজ্ঞ — যে তত্ত্ব জানে ব্রহ্মজ্ঞানী। বিষয বা বস্তুব স্বরূপ বা ঠিক সংবাদ যে জানে।

তত্ত্বজ্ঞান — ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান। বিষয বা বস্তুব স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান।

তত্ত্বজ্ঞানী — ব্রহ্ম সম্পর্কে যাহাব জ্ঞান আছে ব্রহ্মজ্ঞ। বিষয বা বস্তুব স্বরূপ যে জানে।

তত্ত্বদর্শিতা — বস্তু বা বিষযেব স্বরূপ সম্পর্কে দৃষ্টি বা জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান।

তত্ত্বদর্শী — বস্তু বা বিষযেব স্বরূপ যে জানে। ব্রহ্মজ্ঞানী।

তত্ত্বাবধান — পবিচালনা, দেখাশোনা, তদাবক।

তত্ত্বাবধাযক — যে তত্ত্বাবধান কবে।

তত্ত্বীয — তত্ত্বসংক্রান্ত, নীতি বা মতবাদ সংক্রান্ত, 'থিওবিটিক্যাল'।

তৎপর — নিপুণ ও উৎসাহী।

তৎপরতা -- কাজে উদ্যম ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্য।
তৎপরে — তারপর।
তৎপুরুষ — (ব্যাকরণে) একরকম সমাস।
তত্র — সেখানে, তথায়।
তত্রত্য — সেখানকার। [ঃ 'তত্রত্য' সংবাদ শুভ।]
তত্রাচ, তত্রাপি — তথাপি, তবু সে ক্ষেত্রে ও।
তৎসংক্রান্ত — সে সম্পর্কে, তদ্বিষয়ক।
তৎসদৃশ — তাহার মতো, তাহার তুল্য।
তৎসম - তাহার সমান। (ভাষাতত্ত্বে) ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলিতে সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত অবিকৃত শব্দ। (তুঃ তদ্ভব।)
তৎসম্বন্ধীয় — সে সম্পর্কে তৎসংক্রান্ত।
তৎস্থল - সেই স্থান, সেই পদ।
তৎস্থলাভিষিক্ত — সেই পদে নিযুক্ত।
তথা — সেই স্থান সেখান। [ঃ তথা হইতে।] সেই স্থানে সেথা। এবং আরো এমন কি। [ঃ বাংলায় তথা ভারতে।] দৃষ্টান্তস্বরূপ। [ঃ 'তথা শ্রীমদ ভাগবতে।]
তথাকথিত — নামমাত্র ঐ নামে প্রচলিত কিন্তু আসলে উহা নহে। [ঃ 'তথা কথিত' নেতা।]
তথাকার — সেখানকার।
তথাগত — পরম অবস্থায় বা পরম সত্যে উপনীত। [ঃ 'তথাগত বুদ্ধ।]
তথাচ, তথাপি — তবুও তাহা সত্ত্বেও।
তথাবিধ - সেইরকম তদ্রূপ।
তথায় — সেখানে।
তথাস্তু -- তাহাই হউক।
তথি -- (প্রাচীন কবিতায়) সেখানে। তাহাতে।
তথৈব, তথৈবচ — (নিন্দার্থে) সেই প্রকারই, অনুরূপ। [ঃ এখানে অবস্থা 'তথৈবচ'।]
তথ্য — ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে ঠিক সংবাদ। [ঃ 'তথ্য' সংগ্রহ।]
তদ্ - (তৎ দেখ।)
তদতিরিক্ত — তাহা অপেক্ষা অধিক, তদধিক।
তদনন্তর — তারপর, তৎপরে।
তদনুযায়ী -- সেই অনুসারে, সেই মতো।
তদনুরূপ — সেইরূপ, তাদৃশ, তাহার মতো।
তদনুসারে — সেই অনুসারে, সেই মতো, তদনুযায়ী।
তদন্ত -- অপরাধাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান বা খোঁজখবর। (প্রাচীন কবিতায়) সন্ধান, পরিচয়।
তদবধি - সেই সময় হইতে।
তদবস্থ — সেই অবস্থাপ্রাপ্ত। সেই অবস্থায় স্থিত।
তদবস্থা — সেই দশা, সেই অবস্থা।
তদ্বির — পাইবার জন্য বা কৃতকার্য হইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা।
তদর্থে - সেই অর্থে। সেই উদ্দেশ্যে।
তদানীন্তন — সেই সময়কার, তৎকালীন।
তদারক — তত্ত্বাবধান, দেখাশোনা।
তদীয় — তাহার। সেই ব্যক্তি সংক্রান্ত।
তদুৎপন্ন — তাহা হইতে উৎপন্ন, তজ্জাত।
তদুপরি — তাহার উপর, তাহা ছাড়া।
তদুপলক্ষে, তদুপলক্ষ্যে — সেই সূত্রে। সেই উদ্দেশ্যে।
তদ্গত — তাহাতে তন্ময় তাহাতে অভিনিবিষ্ট। [ঃ তদ্গত চিত্ত।]
তদ্গতচিত্ত — তাহাতে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট তন্ময়।
তদ্গতচিত্তে — তন্ময়ভাবে, তাহাতে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া।
তন্দণ্ডে — সেই মুহূর্তে, অবিলম্বে।

তদ্দিন — (সংক্ষেপে) ততদিন।
তদ্ধিত — (ব্যাকরণে) শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হইয়া অন্য শব্দ উৎপন্ন করে এমন প্রত্যয়।
তদ্বৎ — তাহার মতো, তাহার তুল্য।
তদ্বিধ — সেইরকম, সেইরূপ।
তদ্বিধায় — সেই জন্য, সেই কারণে।
তৎবিষয় — সেই বিষয়।
তদ্বিষয়ক — সেই বিষয় সংক্রান্ত।
তদ্ব্যতিরিক্ত — তাহা ছাড়া, তদ্ভিন্ন।
তদ্ব্যতীত — তাহা ছাড়া।
তদ্ভব — (ভাষাতত্ত্বে) সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইলেও বিকৃতরূপে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে প্রচলিত শব্দ। (তুঃ 'তৎসম'।)
তদ্ভাব — তাহার ভাব বা অবস্থা।
তদ্ভাবাপন্ন — সেই ভাবপ্রাপ্ত। তাহার মতো ভাব বা ধারণা পোষণ করে এমন।
তদ্ভিন্ন — তদ্ব্যতীত, তাহা ছাড়া।
তদ্রূপ — সেইরূপ, সেইপ্রকার।
তন — (প্রাচীন কবিতায়) স্তন।
তনখা — বেতন, মাহিনা।
তনয় — পুত্র।
তনয়া — কন্যা।
তনিমা — কৃশতা। সূক্ষ্মতা।
তনু — দেহ। কৃশ।
তনুজ — পুত্র, তনয়। স্ত্রী. — **তনুজা**।
তনুমধ্যা — (প্রশংসার্থে) ক্ষীণকটি নারী।
তনুরুচি — দেহের সৌন্দর্য, কান্তি।
তন্তু — আঁশ। সুতো। [ঃ ল তা-'তন্তু'।]
তন্তুবায় — তাঁতী।
তন্তুশালা — তাঁতঘর, যেখানে তাঁতী কাজ করে।
তন্ত্র — রাজ্যশাসন পদ্ধতি। [ঃ 'গণ-তন্ত্র'।] প্রণালী, ব্যবস্থা। [ঃ 'রক্ত-সংবহন তন্ত্র'।] কোনও বিশেষ বিষয়ে বা মতে প্রাধান্য স্থাপন। [ঃ 'বস্তুতন্ত্র'।] হিন্দু ধর্ম-সাধনার একটি বিশেষ পদ্ধতি এবং তৎসংক্রান্ত শাস্ত্র। অধীন, চালিত। [ঃ 'পরতন্ত্র'; ঃ 'স্বতন্ত্র'।]
তন্ত্রধারক — ক্রিয়াকর্মের সময় পুঁথি ধরিয়া যে মন্ত্রপাঠ করায়।
তন্ত্রী — বীণাদি যন্ত্রের তার। বীণাদি তারযন্ত্র।
-তন্ত্রী — 'মতবাদ পোষণ করে' বা 'প্রাধান্য দেয়' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'সমাজতন্ত্রী'।]
তন্দুর — পাঁউরুটি সেঁকিবার উনান।
তন্দ্রা — ঈষৎ নিদ্রা, নিদ্রার আবেশ।
তন্দ্রাজড়িত — তন্দ্রালু।
তন্দ্রাবিষ্ট — ঈষৎ ঘুমে ধরিয়াছে এমন।
তন্দ্রাবেশ — তন্দ্রার জড়তা, ঢুলুঢুলু ভাব।
তন্দ্রালু — ঘুম পাইয়াছে এমন, তন্দ্রা-জড়িত।
তন্দ্রিত — ঈষৎ নিদ্রিত। নিদ্রিত। [ঃ 'তন্দ্রিত' মেদিনী।]
তন্ন তন্ন — পুঙ্খানুপুঙ্খ, খুঁটিনাটি, পাতি পাতি। [ঃ 'তন্ন তন্ন' ক'রে দেখা।]
তন্নিবদ্ধ — তাহাতে বদ্ধ। তাহাতে মগ্ন।
তন্নিবন্ধন — সেই জন্য, তজ্জন্য, সেই কারণে।
তন্ময় — তাহাতে একান্তভাবে নিবিষ্ট, তাহা ভিন্ন অন্য চিন্তা বা অনুভূতি নাই এমন। বি — **তন্ময়তা, তন্ময়ত্ব**।
তন্মাত্র — সেই পরিমাণ। কেবল তাহা, তাহা মাত্র। (সাংখ্যদর্শনে) ক্ষিতি অপ্ ইত্যাদির অমিশ্র ভাব।
তন্নিমিত্ত — সেই নিমিত্ত, সেইজন্য, তজ্জন্য।
তন্বঙ্গী — ('তন্বী' দেখ।)
তন্বী — যে নারীর দেহ স্থূল নহে, কৃশাঙ্গী।

তপ — কঠিন সাধনা, তপস্যা। যোগ-ব্রতাদি। [ঃ জপ-'তপ'।]

তপতী — সূর্যপত্নী ছায়া। সূর্যকন্যা। তপস্যায় নিমগ্না, তপস্বিনী।

তপন — সূর্য।

তপশ্চরণ, তপশ্চর্যা, তপশ্চর্য্যা, তপশ্চারণ —সুকঠিন সাধনা, তপস্যা।

তপশ্চারিণী — তপস্বিনী।

তপশ্চারী — তপস্বী।

তপসিল, তপসীল — ('তফসিল' দেখ।)

তপসে — একরকম ছোট মাছ।

তপস্যা — তপ, সুকঠিন ধর্মসাধনা।

তপস্বী — যে তপস্যা করে, তাপস, যোগী। স্ত্রী. — **তপস্বিনী**। বিড়াল **তপস্বী** — ভণ্ড, কপট সাধু, যে সাধুভাব বা লোভহীনভাব ভান করে।

তপোধন — তপস্যাই যাঁহার একমাত্র সম্পদ, মুনি, ঋষি।

তপোবন —যে বনে তপস্যার জন্য মুনি-ঋষিরা বাস করিতেন, ঋষির আশ্রম।

তপোবল — তপস্যার দ্বারা অর্জিত শক্তি।

তপোভঙ্গ — তপস্যায় ব্যাঘাত, তপস্যা হইতে বিচ্যুতি।

তপোলোক — পুরাণে বর্ণিত সপ্তলোকের একটি, তপশ্চর্যার দ্বারা যেখানে যাইবার অধিকার জন্মে।

তপ্ত — গরম, উষ্ণ। কাতর। [ঃ শোক-'তপ্ত'।] তাপ দিয়া শোধিত করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'তপ্ত' কাঞ্চন।]

তফসিল — বিবরণ, তালিকা, শ্রেণী। **তফসিলভুক্ত** — তালিকাভুক্ত, বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। সরকারী তালিকায় অবনত বলিয়া অভিহিত হিন্দু সমাজের কয়েকটি জাতি।

তফসিলী — তফসিল সংক্রান্ত। তফসিল-ভুক্ত।

তফাত — পার্থক্য, ব্যবধান। মাঝে ব্যবধান আছে এমন স্থান। ['তফাত' যাও।] পৃথক, আলাদা। [ঃ 'তফাত' ক'রে রাখা।]

তফিল — ('তহবিল' দেখ।)

তফিলদার, তফিলদারি — ('তহবিলদার' ও 'তহবিলদারি' দেখ।)

তব — (কবিতায়) তোমার।

তব - (প্রাচীন কবিতায়) তখন। তবে।

তবক — স্তর, থাক, স্তবক।

তবক - (প্রাচীন কবিতায়) তোপ, বন্দুক।

তবকী — (প্রাচীন কবিতায়) বন্দুকধারী।

তবলচী — যে তবলা বাজায়, তবলাবাদক।

তবলা - কাঠ ইত্যাদির খোলের এক দিকে চামড়া দিয়া ঢাকা একরকম বাদ্যযন্ত্র।

তবহি — (প্রাচীন কবিতায়) তখনই।

তবহু, তবহূ - (প্রাচীন কবিতায়) তবুও, তথাপি।

তবিয়ত — স্বাস্থ্য, শরীর। মেজাজ।

তবিল — ('তহবিল' দেখ।)

তবু, তবুও — তথাপি, তাহা সত্ত্বেও।

তবে — তাহা হইলে, সেই অবস্থায়। [ঃ যদি টাকা দাও, 'তবে' গহনা দিব।] তাই, সেই কারণে। [ঃ অনেক কেঁদেছি, 'তবে' পেয়েছি।] পরে, তারপর। [ঃ আগে দাও, 'তবে' পাবে।] কিন্তু। [ঃ 'তবে' যদি সে আসে।] ধমক প্রশ্ন ইত্যাদিতে। [ঃ 'তবে' রে! যাচ্ছ 'তবে'?]

তবেই — সে ক্ষেত্রে, কেবল সেই অবস্থায়। [ঃ 'তবেই' হবে।]

তবেই, তবেইতো — বিপরীত অর্থ বা নঞর্থ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'তবেই' গিয়েছে! — অর্থাৎ যাইবে না বা যায় নাই।]

-তম — সর্বাপেক্ষা অধিক বা অল্প বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়।

[ঃ 'ক্ষুদ্রতম' ; ঃ 'বৃহত্তম'।] স্ত্রী. — -তমা। [ঃ 'প্রিয়তমা'।] কোনও সংখ্যার পূরক বুঝাইতে সেই সংখ্যার সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'বিংশতিতম'।]

তমসা — অন্ধকার। অজ্ঞানতা।

তমসাচ্ছন্ন — অন্ধকারে ঢাকা। অজ্ঞানতায় ভরা। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

তমসুক — কর্জ লইবার সময় লিখিত দলিল, ঋণপত্র, খত।

তমসুকী — তমসুক সংক্রান্ত।

তমস্বিনী — অন্ধকারময়ী, অন্ধকারে পরিপূর্ণা।

তমাদি — দাবীর নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে এমন।

তমাল -- কালো রঙের বাকল আছে এমন একরকম বিখ্যাত গাছ। [ঃ তাল-'তমাল'।]

তমোগুণ — (হিন্দু দর্শনে) প্রকৃতির একটি গুণ।

তমিস্র — অন্ধকার। স্ত্রী. — **তমিস্রা**।

তমোঘ্ন — অন্ধকার-নাশক। সূর্য, অগ্নি।

তমোময় — অন্ধকারময়, তমসাচ্ছন্ন।

তম্বি — আস্ফালন, ক্রোধ প্রকাশের জন্য তর্জন-গর্জন। জুলুম।

তম্বুরা — একরকম তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, তানপুরা।

তয় — ভাঁজ, পাট, ত।

তয়খানা — মাটির নীচেকার ঘর।

তয়ফা — নর্তকী, নাচওয়ালী।

তর — বিলম্ব, দেরি। [ঃ 'তর' সইছে না।]

তর — বিভোর, চুর। [ঃ নেশায় 'তর'।]

-তর — দুইটির মধ্যে তুলনায় বেশী বা কম বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'সুন্দরতর' ; ঃ 'বৃহত্তর'।]

-তর — প্রকার বুঝাইতে কেমন ইত্যাদি শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'কেমন-তর' লোক সে?]

তরই — ঝিঙা জাতীয় ছোট একরকম ফল ও তাহার গাছ।

তরকারি — রাঁধিবার যোগ্য ফলমূল। শাক-পাতা ইত্যাদি, আনাজ। ব্যঞ্জন।

তরক্ষু — নেকড়ে বাঘ। (মতান্তরে) হায়েনা।

তরঙ্গ — ঢেউ।

তরঙ্গতাড়িত — ঢেউ ঠেলিয়া আনিয়াছে এমন।

তরঙ্গভঙ্গ — ঢেউয়ের উত্থান-পতন।

তরঙ্গময় — ঢেউয়ে পূর্ণ, তরঙ্গপূর্ণ।

তরঙ্গমালা — ঢেউয়ের পর ঢেউ, তরঙ্গ-শ্রেণী।

তরঙ্গায়িত -- ঢেউ খেলানো, ঢেউয়ে উচ্ছ্বলিত। ঢেউয়ের মতো কুঞ্চিত। [ঃ 'তরঙ্গায়িত' কেশদাম।] ঢেউয়ের মতো উত্থান-পতন আছে এমন।

তরঙ্গিণী — নদী।

তরঙ্গিত — ঢেউয়ে পরিপূর্ণ।

তরজমা — অনুবাদ, ভাষান্তর।

তরজমানবীশ — যে অনুবাদ করে, অনুবাদক।

তরজা — কবির লড়াই জাতীয় একরকম গান।

তরণী — নৌকা।

তরতর -- স্রোতাদির দ্রুত গতি সূচক অনুকার।

তরফ — পক্ষ। [ঃ আমাদের 'তরফে'।] অংশীদার, শরিক। [ঃ বড় 'তরফ'।]

তরফদার — বাঙ্গালীর উপাধি বিশেষ।

তরফা — পক্ষ সংক্রান্ত। [ঃ এক 'তরফা'।]

তরবার, তরবারি — অসি, তলোয়ার।

তরবুজ — ('তরমুজ' দেখ।)

তরবেতর — অনেকরকম, হরেকরকম, নানা-প্রকার।

তরমুজ — একরকম গোলাকার সুবৃহৎ সরস ফল।
তরল — জলের মতো পাতলা, ঢলঢলে, গাঢ় বা কঠিন নয়। চঞ্চল, অস্থির। [ঃ 'তরল'-মতি।] বি.— **তরলতা**।
তরলিত — তরল হইয়াছে এমন, বিগলিত।
তরলীকৃত — তরল করা হইয়াছে এমন, গলানো।
তরশু — গত পরশুর আগের বা আগামী পরশুর পরের দিন।
তরস্ত — দ্রুত ও ব্যস্ত।
তরা — পার হওয়া। উদ্ধার হওয়া।
তরানো — পার করা। উদ্ধার করা।
তরাই — পর্বতের নিম্নদেশ।
তরাজু — (প্রাচীন কবিতায়) তুলাদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা।
তরাস — ভয়, ত্রাস, আতঙ্ক।
তরাসে — যে সহজে ভয় করে, ভীতু।
তরি — ('তরী' দেখ।)
তরিবত — উপদেশ, শিক্ষা। আদবকায়দা।
তরী — তরণী, নৌকা।
তরু — গাছ, বৃক্ষ।
তরুণ — নবীন, নবযৌবনপ্রাপ্ত। যুবক। বি — **তরুণতা**।
তরুণিমা — তরুণতা, তারুণ্য, নবযৌবন।
তরুণী — নবযৌবনপ্রাপ্তা, যুবতী। যুবতী স্ত্রীলোক।
তরুতল — গাছের তলা।
তরুবর — বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, বড় গাছ।
তরুমূল — গাছের শিকড়। গাছের তলা।
তরুরাজ — বড় গাছ, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ।
তরুরাজি — বৃক্ষসমূহ।
তরে — জন্য, নিমিত্ত।
তরো — প্রকার, রকম, তরহ। [ঃ 'কেমন-তরো'।]
তরোয়ার — তরবারি, অসি।
তর্ক — বাদ-প্রতিবাদ, বচসা। যুক্তি।
তর্কচঞ্চু — ('তর্করত্ন' দেখ।)
তর্কজাল — নানারূপ কূটতর্ক। যুক্তির রাশি।
তর্কবিতর্ক — বাদানুবাদ, বাদ-প্রতিবাদ।
তর্কবিদ্ — তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত, নৈয়ায়িক।
তর্কবিদ্যা — নির্ভুলভাবে যুক্তি প্রয়োগের বিজ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্র, লজিক।
তর্করত্ন — তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ।
তর্কশাস্ত্র — ('তর্কবিদ্যা' দেখ।)
তর্কশাস্ত্রী — ('তর্কবিদ্' দেখ।)
তর্কাতর্কি — বাদ-প্রতিবাদ, তর্ক-বিতর্ক। বচসা।
তর্জন, তজ্জর্ন — রাগে গর্জন। তিরস্কার।
তর্জন-গর্জন, তজ্জর্ন-গজ্জর্ন — ভয়ংকর-ভাবে ক্রোধ প্রকাশ ও আস্ফালন।
তর্জনী, তজ্জর্নী — হাতের বুড়া আঙুলের পরের আঙুল।
তর্পণ — পরলোকগত পূর্বপুরুষের জন্য জলদান। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।
তর্পণকারী — যে তর্পণ করে।
তর্পিত — যাহার উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হইয়াছে।
তল — নিম্নদেশ, নীচেকার স্থান। [ঃ বৃক্ষ-'তল'; ঃ পদ-'তল'।] পৃষ্ঠ, উপরিভাগ। [ঃ ভূমি-'তল' ; ঃ শয্যা-'তল'।] তলা। [ঃ দ্বি'তল'।]
তলতল — কোমলতা সূচক অনুকার। [ঃ 'তলতল' করা।]
তলতলে — তলতল করে এমন, কোমল।
তলতা, তলদা — একরকম বাঁশ।
তলদেশ — নিম্নবর্তী স্থান, গভীর স্থান। [ঃ সমুদ্রের 'তলদেশ'।]
তলপেট — পেটের নাভির নীচের অংশ।
তলব — ডাক, আসিবার জন্য হুকুম।

বেতন, মাহিনা।
তলবানা — (মকদ্দমায) সাক্ষী ডাকিবার খরচ।
তলবার — ('তলোযার' দেখ।)
তলা — নীচেকার জাযগা, নিম্নদেশ। [ঃ গাছের 'তলা'; ঃ পাযের 'তলা'।] স্থান। [ঃ কালী-'তলা'।] গৃহ নির্মাণে মেঝে অনুসারে পর পর উপরে সাজানো ভাগ। [ঃ দু-'তলা'; ঃ তে-'তলা'।]
তলাও — পুকুর, পুষ্করিণী।
তলাতল — পুরাণে বর্ণিত একটি পাতাল।
তলানি — মযলাদি যাহা থিতাইযা নীচে পড়ে, গাদ।
তলানো — তলদেশের দিকে যাওযা। উৎসন্ন হওযা। গভীরভাবে চিন্তা করা। [ঃ 'তলিযে' দেখা।]
তলাশ, তলাস — ('তল্লাশ' দেখ।)
তলে তলে — ভিতরে ভিতরে, গোপনে।
তলোয়ার — তরবারি, কৃপাণ।
তল্প — কাপড় বিছানা ইত্যাদির ছোট মোট। **তল্প তোলা** — অন্যত্র যাইবার জন্য কাপড় বিছানা ইত্যাদির পুঁটলি বাঁধিযা প্রস্তুত হওযা।
তল্পিতল্পা — বিছানাপত্র, লটবহর।
তল্লাট — অঞ্চল। [ঃ এ 'তল্লাটে' নাই।]
তল্লাশ — খোঁজ, অনুসন্ধান।
তল্লাশী — তল্লাশ সংক্রান্ত। [ঃ 'তল্লাশী' পরোযানা।]
তসবি — মুসলমানের জপমালা।
তসবির — ছবি, আলেখ্য, চিত্র।
তসবিরওয়ালা — চিত্র বিক্রেতা। স্ত্রী. — **তসবিরওয়ালী**।
তসমা — সরু চামড়ার ফালি।
তসর — একরকম রেশম। একরকম রেশমী কাপড়।
তসরূপ — ('তছরূপ' দেখ।)
তসলা — গামলার মতো পাত্র। রন্ধন পাত্র। হুড়কা, খিল।
তসলিম — অভিবাদন, নমস্কার।
তসলিমাত — বহু নমস্কার।
তসিল — ('তহসিল' দেখ।)
তসিলদার — ('তহসিলদার দেখ।)
তস্কর — চোর।
তহবিল — মজুদ টাকা।
তহবিলদার — টাকা ও তাহার হিসাব যে রাখে, খাজাঞ্চী।
তহবিলদারি — তহবিলদারের কাজ বা পদ।
তহসিল — খাজনা আদায। সংগৃহীত খাজনা।
তহসিলদার — যে খাজনা আদায করে, খাজনা-আদাযকারী।
তহসিলদারি — খাজনা-আদাযকারীর কাজ বা পদ।
তহি, তহিঁ — (প্রাচীন কবিতায) সেখানে। উপরন্তু।
তহু, তহুঁ — (প্রাচীন কবিতায) তাহাতে।
তা — ডিম ফুটাইবার জন্য প্রদত্ত তাপ। [ঃ পাখী ডিমে 'তা' দেয।]
তা — (গোঁফে) মোচড়। [ঃ গোঁফে 'তা' দেওযা।]
তা — ভাঁজ করা হয় নাই এমন আস্ত কাগজ।
তা — (সংক্ষেপে) তাহা। [ঃ 'তা' শুনে লাভ নাই।]
তা — কথার মাত্রা। [ঃ 'তা' আমি কি করব?]
-তা — ভাব সূচক প্রত্যয। [ঃ 'কোমলতা'; ঃ 'মানবতা'।]
তাই — শিশুর করতালি।
তাই — সুতরাং, সেই কারণে। [ঃ ডেকেছ, 'তাই' এলাম।] তাহাই, সেই বস্তুই।

[ঃযা চাইবে, 'তাই' পাবে।]

তাইত — ('তাইতো' দেখ।)

তাইতে — সেই কারণে, তাই। [ঃবকেছ, 'তাইতে' চটেছে।]

তাইতো — সেই জন্যই। [ঃ 'তাইতো' বলছি।] বিস্ময় হতবুদ্ধিতা ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ'তাইতো'! এ কি হ'ল! ঃ'তাইতো'! এখন কি করি?]

তাউই — ('তালুই' দেখ।)

তাও — (সংক্ষেপে) তাহাও।

তাওতা — অগভীর রন্ধনপাত্র, চাটু। আগুন রাখিবার মাটির পাত্র। কলিকার ভিতরের চাকতি যাহার তলায় তামাক থাকে।

তাওয়ানো -- তাপ দিয়া গরম করা।

তাক — টিক, নিশানা। [ঃ বন্দুকের 'তাক'।] লক্ষ্য। [ঃ'তাক' করা।]

তাক — বিস্ময়ে হতবুদ্ধিতা। [ঃ'তাক' লাগা।]

তাক — জিনিস রাখিবার জন্য দেওয়াল ইত্যাদিতে লাগানো তক্তা।

-তাক — মন্ত্র, কৌশল। [ঃতুক-'তাক'।]

তাক — ('তক্ক' দেখ।)

তাক — (প্রাচীন কবিতায) তাহার। তাহাকে।

তাকত — শক্তি, সামর্থ্য।

তাকানো — চোখ মেলা। দৃষ্টি দেওয়া।

তাকাবি — কৃষককে প্রদত্ত ঋণ।

তাকিয়া — ঠেসান দিবার উপযোগী মোটা বালিশ, গির্দা।

তাকে — (সংক্ষেপে) তাহাকে।

তাকে তাকে — সতর্ক প্রতীক্ষায়, তক্কে তক্কে।

তাঁকে — (সংক্ষেপে) তাঁহাকে।

তাগ — তাক, টিক, নিশানা।

তাগড়া, তাগড়াই — বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ। [ঃ'তাগড়াই' চেহারা।]

তাগা — হাতে বাঁধিবার সুতা। পাকানো সুতা। রক্তচলাচল বন্ধ করিবার জন্য বাঁধন। বাহুতে পরিবার গহনা, অনন্ত।

তাগাড় — চুন সুরকি মাটি ইত্যাদির মিশ্রণ। ঐরূপ মিশ্রণের উপযোগী কুন্ড।

তাগাদা, তাগিদ — কিছু করিবার বা দিবার জন্য বার বার বলা বা স্মরণ করানো। [ঃ'তাগাদা' করা; ঃ 'তাগাদা' দেওয়া।] জরুরী প্রয়োজন। [ঃকাজের 'তাগিদ'।]

তচ্ছিল্য, তাচ্ছিল্য — অবজ্ঞা, হেয়জ্ঞান, তুচ্ছজ্ঞান।

তাজ — মুকুট।

তাজমহল — সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের সুবিখ্যাত সমাধিমন্দির।

তাজা — টাটকা। [ঃ'তাজা' মাছ।] নূতন। [ঃ'তাজা' খবর।] সতেজ। [ঃ'তাজা' মন।]

তাজা — (প্রাচীন কবিতায়) আস্ফালন করা, তর্জন করা।

তাজিয়া — মহরমের মিছিলে বাহিত হাসান-হোসেনের কবরের প্রতিমা।

তাজ্জব — বিস্ময়কর। বিস্মিত। বিস্ময়।

তাঞ্জাম -- একরকম সুসজ্জিত ছোট পালকি।

তাড় -- হাতের উপরের অংশের একরকম গহনা।

তাড়কা — রামায়ণে বর্ণিতা রাক্ষসী রাম যাহাকে নিধন করেন।

তাড়ন — ধমক, তাড়া। প্রহার। প্রহারের বা তাড়া দিবার উপযোগী দন্ড। তাড়ানো, খেদানো।

তাড়না — শাসন, ধমক, তাড়া। প্রহার। নির্যাতন।

তাড়নী — যাহা দিয়া তাড়না করা যায়।

তাড়স — বেদনার প্রাবল্য। [ঃফোড়ার

'তাড়সে' জ্বর।]

তাড়া — ত্বরা, অবিলম্বে কিছু করিবার প্রয়োজন। [ঃ'তাড়া' ন'ই।] তাগিদ। [ঃ'তাড়া' দেওয়া।] খেদাইবার বা দূর করিবার জন্য আক্রমণ। [ঃ'তাড়া' করা।] ধমক, শাসন।

তাড়া — গোছা, বাণ্ডিল। [ঃ এক 'তাড়া' নোট।]

তাড়া — সবেগে আক্রমণ করা। [ঃ 'তাড়িয়া' আসা।]

তাড়াতাড়ি — অবিলম্বে, শীঘ্র, দ্রুত। [ঃ'তাড়াতাড়ি' এস।] ত্বরা, ব্যস্ততা। [ঃ'তাড়াতাড়ি'র প্রয়োজন নাই।]

তাড়ানো — বিদায় করা, দূর করা, ভাগানো, খেদানো। আসিতে না দেওয়া। [ঃ'মাছি' তাড়ানো।] তাড়নার দ্বারা আগাইয়া লইয়া যাওয়া। [ঃগোরু 'তাড়ানো'।]

তাড়াফুঁড়া — সজোরে গাঁথা ও ফুঁড়া।

তাড়াহুড়া, তাড়াহুড়ো — তাড়াতাড়ি করার জন্য তাগিদ। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি।

তাড়ি — তাল ও খেজুরের গাঁজানো রস যাহা খাইলে নেশা হয়।

তাড়িখানা — তাড়ির দোকান।

তাড়িত — শাসিত, প্রহৃত। তাড়নার দ্বারা চালিত। শক্তি প্রয়োগে চালিত।

তাড়িত — তড়িৎ সংক্রান্ত, বৈদ্যুতিক।

তাড়িতবার্তা, তাড়িতবার্ত্তা — বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাম।

তাড়ু — ভিয়ানের বড় একরকম খুন্তি।

তাড্যমান — যাহাকে তাড়না বা আঘাত করা হইতেছে।

তাণ্ডব — উদ্দাম নৃত্য। উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসকার্য।

তাণ্ডবলীলা — উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসকার্য।

তাত — পিতা, বাবা।

তাত — তাপ, আঁচ।

তাত — (প্রাচীন কবিতায়) তাহাতে।

তাঁত — কাপড় বুনিবার যন্ত্র।

তাঁতঘর — যে ঘরে তাঁত থাকে।

তাতল — (প্রাচীন কবিতায়) তপ্ত।

তাঁতশাল — ('তাঁতঘর' দেখ।)

তাতা — গরম হওয়া। তপ্ত।

তাতানো -- গরম করা। উত্তেজিত করা। গরম করা হইয়াছে এমন।

তাতা-থই, তাতা-থৈ — নৃত্যের ভঙ্গী বা ছন্দ সূচক অনুকার। [ঃ নাচে 'তাতা-থৈ'।]

তাতার — মধ্য এশিয়ার একটি দুর্ধর্ষ জাতি, তুর্কী।

তাতাল — রাং ঝাল লাগাইবার যন্ত্র।

তাঁতী — যে তাঁতে কাপড় বোনে, তন্তুবায়। হিন্দু সমাজের একটি জাতি যাহারা তাঁতে কাপড় বোনে বা বুনিত।

স্ত্রী. — **তাঁতিনী**।

তাঁতীবউ — তাঁতীর স্ত্রী।

তাতে — (সংক্ষেপে) তাহাতে।

তাৎকালিক — তৎকালীন।

তাত্ত্বিক — তত্ত্ব সংক্রান্ত। তত্ত্বজ্ঞ, কোনও বিশেষ বিষয়ে পণ্ডিত।

তাৎপর্য — মর্ম, ভাবার্থ।

তাথই, তাথৈ — উদ্দাম নৃত্যের ভঙ্গী বা ছন্দ সূচক অনুকার।

তাদৃশ — সেইরূপ, সেইরকম, তদ্রূপ। স্ত্রী. — **তাদৃশী**।

তান — সংগীতের স্বরবিস্তার, সুরের আলাপ। সুর।

তানপুরা — একরকম তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, তম্বুরা।

তানা-না-না — গানের বোল, গানের আরম্ভে সুর সাধা। সূচনা, কার্য

আরম্ভের আয়োজন। কাজের আরম্ভে অকারণ কালক্ষেপ।

তানে — (প্রাচীন কবিতায়) তাঁহাকে।

তান্ত্রিক — যে তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে সাধনা করে। তন্ত্রশাস্ত্র সংক্রান্ত। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে।

তাপ — উষ্ণতা, গরম ভাব। কষ্ট, বেদনা। [ঃ ত্রি-'তাপ'।]

তাপন — তাপপ্রয়োগ, তপ্তকরণ।

তাপমান — তাপ মাপিবার যন্ত্র, থার্মোমিটার।

তাপস — যে তপস্যা করে, ঋষি, মুনি। স্ত্রী. — **তাপসী**।

তাপহারী — যিনি দুঃখ দূর করেন।

তাপাধিক্য — তাপের আতিশয্য।

তাপিত — দুঃখপ্রাপ্ত, শোকপ্রাপ্ত, সন্তপ্ত।

তাপী — দুঃখী। [ঃ পাপী-'তাপী'।]

তাফতা — একরকম পশমী বা রেশমী কাপড়।

তাবৎ — সেই সমস্ত, সমুদয়। [ঃ 'তাবৎ' চরাচর।] ততক্ষণ, সেই পর্যন্ত। [ঃ যাবৎ না আসি 'তাবৎ'—]

তাবিজ — বাহুর অলংকার। মাদুলি, কবচ।

তাঁবু — শিবির, কাপড় দিয়া তৈয়ারী ঘর।

তাঁবে — আজ্ঞাধীন। [ঃ 'তাঁবে থাকা।]

তাঁবেদার — অধীন ব্যক্তি, আজ্ঞা পালনকারী।

তাঁবেদারি — তাঁবেদারের কাজ অবস্থা বা মনোভাব।

তাঁবেদারী — তাঁবেদার সংক্রান্ত। [ঃ 'তাঁবেদারী' মনোবৃত্তি।]

তামলী — তাম্বুলব্যবসায়ী, পানব্যবসায়ী। হিন্দু সমাজের একটি জাতি।

তামস — অন্ধকারময়। তামসিক। স্ত্রী. — **তামসী**।

তামসিক — তমোগুণ আছে এমন। তমোগুণ সংক্রান্ত।

তামা — একরকম ধাতু, তাম্র।

তামাক, তামাকু — একরকম গাছ ও তাহার পাতা যাহা ধূমপানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ধূমপানের জন্য তৈয়ারী গুড়-মাখানো ঐ পাতা।

তামাকখোর — যে তামাকের ধূম পান করিয়া নেশা করে।

তামাটে — তামার মতো রং বিশিষ্ট।

তামাদি — ('তমাদি' দেখ।)

তামাম — সমস্ত, সারা, সমগ্র। [ঃ 'তামাম' দুনিয়া।]

তামামি — শেষ, সমাপ্তি। [ঃ সাল-'তামামি'।]

তামাশা, তামাসা — খেলা, বাজি। [ঃ 'তামাসা' দেখানো।] মজা, কৌতুক, পরিহাস। [ঃ 'তামাশা' করা।]

তামিল — দক্ষিণ ভারতের একটি প্রধান ভাষা।

তামিল — পালন, সম্পাদন। [ঃ হুকুম 'তামিল' করা।]

তাম্বুক — ('তামাক' দেখ।)

তাম্বু — ('তাঁবু' দেখ।)

তাম্বুল — একরকম পাতা যাহা চুন খয়ের ও সুপারি দিয়া খায়, পান।

তাম্বুলকরঙ্ক — পানের বাটা।

তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী — প্রাচীন কালের অন্তঃপুরের পরিচারিকা যে পানের বাটা বহন করিত।

তাম্বুলরাগ — পান খাইবার ফলে লাল রং। [ঃ 'তাম্বুলরাগ'-রঞ্জিত।]

তাম্বুলিক, তাম্বুলী — ('তামলী' দেখ।)

তাম্র — তামা।

তাম্রকুণ্ড — পূজায় ব্যবহারের উপযোগী তামা দিয়া তৈয়ারী একরকম পাত্র।

তাম্রকূট — তামাক।

তাম্রপট, তাম্রপট্ট, তাম্রফলক — তামার পাত বা তক্তি যাহার উপর প্রাচীন কালে রাজাজ্ঞাদি ক্ষোদিত করা হইত।

তাম্রশাসন — তামার পাতে খোদাই-করা রাজাজ্ঞা।

তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তি — তমলুকের প্রাচীন নাম।

তাম্রাভ — তামার মতো রং যাহার, তামাটে।

তায় — (কবিতায়) তাহাতে। তাহাকে। তৎসহ, তাহা ছাড়া, তাহাতে আবার। [ঃ একে রোগা, 'তায়' কালো।]

তার — ধাতুনির্মিত সুতার মতো জিনিস। [ঃ তামার 'তার'।] বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তারযোগে প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাফ।

তার — (সংক্ষেপে) তাহার।

তাঁর — (সংক্ষেপে) তাঁহার।

তারক — যে তারণ করে, উদ্ধারকর্তা। পুরাণে বর্ণিত কার্তিকেয় কর্তৃক নিহত জনৈক অসুর।

তারকনাথ — ('তারকেশ্বর' দেখ।)

তারকব্রহ্মনাম — "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" ইত্যাদি মন্ত্র।

তারকা — নক্ষত্র, তারা। তারার মতো চিহ্ন, '*'।

তারকারি — পুরাণে বর্ণিত তারক অসুরের নিধনকারী, কার্তিকেয়।

তারকিত — নক্ষত্রযুক্ত, তারকা-খচিত।

তারকেশ্বর — শিব।

তারণ — পার করণ, উদ্ধার করণ। 'তারণ করে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'ভবতারণ'; ঃ 'দীনতারণ'।]

তারতম্য — কমিবেশি, পার্থক্য, ন্যূনাধিক্য।

তারপিন — একরকম বৃক্ষনির্যাস হইতে প্রস্তুত তৈল।

তারবার্তা, তারবার্ত্তা — তারযোগে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাম।

তারস্বর — উচ্চস্বর, তীব্রস্বর। [ঃ 'তার-স্বরে' চিৎকার।]

তারল্য — তরলতা, ঢলঢলে ভাব। অস্থির ভাব, অপরিণত অবস্থা। [ঃ চিত্ত-'তারল্য'।]

তারা — দুর্গা, দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। রামায়ণে বর্ণিত বালী ও সুগ্রীবের পত্নী। বৌদ্ধ দেবী বিশেষ। (সংগীতে) উচ্চ সপ্তক।

তারা — নক্ষত্র, তারকা।

তারা — (সংক্ষেপে) তাহারা।

তারা — তারণ করা, উদ্ধার করা। [ঃ 'তারো' মা তারিণী।]

তাঁরা — (সংক্ষেপে) তাঁহারা।

তারিখ — মাসের প্রথম হইতে সংখ্যাত দিন। [ঃ আজ পঁচিশ 'তারিখ'।]

তারিণী — পারকারিণী, দুর্গা। [ঃ ভব-'তারিণী'।]

তারিফ — প্রশংসা, সুখ্যাতি।

তারুণ্য — নবযৌবনের ভাব, নবীনতা। নবযৌবন।

তার্কিক — যে তর্ক করে বা তর্ক করিতে ভালোবাসে। তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত।

তার্পিন — ('তারপিন' দেখ।)

তাল — একরকম লম্বা গাছ ও তাহার গোলাকার বৃহৎ ফল। [ঃ পাকা 'তাল'; ঃ 'তাল'-পাতা।]

তাল — তালের মতো বড় বড় পিণ্ড। [ঃ 'তাল' পাকানো; ঃ 'তাল' করা।]

তাল — গানে বা নৃত্যে কালের ভাগ, ছন্দ। ঐরূপ ছন্দ অনুসারে করতালি ইত্যাদি। [ঃ 'তাল' দেওয়া।] ফাঁক

তাল — তালের অবকাশ। সুযোগ।
তাল — ধাক্কা, টাল, আকস্মিক বিপদ। [ঃ 'তাল' সামলানো।]
তাল — পিশাচ, শিবের অনুচর। [ঃ 'তাল'-বেতাল।]
তালই — ('তালুই' দেখ।)
তালচটা — তাল গাছে বাস করে এমন একরকম পাখি।
তালকানা — সংগীতের তালজ্ঞান নাই এমন। অসতর্ক।
তালপত্র, তালপাতা — তালগাছের পাতা। **তালপাতার সেপাই** — অতিশয় রোগা ও ক্ষীণজীবী লোক।
তালবৃন্ত — পাতাসহ তালগাছের ডাল। ঐরূপ ডাল দিয়া তৈয়ারী ব্যজনী, তাল-পাতার পাখা।
তালবেতাল — শিবের দুই অনুচর, দুই পিশাচ।
তালব্য — তালু হইতে উচ্চারিত (ই ঈ চ-বর্গ য শ বর্ণ)।
তালভংগ — সংগীতে ছন্দপতন।
তালশাঁস — কচি তালের আঁঠির ভিতরের নরম সুস্বাদু অংশ।
তালা — কুলুপ।
তালা — শব্দের তীব্রতা বা উচ্চতার ফলে কানের বধির ভাব। [ঃ কানে 'তালা' লাগা।]
তালাক — মুসলমান সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ। [ঃ 'তালাক' দেওয়া।]
তালাকনামা — মুসলমানের বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিল।
তালাশ, তালাশি — খোঁজ, অনুসন্ধান।
তালাস, তল্লাসি — ('তালাশ' দেখ।)
তালি — হাততালি। [ঃ 'তালি' দেওয়া।]
তালি — পটি, কাপড়ের টুকরা। [ঃ 'তালি' লাগানো।]
তালিকা — ফর্দ, নির্ঘণ্ট।
তালিম — শিক্ষা।
তালিমী — শিক্ষা সংক্রান্ত।
তালী — তালগাছ।
তালু — মুখগহ্বরের উপরের দিকের অংশ, টাকরা।
তালুই — ভাই বা বোনের শ্বশুর।
তালুক — মালিকের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে এমন ভূসম্পত্তি।
তালুকদার — তালুকের অধিকারী।
তালুকদারি — তালুকদারের কাজ অধিকার বা পদ।
তালুকদারী — তালুকদার সংক্রান্ত।
তালেবর — গণ্যমান্য ধনী। (নিন্দার্থে) হোমরা-চোমরা।
তাস — খেলিবার উপযোগী চিত্রিত বা চিহ্নিত টুকরা কাগজ। [ঃ 'তাস' খেলা।] **তাসের ঘর** — ক্ষণস্থায়ী কাল্পনিক ঘর। **তাস পিটা, তাস পেটা** — (নিন্দার্থে) তাস খেলা। তাস খেলিয়া সময় নষ্ট করা।
তাহা — সেই বস্তু বা বিষয়।
তাহাকে — সেই ব্যক্তিকে। সেই বস্তুকে, সেই বিষয়কে।
তাঁহাকে — (সম্মানে) সেই ব্যক্তিকে।
তাহাতে — সেই বস্তুতে বা বিষয়ে। তাহার ফলে। সেই প্রসংগে, তারপর।
তাঁহাতে — (সম্মানে) সেই ব্যক্তিতে। [ঃ তাঁহাতে বর্তায়।]
তাহাদিগকে — সেই সকল ব্যক্তিকে বস্তুকে বা বিষয়কে।
তাঁহাদিগকে — (সম্মানে) সেই সকল ব্যক্তিকে।
তাহাদিগের — সেই সকল ব্যক্তির।
তাঁহাদিগের — (সম্মানে) সেই সকল ব্যক্তির।

তাহাদের — সেই সকল ব্যক্তির। সেই সকল ব্যক্তিকে।

তাঁহাদের — (সম্মানে) সেই সকল ব্যক্তির। সেই সকল ব্যক্তিকে।

তাহার — সেই ব্যক্তির, সেই বস্তুর, সেই বিষয়ের।

তাঁহার — (সম্মানে) সেই ব্যক্তির।

তাহারা — সেই সকল ব্যক্তি। সেই সকল বস্তু।

তাঁহারা — (সম্মানে) সেই সকল ব্যক্তি।

তাহে — (কবিতায়) তাহাতে, তায়, সেজন্য।

তিক্ত — তেতো, বিস্বাদযুক্ত। কটু, কর্কশ। [ঃ 'তিক্ত' কথা।] মাধুর্যহীন, শান্তিহীন। [ঃ জীবন 'তিক্ত' হ'ল।]

তিক্ততা — তেতো স্বাদ। [ঃ নিমের 'তিক্ততা'।] কর্কশতা, মাধুর্যহীনতা। [ঃ কণ্ঠস্বরের 'তিক্ততা'।] পারস্পরিক ঘৃণার বিরুদ্ধ মনোভাব। [ঃ 'তিক্তভাব' সৃষ্টি হওয়া।]

তিজেল — একরকম চেপ্টা ধরনের হাঁড়ি।

তিড়বিড় — অস্থিরতাসূচক অনুকার। [ঃ 'তিড়বিড়' করা।]

তিড়বিড়ানি — অস্থিরতা।

তিড়বিড়ে — তিড়বিড় করে এমন, অস্থির।

তিত — তিক্ত, তেতো।

তিতা — (কবিতায়) ভিজা, সিক্ত হওয়া। ['তিতি' অশ্রুনীরে।]

তিতানো — (কবিতায়) ভিজানো, সিক্ত করা।

তিতিক্ষা — সহিষ্ণুতা। ক্ষমা।

তিতিক্ষু — ক্ষমাশীল। সহিষ্ণু।

তিতিবিরক্ত — অত্যন্ত বিরক্ত, জ্বালাতন। [ঃ 'তিতিবিরক্ত' হওয়া।]

তিতির, তিত্তির — একরকম পাখি।

তিথি — পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাসের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, চান্দ্রমাসের এক দিন।

তিন — দুইয়ের পরবর্তী সংখ্যা, ৩।

তিন কাল — বাল্যকাল যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব। [ঃ 'তিন কাল' যাওয়া।]

তিন কুল — পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল।

তিন সত্য — তিনবার উচ্চারণ করিয়া শপথ।

তিনি — (সম্মানে) সেই ব্যক্তি।

তিন্তিড়ী — তেঁতুল গাছ ও ফল।

তিন্দুক — গাব গাছ ও ফল।

তিপ্পান্ন — পঞ্চাশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ৫৩।

তিব্বৎ, তিব্বত — ভারতের উত্তরবর্তী একটি দেশ। বিণ. — **তিব্বতী, তিব্বতীয়**।

তিমি — একরকম বিরাট সামুদ্রিক জন্তু। (মৎস্যাকার হইলেও মৎস্য নহে, ইহারা স্তন্যপায়ী)।

তিমিংগল, তিমিঙ্গিল — পৌরাণিক সামুদ্রিক জীব যাহা তিমির মতো প্রকাণ্ড প্রাণীকেও গিলিয়া খায়।

তিমিত — স্তিমিত। ভিজা। নিশ্চল।

তিমির — অন্ধকার।

তিমিরাচ্ছন্ন — অন্ধকারে ঢাকা, অন্ধকারময়।

তিমিরারি — অন্ধকারের শত্রু, সূর্য।

তিয়র — জেলে, ধীবর।

তিয়াষ — (কবিতায়) তৃষা।

তিরপিত — (প্রাচীন কবিতায়) তৃপ্ত। [ঃ 'তিরপিত' ভেল।]

তিরস্কার — ভর্ৎসনা, নিন্দা, গালাগালি।

তিরস্কৃত — যাহাকে তিরস্কার করা হইয়াছে, ভর্ৎসিত, নিন্দিত।

তিরানব্বই — নব্বইয়ের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ৯৩।

তিরাশি, তিরাশী — আশির পরবর্তী

তৃতীয় সংখ্যা, ৩।
তিরি — তিন-ফোঁটা-চিহ্নিত তাস।
তিরিক্কি, তিরিক্ষি, তিরিক্ষে — সহজে রাগে বা বিরক্ত হয় এমন, রাগী। [ঃ'তিরিক্ষে' মেজাজ।]
তিরিশ — ত্রিশ, ৩০।
তিরিষা — (প্রাচীন কবিতায়) তৃষা।
তিরী — (প্রাচীন কবিতায়) স্ত্রী, স্ত্রীলোক।
তিরোধান — অন্তর্ধান, অদৃশ্য হওয়া। মহাপুরুষের মৃত্যু।
তিরোভাব — ('তিরোধান' দেখ।)
তিরোভূত — যাহার তিরোভাব ঘটিয়াছে, (মহাপুরুষের ক্ষেত্রে) মৃত। অদৃশ্য, অন্তর্হিত।
তিরোহিত — অন্তর্হিত। (মহাপুরুষের ক্ষেত্রে) মৃত।
তির্যক্, তির্য্যক্ — তেরছা, বক্র। [ঃতির্যক্ গতি।]
তির্যক্পাতন, তির্য্যক্পাতন — বকযন্ত্র দ্বারা চুয়ানো।
তির্যক্যোনি, তির্য্যক্যোনি — মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণিরূপে জন্ম। মানবেতর প্রাণীর জাতি।
তিল — তেল উৎপন্ন হয় এমন একরকম শস্য। অতি সামান্য পরিমাণ। [ঃ'তিল' মাত্র সময়।] এক কড়ার আশী ভাগের এক ভাগ। গায়ে কালো বা লাল রঙের ছোট তিলের মতো চিহ্ন। **তিলকে তাল করা** — সামান্য কিছু ঘটনাকে বাড়াইয়া তোলা, অতিরঞ্জিত করা। **তিলধারণের ঠাঁই বা স্থান** — অতি সামান্য পরিমাণ স্থানও, বিন্দুমাত্র স্থান। [ঃ'তিলধারণের স্থান' নাই।]
তিলকাঞ্চন — আদ্য শ্রাদ্ধের আগে করণীয় সোনা ও তিল দানের অনুষ্ঠান। অতি অল্প ব্যয়ে শ্রাদ্ধনির্বাহ।
তিলক — চন্দন মাটি ইত্যাদি দিয়া কপাল বাহু ইত্যাদিতে অঙ্কিত চিহ্ন। [ঃ'তিলক' পরা; ঃ 'তিলুক' করা।] গৌরববর্ধনকারী। [ঃকবিকুল-'তিলক'।]
তিলকসেবা — তিলক অঙ্কন, চন্দন মাটি ইত্যাদির চিহ্ন ধারণ।
তিলকুটো — তিল দিয়া তৈয়ারী একরকম মিষ্টান্ন।
তিলতেল — তিল হইতে তৈয়ারী একরকম তেল।
তিলাঞ্জলি — প্রেততর্পণ, তিল ও জলের অঞ্জলি দান। জলাঞ্জলি, সম্পর্কত্যাগ।
তিলার্ধ, তিলার্দ্ধ — অতি সামান্য পরিমাণ। [ঃ'তিলার্ধ' কাল।]
তিলী — হিন্দু সমাজের একটি জাতি।
তিলেক — (কবিতায়) অতি সামান্য পরিমাণ। অতি[illegible] ক্ষণ।
তিলোত্তমা — পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের জনৈকা অপ্সরা, সুন্দ-উপসুন্দবধের জন্য যাঁহার সৃষ্টি হইয়াছিল।
তিলোদক — তিলমিশ্রিত জল।
তিষ্ঠানো — থাকা, রহা। শান্তিতে থাকা, সহিয়া থাকা।
তিসি — একরকম শস্য যাহা হইতে তেল পাওয়া যায়, মসিনা।
তীক্ষ্ণ — শাণিত, ধারালো, খরধার। [ঃ'তীক্ষ্ণ' তরবারি।] যাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। [ঃসূচি-'তীক্ষ্ণ'।] অতি দ্রুত, অতি ক্ষিপ্র। [ঃ'তীক্ষ্ণ' গতি।] দুরূহ বিষয়ে সহজে প্রবেশ করিতে পারে এমন। [ঃ'তীক্ষ্ণ' বুদ্ধি; ঃ 'তীক্ষ্ণ' দৃষ্টি।] উগ্র, তীব্র। [ঃ'তীক্ষ্ণ' স্বাদ।] বি. — **তীক্ষ্ণতা**।
তীবর — মৎস্যজীবী, তিয়র। ব্যাধ।
তীব্র — উগ্র, তীক্ষ্ণ, প্রখর, কড়া, দুঃসহ, ঝাঁঝালো। বি. — **তীব্রতা**।

তীর — বাণ, শর।
তীর — কূল, তট, নদী সমুদ্র ইত্যাদির কিনারা বা ধার।
তীরন্দাজ — তীরনিক্ষেপকারী। [ঃ'তীরন্দাজ' সৈন্য।]
তীরবর্তী, তীরবর্ত্তী — তীরে বা কূলে আছে এমন। স্ত্রী. — **তীরবর্তিনী, তীরবর্ত্তিনী**।
তীরস্থ — তীরবর্তী।
তীর্ণ — উত্তীর্ণ।
তীর্ণপ্রতিজ্ঞ — প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ হইয়াছে এমন।
তীর্থ — পূত, পবিত্র। [ঃ'তীর্থ'-স্থান।] পবিত্র স্থান। পবিত্র স্থানে গমন। [ঃ'তীর্থ' করা।] গুরু। [ঃ'সতীর্থ'।] পাণ্ডিত্যসূচক উপাধি বিশেষ। [ঃকাব্য-'তীর্থ'।]
তীর্থংকর — তীর্থপর্যটক। জৈন ধর্মের প্রধান প্রচারক।
তীর্থকাক — তীর্থস্থানের কাকের মতো লোভী ও প্রত্যাশী।
তীর্থক্ষেত্র — তীর্থস্থান।
তীর্থঙ্কর — ('তীর্থংকর' দেখ।)
তীর্থযাত্রা — তীর্থে গমন।
তীর্থযাত্রী — তীর্থে যাইতেছে এমন ব্যক্তি।
তু — কুকুর ইত্যাদিকে ডাকিবার শব্দ। তাচ্ছিল্যপূর্ণ ডাক। [ঃ'তু' করলেই ছুটে।] (প্রাচীন কবিতায়) তুই, তুমি।
তুই — (উপেক্ষায় বা অন্তরঙ্গতায়) তুমি।
তুইতোকারি — তুই তোর ইত্যাদি বলিয়া অসম্মান। [ঃ'তুইতোকারি' করা।]
তুক, তুকতাক — বশীকরণাদির জন্য মন্ত্র-প্রয়োগ, জাদু, গুণ। [ঃ'তুক' করা।]
তুখড়, তুখোড় — চতুর, অভিজ্ঞ, কর্মপটু। [ঃ'তুখোড়' ছেলে।]
তুঙ্গ — উচ্চ, উন্নত। [ঃ'তুঙ্গ'-শীর্ষ।] উচ্চস্থান। [ঃ'তুঙ্গে বৃহস্পতি।]
তুঙ্গভদ্রা — দক্ষিণ ভারতের একটি বিখ্যাত নদী।
তুঙ্গিমা — (প্রাচীন কবিতায়) উচ্চতা।
তুঙ্গী — (হিন্দু জ্যোতিষে) উচ্চ স্থানে অবস্থিত (গ্রহাদি)।
তুচ্ছ — অকিঞ্চিৎকর, অবহেলার যোগ্য, সামান্য। বি. — **তুচ্ছতা**।
তুচ্ছতাচ্ছল্য, তুচ্ছতাচ্ছিল্য — অবহেলা, অবজ্ঞা, অসম্মান। [ঃ'তুচ্ছতাচ্ছিল্য' করা।]
তুড়া — তিরস্কার করা।
তুড়ি — অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা শব্দ। [ঃ'তুড়ি' দেওয়া।] উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন। [ঃ'তুড়ি' মারা।] **তুড়ি দিয়া** — অত্যন্ত সহজে, অত্যন্ত অবহেলার সহিত।
তুড়িলাফ -- হঠাৎ লাফ, তড়াক করিয়া লাফ।
তুড়ুং, তুড়ুম — শাস্তি দিবার জন্য অপরাধীর পা আটকাইবার উপযোগী কাঠের যন্ত্র।
তুণ্ড — (সাধারণত জন্তুর) মুখ। (পাখির) ঠোঁট।
তুত, তুঁত — একরকম গাছ ও তাহার ফল, রেশমের পোকার খাদ্য হিসাবে এই গাছের পাতা ব্যবহৃত হয়।
তুতিয়া, তুঁতে — নীল রঙের একরকম রাসায়নিক দ্রব্য।
তুন্দ -- উদর, ভুঁড়ি।
তুন্দিল --- ভুঁড়িওয়ালা।
তুন্নকার, তুন্নবায় — যে রিফু করে, দরজী।
তুফান -- প্রবল ঝড়।
তুবড়ানো — টোল খাওয়া, চুপসানো। টোল খাইয়াছে বা চুপসাইয়াছে এমন। [ঃ'তুবড়ানো' গাল।]

তুবড়ি — মাটির খোল হইতে আগুনের ফুলকির ফোয়ারা ওঠে এমন একরকম আতসবাজি। সাপুড়ের লাউয়ের খোল দিয়া তৈয়ারী বাঁশী। **কথার তুবড়ি** — অনর্গল কথা। [ঃ 'কথার তুবড়ি' ছোটানো।]

তুম-তানা — (সংগীতে) আরম্ভিক স্বর-বিন্যাস। (ব্যঙ্গে) কার্যাদি আরম্ভের আয়োজন।

তুমড়ি — সাপুড়ের বাঁশী।

তুমি — যাহার উদ্দেশ্যে বলা হয় সে, সম্বোধিত ব্যক্তি (ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্নেহের পাত্র পিতামাতা ভগবান ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়)।

তুমুল — ভয়ানক, ঘোরতর। [ঃ 'তুমুল' কলহ।]

তুম্ব, তুম্বা, তুম্বি — শুকনা লাউয়ের খোল। ঐ খোল দিয়া তৈয়ারী বাদ্যযন্ত্র।

তুরগ — ঘোড়া। স্ত্রী. — **তুরগী**।

তুরগী — অশ্বারোহী।

তুরঙ্গ — ঘোড়া। স্ত্রী. — **তুরঙ্গী**।

তুরঙ্গী — অশ্বারোহী।

তুরঙ্গম — ঘোড়া। স্ত্রী. — **তুরঙ্গমী**।

তুরন্ত — (প্রাচীন কবিতায়) তাড়াতাড়ি, দ্রুত।

তুরপুন — কাঠ ছেঁদা করিবার একরকম যন্ত্র।

তুরস্ক — এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগ-স্থলে একটি মুসলমানপ্রধান দেশ।

তুরান — তুর্কীস্থান। (পারশ্যের সাসানীয় রাজগণ কর্তৃক 'ইরান নহে' এই অর্থে মূলত ব্যবহৃত হইত।)

তুরানী, তুরানীয় — তুরানের অধিবাসী। তুরান সংক্রান্ত।

তুরি — তাঁতের মাকু।

তুরীয় — সমাধিমগ্ন বিশেষ অবস্থা। ব্রহ্ম। (ব্যঙ্গার্থে) ভাববিহ্বল।

তুরুক — তুরস্কের অধিবাসী।

তুরুক-সওয়ার — অশ্বারোহী সৈন্য।

তুরুপ — (তাস খেলায়) পিট পাইবার উদ্দেশ্যে রঙের তাসের ব্যবহার। [ঃ 'তুরুপ' করা।] **তুরুপের তাস** — কোনও ঘটনা বা অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপযোগী গোপন তথ্য বা বস্তু।

তুরুম — ('তুড়ুং' দেখ।)

তুর্কিস্থান — ('তুর্কীস্থান' দেখ।)

তুর্কী — তুরস্কদেশের অধিবাসী। তুরস্কের ভাষা। তুরস্ক সংক্রান্ত।

তুর্কীনাচন — ঘুরপাক খাইয়া উদ্দাম নাচ। [ঃ "বিষম 'তুর্কী' নাচন।"]

তুর্কীস্থান — সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার একটি দেশ (তুরস্ক নহে)।

তুর্বসু, তুর্ব্বসু — প্রাচীন আর্যদের একটি উপজাতি। পুরাণে বর্ণিত যযাতি ও দেবযানীর পুত্র।

তুল — (কবিতায়) তুলনা। সাদৃশ্য, তুল্যতা।

তুলকালাম — তুমুল কলহ। তুমুল।

তুলট — তুলা হইতে তৈয়ারী (একরকম কাগজ)।

তুলতুল — কোমলতাসূচক অনুকার। [ঃ 'তুলতুল' করা।]

তুলতুলে — কোমল।

তুলনা — উপমা, সদৃশ বিষয় বা বস্তু। [ঃ তাঁহার 'তুলনা' নাই।] সাদৃশ্য নিরূপণ বা বর্ণনা। [ঃ 'তুলনা' হয় না।]

তুলনাত্মক — তুলনা সংক্রান্ত। তুলনাজাত, ঔপমিক।

তুলনীয় — তুলনার যোগ্য, তুলনা করা চলে এমন, সদৃশ।

তুলসী — হিন্দুদের নিকট পবিত্র একরকম ছোট গাছ ও তাহার পাতা। **তুলসীপত্র**

—তুলসীগাছের পাতা। **তুলসীমঞ্চ** — হিন্দুর গৃহে পূজার জন্য রোপিত তুলসীর মূলদেশে রচিত স্তূপ। **তুলসী-মঞ্জরী** — তুলসীগাছের ফুলের শিষ।

তুলা — (কবিতায়) তুলনা। [ঃ নাহি তার 'তুলা'।]

তুলা — ওজন। [ঃ 'তুলা'-দন্ড।] ওজনের যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা।

তুলা — (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের সপ্তম রাশি।

তুলা — ('তূলা' দেখ।)

তুলাদন্ড — দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি।

তুলাদান — নিজের শরীরের ওজনের সমান অর্থাদি দান।

তুলাযন্ত্র — ওজনের যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি।

তুলা — উপরে ওঠানো। সরাইয়া রাখা, অপসারিত করা। [ঃ বিছানা 'তুলা'।] উপড়াইয়া ফেলা। [ঃ গাছ 'তুলা'।] প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। গুটানো। [ঃ কারবার 'তুলা'।]

তুলানো — অপরের দ্বারা উঠানো। অপরের দ্বারা উৎপাটিত করা। অপরের দ্বারা প্রসংগ উঠানো।

তুলি, তুলিকা — চিত্রকরের আঁকিবার বা রং লাগাইবার কলম। আগায় অল্প পরিমাণ তুলা জড়ানো কাঠি। [ঃ 'তুলি' দিয়া ঔষধ লাগানো।]

তুলিত — তুলনা করা হইয়াছে এমন, উপমিত।

তুলী — ('তুলি' দেখ।)

তুল্য — সদৃশ, অনুরূপ, মতো।

তুল্যমূল্য — সমকক্ষ। সমান মূল্যের। সমান মূল্য। [ঃ 'তুল্যমূল্য' দিয়া।]

তুষ, তুঁষ — ধান্য ইত্যাদির খোসা।

তুষা — (কবিতায়) তুষ্ট করা। [ঃ 'তুষিব' শঙ্করে।]

তুষানল — তুষের আগুন যাহা সহজে নির্বাপিত হয় না অথচ দাউ দাউ করিয়াও জ্বলিয়া উঠে না। তুষের আগুনের ন্যায় দীর্ঘস্থায়ী বেদনা।

তুষার — বরফ।

তুষারকণা — বরফের কণা, ঠাণ্ডায় জমাট-বাঁধা জলবিন্দু।

তুষারধবল — বরফের মতো সাদা, শুভ্র।

তুষারপাত — অতিরিক্ত ঠান্ডার ফলে বরফ পড়া।

তুষারমৌলি, তুষারমৌলী — বরফে আবৃত মস্তক বা শিখর যাহার। [ঃ 'তুষার-মৌলী' হিমাদ্রি।]

তুষ্ট — খুশী, তৃপ্ত, সন্তুষ্ট।

তুষ্টি — সন্তোষ, খুশি, পরিতোষ।

তুস — একরকম নরম পশমী কাপড়।

তুহিন — বরফ। বরফের মতো ঠান্ডা।

তুহু, তুহুঁ, তুঁহু — (প্রাচীন কবিতায়) তুমি।

তুহ্মা — (প্রাচীন কবিতায়) তোমা।

তুহ্মি — (প্রাচীন কবিতায়) তুমি।

তূণ, তূণীর — তীর রাখিবার আধার যাহা প্রাচীনকালের যোদ্ধাদের পিঠে বাঁধা থাকিত।

তূরী, তূর্য — শিঙা জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র। [ঃ 'তূরী'-নিনাদ।]

তূলট — ('তুলট' দেখ।)

তূলা — কাপাস শিমুল ইত্যাদির ফলের ভিতরের সাদা আঁশ।

তূলিকা, তূলী — ('তুলি' দেখ।)

তূষ্ণীম্ভাব — নীরবভাব, মৌন। বিণ. — **তূষ্ণীম্ভূত**।

তৃণ — ঘাস। ঘাসজাতীয় গাছ।

তৃণজ্ঞান — তৃণতুল্য তুচ্ছ বোধ, উপেক্ষা। [ঃ 'তৃণজ্ঞান' করা।]

তৃণদ্রুম -- বাঁশ, তাল নারিকেল ইত্যাদি শাখাহীন বৃক্ষ।
তৃণধান্য — উড়াকি ধান।
তৃণবৎ — তৃণের মতো, অতি তুচ্ছ।
তৃণভোজী — ঘাস-খড় খাইয়া বাঁচিয়া থাকে এমন।
তৃণাসন — ঘাস বা ঘাসজাতীয় জিনিস দিয়া তৈয়ারী আসন, আসন রূপে ব্যবহৃত ঘাস।
তৃতীয় তিন সংখ্যার পূরক। [ঃ 'তৃতীয় দিন।] স্ত্রী — **তৃতীয়া**। [ঃ 'তৃতীয়া কন্যা।]
তৃতীয়া — পূর্ণিমার বা অমাবস্যার পরবর্তী তৃতীয় তিথি।
তৃপ্ত ভোগ উপভোগ বা প্রাপ্তির ফলে আনন্দিত, তুষ্ট। বি - **তৃপ্তি**।
তৃষা পিপাসা। ভোগ বা লাভ করিবার প্রবল ইচ্ছা।
তৃষাতুর, তৃষার্ত, তৃষার্ত্ত — পিপাসিত। ভোগ বা লাভ করিবার প্রবল ইচ্ছা কাতর।
তৃষিত — পিপাসিত, তৃষ্ণার্ত।
তৃষ্ণা ('তৃষা' দেখ।)
তৃষ্ণাতুর, তৃষ্ণার্ত, তৃষ্ণার্ত্ত -- ('তৃষাতুর দেখ।)
তে- 'তিন' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'তে'-বাড়, ঃ 'তে' তলা।]
-তে - বাংলা ভাষার বিভক্তি যাহার যোগে ভিতরে মধ্যে দ্বারা ইত্যাদি বুঝায়।
তেই — (প্রাচীন কবিতায়) সেই কারণে।
তেইশ -- বিশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ২৩।
তেইশে — মাসের ২৩ তারিখ বা তারিখে।
তেউড় — কলা ইত্যাদি গাছের চারা।
তেওট — ১৪ মাত্রার তাল বিশেষ।
তেওড় — বাঁকা টেরা তোবড়ানো অবস্থা।
তেওড়ানো — বাঁকিয়া যাওয়া।
তেওয়ারী — হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ, ত্রিবেদী।
তেকাঁটা — তেশিরা মনসা।
তেকাঠা — তিনটি কাঠ দিয়া তৈয়ারী।
তেকোনা — তিনটি কোণ আছে এমন, ত্রিকোণ।
তেচোখা, তেচোখো -- তিন চোখ আছে এমন। এক রকম ছোট মাছ।
তেজ- শক্তি, বল। পরাক্রম, বীরত্ব। তাপ, দীপ্তি। তীব্রতা।
তেজন -- প্রজ্বলিতকরণ। তীক্ষ্ণকরণ।
তেজপত্র — রন্ধনাদিতে মসলারূপে ব্যবহৃত হয় এমন একরকম পাতা।
তেজপাত, তেজপাতা — ('তেজপত্র' দেখ)
তেজবর তৃতীয়বার বিবাহ করিতেছে এমন বর। বিণ - **তেজবরে**।
তেজস্কর — তীব্রতা বা শক্তিবৃদ্ধি করে এমন।
তেজস্ক্রিয় — (বিজ্ঞানে) যাহা হইতে এক-রকম রশ্মি বা কণা আপনা হইতে বিকীর্ণ হয়। **তেজস্ক্রিয়া** — ঐরূপ বিকিরণ।
তেজস্বিতা -- সাহসিকতা সাহস ও শক্তি।
তেজস্বী — মানসিক সাহস ও শক্তির অধিকারী। স্ত্রী — **তেজস্বিনী**।
তেজা (প্রাচীন কবিতায়) ত্যাগ করা। [ঃ 'তেজিব' পরাণ।]
তেজারত — ব্যবসায়-বাণিজ্য।
তেজারতি — সুদে টাকা খাটানো। সুদে টাকা খাটাইবার পেশা। [ঃ 'তেজারতি' করা।]
তেজারতী - তেজারতি সংক্রান্ত। [ঃ 'তেজারতী' কারবার।]
তেজালো — তেজস্কর, তীব্র।
তেজিমন্দি — দামের বা বাজারের উঠতি-পড়তি।

তেজী — শক্তিশালী। [ঃ 'তেজী' ঘোড়া।] তেজস্কর, তীব্র। [ঃ 'তেজী' ঔষধ।] উঠন্ত, বাড়ন্ত। [ঃ 'তেজী' বাজার।]
তেজীয়ান — শক্তিমান, তেজস্বী।
তেজোময় — তেজ আছে এমন। দীপ্ত, উজ্জ্বল।
তেঞি — ('তেই' দেখ।)
তেঠেঙা — তেপায়া।
তেড়ছা, তেড়া — ('তেরছা' দেখ।)
তেড়ি — ('টেড়ি' দেখ।)
তেড়ে — তাড়িয়া। ('তাড়া' দেখ।)
তেড়েফুঁড়ে — ('তাড়াফুঁড়া' দেখ।)
তেতলা, তেতালা — তিন তলা আছে এমন, ত্রিতল। [ঃ'তেতলা' বাড়ি।] তৃতীয় তল বা তলা। [ঃ 'তেতলায়' আছে।]
তেতাল — (সংগীতে) তাল বিশেষ।
তেতাল্লিশ — চল্লিশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ৪৩।
তেতাস — তিনখানি তাস লইয়া একরকম জুয়াখেলা।
তেঁতুল — একরকম টক ফল ও তাহার গাছ।
তেঁতুলে — তেঁতুলের মতো দেখিতে। [ঃ 'তেঁতুলে' বিছা।]
তেতো — তিক্ত, কটু।
তেত্রিশ — ত্রিশের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা, ৩৩।
তেন — (প্রাচীন কবিতায়) তেমন। [ঃ যেন রূপ, 'তেন' গুণ।]
তেপান্তর — জনহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর।
তেপায়া — তিনটি পা বা পায়া আছে এমন। তিনটি পায়া আছে এমন ছোট টেবিল।
তেপায়া — ('তিপায়া' দেখ।)
তেমতি — (প্রাচীন কবিতায়) তেমন।
তেমন — সেই রকম।
তেমনই, তেমনি, তেম্নি — ঠিক সেই রকম। প্রায় সংগে সংগে, তখনই। [ঃ যেমনই বলা, 'তেমনই' প্রহার।]
তেমাথা — তিনটি পথ যেখানে মিলিয়াছে, তেরাস্তা। তিনটি মাথা আছে এমন।
তেমেটে — মাটির মূর্তি গড়িবার সময়ে মূর্তিতে তৃতীয়বার মাটির পালিস লাগানোর কাজ। [ঃ 'তেমেটে' করা।]
তেমোহানা — যেখানে তিনটি নদীর মুখ যুক্ত হইয়াছে।
তেয়াগ — (কবিতায়) ত্যাগ।
তেয়াগি' — (কবিতায়) ত্যাগ করিয়া।
তেয়াগিনু — (কবিতায়) ত্যাগ করিলাম।
তেয়াগিব — (কবিতায়) ত্যাগ করিব।
তেয়াগিল, তেয়াগিলা — (কবিতায়) ত্যাগ করিল।
তের — ('তেরো' দেখ।)
তেরছা — বাঁকা, টেরা তির্যক।
তেরপল — ('তিরপল' দেখ।)
তেরাত্তির, তেরাত্রি — তিন রাত। ব্রতাদি উপলক্ষে তিন রাত্রি উপবাস বা জাগরণ।
তেরি — তোর।
তেরিজ — অঙ্কের যোগ।
তেরিমেরি — অশ্লীল গালাগালি। ক্রোধ প্রকাশ।
তেরিয়া — মারমুখো, কোপন। [ঃ 'তেরিয়া' মেজাজ।]
তেল — তিল সরিষা নারিকেল বাদাম ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত স্নেহময় পদার্থ। দম্ভ, অহংকার। [ঃ 'তেল' হওয়া।] তোষামোদ। [ঃ 'তেল' দেওয়া।]
তেলচিটে — তৈলাক্ত মলিন।
তেলচুকচুকে — তেলের দ্বারা মসৃণ ও চকচকে।
তেলা — তৈলাক্ত। [ঃ 'তেলা' মাথায় তেল দেওয়া।]
তেলাকুচা, তেলাকুচো — পটোলের মতো

দেখিতে একরকম ফল, বিম্ব।

তেলাড়ে — তেল আছে এমন। [ঃ 'তেলাড়ে মাছ।]

তেলানি — তোষামোদ।

তেলানি — একরকম ছোট হাঁড়ি।

তেলানো — তৈলাক্ত করা। তোষামোদ করা।

তেলাপোকা — আরসোলা।

তেলী — তৈল উৎপাদনকারী। তৈল ব্যবসায়ী। হিন্দুসমাজের একটি জাতি। স্ত্রী — **তেলিনী**।

তেলেগু দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত একটি প্রধান ভাষা। অন্ধ্রদেশবাসী।

তেলেঙ্গনা — দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল।

তেলেঙ্গা — অন্ধ্রদেশীয়।

তেলেনা — (সংগীতে) আরম্ভিক আলাপের বোল।

তেলো হাতের বা পায়ের চেটো। ব্রহ্মতালু।

তেশিরা — তিনটি শির আছে এমন। এক রকম মনসা গাছ।

তেষট্টি — ষাটের পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা। ৬৩।

তেসনী - (প্রাচীন কবিতায়) ত্রৈবার্ষিক। তিন বৎসরের জন্য দেয় কর বা খাজনা।

তেসরা — মাসের তিন তারিখ।

তেহাই — তিন ভাগের এক ভাগ।

তেহাই — (সংগীতে) সম বা তাল শেষ করিবার পূর্বে তবলা ইত্যাদিতে তিনবার আঘাত।

তেহারা — তিন ভাঁজ বা থেই আছে এমন।

তৈছন — (প্রাচীন কবিতায়) তেমন সেইরূপ।

তৈছনে — (প্রাচীন কবিতায়) সেইরূপ।

তৈছে — (প্রাচীন কবিতায়) তেমন।

তৈজস — ধাতুনির্মিত। ধাতুনির্মিত পাত্রাদি।

তৈয়ার — নির্মিত, গঠিত, প্রস্তুত। শিক্ষা সজ্জা ইত্যাদির দ্বারা উপযুক্ত, প্রস্তুত। [ঃ পরীক্ষার জন্য 'তৈয়ার', ঃ বেড়াইবার জন্য তৈয়ার'।] পাকা, পরিপক্ক। (নিন্দার্থে) অকালপক্ক, ডেঁপো।

তৈয়ারি — নির্মাণ, গঠন প্রস্তুতকরণ। শিক্ষা সজ্জাদির দ্বারা উপযুক্ত হওয়া, প্রস্তুতি।

তৈয়ারী (তৈয়ার দেখ।)

তৈরি (তৈয়ারি দেখ।)

তৈরী (তৈয়ার দেখ।)

তৈল তেল।

তৈলকার তেলী।

তৈলপক্ক — তেলে ভাজা হইয়াছে এমন।

তৈলপ্রদান — তোষামোদ তেল দেওয়া।

তৈলযন্ত্র ঘানি।

তৈলঙ্গ অন্ধ্রদেশ। অন্ধ্রদেশীয়

তৈলিক তেলী কলু। তৈল সংক্রান্ত।

তো — কথার মাত্রা। [ঃ বেশ 'তো'।] আশা অনুমান ইত্যাদি সূচক প্রশ্নবাচক শব্দ। [ঃ ভালো আছ তো?] যদিও। [ঃ তুমি তো বললে কিন্তু] অ· রাগ বা মনোযোগ আকর্ষণ সূচক শব্দ। [ঃ দেখো 'তো'।] অপেক্ষিত বিষয়ের ঘটন বা অঘটন সূচক শব্দ। [ঃ কেউ তো এলো না, ঃ এসে তো পৌঁছলাম।] কিন্তু। [ঃ যতোই বলি, সে 'তো' করবে না।] অন্ততঃ। [খেতে 'তো' পাবো।] নিশ্চয়তা সূচক শব্দ। [ঃ তুমি 'তো করেছ।] তবে। [ঃ আসে 'তো' বলব।] সংশয়ে। [ঃ পাস করলে 'তো'।]

তো — ভাঁজ পাট ত।

তো — (প্রাচীন কবিতায়) তুমি।

তোই — (প্রাচীন কবিতায়) তোকে, তোমাকে।

তোকমারি — ফোড়ায় পুলটিশ দেওয়ার উপযোগী একরকম লালাময় বীজ।

তোকে — (তুচ্ছার্থে) তোমাকে।

তোখোড় — ('তুখোড়' দেখ।)

তোটক — ১২ অক্ষরবিশিষ্ট একরকম ছন্দ।

তোড় — প্রবল স্রোত। প্রাবল্য।

তোড়জোড় - আয়োজন, উৎসাহপূর্ণ প্রস্তুতি। [ঃ'তোড়জোড' করা।]

তোড়া — (টাকার) থলি। (ফুলের) গুচ্ছ।

তোড়া — ('তুড়া' দেখ।)

তোড়ি — ('টোড়ি দেখ।)

তোৎলা — ('তোতলা দেখ।)

তোতলা — কথা কহিবার সময় যাহার জিভ আটকাইয়া যায়।

তোতলামি — তোতলার উচ্চারণভঙ্গী। তোতলার মতো উচ্চারণ।

তোতা - টিয়াপাখি, শুকপাখী।

তোদের — (তুচ্ছার্থে বা ঘনিষ্ঠতায়) তোমাদের। তোমাদিগকে।

তোদেরকে — (তুচ্ছার্থে . বা ঘনিষ্ঠতায়) তোমাদিগকে।

তোপ — কামান। কামানের গর্জন।

তোপখানা — কামান রাখিবার জায়গা। কামানের কারখানা।

তোফা — উৎকৃষ্ট, খাসা।

তোবড়া — ঘোড়ার মুখে লাগাইয়া দানা খাওয়াইবার থলি।

তোবড়া — চুপসানো, টিসয়া গিয়াছে এমন, টোল-খাওয়া।

তোবড়ানো — চুপসাইয়া গিয়াছে বা টোল খাইয়াছে এমন।

তোবা — ঘৃণা খেদ ইত্যাদি সূচক মুসলমানী উক্তি।

তোমরা — যাহাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় তাহারা।

তোমা — (প্রাচীন কবিতায়) তুমি।

তোমা সবাকার — (কবিতায়) তোমাদের সবার।

তোমাদিগকে-- যাহাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় তাহাদিগকে।

তোমাদের -- যাহাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় তাহাদের। যাহাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় তাহাদিগকে।

তোমাদেরকে - যাহাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় তাহাদিগকে।

তোমার — যাহাকে বলা হয় তাহার।

তোয় -- জল।

তোয় (প্রাচীন কবিতায়) তোকে, তোমাকে।

তোয়াক্কা — ভয়, কেয়ার। [ঃ'তোয়াক্কা রাখা, ঃ 'তোয়াক্কা করা।]

তোয়াজ - সেবাযত্ন। তোষামোদ। [ঃ'তোয়াজ' করা।]

তোয়ালে — গা মুছিবার পুরু একরকম অমসৃণ কোমল কাপড়।

তোর - (তুচ্ছার্থে বা অতি ঘনিষ্ঠতায়) তোমার।

তোরঙ্, তোরঙ্গ — পেটরা কাপড় চোপড় রাখিবার একরকম বাক্স।

তোরণ — ফটক, গেট। সিংহদ্বার।

তোরা — (তুচ্ছার্থে বা ঘনিষ্ঠতায়) তোমরা।

তোরে — (কবিতায়) তোকে।

তোলক — দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি। উত্তোলন-যন্ত্র।

তোলন - ওজন করণ, তৌল। উত্তোলন।

তোলপাড় - আলোড়ন, ওলটপালট। তুমুল আন্দোলন উল্লাস ইত্যাদি।

তোলা -- এক ভরিকের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, এক ভরি।

তোলা — উঠানো, উত্তোলন করা। [ঃ মোট 'তোলা'।] ঘুম ভাঙানো। প্রসঙ্গ উত্থাপন

করা, কথা পাড়া। স্থান দেওয়া। [ঃ জাতে 'তোলা'; ঃ ঘরে 'তোলা'।] সংগ্রহ করা। [ঃ টাকা 'তোলা'।] ছিন্ন করা, উৎপাটিত করা। [ঃ ফুল 'তোলা'; ঃ গাছ 'তোলা'।] বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করা। [ঃ ভাড়াটে 'তোলা'।] উদ্ধৃত করা। [ঃ কবিতা 'তোলা'।] বমি করা। [ঃ দুধ 'তোলা'।] গুছাইয়া যথাস্থানে রাখা। [ঃ কাপড় 'তোলা', ঃ বই 'তোলা'।] ছাপ বা ছায়া ইত্যাদি হইতে প্রতিকৃতি রচনা করা। [ঃ ফোটো 'তোলা', ঃ ছবি 'তোলা'।] কাহারও সম্পর্কে তিরস্কার বা নিন্দা করা। [ঃ বাবা 'তোলা'।] কাটিয়া গঠন করা। [ঃ পল 'তোলা'।] তোলা হইয়াছে এমন। [ঃ 'তোলা' জল।] তোলা যায় এমন। [ঃ 'তোলা' উনান।] **কথা তোলা** - প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। **গা তোলা** বিছানা হইতে ওঠা। **গায়ে হাত তোলা** - প্রহার করা। **চামড়া তোলা** – বেদম প্রহার করা। **নাক তোলা** -- ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করা। **পটল তোলা** -- মরা। **সুর তোলা** --- বাদ্যে সুর করা। **হাই তোলা** — আলস্য বা ঘুমের আবেশে মুখব্যাদান করা। **হাত তোলা** -- প্রহার করা।

তোলাপাড়া - মনে মনে বার বার চিন্তা।

তোলো — বড় হাঁড়ি।

তোশক — বিছানার জন্য পাতলা গদি।

তোশাখানা - মূল্যবান্ আসবাব ইত্যাদি রাখিবার ঘর।

তোষণ — খুশী করণ, তুষ্টিবিধান। [ঃ ইংরেজ 'তোষণ'।]

তোষণীয় — তোষণের যোগ্য।

তোষামুদে — যে তোষামোদ করে।

তোষামোদ — খোশামোদ, চাটু।

তোষিণী -- তোষণকারিণী।

তোসদান -- গুলী ইত্যাদি রাখিবার থলি।

তোহার, তোঁহার — (প্রাচীন কবিতায়) তোমার।

তোহ্মা - (প্রাচীন কবিতায়) তুমি, তোমা।

তোহ্মাক, তোহ্মাকে — (প্রাচীন কবিতায়) তোমাকে।

তোহ্মাত – (প্রাচীন কবিতায়) তোমাতে।

তোহ্মার - (প্রাচীন কবিতায়) তোমার।

তৌজি — জমি ও খাজনার তালিকা।

তৌজিভুক্ত -- তৌজিতে লিপিবদ্ধ।

তৌল — ওজন করণ। ওজন। তুলাযন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা।

তৌলিক — যে ওজন করে, কয়াল।

ত্যক্ত - যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে, বর্জিত। [ঃ 'ত্যক্ত' অংশ।] যাহার দাবী ত্যাগ করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ত্যক্ত' সিংহাসন।] যেখান হইতে চলিয়া আসা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ত্যক্ত' স্থান।] নিক্ষিপ্ত। [ঃ ত্যক্ত 'তীর'।] যাহাকে ফেলিয়া যাওয়া হইয়াছে। [ঃ 'ত্যক্ত' শিশু।]

ত্যক্ত – বিরক্ত, উত্ত্যক্ত। [ঃ 'ত্যক্ত করা।]

ত্যক্ত বিরক্ত - জ্বালাতন, অতিষ্ঠ।

ত্যজন - ত্যাগ, বর্জন।

ত্যজা - (কবিতায়) ত্যাগ করা। [ঃ 'ত্যজিব' পরাণ।]

ত্যজ্যমান — যাহা ত্যাগ করা হইতেছে।

ত্যাগ — বর্জন, পরিহার, ছাড়া, স্বার্থ বিসর্জন। বৈরাগ্য, নিরাসক্তি। **নিঃশ্বাস ত্যাগ, প্রাণত্যাগ, দেহত্যাগ** -- মৃত্যু।

ত্যাগস্বীকার — স্বার্থবিসর্জন।

ত্যাগী — যে ত্যাগ করে বা করিয়াছে। নিরাসক্ত, বিরাগী; ভোগসুখে বিমুখ। স্বার্থবিসর্জনকারী।

ত্যাজ্য — ত্যাগের যোগ্য, বর্জনীয়।

উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত বিতাড়িত। [ঃ 'ত্যাজ্য' পুত্র।]
ত্যাঁদড় — নির্লজ্জ ও একগুঁয়ে, বেহায়া।
ত্রয় — তিনটির সমষ্টি। [ঃ ব্যক্তি-'ত্রয়'।] স্ত্রী — **ত্রয়ী**।
ত্রয়ী — একত্র তিনজন। একত্র তিনজনের ছবি ইত্যাদি।
ত্রয়োদশ — তেরো, ১৩। তেরো সংখ্যার পূরক, তেরোর।
ত্রয়োদশী - তিথি বিশেষ, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পূর্ববর্তী দ্বিতীয় তিথি। তেরো বছর বয়স্কা বালিকা।
ত্রয়োবিংশ - ২৩ সংখ্যার পূরক, তেইশের।
ত্রয়োবিংশতি -- ২৩ সংখ্যা, তেইশ।
ত্রয়োবিংশতিতম — ২৩ সংখ্যার পূরক, ত্রয়োবিংশ।
ত্রস্ত -- ভীত, আতঙ্কিত। চকিত।
ত্রাটক — যোগসাধনের একটি রীতি বা অঙ্গ।
ত্রাণ — রক্ষা, নিস্তার, নিষ্কৃতি, উদ্ধার।
ত্রাণকর্তা — রক্ষাকর্তা, উদ্ধারকর্তা।
ত্রাতা — ত্রাণকর্তা, উদ্ধারকর্তা।
ত্রাস -- ভয়, আতঙ্ক।
ত্রাসিত — ভীত, আতঙ্কিত।
ত্রাহি — ত্রাণ কর, রক্ষা কর, উদ্ধার কর। **ত্রাহি ত্রাহি ডাক, ত্রাহি ত্রাহি রব** — বিপদে পড়িয়া চিৎকার।
ত্রি — 'তিন' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'ত্রিভুবন', ঃ 'ত্রিতল'।]
ত্রিংশ — ৩০ সংখ্যার পূরক, তিরিশের।
ত্রিংশৎ — ৩০ সংখ্যা, ত্রিশ, তিরিশ।
ত্রিংশত্তম — ৩০ সংখ্যার পূরক, ত্রিংশ, তিরিশের।
ত্রিক — মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ, 'পেলভিস'।
ত্রিকাল — অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।
ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী, ত্রিকালবেত্তা — যে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনা জানে বা দেখিতে পায়। [ঃ 'ত্রিকালজ্ঞ' ঋষি।]
ত্রিকাস্থি — মেরুদণ্ডের নিম্নবর্তী ত্রিকোণ অস্থি।
ত্রিকুল — তিন কুল, পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল।
ত্রিকূট — তিনটি শিখর আছে এমন। রামায়ণে বর্ণিত একটি পর্বত।
ত্রিকোণ -- তিন কোণ আছে এমন, তেকোনা। ত্রিকোণক্ষেত্র, ত্রিভুজ।
ত্রিকোণমিতি -- ত্রিভুজের বাহু ও কোণ সংক্রান্ত গণিত, 'ট্রিগনমেট্রি'।
ত্রিকোণী ত্রিভুজাকার জ্যামিতিক যন্ত্র, 'সেট স্কোয়ার'।
ত্রিগঙ্গ — ত্রিবেণী, প্রয়াগ।
ত্রিগুণ — সত্ত্ব রজঃ তমঃ ইত্যাদি হিন্দু দর্শনে বর্ণিত প্রকৃতির তিনটি গুণ।
ত্রিগুণ — তিনের দ্বারা গুণ করা হইয়াছে এমন তিন গুণ। [ঃ দ্বিগুণ-ত্রিগুণ'।]
ত্রিগুণা -- দুর্গা।
ত্রিগুণাত্মক — সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ আছে এমন। ঐ তিন গুণ সংক্রান্ত। স্ত্রী — **ত্রিগুণাত্মিকা**।
ত্রিজগৎ — স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, ত্রিভুবন।
ত্রিজটা — রামায়ণে বর্ণিতা রাবণের দাসী।
ত্রিতন্ত্রী — তিন তার আছে এমন বাদ্য-যন্ত্র, সেতার।
ত্রিতল — তিনটি তল বা মেঝে আছে এমন, তেতলা। [ঃ 'ত্রিতল' গৃহ।]
ত্রিতাপ — আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার হিন্দু-শাস্ত্রসম্মত মহাদুঃখ।
ত্রিদশ — দেবতা।
ত্রিদিব - স্বর্গ।

ত্রিদিবেশ — ইন্দ্র, স্বর্গের অধিপতি।
ত্রিদোষ — আয়ুর্বেদে বর্ণিত বাত পিত্ত ও কফের প্রাবল্য।
ত্রিধা — তিন ভাবে, তিন প্রকারে। তিন ভাগে, তিন খণ্ডে।
ত্রিধারা — গঙ্গা (স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী ও পাতালে ভোগবতী — এই অর্থে)। তিনটি ধারা বা স্রোত আছে এমন। তিন ধারা।
ত্রিনবতি — তিরানব্বই, ৯৩।
ত্রিনবতিতম — ৯৩ সংখ্যার পূরক।
ত্রিনয়ন — যাঁহার তিন চোখ আছে, শিব।
ত্রিনয়না — যে দেবীর তিন চোখ আছে, দুর্গা, কালী।
ত্রিনয়নী — দুর্গা। [ঃ 'ত্রিনয়নীর' ব্রত।]
ত্রিনেত্র — ('ত্রিনয়ন' দেখ।)
ত্রিনেত্রা — ('ত্রিনয়না' দেখ।)
ত্রিপঞ্চাশৎ — তিপ্পান্ন, ৫৩।
ত্রিপঞ্চাশত্তম — ৫৩ সংখ্যার পূরক, তিপ্পান্নর।
ত্রিপত্র — তিনটি পাতা আছে এমন। বেল-গাছের পাতা।
ত্রিপথ — তিনটি পথ। তেরাস্তা।
ত্রিপথগা — তিনটি পথে বা দিকে গিয়াছে এমন (স্ত্রী)। [ঃ 'ত্রিপথগা' গঙ্গা।]
ত্রিপথগামী — তিনটি পথে বা দিকে যায় বা যাইতেছে এমন। স্ত্রী. — **ত্রিপথ-গামিনী**।
ত্রিপদ — তেপায়া।
ত্রিপদী — তিনচরণযুক্ত পদ্য।
ত্রিপাদ — তিনটি পা রাখা যায় এমন, তিন পা পরিমিত। [ঃ 'ত্রিপাদ' ভূমি।] যাঁহার তিনটি পা আছে, পুরাণে বর্ণিত বামনরূপী বিষ্ণু। চার ভাগের তিন ভাগ।
ত্রিপিটক — বৌদ্ধদের বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ (ইহা সূত্র ধর্ম ও বিনয় এই তিনটি পিটক বা বিভাগে বিভক্ত)।
ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্রক — তিনটি রেখা আছে এমন কপালের তিলক।
ত্রিপুর — পুরাণে বর্ণিত জনৈক অসুর, তারকাসুর, শিব ইহাকে হত্যা করেন। পুরাণে বর্ণিত ময় দানব রচিত সোনা রূপা এবং লোহার তিনটি শহর।
ত্রিপুরা — পূর্ববঙ্গের একটি অঞ্চল। জনৈকা দেবীর নাম।
ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরারি — ত্রিপুর অসুরের বিনাশকারী, শিব।
ত্রিফলা — হরীতকী বহেড়া ও আমলকী, এই তিন ফল। [ঃ 'ত্রিফলার' জল।]
ত্রিবর্গ — ধর্ম অর্থ ও কাম। (তুঃ 'চতুর্বর্গ'।)
ত্রিবর্ণ — তিন রং[illegible] রঙের, তেরঙা।
ত্রিবর্ণরঞ্জিত — তিন রঙে রাঙানো, ঃ তেরঙা। [ঃ 'ত্রিবর্ণরঞ্জিত' পতাকা।]
ত্রিবলি, ত্রিবলী — কণ্ঠ বা উদরের মাংসের বা চামড়ার কুঞ্চনের ফলে রেখা।
ত্রিবার্ষিক — ('ত্রৈবার্ষিক' দেখ।)
ত্রিবিক্রম — পুরাণে বর্ণিত বামনরূপী বিষ্ণু।
ত্রিবিদ্যা — ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ। লিখন পঠন ও গণিত সম্পর্কে জ্ঞান।
ত্রিবিধ — তিনরকম।
ত্রিবৃত্ত — তিনবার গুণ করা হইয়াছে এমন।
ত্রিবেণী — গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থান (প্রয়াগ এবং হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রাম)।
ত্রিবেদী — ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ অধ্যয়নকারী, ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।
ত্রিভঙ্গ — যাহার তিন স্থান (মস্তক কটি

ও পদ) ভাঙা বা বাঁকা এমন। [ঃ 'ত্রিভঙ্গ' মূর্তি।]

ত্রিভঙ্গমুরারি — যাঁহার মস্তক কটি ও পদ এই তিন স্থান বাঁকা সেই মুরারি বা কৃষ্ণ।

ত্রিভঙ্গিম — ('ত্রিভঙ্গ' দেখ।)

ত্রিভুজ — তিনটি সরল রেখার দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র, ত্রিকোণ ক্ষেত্র।

ত্রিভুবন — স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল।

ত্রিমার্গ — সাধনার তিন পথ।

ত্রিমূর্তি — ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের যুক্ত-মূর্তি।

ত্রিযামা — রাত্রি।

ত্রিরত্ন — বৌদ্ধধর্মের তিনটি মহামূল্য বস্তু, বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ।

ত্রিরাত্র — পর পর তিন রাত্রিব্যাপী জাগরণ ইত্যাদি ব্রত। তিন রাত্রি। [ঃ 'ত্রিরাত্র' জাগরণ।]

ত্রিলোক — ('ত্রিভুবন' দেখ।)

ত্রিলোকেশ — ত্রিভুবনের অধিপতি।

ত্রিলোচন — ('ত্রিনয়ন' দেখ।)

ত্রিলোচনা — ('ত্রিনয়না' দেখ।)

ত্রিশ — ৩০ সংখ্যা, তিরিশ।

ত্রিশক্তি — কালী তারা ও ত্রিপুরা এই তিন দেবী। তিনটি রাষ্ট্রের মিলিত শক্তি।

ত্রিশঙ্কু — পুরাণে বর্ণিত রাজা যিনি ইন্দ্র কর্তৃক স্বর্গ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের আদেশে শূন্যে অবস্থান করিতেছিলেন। **ত্রিশঙ্কুর অবস্থা** — অনিশ্চয়তা, দোদুল্যমান অবস্থা।

ত্রিশূল — তিনটি ফলা আছে এমন শূল, শিবের অস্ত্র।

ত্রিশূলধারী, ত্রিশূলী — শিব।

ত্রিষষ্টি — ৬৩ সংখ্যা, তেষট্টি।

ত্রিষষ্টিতম — ৬৩ সংখ্যার পূরক, তেষট্টির।

ত্রিসংসার — ('ত্রিভুবন' দেখ।)

ত্রিসত্য — তিন বার উচ্চারণ করিয়া শপথ। [ঃ 'ত্রিসত্য' করা।]

ত্রিসন্ধ্যা — সকাল দুপুর ও বিকাল।

ত্রিসপ্ত — একুশ।

ত্রিসপ্ততি — ৭৩ সংখ্যা, তিয়াত্তর।

ত্রিসপ্ততিতম — ৭৩ সংখ্যার পূরক, তিয়াত্তরের।

ত্রিসীমা, ত্রিসীমানা — তিন প্রান্ত। আশ-পাশ, নিকটবর্তী স্থান। [ঃ 'ত্রিসীমানায়' পা না দেওয়া।]

ত্রিস্রোতা — তিন স্রোত আছে এমন নদী, গঙ্গা। উত্তর বঙ্গের তিস্তা নদী।

ত্রিহুত — বিহার প্রদেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চল, মিথিলা।

ত্রুটি, ত্রুটী — অভাব, অঙ্গহীনতা। [ঃ আদর-আপ্যায়নের 'ত্রুটি' নাই।] অপরাধ, দোষ। [ঃ 'ত্রুটি'-বিচ্যুতি।]

ত্রেতা — পুরাণোক্ত দ্বিতীয় যুগ যাহাতে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ত্রৈকালিক — অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত। ত্রিকালজ্ঞ।

ত্রৈগুণ্য — সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সমন্বয়।

ত্রৈবার্ষিক — তিন বৎসরে বা তিন বৎসর বাদে হয় এমন। তিন বৎসর স্থায়ী।

ত্রৈবার্ষিকী — তিন বৎসর উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান। তিন বৎসরে সম্পন্ন হয় এমন। [ঃ 'ত্রৈবার্ষিকী' পরিকল্পনা।] তিন বৎসর বাদে হয় এমন।

ত্রৈমাসিক — তিন মাসে বা তিন মাস বাদে হয় এমন।

ত্রৈরাশিক — তিনটি সংখ্যার পরস্পর সম্বন্ধঘটিত অঙ্ক প্রণালী।

ত্রৈলঙ্গ — অন্ধ্রদেশীয়, তেলেঙ্গা।

ত্রৈলোক্য — স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল এই

ত্রিলোকের সমষ্টি।
ত্রৈলোক্যনাথ — স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালের অধিপতি।
ত্রোটক — একরকম প্রাচীন দৃশ্যকাব্য।
ত্র্যক্ষর — ওম্ ধ্বনি (অ উ ও ম্ এই অর্থে)।
ত্র্যম্বক — ত্রিনয়ন, শিব।
ত্র্যশীতি — ৮৩ সংখ্যা।
ত্র্যহস্পর্শ — একদিনে তিন তিথির যোগ (যাত্রাদির পক্ষে অশুভ মনে করা হয়)।
-ত্ব — ('-তা' দেখ।)
ত্বক্ — চামড়া। ছাল, খোসা।
ত্বদীয় — তোমার। তোমার সম্পর্কে।
ত্বরণ — গতিবেগবৃদ্ধি।
ত্বরা — শীঘ্রতা, দ্রুততা, তাড়াতাড়ি।
ত্বরায় — অবিলম্বে, শীঘ্র।
ত্বরিত — দ্রুত, সত্বর।
ত্বষ্টা — বিশ্বকর্মা। বৃত্রাসুরের পিতা। ছুতার, তক্ষণশিল্পী।

থ

থ — হতভম্ব, বিস্ময়াভিভূত, স্তম্ভিত। [ঃ 'থ' হওয়া।]
থই — তল। [ঃ 'থই' মেলে না; ঃ 'অথই'।] নৃত্যছন্দের অনুকার। [ঃ নাচে তা তা 'থই'।]
থইথই — প্লাবন ও তরঙ্গময়তা সূচক অনুকার। [ঃ চারিদিকে জল 'থইথই' করছে।]
থকথক — পিচ্ছিল গাঢ়তাসূচক অনুকার। [ঃ পোকা 'থকথক' করা।]
থকথকে — থকথক করে এমন, গাঢ় ও নরম।
থতমত — হঠাৎ অপ্রতিভ, হঠাৎ হতবুদ্ধি। [ঃ 'থতমত' হওয়া।] অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে সাময়িক বুদ্ধিলোপ। [ঃ [ঃ 'থতমত' খাওয়া।]
থপ্ — নরম ভারী জিনিস পড়িবার শব্দ। [ঃ 'থপ' ক'রে বসা।]
থপ থপ — বারে বারে থপ্ শব্দ। [ঃ ব্যাঙের 'থপ থপ' ক'রে লাফানো।]
থমক — থামিয়া থামিয়া চলার ভঙ্গী। ঠমক।
থমকানো — বিস্ময়ে বা ভয়ে হঠাৎ থামা। স্তম্ভিত হওয়া।
থমথম — স্তব্ধতা ও আতঙ্কপূর্ণতা-সূচক অনুকার। [ঃ 'থমথম' করা।]
থমথমে — থমথম করে এমন, স্তব্ধ ভয়ংকর। [ঃ 'থমথমে' ভাব।]
থর — স্তর, থাক, সারি।
থরথর — কম্পনসূচক অনুকার। [ঃ 'থর-থর' ক'রে কাঁপা।] কম্পমান। [ঃ ভয়ে 'থরথর'।]
থরথরানি — কম্পন।
থরথরি -- (কবিতায়) থরথর করিয়া।
থরহরি — থরথর করিয়া। [ঃ 'থরহরি' কম্পমান।]
থল — (কবিতায়) স্থল, ডাঙা।
থলকমল — (কবিতায়) স্থলপদ্ম।
থলথল — কোমলতা ও শৈথিল্য সূচক অনুকার। [ঃ 'থলথল' করা।]
থলথলে — কোমল ও শিথিল। [ঃ 'থল-থলে' মাংস।]
থলি — (প্রাচীন কবিতায়) স্থান। স্থল।
থলি — ছোট থলে।
থলিয়া, থলে — চট ও কাপড় ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী বস্তা, ছালা।
থলোথলো — (ধ্বনিমাধুর্যে) থলথল।
থসথস — ভিজা ভাব ও শিথিলতা সূচক অনুকার। কোমল বস্তু খসিবার শব্দ।
থসথসে — থসথস করে এমন, ভিজা ও

নরম।

থা — 'বিয়ে' শব্দের সহিত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ঃ বিয়ে-'থা' করা।]

থাউকা, থাউকো — আন্দাজে, আনুমানিক। [ঃ 'থাউকো' দর।]

থাক — স্তর, শ্রেণী, সারি। [ঃ 'থাকে থাকে' সাজানো।]

থাক — 'তাহাতে প্রয়োজন নাই' অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'থাক' রাজসিংহাসন।]

থাকা — রহা। [ঃকাজ 'থাকা'; ঃ সুখে 'থাকা'; ঃ সন্দেহ 'থাকা'।] বাস করা। [ঃ দেশে 'থাকা'; ঃ গ্রামে 'থাকা'।] ঃ স্থির রহা, তিষ্ঠানো। [ঃ 'থাকতে' পারল না।] প্রয়োজন নাই, ত্যক্ত হউক। [ঃ ওকাজ 'থাক'।] অধিকারে রহা। [ঃ টাকা 'থাকা'; ঃ জমিদারি 'থাকা'] বিশেষ অবস্থায় রহা। [ঃসুস্থ 'থাকা'] নিত্য বা প্রায়ই হয় এই অর্থে। [ঃ করিয়া 'থাকি'; ঃ খাইয়া 'থাকি'।]

থাকিয়া থাকিয়া — মাঝে মাঝে, কিছু কাল বাদে বাদে।

থার্ড — তৃতীয়।

থার্ড ক্লাশ — তৃতীয় শ্রেণী। রেলগাড়ি ইত্যাদির তৃতীয় শ্রেণী। অতি নিম্ন-স্তরের, অত্যন্ত বাজে। [ঃ 'থার্ড ক্লাশ' ছবি।]

থান — অখণ্ড কাপড়। [ঃ বিশগজী 'থান'।] পাড়হীন কাপড়। [ঃ বিধবারা 'থান' পরে।] পাড়হীন। [ঃ 'থান' কাপড়।]

থান — গোটা, অখণ্ড, আস্ত। [ঃ 'থান' ইট।]

থান — স্থান। [ঃ ঠাকুরের 'থান'; ঃ 'থানে' অথানে।]

থানকুনি — একরকম গাছ। [ঃ'থানকুনির' পাতা।]

থানা — পুলিসের কার্যালয়। পুলিস সাব-ইনস্পেক্টরের অধীন এলাকা, কোতোয়ালি। **থানাপুলিস করা** — থানা ও আদালতে মামলার জন্য ঘোরাঘুরি করা।

থানা — (প্রাচীন কবিতায়) আড্ডা, আস্তানা। সৈন্যদল। পাহারা।

থানেশ্বর — উত্তর ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর, পুষ্যভূতিদের রাজধানী।

থাপ — করতলের চাপ। সজোরে চাপ।

থাপড়, থাপড়া — ('থাপ্পড়' দেখ।)

থাপড়ানো — 'থাবড়ানো' দেখ।)

থাপি — ছাদ বা কাঁচা হাঁড়ি পিটিবার ছোট পিটনা।

থাপ্পড় — সজোরে করতলের আঘাত, চড়, চাপড়।

থাবড়া — ('থাপ্পড়' দেখ।)

থাবড়ানো — করতল দিয়া আঘাত করা, থাপ্পড় মারা।

থাবড়ি — মাটিতে পাছার চাপ। [ঃ 'থাবড়ি' খেয়ে বসা।]

থাবর — (প্রাচীন কবিতায়) স্থাবর।

থাবা — হিংস্র জন্তুর সম্মুখের পদতল। (ব্যঙ্গার্থে বা নিন্দার্থে) করতল, হাতের চেটো। হাতে ধরে এমন পরিমাণ। [ঃ এক 'থাবা' ভাত।] **থাবা মারা** — থাবা দিয়া আঘাত করা। হাত দিয়া ছোঁ মারা।

থাবানো — থাবা দিয়া আঁচড়াইয়া ধরা। থাবা দিয়া আঘাত করা।

থাম — বড় মোটা খুঁটি, স্তম্ভ।

থামা — গতিহীন হওয়া, নিশ্চল হওয়া। বিরত হওয়া, নিবৃত্ত হওয়া। বন্ধ হওয়া। [ঃযুদ্ধ 'থামা'; ঃ কান্না 'থামা'।] সবুর করা। [ঃএকটু 'থাম'।] চুপ করা। [ঃ'থামুন', বাজে বকবেন না।]

থামানো — গতিরোধ করা, গতিহীন করা, নিশ্চল করা। বিরত করা, নিরস্ত করা, নিবৃত্ত করা।

থাম্মাল — থামের মাথা। খাড়া গাঁথুনি। দরজার উপরের অংশ।

থারমস, থারমস বোতল — উত্তাপ রক্ষা করে এমন একরকম বোতল।

থার্মমিটার — উষ্ণতা বা তাপ পরিমাপক যন্ত্র, তাপমান।

থার্মোমিটার — ('থার্মমিটার' দেখ।)

থারি — (কবিতায়) থালি।

থাল, থালা — গোলাকার অগভীর একরকম ভোজনপাত্র।

থালি — ছোট থালা।

থালি — তেল রাখিবার উপযোগী ছোট ভাঁড়। হুঁকার বড় খোল।

থাসা — হাত বা পা দিয়া চাপিয়া চটকানো বা মিশানো। [ঃ ময়দা 'থাসা'; ঃ কাদা 'থাসা'।] মর্দন করা ডলা। হাত বা পা দিয়া চটকানো বা ডলা হইয়াছে এমন।

থাসানো — অপরকে দিয়া থাসা।

থিওরি — তত্ত্ব। মতবাদ।

থিকথিক — পিচ্ছল তরল পদার্থে বহু-সংখ্যক পোকার সমাবেশ সূচক অনুকার। [ঃ পোকা 'থিকথিক' করছে।]

থিতানো — ময়লাদি নীচে পড়িয়া জমা হওয়া। নীচে জমা।

থিয়েটার — অভিনয়শালা, নাট্যমঞ্চ, রঙ্গালয়। [ঃ 'থিয়েটারে' যাওয়া।] মঞ্চে অভিনয়। [ঃ 'থিয়েটার' করা।]

থিয়েটারী — (নিন্দার্থে) থিয়েটার সংক্রান্ত, কৃত্রিমতাপূর্ণ। [ঃ 'থিয়েটারী'-ভঙ্গী।]

থির — (কবিতায়) স্থির।

থিসিস — গবেষণামূলক মৌলিক রচনা।

থু, থুঃ — থুতু ফেলার শব্দ। ঘৃণা সূচক অনুকার।

থুক — থুতু ফেলার শব্দ।

থুকথুক — ('থিকথিক' দেখ।)

থুড়থুড় — বার্ধক্যের ফলে শক্তিহীনতা ও শৈথিল্য সূচক অনুকার

থুড়থুড়ে — অতিবৃদ্ধ ও শক্তিহীন।

থুড়ি — অনুচিত বাক্য বা কার্যের প্রত্যাখ্যান সূচক শব্দ।

থুতনি, থুঁতনি — চিবুক।

থুতু — মুখ হইতে নিঃসৃত তরল পদার্থ, ছেপ, নিষ্ঠীবন।

থুৎকার — থুতু ফেলা, নিষ্ঠীবনত্যাগ। থুতু ফেলার শব্দ।

থুত্থুড়, থুত্থুড়ে — ('থুড়থুড়' ও 'থুড়-থুড়ে' দেখ।)

থুপ — ছোট নরম জিনিস পতনের শব্দ।

থুপি — গুচ্ছ, গুছি। [ঃ 'থুপি' ঝিঙ্গা।]

থুবড়া — অতিবৃদ্ধ, স্থবির। চলনশক্তি-হীন। স্ত্রী. — **থুবড়ী।**

থুবড়ানো — নিম্নমুখ হইয়া পড়া। [ঃ মুখ 'থুবড়ে' পড়া।] ভূমিতে ঠুকিয়া চেপটা করিয়া দেওয়া। [ঃ নাক 'থুবড়ে' দেবো।]

থুবড়ো — ('থুবড়া' দেখ।)

থুয়া — রাখা। [ঃ 'থুয়ে' এস।]

থুরথুর — প্রবল কম্পন সূচক অনুকার। অতিশয় দুর্বলতা ও শৈথিল্য বাচক অনুকার।

থুরথুরে — থুরথুর করে এমন, কম্পন-প্রবণ। থুত্থুড়ে।

থুলথুল — কোমলতা ও শৈথিল্য সূচক অনুকার।

থুলথুলে — থুলথুল করে এমন, কোমল ও শিথিল। [ঃ 'থুলথুলে' মাংস।]

থেই, থেইথেই — উদ্দাম নৃত্য সূচক অনুকার। [ঃ নাচে 'থেই থেই'।]

তালে তালে করতালি দেওয়ার শব্দ।

থেকে — হইতে। [ঃ দেশ 'থেকে'।] চাইতে, চেয়ে, অপেক্ষা। [ঃ তোমার 'থেকে' বড়।] নিকট হইতে। [ঃ আমার 'থেকে' নাও।] সময় হইতে, অবধি। [ঃ সেই 'থেকে' আসে না।] কারণে। [ঃ এ 'থেকে' ঝগড়ার উৎপত্তি।]

থেকে — থাকিয়া।

থেকে থেকে — মাঝে মাঝে, কিছু সময় বাদে বারে বারে। [ঃ 'থেকে থেকে' কাঁদে।]

থেঁতলানো — ছেঁচা, থেঁতো করা। ছেঁচা বা থেঁতো করা হইয়াছে এমন।

থেঁতো — শিল নোড়া ইত্যাদি দিয়া পিষ্ট, ছেঁচা।

থেবড়া — চেপটা। [ঃ 'থেবড়া' নাক।]

থেবড়ানো — চেপটা করা। চেপটা করা হইয়াছে এমন।

থেলো — বড় খোল আছে এমন, ডাবা। [ঃ 'থেলো' হুঁকো।]

থৈ, থৈ থৈ — গভীরতা ও তরঙ্গময়তা সূচক অনুকার। [ঃ জল 'থৈ থৈ' করে।]

থোক — একত্র, মোট, সমূহ। [ঃ 'থোক' বিশ টাকা।] আন্দাজী, আনুমানিক। [ঃ 'থোক' দাম।]

থোকা — গুচ্ছ, স্তবক। [ঃ এক 'থোকা' ফুল।]

থোড় — ফল ধরিয়াছে বা ধরিতেছে এমন কলা গাছের ভিতরকার সাদা শক্ত অংশ। **থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়** — একই বিষয়ের বার বার উত্থাপন।

থোড়া — কুচানো, কুচি কুচি করা। কুচি-কুচি করা হইয়াছে এমন।

থোড়া — সামান্য। **থোড়াই কেয়ার করা** — বিন্দুমাত্র ভয় বা মান্য না করা।

থোতনা — বড় থুতনি।

থোঁতা — বড় ও ভারী (মুখ)। [ঃ 'থোঁতা' মুখ ভোঁতা হওয়া।]

থোপ, থোপনা, থোপা, থোবনা — গুচ্ছ, গুছি।

থোবনা — ভারী চিবুক, বড় থুতনি। **থোবনা নাড়া** — (নিন্দার্থে) মুখ নাড়া, কথা বলা, জবাব দেওয়া।

থোয়া — ('থুয়া' দেখ।)

থোলো — গুচ্ছ, গোছা। [ঃ এক 'থোলো' আঙুর।]

থ্যাৎলানো — ('থেঁতলানো' দেখ।)

থ্যাবড়া, থ্যাবড়ানো — ('থেবড়া' ও 'থেবড়ানো' দেখ।)

দ

দ — দহ, জলময় গভীর স্থান।

-দ — 'দান করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'জলদ'।] স্ত্রী. — -দা।

দই — জমাট-বাঁধা টক দুধ, দধি। **দই পাতা** — দুধে টক দিয়া জমিবার জন্য রাখা। **দই বসানো** — ('দই পাতা' দেখ।)

দংশ, দংশক — ডাঁশ।

দংশক — যে দংশন করে, যে কামড়ায়।

দংশা — (কবিতায়) দংশন করা। [ঃ 'দংশিল'; ঃ 'দংশিব'।]

দংশানো — দংশন করা, কামড়ানো।

দংশিত — দংশন করা বা কামড়ানো হইয়াছে এমন, দষ্ট।

দংষ্ট্রা — বড় লম্বা দাঁত। দাড়া।

দক, দ'ক — গভীর পঙ্ক। অপ্রত্যাশিত দুরবস্থা। [ঃ 'দ'কে' পড়া।]

দক্ষ — নিপুণ, পটু। বি. — **দক্ষতা।**

দক্ষ — পুরাণে বর্ণিত শিবপত্নী সতীর পিতা।

দক্ষকন্যা, দক্ষজা — পুরাণে বর্ণিত দক্ষের কন্যা, সতী, দাক্ষায়ণী।

দক্ষযজ্ঞ — ধ্বংসলীলা, প্রলয় কাণ্ড (পুরাণে বর্ণিত দক্ষের যজ্ঞকে যেভাবে শিবানুচরগণ ধ্বংস করিয়াছিলেন এই অর্থে)। [ঃ 'দক্ষযজ্ঞ' বাধানো।]

দক্ষিণ — উত্তর দিকের বিপরীত দিক, উদয়োন্মুখ সূর্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে দক্ষিণ হাত যে দিকে থাকে তাহা। দক্ষিণে অবস্থিত। ডান, বামের বিপরীত। [ঃ 'দক্ষিণ' হস্ত।] **দক্ষিণ-পশ্চিম** — নৈর্ঋত কোণ। **দক্ষিণ-পূর্ব** — অগ্নি কোণ। **দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার** — আহারাদি।

দক্ষিণা — ক্রিয়াকর্মের পর ব্রাহ্মণাদির প্রাপ্য অর্থ।

দক্ষিণা — দখিনা দক্ষিণ হইতে আগত। [ঃ 'দক্ষিণা' বাতাস।]

দক্ষিণাচল — মলয় পর্বত।

দক্ষিণাপথ — বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরে অবস্থিত ভারতীয় অঞ্চল, দাক্ষিণাত্য।

দক্ষিণমুখ, দক্ষিণমুখো — যাহার মুখ দক্ষিণ দিকে আছে এমন।

দক্ষিণাবর্ত, দক্ষিণাবর্ত্ত — যাহার আবর্ত বা পাক ডান দিকে এমন। [ঃ দক্ষিণাবর্ত' শঙ্খ।]

দক্ষিণাস্য — দক্ষিণমুখো।

দক্ষিণায়ন — সূর্যের দক্ষিণগতি যে সময় সূর্যকে ক্রমেই অধিকতর দক্ষিণে হেলিতে দেখা যায় (২১ জুন হইতে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

দখনে — দখিনা, দক্ষিণের। [ঃ দখনে' লোক।]

দখল — অধিকার, আয়ত্ত, নিজের ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের মধ্যে আনয়ন। [ঃ জমি 'দখল', ঃ দেশ॰ 'দখল'।] **জ্ঞান**, ব্যুৎপত্তি। [ঃ ইংরেজীতে 'দখল' আছে।]

দখলকার — (দখলিকার দেখ।)

দখলনামা — দখল সংক্রান্ত সরকারী আদেশপত্র।

দখলিকার — যে দখল করিয়াছে, অধিকারী।

দখলী — দখল সংক্রান্ত। [ঃ 'দখলী' স্বত্ব।]

দখিন — দক্ষিণ।

দখিনা — দখনে, দক্ষিণের। [ঃ 'দখিনা' বাতাস।]

দগড় — ঢাকজাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র, দামামা।

দগদগ — জ্বলন ও ক্ষতের রক্তবর্ণসূচক অনুকার। [ঃ ঘা 'দগদগ' করা।]

দগদগানি — ঘায়ের ভয়ংকর রক্তবর্ণতা ও যন্ত্রণা।

দগদগি — (প্রাচীন কবিতায়) ক্ষত, বেদনা, যন্ত্রণা। [ঃ হিয়া 'দগদগি' পরাণ পোড়ানি।]

দগদগে — দগদগ করে এমন রক্তবর্ণ ও ভয়ানক। [ঃ দগদগে' ঘা।]

দগধানো — (কবিতায়) দগ্ধানো। [ঃ কেন 'দগধিলে' বিরহ বেদনা দিয়ে।]

দগ্ধ — পোড়ানো হইয়াছে বা পুড়িয়াছে এমন, পোড়া। [ঃ দগ্ধ' কাষ্ঠ।] গভীর দুঃখ পাইয়াছে এমন, সন্তপ্ত। [ঃ শোক-'দগ্ধ'।] স্ত্রী — **দগ্ধা**।

দগ্ধব্য — পুড়িবার উপযুক্ত।

দগ্ধা — অশুভ তিথি।

দগ্ধা — (কবিতায়) দুঃসহ বেদনা দেওয়া। দগ্ধ করা। [ঃ 'দগ্ধিল' পরাণ।]

দগ্ধানি — পোড়ানি, দুঃসহ মনোবেদনা।

দগ্ধানো — দুঃসহ মানসিক বেদনা দেওয়া বা পাওয়া। [ঃ 'দগ্ধে' মারা; ঃ 'দগ্ধে' মরা।]

দঙ্গল — দল, ভিড়। কুস্তি, মল্লযুদ্ধ।

দজ্জাল — দুরন্ত, দুষ্ট। [ঃ 'দজ্জাল' মেয়ে।]

দড় — দৃঢ়, মজবুত। [ঃ বাঁশের চেয়ে কঞ্চি 'দড়'।] পটু, নিপুণ। [ঃ কাজে 'দড়'।] (প্রাচীন কবিতায়) বড়, বেশ। [ঃ রগড় এ ত 'দড়'; ঃ কথা কইছ 'দড়'।]

দড়বড় — ব্যস্ত ও দ্রুত বলন বা চলন সূচক অনুকার, তড়বড়।

দড়বড়ানি — ব্যস্ত দ্রুততা, তড়বড়ানি।

দড়বড়ি — (কবিতায) দড়বড় করিযা।

দড়মা — ('দরমা' দেখ।)

দড়া — মোটা দড়ি, কাছি। [ঃ 'দড়া'-দড়ি।]

দড়াম — ভারী জিনিস সজোরে পড়িবার শব্দ। দরজা জানালা ইত্যাদি সজোরে বন্ধ করিবার বা হইবার শব্দ।

দড়ি — রশি, রজ্জু। **দড়ি কাটা** — পাট শণ ইত্যাদি হইতে দড়ি তৈযারী করা। **গলায় দড়ি** — মরণ কামনা সূচক তিরস্কার। **গলায় দড়ি দেওয়া** — গলায় দড়ির ফাঁস লাগাইয়া শূন্যে ঝুলিয়া আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার চেষ্টা করা।

দঢ় — (প্রাচীন কবিতায) দৃঢ়। পারদর্শী, নিপুণ।

দণ্ড — ডাণ্ডা, লাঠি। [ঃ বংশ-'দণ্ড'।] লাঠির মতো শক্ত লম্বা জিনিস। [ঃ রৌপ্য-'দণ্ড'।] পাখীর বসিবার ডাণ্ডা, দাঁড়।

দণ্ড — শাস্তি, শাস্তির নির্দেশ। সাজা। [ঃ কারা-'দণ্ড'।] গচ্চা, ভুলের জন্য ক্ষতি। [ঃ কিছু টাকা 'দণ্ড' গেল।]

দণ্ড — ২৪ মিনিট, ৬০ পল। **একদণ্ড, দুদণ্ড** — সামান্য সময়, কিছুক্ষণ।

দণ্ডক — গোদাবরী তীরে অবস্থিত প্রাচীন কালের বিশাল অরণ্যের নাম।

দণ্ডকারণ্য — রামাযণে বর্ণিত দণ্ডক নামক বিখ্যাত বন।

দণ্ডগ্রহণ — শাস্তি লওয়া। সন্ন্যাসগ্রহণ।

দণ্ডদাতা — যে শাস্তি দেয়, শাস্তিপ্রদানকারী।

দণ্ডধর — রাজা, দণ্ডদানের অধিকারী। যম। দণ্ডধারী, যষ্টিধারী।

দণ্ডধারী — ('দণ্ডধর' দেখ।)

দণ্ডন — দণ্ডদান। শাসন।

দণ্ডনায়ক — সেনাপতি। দণ্ডদানের কর্তা।

দণ্ডনীতি — রাজ্যশাসননীতি। শাসনবিদ্যা।

দণ্ডনীয় — দণ্ডদানের উপযুক্ত। [ঃ 'দণ্ডনীয়' অপরাধ।]

দণ্ডপাণি — যাহার হাতে দণ্ড বা যষ্টি রহিয়াছে। [ঃ 'দণ্ডপাণি' সন্ন্যাসী।] দণ্ডধর। যম।

দণ্ডপাল, দণ্ডপালক — শাসক, দণ্ডদানের অধিকারী। দারোয়ান, দৌবারিক।

দণ্ডবৎ — (প্রণামের জন্য) দণ্ড বা লাঠির মতো সরলভাবে ভূপতিত। [ঃ 'দণ্ডবৎ' হওয়া।] (সাধারণত দণ্ডায়মান অবস্থাতেই নমস্কার কালে মুখে বলা হয়। যেমন — 'দণ্ডবৎ হই'।)

দণ্ডবিধান — শাস্তির ব্যবস্থা, শাস্তিদান।

দণ্ডবিধি — দণ্ডদান সংক্রান্ত আইন, ফৌজদারী আইন।

দণ্ডমুণ্ডের কর্তা — মুণ্ডচ্ছেদ পর্যন্ত দণ্ডদানের অধিকারী।

দণ্ডযোগ্য — শাস্তির উপযুক্ত, দণ্ডনীয়।

দণ্ডসংহিতা — শাস্তি সংক্রান্ত আইনের সংকলন, দণ্ডবিধি।

দণ্ডস্থান — যেখানে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া হয়।

দণ্ডা — (কবিতায়) দণ্ডদান করা। [ঃ বিধাতা আমারে 'দণ্ডিল'।]

দণ্ডাধিকরণ — ফৌজদারী আদালত।

দণ্ডায়মান — দণ্ডের মতো খাড়া হইয়া অবস্থিত। দাঁড়াইয়া আছে এমন। থামিয়া বা স্থির হইয়া আছে এমন।

দণ্ডার্হ — শাস্তির যোগ্য, দণ্ডনীয়।

দণ্ডাহত — লাঠির দ্বারা আহত বা প্রহৃত।

দণ্ডি — দণ্ড প্রমাণ তিন ফের করিয়া গ্রন্থি দেওয়া যজ্ঞসূত্র, উপবীত।

দণ্ডিত — শাস্তিপ্রাপ্ত। শাস্তিলাভের জন্য আদিষ্ট।

দণ্ডী — দণ্ডপাণি। রাজা। যম।

দণ্ডী — মহাভারতে বর্ণিত রাজা যিনি উর্বশীকে ঘোটকীরূপে পাইয়াছিলেন। 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থের স্বনামধন্য রচয়িতা।

দণ্ড্য — দণ্ডনীয়, দণ্ডার্হ।

দত্ত — যাহা প্রদান করা হইয়াছে। স্ত্রী. — **দত্তা**।

দত্ত — হিন্দুর পদবী বিশেষ।

দত্তক — পোষ্যপুত্র। [ঃ 'দত্তক'গ্রহণ।]

দত্তাপহারী — যে দান করিয়া আবার কাড়িয়া বা ফিরাইয়া লয়। [ঃ 'দত্তাপহারী' ভগবান।]

দত্তাত্রেয় — প্রাচীন কালের এক ঋষির নাম।

দদ্রু — একরকম চর্মরোগ, দাদ।

দধি — জমাট বাঁধা টক দুধ, দই।

দধিকর্ম, দধিকর্ম্ম — শাস্ত্রবিহিত একরকম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

দধিকর্দম, দধিকর্দ্দম, দধিকাদা — নন্দোৎসবে দইমিশ্রিত কাদা লইয়া আনন্দোৎসব।

দধিমঙ্গল — ('দধিকর্দম' দেখ।)

দধিমন্থন — মাখন তোলার জন্য মন্থনদণ্ড দিয়া দধির আলোড়ন।

দধিমুখ — রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের জনৈক বানর সেনাপতি।

দধিসার — মাখন।

দধীচি — পুরাণোক্ত আত্মত্যাগী ঋষি যাঁহার অস্থি হইতে ইন্দ্র বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। **দধীচির অস্থি** — বজ্র।

দনু — দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, দানবগণের মাতা, দিতি।

দনুজ -- দৈত্য, দানব (দনুর পুত্র এই অর্থে)।

দনুজদলনী — যিনি (স্ত্রী) দানবগণকে দলন করেন, অসুরবিনাশিনী, দুর্গা।

দন্ত — দাঁত।

দন্তকাষ্ঠ — দাঁত মাজিবার কাঠি।

দন্তধাবন — দাঁত মাজা, দন্তমার্জন।

দন্তপঙ্ক্তি — দাঁতের সারি, দাঁতের পাটি। [ঃ 'দন্তপঙ্ক্তি' বিকশিত করা।]

দন্তবিকাশ — (নিন্দার্থে) দাঁত বাহির করিয়া হাসি।

দন্তবেষ্ট, দন্তমাংস — দাঁতের মাড়ি।

দন্তমার্জন, দন্তমার্জ্জন — দাঁত মাজা, ঘসিয়া দাঁত পরিষ্কার করা, দন্তধাবন।

দন্তমূল — দাঁতের গোড়া।

দন্তমূলীয় — দাঁতের গোড়া সংক্রান্ত। দাঁতের গোড়া হইতে উচ্চারিত।

দন্তরুচি — দাঁতের শোভা।

দন্তশূল — দাঁতের বেদনা, দাঁতের কনকনানি।

দন্তস্ফুট — দাঁত বসানো, কামড়। দুরূহ বিষয়ের সামান্যতম বোধ। [ঃ তাঁহার ভাষায় 'দন্তস্ফুট' করা সম্ভব নহে।]

দন্তহীন — দাঁত নাই এমন। বি. — **দন্তহীনতা**।

দন্তী — যাহার দাঁত আছে। হস্তী।

দন্তুর — খুব বড় দাঁত আছে এমন, দাঁতালো।

দন্তোদ্গম, দন্তোদ্ভেদ — দাঁত ওঠা।

দন্ত্য — দাঁতের সাহায্যে উচ্চার্য (৯ ত-বর্গ ল স বর্ণ)।

দপ্‌ — হঠাৎ জ্বলন বা দীপ্তি সূচক অনুকার।

দপদপ — উজ্জ্বলতা ও দীপ্তি সূচক অনুকার। ফোড়া ইত্যাদির বেদনা সূচক অনুকার।

দপদপানি — ফোড়া ইত্যাদির দুঃসহ বেদনা, টনটনানি।

দপ্তর — কাগজপত্রের বাণ্ডিল। কাছারির কাগজপত্র। কাছারি, অফিস।

দপ্তরখানা — অফিস। যেখানে কাগজপত্র দলিলদস্তাবেজ থাকে।

দপ্তরী — যে সেলাই করিয়া বই বাঁধে। অফিসে যে ব্যক্তির উপব কাগজ কালি কলম ইত্যাদির ভাব থাকে।

দফা — বাব, খেপ। অবস্থা, দশা। [ঃ 'দফা' রফা করা; 'দফা' শেষ করা।]

দফানিকাশ, দফারফা, দফাশেষ — চরম দুর্গতি, সর্বনাশ।

দফাওয়ারী — বিভিন্ন দফায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এমন।

দফাদার — চৌকিদারদের সর্দার, জমাদার।

দফাদারি — দফাদারের কাজ বা পদ।

দফে — দফা। দফায়। আবার, পুনশ্চ।

দফে দফে — বারে বারে, কিস্তিতে।

দম্‌ — সজোরে আঘাত বা বিস্ফোরণ সূচক অনুকার।

দম — দমন। [ঃ শম 'দম'।]

দম — শ্বাস। [ঃ 'দম' বন্ধ করা; ঃ 'দম' লওয়া।] জোরে এক শ্বাসে টান। [ঃ গাঁজায় 'দম'।] ঘড়ি ইত্যাদির স্প্রিংয়ে পাক। [ঃ ঘড়িতে 'দম' দেওয়া।] ধাপ্পা, প্রতারণা, বেগ। [ঃ টাকা আদায়ের সায় বড় 'দম' দিয়েছে।] জীবনীশক্তি। [ঃ 'দম' বাহির হওয়া; ঃ 'দম' থাকা।] অল্প আঁচ। বাতির ঔজ্জ্বল্য। [হারিকেনের 'দম' কমানো।]

দম — একরকম ব্যঞ্জন। [ঃ আলুর 'দম'।]

দমকল — অগ্নিকাণ্ডের সময়ে আগুন নিবাইবার জন্য জল তুলিবার ও নিক্ষেপ করিবার কল।

দমকা — সহসা সবেগ। [ঃ 'দমকা' হাওয়া।]

দমদমা — চাঁদমারির জন্য মাটির উচ্চ স্তূপ।

দমন — শাসন, নিয়ন্ত্রণ, বশে আনয়ন। [ঃ ইন্দ্রিয়-'দমন'; ঃ বিদ্রোহ 'দমন'।]

দমননীতি — কঠোর নির্যাতনের দ্বারা শাসন করিবার বা বশে আনিবার নীতি। [ঃ সরকারের 'দমননীতি'।]

দমনীয় — দমন করিবাব যোগ্য।

দমবাজ — প্রতারক।

দমবাজি — প্রতারণা।

দময়ন্তী — মহাভারতে বর্ণিত নল রাজার পত্নী।

দমসম — শ্বাসরোধের ভাব সূচক অনুকার।

দমা — নিরুৎসাহ হওযা, শক্তিহীন বোধ করা। [ঃ ব্যাপার দেখে 'দ'মে' গেছে।] ছাদ গদি ইত্যাদি বসিয়া যাওয়া।

দমাদম — সজোরে বাব বার কিল ইত্যাদি মারাব বা বিস্ফোরণের শব্দের অনুকার।

দমানো — দমন করা। উৎসাহ ভঙ্গ করা, নিরুৎসাহ করা। নামাইয়া দেওয়া, বসানো।

দমিত — শাসিত, বশীভূত, নিয়ন্ত্রিত। [ঃ বিদ্রোহ 'দমিত' হইল।]

দম্পতি — স্বামী-স্ত্রী।

দম্বল — দই বসাইবার জন্য রক্ষিত টক দই, সাজা।

দম্ভ — অহংকার, দর্প। [ঃ 'দম্ভ' থাকা।] আস্ফালন। [ঃ 'দম্ভ' করা।]

দম্ভোক্তি — দম্ভের সহিত কিছু বলা, সগর্ব উক্তি।
দম্ভোলি — বজ্র।
দম্য — যাহাকে দমানো যায় বা দমানো উচিত।
দম্য — ছোট ষাঁড়, দামড়া।
দয় — (প্রাচীন কবিতায়) দহন করে, দহে।
দয়া — অপরের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি, করুণা, কৃপা, সহানুভূতি, অনুকম্পা।
দয়ানিধি — দয়ার সাগর, দয়াময়।
দয়াপরবশ — দয়ার বশীভূত, করুণার দ্বারা চালিত।
দয়াবান্ — দয়া আছে এমন, দয়ালু। স্ত্রী. — **দয়াবতী**।
দয়াময় — দয়ায় পরিপূর্ণ। স্ত্রী. — **দয়াময়ী**।
দয়ার্দ্র — যাহার মন দয়ায় কোমল হইয়াছে, দয়াপরবশ।
দয়াল — যাহার দয়া আছে, দয়ালু।
দয়ালু — দয়ায় অভিভূত, যাহার দয়া আছে, দয়াল।
দয়াশীল — যাহার দয়া আছে, সদয়, দয়ালু।
দয়াহীন — যেখানে বা যাহার দয়া নাই, নিষ্ঠুর, নির্দয়।
দয়িত — স্বামী। প্রিয়।
দয়িতা — স্ত্রী, পত্নী। প্রিয়া।
দর — (প্রাচীন কবিতায়) গর্ত। ভয়, আতঙ্ক।
দর — দাম, মূল্য। মর্যাদা। [ঃ উঁচু 'দরের' সাহিত্যিক।] মূল্যনির্ধারণ, মূল্য লইয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে আলাপ। [ঃ 'দর' করা।]
দর- — 'অল্প' বা 'অসম্পূর্ণ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দর-পোড়া'।]
দর-ইজারাদার — ইজারাদারের নিকট হইতে ইজারা গ্রহণকারী, কটকিনাদার।
দরওয়াজা — ('দরজা' দেখ।)
দরকচা — পাকা অথচ ভিতরে শক্ত। [ঃ 'দরকচা' ফল; ঃ 'দরকচা' মারা।]
দরকষাকষি — দর লইয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কথা কাটাকাটি বা জেদাজিদি।
দরকার — প্রয়োজন।
দরকারী — প্রয়োজনীয়।
দরখাস্ত — আবেদনপত্র।
দরগা — পীরের পবিত্র সমাধি-স্থান।
দরজা — দ্বার, দোর, দুয়ার।
দরজী — পোশাক-পরিচ্ছদ তৈয়ার করা যাহার পেশা, খলিফা।
দরদ — সহানুভূতি, সমবেদনা। [ঃ 'দরদ' দেখানো।] আন্তরিক অনুভূতি। [ঃ 'দরদ' দিয়ে গাওয়া।] বেদনা, ব্যথা, চোট।
দরদর — ঘাম ইত্যাদির ক্ষরণ ও প্রবাহ সূচক অনুকার। বিণ. — **দরদরিত**। [ঃ 'দরদরিত' ধারা।]
দরদালান — ঘরের মতো প্রশস্ত বারান্দা।
দরদী — সহানুভূতিশীল, হৃদয়বান্, মরমী।
দরপণ — (প্রাচীন কবিতায়) দর্পণ।
দরপত্তনি — পত্তনিদারের অধীনে পত্তনি।
দরবা — (প্রাচীন কবিতায়) দ্রব হওয়া। [ঃ পাষাণ 'দরবে'; ঃ 'দরবয়ে' চিত।]
দরবার — রাজসভা। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মিলনসভা। বিচারসভা। পক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তিপ্রদর্শন। [ঃ কাহারও জন্য 'দরবার' করা।]
দরবারী — দরবার সংক্রান্ত, দরবারের উপযুক্ত। [ঃ 'দরবারী' কায়দা।] বাক্-পটু।

দরবিগলিত — দরদর করিয়া ঝরিতেছে এমন। [ঃ 'দরবিগলিত' অশ্রু।]
দরবেশ — মুসলমান সন্ন্যাসী, ফকির।
দরবেশ — একরকম মিঠাই।
দরমা — বাঁশ ইত্যাদি হইতে তৈয়ারী আবরণ, চাঁচ।
দরশ, দরশন — (কবিতায়) দর্শন।
দরশল্ — (প্রাচীন কবিতায়) দেখাইল। [ঃ "'দরশল্' কুচ যোরা"।]
দরাজ — উন্মুক্ত। উদার। [ঃ 'দরাজ' মন।]
দরাজদস্ত — মুক্তহস্ত, দানশীল। [ঃ "'দরাজদস্ত' এই দীন দুনিয়ায়।"]
দরি — গুহা, কন্দর, গহ্বর। সংকীর্ণ উপত্যকা। [ঃ গিরি-'দরি'।]
দরিদ্র — গরীব, অভাবগ্রস্ত, দীন।
দরিদ্রতা — গরীব অবস্থা, দীনতা। অভাব। [ঃ কল্পনার 'দরিদ্রতা'।]
দরিয়া — নদী। সমুদ্র।
দরী — ('দরি' দেখ।)
দর্দুর, দন্দুর — ব্যাং, ভেক, দাদুরি।
দর্প — দম্ভ, গর্ব, অহংকার, দেমাক।
দর্প চূর্ণ করা — অহংকার দূর বা নাশ করা।
দর্পণ — আয়না, আরশি, মুকুর।
দর্পনাশ — অহংকার বা দম্ভ দূরীকরণ।
দর্পহারী — যিনি অহংকার দূর করেন, দর্পচূর্ণকারী।
দর্পিত — গর্বিত, দাম্ভিক। স্ত্রী. — **দর্পিতা**।
দর্পিণী — গর্বিতা, দাম্ভিকা।
দর্পী — যাহার দর্প আছে, অহংকারী।
দর্ভ — কুশ।
দর্ভাসন — কুশাসন।
দর্শক — যে দেখে, দর্শনকারী।
দর্শন — দেখা, দেখার কাজ। তত্ত্ববিদ্যা, 'ফিলজফি'। [ঃ ষড়-'দর্শন'।] রূপ, চেহারা। [ঃ অনিন্দ্য-'দর্শন'।]
দর্শনকারী — যে দেখে, দর্শক।
দর্শনদারি — বাহ্য আকৃতি।
দর্শনশাস্ত্র — তত্ত্ববিদ্যা, ফিলজফি।
দর্শনী — দর্শন উপদেশ বা সাহায্য পাইবার জন্য দেয় অর্থ। চিকিৎসকের পারিশ্রমিক।
দর্শনীয় — দেখিবার যোগ্য।
দর্শয়িতা — যে দেখায়, প্রদর্শক।
দর্শা — দেখা যাওয়া, লক্ষিত হওয়া। [ঃ উপকার 'দর্শে'।]
দর্শানো — দেখানো। [ঃ কারণ 'দর্শাও'।]
দর্শিত — যাহা দেখানো হইয়াছে, প্রদর্শিত।
-দর্শী — যে দেখে বা যাহার জ্ঞান আছে এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়।
দল — একত্র অনেকগুলির সমাবেশ। জোট, সংঘ। [ঃ রাজনৈতিক 'দল'।] পক্ষ। [ঃ কোন্ দলে।] **দল বাঁধা** — সংঘবদ্ধ হওয়া।
দল — ফুলের পাপড়ি। [ঃ 'সহস্রদল' পদ্ম।] পাতা। [ঃ বিল্বদল'।] জলজ তৃণ, দাম।
দল — বেধ, স্তর। [ঃ 'দলে' পুরু।]
দলচ্যুত, দলছাড়া — দল হইতে বিতাড়িত, দল হইতে বিচ্ছিন্ন।
দলদলে — কোমল, কাদার মতো নরম।
দলন — মর্দন, পেষণ, চাপ দিয়া সজোরে ঘর্ষণ। বিনাশ, দমন।
দলনী — দমনকারিণী, বিনাশকারিণী। [ঃ দনুজ-'দলনী' দুর্গা।]
দলপতি — দলের সর্দার, সম্প্রদায়ের নেতা।
দলবদ্ধ — সংঘবদ্ধ, একত্র মিলিত।
দলবল — দলের বা পক্ষের লোকজন।

দলা — পিণ্ডাকার রূপ, ডেলা। [ঃ 'দলা' বাঁধা।]

দলা — দলন বা মর্দন করা। মাড়ানো। দলন করা হইয়াছে এমন, দলিত। [ঃ পায়ে 'দলা' ধানের শিষ।]

দলানো — অপরকে দিয়া দলা।

দলিজ — সদর দরজার পার্শ্ববর্তী বসিবার স্থান।

দলিত — মর্দিত, দলা হইয়াছে এমন, পিষ্ট। [ঃ 'দলিত' ভুজঙ্গ।] স্ত্রী. — **দলিতা**। [ঃ 'দলিতা' ফণিনী।]

দলিল — লিখিত প্রমাণ। **দলিল-দস্তাবেজ** — প্রমাণস্বরূপ লিখিত কাগজপত্র।

দলুজ — (প্রাচীন [illegible]) দলিজ।

দলো — গুড় হইতে রস ঝরাইয়া প্রস্তুত একরকম ময়লা চিনি।

দশ — ১০ সংখ্যা।

দশক — একত্র দশ, দশসংখ্যক। সংখ্যার দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয় অঙ্ক। দশ বৎসর কাল। [ঃ তৃতীয় 'দশক'।]

দশগ্রীব — রাবণ।

দশকর্ম, দশকর্ম্ম — গর্ভাধান ইত্যাদি হিন্দুদের দশরকম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

দশকোশী — কীর্তনগানের একরকম তাল।

দশচক্র — দশজনের মন্ত্রণা।

দশদশা — জীবনের দশবিধ অবস্থা।

দশদিক্ — উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঈশান নৈর্ঋত ঊর্ধ্ব ও অধঃ। সকল দিক।

দশদিশ, দশদিশি — (কবিতায়) দশ দিক, সকল দিক।

দশধা — দশ ভাগে। দশ দিকে। দশ ভাবে।

দশন — দাঁত।

দশনবিকাশ — দাঁত বাহির করিয়া হাসি।

দশপঁচিশ — কড়ি লইয়া একরকম খেলা।

দশপ্রহরণ — দুর্গার দশ হাতের দশরকম অস্ত্র বা প্রহরণ।

দশপ্রহরণধারিণী — দশবিধ অস্ত্রধারিণী, দুর্গা।

দশবিধ — দশরকম।

দশভুজা — দশ হাত আছে এমন দেবী, দুর্গা।

দশম — ১০ সংখ্যার পূরক, দশের। স্ত্রী. — **দশমী**। [ঃ 'দশমী' কন্যা।]

দশমহাবিদ্যা — ভগবতীর দশ রূপ (কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা)।

দশমিক — একের অপেক্ষা কম এমন রাশি সংক্রান্ত গাণিতিক পদ্ধতি। **দশমিক চিহ্ন** — দশমিক অঙ্কে ব্যবহার্য ফুটকি, '.'।

দশমী — একাদশীর আগের তিথি।

দশমুখ — দশটি মুখ যাহার, রাবণ। একত্র দশটি মুখ। [ঃ 'দশমুখে' বর্ণনা করা যায় না।]

দশমূল — কবিরাজী ঔষধে ব্যবহার্য দশ রকমের শিকড়।

দশমেসে — দশ মাসে হয় এমন।

দশরথ — রামায়ণে বর্ণিত রামের পিতা।

দশহরা — দশবিধ পাপ যিনি হরণ করেন সেই গঙ্গা। পুরাণে বর্ণিত গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের দিন। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমী।

দশা — অবস্থা। দুরবস্থা। বাল্যযৌবনাদি অবস্থা। [ঃদশ 'দশা'।] (হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে) গ্রহের প্রভাবকাল। [ঃ রবির 'দশা'।] ভাবাবেশ, সমাধিস্থ অবস্থা। [ঃ 'দশা' পাওয়া।] **শনির দশা** — দুঃসময়। **শেষ দশা** — বার্ধক্য। মৃত্যুকাল।

দশানন — যাহার দশটি মুখ আছে, রামায়ণে

বর্ণিত রাক্ষসরাজ রাবণ।

দশাবতার — বিষ্ণুর দশ রূপ (মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রামচন্দ্র বলরাম বুদ্ধ কল্কি)।

দশাবতার — বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রচলিত একরকম তাস ও উহার খেলা (ইহাতে ১২০ খানি তাস লইয়া খেলিতে হয়)।

দশাশ্ব — যিনি দশ ঘোড়ার রথে চড়েন, পুরাণে বর্ণিত চন্দ্রদেব।

দশাশ্বমেধ — দশটি ঘোড়া বলি দেওয়া হয় এমন যজ্ঞ।

দশাশ্বমেধ ঘাট — কাশীর বিখ্যাত ঘাট যেখানে হিন্দু পুণ্যার্থীরা স্নান করেন (ব্রহ্মা এখানে দশাশ্বমেধ করিয়াছিলেন এই অর্থে)।

দশাসই — লম্বাচওড়া চেহারা আছে এমন।

দশাস্য — দশানন, রাবণ।

দশাহ — দশ দিন।

দশি — কাপড়ের পাশের দিকেব আলগা সুতা, কাপড়ের ছিলা বা আঁচলা।

দষ্ট — যাহাকে দংশন করা হইয়াছে। দাঁতের দ্বারা ছিন্ন। [ঃ'দষ্ট' স্থান।]

দসেরা — দশহরা। বিজয়া দশমী।

দস্তখত — হাতের সই, স্বাক্ষর। [ঃ'দস্তখত' করা।]

দস্তা — রাংজাতীয় একরকম ধাতু।

দস্তানা — হাতের আঙুল হইতে কব্জি পর্যন্ত একরকম আবরণ, হাতমোজা।

দস্তাবেজ — দলিল, প্রমাণমূলক কাগজপত্র।

দস্তুর — রীতি, প্রথা, নিয়ম।

দস্তুরমত, দস্তুরমতো — রীতিমত। প্রচুর, খুব।

দস্তুরি — ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইবার জন্য দ্রব্যমূল্য অনুসারে প্রাপ্য অর্থ, দালালি, কমিশন।

দস্যি — (দস্যুর মতো) দুরন্ত। [ঃ'দস্যি' ছেলে।]

দস্যিপনা — দুরন্তপনা, দুষ্টামি।

দস্যু — ডাকাত। প্রাচীন অনার্যদের নাম (এই নামে প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণ প্রাচীন ভারতীয় অনার্যগণকে অভিহিত করিতেন)।

দস্যুতা — ডাকাতি, দস্যুর কাজ।

দহ — অগাধ ঘূর্ণিজল, দ।

দহন — জ্বলন, পোড়া, দাহ। আগুন।

দহনীয় — যাহা পুড়ে বা পোড়ানো যায়, দাহ্য।

দহরম — (নিন্দার্থে) ঘনিষ্ঠতা বা মেলামেশা।

দহরম-মহরম — মাখামাখি ও ফূর্তি।

দহলা — দশ ফোঁটা চিহ্নিত তাস।

দহা — পোড়া, দহন করা। দগ্ধ হওয়া।

দহ্যমান — যাহা পুড়িতেছে।

দা — কাটিবার উপযোগী অস্ত্র, কাটারি।

-দা — সংক্ষেপে দাদা বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ'বড়দা'।]

-দা — যে (স্ত্রী) দান করে অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ'বরদা'।]

দাই — ধাই, ধাত্রী। দাসী।

দাইল — ('দাল' দেখ।)

দাউদ — বাইবেলে বর্ণিত বিখ্যাত রাজর্ষি, ডেভিড।

দাউদাউ — আগুনের জোর জ্বলন সূচক অনুকার।

দাঁও — লাভজনক সুযোগ।

দাওনা — (প্রাচীন কবিতায়) পাগল। [ঃ 'দাওনা' গাজী।]

দাওয়া — বারান্দা, রোয়াক।

দাওয়া — পাওনা দাবি। [ঃ দাবি-'দাওয়া'।]

দাওয়াই — ঔষধ।

দাওয়াইখানা — ঔষধালয়, ডিসপেনসারি।

দাওলি — ছোট দা।

দাক্ষায়ণী — প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, সতী, দুর্গা।

দাক্ষিণাত্য — বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার উত্তরে অবস্থিত ভারত। দক্ষিণ ভারত। দক্ষিণ ভারতীয়। [ঃ 'দাক্ষিণাত্য' ব্রাহ্মণ।]

দাক্ষিণ্য — দয়া, দানশীলতা। উদারতা।

দাখিল — পেশ, যথাস্থানে অর্পণ। [ঃ খাজনা 'দাখিল' করা।] উপনীত, হাজির। সমান। [ঃ মরার 'দাখিল'।]

দাখিলা — দাখিল করা বা দেওয়া হইয়াছে এইরূপ স্বীকৃতিসূচক পত্র, রসিদ।

দাখিলী — দাখিল করা হইয়াছে এমন। দাখিল সংক্রান্ত।

দাগ — চিহ্ন, রেখা। কলঙ্ক, কালিমা।

দাগড়া — প্রহার বা ঘর্ষণের ফলে চিহ্ন ও স্ফীতি।

দাগা — মনে আঘাত, বেদনা। [ঃ 'দাগা' দেওয়া।]

দাগা — দাগ কাটা, চিহ্নিত করা। গোলা ইত্যাদি নিক্ষেপ করা। [ঃ কামান 'দাগা'।]

দাগাবাজ — প্রতারক, ধূর্ত।

দাগাবাজি — প্রতারণা, ধূর্ততা।

দাগী — দাগযুক্ত। ঈষৎ পচা। [ঃ 'দাগী' ফল।] পূর্বে দণ্ডিত। [ঃ 'দাগী' আসামী।]

দাঙ্গা — (প্রায়ই বহুলোকের মধ্যে) পরস্পর আক্রমণ, খুনজখম ও মারামারি। [ঃ 'দাঙ্গা' বাধা।]

দাঙ্গাকারী — যে দাঙ্গা করে, দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করে এমন।

দাঙ্গাবাজ — যে দাঙ্গা করিতে ভালোবাসে, মারামারি ও খুনজখমে অভ্যস্ত।

দাঙ্গাহাঙ্গামা — মারামারি খুনজখম ইত্যাদি গোলযোগ।

দাড় — কাঁকড়া ও চিংড়ি ইত্যাদির শক্ত আবরণওয়ালা দাঁতালো চিমটের মতো লম্বা অঙ্গ।

দাঁড় — নৌকা চালাইবার জন্য জলে বার বার ফেলিয়া টানিবার উপযুক্ত একরকম কাঠের দণ্ড। [ঃ 'দাঁড়' টানা; ঃ 'দাঁড়' ফেলা।] পাখি ইত্যাদির বসিবার উপযোগী দণ্ড। [ঃ 'দাঁড়ে' বসা।]

দাঁড় — দণ্ডায়মান, খাড়া। [ঃ 'দাঁড়' করানো।] অপেক্ষিত, থামানো হইয়াছে এমন। [ঃ গাড়ি 'দাঁড়' করাও।]

দাঁড়কাক — একরকম ঘোর কালো রঙের কাক।

দাড়া — ('দাড়' দেখ।)

দাঁড়ানো — খাড়া বা দণ্ডায়মান হওয়া। অপেক্ষা করা, থামা। [ঃ গাড়ি 'দাঁড়ায়'।] জল ইত্যাদি জমা হওয়া। [ঃ জল 'দাঁড়ানো'।] সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। [ঃ কারবার 'দাঁড়ানো'।] অবস্থা বা পরিণতি লাভ করা। [ঃ লেখাটা কেমন 'দাঁড়াবে' কে জানে; ঃ ব্যাপারটা 'দাঁড়ালো' এই যে—।]

দাড়ি — গণ্ড ও চিবুকের লোম, শ্মশ্রু। চিবুক, থুতনি।

দাঁড়ি — পাল্লা, নিক্তি।

দাঁড়ি — লিখিত বাক্যের শেষের ছেদ চিহ্ন, পূর্ণচ্ছেদ, '।' চিহ্ন।

দাঁড়িপাল্লা — নিক্তি, তুলাদণ্ড।

দাড়িম, দাড়িম্ব — ডালিম, বেদানা জাতীয় একরকম ফল। **দাড়িম্বপুষ্প** — ডালিমের ফুল। **দাড়িম্বপুষ্পবর্ণা** — ডালিম ফুলের মতো রং যাহার (স্ত্রী)।

দাঁড়ী — যে নৌকার দাঁড় টানে। [ঃ 'দাঁড়ী'-মাঝী।]

দাঁত — চিবাইবার অঙ্গ, দন্ত। কাস্তে ইত্যাদির খাঁজ। **দাঁত ওঠা** — মাড়ি ভেদ

করিয়া দাঁত বাহির হওয়া। **দাঁতকড়া** — দাঁতের কনকনানি, দন্তশূল। **দাঁতকপাটি** — দাঁতে দাঁত চাপিয়া বসা, মূর্ছা। **দাঁত খিচানো** — বিরক্তি প্রকাশ করা। **দাঁত খিঁচুনি** — বিরক্তি প্রকাশ, তিরস্কার। **দাঁতের গোড়া** — দাঁতের মাড়ি, দন্তমূল। **দাঁত তোলা** — দাঁত উপড়াইয়া ফেলা। **দাঁত ফোটানো** — বুঝিতে সমর্থ হওয়া, দন্তস্ফুট করা। **দাঁত বসানো** — কামড় দিয়া ক্ষত করা, দাঁতের দাগ বসানো। **দাঁত বাঁধানো** — কৃত্রিম দাঁত লাগানো। **দাঁত বাহির করা, দাঁত বের করা** — (নিন্দায়) হাসা। **দাঁত মাজা** — কাঠি ইত্যাদি দিয়া ঘষিয়া দাঁত পরিষ্কার করা। **আক্কেল দাঁত** — অধিক বয়সে বাহির হয় এমন কশের দাঁত। **চিরণ দাঁত** — চিরুণির মতো সরু উঁচু দাঁত। **দুধে দাঁত** — দুগ্ধপোষ্য শিশুর দাঁত।

দাঁতন — দাঁত মাজিবার কাঠি। ঐরূপ কাঠি ইত্যাদি দিয়া দাঁত পরিষ্কার করণ। [ঃ'দাঁতন' করা।] •

দাতব্য — দানের যোগ্য। যাহা বা যেখানে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। [ঃ'দাতব্য' চিকিৎসালয়।]

দাতা — যে দান করে, দানশীল। যে দেয়। [ঃমূল্য-'দাতা'; ঃ কর-'দাতা'।]

দাঁতানো — দা ইত্যাদির ধারে খাঁজ কাটিয়া দাঁতের মতো করা।

দাঁতাল — ('দাঁতালো' দেখ।)

দাঁতালো — দাঁত আছে এমন। বড় বড় দাঁত আছে এমন। (দা ইত্যাদি) খাঁজ-কাটা।

দাত্র — দা, কাটারী।

দাত্রী — স্ত্রী দাতা। স্ত্রী বুঝাইতে দান করে বা দেয় অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃজ্ঞান'দাত্রী'।]

দাদ — একরকম চর্মরোগ, দদ্রু।

দাদ — প্রতিশোধ। [ঃ'দাদ' তোলা।]

দাদখানি, দাদখানী — ('দাউদ খানী' এই মূল অর্থে) একরকম সরু চাউল।

দাদন — অগ্রিম মজুরি বা দাম, বায়না।

দাদরা — (সংগীতে) একরকম তাল।

দাদা — বড় ভাই। পিতামহ মাতামহ বা তাঁহাদের মতো ব্যক্তিদের প্রতি সম্বোধন। নাতী বা নাতীর মতো ব্যক্তিদের প্রতি স্নেহ সম্বোধন। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সাদর সম্ভাষণ। **দাদাঠাকুর** — গ্রাম সম্পর্কে অব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রাহ্মণকে সম্বোধন সূচক শব্দ। **দাদাবাবু** — বাড়ির বয়স্ক ছেলের প্রতি ঝি-চাকর প্রভৃতির সাদর সম্ভাষণ। (তুঃ 'দিদিমণি'।) জামাইবাবু। **দাদামশায়, দাদামহাশয়** — ('দাদু' দেখ।) **দাদাশ্বশুর** — স্বামীর বা স্ত্রীর পিতামহ বা মাতামহ বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি।

দাদামি — ('দাদাত্ব' দেখ।)

দাদী — পিতামহী, বাবার মা। [ঃএই-খানে তোর 'দাদীর' কবর।]

দাদু — বাবার বা মায়ের বাবা কাকা-জেঠা বা তত্তুল্য ব্যক্তি।

দাদু — ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তক।

দাদুপন্থী — দাদু প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসী বা ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত।

দাদুর — (কবিতায়) ব্যাং, দর্দুর। **স্ত্রী.** — **দাদুরী**।

দাদাত্ব — (ব্যঙ্গে) বড় ভাইয়ের মতো ভাব বা আচরণ।

দান — বিনিময়ে কিছু গ্রহণ না করিয়া অর্পণ বা বিতরণ। [ঃদরিদ্রকে ধন 'দান' কর।] বিনামূল্যে দত্ত বা প্রাপ্ত বস্তু। [ঃদেবতার 'দান'।]

দান — খেলায় বার বা পালা।
দান — বাজারের শুল্ক বা কর।
-দান — রাখিবার ফেলিবার বা দিবার উপযোগী পাত্র অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পিক-'দান'; ঃ বাতি-'দান'।]
দানপত্র — দান বা বিনামূল্যে অর্পণ সম্পর্কে লিখিত দলিল।
দানব — দৈত্য, দনুর পুত্র, দনুজ। **দানবদলন** — অসুর নিধন। যে দানবকে ধ্বংস করে, দৈত্যকুল ধ্বংসকারী। স্ত্রী. — **দানবদলনী**। **দানবসংহার** — দৈত্যকুল-নাশ, দৈত্যবধ।
দানবারি — দানবের শত্রু, দানবদলনকারী।
দানবিক — দানব সংক্রান্ত। দানবের মতো। [ঃ 'দানবিক' শক্তি।]
দানবী — স্ত্রী দানব, অসুরী।
দানবীয় — ('দানবিক' দেখ।)
দানবীর — দান করায় যিনি দুঃসাহসের পরিচয় দেন, পরম দানশীল।
দানশীল — যিনি প্রায়ই দান করেন, দান করা যাঁহার অভ্যাস। বি. — **দানশীলতা**।
দানসাগর — হিন্দুশাস্ত্রবিহিত দানের অনুষ্ঠান। বল্লাল সেন-রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।
দানসামগ্রী — দানের জিনিস, দানরূপে প্রাপ্ত জিনিসপত্র।
দানা — শস্যাদির বীজ। ঘোড়ার ছোলা। ছোট গোলাকার বীজ বা বস্তু, গোলাকার কণা। [ঃ চিনির 'দানা'।] খাদ্য। [ঃ 'দানা'-পানি।]
দানা — দৈত্য। অপদেবতা, ভূতপ্রেত।
দানাদার — ছানা ও চিনি যোগে প্রস্তুত একরকম মিষ্টান্ন।
দানাদার — জ্ঞানী। অন্নদাতা। [ঃ "তুই 'দানাদার', দরাজদস্ত এই দীন দুনিয়ায়।"]
দানাপানি — অন্নজল, খাদ্য ও পানীয়।
-দানি — ফেলিবার বা রাখিবার স্থান বা পাত্র বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পিক-'দানি'; ঃ পা-'দানি'।]
দানিশবন্দ্ — পুণ্যবান্, ধার্মিক।
দানী — যে দান করে। দানশীল।
দানী — (প্রাচীন কবিতায়) শুল্ক আদায়-কারী।
দানীয় — দানের যোগ্য। দান গ্রহণের উপযুক্ত।
দানো — দানব। অপদেবতা, ভূতপ্রেত।
দান্ত — ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছে এমন। [ঃ শান্ত-'দান্ত'।]
দান্তি — সংযম, ইন্দ্রিয়দমন।
দাপ — দর্প, অহংকার। প্রতাপ, দাপট। সজোরে আঘাত। [ঃ পদ-'দাপে' কম্পিত মেদিনী।]
দাপট — দুর্দম প্রতাপ, তেজ। [ঃ ঝড়ের 'দাপট'।]
দাপনা — ('দাবনা' দেখ।)
দাপাদাপি — সদর্পে বা সশব্দে চলাফেরা, দৌড়ঝাঁপ। [ঃ 'দাপাদাপি' করা।]
দাপানো — দর্প প্রকাশ করা, আস্ফালন করা। দাপাদাপি করা।
দাপুনি — দাপট, প্রতাপ। দর্প প্রকাশ, আস্ফালন।
দাব — বন। [ঃ দাব-'দাহ'।] দাবানল। [ঃ দাব-দগ্ধ।]
দাব — (প্রাচীন কবিতায়) শাসন, ধমক।
দাবড়ানি — দাবড়ি, ধমক, তিরস্কার।
দাবড়ানো — দাবড়ি দেওয়া, ধমক দেওয়া।
দাবড়ি — ধমক, তিরস্কার, দাবড়ানি।
দাবদাহ — বনে অগ্নিকাণ্ড।
দাবনা — ঊরুর মাংসল অংশ।

দাবা — শতরঞ্চ খেলা। শতরঞ্চ খেলার মন্ত্রী নামক ঘুঁটি।

দাবা — দাওয়া, রোয়াক, দরজার পার্শ্বস্থ উঁচু বারান্দা।

দাবা — বসিয়া যাওয়া, নীচু হওয়া। [ঃ মাটির দেওয়াল 'দাবা'।] নত হওয়া। চাপা, মর্দন করা, ঘর্ষণ করা, ডাবা। [ঃ মালিশ 'দেবে' লাগানো।] **বগলদাবা** — বগলে চাপা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বগলদাবা' করা।]

দাবাই — ঔষধ, দাওয়াই। [ঃ 'দাবাই' দেওয়া।]

দাবাগ্নি, দাবানল — বনে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণের ফলে যে আগুন জ্বলিয়া ওঠে তাহা।

দাবানো — শাসন করা, দমন করা, চাপিয়া রাখা। নীচু করা, বসাইয়া দেওয়া।

দাবাবোড়ে — শতরঞ্চ খেলার সমুদয় ঘুঁটি।

দাবি, দাবী — অধিকার বা স্বত্ব ঘোষণা, অধিকার বলে পাইতে ইচ্ছা। [ঃ 'দাবী' করা।]

দাবি-দাওয়া — দাবি, প্রাপ্তির ইচ্ছা। [ঃ 'দাবি-দাওয়া' নাই।]

দাবিদার, দাবীদার — যে দাবি করে।

দাম — মূল্য, দর। **দাম করা** — দাম জিজ্ঞাসা করা। দাম লইয়া তর্ক করা।

দাম — রজ্জু, সূত্র। [ঃ 'দামোদর'।]

দাম — একরকম জলজ তৃণ, দল।

দাম — গুচ্ছ, সমূহ। [ঃ কেশ-'দাম'।]

দামড়া — ছিন্নমুষ্ক ষণ্ড। অপদার্থ যুবক।

দামামা — একরকম ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

দামাল — দুরন্ত, অশান্ত। [ঃ 'দামাল' ছেলে।]

দামিনী — বিদ্যুৎ।

দামী — মূল্যবান। যাহার দাম বেশী।

দামোদর — **কৃষ্ণ** (যাঁহার কটিতে দড়ি বা সূতা আছে এই মূল অর্থে)। পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত নদ।

দাম্পত্য — দম্পতি বা স্বামী-স্ত্রী সংক্রান্ত। [ঃ 'দাম্পত্য' কলহ।]

দাম্ভিক — অহংকারী, দর্পিত। বি. — **দাম্ভিকতা**।

দায় — কর্তব্য পালনের দায়িত্ব। [ঃ কন্যা-'দায়'; ঃ পিতৃ-'দায়'।] প্রয়োজন, গরজ, ঠেকা। [ঃ 'দায়ে' পড়া; ঃ পেটের 'দায়ে'।] অপরাধ, অভিযুক্ত অবস্থা। [ঃ চুরির 'দায়ে' জেল; ঃ খুনের 'দায়ে' পড়া।] **কন্যাদায়** — মেয়ের বিবাহ দেওয়ার কঠোর কর্তব্য। **পিতৃদায়** — পিতার শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের কঠোর কর্তব্য। **মাতৃদায়** — মাতার শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের কঠোর দায়িত্ব।

দায় — উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তি।

দায়গ্রস্ত — যাহার উপর কঠোর কর্তব্য-পালনেব দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।

দায়ভাগ — জীমূতবাহন-রচিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ।

দায়মাল — চোরাই মাল। যে মাল সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছে।

-দায়ক — 'দেয়' বা 'ঘটায়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পীড়া-'দায়ক'; ঃ ক্লান্তি-'দায়ক'।] স্ত্রী. — **-দায়িকা**।

দায়রা — ফৌজদারী মামলার উচ্চ আদালত, সেসন্‌স্ কোর্ট। **দায়রাসোপরদ্দ** — বিচারের জন্য দায়রায় বা সেসন্‌স্ কোর্টে প্রেরিত।

দায়াদ — উত্তরাধিকারী। জ্ঞাতি। পুত্র।

দায়িক — দায়ী। দায়যুক্ত, বাধ্য।

দায়িত্ব — ঝুঁকি, কর্তব্যপালনের ভার। [ঃ 'দায়িত্ব' লওয়া।] **দায়িত্বজ্ঞান, দায়িত্ব-**

বোধ — কোনও কাজ সম্পর্কে গুরুত্ব-বোধ বা চেতনা।

-দায়িনী — 'যে (স্ত্রী) দেয়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃবাণী বিদ্যা-'দায়িনী।']

দায়ী — যাহার উপর কর্তব্যের ভার থাকে, যে দায়িত্ব লয়। (নিন্দার্থে) যে কোনও কাজ করে বা ঘটায়। [ঃমৃত্যুর জন্য তুমিই 'দায়ী'।] অপরাধী।

দায়ের — রুজু, বিচারার্থ উত্থাপিত। [ঃমামলা 'দায়ের' করা।]

দার — পত্নী। **দারগ্রহণ, দারপরিগ্রহ** — বিবাহ। [ঃ'দারগ্রহণ' করা।] **পরদার** — অপরের স্ত্রী। **পরদারগামী** — যে অপরের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে।

-দার — 'আছে', 'বিশিষ্ট', 'মালিক', 'কর্তা' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়, -ওয়ালা। [ঃপাওনা-'দার'; ঃ চুড়ি-'দার'; ঃ জমি-'দার'; ঃ দোকান-'দার'।] বি. — **-দারি** [ঃদোকান-'দারি' করা।] বিণ. — **-দারী**। [ঃ দোকান-'দারী' কথা।]

দারকর্ম, দারকর্ম্ম — বিবাহ।

দারগ্রহণ, দারপরিগ্রহ — ('দার' দেখ।)

দারা — ('দার' দেখ।)

দারিকা — কন্যা।

দারিদ্র, দারিদ্র্য — গরীবের অবস্থা, অর্থ-হীনতা, দরিদ্রতা। অপ্রাচুর্য, অভাব। [ঃকল্পনার 'দারিদ্র্য'।]

দারী — (প্রাচীন কবিতায়) গণিকা, বেশ্যা।

দারু — কাঠ। [ঃ'দারু'-নির্মিত বিগ্রহ।]

দারু — মদ।

দারুচিনি — একরকম গাছের মিষ্ট সুগন্ধ ছাল।

দারুণ — ভয়ানক, অতিশয়, উগ্র, দুঃসহ। নিষ্ঠুর।

দারুব্রহ্ম — পুরীর জগন্নাথের কাঠের মূর্তি।

দারুময় — কাষ্ঠনির্মিত। [ঃ'দারুময়' মূর্তি।] বি. — **দারুময়তা**। স্ত্রী. — **দারুময়ী**।

দারোগা — পুলিশ বিভাগের অধস্তন কর্মচারী, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর।

দারোয়ান — দ্বাররক্ষক, দ্বারের প্রহরী।

দার্ঢ্য — দৃঢ়তা। কাঠিন্য।

দার্শনিক — দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত [ঃ 'দার্শনিক' তত্ত্ব।] দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত।

দাল — মুগ মসুর ইত্যাদি শস্য। মুগ মসুর ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত তরল খাদ্যদ্রব্য।

দালদা — একরকম জমানো তেল।

দালান — পাকা বাড়ি। মণ্ডপতুল্য বিস্তৃত ঘর, হলঘর। [ঃঠাকুর-'দালান'।] বারান্দা।

দালাল — যে ব্যক্তি ক্রেতার সহিত বিক্রেতার যোগাযোগ ঘটায়। (নিন্দার্থে) প্রচারক, নিযুক্ত কর্মী। ধর্মঘটের সময় ধর্মঘটে যোগদান করে না এমন শ্রমিক।

দালাল — উঁচু জমিতে জাত (পাট)।

দালালি — দালালের কাজ। দালালের পারিশ্রমিক।

দালালী — দালালের যোগ্য। [ঃ'দালালী' মনোভাব।]

দাশ — বৈদ্য জাতির উপাধি বিশেষ। ধীবর, জেলে।

দাশরথি — দশরথের পুত্র, রাম।

দাস — চাকর, ভৃত্য। ক্রীতদাস, গোলাম। প্রাচীন অনার্য জাতি, দস্যু। ধীবর। হিন্দুর উপাধি বিশেষ। স্ত্রী. — **দাসী**।

দাসখত — দাসত্ব করিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি।

দাসত্ব — চাকরের কাজ বা অবস্থা। ক্রীতদাসের অবস্থা, গোলামি।

দাসত্বপ্রথা — মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের এবং ক্রীতদাসদিগকে খাটাইবার প্রথা।

দাসব্যবসায় — মানুষ বেচা-কেনা, দাস-দাসীর ক্রয়-বিক্রয়।

দাসমনোভাব — নিজেকে অপরের বশীভূত এবং অপর হইতে নিকৃষ্ট মনে করিবার কদভ্যাস।

দাসানুদাস — ভৃত্যেরও ভৃত্য, দাসেরও দাস। অতি দীন ও বশীভূত।

দাসী — চাকরানী। ক্রীতদাসী। শূদ্রাণী।

দাসীকন্যা — চাকরানীর মেয়ে। শূদ্রাণীর মেয়ে।

দাসীপনা — দাসীর মতো কাজ বা আচরণ।

দাসীপুত্র — চাকরানীর ছেলে। শূদ্রাণীর ছেলে।

দাসীবৃত্তি — চাকরানীর কাজ, চাকরানীর পেশা।

দাস্ত — মলত্যাগ। [ঃ 'দাস্ত' হওয়া।] মল। [ঃ জলের মতো 'দাস্ত'।]

দাস্য — দাসত্ব, দাস্যের ভাব। দীনতা, পরম বিনয়।

দাস্যবৃত্তি — দাসের কাজ বা পেশা। চাকরির দ্বারা জীবিকা অর্জন।

দাহ — পোড়া, দহন, জ্বলন। [ঃ শব-'দাহ'।] দুঃসহ যন্ত্রণা। [ঃ সর্বাঙ্গে 'দাহ'।] সন্তাপ, দুঃসহ শোক।

দাহক — যে বা যাহা পোড়ায়, দহনকারী। স্ত্রী. — **দাহিকা**।

দাহন — পোড়ানো, দগ্ধকরণ। দুঃসহ যন্ত্রণা প্রদান।

দাহিকা — দহন করে এমন (স্ত্রী)। [ঃ 'দাহিকা' শক্তি।]

দাহ্য — যাহা পুড়তে পারে, পুড়িবার যোগ্য। [ঃ 'দাহ্য' বস্তু।] বি. — **দাহ্যতা**।

-দি — (সংক্ষেপে) দিদি। [ঃ 'বড়দি'।]

দিক্ — উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ইত্যাদি। অভিমুখ। [ঃ আমার 'দিকে'।] পার্শ্ববর্তী স্থান। [ঃ বাম 'দিক্'।] অঞ্চল, স্থান। [ঃ সে 'দিকে'।]

দিক্চক্র, দিক্চক্রবাল — দূরে যেখানে আকাশ ও পৃথিবী মিশিয়াছে মনে হয় এমন বৃত্তাকার রেখা।

দিক্-দিগন্ত — বহু দিক ও বহু দূরবর্তী স্থান। [ঃ 'দিক্-দিগন্তে' ছড়াইয়া পড়িল।]

দিক্-দিগন্তর — বহু দিক, নানা দিক।

দিক্-নির্ণয় — কোন্‌টি কোন্ দিক তাহা স্থির করণ।

দিক্-নির্ণয় যন্ত্র — দিক্ স্থির করিবার উপযোগী যন্ত্র, কম্পাস।

দিক্পাল — ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি অষ্টদিকের অধিষ্ঠাতা দেবতা। প্রভাব-প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি।

দিক্শূল — হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে যেদিন কোন দিকে যাত্রা নিষিদ্ধ।

দিক্সীমা — দিগন্ত, চক্রবাল।

দিক্-হস্তী — পুরাণে বর্ণিত ঐরাবতাদি অষ্ট দিক্-রক্ষী হস্তী।

দিক — ('দিক্' দেখ।)

দিক — বিরক্ত, উত্ত্যক্ত। [ঃ 'দিক' করা।]

দিকদারি — বিরক্তিকর কাজ। [ঃ একি 'দিকদারি'!)

দিকিন, দিকিনি — কথার মাত্রা, দেখি। [ঃ কই বল 'দিকিনি'।]

দিগঙ্গনা — অষ্টদিকের অধিবাসিনী দিব্যাঙ্গনা। নারীরূপে কল্পিতা চতুর্দিক।

দিগন্ত — যেখানে আকাশ ও পৃথিবী মিলিয়াছে মনে হয়, চক্রবাল।

দিগন্তপ্রসারী, দিগন্তবিতত, দিগন্তবিস্তৃত, দিগন্তব্যাপী — চক্রবাল পর্যন্ত প্রসারিত।

বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। [ঃ 'দিগন্ত-বিস্তৃত' মরুভূমি।]
দিগন্তর — অন্য দিক্। [ঃ দিক্-'দিগন্তর'।]
দিগম্বর — উলঙ্গ, বস্ত্রহীন। শিব, মহাদেব। জৈনদের একটি সম্প্রদায়।
দিগম্বরী — বিবস্ত্রা, উলঙ্গিনী। কালী।
দিগর — (ব্যক্তি সম্পর্কে আদালতী ভাষায়) ইত্যাদি, প্রভৃতি, গণ।
দিগ্‌গজ — পণ্ডিতের উপাধি। মহা পণ্ডিত। (ব্যঙ্গে) মূর্খ। ('দিক্‌হস্তী' দেখ।)
দিগ্‌দর্শন — কোনও বিষয় সম্পর্কে মোটা-মুটি আলোচনা ও নির্দেশ। দিক্ নির্ণয় বা প্রদর্শন।
দিগ্‌দর্শন — দিক্ নিরূপণের যন্ত্র, কম্পাস।
দিগ্‌দর্শী — কোনও বিষয় সম্পর্কে যিনি নির্দেশ দিতে পারেন, জ্ঞানী।
দিগ্‌দিগন্ত — ('দিক্-দিগন্ত' দেখ।)
দিগ্‌দিগন্তর — ('দিক্-দিগন্তর' দেখ।)
দিগ্ধ — মাখানো, লিপ্ত, মিশ্রিত। [ঃ বিষ-'দিগ্ধ' বাণ।]
দিগ্‌নির্ণয় — ('দিক্-নির্ণয়' দেখ)
দিগ্‌বধূ — ('দিগঙ্গনা' দেখ।)
দিগ্‌বলয় — ('দিক্‌চক্র' দেখ।)
দিগ্‌বসন — দিগম্বর, উলঙ্গ, বিবস্ত্র। স্ত্রী.— **দিগ্‌বসনা**।
দিগ্‌বিজয় — বহুদিক্ বা নানা দেশ জয়।
দিগ্‌বিজয়ী — দিগ্‌বিজয় করিয়াছে এমন। [ঃ 'দিগ্‌বিজয়ী' বীর; ঃ 'দিগ্‌বিজয়ী' পণ্ডিত।]
দিগ্‌বিদিক্ — দিক্ ও তাহার বিপরীত দিক্। দিক্ নিরূপণের শক্তি, দিক্ সম্পর্কে জ্ঞান। [ঃ 'দিগ্‌বিদিক্' হারানো।]
দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞান — ভালোমন্দ হিতাহিত ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে বিবেচনা শক্তি।
দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য — অতিশয় উত্তেজনা বা আতঙ্কের ফলে বুদ্ধিবিবেচনাহীন।
দিগ্‌ভ্রম — এক দিক্‌কে অন্য দিক্ বলিয়া ভাবা, দিক্ নির্ণয়ে ভুল।
দিগ্‌ভ্রান্ত — দিক্ নির্ণয়ে যাহার ভুল হইয়াছে, দিশেহারা।
দিগ্‌ভ্রান্তি — ('দিগ্‌ভ্রম' দেখ।)
দিঘল — দীর্ঘ, লম্বা। [ঃ 'দিঘল' চেহারা।]
দিঘি — লম্বা বা বড় পুকুর।
দিঙ্‌নাগ — ('দিক্‌হস্তী' দেখ।)
দিঙ্‌মণ্ডল — ('দিক্‌চক্র' দেখ।)
দিঙ্‌মূঢ় — দিগ্‌ভ্রান্ত।
দিঠি — (কবিতায়) দৃষ্টি।
দিতি — পুরাণে বর্ণিতা দৈত্যগণের মাতা, দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী, দনু।
দিতিসুত — দৈত্য, অসুর, দনুজ।
দিৎসা — দান করিবার ইচ্ছা, দেওয়ার ইচ্ছা।
দিৎসু — দিতে বা দান করিতে ইচ্ছুক।
দিদি — জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সম্মানার্থে বয়োজ্যেষ্ঠা নারীর প্রতি সম্বোধন। নাতিনী বা তৎসম্পর্কীয়াদের প্রতি সম্বোধন। পিতামহী মাতামহী বা তৎসম্পর্কীয়াদের প্রতি সম্বোধন।
দিদিমণি — ঝি-চাকর প্রভৃতি কর্তৃক মনিবকন্যার প্রতি সম্বোধন। শিক্ষিকা।
দিদিমা — মাতামহী। মায়ের মা কাকীমা জেঠাইমা মাসীমা মামীমা ইত্যাদি।
দিদৃক্ষমাণ — ('দিদৃক্ষু' দেখ।)
দিদৃক্ষা — দেখিবার ইচ্ছা, দর্শনেচ্ছা।
দিদৃক্ষু — দেখিতে ইচ্ছুক, দর্শনেচ্ছু।
দিন্ — ধর্ম। [ঃ 'দিন্'-দুনিয়ার মালিক; মোগল সৈন্য ঃ 'দিন্' 'দিন্' রবে ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

দিন — দিবস, দিবা, রাত্রির বিপরীত সময়, সূর্যের উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত কাল। [ঃ 'দিন'-রাত।] দিন ও রাত্রি, সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়, ২৪ ঘণ্টা। **দিন করা** — দিন স্থির করা। **দিন কাটানো** — কোনওরকমে জীবিকানির্বাহ করা। **দিনকাল** — সময়, সাময়িক অবস্থা বা পরিবেশ। [ঃ 'দিন-কাল' যা পড়েছে!] **দিনক্ষণ** — শুভদিন ও শুভ ক্ষণ। [ঃ 'দিন-ক্ষণ' দেখিয়া কাজ করা।] **দিন-গত পাপক্ষয়** — প্রাত্যাহিক কৃত্য বা দৈনিক কাজ কোনও রকমে সমাপন। **দিন গুজরানো** — ('দিন কাটানো' দেখ।) **দিন গোনা** — দীর্ঘকাল ধৈর্যের সহিত প্রতীক্ষা করা। **দিন চলা** — কোনওরূপে সংসারের ব্যয় নির্বাহিত হওয়া। **দিনে-ডাকাতি** — ('দিন দুপুরে ডাকাতি' দেখ।) **দিন-দিন** — যতই দিন যাইতেছে তত। [ঃ 'দিন-দিন' তোমার একি চেহারা হইতেছে!] **দিন দুপুরে ডাকাতি** — সহজেই ধরা পড়ে এমন নির্লজ্জ প্রতারণা ও মিথ্যাভাষণ। **দিনের দিন** — নির্দিষ্ট দিন। **দিনের বেলা** — দিবা ভাগ, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। **দিন ফুরানো** — আয়ু শেষ হওয়া, মৃত্যুকাল ঘনাইয়া আসা।

দিনকর — সূর্য।

দিনকানা — দিনে দেখিতে পায় না এমন, দিবান্ধ।

দিনক্ষয় — দিনযাপন।

দিননাথ — সূর্য।

দিনমজুর — রোজ হিসাবে পারিশ্রমিক লয় এমন শ্রমিক।

দিনমজুরি — দিনমজুরের কাজ।

দিনমণি — সূর্য।

দিনমান — দিবাভাগ, দিনের বেলা, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়।

দিনান্ত — দিনের শেষ, সায়ংকাল। সারা-দিন। [ঃ 'দিনান্ত' পরিশ্রম; ঃ 'দিনান্তে' একবার।]

দিনেমার — ডেনমার্ক দেশের লোক, ডেনিশ।

দিনেশ — সূর্য, দিননাথ।

দিবস — দিন, দিনমান। পবিত্র স্মরণীয় দিন এবং তৎসম্পর্কে পালনীয় অনুষ্ঠান। [ঃ স্বাধীনতা 'দিবস'।]

দিবা — দিনের বেলা, দিনমান।

দিবাকর — সূর্য।

দিবানিশি — দিন ও রাত্রি। সর্বদা, সকল সময়।

দিবাভাগ — সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, দিনের বেলা।

দিবান্ধ — দিবসে দেখিতে পায় না এমন, দিনকানা।

দিবারাত্র — দিনরাত, সর্বদা।

দিবাস্বপ্ন — অলীক কল্পনা, আকাশ-কুসুম রচনা।

দিব্বি — ('দিব্যি' দেখ।)

দিব্য — স্বর্গীয়। অলৌকিক। [ঃ 'দিব্য' দৃষ্টি।] সুন্দর। [ঃ 'দিব্য' চেহারা; ঃ 'দিব্য' কণ্ঠস্বর।]

দিব্য — শপথ, অঙ্গীকার। [ঃ 'দিব্য' করা।]

দিব্যচক্ষু — জ্ঞানচক্ষু, অলৌকিক জ্ঞান।

দিব্যজ্ঞান — অলৌকিক জ্ঞান।

দিব্যদর্শী — যাহার অলৌকিক জ্ঞান বা দৃষ্টি রহিয়াছে।

দিব্যনারী — স্বর্গবাসিনী নারী। অপ্সরা।

দিব্যনেত্র — অলৌকিক দৃষ্টি, অলৌকিক জ্ঞান।

দিব্যরথ — পুরাণে বর্ণিত শূন্যে গমনকারী স্বর্গীয় যান।

দিব্যাঙ্গনা — ('দিব্যনারী' দেখ।)
দিব্যাস্ত্র — স্বর্গীয় অস্ত্র, দেবদত্ত অস্ত্র।
দিব্যি — সুন্দর। [ঃ 'দিব্যি' চেহারা।] বেশ। [ঃ 'দিব্যি' আরামে আছ।] শপথ। [ঃ 'দিব্যি' ক'রে বলছি।] **দিব্যি গালা** — শপথ করা। **দিব্যি দেওয়া** — অন্যের উপর শপথ আরোপ করা।
দিব্যি-দিলেশা — শপথ সান্ত্বনা ইত্যাদি।
দিয়া — দান করিয়া। দ্বারা। [ঃ ছুরি 'দিয়া'।] সহিত। [ঃ চিনি 'দিয়া' দুধ।] ফাঁকে, ছিদ্রপথে। [ঃ জানালা 'দিয়া'] অনুসরণ বা গমন করিয়া। [ঃ পথ 'দিয়া'।]
দিয়ালা — নিদ্রিত শিশুর হাসি কান্না।
দিয়াশলাই — বারুদ লাগানো কাঠি যাহা ঠুকিলে আগুন জলে, ম্যাচকাঠি, দীপ-শলাকা।
দিয়ে — ('দিয়া' দেখ।)
দিল — হৃদয়, মন।
দিলখোশ — প্রফুল্লচিত্ত।
দিলদরিয়া — সমুদ্রের মতো মহান্ ও উদার হৃদয় যাহার। উদার, অকৃপণ। [ঃ 'দিলদরিয়া' ভাব।]
দিলদার — হৃদয়বান, মহানুভব। প্রিয়, মনের মানুষ।
দিলীপ — পুরাণে বর্ণিত সূর্যবংশীয় জনৈক রাজা।
দিল্লী — ভারতের রাজধানী। **দিল্লীকা লাড্ডু** — অতিশয় লোভনীয় কল্পিত বস্তু।
দিশ — (কবিতায়) দিক্।
দিশপাশ — শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা। [ঃ কাজের 'দিশপাশ' নাই।]
দিশা — দিক্। দিকের সন্ধান। সন্ধান, হদিস। (প্রাচীন কবিতায়) দিগ্ভ্রম।
দিশাহারা — দিগ্ভ্রান্ত। দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
দিশি — (কবিতায়) দিকে।
দিশী — দেশীয়। [ঃ 'দিশী' কাপড়।]
দিশে — ('দিশা' দেখ।)
দিশেহারা — ('দিশাহারা' দেখ।)
দিসি — (কবিতায়) দিবস। [ঃ 'নিশি-দিসি'।]
দিস্তা — মুষল, নোড়া। [ঃ হামান-'দিস্তা'।]
দিস্তা, দিস্তে — একত্র চব্বিশ তা কাগজ।
দিস্তাপড়া — গাঁটরিবাঁধা অবস্থায় থাকার ফলে খারাপ হইয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'দিস্তাপড়া' কাপড়।]
দীক্ষণীয় — দীক্ষার যোগ্য।
দীক্ষা — গুরুর নিকট মন্ত্রোপদেশ, ব্রত বা পবিত্র কার্য সাধনে নিয়োগ।
দীক্ষাগুরু — মন্ত্রদাতা, ব্রত বা পবিত্র কার্যসাধনে নিয়োগকর্তা।
দীক্ষিত — যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। ব্রত বা পবিত্র কার্যসাধনে নিযুক্ত।
দীঘল — ('দিঘল' দেখ।)
দীঘি, দীঘী — ('দিঘি' দেখ।)
দীন — দরিদ্র, গরীব। করুণ, ব্যথিত। [ঃ 'দীন' নয়নে।] অতিশয় বিনীত। স্ত্রী. — **দীনা**।
দীন্ — ('দিন্' দেখ।)
দীনতা — দারিদ্র্য। অভাব। বিনয়।
দীননাথ, দীনবন্ধু, দীনশরণ — দীনের আশ্রয়। ভগবান্।
দীনার — প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা।
দীনেশ — ('দীননাথ' দেখ।)
দীপ — সলিতা দিয়া জ্বালিবার উপযুক্ত তৈলাধার, প্রদীপ। উজ্জ্বলকারী, গৌরব-বর্ধনকারী। [ঃ কুল-'দীপ'।]
দীপক — সংগীতের রাগ বিশেষ।

উত্তেজক। উজ্জ্বলকারী।
দীপন — উত্তেজন। প্রজ্বলন।
দীপবর্তিকা, দীপবর্ত্তিকা — প্রদীপের বাতি।
দীপময় — বহু দীপে সজ্জিত। স্ত্রী. — **দীপময়ী।**
দীপমালা — সারি সারি বহু দীপ।
দীপশলাকা — দিয়াশলাই।
দীপশিখা — প্রদীপের শিখ।
দীপাধার — প্রদীপ রাখিবার পাত্র, পিলসুজ।
দীপান্বিতা — দেওয়ালির রাত্রি, দীপালী। বহু দীপে সজ্জিতা। [ঃ 'দীপান্বিতা' মহানগরী।]
দীপাবলী — দেওয়ালি, দীপালী। একত্র বহু দীপ, দীপমালা।
দীপালী — দেওয়ালী, দীপান্বিতা।
দীপালোক — প্রদীপের আলো।
দীপালোকিত — প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল।
দীপিকা — ছোট দীপ। দীপ। গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা টীকা।
দীপিত — আলোকিত। প্রজ্বলিত। উত্তেজিত।
দীপ্ত — উজ্জ্বল, ভাস্বর, জ্যোতির্ময়।
দীপ্তি — উজ্জ্বলতা, জ্যোতি, দ্যুতি। **দীপ্তি পাওয়া** — উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হওয়া, ঝকমক করা।
দীপ্তিময়, দীপ্তিমান্‌ — উজ্জ্বল, ভাস্বর, দীপ্ত।
দীপ্যমান — উজ্জ্বল, ভাস্বর। প্রকাশমান।
দীর্ঘ — লম্বা। বহুদূরব্যাপী। বহুক্ষণব্যাপী। (ব্যাকরণে) আ ঈ এ ইত্যাদি দুই মাত্রাবিশিষ্ট স্বর।
দীর্ঘকায় — লম্বা শরীর আছে এমন। স্ত্রী. — **দীর্ঘকায়া।**
দীর্ঘকাল — অনেক কাল, বহুদিন।
দীর্ঘকেশ — লম্বা চুল আছে এমন। স্ত্রী. — **দীর্ঘকেশা, দীর্ঘকেশী।**
দীর্ঘচঞ্চু — লম্বা ঠোঁট আছে এমন।
দীর্ঘজীবী — বহুকাল বাঁচে এমন। স্ত্রী. — **দীর্ঘজীবিনী।**
দীর্ঘতনু — লম্বা শরীর যাহার, দীর্ঘকায়।
দীর্ঘতম — সবচেয়ে লম্বা। সর্বাপেক্ষা অধিকক্ষণব্যাপী। স্ত্রী — **দীর্ঘতমা।**
দীর্ঘত্রিপদী — ছাব্বিশ অক্ষরবিশিষ্ট একরকম বাংলা ত্রিপদী কবিতা।
দীর্ঘনাস — লম্বা নাক আছে এমন।
দীর্ঘনিঃশ্বাস — হতাশা বেদনা খেদ ইত্যাদি প্রকাশের জন্য জোরে ফেলা শ্বাস।
দীর্ঘপদ, দীর্ঘপাদ — লম্বা পা আছে এমন।
দীর্ঘসূত্র — যে কাজ করিতে অকারণ বিলম্ব করে, যে অকারণে শীঘ্র কাজ শেষ করিতে চাহে না বা গড়িমসি করে।
দীর্ঘসূত্রতা, দীর্ঘসূত্রিতা — গড়িমসি। কাজ সম্পন্ন করিতে অকারণ বিলম্ব।
দীর্ঘসূত্রী — ('দীর্ঘসূত্র' দেখ।)
দীর্ঘাকার, দীর্ঘাকৃতি — লম্বা চেহারা আছে এমন।
দীর্ঘায়ু — দীর্ঘকাল বাঁচে এমন, দীর্ঘজীবী।
দীর্ঘিকা — দিঘি।
দীর্ণ — ফাড়া হইয়াছে এমন, ফাটিয়া গিয়াছে এমন, বিদারিত। ভগ্ন।
দু — (সংক্ষেপে) দুই। **দু দিন** — অল্প কয়েক দিন [ঃ 'দুদিন' থাক।] **দু মুঠো** — অল্প পরিমাণ। [ঃ 'দু মুঠো' অন্ন।]
দুআনি — দুই আনা মূল্যের মুদ্রা।
দুআত্মুমা — সন্দেহ, সংশয়, অনিশ্চয়তা।

দুই — একের পরবর্তী সংখ্যা, ২। উভয়। [ঃ 'দুই' জনে বলল।]

দুও — ('দুয়ো' দেখ।)

দুঃ — 'মন্দ' 'অশুভ' 'কষ্টসাধ্য' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের গোড়ায় যুক্ত হয়। [ঃ 'দুঃসময়'।]

দুঃখ — মনোবেদনা, মানসিক কষ্ট।

দুঃখময় — দুঃখে পূর্ণ।

দুঃখহারী — যিনি দুঃখ দূর করেন।

দুঃখিত — দুঃখ বা মানসিক কষ্ট পাইয়াছে এমন।

দুঃখী — যাহার জীবন দুঃখে পূর্ণ। স্ত্রী. —**দুঃখিনী**।

দুঃশলা — মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা।

দুঃশাসন — যাহাকে সহজে শাসন করা যায় না। মন্দ শাসন। মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যম পুত্র।

দুঃশাসিত — মন্দভাবে শাসিত। সহজে শাসিত নহে এমন।

দুঃশীল — যাহার স্বভাব ভালো নহে, দুশ্চরিত্র। স্ত্রী. — **দুঃশীলা**।

দুঃসংবাদ — খারাপ সংবাদ, বেদনাদায়ক বা অশুভ সংবাদ।

দুঃসময় — খারাপ সময়, দুর্দিন, অভাবের সময়।

দুঃসহ — যাহা সহ্য করা কঠিন, অসহ্য।

দুঃসাধ্য — যাহা করা কঠিন, কষ্টসাধ্য, দুষ্কর। সহজে সারানো যায় না এমন। [ঃ 'দুঃসাধ্য' ব্যাধি।]

দুঃসাহস — বিপজ্জনক সাহস। অতিশয় সাহস, নির্ভীকতা।

দুঃসাহসিক — দুঃসাহসের দ্বারা সম্পন্ন করা যায় এমন, দুঃসাহসে পূর্ণ। [ঃ 'দুঃসাহসিক' অভিযান।]

দুঃসাহসী — যে দুঃসাহস করে, যাহার দুঃসাহস আছে, নির্ভীক।

দুঃস্থ — দুঃখে আছে এমন। দরিদ্র। বি. —**দুঃস্থতা**।

দুঃস্বপ্ন — বেদনাদায়ক বা ভীতিপ্রদ স্বপ্ন।

দু কথা — কঠিন কথা। [ঃ 'দু কথা' শোনানো।]

দুকূল — রেশমী কাপড়।

দুখ — ('দুঃখ' দেখ।)

দুখান — দুইটা। দুই টুকরা।

দুখানি — দুইটি।

দুখী — ('দুঃখী' দেখ।)

দুগুণ — দুই গুণ, দ্বিগুণ।

দুগ্ধ — দুধ।

দুগ্ধদোহন — গোরু ছাগল ইত্যাদির বাঁট টানিয়া দুধ বাহির করণ।

দুগ্ধপোষ্য — দুধ খায় এমন (শিশু), অতি অল্পবয়স্ক।

দুগ্ধফেন — দুধের ফেনা।

দুগ্ধফেননিভ — দুধের ফেনার মতো কোমল ও শাদা ধবধবে। [ঃ 'দুগ্ধ-ফেননিভ' শয্যা।]

দুগ্ধবতী — দুধ দেয় এমন, দুধালো। [ঃ 'দুগ্ধবতী' গাভী।]

দুটানা — ('দোটানা' দেখ।)

দুটি — দুখানি।

দুটো — দুখানা। অতি অল্প পরিমাণ।

দুড়দাড় — সজোরে দ্রুত পা ফেলার শব্দ।

দুড়দুড় — তাড়াতাড়ি পা ফেলার শব্দ। মেঘের শব্দ। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শব্দ।

দুড়ুম — ভারী জিনিস পড়িবার শব্দ। বন্দুক ইত্যাদি ছুঁড়িবার বা বিস্ফোরণের শব্দ।

দুত্তোর — বিরক্তিসূচক শব্দ।

দুদু — (শিশুকে বলিবার জন্য আদরে) দুধ।

দুঁদে — দুরন্ত, অতিশয় চতুর। [ঃ 'দুঁদে' ছেলে।]

দুদ্দাড় — ('দুড়দাড়' দেখ।)

দুধ — দুগ্ধ। **দুধ কাটা, দুধ ছেঁড়া** — দুধের ছানা ও জলীয় অংশ পৃথক হওয়া। **দুধ তোলা** — শিশুর দুধ বমি করা।

দুধারী — দুই দিকে ধার আছে এমন।

দুধালো — দুধ দেয় এমন, দুগ্ধবতী। [ঃ 'দুধালো' গাই।]

দুধে — দুধের মতো। [ঃ 'দুধে' রং।] **দুধে-আলতা** — দুধে আলতা মিশাইলে যেরূপ রং হয়, ফিকে লাল, গোলাপী। [ঃ 'দুধে-আলতা' রং।] **দুধে দাঁত** — দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রথম উদ্‌গত দাঁত।

দুন — দ্রুততালে বাদ্য, এক মাত্রার কালে দুই মাত্রা বাজানো।

দুনা, দুনো — দ্বিগুণ। [ঃ 'উনো' ভাতে 'দুনো' বল।]

দুনি — ডোঙা। জল সেচনের ডোঙার মতো যন্ত্র।

দুনিয়া — পৃথিবী। সংসার।

দুনিয়াদার — পৃথিবীর মালিক। সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

দুনিয়াদারি — পৃথিবীর মালিকানা। সংসার বুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি।

দুন্দুভি — বৃহৎ ঢাক, দামামা জাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র।

দুপ্‌ — পতনের মৃদু শব্দ।

দুপদুপ — পা ফেলার শব্দ।

দুপদাপ — সজোরে দুপদুপ।

দুপুর — দিবা বা রাত্রিকালের মধ্যভাগ, দ্বিপ্রহর। [ঃ 'দুপুর' বেলা; ঃ 'দুপুর' রাত।]

দুম — পতনের বা বিস্ফোরণের শব্দ। কিল ইত্যাদি মারিবার শব্দ।

দুমদাম, দুমদুম — বারবার দুম শব্দ।

দুমড়া — বাঁকা, বাঁকিয়া যাওয়া, আঘাতের ফলে টোল খাওয়া। বক্র, আঘাতের ফলে টোল খাইয়াছে এমন।

দুমড়ানো — বাঁকানো, আঘাত দিয়া টোল খাওয়ানো। বাঁকানো বা আঘাত দিয়া টোল খাওয়ানো হইয়াছে এমন।

দুমনা — ('দোমনা' দেখ।)

দুমুখো — দুইটি মুখ আছে এমন।

দুম্বা — চর্বিযুক্ত মোটা লেজ আছে এমন একজাতীয় ভেড়া।

দুয়ানি — ('দুআনি' দেখ।)

দুয়াভুয়া — ('দুআভুআ' দেখ।)

দুয়ার — দরজা, দ্বার, দোর।

দুয়েক — অল্প কয়েক। [ঃ 'দুয়েক' জন লোক।]

দুয়ো — দুখিনী, স্বামীর অপ্রিয়া। [ঃ 'দুয়ো' রানী।] নিন্দাসূচক শব্দ। [ঃ পারে না! 'দুয়ো!']

দুর্‌ — ('দুঃ' দেখ।)

দুরতিক্রমণ — কষ্টে পার হওয়া, কষ্টে উত্তরণ।

দুরতিক্রমণীয়, দুরতিক্রম্য — যাহা অতি কষ্টে পার হওয়া যায় এমন, দুর্লঙ্ঘ, দুস্তর।

দুরত্যয় — দুস্তর, দুর্গম।

দুরদুর — ভীতি ইত্যাদির ফলে কম্পন বা দ্রুত স্পন্দন সূচক অনুকার। [ঃ বুক 'দুরদুর' করা।]

দুরদৃষ্ট — মন্দ ভাগ্য। মন্দ ভাগ্য যাহার।

দুরধিগম্য — যাহা কষ্টে লাভ করা যায়। যাহা অতি কষ্টে বোঝা বা জানা যায়, দুর্জ্ঞেয়। দুর্গম।

দুরন্ত — দুষ্ট, দুর্বৃত্ত। অশান্ত। দুর্দান্ত,

দুর্দম। ভয়ংকর, বিপজ্জনক।

দুরন্তপনা — দুষ্টামি, অস্থিরতা। [ঃ শিশুর 'দুরন্তপনা'।]

দুরন্বয় — বাক্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া ইত্যাদির যথেচ্ছ সমাবেশ।

দুরপনেয় — যাহা সহজে দূর বা অপসারিত করা যায় না। [ঃ 'দুরপনেয়' কলঙ্ক।] বি. — **দুরপনেয়তা**।

দুরবগম্য — দুর্গম। দুর্জ্ঞেয়।

দুরবগাহ — যাহাতে সহজে অবতরণ বা অবগাহন করা যায় না। দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য।

দুরবস্থ — যাহার অবস্থা মন্দ, দুর্দশাপন্ন।

দুরবস্থা — দুর্দশা, মন্দ অবস্থা।

দুরভিসন্ধি — খারাপ মতলব।

দুরমুশ — রাস্তা ইত্যাদি পিটিবার মুষল বা মুগুর। দুরমুশ দ্বারা পেটাই বা পেষণ। [ঃ 'দুরমুশ' করা।]

দুরস্ত — ঠিক, নির্ভুল। [ঃ কেতা-দুরস্ত।] সুঅভ্যস্ত। [ঃ লেফাফা-দুরস্ত।] উপযুক্তরূপে সংশোধিত, সুসংযত।

দুরাকাঙ্ক্ষ — ('দুরাকাঙ্ক্ষী' দেখ।)

দুরাকাঙ্ক্ষা — দুষ্প্রাপ্য বিষয় বা বস্তু লাভের ইচ্ছা, অসম্ভব উচ্চাশা।

দুরাকাঙ্ক্ষী — যাহার দুরাকাঙ্ক্ষা বা অসম্ভব উচ্চাশা আছে। স্ত্রী. — **দুরাকাঙ্ক্ষিণী**।

দুরাক্রম, দুরাক্রম্য — যাহা আক্রমণ করা সহজ নহে।

দুরাগ্রহ — নিন্দনীয় বা দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বা আসক্তি।

দুরাচরণীয় — যাহার অনুষ্ঠান বা পালন সহজ নহে। যাহা করা নিন্দনীয়।

দুরাচার — মন্দ কার্যে লিপ্ত, দুর্বৃত্ত, দুষ্ট।

দুরাত্মা — দুষ্টস্বভাব, দুর্বৃত্ত, পাপাত্মা।

দুরারোগ্য — যাহা সহজে সারানো বা নিরাময় করা যায় না। [ঃ 'দুরারোগ্য' ব্যাধি।] বি. — **দুরারোগ্যতা**।

দুরারোহ — যেখানে বা যাহাতে আরোহণ করা বা উঠা কঠিন। [ঃ 'দুরারোহ' পর্বত।]

দুরাশয় — মন্দ অভিপ্রায় বা ইচ্ছা পোষণ করে এমন, দুর্বৃত্ত, দুষ্ট, পাপাত্মা।

দুরাশা — দুষ্প্রাপ্য বিষয় বা বস্তু লাভের আশা।

দুরি — দুই ফোঁটা চিহ্নিত তাস।

দুরিত — পাপী [ঃ 'দুরিত'-নাশিনী।] পাপিষ্ঠ, দুর্বৃত্ত। [ঃ 'দুরিত'-দমনী।]

দুরুক্তি — কটূক্তি, মন্দ বাক্য।

দুরুদুরু — দুরদুর। [ঃ বুক 'দুরুদুরু' করা।] দুরদুর করে এমন, কম্পিত। [ঃ 'দুরুদুরু' বক্ষে।]

দুরূহ — দুঃসাধ্য। দুর্বোধ্য।

দুর্গ — কেল্লা, গড় (শত্রুসৈন্য সহজে আসিতে পারে না এই মূল অর্থে)।

দুর্গ — জনৈক অসুর, দুর্গা যাহাকে নিধন করেন।

দুর্গত — দুরবস্থ, বিপন্ন, দুর্দশাগ্রস্ত।

দুর্গতি — দুর্দশা, দুরবস্থা।

দুর্গন্ধ — খারাপ গন্ধ। খারাপ গন্ধযুক্ত।

দুর্গন্ধী — খারাপ গন্ধযুক্ত।

দুর্গপতি — দুর্গের অধ্যক্ষ বা কর্তা।

দুর্গম — যেখানে সহজে যাওয়া যায় না। দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়। বি. — **দুর্গমতা**।

দুর্গা — দুর্গ নামক অসুরের নিধন-কারিণী, ভগবতী।

দুর্গাধিপতি, দুর্গাধীশ, দুর্গাধ্যক্ষ, দুর্গেশ — দুর্গের কর্তা বা অধ্যক্ষ।

দুর্গেশনন্দিনী — দুর্গের মালিক বা অধ্যক্ষের কন্যা।

দুর্গোৎসব — দুর্গার পূজা ও তৎসংক্রান্ত আনন্দ অনুষ্ঠান।
দুর্গ্রহ — দুষ্ট গ্রহ। দুর্দৈব।
দুর্ঘট — যাহা সহজে ঘটে না।
দুর্ঘটনা — অপ্রত্যাশিত অশুভ ঘটনা, আকস্মিক বিপদ।
দুর্জন, দুর্জ্জন — খারাপ লোক, দুষ্ট ব্যক্তি।
দুর্জয়, দুর্জ্জয় — যাহাকে সহজে জয় বা দমন করা যায় না।
দুর্জ্ঞেয় — যাহা জানা কঠিন। দুর্বোধ্য।
দুর্দম, দুর্দ্দম — যাহাকে সহজে দমন বা প্রতিরোধ করা যায় না, দুর্বার, দুর্জয়।
দুর্দমনীয়, দুর্দম্য, দুর্দ্দম্য — ('দুর্দম' দেখ।)
দুর্দশা, দুর্দ্দশা — দুরবস্থা, দুর্গতি।
দুর্দান্ত, দুর্দ্দান্ত — দুরন্ত, অশান্ত। দুর্দম, অতিশয় শক্তিমান্।
দুর্দিন, দুর্দ্দিন — দুঃসময়। দুর্যোগ।
দুর্দৈব, দুর্দ্দৈব — মন্দ ভাগ্য। আকস্মিক বিপদ বা দুর্যোগ।
দুর্ধর্ষ, দুর্দ্ধর্ষ — যাহাকে সহজে দমন করা যায় না, অতি-পরাক্রান্ত, দুরন্ত।
দুর্নাম — বদনাম, নিন্দা, অখ্যাতি।
দুর্নিবার — যাহা সহজে নিবারণ বা প্রতিরোধ করা যায় না, দুর্বার।
দুর্নিমিত্ত — অশুভ লক্ষণ।
দুর্নিরীক্ষ্য — যাহা সহজে দেখা বা লক্ষ্য করা যায় না।
দুর্নীতি — নৈতিক অবনতি, নীতিহীনতা, অন্যায় আচরণ।
দুর্নীতিপরায়ণ — অন্যায় কার্যে আসক্ত। যে প্রায়ই অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। বি. — **দুর্নীতিপরায়ণতা**।
দুর্বৎসর, দুর্ব্বৎসর — অভাবের বৎসর, যে বৎসর শস্যাদি ভালো হয় না, অশুভ বৎসর।
দুর্বল, দুর্ব্বল — শক্তিহীন, অল্পশক্তি। ক্ষীণ। রোগা। বি. — **দুর্বলতা, দুর্ব্বলতা**। স্ত্রী. — **দুর্বলা, দুর্ব্বলা**।
দুর্বহ, দুর্ব্বহ — যাহা সহজে বহন করা বা সহা যায় না। বি. — **দুর্বহতা, দুর্ব্বহতা**।
দুর্বাক্, দুর্ব্বাক্ — কটুভাষী।
দুর্বাক্য, দুর্ব্বাক্য — কটু কথা, গালি।
দুর্বার, দুর্ব্বার — সহজে যাহার প্রতিরোধ করা যায় না, দুর্দম, দুর্নিবার। বি. — **দুর্বারতা, দুর্ব্বারতা**।
দুর্বারতা, দুর্ব্বারতা — (কবিতায়) দুঃসংবাদ।
দুর্বাসা, দুর্ব্বাসা — পুরাণে বর্ণিত জনৈক কোপনস্বভাব মুনি। মন্দ বাস পরিধানকারী।
দুর্বিনীত, দুর্ব্বিনীত — অবিনয়ী, উদ্ধত।
দুর্বিপাক, দুর্ব্বিপাক — দুর্যোগ। অশুভ ঘটনা, বিপদ।
দুর্বিষহ, দুর্ব্বিষহ — দুঃসহ, অসহনীয়।
দুর্বুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি — অসৎ বুদ্ধি, মন্দ বুদ্ধি, অনিষ্টকর বুদ্ধি।
দুর্বৃত্ত, দুর্ব্বৃত্ত — দুষ্ট, দুর্জন, দুষ্টস্বভাব, দুরাত্মা।
দুর্বোধ, দুর্ব্বোধ — যাহা সহজে বোঝা যায় না।
দুর্বোধ্য, দুর্ব্বোধ্য — ('দুর্বোধ' দেখ।)
দুর্ব্যবহার, দুর্ব্ব্যবহার — অসৌজন্য, অভদ্র আচরণ, কঠোর আচরণ।
দুর্ভক্ষ্য — যাহা সহজে খাওয়া যায় না।
দুর্ভর — দুর্বহ।
দুর্ভাগা — অভাগা, মন্দভাগ্য। [ঃ 'দুর্ভাগা' দেখ।]
দুর্ভাগ্য — মন্দ ভাগ্য। যাহার ভাগ্য মন্দ, অভাগা।

দুর্ভাবনা — দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ।
দুর্ভিক্ষ — দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, আকাল।
দুর্ভেদ্য — যাহা সহজে ভেদ করা যায় না। যাহার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াও প্রবেশ করা যায় না। [ঃ'দুর্ভেদ্য' দুর্গ।]
দুর্ভোগ — ক্লেশ, লাঞ্ছনা।
দুর্মতি, দুর্ম্মতি — মন্দ বুদ্ধি। যাহার বুদ্ধি মন্দ। [ঃরে 'দুর্মতি'!]
দুর্মদ, দুর্ম্মদ — দুর্ধর্ষ, দুবন্ত, দুর্দম।
দুর্মুখ, দুর্ম্মুখ — কটুভাষী। অপ্রিয়-সত্য-বাদী। রামের গুপ্তচর।
দুর্মূল্য, দুর্ম্মূল্য — যাহার দাম অত্যন্ত বেশী, আক্রা, মহার্ঘ।
দুর্মেধা, দুর্ম্মেধা — যাহার মেধা বা স্মৃতি-শক্তি অল্প।
দুর্যোগ, দুর্য্যোগ — দুঃসময়, অশুভ সময়। ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি।
দুর্যোধন, দুর্য্যোধন — মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। (যাহার সহিত যোধন বা যুদ্ধ করা কঠিন। মন্দ যোদ্ধা।)
দুর্লক্ষণ — অশুভ লক্ষণ। অশুভ লক্ষণ-যুক্ত। স্ত্রী. — **দুর্লক্ষণা**।
দুর্লঙ্ঘ, দুর্লঙ্ঘ্য — যাহা লঙ্ঘন করা বা ডিঙানো সহজ নহে। [ঃ'দুর্লঙ্ঘ্য' পর্বত।] যাহা অমান্য করা কঠিন। [ঃ'দুর্লঙ্ঘ্য' আদেশ।]
দুর্লক্ষ্য — যাহা সহজে দেখা বা লক্ষ্য করা যায় না, দুর্নিরীক্ষ্য।
দুর্লভ — যাহা সহজে পাওয়া যায় না। কদাচিৎ-দৃষ্ট। মহার্ঘ। (তুঃ 'সুলভ'।) বি. — **দুর্লভতা**।
দুর্লেখ্য — যাহা লেখা বা লিপিবদ্ধ করা কঠিন।
দুল — কানে দোলে এমন একরকম গহনা।
দুলকি — ঘোড়ার একরকম চলনভঙ্গী যাহাতে সওয়ারীর সর্বাঙ্গ দোলে। [ঃ'দুলকি' চাল।]
দুলদুল — মহম্মদের জামাতা আলির ঘোড়া। ঐ ঘোড়ার প্রতিমা যাহা মহরমে বাহির করা হয়।
দুলন — দোলন।
দুলা — শূন্যে এদিক-ওদিক্ হওয়া, দোল খাওয়া, ঝুলা। আন্দোলিত হওয়া, স্ফীত বা কম্পিত হওয়া। [ঃসমুদ্র 'দুলে' উঠল।] এদিক্-ওদিক্ নড়া। [ঃফণা 'দুলছে'।]
দুলানো -- দোল দেওয়া, শূন্যে এদিক্-ওদিক্ নাড়া, ঝুলানো। কম্পিত করা, এদিক্-ওদিক্ নাড়া। [ঃ'পা' দুলানো।]
দুলারী — (প্রাচীন কবিতায়) দুলালী, প্রিয়া।
দুলাল -- অত্যন্ত আদরের পাত্র। আদুরে ছেলে।
দুলালী — অত্যন্ত আদরের পাত্রী। আদুরে মেয়ে।
দুলি — ('ডুলি' দেখ।)
দুলিচা — ছোট গালিচা।
দুলে -- ডুলি ও পালকি ইত্যাদির বাহক। ডুলি ও পালকি বহনের কাজ করে হিন্দু সমাজের এমন এক জাতি।
দুলাল — (প্রাচীন কবিতায়) আদর। আবদার।
দুশমন — দুর্বৃত্ত, শয়তান। শত্রু।
দুশমনি — দুর্বৃত্তের কাজ, শয়তানি। শত্রুতা।
দুশ্চর — যেখানে গমন বা বিচরণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। [ঃ'দুশ্চর' মরুদেশ।] যাহার অনুষ্ঠান বা সাধন অত্যন্ত কঠিন। [ঃ'দুশ্চর' তপস্যা।]
দুশ্চরিত্র — যাহার স্বভাব বা চরিত্র মন্দ, লম্পট, ব্যভিচারী, চরিত্রহীন।

দুশ্চিকিৎস্য — সহজে যে রোগের চিকিৎসা বা প্রতিকার করা যায় না। [ঃ 'দুশ্চিকিৎস্য' ব্যাধি।]

দুশ্চিন্তা — মন্দ চিন্তা। উদ্বেগ, মানসিক অশান্তি।

দুশ্চেষ্টা — অসাধ্য কর্ম সাধনে চেষ্টা। অনুচিত চেষ্টা। বিণ. — **দুশ্চেষ্টিত**। **দুশ্চেষ্ট্য**।

দুশ্ছেদ্য — যাহা সহজে ছেদন করা বা কাটা যায় না। বি. — **দুশ্ছেদ্যতা**।

দুষা — দোষ দেওয়া।

দুষ্কর — যাহা করা অত্যন্ত কঠিন, দুঃসাধ্য।

দুষ্কর্ম, দুষ্কর্ম্ম — খারাপ কাজ, কুকাজ। অন্যায় কাজ।

দুষ্কর্মা, দুষ্কর্ম্মা — যে প্রায়ই দুষ্কর্ম করে, কদাচারী। কুকর্মকারী।

দুষ্কার্য, দুষ্কার্য্য — মন্দ কাজ, কুকাজ, দুষ্কর্ম, কুকর্ম।

দুষ্কৃত — যে দুষ্কার্য বা কুকাজ করিয়াছে। [ঃ 'দুষ্কৃতের' দমন।] অন্যায়ভাবে বা মন্দভাবে করা হইয়াছে এমন।

দুষ্কৃতি — মন্দ কাজ, কুকাজ, অন্যায় কাজ।

দুষ্কৃতী — অন্যায়কারী, দুষ্কর্মা। পাপী।

দুষ্ক্রিয় — মন্দ কাজে আসক্ত বা লিপ্ত।

দুষ্ক্রিয়া — মন্দ কাজ, কুকাজ। [ঃ 'দুষ্ক্রিয়া-সক্ত'।]

দুষ্ক্রিয়াসক্ত — প্রায়ই খারাপ কাজ করে বা কুকর্মে লিপ্ত থাকে এমন, কুকর্মপরায়ণ। বি. — **দুষ্ক্রিয়াসক্তি**।

দুষ্ট — দোষযুক্ত, দূষিত। [ঃ জীবাণু-'দুষ্ট' পানীয়।] অসৎ, নিন্দনীয়, মন্দ। [ঃ 'দুষ্ট' অভিপ্রায়।] অশান্ত, দুরন্ত। [ঃ 'দুষ্ট' ছেলে।] দুর্বৃত্ত, খল। [ঃ 'দুষ্ট' লোক।] সহজে সারে না এমন, দুশ্চিকিৎস্য। [ঃ 'দুষ্ট' ব্যাধি।]

দুষ্টা — চরিত্রহীনা, ব্যভিচারিণী, অসৎ-চরিত্রা। [ঃ 'দুষ্টা' নারী।]

দুষ্টামি — দুরন্তপনা।

দুষ্টাশয় — যাহার মন্দ অভিপ্রায় আছে, দুর্বৃত্ত।

দুষ্টি — দূষিত অবস্থা। [ঃ রক্ত-'দুষ্টি'।]

দুষ্টু — (আদরে) দুষ্ট, দুরন্ত। [ঃ 'দুষ্টু' ছেলে।]

দুষ্টুমি — (আদরে) দুরন্তপনা, দুষ্টামি।

দুষ্পর্শ্য — যাহাকে সহজে স্পর্শ করা যায় না।

দুষ্পাচ্য — সহজে হজম হয় না এমন, অত্যন্ত গুরুপাক। বি. — **দুষ্পাচ্যতা**।

দুষ্প্রবৃত্তি — মন্দ ইচ্ছা, মন্দ প্রবৃত্তি।

দুষ্প্রবেশ্য — যেখানে সহজে প্রবেশ করা যায় না। সহজবোধ্য নহে এমন, দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য। বি. — **দুষ্প্রবেশ্যতা**।

দুষ্প্রাপনীয় — যাহা সহজে পাওয়া বা আয়ত্ত করা যায় না।

দুষ্প্রাপ্য — যাহা সহজে পাওয়া যায় না, দুর্লভ।

দুষ্মন্ত, দুষ্যন্ত — পুরাণে বর্ণিত চন্দ্র-বংশীয় রাজা, শকুন্তলার স্বামী ও ভরতের পিতা।

দুসর — ('দোসর' দেখ।)

দুসরা — অন্য, অপর, দোসরা। [ঃ 'দুসরা' জিনিস।]

দুসূতি — ('দোসুতি' দেখ।)

দুস্তর — যাহা সহজে পার হওয়া বা পাড়ি দেওয়া যায় না, দুর্লঙ্ঘ্য। [ঃ 'দুস্তর' সমুদ্র।]

দুস্থ — ('দুঃস্থ' দেখ।)

দুহি — (প্রাচীন কবিতায়) দুই।

দুহিতা — মেয়ে, কন্যা, পুত্রী। (মূল অর্থ — 'দোহনকারিণী'।)

দুঁহু — (প্রাচীন কবিতায়) দুজনে।

দুহ্য — দোহনের উপযুক্ত, দোহনীয়।
দুহ্যমান — যাহাকে দোহন করা হইতেছে।
দূত — দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। সংবাদ আনয়নকারী।
দূতাবাস — যেখানে রাষ্ট্র-দূত থাকেন, দূতের কার্যালয়, 'এমবেসি'। [ঃ ভারতীয় 'দূতাবাস'।]
দূতিয়ালি — দূতীর কাজ।
দূতী — প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে যোগা-যোগ সাধনকারিণী, কুটনী।
দূর — নিকট নহে, মধ্যে ব্যবধান আছে এমন। [ঃ 'দূর' দেশ; ঃ 'দূর' সম্পর্ক।] নিকট নহে এমন স্থান। [ঃ বহু 'দূরে'।] ব্যবধান [ঃ এক হাত 'দূর'।] বিতাড়িত, অপসারিত। [ঃ 'দূর' করা।] ভবিষ্যৎ। [ঃ 'দূর'-দৃষ্টি।] লজ্জা আপত্তি অবজ্ঞা বিরক্তি ইত্যাদি সূচক মৃদু তিরস্কার। [ঃ 'দূর'! কি বকছ!] **দূরে থাক্‌, দূরের কথা** — তাহা তো নহেই অধিকন্তু। [ঃ মারা 'দূরের কথা', বকি না।]
দূরগত — দূরে গিয়াছে এমন।
দূরগামী — যাহা দূরে বা দূরবর্তী স্থানে যায়। [ঃ 'দূরগামী' জাহাজ।]
দূরত্ব — ব্যবধান, মধ্যবর্তী স্থানের দৈর্ঘ্য।
দূরদর্শিতা — ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিবার শক্তি, দূরদৃষ্টি।
দূরদর্শী — যে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করে, পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক।
দূর দূর — বিতাড়িত করিবার জন্য অবজ্ঞা-সূচক তিরস্কার। [ঃ 'দূর দূর' করা।]
দূরদূরান্তে — বহু দূরবর্তী স্থান বা সীমা। [ঃ 'দূরদূরান্তে' ছড়াইয়া পড়িল।]
দূরদৃষ্টি — ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান, পরিণাম সম্পর্কে সতর্কতা, দূরদর্শিতা।
দূরদৃষ্টিশক্তি — দূরের জিনিস দেখিবার উপযুক্ত চোখের ক্ষমতা।
দূরবর্তী, দূরবর্ত্তী — দূরে আছে এমন।
দূরবীক্ষণ — যাহাতে খুব দূরের জিনিসও দেখা যায় এমন যন্ত্র, দূরবীন, টেলিস্কোপ।
দূরবীন — ('দূরবীক্ষণ' দেখ।)
দূরভাষ — দুই দূরবর্তী স্থানের মধ্যে আলাপ করা যায় এমন যন্ত্র, 'টেলিফোন'।
দূরভাষিণী — টেলিফোনে কাজ করে এমন মেয়ে।
দূরস্থ, দূরস্থিত — দূরে আছে এমন, দূরবর্তী।
দূরাগত — দূর হইতে আসিয়াছে এমন।
দূরীকরণ — বিতাড়ন। অপসারণ। বিনষ্ট করণ। [ঃ দোষ 'দূরীকরণ'।]
দূরীকৃত — দূর করা হইয়াছে এমন, বিতাড়িত, অপসারিত, বিনষ্ট।
দূরীভবন — বিতাড়িত হওয়া, অপসরণ, বিনাশ।
দূরীভূত — দূর হইয়াছে এমন, অপসারিত, বিনষ্ট, বিতাড়িত।
দূর্বা, দূর্ব্বা — এক রকম ঘাস। **দূর্বাদল, দূর্ব্বাদল** — দূর্বার পাতা। [ঃ 'দূর্বাদল'-শ্যাম।]
দূষণ — নিন্দা করণ, দোষারোপ।
দূষণ — রামায়ণে বর্ণিত এক রাক্ষস, খরের ভাই। [ঃ 'খর-দূষণ'।]
দূষণীয় — দোষ দিবার যোগ্য, নিন্দনীয়।
দূষিত — নোংরা, কলুষিত। জীবাণু বা অনিষ্টকর বস্তু মিশ্রিত। [ঃ 'দূষিত' জল।]
দূষ্য — নিন্দনীয় দূষণীয়।
দৃক্‌পাত — দৃষ্টিপাত, দেখা। গ্রাহ্য বলিয়া বোধ, ভ্রূক্ষেপ। [ঃ আদেশ উপদেশ

কিছুতেই 'দৃক্‌পাত' করে না।]

দৃঢ় — শক্ত, কঠিন, মজবুত। [ঃ 'দৃঢ়' মুষ্টি।] অবিচলিত, অটল, স্থির। [ঃ 'দৃঢ়' প্রতিজ্ঞা।]

দৃঢ়কায় — যাহার শরীর শক্ত ও সবল। [ঃ 'দৃঢ়কায়' ব্যক্তি।]

দৃঢ়তা — মজবুত ও শক্ত ভাব, কাঠিন্য। অটল ভাব, অবিচল ভাব, স্থিরতা। [ঃ সংকল্পের 'দৃঢ়তা'।]

দৃঢ়নিশ্চয় — সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ।

দৃঢ়পদ — যাহার পা টলে না বা স্খলিত হয় না। অটল, অবিচল, নির্ভয়।

দৃঢ়পদে — নির্ভীকভাবে অটল থাকিয়া।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ — নিজের প্রতিজ্ঞা বা শপথ সম্পর্কে অটল থাকে এমন।

দৃঢ়মুষ্টি — হাতের মুঠি শক্ত করিয়াছে এমন। যাহার মুঠি সবল ও কঠিন।

দৃঢ়মূল — বদ্ধমূল, অটল, অবিচল।

দৃঢ়সংকল্প — কার্যসাধনের ইচ্ছায় অটল। বি — **দৃঢ়সংকল্পতা**।

দৃঢ়স্বর — নিশ্চয়তাসূচক অকম্পিত কণ্ঠস্বর।

দৃঢ়ীকরণ — অটল বা কঠিন করণ, দৃঢ় করণ।

দৃঢ়ীকৃত — কঠিন বা অটল করা হইয়াছে এমন।

দৃঢ়ীভবন — শক্ত বা অটল হওয়া, দৃঢ় অবস্থাপ্রাপ্তি।

দৃঢ়ীভূত — দৃঢ় হইয়াছে এমন।

দৃপ্ত — সতেজ, তেজোময়, সবল। গর্বিত। বি — **দৃপ্ততা**।

দৃষদ্বতী — উত্তর ভারতের প্রাচীন নদী বিশেষ।

দৃশ্য — দেখা যায় বা যাইতেছে এমন। দেখা যায় বা যাইতেছে এমন বস্তু। [ঃ প্রাকৃতিক 'দৃশ্য'।] মঞ্চসজ্জার উপযোগী অঙ্কিত পট। নাটকের গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্যকাব্য — অভিনয়োপযোগী কাব্য, নাটক।

দৃশ্যপট — রঙ্গমঞ্চের সজ্জার উপযোগী অঙ্কিত দৃশ্য, থিয়েটারের সীন।

দৃশ্যমান — দেখা যাইতেছে এমন।

দৃষ্ট — দেখা গিয়াছে এমন, লক্ষিত।

দৃষ্টান্ত — উদাহরণ, নিদর্শন। **দৃষ্টান্তস্থল** — উদাহরণের যোগ্য, উদাহরণের বিষয়।

দৃষ্টি — দর্শনের শক্তি [ঃ 'দৃষ্টি' লোপ।] দর্শনের অঙ্গ, চক্ষু। [ঃ দৃষ্টি'-পাত।] বিচার-বিবেচনা। [ঃ তোমার 'দৃষ্টিতে'।] ঈর্ষান্বিত বা লুব্ধ ভাব, নজর। [ঃ 'দৃষ্টি' দেওয়া।] অশুভ দৃষ্টিপাত। [ঃ শনির 'দৃষ্টি'।] **একদৃষ্টি** - চোখের অপলক ভাব। [ঃ 'একদৃষ্টিতে' তাকানো।] **শুভদৃষ্টি** — বিবাহকালে বর ও কন্যার চারিচক্ষুর মাঙ্গলিক মিলন।

দৃষ্টিগোচর — লক্ষিত হইয়াছে বা দৃষ্টিতে আসিয়াছে এমন।

দৃষ্টিনিক্ষেপ — তাকানো, দৃষ্টিপাত।

দৃষ্টিপথ — চোখের সম্মুখবর্তী স্থান, নজরে পড়ে এমন জায়গা।

দৃষ্টিপাত — চোখ দেওয়া, নজর পড়া, তাকানো, দৃষ্টিনিক্ষেপ।

দৃষ্টে — দেখিয়া, বিচার করিয়া। [ঃ প্রমাণ 'দৃষ্টে'।] দৃষ্টিতে। [ঃ এক 'দৃষ্টে' তাকানো।]

দে — হিন্দু বাঙালীর উপাধি বিশেষ।

দেই — (প্রাচীন কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) দেবী।

দেউটি — (কবিতায়) প্রদীপ, দীপ। [ঃ নিবিছে 'দেউটি'।]

দেউড়ি — বাড়ির বাহিরের দরজা, ফটক, গেট।

দেউল — দেবতার মন্দির।
দেউলিয়া, দেউলে — নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। ঋণশোধের ক্ষমতা নাই বলিয়া ঘোষিত।
দেও — হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি, দেব।
দেওয়া — প্রদান করা। [ঃ টাকা 'দেওয়া'।] দান করা। [ঃ মেয়ে 'দেওয়া'।] ত্যাগ করা। [ঃ প্রাণ 'দেওয়া'; ঃ জাত 'দেওয়া'।] যোগানো, সরবরাহ করা। [ঃ জল 'দেওয়া'; ঃ দুধ 'দেওয়া'।] ব্যবস্থা করা। [ঃ পাঠিয়ে 'দেওয়া'; চেপে 'দেওয়া'।] প্রয়োগ করা। [ঃ মন 'দেওয়া'; ঃ নজর 'দেওয়া'।] উপযুক্ত করিয়া রচনা করা। [ঃ সুর 'দেওয়া'।] ন্যস্ত করা। [ঃ ভার 'দেওয়া'।] উত্থাপন করা। [ঃ 'দৃষ্টান্ত' দেওয়া।] বাধার সৃষ্টি না করা। [ঃ করিতে 'দেওয়া'; ঃ যাইতে 'দেওয়া'।] স্থাপন করা, রাখা। [ঃ রোদে 'দেওয়া'।] করা, তৈয়ারী করা। [ঃ বেড়া 'দেওয়া'; ঃ দালান 'দেওয়া'; ঃ দোকান 'দেওয়া'।] ভর্তি করানো, কাজে নিযুক্ত করা। [ঃ স্কুলে 'দেওয়া'; ঃ 'আপিসে' দেওয়া।] ফেলা, নিক্ষেপ করা। [ঃ 'জলে' দেওয়া।] লাগানো, আটকানো, সংলগ্ন করা। [ঃ ছিপি 'দেওয়া'; ঃ হুকে 'দেওয়া'।] স্পর্শ করা। [ঃ হাত 'দেওয়া'।] বলা, ঘোষণা করা। [ঃ গালি 'দেওয়া'; ঃ ধন্যবাদ 'দেওয়া'।] সামর্থ বা শক্তি দেখানো। [ঃ পাল্লা 'দেওয়া'; ঃ পরীক্ষা 'দেওয়া'।] নিষ্পন্ন করা বা চুকাইয়া ফেলা অর্থে অন্য ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ফেলিয়া 'দেওয়া'; ঃ হারিয়ে 'দেওয়া'।] পাঠানো, আটক করা। [ঃ জেলে 'দেওয়া'।] অনুষ্ঠান করা। [ঃ ভোজ 'দেওয়া'।] অপ্রত্যাশিতভাবে বা হঠাৎ করা হইয়াছে বুঝাইতে অন্য ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কেঁদে 'দেওয়া'।] দেওয়া হইয়াছে এমন, প্রদত্ত। [ঃ 'দেওয়া' জিনিস।] **আগুন দেওয়া** —আগুন জ্বালানো। মুখাগ্নি করা। **কথা দেওয়া** — অংগীকার করা। **পুজা দেওয়া** — পুজার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য বা অর্ঘ্যাদি দেওয়া। **ধাপ্পা দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া** — প্রতারণা করা। **মেয়ে দেওয়া** — মেয়ের সহিত বিবাহ দেওয়া।
দেওয়ান — খাজনা ইত্যাদি সংগ্রহের প্রধান কর্মচারী। মুসলমান আমলের রাজস্ব-মন্ত্রী। রাজসভা, মন্ত্রণাসভা। [ঃ 'দেওয়ান'-ই খাস; ঃ 'দেওয়ান'-ই-আম।]
দেওয়ানি — দেওয়ানের কাজ বা পদ।
দেওয়ানী — রাজস্ব সংক্রান্ত। জমিজমা ও অর্থাদি সংক্রান্ত। [ঃ 'দেওয়ানী' আদালত; ঃ 'দেওয়ানী' মামলা।]
দেওয়ানো — দেওয়ার জন্য অপরকে বাধ্য বা উৎসাহিত করা।
দেওয়াল — প্রাচীর। [ঃ ঘরের 'দেওয়াল'।]
দেওয়ালগিরি — দেওয়ালে লাগানো দীপ।
দেওয়ালপঞ্জি, দেওয়ালপঞ্জী — দেওয়ালে ঝুলানো থাকে এমন মাস বার ও তারিখের তালিকা, ক্যালেণ্ডার।
দেওয়ালি, দেওয়ালী — দীপ জ্বালাইবার উৎসব, দীপালী, দীপান্বিতা।
দেওর — স্বামীর ছোট ভাই, দেবর।
দেখ — মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সম্বোধন।
দেখতা — দেখা সময়ে, জীবদ্দশায়। [ঃ আমাদের 'দেখতা'।]
দেখতে দেখতে — ('দেখিতে দেখিতে' দেখ।)
দেখন — দর্শন, দেখা।
দেখনহাসি — যাহাকে দেখিলে আনন্দ হয়,

যে দেখিলেই আনন্দে হাসে, বান্ধবী, সখী।

দেখা — লক্ষ্য করা। দৃষ্টিপাত করা, চাওয়া, তাকানো। [ঃ এদিকে দেখ।'] দেখিয়া উপভোগ করা। [ঃ থিয়েটার 'দেখা'।] তত্ত্বাবধান করা। [ঃ কাজকর্ম 'দেখা'।] অভিজ্ঞতা লাভ করা, প্রত্যক্ষ করা। [ঃ অনেক 'দেখেছি'।] চিকিৎসার জন্য পরীক্ষা করা। [ঃ 'রোগী' দেখা।] লক্ষ্য রাখা। [ঃ রোগীকে 'দেখো'।] জব্দ করা। [ঃ তাকে 'দেখব'।] সতর্ক হওয়া, সাবধান থাকা। [ঃ 'দেখো', ওদিকে যেওনা।] বিবেচনা করা, বিচার করা। [ঃ ভেবে 'দেখা'।] যাচাই করা, পরীক্ষা করা। [ঃ জিজ্ঞাসা করে 'দেখা'; খেয়ে 'দেখা'।] অপেক্ষা করা। [ঃ পাঁচ মিনিট 'দেখব'।] খুঁজিয়া বাহির করা বা সংগ্রহ করা। [ঃ গাড়ি 'দেখ'; ঃ লোক 'দেখ'।] দৃষ্ট। [ঃ 'দেখা' ছবি।] সাক্ষাৎ। [ঃ 'দেখা' হওয়া; ঃ 'দেখা' পাওয়া।] দর্শন। [ঃ 'দেখা' দেওয়া; ঃ 'দেখার জন্য।] **দেখা দেওয়া** — দর্শন দেওয়া, দৃষ্টিপথে আসা। **দেখা যাওয়া** — নজরে পড়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া।

দেখানো — অপরের দেখার ব্যবস্থা করা। [ঃ সিনেমা 'দেখানো'।] জব্দ করা। প্রদর্শন করানো। প্রকাশ করা। [ঃ জোর 'দেখানো'।] প্রমাণ করা। [ঃ ক'রে 'দেখানো'; ঃ ক'ষে 'দেখানো'।] **কলা দেখানো** — ফাঁকি দেওয়া, প্রতারণা করা। **মজা দেখানো** — জব্দ করা।

দেখাদেখি — পরস্পর দেখা। [ঃ পরীক্ষার সময় 'দেখাদেখি' করা।] অপরের বা পরস্পরের দৃষ্টান্ত অনুসারে। [ঃ ওদের 'দেখাদেখি' সেও করেছে।]

দেখাশুনা, দেখাশোনা — তত্ত্বাবধান, পরিচালন। [ঃ কাজ 'দেখাশুনা' করা।] দেখাসাক্ষাৎ। [ঃ 'দেখাশুনা' হ'ল।]

দেখাসাক্ষাৎ — দেখা করিয়া আলাপ।

দেখিতে দেখিতে — প্রায় পলক না ফেলিতে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যে। [ঃ 'দেখিতে দেখিতে' মিলাইয়া গেল।]

দেড় — এক ও আধ, ১২ সংখ্যা বা পরিমাণ, সার্ধ এক।

দেড়া — দেড়গুণ। [ঃ 'দেড়া' ভাড়া।]

দেড়ে — যাহার দাড়ি আছে।

দেদার — প্রচুর, বিস্তর। খুশিমতো।

দেদীপ্যমান — দীপ্তি পাইতেছে এমন, জাজ্বল্যমান, দীপ্ত।

দেদো — দাদ রোগে আক্রান্ত।

দেধান — সরু আখ বা ভুট্টা গাছের মতো দেখিতে একরকম গাছের শস্য, জোয়ার জাতীয় শস্য।

দেন — দেনা, ঋণ। দেওয়া, প্রদান। [ঃ লেন-'দেন'।]

দেনদার — যাহার দেনা আছে, ঋণী, খাতক।

দেনমোহর — মুসলমান সমাজে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয় বিবাহকালীন যৌতুক।

দেনা — ঋণ, কর্জ। যাহা দিতে হইবে, দেয় বিষয় বা বস্তু। [ঃ 'দেনা'-পাওনা।]

দেনাদার — ('দেনদার' দেখ।)

দেনাপাওনা — ঋণ ও অপরের নিকট প্রাপ্য, যাহা দিতে হইবে এবং যাহা পাওয়া যাইবে।

দেনো — দানের উপযুক্ত, ক্রিয়াকর্মের সময় দান করা হয় এমন। [ঃ 'দেনো' খাট।]

দেব — পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের অধিবাসী দেবতা। ঈশ্বর। আরাধ্য বা দেবতুল্য

ব্যক্তি। [ঃ পিতৃ-'দেব'।] ব্রাহ্মণ ইত্যাদির উপাধি। স্ত্রী — **দেবী**।

দেবকন্যা — দেবতার মেয়ে, স্বর্গের অধিবাসিনী।

দেবকল্প — দেবতার মতো। পরম শ্রদ্ধেয়। স্ত্রী — **দেবীকল্পা**।

দেবকী — বসুদেবের পত্নী, কৃষ্ণের জননী।

দেবকুল — মন্দির, দেউল। দেবগণ।

দেবকুলপ্রিয় — দেবতাদের প্রীতিভাজন। [ঃ "দেবকুলপ্রিয়' তুমি রঘুকুলমণি।"]

দেবগণিকা — অপ্সরা স্বর্গের বেশ্যা।

দেবগিরি — দক্ষিণ ভারতের একটি পর্বত ইলোরা। প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ যাদব গণের রাজধানী।

দেবগুরু — দেবতাদের গুরু বা শিক্ষক, বৃহস্পতি।

দেবগৃহ — দেবতার ঘর মন্দির।

দেবতরু — মন্দার পারিজাত ইত্যাদি স্বর্গের গাছ।

দেবতা — দেব বা দেবী।

দেবতাত্মা — দেবতুল্য। দেবত্বময়।

দেবত্র — দেবসেবার পূজার ব্যয়ের জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছে এমন ধনসম্পত্তি।

দেবত্ব — দেবতার গুণ বা ভাব। [ঃ 'দেবত্ব' লাভ।]

দেবদত্ত — দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত দেবতা দিয়াছেন এমন। [ঃ 'দেবদত্ত ধন'।] অর্জুনের বিখ্যাত শঙ্খের নাম।

দেবদর্শন — ঠাকুর দেখা, দেবতার মূর্তি দর্শন।

দেবদারু — একরকম সুউচ্চ বৃক্ষ, দেওদার।

দেবদাসী — মন্দিরের নর্তকী বা গায়িকা।

দেবদুর্লভ — দেবতারও দুষ্প্রাপ্য।

দেবদূত — স্বর্গীয় সংবাদবাহক। দেবতা কর্তৃক প্রেরিত দূত। ভগবানের দূত। মহাপুরুষ।

দেবদেব — দেবতাদের দেবতা। মহাদেব, শিব।

দেবদ্বিজ — দেবতা ও ব্রাহ্মণ।

দেবদ্বেষী — দেবতার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। দেবতায় অবিশ্বাসী।

দেবধূপ — গুগ্গুল।

দেবনাগর, দেবনাগরী — যে হরফে সংস্কৃত হিন্দী মারাঠী ইত্যাদি ভাষা লিখিত হয়।

দেবপতি — দেবরাজ, ইন্দ্র।

দেবপথ — আকাশ।

দেবপশু — দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পশু, বলির পশু।

দেবপুরী — অমরাবতী, ইন্দ্রালয়।

দেবপূজ্য — দেবতাদেরও পূজার বা শ্রদ্ধার যোগ্য।

দেবপ্রতিষ্ঠা — দেবতার মূর্তি স্থাপন।

দেববাক্য, দেববাণী — দেবতার উক্তি দৈববাণী। পবিত্র বাণী।

দেবব্রত — মহাভারতে বর্ণিত ভীষ্মের নাম।

দেবভক্ত — ঠাকুর দেবতায় ভক্তি আছে এমন।

দেবভাষা — সংস্কৃত।

দেবভূমি — স্বর্গ, দেবতাদের বাসস্থান। পবিত্র দেশ।

দেবমাতা — দেবতাদের জননী, কশ্যপপত্নী অদিতি।

দেবমাতৃক — দেবতাদের স্নেহে লালিত।

দেবযান — যে পথে জ্ঞানীরা স্বর্গে গমন করেন। দেবতাদের যানবাহন।

দেবযানী — পুরাণে বর্ণিত দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা ও যযাতির পত্নী।

দেবযোনি — উপদেবতা, ভূতপ্রেত ইত্যাদি।

দেবর — স্বামীর ছোট ভাই, দেওর, ঠাকুরপো।

দেবরাজ — দেবতাদের রাজা, ইন্দ্র।

দেবর্ষি — স্বর্গের ঋষি, যিনি দেবতা ও ঋষি। [ঃ 'দেবর্ষি' নারদ।]

দেবল — পূজারী ব্রাহ্মণ।

দেবলোক — দেবতাদের বাসস্থান, স্বর্গ।

দেবশর্মা, দেবশর্ম্মা — ব্রাহ্মণের সাধারণ উপাধি।

দেবশিল্পী — দেবতাদের কারিকর, বিশ্বকর্মা।

দেবসভা — দেবতাদের সভা, ইন্দ্রের রাজসভা।

দেবসেনা — দেবতাদের সৈন্য। ইন্দ্রের কন্যা ও কার্তিকেয়ের পত্নী।

দেবসেনাপতি — কার্তিকেয় (দেবসৈন্যগণের অধিনায়ক এবং দেবসেনার স্বামী এই উভয় অর্থে)।

দেবা — (ব্যঙ্গার্থে) দেব। ব্রাহ্মণ। [ঃ যেমন 'দেবা', তেমন দেবী।]

দেবাঙ্গনা — দেবপত্নী, দেবী। অপ্সরা।

দেবাত্মজ — দেবতার পুত্র।

দেবাত্মজা — দেবতার কন্যা।

দেবাত্মা — দেবস্বরূপ, দেবতুল্য, দেবতার গুণ আছে এমন।

দেবাদিদেব — সকল দেবের প্রধান। শিব, মহাদেব। বিষ্ণু।

দেবাদেশ — দেবতার আদেশ, দৈববাণী।

দেবানুচর — দেবতার সেবক বা অনুসরণ-কারী, বিদ্যাধর গন্ধর্ব যক্ষ ইত্যাদি।

দেবান্তক — দেবতার নিধনকারী।

দেবায়তন — দেবমন্দির।

দেবায়ুধ — দেবতার অস্ত্র। বজ্র।

দেবারি — দেবতার শত্রু, অসুর, দৈত্য।

দেবালয় — দেবমন্দির।

দেবাশ্রিত — দেবতার আশ্রিত, দেবতা যাহার সহায়।

দেবিকা — সরযূ নদী। দেবী।

দেবী — স্ত্রী দেবতা। দুর্গা, ভগবতী। পরমারাধ্যা বা পরম পূজনীয়া নারী। [ঃ মাতৃ-'দেবী'।] উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীদের নামের শেষ অংশ। [ঃ রমা 'দেবী'।]

দেবেন্দ্র — দেবরাজ, ইন্দ্র।

দেবেন্দ্রাণী — দেবতাদের রানী, ইন্দ্রাণী, শচী।

দেবোচিত — দেবতার উপযুক্ত। দেবতার মতো।

দেবোত্তর -- ('দেবত্র' দেখ।)

দেবোপম — দেবতার মতো, দেবতুল্য।

দেব্যা — (গ্রাম্য ব্যবহার) উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার উপাধি।

দেমাক — গর্ব, দম্ভ, অহংকার।

দেয় — যাহা দিতে হইবে, অপরের প্রাপ্য। যাহা দেওয়া উচিত।

দেয়া — (কবিতায়) মেঘ।

দেয়া — দেওয়া। [ঃ মন 'দেয়া'-নেয়া।]

দেয়ান — (প্রাচীন কবিতায়) দেওয়ান।

দেয়াল — ('দেওয়াল' দেখ।)

দেয়ালা — ('দিয়ালা' দেখ।)

দেয়ালি, দেয়ালী — ('দেওয়ালি' দেখ।)

দেয়াসিনী — সিদ্ধা নারী, সন্ন্যাসিনী। পূজারিণী। দেবকন্যা।

দেয়াসী, দেয়াশী — মনসা শীতলা ধর্মরাজ ইত্যাদির পূজক।

দেরকো — দীপ রাখিবার কাঠের দণ্ড, কাঠের পিলসুজ।

দেরাজ — টেবিল ইত্যাদির গায়ে লাগানো বাক্সের মতো জিনিস যাহা টানিয়া বাহির করা ও ঠেলিয়া ঢুকানো যায়, টানা, ড্রয়ার।

দেরি — বিলম্ব। [ঃ 'দেরি' করা; ঃ 'দেরি' হওয়া।]

দেল — ('দিল্' দেখ।)

দেলকো — ('দেরকো' দেখ।)
দেলখোশ — ('দিলখোশ' দেখ।)
দেলদরিয়া — ('দিলদরিয়া' দেখ।)
দেশ — পৃথিবীর বিশেষ কোনও সুবৃহৎ অংশ বা অঞ্চল। রাজ্য, রাষ্ট্র। নিজের গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল। [ঃ 'দেশে' যাওয়া।]
-দেশ — অঙ্গের কোনও অংশ বা কোনও স্থান বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কণ্ঠ-'দেশ'; ঃ তল-'দেশ'।]
দেশকাল — স্থান ও সময়, অবস্থা ও সুযোগ, পরিপার্শ্ব।
দেশকালপাত্র — স্থান সময় ও লোকজন।
দেশজ — দেশে জন্মিয়াছে বা উৎপন্ন হইয়াছে এমন, দেশী। [ঃ 'দেশজ' শিল্প।] (ভাষাতত্ত্বে) সংস্কৃত প্রাকৃত বা বিদেশী কোনও ভাষা হইতে উৎপন্ন নহে এমন এই দেশীয় (শব্দ)।
দেশজয় — দেশ আক্রমণ ও অধিকার।
দেশজোড়া — সারা দেশে প্রচারিত বা প্রচলিত এমন, দেশময়। [ঃ দেশজোড়া 'নাম'।]
দেশত্যাগ — নিজের দেশ বা জন্মস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন।
দেশত্যাগী — দেশত্যাগ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **দেশত্যাগিনী**।
দেশদেশান্তর — স্বদেশ ও অন্য দেশ। এক দেশ হইতে অন্য দেশ।
দেশদ্রোহ — ('দেশদ্রাহিতা' দেখ।)
দেশদ্রোহিতা — স্বদেশের অনিষ্টসাধন, নিজের দেশের প্রতি শত্রুতা।
দেশদ্রোহী — দেশের শত্রু, দেশের অনিষ্টকারী। স্ত্রী. — **দেশদ্রোহিণী**।
দেশবিখ্যাত — সারা দেশের লোকে জানে এমন, সারা দেশে পরিচিত।
দেশবিদেশ — নিজের দেশ ও অন্য দেশ। নানা দেশ।
দেশবিশ্রুত — সারা দেশের লোকে যাহার কথা বা নাম শুনিয়াছে এমন, দেশ-বিখ্যাত।
দেশব্যাপী — সারা দেশ জুড়িয়া, দেশময়, দেশজোড়া। [ঃ 'দেশব্যাপী' দুর্ভিক্ষ।]
দেশময় — দেশব্যাপী, দেশজোড়া, সারা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে এমন। [ঃ 'দেশময়' হাহাকার।]
দেশমাতৃকা — মায়ের মতো স্বদেশ, দেশ-জননী।
দেশলাই — ('দিয়াশলাই' দেখ।)
দেশহিত — দেশের মঙ্গল, দেশের কল্যাণ, দেশের উপকার।
দেশহিতকর — যাহাতে দেশের উপকার বা মঙ্গল হয় এমন। [ঃ 'দেশহিতকর' কাজ।]
দেশহিতকামী — স্বদেশের মঙ্গল চায় এমন।
দেশহিতকারী — স্বদেশের মঙ্গল করে এমন। বি. — **দেশহিতকারিতা**।
দেশহিতৈষী — যে দেশের মঙ্গল চায়, দেশের কল্যাণকামী। স্ত্রী. — **দেশ-হিতৈষিণী**।
দেশাচার — দেশে প্রচলিত রীতি-নীতি বা আচার-ব্যবহার।
দেশাত্মবোধ — দেশের মঙ্গলেই আপনার মঙ্গল এই চেতনা।
দেশান্তর — অন্য দেশ, দূর দেশ। (ভূগোলে) কোনও স্থানের মধ্যরেখা হইতে অন্য কোনও স্থানের মধ্যরেখার কৌণিক দূরত্ব, দ্রাঘিমা।
দেশান্তরিত — অন্য দেশে প্রেরিত। অন্য দেশে গিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **দেশান্তরিতা**।

দেশান্তরী — দেশত্যাগী।
দেশী — নিজের দেশে উৎপন্ন। [ঃ 'দেশী' জিনিস।] দেশবাসী। [ঃ পর-'দেশী'।]
দেশীয় — দেশ সংক্রান্ত। দেশের। দেশে জাত বা উৎপন্ন। [ঃ এ 'দেশীয়'।] স্ত্রী. — **দেশীয়া**।
দেহ — শরীর। **দেহ রাখা** — মরা।
দেহ — (কবিতায়) দাও।
দেহজ — শরীর হইতে জাত।
দেহতত্ত্ব — শরীর সংক্রান্ত বিজ্ঞান। দেহ আত্মা ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে গান।
দেহত্যাগ — প্রাণত্যাগ, মৃত্যু।
দেহধারণ — জীবনধারণ, বাঁচিয়া থাকা। মূর্তিলাভ, রূপ গ্রহণ।
দেহধারী — যাহার শরীর আছে, অশরীরী নহে। দৈহিক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এমন। [ঃ 'দেহধারী' ভগবান্।]
দেহপাত — কঠিন পরিশ্রম ইত্যাদির জন্য শরীরের ক্ষয়। জীবননাশ, মৃত্যু।
দেহযষ্টি — লাঠির মতো শরীর। দেহরূপ লাঠি।
দেহরক্ষা — দেহত্যাগ, মৃত্যু।
দেহলি, দেহলী — দরজার পাশে বা সামনে বেদীর মতো স্থান, দাওয়া। চৌকাঠের নীচের কাঠ।
দেহাত — গ্রাম, পাড়াগাঁ।
দেহাতী — গ্রাম্য, গেঁয়ো। [ঃ 'দেহাতী' ভাষা।]
দেহাতীত — কেবল দেহে সীমাবদ্ধ নহে এমন, কেবল দৈহিক নহে এমন। [ঃ 'দেহাতীত' প্রেম।]
দেহাত্মপ্রত্যয় — দেহ ও আত্মা অভিন্ন এই বিশ্বাস।
দেহাত্মবাদ — দেহ হইতে আত্মা পৃথক নহে এই মতবাদ, দার্শনিক চার্বাকের মত।
দেহাত্মবাদী — দেহাত্মবাদে বিশ্বাসী।
দেহান্ত — শরীরের শেষ, মৃত্যু।
দেহান্তর — অন্য দেহ। পুনর্জন্ম। [ঃ 'দেহান্তর' গ্রহণ।]
দেহাবশেষ — বিনষ্ট দেহের অবশিষ্ট অংশ। [ঃ মৃত্তিকাগর্ভে প্রাপ্ত 'দেহাবশেষ'।] প্রাণহীন দেহ, মৃত দেহ।
দেহাবসান — দেহান্ত, মৃত্যু।
দেহারা — (প্রাচীন কবিতায়) দেউল, মন্দির।
দেঁহি — দাও। **দেঁহি দেঁহি রব** — দাও দাও চিৎকার।
দেহী — যাহার দেহ আছে, দেহধারী।
দৈতেয় — দিতির পুত্র, দৈত্য।
দৈত্য — কশ্যপ-পত্নী দিতির পুত্র, অসুর, দানব।
দৈত্যকুল — দৈত্যগণ, অসুর বংশ।
দৈত্যগুরু — অসুরদের গুরুদেব, শুক্রাচার্য।
দৈত্যনিসূদন — অসুরনিধনকারী, বিষ্ণু।
দৈত্যপতি — দৈত্যগণের রাজা।
দৈত্যারি — অসুরগণের নিধনকর্তা, বিষ্ণু।
দৈনন্দিন — দৈনিক, প্রতিদিনের, প্রাত্যহিক। যাহা প্রায় রোজই হয়, সাধারণ। [ঃ 'দৈনন্দিন' ঘটনা।]
দৈনিক — রোজ করিতে হয় বা ঘটে এমন, প্রাত্যহিক। রোজ প্রকাশিত হয় এমন সংবাদপত্র।
দৈন্য — টাকা পয়সার অভাব, দারিদ্র্য। অভাব। [ঃ ভাবের 'দৈন্য'।] হীনতা। [ঃ মনের 'দৈন্য'।]
দৈন্যদশা — গরীব অবস্থা, দুঃখ-দারিদ্র্যময় অবস্থা
দৈব — দেবতা সংক্রান্ত। [ঃ 'দৈব'-অস্ত্র।] অলৌকিক। [ঃ 'দৈব' শক্তি।]

অদৃষ্ট, ভাগ্য। [ঃ 'দৈবের' বশে।] স্ত্রী. —**দৈবী**। [ঃ 'দৈবী' শক্তি।]

দৈবকর্ম, দৈবকর্ম্ম — দেবতার উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান।

দৈবকী — ('দেবকী' দেখ।)

দৈবক্রমে, দৈবগতিকে — হঠাৎ, অকস্মাৎ, দৈবাৎ।

দৈবদুর্বিপাক, দৈবদুর্ব্বিপাক — ভাগ্য-দোষে বিপদ। দুর্ভাগ্যের ফলে প্রতিকূল অবস্থা।

দৈবদোষ — ভাগ্যের দোষ, অদৃষ্টের দোষ।

দৈববশে — হঠাৎ, ভাগ্যক্রমে, দৈবাৎ।

দৈববাণী — অন্তরীক্ষ হইতে দেবতাদের আদেশ, আকাশবাণী।

দৈববিড়ম্বনা -- ভাগ্যের প্রতিকূলতা, দুর্ভাগ্য।

দৈবযোগ — আকস্মিক ঘটনা।

দৈবাৎ — হঠাৎ, আকস্মিকভাবে, ভাগ্যক্রমে।

দৈবাধীন, দৈবায়ত্ত -- যাহা দেবতার বা ভাগ্যের অধীন, যাহা মানুষের ইচ্ছা শক্তির বাহিরে। [ঃ 'দৈবায়ত্ত' কুলে জন্ম।]

দৈবী — দেবতা সম্বন্ধীয়া। [ঃ 'দৈবী' মায়া।]

দৈর্ঘ্য — দীর্ঘতা, লম্বাদিকের মাপ।

দৈহিক — দেহ সংক্রান্ত, শারীরিক। [ঃ 'দৈহিক' শক্তি।]

দো- — 'দুইটি' 'দুইটি আছে' 'দুইবার হয়' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দো-নলা' বন্দুক; ঃ 'দো-ফলা' গাছ।]

দোআনি — ('দুআনি' দেখ।)

দোআব — দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল।

দোআঁশ — বেলে ও এঁটেল মাটির মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন। [ঃ 'দোআঁশ' মাটি।]

দোআঁশলা — দুই শ্রেণীর বস্তুর মিশ্রণের ফলে জাত। দুই জাতির প্রাণীর যৌন-মিলনের ফলে জাত। [ঃ 'দোআঁশলা' কুকুর।]

দোকর — দুইবার, দ্বিতীয়বার। [ঃ 'দোকর' খাটা; ঃ 'দোকর' দেওয়া।]

দোকলা — দুইজন। [ঃ একলা-'দোকলা'।]

দোকা — দুইজন। [ঃ একা-'দোকা'।]

দোকান — জিনিসপত্র বিক্রয়ের স্থান বা ঘর, পণ্যশালা।

দোকানদার -- দোকানের মালিক। যে দোকানে কেনাবেচা করে।

দোকানদারি — দোকানদারের কাজ বা পেশা। দোকানদারের মতো স্বার্থপর আচরণ।

দোকানদারী দোকানদার সংক্রান্ত। দোকানদারের মতো। [ঃ 'দোকানদারী' কথাবার্তা।]

দোকানী — দোকানের মালিক, দোকানদার।

দোক্তা — পানের সহিত খাইবার উপযোগী তামাকের শুকনা গুঁড়া পাতা।

দোক্তাখোর - দোক্তা খাওয়া যাহার অভ্যাস, দোক্তা খাইতে অভ্যস্ত।

দোখ — (প্রাচীন কবিতায়) দোষ।

দোগ্ধা — যে দোহন করে, যে দুধ দোয়, দোহনকারী।

দোচালা — দুই দিকে চাল আছে এমন ঘর।

দোছুট, দোছোট — উড়ানি, ছোট চাদর, উত্তরীয়।

দোজবরে — দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক বা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতেছে এমন। [ঃ 'দোজবরে' বর।] দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে চায় বা বিবাহ করিতেছে এমন ব্যক্তি। [ঃ'দোজবরেকে' মেয়ে দেওয়া।]

দোটানা — দুই দিকে মনের আকর্ষণ, দ্বিধা, সংশয়। [ঃ 'দোটানায়' পড়া।]
দোতরফা — উভয় পক্ষ সংক্রান্ত। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত। (তুঃ 'একতরফা'।]
দোতলা — দুইতলা আছে এমন, দ্বিতল। [ঃ 'দোতলা' বাড়ি।] দ্বিতীয় তলা। [ঃ 'দোতলায়' থাকে।]
দোতারা — দুই তার আছে এমন একরকম বাদ্যযন্ত্র।
দোথরী — (প্রাচীন কবিতায়) দুই থর বা স্তর আছে এমন। [ঃ 'দোথরী' মুক্তা মালা।]
দোদুল — দুলিতেছে এমন। দোলন সূচক অনুকার। [ঃ 'দোদুল' দোলে দোলে।]
দোদুল্যমান — ক্রমাগত দুলিতেছে এমন, দোলায়মান।
দোনরী — দুইটি সারি বা পঙ্‌ক্তি আছে এমন (হার)। [ঃ একনরী-'দোনরী'।]
দোনলা — দুইটি নল আছে এমন। [ঃ 'দোনলা' বন্দুক।]
দোনা — পান রাখিবার ঠোঙা।
দোনী — ('দুনী' দেখ।)
দোপড়া — দ্বিতীয় পাত্রে বিবাহিতা, গায়ে-হলুদের পর নির্দিষ্ট বরের সহিত বিবাহ না হওয়ায় অন্য বরের সহিত বিবাহিতা।
দোপাটা — উড়ানি, উত্তরীয়।
দোপাটি — রংবেরঙের একরকম ফুল।
দোপাট্টা — মাঝে লম্বালম্বি সেলাই করিয়া জোড়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'দোপাট্টা' চাদর।]
দোপিয়াজা, দোপেঁয়াজা — মাংসের একরকম পেঁয়াজবহুল ব্যঞ্জন।
দোপেয়াজি — ('দোপিয়াজা' দেখ।)
দোপেয়ে — দুই পা আছে এমন। [ঃ 'দোপেয়ে' জানোয়ার।]
দোফলা — বছরে দুইবার ফলে এমন। [ঃ 'দোফলা' আমগাছ।]
দোবজা — একরকম মোটা চাদর। উড়ানি।
দোবরা, দোবারা — (দুইবার পরিষ্কার করা হইয়াছে এই অর্থে) দানাদার সাদা (চিনি)।
দোভাষী — যে দুই ভাষায় কথা বলে, যে একজনের ভাষা অনুবাদ করিয়া অন্যকে বুঝাইয়া দেয়।
দোমড়ানো — ('দুমড়ানো' দেখ।)
দোমনা — ('দুমনা' দেখ।)
দোমালা — আধ পাকা (নারিকেল)।
দোমুখো — দুইমুখ বিশিষ্ট।
দোমেটে — ('দুমেটে' দেখ।)
দোয়া — দোহন করা, বাঁট টানিয়া দুধ বাহির করা। [ঃ 'দুধ' দোয়া; ঃ 'গাই' দোয়া।]
দোয়া — আশীর্বাদ। [ঃ খোদার 'দোয়া'।] ভগবানের নিকট আশীর্বাদভিক্ষা। [ঃ মুখে 'দোয়া' করে কাজী।]
দোয়া — (প্রাচীন কবিতায়) দ্বাপর।
দোয়াজ — (প্রাচীন কবিতায়) দ্বিতীয়। [ঃ 'দোয়াজ' বনিতা তার হবে সুলক্ষণা।]
দোয়াত — লিখিবার কালি রাখিবার পাত্র।
দোয়ানো — ('দোহানো' দেখ।)
দোয়াবর — (মুসলমানগণের পত্রের পাঠে ব্যবহৃত হয়) আশীর্বাদভাজন, কল্যাণীয়।
দোয়ার — প্রধান গায়কের উক্তি আবার গায় এমন গায়ক, সহকারী গায়ক, জুড়িদার।
দোয়ারকি — দোয়ারের কাজ, ধুয়া ধরিয়া গান।

দোয়ারী — (প্রাচীন কবিতায়) দ্বারী, দ্বাররক্ষক।

দোয়াস্তা — দুইবার চোয়ানো হইয়াছে এমন মদ।

দোয়েল — একরকম সুকণ্ঠ পাখী।

দোর — দরজা, দুয়ার।

দোরগোড়া — দরজার নিকটস্থ স্থান।

দোরসা — অল্প পচা। [ঃ 'দোরসা' মাছ।] ঈষৎ রস বা জল আছে এমন। [ঃ 'দোরসা' মাটি।]

দোরোখা — যে কাপড়ের দুই পিঠে একই রকম কারুকার্য আছে।

দোর্দণ্ড, দোর্দ্দণ্ড — প্রবল, দুর্দম। [ঃ 'দোর্দণ্ড' [illegible]]

দোর্দণ্ডপ্রতাপ, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ — প্রবল শক্তিমান, দুর্ধর্ষ।

দোল — দুলিবার ফলে একদিক হইতে অন্য দিকে গমন, দোলন। [ঃ 'দোল' খাওয়া।]

দোল — ('দোলযাত্রা' দেখ।)

দোলক — যাহা দোলে। দেওয়াল ঘড়ির দোদুল্যমান যন্ত্র, পেণ্ডুলাম।

দোলন — দোলা, দোদুল্যমান অবস্থা। কম্পন।

দোলনা — ঝুলিবার জন্য দড়ি বাঁধা কাঠের পিঁড়ি বা চুপড়ির মতো জিনিস, দোলা।

দোলমঞ্চ — দোলযাত্রার জন্য রচিত চত্বর।

দোলমা — মাছ ইত্যাদির পুর দেওয়া পটোলের একরকম ব্যঞ্জন।

দোলযাত্রা — শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন ও তৎসংক্রান্ত উৎসব, হোলি।

দোলা — দুলিবার ফলে কম্পন। [ঃ 'দোলা' লাগা।]

দোলা — একরকম পাল্কি, ডুলি। দোলনা। মড়ার খাট।

দোলা — ('দুলা') দেখ।)

দোলাই — দুই স্তর কাপড় দিয়া সেলাই করিয়া তৈয়ারী শীতের চাদর।

দোলানো — ('দুলানো' দেখ।)

দোলায়মান — দুলিতেছে এমন, দোদুল্যমান। সংশয়ে অস্থির।

দোলায়িত — দোলানো হইয়াছে এমন, ঝুলানো হইয়াছে এমন, আন্দোলিত।

দোলিকা — ছোট দোলা, ডুলি।

দোশালা — দুই ফর্দ শাল, শালের জোড়া।

দোষ — অপরাধ, ত্রুটি, অন্যায়। [ঃ 'দোষ' করা।] অপকর্ষ, গুণের অভাব। খুঁত, ত্রুটি। [ঃ লেখায় অনেক 'দোষ' আছে।] রোগ, অসুস্থতা। [ঃ মাথার 'দোষ'; ঃ চোখের 'দোষ'।] অপবাদ, কলংক। [ঃ 'দোষ' দেওয়া।] **ইন্দ্রিয়দোষ, চরিত্র-দোষ** — চরিত্রহীনতা, লাম্পট্য। **মাথার দোষ** — পাগলামি, ছিট।

দোষক্ষালন — নির্দোষ প্রমাণ করণ, অপরাধ মোচন।

দোষগ্রাহী — যে কেবল দোষ ধরে, সহজে মন্দ দিক যাহার চোখে পড়ে, নিন্দুক, ছিদ্রান্বেষী। বি. — **দোষগ্রাহিতা**।

দোষদর্শী — যে সহজে দোষ দেখে, ছিদ্রান্বেষী, নিন্দুক। বি. — **দোষ-দর্শিতা**।

দোষজ্ঞ — যে দোষগুণ বোঝে। চিকিৎসক, বৈদ্য।

দোষা — ('দুষা' দেখ।)

দোষাদোষ — দোষগুণ, ভালোমন্দ।

দোষাবহ — নিন্দনীয়।

দোষারোপ — অপরের উপর কোনও অপরাধ বা অন্যায় কার্যের দায়িত্ব আরোপ, দোষ দেওয়া।

দোষিণী — অপরাধকারিণী।

দোষী — যে দোষ করিয়াছে, অপরাধী।

দোষৈকদর্শী — যে কেবল দোষ দেখে,

দোষগ্রাহী। বি. — **দোষৈকদর্শিতা।**

দোসর — অনুরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি। সহচর। [ঃ যমের 'দোসর'।] ভাগী, অংশীদার। [ঃ দুখের 'দোসর'।]

দোসরা — দ্বিতীয়, অন্য। [ঃ 'দোসরা' লোক।] মাসের দুই তারিখ।

দোসীমানা — দুই জমির মধ্যবর্তী সীমা-রেখা।

দোসুতি — ডবল সুতায় বোনা কাপড়।

দোস্ত — বন্ধু, মিত্র, সাথী।

দোস্তি — বন্ধুত্ব, মিত্রতা।

দোহক — যে দোহন করে, যে দোয়, দোগ্ধা।

দোহদ — গর্ভবতীর সাধ। গর্ভ। **দোহদ-দান** — গর্ভবতীকে তাহার বাঞ্ছিত বস্তু ও খাদ্যাদি দান, সাধ দেওয়া।

দোহন — বাঁট হইতে দুধ টানিয়া বাহির করণ, দোয়া। (বাঙ্গার্থে) শোষণ।

দোহনী — দোহনের পাত্র। (প্রাচীন কবিতায়) দোহনকারিণী। [ঃ রতি রস কাম দোহনী।]

দোহনীয় — দোহনের যোগ্য। স্ত্রী. — **দোহনীয়া।**

দোহা -- দোহন করা, দোয়া।

দোঁহা — হিন্দী কবিতার দুইচরণযুক্ত এক-রকম ছন্দ। ঐরূপ ছন্দে লিখিত কবিতা। [ঃ কবীরের 'দোঁহা'।]

দোঁহা — (কবিতায়) দুই জন।

দোঁহাবলী — দোঁহার সমষ্টি।

দোহাই — দিব্য, শপথ। [ঃ মা কালীর 'দোহাই'।] সুবিচার বা অনুরোধ রক্ষার জন্য মিনতি। [ঃ তোমার 'দোহাই'; ঃ 'দোহাই' হুজুর।] মিথ্যা কারণ, ছুতা, অছিলা। [ঃ অসুখের 'দোহাই'।] দায়িত্ব বা প্রামাণিকতা আরোপ। [ঃ বিজ্ঞানের 'দোহাই'।]

দোঁহাকার — (কবিতায়) উভয়ের, দুই-জনের।

দোহানো — অপরের দ্বারা দোহন করা, দোহন করানো।

দোহার — সহকারী গায়ক, যে ধুয়া ধরে, দোয়ার।

দোঁহার — (কবিতায়) উভয়ের, দুইজনের।

দোহারা — দুই ভাঁজ বা খেই আছে এমন। [ঃ 'দোহারা' কাপড়।] রোগাও নহে মোটাও নহে এমন, স্থূল ও কৃশের মাঝামাঝি। [ঃ 'দোহারা' চেহারা।]

দোহারা — (প্রাচীন কবিতায়) মন্দির, দেউল।

দোহাল — যে গাই দোয়, দোহনকারী।

দোহ্য — দোহনীয়, দোহনযোগ্য।

দৌড় — বেগে গমন, ছুট। বেগে পলায়ন, চম্পট। ছুটিবার প্রতিযোগিতা। [ঃ ঘোড়-'দৌড়'।] চরম শক্তি বা সামর্থ্য। [ঃ বুদ্ধির 'দৌড়'।]

দৌড়ঝাঁপ, দৌড়ধাপ — দৌড ও লাফ, দৌড়াদৌড়ি, অনেক যাতায়াত, ক্লান্তিকর ঘোরাফেরা।

দৌড়া — ছুটা, দৌড় দেওয়া, সবেগে যাওয়া।

দৌড়াদৌড়ি — অনেকবার দৌড়, ছুটোছুটি। ক্লান্তিকর যাতায়াত বা ঘোরাঘুরি।

দৌড়ানো — ছুটা, দৌড় দেওয়া, সবেগে চলা। দৌড় করানো, ছুটানো, সবেগে চালানো। [ঃ গাড়ি 'দৌড়ানো'।]

দৌত্য — দূতের কাজ।

দৌবারিক — দ্বাররক্ষক, দ্বারের প্রহরী, দারোয়ান।

দৌরাত্ম্য — উপদ্রব, উৎপাত, দুরন্তপনা। উৎপীড়ন। দুর্বৃত্ততা।

দৌর্বল্য, দৌর্ব্বল্য — দুর্বলতা, শক্তি-হীনতা, বলের অভাব। স্নেহ বা নিজের ত্রুটি থাকার জন্য কঠোরতার অভাব,

দুর্বলতা, চারিত্রিক অক্ষমতা।

দৌলত — সম্পদ্, ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্য। অনুগ্রহ, সাহায্য। [ঃ তোমার' দৌলতে'।]

দৌলতখানা — ধনীর প্রাসাদ।

দৌহিত্র — দুহিতার পুত্র, মেয়ের ছেলে।

দৌহিত্রী — দুহিতার কন্যা, মেয়ের মেয়ে।

দ্যাখা — 'দেখা' শব্দের উচ্চারণ অনুসারে বানান।

দ্যুলোক — স্বর্গ।

দ্যুতি -- প্রভা, ঔজ্জ্বল্য।

দ্যুতিমান্ — উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়।

দ্যূত — বাজি রাখিয়া পাশা খেলা। জুয়া-খেলা।

দ্যোতক — সূচক, প্রকাশক, ব্যঞ্জক।

দ্যোতনা — প্রকাশ, ব্যঞ্জনা, ভাবের সূচনা।

দ্রব — তরল, গলিত। দয়ায় কোমল। [ঃ হৃদয় 'দ্রব' হওয়া।]

দ্রবণ — তরল হওয়া, গলন।

দ্রবণীয় — তরল হইবার যোগ্য।

দ্রবত্ব — তরলতা, গলিত অবস্থা।

দ্রবীকরণ -- দ্রব বা তরল করণ, গালানো।

দ্রবীকৃত — দ্রব বা তরল করা হইয়াছে এমন, গালানো হইয়াছে এমন।

দ্রবীভবন — দ্রব বা তরল হওয়া, গলন।

দ্রবীভূত — দ্রব বা তরল হইয়াছে এমন, গলিত। করুণায় কোমল, বিগলিত।

দ্রব্য — বস্তু, জিনিস, পদার্থ।

দ্রব্যগুণ — কোনও বস্তুর বিশেষ ক্রিয়াশক্তি।

দ্রষ্টব্য — যাহা দেখা উচিত, দেখার যোগ্য। যাহা প্রমাণ হিসাবে দেখা যাইতে পারে। [ঃ অমুক পুস্তক 'দ্রষ্টব্য'।]

দ্রষ্টা — যে দেখে, দর্শক। যে ভবিষ্যৎ দেখে, ভবিষ্যৎদর্শী, ঋষি।

দ্রাক্‌মা — একরকম গ্রীসদেশীয় মুদ্রা।

দ্রাক্ষা — আঙুর।

দ্রাঘিমা — নিরক্ষরেখার উপর দিয়া উভয় মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত কাল্পনিক ভৌগোলিক রেখা, দেশান্তর।

দ্রাঘিমান্তর — দুই দ্রাঘিমার মধ্যবর্তী ব্যবধান ও তাহার মাপ।

দ্রাবক — যাহা দ্রব বা তরল করে, যাহা গলায়।

দ্রাবণ — দ্রব বা তরল করণ, গালানো।

দ্রাবিড় — ভারতের আদিম একটি জাতি যাহা আর্যগণের ভারত আগমনের পূর্বে সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। দ্রাবিড়গণের বর্তমান বাসভূমি, দক্ষিণ ভারত। **দ্রাবিড়দেশ, দ্রাবিড়-ভূমি** — দক্ষিণ ভারত, মাদ্রাজ অন্ধ্র কর্ণাট ইত্যাদি অঞ্চল।

দ্রুত — ত্বরিত, তাড়াতাড়ি, শীঘ্র। বি. — **দ্রুততা**।

দ্রুতগতি — শীঘ্র গমনশক্তি, ত্বরিত বেগ। তাড়াতাড়ি যায় এমন, ক্ষিপ্রগতি।

দ্রুতগামী — তাড়াতাড়ি যায় এমন, ক্ষিপ্র-গতি, ক্ষিপ্রগামী। স্ত্রী. — **দ্রুতগামিনী**।

দ্রুতপদ — তাড়াতাড়ি পা ফেলে এমন।

দ্রুতপদে — তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া, জোরে হাঁটিয়া।

দ্রুতবেগ — ('দ্রুতগতি' দেখ।)

দ্রুতবেগে — তাড়াতাড়ি, দ্রুত।

দ্রুপদ — মহাভারতে বর্ণিত পাঞ্চাল দেশের রাজা, দ্রৌপদীর পিতা।

দ্রুপদকন্যা, দ্রুপদদুহিতা, দ্রুপদনন্দিনী, দ্রুপদসুতা — দ্রুপদের মেয়ে, পান্ডবগণের পত্নী দ্রৌপদী।

দ্রুম — গাছ, বৃক্ষ।

দ্রোণ — মহাভারতে বর্ণিত কুরুকুলের অস্ত্রগুরু ভরদ্বাজ মুনির পুত্র, দ্রোণাচার্য।

দ্রোণি, দ্রোণী — ডোঙা, জল সেচিবার উপযোগী কাঠের পাত্র, দুনি। দুই

পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি।

-দ্রোহ, -দ্রোহিতা — অনিষ্টাচরণ শত্রুতা বা বিরুদ্ধতা বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ রাজ-'দ্রোহ'; ঃ দেশ-দ্রোহিতা'।]

-দ্রোহী — অনিষ্টাচরণ শত্রুতা বা বিরুদ্ধতা করে এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দেশ-'দ্রোহী'।]

দ্রৌপদী — মহাভারতে বর্ণিত দ্রুপদের কন্যা ও পান্ডবগণের পত্নী, পাঞ্চালী, কৃষ্ণা।

দ্বন্দ্ব — কলহ, ঝগড়া। [ঃ 'দ্বন্দ্ব' বাধা।] বিরোধ, বৈপরীত্য। দুইজনের দ্বারা সম্পন্ন বা অনুষ্ঠিত। [ঃ 'দ্বন্দ্ব' নৃত্য; ঃ 'দ্বন্দ্ব' যুদ্ধ।] দুইজনের দ্বারা অনুষ্ঠান। [ঃ নৃত্য-'দ্বন্দ্ব'।] (ব্যাকরণে) একরকম সমাস। [ঃ 'অহর্নিশ', 'পশু-পাখী' ইত্যাদি।]

দ্বন্দ্ববাদ — পরস্পর বিরোধিতা বা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই নূতন সমন্বয় সংঘটিত হয় এই মতবাদ, 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌'।

দ্বন্দ্ববাদী — দ্বন্দ্ববাদ সংক্রান্ত। দ্বন্দ্ববাদে বিশ্বাসী।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ — দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ, 'ডুয়েল'।]

-দ্বয় — দুইটি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ব্যক্তি-'দ্বয়'।]

দ্বাচত্বারিংশ — ৪২ সংখ্যার পূরক, বিয়াল্লিশের, বিয়াল্লিশতম। [ঃ 'দ্বাচত্বা-রিংশ' অধিবেশন।]

দ্বাচত্বারিংশৎ — ৪২ সংখ্যা, বিয়াল্লিশ।

দ্বাচত্বারিংশত্তম — ('দ্বাচত্বারিংশ' দেখ।)

দ্বাত্রিংশ — ৩২ সংখ্যার পূরক, বত্রিশের, বত্রিশতম।

দ্বাত্রিংশৎ — ৩২ সংখ্যা, বত্রিশ।

দ্বাত্রিংশত্তম — ('দ্বাত্রিংশ' দেখ।)

দ্বাদশ — ১২ সংখ্যার পূরক, বারোর। [ঃ 'দ্বাদশ' অধিবেশন।] বারো, ১২। [ঃ 'দ্বাদশ' বৎসর।] স্ত্রী. — **দ্বাদশী**।

দ্বাদশী — একাদশীর পরবর্তী তিথি। বারো বৎসর বয়স্কা।

দ্বাপর — পুরাণোক্ত তৃতীয় যুগ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়।

দ্বাবিংশ — ২২ সংখ্যার পূরক, বাইশের। [ঃ 'দ্বাবিংশ' অধ্যায়।]

দ্বাবিংশতি — বাইশ, ২২।

দ্বাবিংশতিতম — ('দ্বাবিংশ' দেখ।)

দ্বার — দরজা, দোর, প্রবেশপথ।

দ্বারকা — বর্তমান গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াবাড়ে অবস্থিত প্রাচীন কালের বিখ্যাত নগরী শ্রীকৃষ্ণ যাহার রাজা ছিলেন।

দ্বারকানাথ, দ্বারকাপতি, দ্বারকেশ — দ্বারকার রাজা, শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বারদেশ — দরজার নিকটবর্তী স্থান। দরজার সম্মুখ।

দ্বারপাল — দ্বাররক্ষক, দারোয়ান।

দ্বারবতী — ('দ্বারাবতী' দেখ।)

দ্বারবান — দারোয়ান, দ্বারী, দ্বাররক্ষক।

দ্বাররক্ষক, দ্বাররক্ষী — দারোয়ান, দ্বারী, দ্বারপাল।

দ্বারস্থ — প্রার্থীরূপে দ্বারে আসিয়াছে এমন, প্রার্থীরূপে উপস্থিত। [ঃ 'দ্বারস্থ' হওয়া।]

দ্বারা — সাহায্যে, দিয়া, কর্তৃক, মারফত, সহিত।

দ্বারাধ্যক্ষ — দ্বাররক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, দ্বারপাল, দারোয়ান।

দ্বারাবতী — ('দ্বারকা' দেখ।)

দ্বারিক — দারোয়ান।

দ্বারিকা — ('দ্বারকা' দেখ।)

দ্বারিকানাথ, দ্বারিকাপতি, দ্বারিকেশ — ('দ্বারকানাথ' দেখ।)

দ্বাষষ্টি — ৬২ সংখ্যা, বাষট্টি।

দ্বাষষ্টিতম — ৬২ সংখ্যার পূরক, বাষট্টির, বাষট্টিতম।

দ্বাসপ্ততি — বাহাত্তর, ৭২ সংখ্যা।

দ্বাসপ্ততিতম — ৭২ সংখ্যার পূরক, বাহাত্তরের, বাহাত্তরতম।

দ্বি — দুই বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দ্বি গুণ।]

দ্বিকর্মক, দ্বিকর্ম্মক (ব্যাকরণে) দুইটি কর্ম আছে এমন (ক্রিয়া)।

দ্বিখণ্ডক — (জ্যামিতিতে) দুই সমানভাগে ভাগ করে এমন।

দ্বিখণ্ডন — দুই টুকরায় বা ভাগে ভাগ করণ।

দ্বিখণ্ডিত — দুই টুকরা করা হইয়াছে এমন, দুই ভাগে বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন।

দ্বিগু — (ব্যাকরণে) সংখ্যার সহিত বিশেষ্যের একবচন সমাস। [ঃ ত্রিলোক, 'পঞ্চপুষ্প।]

দ্বিগুণ — দুইগুণ, ডবল।

দ্বিগুণিত — যাহা দ্বিগুণ বা ডবল হইয়াছে।

দ্বিগুণীকৃত — যাহাকে দ্বিগুণ বা ডবল করা হইয়াছে।

দ্বিচারিণী — দুই জন পুরুষের সহিত যৌন সম্পর্ক আছে এমন নারী, অসতী।

দ্বিজ — ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যাহাদের জন্মগ্রহণ ও উপনয়ন এর পর দুই জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ। পক্ষী ইত্যাদি প্রাণী যাহারা ডিম হইতে জন্মে। বি — **দ্বিজা**।

দ্বিজবর — ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

দ্বিজিহ্ব — যে প্রাণীর জিব দ্বিধা বিভক্ত সর্প।

দ্বিজেন্দ্র, দ্বিজোত্তম — দ্বিজশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

দ্বিতল — দুই তল আছে এমন, দোতলা। [ঃ 'দ্বিতল' গৃহ।] দ্বিতীয় তল, বাড়ির দ্বিতীয় তলা। [ঃ 'দ্বিতলে' থাকা।]

দ্বিতীয় — ২ সংখ্যার পূরক, দুয়ের, দোসরা। [ঃ 'দ্বিতীয়' পুত্র।] স্ত্রী — **দ্বিতীয়া**। [ঃ দ্বিতীয়া কন্যা।]

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয়তঃ — দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় বারের হিসাবে।

দ্বিতীয়া প্রতিপদের পরবর্তী তিথি।

দ্বিতীয়াশ্রম — প্রাচীন আর্যদের জীবনযাত্রার দ্বিতীয় পর্ব, গার্হস্থ্য আশ্রম।

দ্বিত্ব — দুয়ের ভাব, দ্বিগুণিত অবস্থা।

দ্বিদল — দুইটি পাপড়ি আছে এমন। [ঃ দ্বিদল পুষ্প।] ডাল, মুগ মসুর ইত্যাদি।

দ্বিধা — দুই ভাবে, দুই ভাগে, দুই দিকে। [ঃ 'দ্বিধা' বিভক্ত।] দুইভাগে বিভক্ত, দ্বিখণ্ডিত। [ঃ দ্বিধা হও।] সংশয়, দোটানা। সংকোচ, কুণ্ঠা। [ঃ 'দ্বিধা'-বোধ।]

দ্বিপ — হস্তী।

দ্বিপঞ্চাশৎ ৫২ সংখ্যা, বাহান্ন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম — ৫২ সংখ্যার পূরক, বাহান্নর বাহান্নতম।

দ্বিপদ — দুই পা আছে এমন, দোপেয়ে। [ঃ 'দ্বিপদ' প্রাণী।]

দ্বিপদী — দুই চরণ আছে এমন কবিতার ছন্দ বিশেষ।

দ্বিপেন্দ্র — ঐরাবত গজেন্দ্র।

দ্বিপ্রহর — দিন বা রাত্রির মধ্যভাগ, দুপুর। [ঃ রাত্রি 'দ্বিপ্রহর', ঃ দিবা 'দ্বিপ্রহর'।]

দ্বিবচন — (ব্যাকরণে) শব্দের দুই সংখ্যা প্রকাশক রূপ।

দ্বিপাদ — দুই পা আছে এমন, দ্বিপদ। দুই পা পরিমাণ। [ঃ 'দ্বিপাদ' ভূমি।]
দ্বিবার্ষিক — ('দ্বৈবার্ষিক' দেখ।)
দ্বিবার্ষিকী — ('দ্বৈবার্ষিকী' দেখ।)
দ্বিবিধ — দুইরকম।
দ্বিভাষী — দুই ভাষায় কথা বলে এমন, দোভাষী।
দ্বিভুজ — যাহার দুই হাত আছে। স্ত্রী. — **দ্বিভুজা**। [ঃ 'দ্বিভুজা' মূর্তি।]
দ্বিরদ — (যাহার দুইটি দাঁত আছে) হাতী।
দ্বিরদরদ — হাতীর দাঁত, হস্তিদন্ত।
দ্বিরাগমন — নববধূর স্বামীর গৃহে দ্বিতীয়বার গমনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
দ্বিরুক্তি — দ্বিতীয়বার বলা, পুনরুক্তি। আপত্তি, প্রতিবাদ। [ঃ 'দ্বিরুক্তি' না করা।]
দ্বিরেফ — ভোমরা, ভ্রমর।
দ্বিষ্ট — যাহার প্রতি দ্বেষ করা হইয়াছে।
দ্বীপ — স্বাভাবিকভাবে জলদ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ।
দ্বীপপুঞ্জ — একত্র বহু দ্বীপ, দ্বীপের সমষ্টি।
দ্বীপময় — দ্বীপে পূর্ণ, বহু দ্বীপ আছে এমন, দ্বীপবহুল। [ঃ 'দ্বীপময়' ভারত।]
দ্বীপান্তর — দূরবর্তী দ্বীপে নির্বাসন।
দ্বীপী — দ্বীপের অধিবাসী। [ঃ শাক-'দ্বীপী'।] চিতাবাঘ।
দ্বেষ — অপরের অনিষ্ট করার ইচ্ছা বা চিন্তা, শত্রুতা। অপরের উন্নতিতে বেদনাবোধ, ঈর্ষা, হিংসা।
দ্বেষী — হিংসুটে, ঈর্ষাপরায়ণ। শত্রু-ভাবাপন্ন।
দ্বৈত — দুইয়ের অবস্থা, দ্বিত্ব। দুইয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠেয়। [ঃ 'দ্বৈত' সংগীত; ঃ 'দ্বৈত' নৃত্য।] দুইয়ের দ্বারা কৃত বা পরিচালিত। [ঃ 'দ্বৈত' শাসন।]
দ্বৈতবাদ — ব্রহ্ম ও তাঁহার সৃষ্ট জগৎ পৃথক বা ভিন্ন এই মতবাদ।
দ্বৈতবাদী — দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী।
দ্বৈতশাসন — একই সঙ্গে প্রচলিত দুইরূপ শাসন, দ্বিধাবিভক্ত শাসন-ব্যবস্থা।
দ্বৈধ — অনৈক্য, গরমিল। [ঃ মত-'দ্বৈধ'।]
দ্বৈপ — দ্বীপ সংক্রান্ত। [ঃ 'দ্বৈপ' সংকীর্ণতা।]
দ্বৈপায়ন — (দ্বীপে জাত) ব্যাসদেব।
দ্বৈপায়নতা — দ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে জাতীয় সংকীর্ণতা। [ঃ ইংলণ্ডের 'দ্বৈপায়নতা'।]
দ্বৈপায়নী — দ্বীপে জাত, দ্বীপে উৎপন্না। [ঃ 'দ্বৈপায়নী' সভ্যতা।]
দ্বৈবার্ষিক — দুই বৎসরে হয় বা দুই বৎসর বাদে হয় এমন। [ঃ 'দ্বৈবার্ষিক' পরীক্ষা।] দুই বৎসর স্থায়ী। [ঃ 'দ্বৈবার্ষিক' পরিকল্পনা।]
দ্বৈবার্ষিকী — দুই বৎসর উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান।
দ্বৈরথ — দুই রথীর মধ্যে ঘটিত। [ঃ 'দ্বৈরথ' সমর।] দুই রথীর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ।
দ্ব্যক্ষর — দুই অক্ষর আছে এমন, দুই অক্ষর বিশিষ্ট। [ঃ 'দ্ব্যক্ষর' শব্দ।]
দ্ব্যর্থ — দুইরকম অর্থ।
দ্ব্যর্থক — দুইরকম অর্থ প্রকাশ করে এমন। বি. — **দ্ব্যর্থকতা**।
দ্ব্যশীতি — ৮২ সংখ্যা, বিরাশি।
দ্ব্যশীতিতম — ৮২ সংখ্যার পূরক, বিরাশির। বিরাশিতম।

ধ

ধক্ — অকস্মাৎ জ্বলন বা স্পন্দন সূচক অনুকার। [ঃ 'ধক্' ক'রে জ্বলা; ঃ বুকের ভিতর 'ধক্' ক'রে ওঠা।]

ধকধক — ক্রমাগত জ্বলন বা স্পন্দন সূচক অনুকার।

ধকধকানি — সংশয় আশংকা ইত্যাদির ফলে বুকের কম্পন বা স্পন্দন। সংশয়, আশংকা। [ঃ 'ধকধকানি' থাকা।]

ধকল — কাজের চাপে পরিশ্রম, ক্লান্তিকর দায়িত্ব। [ঃ যে 'ধকলের' মধ্যে ক'দিন কেটেছে!] ধাক্কা, নাড়ানাড়ি, টানাটানি। [ঃ গাড়ির 'ধকল'।] উৎপাত, উপদ্রব। [ঃ ছেলেদের ধকল সওয়া সহজ নয়।]

ধঞ্চে — ('ধনিচা' দেখ।)

ধটি, ধটী — কোমরে জড়াইবার উপযোগী কাপড় বা ন্যাকড়া, কৌপীন, ধড়া। [ঃ পীত 'ধটি'।]

ধড় — ঘাড় হইতে কোমর পর্যন্ত শরীর, মস্তকহীন দেহ। শরীর, দেহ। [ঃ 'ধড়ে' প্রাণ আসা।]

ধড়ফড় — দ্রুত স্পন্দন সূচক অনুকার। [ঃ বুক 'ধড়ফড়' করা।] অস্থিরতা প্রকাশ, ছটফট। [ঃ মাছটা 'ধড়ফড়' করছে।]

ধড়ফড়ানি — দ্রুত স্পন্দন। [ঃ বুকের 'ধড়ফড়ানি'।] অস্থির ভাব, ছটফটানি।

ধড়মড় — আকস্মিক দ্রুত চঞ্চলতা প্রকাশ সূচক অনুসার। [ঃ বিছানা থেকে 'ধড়মড়' ক'রে ওঠা।]

ধড়া — কোমরে জড়াইবার উপযোগী কাপড় বা ন্যাকড়া, ধটী। কোমরে পরিবার উপযোগী খাটো পোশাক।

ধড়াচূড়া — কটিবাস ও মুকুট, কৃষ্ণের সাজ। (ব্যঙ্গে) কেতাদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা। [ঃ আপিসের 'ধড়াচূড়া'।]

ধড়াস — জোরে স্পন্দন বা জোরে পতন সূচক অনুকার। [ঃ বুকের ভিতর 'ধড়াস' ক'রে উঠলো।]

ধড়াস-ধড়াস — বারবার ধড়াস, বারবার জোরে স্পন্দন।

ধড়ি — ('ধটি' দেখ।)

ধড়িবাজ — ধূর্ত, ফন্দিবাজ, প্রতারক।

ধড়িবাজি — ধূর্ততা, ফন্দিবাজি, প্রতারণা।

ধন — টাকাকড়ি, অর্থ, ঐশ্বর্য, সম্পদ। অতি প্রিয় বস্তু। অতি মূল্যবান বস্তু।

ধনকুবের — পুরাণে বর্ণিত কুবেরের মতো ধনী।

ধনক্ষয় — টাকাপয়সা খরচ, অকারণ বুদ্ধিহীন ব্যয়। [ঃ বর্বরের 'ধনক্ষয়'।]

ধনগর্ব — টাকাপয়সা থাকার অহংকার, টাকার দেমাক।

ধনগর্বিত — টাকাপয়সা আছে বলিয়া অহংকারী।

ধনগর্বী, ধনগর্ব্বী — ('ধনগর্বিত' দেখ।)

ধনচে — ('ধনিচা' দেখ।)

ধনজন — টাকাপয়সা ও লোকজন, অর্থবল ও লোকবল।

ধনঞ্জয় — অর্জুন, তৃতীয় পাণ্ডব।

ধনদ — যে টাকাপয়সা দেয়, পুরাণে বর্ণিত অলকাপতি কুবের।

ধনতন্ত্র — ('ধনিকতন্ত্র' দেখ।)

ধনতন্ত্রীয় — ('ধনতান্ত্রিক' দেখ।)

ধনতান্ত্রিক — ধনতন্ত্র সংক্রান্ত। ধনতন্ত্র-সম্মত। অর্থের দ্বারা শাসিত (সমাজ)।

ধনদা, ধনদাত্রী, ধনদায়িনী — লক্ষ্মী।

ধনদেবতা — টাকাপয়সার দেবতা, কুবের।

ধনদৌলত — টাকাপয়সা, ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য।

ধনধান্য — টাকাপয়সা ও ধান।

ধননাশ — ('ধনক্ষয়' দেখ।)

ধননিয়োগ — ব্যবসায় ইত্যাদিতে টাকা খাটানো, লাভের উদ্দেশ্যে টাকাপয়সার ব্যবহার।

ধনপতি — কুবের। মহাধনী। চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত শ্রীমন্তের পিতা।

ধনপাল — টাকাপয়সার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী।

ধনপিশাচ — টাকাপয়সার জন্য মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়াছে এমন ব্যক্তি, ঘৃণ্য অর্থলোভী ব্যক্তি। অতিশয় কৃপণ।

ধনপ্রাণ — টাকাপয়সা ও জীবন। [ঃ 'ধনপ্রাণ' রক্ষার দায়িত্ব।']

ধনবতী — টাকাপয়সার অধিকারিণী।

ধনবত্তা — ধনবানের অবস্থা।

ধনবান্, ধনবান — যাহার টাকাপয়সা আছে, ধনী, বড়লোক।

ধনবিজ্ঞান — টাকাপয়সার বৃদ্ধি ব্যয় বা ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যা, অর্থনীতি।

ধনবিজ্ঞানী — ধনবিজ্ঞানে পণ্ডিত, অর্থনীতিজ্ঞ।

ধনভাণ্ডার — টাকাপয়সা যেখানে রাখা হয়, ধনাগার, ট্রেজারি।

ধনমদ — টাকার দেমাক, ধনগর্ব।

ধনলিপ্সা — টাকাপয়সা সম্পর্কে লোভ, অর্থলোভ।

ধনলিপ্সু — টাকাপয়সা সম্পর্কে যাহার লোভ আছে, অর্থলোভী।

ধনলুব্ধ — ('ধনলোভী' দেখ।)

ধনলোভ — টাকাপয়সা পাইবার তীব্র ইচ্ছা, অর্থলোভ।

ধনলোভী — টাকাপয়সা পাইবার তীব্র ইচ্ছা আছে এমন।

ধনশালী — যাহার টাকাপয়সা আছে, ধনী। স্ত্রী. — **ধনশালিনী**।

ধনসম্পত্তি, ধনসম্পদ্ — টাকাপয়সা ও জমিজমা।

ধনস্থান — (হিন্দু জ্যোতিষে) গ্রহ-নক্ষত্রাদির দ্বারা প্রভাবিত টাকাপয়সা সংক্রান্ত ভাগ্য।

ধনস্বামী — টাকাপয়সার অধিকারী।

ধনহীন — যাহার টাকাপয়সা নাই, দরিদ্র, নির্ধন।

ধনহীনতা — দারিদ্র্য, টাকাপয়সার অভাব।

ধনাকাঙ্ক্ষা — টাকাপয়সা পাইবার ইচ্ছা।

ধনাকাঙ্ক্ষী — টাকাপয়সা পাইতে ইচ্ছুক। স্ত্রী. — **ধনাকাঙ্ক্ষিণী**।

ধনাগম — টাকাপয়সা আসা, আয়, অর্থাগম।

ধনাগার — যেখানে টাকাপয়সা থাকে, ধন-ভাণ্ডার, ট্রেজারি।

ধনাঢ্য — ধনী, বড়লোক। স্ত্রী. — **ধনাঢ্যা**।

ধনাত্মক — অস্তিত্বসূচক, আছে এই ভাব প্রকাশ করে এমন, 'পজিটিভ'। (তুঃ 'ঋণাত্মক'।)

ধনাধিকার — টাকাপয়সা সংক্রান্ত স্বত্ব। ধনপ্রাপ্তি।

ধনাধিকারী — টাকাপয়সার মালিক। স্ত্রী. — **ধনাধিকারিণী**।

ধনাধিপ, ধনাধিপতি — কুবের, ধনপতি। (হিন্দু জ্যোতিষে)। অর্থভাগ্য নিয়ন্ত্রণ-কারী (গ্রহ)।

ধনাধ্যক্ষ — টাকাপয়সা রাখিবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চি।

ধনাপহারী — যে টাকাপয়সা চুরি করে, চোর।

ধনার্জন, ধনার্জ্জন — টাকাপয়সা রোজগার।

ধনার্থী — যে টাকাপয়সা চায়, ধনাকাঙ্ক্ষী। স্ত্রী. — **ধনার্থিনী**।

ধনি — (সম্বোধনে) ধনবতী রমণী,

সুন্দরী যুবতী।

ধনিক — ধনের অধিকারী, পুঁজিপতি, 'ক্যাপিট্যালিস্ট'। [ঃ 'ধনিক' ও শ্রমিক।] ধনের দ্বারা চালিত। [ঃ 'ধনিক' সভ্যতা।]

ধনিকতন্ত্র — ধনিকদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, 'ক্যাপিট্যালিজম'।

ধনিকতন্ত্রীয় — ('ধনতান্ত্রিক' দেখ।)

ধনিকা — ধনীর বধূ। সুন্দরী যুবতী।

ধনিকা — একরকম মসলা, ধনিয়া।

ধনিচা — একরকম ছোট গাছ।

ধনিয়া — একরকম মসলা, ধনে।

ধনিষ্ঠ - ধনাঢ্য, ধনী। স্ত্রী. — **ধনিষ্ঠা**। [ঃ কনিষ্ঠা হলেও ধনিষ্ঠা।]

ধনিষ্ঠা — নক্ষত্রের নাম।

ধনী - যুবতী নারী, ধনবতী রমণী, ধনিকা।

ধনী -- বড়লোক, ধনবান্। স্ত্রী. — **ধনিনী**।

ধনু — যাহা হইতে তীর ছোড়া হয়, তীরনিক্ষেপের যন্ত্র। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের নবম রাশি। দৈর্ঘ্যের পরিমাণ (চার হাত বা দুই গজ)। **ইন্দ্রধনু, রামধনু** -- সূর্যের বা চন্দ্রের আলোকপাতের ফলে বৃষ্টিকালে আকাশে যে সাতরঙা ধনুর মতো জিনিস দেখা যায়।

ধনুক — ধনু, তীরনিক্ষেপক যন্ত্র। **ধনুকভাঙা পণ, ধনুকভাঙ্গা পণ** — দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা (রাম কর্তৃক হরধনু ভাঙিবার মতো কঠিন কাজ)।

ধনুর্গুণ — ধনুকের ছিলা, জ্যা।

ধনুর্ধর, ধনুর্দ্ধর — ধনুকধারী। ধনু লইয়া যুদ্ধে সুনিপুণ। (ব্যঙ্গে) যে বাহাদুরি বা কেরামতি দেখাইতে চায়।

ধনুর্বাণ, ধনুর্ব্বাণ — তীর ও ধনু, তীরধনুক।

ধনুর্বিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা — তীরনিক্ষেপের কৌশল সংক্রান্ত বিদ্যা।

ধনুর্বেদ, ধনুর্ব্বেদ — ('ধনুর্বিদ্যা' দেখ।)

ধনুর্ভঙ্গ পণ — ('ধনুকভাঙা পণ' দেখ।)

ধনুষ্কোটি — ধনুকের ডগা।

ধনুষ্টংকার, ধনুষ্টঙ্কার -- ধনুকের ছিলা টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার শব্দ। যে রোগে শরীর ধনুকের মতো বাঁকিয়া যায়, 'টিটেনাস'।

ধনে, ধঁনে — ('ধনিয়া' দেখ।)

ধনেশ — শক্ত ও লম্বা ঠোঁট আছে এমন একরকম পাখী।

ধনেশ, ধনেশ্বর — কুবের। মহাধনী।

ধন্দ, ধন্ধ — সন্দেহ, সংশয়, ধাঁধা। [ঃ 'ধন্ধ' লাগে।]

ধন্না — ('ধরনা' দেখ।)

ধন্য — ভাগ্যবান্, কৃতার্থ। [ঃ 'ধন্য' হলাম।] **ধন্য ধন্য** — প্রশংসা ঘোষণা। **ধন্য ধন্য করা** -- সুখ্যাতি করা। **ধন্য ধন্য রব** — চারিদিকে প্রশংসা।

ধন্যবাদ — কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্য সূচক শব্দ। সাধুবাদ, প্রশংসা।

ধন্যা — ভাগ্যবতী, প্রশংসনীয়া।

ধন্যা, ধন্যাক — ধনিয়া, ধনে।

ধন্বন্তরি — দেবতাদের চিকিৎসক।

-ধন্বা — 'ধনুকধারী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'পুষ্পধন্বা'।]

ধপ্ — কোমল জিনিস আস্তে পড়িবার শব্দ।

ধপধপ — শুভ্রতা সূচক অনুকার। [ঃ 'ধপধপ' করা।]

ধপধপে — শুভ্র, অত্যন্ত সাদা ও পরিষ্কার। [ঃ 'ধপধপে' কাপড়।]

ধপাৎ, ধপাস — নরম জিনিসের জোরে পতনের শব্দ। [ঃ 'ধপাস' করিয়া পড়া।]

ধব — স্বামী, পতি।
ধবধব — ('ধপধপ' দেখ।)
ধবধবে — ('ধপধপে' দেখ।)
ধবল — সাদা, শ্বেত। স্ত্রী. — **ধবলা**।
ধবলগিরি — হিমালয়ের একটি বিখ্যাত চূড়া ও অংশ।
ধবলিত - যাহা সাদা হইয়াছে।
ধবলিমা — শুভ্রতা, সাদা ভাব।
ধবলী — সাদা রঙের গাইয়ের নাম। [ঃ শ্যামলী-'ধবলী'।]
ধমক — তিরস্কার, গালি, শাসানি। [ঃ 'ধমক' দেওয়া।] প্রাবল্য, তাড়স। [ঃ জ্বরের 'ধমকে'।]
ধমকানি — ধমক, তিরস্কার, শাসানি। [ঃ 'ধমকানি' দেওয়া।]
ধমকানো — ধমক দেওয়া, শাসানো, তিরস্কার করা।
ধমনি, ধমনী — যে নাড়ী দিয়া রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে দেহের বিভিন্ন স্থানে সঞ্চারিত হয়। (তুঃ 'শিরা'।) রক্তবাহী নাড়ী, শিরা।
ধম্বল — সংগীত যাত্রাভিনয় ইত্যাদি শুরু হইবার ঠিক আগে সাধারণ বাদ্য। ঢেঁড়া।
ধম্ম — ধর্ম। [ঃ 'ধম্ম-কম্ম'।]
ধম্মপুত্তুর — (ব্যঙ্গে) সাধু। [ব্যাটা 'ধম্মপুত্তুর' যুধিষ্ঠির।]
ধর — (প্রাচীন কবিতায়) ধড়।
ধর — হিন্দু বাঙ্গালীর উপাধি বিশেষ।
-ধর — 'ধারণ করে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'বংশীধর'; ঃ 'বজ্র-ধর'।]
ধরণ — ('ধরন' দেখ।)
ধরণ-ধারণ — চালচলন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার।
ধরণী — পৃথিবী, ধরিত্রী।
ধরণীতল — ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরি-ভাগ।
ধরণীধর — পর্বত। পুরাণে বর্ণিত সর্পরাজ বাসুকি।
ধরণীপতি — রাজা, পৃথিবীপতি।
ধরণীশ্বর — রাজা, পৃথিবীর অধীশ্বর।
ধরতি — (কেনাবেচার সময়ে) কম মনে হইলে যাহা পূরণস্বরূপ মনে করিয়া দেওয়া হয়।
ধরন — রকম, প্রকার, আকৃতি। রীতি, পদ্ধতি।
ধরন — (কবিতায়) ধারণ। সংকুলান। [ঃ 'ধরনে' না যায়।]
ধরনা — কাহারও দ্বারে অনাহারে অনিদ্রায় পড়িয়া থাকিয়া অভীষ্ট ভিক্ষা। [ঃ 'ধরনা' দেওয়া।] অনুরোধপূরণের আশায় নাছোড়বান্দা ভাব।
ধরনা — ঢেঁকিতে পায়ের চাপ দেওয়ার বা সাঁকো পার হইবার সময়ে ধরিবার উপযোগী বাঁশ। চাল ঠেলিয়া রাখিবার উপযোগী খুঁটি।
ধরপাকড় — বিভিন্ন স্থানে বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার।
ধরম — (কবিতায়) ধর্ম।
ধরমশালা — ('ধর্মশালা' দেখ।)
ধরা — পৃথিবী, ধরণী।
ধরা — হাত দিয়া ধারণ করা বা গ্রহণ করা। ধারণ করা, গ্রহণ করা। [ঃ রূপ 'ধরা'।] পরা। [ঃ বেশ 'ধরা'।] আটকানো, পাকড়ানো। [ঃ চোর 'ধরা'।] বন্দী করা। [ঃ পুলিসে 'ধরা'।] স্থান সংকুলান হওয়া, আঁটা। [ঃ বালিশে তুলো 'ধরা'।] কেনা। [ঃ বেশী দামে 'ধরা'; ঃ নিলামে 'ধরা'।] আরম্ভ হওয়া। [ঃ কাঁপুনি 'ধরা'।] বদ অভ্যাস শুরু করা। [ঃ মদ 'ধরেছে'।] আরম্ভ করা। [ঃ গান 'ধরা'।] বন্ধ

ভাব হওয়া, জড়তা আসা। [ঃ গলা 'ধরা'; ঃ পা 'ধরা'।] ব্যথা করা, যন্ত্রণা হওয়া। [ঃ মাথা 'ধরা'।] আক্রমণ করা। [ঃ রোগে 'ধরা'।] কাতর ভাবে অনুরোধ করা। [ঃ চাকরির দেওয়ার জন্য 'ধরেছে'।] ক্রিয়া শুরু হওয়া। [ঃ ঔষধ 'ধরেছে'।] অবলম্বন করা। [ঃ সোজা পথ 'ধরা'।] আন্দাজে স্থির করা। [ঃ দাম 'ধরা'।] লক্ষ্য বা সন্ধান করিয়া বাহির করা। [ঃ ভুল 'ধরা'; চুরি 'ধরা'; ঃ রোগ 'ধরা'।] নির্দিষ্ট সময়ে গিয়া পাওয়া। [ঃ ট্রেন 'ধরা'।] গণ্য করা। [ঃ তার কথা 'ধ'রো' না।] যুক্ত হওয়া। [ঃ [illegible] 'ধরা'; ঃ মরচে 'ধরা'।] বদ্ধ হওয়া। [ঃ বৃষ্টি 'ধরা'।] জ্বলিয়া ওঠা। [ঃ উনোন 'ধরা'; ঃ বিড়ি 'ধরা'।] ঈষৎ পুড়িয়া যাওয়া। [ঃ ভাত 'ধরে' যাওয়া।] ধরাতি হিসাবে দেওয়া, অনুমানে পূরণস্বরূপ দেওয়া। [ঃ পাঁচ টাকা 'ধরে' দিলাম।] কল্পনা করা, অনুমান করা। [ঃ 'ধর', আমি নাই।] ধরা হইয়াছে এমন। ধরা পড়িয়াছে এমন। ধরিয়া গিয়াছে এমন। ধৃত। নির্দিষ্ট। স্থির। লক্ষিত। বদ্ধ। দগ্ধ। আনুমানিক। **ধরা দেওয়া** — স্বেচ্ছায় ধৃত হওয়া। স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হওয়া। **ধরা পড়া** — গ্রেপ্তার হওয়া। নির্ণীত হওয়া। আবিষ্কৃত হওয়া। **ধরা দেওয়া** — নিজেকে ধৃত হইতে দেওয়া। **পায়ে ধরা** — ক্ষমা বা করুণা ভিক্ষার জন্য পা জড়াইয়া ধরা। **মনে ধরা** — ভালো লাগা, পছন্দ হওয়া।

-ধরা — 'যে ধরে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ছেলে-'ধরা'।]

ধরাকাট — সতর্ক ভাবে নিয়ম পালন, বাঁধাবাঁধি।

ধরাছোঁয়া — নাগাল। [ঃ 'ধরাছোঁয়া' দেওয়া।]

ধরাটি — ('ধরতি' দেখ।)

ধরাতল — ভূপৃষ্ঠ, মাটি।

ধরাধর — পর্বত। বিষ্ণু।

ধরাধরি — কয়েকজন কর্তৃক ধারণ। [ঃ 'ধরাধরি' করিয়া আনা।] অনুরোধ-উপরোধ। [ঃ অনেক 'ধরাধরির' পর।]

ধরাধাম — পৃথিবীরূপ বাসস্থান, ইহলোক। **ধরাধাম ত্যাগ করা** — মৃত্যু হওয়া, মরা।

ধরানো — ধৃত করানো। বন্দী করানো। আগুন জ্বালানো। স্থান সংকুলান করানো, ভরা। অভ্যাস করানো। লাগানো, যুক্ত করানো।

ধরাপৃষ্ঠ — ('ধরাতল' দেখ।)

ধরাবাঁধা — সুনির্দিষ্ট। সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন। [ঃ 'ধরাবাঁধার' মধ্যে।]

ধরাশায়ী — মাটিতে লুটাইয়া বা শুইয়া পড়িয়াছে এমন, ভূপাতিত।

ধরিত্রী — ধরা, পৃথিবী, ধরণী।

ধরিয়া, ধ'রে — ব্যাপিয়া, যাবৎ। [ঃ সপ্তাহকাল 'ধরিয়া'।]

ধর্তব্য, ধর্ত্তব্য - গণ্য করার যোগ্য, বিবেচ্য।

ধর্ম, ধর্ম্ম — ঈশ্বরবাদি সম্পর্কে মতবাদ। [ঃ হিন্দু 'ধর্ম'।] পবিত্র কর্ম, দেবার্চনা ইত্যাদি অনুষ্ঠান। [ঃ 'ধর্ম' করা।] উপযুক্ত কর্ম। [ঃ রাজ-'ধর্ম'।] ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের অপরিহার্য গুণ বা ক্রিয়া। [ঃ চুম্বকের 'ধর্ম'; ঃ চোরের 'ধর্ম'।] নারীর সতীত্ব। [ঃ 'ধর্ম'-নাশ।] উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য, শক্তি, গুণ। [ঃ যুগ-'ধর্ম'।] যম। [ঃ 'ধর্ম'-পুত্র।] ন্যায়।

ধর্মকর্ম, ধর্ম্মকর্ম্ম — ধর্মবিহিত কাজ।

ও ঈশ্বরচিন্তা। ধর্মানুষ্ঠান।

ধর্মক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র — পুণ্য স্থান। [ঃ 'ধর্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্র।]

ধর্মগ্রন্থ, ধর্ম্মগ্রন্থ — ধর্মসংক্রান্ত বই।

ধর্মঘট, ধর্ম্মঘট — সংঘবদ্ধভাবে প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ। দাবী জানাইয়া কাজ বন্ধ রাখা, স্ট্রাইক, হরতাল।

ধর্মঘটী, ধর্ম্মঘটী — ধর্মঘটকারী। [ঃ 'ধর্মঘটী' শ্রমিক।]

ধর্মচক্র, ধর্ম্মচক্র — বুদ্ধের চারিটি উপদেশ যাহাতে দুঃখের কারণ ও তাহার নিবৃত্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্মচর্যা, ধর্ম্মচর্য্যা — ধর্ম সংক্রান্ত রীতিনীতি পালন।

ধর্মচিন্তা, ধর্ম্মচিন্তা -- ধর্ম সম্পর্কে ভাবা, ঈশ্বরচিন্তা।

ধর্মজীবন, ধর্ম্মজীবন — ধর্মাচরণে জীবনের যে অংশ ব্যয়িত হয়, ধর্মাচরণে ব্যয়িত জীবনকাল।

ধর্মজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ — যে ধর্মের তত্ত্ব জানে, যাহার ধর্মবিষয়ক জ্ঞান আছে।

ধর্মজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান -- পাপপুণ্যবোধ।

ধর্মঠাকুর, ধর্ম্মঠাকুর — শূন্য পুরাণ ধর্ম মঙ্গল ইত্যাদিতে বর্ণিত বৌদ্ধ দেবতা, নিরঞ্জন।

ধর্মত, ধর্ম্মতঃ – ধর্মের দিক হইতে, ধর্মানুসারে। ধর্মের নামে দিব্যগ্রহণ করিয়া।

ধর্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব — ধর্ম বিষযক বিদ্যা, ধর্মের নিগূঢ় মর্ম।

ধর্মত্যাগ, ধর্ম্মত্যাগ -- নিজের ধর্ম ও পাপপুণ্যবোধ বিসর্জন।

ধর্মত্যাগী, ধর্ম্মত্যাগী — যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। [ঃ 'ধর্মত্যাগী' কুলত্যাগী।] স্ত্রী. — **ধর্মত্যাগিনী, ধর্ম্মত্যাগিনী**।

ধর্মদ্বেষ, ধর্ম্মদ্বেষ — ধর্মে অবিশ্বাস, ধর্মের প্রতি ঘৃণা।

ধর্মদ্বেষী, ধর্ম্মদ্বেষী — যে ধর্মকে ঘৃণা করে, যে ধর্মে বিশ্বাস করে না, অধার্মিক।

ধর্মদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী — ধর্মসংগত আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের বিরোধী। বি - **ধর্মদ্রোহ, ধর্মদ্রোহিতা, ধর্ম্মদ্রোহ, ধর্ম্মদ্রোহিতা**।

ধর্মধ্বজী, ধর্ম্মধ্বজী — যে রোজগারের জন্য ধর্মের বুলি আওড়ায়, কপট ধার্মিক, ধর্মের ভানকারী।

ধর্মনাশ, ধর্ম্মনাশ - ধর্মসংগত নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে স্বধর্ম হইতে বিচ্যুতি। নারীর সতীত্ব নাশ।

ধর্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মনিষ্ঠ - - যে ধর্মসংগত বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে মানিয়া চলে ধর্মপরায়ণ।

ধর্মনিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা - নিয়মিত ভাবে ধর্মপালন, ধর্মপরায়ণতা।

ধর্মপত্নী, ধর্ম্মপত্নী -- ধর্মাচরণের সহযোগিনী স্ত্রী, প্রথমা স্ত্রী। স্ত্রী।

ধর্মপথ, ধর্ম্মপথ — ন্যায়-পথ। জীবন-যাত্রার ধর্মবিহিত পদ্ধতি।

ধর্মপরায়ণ, ধর্ম্মপরায়ণ -- ধর্মনিষ্ঠ, ধর্মের প্রতি অনুরক্ত, ধর্মীয় রীতিনীতি মানিয়া চলে এমন। বি — **ধর্মপরায়ণতা, ধর্ম্মপরায়ণতা**।

ধর্মপাল, ধর্ম্মপাল — ধর্মের রক্ষাকর্তা। বাংলা দেশের বিখ্যাত পালবংশীয় রাজা।

ধর্মপিতা, ধর্ম্মপিতা — ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহার সহিত পিতৃসম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে।

ধর্মপিপাসা, ধর্ম্মপিপাসা — ধর্ম সাধনার তীব্র ইচ্ছা।

ধর্মপিপাসু, ধর্ম্মপিপাসু — ধর্মাচরণে আগ্রহান্বিত পুণ্যলাভের জন্য অতিশয় ইচ্ছুক।

ধর্মপুত্র, ধর্ম্মপুত্র — যমের ছেলে যুধিষ্ঠির (কুন্তির গর্ভে ও যমের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয় এই অর্থে)। ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহার সহিত পুত্র সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে ধরম ছেলে।

ধর্মপুস্তক, ধর্ম্মপুস্তক — ধর্মসংক্রান্ত বই ধর্মগ্রন্থ।

ধর্মপ্রচার, ধর্ম্মপ্রচার — কোনও ধর্মমত সম্পর্কে বক্তৃতাদির দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে ধারণা।

ধর্মপ্রচারক, ধর্ম্মপ্রচারক — যিনি ধর্মমত প্রচার করেন ধর্মের প্রচারকারী।

ধর্মপ্রবণ, ধর্ম্মপ্রবণ — ধর্মের নামে বা ধর্মাচরণে সহজে উৎসাহিত হয় এমন। [ঃ ধর্মপ্রবণ জাতি।] বি — **ধর্মপ্রবণতা, ধর্ম্মপ্রবণতা**।

ধর্মপ্রবক্তা, ধর্ম্মপ্রবক্তা — ধর্ম ব্যাখ্যাকারী। ধর্ম ব্যাখ্যার জন্য নিযুক্ত রাজকর্মচারী।

ধর্মপ্রাণ, ধর্ম্মপ্রাণ — যাহার নিকট ধর্ম জীবনের মতো প্রিয় ধর্মনিষ্ঠ ধার্মিক। [ঃ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।] বি — **ধর্মপ্রাণতা, ধর্ম্মপ্রাণতা**।

ধর্মবিদ্, ধর্ম্মবিদ্ — ধর্মজ্ঞ ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানী।

ধর্মবুদ্ধি, ধর্ম্মবুদ্ধি — পাপপুণ্য বোধ ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে বিবেচনাশক্তি।

ধর্মভয়, ধর্ম্মভয় — ধর্মহানি বা ধর্ম হইতে বিচ্যুতির ভয় পাপের ভয়।

ধর্মভাই, ধর্ম্মভাই — (ধর্মভ্রাতা দেখ।)

ধর্মভীরু, ধর্ম্মভীরু — ধর্মবিহিত কাজ না করিলে পাছে ধর্মহানি ঘটে বা পরলোকে শাস্তি পাইতে হয় যাহার এইরূপ ভয় আছে। বি — **ধর্মভীরুতা, ধর্ম্মভীরুতা**।

ধর্মভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট — নিজের ধর্ম হইতে বিচ্যুত। ন্যায়ের পথ হইতে বিচলিত।

ধর্মভ্রাতা, ধর্ম্মভ্রাতা — ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহাকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, ধরম ভাই। একই ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ায় ভ্রাতৃস্থানীয়।

ধর্মমন্দির, ধর্ম্মমন্দির — ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ মঠ গির্জা মসজিদ, ঠাকুরমন্দির ইত্যাদি।

ধর্মমহামাত্র, ধর্ম্মমহামাত্র — অশোকের আমলে নিযুক্ত ধর্ম সংক্রান্ত রাজ-কর্মচারী।

ধর্মমা ধর্ম্মমা — (ধর্মমাতা দেখ।)

ধর্মমাতা ধর্ম্মমাতা — ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহাকে মা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

ধর্মযুদ্ধ, ধর্ম্মযুদ্ধ — ধর্মের জন্য যুদ্ধ, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। ধর্মবিহিত যুদ্ধ, ন্যায়যুদ্ধ।

ধর্মযোদ্ধা, ধর্ম্মযোদ্ধা — ধর্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ করে। ধর্মবিহিত ভাবে যে যুদ্ধ করে ন্যায়যোদ্ধা।

ধর্মরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা — যাহাতে ধর্মের হানি না হয় তাহার ব্যবস্থা। ধর্ম হইতে বিচ্যুত না হইবার মতো কাজ বা ব্যবস্থা। নারীর সতীত্ব রক্ষা।

ধর্মরাজ, ধর্ম্মরাজ — যম। যুধিষ্ঠির। বুদ্ধ ধর্মঠাকুর।

ধর্মরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য — ধর্মবিহিত ভাবে শাসিত রাজ্য। ন্যায়ের শাসন, ন্যায়ের রাজ্য।

ধর্মলোপ, ধর্ম্মলোপ — ধর্মের বিনাশ, ধর্মের ধ্বংস।

ধর্মশালা, ধর্ম্মশালা — ধর্মার্থীদের বা তীর্থযাত্রীদের থাকিবার জন্য গৃহ।

ধর্মশাসন, ধর্ম্মশাসন — ধর্মের উপদেশ। ধর্মবিহিত নিয়ম-কানুন।

ধর্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র — ধর্ম সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ লেখা আছে এমন বই। স্মৃতি-শাস্ত্র। ধর্ম সংক্রান্ত বই।

ধর্মশাস্ত্রকার, ধর্ম্মশাস্ত্রকার — ধর্মশাস্ত্রের রচয়িতা।

ধর্মশীল, ধর্ম্মশীল — ধর্মপরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ। বি — **ধর্মশীলতা, ধর্ম্মশীলতা**।

ধর্মসংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার — প্রচলিত ধর্মের উন্নতি সাধন, প্রচলিত ধর্মের দোষ-ত্রুটি দূরীকরণ।

ধর্মসংস্কারক, ধর্ম্মসংস্কারক — যে ধর্ম সংস্কার করে, যে প্রচলিত ধর্মের দোষ-ত্রুটি দূর করে।

ধর্মসংগত, ধর্ম্মসংগত, ধর্মসঙ্গত, ধর্ম্ম-সঙ্গত — ধর্ম অনুসারে উচিত, ধর্ম-বিহিত।

ধর্মসংস্থাপন, ধর্ম্মসংস্থাপন — ধর্মের প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

ধর্মসংহিতা, ধর্ম্মসংহিতা — ধর্ম সংক্রান্ত বিধিনিষেধের সংকলন।

ধর্মসংগীতি, ধর্ম্মসংগীতি, ধর্মসঙ্গীতি, ধর্ম্মসঙ্গীতি — ধর্ম সম্পর্কে সম্মেলন, ধর্মমহাসভা।

ধর্মসভা, ধর্ম্মসভা — ধর্ম আলোচনার জন্য সভা, সঙ্গীতি।

ধর্মসম্মত, ধর্ম্মসম্মত — ধর্মের বিধিনিষেধ অনুসারে উচিত, ধর্মবিহিত, ধর্মসংগত।

ধর্মসাক্ষী, ধর্ম্মসাক্ষী — ধর্মকে সাক্ষীরূপে গ্রহণ। ধর্মের নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। [ঃ 'ধর্মসাক্ষী' করিয়া।]

ধর্মসাধন, ধর্ম্মসাধন — ধর্মবিহিত আচার-অনুষ্ঠানের কঠোরভাবে পালন।

ধর্মসূত্র, ধর্ম্মসূত্র — অতি সংক্ষেপে লিখিত ধর্মসংক্রান্ত বিধিনিষেধ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থ।

ধর্মহানি, ধর্ম্মহানি — ধর্মাচরণে ত্রুটি, ধর্মবিহিত নিয়ম লঙ্ঘন।

ধর্মহীন, ধর্ম্মহীন — যাহার ধর্মবিশ্বাস নাই। অধর্মী, ন্যায়-অন্যায়-বোধশূন্য। বি. — **ধর্মহীনতা, ধর্ম্মহীনতা**।

ধর্মাচরণ, ধর্ম্মাচরণ — ধর্মবিহিত নিয়ম পালন। ধর্মবিহিত অনুষ্ঠান।

ধর্মাত্মা, ধর্ম্মাত্মা — ধর্মই যাহার প্রাণ স্বরূপ, ধর্মে একান্ত অনুরক্ত, ধর্মপ্রাণ।

ধর্মাধর্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম — ধর্ম ও অধর্ম, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়।

ধর্মাধিকরণ, ধর্ম্মাধিকরণ — বিচারালয়, আদালত।

ধর্মাধিকার, ধর্ম্মাধিকার — বিচারালয়, আদালত, ধর্মাধিকরণ। ধর্ম পালনের অধিকার, ধর্ম সংক্রান্ত অধিকার।

ধর্মাধিকারী, ধর্ম্মাধিকারী — বিচারক, বিচারপতি, জজ।

ধর্মাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ — ধর্মবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী।

ধর্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুষ্ঠান — ধর্মবিহিত কাজ। ক্রিয়াকাণ্ড।

ধর্মান্তর, ধর্ম্মান্তর — অন্য ধর্ম। [ঃ 'ধর্মান্তর' গ্রহণ।]

ধর্মান্তরিত, ধর্ম্মান্তরিত — নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এমন।

ধর্মান্ধ, ধর্ম্মান্ধ — ধর্মের নামে বিচার-বুদ্ধিহীন, নিজের ধর্মে অন্ধ বিশ্বাস এবং পরের ধর্মের প্রতি যুক্তিহীন বিদ্বেষ আছে এমন। বি. — **ধর্মান্ধতা, ধর্ম্মান্ধতা**।

ধর্মাবতার, ধর্ম্মাবতার — ধর্মের বা ন্যায়ের মূর্তিমান্ রূপ, বিচারক।

ধর্মাবলম্বী, ধর্ম্মাবলম্বী — ধর্মমতে বিশ্বাসী, ধর্মীয সম্প্রদাযভুক্ত। [ঃ হিন্দু ধর্মাবলম্বী'।]

ধর্মার্থ, ধর্ম্মার্থ — ধর্ম ও টাকাপযসা।

ধর্মার্থে, ধর্ম্মার্থে — ধর্মের উদ্দেশ্যে, ধর্মসাধনের ইচ্ছায।

ধর্মাসন, ধর্ম্মাসন — বিচারকের বসিবার স্থান, বিচারকের আসন।

ধর্মিষ্ঠ, ধর্ম্মিষ্ঠ — ধর্মপরাযণ, ধর্মনিষ্ঠ। স্ত্রী — **ধর্মিষ্ঠা, ধর্ম্মিষ্ঠা**।

ধর্মিষ্ঠা, ধর্ম্মিষ্ঠা — ধর্মে নিষ্ঠা, ধর্ম পরাযণতা।

-ধর্মী - স্বভাব বা গুণসম্পন্ন এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয। [ঃ চুম্বক ধর্মী'।]

ধর্মীয়, ধর্ম সংক্রান্ত ধর্মগত। [ঃ ধর্মীয' রীতিনীতি।]

ধর্মোন্মাদ, ধর্ম্মোন্মাদ — ধর্ম সম্পর্কে বিচারবুদ্ধিহীন উৎসাহ আছে এমন ধর্মান্ধ।

ধর্মোপদেষ্টা, ধর্ম্মোপদেষ্টা - যে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দেয।

ধর্ষণ উৎপীড়ন, অত্যাচার। যৌন পীড়ন, বলাৎকার।

ধর্ষণীয — ধর্ষণের যোগ্য। স্ত্রী - **ধর্ষণীযা**।

ধর্ষিত - উৎপীড়িত, অত্যাচারিত।

ধর্ষিতা — উৎপীড়িতা, অত্যাচারিতা। [ঃ'ধর্ষিতা' ধরণী।] যে নারীর উপর বলাৎকার করা হইযাছে। [ঃ'ধর্ষিতা রমণী।]

ধলা — সাদা, ধবল। [ঃ কালা 'ধলা।]

ধস — স্থানচ্যুত মাটির বড চাপ। [ঃ'ধস নামা।] ধসিযা পড়ার শব্দ।

ধসকা — ধসিযা পডিবার মতো, শিথিল। কমজোর, দুর্বল। [ঃ 'ধসকা' চেহারা।]

ধসকানো -- শিথিল হওযা, শীর্ণ হওযা। [ঃ শরীর 'ধসকে' গেছে।]

ধসধস — ধসিবার ভাঙিবার বা সহজে গুঁড়া হইবার শব্দ সূচক অনুকার। [ঃ'ধসধস' করা।]

ধসধসে — নরম, সহজে ভাঙে বা গুঁড়া হয এমন।

ধসা ধস নামা, মাটির চাপ স্থানচ্যুত হওযা। ধসিযা পডিযাছে এমন।

ধসানো মাটির চাপকে স্থানচ্যুত করা। ধ্বংস করা, নষ্ট করা।

ধস্তাধস্তি - জোরে ঠেলাঠেলি, পরস্পরের উপর বলপ্রযোগ। ভারী জিনিস ইত্যাদি তুলিবার জন্য বার বার বলপ্রযোগ।

ধা — (সংগীতে) স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর, ধৈবতের সংকেত।

ধাঁ শীঘ্র চট দ্রুত। [ঃ'ধাঁ' করে আসা।]

ধাই - যে নারী অপরের শিশুকে মাযের মতো পালন করে। প্রসব করানো বা প্রসূতি ও শিশুর সেবা করা যে স্ত্রী-লোকের পেশা।

ধাই দৌড়াই, ছুটি। [ঃ গোঠে মাঠে 'ধাই'।]

ধাইমা মাতৃতুল্য ধাই।

ধাই দ্রুত ও জোরে চড় ইত্যাদি মারার শব্দ সূচক অনুকার।

ধাউড - (প্রাচীন কবিতায) শঠ, ধূর্ত।

ধাউড়ী — অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে বা বিস্তৃত হয এমন।

ধাউস — বড। [ঃ ধাউস ঘুড়ি।]

ধাওড়া — সাঁওতালদের কুঁড়ে ঘর।

ধাওযা -- ধাবিত হওযা, ছুটা। ধাবন, দৌড়ানো। [ঃ পিছনে 'ধাওযা' করা।]

ধাক্কা -- হঠাৎ জোরে ঠেলা। [ঃ'ধাক্কা' লাগা।] আকস্মিক আঘাত বা বিপদ্।

[ঃ 'ধাক্কা সামলানো।] **গলাধাক্কা** — বিতাড়নের উদ্দেশ্যে গলায় হাত দিয়া ঠেলা।

ধাঙড়, ধাংগড় — হিন্দু জাতির একটি অনুন্নত শ্রেণী। ঝাড়ুদার।

ধাঁচ, ধাচা — রকম, প্রকার। [ঃ বড়া 'ধাঁচের' মেজাজ।] আদল, ভঙ্গি। [ঃ মুখের 'ধাঁচ' অন্যরকম।]

ধাঁজ — ('ধাচ দেখ।)

ধাড়ী — বয়স্ক। [ঃ বাচ্চা ও 'ধাড়ী'।] সর্দার। [ঃ দলের 'ধাড়ী'।]

ধাত — স্বভাব, স্বাভাবিক ঝোঁক, মেজাজ। [ঃ কড়া 'ধাত', কফের 'ধাত'।]

ধাত — শুক্র। [ঃ 'ধাতের' দোষ।]

ধাতব — ধাতু সংক্রান্ত। ধাতুনির্মিত।

ধাতস্থ — প্রকৃতিস্থ সুস্থ। স্বভাবে পরিণত, অভ্যস্ত।

ধাতা — বিধাতা ভগবান। ধারণকর্তা। পিতা। স্ত্রী — **ধাত্রী**।

ধাতু — সোনা রূপা লোহা ইত্যাদি খনিজ বস্তু। (আয়ুর্বেদে) পিত্ত কফ বায় ইত্যাদি শারীরিক উপাদান। শুক্র বীর্য। (ব্যাকরণে) ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল।

ধাতুক্ষয় — শুক্রক্ষয়।

ধাতুগত — স্বভাবগত প্রকৃতিগত, শরীরগত।

ধাতুগর্ভ — যাহার মধ্যে বুদ্ধ প্রভৃতির ধাতু অর্থাৎ অস্থি দন্ত ইত্যাদি দেহাবশেষ রক্ষিত আছে, চৈত্য মঠ ইত্যাদি।

ধাতুর্ঘটিত — ধাতু বা খনিজ দ্রব্য দিয়া প্রস্তুত। [ঃ 'ধাতুর্ঘটিত' ঔষধ।]

ধাত্রিকা, ধাত্রী — আমলকী।

ধাত্রী — ('ধাই দেখ।) জননী।

ধাত্রীবিদ্যা — প্রসব করানো ও শিশুপালন সংক্রান্ত জ্ঞান।

ধাঁধা — দৃষ্টি ভ্রম হওয়া। [ঃ চোখ 'ধাঁধা'।]

ধাধা — দৃষ্টি বিভ্রম ঘটায় এমন বিষয় বা জটিল সমস্যা বোকা। দৃষ্টিভ্রম। [ঃ 'ধাধা লাগা।] **গোলকধাঁধা** - অত্যন্ত জটিল সমস্যা। একরকম খেলা।

ধান যে শস্য হইতে চাউল হয়, ধান্য। ঐ শস্যের তৃণজাতীয় গাছ। [ঃ ধান বোনা।] সিকি রতি বা প্রায় এক গ্রেন পরিমাণ। **আউস ধান** — যে ধান বর্ষাকালে পাকে। **আমন ধান** - যে ধান হেমন্তকালে পাকে। **ধান কাড়া, ধান কুটা, ধান কোটা** — ধান হইতে তুষ পৃথক করিয়া চাউল বাহির করা। **ধান বুনা, ধান বোনা** চাষের জন্য ধান ছড়ানো। **ধান ভানা** - ধান কুটা, ধান হইতে চাউল বাহির করা। **ধান রোয়া** ধান গাছের চারা রোপণ করা, ধানের চারা পোতা। **ধান মাড়া** — শীষ হইতে ধান পৃথক করার জন্য গোরু ইত্যাদির পায়ে ধানের গাছ দলিত করা। **ধান ঝাড়া** — ধানের গাছ আছড়াইয়া শীষ হইতে ধানকে পৃথক করা। **ধান ভানতে শিবের গীত** অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা। **কতো ধানে কতো চাল** — লাভ লোকসান বা ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান বা বুদ্ধি। **বীজ ধান** — চাষ করিবার উদ্দেশ্যে বপনের উপযোগী ধান।

ধানশী — (সংগীতে) একরকম রাগিণী।

ধানী — কাঁচা ধানের মতো বর্ণবিশিষ্ট। ধানের মতো। [ঃ ধানী' লংকা।]

ধানী — স্থান। [ঃ 'রাজধানী'।]

ধানাই-পানাই -- নানা অপ্রাসঙ্গিক উক্তি। [ঃ 'ধানাই-পানাই করা।]

ধানুকী — ধনুকধারী। তীরনিক্ষেপে পটু, ধনুর্ধর।

ধান্দা - কাজকর্মের খোঁজ। [ঃ পেটের 'ধান্দা'।] ফিকির। সন্ধান। [ঃ কাজের 'ধান্দা'।] ধোকা, সন্দেহ, ধাধা।

ধান্য - যে শস্য হইতে চাউল হয়, ধান। ধানের গাছ [ঃ ধান্যরোপণ।] **ধান্যকর্তন, ধান্যকর্ত্তন, ধানচ্ছেদন** — ধানের গাছ কাটা।

ধানেশ্বরী (ব্যঙ্গে) ধেনো মদ।

ধাপ - সিঁড়ির পইঠা, সিঁড়িতে পা দেওয়ার জায়গা।

ধাপা – বৃহৎ মাঠ বা জলাভূমি যেখানে জঞ্জাল জমে বা অন্যান্য জিনিস স্তূপীকৃত হয়।

ধাপার মাঠ কলিকাতার পার্শ্ববর্তী মাঠ যেখানে জঞ্জাল জমা করা হয়।

ধাপুস – মৃদু পতনের শব্দ।

ধাপ্পা মিথ্যা আশ্বাস উপদেশ ভয় দেখানো ইত্যাদি। প্রতারণা ফাঁকি, গল।

ধাপ্পাবাজ — যে প্রায়ই ধাপ্পা দেয় প্রতারক।

ধাপ্পাবাজি - ধাপ্পাবাজের কাজ। ধাপ্পা প্রতারণা।

ধাবড়া – অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকে এমন ময়লা বা ময়লার চিহ্ন। [ঃ এক 'ধাবড়া' কালি।] ময়লার দ্বারা অনেকখানি জায়গা চিহ্নিত।

ধাবড়ানো — ময়লা বা কালি ইত্যাদি দিয়া অনেকখানি জায়গা চিহ্নিত করা বা নোংরা করা।

ধাবন — বেগে গমন, ছোটা।

ধাবন – ধৌতকরণ, ধোয়া। [ঃ দন্ত-'ধাবন'।]

ধাবমান — দৌড়িতেছে এমন, বেগে গমনশীল।

ধাবাড়ে — (প্রাচীন কবিতায়) দ্রুতগমনশীল।

ধাবিত — বেগে দৌড়যাছে বা দৌড়িতেছে এমন। [ঃ 'ধাবিত' হওয়া।] যাহার পেছনে দৌড়া হইয়াছে বা হইতেছে এমন অনুসৃত।

ধাম আবাস। বাড়ির ঠিকানা। [নাম-ধাম'।] পবিত্র স্থান। [ঃ কাশী-'ধাম'।] দেবতাদের বাসস্থান, পবিত্র বাসস্থান। [ঃ স্বর্গ 'ধাম'।]

ধামনিক -- ধমনী সম্বন্ধীয়।

ধামসা — ঢাক ঢোল জাতীয় বাদ্য যাহা জোরে পিটাইয়া বাজাইতে হয়।

ধামসানো দলন করা, মর্দন করা। জোরে প্রহার করা।

ধামা — শস্যাদি রাখিবার বা মাপিবার উপযোগী বেতের ঝুড়ি। **ধামা চাপা দেওয়া** — কোনও বিষয় গোপন করা বা চাপিয়া দেওয়া। **ধামাধরা** — অত্যন্ত খোশামুদে।

ধামাই মন্দিরের অধ্যক্ষ বা পুরোহিত।

ধামার — (সংগীতে) একরকম তাল। [ঃ ধ্রুপদ ধামার।]

ধামাল - (প্রাচীন কবিতায়) দুরন্ত দামাল।

ধামালী – (প্রাচীন কবিতায়) রসিকতা চতুরালী।

ধামি ছোট ধামা।

ধায় — দ্রুত গমন করে, দৌড়ে।

-ধার — যে ধারণ করে বা যে ধরে অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কর্ণ-'ধার', ঃ সূত্র-ধার।]

ধার — প্রান্ত ভাগ, শেষ অংশ, সীমা। [ঃ নদীর 'ধার'ঃ পুকুরের 'ধার'; ঃ 'ধারে'-কাছে।]

ধার — তীক্ষ্ণতা। [ঃ ছুরির 'ধার'।]

ধার — কর্জ, ঋণ, হাওলাত। [ঃ টাকা

'ধার' করা।]

-ধারক — যে ধরে। [তন্ত্র-'ধারক'।] যাহাতে মল কঠিন হয় বা ভেদ বন্ধ করে। [ঃ'ধারক' ঔষধ।] (তুঃ 'রেচক')

ধারণ — হাতে বা দেহে স্থাপন বা গ্রহণ। [ঃমাদুলি 'ধারণ'; ঃ মস্তকে 'ধারণ'।] গ্রহণ, পরিগ্রহ। [ঃরূপ-'ধারণ'; ঃমূর্তি-'ধারণ'।] সংবরণ। [ঃমলমূত্রের বেগ 'ধারণ'।] বহন বা উত্তোলন। [ঃ গোবর্ধন-'ধারণ'।] ধরিয়া রাখা, আটক রাখা, রক্ষণ। [ঃজল-'ধারণ'।] অধিকারী হওয়া, আয়ত্ত করণ। [ঃশক্তি-'ধারণ'।] মান্য করণ। [ঃউপদেশ 'ধারণ'।] **ধারণকারী** — যে ধারণ করে। স্ত্রী. — **ধারণকারিণী**।

ধারণা — মানসিক বোধ, ভাব। [ঃ'ধারণা' হওয়া।] বিশ্বাস, সংস্কার। [ঃভুল 'ধারণা'।] স্মৃতিশক্তি, ধৃতি। মানসিক একাগ্রতা, কল্পনা, চিন্তা। [ঃ'ধারণা' করা; ঃ 'ধারণার' অতীত।]

ধারণীয় — ধারণ করিবার উপযুক্ত, যাহা ধারণ করা যায় বা উচিত।

ধারা — নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বা স্রোত। [ঃজল-'ধারা'।] তরল বস্তুর অবিরাম বর্ষণ বা পতন। [ঃবৃষ্টি-'ধারা'; ঃ অশ্রু-'ধারা'।] বৃষ্টি। ঝরনা, ফোয়ারা। ছেদহীন গতি। [ঃসাহিত্যের 'ধারা'।]

ধারা — রীতি, রকম, ধরন। [ঃএ কেমন 'ধারা'।]

ধারা — আইনের অংশ, সেকসন। [ঃ৪২০ 'ধারা'।]

ধারা — ঋণী থাকা। [ঃপাঁচ টাকা 'ধারি'।] **ধার ধারা** — তোয়াক্কা রাখা, ভয় করা, গণ্য করা। [ঃকারও কথার 'ধার ধারি' না।] সংস্রব রাখা। [ঃ লেখাপড়ার 'ধার ধারে' না।]

ধারাক্রমে — ধারা অনুসারে। রীতি বা ঐতিহ্য অনুসারে। আইনের অংশ বা সেকসন অনুসারে।

ধারাগৃহ — ফোয়ারা আছে এমন ঘর।

ধারাধর — মেঘ।

ধারাপাত — গণিত-শিক্ষার প্রাথমিক পুস্তক।

ধারাবাহিক — অবিচ্ছিন্নভাবে পর পর, নিয়মিতভাবে পর পর, ক্রমিক। [ঃ [ঃ'ধারাবাহিক' প্রকাশ।] নিয়মিতভাবে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পর পর প্রকাশিত হয় এমন। [ঃ'ধারাবাহিক' উপন্যাস।]

ধারাবাহিকতা — অবিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছিন্ন হইলেও সম্পর্কযুক্ত ক্রম।

ধারাযন্ত্র — ফোয়ারা। বহুছিদ্রবিশিষ্ট পিচকারি বা পাত্র যাহা হইতে জল দেওয়া যায়।

ধারাল, ধারালো — ধার বা তীক্ষ্ণতা আছে এমন। [ঃ'ধারালো' ছুরি।]

ধারাসম্পাত — বৃষ্টিপাত।

ধারাসার — অবিরাম প্রবল বৃষ্টিপাত।

-ধারিণী — 'ধারণকারিণী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃগর্ভ-'ধারিণী'; ঃ বেশ-'ধারিণী'।]

-ধারী — 'ধারণকারী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃবেশ-'ধারী'; ঃ জটাজুট-'ধারী'।]

ধারোষ্ণ — সদ্য দোহনের ফলে ঈষৎ গরম। [ঃ'ধারোষ্ণ' দুগ্ধ।]

ধার্তরাষ্ট্র, ধার্ত্তরাষ্ট্র — ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, দুর্যোধনাদি।

ধার্মিক, ধার্ম্মিক — যে ধর্ম পালন করে, যে ধর্মসংগতভাবে জীবন যাপন করে, ধর্মনিষ্ঠ। ধর্মীয়, ধর্মগত। বি. — **ধার্মিকতা, ধার্ম্মিকতা**।

ধার্য, ধার্য্য — স্থিরীকৃত, নির্দিষ্ট। [ঃ

দিন ধার্য' করা, ঃখাজনা 'ধার্য করা।]

ধাষ্টামি, ধাষ্টামো — ধৃষ্টতা, ঔদ্ধত্য। অশোভন ব্যবহার বা কাজ।

ধিক্ – নিন্দা ও ঘৃণাসূচক শব্দ। [ঃ 'ধিক তাকে।]

ধিকিধিকি — মৃদু বা ক্ষীণ জ্বলনসূচক অনুকার।

ধিক্কার – নিন্দা বা ঘৃণাসূচক ঘোষণা ধিক ধিক উক্তি। [ঃ 'ধিককার দেওয়া।] ঘৃণা বা অতিশয় বিরক্তি। [ঃ জীবনে ধিককার আসা।]

ধিক্কৃত — ধিক ধিক ঘোষিত নিন্দিত। [ঃ ধিককৃত জীবন।]

ধিঙ্গী — (নিন্দায়) দুরন্ত চঞ্চলস্বভাব উদ্দাম। [ঃ ধিঙ্গী মেয়ে ধিঙ্গী নাচ।] (প্রাচীন কবিতায়) দলের সর্দার দলপতি।

ধিঙ্গীপনা দুরন্তপনা উদ্দাম স্বভাব অসংযত আচরণ।

ধিনাধিন নৃত্যের ভাব ও ছন্দ সূচক অনুকার। বাজনার বোল।

ধিমা (ঢিমা দেখ।)

ধী বুদ্ধি জ্ঞান।

ধীবর মাছ ধরা ও বিক্রয় করা যাহার পেশা জেলে।

ধীমান জ্ঞানবান বুদ্ধিমান।

ধীর মৃদু মন্থর। [ঃ ধীর গতি।] শান্ত চঞ্চল নহে এমন। [ঃ 'ধীর স্বভাব।] ধৈর্যশালী। স্ত্রী – **ধীরা**।

ধীরতা, ধীরত্ব মৃদু ভাব, মন্থরতা গতিবেগের অল্পতা চাঞ্চল্যের অভাব। ধৈর্য।

ধীরপ্রশান্ত — অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত নায়কের গুণবিশিষ্ট। বহুবিধ সামান্য গুণবিশিষ্ট (নায়ক)।

ধীরললিত — অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত ধীর নম্র ও নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত (নায়ক)।

ধীরা - ১৬ অক্ষরের কবিতার একরকম ছন্দ। অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিতা নায়িকা যে স্পষ্ট ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বক্রোক্তি করে।

ধীরে – আস্তে মৃদুভাবে।

ধীরে ধীরে — আস্তে। নীচু গলায় মৃদুস্বরে। [ঃ ধীরে ধীরে বলল।] একটু একটু করিয়া ক্রমে। [ঃ 'ধীরে ধীরে' জানতে পারবে।]

ধীরেসুস্থে তাড়াহুড়া না করিয়া আস্তে আস্তে বসে বসে আরাম করিয়া। [ঃ ধীরেসুস্থে' করা ঃ 'ধীরেসুস্থে' আসা।]

ধীরোদাত্ত – অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত ধীর বিনয়ী ও নিরহংকার (নায়ক)।

ধীরোদ্ধত - অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত নায়ক যে কখনও ধীর কখনও বা উদ্ধত, অহংকারী ও কৌশলী।

ধীশক্তি জ্ঞানলাভের শক্তি বুদ্ধি।

ধুকড়ি অত্যন্ত মোটা সুতার ময়লা কাপড়।

ধুকধুক — স্পন্দন বা জ্বলনের মৃদুতা সূচক অনুকার।

ধুকধুকি কণ্ঠহারের সহিত লাগানো গহনা যাহা বুকের উপর দোলে, হারের পেণ্ডেণ্ট।

ধুকনি - (ধুকুনি দেখ।)

ধুকপুক ভয় বা আশংকায় হৃৎস্পন্দনের দ্রুততাসূচক অনুকার। [ঃ ধুক ধুক-পুক করা।]

ধুকপুকানি, ধুকপুকুনি আশংকায় দ্রুত হৃৎস্পন্দন আশংকাপূর্ণ সংশয়।

ধুকা — কষ্টে শ্বাসগ্রহণ করা, হাঁপানো। [ঃ লোকটা গরমে 'ধুকছে।]

ধুকুড়ি — ('ধুকড়ি' দেখ।)

ধুকুনি — শ্বাসকষ্টের জন্য বুকের ওঠাপড়া, দুর্বলতার ফলে শ্বাসকষ্ট।

ধুচনি, ধুচুনি — চাল ইত্যাদি ধুইবার বহু ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র।

ধুৎ — উপেক্ষা বিরক্তি অগ্রাহ্যতা ইত্যাদি সূচক অনুকার। [ঃ 'ধুৎ', কী যে বলিস।]

ধুতরা, ধুতরো — ('ধুতুরা' দেখ।)

ধুতি — পুরুষের পরিবার কাপড়।

ধুতি — (প্রাচীন কবিতায়) ঘুষ।

ধুতুরা — একরকম ছোট গাছ। ঐ গাছের ফুল ও ফল।

ধুঁদুল — ঝিঙাজাতীয় একরকম ফল।

ধু ধু — আগুনের প্রচণ্ড জ্বলনসূচক অনুকার, দাউ দাউ। [ঃ 'ধু ধু' ক'রে জ্বলা।] বহুদূর পর্যন্ত অবারিত বিস্তৃতি শূন্যতা উত্তাপ ইত্যাদিসূচক অনুকার। [ঃ মরুভূমি 'ধু ধু' করছে।]

ধুনচি, ধুনাচি, ধুনুচি — ধুনা পোড়াইবার পাত্র। তুলা ধুনিবার যন্ত্র।

ধুনন — কম্পন। তুলা পরিষ্কার করা ও ফাঁপানোর কাজ। (ব্যঙ্গে) অতিশয় প্রহার বা মর্দন।

ধুনা — ধনুকের মতো যন্ত্রের সাহায্যে তুলাকে পিঁজিয়া ফাঁপানো ও পরিষ্কার করা। বেদম প্রহার করা।

ধুনা, ধুনো — শাল গাছের আঠা যাহা পুড়াইলে সুগন্ধ বাহির হয়। **ধুনো দেওয়া** — ধুনো পুড়াইয়া তাহার ধোঁয়া দেওয়া। দোকান ইত্যাদি খুলিবার বা বন্ধ করিবার সময়ে ধুনো পুড়াইয়া ধোঁয়া দেওয়ার নিয়মিত কাজ।

ধুনারী, ধুনুরী — যে তুলা ধুনে।

ধুনি — সন্ন্যাসীদের অগ্নিকুণ্ড। [ঃ 'ধুনি' জ্বালা।]

ধুনী — নদী। [ঃ সুর-'ধুনী'।]

ধুন্দুল — ('ধুঁদুল' দেখ।)

ধুপ — ছোট কোমল জিনিস পড়িবার শব্দ।

ধুপ — রোদ।

ধুপছায়া — ময়ূরকণ্ঠী রং বা রঙের। [ঃ 'ধুপছায়া' শাড়ি।]

ধুন্ধুমার — পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাজা, কুবলয়াশ্ব। তুমুল কোলাহল বা কলহ। ধুমধামের ফলে হট্টগোল।

ধুম — আড়ম্বর, সমারোহ, জাঁকজমক। বহু লোকের সমাবেশ বা আগ্রহ।

ধুমড়ী — মোটা বয়স্কা মেয়ে।

ধুমধড়াক্কা — উৎসবাদির আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন। সমারোহ, ধুমধাম।

ধুমধাম — উৎসবাদির আড়ম্বর, সমারোহ।

ধুমসা — মোটা। [ঃ 'ধুমসা' চেহারা; ঃ 'ধুমসা' লোক।] স্ত্রী — **ধুমসী**।

ধুমসানো — জোরে কিল মারা,, মুষ্ট্যাদির দ্বারা প্রহার করা।

ধুমসো — ('ধুমসা' দেখ।)

ধুম্ব — মোটা, স্থূলকায়, ধুমসা। [ঃ 'ধুম্ব' মিনসে।]

ধুম্বল — ('ধম্বল' দেখ।)

ধুম্বী — ('ধুমড়ী' দেখ।)

ধুম্বো — ('ধুম্ব' দেখ।)

ধুয়া — গানের যে পদ দোহারগণ বার বার গায়। বার বার একঘেয়ে উক্তি।

ধুয়া — ('ধোয়া' দেখ।)

ধুঁয়া — কোনও কিছু পুড়িবার ফলে উত্থিত বাষ্প, ধূম।

ধুয়ো — ('ধুয়া' দেখ।)

ধুর — অগ্রভাগ, সম্মুখ। [ঃ 'ধুরন্ধর'।] রথ ও গাড়ি ইত্যাদির অগ্রভাগ যাহা ঘোড়া বলদ ইত্যাদির কাঁধে থাকে।

ধুরন্ধর — অগ্রণী। দক্ষ, নিপুণ। কৌশলী। ধড়িবাজ।

ধুবা — (ধ্রুব দেখ।)

ধুলট — কীর্তনাদির পর ধুলায় গড়াগড়ি।

ধুলা, ধুলো — মাটির গুঁড়া, মাটির কণা, ধূলি।

ধুলাখেলা, ধুলোখেলা — ধুলা লইয়া শিশুদের খেলা। [ঃ শৈশবের ধুলা খেলা।]

ধুলা-পা, ধুলো-পা — বিবাহের আট দিনের মধ্যে স্বামীর গৃহে নববধূর দ্বিতীয়বার আগমনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

ধুস্তর, ধুস্তূর — (ধুতুরা দেখ।)

ধূপ — পুড়াইলে সুগন্ধ ধোঁয়া উঠে এমন একরকম কাঠের মতো সুগন্ধি।

ধূম — ধোঁয়া।

ধূমকেতু — ঝাঁটার মতো দেখিতে এক রকম আকাশচারী জ্যোতিষ্ক যাহাকে অশুভ মনে করা হয় এবং নাশ। ব্যক্তি বা বস্তু। [ঃ জীবনের ধূমকেতু।]

ধূমপান — তামাক বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি খাওয়া।

ধূমপায়ী — যে তামাক বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি খায়। স্ত্রী — ধূমপায়িনী

ধূমসেবন — (ধূমপান দেখ।)

ধূমসেবিনী, ধূমসেবী — (ধূমপায়ী দেখ।)

ধূমল — (ধূম্র দেখ।)

ধূমাবতী — দশমহাবিদ্যার অন্যতমা এক মহাবিদ্যা।

ধূমাভ — যাহার রং ধোঁয়ার মতো।

ধূমায়মান — যাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। যাহা ধোঁয়ায় পরিণত হইতেছে। ঘটিতে বা প্রকাশ হইতে যাইতেছে এমন ঘনায়মান। [ঃ ধূমায়মান ক্রোধ।]

ধূমায়িত — ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। ধোঁয়ায় পরিণত। অনিষ্টকর ঘটনার সম্ভাবনায় পূর্ণ।

ধূম্রোদ্গার — সজোরে ধোঁয়া ছাড়া। [ঃ ইঞ্জিনের ধূম্রোদ্গার।]

ধূম্র — ধোঁয়া রঙের ধোঁয়াটে রঙের।

ধূম্রকেশী — যে যার মতো রঙের চুল আছে যাহার।

ধূম্রবর্ণ — ধোঁয়ার মতো রঙ যাহার। স্ত্রী ধূম্রবর্ণা।

ধূম্রলোচন — পুরাণে বর্ণিত দৈত্যরাজ শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি।

ধূর্জটি, ধূর্জটি — শিব।

ধূর্ত ধূর্ত — (নিন্দায়) চালাক অতিশয় চতুর ধূর্ত।

ধূল — (গণিতে) বড়ার অংশ। কাঠার বিশ ভাগের এক ভাগ।

ধূলা — (ধুলা দেখ।)

ধূলি — মাটির গুঁড়া বা চূর্ণ ধুলো।

ধূলিকণা — ধূলির অতিসূক্ষ্ম অংশ।

ধূলিধূসর — ধুলায় মলিন ধূলিমাখা ধুলায় ধূসর।

ধূলিধূসরিত — ধুলায় ধূসরবর্ণ বা মলিন হইয়াছে এমন ধুলামাখা। [ঃ ধূলিধূসরিত দেহ।]

ধূলিপটল — উড়িতেছে এমন ধূলিরাশি।

ধূলিময় — ধুলায় পূর্ণ। ধুলায় আচ্ছন্ন।

ধূলিরাশি — বহু পরিমাণ ধুলা।

ধূলিশয্যা — মাটির পর বিছানা মৃত্তিকা শয্যা।

ধূলিসাৎ — ধুলায় পরিণত চূর্ণ বিচূর্ণ।

ধূল্যবলুণ্ঠিত — ধুলায় পতিত ধুলায় লুণ্ঠিত।

ধূসর — ছাই রঙের মেটে রঙের। পাংশু বর্ণ।

ধূসরিত — ধূসর রঙে পরিণত। মলিন। [ঃ ধূলি ধূসরিত।]

ধূসরিমা — ধূসর রঙ। পাণ্ডুরতা।

ধৃত — যাহা ধরা বা ধারণ করা হইয়াছে। [ঃ'ধৃত' যষ্টি; ঃ 'ধৃত' তস্কর।]

ধৃতরাষ্ট্র — মহাভারতে বর্ণিত বিচিত্রবীর্যের পুত্র ও পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, দুর্যোধনাদির পিতা।

ধৃতি — ধারণ। ধারণা। ধৈর্য।

ধৃষ্ট — উদ্ধত, নির্লজ্জ। অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত মিথ্যাবাদী নির্লজ্জ নায়ক। বি — **ধৃষ্টতা।**

ধৃষ্টদ্যুম্ন — মহাভারতে বর্ণিত দ্রৌপদীর ভাই।

ধেআই — (প্রাচীন কবিতায়) ধ্যান করি।

ধেআন — (প্রাচীন কবিতায়) ধ্যান।

ধেই ধেই — উদ্দাম নৃত্যের ভঙ্গী ও ছন্দসূচক অনুকার।

ধেড়ে — (নিন্দায়) বয়স্ক, ধাড়ী। উদ বিড়াল।

ধেৎ — ('ধুৎ' দেখ।)

ধেনু — নবপ্রসূতা গাভী। গাভী।

ধেনো — যাহাতে ধান উৎপন্ন হয়। [ঃ'ধেনো' জমি।] যে ধান বিক্রয় করে। [ঃ'ধেনো' কারবারী; ঃ 'ধেনো' বড়োলোক।] ধান হইতে প্রস্তুত। [ঃ 'ধেনো' মদ।]

ধেনো — ধান হইতে প্রস্তুত মদ।

ধেবড়া — মোটা ও নোংরা (লেখা)। তরল বা নরম জিনিসের বিশ্রী দাগ বা দলা। [ঃএক 'ধেবড়া' কালি।]

ধেবড়ানো — মোটা ও নোংরা করিয়া লেখা। নোংরা করিয়া অনেকখানি তরল বা নরম জিনিস লাগানো।

ধেয় — গ্রহণীয়, ধারণীয়, গ্রাহ্য। জ্ঞেয়।

ধেয়ান — (কবিতায়) ধ্যান।

ধেয়ানী — (কবিতায়) ধ্যানী।

ধৈবত — (সংগীতে) স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর যাহার সংক্ষিপ্ত রূপ 'ধা'।

ধৈরজ, ধৈরয — (কবিতায়) ধৈর্য।

ধৈর্য, ধৈর্য্য — শান্তভাবে সহ্য বা অপেক্ষা করিবার শক্তি।

ধৈর্যচ্যুত, ধৈর্য্যচ্যুত — যাহার শান্তভাবে সহ্য বা অপেক্ষা করিবার শক্তি নষ্ট হইয়াছে, অধীর, অশান্ত, অসহিষ্ণু। বি. — **ধৈর্যচ্যুতি, ধৈর্য্যচ্যুতি।**

ধৈর্যধারণ, ধৈর্য্যধারণ — ধীর ও সহিষ্ণুভাব অবলম্বন। [ঃ'ধৈর্যধারণ' করা।]

ধৈর্যবান্, ধৈর্য্যবান্ — যাহার ধৈর্য আছে, ধীর ও সহিষ্ণু। বি. — **ধৈর্যবত্তা, ধৈর্য্যবত্তা।**

ধৈর্যশালী, ধৈর্য্যশালী — ধৈর্যবান্, ধীর ও সহিষ্ণু। বি. — **ধৈর্যশালিতা, ধৈর্য্যশালিতা।**

ধৈর্যশীল, ধৈর্য্যশীল — ধৈর্যধারণ যাহার স্বভাব, ধীর ও সহিষ্ণু প্রকৃতির। বি — **ধৈর্যশীলতা, ধৈর্য্যশীলতা।**

ধৈর্যহারা, ধৈর্য্যহারা — শান্তভাবে সহ্য বা অপেক্ষা করিবার শক্তি হারাইয়াছে এমন।

ধৈর্যহীন, ধৈর্য্যহীন — যাহার ধৈর্য নাই, অধীর ও অসহিষ্ণু। বি — **ধৈর্যহীনতা, ধৈর্য্যহীনতা।**

ধোওয়া — ('ধোবা' দেখ।)

ধোওয়ানো — ('ধোয়ানো' দেখ।)

ধোকড়, ধোকড়া — মোটা কাপড়। ছেঁড়া কাঁথা। মোটা কাপড় ইত্যাদির থলি। **কথার ধোকড়** — বাচাল, বাক্যবাগীশ। **ধোকড়া সূচ** — কাঁথা থলে ইত্যাদি সেলাই করবার উপযোগী মোটা একরকম সূচ।

ধোকাড় — ('ধোকড়' দেখ।)

ধোঁকা — সন্দেহ, সংশয়, ধন্দ। [ঃ'ধোঁকা' লাগা।] ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা। [ঃ 'ধোঁকা' দেওয়া।]

ধোঁকা — দাল বাটা দিয়া রাঁধা একরকম ব্যঞ্জন।

ধোঁকা — অত্যধিক পরিশ্রম বা দুর্বলতার জন্য হাঁপানো।

ধোঁকাবাজ — ধাপ্পাবাজ, প্রতারণা করা যাহার স্বভাব বা পেশা।

ধোঁকাবাজি — ধোঁকাবাজের কাজ। ধাপ্পা, প্রতারণা।

ধোনা — ধনুকের মতো যন্ত্র দিয়া তুলা সাফ করা ও ফাঁপানো। ঐরূপ যন্ত্র দিয়া সাফ করা ও ফাঁপানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'ধোনা' তুলো।]

ধোপ - ধোপা দিয়া পরিষ্কার করণ ধোলাই। [ঃ দু' ধোপ ...']

ধোপদস্ত, ধোপদুরস্ত -- ভালোভাবে ধোলাই করা বা কাচা হইয়াছে এমন।

ধোপা — কাপড় কাচা যাহার পেশা, রজক। স্ত্রী. - **ধোপানী**।

ধোবা, ধোবানী - ('ধোপা' ও 'ধোপানী' দেখ।)

ধোয়া — জল ইত্যাদি দিয়া পরিষ্কার করা, ধৌত করা। জল ইত্যাদি দিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন, ধৌত, কাচা। [ঃ 'ধোয়া' কাপড়।] ধৌত করণ, পরিষ্কার করণ। [ঃ 'ধোয়ার আগে।]

ধোয়ানি -- যে জল দিয়া ধোয়া হইয়াছে। [ঃ চাল-'ধোয়ানি' জল।] ধোয়ার জন্য মজুরি, ধোপার পারিশ্রমিক। [ঃ 'ধোয়ানি' খরচ।]

ধোয়ানো — অপরকে দিয়া ধোয়া, ধৌত করানো। অপরকে দিয়া ধোয়া কাচা বা পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ধোয়ানো' কাপড়।] অপরকে দিয়া ধৌত করণ। [ঃ ঘা 'ধোয়ানো'র পর।]

ধোঁয়া — ('ধুঁয়া' দেখ।)

ধোঁয়াটে -- ধোঁয়ার মতো। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। ধোঁয়ার মতো রঙের। অস্পষ্ট।

ধোলাই -- ধোয়ার কাজ, ধোপ, ধৌত করণ। খুব প্রহার। [ঃ 'ধোলাই' দেওয়া।]

ধোসা -- একরকম মোটা পশমী শীতের কাপড়।

ধৌত — যাহা ধোয়া হইয়াছে, জল ইত্যাদির দ্বারা পরিষ্কৃত, ধোয়া। কাচা।

ধৌতি — ধৌত করণ, প্রক্ষালন। হঠযোগে জল দিয়া অন্ত্রাদি শুইবার একরকম প্রক্রিয়া।

ধৌম্য -- মহাভারতে বর্ণিত পান্ডবদের পুরোহিত।

ধ্যাত — যে বিষয়ে ধ্যান করা হইয়াছে।

ধ্যাতব্য — ধ্যানের যোগ্য।

ধ্যান -- গভীর চিন্তা, অভিনিবেশ। গভীর মনোযোগের সহিত দেবতাদির মূর্তি চিন্তা বা কল্পনা।

ধ্যানগম্য — ধ্যানের দ্বারা জানা যায় এমন।

ধ্যানমগ্ন -- ধ্যানে তন্ময়, সমাহিত।

ধ্যানযোগ - ধ্যানের সাহায্য। [ঃ 'ধ্যান-যোগে' জানিলেন।]

ধ্যানস্থ — ধ্যানে নিবিষ্ট, ধ্যানে রত।

ধ্যানী — যে ধ্যান করে। ধ্যানমগ্ন। [ঃ 'ধ্যানী' বুদ্ধের মূর্তি।]

ধ্যাবড়া — ('ধেবড়া' দেখ।)

ধ্যাবড়ানো — ('ধেবড়ানো' দেখ।)

ধ্যেয় -- ধ্যানের যোগ্য, ধ্যাতব্য। গভীর-ভাবে চিন্তনীয়।

ধেয়ানো — (কবিতায়) ধ্যান করা।

ধ্রুপদ — একরকম উচ্চাঙ্গ সংগীত, ধ্রুবপদ।

ধ্রুপদী — ধ্রুপদ সংগীতে নিপুণ। নিপুণ ধ্রুপদগায়ক।

ধ্রুব — স্থির, অটল, সুনিশ্চিত। স্থির বলিয়া মনে করা হয় এমন উত্তর

আকাশের এক নক্ষত্র। পুরাণে বর্ণিত উত্তানপাদ রাজার হবিভক্ত পুত্র।

ধ্রুবতা — স্থিরতা, সুনিশ্চয়তা। অবিচলিত ভাব।

ধ্রুবতারা - স্থির বলিয়া মনে করা হয় উত্তরাকাশের এমন একটি নক্ষত্র। স্থির লক্ষ্য, সুনিশ্চিত আদর্শ। [ঃ জীবনের ধ্রুবতারা'।]

ধ্রুবপদ - ধ্রুপদ।

ধ্রুবলোক — পুরাণে বর্ণিত হবিভক্ত ধ্রুবের অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান।

ধ্বংস - নাশ, বিনাশ, উচ্ছেদ। বধ। ব্যাপকভাবে বিনাশ। ক্ষয়, অপচয়। [ঃঅন্ন ধ্বংস করা।] বিধ্বস্ত বিনষ্ট, উচ্ছন্ন। [ঃ'ধ্বংস হওয়া।]

ধ্বংসক — ধ্বংসকারী, বিনাশকারী।

ধ্বংসকার্য — ধ্বংস করিবার কাজ। ধ্বংস-সাধন।

ধ্বংসনীয় - ধ্বংসের যোগ্য।

ধ্বংসলীলা — উল্লাসের সহিত অনুষ্ঠিত ব্যাপক ধ্বংসকার্য।

ধ্বংসসাধন — ধ্বংস ঘটানো, বিনাশসাধন।

ধ্বংসা — (কবিতায়) ধ্বংস করা। [ঃ'ধ্বংসিল'।]

ধ্বংসানো — ধ্বংস করা। [ঃ অন্ন ধ্বংসানো।]

ধ্বংসাবশিষ্ট — ধ্বংসের পর অবশিষ্ট আছে এমন।

ধ্বংসাবশেষ - বিনষ্ট বা বিধ্বস্ত হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে। [ঃ প্রাচীন নগরের 'ধ্বংসাবশেষ'।]

ধ্বংসিত — বিনষ্ট, বিধ্বস্ত।

ধ্বংসী — যাহা ধ্বংস করে। [ঃবিমান-'ধ্বংসী' কামান।] যাহা সহজে ধ্বংস হয়, নশ্বর।

ধ্বজ — পতাকা, নিশান। পুরুষের জননেন্দ্রিয়। [ঃ ধ্বজ ভঙ্গ।]

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ — বিষ্ণুর পায়ের পতাকা বজ্র ও অঙ্কুশের চিহ্ন।

ধ্বজভঙ্গ - পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের দৌর্বল্য। যাহার ঐরূপ দুর্বলতা আছে।

ধ্বজা - পতাকা নিশান। ধর্ম আদর্শ ইত্যাদির প্রচার সম্পর্কে ভণ্ডামি, ভেক। [ঃ ধর্মের ধ্বজা।]

ধ্বজাধারী - পতাকাধারী নিশান বহন-কারী। ধর্ম আদর্শ ইত্যাদির প্রচার সম্পর্কে যে ভণ্ডামি করে। [ঃধর্মের ধ্বজাধারী।]

ধ্বজী - (ধ্বজাধারী দেখ।)

ধ্বনা (কবিতায়) ধ্বনিত করা। ধ্বনিত হওয়া। [ঃধ্বনিল ঃ'ধ্বনিল' শব্দে।]

ধ্বনি — শব্দ রব, আওয়াজ, নাদ, নিনাদ।

ধ্বনিত — ধ্বনিতে পূর্ণ, শব্দে মুখরিত, শব্দিত নিনাদিত।

ধ্বস্ত বিনষ্ট, ধ্বংস হইয়াছে এমন। [ঃ'ধ্বস্ত বিধ্বস্ত।]

ধ্বস্তাধ্বস্তি - ('ধস্তাধস্তি' দেখ।)

ধ্বান্ত — অন্ধকার।

ধ্বান্তারি — অন্ধকারনাশকারী, সূর্য।

ন

ন- — নয়, নাই, বিপরীত ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ'নগণ্য।]

ন, ন' - (সংক্ষেপে) নয়।

ন - নূতন সেজোর পরবর্তী। [ঃ'ন'-দিদি, ঃ 'ন' দাদা।]

নই — নহি, না হই।

নই - বকনা বা মাদী (বাছুর)।

নইলে — নাহিলে, অন্যথায়, না হইলে, নতুবা।

নউই — মাসের নয় তারিখ।

নও — নূতন ও নবীন অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ নও জোয়ান ঃ নও রোজ।]

নওজোয়ান — নবীন যুবক যুবক।

নওবত — (নহবত দেখ।)

নওবতখানা (নহবতখানা দেখ)

নওরোজ — নূতন দিন। বৎসরের প্রথম দিন (পারসীক দিনপঞ্জী অনুসারে ফাল্গুন মাসের গোড়ার দিকে পড়ে।

নং — (সংক্ষেপ) নম্বর। [ঃ ৬৬ নং।]

নকাব (নেকাব দেখ।)

নকল — অনুকরণ। প্রতিলিপি কপি। [ঃ দলিলের [illegible] অবিকল] প্রস্তুত কৃত্রিম জাল খাঁটী নহে। ভণ্ড কপট। [ঃ নকল সন্ন্যাসী।]

নকলনবিশ নকলনবীশ (নকলনবিস ও নকলনবিসি দেখ।)

নকলনবিস যে প্রতিলিপি করে যে লেখা নকল করে। অনুকরণে পটু। ভান করিতে ওস্তাদ।

নকলনবিসি — নকলনবিসের কাজ বা পদ।

নকলে যে নকল করিতে পটু অভিনয় বা ভান করিতে পটু।

নকশা — রেখাচিত্র। মানচিত্র। গৃহনির্মাণ ও অঙ্কনাদির প্রাথমিক খসড়া। হালকা সরস রচনা। অলঙ্কার ইত্যাদির কারু কার্য। কাপড় ইত্যাদির বিচিত্র শিল্প কাজ।

নকশি — নকশা আছে এমন। [ঃ নকশি কাঁথা।]

নকশি — সোনা রূপা ইত্যাদির পাতের উপর খোদাইয়ের কাজ।

নকসা — (নকশা দেখ।)

নকিব, নকীব — রাজদরবারে রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তির পরিচয় ও মর্যাদা ঘোষণা করার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী, ঘোষক।

নকুল — নেউল বেজি। মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডু ও মাদ্রীর পুত্র চতুর্থ পাণ্ডব।

নকুলে — (নকলে দেখ।)

নকুলেশ, নকুলেশ্বর — শিববিগ্রহ বিশেষ।

নক্ত রাত্রি নিশা রজনী।

নক্তচারী নিশাচর।

নক্র — কুমির।

নক্ষত্র [illegible] বা তারা। বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত তারকাপুঞ্জ। উল্কা। [ঃ নক্ষত্র পাত নক্ষত্র বেগ।] পুরাণে [illegible] ও চন্দ্রের পত্নী।

নক্ষত্রনাথ নক্ষত্রপতি চন্দ্র।

নক্ষত্রপাত [illegible]। সুবিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু।

নক্ষত্ররাজ চন্দ্র।

নক্ষত্রলোক পুরাণে বর্ণিত তারার দেশ।

নক্ষত্রালোক — [illegible] আলো নক্ষত্রের কিরণ।

নক্সা (নকশা দেখ।)

নখ নখর আঙুলের ডগার পাতলা হাড়ের মতো শক্ত অংশ।

নখকুনি নখের কোণে পুঁজ জমার [illegible] রোগ।

নখদর্পণ কোনও বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান বা অধিকার। [ঃ নখদর্পণে থাকা।]

নখাগ্র নখের ডগা।

নখাঘাত নখ দিয়া আঁচড়।

নখী তীক্ষ্ণ নখ আছে এমন প্রাণী। [ঃ নখী দন্তী।]

নগ পর্বত।

নগণ্য — গণনার অযোগ্য অতি অল্প সংখ্যার। তুচ্ছ গণ্য করার অযোগ্য।

নগদ — সঙ্গে সঙ্গে টাকা দেওয়া হয় বা হইয়াছে এমন। [ঃ নগদ বিক্রয়।]

দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে নহে, 'ক্যাস'। [ঃ 'নগদ' পঞ্চাশ টাকা।]

নগদা — সঙ্গে সঙ্গে মজুরি বা মূল্য মিটাইতে হয় এমন। [ঃ 'নগদা' কারবার; ঃ 'নগদা' মজুর।]

নগনন্দিনী — পর্বতকন্যা, হিমালয়ের মেয়ে, পার্বতী, দুর্গা।

নগপতি — পর্বতের রাজা, হিমালয়।

নগর — শহর।

নগরপাল — শহরের ভারপ্রাপ্ত রাজ-কর্মচারী। মেয়র।

নগরবাসী — শহরের অধিবাসী। স্ত্রী. — **নগরবাসিনী**।

নগররক্ষী — শহরের রক্ষায় নিযুক্ত কর্মী।

নগরস্থ — শহরে অবস্থিত।

নগরস্থাপন — শহর প্রতিষ্ঠা, নূতন শহর নির্মাণ।

নগরাজ — পর্বতরাজ, হিমালয়।

নগরাধ্যক্ষ — ('নগরপাল' দেখ।)

নগরী — নগর, শহর।

নগরীয় — শহর সংক্রান্ত।

নগরোপান্ত — শহরের সীমান্তবর্তী অঞ্চল, শহরতলি।

নগাধিরাজ, নগেন্দ্র, নগেশ — পর্বতের রাজা, হিমালয়।

নগ্ন — অনাবৃত, ঢাকা নাই এমন। [ঃ 'নগ্ন' পদ।] উলঙ্গ, বিবস্ত্র, ল্যাংটো। গোপন বা লুকানো নহে এমন। [ঃ সত্যের 'নগ্ন' প্রকাশ।]

নগ্নতা — আবরণহীনতা। উলঙ্গ অবস্থা। অগোপন অবস্থা।

নগ্না — বিবস্ত্রা।

নঙ্গর — ('নোঙর' দেখ।)

নচিকেতা — বেদে বর্ণিত ঋষি। অগ্নিদেব। বাজশ্রবার পুত্র যিনি যমের নিকট হইতে অগ্নিমন্ত্র গ্রহণ করেন।

নচেৎ — নইলে, নতুবা, অন্যথায়।

নচ্ছার — অতি নীচ ও নির্লজ্জ, লম্পট, পাজী।

নজর — দৃষ্টি। [ঃ 'নজরে' পড়া।] লক্ষ্য দৃষ্টি। [ঃ 'নজর' দেওয়া।] সতর্ক দৃষ্টি। [ঃ 'নজর' রাখা।] দেওয়া-নেওয়া সম্পর্কে মনোভাব। [ঃ উঁচু 'নজর'; ঃ ছোট 'নজর'।] ভেট, উপ-ঢৌকন, নজরানা। **নজর লাগা** — ডাইন ও অপদেবতা ইত্যাদির কুদৃষ্টিতে পড়া। **নজরে ধরা** — পছন্দ হওয়া। **নজরে পড়া** — সুদৃষ্টিতে পড়া। দৃষ্ট হওয়া, চোখে পড়া। **নেকনজর, সুনজর** — মনিব ইত্যাদির ভালো ধারণা ও প্রসন্নতা। [ঃ 'সুনজরে' পড়া।] **কুনজর** — মনিব ইত্যাদির মন্দ ধারণা ও অপ্রসন্নতা, বিষ দৃষ্টি। [ঃ 'কুনজরে' পড়া।]

নজরবন্দী — চোখে চোখে রাখা হইয়াছে এমন। কারাগারের বাহিরে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে প্রহরাধীন অবস্থায় আটক।

নজরানা — রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকালীন উপহার, সেলামী, ভেট, উপঢৌকন, দর্শনী।

নজির, নজীর — দৃষ্টান্ত। পূর্বে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে এইরূপ প্রমাণ। প্রমাণ হিসাবে দৃষ্টান্ত।

নঞর্থ — নয় অর্থ।

নঞর্থক — নয় বা বিপরীত অর্থসূচক। ঋণাত্মক। (তুঃ 'সদর্থক'।]

নট — যে নাচে, নর্তক, নাচিয়ে। অভিনেতা। স্ত্রী. — **নটী**।

নটখট, নটখটি — শ্রমসাধ্য ও বিরক্তিকর খুঁটিনাটি। বিণ. — **নটখটে**।

নটখট, নটখটি — অবৈধ প্রণয় ও

বেলেঙকানি। বিণ — **নটখটে**।

নটবর — নর্তকশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ।

নটরাজ — নর্তকশ্রেষ্ঠ। নৃত্য ও অভিনয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা, শিব। নৃত্যরত শিবের মূর্তি।

নটকান — একরকম ছোট গাছ ও তাহার বীজ।

নটিনী — (কবিতায়) নর্তকী, নটী। [ঃ চলে যেন 'নটিনী'।]

নটী — নর্তকী। বারাঙ্গনা, বেশ্যা।

নটে — একরকম শাক।

নড়চড় — খেলাপ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, অন্যথাচরণ। [ঃ কথার 'নড়চড়' হওয়া।]

নড়ন — নড়াচড়া, চলন।

নড়নচড়ন — নড়াচড়া, নড়িবার ভাব। নড়চড়, ব্যতিক্রম, খেলাপ। প্রাণ বা চলনশক্তিসূচক স্পন্দন, হাত পা সঞ্চালন ইত্যাদি। **নড়নচড়নরহিত** — নড়াচড়া নাই এমন, স্থির, অসাড়।

নড়নড় — সহজে নড়ে এমন আলগা ভাব ও শৈথিল্য সূচক অনুকার। [ঃ 'নড়নড়' করা।]

নড়নড়ে — আলগা ও শিথিল, যাহা সহজে নড়ে বা দোলে।

নড়বড় — ('নড়নড়' দেখ।)

নড়বড়ে — ('নড়নড়ে' দেখ।)

নড়া — দোলা, সঞ্চালিত হওয়া। [ঃ পাতা 'নড়ে'।] অন্যত্র যাওয়া, সরা, যাওয়া। [ঃ 'নড়তে' চায় না।] আলগা বা শিথিল হওয়া। [ঃ দাঁত 'নড়া'; খুঁটি 'নড়া'।] অন্যথা হওয়া, খেলাপ হওয়া। [ঃ কথা 'নড়া', ঃ হুকুম 'নড়া'।] যাহা নড়িয়াছে, যাহা আলগা বা শিথিল হইয়াছে। [ঃ 'নড়া' দাঁত।]

নড়ানো — আন্দোলিত করা, নাড়া। স্থানান্তরিত করা। অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা। অন্যথা করানো। [ঃ হুকুম 'নড়ানো'।]

নড়ি — লাঠি, যষ্টি। [ঃ অন্ধের 'নড়ি'।]

নড়ি — (প্রাচীন কবিতায়) মজুর, জন।

নত — নীচের দিকে হেলিয়াছে বা ঝুঁকিয়াছে এমন। [ঃ মাথা 'নত' করা।] বিনীত, নম্র। [ঃ 'নত' হওয়া।] স্ত্রী. —**নতা**। বি — **নতি**।

নতচক্ষু — নীচের দিকে আবদ্ধদৃষ্টি, মাটির দিকে তাকাইয়া আছে এমন।

নতজানু — জানুর উপর ভর করিয়া বসিয়াছে এমন। [ঃ 'নতজানু' হওয়া।]

নতমস্তক — হেঁটমাথা, যে মাথা নীচু করিয়াছে, যে বিনয় বা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। বিনীত। লজ্জিত।

নতমস্তকে — মাথা হেঁট করিয়া। বিনীতভাবে। পরাজয় স্বীকার করিয়া। লজ্জিত হইয়া। বিনা প্রতিবাদে।

নতশির — ('নতমস্তক' দেখ।)

নতশিরে — ('নতমস্তকে' দেখ।)

নতি — অবনত ভাব। পরাজয়। [ঃ 'নতি' স্বীকার।] ঝুঁকিয়া বা হেলিয়া পড়ার ভাব। (কবিতায়) বিনীত প্রার্থনা। [এই করি 'নতি'।] প্রণাম, নমস্কার।

নতুন — ('নূতন' দেখ।)

নতুবা — নচেৎ, নইলে, না হইলে।

নতোন্নত — উঁচুনীচু।

নথ — বালার মতো নাকের একরকম গহনা।

নথি — সুতোয় গাঁথা কাগজপত্র, দলিল ইত্যাদির তাড়া। [ঃ মকদ্দমার 'নথি'।]

নদ — নদীর পুংলিঙ্গ। [ব্রহ্মপুত্র 'নদ'; ঃ সিন্ধু 'নদ'; ঃ নীল 'নদ'।]

নদী — স্বাভাবিক সুবিস্তৃত জলপ্রবাহ। [ঃ গঙ্গা-'নদী'।] **নদীকূল** — নদীর পাড়, নদীর তীর। **নদীগর্ভ** — নদীর তলদেশ, নদীর খাত। **নদীবক্ষ** — নদীর

জলের উপরিভাগ। **নদীবহুল** — যেখানে অনেক নদ-নদী আছে। **নদীমাতৃক** — বহু নদ-নদী আছে এমন, নদ-নদীর দ্বারা লালিত; বহু নদ-নদী থাকার ফলে উর্বর ও সমৃদ্ধ। [ঃ ভারতবর্ষ 'নদীমাতৃক' দেশ।] **নদী-মাতৃকতা** — বহু নদ-নদী থাকার ফলে উর্বরতা ও সমৃদ্ধি। [ঃ ভারতীয় সভ্যতার মূলে রহিয়াছে 'নদী-মাতৃকতা'।] **নদীমুখ** — নদীর মোহানা। **নদীসৈকত** — নদীর বেলা-ভূমি।

নদীয়া — বাংলা দেশের বিখ্যাত নগর ও জেলা।

নদে, নদ্যে — নদীয়া। [ঃ 'নদে'র নিমাই।]

নদের চাঁদ — নদীয়ার গৌরববর্ধনকারী, চৈতন্যদেব।

নধর — পুষ্ট ও সুকোমল। [ঃ 'নধর' দেহ।] পুষ্টি ও কোমলতার ভাব আছে এমন। [ঃ 'নধর' কান্তি।]

নন — (সংক্ষেপে) নহেন। [ঃ তিনি 'নন', অন্য ব্যক্তি।]

ননদ — স্বামীর বোন।

ননদিনী, ননদী — (কবিতায়) ননদ।

ননন্দা — ননদ (মূল অর্থ যে আনন্দিতা না ভ্রাতৃজায়ার প্রতি প্রসন্না হয় না)।

ননি, ননী — মাখন। **ননীর পুতুল** — (নিন্দায়) সামান্য ক্লেশে কাতর হইয়া পড়ে এমন।

ননীগোপাল — ননী যাঁহার প্রিয় সেই বালক কৃষ্ণ। (ব্যঙ্গে) আদুরে শ্রমকাতর ব্যক্তি।

ননীচোরা — যে ননী চুরি করে, শ্রীকৃষ্ণ।

নন্দ — কৃষ্ণের পালক পিতা, যশোদার স্বামী। আনন্দ। আনন্দের কারণ।

নন্দকুমার, নন্দদুলাল, নন্দলাল — নন্দের আদরের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ।

নন্দন — পুত্র। যে বা যাহা আনন্দ দেয়। পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের বিখ্যাত বাগান। [ঃ 'নন্দন' কানন।] **নন্দনকানন, নন্দনবন** — ইন্দ্রের বাগান।

নন্দনতত্ত্ব, নন্দনবিদ্যা — সৌন্দর্যতত্ত্ব, শিল্প-সাহিত্যাদির সৌন্দর্য বিষয়ক আলোচনা ও জ্ঞান।

নন্দা — আনন্দদায়িনী। আনন্দরূপিণী।

নন্দাই — ননদের স্বামী, স্বামীর ভগিনী-পতি।

নন্দি, নন্দিকেশ্বর — ('নন্দী' দেখ।)

নন্দিগ্রাম — রামায়ণে বর্ণিত বিখ্যাত স্থান যেখানে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

নন্দিত — আনন্দিত। অভিনন্দিত। [ঃ দেশ দেশ 'নন্দিত' করি'।] স্ত্রী. — **নন্দিতা**।

নন্দিনী — কন্যা, দুহিতা। আনন্দদায়িনী। বশিষ্ঠের বিখ্যাত ধেনু। কামধেনু, সুরভির কন্যা।

নন্দী — শিবের বিখ্যাত অনুচর। আনন্দদায়ক। আনন্দিত। আনন্দের অধিকারী।

নন্নড়ে — ('নড়নড়ে' দেখ।)

নপুংসক — ক্লীব, হিজড়ে, পুরুষও নহে স্ত্রীও নহে এমন। খোজা, ছিন্নমুষ্ক।

নফর — চাকর, ভৃত্য।

নব — নূতন, আগে ছিল না এমন। [ঃ 'নব' যুগ।] সদ্য। [ঃ 'নব'-জাত।] সদ্য উদিত। [ঃ 'নবারুণ'।]

নব — ৯ সংখ্যা, নয়।

নবকলিকা — নূতন কুঁড়ি।

নবকার্তিক, নবকার্ত্তিক — সদ্যোজাত কার্ত্তিকের মতো সুন্দর।

নবকুমার — নবজাত বালক।

নবগ্রহ — নয়টি গ্রহ, (হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে) রবি চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু।

নবঘন — নূতন মেঘ।

নবঘনশ্যাম — নূতন মেঘের মতো কালো।

নবজন্ম — নূতন জীবন লাভ। পূর্ব অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন।

নবজাত — মাত্র কিছুক্ষণ আগে জন্মলাভ করিয়াছে এমন, সদ্যোজাত। স্ত্রী. - **নবজাতা**।

নবজাতক -- সদ্যোজাত শিশু।

নবজীবন -- নূতন জীবন, পূর্ব অবস্থার আমূল পরিবর্তন নূতনভাবে জীবনী-শক্তির সঞ্চার।

নবজ্বর — সদ্য আরম্ভ হইয়াছে এমন জ্বর, নূতন জ্বর।

নবডংকা — কিছুই নয়, অবজ্ঞা ও উপেক্ষা সূচক শব্দ। [ঃ দেবে 'নব ডংকা'।]

নবতম — সর্বাপেক্ষা নূতন, সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক। স্ত্রী. — **নবতমা**।

নবতি — নব্বই, ৯০ সংখ্যা।

নবতিতম — ৯০ সংখ্যার পূরক, নব্বইয়ের।

নবদম্পতি — নবিবিবাহিত স্বামীস্ত্রী।

নবদুর্গা — দুর্গার নয় রূপ বা মূর্তি।

নবদ্বার — দুই চক্ষু দুই কর্ণ দুই নাসা মুখ পায়ু ও উপস্থ, দেহের এই নয়টি ছিদ্র।

নবদ্বীপ — বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী ও চৈতন্যদেবের জন্মস্থান।

নবধা — নয় খণ্ডে। নয় ভাবে। নয় দিকে।

নবধাতু — সোনা রূপা সীসা তামা ইত্যাদি নয়টি ধাতু।

নবনবতি — নিরানব্বই, ৯৯ সংখ্যা।

নবনবতিতম — ৯৯ সংখ্যার পূরক, নিরানব্বইয়ের।

নবনী, নবনীত — ননী, মাখন।

নবপত্রিকা — কলা বেল অশোক কচু মান ডালিম ইত্যাদি নয় রকমের পাতা দিয়া নির্মিত দেবীমূর্তি, কলাবউ।

নববধূ — নূতন বউ, সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রী।

নববর্ষ — নূতন বৎসরের প্রথম দিন। নূতন বৎসর।

নববিধান — নূতন নিয়ম। কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের শাখা।

নববিবাহিত — সম্প্রতি বিবাহিত, সদ্য-বিবাহিত। স্ত্রী. — **নববিবাহিতা**।

নবম — নয় সংখ্যার পূরক। স্ত্রী. — **নবমী**।

নবমল্লিকা – মল্লিকা জাতীয় একরকম ফুল ও তাহার গাছ।

নবমী — পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পরে নবম তিথি।

নবযুবক — সবেমাত্র যৌবন লাভ করিয়াছে এমন পুরুষ, তরুণ।

নবযুবতী — সবেমাত্র যৌবন লাভ করিয়াছে এমন নারী।

নবযৌবন — যৌবনকালের প্রথম ভাগ, সবেমাত্র আসিয়াছে এমন যৌবন, তারুণ্য। নবযুবক, তরুণ।

নবযৌবনা — ('নবযুবতী' দেখ।)

নবরত্ন — মাণিক্যাদি নয়টি বহুমূল্য বস্তু। কিংবদন্তী অনুসারে বিক্রমাদিত্যের নয়জন সভাপণ্ডিত, নয়জন মহাপণ্ডিত।

নবরস — অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত শৃঙ্গার হাস্য করুণ ইত্যাদি নয়টি রস বা শিল্পগত প্রধান গুণ।

নবশক্তি — নয়টি ঐশী শক্তি। নূতন শক্তি।

নবশাক, নবশাখ – বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের ময়রা তাঁতী তিলী মালী কামার কুমার বারুই সদ্গোপ নাপিত এই নয়টি

শ্রেণী।

নবশায়ক — ('নবশাক' দেখ।)

নবাগত — নূতন আসিয়াছে এমন। স্ত্রী — **নবাগতা**।

নবান্ন — ধান কাটার পর নূতন ধান হইতে জাত অন্নগ্রহণের উৎসব, যাহাতে দুধ গুড় নারিকেল ইত্যাদি সহ আতপ চাউল খাওয়া হয়।

নবাব — মুসলমান আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সামন্তরাজা। (ব্যঙ্গে) নবাবের তুল্য বিলাসী। **নবাবজাদা** — নবাবের পুত্র। **নবাবজাদী** — নবাবের কন্যা। **নবাবপুত্তুর, নবাবপুত্র** — (ব্যঙ্গে) অতিশয় বিলাসী ও অকর্মণ্য ব্যক্তি।

নবাবি — নবাবের পদ। (ব্যঙ্গে) অতিশয় বিলাস বা দাম্ভিক আচরণ। [ঃ 'নবাবি' করা।]

নবাবী — নবাব সংক্রান্ত। [ঃ 'নবাবী আমল।]

নবারুণ — সবেমাত্র উঠিয়াছে এমন সূর্য।

নবাশীতি — ঊননব্বই, ৮৯।

নবাশীতিতম — ঊননব্বই সংখ্যার পূরণ।

-নবিস, -নবিশ, -নবীস, -নবীশ — লেখে বা 'করে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ নকল নবিস, ঃ শিক্ষা 'নবিস'।]

-নবিসি, -নবিশি, -নবীসি, -নবীশি — 'লেখা' বা 'কাজ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ নকল 'নবিসি', ঃ শিক্ষা-'নবিসি'।]

নবী — ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর। বাণী-বাহক।

নবীন — নূতন। তরুণ। বি — **নবীনতা, নবীনত্ব**।

নবীনা — তরুণী। (তুঃ 'প্রবীণা'।)

নবেল — ('নভেল' দেখ।)

নবোঢ়া — নববিবাহিতা।

নবোদিত — সবেমাত্র উদিত হইয়াছে বা উঠিয়াছে এমন।

নবোদ্গত — সবেমাত্র উদ্গত বা বাহির হইয়াছে এমন। [ঃ 'নবোদ্গত' অংকুর।]

নবোদ্গম — সবেমাত্র বাহির হওয়ন।

নবোদ্যম — নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহ।

নব্বই, নব্বুই — ৯০ সংখ্যা।

নব্য — নূতন, নবীন। আধুনিক।

নভ — আকাশ।

নভচারী — আকাশে বিচরণকারী, আকাশ-গামী, গগনচর।

নভতল — আকাশতল, গগনতল, আকাশের গা।

নভশ্চর — ('নভচারী দেখ।)

নভস্তল — ('নভতল' দেখ।)

নভস্থল, নভঃস্থল — আকাশ, শূন্য, আকাশের মধ্যবর্তী স্থান।

নভস্পর্শী — আকাশ ছুঁইয়াছে এমন, গগনচুম্বী।

নভেম্বর — ইংরেজী বৎসরের একাদশ মাস।

নভেল — উপন্যাস। [ঃ নাটক 'নভেল'।]

নভেলী — নভেলে যেমন ঘটে সেইরূপ। [ঃ 'নভেলী কায়দা, ঃ 'নভেলী' ঢং।]

নভোদেশ — আকাশ, আকাশবর্তী স্থান।

নভোমণ্ডল — বৃত্তাকার আকাশ, আকাশ।

নম — নমস্কার। [ঃ 'নম হে 'নম'।]

নমন — নতি, নত করণ বা হওয়ন। নুইয়া বা ঝুঁকিয়া পড়ার ভাব।

নমনীয় — যাহাকে সহজে নোয়ানো বা বাঁকানো যায়, কোমল, অকঠিন। বি — **নমনীয়তা**।

নমশূদ্র — বাঙালী হিন্দুর একটি জাতি।

নমস্কার — করজোড়ে অভিবাদন। প্রণাম।

নমস্কারী — বিবাহ ইত্যাদিতে নমস্য কুটুম্বকে দেয়। [ঃ 'নমস্কারী' কাপড়।] এরূপ দেয় বস্তু। [ঃ 'নমস্কারী' পাওয়া।]

নমস্কৃত — যাহাকে নমস্কার করা হইয়াছে।

নমস্কৃত্য -- নমস্কারের যোগ্য, পূজনীয়, পরম শ্রদ্ধেয়।

নমস্য - প্রণামের বা নমস্কারের যোগ্য, প্রণম্য। [ঃ তিনি 'নমস্য' ব্যক্তি।] স্ত্রী. **নমস্যা**।

নমা (কবিতায়) নমস্কার করা। [ঃ তোমারে 'নমি'।]

নমাজ — মুসলমানধর্ম অনুসারে উপাসনা।

নমিত যাহাকে নোয়ানো বা নত করা হইয়াছে।

নমুচি পুরাণে বর্ণিত জনৈক দৈত্য।

নমুচিসূদন নমুচির বিনাশকারী, ইন্দ্র।

নমুনা পদার্থের পরিচয়সূচক অংশ, উৎকৃষ্ট নিদর্শন, সাম্পল। [ঃ কাপড়ের 'নমুনা'।] যাহা অনুযায়ী করা যায় বা করিতে হয়, আদর্শ, প্যাটার্ন।

নমো (নম দেখ।)

নমো (নমশূদ্র' দেখ।)

নম্বর সংখ্যা উৎকর্ষ সূচক অংক। [ঃ তিন 'নম্বর' গুদাম।] সংখ্যা। [ঃ ক্রমিক 'নম্বর'।] পরীক্ষার উৎকর্ষ-অপকর্ষ সূচক সংখ্যা। **এক নম্বর, পয়লা নম্বর** (বিশেষণে) প্রথম শ্রেণীর। [ঃ এক'নম্বর' চোর।] **নম্বর লাগানো** - সারিতে ক্রম অনুসারে দাঁড়ানো, 'কিউ' করা। চিহ্নিত করা।

নম্বরী -- চিহ্নিত। ক্রম অনুসারে চিহ্নিত। পয়লানম্বর। [ঃ'নম্বরী' ফোক্কড়।]

নম্য --- নমস্কারের যোগ্য, নমস্য, প্রণম্য। স্ত্রী. — **নম্যা**।

নম্য — নমনীয়, নোয়ানো যায় এমন।

নম্র — বিনীত, উদ্ধত নয়, শান্ত।

নম্রতা — বিনয়, নম্র ভাব।

নয় -- ৯ সংখ্যা।

নয়° — নহে।

নয় — না হয়, দুইটির একটি। [ঃবৃষ্টি হলে, 'নয়' ঝড় উঠবে; ঃ হয় ছেলে, 'নয়' মেয়ে।]

নয়ই - ('নওই' দেখ।)

নয় ত, নয়তো — নতুবা। [ঃতুমি আসবে, 'নয়তো' যাব না।]

নয়ন -- চোখ।

নয়নকোণ -- চোখের পার্শ্বদেশ, চোখের কোণ।

নয়নগোচর – দেখা গিয়াছে এমন, দৃষ্ট।

নয়নজল — চোখের জল, অশ্রু

নয়নজুলি ছোট নালা।

নয়নবাণ দৃষ্টিতে পটীর, হৃদয়ে চাঞ্চল্য আনে এমন দৃষ্টি ক্ষিপ্র অপাঙ্গদৃষ্টি।

নয়নমণি — চোখের তারা। অতি প্রিয় জন।

নয়নসুক — একরকম মিহি সুতী কাপড়।

নয়না - (কবিতায়) অপাঙ্গদৃষ্টি। [ঃ নয়না' হানা।]

নয়নানন্দ, নয়নাভিরাম - দেখিলে আনন্দ হয় এমন, প্রিয়দর্শন।

নয়নোপান্ত চোখের পার্শ্বদেশ, নয়ন-কোণ, অপাঙ্গ।

নয়া - নূতন। [ঃ'নয়া' দিল্লী।]

নয়ান (কবিতায়) নয়ন, চোখ।

নয়ানজুলি — ('নয়নজুলি' দেখ।)

নর – মানুষ। জনৈক প্রাচীন ঋষির নাম। অর্জুন। পুরুষ, মর্দ। (তুঃ 'মাদী'।)

নরক -- পুরাণে বর্ণিত পাপীদের শাস্তি-ভোগের জন্য নির্দিষ্ট ভয়ংকর স্থান। পুরাণে বর্ণিত জনৈক অসুর, কৃষ্ণ যাহাকে বধ করেন।

নরককুণ্ড — নরকের কদর্য ঘৃণ্য চৌবাচ্চা।

অতি ঘৃণ্য ও নোংরা স্থান।

নরকগামী — নরকে যাইবে বা যায় এমন।

নরকঙ্কাল — মড়ার চর্মহীন মাংসহীন অস্থিময় দেহ।

নরকপাল— মড়ার মাথার খুলি।

নরকেশরী — মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, বীর পুরুষ।

নরখাদক -- মানুষ খায় এমন। বি. — **নরখাদকতা**।

নরদমা — নোংরা জল ইত্যাদি যাইবার নালা।

নরদেব — রাজা। দেবতুল্য মানুষ।

নরদেবতা — মনুষ্যরূপী দেবতা।

নরনারায়ণ — অর্জুন ও কৃষ্ণ। পুরাণে বর্ণিত দুইজন ঋষি। মানুষরূপী ভগবান্।

নরপতি — রাজা।

নরপশু — পশুর মতো স্বভাববিশিষ্ট মানুষ, কদাচারী মানুষ।

নরপিশাচ — পিশাচ প্রকৃতির মানুষ, অতি হৃদয়হীন মানুষ।

নরপুঙ্গব — মনুষ্যশ্রেষ্ঠ।

নরবর — শ্রেষ্ঠ মানব। রাজা।

নরবলি — দেবতাদির উদ্দেশ্যে মানুষ বধ।

নরবাহন — কুবের। পালকি, ডুলি।

নরম — কোমল, কঠিন নয় এমন। বিনয় বা দয়া প্রকাশ করে এমন। [ঃ 'নরম' হওয়া; 'নরম' সুর।] তেজী নয়। [ঃ বাজার 'নরম'।]

নরম-গরম — ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও তিরস্কার। [ঃ 'নরম-গরম' শোনানো।]

নরমা, নরমানো — নরম হওয়া।

নরমাংস — মানুষের মাংস।

নরমাংসাশী — মানুষের মাংস খায় এমন, নরখাদক।

নরমুণ্ড — মানুষের মাথা।

নরমুণ্ডমালা — মানুষের মাথা দিয়া গাঁথা মালা।

নরমুণ্ডমালিনী — যিনি নরমুণ্ডের মালা পরেন, কালী।

নরমেধ — মানুষ বলি দেওয়া হয় এমন যজ্ঞ।

নরযান — শিবিকা, পালকি।

নরলীলা — মানব জীবন। **নরলীলা সংবরণ করা** — (মানুষ) মারা যাওয়া।

নরলোক — মনুষ্যদের আবাসস্থান, পৃথিবী।

নরসিংহ পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর এক অবতার যিনি প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করিয়াছিলেন. ইঁহার দেহের অর্ধেক সিংহের মতো ও অর্ধেক মানুষের মতো ছিল। নরশ্রেষ্ঠ।

নরসুন্দর — (ব্যঙ্গার্থে) নাপিত।

নরহত্যা — মানুষ বধ, খুন।

নরহন্তা — যে মানুষকে হত্যা করিয়াছে, নরঘাতী।

নরহরি — মানুষের মূর্তিতে নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ। নরসিংহ অবতার।

নরাকার — মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট। [ঃ 'নরাকার' পশু।] মানুষের চেহারা। [ঃ 'নরাকারে' পশু তুই।]

নরাকৃতি — মানুষের মতো আকারবিশিষ্ট।

নরাজ -- তাঁতের কাষ্ঠনির্মিত এক অংশ যাহাতে টানা বা বোনা কাপড় জড়ানো থাকে।

নরাধম — অতি নীচ লোক, পাপী, দুরাত্মা।

নরাধিপ — রাজা, নরপতি।

নরান্তক — নরঘাতী, নরহত্যাকারী। যম।

নরী — নহর আছে এমন। [ঃ সাচ্চা 'নরী' মুক্তার মালা।]

নরুন — নখ কাটিবার অস্ত্র; **নরুন-পেড়ে** — সরু পাড় আছে এমন। [ঃ 'নরুন-

'পেড়ে' কাপড়।]

নরেন্দ্র — নরপতি, রাজা। স্ত্রী. — **নরেন্দ্রাণী**।

নরেশ, নরেশ্বর — রাজা, নরেন্দ্র, নরপতি।

নরোত্তম — মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ।

নর্তক, নর্ত্তক — যে নাচে, নৃত্য যাহার পেশা। স্ত্রী. **নর্তকী, নর্ত্তকী**।

নর্তন, নর্ত্তন -- নাচ, নাচন, নৃত্য।

নর্তন-কুর্দন, নর্ত্তন-কুর্দ্দন — নাচাকুদা, ফূর্তি, আমোদ।

নর্তনপ্রিয়, নর্ত্তনপ্রিয় — যে নাচিতে ভালোবাসে, শিব, ময়ূর।

নর্তনশালা, নর্ত্তনশালা — নাচের জন্য নির্দিষ্ট ঘর, নাচঘর

নর্তিত, নর্ত্তিত — যাহাকে নাচানো হইয়াছে বা হইতেছে।

নর্তিনী, নর্ত্তিনী — (কবিতায়) নর্তকী, নটী।

নর্দমা, নর্দ্দমা -- জল নিকাশের উপযোগী ছোট নালা, ড্রেন।

নর্দন, নর্দ্দন — উচ্চনাদ, গর্জন।

নর্দিত, নর্দ্দিত — উচ্চ শব্দে পূর্ণ, গর্জিত।

নর্ম, নর্ম্ম — কৌতুকপূর্ণ খেলা, লীলা।

নর্মদা, নর্ম্মদা — মধ্যভারতের বিখ্যাত নদী, রেবা (ইহাঁ হিন্দুদের নিকট পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়)।

নর্মসখা, নর্ম্মসখা — খেলার সাথী। স্ত্রী — **নর্মসখী, নর্ম্মসখী**।

নর্মসচিব, নর্ম্মসচিব — বিদূষক, পরিহাস-পটু পারিষদ।

নর্মসহচর, নর্ম্মসহচর — খেলার সংগী। স্ত্রী. — **নর্মসহচরী, নর্ম্মসহচরী**।

নল — ফাঁপা লম্বা চোঙ, পাইপ, টিউব।

নল — একরকম তৃণজাতীয় গাছ, খাগড়া।

নল — মহাভারতে বর্ণিত দময়ন্তীর স্বামী। রামায়ণে বর্ণিত বানর বীর।

নলকূপ — মাটির তলায় নল গাড়িয়া জল তুলিবার যন্ত্র, টিউব ওয়েল।

নলচে — হুঁকার কাঠের নল যাহার উপর কলিকা বসানো হয়। **খোল-নলচে বদলানো** -- আগাগোড়া সমস্তই পরিবর্তন করা।

-নলা — 'নল আছে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দো-'নলা' বন্দুক।]

নলি — ('নলী' দেখ।)

নলিচা — ('নলচে' দেখ।)

নলিন — পদ্ম। [ঃ 'নলিনাক্ষ'।]

নলিনী — পদ্ম। **নলিনীদল** — পদ্মের পাপড়ি। **নলিনীদলগত** — পদ্মের পাপড়িতে পড়িয়াছে বা আছে এমন।

নলী — ছোট নল।

-নলী — '-নলা' দেখ।)

নলেন গুড় — নূতন খেজুরে গুড়।

নশ্বর — যাহা নষ্ট হয়, অস্থায়ী, ধ্বংস-শীল। [ঃ 'নশ্বর' দেহ।] নাশকারক, সংহারক। [ঃ 'নশ্বর' সংগ্রাম।] বি. — **নশ্বরতা**।

নষ্ট — নাশ বা ক্ষয় পাইয়াছে এমন। [ঃ জীবন 'নষ্ট'।] দোষযুক্ত, বিকৃত। [ঃ খাবার 'নষ্ট'।] ব্যর্থ, পণ্ড। [ঃ কাজ 'নষ্ট'।] শুচিতা বা পবিত্রতা গিয়াছে এমন। [ঃ চরিত্র 'নষ্ট'; ঃ পূজার ফুল 'নষ্ট'।] অপহৃত হইয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'নষ্ট'ধন।] অনিষ্ট, নষ্টামি। [ঃ যতো 'নষ্টে'র গোড়া।]

নষ্টকোষ্ঠী — নষ্ট হইয়াছে বা যথাসময়ে রচিত হয় নাই এমন কোষ্ঠী।

নষ্টচন্দ্র — ভাদ্র মাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদ যাহা দেখিলে মিথ্যা দুর্নাম রটে মনে করা হয়।

নষ্টচেতন — মূর্ছিত, চৈতন্যহীন, হত-

চেতন।

নষ্টমতি — দুষ্টবুদ্ধি।

নষ্টস্মৃতি — যাহার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছে।

নষ্টা — দুশ্চরিত্রা। [ঃ 'নষ্টা' নারী।]

নষ্টামি, নষ্টামো — অসৎ কাজ, দুষ্টামি।

নষ্টোদ্ধার — হারাইয়া গিয়াছে বা গুপ্ত হইয়াছে এমন বস্তুর পুনরায় প্রাপ্তি বা উদ্ধার।

নসিব, নসীব — অদৃষ্ট, ভাগ্য।

নস্য — তামাকের গুঁড়া যাহা নাকে দেয়। (ব্যঙ্গে) কোনও লোভনীয় বস্তুর অত্যল্প পরিমাণ।

নস্যদানী, নস্যধানী — নস্য রাখিবার ছোট পাত্র বা ডিবা।

নস্যাৎ করা — (যুক্তি ইত্যাদিকে) সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বহীন প্রমাণ বা খণ্ডিত করা।

নস্যি — ('নস্য' দেখ।)

নহ — না হও, নও। [ঃ 'নহ' মাতা 'নহ' কন্যা।]

নহবৎ, নহবত — সানাই ইত্যাদির ঐকতান বাদ্য।

নহবৎখানা, নহবতখানা — নহবতের জন্য নির্দিষ্ট উচ্চ মঞ্চ বা স্থান।

নহর — সংকীর্ণ জলধারা। খাল।

নহলা - নয় ফোঁটা চিহ্নিত তাস।

নহি — না হই, নই। [ঃ আমি 'নহি' তুমি নহ।]

নহিলে — অন্যথায়, নইলে, নতুবা। [ঃ 'নহিলে' বিপদ বাড়ে।]

নহে — 'না' অর্থবাচক ক্রিয়া। [ঃ ভালো 'নহে'।] (তুঃ 'নহ', 'নহি'; 'নহে' কেবল প্রথম পুরুষে সামান্যার্থে ব্যবহৃত হয়।)

নহেন — (সম্মানার্থে) নহে।

নহুষ — পুরাণে বর্ণিত যযাতির পিতা।

না — ক্রিয়ার অঘটন বা নিষেধ বাচক অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। [ঃ খায় 'না'; ঃ যাইও 'না'।] প্রশ্নের উত্তরে বৈপরীত্য অস্বীকার অভাব অসম্মতি ইত্যাদি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ ভালো?—'না'; ঃ করেছিলে?—'না'; আছে?—'না'; ঃ যাবে?—'না'।] কিংবা ও বিকল্প অর্থ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ তুমি যাবে, 'না' আমি যাব?] অনুরোধ সূচক শব্দ। [ঃ গাও 'না' ভাই।] কোনটাই নয় অর্থে। [ঃ 'না' মানুষ, 'না' জানোয়ার।] বৈপরীত্য সূচক অর্থে। [ঃ এখানে বসবে, 'না' ওখানে দাঁড়িয়ে আছ।] প্রশ্নে সংশয় বুঝাইতে। [ঃ খাবে 'না'?] প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝাইতে। [ঃ ঘরে কে? 'না' কেউ যাইনি।] অস্বীকার ও অবজ্ঞা বুঝাইতে। [ঃ মারবে 'না' কচু করবে।] আধিক্য বুঝাইতে। [ঃ কতোই 'না' বলেছি।] বিরক্তি বুঝাইতে। [ঃ 'না', এখানে থাকা চলবে না।] যুক্তি বুঝাইতে। [ঃ তাই 'না' কথায় বলে।]

না — (কাব্যে) নৌকা।

না- — অভাব বা বৈপরীত্য বুঝাইতে শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'নাবাজ'।]

নাই — অতীতবাচক না। [ঃ করি 'নাই', ঃ মারে 'নাই'।] কাহারও কাছে বা অধিকারে না থাকা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ আমার 'নাই'; ঃ আমার কাছে 'নাই'।] অনস্তিত্ব বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ ভগবান আছেন কি 'নাই'।] অনুপস্থিতি বুঝাইতে। [ঃ তিনি এখানে 'নাই'।] যাহা নাই, অস্তিত্বহীন। [ঃ 'নাই' মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।] পার্থক্য না করিয়া অর্থে। [ঃ দিন 'নাই' রাত 'নাই' ঝগড়া লাগিয়াই আছে।]

নাই — প্রশ্রয়, আশকারা। [ঃ 'নাই' দেওয়া;

ঃ 'নাই' পাওয়া।]

নাই — নাভি। চাকার কেন্দ্রস্থ অংশ।

নাইট্রোজেন — একরকম মৌলিক গ্যাস (বায়ুর অন্যতম উপাদান), যবক্ষারযান।

নাইয়া' — (কবিতায়) নৌকার চালক নাবিক।

নাইয়া — স্নান করিয়া।

নাও -- নৌকা।

নাওয়া — স্নান করা। ঘাম ইত্যাদিতে সম্পূর্ণরূপে সিক্ত হওয়া।

নাওয়ানো — স্নান করানো।

নাওয়ারা — নৌবহর।

নাঃ — অবজ্ঞা বিরক্তি সংকল্পের পরিবর্তন ইত্যাদি বুঝাইতে না শব্দের সংক্ষিপ্ত ও সজোর উচ্চারণ। [ঃ নাঃ যেতেই হল ঃ নাঃ তোমায় দিতে হবে না।]

নাক — স্বর্গ আকাশ। [ঃ নাকেতে নির্জরগণ করে হাহাকার।]

নাক — ঘ্রাণ ও শ্বাস গ্রহণের অঙ্গ, নাসিকা। **নাকে কাঁদা** — বিরক্তিকর সুরে কাঁদিয়া ভাব প্রকাশ করা। **নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করা** — পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া নিজের অনিষ্ট করা। **নাকের জলে চোখের জলে (এক) করা** — দারুণ লাঞ্ছনা করা বা কষ্ট দেওয়া। **নাকের জলে চোখের জলে (এক) হওয়া** — অতিশয় দুঃখ লাঞ্ছনা পাওয়া। **নাককান বুজা** — প্রতিবাদ বা অভিযোগ অনুযোগ না করা। **নাকখত, নাকে খত** — মাটিতে নাক ঘসিয়া অপরাধ স্বীকার ও ভবিষ্যতে ঐরূপ অপরাধ আর করিবে না এই প্রতিশ্রুতি। [ঃ 'নাকখত' দেওয়া, ঃ 'নাকে খত' দেওয়া।] **নাক ঝাড়া** — নাক হইতে শিক্নি বাহির করা। **নাক ডাকা** — ঘুমন্ত অবস্থায় নাক হইতে শব্দ বাহির হওয়া। **নাক তোলা** — অবজ্ঞার ভাব দেখানো। **নাকের পাতা** — নাকের সম্মুখ ভাগের দুই পাশ। **নাক ফোঁড়ানো** — গহনা পরিবার জন্য নাকে ছিদ্র করা। **নাক বাঁকানো** — ঘৃণার ভাব দেখানো। **নাক বিঁধানো** — নাক ফোড়ানো। **নাকমলা, নাককান মলা** — অপরাধ স্বীকার ও ঐরূপ অপরাধ ভবিষ্যতে না করিবার জন্য হীনভাবে অঙ্গীকার করা। **নাক সিটকানো** — অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব দেখানো, নাক তোলা।

নাককাটা — নির্লজ্জ, বেহায়া।

নাকচ — বাতিল, রহিত, রদ। [ঃ হুকুম নাকচ করা।]

নাকছাবি — নাকের পাশে পরিবার উপযোগী একরকম গহনা।

নাকানিচোবানি — বারে বারে ডুবিবার ফলে নাকে মুখে জল ঢোকার অবস্থা। অসহায় অবস্থায় লাঞ্ছনা, নাকাল। [ঃ 'নাকানি-চোবানি' খাওয়া।]

নাকাড়া, নাকারা — ঢাকজাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র।

নাকাল — হয়রান, জব্দ। [ঃ 'নাকাল' করা।] [illegible], নাকানিচোবানি, [illegible]। [ঃ যেমন 'নাকালটা' হল।]

নাকাল — (প্রাচীন কবিতায়) মতো সদৃশ। [ঃ তোমার 'নাকাল' ডোর কৌপীন পরিধান।]

নাকি — সংশয়সূচক প্রশ্ন বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ তুমি কালা 'নাকি'? ঃ তুমি যাবে 'নাকি'?] অনিশ্চয়তা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ সে 'নাকি' এসেছিল।]

নাকী — নাকে উচ্চারিত হয় এমন, খোনা, অনুনাসিক। [ঃ 'নাকী' সুরের গান।]

নাক্ষত্র, নাক্ষত্রিক — নক্ষত্র সংক্রান্ত।

নাখুদা — ('নাখোদা' দেখ।)

নাখেরাজ — নিষ্কর জমি। বিণ — **নাখেরাজী**।

নাখোদা — জাহাজের কাপ্তেন। জাহাজে আনীত মাল লইয়া যে কারবার করে।

নাগ — সাপ। হাতী। [ঃ দিঙনাগ।] স্ত্রী — **নাগিনী, নাগী**।

নাগকন্যা — নাগবংশীয়া মেয়ে। সর্পকন্যা।

নাগকেশর — একরকম গাছ ও তাহার ফুল।

নাগপঞ্চমী — আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী।

নাগপাশ — বন্ধন করিবার জন্য পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ। বরুণের অস্ত্র।

নাগমাতা — সর্পদের জননী, কদ্রু। মনসা।

নাগর — ভালোবাসার লোক প্রণয়ী। স্ত্রী — **নাগরী**।

নাগরদোলা — একরকম সারিবন্ধ কতক গুলি দোলা যাহাতে অনেক লোক এক-সঙ্গে চারিদিকে বা উপর-নীচে ঘোরে।

নাগরা — একরকম শৌখীন জুতা।

নাগরাজ — সর্পরাজ, পুরাণে বর্ণিত বাসুকি। নাগবংশীয় রাজা।

নাগরাজকন্যা — নাগবংশীয় রাজার মেয়ে।

নাগরালি — নাগরের মতো ব্যবহার, প্রণয়-চাতুর্য, লাম্পট্য।

নাগরিক — শহর সম্বন্ধীয়। [ঃ 'নাগরিক' সভ্যতা।] (তুঃ 'গ্রাম্য'।) নগরবাসী। রাষ্ট্রব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকারী ব্যক্তি। [ঃ ভারতের 'নাগরিক'।] বি — **নাগরিকতা, নাগরিকত্ব**। [ঃ 'নাগরিকতা' অর্জন।]

নাগরী — একরকম লিপি বা হরফ যাহাতে সংস্কৃত হিন্দী মারাঠী ইত্যাদি ভাষা লেখা হয়, দেবনাগর। প্রণয়িনী।

নাগলোক — সর্পদের জগৎ। পাতাল।

নাগা — উলঙ্গ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়।

নাগা — আসামের একটি পর্বত। ঐ পর্বতের অধিবাসী আদিম জাতি বিশেষ।

নাগাড় — অবিরাম ছেদহীন ভাব। [ঃ 'এক-নাগাড়ে' দশ দিন।]

নাগাত — (সংশয়ে) পর্যন্ত, অবধি। [ঃ দশই আশ্বিন 'নাগাত' আসবে।]

নাগাধিপ — নাগরাজ, বাসুকি, ঐরাবত।

নাগাল — ধরা যায় আয়ত্ত করা যায় বা পৌঁছা যায় এমন অবস্থা বা স্থান। [ঃ 'নাগালের' বাইরে।] দেখাসাক্ষাৎ। [ঃ তোমার 'নাগাল' পাওয়া দায়।]

নাগিনী — সাপিনী, স্ত্রী সাপ।

নাঙ্গা — উলঙ্গ, নগ্ন অনাবৃত।

নাচ — ছন্দোবদ্ধ অঙ্গভঙ্গী ও পদক্ষেপ, নৃত্য।

নাচওয়ালী - নৃত্য করা যে স্ত্রীলোকের পেশা, নর্তকী।

নাচঘর — নৃত্যের জন্য নির্দিষ্ট ঘর বা বাড়ি, নৃত্যশালা।

নাচন — নৃত্য। [ঃ খোকার 'নাচন']

নাচন-কোদন — নাচাকুদা, আনন্দে লাফা-লাফি।

নাচনি — (নিন্দার্থে) নাচ, নৃত্য, নাচন।

নাচনী — নর্তকী। [ঃ বেহুলা 'নাচনী'।]

নাচা — নৃত্য করা। স্পন্দিত বা কম্পিত হওয়া। [ঃ ডান চোখ 'নাচা'।] (নিন্দার্থে) অতিশয় উৎসাহিত ও আনন্দিত হওয়া।

নাচানাচি — (নিন্দার্থে) অতিশয় আনন্দ ও উৎসাহের প্রকাশ। [ঃ বেশী 'নাচানাচি' ভালো নয়।]

নাচানো — নৃত্য করানো। উস্কানি দেওয়া, মন্দ কাজে উৎসাহিত করা।

নাচাড়ী — ('লাচাড়ী' দেখ।)

নাচার — নিরুপায়, অক্ষম, অসহায়।

নাচিয়ে — যে নাচে, নৃত্য করা যাহার পেশা, নর্তক।

নাচুনি — ('নাচনি' দেখ।)

নাচুনী — ('নাচনী' দেখ।)

নাচুনে — যে সহজে নাচে, যে সহজে আনন্দে ও উৎসাহে মাতে। [ঃ 'নাচুনে লোক'।]

নাছ — সদর রাস্তা। **নাছ দুয়ার** — খিড়কির দরজা।

নাছি — ধাতুর পাত ইত্যাদি জুড়িবার পেরেক বা খিল।

নাছোড়, নাছোড়বান্দা — যে সহজে ছাড়ে না যাহার অনুরোধ উপরোধের হাত এড়ানো কঠিন জিদ্দী।

না জানি — অনিশ্চয়তা সূচক শব্দ। [ঃ 'না জানি কি [illegible]']

নাজিম — বাদশাহী আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা। [ঃ নবাব নাজিম।]

নাজির — আদালতের কর্মচারী বিশেষ।

নাজিরি — নাজিরের পদ বা কাজ।

নাজী — (নাৎসী দেখ।)

নাজীজম্ — (নাৎসীবাদ দেখ।)

নাজেহাল — হয়রান, নাকাল, লাঞ্ছিত।

নাঞি — (প্রাচীন কবিতায়) নাই নাহি।

নাট — নৃত্য। অভিনয়। রঙ্গমঞ্চ। [ঃ ভবের 'নাটে'।] রঙ্গ মন্দকার্য। [ঃ 'নাটের গুরু'।]

নাট — স্ক্রু আট করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ছোট সছিদ্র চাকতি। [ঃ নাট বল্টু।]

নাটক — অভিনয়ের জন্য সংলাপে রচিত কাহিনী, পালা।

নাটকীয় — নাটক সংক্রান্ত। নাটকের মতো চমকপ্রদ। [ঃ 'নাটকীয় ভঙ্গী'।]

নাটমন্দির — মন্দিরসংলগ্ন মণ্ডপ যেখানে নৃত্যগীত অভিনয় ইত্যাদি হয়।

নাটা — একরকম তিক্ত ফল ও তাহার গাছ।

নাটাই — সূতা গুটাইবার জন্য কাঠ বা কাঠি দিয়া তৈয়ারী বেলন বা পিঁজরার মতো জিনিস।

নাটিকা — ছোট নাটক।

নাটুকে — নাটকীয়, কৃত্রিমতাপূর্ণ।

নাটুকেপনা — কৃত্রিমতাপূর্ণ হাবভাব ও ব্যবহার।

নাট্য — নট যাহা করে অভিনয়, নৃত্য গীতবাদ্য। নাটক। **নাট্যকলা** — নাটক ও অভিনয় সংক্রান্ত শিল্প। **নাট্যশালা** — রঙ্গালয় থিয়েটার। **নাট্যসাহিত্য** — অভিনয়ের উপযোগী সাহিত্য, নাটকাবলী লইয়া গঠিত সাহিত্যের অংশ। **নাট্যসূত্র** নাট্যরীতি সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ।

নাট্যাচার্য — অভিনয় ও নাটক সংক্রান্ত বিষয়ে যিনি শিক্ষাদান করেন।

নাট্যাভিনয় — নাটকের অভিনয়।

নাড়া — দোলানো একদিক হইতে অন্য দিকে ঠেলা আনা বা হেলানো। [ঃ মাথা নাড়া।] সঞ্চালিত করা কাঁপানো। [ঃ হাত পা নাড়া।] স্থানান্তরিত করা সরানো। [ঃ জিনিসপত্র নাড়া, ঃ পা নাড়া।] ঘাটা ঘুরানো। [ঃ কাঠি দিয়ে নাড়া।] দোলা। [ঃ মনে 'নাড়া দিয়েছে'।]

নাড়া — ধানের গাছ কাটিয়া লইবার পরে গোড়ার যে অংশ মাটিতে লাগিয়া থাকে।

নাড়াচাড়া — অল্প ব্যবহার, ঈষৎ চর্চা। [ঃ শাস্ত্র নিয়ে 'নাড়াচাড়া' করা।] এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়ন সঞ্চালন। [ঃ পা 'নাড়াচাড়া' করতে পারছি না।]

নাড়ানাড়ি — বারবার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়ন, নাড়াচাড়া।

নাড়ানো — দোলানো সঞ্চালিত করা। স্থানচ্যুত করা।

নাড়ি, নাড়ী — ধমনী। হাতের শিরা যাহার স্পন্দন গনিয়া রোগ নির্ণয় করা হয়।

[ঃ 'নাড়ী' দেখা; ঃ 'নাড়ী' টেপা; ঃ 'নাড়ী' জ্ঞান।] সদ্যোজাত শিশুর নাভিসংলগ্ন শিরা। [ঃ 'নাড়ী' কাটা।]
নাড়ীছেঁড়া ধন — গর্ভজাত সন্তান।
নাড়ীর টান — সন্তানের প্রতি মাতার ও মাতার প্রতি সন্তানের মমত্ববোধ।

নাড়ীনক্ষত্র — খুঁটিনাটি খবর, আমূল বৃত্তান্ত। [ঃ 'নাড়ীনক্ষত্র' জানা।]

নাড়ীভুঁড়ি — পেটের ভিতরকার অন্ত্র ইত্যাদি।

নাড়ু — নারিকেল ক্ষীর ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী গোলাকার মিষ্টান্ন, লাড়ু।

নাড়ুগোপাল -- নাড়ু ভোজনে রত শিশু শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। (ব্যঙ্গে) আদুরে ও অকর্মণ্য বালক বা ব্যক্তি।

নাতজামাই — নাতনীর স্বামী।

নাতনী — ছেলের মেয়ে। মেয়ের মেয়ে।

নাতবউ, নাতবৌ - নাতির স্ত্রী।

নাতি — ছেলের বা মেয়ের ছেলে, পৌত্র বা দৌহিত্র। স্ত্রী -- **নাতনী, নাতিনী**।

নাতি- — 'বেশী নয়' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'নাতি' দীর্ঘ।]

নাতিদীর্ঘ — খুব লম্বা বা দীর্ঘ নহে এমন। [ঃ 'নাতিদীর্ঘ' দেহ, ঃ 'নাতিদীর্ঘ' পথ।]

নাতিশীতোষ্ণ -- খুব গরম নয় বা ঠাণ্ডাও নয় এমন। বি -- **নাতিশীতোষ্ণতা**।
নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল - উত্তর বা দক্ষিণ হিমমণ্ডল ও গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যবর্তী ভূভাগ।

নাতিস্থূল — খুব মোটা নহে এমন।

নাৎসী -- হিটলার প্রবর্তিত একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী। **নাৎসীবাদ** — হিটলার প্রবর্তিত তথাকথিত জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ।

নাথ — প্রভু। স্বামী। রক্ষক।

নাথ — তান্ত্রিক ও শৈব সম্প্রদায়। বাংগালীর উপাধি-বিশেষ।

নাদ - শব্দ। [ঃ শঙ্খ'নাদ'।] গর্জন। [ঃ সিংহ-'নাদ'।]

নাদ — বৃহৎকায় জন্তুর বিষ্ঠা।

নাদা — (পদ্যে) গর্জন করা। [ঃ 'নাদিল' শংখ।]

নাদা — বড় জালা বা গামলা। **নাদাপেটা** -- যাহার পেট জালার মতো উঁচু।

নাদি — ছোট জন্তুর বিষ্ঠা।

নাদিত — শব্দিত, শব্দময়, শব্দে পূর্ণ।

-নাদী — 'শব্দ করে' বা 'গর্জন করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বজ্র-'নাদী' কামানশ্রেণী।] স্ত্রী - **-নাদিনী**। [ঃ কল 'নাদিনী' গংগা।]

নাদুসনুদুস -- মোটা মাংসল ও গোলগাল। [ঃ 'নাদুসনদুস' চেহারা।]

নাদেয়, নাদ্য — নদী সংক্রান্ত। নদীজাত। [ঃ 'নাদেয়' সভ্যতা।]

নানক — বিখ্যাত ধর্মগুরু, শিখ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। **নানকপন্থী** - নানকের ধর্মমতে বিশ্বাসী।

নানকর -- হুকুমে প্রদত্ত নিষ্কর জমি।

নানবাই - যে রুটি তৈয়ারী করে, রুটিওয়ালা।

নানা — মায়ের বাবা, মাতামহ।

নানা — অনেক, বিভিন্ন, বিবিধ। [ঃ 'নানা' রকম।] **নানাভাবে** -- অনেক রকমে, নানা প্রকারে। **নানামতে** — অনেক রকমে, নানাভাবে।

নানাগোত্রীয় — বিভিন্ন রকমের। বিভিন্ন জাতির।

নানান — বিভিন্ন, নানাবিধ।

নানাপ্রকার — নানারকম, অনেকরকম।

নানাবিধ — অনেকরকম, বিভিন্নরকম।

নানারূপ — অনেকরকম, বহুরকম, বিভিন্ন ধরনের।

নানার্থক — বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ কবে এমন। [ঃ 'নানার্থক' শব্দ।]

নানী — মাযেব মা, মাতামহী।

নান্ত - সীমাহীন, অন্তহীন। (তুঃ 'সান্ত'।)

নান্দী — নাটকাদিব আবম্ভে দেবতাদিব স্তুতি বা মঙ্গলাচবণ।

নান্দীমুখ - বিবাহ ইত্যাদি শুভকর্মেব আগে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ।

নাপতে - (তুচ্ছার্থে) নাপিত। স্ত্রী - **নাপতেনী**।

নাপাক — অপবিত্র, অশুচি।

নাপিত – চুল ছাঁটা ও দাড়ি কামানো যাহাব পেশা ক্ষৌবকাব। হিন্দু সমাজে উহ্‌ কাজেব জন্য নির্দিষ্ট জাতি। স্ত্রী — **নাপিতানী**।

নাবা — ('নামা' দেখ।)

নাবানো — ('নামানো' দেখ।)

নাবাল যাহা ক্রমে নীচু হইযা আসিযাছে, ঢালু।

নাবালক অপ্রাপ্তবযস্ক। (তুঃ সাবালক।)

নাবিক — নৌকা ও জাহাজ ইত্যাদিব চালক।

নাবী — দেবীতে উৎপন্ন। [ঃ 'নাবী ফসল।] যথাসমযেব পবে সংঘটিত। [ঃ 'নাবী' বর্ষা।]

নাবো – ('নাবাল' দেখ।)

নাব্য — নৌকা জাহাজ ইত্যাদি চলাচলেব যোগ্য। যাহা নৌকা বা জাহাজেব দ্বাবা পাব হওযা যায।

নাভি — পেটে যেখানে নাড়ী কাটাব চিহ্ন থাকে, নাই। চাকাব কেন্দ্রস্থল।

নাভিকুণ্ড — নাইযেব গর্ত।

নাভিচ্ছেদ — সদ্যোজাত শিশুব নাড়ী কাটাব কাজ।

নাভিদেশ — নাই ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান।

নাভিশ্বাস -- মৃত্যুকালীন শ্বাসকষ্ট।

নাম — কোনও বস্তু বিষয বা ব্যক্তিকে যাহাব দ্বাবা ডাকা বা অভিহিত কবা হয, সংজ্ঞা, আখ্যা। খ্যাতি, সুনাম। [ঃ 'নাম হযেছে এই লেখকেব।] নাম উচ্চাবণ বা কীর্তন। [ঃ ভগবানেব 'নাম' কব।] **নাম কবা** — বিখ্যাত হওযা। [ঃ খুব নাম কবেছে।] **নাম ডুবানো** — সুনাম নষ্ট কবা। **নামমাত্র** — বলা হয অথচ প্রকৃতপক্ষে নহে। [ঃ 'নামমাত্র' চিকিৎসা।] **নাম লেখানো** – পেশা গ্রহণ কবা। পত্রিকা বা দলে নাম দেওযা বা যোগ দান কবা। **নামে** -- নামমাত্র। [ঃ 'নামে জমিদাব।] **নাম লওযা** নাম স্মবণ কবা।

নামক – নামধাবী নামবিশিষ্ট।

নামকবণ শিশু ইত্যাদিব নাম বাখিবাব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। কোন বস্তু বা বিষযেব নাম নির্ণয বা নাম প্রদান।

নামকবা - বিখ্যাত। [ঃ 'নামকবা লেখক।]

নামগন্ধ সামান্যতম চিহ্ন সংখ্যা পবিমাণ সম্ভব বা আভাস। [ঃ কাজেব 'নামগন্ধ' নাই।]

নামজাদা বিখ্যাত, নামকবা।

নামঞ্জুব অগ্রাহ্য, অনুমোদিত হয নাই এমন। [ঃ দবখাস্ত বা ছুটি 'নামঞ্জুব' হওযা।]

নামডাক সুখ্যাতি। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি।

নামতঃ — নামে। নামমাত্র।

নামতা – প্রাথমিক গণনেব ধাবাবাহিক তালিকা। **নামতা ডাকা** -- সমবেতভাবে নামতা উচ্চাবণ কবা। **নামতা ডাকানো** — সমবেতভাবে নামতা উচ্চাবণ কবানো।

নামদা — ঘোড়াব জিনেব নীচে যে লোমেব গদি থাকে। উটেব লোমে তৈযাবী এক-বকম কম্বল।

নামধাতু — বিশেষ্যের ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ।
নামধারী — যাহার উক্ত নাম আছে, নামক।
নামধেয় — নাম, সংজ্ঞা।
নামমুদ্রা — নামাঙ্কিত শীলমোহর।
নামা — নীচে যাওয়া বা আসা, অবতরণ করা। [ঃ নদীতে 'নামা'।] নীচু হওয়া। [ঃ ছাদ 'নামা'।] হ্রাস পাওয়া, কমা। [ঃ জ্বর 'নামা'।] অধঃপতিত বা হীন হওয়া। [ঃ অনেক 'নেমেছে'।] প্রবল-ভাবে শুরু হওয়া। [ঃ বর্ষা 'নামা'।] প্রবলভাবে পতিত হওয়া। [ঃ ধস 'নামা'।] সবেগে প্রবাহিত হওয়া। [ঃ ঢল 'নামা'।] মূল্য হ্রাস পাওয়া। [ঃ বাজার 'নামা'; ঃ দর 'নামা'।]
-নামা -- 'নামবিশিষ্ট' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ খ্যাত-'নামা'; ঃ অজ্ঞাত 'নামা'।]
-নামা — বিবরণ গ্রন্থ পত্র দলিল ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ শাহ্-'নামা'; ঃ ওকালত-'নামা'।]
নামাঙ্কিত — নামের চিহ্ন আছে এমন, সীলমোহরযুক্ত। [ঃ নামাঙ্কিত 'মুদ্রা'।]
নামাজ — ('নমাজ' দেখ।)
নামাবলী — নামসমূহ। দেবতার নামের ছাপ দেওয়া চাদর।
নামানো — নীচে আনা। নীচে আসিতে বাধ্য বা প্ররোচিত করা। নীচে রাখা। [ঃ মোট 'নামাও'।] কমানো, হ্রাস করা। [ঃ জ্বর 'নামানো'।] মূল্য হ্রাস করা। [ঃ বাজার 'নামানো'।] প্রভাবমুক্ত করা। [ঃ 'ভূত' নামানো।] খাটো বা অনুচ্চ করা। [ঃ গলা 'নামানো'।] উৎসাহ বা প্ররোচনার দ্বারা কাজে নিযুক্ত করা। [ঃ যুদ্ধে 'নামানো'।] অধঃপাতে যাইতে সাহায্য করা।
নামামৃত — দেবতার নাম রূপ অমৃত।
নামী — প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। [ঃ 'নামী' লোক।] নামধারী, নামবিশিষ্ট। [ঃ নাম-'নামী' অভেদত্ব।]
নামী — ('নাবী' দেখ।)
নামোচ্চারণ — নাম উচ্চারণ বা মুখে আনয়ন।
নামোৎসব — ভগবানের নাম সংকীর্তন ও তৎসংক্রান্ত উৎসব।
নামোল্লেখ -- নাম প্রকাশ বা উচ্চারণ। কোনও কিছু সম্বন্ধে সামান্যতম উক্তি। [ঃ উহার 'নামোল্লেখ' নাই।]
-নাম্নী — 'নামধারী' এই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ গোপা-'নাম্নী' এক রাজকন্যা।]
নায় — (কবিতায়) নৌকা।
নায়ক -- নেতা, চালক, সর্দার। [ঃ সেনা-'নায়ক'।] কাহিনী বা আখ্যায়িকার প্রধান ব্যক্তি, হীরো। ভারতীয় সাহিত্যসূত্র অনুসারে কাব্য ইত্যাদিতে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকৃতির পুরুষ বা প্রণয়ী।
নায়িকা — নাটক উপন্যাস ইত্যাদিতে বর্ণিতা প্রধানা নারী, হিরোইন। ভারতীয় সাহিত্যসূত্র অনুসারে কাব্য ইত্যাদিতে বর্ণিতা বিভিন্ন প্রকৃতির নারী বা প্রণয়িনী। ভগবতীর অষ্ট শক্তি।
নায়েব — জমিদারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।
নায়েবতন্ত্র — নায়েবী শাসন। আমলাতন্ত্র।
নায়েবি — নায়েবের কাজ বা পদ।
নায়েবী — নায়েবের উপযুক্ত। [ঃ 'নায়েবী' কায়দা।]
নারকী — নরকের প্রাণী, নরকে অবস্থান-কারী। স্ত্রী. — **নারকিনী**।
নারকেল — ('নারিকেল' দেখ।)
নারকেলী — ('নারিকেলী' দেখ।)
নারঙ্গ, নারাঙ্গ — কমলা বা ঐ জাতীয় লেবু।

নারদ — পুরাণে বর্ণিত দেবর্ষি (প্রবাদ অনুসারে কলহের দেবতা)। বিণ — **নারদীয়**।

নারা — (পদ্যে বা গ্রাম্য প্রয়োগে) না পারা। [ঃ দেখতে নারি, ঃ নারিবে জিনিতে।]

নারাচ — লৌহবাণ বিশেষ।

নারাজ — অসম্মত, অস্বীকৃত গররাজী। অসন্তুষ্ট।

নারায়ণ — বিষ্ণু। স্ত্রী — **নারায়ণী**।

নারায়ণী — বিষ্ণুর পত্নী, লক্ষ্মী। ভগবতী দুর্গা। নারায়ণ হইতে জাত। [ঃ নারায়ণী সেনা।]

নারি — (নারা দেখ।)

নারিকেল — একরকম সুদীর্ঘ শাখ প্রশাখাহীন গাছ ও তাহার ফল। ঝুনা **নারিকেল** — খুব পাকা নারিকেল। **নারিকেলের ফোপল** — অঙ্কুরিত নারিকেলের ভিতরকার ফাঁপা সুস্বাদু অংশ। **নারিকেল মালা** — নারিকেলের বর্তুলাকার শক্ত খোলা।

নারিকেলী — নারিকেলের মতো দুই দিক সরু ও মাঝখান মোটা এমন আকৃতির। [ঃ নারিকেলী কুল।]

নারী — স্ত্রীলোক। পত্নী স্ত্রী। [ঃ পর নারী।]

নারীজন্ম — স্ত্রীলোকরূপে জন্ম।

নারীত্ব — স্ত্রীলোকের বিশেষ গুণ বা ধর্ম।

নারীনিগ্রহ — স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার।

নারীনিপীড়ন — ('নারীনিগ্রহ দেখ।)

নারীরত্ন — শ্রেষ্ঠা নারী, দুর্লভা রমণী।

নার্ভ — স্নায়ু।

নার্ভাস — ভয়ে দুর্বল ও শিথিল। [ঃ 'নার্ভাস' হওয়া।] যে সহজেই ভয়ে দুর্বল ও শিথিল হয়। [ঃ 'নার্ভাস লোক।]

নার্শারি — চারা গাছ ও বীজ ইত্যাদির রোবার। শিশুদের লালন ও শিক্ষার স্থান।

নাল — নলের মতো জিনিস। পদ্ম ইত্যাদির ডাঁটা।

নাল — ঘোড়া ইত্যাদির খুরের তলায় লাগাইবার উপযোগী বাঁকানো লোহা।

নালা — জলনিকাশের সরু খাত, নর্দমা, ড্রেন।

নালি — (নলী দেখ।)

নালতে — ('নালিতা' দেখ।)

নালিতা — পাটশাক।

নালিশ — অভিযোগ। অভিযোগ বা দাবী জানাইয়া আবেদন।

নালিশী — নালিশ সংক্রান্ত।

নালী — ছোট নালা।

নালী — গভীর বা ভিতরে অনেক দূর গিয়াছে এমন (ক্ষত)। [ঃ নালী ঘা।]

নাশ — ধ্বংস উচ্ছেদ। [ঃ শত্রু নাশ।] বিনষ্টি লোপ। [ঃ বংশ নাশ, ঃ ধর্ম-নাশ।] ক্ষয়। [ঃ অর্থ নাশ।]

নাশক — যাহা নাশ বা ধ্বংস করে।

নাশকতা — ধ্বংসমূলক কার্য।

নাশকারী — যে বা যাহা নাশ করে।

নাশন — নাশ করণ ধ্বংসকরণ। উচ্ছেদ। যাহা বা যে নাশ করে। [ঃ দানব-নাশন।]

নাশপাতি — আপেল জাতীয় একরকম ফল।

নাশা — (কবিতায়) নাশ করা। [ঃ সবংশে তোমারে নাশিবে।]

-নাশা — যাহা নাশ করে অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কর্ম-'নাশা।]

-নাশী — 'নাশকারী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বিশ্ব-নাশী।] স্ত্রী — **-নাশিনী**।

নাশ্‌তা — জলযোগ। সকালবেলার খাবার।

নাসত্য — পুরাণে বর্ণিত অশ্বিনীকুমার-দ্বয়।

নাসা — নাক।

নাসারন্ধ্র — নাকের ছিদ্র যাহার মধ্য দিয়া শ্বাসবায়ু যাতায়াত করে।

নাসিকা — নাসা, নাক।

নাস্তা -- ('নাশ্‌তা' দেখ।)

নাস্তানাবুদ — অত্যন্ত লাঞ্ছিত, নাজেহাল।

নাস্তি — নাই। (তুঃ 'অস্তি'।)

নাস্তিক — ঈশ্বর নাই এই মতবাদে বিশ্বাসী। বেদের অপৌরুষেয়তায় বা শাস্ত্রোক্ত ধর্মে অবিশ্বাসী।

নাস্তিকতা, নাস্তিক্য - ঈশ্বর নাই এই মতবাদে বিশ্বাস। নাস্তিকের মতো আচরণ।

নাহক — অকারণ, অনর্থক, শুধু, শুধু। [ঃ 'নাহক' দু' কথা শোনালো।]

না-হয় — অন্যথায়, নতুবা। [ঃ সে করে ভালো, 'না হয়' তুমিই ক'রো।] বরং। [ঃ তুমি 'না-হয়' আজ থাকো।] পক্ষান্তরে বড় জোর। [ঃ 'না হয়' মাইনে দেবে না।] নয়, কিংবা। [ঃ হয় রোগ সারবে, 'না হয়' রোগী মরবে।] তর্কের খাতিরে স্বীকার। [ঃ সে 'না হয়' গেল।]

নাহি — (কবিতায়) নাই।

নি — অতীতকালবাচক 'নাই' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। [ঃ করি-'নি'।] (তুঃ 'নেই'।]

নি — স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর নিষাদের সংকেত।

নি — (কবিতায় ও পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য প্রয়োগে) কথার মাত্রা ও প্রশ্নসূচক 'না'। [ঃ তুমি 'নি' আমার বন্ধু; ঃ তুমি 'নি' কইতে পাবো?]

নিউমোনিয়া — ফুসফুসের প্রদাহ।

নিংড়ানো -- পাক দিয়া বা চাপিয়া কাপড় ইত্যাদি হইতে জল বাহির করা।

নিঃক্ষত্র, নিঃক্ষত্রিয় — ক্ষত্রিয়হীন। যোদ্ধা-হীন। [ঃ পরশুরাম পৃথিবীকে 'নিঃক্ষত্র' করিলেন; ঃ 'নিঃক্ষত্রিয়' করিব বিশ্ব।]

নিঃশক্তি — শক্তিহীন।

নিঃশঙ্ক — নির্ভয়, শঙ্কাহীন।

নিঃশঙ্কচিত্ত --- যাহার মনে ভয় নাই এমন। **নিঃশঙ্কচিত্তে** — নির্ভয়ে।

নিঃশব্দ — নীরব, শব্দহীন, চুপচাপ। বি. — **নিঃশব্দতা**। **নিঃশব্দে** — নীরবে, সাড়া না দিয়া, শব্দ না করিয়া, চুপিচুপি।

নিঃশেষ - সম্পূর্ণরূপে শেষ, যাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। [ঃ সব টাকা 'নিঃশেষ' করিয়াছে।] **নিঃশেষে** --- সম্পূর্ণরূপে শেষ করিয়া, অবশিষ্ট না রাখিয়া। [ঃ 'নিঃশেষে' পান করা।]

নিঃশেষিত — যাহা সম্পূর্ণরূপে শেষ করা হইয়াছে।

নিঃশ্বাস — নাক হইতে নির্গত বায়ু। (তুঃ 'প্রশ্বাস'।) নাক হইতে নির্গত বা ফুসফুসে গৃহীত বায়ু বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়। [ঃ 'নিঃশ্বাস' লওয়া; ঃ 'নিঃশ্বাস' ফেলা।] যতক্ষণ শ্বাস রাখা যায় সেই সময়, দম। [ঃ এক 'নিঃশ্বাসে' পড়া।] **শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা** — মারা যাওয়া।

নিঃসংকোচ — সংকোচ বা দ্বিধা নাই এমন, অসংকোচ। **নিঃসংকোচে** — দ্বিধা বা সংকোচ নাই এমনভাবে।

নিঃসংজ্ঞ — সংজ্ঞাহীন, মূর্ছিত।

নিঃসংশয় — নিশ্চিত, সন্দেহহীন, সংশয়-হীন। বি. — **নিঃসংশয়তা**। **নিঃসংশয়ে** —সন্দেহ নাই এমনভাবে, নিশ্চিতভাবে,

নিঃসন্দেহে।
নিঃসঙ্কোচ — ('নিঃসংকোচ' দেখ।)
নিঃসঙ্গ — সঙ্গীহীন, একা। বি. — **নিঃসঙ্গতা**। [ঃ জীবনের এই 'নিঃসঙ্গতা'।]
নিঃসন্তান — যাহার পুত্রকন্যা নাই এমন, সন্তানহীন।
নিঃসন্দেহ — সম্পূর্ণরূপে সন্দেহহীন, সুনিশ্চিত। **নিঃসন্দেহে** — বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই এমনভাবে, নিঃসংশয়ে।
নিঃসম্পর্ক — সম্বন্ধহীন। যাহার কোনও আত্মীয় নাই এমন।
নিঃসম্বল - যাহার সামান্য টাকাকড়িও নাই, নিঃস্ব।
নিঃসরণ — বাহির হওয়ন, নির্গমন। [ঃ বাক্য-'নিঃসরণ'।]
নিঃসহায় — সম্পূর্ণরূপে অসহায়। স্ত্রী. — **নিঃসহায়া**। বি. — **নিঃসহায়তা**।
নিঃসাড় — সম্পূর্ণরূপে শব্দহীন। **নিঃসাড়ে** — সম্পূর্ণরূপে নিঃশব্দে।
নিঃসারণ — বাহির করণ, বহিষ্করণ, নিষ্কাশন। বিণ — **নিঃসারিত**।
নিঃসীম — অসীম, সীমাহীন। বি. — **নিঃসীমতা**।
নিঃসৃত — বাহির হইয়াছে এমন, নির্গত। ঝরিয়াছে এমন, ক্ষরিত।
নিঃস্পৃহ — বাসনাশূন্য, নিরাসক্ত। বি. — **নিঃস্পৃহতা**।
নিঃস্ব — যাহার সামান্য ধনসম্পত্তিও নাই, নির্ধন, দরিদ্র। বি. — **নিঃস্বতা**।
নিঃস্রাব — তরল পদার্থের বেগে নির্গমন। [ঃ আগ্নেয়গিরির ধাতু-'নিঃস্রাব'।]
-নিঃস্রাবী - 'যাহা হইতে বেগে বাহির হয়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ অগ্নি-'নিঃস্রাবী' গিরিমালা।]
নিকট — কাছ, সমীপ, অদূরবর্তী স্থান। [ঃ শহরের 'নিকটে'।] পাশে, কাছে, অদূরে, সমীপে। [ঃ কলিকাতার 'নিকট'।] কাছে, কাছ হইতে। [ঃ তাঁহার 'নিকট' টাকা পাইব।] শীঘ্রই ঘটিবে এমন, আসন্ন। [ঃ মৃত্যু 'নিকট'।] ঘনিষ্ঠ। [ঃ 'নিকট' আত্মীয়।] বি. — **নৈকট্য**।
নিকটবর্তী — কাছে আছে এমন, পার্শ্ববর্তী। [ঃ 'নিকটবর্তী' হাসপাতাল।] কাছে আসিয়াছে বা পৌঁছিয়াছে এমন। [ঃ 'নিকটবর্তী' হইয়া।] যাহা শীঘ্রই ঘটিবে, আসন্ন। বি. — **নিকটবর্তিতা**, **নিকটবর্ত্তিতা**। স্ত্রী. — **নিকটবর্তিনী**, **নিকটবর্ত্তিনী**।
নিকটস্থ — পার্শ্ববর্তী, কাছে আছে এমন। [ঃ 'নিকটস্থ' গ্রাম।] কাছে আসিয়াছে বা পৌঁছিয়াছে এমন। [ঃ 'নিকটস্থ' হইয়া।] যাহা শীঘ্রই ঘটিবে, আসন্ন।
-নিকর — সমূহ -গুলি ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। [ঃ তারকা-'নিকর'।]
নিকষ — কষ্টিপাথর যাহাতে সোনা কষা হয়। বিশুদ্ধ।
নিকষা — রাবণের মা।
নিকষিত — কষ্টিপাথরে ঘষিয়া পরীক্ষিত।
নিকা — মুসলমান সমাজে বিধবার বা তালাক-দেওয়া স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ। **নিকা করা** — ঐরূপ বিবাহ করা। **নিকা-করা** — যাহাকে নিকা করা হইয়াছে। [ঃ 'নিকা-করা' বউ।]
নিকানো — মাটি গোবর ইত্যাদি লেপিয়া বা ভিজা ন্যাতা দিয়া ঘরের মেঝে দাবা ইত্যাদি পরিষ্কার করা। ঐভাবে পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'নিকানো' ঘর।]

নিকারবোকার — (বাংলায় প্রচলিত অর্থে) একত্র ছোট প্যান্ট ও জামা।

নিকাল — বহিষ্কার। [ঃ 'নিকাল' যাও, ঃ 'নিকাল' দাও।] **নিকালো** — দূর হও।

নিকাশ — বাহির করণ, নিষ্কাশন। [ঃ জল নিকাশ।] খতম, নাশ, ধ্বংস। [ঃ 'চুরিপানা নিকাশ' করা, ঃ দফা 'নিকাশ করা।] শেষ, সমাপ্তি, সমাপন। [ঃ হিসাব নিকাশ' করা।] হিসাবের সহিত সহকারী শব্দ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। [ঃ হিসাব 'নিকাশ' দেখা।]

নিকুচি — (রাগ ও বিরক্তি প্রকাশক গালি) শেষ খতম। [ঃ কাজের 'নিকুচি' করি।]

নিকুঞ্জ — লতায় ঘেরা মণ্ডপ, লতাগৃহ। **নিকুঞ্জকানন** — নিকুঞ্জ আছে এমন বাগান। **নিকুঞ্জবিহারী** — যিনি নিকুঞ্জে বিহার বা ভ্রমণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ।

নিকুম্ভিলা — রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কার যজ্ঞস্থান ও দেবালয়। দেবীবিশেষ।

নিকৃষ্ট — উৎকৃষ্টের বিপরীত, অত্যন্ত মন্দ, খেলো, বাজে, ওঁছা।

নিকেতন — গৃহ, আবাস।

নিকেশ — ('নিকাশ' দেখ।)

নিক্তি — ছোট পাল্লা বা তুলাদণ্ড।

নিক্কণ — সুমিষ্ট ঝনঝন শব্দ, ঝংকার। [ঃ নূপুর-'নিক্কণ'।]

নিক্ষিপ্ত — যাহা ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে। [ঃ 'নিক্ষিপ্ত' তীর, ঃ 'নিক্ষিপ্ত' জঞ্জাল।]

নিক্ষেপ, নিক্ষেপণ — ছুড়িয়া ফেলার কাজ, জোরে ক্ষেপণ। [ঃ তীর 'নিক্ষেপ' করা, ঃ শর-'নিক্ষেপণ'।]

নিক্ষেপক — যাহা বা যে নিক্ষেপ করে। [ঃ তীর-'নিক্ষেপক' যন্ত্র।]

নিক্ষেপিত — কাহারও দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এমন।

নিখরচা — বিনা খরচে, বিনা ব্যয়ে।

নিখর্ব, নিখর্ব্ব — দশ হাজার কোটি।

নিখাত — যাহা খনন করা হইয়াছে। যাহা পোঁতা হইয়াছে, প্রোথিত।

নিখাদ — যাহাতে খাদ নাই এমন। [ঃ 'নিখাদ' সোনা।] ('নিষাদ' দেখ।)

নিখিল — সমগ্র, সারা। [ঃ 'নিখিল' ভুবন।] সমস্ত জগৎ, বিশ্ব।

নিখিলনাথ, নিখিলেশ — বিশ্বের প্রভু, ভগবান, জগদীশ্বর।

নিখুঁত — খুঁত নাই এমন, ত্রুটিহীন, সর্বাঙ্গসুন্দর।

নিখোঁজ — যাহার খোঁজ নাই, নিরুদ্দেশ। [ঃ নিখোঁজ হওয়া।]

নিগড় — শৃঙ্খল। পায়ের বেড়ি।

নিগড়িত — শৃঙ্খলিত, নিগড়বদ্ধ।

নিগম — বেদাদি শাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ।

নিগম — প্রাচীন কালের বণিক ও শ্রমিকদের সংঘ, প্রাচীন কালের 'ট্রেড ইউনিয়ন'।

নিগার — (নিন্দার্থে) কালা আদমি। নিগ্রো।

নিগূঢ় — প্রচ্ছন্ন রহস্যময় যাহা সহজে বোধগম্য নয়। [ঃ 'নিগূঢ়' অর্থ।]

নিগৃহীত — উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত। স্ত্রী — **নিগৃহীতা**।

নিগ্রহ — পীড়ন, কঠোর শাসন। [ঃ পুলিশের 'নিগ্রহ'।] দমন ও সংযম। [ঃ ইন্দ্রিয় 'নিগ্রহ'।]

নিগ্রো — আফ্রিকা বা আমেরিকার বলিষ্ঠ ও কালো একজাতীয় অধিবাসী।

নিগ্রোবটু — (জাতিতত্ত্বে) নিগ্রোদের ন্যায় দেখিতে একজাতীয় লোক, ইহাদের ঠোঁট পুরু, মাথার চুল খুব কোঁকড়া এবং গায়ের রং কালো।

নিঙড়া — (পদ্যে) নিংড়ানো। [ঃ চলে

নীল শাড়ি 'নিঙাড়ি' নিঙাড়ি'।]

নিচ — নিম্নস্থান (রবীন্দ্র-প্রয়োগ)।

-নিচয় — সমূহ বা -গুলি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পুষ্প-'নিচয়'।]

নিচোল — আবরণবস্ত্র, উত্তরীয়। ঘাগরা। বর্ম।

নিছক — কেবল, অবিমিশ্র। [ঃ 'নিছক' গালাগালি।]

নিছান — (প্রাচীন কবিতায়) দেহের কোমলতা ও লাবণ্য। অর্ঘ্য, নৈবেদ্য। তুলনা।

নিজ — অপর কেহ নহে, স্বয়ং বা স্বদলীয় ব্যক্তি। [ঃ 'নিজে', 'নিজেকে', 'নিজেদিগকে' ইত্যাদি।] আপন, স্বীয়, অপরের নহে। [ঃ 'নিজ' হাতে।] **নিজে** — আপনি, অপরে নহে। [ঃ 'নিজে' করেছি।] **নিজের** — স্বকীয়, অপরের নহে, আপনার। [ঃ 'নিজের' জিনিস।] **নিজ থেকে** — অপরের অনুরোধ আদেশ বা নির্দেশ অনুসারে নয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া। **নিজে নিজে** — অপরের সাহায্য না লইয়া। [ঃ 'নিজে নিজে' করা।] আপনার মনে, স্বগতভাবে। [ঃ 'নিজে নিজে' বকছে।]

নিজস্ব — অপরের নহে, আপনার ব্যক্তিগত। [ঃ 'নিজস্ব' সম্পত্তি।]

নিজাম — প্রধান শাসনকর্তা। হায়দরাবাদের রাজার উপাধি।

নিজামত — নিজামের পদ বা অধিকার। ফৌজদারী বিচারবিভাগ। [ঃ সদর 'নিজামত'।]

নিঝুম — সম্পূর্ণরূপে নীরব। [ঃ 'নিঝুম' রাত।]

নিঝ্ঝুম — ('নিঝুম' দেখ।)

নিট — খরচ-খরচা বাদে যাহা থাকে। [ঃ 'নিট' লাভ।] আনুষঙ্গিক বিষয় বা বস্তু বাদ দিয়া যাহা থাকে।

নিটোল — যাহাতে টোল পড়ে নাই, সুন্দরভাবে পরিপুষ্ট। [ঃ 'নিটোল' দেহ।]

নিঠুর — (পদ্যে) নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর ব্যক্তি। [ঃ ওগো 'নিঠুর'।]

নিড়বিড় — অপটুতার জন্যে কাজে বিলম্ব। [ঃ 'নিড়বিড়' করা।]

নিড়বিড়ে — নিড়বিড় করে এমন।

নিড়ান — শস্যক্ষেত্রের ঘাস আগাছা ইত্যাদি উৎপাটন। [ঃ জমিতে 'নিড়ান' দেওয়া।]

নিড়ানি — নিড়ানের উপযোগী যন্ত্র, এক-রকম খুরপি।

নিড়ানো — শস্যক্ষেত্র হইতে ঘাস, আগাছা ইত্যাদি তুলিয়া ফেলা।

নিতম্ব — পাছা। স্ত্রীলোকের কটির পশ্চাদ্ভাগ।

নিতম্বিনী — যে নারীর নিতম্ব সুন্দর ও সুগঠিত।

নিতাই — ('নিত্যানন্দ' দেখ।)

নিতান্ত — অতিশয়, অত্যন্ত। [ঃ 'নিতান্ত' দুর্ভাগা।] উপায়ান্তর নাই এই অর্থে, নেহাত, অবশ্যই। [ঃ 'নিতান্তই' যদি যাও; ঃ 'নিতান্ত' না দিলে নয়।]

নিতি, নিতিনিতি — (কবিতায়) নিত্য, সকল সময়ে, রোজ রোজ।

নিতুই — (কবিতায়) নিত্যই।

নিতুইনব — (কবিতায়) সকল সময়ে নূতন, নিত্য-নূতন।

নিত্তি — (কথ্য প্রয়োগ) নিত্য, সকল সময়, রোজ রোজ। [ঃ 'নিত্তি' কলহ লেগেই আছে।]

নিত্য — সর্বদা, সকল সময়। [ঃ ইহা 'নিত্য' ঘটিতেছে।] নিয়মিত, প্রাত্যহিক। [ঃ 'নিত্য'কর্ম।] সনাতন, চিরকালীন।

[ঃ 'নিত্য'-ধর্ম।]

নিত্যকর্ম, নিত্যকর্ম্ম — প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে করা হয় এমন কাজ। দৈনিক পূজা-আহ্নিক ইত্যাদি।

নিত্যকাল — চিরকাল।

নিত্যনৈমিত্তিক — দৈনিক করণীয় বা দৈনিক ঘটনীয়। [ঃ 'নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।]

নিত্যসংগী — যে সকল সময়ে সঙ্গে থাকে। স্ত্রী. — **নিত্যসংগিনী**।

নিত্যসমাস — (ব্যাকরণে) একরকম সমাস যাহাতে সমস্যমান পদ দিয়া ব্যাসবাক্য হয় না।

নিত্যসহচর — ('নিত্যসংগী' দেখ।)

নিত্যসেবা — দৈনিক নিয়মিত পূজা ও সেবা।

নিত্যানন্দ — সর্বদা আনন্দিত। চৈতন্য দেবের অগ্রজতুল্য ভক্ত ও সহচর।

নিত্যি — ('নিত্তি' দেখ।)

নিথর — স্থির, নিঃস্পন্দ, নিশ্চল।

নিদ — (কবিতায়) নিদ্রা, ঘুম।

নিদয় — (কবিতায়) নির্দয়। স্ত্রী **নিদয়া**।

নিদর্শন — প্রমাণস্বরূপ যাহা দেখানো যায়। দৃষ্টান্ত।

নিদাঘ — গ্রীষ্মকাল।

নিদান — (রোগের) মূল কারণ। রোগের মূল কারণ নির্ণয় ও তৎসংক্রান্ত শাস্ত্র **নিদান কাল** — শেষ সময়, মৃত্যুকাল। **নিদানপক্ষে** — অন্ততঃ, নিদেন।

নিদারুণ — অতি দারুণ, অত্যন্ত কঠোর, খুব নিষ্ঠুর। [ঃ 'নিদারুণ' দুঃখ।]

নিদিধ্যাসন — একাগ্রভাবে ধ্যান।

নিদেন — অন্ততঃপক্ষে। [ঃ 'নিদেন' দুটো টাকা দাও।] **নিদেন কাল** — মৃত্যুকাল শেষ সময়।

নিদ্রা — ঘুম। **নিদ্রা যাওয়া** — ঘুমানো। **নিদ্রা দেওয়া** — (ব্যঙ্গার্থে) ঘুমানো। **নিদ্রা পাওয়া** — ঘুম আসা।

নিদ্রাকর্ষণ — ঘুম আসার ভাব, ঘুমের আবেশ।

নিদ্রাগত — নিদ্রিত, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এমন।

নিদ্রাতুর — ঘুমে কাতর অত্যন্ত ঘুম পাইয়াছে এমন।

নিদ্রাবিষ্ট — ঘুমে মগ্ন, নিদ্রিত।

নিদ্রাবিহীন — যাহার ঘুম আসে না। ঘুম আসে নাই এমন। [ঃ 'নিদ্রাবিহীন রাত্রি।]

নিদ্রাবেশ — ঘুমের আবেশ বা ঘুম আসার ভাব।

নিদ্রাভংগ — ঘুম ভাঙা, জাগিয়া ওঠা, জাগরণ।

নিদ্রাভিভূত — ঘুমে মগ্ন, নিদ্রাবিষ্ট।

নিদ্রালস — ঘুমে জড়িত, ঘুমে শিথিল। [ঃ 'নিদ্রালস' চক্ষু।]

নিদ্রালু — ঘুম পাইয়াছে এমন, তন্দ্রালু। [ঃ 'নিদ্রালু আঁখি।] যাহার সহজে ঘুম পায় বা যে ঘুমাইতে ভালোবাসে।

নিদ্রাহীন — ('নিদ্রাবিহীন' দেখ।)

নিদ্রিত — যে ঘুমাইতেছে, ঘুমন্ত।

নিদ্রোত্থিত — ঘুম হইতে সদ্য উঠিয়াছে এমন।

নিধন — নাশ, বধ। [ঃ শত্রু 'নিধন'।] মৃত্যু। [ঃ স্বধর্মে 'নিধন' শ্রেয়।]

নিধান — আধার, পাত্র, ভাণ্ডার। [ঃ করুণা 'নিধান'।]

নিধি — সঞ্চিত ধন। বহুমূল্য রত্নসদৃশ আদরের বস্তু।

নিধি — আধার, ভাণ্ডার। [ঃ গুণ-'নিধি'।]

নিধিনাথ, নিধিপতি, নিধীশ — ধনপতি কুবের।

নিধুবন - মৈথুন, রতিক্রিয়া।
নিধুবন -- কেলিকানন।
নিনাদ - উচ্চ শব্দ, গর্জন। [ঃ বজ্র-'নিনাদ'।]
নিনাদিত -- উচ্চ শব্দে ধ্বনিত, গর্জনে পূর্ণ, গর্জিত।
নিন্দন নিন্দা করণ।
নিন্দনীয় — নিন্দার যোগ্য, গর্হিত।
নিন্দা অপযশ, অপ্রশংসা, দুর্নাম। [ঃ 'নিন্দা' করা, ঃ 'নিন্দা' পাওয়া।] **লোকনিন্দা** -- লোকমুখে প্রচারিত দুর্নাম।
নিন্দা (কবিতায়) নিন্দা করা। [ঃ 'নিন্দিয়ে' ত্রিভুবন।]
নিন্দাবাদ দুর্নাম বা অপযশ সূচক উক্তি।
নিন্দাস্তুতি — দুর্নাম ও অতিশয় প্রশংসা। [তিনি নিন্দাস্তুতির' ঊর্ধ্বে।]
নিন্দার্হ — নিন্দার যোগ্য, নিন্দনীয়।
নিন্দিত যাহার নিন্দা করা হইয়াছে, গর্হিত।
-নিন্দিত — তুলনায় উহার অপেক্ষা ভালো এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ...'নিন্দিত' ...কণ্ঠ 'নিন্দিত কণ্ঠস্বর।]
নিন্দুক - যে নিন্দা করিতে ভালোবাসে। **বিশ্বনিন্দুক** যে সবলের ... বিছুর নিন্দা করে।
নিন্দ্য — নিন্দার যোগ্য, নিন্দনীয়।
নিপট (প্রাচীন কবিতা।) খুব, অত্যন্ত। ['নিপট' কপট।]
নিপতিত — নীচে পড়িয়াছে এমন।
নিপাত — ধ্বংস, বিনাশ, বধ। [ঃ শত্রু 'নিপাত'।] **নিপাত যাও** — মরো, তোমার মৃত্যু হোক।
নিপাতন — (ব্যাকরণে) সূত্রোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম। [ঃ 'নিপাতনে' সিদ্ধ।]
নিপাতিত — নিহত, অস্ত্রাদির আঘাতে মৃত, বিনাশপ্রাপ্ত।
নিপীড়ক — যে উৎপীড়ন করে, অত্যাচারী।
নিপীড়ন — অত্যাচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন। বিণ — **নিপীড়িত**।
নিপুণ — যে কোনও কাজ ভালোভাবে করিতে পারে, পটু, দক্ষ। স্ত্রী. — **নিপুণা**। বি - **নিপুণতা**।
নিপ্পন -- জাপান। জাপানী, জাপ। [ঃ 'নিপ্পন সভ্যতা।]
নিব কলমের ধাতুনির্মিত মুখ যাহাতে লেখা হয়।
নিবদ্ধ — শক্ত ভাবে বাধা আটা বা যুক্ত হইয়াছে এমন। [ঃ দৃঢ়-'নিবদ্ধ' মুষ্টি: ঃ শৃঙ্খলে 'নিবদ্ধ']। স্থিরভাবে স্থাপিত, অবিচলিতভাবে যুক্ত। [ঃ দৃষ্টি 'নিবদ্ধ' করা।] বি -- **নিবদ্ধতা**।
নিবনিব - (নিবু নিবু' দেখ।)
নিবন্ত নিবিতেছে এমন, নির্বাপিতপ্রায়। নিবিয়াছে এমন নির্বাপিত। [ঃ 'নিবন্ত' উনান।]
নিবন্তপ্রায় - নিবিবার উপক্রম করিতেছে এমন, নিবিবা আসিয়াছে এমন।
নিবন্ধ - রচনা, প্রবন্ধ। ক্ষুদ্র পুস্তক। নিয়ম, ব্যবস্থা।
-নিবন্ধন — কারণ বা হেতু বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ অসুস্থতা-'নিবন্ধন'।]
নিবর্তক, নিবর্ত্তক - যাহা নিবারণ বা নিবৃত্তি করে, নিবৃত্তিমূলক।
নিবর্তন, নিবর্ত্তন কোনও কিছু হইতে বিরতি, ক্ষান্তি। প্রত্যাবর্তন, ঘুরিয়া পুনরায় আগমন। বিণ — **নিবর্তিত, নিবর্ত্তিত**।

নিবর্তনমূলক, নিবর্ত্তনমূলক — নিবারণ মূলক, কোনও কিছু হইতে বিরত বা ক্ষান্ত করা সংক্রান্ত। [ঃ 'নিবর্তনমূলক আটক আইন।]

-নিবহ — সকল, সমূহ, গুলি।

নিবা – নির্বাপিত হওয়া, জ্বলন্ত অবস্থার অবসান হওয়া। [ঃ দীপ 'নিবিল'।] নিবিয়াছে এমন। [ঃ 'নিবা দীপ'।]

নিবানো — নির্বাপিত করা। নির্বাপিত করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'নিবানো' বিড়ি।]

নিবাত -- যেখানে বাতাস নাই, বায়ুহীন, নির্বাত।

নিবাতকবচ মহাভারতে বর্ণিত একদল পরাক্রান্ত অসুর ইন্দ্রের আদেশে অর্জুন ইহাদিগকে বধ করেন।

নিবাতনিষ্কম্প — বায়ুহীনতার জন্য অকম্পিত। [ঃ 'নিবাতনিষ্কম্প দীপ শিখা।]

নিবারক — যে বা যাহা নিবারণ করে। [ঃ রোগ-'নিবারক' ঔষধ।]

নিবারণ — কোনও কিছু হইতে বিরতির ব্যবস্থা। [ঃ কলহ-'নিবারণ'।] রোধ, দূরীকরণ। [ঃ রোগ-'নিবারণ'।] বিণ -- **নিবারিত**।

নিবারণী — যাহা নিবারণ করে। [ঃ পশু-ক্লেশ-'নিবারণী' সভা।]

নিবারণীয়, নিবার্য, নিবার্য্য — যাহা নিবারণ করা যায়।

নিবারা — (কবিতায়) নিবারণ করা। [ঃ আশু 'নিবারিব' শোক তব।]

নিবাস — বাসস্থান, গ্রাম, ইত্যাদি। [ঃ আপনার 'নিবাস' কোথায়?] আবাস, গৃহ। [ঃ 'পান্থ-'নিবাস'।]

নিবাসী — যে বাস করে, বাসকারী, অধিবাসী। [ঃ ত্রিপুরানিবাসী 'নিবাস'।]

নিবিড় – ঘন, গভীর, গাঢ়। [ঃ 'নিবিড় অন্ধকার।] মধ্যে ফাঁক নাই এমন, ঘন। [ঃ 'নিবিড় কেশ।] দুর্গম। [ঃ 'নিবিড় অরণ্য।] অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। [নিবিড় 'বন্ধুত্ব'।] ঘনীভূত, দৃঢ়। [ঃ 'নিবিড় আলিঙ্গন।] সুগঠিত, স্থূল। [ঃ নিবিড় নিতম্ব।] বিণ **নিবিড়তা**।

নিবিষ্ট একাগ্রভাবে নিযুক্ত। [ঃ 'পাঠে নিবিষ্ট'।] বিণ **নিবিষ্টতা**।

নিবিষ্টচিত্ত – একান্তভাবে মনোযোগ দিয়াছে এমন, অনন্যমনা। **নিবিষ্টচিত্তে** একান্ত মনোযোগের সহিত।

নিবীত উত্তরীয়। যজ্ঞসূত্র পরিধান।

নিবুনিবু – নিবন্তপ্রায় নিবিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিবিতেছে না এমন।

নিবৃত্ত বিরত ক্ষান্ত। বিপ. প্রবৃত্ত।

নিবৃত্তি বিরতি ক্ষান্তি। বন্ধ হওয়া বিরাম। [ঃ বেগ 'নিবৃত্তি'।] নিষ্কৃতি বৈরাগ্য, ভোগ লালসা ইত্যাদি হইতে মুক্তি।

নিবেদক — যে নিবেদন করে। যে বিনীত প্রস্তাব বা আবেদন করে।

নিবেদন – বিনীতভাবে বক্তব্য উত্থাপন জ্ঞাপন। [ঃ সবিনয় নিবেদন' এই—।] আবেদন। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ বা দান।

নিবেদিত – নিবেদন করা হইয়াছে এমন। অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গীকৃত। স্ত্রী **নিবেদিতা**।

নিবেদ্য — নিবেদনের যোগ্য।

নিবেশ — স্থাপন, সন্নিবেশ। [ঃ 'মনো-নিবেশ'।] শিবির। [ঃ সেনা-'নিবেশ'।]

নিবোনিবো — ('নিবুনিবু' দেখ।)

-নিভ — 'মতো' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ইন্দু 'নিভ'।]

স্ত্রী — -নিভা।

নিভা – ('নিবা' দেখ।)

নিভানো – ('নিবানো' দেখ।)

নিভাঁজ – যাহাতে ভাজ নাই, মসৃণ, ভাঁজ হীন। ভেজালশূন্য, খাটি।

নিভৃত -- গোপন, অপ্রকাশিত নির্জন। [ঃ'নিভৃত' চিন্তা।] নির্জন স্থান, গোপন স্থান। [ঃএকাকী 'নিভৃতে'।]

নিম -- সুপরিচিত তিক্ত ফল ও তাহার গাছ।

নিম- - অর্ধ, প্রায়, বকেয়া ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ'নিম' রাজী।]

নিমক — লবণ নুন। **নিমক খাওয়া** - অন্নদাতার নিকট অন্ন গ্রহণ করা। [ঃতোমার 'নিমক খেয়েছি।]

নিমকহারাম অকৃতজ্ঞ। (অপরের নুন খাইয়াও অর্থাৎ অপরের নিকট অন্ন গ্রহণ করিয়াও যে অন্নদাতার অনিষ্ট করে বা করিতে চায়।]

নিমকহারামি — অকৃতজ্ঞতা অন্নদাতার বা উপকারীর অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা বা চেষ্টা।

নিমকি — ঘিয়ে ভাজা ময়দার একরকম নোনতা খাবার।

নিমখুন — আধমরা, প্রায় খুন।

নিমগ্ন — ডুবিয়া আছে বা ডুবিয়া গিয়াছে এমন। [ঃজলে 'নিমগ্ন', ঃ তরী 'নিমগ্ন'।] আবিষ্ট একান্তভাবে নিবিষ্ট, তন্ময়। [ঃধ্যানে 'নিমগ্ন।]

নিমগ্নতা — একান্তভাবে মনোনিবেশ, তন্ময়তা।

নিমজ্জন — ডুবানো, নিমগ্ন করণ। অবগাহন, ডুবন। বি॰ — **নিমজ্জিত**।

নিমঝোল — নিমের পাতা দিয়া বাধা একরকম ঝোল।

নিমতিতা - অত্যন্ত তেতো, নিমের মতো তিক্ত।

নিমন্ত্রণ — ভোজে বা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহ্বান। ভোজ। [ঃ'নিমন্ত্রণ' বাড়ি, ঃ নিমন্ত্রণ খাওয়া।]

নিমন্ত্রিত যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

নিমরাজী – আধা রাজী প্রায় রাজী।

নিমা ছোট হাতাওয়ালা একরকম খাটো জামা।

নিমাই — চৈতন্যদেবের মায়ের দেওয়া আদরের নাম।

নিমিখ (কবিতায়) নিমেষ পলক। **আঁখির নিমিখে, এক নিমিখে** — এক পলকে চোখের পাতা না পড়িতে।

নিমিত্ত হেতু কারণ। [ঃ কীনিমিত্ত।] যাহার দ্বারা কার্য সাধিত হয় কিন্তু কার্যের উপর যাহার কর্তৃত্ব থাকে না। [ঃ নিমিত্ত মাত্র হও সব্যসাচী।] শুভ বা অশুভ লক্ষণ। [ঃ দুর্নিমিত্ত।] জন্য কারণে। [ঃ জাতির 'নিমিত্ত প্রাণদান।] **নিমিত্তের ভাগী** নিজের কাজের ফলে নহে অথচ ঘটনাচক্রে কোনও ব্যাপারের জন্য দায়ী।

নিমিষ — চোখের পাতা বোজা, পলক। [ঃঅ'নিমিষ।] চোখের পাতা পড়িতে যতো সময় লাগে তাহা, পলক, মুহূর্ত। অতি অল্প সময়। [ঃ'নিমিষের জন্য।] **এক নিমিষ** – অতি সামান্য সময় একমুহূর্ত। [ঃএক 'নিমিষে' ঘটলো।]

নিমীলন — (চোখ) বন্ধ বা মুদ্রিত করণ। (তুঃ 'উন্মীলন'।) বিণ — **নিমীলিত**।

নিমেষ -- ('নিমিষ' দেখ।)

নিম্ন — উচ্চ নয়, নীচু। [ঃ'নিম্ন' শ্রেণী।] উপরের বিপরীত, নীচু, **নিম্নবর্তী** স্থান। [ঃ'নিম্নে' লিখিত।]

নিম্নগ — নীচের দিকে যায় এমন। অধঃ-

পতিত। স্ত্রী — **নিম্নগা**।

নিম্নগতি — নীচের দিকে গমন বা গমনের বেগ। অধঃপাত। নরকে গমন। নীচ প্রাণী হিসাবে জন্মলাভ।

নিম্নতন — নীচে আছে এমন, অধীন। [ঃ 'নিম্নতন' কর্মচারী।]

নিম্নবর্তী, নিম্নবর্ত্তী — নীচে আছে এমন। [ঃ 'নিম্নবর্তী' স্থান।]

নিম্নলিখিত — নীচে লেখা রহিয়াছে এমন, রচনার পরবর্তী অংশে আছে এমন।

নিম্ব — নিম।

নিয়ত — সকল সময়ে, সর্বদা, সতত।

নিয়তি — ভাগ্য, অদৃষ্ট, নসিব।

নিয়ন্তা — যে নিয়ন্ত্রণ করে, নিয়ামক। [ঃ 'ভাগ্য নিয়ন্তা'।] স্ত্রী — **নিয়ন্ত্রী**।

নিয়ন্ত্রক — যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনা করে, কণ্ট্রোলার।

নিয়ন্ত্রণ — নিয়মিত বা সংযত করণ। দ্রব্যাদির নির্ধারিত মূল্যে ও পরিমাণে বিক্রয়ের জন্য সরকারী ব্যবস্থা। [ঃ বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ।] বি — **নিয়ন্ত্রিত**। **নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা** — খাদ্যাদির নির্ধারিত মূল্যে ও পরিমাণে বিক্রয় ব্যবস্থা, কণ্ট্রোল।

নিয়ম — পালনীয় ব্যবস্থা বা নির্দেশ। [ঃ সামাজিক নিয়ম ঃ সংঘের 'নিয়ম'।] যাহা অনুসারে ঘটনা বা কার্যাদি ঘটে। [ঃ প্রাকৃতিক 'নিয়ম'।] শৃঙ্খলা বাঁধা ধরা পদ্ধতি। [ঃ কাজের 'নিয়ম' ঃ খেলার 'নিয়ম'।] নির্দিষ্ট আচার বা অভ্যাস। [ঃ 'অনিয়ম'।] ব্রতাদি সংযম। [ঃ নিয়ম ভঙ্গ।] নির্দিষ্ট রীতি। [ঃ ব্যাকরণের 'নিয়ম'।]

নিয়মতান্ত্রিক — নিয়ম বা বিধান অনুযায়ী চলে এমন। [ঃ 'নিয়মতান্ত্রিক' শাসন।]

নিয়মনিষ্ঠ — সর্বদা সতর্কভাবে নিয়ম মানিয়া চলে এমন। বি — **নিয়মনিষ্ঠতা, নিয়মনিষ্ঠা**।

নিয়মপালন — নিয়ম মানিয়া চলা, নিয়ম অনুসরণ।

নিয়মবিরুদ্ধ — প্রচলিত বিধিব্যবস্থা অনুসারে নহে এমন। বি — **নিয়মবিরুদ্ধতা**।

নিয়মভঙ্গ — নিয়ম মানিয়া না চলা, নিয়ম লঙ্ঘন। ব্রত পরিত্যাগ। ব্রত সমাপন।

নিয়মলঙ্ঘন — নিয়ম মানিয়া না চলা, নিয়মের ব্যতিক্রম করণ।

নিয়মাধীন — নিয়ম অনুসারে চলে এমন, নিয়মের বশীভূত।

নিয়মানুবর্তী, নিয়মানুবর্ত্তী — যে সতর্কতার সহিত বিধিব্যবস্থা ও নির্দেশ মানিয়া চলে। বি — **নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা**।

নিয়মানুযায়ী, নিয়মানুসারে — নিয়মমতো বিধিব্যবস্থা বা নির্দেশ লঙ্ঘন না করিয়া।

নিয়মিত — নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট, যাহাতে নিয়ম লঙ্ঘন বা নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয় নাই এমন।

নিয়ামক — যে বা যাহা নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়মের প্রবর্তক। **নিয়ামক আইন** — নর্থ প্রবর্তিত ভারত শাসন সংক্রান্ত বিখ্যাত আইন।

নিযুক্ত — ব্যাপৃত, রত। [ঃ পাঠে 'নিযুক্ত'।] কাজ করিবার ভারপ্রাপ্ত। [ঃ চাকরিতে 'নিযুক্ত'।]

নিযুত — দশ লক্ষ, এক কোটির দশ ভাগের এক ভাগ।

নিয়োক্তা — নিয়োগকর্তা।

নিয়োগ — কাজের ভার প্রদান। চাকরিতে নিযুক্ত করণ। প্রয়োগ। অর্থাদির লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার। [ঃ ধন 'নিয়োগ'।]

নিয়োগাধিকার — নিযোগ বাববাব অধিকাব। নিযোগ সংক্রান্ত সববাবী কার্যালয।

নিয়োগী — বাঙ্গালীব পদবী বিশেষ। নিযোগবর্তা।

নিযোজন — নিযোগ কবণ।

নিযোজিত — নিযুক্ত কবা হইযাছে এমন। সম্পন্ন কবিবাব জন্য ব্যাহৃত। [ঃ সৎ কার্যে নিযোজিত অর্থ।]

নিযোজ্য — নিযোজনেব যোগ্য।

নিব — অভাব নিশ্চয অতিশয ইত্যাদি [illegible]।

নিবংশী — যে [illegible] নাই বা পাইবা অধিকাবী নয।

নিবংশু — যাহাব অংশু বা কিবণ নাই। নিষ্প্রভ জ্যোতিঃহীন।

নিবক্ষদেশ — নিবক্ষবেখাব উপব [illegible]।

নিবক্ষবৃত্ত নিবক্ষমণ্ডল — [illegible]

নিবক্ষবেখা — [illegible] বেখা।

নিবক্ষব — যাহাব অক্ষবজ্ঞান নাই যে [illegible]। **নিবক্ষবতা**।

নিবক্ষান্তব — [illegible] বেখা হইতে [illegible] নির্দিষ্ট স্থানের [illegible]

নিবখা — (কবিতায) দেখা নিবীক্ষণ [illegible]। [ঃ নিবখি [illegible]।]

নিবগ্নি — যে অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠান ত্যাগ কবিযাছে। (তুঃ সাগ্নিক।) যাহাতে বা যাহাব আগুন নাই।

নিবঙ্কুশ — প্রতিবোধহীন অবাধ। স্বেচ্ছাচাবী। [ঃ নিবঙ্কুশ স্বাধীনতা।]

নিরজন — (কবিতায) নির্জন। নির্জন স্থান। [ঃ বসি নিবজনে।]

নিবঞ্জন — যাহাতে অঞ্জন বা কলিমা নাই, নিষ্কলঙ্ক। পবমাত্মা। শূন্য পুবাণে বর্ণিত ধর্ম ঠাকুব। জলে প্রতিমা বিসর্জন।

নিবত — নিযুক্ত ব্যাপৃত বত। [ঃ পাঠে নিবত।] স্ত্রী — **নিবতা**।

নিবতিশয — খুব বেশী অত্যধিক অত্যন্ত।

নিবদয — (কবিতায) নির্দয।

নিবন্তব — সর্বদা অবিবাম।

নিবন্ন — খাদ্যহীন অন্নহীন।

নিবপত্য — সন্তানহীন। স্ত্রী — **নিবপত্যা**।

নিবপবাধ — নির্দোষ অপবাধশূন্য। স্ত্রী **নিবপবাধা**।

নিবপবাধী — অপবাধ হইলেও বা লায [illegible]) নির্দোষ নিবপবাধ। স্ত্রী — **নিবপবাধিনী**।

নিবপেক্ষ — কোনো পক্ষে যোগ দেয নাই এমন। [ঃ যুদ্ধে নিবপেক্ষ থাকা।] পক্ষপাতদোষশূন্য। [ঃ নিবপেক্ষ [illegible]।] অপবেব উপব নির্ভব [illegible] এমন স্বতন্ত্র। বি — **নিবপেক্ষতা**

নিববকাশ — অবকাশহীন। ফাঁক বা ছেদ নাই এমন। বিশ্রাম নাই এমন।

নিববচ্ছিন্ন — ছেদহীন ক্রমাগত বিবাম [illegible] নিবন্তব। [ঃ নিববচ্ছিন্ন বেদনা।] [illegible] **নিববচ্ছিন্নতা**।

নিববধি — যাহাব অবধি বা শেষ নাই। সর্বদা নিবন্তব।

নিববযব — অবযবশূন্য নিবাকাব।

নিববলম্ব — অবলম্বনহীন [illegible] কিছুকে আশ্রয কবিযা নাই এমন। [ঃ নিববলম্ব অবস্থা।]

নিবভিমান — অভিমান নাই এমন দম্ভ

হীন, নিরহংকার। স্ত্রী - **নিরভিমানা**।

নিরমা — (কবিতায়) নির্মাণ করা। [ঃ 'নিরমিল' বিধি।]

নিরমাণ — (কবিতায়) নির্মাণ।

নিরম্বু — জল নাই এমন, জলহীন। [ঃ নিরম্বু আকাশ।] জল পর্যন্ত পান করা হয় নাই এমন নির্জলা। [ঃ নিরম্বু উপবাস।]

নিরয় — নরক।

নিরয়গামী — নরকে গিয়াছে যাইবে বা যাইতেছে এমন।

নিরর্থক — অর্থহীন। অকারণ। বৃথা।

নিরলস — আলস্যহীন অনলস। আলস্য আসে না এমন। [ঃ নিরলস শান্তে মধ্যাহ্ন।]

নিরসন — দূরীকরণ। [ঃ ভ্রম নিরসন ঃ সংশয় নিরসন।]

নিরস্ত — ক্ষান্ত বিরত নিবৃত্ত।

নিরস্ত্র — অস্ত্রহীন।

নিরস্ত্রীকরণ — অস্ত্রহীন করণ। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ভাণ্ডার হ্রাস করণ।

নিরহংকার, নিরহঙ্কার যাহার অহংকার নাই বিনীত দম্ভহীন।

নিরাকরণ — দূরীকরণ নিরসন খণ্ডন। নির্ণয়।

নিরাকাঙ্ক্ষ আকাঙ্ক্ষাহীন।

নিরাকার — যাহার আকার নাই আকার হীন। [ঃ নিরাকার ব্রহ্ম।]

নিরাকৃতি — নিরাকরণ। নিরাকার।

নিরানন্দ — আনন্দহীন। আনন্দের অভাব। [ঃ নিরানন্দের মধ্যে।]

নিরানব্বই, নিরানব্বুই — ৯৯ সংখ্যা।

নিরানব্বইয়ের ধাক্কা — কর্মসমাপনের কঠিন শেষ অংশ।

নিরাপৎসু — যাহার বা যাহাদের নিরাপত্তা বাঞ্ছা করা হয় তাহার বা তাহাদের সমীপে অর্থে পত্রের আরম্ভিক সম্বোধন।

নিরাপদ বিপদশূন্য, নির্বিঘ্ন, যাহার বা যাহাতে বিপদ নাই। [ঃ 'নিরাপদ' হওয়া নিরাপদ যাত্রা।] **নিরাপদে** — বিনা বিপদে। [ঃ 'নিরাপদে' পৌঁছিয়াছি।]

নিরাভরণ অলংকারহীন সাজসজ্জা-হীন। স্ত্রী **নিরাভরণা**।

নিরাময় ব্যাধিহীন সুস্থ। [ঃ 'নিরাময়' করা ঃ 'নিরাময় হওয়া।]

নিরামিষ - আমিষহীন খাদ্য মৎস্য মাংস ইত্যাদি নহে এমন খাদ্য।

নিরামিষাশী যে আমিষজাতীয় খাদ্য খায় না যে নিরামিষ খায়।

নিরালম্ব যাহার অবলম্বন বা আশ্রয় হীন। স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে। [ঃ নিরালম্ব মহাকাশ।]

নিরালস্য — নিরলস, আলস্যহীন।

নিরালা নির্জন স্থান। নিঃসঙ্গ একক। [ঃ 'নিরালা এই দিনগুলি।]

নিরাশ - হতাশ আশাহীন।

নিরাশা আশাহীন অনাস্থা হতাশা, নৈরাশ্য।

নিরাশ্রয় — যাহার বাসস্থান নাই গৃহহীন। অসহায়। বি **নিরাশ্রয়তা**।

নিরাশ্বাস — যাহার আশা ভরসা নাই। আশাহীনতা। [ঃ 'নিরাশ্বাসে দিন কাটে।]

নিরাসক্ত — আসক্তিহীন অনাসক্ত, উদাসীন। বি — **নিরাসক্তি**।

নিরাহার — অনাহারী উপবাসী। অনাহার, উপবাস।

নিরিখ — খাজনা বা মূল্যের হার। মূল্যের মান।

নিরিবিলি — নির্জন, নিরালা। নির্জন

স্থান।

নিবীক্ষণ — মনোযোগের সহিত দর্শন।

নিবীক্ষমাণ - মনোযোগের সহিত দেখিতেছে এমন। স্ত্রী — **নিবীক্ষমাণা**।

নিবীক্ষা মনোযোগের সহিত দর্শন নিরীক্ষণ।

নিবীক্ষ্যমাণ মনোযোগের সাহিত দেখা হইতেছে এমন। স্ত্রী **নিবীক্ষ্যমাণা**।

নিবীশ্বব যে ঈশ্বর মানে না নাস্তিক।

নিবীশ্ববাদ ঈশ্বর নাই এই মতবাদ।

নিবীশ্ববাদী নিরীশ্বরবাদে বিশ্বাসী। নিবীশ্ববাদ সম্বন্ধীয়।

নিবীহ সরল ... নিরীহ গোবেচাবা।

নিবক্ত যাস্ক রচিত শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা সংবলিত বিখ্যাত পুস্তক।

নিবুক্তি শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা সহকারে বিদ্যা নিরুক্তি।

নিবুত্তব -- উত্তর দিতেছে ... দেবার নাই এমন। [ঃ 'নিবুত্তর থাক'।]

নিবুৎসাহ উৎসাহহীন। বি — **নিবুৎ-সাহতা**।

নিবুৎসুক আগ্রহহীন উৎসুকহীন।

নিবুদ্দিষ্ট যাহার উদ্দেশ বা খোঁজ খবর নাই। [ঃ 'নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি'।]

নিবুদ্দেশ — যহার খোজখবর নাই যে কোথায় গিয়াছে বা কোথায় আছে জানা যায় না নিবুদ্দিষ্ট। [ঃ 'নিরুদ্দেশ হওয়া'।] উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন। [ঃ 'নিবুদ্দেশ যাত্রা'।] পূর্ব হইতে স্থির বা উদ্দেশ্য না করিয়া আকস্মিক ভাবে পৌছা যায় এমন স্থান [ঃ 'নিরুদ্দেশের' যাত্রী।]

নিবুদ্ধ — অববুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত। বাহিব বা প্রকাশ হইতে পাবে নাই এমন।

নিবুদ্যম -- উদ্যমহীন, উৎসাহহীন।

নিবুদ্বিগ্ন — উদ্বেগহীন, নিরুদ্বেগ।

নিবুদ্বেগ — উদ্বেগশূন্য। **নিবুদ্বেগে** উদ্বেগহীনভাবে।

নিবুপদ্রব উপদ্রব বা উৎপাত নাই এমন। **নিবুপদ্রবে** উৎপাতহীনভাবে, শান্তিতে ও নিরাপদে।

নিবুপম যহার উপমা নাই যাহার তুলনা নাই অনুপম অতুলনীয়। স্ত্রী **নিবুপমা**

নিবুপায উপায়হীন, প্রতিরোধ বা প্রতিকার করিতে অক্ষম অসহায়।

নিবূপণ স্থিবকবণ নির্ধারণ। [... নিরূপণ।] বিণ **নিবূপিত**।

নিবেট ফাঁপা নয় কঠিন দৃঢ় জমাট। **নিবেট মূর্খ** যহাব মস্তিষ্ক নিরেট ... মোটে বুদ্ধিশুদ্ধি নাই অতিশয় মূর্খ।

নিবেস নিকৃষ্ট ছোট। [ঃ 'নিবেস চাল'।] (তুঃ 'সবেস'।)

নিবোধ দমন, রোধ নিগ্রহ। [ঃ ইন্দ্রিয় নিরোধ'।]

নির্গত বাহিব হইয়াছে এমন বাহিব আগত।

নির্গন্ধ গন্ধহীন।

নির্গম, নির্গমন — বাহিরে গমন, বহির্গমন।

নির্গলিত তরল করিয়া সাববস্তু রূপে বাহিব কবা হইয়াছে এমন। সাব। [ঃ 'নির্গলিত অর্থ']

নির্গলিতার্থ — সাবমর্ম।

নির্গুণ যাহাব গুণ নাই, গুণহীন। (হিন্দুশাস্ত্রে) সত্ত্ব বজঃ তমঃ এই তিন গুণেব উর্ধ্বে অবস্থিত এমন। [ঃ 'নির্গুণ' ব্রহ্ম।] (তুঃ 'সগুণ'।)

নির্গ্রন্থ — যাহাব গ্রন্থি বা বন্ধন নাই, সংসাবেব বন্ধন হইতে মুক্ত। জৈন

সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। পুস্তকহীন।

নির্ঘণ্ট — নাম ও বিষয় ইত্যাদির সূচী যাহা পুস্তকের শেষে থাকে, অনুক্রমণিকা।

নির্ঘাত — অব্যর্থ, মোক্ষম, নিশ্চিত। [ঃ 'নির্ঘাত' মরবে।] প্রচণ্ড আঘাত। প্রচণ্ড আঘাত জনিত শব্দ।

নির্ঘৃণ — ঘৃণাশূন্য। [ঃ 'নির্ঘৃণ' অঘোর-পন্থী।]

নির্ঘোষ — উচ্চ শব্দ, প্রচণ্ড নিনাদ' [ঃ বজ্র-'নির্ঘোষ'।]

নির্জন, নির্জ্জন — জনশূন্য, নিরিবিলি, নিরালা। [ঃ 'নির্জন' অরণ্য।] জনশূন্য স্থান। [ঃ 'নির্জনে' বসি।]

নির্জনতা, নির্জ্জনতা — জনশূন্য অবস্থা। নিঃসঙ্গ পরিবেশ।

নির্জর, নির্জ্জর — যাহার বার্ধক্য বা জরা নাই। দেবতা।

নির্জল, নির্জ্জল — জলহীন। [ঃ শরতের 'নির্জল' মেঘ।]

নির্জলা, নির্জ্জলা — জল পর্যন্ত খাওয়া হয় নাই এমন। [ঃ 'নির্জলা' উপবাস।] ভেজালহীন। [ঃ 'নির্জলা' মিথ্যা।]

নির্জিত, নির্জ্জিত — পরাজিত, বিজিত।

নির্জীব, নির্জ্জীব — প্রাণহীন। [ঃ 'নির্জীব' পদার্থ।] অতিশয় দুর্বল। [ঃ 'নির্জীব' হয়ে পড়া।]

নির্ঝঞ্ঝাট — ঝঞ্ঝাটশূন্য, ঝক্কি-ঝামেলা নাই এমন, নির্বিবাদ।

নির্ঝর — ঝরনা, উৎস, অবিরাম ঝরিতেছে এমন জলধারা।

নির্ঝরিণী — নদী।

নির্ণয় — স্থির করণ, নিরূপণ, নির্ধারণ।

নির্ণয়ন — নির্ণয় করার কাজ।

নির্ণীত — নির্ণয় করা হইয়াছে এমন।

নির্ণেয় — নির্ণয়ের যোগ্য। নির্ণয় করিতে হইবে এমন। বি. — **নির্ণেয়তা**।

নির্দয়, নির্দ্দয় — দয়াহীন, নিষ্ঠুর। বি. — **নির্দয়তা, নির্দ্দয়তা**।

নির্দিষ্ট, নির্দ্দিষ্ট — বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থির করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'নির্দিষ্ট' দিন।]

নির্দেশ, নির্দ্দেশ — বাতলানো, দেখানো, প্রদর্শন। [ঃ পথ-নির্দেশ।] কর্তব্য সূচক আদেশ। [ঃ আপনার 'নির্দেশ' অনুসারে।] বিধান। [ঃ শাস্ত্রের 'নির্দেশ'।]

নির্দেশক, নির্দ্দেশক — যে নির্দেশ করে। যাহা হইতে নির্দেশ পাওয়া যায়।

নির্দেশনী, নির্দ্দেশনী — যাহার দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

নির্দোষ — দোষহীন, নিরপরাধ। ত্রুটিহীন, নিখুঁত। ক্ষতিকর নহে। [ঃ 'নির্দোষ' আনন্দ।]

নির্দোষী — নিরপরাধ। [ঃ 'নির্দোষীকে' শাস্তি দেওয়া।]

নির্দ্বন্দ্ব — দ্বন্দ্বহীন, বিরোধভাবরহিত।

নির্ধন — ধনহীন, দরিদ্র। বি. — **নির্ধনতা**।

নির্ধারক, নির্দ্ধারক — যে বা যাহা নির্ধারণ করে।

নির্ধারণ, নির্দ্ধারণ — নির্ণয়, নিরূপণ। [ঃ সত্য 'নির্ধারণ'।] নির্দিষ্ট করণ। বিণ. — **নির্ধারিত**।

নির্ধার্য, নির্দ্ধার্য — নির্ধারণের যোগ্য। নির্ধারণ করিতে হইবে এমন।

নির্ধূম — ধোঁয়া নাই এমন, ধূমহীন। বি. — **নির্ধূমতা**।

নির্নিমিখ — (কবিতায়) নির্নিমেষ।

নির্নিমেষ — চোখের পাতা পড়ে না এমন, অপলক, পলকশূন্য। [ঃ 'নির্নিমেষ' দৃষ্টি। **নির্নিমেষে** — চোখের পাতা পড়ে না এমনভাবে, অপলক দৃষ্টিতে।

[ঃ 'নির্নিমেষে' তাকিয়ে রইল।]

নির্বংশ, নির্ব্বংশ — যাহার পুত্র-পৌত্রাদি কেহ নাই, যাহার বংশ লোপ পাইয়াছে।

নির্বন্ধ, নির্ব্বন্ধ — আগ্রহ, জিদ। [ঃ 'সনির্বন্ধ' অনুরোধ।] অনিবার্য বিধান। [ঃ দৈবের 'নির্বন্ধ'।]

নির্বল, নির্ব্বল — বলহীন।

নির্বাক্, নির্ব্বাক্ — বাকহীন, নীরব।

নির্বাচক, নির্ব্বাচক — যে নির্বাচন করে। ভোটদাতা।

নির্বাচকমণ্ডলী, নির্ব্বাচকমণ্ডলী — ভোটদাতাদের সমষ্টি, নির্বাচকবৃন্দ, ইলেক্টোরেট।

নির্বাচন, নির্ব্বাচন — বহুজনের মধ্য হইতে বাছাই। [ঃ বিষয়বস্তু 'নির্বাচন'।] বিভিন্ন পদপ্রার্থীর মধ্য হইতে ভোটের দ্বারা বাছাই, ইলেকসন। **উপনির্বাচন, উপনির্ব্বাচন** — কোনও সদস্যের পদ শূন্য হইলে কেবল সেই সদস্যের পদের জন্য প্রার্থীদের মধ্য হইতে নির্বাচন, বাই-ইলেকসন। **সাধারণ নির্বাচন, সাধারণ নির্ব্বাচন** — একই সময়ে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী নির্বাচন, জেনারেল ইলেকসন।

নির্বাচনকেন্দ্র, নির্ব্বাচনকেন্দ্র — সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট যে স্থান বা ক্ষেত্র হইতে নির্বাচকরা তাঁহাদের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করেন।

নির্বাচনক্ষেত্র, নির্ব্বাচনক্ষেত্র — ('নির্বাচন-কেন্দ্র' দেখ।)

নির্বাচিত, নির্ব্বাচিত — বাছাই করা হইয়াছে এমন। ভোটের দ্বারা স্বীকৃত বা গৃহীত।

নির্বাণ, নির্ব্বাণ — নিবিয়া যাওয়া, জ্বলন শেষ। [ঃ দীপ-'নির্বাণ'।] যাহা নিবিয়া গিয়াছে। [ঃ অনির্বাণ।] বৌদ্ধধর্ম অনুসারে জন্মমৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি, মোক্ষ। **নির্বাণহীন** — যাহা নিবে না, অনির্বাণ। **মহাপরিনির্বাণ** — (বৌদ্ধদের নিকট) বুদ্ধদেবের মৃত্যু, মহামুক্তি।

নির্বাণোন্মুখ, নির্ব্বাণোন্মুখ — নিবুনিবু, নিবিতেছে এমন।

নির্বাত, নির্ব্বাত — যেখানে বায়ু নাই। যেখানে ঝড় নাই।

নির্বাপক, নির্ব্বাপক — যে বা যাহা নিবায়।

নির্বাপণ, নির্ব্বাপণ — নিবানো, জ্বলন শেষ করণ। [ঃ দীপ-'নির্বাপণ'।]

নির্বাপিত, নির্ব্বাপিত — নিবানো হইয়াছে এমন। নিবিয়াছে এমন। [ঃ অগ্নি 'নির্বাপিত' হইল।]

নির্বার, নির্ব্বার — অবাধ, বাধাহীন।

নির্বারিত, নির্ব্বারিত — যাহা নিবারিত হয় নাই। অবারিত। [ঃ 'নির্বারিত' স্রোতে।]

নির্বাসন, নির্ব্বাসন — অপরাধের শাস্তি-রূপে বাসস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ।

নির্বাসিত, নির্ব্বাসিত — নির্বাসন-দণ্ড-প্রাপ্ত, অপরাধের জন্য অন্য স্থানে প্রেরিত। স্ত্রী. — **নির্বাসিতা, নির্ব্বাসিতা।**

নির্বাহ, নির্ব্বাহ — সম্পাদন, সম্পন্ন করণ। [ঃ কার্য-'নির্বাহ'।] চালানো, ব্যবস্থা করণ। [ঃ সংসার 'নির্বাহ'] বিণ. — **নির্বাহিত, নির্ব্বাহিত।**

নির্বাহক, নির্ব্বাহক — যে বা যাহা নির্বাহ করে। [ঃ কার্য-'নির্বাহক' সমিতি।]

নির্বিকল্প, নির্ব্বিকল্প — একমাত্র, বিকল্প বা অন্য রূপ নাই এমন। যাহাতে ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ হয় এমন। [ঃ 'নির্বিকল্প' সমাধি।]

নির্বিকার, নির্ব্বিকার — বিকার বা রূপান্তর ঘটে না এমন। অবিচলিত, উদাসীন, নির্লিপ্ত। [ঃ দুঃখে-শোকে 'নির্বিকার'।]

নির্বিঘ্ন, নির্ব্বিঘ্ন — যাহাতে বাধা-বিপত্তি ঘটে হয় নাই এমন, নিরাপদ। বি. — **নির্বিঘ্নতা, নির্ব্বিঘ্নতা। নির্বিঘ্নে, নির্ব্বিঘ্নে** — নিরাপদে, বাধা-বিপত্তি ঘটে নাই এমন ভাবে।

নির্বিচার, নির্ব্বিচার — বিচারশূন্য। **নির্বিচারে, নির্ব্বিচারে** -- বিচার না করিয়া, ভেদাভেদ বা পার্থক্য না করিয়া। [ঃ স্ত্রী-পুরুষ 'নির্বিচারে'।]

নির্বিবাদ, নির্ব্বিবাদ — যাহার কাহারও সহিত ঝগড়াঝাটি নাই। **নির্বিবাদে, নির্ব্বিবাদে** — বিবাদ-বিসম্বাদ না করিয়া, শান্তিতে। অবাধে। অসংকোচে।

নির্বিবাদী, নির্ব্বিবাদী -- নিরীহ, যে ঝগড়াঝাটি করে না, শান্তিপ্রিয়। [ঃ 'নির্বিবাদী' লোক।]

নির্বিবেক, নির্ব্বিবেক — বিবেকহীন।

নির্বিরোধ, নির্ব্বিরোধ — বিরোধহীন। বিবাদহীন। **নির্বিরোধে, নির্ব্বিরোধে** -- বাধা না পাইয়া, অবাধে।

নির্বিরোধী, নির্ব্বিরোধী — নির্বিবাদী, নিরীহ, যে বিরোধ বিবাদ করে না। বি. — **নির্বিরোধিতা, নির্ব্বিরোধিতা।**

নির্বিশেষ, নির্ব্বিশেষ --- পার্থক্য করা হয় নাই এমন। **নির্বিশেষে, নির্ব্বিশেষে** -- পার্থক্য না করিয়া, সদৃশ্য, তুল্য। [ঃ পুত্র-'নির্বিশেষে'।]

নির্বিষ, নির্ব্বিষ — বিষহীন। [ঃ 'নির্বিষ' ভুজঙ্গ।]

নির্বীজ, নির্ব্বীজ — বীজশূন্য।

নির্বীর, নির্ব্বীর — বীরশূন্য। স্ত্রী. — **নির্বীরা, নির্ব্বীরা।**

নির্বীরা, নির্ব্বীরা -- (কবিতায়) বীরশূন্য করা। [ঃ 'নির্বীরিবে' লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী।]

নির্বীর্য, নির্ব্বীর্য্য -- শক্তিহীন, দুর্বল। বি. — **নির্বীর্যতা, নির্ব্বীর্য্যতা।**

নির্বুদ্ধি, নির্ব্বুদ্ধি -- বুদ্ধিহীন, বোকা। বি. - **নির্বুদ্ধিতা, নির্ব্বুদ্ধিতা।**

নির্বেদ, নির্ব্বেদ — বৈরাগ্য। নৈরাশ্য।

নির্বোধ, নির্ব্বোধ -- বোধহীন, বুদ্ধিহীন।

নির্ব্যূঢ়, নির্ব্ব্যূঢ় - প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত। ইচ্ছামতো ব্যবহারের অধিকারযুক্ত। [ঃ 'নির্ব্যূঢ়' স্বত্ব।]

নির্ভয় — ভয়হীন, নিঃশংক। **নির্ভয়ে** — ভয় না করিয়া, সাহসের সহিত।

নির্ভর — আস্থা, বিশ্বাস। ভরসা, আশ্রয়।

নির্ভরযোগ্য -- যাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় এমন। বি. - **নির্ভরযোগ্যতা।**

নির্ভাবনা — উদ্বেগহীনতা, নিশ্চিন্ত অবস্থা। [ঃ 'নির্ভাবনায়' আছি।] নিশ্চিন্ত।

নির্ভীক — ভয়হীন, সাহসী।

নির্ভীকতা — ভয়শূন্যতা, সাহস।

নির্ভুল — যাহাতে ভুল নাই। যে ভুল করে নাই।

নির্মঞ্ছন, নির্ম্মঞ্ছন — আরতি। দেবতার অর্ঘ্য।

নির্মম, নির্ম্মম — হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, নির্দয়। বি. — **নির্মমতা, নির্ম্মমতা।**

নির্মল, নির্ম্মল — ময়লা বা মলিনতা নাই এমন। [ঃ 'নির্মল' আকাশ।] স্বচ্ছ, পরিষ্কার। [ঃ 'নির্মল' জল।] নির্দোষ, ত্রুটিহীন। [ঃ 'নির্মল' চরিত্র।] বি. — **নির্মলতা, নির্ম্মলতা।** স্ত্রী. — **নির্মলা, নির্ম্মলা।**

নির্মালি, নির্ম্মালি — জল পরিষ্কার করার জন্য একরকম বীজ।

নির্মা, নির্ম্মা — (কবিতায়) নির্মাণ করা।

নির্মাণ, নির্ম্মাণ — তৈয়ারি গঠন প্রস্তুত করণ। [ঃ গৃহ নির্মাণ।]

নির্মাতা, নির্ম্মাতা — যে নির্মাণ করে।

নির্মিত, নির্ম্মিত — [illegible] গঠিত প্রস্তুত।

নির্মীয়মান, নির্ম্মীয়মান — [illegible] হইতেছে।

নির্মাল্য, নির্ম্মাল্য — দেবতা [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible]।

নির্মুক্ত, নির্ম্মুক্ত — [illegible] [illegible]।

নির্মূল, নির্ম্মূল — [illegible] [illegible]।

নির্মোক, নির্ম্মোক — [illegible] খোলস। [illegible]।

নির্যাতক, নির্য্যাতক — [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]।]

নির্যাতন, নির্য্যাতন — অত্যাচার [illegible]। [illegible] **নির্যাতিত, নির্য্যাতিত**।

নির্যাস, নির্য্যাস — রস সার। [ঃ গোলাপ [illegible]।] [illegible] হইতে [illegible] আঠা। [illegible] নির্যাস।]

নির্লজ্জ — লজ্জাহীন [illegible]। [illegible] নির্লজ্জতা।

নির্লিপ্ত — অনাসক্ত উদাসীন [illegible] সংস্রবরহিত। [illegible] **নির্লিপ্ততা**।

নির্লিপ্ত — ঔদাসীন্য নির্লিপ্ত ভাব অনাসক্তি।

নির্লোভ — লোভশূন্য।

নির্লোম — লোমহীন।

নিলয় — গৃহ আলয়। আশ্রয় আধার। [ঃ প্রীতি নিলয়।]

নিলাজ — (কবিতায়) নির্লজ্জ।

নিলাম — সমবেত ক্রেতাদের প্রতিযোগিতার ফলে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

নিলাম করা — নিলামে বিক্রয় করা।

নিলাম জারী — নিলাম করা হইবে এই ঘোষণা। **নিলামে ডাকা** — নিলামে প্রতিযোগিতা করা। **নিলামে ধরা** — নিলামে কেনা। **নিলাম বদ** — নিলামের [illegible] আদালতের আদেশ।

নিলামী — নিলামে [illegible]। নিলামে ক্রীত। [illegible]

নিলীন — [illegible] অন্তর্হিত বিলীন।

নিশপিশ — [illegible]। [ঃ মারিবার [illegible] নিশপিশ করে।]

নিশা — [illegible]।

নিশাকর — [illegible] কিরণ দেয় চাঁদ।

নিশান্ত — [illegible]

নিশাচর — [illegible] [illegible]। [illegible] নিশাচর [illegible]। — **নিশাচরী**

নিশাত্যয় — [illegible] অবসান।

নিশাদল — [illegible] একরকম জিনিস।

নিশান — পতাকা চিহ্ন।

নিশানদার — [illegible] যে চিনাইয়া দেয়।

নিশানদিহি — সনাক্তকরণ।

নিশানবরদার — পতাকাবাহী।

নিশানা — নির্দেশক চিহ্ন।

নিশানি — (নিশানা দেখ।)

নিশান্ত — রাত্রির অবসান।

নিশাভাগ — রাত্রিকাল।

নিশার্ধ, নিশার্দ্ধ — মধ্যরাত্রি।

নিশি — রাত্রি। **নিশির ডাক** — কল্পিত প্রেতাদির নৈশ আহ্বান।

নিশিগন্ধা — (রজনীগন্ধা দেখ।)

নিশিদিন — দিনরাত সর্বদা।

নিশিদিসি — (কবিতায়) দিবানিশি দিন রাত।

নিশিপালন — পাপ [illegible] অমাবস্যা ইত্যাদি তিথিতে রাত্রিকালে উপবাস বা লঘু ভোজন।

নিশিত — শাণিত, অত্যন্ত ধারালো, সুতীক্ষ্ণ।
নিশীথ — মাঝ রাত্রি, গভীর রাত। স্ত্রী. — **নিশীথিনী**।
নিশুতি — গভীর নিদ্রামগ্ন, স্তব্ধ। [ঃ 'নিশুতি' রাত।]
নিশুম্ভ — পুরাণে বর্ণিত দৈত্য, দুর্গা ইহাকে বধ করেন।
নিশ্চয় — নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ। [ঃ ইহা 'নিশ্চয়'।] নিঃসন্দেহে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। [ঃ সে 'নিশ্চয়' আসিবে।] নিঃসংশয় ও দৃঢ়তাসূচক হ্যাঁ। [ঃ তুমি যাবে?—'নিশ্চয়'।] বি. — **নিশ্চয়তা**। [ঃ ইহার 'নিশ্চয়তা' কি?]
নিশ্চল — অচল, স্থির। বি. — **নিশ্চলতা**।
নিশ্চিত — নিঃসন্দেহ, অবধারিত। [ঃ মৃত্যু 'নিশ্চিত'।]
নিশ্চিন্ত — উদ্‌বেগশূন্য, দুর্ভাবনা নাই এমন। **নিশ্চিন্তে** — নিশ্চিন্তভাবে, নিরুদ্‌বেগে। [ঃ 'নিশ্চিন্তে' কাল কাটানো।]
নিশ্চেষ্ট — চেষ্টাহীন, অলস। বি. — **নিশ্চেষ্টতা**।
নিশ্ছিদ্র — যাহাতে ছিদ্র নাই, ছিদ্রহীন।
নিশ্বাস — ('নিঃশ্বাস' দেখ।)
নিষঙ্গ — বাণ রাখিবার পাত্র, তূণীর।
নিষাদ — প্রাচীন বন্য জাতি, ব্যাধ, চণ্ডাল। স্ত্রী. — **নিষাদী**।
নিষাদ — (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর, নিখাদ, 'নি'।
নিষিক্ত — অত্যন্ত ভিজা। নিঃসৃত, ক্ষরিত।
নিষিদ্ধ — যাহার সম্পর্কে নিষেধ করা হইয়াছে, বিধিবহির্ভূত। [ঃ 'নিষিদ্ধ' কাজ।] নিবারিত, বাধাপ্রাপ্ত।
নিষুতি — ('নিশুতি' দেখ।)
নিষুপ্ত — নিদ্রিত, ঘুমন্ত। বি. — **নিষুপ্তি**।
নিষেক — সেচন।
নিষেধ — বারণ, মানা।
নিষেবণ — সেবা, পূজা। বিণ. — **নিষেবিত**।
নিষ্ক — প্রাচীনকালের ভারতীয় সুবর্ণ মুদ্রা। স্ত্রীলোকের কণ্ঠহার। স্বর্ণের পরিমাণ বিশেষ।
নিষ্কণ্টক — কণ্টকহীন। শত্রুহীন। বাধা-বিঘ্নহীন।
নিষ্কম্প — কম্পনশূন্য।
নিষ্কর — খাজনা দিতে হয় না এমন (জমি), লাখেরাজ।
নিষ্করুণ — নির্দয়, করুণাহীন, অকরুণ।
নিষ্কর্মা, নিষ্কর্ম্মা — যাহার কাজকর্ম নাই। অলস, অকর্মণ্য।
নিষ্কল — অখণ্ড। বন্ধ্য, শক্তিহীন। স্ত্রী. — **নিষ্কলা**।
নিষ্কলঙ্ক — নির্দোষ, কলঙ্কহীন, পবিত্র।
নিষ্কাম — ফললাভের আশা করা হয় নাই এমন। [ঃ 'নিষ্কাম' কর্ম।] কাম বা ভোগেচ্ছা নাই এমন। [ঃ 'নিষ্কাম' প্রেম।]
নিষ্কাশন — বাহির করণ, টানিয়া বা চাপ দিয়া বাহিরে আনয়ন। বিণ. — **নিষ্কাশিত**।
নিষ্কৃতি — নিস্তার, রক্ষা, অব্যাহতি। [ঃ 'নিষ্কৃতি' পাওয়া।]
নিষ্ক্রমণ — বাহিরে আগমন, বহির্গমন। সন্ন্যাস লাভের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ।
নিষ্ক্রান্ত — বাহিরে গিয়াছে বা বাহির হইয়াছে এমন, বহির্গত। [ঃ 'নিষ্ক্রান্ত' হইলেন।]
নিষ্ক্রিয় — ক্রিয়াহীন। কর্মশক্তিহীন। **নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ** — স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া অশুভ কার্যে বাধাসৃষ্টি, টলস্টয় ও গান্ধী অনুসৃত সংগ্রাম-রীতি। বি. —

নিষ্ক্রিয়তা।

-নিষ্ঠ — 'কঠোরভাবে পালন করে' বা 'অত্যন্ত অনুরক্ত' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কর্তব্য-'নিষ্ঠ'; ঃ সত্য-'নিষ্ঠ'।]

নিষ্ঠা — দৃঢ়তার সহিত পালন, একান্তভাবে অনুসরণ। [ঃ কর্তব্য-'নিষ্ঠা'।] গভীর অনুরাগ। [ঃ ভগবৎ-'নিষ্ঠা'।]

নিষ্ঠাবান্ — যাহার নিষ্ঠা আছে। যে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে মানে। [ঃ 'নিষ্ঠাবান্' ব্রাহ্মণ।]

নিষ্ঠীবন — থুতু। **নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা** — থুতু ফেলা।

নিষ্ঠুর — নির্মম, নির্দয়, কঠিন। বি. — **নিষ্ঠুরতা**।

নিষ্পত্তি — মীমাংসা, ফয়সালা, মিটমাট। সমাপন। উৎপত্তি। [ঃ বাঙ্-'নিষ্পত্তি'।]

নিষ্পন্ন — করা হইয়াছে এমন, সম্পন্ন, সমাপ্ত। উৎপন্ন। [ঃ সমাস-'নিষ্পন্ন' পদ।]

নিষ্পাদক — যে নিষ্পন্ন করে।

নিষ্পাদন — সমাপন, সম্পাদন। সমাধান।

নিষ্পাদনীয় — নিষ্পাদনের যোগ্য।

নিষ্পাদপ — বৃক্ষহীন।

নিষ্পাদিত — সমাপিত, সম্পাদিত, সাধিত।

নিষ্পাদ্য — নিষ্পাদনের যোগ্য, নিষ্পাদনীয়।

নিষ্পাপ — পাপশূন্য, যে পাপ করে নাই।

নিষ্পিষ্ট — অত্যন্ত পিষ্ট, অতিশয় দলিত।

নিষ্পীড়ন — অতিশয় পীড়ন, নিপীড়ন। বিণ. — **নিষ্পীড়িত**।

নিষ্পেষক — যে নিষ্পেষণ করে, নিষ্পেষণকারী।

নিষ্পেষণ — অতিশয় পেষণ, অতিশয় দলন। অত্যন্ত অত্যাচার।

নিষ্পেষিত — নিষ্পেষণ করা হইয়াছে এমন। অত্যন্ত অত্যাচারিত।

নিষ্প্রতিভ — প্রতিভাশূন্য। অনুজ্জ্বল। ম্লান।

নিষ্প্রদীপ — দীপহীন। সমস্ত বাতি নির্বাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন।

নিষ্প্রভ — দীপ্তিহীন, অনুজ্জ্বল।

নিষ্প্রয়োজন — অনাবশ্যক।

নিষ্প্রাণ — প্রাণহীন, মৃত। উদ্যমহীন, প্রাণশক্তিহীন। বি. — **নিষ্প্রাণতা**।

নিষ্ফল — বিফল, ব্যর্থ। বি. — **নিষ্ফলতা**।

নিষ্ফলা — ফল ধরে নাই এমন। [ঃ 'নিষ্ফলা' গাছ।]

নিষ্যন্দ — ('নিস্যন্দ' দেখ।)

নিষ্যন্দিত — ('নিস্যন্দিত' দেখ।)

নিষ্যন্দী — ('নিস্যন্দী' দেখ।)

নিসর্গ — প্রকৃতি।

নিসিন্দা — একরকম তিক্ত গাছ।

নিসূদন — হত্যা, বধ। বধকারী, নাশকারী। [ঃ দৈত্য-'নিসূদন'।]

নিস্তব্ধ — নীরব ও নিশ্চল। বি. — **নিস্তব্ধতা**।

নিস্তরঙ্গ — তরঙ্গহীন, ঢেউ নাই এমন।

নিস্তল — অতল।

নিস্তার — নিষ্কৃতি, অব্যাহতি। উদ্ধার।

নিস্তারিণী — ত্রাণকারিণী, দুর্গা। [ঃ 'নিস্তারিণী'র ব্রত।]

নিস্তেজ — শক্তিহীন, দুর্বল। অনুজ্জ্বল, ম্লান। তেজ বা সক্রিয়তা নাই এমন।

নিস্পন্দ — কম্পনহীন, স্পন্দনহীন, স্থির।

নিস্পৃহ — স্পৃহাহীন, উদাসীন, অনাসক্ত। বি. — **নিস্পৃহতা**।

নিস্যন্দ — নির্যাস, রস। ক্ষরণ।

নিস্যন্দিত — ক্ষরিত।

নিস্যন্দী — যাহা হইতে ক্ষরিত হয়, যাহা ক্ষরণ করে। [ঃ মধু-'নিস্যন্দী'।] স্ত্রী. — **নিস্যন্দিনী**।

নিস্বন — শব্দ, ধ্বনি।

নিহত — আঘাতের ফলে মৃত, বিনাশিত।
নিহন্তা — বধকারী, বিনাশকারী।
নিহিত — প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত, গুপ্ত। [ঃ অর্থ 'নিহিত' থাকা।]
নিহিলিজম্ — নৈতিবাদ, সকল কিছুতেই অবিশ্বাস। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার একটি ব্যক্তিপ্রধান রাজনৈতিক মতবাদ।
নিহিলিস্ট — নিহিলিজমে বিশ্বাসী।
-নী — স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মাস্টার 'নী'।]
নীচ — হীন, নিকৃষ্ট। [ঃ নীচ' মন।] নিম্নবর্তী স্থান। [ঃ 'নীচে' নামা।] অধঃপাত নৈতিক অবনতি। [ঃ অনেক 'নীচে নেমেছে।]
নীচকুল — সম্মান প্রতিপত্তি নাই এমন বংশ। নীচ জাতি।
নীচকুলোদ্ভব — নীচকুলে জাত।
নীচগামিনী — নীচজাতীয় পুরুষের সহিত যৌনসম্পর্কে লিপ্তা।
নীচগামী — নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত।
নীচ জাতি — সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত জাতি, ছোট জাত।
নীচজাতীয় — নীচ জাতিতে জাত। স্ত্রী —**নীচজাতীয়া**।
নীচতা, নীচত্ব — হীনতা হীন মনোভাব।
নীচপ্রকৃতি — যাহার স্বভাব জঘন্য।
নীচমনা — যাহার মন ছোট, হীনমনা, অনুদার।
নীচযোনি — মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণিরূপে জন্ম। নীচ জাতিতে বা নীচকুলে জন্ম।
নীচাসক্ত — হীন বিষয় বা হীন কাজ যাহার ভালো লাগে এমন। নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরক্ত।
নীচু — নিম্ন, উঁচু নহে। [ঃ নীচু 'জমি'।] নত, হেঁট। [ঃ মাথা 'নীচু' করা।]
নীট — ('নিট' দেখ।)
নীড় — পাখীর বাসা, কুলায়। ছোট শান্তিতে ভরা গৃহ বা আশ্রয়। [ঃ স্নেহ-'নীড়'।]
নীত — লইয়া যাওয়া বা লইয়া আসা হইয়াছে এমন। স্ত্রী -- **নীতা**।
নীতি — সমাজ বা ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলকর নির্দেশ, হিতাহিত বিবেচনা, কর্তব্য সংক্রান্ত সূত্র। [ঃ 'নীতি' জ্ঞান, ঃ 'নীতি বোধ।] কর্মপন্থায় অনুসৃত মূল সূত্র, পলিসি। [ঃ রীতি-'নীতি', সরকারী নীতি'।] বিদ্যা বা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। [ঃ রাজ 'নীতি'; ঃ অর্থ নীতি', ঃ মার্কসীয় 'নীতি'।]
নীতিকথা — হিতকর উপদেশ। হিতকর উপদেশপূর্ণ কাহিনী।
নীতিকুশল — হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ।
নীতিজ্ঞ — নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত।
নীতিজ্ঞান — হিতাহিত বিষয়ক জ্ঞান।
নীতিবাক্য — হিতকর উপদেশপূর্ণ কথা।
নীতিবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা — হিতাহিত বিষয়ক বিদ্যা।
নীতিবিরুদ্ধ — গৃহীত বা প্রচলিত নিয়ম অনুসারে নহে এমন। বি — **নীতি-বিরুদ্ধতা**।
নীতিবোধ — হিতাহিত সম্পর্কে চেতনা বা জ্ঞান।
নীতিবিষয়ক — নীতিসংক্রান্ত।
নীতিমূলক — হিতকর উপদেশ সংক্রান্ত, নীতি সংক্রান্ত।
নীতিশাস্ত্র — হিতাহিত ও কর্তব্য অকর্তব্য সংক্রান্ত মূলসূত্র যাহাতে লিপিবদ্ধ আছে এমন পুস্তক।
নীপ — কদম গাছ বা তাহার ফুল।
নীবার — উড়ি ধান।
নীবি, নীবিবন্ধ, নীবিবন্ধন — কোমরের

কাপড়ে দেওয়া গাঁট বা বাঁধন। [ঃ রক্তাম্বর 'নীবিবন্ধে' বাঁধা।]
নীবী, নীবীবন্ধ, নীবীবন্ধন — ('নীবি', 'নীবিবন্ধ' ও 'নীবিবন্ধন' দেখ।)
নীয়মান — লওয়া বা লইয়া যাওয়া হইতেছে এমন।
নীর — জল।
নীরজ — জলজ। পদ্ম। স্ত্রী. — **নীরজা**।
নীরদ — মেঘ। স্ত্রী. — **নীরদা**।
নীরধি — সমুদ্র।
নীরন্ধ্র — ছিদ্রহীন।
নীরব — নিঃশব্দ, চুপ। বাক্যহীন। বি. — **নীরবতা**।
নীরস — যাহাতে রস নাই, শুষ্ক। যাহাতে মন আকৃষ্ট হয় না। [ঃ 'নীরস' তথ্য।] অরসিক, কাটখোট্টা। [ঃ 'নীরস' লোক।] বি. — **নীরসতা**।
নীরাজন, নীরাজনা — যুদ্ধযাত্রার আগে অস্ত্রশস্ত্রাদির শুদ্ধীকরণের অনুষ্ঠান। আরতি।
নীরেন্দ্র — সমুদ্র। বরুণ।
নীরোগ — রোগহীন, সুস্থ।
নীল — আকাশের মতো রঙের। [ঃ 'নীল' শাড়ি।] ঐ রং তৈয়ারী করিবার উপযোগী একরকম গাছ। [ঃ 'নীলে'র চাষ।] কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার সময়ে ব্যবহার্য একরকম রঞ্জক দ্রব্য। [ঃ কাপড়ে 'নীল' দেওয়া।] রামায়ণে বর্ণিত বানর-সেনাপতি।
নীলকণ্ঠ — শিব। একরকম পাখী। ময়ূর।
নীলকর — নীলের আবাদ ও ব্যবসায় করিত এমন একশ্রেণীর ইউরোপীয় বণিক।
নীলকান্ত — একরকম মণি বা বহুমূল্য প্রস্তর, নীলা।
নীলকুঠি — নীল প্রস্তুত ও ক্রয়-বিক্রয়ের কারখানা।
নীলগাই — নীল রঙের হরিণজাতীয় একরকম পশু (গোরুর মতো দেখিতে কিন্তু গোরু নহে)।
নীলগিরি — দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত পর্বত।
নীলগ্রীব — শিব।
নীলবর্ণ — নীল রঙের। স্ত্রী. — **নীলবর্ণা**।
নীলমণি — নীলকান্ত মণি, নীলা। শ্রীকৃষ্ণের আদরের নাম। **সবে ধন নীলমণি** — অত্যন্ত আদরের একমাত্র পুত্র।
নীলমাধব — বিষ্ণু, কৃষ্ণ।
নীলরক্ত — অভিজাত, 'ব্লু-ব্লাড'।
নীললোহিত — নীল ও লাল। বেগনী রং। শিব।
নীলা — নীলকান্ত মণি।
নীলাঞ্জন — তুঁতে। নীল রঙের কাজল বা প্রলেপ।
নীলাব্জ — নীলপদ্ম।
নীলাব্ধি — নীল সাগর।
নীলাব্ধিতনয়া — নীল সমুদ্র হইতে জাতা, লক্ষ্মী, উর্বশী।
নীলাভ — ঈষৎ নীলবর্ণ।
নীলাম্বর — নীল আকাশ। নীল কাপড়।
নীলাম্বরি — নীল শাড়ি।
নীলাম্বু — সমুদ্র।
নীলাম্বুধি — নীল সমুদ্র।
নীলাম্বুজ — নীল পদ্ম।
নীলিমা — নীলত্ব, নীল ভাব, নীল রং।
নীলোৎপল — নীল পদ্ম। নীল শালুক।
নীলোপল — নীল রঙের পাথর, নীলা, নীলকান্ত মণি।
নীহার — বরফ, তুষার।
নীহারকণা — বরফের গুঁড়া, গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ।
নীহারিকা — আকাশে বহু দূরে দেখা যায়

এমন অস্পষ্ট বাষ্পীয় জ্যোতির্ময় পদার্থ বা নক্ষত্রাবলী।

নুটি — গুটানো সুতা ইত্যাদির তাল।

নুড়া, নুড়ো — শুকনো ঘাস বা খড়ের আঁটি। **মুখে নুড়ো জ্বালা** — (মরণ কামনা সূচক গালি) মুখাগ্নি করা। [ঃ তোর মুখে নুড়ো জ্বালি।]

নুড়ি — পাথরের ছোট টুকরা।

নুদো — ভুঁড়িওয়ালা।

নুন — লবণ। **নুন খাওয়া** — অভাবের সময়ে অন্নাদি গ্রহণ করা। সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকা। **নুনমাটি দেওয়া** — বৈরাগীদের কবর দেওয়া। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা** — ব্যথিতকে আরো ব্যথা দেওয়া।

নুনিয়া — নুন তৈয়ারী করে এমন একটি জাতি। সমুদ্র সন্তরণে পটু এক শ্রেণীর মাদ্রাজী।

নুনুড়ি — ছাগলের গলার লম্বা চুল। ছোট ঘণ্টা।

নুয়া — ঝুঁকা নত হওয়া। [ঃ নুয়ে পড়া।]

নুয়ানো — ঝুঁকানো নত করা। [ঃ মাথা নোয়ানো।] **মাথা নোয়ানো** — বশ্যতা স্বীকার করা। শ্রদ্ধা জানানো নমস্কার করা।

নুরি — টিয়া জাতীয় একরকম পাখী।

নুলা, নুলো — যাহার হাত কাটা বা বিকল।

নুর — আলোক। [ঃ কোহ ই নুর । 'নুর জাহান।]

নুর — দাড়ি।

নূতন — আগে ছিল না এখন হইয়াছে এমন। [ঃ নূতন ফ্যাশন ঃ নূতন বড়লোক।] পুরাতন নহে। [ঃ নূতন কাপড়।] অজানা অপরিচিত। [ঃ নূতন লোক, ঃ 'নূতন কথা।] পরিবর্তিত। [ঃ একেবারে 'নূতন মানুষ।] সদ্যোজাত। [ঃ নূতন পাতা।] বি — **নূতনতা, নূতনত্ব**। **নূতন খাতা** — দোকান ইত্যাদিতে নববর্ষে নূতন খাতা করিবার অনুষ্ঠান হালখাতা।

নূপুর — ঝুমঝুম করিয়া বাজে এমন একরকম পায়ের গহনা নৃত্যের উপযোগী পায়ের গহনা।

নূপুরনিক্কণ — নূপুরের শব্দ।

নূপুরশিঞ্জন — নূপুরের ধ্বনি।

নূপুরশিঞ্জিত — নূপুরের শব্দে মুখরিত।

নৃ- — মানুষ বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [° নরপতি ঃ নৃতত্ত্ব।]

নৃতত্ত্ব — মানববিকাশ বিদ্যা।

নৃতাত্ত্বিক — নৃতত্ত্বে পণ্ডিত। নৃতত্ত্ব সংক্রান্ত।

নৃত্য — নাচ। নাচন।

নৃত্যকলা — নাচের শিল্প। নাচের কৌশল।

নৃত্যকলাবিদ্ — যিনি নৃত্যশিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ।

নৃত্যগীত — নাচগান।

নৃত্যপর — নাচে রত নাচিতেছে এমন। স্ত্রী — **নৃত্যপরা**।

নৃত্যপটু — নাচে নিপুণ। স্ত্রী — **নৃত্যপটীয়সী**।

নৃত্যপ্রিয় — যাহার নাচিতে ভালো লাগে।

নৃত্যশালা — নাচিবার ঘর বা বাড়ি নাচঘর।

নৃত্যশিল্প — নৃত্যকলা নাচের কৌশল, নৃত্য নৈপুণ্য।

নৃত্যশিল্পী — যে ভালো নাচিতে পারে, নিপুণ নর্তক।

নৃপ — রাজা।

নৃপজা — রাজার মেয়ে রাজকন্যা।

নৃপজায়া — রাজার স্ত্রী, রানী।

নৃপতি — রাজা।

নৃপবর, নৃপমণি — শ্রেষ্ঠ রাজা, নৃপশ্রেষ্ঠ।

নৃপাত্মজ — রাজপুত্র।

নৃপাত্মজা — রাজকন্যা।
নৃপেন্দ্র — মহারাজ, সম্রাট।
নৃপেন্দ্রাণী — সম্রাজ্ঞী, মহারাণী।
নৃপেশ — নৃপেন্দ্র, মহারাজ।
নৃপোচিত — রাজার যোগ্য।
নৃবিদ্যা — ('নৃতত্ত্ব' দেখ।)
নৃমুণ্ড — মানুষের মাথা। **নৃমুণ্ডমালা** — মানুষের মাথার মালা।
নৃমুণ্ডমালিনী — মানুষের মাথার মালা পরেন যে দেবী, কালী।
নৃলোক — নরলোক, পৃথিবী, মর্ত্যভূমি।
নৃশংস — অতিশয় নিষ্ঠুর, অতীব নির্মম। বি. — **নৃশংসতা**।
নৃসিংহ — ('নরসিংহ' দেখ।)
নে — (কথ্য ভাষায় তাচ্ছিল্য বা ঘনিষ্ঠতা অর্থে) লও।
নেই — বর্তমান কালবাচক 'নাই' শব্দের কথ্য রূপ। (তুঃ 'নি'।)
নেই — ('নেহাই' দেখ।)
নেইআঁকড়া, নেইআঁকড়ে — নাছোড়বান্দা।
নেউল — বেজি।
নেউগী — (কথ্য ভাষায়) নিয়োগী।
নেওটা — আদুরে, স্নেহবশ্য।
নেওয়া — পাতলা প্রলেপ। পাতলা শাঁস। [ঃ ডাবের 'নেওয়া'।]
নেওয়া — লওয়া, গ্রহণ করা। দলভুক্ত করা। [ঃ সৈন্যদলে 'নেওয়া'।] **একহাত নেওয়া** — একচোট তিরস্কার করা।
নেওয়ানো — লইতে বাধ্য করা, গ্রহণ করানো।
নেওয়াপাতি — পাতলা শাঁস হইয়াছে এমন। [ঃ 'নেওয়াপাতি' ডাব।]
নেংচানো — খোঁড়ানো, খোঁড়াইয়া চলা।
নেংটা, নেংটো — উলঙ্গ, বিবস্ত্র।
নেংটি — কৌপীন।
নেংটি ইঁদুর — ছোট একরকম ইঁদুর।
নেংড়া — একজাতীয় সুমিষ্ট আম।
নেংড়া — খোঁড়া।
নেকড়া — কাপড়ের ছেঁড়া টুকরা, টেনা।
নেকড়ে, নেকড়েবাঘ — একরকম কুকুর-জাতীয় হিংস্র বন্য জন্তু।
নেকনজর — সুনজর, অনুগ্রহদৃষ্টি। [ঃ মনিবের 'নেকনজরে' পড়া।]
নেকরা — কৌতুক, ন্যাকামি।
নেকলেস — গলার একরকম গহনা, হার।
নেকা — ('ন্যাকা' দেখ।)
নেকাপনা, নেকামি, নেকামো — ('ন্যাকাপনা' দেখ।)
নেগেটিভ — যাহা নাই, যাহা অস্বীকার করে, নঞর্থক। (ফটোগ্রাফিতে) ছবির বিপরীত রূপ যাহাতে আলোককে অন্ধকার ও অন্ধকারকে আলোক রূপে দেখা যায়। (পদার্থবিদ্যায়) একরকম অল্পতর তেজের বৈদ্যুতিক শক্তি।
নেজ, নেজা — ('লেজ' ও 'লেজা' দেখ।)
নেজুড় — ('লেজুড়' দেখ।)
নেট — জাল বা জালের মতো বোনা জিনিস। [ঃ ভলিখেলার 'নেট'; ঃ 'নেটের' মশারি।]
নেটা — যে ডান হাতের বদলে বাঁ হাতে কাজ করে।
নেঠা — ('লেঠা' দেখ।)
নেড়া — চুল কামানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'নেড়া' মাথা।] যাহার মাথার চুল কামানো হইয়াছে।
নেড়ানেড়ী — একরকম বৈষ্ণব সম্প্রদায়। [ঃ 'নেড়ানেড়ী'র দল।]
নেড়াপোড়া — চাঁচর।
নেড়ামুড়া — ডালপালা নাই বা সাজসজ্জা নাই এমন।
নেড়িকুকুর — পোষা নয় এমন কুকুর (অনাহার ও রুগ্নতার জন্য গায়ে চুল

নাই এই মূল অর্থে)।
নেড়ে — (ব্যঙ্গে ও অবজ্ঞায) মুসলমান। **পাতি নেড়ে** — (ব্যঙ্গে ও অবজ্ঞায) গবীব ও নিম্নশ্রেণীব মুসলমান।
নেত — প্রাচীন কালেব পাটেব একবকম সূক্ষ্ম কাপড।
নেত — সামান্যতম সম্পর্ক।
নেতা — যিনি পথপ্রদর্শন বা পবিচালনা কবেন নাযক দলপতি সর্দাব। **স্ত্রী** — **নেত্রী**। বি — **নেতৃত্ব**।
নেতা — (ন্যাতা দেখ।)
নেতি — ইহা নহে।
নেতিবাচক — ইহা নহে এই ভাব প্রকাশক।
নেতিবাদ সকল কিছুতে অবিশ্বাস নিহিলিজম।
নেতিবাদী — নেতিবাদ সংক্রান্ত। নেতি বাদে বিশ্বাসী।
নেতৃত্ব — নেতাব কাজ বা পদ।
নেতৃস্থানীয — নেতাব ন্যায মর্যাদাশালী নেতাব মতো। [ঃ নেতৃস্থানীয ব্যক্তি।]
নেত্র — চোখ।
নেত্রকোণ — চোখেব কোণ।
নেত্রগোচব — চোখে পডিযাছে এমন দৃষ্ট।
নেত্রচ্ছদ — চোখেব পাতা।
নেত্রজল — চোখেব জল অশ্রু।
নেত্রপক্ষ্ম নেত্রপল্লব — চোখেব পাতা।
নেত্রপাত দৃষ্টিপাত।
নেত্রমল — চোখেব ময়লা পিচুটি।
নেপটানো — (লেপটানো দেখ।)
নেপথ্য — বঙ্গালযেব সাজঘব যাহা অভিনয মঞ্চেব বাহিবে থাকে। অন্তবালে ঘটনাস্থলে নহে অনত্র। [ঃ নেপথ্যে থাকিযা।]
নেপথ্যবিধান — অভিনযেব জন্য সাজ সজ্জাদিব ব্যবস্থা। অন্তবালে থাকিযা ঘটনা সংঘটনেব ব্যবস্থা।
নেপথ্যলোক — অন্তবালবর্তী জগৎ অন্তবালবর্তী স্থান।
নেপাল — ভাবতেব উত্তব সীমায অবস্থিত একটি বাজ্য। বাঙালী হিন্দুব নাম (সম্ভবত নেপাল শব্দেব অপভ্রংশ)।
নেপালী — নেপালেব অধিবাসী। নেপাল সংক্রান্ত।
নেবা — (ন্যাবা দেখ।)
নেবা — (নিবা দেখ।) নির্বাপিত হওযন। নির্বাপিত।
নেবানো (নিবানো দেখ।) নির্বাপিত কবণ। নির্বাপিত।
নেবু - (লেবু দেখ।)
নেমক (নিমক দেখ।)
নেমন্তন্ন (নিমন্ত্রণ দেখ।)
নেমকহাবাম নেমকহাবামি — (নিমকহাবাম দেখ।)
নেমাজ — (নমাজ দেখ।)
নেমি, নেমী — চাকাব পবিধি চাকাব বেড। [ঃ চক্র নেমিব ঘর্ঘব ধবে।]
নেযা (নেওযা দেখ।)
নেযানো — (নেওযানো দেখ।)
নেযাই (নেহাই দেখ।)
নেযামত — স্বর্গীয দান অনুগ্রহ।
নেযে — যে নৌকা চালায মাঝি।
নেযে — (কথ্য রূপ) নাহিযা। স্নান কবিযা।
নেলাক্ষেপা — সবল ও পাগলাটে।
নেশন — জাতি মহাজাতি।
নেশন্যাল - জাতীয।
নেশন্যালিজম — জাতীযতা। জাতিদর্প।
নেশন্যালিস্ট — জাতীযতাবাদী। জাতি-দর্পী।
নেশা — মাদক দ্রব্য। মাদক দ্রব্য সেবন। [ঃ 'নেশা কবা।] মাদকদ্রব্য সেবনেব

ফলে মত্ত অবস্থা। [ঃ'নেশা' হওয়া।] প্রবল আসক্তি। [ঃগল্পের 'নেশা'।]

নেশাখোর — যে মাদকদ্রব্য খায় বা ব্যবহার করে।

নেহ, নেহা — (প্রাচীন কবিতায়) স্নেহ।

নেহাই — মজবুত লোহখণ্ড যাহার উপর রাখিয়া কামার লোহা পিটে।

নেহাত — নিতান্ত, একান্তই। [ঃ'নেহাত' যদি না পারো।] অত্যন্ত, খুব। [ঃ'নেহাত' কচি।]

নেহারা — (কবিতায়) দেখা।

নৈকট্য — নিকটতা, নিকটত্ব। সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা।

নৈকষেয় — নিকষার পুত্র, রাবণ, বিভীষণ।

নৈকষ্য — বিশুদ্ধ, খাঁটী। [ঃ'নৈকষ্য' কুলীন।]

নৈতিক — নীতিসম্মত। নীতি সংক্রান্ত।

নৈদাঘ — গ্রীষ্মকালীন, নিদাঘের।

নৈপুণ্য — দক্ষতা, পটুতা, নিপুণতা।

নৈবচ — ইহা নহে, এইরূপ হইতে পারে না।

নৈবিদ্দি — (কথ্যরূপ) নৈবেদ্য।

নৈবেদ্য — দেবতাকে নিবেদন করিবার উপযুক্ত বস্তু, অর্ঘ্য।

নৈমিত্তিক — কারণ বা উদ্দেশ্য সংক্রান্ত। নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠেয়। [ঃ নিত্য-নৈমিত্তিক'।]

নৈমিষকানন, নৈমিষারণ্য — প্রাচীন কালের বিখ্যাত তপোবন।

নৈয়ায়িক — ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত।

নৈরঞ্জনা — বিহারের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নদী যাহার তীরে বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়াছিলেন।

নৈরাশ্য — হতাশা, আশাহীনতা, নিরাশ ভাব।

নৈঋত — রাক্ষস। দক্ষিণপশ্চিম কোণ।

নৈর্গুণ্য — নির্গুণ ভাব, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অভাব।

নৈর্ব্যক্তিক — ব্যক্তি সংক্রান্ত নহে এমন, ব্যক্তির ঊর্ধ্বে এমন। বি. — **নৈর্ব্যক্তিকতা।**

নৈশ — রাত্রিকালীন, নিশাকালীন।

নৈষ্কর্ম্য, নৈষ্কর্ম্ম্য — নিষ্ক্রিয়তা। কর্মহীন অবস্থা।

নৈষ্ঠিক — নিষ্ঠাবান্, যিনি শাস্ত্রসংগত রীতিনীতি কঠোরভাবে মানিয়া চলেন। [ঃ'নৈষ্ঠিক' ব্রাহ্মণ।]

নৈসর্গিক — প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক। [ঃ'নৈসর্গিক' শোভা।]

নোংরা — অপরিষ্কার। [ঃঘর 'নোংরা' করা।] অশ্লীল। [ঃ'নোংরা' কথা।] ময়লা, জঞ্জাল। [ঃ'নোংরা' ফেলা।]

নোংরামি — অপরিষ্কার ভাব। অশুভ আচরণ, অশ্লীল কথা বা কাজ।

নোক্তা — বিন্দু চিহ্ন যাহা আরবী বা ফারসী অক্ষরে লাগানো হয়।

নোকর — চাকর, ভৃত্য।

নোকরি — চাকরের কাজ। চাকরি।

নোকসান — ('লোকসান' দেখ।)

নোঙর, নোঙ্গর — শিকল বা কাছিতে বাঁধা মোটা ও বড় একরকম লোহার কাঁটা যাহা মাটিতে আটকাইয়া নৌকা বা জাহাজ বাঁধা হয়। **নোঙর-ছেঁড়া** — বাঁধনহারা, দিশাহারা। **নোঙর তোলা** — (নৌকা জাহাজাদির) যাত্রা শুরু করা। **নোঙর ফেলা** — নৌকা জাহাজাদির যাত্রা বন্ধ করা।

নোট — সংক্ষিপ্ত লেখন। [ঃ'নোট' করা।] ব্যাখ্যা পুস্তক। [ঃ'নোট' বই।] টাকার পরিবর্তে ব্যবহার্য কাগজের মুদ্রিত টুকরা। [ঃদশ টাকার 'নোট'।] সংক্ষিপ্ত বিবরণ। [ঃউপরওয়ালার

কাছে 'নোট' পাঠানো।]

নোটিশ — অবগতিব জন্য ঘোষণা বা পত্র। [সবকাবী নোটিশ', ঃ চাকবি যাওয়াব 'নোটিশ'।] চাকবি ছাড়িবাব বা কিছু কবিবাব জন্য প্রদত্ত সময়। [ঃ এক মাসেব 'নোটিশ' চাই।]

নোটিশ দেওয়া — চাকবি হইতে ছাড়াইবাব অভিপ্রায জানাইয়া সময দেওয়া।

নোটিশ পাওয়া — ঐবূপ চিঠি পাওযা।

নোড়া — পাথবেব টুকবা যাহাব চাপে ও ঘর্ষণে জিনিস বাটা হয। [ঃ শিল 'নোড়া'।]

নোনতা — লবণস্বাদ, লবণাক্ত, নুন দিয়া তৈযাবী। [ঃ 'নোনতা খাবাব।]

নোনা — (লোনা দেখ।)

নোনা — আতা জাতীয় একবকম ফল।

নোয়া — লোহাব চুড়ি যাহা হিন্দু সধবাবা পবে।

নোয়া — (নুয়া দেখ।)

নোয়ানো — (নুয়ানো' দেখ।)

নোলক — মুক্তা ইত্যাদি দিযা তৈযাবী নাকেব গহনা যাহা ঠোঁটেব উপবে দুলিতে থাকে।

নোলা — জিব, জিহ্বা। [ঃ 'নোলায জল আসা।] খাইবাব লোভ। [ঃ নোলা বেড়েছে।]

নৌ- — নৌকা জাহাজ ইত্যাদি সংক্রান্ত বুঝাইতে অন্য শব্দেব সঙ্গে যুক্ত হয। [ঃ 'নৌ যুদ্ধ, 'নৌ বিদ্যা, 'নৌ-বহব।]

নৌকতা — (কথ্য বা গ্রাম্য রূপ) লৌকিকতা, সামাজিক আদান প্রদান। [ঃ 'নৌকতা' কবেছে।]

নৌকা, নৌকো — খাল নদী ইত্যাদিতে যাতাযাতেব উপযোগী একবকম ছোট জলযান।

নৌকাজীবী — নৌকা চালাইযা যাহাবা জীবিকা অর্জন কবে।

নৌকাডুবি — নৌকা ডুবিযা যাওযাব দুর্ঘটনা।

নৌকাপথ — নৌকা দিযা যাতাযাত কবিতে হয এমন পথ।

নৌকাবিহাব — নৌকায চড়িয়া প্রমোদ-ভ্রমণ।

নৌকাযাত্রা — নৌকায চড়িযা গমন।

নৌকাযাত্রী — নৌকাব আবোহী।

নৌকাযোগে — নৌকাব সাহায্যে, নৌকায।

নৌঘাঁটি — নৌসেনা ও যুদ্ধজাহাজেব আড্ডা।

নৌচালক - নৌকা যে চালায, নাবিক।

নৌবল — জলযুদ্ধেব জন্য জাহাজ ও সৈন্যদলেব সমষ্টি।

নৌবলাধ্যক্ষ জলযুদ্ধেব জন্য ভাবপ্রাপ্ত সেনাপতি।

নৌবহব — দলবদ্ধ যুদ্ধজাহাজ।

নৌবাহিনী — জলযুদ্ধেব জন্য নিযুক্ত সৈন্যদল।

নৌবাহী নৌকা ইত্যাদি চলিতে পাবে এমন নদী।

নৌবিদ্যা — নৌকা জাহাজ ইত্যাদি চালানো সম্পর্কে জ্ঞান।

নৌবিভাগ — জলযান ও জলযুদ্ধ সংক্রান্ত সবকাবী বিভাগ।

নৌবিমান — আকাশে ও সমুদ্রে উভয়ত্র চালানো উপযোগী যান, সী প্লেন।

নৌযুদ্ধ — জলযুদ্ধ

নৌশক্তি - (নৌবল দেখ।)

নৌসেতু - নৌকা দিযা তৈযাবী সেতু, পন্টুন ব্রীজ।

নৌসেনা — জলযুদ্ধেব জন্য নিযুক্ত সেনা।

নৌসেনানী, নৌসেনাপতি, নৌসেনাধ্যক্ষ — জলযুদ্ধেব ভাবপ্রাপ্ত সেনাপতি।

ন্যক্কার — বমিভাব।

ন্যক্কারজনক — যাহাতে বমির উদ্রেক হয়। ঘৃণ্য, জঘন্য।

ন্যগ্রোধ — বটগাছ।

ন্যস্ত — অর্পিত। স্থাপিত।

ন্যাওটা — ('নেওটা' দেখ।)

ন্যাংটা, ন্যাংটো — ('নেংটা' দেখ।)

ন্যাকড়া — ('নেকড়া' দেখ।)

ন্যাকা — সরলতা সাধুতা ও অজ্ঞতার ভান করে এমন।

ন্যাকাপনা, ন্যাকামি, ন্যাকামো — ন্যাকার মতো ভাব ও আচরণ।

ন্যাকার — ('ন্যক্কার' দেখ।)

ন্যাজা — ('লেজা' দেখ।)

ন্যাড়া — ('নেড়া' দেখ।)

ন্যাতা — ঘর লেপামুছার জন্য ব্যবহার্য ন্যাকড়া।

ন্যাবা — একরকম রোগ যাহাতে চোখ প্রস্রাব ইত্যাদি হলদে হয়, কামলা, জণ্ডিস।

ন্যায় — যুক্তি, ঔচিত্য, সুবিচার। [ঃ 'ন্যায়'-সংগত।] তর্কশাস্ত্র। গোতম প্রবর্তিত দর্শন।

ন্যায় — মতো, সদৃশ। [ঃ পূর্বের 'ন্যায়'।]

ন্যায়ত, ন্যায়তঃ — যুক্তি ও সুবিচার অনুসারে।

ন্যায়নিষ্ঠ — সুবিচার ও যুক্তিপূর্ণতার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। বি. — **ন্যায়নিষ্ঠতা**।

ন্যায়নিষ্ঠা — সুবিচার ও সুযুক্তির প্রতি অনুরাগ, ন্যায়পরায়ণতা।

ন্যায়পথ — সুবিচার ও যুক্তিসঙ্গত পথ, ধর্মপথ।

ন্যায়পরায়ণ — ('ন্যায়নিষ্ঠ' দেখ।)

ন্যায়পরায়ণতা — ('ন্যায়নিষ্ঠা' দেখ।)

ন্যায়বান্ — সুবিচারক, ন্যায়পথে চলে এমন, সৎ।

ন্যায়বিচার — পক্ষপাতিত্বহীন সুবিচার।

ন্যায়বিরুদ্ধ — অন্যায়, সুবিচারসঙ্গত নহে এমন। বি. — **ন্যায়বিরুদ্ধতা**।

ন্যায়রত্ন — ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তির উপাধিবিশেষ।

ন্যায়শাস্ত্র — তর্কশাস্ত্র।

ন্যায়সংগত, ন্যায়সঙ্গত — উচিত, সুবিচার-সংগত, ন্যায্য।

ন্যায়াধীশ — বিচারক, বিচারপতি।

ন্যায্য — ন্যায়সংগত, উচিত। বি. — **ন্যায্যতা**।

ন্যালনেলে — লালার মতো।

ন্যাশন্যাল — ('নেশন্যাল' দেখ।)

ন্যাস — গচ্ছিত বস্তু। গচ্ছিত বিষয় রক্ষার ভার ও দায়িত্ব, ট্রাস্ট।

ন্যাসরক্ষক — ন্যাসরক্ষার জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, 'ট্রাস্টী'।

ন্যুব্জ — বাঁকিয়া গিয়াছে এমন, কুঁজ আছে এমন। [ঃ 'ন্যুব্জ' দেহ।]

ন্যুব্জদেহ — যাহার দেহ বাঁকিয়া গিয়াছে এমন।

ন্যুব্জপৃষ্ঠ — যাহার পিঠ বাঁকিয়া গিয়াছে এমন।

ন্যূন — কম। **ন্যূনতম** — সবচেয়ে কম। **ন্যূনতা** — অল্পতা। **ন্যূনপক্ষে** — কমপক্ষে, কম করিয়া ধরিলে।

ন্যূনাধিক — কমবেশী, প্রায়, আনুমানিক।

ন্যূনাধিক্য — অল্পতা ও আধিক্য, সংখ্যার বা পরিমাণের তারতম্য।

প

-প — 'পান করে' ও 'পালন করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'মদ্যপ'; ঃ 'গোপ'।]

পইছা, প'ইছা — বালাব মতো একবকম গহনা।

পইঠা — সিঁড়িব ধাপ।

পইতা — উপবীত। [ঃ গলাব 'পইতা'।] উপনয়ন। [ঃ 'পইতাব' সময়ে।] **পইতা কাটা** — পইতাব জন্য সুতা কাটা।

পইতাধারী - যাহাব পইতা আছে, উপবীতধাবী।

পইপই, প'ইপ'ই, পয়পয় — পদে পদে পুনঃ পুনঃ, বাব বাব। [ঃ 'পইপই কবে বলেছি।]

প'ইত্রিশ — ৩৫ সংখ্যা।

প'ইষট্টি — ৬৫ সংখ্যা।

পকেট — জামায় লাগানো থলে জেব। **পকেট কাটা** — ('পকেট মাবা' দেখ।) **পকেটমাব** — পকেট হইতে যে চুবি কবে। **পকেট মাবা** — পকেট হইতে চুবি। **পকেটস্থ** – পকেটে বক্ষিত যাহা পকেটে আছে বা বাখা হইয়াছে। **পকেটস্থ কবা** — পকেটে বাখা। **পকেটে হাত পড়া** — ব্যয় কবিবাব প্রয়োজন হওয়া, খবচেব দায়ে পড়া।

পক্ক — পাকা। [ঃ 'পক্ক কদলী।] সাদা। [ঃ 'পক্ক' কেশ।] বাধা, সিদ্ধ। [ঃ ঘৃত 'পক্ক ।] হজম। [ঃ 'পক্কাশয় ।]

পক্ককেশ — সাদা চুল। যাহাব চুল পাকিয়াছে, পলিতকেশ। স্ত্রী — **পক্ক-কেশা, পক্ককেশিনী**।

পক্কাশয় — পাকস্থলী।

পক্ষ — পাখা, পাখীব ডানা।

পক্ষ — দৃশ্যমান চন্দ্রেব ক্ষয় ও বৃদ্ধিব কাল, প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা ও প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা। **কৃষ্ণপক্ষ** — প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত পনেবো দিন। **শুক্লপক্ষ** — প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পনেবো দিন।

পক্ষ — পবস্পববিবোধী ব্যক্তি বা বিষয়েব একটি। [ঃ দুই 'পক্ষ' থেকে বিচাব চায়।] দলেব লোক। [ঃ 'পক্ষ বিপক্ষ ভেদ নাই।]

পক্ষ - একাধিক পত্নীব একটি। [ঃ প্রথম 'পক্ষ ।]

পক্ষ — পার্শ্বদেশ। [ঃ 'পক্ষাঘাত ।]

পক্ষকাল — প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা বা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পনেবো দিন সময়। পনেবো দিন। [ঃ 'পক্ষ-কাল অপেক্ষা কবিব।]

পক্ষগ্রহণ – পবস্পববিবোধী দলগুলিব একটিতে যোগদান।

পক্ষচ্ছেদ — ডানা কাটিয়া ফেলা, পক্ষ ছেদন। [ঃ জটায়ুব 'পক্ষচ্ছেদ ।]

পক্ষপাত, পক্ষপাতিত্ব - বিবোধী দল-গুলিব একটিব প্রতি অযথা টান বা অনুগ্রহ।

পক্ষপাতী – যে পবস্পববিবোধী দল-গুলিব একটিব প্রতি অযথা টান বা অনুগ্রহ দেখায়।

পক্ষপুট ডানাব আশ্রয়।

পক্ষশেষ (পক্ষান্ত দেখ।)

পক্ষসঞ্চালন — ডানা নাড়া, পাখা ঝাপটানো।

পক্ষসমর্থক — যে পক্ষ সমর্থন কবে।

পক্ষসমর্থন — পবস্পববিবোধী দলগুলিব একটিকে সাহায্য বা অনুমোদন।

পক্ষহীন — যাহাব পাখা নাই।

পক্ষাঘাত — একবকম ব্যাধি যাহাতে শবীবেব এক দিক অবশ হইয়া যায়।

পক্ষান্ত — পূর্ণিমা বা অমাবস্যা যখন এক পক্ষ শেষ হয়। পনেবো দিন। [ঃ 'পক্ষান্তে একবাব।]

পক্ষান্তব — অন্য পক্ষ। পনেবো দিন বাদ। বিচার্য বিষয়েব অপব দিক।

পক্ষান্তরে — অপর দিক হইতে বিচার করিলে, অপর ক্ষেত্রে। পক্ষকাল পরে।

পক্ষাপক্ষ — নিজের দল ও বিরোধী দল। [ঃ 'পক্ষাপক্ষ' বিচার না করিয়া।]

পক্ষিণী — স্ত্রী পক্ষী।

পক্ষিনীড় — পাখীর বাসা।

পক্ষিরাজ — একরকম কাল্পনিক পাখা-ওয়ালা ঘোড়া যাহা পাখীর মতো উড়িয়া চলে। পাখীদের রাজা, গরুড়।

পক্ষিশালা — যেখানে বহু পাখী রাখা হয়, চিড়িয়াখানা।

পক্ষী — পাখী।

পক্ষীয় — দলীয়, স্বদলভুক্ত।

পক্ষোদ্‌গম, পক্ষোদ্‌ভেদ — ডানা গজানো, ডানার উৎপত্তি। পালক ওঠা, পালকের উৎপত্তি।

পক্ষ্ম — চোখের পাতার লোম। [ঃ আঁখি-'পক্ষ্ম'।]

পগার — সংকীর্ণ অগভীর খাত। **পগার পার** — আয়ত্তের বাহিরে পলায়িত। [ঃ চোর তখন 'পগার পার'।]

পগ্‌গ — পাগড়ি। [ঃ 'পগ্‌গ'-বাঁধা।]

পঙ্ক — পাঁক, পুকুর ইত্যাদির কাদা। চুনের মসৃণ লেপ। [ঃ 'পঙ্কের' কাজ।]

পঙ্কজ — পদ্ম। যাহা পঙ্কে জন্মে। স্ত্রী. — **পঙ্কজা**।

পঙ্কজিনী — যে পুকুরে পদ্ম আছে। পদ্মের ঝাড়।

পঙ্করুহ — পদ্ম।

পঙ্কিল — পাঁকে লিপ্ত, পঙ্কময়, কাদাটে। কদর্য। বি. — **পঙ্কিলতা**।

পঙ্কোদ্ধার — পুকুরের পাঁক তুলিয়া গভীর করণ।

পঙ্‌ক্তি — সারি, শ্রেণী।

পঙ্‌ক্তিভোজন — এক সারিতে বসিয়া আহার।

পঙ্খিরাজ — ('পক্ষিরাজ' দেখ।)

পঙ্খী — পাখী। **ময়ূরপঙ্খী** — ময়ূরের আকৃতিতে গঠিত বজরা জাতীয় শৌখীন নৌকা।

পঙ্গপাল — ফড়িং জাতীয় পতঙ্গ যাহারা সদলে আসিয়া শস্যাদি নষ্ট করে।

পঙ্গু — যাহার উত্থান বা চলন শক্তি নাই, খোঁড়া। বি. — **পঙ্গুতা, পঙ্গুত্ব**।

পচ — পচনক্রিয়া। [ঃ আলুতে 'পচ' ধরা।]

পচন — হজমের কাজ, পরিপাক। পচিয়া ওঠা, পচিবার ক্রিয়া, পচা অবস্থা। গাঁজিয়া ওঠা। [ঃ 'পচন'-ক্রিয়া।]

পচনশীল — যাহা পচে। বি. — **পচনশীলতা**।

পচপচ — কাদা বা পচা লতাপাতার উপর দিয়া চলার শব্দ। কাদার মতো ভাব বা অবস্থা প্রকাশ।

পচপচে — পচপচ করে এমন। [ঃ 'পচপচে' কাদা।]

পচা — বিকৃত, দুর্গন্ধ ও গলিত হওয়া, শড়া। [ঃ 'পাতা' পচা; ঃ 'ফল' পচা।] পচিয়াছে এমন, গলিত ও বিকৃত, শড়া। [ঃ 'পচা' আমা।] অতি পুরাতন ও অশ্লীল। [ঃ 'পচা' খেউড়।]

পচাই — চাউল জোয়ার ইত্যাদি পচাইয়া যে মদ প্রস্তুত হয়। **পচাইখানা** — পচাই তৈয়ারির বা বিক্রয়ের স্থান।

পচানি — পচন। [ঃ পাট-'পচানি'।] পচা বস্তু হইতে নির্গত রস, গলিত অবস্থা।

পচানো — বিকৃত ও গলিত করা। পচিবার ব্যবস্থা করা। গাঁজানো।

পচাল — ক্রমাগত বকবক করণ। [ঃ 'পচাল'

পাড়া।]

পচ্য — যাহা সহজে হজম হয়। রাঁধিবার যোগ্য।

পছন্দ — মনের মতন, নির্বাচনের উপযুক্ত, রুচিমতো। [ঃ 'পছন্দ' হওয়া।] রুচিমতো বা উপযুক্ত বিবেচনা, মনের মতন করিয়া নির্বাচন। [ঃ 'পছন্দ' করা।]

পছন্দসই — মনের মতন, পছন্দের উপযুক্ত, যেমনটি ইচ্ছা করা গিয়াছিল তেমনটি। [ঃ শাড়িটা 'পছন্দসই' হয়নি।]

পঞ্চ — ৫, পাঁচ। পাঁচটি। [ঃ 'পঞ্চ'-বট।]

পঞ্চক — একত্র পাঁচটি। [ঃ গীতি-'পঞ্চক'।]

পঞ্চগব্য — দুধ দই ঘি গোময় ও গোমূত্র এই পাঁচটি গোজাত দ্রব্য।

পঞ্চগুণ — রূপ রস শব্দ স্পর্শ ও গন্ধ। পাঁচ দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা বা পরিমাণ হয়, পাঁচগুণ।

পঞ্চতন্ত্র — সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিখ্যাত নীতিমূলক গল্পগ্রন্থ।

পঞ্চতপা — চারিদিকে চারিটি অগ্নিকুণ্ড ও মাথার উপর সূর্য এই পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া যিনি তপস্যা করেন।

পঞ্চতিক্ত — নিম গুলঞ্চ বাসক ইত্যাদি পাঁচটি তিক্ত দ্রব্য।

পঞ্চত্রিংশ — ৩৫-এর, পঁয়ত্রিশের।

পঞ্চত্রিংশৎ — ৩৫ সংখ্যা, পঁয়ত্রিশ।

পঞ্চত্রিংশত্তম — পঁয়ত্রিশের, পঞ্চত্রিংশ।

পঞ্চত্ব — (প্রাচীন মত অনুসারে) ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি মৌলিক উপাদানের অবস্থা।

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত — (মূল পাঁচটি উপাদানের সহিত মিলিত হইয়াছে অর্থে) মৃত। [ঃ 'পঞ্চত্বপ্রাপ্ত' হওয়া।] **পঞ্চত্বপ্রাপ্তি** — মৃত্যু। [ঃ 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি' ঘটা।]

পঞ্চদশ — পনেরো। পনেরোর।

পঞ্চদশী — পনেরো বৎসর বয়স্কা।

পঞ্চধা — পাঁচ ভাগে। পাঁচ ভাবে। পাঁচ দিকে।

পঞ্চনদ — শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পাঁচটি নদ-নদী। [ঃ 'পঞ্চনদের' তীরে।] এই পাঁচটি নদ-নদী ধৌত অঞ্চল, পাঞ্জাব।

পঞ্চপিতা — জন্মদাতা কন্যাদাতা আশ্রয়-দাতা অন্নদাতা ও শিক্ষাদাতা।

পঞ্চপুষ্প — পাঁচ রকমের ফুল।

পঞ্চপ্রদীপ — পাঁচটি মুখ আছে এমন আরতির উপযোগী একরকম প্রদীপ।

পঞ্চবট — অশ্বত্থ বট বিল্ব অশোক ও আমলকী এই পাঁচরকম গাছ।

পঞ্চবটী — রামায়ণে বর্ণিত বিখ্যাত বন। অশ্বত্থ বট বিল্ব অশোক ও আমলকী এই পাঁচরকম গাছ আছে এমন স্থান।

পঞ্চবাণ — মদনের পঞ্চ শর (সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন স্তম্ভন।) পঞ্চশর, মদন।

পঞ্চবিংশ — পঁচিশের, ২৫-এর।

পঞ্চবিংশতি — পঁচিশ, ২৫।

পঞ্চবিংশতিতম — পঁচিশের, পঞ্চবিংশ।

পঞ্চভূত — (প্রাচীন ধারণা অনুসারে) ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি জাগতিক মূল উপাদান।

পঞ্চম — ৫ সংখ্যার পূরক, পাঁচের। [ঃ 'পঞ্চম' পুত্র।] স্ত্রী. — **পঞ্চমী**। [ঃ 'পঞ্চমী' কন্যা।]

পঞ্চমকার — তন্ত্রোক্ত পাঁচটি বিষয় সংক্রান্ত সাধন (মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন)।

পঞ্চমবাহিনী - - বহিঃশত্রুকে সাহায্য করে এমন দেশীয় বিশ্বাসঘাতকের দল।

পঞ্চমী — তিথি বিশেষ, অমাবস্যা বা

প্রতিপদের পরবর্তী পঞ্চম তিথি। (ব্যাকরণে) বিভক্তি বিশেষ।

পঞ্চমুখ — যাঁহার পাঁচটি মুখ, শিব, পঞ্চানন। পাঁচটি মুখ।

পঞ্চশর — মদন, প্রেমের দেবতা। ('পঞ্চবাণ' দেখ।)

পঞ্চষষ্টি — ৬৫, প'য়ষট্টি।

পঞ্চষষ্টিতম — ৬৫-র পূরক, প'ষট্টির।

পঞ্চসপ্ততি — ৭৫, প'চাত্তর।

পঞ্চসপ্ততিতম — ৭৫-এর পূরক, প'চাত্তরের।

পঞ্চাঙ্ক — পাঁচটি অঙ্ক আছে এমন। [ঃ 'পঞ্চাঙ্ক' নাটক।]

পঞ্চানন — পাঁচ মুখ যাহার, শিব।

পঞ্চানন্দ — শিশুর অপকারক অপদেবতা-বিশেষ।

পঞ্চান্ন — ৫৫ সংখ্যা।

পঞ্চামৃত — গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে সেব্য দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু ও চিনি।

পঞ্চায়েত — গ্রাম্য বিচারসভা।

পঞ্চায়েতি — পঞ্চায়েতের কাজ।

পঞ্চায়েতী — পঞ্চায়েত সংক্রান্ত। [ঃ 'পঞ্চায়েতী' বিচার ব্যবস্থা।]

পঞ্চাল — গঙ্গা ও যমুনার নিকটবর্তী প্রাচীন রাজ্য।

পঞ্চাশ, পঞ্চাশৎ — ৫০ সংখ্যা। **পঞ্চাশ বার** — বহুবার।

পঞ্চাশত্তম — পঞ্চাশের পূরক, ৫০তম।

পঞ্চাশিকা — (কবিতা ইত্যাদি) একত্র পঞ্চাশটি (স্ত্রী)। [ঃ চৌর-'পঞ্চাশিকা'।]

পঞ্চাশীতি — ৮৫, প'চাশী।

পঞ্চাশীতিতম — ৮৫ সংখ্যার পূরক, প'চাশীর।

পঞ্চাস্য — পাঁচ আস্য বা মুখ যাঁহার, শিব।

পঞ্চেন্দ্রিয় — চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়।

পঞ্চেষু — পঞ্চ ইষু বা শর যাঁহার, পঞ্চশর, মদন।

পঞ্জর — পাঁজরা। পিঁজরা।

পঞ্জা — পাঁচ ফোঁটা চিহ্নিত তাস। [ঃ হরতনের 'পঞ্জা'।]

পঞ্জাব — ('পাঞ্জাব' দেখ।)

পঞ্জি — তারিখ ইত্যাদির তালিকা। [ঃ দেওয়াল-'পঞ্জি'।] তারিখ অনুসারে লিখিত বিবরণী। [ঃ দিন-'পঞ্জি'।]

পঞ্জিকা — তারিখ তিথি শুভক্ষণ বার ব্রত ইত্যাদির তালিকা থাকে এমন বই, পাঁজী।

পঞ্জী — ('পঞ্জি' দেখ।)

পট্ — ভাঙিয়া বা ফাটিয়া যাওয়ার শব্দ। [ঃ 'পট্' ক'রে আওয়াজ হ'ল।] অকস্মাৎ দ্রুত ঘটনসূচক অনুকার। [ঃ 'পট্' ক'রে মারা গেল।]

পট — ছবি আঁকার উপযোগী কাপড় বা কাগজ, ক্যানভাস। [ঃ 'পটে' আঁকা ছবি।] ছবি। [ঃ লক্ষ্মীর 'পট'।] দৃশ্যপট, থিয়েটারের সীন। [ঃ 'পট'-পরিবর্তন।]

পটকা — একরকম আতশবাজি যাহা ফাটিলে শব্দ হয়। মাছের পেটের বায়ুপূর্ণ থলি।

পটকা — দুর্বল, ক্ষীণজীবী। [ঃ রোগা 'পটকা' চেহারা।]

পটকান — আছাড়। **পটকান মারা** — (কুস্তির সময়ে) আছাড় দিয়া ফেলা।

পটকানো — ফেলা, আছাড় দেওয়া। পরাজিত করা। খুব রোগা হওয়া। [ঃ 'পটকে' গেছে।]

পটগৃহ — বস্ত্রনির্মিত গৃহ, শিবির, তাঁবু।

পটপট — বার বার পট্ শব্দ। বার বার

দ্রুত ও অকস্মাৎ ঘটন সূচক অনুকার। [ঃ ছেলে দুটো 'পটপট' ক'রে মরে গেল।]

পটপরিবর্তন, পটপরিবর্ত্তন — নাটকের দৃশ্যান্তর। ঘটনাদির সম্পূর্ণ পরিবর্তন।

পটভূমি, পটভূমিকা — যে দৃশ্যপটের সম্মুখে অভিনয় হয়। পূর্ববর্তী ঘটনা ও পরিবেশ, 'ব্যাকগ্রাউন্ড'। [ঃ রুশ বিপ্লবের 'পটভূমিকা'।]

পটল — ('পটোল' দেখ।)

-পটল — 'সমূহ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ জলধর-'পটলে' আকাশ সমাবৃত।]

পটহ -- ঢাক। **কর্ণপটহ** — কানের ভিতরের ঝিল্লী।

পটা — বনিবনাও হওয়া, মনের মিল হওয়া। রাজী হওয়া। খাপ খাওয়া।

পটাং — হঠাৎ ভাঙিয়া বা ফাটিয়া যাওয়ার শব্দ।

পটানো — প্রলোভনাদির দ্বারা রাজী বা বশীভূত করা।

পটাপট — বার বার দ্রুত। [ঃ 'পটাপট' গিলিয়া ফেলিল।] বার বার পট্ শব্দ।

পটাবাস — ('পটগৃহ' দেখ।)

পটাশ্ — ('পটাং' দেখ।)

পটাশ — একরকম রাসায়নিক পদার্থ যাহা পটকা ইত্যাদি তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়।

পটি — কাপড়ের লম্বা ফালি। [ঃ 'পটি'-বাঁধা।] **জলপটি** — রোগীর কপালে দেওয়ার জন্য ভেজা ন্যাকড়া।

পটি — বাজারের অংশ। [ঃ লোহা-'পটি'।]

পটিমা — নৈপুণ্য, পটুত্ব।

পটীয়ান্ — বিশেষ পটু, খুব নিপুণ। স্ত্রী. — **পটীয়সী**।

পটু — নিপুণ, দক্ষ। ' বি. — **পটুতা, পটুত্ব**।

পটুয়া — যে পট আঁকে, চিত্রকর।

পটোল — একরকম সুপরিচিত সবজি ও তাহার গাছ। **পটোলচেরা** — (চোখের সৌন্দর্য বর্ণনায়) পটোল চিরিলে যেমন দেখায় সেইরূপ, টানা-টানা। [ঃ 'পটোল-চেরা' চোখ।] **পটোল তোলা** — (ব্যঙ্গে) মরা। [ঃ লোকটা 'পটোল' তুলেছে।]

পট্ট — পাটা, তক্তি, ফলক। [ঃ তাম্র-'পট্ট'।] সিংহাসন। [ঃ 'পট্ট'-মহিষী।] পাট। [ঃ 'পট্ট'-বাস।]

পট্টজ — পাট হইতে উৎপন্ন। [ঃ 'পট্টজ' দ্রব্য।]

পট্টন — পত্তন, নগর।

পট্টনায়ক — উপাধি বিশেষ।

পট্টবস্ত্র, পট্টবাস — পাট বা রেশমের কাপড়।

পট্টমহিষী — সিংহাসনে বসিবার অধি-কারিণী রানী, পাটরানী।

পট্টাম্বর — ('পট্টবস্ত্র' দেখ।)

পট্টি — প্রলোভনসূচক ধাপ্পা। [ঃ 'পট্টি' দেওয়া।] **পট্টি মারা** — প্রলোভনসূচক ধাপ্পা দেওয়া।

পট্টিশ, পট্টিস — প্রাচীন একরকম খড়্গ।

পট্টু — মোটা একরকম পশমী কাপড়।

পঠদ্দশা — ছাত্রাবস্থা।

পঠন — পাঠ, পড়া, অধ্যয়ন।

পঠনীয় — পড়ার যোগ্য। পড়িতে হইবে এমন।

পঠিত — পড়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'পঠিত' বিদ্যা।]

পঠিতব্য — (প্রায়ই ব্যঙ্গে) পড়িতে হইবে এমন। পড়ার যোগ্য। [ঃ 'পঠিতব্য' নহে।]

পড়তা — খেলার দান যাহাতে ক্রমাগত জিত হয়। উন্নতির মুখ। ভাগ্য। [ঃ 'পড়তা' খারাপ।] হিসাবে প্রাপ্ত সংখ্যা। [ঃ গড়-'পড়তা'।] দ্রব্য উৎপন্ন ক্রয় ও সংগ্রহ করিতে যে ব্যয় হয় তাহা। **পড়তা পড়া** — সুসময় আসা। ব্যয় উসুল হওয়া।

পড়তি — পড়িতেছে এমন অবস্থা, অবনতি। [ঃ বাজারের উঠতি-'পড়তি'।] পড়িয়াছে এমন বস্তু বা বস্তুর অংশ। [ঃ ঝরতি-'পড়তি'।] পড়িতেছে বা অবনতি হইতেছে এমন। [ঃ 'পড়তি' বাজার।] শেষ হইয়া আসিতেছে এমন। [ঃ 'পড়তি' বেলা।]

পড়ন্ত — যাহা পড়িতেছে। [ঃ 'পড়ন্ত' ফল।] তেজ কমিয়া আসিতেছে এমন। [ঃ 'পড়ন্ত' রোদ।] শেষ হইয়া আসিতেছে এমন। [ঃ 'পড়ন্ত' বেলা।] অবনতি হইতেছে এমন। [ঃ 'পড়ন্ত' ঘর।]

পড়পড় — কাপড় ইত্যাদি ছেঁড়ার শব্দ। ('পড়ো পড়ো' দেখ।)

পড়শী — প্রতিবেশী।

পড়া — পতিত হওয়া, উপর হইতে নীচে চ্যুত হওয়া। [ঃ মাটিতে 'পড়ল'; ঃ বৃষ্টি 'পড়ছে'।] গড়ানো, ঝরা। [ঃ চোখের জল 'পড়ল'; ঃ লাল 'পড়ছে'; ঃ পুঁজ 'পড়ছে'।] অবনতি হওয়া। [ঃ বাজার 'পড়া'।] শেষ বা মন্দীভূত হইয়া আসা। [ঃ বেলা 'পড়া'।] বাহির হওয়া। [ঃ রক্ত 'পড়া'; ঃ নিঃশ্বাস 'পড়া'।] আরম্ভ হওয়া। [ঃ শীত 'পড়া'।] কোনও অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকা। [ঃ বন্ধ 'পড়ে' আছে; ঃ অব্যবহৃত 'পড়ে' আছে।] থাকা, রহা। [ঃ পেছনে 'পড়া'।] খরচ হওয়া, দাম লাগা। [ঃ শাড়িতে কত 'পড়বে'?] শয্যাশায়ী হওয়া। [ঃ জ্বরে 'পড়া'।] বিবাহিতা হওয়া। [ঃ ভালো ঘরে 'পড়া'।] মিলিত হওয়া। [ঃ 'নদীতে' পড়েছে।] অনাদায় থাকা। [ঃ অনেক টাকা 'পড়ে' আছে।] আক্রমণ করা, হানা দেওয়া। [ঃ বাঘ 'পড়া'; ঃ ডাকাত 'পড়া'।] লাগা, ধরা, যুক্ত হওয়া। [ঃ ছাতা 'পড়া'; ঃ টোল 'পড়া'; ঃ মরিচা 'পড়া'।] প্রযুক্ত হওয়া। [ঃ তরকারিতে ঘি 'পড়া'।] অকস্মাৎ কোনও অবস্থা বা পরিবেশের মধ্যে পড়া। [ঃ বিপদে 'পড়া'; ঃ ভীড়ে 'পড়া'।] অকস্মাৎ ঘটা। [ঃ ডাক 'পড়া'।] ধীরে ধীরে জমা। [ঃ তলায় 'পড়ছে'; ঃ চর 'পড়ছে'।] অনুভূত বা প্রযুক্ত হওয়া। [ঃ টান 'পড়া'।] খসা, চ্যুত হওয়া। [ঃ দাঁত 'পড়া'; ঃ চুল 'পড়া'।] প্রচণ্ড শব্দ হওয়া। [ঃ তোপ 'পড়া'; ঃ বাজ 'পড়া'।] আকস্মিকতা বুঝাইতে ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত হয়। [ঃ আসিয়া 'পড়া'; গিয়া 'পড়া'।] পতিত হইয়াছে এমন। [ঃ 'পড়া' আম।] **কালসিটা পড়া** — প্রহারের ফলে কালো দাগ হওয়া। **কালি পড়া** — শিষ লাগিয়া কালো হওয়া। **কালো পড়া** — রং কালো হওয়া। **জল পড়া** — বৃষ্টি হওয়া। **জলে পড়া** — নষ্ট হওয়া, বৃথা ব্যয়িত হওয়া। [ঃ টাকা জলে 'পড়লো'।] **চোখ পড়া** — নজরে আসা। নজরে ধরা। **টান পড়া** — অভাব হওয়া। আকর্ষণ অনুভূত হওয়া। **টোল পড়া** — ছোট গর্ত হওয়া। **ডাক পড়া** — অকস্মাৎ ডাক আসা। **দাগ পড়া** — দাগ ধরা। **দাম পড়া** — দর কমা। দাম লাগা, মূল্য

দিতে হওয়া। **ধার পড়া** — প্রাপ্য টাকা উসুল না হওয়া। ধার নষ্ট হওয়া, ধার কমিয়া যাওয়া। **পাত পড়া** — অন্নাদি পরিবেশনের জন্য পাতা মেলা। আহারের সংস্থান বা ব্যবস্থা হওয়া। [ঃ দুবেলা বাড়িতে ত্রিশজনের 'পাত পড়ে'।] **পিঠে পড়া** প্রহৃত হওয়া। **পেট পড়া** — অনাহারের ফলে পেট উঁচু না থাকা। **পেটে পড়া** — ভুক্ত হওয়া। **পকেটে হাত পড়া** — টাকাপয়সা খরচের প্রয়োজন ঘটা। **পেটে হাত পড়া** উদরান্নের ব্যবস্থা বা জীবিকা সম্পর্কে ক্ষতিকর কিছু ঘটা। **ফুল পড়া** — প্রসবের পর গর্ভপুষ্প পতিত হওয়া। **বেলা পড়া** — বেলা ফুরাইয়া আসা। **মন পড়া** — আসক্ত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া। **মনে পড়া** — স্মরণে আসা। **রাগ পড়া** — ক্রোধ প্রশমিত হওয়া, রাগ কমা। **রোদ পড়া** — রোদ কমিয়া আসা। **লাল পড়া** — লালা ঝরা, লুব্ধ হওয়া। **হাত পড়া** — ব্যবহারের জন্য গৃহীত হওয়া। **হাতে পড়া** — কবলিত হওয়া, বশীভূত হওয়া। [ঃ ডাকাতের 'হাতে পড়া'।]

পড়া — পাঠ করা। উচ্চস্বরে পাঠ করা। পড়াশুনা করার জন্য যাওয়া। [ঃ কলেজে 'পড়ি'।] মন্ত্রপূত করা। [ঃ জল 'পড়া'।] পাঠ। উচ্চস্বরে পাঠ। পাঠ্য বিষয়। [ঃ 'পড়া মুখস্থ করা, ঃ পড়ার বই।] পাঠ করা হইয়াছে এমন, পঠিত। [ঃ 'পড়া বই'।] **পড়া করা** — নির্দিষ্ট পাঠ তৈয়ার করা। **পড়া দেওয়া** — পাঠ্য বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। **পড়া ধরা, পড়া নেওয়া বা লওয়া** — পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা। **জলপড়া** — মন্ত্রপূত জল। ঐরূপ জল দিয়া চিকিৎসা।

পড়ানো — পড়িতে সাহায্য করা, পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। [ঃ শিক্ষক মহাশয় 'পড়াইতেছেন'।] অধ্যাপনা বা শিক্ষকতা করা। [ঃ কলেজে 'পড়াই'।] পড়িবার জন্য খরচ দেওয়া। [ঃ বি এ - এম এ 'পড়াতে পারব না।] বুলি ধরানো। [ঃ পাখীকে পড়ানো।] আবৃত্তি করানো, উচ্চারণ করানো। [ঃ মন্ত্র 'পড়ানো'।]

পড়াশুনা লেখাপড়া, বিদ্যার্জন। পুস্তক হইতে অর্জিত জ্ঞান। [ঃ অনেক পড়াশুনা আছে।]

পড়াং — বেত বা চাবুক মারার শব্দ।

পড়াং পড়াং — বার বার পড়াং শব্দ।

পড়িছা — (প্রাচীন কবিতায়) পারিষদ। জগন্নাথদেবের মন্দিররক্ষক ছড়িদার।

পড়িয়াল — কাপড়ের প্রস্থের দিকের সুতা, পড়েন।

পড়ুয়া — যে পাঠ করে ছাত্র। খুব পড়ে এমন। [ঃ পড়ুয়া ছেলে।]

প'ড়ো — ('পড়ুয়া দেখ।)

প'ড়ো — ভাঙিয়া পড়িয়াছে বা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে এমন। [ঃ প'ড়ো' বাড়ি, ঃ প'ড়ো জমি।]

পড়েন — বাটখারা। ওজন। [ঃ 'পড়েন' করা।]

পড়েন (পড়িয়াল' দেখ।)

পড়োপড়ো — পড়ে পড়ে এমন, পতনোন্মুখ।

পণ — প্রতিজ্ঞা সংকল্প। [ঃ মরণ 'পণ'।] বাজি, শর্ত। **জীবন পণ** — জীবন দিয়াও কর্তব্যসাধনের সংকল্প। **ধনুক-ভাঙা পণ** — খুব কঠিন বা প্রায় অসম্ভব কাজ করার সংকল্প। **মরণ পণ, মৃত্যু পণ** — মৃত্যুকে বরণ করিয়াও কর্তব্যসাধনের সংকল্প।

পণ — মূল্য। বিবাহে বর বা কন্যাপক্ষকে দেয় অর্থ। **কন্যাপণ** — পাত্রীকে পাইবার মূল্যস্বরূপ কন্যাপক্ষকে দেয় অর্থ। **বরপণ** — পাত্রীকে গ্রহণ করার জন্য বরকে দেয় অর্থ।

পণ - বিশ গণ্ডা, ৮০টা, কাহনের ষোল ভাগের এক ভাগ, ৴০।

পণকিয়া - (ধারাপাতে) পণ সংক্রান্ত ক্রমিক গণনা।

পণব — ঢোল জাতীয় এককালের বাদ্যযন্ত্র, পাখোয়াজ।

পণবন্ধ - প্রতিজ্ঞাবন্ধ। শর্তে আবদ্ধ

পণ্ড — (আয়োজনাদি) ব্যর্থ, বিফল। [ঃ শ্রম 'পণ্ড' হওয়া।] বিনষ্ট। [ঃ যজ্ঞ 'পণ্ড' করা।]

পণ্ডশ্রম — বৃথা চেষ্টা, নিষ্ফল শ্রম। যাহার শ্রম পণ্ড হইয়াছে এমন।

পণ্ডিত — বিদ্বান, জ্ঞানী। [ঃ 'পণ্ডিত' লোক।] টোল পাঠশালা ইত্যাদির শিক্ষক। ব্রাহ্মণের উপাধি।

পণ্ডিতপ্রবর, পণ্ডিতবর — পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ।

পণ্ডিতমূর্খ — লেখাপড়া শিখিয়াও নির্বোধ। বি -- **পণ্ডিতমূর্খতা**।

পণ্ডিতম্মন্য — যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে। বি **পণ্ডিতম্মন্যতা**।

পণ্ডিতি — টোল পাঠশালা ইত্যাদিতে শিক্ষকতা। [ঃ 'পণ্ডিতি' করা।] (ব্যঙ্গে) পাণ্ডিত্য।

পণ্ডিতী - (নিন্দার্থে) পণ্ডিতের যোগ্য। [ঃ 'পণ্ডিতী' বাংলা।]

পণ্য — বিক্রয়যোগ্য। বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য।

পণ্যজীবী - ব্যবসায়ী, বেচাকেনার দ্বারা যে জীবিকা অর্জন করে।

পণ্যবীথি, পণ্যবীথিকা — দোকানের সারি।

পণ্যশালা — দোকান।

পণ্যা -- বিক্রয়যোগ্যা।

পণ্যাঙ্গনা — বেশ্যা, গণিকা।

পতগ — পতঙ্গ। পক্ষী।

পতঙ্গ — উড়িতে পারে এমন কীট। ফড়িং।

পতঞ্জলি — যোগসূত্র ও পাণিনিভাষ্য রচয়িতা বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি।

পতত্র - পাখীর ডানা, পাখা।

পতত্রী - পাখী।

পতন - পড়া, উপর হইতে নিম্নে চ্যুতি। নিম্নগতি। [ঃ 'পতন' কাল।] অধোগতি, অবনতি। ধ্বংস বিনষ্টি। [ঃ সাম্রাজ্যের 'পতন'।] নিধন, মৃত্যু। [ঃ প্রবীরের 'পতন'।] ক্ষমতা হইতে বিচ্যুতি। [ঃ মন্ত্রিসভার 'পতন'।] সৈন্যদল কর্তৃক অধিকার। [ঃ দুর্গের 'পতন'।]

পতনীয় — পতনযোগ্য।

পতনোন্মুখ — পতনের উপক্রম, পড়োপড়ো।

পত্ পত্ — পতাকা উড়িবার শব্দ।

পত্র — ধাতুনির্মিত পাত্র।

পতাকা — নিশান ধ্বজা।

পতাকাদণ্ড — যে দণ্ড বা লাঠির ডগায় পতাকা লাগানো হয়।

পতাকাধারী, পতাকাবাহী - যে পতাকা বহন করে।

পতাকী — ('পতাকাধারী' দেখ)

পতি — স্বামী।

-পতি — প্রভু মালিক শাসক পরিচালক প্রধান ব্যক্তি ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। [ঃ নর-'পতি', ঃ রাষ্ট্র-'পতি', ঃ জগৎ-'পতি'; ঃ সেনা-'পতি'।]

পতিকুল — স্বামীর বংশ।

পতিগৃহ — স্বামীর ঘর।

পতিঘাতিনী — স্বামীর হত্যাকারিণী।

পতিদেবতা — স্বামীরূপ দেবতা।

পতিপ্রাণা — স্বামীতে একান্তভাবে অনুরক্তা, যে স্ত্রীলোকের নিকট স্বামী প্রাণের মতো প্রিয়।

পতিব্রতা — স্বামীর সেবাই যে স্ত্রীর একমাত্র ব্রত, পতিপ্রাণা।

পতিত — পড়িয়া গিয়াছে এমন। ভ্রষ্ট, চ্যুত। সমাজ হইতে বিচ্যুত। পাপী। [ঃ 'পতিতের উদ্ধার ঃ 'পতিত-পাবন।] উপস্থিত, উদিত। [ঃ নয়ন পথে 'পতিত ।]

পতিত — পড়ো, অনাবাদী। [ঃ 'পতিত জমি।]

পতিতপাবন — যিনি পাপীকে উদ্ধার করেন। স্ত্রী — **পতিতপাবনী।**

পতিতা — ভ্রষ্টা, কুলটা বেশ্যা।

পত্তন - আরম্ভ। স্থাপন। নির্মাণ আরম্ভ।

পত্তন – নগর শহর।

পত্তনি — নির্দিষ্ট খাজনা দিতে হয় এমন ভূসম্পত্তি। **পত্তনিদার** — ঐরূপ ভূসম্পত্তির অধিকারী। **দরপত্তনি** — পত্তনিদারের নিকট গৃহীত পত্তনি।

পত্তর — পত্র। [ঃ কাগজ পত্তর ।]

পত্নী — স্ত্রী জায়া ভার্যা।

পত্নীঘাতী — স্ত্রীহত্যাকারী।

পত্নীবৎসল — স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত।

পত্র — পাতা পল্লব। [ঃ পদ্ম 'পত্র'।]

পত্র — চিঠি। [ঃ 'পত্র' দেওয়া।] মুদ্রিত বা লিখিত কাগজ। [ঃ দলিল পত্র ঃ অনুমতি-'পত্র , ঃ মান 'পত্র , ঃ সংবাদ 'পত্র'।]

পত্র — পাত। [ঃ স্বর্ণ-'পত্রে' লেখা।]

-পত্র — ইত্যাদি বুঝাইতে কোনও কোনও শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কাগজ-'পত্র', ঃ জিনিস 'পত্র', ঃ আসবাব 'পত্র'।]

পত্রপাঠ — চিঠি পড়িয়াই, সঙ্গে সঙ্গে। [ঃ পত্রপাঠ বিদায়।]

পত্রপুট — পাতা দিয়া তৈয়ারী পাত্র।

পত্রবাহক — যে চিঠি লইয়া যায়।

পত্রব্যবহার — চিঠিতে আলাপ, চিঠি দেওয়া নেওয়া পত্রালাপ।

পত্ররচনা, পত্রলেখা — গালে কপালে চন্দনাদি দিয়া চিত্র রচনা। উলকি। চিঠি লেখন।

পত্রাঙ্ক – বইয়ের পাতা বা পৃষ্ঠা সূচক সংখ্যা।

পত্রাবলী — চিঠিসমূহ, চিঠিপত্রের সংকলন।

পত্রালাপ চিঠির আদান প্রদান, পত্র-ব্যবহার।

পত্রিকা – নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে সংবাদ ও রচনাদির এমন সংকলন। [ঃ দৈনিক পত্রিকা ঃ মাসিক 'পত্রিকা', ঃ সাপ্তাহিক পত্রিকা, ঃ ত্রৈমাসিক পত্রিকা।] লিখিত কাগজ ইত্যাদি। [ঃ জন্ম পত্রিকা।] ছোট চিঠি ক্ষুদ্র পত্র লিপিকা।

পত্রোদ্গম পাতা বাহির হওয়া।

পথ যাতায়াত করিবার নির্দিষ্ট স্থান, রাস্তা সড়ক। ফাক অবকাশ বা স্বচ্ছতা যাহার মধ্য দিয়া দৃষ্টি যায়, আলো জল ইত্যাদি গমনাগমন করিতে পারে। [ঃ বাতায়ন পথ', ঃ জলনিকাশের 'পথ'।] উপায়, ব্যবস্থা, পন্থা। [ঃ 'পথ' বাতলানো।] সম্মুখবর্তী স্থান। [ঃ নয়ন 'পথ ।] **পথ চলা** — রাস্তা দিয়া হাঁটা। **পথ চাওয়া** — পথের দিকে তাকাইয়া থাকা, অধীরভাবে অপেক্ষা করা, আশা লইয়া প্রতীক্ষা করা। **পথ দেখা** — (ব্যঙ্গে) অন্য উপায় বাহির করা অন্যত্র যাওয়া সরিয়া পড়া।

পথ দেখানো — দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। **পথ ধরা** — উপায় অবলম্বন করা। **পথে বসানো** — সর্বস্বান্ত করা। বিপন্ন ও নিরুপায় অবস্থায় ফেলা। **পথের ভিখারী** — নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। **পথ হারানো** — ভুল পথে যাওয়া, রাস্তা ভুল করা। দিশাহারা হওয়া। কুপথে যাওয়া। **পথের কাঁটা** — বিঘ্ন, কোনও কাজের বা লাভের অন্তরায়।

পথকর — রাস্তার তৈয়ারি ও মেরামতের জন্য সরকারকে দেয় অর্থ, রোড-সেস।

পথকার - যে পথ করে। যে নূতন পথ বা উপায় দেখায়, পথিকৃৎ।

পথখরচ — যাতায়াতের জন্য খরচ, পাথেয়।

পথঘাট — যাতায়াতের ব্যবস্থা, রাস্তা খেয়া ইত্যাদি।

পথচারী — যে রাস্তায় চলে, পথিক। [ঃ 'পথচারীদের' ভিড়।]

পথপ্রদর্শক — যে রাস্তাঘাট দেখাইয়া লইয়া চলে, 'গাইড'। নূতন পথের নির্দেশক। যে কোনও কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

পথপ্রান্ত — পথের শেষ। পথের ধার বা পার্শ্ববর্তী স্থান।

পথবিপথ -- ভাল পথ ও মন্দ পথ। ঠিক পথ ও ভুল পথ।

পথভ্রান্ত — যে পথ ভুল করিয়াছে, যে ভুল পথে গিয়াছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দিশাহারা।

পথরোধ — যাইতে না দেওয়ার জন্য পথ আগলানো, পথে বাধা সৃষ্টি।

পথহারা -- যে পথ ভুলিয়াছে। দিশাহারা। বিপথগামী।

পথিক — পথ দিয়া যে চলে, পান্থ, পথচারী।

পথিকৃৎ — যিনি কোনও কাজ সর্বপ্রথম করিয়া দৃষ্টান্ত দেখান। [ঃ বাংলা উপন্যাসের 'পথিকৃৎ'।]

পথিমধ্যে — রাস্তার মাঝে, পথে।

পথিপার্শ্বে — রাস্তার ধারে, পথপ্রান্তে।

পথেঘাটে — যেখানে সেখানে, অপরিচিত স্থানে। [ঃ 'পথেঘাটে' প'ড়ে মরা।]

পথ্য - রোগীর খাদ্য। **পথ্য করা** — রোগ সারিবার পর ভাত ইত্যাদি খাওয়া।

পথ্যাপথ্য — শরীরের পক্ষে উপকারী খাদ্য ও অনিষ্টকারী খাদ্য, পথ্য ও অপথ্য। [ঃ 'পথ্যাপথ্য' বিচার নাই।]

পদ -- পা, চরণ। [ঃ নগ্ন 'পদ'।] পদপাত, পদক্ষেপ, পা ফেলা। [ঃ প্রতি 'পদে'।] হাঁটিবার সময় একবার পা ফেলিলে যতখানি স্থান অতিক্রম করা যায়। [ঃ কয়েক 'পদ' অগ্রসর হইয়া।]

পদ -- কাজের ভার, চাকরি। [ঃ সম্পাদকের 'পদ' গ্রহণ।] কর্ম বা নিয়োগ অনুসারে অধিকার। [ঃ কেশিয়ারের 'পদ'; ঃ রাজ-'পদ'।] স্থল বা নিয়োগ ক্ষেত্র। [ঃ 'পদ' শূন্য হওয়া।]

পদ — (ব্যাকরণে) বিভক্তি যুক্ত শব্দ।

পদ - কবিতার পঙ্‌ক্তি, চরণ। কবিতা।

পদ — বিভিন্ন বস্তু বা অংগ। [ঃ ভোজে 'পদের' সংখ্যা কম ছিল না।]

পদকর্তা, পদকর্ত্তা — পদাবলীর রচয়িতা, বৈষ্ণব কবিতার লেখক।

পদকার — ('পদকর্তা' দেখ।)

পদক্ষেপ — পা ফেলা, পদপাত।

পদগৌরব — কর্মভার গ্রহণ বা কাজে নিয়োগের ফলে মর্যাদা, পদমর্যাদা।

পদচারণ — পায়চারি।

পদচিহ্ন — পায়ের ছাপ বা দাগ।

পদচ্যুত — চাকরি ইত্যাদি হইতে বিতাড়িত, বরখাস্ত।

পদচ্যুতি — চাকরি ইত্যাদি হইতে বিতাড়ন, [illegible]

পদচ্ছায়া, পদছায়া — পদতলে আশ্রয়, শরণ, পদাশ্রয়।

পদত্যাগ — চাকরি বা কর্মভার ত্যাগ, ইস্তফা।

পদদলিত — পা দিয়া মাড়ানো হইয়াছে এমন। নির্মমভাবে অত্যাচারিত, নির্যাতিত।

পদধূলি — পায়ের ধুলো।

পদপল্লব — পাতার মতো সুকোমল চরণ।

পদপাত — পা ফেলা, পদক্ষেপ, চরণপাত।

পদপ্রান্ত — পায়ের পাশ, পায়ের তলা, পায়ের কাছ। [দ্রঃ 'পদপ্রান্তে' আশ্রয়।]

পদপ্রার্থী - চাকরি কর্মভার ইত্যাদি যে চায়, উমেদার। স্ত্রী — **পদপ্রার্থিনী**।

পদব্রজে - পায়ে হাঁটিয়া।

পদমর্যাদা, পদমর্য্যাদা — চাকরি বা কর্মভার গ্রহণের জন্য সম্মান, পদগৌরব।

পদরজ, পদরেণু — পায়ের ধুলা, পদধূলি।

পদলেহন — পা চাটা, হীন তোষামোদ, হীন চাটু।

পদলেহী — যে পদলেহন করে, হীন চাটুকার, হীন ও নির্লজ্জ খোশামুদে।

পদসেবা -- পা টেপা, পা ডলন।

পদস্খলন — পা পিছলাইয়া পতন। সৎপথ বা কর্তব্য হইতে চ্যুতি। বি - **পদস্খলিত**।

পদস্থ -- উচ্চ পদে নিযুক্ত। পদে নিযুক্ত।

পদক — হারের দোলক। প্রশংসাসূচক ধাতুনির্মিত অলংকার, মেডেল। **সুবর্ণ-পদক, স্বর্ণপদক** -- সোনার মেডেল। **সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত** — পরীক্ষায় বা প্রতি-যোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারকারী।

পদকপ্রাপ্ত — যে পদক বা মেডেল পাইয়াছে। বি — **পদকপ্রাপ্তি**।

পদবি, পদবী — উপাধি। বংশীয় নাম।

পদাংশ — শব্দের বা পদের অংশ, অক্ষর। কবিতার অংশ। কবিতার চরণের অংশ।

পদাঘাত – পা দিয়া আঘাত, লাথি।

পদাঙ্ক — পায়ের চিহ্ন। **পদাঙ্ক অনুসরণ** — অপরের দৃষ্টান্ত বা কার্যপন্থার অনুকরণ।

পদাতিক -- পায়ে হাঁটিয়া চলে এমন সৈন্য, পাইক।

পদানত পায়ে পড়িয়াছে এমন, পদতলে পতিত। অপরের বশীভূত, হীনভাবে অনুগত, স্বাতন্ত্র্যহীন। [দ্রঃ বৃটিশের 'পদানত'।]

পদানুবর্তী, পদানুবর্ত্তী – অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণকারী।

পদাবনত (পদানত দেখ।)

পদাবনতি উচ্চ পদ হইতে নিম্নতর পদে নিয়োগ। (দ্রঃ পদোন্নতি।)

পদাবলী বৈষ্ণব গীতিকবিতা।

পদাম্বুজ, পদারবিন্দ -- পা রূপ পদ্ম, পাদপদ্ম।

পদার্থ দ্রব্য, বস্তু, জিনিস। সার বস্তু। [দ্রঃ শরীরে 'পদার্থ' নেই।]

পদার্থ পদের বা শব্দের অর্থ, শব্দার্থ।

পদার্থবিৎ, পদার্থবিদ্ — ('পদার্থবিজ্ঞানী' দেখ।)

পদার্থবিজ্ঞান -- পদার্থবিদ্যা, বস্তুর সাধারণ ধর্ম বা গুণ সম্পর্কে জ্ঞান, বল শব্দ তাপ আলোক তড়িৎ ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞান, ফিজিক্স্।

পদার্থবিজ্ঞানী - পদার্থবিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তি।

পদার্থবিদ্যা — ('পদার্থবিজ্ঞান' দেখ।)

পদার্পণ — পা দেওয়া, আগমন। সবেমাত্র উপস্থিত হওয়া।

পদাশ্রয় — চরণরূপ আশ্রয়, পদছায়া।

পদাশ্রিত — চরণতলে আশ্রয় পাইয়াছে

এমন, দয়া করিয়া আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এমন।

পদাহত — যাহাকে লাথি মারা হইয়াছে, যাহাকে পা দিয়া আঘাত করা হইয়াছে।

পদিনা — একরকম শাক যাহা চাটনিতে ব্যবহৃত হয়।

পদে পদে — প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কাজে।

পদোন্নতি — চাকরি ইত্যাদিতে উন্নতি, উচ্চতর পদে নিয়োগ।

পদ্ধতি — রীতি, প্রণালী। চিরাচরিত নিয়ম, আচার।

পদ্ম — একরকম জলজ সুবিখ্যাত ফুল।

পদ্মনাভ — বিষ্ণু।

পদ্মপলাশ — পদ্মের পাপড়ি।

পদ্মপলাশলোচন — পদ্মের পাপড়ির মতো দেখিতে যাহার চোখ। শ্রীকৃষ্ণ। রামচন্দ্র।

পদ্মযোনি — ব্রহ্মা।

পদ্মলোচন — পদ্মের বা পদ্মের পাপড়ির মতো যাহার চোখ। শ্রীকৃষ্ণ। রামচন্দ্র।

পদ্মহস্ত — পদ্মের মতো সুন্দর ও সুকোমল হাত, করকমল। ঐরূপ হাত যাহার।

পদ্মা — লক্ষ্মী, কমলা। বাংলাদেশের সুবিখ্যাত নদী। মনসা। [ঃ 'পদ্মা'-পুরাণ।]

পদ্মাক্ষী — পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ যে নারীর, কমলাক্ষী।

পদ্মাবতী — মনসা। মহাভারতে বর্ণিত কর্ণের স্ত্রী।

পদ্মালয়া — লক্ষ্মী।

পদ্মাসন — দুই পা মুড়িয়া বসিবার একরকম ভঙ্গি। ব্রহ্মা। পদ্মের আসন।

পদ্মাসীন — পদ্মে বসিয়া আছে এমন।

পদ্মিনী — বহু পদ্ম আছে এমন পুষ্করিণী। পদ্মের ঝাড়। সুলক্ষণা নারী। কিংবদন্তীতে বর্ণিতা মেবারের রানী।

পদ্মিনীনাথ, পদ্মিনীবল্লভ — পদ্মের যিনি প্রিয়, সূর্য।

পদ্য — পদে বা চরণে সজ্জিত ছন্দোবদ্ধ রচনা। (তুঃ 'গদ্য'।)

পদ্যাংশ — কবিতার অংশ।

পনর — ১৫ সংখ্যা, পঞ্চদশ।

পনরই — মাসের পনেরো তারিখ।

পনরো, পনরোই — ('পনর' ও 'পনরই' দেখ।)

পনস — কাঁটাল।

-পনা — আচরণ বা ভাব বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ গিন্নী-'পনা'; ন্যাকা-'পনা'।]

পনির, পনীর — লবণযুক্ত একরকম জমাট ছানা, 'চীজ'।

পনেরো — ('পনর' দেখ।)

পনেরোই — ('পনরই' দেখ।)

পন্থা — পথ, উপায়। রীতি।

পন্থী — পথিক। পথ অনুসরণকারী। [ঃ চলতি হাওয়ার 'পন্থী'।]

-পন্থী — মতে বা ধর্মমতে বিশ্বাসী অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ প্রাচীন-'পন্থী'; ঃ কবীর-'পন্থী'।] বি. — **-পন্থিতা**।

পপাত — (ব্যঙ্গে) পতিত।

পবন — বায়ু। বাতাসের দেবতা।

পবননন্দন — রামায়ণে বর্ণিত হনুমান।

পবনহিল্লোল — বাতাসের ঢেউ, বাতাসের দোলা।

পবিত্র — নিষ্পাপ, পূত, পুণ্যময়। [ঃ 'পবিত্র' চরিত্র; ঃ 'পবিত্র' জল।] বি. — **পবিত্রতা**। স্ত্রী. — **পবিত্রা**।

পবিত্রাত্মা — পূতচরিত্র, পূতাত্মা।

পমেটম — কেশসজ্জায় ব্যবহার্য একরকম সুগন্ধি তেলতেলে জিনিস।

পম্পা — বিন্ধ্যাচলের নিকটে অবস্থিত প্রাচীন কালের বিখ্যাত সরোবর। ঋষ্যমূক পর্বত হইতে প্রবাহিত একটি প্রাচীন নদী।

পয় — সৌভাগ্য। লাভজনক সময়। [ঃ 'পয়' পড়া।]

পয়মন্ত — ভাগ্যবান্। কার্যাদি সিদ্ধির পক্ষে শুভকর।

পয়ঃ — দুগ্ধ। জল। [ঃ 'পয়ঃ' প্রণালী।]

পয়ঃপ্রণালী — জলনিকাশের পথ, নর্দমা।

পয়গম্বর — ঈশ্বরের বাণীবাহক, ভগবানের দূত।

পয়জার -- চটিজুতা।

পয়দা — জন্মিয়াছে বা উৎপন্ন হইয়াছে এমন, জাত, উৎপন্ন। [ঃ 'পয়দা' করা; ঃ 'পয়দা' হওয়া।]

পয়নালা, পয়নালী -- নর্দমা, জলনিকাশের পথ।

পয়মাল — নষ্ট, তছনছ।

পয়লা — প্রথম। [ঃ 'পয়লা' নম্বর।] মাসের প্রথম দিন। **পয়লা নম্বর** - ('নম্বর' দেখ।)

পয়সা — তামার একরকম মুদ্রা, এক আনার চার ভাগের এক ভাগ। ধন, অর্থ। [ঃ খুব 'পয়সা' করেছে।] **কাঁচা পয়সা** — বিনা শ্রমে বা স্বল্প শ্রমে প্রাপ্ত অর্থ। নগদ টাকা। **পয়সা উড়ানো** — যথেচ্ছভাবে টাকা ব্যয় করা। **পয়সা করা** — টাকা উপার্জন ও সঞ্চয় করা। **পয়সা কামানো** — বহু টাকা রোজগার করা। **পয়সার মুখ দেখা** — অর্থাগম শুরু হওয়া। **দুপয়সা** — কিছু টাকাকড়ি। **বেশ দুপয়সা** — অনেক টাকা, প্রচুর টাকা।

পয়স্বিনী -- দুগ্ধবতী, দুধালো। [ঃ 'পয়স্বিনী' গাভী।]

পয়া — ('পয়মন্ত' দেখ।)

পয়ার — চৌদ্দ অক্ষরে রচিত দুই চরণ-বিশিষ্ট বাংলা পদ্য ও উহার ছন্দ।

পয়োধর — স্তন। মেঘ।

পয়োধি, পয়োনিধি --- সমুদ্র।

পয়োরাশি — জলরাশি। সমুদ্র।

পর — অন্য লোক। [ঃ 'পর'-হস্ত।] অনাত্মীয়। [ঃ তুমি কি 'পর'!]

পর — পরম, সর্বশ্রেষ্ঠ। [ঃ 'পর'-ব্রহ্ম।] স্ত্রী. — **পরা**। [ঃ 'পরা'-বিদ্যা।]

পর — পশ্চাৎ, অন্তর, বাদ। [ঃ একের 'পর'; ঃ তার 'পর'।]

-পর — আসক্ত, পরায়ণ। ব্যস্ত, ব্যাপৃত। [ঃ তৎ-'পর'; ঃ স্বার্থ-'পর'।] স্ত্রী -- **-পরা**। বি. -- **-পরতা**। [ঃ স্বার্থ-পরতা।]

'পর -- (কবিতায় ও সংক্ষেপে) উপর।

পরকলা -- কাচ। লেন্স। আরশি।

পরকাল — মৃত্যুর পরের অবস্থা, পরলোক। ভবিষ্যৎ। [ঃ ছেলেটার 'পরকাল' ঝরঝরে।]

পরকাশ — (কবিতায়) প্রকাশ।

পরকাশা - (কবিতায়) প্রকাশ করা।

পরকীয় -- অপরের, অন্যের।

পরকীয়া — অপরের স্ত্রী, পরপত্নী। ঐরূপ নারী সংক্রান্ত। [ঃ 'পরকীয়া' প্রেম।] **পরকীয়া তত্ত্ব** -- ঐরূপ নায়িকার সহিত প্রেমসাধনা সংক্রান্ত মত বা বিদ্যা।

পরখ --- পরীক্ষা, যাচাই। [ঃ 'পরখ' করা।]

পরগনা — একত্র কতকগুলি গ্রাম, জেলার অংশ।

পরগাছা — অন্য গাছের উপর জন্মে এমন গাছ।

পরচর্চা, পরচর্চ্চা — অন্যের সম্বন্ধে

আলোচনা।

পরচর্চাকারী, পরচর্চ্চাকারী — যে পরচর্চা করে। স্ত্রী. — **পরচর্চাকারিণী, পরচর্চাকারিণী**।

পরচা — জমির মাপ খাজনা ইত্যাদির বিবরণপত্র।

পরচালা — চালের সঙ্গে সংলগ্ন ছোট চাল।

পরচুলা — অপরের চুল বা শণাদি দিয়া প্রস্তুত কৃত্রিম চুল দাড়ি ইত্যাদি।

পরচ্ছিদ্র — অপরের দোষ-ত্রুটি।

পরচ্ছিদ্রান্বেষণ — অপরের দোষ-ত্রুটির সন্ধান।

পরচ্ছিদ্রান্বেষী — যে অপরের দোষ-ত্রুটির সন্ধান করে। স্ত্রী. — **পরচ্ছিদ্রান্বেষিণী**।

পরজ — (সংগীতে) রাগ বিশেষ।

পরজীবী — যে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচে। যে জীব অন্য জীবের দেহে বাস করে, জীবাণু।

পরটা — ('পরোটা' দেখ।)

পরত — (কবিতায়) স্তর, ভাঁজ। [ঃ 'পরতে পরতে'।]

পরতঃ — অপর হইতে, স্বতঃ নহে।

পরতন্ত্র — পরের বশ, পরাধীন। (তু ঃ 'স্বতন্ত্র'।) বি. — **পরতন্ত্রতা, পারতন্ত্র্য**।

পরত্র — মৃত্যুর পরবর্তী স্থান, পরলোক। বি. — **পারত্রিক**।

পরদা — যবনিকা, কাপড়ের আবরণ। (সংগীতে) স্তর। **চোখের পরদা** — লজ্জা।

পরদানশীন — পরদার আড়ালে থাকে এমন নারী, অন্তঃপুরবাসিনী।

পরদার — অন্যের স্ত্রী।

পরদারগামী, পরদারিক — অন্যের স্ত্রীর সহিত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত।

পরদেশ — অন্যের দেশ, বিদেশ।

পরদেশী — বিদেশী। স্ত্রী. — **পরদেশিনী**।

পরধন — অপরের টাকাকড়ি, অন্যের ঐশ্বর্য।

পরধর্ম, পরধর্ম্ম — নিজের জাতি সমাজ বা প্রকৃতির বিরুদ্ধ ধর্ম। (তু ঃ 'স্বধর্ম'।) [ঃ 'পরধর্ম' ভয়াবহ।]

পরধর্মদ্বেষ, পরধর্ম্মদ্বেষ — অন্যের ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

পরধর্মদ্বেষী, পরধর্ম্মদ্বেষী — যে অন্যের ধর্মের প্রতি ঘৃণা বা বিরূপ ভাব পোষণ করে। স্ত্রী. — **পরধর্মদ্বেষিণী, পরধর্ম্মদ্বেষিণী**।

পরন — পরিধান। [ঃ 'পরনে' কাপড় নাই।]

পরনারী — পরস্ত্রী, অন্যের পত্নী।

পরনিন্দা — অন্যের কুৎসা।

পরন্তপ — শত্রুকে যিনি ক্লেশ দেন, শত্রুজয়ী, অরিন্দম।

পরন্তু — কিন্তু। পক্ষান্তরে। বরং।

পরপতি — অপরের স্বামী। উপপতি।

পর পর — ক্রমান্বয়ে, একের পর অন্যে।

পরপীড়ক — যে অন্যের প্রতি অত্যাচার করে।

পরপীড়ন — অপরের প্রতি অত্যাচার।

পরপুরুষ — স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ। স্ত্রীলোকের অনাত্মীয় ব্যক্তি।

পরপুষ্ট — অন্যের দ্বারা লালিত। কোকিল (কাক উহাকে লালন করে, এই অর্থে)।

পরব — চিরাচরিত উৎসব।

পরবর্তী, পরবর্ত্তী — পরে আছে বা আসিতেছে এমন। ভাবী, ভবিষ্যৎ। স্ত্রী. — **পরবর্তিনী, পরবর্ত্তিনী**।

পরবশ — অন্যের বশীভূত, পরাধীন। [ঃ শত্রুর 'পরবশ' হওয়া।]

পরবাস — প্রবাস। অন্যের গৃহ।

পরবাসী — প্রবাসী। অন্যের গৃহে থাকে

এমন।

পরব্রহ্ম — পরম ব্রহ্ম, সর্বাতীত ব্রহ্ম।

পরভাগ্যোপজীবী — যে অন্যের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জন করে। স্ত্রী — **পরভাগ্যোপজীবিনী**।

পরভৃৎ — অপরকে যে পালন করে। কাক (কাক কোকিলের ডিমে তা দেয় ও কোকিলের বাচ্চাকে লালন করে এই অর্থে)।

পরভৃতিকা — দাসী, ঝি।

পরম — শ্রেষ্ঠ, মহান্। [ঃ 'পরম' বাণী।] অত্যন্ত, খুব। [ঃ 'পরম' আনন্দ।] সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাতীত। [ঃ 'পরম' ব্রহ্ম।] স্ত্রী — **পরমা**। [ঃ 'পরমা' সুন্দরী।]

পরমগতি — মোক্ষ, মুক্তি।

পরমত — অন্যের মতামত।

পরমতসহিষ্ণু — যে অন্যের মতামত সহ্য করে। বি — **পরমতসহিষ্ণুতা**।

পরমপিতা — ভগবান্।

পরমপুরুষ — ভগবান্, পরমেশ্বর, আদি স্রষ্টা।

পরমর্ষি — শ্রেষ্ঠ ঋষি।

পরমহংস — মহাযোগী, বিকারবিহীন যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী।

পরমাণবিক — পরমাণু হইতে জাত। পরমাণু সংক্রান্ত।

পরমাণু — পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ অণুতম।

পরমাণুতত্ত্ব — পরমাণু সংক্রান্ত বিদ্যা বা বিজ্ঞান।

পরমাণুবাদ — পরমাণু হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে এই মতবাদ। ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ।

পরমাত্মা — পরম ব্রহ্ম। (ঃ 'জীবাত্মা'।)

পরমাদ — (কবিতায়) প্রমাদ।

পরমাদর — অত্যন্ত প্রীতি ও আপ্যায়ন।

পরমানন্দ — অতিশয় আনন্দ। [ঃ 'পরমানন্দে' থাকা।] সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দময় সত্তা ব্রহ্ম।

পরমান্ন — দুধে সিদ্ধ করা ভাত, পায়সান্ন।

পরমা প্রকৃতি — মূল প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি।

পরমায়ু — আয়ু, জীবনের স্থায়িত্বকাল।

পরমার্থ — শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু। পরম সত্য।

পরমুখাপেক্ষী — যে অপরের সাহায্যের আশায় থাকে। বি — **পরমুখাপেক্ষিতা**। স্ত্রী — **পরমুখাপেক্ষিণী**।

পরমেশ, পরমেশ্বর — জগদীশ্বর, ভগবান্। শিব, মহাদেব।

পরমেশ্বরী — জগদীশ্বরী, ভগবতী, দুর্গা।

পরম্পরা, পরম্পরায় — পর পর বা একের পর অন্যের মধ্য দিয়া আসিয়াছে এমনভাবে। [ঃ বংশ 'পরম্পরা' হইয়া আসিতেছে, লোক 'পরম্পরায়' শোনা গেল।]

পরম্পরাগত — পরম্পরায় আসিয়াছে এমন।

পরলোক — মৃত্যুর পরবর্তী স্থান বা অবস্থা। **পরলোক গমন করা** — মারা যাওয়া। (তু ঃ ইহলোক।)

পরলোকগত — পরলোকে গিয়াছে এমন, মৃত। স্ত্রী। **পরলোকগতা**।

পরশ — (কবিতায়) স্পর্শ।

পরশন — (কবিতায়) স্পর্শ, স্পর্শন।

পরশপাথর, পরশমণি — কল্পিত পাথর যাহার স্পর্শে অন্য ধাতু সোনায় পরিণত হয়।

পরশা — (কবিতায়) স্পর্শ করা।

পরশু — ('পরশ্ব' দেখ।)

পরশু — কুঠার, কুড়ুল, টাঙ্গি।

পরশুরাম — পুরাণে বর্ণিত কুঠারধারী

বিখ্যাত ব্রাহ্মণ যোদ্ধা যিনি ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়াছিলেন এবং পিতা জমদগ্নির আদেশে মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন।

পরশ্রী — অপরের ধনসম্পদ্ ও সৌভাগ্য।

পরশ্রীকাতর — অপরের ধনসম্পদ্ ও সৌভাগ্য দেখিয়া যে দুঃখ বোধ করে। বি. — **পরশ্রীকাতরতা**।

পরশ্ব — আগামী কল্যের পরের দিন বা গতকল্যে আগের দিন, পরশু।

পরসাদ — (কবিতায়) প্রসাদ।

পরস্ত্রী — অন্যের স্ত্রী।

পরস্পর — একের প্রতি বা সম্পর্কে অন্য। [ঃ 'পরস্পর'কে প্রশংসা করা; ঃ 'পরস্পরের' ভালোবাসা।] উভয়ের মধ্যে বা প্রতি ঘটে এমন। [ঃ 'পরস্পর' বিরোধ; ঃ 'পারস্পর' সংঘাত।]

পরস্ব — পরের সম্পদ্, পরধন।

পরস্বাপহরণ — অপরের ধন চুরি করণ।

পরস্বাপহারী — যে অপরের ধন চুরি করে। স্ত্রী. — **পরস্বাপহারিণী**।

পরহস্তগত — অন্যের হাতে বা অধিকারে আছে এমন। স্ত্রী. — **পরহস্তগতা**।

পরহিত — অন্যের মঙ্গল, অন্যের উপকার।

পরহিতকর — যাহাতে অপরের মঙ্গল হয় এমন।

পরহিতব্রত — অন্যের মঙ্গলসাধন রূপ ব্রত। পরহিতব্রতী।

পরহিতব্রতী — অপরের উপকার করা যাঁহার ব্রত। স্ত্রী. — **পরহিতব্রতিনী**।

পরহিতৈষণা — অপরের মঙ্গল কামনা।

পরহিতৈষী — যে অপরের মঙ্গল কামনা করে। স্ত্রী. — **পরহিতৈষিণী**। বি. — **পরহিতৈষিতা**।

পরা — শ্রেষ্ঠা, পরমা। [ঃ 'পরা' বিদ্যা।]

পরা — পরিধান করা, দেহে ধারণ করা। [ঃ কাপড় 'পরা'; ঃ গহনা 'পরা'; ঃ উলকি 'পরা'।] পরা হইয়াছে এমন। [ঃ 'পরা' কাপড়।] পরন, পরিধান করণ। [ঃ শাড়ি 'পরাটি' সুন্দর হয়েছে।]

পরা- — উপসর্গ বিশেষ, আতিশয্য বৈপরীত্য প্রতিকূলতা প্রাধান্য ইত্যাদি প্রকাশ করিতে শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'পরাক্রম'; ঃ 'পরাধীন'; ঃ 'পরাজয়'।]

-পরা — ('-পর' দেখ।)

পরাকাষ্ঠা — চরম উৎকর্ষ, উৎকর্ষের শেষ সীমা।

পরাক্রম — বিপুল শক্তি, বীরত্ব, বিক্রম।

পরাক্রমশালী, পরাক্রান্ত — যাহার পরাক্রম আছে, বীর, ক্ষমতাশালী।

পরাগ — ফুলের রেণু, ফুলের ভিতরকার ধূলার মতো জিনিস।

পরাগকেশর — ফুলের ভিতরকার চুলের মতো জিনিস যাহাতে পরাগ থাকে।

পরাগকোষ — ফুলের ভিতরের পরাগ থাকিবার ক্ষুদ্র আধার।

পরাঙ্মুখ — মুখ ফিরাইয়া আছে এমন, বিমুখ। বিরত।

পরাজয় — হার, পরাভব, জয়ের বিপরীত অবস্থা।

পরাজিত — হারিয়াছে এমন, পরাভূত।

পরাণ — ('পরান' দেখ।)

পরাত — বড় থালা।

পরাৎপর — পরম হইতেও পরম, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। পরমেশ্বর।

পরাৎপরা — পরমা হইতেও পরমা, শ্রেষ্ঠা হইতেও শ্রেষ্ঠা। পরমেশ্বরী, ভগবতী।

পরাধীন — অন্যের অধীন, স্বাধীন নহে এমন, পরবশ। স্ত্রী. — **পরাধীনা**। বি. — **পরাধীনতা**।

পরান — (পদ্যে) প্রাণ।
পরানো — পরিধান করানো। [ঃ 'পোশাক' পরানো।] অন্যের অঙ্গে স্থাপন করা। [ঃ মালা 'পরানো'; ঃ গহনা 'পরানো'।] সংলগ্ন করা। [ঃ ছুঁচে সুতা 'পরানো'।]
পরান্ন — অপরের দেওয়া খাদ্য।
পরান্নজীবী, পরান্নভোজী — যে অন্যের দেওয়া খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করে।
পরাভব — হার, পরাজয়।
পরাভূত — যে হারিয়াছে, পরাজিত। স্ত্রী. — **পরাভূতা**।
পরামর্শ — কর্তব্য সম্পর্কে যুক্তি বা আলোচনা, মন্ত্রণা।
পরামর্শদাতা — যে যুক্তি বা মন্ত্রণা দেয়।
পরামর্শসভা — কর্তব্য নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত সভা, মন্ত্রণাসভা।
পরামাণিক — নাপিত।
-পরায়ণ — নিষ্ঠ আসক্ত বা অভ্যস্ত অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ কর্তব্য-'পরায়ণ'; ধর্ম-'পরায়ণ'।] বি. — **-পরায়ণতা**। স্ত্রী. — **-পরায়ণা**।
পরায়ত্ত — অপরের আয়ত্তে বা বশে আছে এমন। [ঃ 'পরায়ত্ত' ধন।]
পরার্থ — অপরের হিত, পরোপকার।
পরার্থপর — যে অপরের হিত করিতে ভালোবাসে, পরোপকারী। বি. — **পরার্থপরতা**।
পরার্ধ, পরার্দ্ধ — অপর অর্ধ। একের পিঠে সতেরোটি শূন্য দিলে যে সংখ্যা হয়।
পরাশর — বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি, ব্যাসদেবের পিতা। **পরাশরসংহিতা** — পরাশর-রচিত সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ।
পরাশ্রয়ী — অপরকে অবলম্বন করিয়া থাকে এমন। বি. — **পরাশ্রয়িতা**।
পরাশ্রিত — অপরের আশ্রয়ে আছে এমন। স্ত্রী. — **পরাশ্রিতা**।
পরাস্ত — পরাভূত, পরাজিত।
পরাহ — পরের দিন।
পরাহত — ব্যাহত, বাধাপ্রাপ্ত। পরাজিত। **সুদূর পরাহত** — যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্প, যাহা দূর ভবিষ্যতেও ঘটিবার আশা নাই।
পরাহ্ণ — অপরাহ্ণ, বিকাল।
পরি- — সম্যক্ ভাব, আধিক্য, নিন্দা, ব্যাপ্তি, বিবোধ ইত্যাদি সূচক উপসর্গ। [ঃ 'পরিপূর্ণ'; ঃ 'পরিগ্রহ'; ঃ 'পরি-ত্যাগ'। ইত্যাদি।]
পরিকর — সহচর। কটিবন্ধ। **বদ্ধপরিকর হওয়া** - দলবদ্ধ হওয়া। কোমর বাঁধা।
পরিকল্পনা — কর্ম বা কর্মপ্রণালীর উদ্ভাবন। [ঃ 'পরিকল্পনা' করা।] উদ্ভাবিত কর্ম বা কর্মপ্রণালী, "প্ল্যান'। [ঃ পঞ্চবার্ষিক 'পরিকল্পনা'।] বি. — **পরিকল্পিত**।
পরিকীর্ণ — ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত, ময়। [ঃ কণ্টক-'পরিকীর্ণ'।]
পরিক্রম, পরিক্রমণ — ভ্রমণ, পর্যটন, প্রদক্ষিণ। [ঃ কক্ষ 'পরিক্রমণ'।]
পরিক্রমা — তীর্থাদি প্রদক্ষিণ বা পরিভ্রমণ।
পরিক্রান্ত — পরিক্রম করা হইয়াছে এমন। [ঃ দীর্ঘপথ 'পরিক্রান্ত' হইয়াছে।]
পরিক্লিষ্ট — অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছে এমন।
পরিক্ষিৎ — ('পরীক্ষিৎ' দেখ।)
পরিখা — গড়খাই, দুর্গাদির চারিদিকের গভীর খাত।
পরিগণিত — বিবেচিত, স্বীকৃত। [ঃ পণ্ডিত রূপে 'পরিগণিত'।]
পরিগ্রহ — গ্রহণ। [ঃ দার-'পরিগ্রহ'।] বিণ. — **পরিগৃহীত**।

পরিঘ — মুগুর জাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র।
পরিচয় — নামধাম পেশা গুণ ইত্যাদির বিবরণ। জানাশুনা। [ঃ 'পরিচয়' হ'ল।] স্বরূপ প্রকাশ, নিদর্শন। [ঃ পাণ্ডিত্যের 'পরিচয়'।]
পরিচর — ভৃত্য, অনুচর।
পরিচর্যা, পরিচর্য্যা — সেবা, শুশ্রূষা।
পরিচায়ক — যাহা হইতে পরিচয় পাওয়া যায়। [ঃ জ্ঞানের 'পরিচায়ক'।]
পরিচারক — ভৃত্য, সেবক, শুশ্রূষাকারী। স্ত্রী. — **পরিচারিকা**।
পরিচালক — যিনি পরিচালনা করেন, অধ্যক্ষ, নির্দেশক। স্ত্রী — **পরিচালিকা**।
পরিচালন, পরিচালনা — কাজের দেখাশোনা, তত্ত্বাবধান, অধ্যক্ষতা। [ঃ বিদ্যালয় 'পরিচালনা'।]
পরিচালিত — পরিচালনা বা দেখাশোনা করা হইয়াছে এমন।
পরিচিত — যাহার সহিত পরিচয় আছে। [ঃ 'পরিচিত' লোক।] যাহার সম্পর্কে জানা আছে, জ্ঞাত। [ঃ 'পরিচিত' বিষয়।] স্ত্রী. — **পরিচিতা**।
পরিচিতি — কোনও বিষয় বা ব্যক্তির পরিচয়। [ঃ বিজ্ঞান-'পরিচিতি'; ঃ লেখক-'পরিচিতি'।]
পরিচ্ছদ — পোশাক।
পরিচ্ছন্ন — পরিষ্কৃত, সাফ, আবর্জনাহীন। গোছানো, ছিমছাম। বি. — **পরিচ্ছন্নতা**।
পরিচ্ছেদ — পুস্তকের বিষয়বিভাগ বা অংশ।
পরিজন — আত্মীয়স্বজন। **পরিজনবর্গ** — আত্মীয়স্বজনগণ।
পরিজ্ঞাত — সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত।
পরিণত — অবস্থান্তর-প্রাপ্ত। [ঃ বাষ্পে 'পরিণত'।] পূর্ণতাপ্রাপ্ত। [ঃ 'পরিণত' বুদ্ধি।]
পরিণতি — পরিণাম, শেষ অবস্থা, শেষ ফল। [ঃ পাপের 'পরিণতি'।] পূর্ণতা-প্রাপ্তি। [ঃ বয়সের 'পরিণতির' সঙ্গে সঙ্গে।]
পরিণয় — বিবাহ। **পরিণয়সূত্র** — বিবাহ-রূপ সম্পর্ক। **পরিণয়সূত্রে বদ্ধ বা আবদ্ধ** — বিবাহিত।
পরিণাম — শেষ ফল, শেষ অবস্থা। [ঃ মদ্যপানের 'পরিণাম'।]
পরিণামদর্শী — পরে বা শেষে কি অবস্থা হইবে যে বুঝিতে পারে। বি. — **পরিণামদর্শিতা**। স্ত্রী. — **পরিণামদর্শিনী**।
পরিণীত — বিবাহিত। স্ত্রী. — **পরিণীতা**।
পরিতপ্ত — ব্যথিত, সন্তপ্ত।
পরিতাপ — গভীর বেদনা, খেদ। [ঃ 'পরিতাপের' বিষয়।]
পরিতুষ্ট — খুব খুশী, অতিশয় তুষ্ট। বি. — **পরিতুষ্টি**।
পরিতৃপ্ত — অতিশয় তৃপ্ত। বি. — **পরিতৃপ্তি**।
পরিতোষ — খুব খুশি, সন্তোষ, আনন্দ। [ঃ 'পরিতোষ'-বিধান।]
পরিত্যক্ত — যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। যাহা ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া হইয়াছে। [ঃ 'পরিত্যক্ত' গ্রাম।]
পরিত্যাগ — বর্জন, ত্যাগ। ছাড়িয়া অন্যত্র গমন। [ঃ নগর 'পরিত্যাগ'।]
পরিত্যাজ্য — ত্যাগ করার যোগ্য, ছাড়িয়া ফেলার বা ছাড়িয়া যাওয়ার যোগ্য। স্ত্রী. — **পরিত্যাজ্যা**।
পরিত্রাণ — উদ্ধার, নিষ্কৃতি, রক্ষা।
পরিত্রাতা — ত্রাণকর্তা, উদ্ধারকর্তা।
পরিত্রাহি — ত্রাণ কর, রক্ষা কর। **পরিত্রাহি ডাক ছাড়া** — রক্ষা কর বা ত্রাণ কর

বলিয়া চীৎকার করা।

পরিদর্শক — যিনি পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন — সম্যক্‌রূপে দর্শন, পর্যবেক্ষণ। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দর্শন। [ঃ বিদ্যালয় পরিদর্শন।] তত্ত্বাবধান। [ঃ কার্য পরিদর্শন।]

পরিদৃশ্যমান — যাহা সম্পূর্ণরূপে বা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। স্ত্রী **পরিদৃশ্যমানা**।

পরিধান — অঙ্গে ধারণ। [ঃ পরিধান করা।] অঙ্গে ধারণের উপযোগী বস্তু বস্ত্র। বস্ত্র ধারণের উপযোগী অঙ্গ। [ঃ 'পরিধানে বস্ত্র নাই।']

পরিধেয় — পরনের যোগ্য। পরিবার কাপড়।

পরিধি — বৃত্তের বেষ্টনী। ক্ষেত্রের বা স্থানের সীমারেখা।

পরিনির্বাণ — জন্মের হাত হইতে অব্যাহতি মুক্তি। **মহাপরিনির্বাণ** — (বৌদ্ধদের নিকট) বুদ্ধদেবের মৃত্যু।

পরিপক্ব — সম্পূর্ণরূপে পক্ব বেশ পাকা। পরিণত। [ঃ পরিপক্ব বুদ্ধি।] বি — **পরিপক্বতা**।

পরিপন্থী — বাধাসৃষ্টিকারী প্রতিকূল। বি — **পরিপন্থিতা**।

পরিপাক — হজম।

পরিপাকশক্তি — হজম করার ক্ষমতা।

পরিপাটি, পরিপাটী — শৃঙ্খলা সুবিন্যাস। [ঃ কাজের পরিপাটি নাই।] বি — শৃঙ্খলা আছে এমন সুবিন্যস্ত। উৎকৃষ্ট।

পরিপার্শ্ব — চারিদিকের অবস্থা ও ঘটনাদি।

পরিপুষ্ট — বেশ পুষ্ট। পূর্ণতাপ্রাপ্ত। বি — **পরিপুষ্টতা, পরিপুষ্টি**।

পরিপূরক — পরিপূরণ করে এরূপ সম্পর্কিত বিষয় বা বস্তু।

পরিপূরণ — সম্পূর্ণরূপে পূরণ। কোনও বিষয় বা বস্তুর অভাব বা ত্রুটি দূরীকরণ।

পরিপূর্ণ — একেবারে ভরতি, একেবারে পূর্ণ। [ঃ জলে পরিপূর্ণ।] ভরা, ব্যাপ্ত। [ঃ অন্ধকারে 'পরিপূর্ণ।'] সম্পূর্ণরূপে সফল সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ। [ঃ আশা পরিপূর্ণ হওয়া।] বি — **পরিপূর্ণতা**।

পরিপোষক — সাহায্যকারী সমর্থক। [ঃ এই যুক্তির পরিপোষক।]

পরিপ্রেক্ষিত — দৃশ্যমান বিষয়ের বিভিন্ন অংশের দূরত্ব নিকটত্ব ও ঘনত্ব প্রভৃতি যেরূপ বোধ হয় ছবিতে সেইরূপ প্রকাশ Perspective। **পরিপ্রেক্ষিতে** — বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া। [ঃ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।]

পরিপ্লাবন — প্রবল বন্যা। বিণ — **পরিপ্লাবিত**।

পরিপ্লুত — প্লাবিত, জল হইতে উত্থিত। পরিপূর্ণ।

পরিবর্জন, পরিবর্জ্জন — সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ পরিহার। বিণ **পরিবর্জিত, পরিবর্জ্জিত**।

পরিবর্তন, পরিবর্ত্তন — অবস্থান্তর। বদল। বিণ **পরিবর্তিত, পরিবর্ত্তিত**।

পরিবর্তনশীল, পরিবর্ত্তনশীল — যাহা পরিবর্তিত হয় যাহার স্বভাব। [ঃ সংসার পরিবর্তনশীল।] বি — **পরিবর্তনশীলতা, পরিবর্ত্তনশীলতা**।

পরিবর্তমান, পরিবর্ত্তমান — যাহা পরিবর্তিত হইতেছে যাহা বদলাইতেছে।

পরিবর্ধক, পরিবর্দ্ধক — যাহা খুব বাড়ায়। [ঃ পরিপাকশক্তি পরিবর্ধক।]

পরিবর্ধন, পরিবর্দ্ধন — যথেষ্ট পরিমাণে

বৃদ্ধি। যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করণ।
পরিবর্ধমান, পরিবর্দ্ধমান — যাহা বেশ বাড়িতেছে।
পরিবর্ধিত, পরিবর্দ্ধিত — যাহা বেশ বাড়িয়াছে, যাহা বেশ বাড়ানো হইয়াছে।
পরিবহন — মানুষ মাল ইত্যাদি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন। (পদার্থবিদ্যায়) তাপ বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদির প্রবাহ।
পরিবাদিনী — একরকম তারযন্ত্র, সপ্ততন্ত্রী বীণা।
পরিবার — পোষ্য আত্মীয়বর্গ। একান্নবর্তী জ্ঞাতি ও আত্মীয়স্বজন। বংশ। পত্নী।
পরিবাহী — যাহা পরিবহন করে।
পরিবৃত — যাহাকে ঘিরিয়া আছে এমন, বেষ্টিত। [ঃ বন্ধু-'পরিবৃত'; ঃ সৈন্য-'পরিবৃত'।]
পরিবেদনা — অতিশয় বেদনা, পরিতাপ।
পরিবেশ — পরিধি, মণ্ডল। চারিপাশের অবস্থা, পরিপার্শ্ব।
পরিবেশক, পরিবেষক — যে পরিবেশন করে।
পরিবেশন, পরিবেষণ — আহারের সময়ে খাদ্য বণ্টন। উপভোগ্য শিল্পাদির মাধ্যমে আনন্দদান। [ঃ সংগীত 'পরিবেশন'।] বিণ. — **পরিবেশিত, পরিবেষিত।**
পরিবেশনকারী, পরিবেষণকারী — যে পরিবেশন করে। স্ত্রী. — **পরিবেশনকারিণী, পরিবেষণকারিণী।**
পরিবেষ্টন — চারিদিকের ঘের, বেড়। সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন। চারিদিকের অবস্থা।
পরিবেষ্টনী — যাহা পরিবেষ্টন করিয়া বা চারিদিকে ঘিরিয়া আছে।
পরিবেষ্টিত — যাহাকে চারিদিকে ঘেরা হইয়াছে এমন, চতুর্দিকে বেষ্টিত। [ঃ শত্রু-'পরিবেষ্টিত' পুরী।] স্ত্রী. — **পরিবেষ্টিতা।**
পরিব্যাপ্ত — চারিদিকে বিস্তৃত বা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এমন, সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত। বি. — **পরিব্যাপ্তি।**
পরিব্রাজক — ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী। স্ত্রী. — **পরিব্রাজিকা।**
পরিভাষা — বিশেষ অর্থবোধক শব্দ বা শব্দসমষ্টি।
পরিভ্রমণ — চারিদিকে ভ্রমণ, প্রদক্ষিণ। বহু স্থানে ভ্রমণ, পর্যটন।
পরিভ্রমণকারী — যে পরিভ্রমণ করে। স্ত্রী. — **পরিভ্রমণকারিণী।**
পরিভ্রষ্ট — বিচ্যুত, পতিত। স্ত্রী. — **পরিভ্রষ্টা।**
পরিমণ্ডল — চারিদিকের বৃত্তাকার স্থান। [ঃ সূর্যের 'পরিমণ্ডল'।] পরিবেশ।
পরিমল — মিষ্ট গন্ধ সৌরভ।
পরিমাণ — মাত্রা, মাপ, ওজন, সংখ্যা, বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, দীর্ঘতা। **পরিমাণফল** — বর্গফল বা ঘনফল, কালি।
পরিমাপ — **পরিমাণ নির্ধারণ। ওজন, মাপ।**
পরিমাপক — যাহার দ্বারা মাপা যায়। [ঃ বৃষ্টি-'পরিমাপক' যন্ত্র।]
পরিমার্জিত, পরিমার্জ্জিত — (রুচি আচারব্যবহার ইত্যাদিতে) সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন। [ঃ 'পরিমার্জিত' রুচির পরিচয়।]
পরিমিত — প্রয়োজনের বেশী নহে এমন। [ঃ 'পরিমিত' ভোজন।] মাপের, পরিমাণবিশিষ্ট। [ঃ দুই হস্ত-পরিমিত।]
পরিমিতি — পরিমাপতত্ত্ব।
পরিমেয় — যাহা মাপা যায়, পরিমাপযোগ্য।
পরিম্লান — অত্যন্ত ম্লান।
পরিশিষ্ট — রচনার অংশ যাহা গ্রন্থাদির

শেষে যুক্ত হয়'।

পরিশেষ — বাকী অংশ। উপসংহার, অবশেষ। [ঃ 'পরিশেষে' বলিলেন।]

পরিশোধ — সম্পূর্ণরূপে শোধ। [ঃ ঋণ-'পরিশোধ'।]

পরিশোধ্য -- যাহা পরিশোধ করা যায়। [ঃ এ ঋণ 'পরিশোধ্য' নহে।]

পরিশ্রম — খাটুনি, মেহনত, শ্রম। শ্রমের ফলে ক্লান্তি।

পরিশ্রমী — যে খুব খাটে, খাটিয়ে।

পরিশ্রান্ত — খাটুনির ফলে ক্লান্ত। অতিশয় ক্লান্ত। বি. — **পরিশ্রান্তি**।

পরিষৎ — ('পরিষদ্' দেখ।)

পরিষদ্, পরিষদ — সভা, সমিতি। **বিধান-পরিষদ** — রাজ্যের আইনসভার উচ্চতন কক্ষ।

পরিষ্কার — আবর্জনাহীন, সাফ, পরিষ্কৃত। [ঃ 'পরিষ্কার' কাপড়।] স্বচ্ছ, নির্মল। [ঃ আকাশ 'পরিষ্কার'।] স্পষ্ট। [ঃ 'পরিষ্কার' লেখা।] সহজ, সরল, অকপট। [ঃ 'পরিষ্কার' কথা।] ভালো, সুন্দর। [ঃ 'পরিষ্কার' বুদ্ধি; ঃ 'পরিষ্কার' মুখের গড়ন।]

পরিষ্কারক — যাহা পরিষ্কার করে।

পরিষ্কৃত — পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন।

পরিসংখ্যান — তথ্যজ্ঞাপক সংখ্যা সংগ্রহ, 'স্ট্যাটিস্টিক্‌স্'। বিণ. — **পরিসংখ্যাত**।

পরিসমাপ্ত — সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে এমন। বি. — **পরিসমাপ্তি**।

পরিসর — বিস্তার, ব্যাপ্তি, আয়তন। ওসার, প্রস্থ।

পরিসীমা — সীমা, অবধি, ইয়ত্তা। [ঃ দুঃখের 'পরিসীমা' নাই।]

পরিস্থিতি — চারিদিকের অবস্থা ও ঘটনাবলী।

পরিস্ফুট — স্পষ্ট, প্রকাশিত। বিকশিত।

পরিস্ফুরণ — সম্পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্তি। কম্পন। বিণ. — **পরিস্ফুরিত**।

পরিস্রাবণ — পরিস্রুত করণ।

পরিস্রুত — ছাঁকিয়া বা ঝরাইয়া শোধন করা হইয়াছে এমন (তরল পদার্থ)। [ঃ 'পরিস্রুত' জল।] বি. — **পরিস্রুতি**।

পরিহরা — (কবিতায়) ত্যাগ করা। [ঃ 'পরিহরি'।]

পরিহার — ত্যাগ, বর্জন।

পরিহার্য, পরিহার্য্য — ত্যাগের যোগ্য, বর্জনীয়। যাহা ত্যাগ করা বা বাদ দেওয়া যায়। বি. -- **পরিহার্যতা, পরিহার্য্যতা**।

পরিহাস — ঠাট্টা, কৌতুক, তামাসা।

পরিহাস্য — পরিহাসের যোগ্য।

পরিহিত — যাহা পরিধান করা হইয়াছে। [ঃ 'পরিহিত' বস্ত্র।] যে পরিয়াছে। [ঃ রক্তাম্বর-'পরিহিত'।]

পরিহৃত — যাহা পরিহার বা ত্যাগ করা হইয়াছে, পরিত্যক্ত।

পরী — রূপকথায় বর্ণিত অপরূপ সুন্দরী দেবকন্যা যাহাদের ডানা আছে। **পরীর দেশ** — কল্পিত স্থান যেখানে পরীরা থাকে। **ডানাকাটা পরী** — (ব্যঙ্গে) অতিশয় সুন্দরী মেয়ে।

পরীক্ষক — যে পরীক্ষা করে, পরীক্ষা-কারী।

পরীক্ষকতা — পরীক্ষকের কাজ বা পদ।

পরীক্ষণ — পরীক্ষা করণ। (বৈজ্ঞানিক বিষয়ে) বিশ্লেষণ ও বিচার করণ।

পরীক্ষণীয় — পরীক্ষার যোগ্য। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এমন। পরীক্ষণ সাপেক্ষ।

পরীক্ষা — স্বরূপ সত্যতা যোগ্যতা ইত্যাদির বিশ্লেষণ ও বিচার, যাচাই। ছাত্রদের জ্ঞান ও যোগ্যতার যাচাই। **পরীক্ষা করা** — স্বরূপ সত্যতা ইত্যাদি

যাচাই করা। [ঃ 'পরীক্ষা' করিয়া দেখা।] **পরীক্ষা দেওয়া** — ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগী প্রভৃতির যোগ্যতার যাচাইয়ে যোগ দেওয়া। **পরীক্ষায় বসা** — লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা দেওয়া। **পরীক্ষা লওয়া** — প্রশ্নাদির সাহায্যে ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগী প্রভৃতির যোগ্যতা যাচাই করা। **অগ্নি-পরীক্ষা** — অগ্নির সাহায্যে পরীক্ষা। কঠোর পরীক্ষা।

পরীক্ষণাগার — বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পরীক্ষণের জন্য ব্যবহার্য কক্ষ বা গৃহ, ল্যাবরেটরি।

পরীক্ষাগার — যে কক্ষে বা গৃহে পরীক্ষা করা বা পরীক্ষা লওয়া হয়।

পরীক্ষাধীন — যাহার পরীক্ষা চলিতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখার উপর নির্ভর করিতেছে এমন।

পরীক্ষার্থী — যে পরীক্ষা দিতে চায়। স্ত্রী. — **পরীক্ষার্থিনী**।

পরীক্ষিৎ — মহাভারতে বর্ণিত অর্জুনের পৌত্র এবং অভিমন্যুর পুত্র, জনমেজয়ের পিতা।

পরীক্ষিত — যাহা যাহাকে বা যে বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। স্ত্রী. — **পরীক্ষিতা**।

পরীক্ষোত্তীর্ণ — পরীক্ষায় যোগ্য বলিয়া প্রমাণিত। স্ত্রী. — **পরীক্ষোত্তীর্ণা**।

পরুষ — কঠোর, কর্কশ, নিষ্ঠুর। [ঃ 'পরুষ' বাক্য; ঃ 'পরুষ' কণ্ঠ; ঃ 'পরুষ' ব্যবহার।] বি. — **পরুষতা**।

পরে — পশ্চাতে, বাদে, পরবর্তী সময়ে। [ঃ 'পরে' জানলাম।] অনন্তর, পর। [ঃ তার 'পরে'।]

'পরে — (সংক্ষেপে) উপরে। [ঃ তোমার ''পরে' ভরসা রাখি।]

পরে পরে — ক্রমে পরবর্তী সময়ে। অন্যান্য লোকের দ্বারা। [ঃ যা 'শত্রু' পরে পরে।]

পরেশ — পরমেশ্বর, ভগবান্, শিব।

পরেশনাথ — ('পার্শ্বনাথ' দেখ।)

পরোক্ষ — যাহা নিজে চাক্ষুষ দেখা হয় নাই, যাহা নিজে করা হয় নাই, অপ্রত্যক্ষ। [ঃ 'পরোক্ষ' জ্ঞান; ঃ 'পরোক্ষ' প্রমাণ।] (তুঃ 'প্রত্যক্ষ'।)

পরোটা — অল্প ঘিয়ে ভাজা রুটি।

পরোপকার — অপরের উপকার, পরের মঙ্গলসাধন।

পরোপকারক, পরোপকারী — যে অপরের উপকার বা মঙ্গলসাধন করে।

পরোপকারিতা — অপরের মঙ্গলসাধন। অপরের মঙ্গলসাধনের অভ্যাস।

পরোপজীবী — যে অপরের সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করে, পরান্নভোজী। বি. — **পরোপজীবিতা**। স্ত্রী. — **পরোপজীবিনী**।

পরোয়া — ভয়, শংকা, ভাবনা, তোয়াক্কা। [ঃ 'পরোয়া' করি না।] **কুছ্ পরোয়া নেই** — কোন ভয় নাই।

পরোয়ানা — আদেশপত্র, হুকুমনামা।

পর্কটি, পর্কটী — পাকুড় গাছ।

পর্জন্য, পর্জ্জন্য — মেঘ। মেঘের দেবতা, ইন্দ্র।

পর্ণ — পাতা। পাপড়ি।

পর্ণকুটির, পর্ণকুটীর — পাতায় ছাওয়া ছোট ঘর।

পর্ণকুটিরবাসী, পর্ণকুটীরবাসী — পাতায় ছাওয়া ছোট ঘরে থাকে এমন। স্ত্রী. — **পর্ণকুটিরবাসিনী, পর্ণকুটীরবাসিনী**।

পর্ণশয্যা — পাতার বিছানা।

পর্ণশালা — পাতায় ছাওয়া ঘর।

পর্তুগাল, পর্ত্তুগাল — ইউরোপের একটি দেশ।

পর্তুগীজ, পর্ত্তুগীজ — পর্তুগালের অধিবাসী। পর্তুগালবাসীদের ভাষা। পর্তুগাল সংক্রান্ত। [ঃ 'পর্তুগীজ' নৌবহর।]

পর্দা, পর্দ্দা — ('পরদা' দেখ।)

পর্পট — ক্ষেতপাপড়ার গাছ। পাপর।

পর্ব, পর্ব্ব — পূজা উৎসব ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট দিন। ঐ দিনে উৎসব সমারোহ।

পর্ব, পর্ব্ব — গাঁট, গ্রন্থি। দুই গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ, পাব।

পর্ব, পর্ব্ব — ঘটনা অনুসারে গ্রন্থের বিভাগ, কাণ্ড। [ঃ সভা-পর্ব।]

পর্বত, পর্ব্বত — স্বাভাবিকভাবে বহুদূর-ব্যাপী ও সুউচ্চ প্রস্তররাশি, পাহাড়। বড়ো পাহাড়। **আগ্নেয় পর্বত** — ('আগ্নেয়গিরি' দেখ।)

পর্বতকন্দর, পর্ব্বতকন্দর -- পর্বতের গুহা।

পর্বতপ্রমাণ, পর্ব্বতপ্রমাণ — পর্বতের মতো বিরাট। স্তূপাকার, রাশীকৃত।

পর্বতবাসী, পর্ব্বতবাসী — যে পর্বতে বাস করে। স্ত্রী — **পর্বতবাসিনী, পর্ব্বতবাসিনী**।

পর্বতশিখর, পর্ব্বতশিখর — পর্বতের চূড়া।

পর্বতশৃঙ্গ, পর্ব্বতশৃঙ্গ -- ('পর্বতশিখর' দেখ।)

পর্বতমালা, পর্ব্বতমালা — শ্রেণীবদ্ধ বহু পর্বত, পর্বতের সারি।

পর্বতশ্রেণী, পর্ব্বতশ্রেণী — ('পর্বতমালা' দেখ।)

পর্বতাকার, পর্ব্বতাকার — বিরাট, সুবিশাল, প্রকাণ্ড।

পর্বতীয়, পর্ব্বতীয় — পর্বত সংক্রান্ত। পর্বতের অধিবাসী।

পর্বসন্ধি, পর্ব্বসন্ধি — দুই পাবের সংযোগস্থল, গাঁট।

পর্বাহ, পর্ব্বাহ — পর্বদিন।

পর্যঙ্ক, পর্য্যঙ্ক — পালঙ্ক, মূল্যবান-খাট।

পর্যটক, পর্য্যটক — ভ্রমণকারী।

পর্যটন, পর্য্যটন - ভ্রমণ, পরিভ্রমণ।

পর্যন্ত, পর্য্যন্ত — সীমাসূচক অব্যয়, অবধি। [ঃ পা 'পর্যন্ত'।] এমন কি। [ঃ একখানা রুটি 'পর্যন্ত' জোটে নাই, ঃ তিনি 'পর্যন্ত' বললেন।]

পর্যবসিত, পর্য্যবসিত - অবশেষে পরিণত। [ঃ মূর্খতায় 'পর্যবসিত'।]

পর্যবসান, পর্য্যবসান — পরিসমাপ্তি। পরিণাম।

পর্যবেক্ষক, পর্য্যবেক্ষক – যে পর্যবেক্ষণ করে, যে বিশেষরূপে দেখে, পরিদর্শক।

পর্যবেক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ বিশেষভাবে দর্শন, নিরীক্ষণ। বিণ – **পর্যবেক্ষিত, পর্য্যবেক্ষিত**।

পর্যাপ্ত, পর্য্যাপ্ত — যথেষ্ট। প্রচুর। বি -- **পর্যাপ্তি, পর্য্যাপ্তি**।

পর্যায়, পর্য্যায় - অনুক্রম, পৌর্বাপর্য, একের পর অন্য এইরূপ ভাব। [ঃ 'পর্যায়' ক্রমে পাঠানো।] ক্রম। [ঃ নব-পর্যায়।] শ্রেণী। [ঃ একই 'পর্যায়' ভুক্ত।] **পর্যায়ক্রমে, পর্য্যায়ক্রমে** — একের পর অন্য এইভাবে, পালাক্রমে।

পর্যালোচনা, পর্য্যালোচনা - বিশেষভাবে আলোচনা, আলোচনা ও বিচার। বিণ — **পর্যালোচিত, পর্য্যালোচিত**।

পর্যুদস্ত, পর্য্যুদস্ত — পরাজিত।

পর্যুষিত, পর্য্যুষিত — আগের দিন রান্না করা হইয়াছে এমন, বাসী। [ঃ 'পর্যুষিত' অন্ন।]

পর্ষৎ, পর্ষদ্ — পরিষদ, সভা। [ঃ শিক্ষা

'পর্ষদ্'।]

পল — এক দণ্ডের ষাট ভাগের এক ভাগ, ২৪ সেকেণ্ড।

পল — মাংস। [ঃ 'পলান্ন'।]

পল — পার্শ্বদেশ, পাশের দিক। [ঃ 'চৌপল' লণ্ঠন।] পাশের সূক্ষ্মাগ্র অংশ। [ঃ 'পল-কাটা' হীরা; ঃ 'পল'-তোলা।]

পলক — চোখের পাতা। [ঃ দেখে আর 'পলক' পড়ে না।] চোখের পাতা বন্ধ-করণ। [ঃ 'অপলক'; ঃ 'পলক'-শূন্য।] চোখের পাতা ফেলিতে যেটুকু সময় লাগে, অতি অল্প সময়। [ঃ 'পলকে' অদৃশ্য হওয়া।]

পলকা — দৃঢ় নহে, যাহা সহজে ভাঙে।

পলটন — ('পল্টন' দেখ।)

পলতা — পটোলের পাতা যাহা খাওয়া হয়।

পলতে — (কথ্যরূপ) পলিতা।

পলল — পংক। পলি। মাংস।

পলস্তারা — চুন সুরকি বালি সিমেণ্ট ইত্যাদির লেপ।

পলা — প্রবাল, মুক্তা। [ঃ 'পলা'-র আংটি।]

পলা — তেল তুলিবার উপযোগী একরকম হাতলওয়ালা ছোট বাটি।

পলাণ্ডু — পেঁয়াজ।

পলাতক — যে পলাইয়াছে। যে আত্মগোপন করিয়াছে। [ঃ 'পলাতক' আসামী।] স্ত্রী. — **পলাতকা**।

পলানিয়া, পলানে — যে প্রায়ই পালায়, পলায়ন করা যাহার স্বভাব। [ঃ 'পলানে' গোরু; ঃ 'পলানে' বউ।]

পলানো — পলায়ন করা, পালানো।

পলান্ন — ঘি ও মসলা যোগে মাছ-মাংস ইত্যাদি দিয়া রাঁধা ভাত, পোলাও।

পলায়ন — ভয় লজ্জা ইত্যাদির কারণে অন্যত্র দ্রুত গমন। আত্মগোপন।

পলায়নপর — পলায়ন করা যাহার স্বভাব, যে পলায়ন করিতে ভালোবাসে। যে পলাইতেছে। স্ত্রী. — **পলায়নপরা**। বি. — **পলায়নপরতা**।

পলায়মান — পলাইতেছে এমন। স্ত্রী. — **পলায়মানা**।

পলায়িত — পলাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **পলায়িতা**।

পলায়নী — পলায়নপর। [ঃ 'পলায়নী' মনোবৃত্তি।] **পলায়নী মনোবৃত্তি, পলায়নী মনোভাব** — কোনও ঘটনা বা সমস্যার সম্মুখীন না হইয়া তাহাকে এড়াইয়া যাইবার ইচ্ছা।

পলাশ — পাপড়ি। [ঃ পদ্ম-'পলাশ'।]

পলাশ — একরকম রক্তবর্ণ গন্ধহীন ফুল ও তাহার গাছ।

পলাশী — মাংসাশী।

পলাশী — বাংলাদেশের বিখ্যাত গ্রাম যেখানে ইংরেজদের হাতে সিরাজ-উদ্-দৌলা পরাজিত হন।

পলি — স্রোতের টানে আনীত মাটি যাহা থিতাইয়া জমা হয়। **পলি পড়া** — পলি জমা।

পলিটিক্স্ — রাজনীতি। রাজনৈতিক ফন্দি-ফিকির ও কার্য। [ঃ 'পলিটিক্স্' করা।] (ব্যঙ্গে) ফন্দি-ফিকির।

পলিত — (চুল) পাকা, সাদা। [ঃ 'পলিত' কেশ।]

পলিতকেশ — যাহার চুল পাকা। [ঃ 'পলিতকেশ' বৃদ্ধ।]

পলিতা — সলিতা, বাতি, পলতে।

পলিসি — কার্যসিদ্ধির জন্য গৃহীত নীতি বা রীতি। [ঃ সরকারের বর্তমান 'পলিসি'।] কৌশল, অভিসন্ধি। [ঃ এর মধ্যে লোকটার কিছু 'পলিসি' আছে।]

বীমার চুক্তি। [ঃ 'পলিসি' নষ্ট বা বাতিল হওয়া; দশ হাজার টাকার 'পলিসি'।] **পলিসিবাজ** — মতলববাজ।

পলো — ('পোলো' দেখ।)

পল্টন — সৈন্যদল। [ঃ গোরা 'পল্টন'।]

পল্লব — গাছের পাতা। চোখের পাতা।

পল্লবগ্রাহিতা — বহু বিষয়ে অল্প ও অগভীর জ্ঞান। ঐরূপ জ্ঞান সংগ্রহের ইচ্ছা বা স্বভাব।

পল্লবগ্রাহী — যাহার বহু বিষয়ে অল্প ও অগভীর জ্ঞান আছে। অনেক বিষয়ে অল্প ও অগভীর জ্ঞান সংগ্রহ করা যাহার স্বভাব।

পল্লবিত — পত্রযুক্ত, পাতায় আচ্ছাদিত। বিস্তারিত, অতিরঞ্জিত। [ঃ 'পল্লবিত' বর্ণনা।]

পল্লী — পাড়া। [ঃ ব্রাহ্মণ-'পল্লী'।] গ্রাম। [ঃ 'পল্লী'-উন্নয়ন; ঃ 'পল্লী'-বধূ।]

পল্লীগীতি — গ্রাম্য কবিদের রচিত গান।

পল্লীগ্রাম — অনুন্নত ছোট গ্রাম, পাড়াগাঁ।

পল্লীবধূ — গ্রামের বউ।

পল্লীবালা — গ্রামের মেয়ে।

পল্লীবাসী — পাড়ায় বাসকারী। গ্রামবাসী। স্ত্রী. — **পল্লীবাসিনী**।

পল্বল — ডোবা, ছোট পুকুর।

পশ্‌তু — আফগানিস্তানের অধিবাসীদের এবং আফ্রিদি প্রভৃতি উপজাতিদের ভাষা।

পশম — ভেড়া ইত্যাদি পশুর লোম, উল।

পশমিনা — একরকম পশমী কাপড়।

পশমী — পশম দিয়া তৈয়ারী।

পশা — (কবিতায়) প্রবেশ করা। [ঃ ব্যূহমাঝে কেমনে 'পশিব'।]

পশু — চারি পা লোম এবং লেজ আছে এমন জীব। (নিন্দায় বা তিরস্কারে) বিচার-বিবেকহীন মূর্খ ব্যভিচারী বা কামুক ব্যক্তি।

পশুত্ব — পশুর ধর্ম, পশুর পক্ষে স্বাভাবিক কার্যকলাপ, ব্যভিচার, কামুকতা, হৃদয়হীনতা, বিচারবিবেকহীনতা, মূর্খতা। [ঃ 'পশুত্বের' পরিচয় দেওয়া।] পশুজন্ম। [ঃ 'পশুত্ব' লাভ করা।]

পশুধর্ম, পশুধর্ম্ম — পশুর মতো প্রবৃত্তি ও কার্যকলাপ, বিচারহীন যৌন লালসা, হৃদয়হীন হিংস্রতা।

পশুপতি — শিব।

পশুপাল — পশুর দল। পশুর পালনকারী।

পশুপালক — যে পশুর পালন করে।

পশুপালন — পশুদের খাদ্য আশ্রয় ইত্যাদি দিয়া রক্ষণাবেক্ষণ।

পশুপ্রবৃত্তি — পশুদের পক্ষে স্বাভাবিক মনোভাব, বিচারহীন যৌনলালসা, উগ্র কামুকতা। [ঃ 'পশুপ্রবৃত্তি' চরিতার্থ করা।]

পশুভাব — পশুর উপযুক্ত প্রবৃত্তি ও মনোভাব।

পশুরাজ — পশুদের রাজা, সিংহ।

পশুশালা — পশুদের রাখিবার জায়গা, পশুদের প্রদর্শনী গৃহ, চিড়িয়াখানা।

পশ্চাৎ — পিছন, পিছন দিক। [ঃ গৃহের পশ্চাতে; ঃ 'পশ্চাৎ'-ভাগ।] পরবর্তী সময়। [ঃ 'পশ্চাতে' দুঃখ ও গ্লানি।]

পশ্চাৎপদ — যে পিছনে হটে, পিছপা, ভয়ে সংকোচে বা অক্ষমতায় কার্যে বিরত। [ঃ 'পশ্চাৎপদ' হওয়া।]

পশ্চাদনুসরণ — পিছনে পিছনে গমন।

পশ্চাদ্‌গতি — পিছনের দিকে যাইতেছে এমন। পিছনের দিকে গমন বা গমনবেগ।

পশ্চাদ্‌গামী — পিছনের দিকে যাইতেছে

বা যায় এমন। স্ত্রী — **পশ্চাদ্‌গামিনী**।

পশ্চাদ্দেশ — পিছনের অংশ, পাছা। [ঃ 'পশ্চাদ্দেশে' পদাঘাত।]

পশ্চাদ্ধাবন — পিছনে দ্রুত অনুসরণ, পিছনে দৌড়।

পশ্চাদ্ধাবিত — যে পিছনে দৌড়িতেছে। যাহাকে পিছনে দৌড়ানো হইতেছে। স্ত্রী — **পশ্চাদ্ধাবিতা**।

পশ্চাদ্‌বর্তী, পশ্চাদ্‌বর্ত্তী — পিছনে আছে এমন। স্ত্রী — **পশ্চাদ্‌বর্তিনী, পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী**।

পশ্চাদ্‌ভাগ — ('পশ্চাদ্দেশ' দেখ।)

পশ্চাদ্‌ভূমি — চিত্রাদির পিছনের বা দূরের অংশ 'ব্যাকগ্রাউণ্ড'।

পশ্চিম — যে দিকে সূর্য অস্ত যায়।

পশ্চিমা — পশ্চিমদেশীয়। বিহারের অধিবাসী। [ঃ পশ্চিমা দারোয়ান।]

পশ্চিমী — পশ্চিমদেশীয় পাশ্চাত্যদেশীয় ইউরোপীয়। [ঃ 'পশ্চিমী' সভ্যতা।]

পশ্বাচার — পশুর মত আচরণ। তান্ত্রিক আচার বিশেষ।

পশ্বাচারী — যে পশ্বাচার করে।

পষ্ট — (কবিতার বা গ্রাম্য প্রয়োগে) স্পষ্ট। [ঃ 'পষ্ট' কথায় কষ্ট কি।]

পসরা — বিক্রয়ের জন্য ঝুড়িতে বা ডালিতে সাজানো নানারকম সামগ্রী।

পসলা — না থামিয়া একবারে যতোখানি বৃষ্টি হয়। [ঃ এক 'পসলা' বৃষ্টি।]

পসার — ব্যবসায়ে বা পেশায় প্রতিপত্তি ও নামডাক। [ঃ ডাক্তারিতে 'পসার হওয়া।]

পসারা — (কবিতায়) প্রসারিত করা।

পসারী — (কবিতায়) পসরা লইয়া যে দোকানদারি করে। স্ত্রী — **পসারিনী**।

পসুরি — পাঁচ সের ওজন।

পস্তানি — অনুশোচনা, খেদ, আপসোস।

পস্তানো — আপসোস করা, নিজের কাজের জন্য পরে দুঃখবোধ করা।

পহর — (কবিতায় ও কথ্য প্রয়োগে) প্রহর।

পহিল — (প্রাচীন কবিতায়), প্রথম, নূতন।

পহিলহি — (প্রাচীন কবিতায়) প্রথমেই।

পহু, পহুঁ — (প্রাচীন কবিতায়) প্রভু।

পহেলা — পয়লা।

পহ্লব — পারস্যদেশের প্রাচীন একটি জাতি পার্থিয়ান।

পহ্লবী — পহ্লব জাতীয়। [ঃ 'পহ্লবী' বংশ।] পহ্লব জাতি সংক্রান্ত। পহ্লবদের ভাষা।

পা — দাঁড়াইবার বা হাঁটিবার জন্য ব্যবহার্য অঙ্গ, পদ, চরণ। পায়া। একবার পা ফেলিয়া যতখানি যাওয়া যায়। [ঃ এক 'পা'ও নড়বে না।] **পা চালানো** — দ্রুত চলা। **পা না উঠা, পা না চলা** — ক্লান্তি ইত্যাদির ফলে চলিতে না পারা। **পায়ে ঠেলা** — অবজ্ঞা করা, উপেক্ষা করা। **পায়ে তেল দেওয়া** — তোশামোদ করা। **পায়ে ধরা পায়ে পড়া** — হীনতা স্বীকার করিয়া অনুরোধ বা প্রার্থনা করা। **পায়ে পায়ে** — পদে পদে। এক এক পা করিয়া, ধীরে সুস্থে হাঁটিয়া। **পায়ে রাখা** — দয়া করিয়া আশ্রয় দেওয়া। **পায়ের উপর পা দেওয়া** — আরাম করিয়া থাকা, কোনও পরিশ্রম না করা। **পায়ের সুতা ছেঁড়া** — বহুবার হাঁটাহাঁটি করা। **নিজের পায়ে কুড়াল মারা** — নিজের অনিষ্ট করা।

পা — স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বরের সংকেত।

পাই — পয়সার তিন ভাগের এক ভাগ।

পাইক — পদাতিক। পেয়াদা। লাঠিয়াল।

পাইকা — একরকম বিশেষ মাপের টাইপ বা হরফ।

পাইকার — যে একসঙ্গে অধিক পরিমাণে কিনিয়া খুচরা বিক্রয় করে।

পাইকারী — একত্র অধিক পরিমাণে বেচিবার বা কিনিবার ফলে সস্তা। [ঃ 'পাইকারী' দর।] একসঙ্গে অধিক পরিমাণ জিনিস ক্রয় করে এমন। [ঃ 'পাইকারী' খরিদ্দার।] সকলকে যৌথভাবে দিতে হয় এমন। [ঃ 'পাইকারী' জরিমানা।]

পাঁইজ — ('পাঁজ' দেখ।)

পাঁইট — তরল দ্রব্যের একরকম মাপ, বিশ আউন্স, প্রায় আড়াই পোয়া। [ঃ এক 'পাঁইট' মদ।]

পাইন — যে মিশ্র ধাতু দিয়া ধাতু জোড়া হয়, ঝাল। ইস্পাত ইত্যাদিকে প্রয়োজন মতো কঠিন করণ। [ঃ 'পাইন' কড়া, ঃ নরম 'পাইন'।] **পাইন-মরা** — সোনা রূপা গালাইলে তাহাতে পাইন থাকার জন্য ওজনে কম হয় এমন। ঐরূপ কম হওয়া।

পাইন — একরকম সুদীর্ঘ পাহাড়ে গাছ। [ঃ 'পাইনের' বন।]

পাইপ — নল। [ঃ জলের 'পাইপ'।] তামাক খাইবার উপযোগী চোঙ। **পাইপ খাওয়া, পাইপ টানা** — ঐ চোঙে ভরিয়া তামাক খাওয়া।

পাইপয়সা — স্বল্পতম অর্থ, স্বল্পতম টাকাপয়সার হিসাব। [ঃ 'পাইপয়সা' মিটানো; ঃ 'পাইপয়সা' বুঝাইয়া দেওয়া।]

পাইলট — কৌশলী চালক যে বিপজ্জনক পথে জাহাজ ইত্যাদি চালায়, আড়কাঠি। বিমানচালক।

পাউডার — গুঁড়া। [ঃ 'পাউডার' দুধ।] মুখে বা গায়ে মাখিবার উপযোগী একরকম সুগন্ধি গুঁড়া। [ঃ স্নো-'পাউডার'।] ডাক্তারী গুঁড়া ঔষধ।

পাউন্ড — ওজন বিশেষ, সাড়ে সাত ছটাক।

পাউন্ড — ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত মুদ্রা, বিশ শিলিং।

পাউরুটি, পাঁউরুটি — একরকম ফাঁপানো রুটি।

পাওনা — প্রাপ্য। [ঃ 'পাওনা' থাকা; ঃ 'পাওনা' টাকা।]

পাওনাগণ্ডা — প্রাপ্য অর্থ তাহার পরিমাণ যতই অল্প হউক, প্রাপ্য পাইপয়সা। [ঃ 'পাওনাগণ্ডা' মিটাইয়া দাও।]

পাওনাদার - যাহার পাওনা আছে, মহাজন।

পাওয়া — প্রাপ্ত হওয়া, হাতে আসা, মেলা। [ঃ 'চিঠি' পেয়েছে।] অধিকারী হওয়া। [ঃ টাকা 'পেয়েছে'; ডিগ্রী 'পেয়েছে'।] সমর্থ হওয়া, পারা। [ঃ সে দেখিতে 'পায়' না; ঃ সে শুনিতে 'পায়' না।] সুযোগ মেলা। [ঃ যাইতে 'পাওয়া'; খাইতে 'পাওয়া'।] অনুভব করা, বোধ করা। [ঃ ভয় 'পাওয়া'; গন্ধ 'পাওয়া'।] ঠাওরানো, মনে করা, জানা। [ঃ আমাকে বোকা 'পেয়েছ ?'] আয়ত্তের মধ্যে থাকা। [ঃ বাড়িতে 'পাইয়া' অপমান করা।] উদ্রেক হওয়া। [ঃ হাসি 'পাওয়া'; ঃ কান্না 'পাওয়া'; ঃ ক্ষুধা 'পাওয়া'।] ভোগ করা। [ঃ সুখ 'পাওয়া'; ঃ দুঃখ 'পাওয়া'।] ভর করা, ধরা। [ঃ ভূতে 'পাওয়া'।] বশে পাওয়া। প্রাপ্তি। [ঃ চাওয়া ও 'পাওয়ার' হিসাব করা বৃথা।] প্রাপ্ত, যাহা পাওয়া গিয়াছে। যাহা কুড়াইয়া পাওয়া বা অপ্রত্যাশিতভাবে

পাওয়া গিয়াছে। [ঃ 'পাওয়া' ছেলে।] **টের পাওয়া** — জানিতে পারা। [ঃ এখানে আছি ওরা 'টের পেয়েছে'।] **প্রকাশ পাওয়া** — গোপন বিষয় অপরের গোচর হওয়া। **মুঠোর মধ্যে পাওয়া, হাতে পাওয়া** – সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে পাওয়া। **ভাবিয়া না পাওয়া** — চিন্তা করিয়া স্থির করিতে না পারা। **যো পাওয়া** — সুযোগ বুঝিয়া সুবিধা লইবার চেষ্টা করা। **পাইয়া বসা** - সুযোগসুবিধা পাইবার পর আরও সুযোগসুবিধা আদায়ের চেষ্টা করা।

পাওয়ানো পাইতে সাহায্য করা, লাভ করানো। যাহা পাইতে সাহায্য করা হইয়াছে এমন। [ঃ পাওয়ানো টাকা।]

পাওয়ার শক্তি ক্ষমতা। বৈদ্যুতিক শক্তি। [ঃ অনেক 'পাওয়ারের' বাতি।] **পাওয়ার হাউস** বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের গৃহ।

পাংশু — ছাই পাঁশ। ধূলি।

পাংশুবর্ণ - ছাইরঙা, পাঁশুটে। স্ত্রী -- **পাংশুবর্ণা**।

পাংশুল - কলঙ্কিত দুষ্ট পাপিষ্ঠ। যে কলঙ্কিত করে। [ঃ কুল পাংশুল।] স্ত্রী **পাংশুলা**।

পাক — রন্ধন উত্তাপের সাহায্যে প্রস্তুত করণ। [ঃ অন্নব্যঞ্জন 'পাক', মিষ্টান্ন 'পাক'।] হজম পরিপাক। [ঃ গুরু 'পাক', ঃ লঘু 'পাক'।] উত্তাপের বা উত্তাপদানের সময়ের পরিমাণ। [ঃ কড়া 'পাকের' সন্দেশ।] **গুরু-পাক** – যাহা সহজে হজম হয় না। **লঘুপাক** — যাহা সহজে হজম হয়।

পাক — পক্বতা। [ঃ আমে 'পাক' ধরা, চুলে 'পাক' ধরা।] **পাক ধরা** — পাকিতে শুরু হওয়া।

পাক -- মোচড়, প্যাঁচ। [ঃ দড়ির 'পাক'।] ঘূর্ণন। [ঃ 'পাক' খাওয়া।] প্রদক্ষিণ। [ঃ সাত 'পাক'।] আবর্ত। [ঃ 'পাক' জল।] **পাক খাওয়া** — ঘূর্ণিত হওয়া। **পাক দেওয়া** ঘূর্ণিত করা। মোচড় দেওয়া। **পাক লাগা** — পাকাইয়া যাওয়া, পেঁচাইয়া যাওয়া।

পাক - চক্রান্ত, অপরের কৌশলের ফলে বিপজ্জনক অবস্থা। [ঃ 'পাকে' পড়া।]

পাক পবিত্র।

পাক পচা কাদা, পঙ্ক।

পাককর্ম, পাককর্ম্ম — রাঁধার কাজ।

পাককার্য, পাককার্য্য — রাঁধার কাজ।

পাকচক্র চক্রান্ত। ঘটনাচক্র।

পাকজল — আবর্ত, আওড়।

-পাকড় - ধৃত বা ধারণ' অর্থে 'ধর' শব্দের সহিত সংযোগী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [ঃ ধর-'পাকড়'।]

পাকড়াও — ধৃত। [ঃ 'পাকড়াও' করা।]

পাকড়ানো ধরা।

পাকযন্ত্র পাকস্থলী ইত্যাদি হজমের যন্ত্র।

পাকলানো চক্রান মাত দিয়া চিবানো।

পাকশালা — রান্নাঘর, হেঁসেল।

পাকসাট - ('পাখসাট' দেখ।)

পাকস্থলী উদরে যে থলির মধ্যে ভুক্ত-দ্রব্য থাকে ও হজম হয়।

পাকস্থালী — রন্ধনপাত্র।

পাকস্পর্শ - নূতন বউয়ের ছোঁয়া রাঁধা জিনিস খাইবার আনুষ্ঠানিক ভোজন, বউভাত।

পাকা — পক্ব হওয়া। [ঃ ফল 'পেকেছে'।] পরিণত হওয়া। [ঃ বুদ্ধি 'পেকেছে'।] সাদা হওয়া। [ঃ চুল 'পাকা'।] নিপুণ

হওয়া। [ঃ হাত 'পেকেছে'।] পাকিয়াছে এমন, পক্ক। [ঃ 'পাকা' ফল; ঃ 'পাকা' চুল।] পরিণত। [ঃ 'পাকা' বুদ্ধি'।] নিপুণ, অভিজ্ঞ। [ঃ 'পাকা' হাত; ঃ 'পাকা' লোক।] স্থায়ী, পরিবর্তিত হইবে না এমন। [ঃ 'পাকা' রং; ঃ 'পাকা' কথা।] বিচক্ষণ। [ঃ 'পাকা' কাজ।] পোড়ানো। [ঃ 'পাকা' ইট।] ইট পাথর ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী। [ঃ 'পাকা' বাড়ি; ঃ 'পাকা' রাস্তা।] অকালপক্ক, ডেঁপো। [ঃ 'পাকা' ছেলে।] **পাকা করা** — দৃঢ় করা, সুনির্দিষ্ট করা। চুন সুরকি সিমেণ্ট ইত্যাদি দিয়া মজবুত করা। **পাকা খাতা** -- হিসাবের যে খাতা পরিবর্তিত হয় না, স্থায়ী খাতা। **পাকা ঘুঁটি** -- ছকের সর্বোচ্চ ঘরে উঠিয়াছে বা উঠিবার উপক্রম করিতেছে এমন ঘুঁটি। **পাকা দলিল** — আদালতের অনুমোদন পাইবার উপযুক্ত স্থায়ী দলিল। **পাকা ফলার** -- লুচি মিণ্ট ইত্যাদি সহযোগে ফলার। **পাকা ধানে মই দেওয়া** — অনিষ্ট করা। **এঁচোড়ে পাকা** — অকালপক্ক, ডেঁপো। **কাঁচা-পাকা** — আংশিকভাবে পাকা।

পাকাকথা — আলোচনাদির পর নিশ্চিত অঙ্গীকার।

পাকাটি — পাটগাছের কাঠি।

পাকাটে — পাকামি সূচক, রোগা ও শ্রীহীন। [ঃ 'পাকাটে' চেহারা।]

পাকাদেখা — বর-কন্যাকে শেষবার দেখিয়া আশীর্বাদ ও বিবাহ স্থির করণ।

পাকানো — পক্ক করা। [ঃ 'কাঁটাল' পাকানো।] (ব্যঙ্গার্থে) রাঁধা। পরিণত করা। [ঃ ফোড়া 'পাকানো'।] পক্ক করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'পাকানো' আম।] পাকাইতে পারে এমন। [ঃ কাঁটাল-'পাকানো' গরম।] পাকানো — পাক দেওয়া। [ঃ 'দাঁড়' পাকানো।] গোল করা। [ঃ গুলী 'পাকানো'।] জটিল করা। [ঃ 'জট' পাকানো।] একত্রিত হইয়া জটিল অবস্থা সৃষ্টি করা। [ঃ দল 'পাকানো'; ঃ জটলা 'পাকানো'।] পাক দেওয়া হইয়াছে এমন। গোল করা হইয়াছে এমন। জটিল করা হইয়াছে এমন।

পাকাপাকি – সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করণ। সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করা হইয়াছে এমন।

পাকামি, পাকামো — জেঠামি, ডেঁপোমি।

পাঁকাল — পাঁকে থাকে এমন একরকম মাছ।

পাকাশয় - পাকস্থলী।

পাকিস্তান, পাকিস্থান — ভারতবর্ষের মুসলমানপ্রধান অংশ যাহা পৃথক রাষ্ট্র-রূপে গণ্য হইয়াছে। (পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান।)

পাকিস্তানী, পাকিস্থানী — পাকিস্থান সংক্রান্ত। পাকিস্থানের অধিবাসী।

পাকী — যে ওজনে আশী তোলায় বা তাহার বেশীতে সের হয়।

পাঁকুই — হাজা রোগ।

পাকুড় — অশ্বত্থ জাতীয় একরকম গাছ।

পাকেচক্রে, পাকেপ্রকারে — নানারূপ কুটিল কৌশলে। জটিল অবস্থায়।

পাক্কা — ঠিক, বেশীও নহে কমও নহে। [ঃ 'পাক্কা' এক ঘণ্টা।]

পাক্ষিক — পক্ষ সংক্রান্ত। যাহা মাসে দুইবার বা পনেরো দিনে একবার হয়। [ঃ 'পাক্ষিক' সভা; ঃ 'পাক্ষিক' পত্রিকা।]

পাখতুন — পাঠান।

পাখতুনিস্তান, পাখতুনিস্থান — পাখতুনদের বাসস্থান।

পাখনা — পাখা, ডানা।

পাখলা — (গ্রাম্য প্রয়োগে) প্রক্ষালন করা, ধোয়া।

পাখসাট — ডানার ঝাপটা।

পাখা — ডানা, পক্ষ। পালক। **পাখা উঠা** — ডানা গজানো। **পিঁপড়ার পাখা উঠা** - ক্ষমতার অতিরিক্ত দম্ভ বা বাড়াবাড়ি করা যাহার ফলে ক্ষতি হয়।

পাখা — বাতাস করার যন্ত্র। **পাখা করা** — পাখা দিয়া বাতাস করা।

পাখাল - (দেশ প্রয়োগ) ধোয়া, প্রক্ষালিত। [ঃ 'পাখাল' ভাত।]

পাখি — খড়খড়ির টুকরা কাঠ। চাকার শিক বা দণ্ড যাহা বেড় ও নাইয়ের মধ্যে সংযুক্ত থাকে, স্পোক।

পাখি, পাখী — ডানা ও পালক আছে এমন প্রাণী, পক্ষী

পাখোয়াজ -- একরকম ঢোলজাতীয় বাদ্য যন্ত্র।

পাখোয়াজ — (কথ্য প্রয়োগ) অকালপক্ব, ডেঁপো। [ঃ 'পাখোয়াজ ছেলে।]

পাখোয়াজী -- যে পাখোয়াজ বাজায়। পাখোয়াজের মতো। [ঃ 'পাখোয়াজী গলা।]

পাগ, পাগড়ি — মাথায় জড়ানো কাপড়।

পাগড়িওয়ালা — যাহার মাথায় পাগড়ি আছে।

পাগল — উন্মাদ, খেপা, মাথাখারাপ। আত্মহারা। অতিশয় উৎসাহিত। অস্থির। অবুঝ। স্ত্রী — **পাগলিনী**।

পাগলা — (তুচ্ছার্থে বা জীবজন্তুর ক্ষেত্রে) পাগল। (আদরে) **অবুঝ**, অবোধ। **স্ত্রী — পাগলী**।

পাগলাটে — প্রায় পাগল, পাগলের মতো, ছিটগ্রস্ত, খেপাটে।

পাগলামি, পাগলামো — পাগলের মতো ভাব বা আচরণ, খেপামি।

পাগলিনী, পাগলী — ('পাগল' ও 'পাগলা' দেখ।)

পাঙ্‌ক্তেয় — এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য, এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া যাহার সহিত আহারাদি করা চলে এমন।

পাঙাশ, পাঙ্গাশ — একরকম মাছ। ফ্যাকাশে, পাংশুবর্ণ।

পাচ চারের পরবর্তী সংখ্যা, ৫। **পাচকথা** — তিরস্কার, মন্দকথা। [ঃ 'পাচকথা' শুনিয়ে দেওয়া।] **পাঁচজন** — বিভিন্ন লোক। [ঃ যদি 'পাচজনে' বলে।] **পাচরকম** — নানা-রকম। [ঃ পাচরকম' লোক।] **সাত-পাচ** নানারকম চিন্তা।

পাঁচই — মাসের পাঁচ তারিখ বা তারিখে।

পাচক — যে রাঁধে। যাহা হজম করায়, হজমী।

পাঁচড়া — একরকম চর্মরোগ খোস।

পাচন - হজমী, পাচক। পাঁ ।

পাঁচন — পাচরকম গাছগাছড়া সিদ্ধ করিয়া তৈয়ারী ঔষধ।

পাঁচনরী — পাচটি লহর আছে এমন হার।

পাচনবাড়ি, পাচনি, পাচনী — গোরু তাড়াইবার ছোট লাঠি।

পাচফোড়ন — জিরা কালোজিরা মেথি মৌরি ও রাধুনী রান্নার এই পাঁচরকম মসলা।

পাঁচমিশালী — যাহাতে নানারকম জিনিস মিশ্রিত হইয়াছে এমন।

পাঁচালি, পাঁচালী — একরকম গীতিকাব্য যাহাতে প্রধানতঃ দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়।

পাচার — গোপনে অপসারণ। [ঃ মাল

'পাচার' করা।] সাবাড়।

পাচিকা — রন্ধনকারিণী। রন্ধন করা যে মেয়ের পেশা।

পাঁচিল — প্রাচীর।

পাচ্য — পরিপাকযোগ্য। রন্ধনযোগ্য।

পাছড়ানো — কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়া। ঐভাবে ঝাড়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'পাছড়ানো চাউল'।]

পাছা — পশ্চাদ্দেশ, নিতম্ব।

পাছাপেড়ে — যাহার তিনটি পাড়ের একটি পাড় পাছার উপর দিয়া যায় এমন। [ঃ 'পাছাপেড়ে' শাড়ি।]

পাছু — পশ্চাৎ, পিছনের দিক। [ঃ 'পাছু' হাঁটা।] **পাছু ডাকা** — পিছন হইতে কাহাকেও ডাকা। **পাছু লওয়া বা নেওয়া** — অনুসরণ করা পিছনে পিছনে যাওয়া। **পাছু লাগা** — বিরক্ত করা। **আগুপাছু** — অগ্রপশ্চাৎ।

পাছে — 'যদি' বা 'এই ভয়ে' অর্থে বাক্যের গোড়ায় যুক্ত হয়। [ঃ 'পাছে' সে আসে, ঃ 'পাছে' তুমি রাগ কর।]

পাঁজ — বাতির মতো বানিয়া পাকানো তুলা যাহা হইতে সুতা কাটা হয়।

পাঁজর, পাঁজরা — বুকের ও পাশের হাড়, পঞ্জর।

পাঁজা — পুড়াইবার জন্য ইটের স্তূপ। ইট পুড়াইবার প্রণালী।

পাঁজাকোলা — কোনও লোককে তুলিবার জন্য তাহার কাঁধ বা পিঠ এবং উরুর নীচে হাত দিয়া ধরা হইয়াছে এমন, কোল ও পাঞ্জা বা করতলের সাহায্যে উত্তোলিত। [ঃ 'পাঁজাকোলা' করা।]

পাজামা — ('পায়জামা দেখ।)

পাজি, পাজী — নচ্ছার, দুষ্ট। দুষ্ট ব্যক্তি। **পাজির পা-ঝাড়া** — অতিশয় পাজী।

পাঞ্চজন্য — (পঞ্চজন নামক অসুরের অস্থি হইতে নির্মিত) শ্রীকৃষ্ণের বিখ্যাত শঙ্খ। **পাঞ্চজন্যধারী** — শ্রীকৃষ্ণ।

পাঞ্চভৌতিক — পঞ্চভূত সংক্রান্ত। পঞ্চভূত হইতে জাত বা উৎপন্ন।

পাঞ্চাল - পঞ্চাল। পঞ্চাল দেশ সংক্রান্ত। পঞ্চালদেশবাসী। **পাঞ্চালদুহিতা, পাঞ্চাল-নন্দিনী** — দ্রৌপদী।

পাঞ্চালী — পঞ্চালদেশের রাজকন্যা দ্রৌপদী।

পাঞ্জা — করতল, থাবা। [ঃ 'পাঞ্জার' জোর।] সীলমোহর বা স্বাক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহৃত করতলের ছাপ। [ঃ বাদশাহী 'পাঞ্জা'।] **পাঞ্জা কষা, পাঞ্জা লড়া** — পরস্পরের করতলে চাপ দিয়া শক্তি পরীক্ষা করা।

পাঞ্জা — ('পঞ্জা' দেখ।)

পাঞ্জাব ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চল, পঞ্চনদ। **পূর্ব পাঞ্জাব** — ভারতবর্ষ বিভাগের ফলে পাঞ্জাবের যে অংশ ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে পড়িয়াছে। **পশ্চিম পাঞ্জাব** — পাঞ্জাবের যে অংশ পাকিস্তানের মধ্যে পড়িয়াছে।

পাঞ্জাবি — একরকম ঢিলা কলারহীন জামা।

পাঞ্জাবী — পাঞ্জাবের অধিবাসী।

পাট — একরকম গাছ যাহার আঁশ হইতে দড়ি চট ইত্যাদি হয়। [ঃ 'পাটের' চাষ।] ঐ গাছের চুলের মতো আঁশ। [ঃ 'পাটের' দড়ি।] পাটের বীজ। [ঃ 'পাট' বোনা।]

পাট — রেশম, পট্ট। [ঃ 'পাটের' শাড়ি।]

পাট — ভাজ, স্তর। [ঃ জামার 'পাট' খোলা।] ধাপ।

পাট — পাটা, তক্তা। [ঃ ধোপার 'পাট'; ঃ কপাটের 'পাট'।] পিঁড়ি। বসিবার আসন। সিংহাসন। [ঃ রাজ-'পাট';

ঃ 'পাট'-রানী।] অস্তাচল। [ঃ সূর্য তখন 'পাটে' নামে।] তীর্থস্থান। [ঃ শ্রী-'পাট' নবদ্বীপ।]

পাট — ব্যবস্থা, চলন। [ঃ বাড়িতে চায়ের 'পাট' নাই; ঃ বাড়িতে পড়ার 'পাট' নাই, 'পাট' তোলা।] নিত্যকর্ম। [ঃ ঘরের 'পাট' সারা।]

পাট — পাতকুয়ার ভিতরের পোড়ামাটির ঘের। পাড়।

পাঁট — ('পাঁইট' দেখ।)

পাটকিলা, পাটকিলে — পাটকেল বা ইটের মতো রং বা রঙের।

পাটকেল — ইটের টুকরা।

পাটন — পত্তন, নগর।

পাটনা — বিহারের প্রধান নগর ও জেলা।

পাটনাই — পাটনায় উৎপন্ন। [ঃ 'পাটনাই' হলুদ।]

পাটনী — খেয়াঘাটের মাঝী।

পাটরানী — প্রধানা রানী, পট্টমহিষী (যাঁহার সিংহাসনে বসিবার অধিকার আছে)।

পাটল — পাটকিলে। গোলাপী।

পাটল — পারুল ফুল ও গাছ।

পাটলিপুত্র — পাটনার প্রাচীন নাম, প্রাচীন মগধের বিখ্যাত রাজধানী।

পাটা — তক্তা, চওড়া শক্ত পিঁড়ির মতো জিনিস। **বুকের পাটা** — বুকের বিস্তার ও দৃঢ়তা, সাহস।

পাটাতন — কাঠের মেঝে বা মঞ্চ। নৌকা বা জাহাজের কাঠের মেঝে, ডেক।

পাটালি — শুকনা শক্ত জমানো গুড়।

পাটি — সারি, শ্রেণী। [ঃ দাঁতের 'পাটি'।]

পাটি — জোড়ার একটি। [ঃ এক 'পাটি' জুতা।]

পাটি — মাদুর।

পাটিগণিত — ('পাটীগণিত' দেখ।)

পাটিসাপটা — ক্ষীরের পুর দেওয়া একরকম পিঠা।

পাটীগণিত — অঙ্ক বিষয়ক গণিত।

পাটুনী — ('পাটনী' দেখ।)

পাটেশ্বরী — পাটরানী।

পাটোয়ার, পাটোয়ারী — খাজনা আদায়-কারী কর্মচারী। যে হার ইত্যাদি গহনা গাঁথে।

পাটোয়ারী — খুব হিসাবী। পাটোয়ারের উপযুক্ত, কূটকৌশলী। [ঃ 'পাটোয়ারী' বুদ্ধি।]

পাট্টা — জমির অধিকার বিষয়ক দলিল।

পাট্টা — পাট, ভাঁজ, কাপড়ের জোড়। [ঃ দো-'পাট্টা'।]

পাট্টাকবুলিয়ত — জমিদারের পক্ষ হইতে প্রদত্ত পাট্টা এবং প্রজার পক্ষ হইতে প্রদত্ত কবুলিয়ত বা স্বীকারপত্র।

পাট্টাদার — যে জমির পাট্টা করিয়া খাজনায় লয়।

পাঠ — পড়া, পঠন। উচ্চস্বরে পড়া, আবৃত্তি। পড়ার বিষয় বা বিষয়ের ভাগ। [ঃ প্রথম 'পাঠ'।] রচনার বিভিন্ন রূপ। [ঃ 'পাঠান্তর'।] চিঠির আরম্ভিক সম্ভাষণ।

পাঠক — যে পড়ে। যে আবৃত্তি করে। পুরাণ-পাঠক। ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ। স্ত্রী. — **পাঠিকা**।

পাঠগৃহ — পড়ার ঘর।

পাঠগ্রহণ — শিক্ষালাভ। [ঃ শিক্ষকের নিকট 'পাঠগ্রহণ'।]

পাঠচক্র — পড়িবার জন্য মিলনসভা, পাঠকদের সঙ্ঘ। [ঃ রবীন্দ্র 'পাঠচক্র'।]

পাঠন — পড়ানো, অধ্যাপনা, শিক্ষাদান। [ঃ পঠন-'পাঠন'।]

পাঠনিবিষ্ট — পড়ায় মগ্ন। স্ত্রী. —

পাঠনিবিষ্টা।

পাঠনিরত, পাঠরত — পড়ায় নিযুক্ত। স্ত্রী. — **পাঠনিরতা, পাঠরতা**।

পাঠশালা — যেখানে পড়ানো হয়, বিদ্যালয়। [ঃ মহাকালী 'পাঠশালা'।] প্রাথমিক বিদ্যালয়। [ঃ 'পাঠশালার' পড়া শেষ।]

পাঁঠা — পুরুষ ছাগল।

পাঠান — পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একটি মুসলমান জ্যাতি। মোগলগণের আগমনের পূর্বে যে মুসলমানগণ ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, তুর্কী আফগান ইত্যাদি। স্ত্রী. — **পাঠানী**।

পাঠানো — প্রেরণ করা। [ঃ চিঠি 'পাঠানো'।] লোক পাঠাইয়া করা। [ঃ ডাকিয়া 'পাঠানো'; ঃ 'বলিয়া' পাঠানো।]

পাঠান্তর — লিখিত বিষয়ের ভিন্ন রূপ।

পাঠাভ্যাস — পড়িয়া আয়ত্ত করণ। মুখস্থ করণ।

পাঠার্থী — যে পড়িতে চায়, বিদ্যার্থী, ছাত্র। স্ত্রী. — **পাঠার্থিনী**।

পাঠিকা — স্ত্রী পাঠক।

পাঁঠী — স্ত্রী ছাগল।

পাঠ্য — পড়িবার যোগ্য। বিদ্যালয় ইত্যাদিতে পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট। [ঃ 'পাঠ্য'-পুস্তক।]

পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী — বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়াইবার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়, সিলেবাস।

পাঠ্যাবস্থা — পঠদ্দশা, ছাত্রাবস্থা।

পাড় — নদী পুকুর খাল ইত্যাদির কিনারা। কাপড়ের রঙিন ধার বা কিনারা। [ঃ লাল 'পাড়'।]

পাড় — খুঁটির মাথায় লম্বা কাঠ বাঁশ ইত্যাদি যাহার উপর ঘরের চাল থাকে।

পাড় — (ঢেঁকিতে) পায়ের প্রবল আঘাত বা চাপ। [ঃ 'পাড়' দেওয়া।] ঐরূপ আঘাত বা চাপের ফলে (ঢেঁকির) পতন। [ঃ 'পাড়' পড়া।]

পাঁড় — (নিন্দার্থে) পাকা, ঘোর। [ঃ 'পাঁড়' মাতাল।]

পাড়া — পাশাপাশি বাস করে এমন কতকগুলি পরিবার, পল্লী, মহল্লা। [ঃ বামুন 'পাড়া'।] **পাড়া মাথায় করা** — চীৎকার বা কান্নার শব্দে পাড়ার লোককে বিব্রত করা।

পাড়া — স্থানচ্যুত বা বৃন্তচ্যুত করিয়া নামানো, নীচে নামানো, পাতিত করা। [ঃ ফল 'পাড়া'।] ভূমিষ্ঠ করা। [ঃ 'ডিম' পাড়া।] পাতা, প্রসারিত করা। [ঃ বিছানা 'পাড়া'।] উত্থাপন করা। [ঃ কথা 'পাড়া'।] হাঁকিয়া বলা। [ঃ ডাক 'পাড়া'; ঃ হাক 'পাড়া'; ঃ গালি 'পাড়া'।] ক্রমাগত বকা। [ঃ পচাল 'পাড়া'।] ভূপাতিত করা। **পাত পাড়া** — পাতা মেলিয়া খাইতে বসা, খাওয়া। [ঃ ওদের বাড়ি কেউ 'পাত পাড়ে' না।]

পাড়াকুঁদুলী -- যে মেয়ে পাড়ায় ঘুরিয়া ঝগড়া করে।

পাড়াগাঁ — অনুন্নত গ্রাম, পল্লীগ্রাম।

পাড়াগেঁয়ে -- পাড়াগাঁর, পাড়াগাঁর উপযুক্ত।

পাড়ানো — অপরকে দিয়া পাড়া। [ঃ আম 'পাড়ানো'; ঃ কথা 'পাড়ানো'।] **ঘুম পাড়ানো** -- ঘুমের উদ্রেক করানো, সুপ্ত করানো।

পাড়াপড়শী — প্রতিবেশী, পাড়ার লোক।

পাড়ি — এক পার হইতে অন্য পারে গমন। এক পার হইতে অন্য পারে গমন-পথ। [ঃ লম্বা 'পাড়ি'।] **পাড়ি**

জমানো — পার হওয়া। **পাড়ি দেওয়া** — এক পার হইতে অন্য পারে যাওয়া।

পাঁড়ে — ('পাণ্ডে' দেখ।)

পাণি — হাত।

পাণিগ্রহণ — বিবাহ।

পাণিনি — 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক সংস্কৃত ব্যাকরণের বিখ্যাত রচয়িতা।

পাণিপীড়ন — বিবাহ।

পাণ্ডব — পাণ্ডুর পুত্র, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব।

পাণ্ডববর্জিত, পাণ্ডববর্জ্জিত — অত্যন্ত মন্দ স্থান বা অঞ্চল যাহা পাণ্ডবরা জয় করেন নাই বা যেখানে পাণ্ডবরা যান নাই।

পাণ্ডবসখা, পাণ্ডবসারথি — শ্রীকৃষ্ণ।

পাণ্ডবীয় — পাণ্ডবের, পাণ্ডব সংক্রান্ত।

পাণ্ডা — তীর্থস্থানের পূজারী ও তাহার অনুচর। (নিন্দায়) দলের কর্তা, প্রধান কর্মকর্তা, চাঁই।

পাণ্ডিত্য — পড়াশুনা, বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান।

পাণ্ডু — মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদির পিতা।

পাণ্ডু — ফ্যাকাশে রং। একরকম রোগ যাহাতে গায়ের রং হলদে ফ্যাকাশে হয়, ন্যাবা, জণ্ডিস।

পাণ্ডুবর্ণ — হলদে-সাদাটে রঙের বা রং। ফ্যাকাশে।

পাণ্ডুর — বিবর্ণ, ফ্যাকাশে।

পাণ্ডুলিপি — হাতে লেখা কাগজ। [ঃ পুস্তকের 'পাণ্ডুলিপি'।] প্রাথমিক রচনা, খসড়া, মুসাবিদা। [ঃ আইনের 'পাণ্ডুলিপি'।]

পাণ্ডে — হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

পাণ্ড্য — দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন রাজ্য (বর্তমান মাদুরা ও তিনেভেল্লি)। ঐ রাজ্যের অধিবাসী।

পাত — পড়া, পতন। [ঃ বৃষ্টি-'পাত'।] স্রাব, ক্ষরণ। [ঃ রক্ত-'পাত'।] বিনাশ, ক্ষয়, নিপাত। [ঃ শত্রু-'পাত'; ঃ দেহ-'পাত'।] প্রয়োগ, স্থাপন। [ঃ দৃষ্টি-'পাত'; পদ-'পাত'।] স্খলন। [ঃ গর্ভ-'পাত'।]

পাত — পাতা। [ঃ কলা-'পাত'।] আহারের সময়ে খাদ্য রাখিবার জন্য ব্যবহার্য পাতা থালা ইত্যাদি। [ঃ 'পাতে' দেওয়া।] আহারের জন্য ঠাঁই। [ঃ 'পাত' করা।] **পাত উঠা** — খাওয়া বন্ধ হওয়া, অন্ন উঠা। [ঃ এখানে তার 'পাত' উঠল।] **পাত পাড়া** — আহারের আশায় পাতা মেলা। **পাত পড়া** — আহারের ব্যবস্থা হওয়া। [ঃ দুবেলা ত্রিশজনের 'পাত পড়ে'।]

পাত — ধাতু ইত্যাদির পাতলা চওড়া টুকরা। [ঃ সোনার 'পাত'।]

পাতচাটা — উচ্ছিষ্টভোজী, হীন পরান্ন-ভোজী।

পাততাড়ি — লিখিবার জন্য পাতার গোছা। **পাততাড়ি গুটানো** — চলিয়া যাইবার জন্য জিনিসপত্র গুছানো, পাট তোলা।

পাতক — পাপ।

পাতকী — পাপী। স্ত্রী. — **পাতকিনী**।

পাতকুয়া, পাতকুয়ো, পাতকুয়া — ছোট কূপ।

পাতঞ্জল — পতঞ্জলি রচিত। [ঃ 'পাতঞ্জল' দর্শন।]

পাতন — পাত করণ। চুয়ানো, ক্ষরিত করণ, পরিস্রুত করণ। **পাতনযন্ত্র** — পরিস্রুত করিবার যন্ত্র, বকযন্ত্র।

পাতলা — পুরু নহে এমন। [ঃ 'পাতলা' কাগজ।] ঘন নহে এমন। [ঃ 'পাতলা'

দুধ।] স্থূল বা মোটা নহে এমন, রোগা। [ঃ 'পাতলা' চেহারা।] অত্যন্ত পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট নহে এমন, নিবিড় নহে এমন। [॰ 'পাতলা চুল।] ঈষৎ, লঘু। [ঃ 'পাতলা' ঘুম।] **কানপাতলা** — যে শোনা কথা সহজে বিশ্বাস করে। [ঃ 'কানপাতলা' লোক।]

পাতলুন — পায়জামা, পেণ্টলুন।

পাতশা, পাতশাহ্ — ('বাদশাহ্' দেখ।)

পাতা — পত্র, পল্লব, পাত। [ঃ গাছের 'পাতা'।] চোখের উপরের আবরণী ত্বক, পলক। [ঃ চোখের 'পাতা'।] বইয়ের দুই পৃষ্ঠা। [ঃ বইয়ের ছেঁড়া 'পাতা'।] খাইবার জন্য পাতার পাত্র বা খাইবার ঠাঁই, পাত। [ঃ 'পাতা হওয়া।] **পাতা করা, পাতা পাড়া** — ('পাত' দেখ।) **পাতা কাটা** — কেশ বিন্যাসের সময়ে পাতার মতো করিয়া চুল ফাঁপানো। **পায়ের পাতা** — পদতল। **পাতাচাপা কপাল** — যে ভাগ্যে দুঃখ স্বল্পস্থায়ী হয়। (তুঃ 'পাথরচাপা কপাল'।)

পাতা — মেলা, বিছানো, বিস্তৃত করা। [ঃ বিছানা 'পাতা', ঃ আসন 'পাতা'।] গ্রহণের জন্য প্রসারিত করা। [ঃ হাত 'পাতা', ঃ কোঁচড় পাতা।] স্থাপন করা, রাখা গুছাইয়া রাখা। [ঃ দোকান 'পাতা', ঃ সংসার 'পাতা'।] **আড়-পাতা** — লুকাইয়া শোনা। **ওত পাতা** — লুকাইয়া প্রতীক্ষায় থাকা। **কান পাতা** — শুনিবার আগ্রহে বা চেষ্টায় কান সজাগ করা। **খড়ি পাতা** — অতীত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি গণিবার জন্য খড়ি দিয়া দাগ কাটা। **ঘাড় পাতা** — দায়িত্ব শাস্তি ইত্যাদি স্বেচ্ছায় লওয়া। **জানু পাতা** — দীনতা প্রকাশের জন্য হাটু গাড়িয়া বসা। **জাল পাতা** — ফাঁদ পাতা, বিপদে ফেলিবার জন্য চক্রান্ত করা। **দই পাতা** — জমাট করিবার জন্য দুধে দম্বল দিয়া রাখা। **পিঠ পাতা** — স্বেচ্ছায় বিনা প্রতিবাদে প্রহার বা লাঞ্ছনা সহ্য করা। **বুক পাতা** — সাহসের সহিত শোক দুঃখ বা আঘাত গ্রহণ করা। **মাথা পাতা** — সসম্মানে স্বীকার করা, শিরোধার্য করা। দায়িত্ব গ্রহণ করা। **সংসার পাতা** — বিবাহিত জীবন যাপনের জন্য আয়োজন করা। **হাত পাতা** — চাওয়া। ভিক্ষা করা। সাহায্য চাওয়া।

পাতানো — অপরকে দিয়া পাতা। [ঃ বিছানা 'পাতানো'।] কুটুম্বিতা না করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করা। [ঃ 'বোন' পাতানো, ঃ সই 'পাতানো'।] যাহার সহিত ঐভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। [ঃ 'পাতানো' ভাই।]

পাতাল — পুরাণে বর্ণিত ত্রিলোকের একটি যাহা পৃথিবীর নীচে আছে মনে করা হয়। [ঃ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল'।] ভূগর্ভ, মাটির নীচেকার স্থান। [ঃ সীতার 'পাতাল' প্রবেশ।] **পাতাল গঙ্গা** — পুরাণে বর্ণিত পাতালে প্রবাহিত নদী, ভোগবতী। **পাতালপুরী** ভূগর্ভস্থিত কাল্পনিক নগর বা প্রাসাদ। **পাতাল-ফোড়** মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে এমন।

পাতি- — ছোট বা নিকৃষ্ট শ্রেণী বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'পাতি'-হাঁস ঃ 'পাতি' লেবু, ঃ 'পাতি'-নেড়ে, ঃ 'পাতি' বুর্জোয়া।]

পাতি, পাঁতি — পঙ্ক্তি, শ্রেণী, সারি। [ঃ দন্তের 'পাঁতি'।] **পাতি পাতি** — তন্ন তন্ন। [ঃ 'পাতি পাতি' ক'রে

খোঁজা।]

পাতিত — পতিত করা বা নিম্নে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে এমন।

পাতিত্য — পতিত বা সমাজচ্যুত অবস্থা।

পাতিব্রত্য — স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনন্যনিষ্ঠা, পতিব্রতার ভাব।

পাতিল — হাঁড়ি।

পাত্তর — (কথারূপ) পাত্র।

পাত্তা — খোঁজ, সন্ধান, উদ্দেশ। [ঃ 'পাত্তা' পাওয়া।] আমল, গ্রাহ্য করার ভাব। [ঃ 'পাত্তা' দেয় না।]

পাত্র — যাহাতে রাখা যায় এমন জিনিস, আধার। [ঃ ভোজন 'পাত্র'।] যাহার উপর স্থাপন করা যায় এমন ব্যক্তি। [ঃ প্রেমের 'পাত্র'; ঃ বিশ্বাসের 'পাত্র', ঃ ঘৃণার 'পাত্র'।] ব্যক্তি। [ঃ যোগ্য 'পাত্র'; ঃ ছাড়িবার 'পাত্র'।] যোগ্য ব্যক্তি। [ঃ 'পাত্রাপাত্র'।] কন্যা দানের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি, বর। মন্ত্রী, পারিষদ। [ঃ 'পাত্র-মিত্র'।] নাটকে বা গল্পে বর্ণিত ব্যক্তি। স্ত্রী. — **পাত্রী**।

পাত্রপক্ষ — বরের তরফ, বরের পক্ষের লোক।

পাত্রস্থ, পাত্রস্থা — বরের হস্তে সমর্পিতা, বিবাহ দেওয়া হইয়াছে এমন (কন্যা)। [ঃ মেয়ে 'পাত্রস্থ' করা।]

পাত্রাপাত্র — যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তি। [ঃ 'পাত্রাপাত্র' বিচার।]

পাত্রী — ('পাত্র' দেখ।)

পাথর — পাষাণ, প্রস্তর, শিলা। মণি, রত্ন। [ঃ আংটির 'পাথর'।] পাথরের থালা বা বাটি। **পাথরচাপা কপাল** — যে ভাগ্য বা কপাল হইতে সহজে দুঃখ ঘোচে না।

পাথরকুচি — একরকম অমসৃণ পাতাওয়ালা ছোট গাছ। পাথরের ছোট টুকরা।

পাথরি — ('পাথুরি' দেখ।)

পাথার — সমুদ্র, সাগর।

পাথুরি — একরকম রোগ যাহাতে মূত্রাশয় বা পিত্তাশয়ে পাথরের মতো জিনিস জন্মে।

পাথেয় — পথখরচ, পথের সম্বল, যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। [ঃ 'পাথেয়' দশ টাকা; ঃ তোমার আশীর্বাদই আমার 'পাথেয়'।]

পাদ — পা, পদ, চরণ। শ্লোকের চরণ বা চতুর্থাংশ। [ঃ 'পাদ'-পূরণ।] চতুর্থাংশ। [শতাব্দীর শেষ 'পাদ'।] সম্মানসূচক শব্দ। [ঃ প্রভু-'পাদ'; ঃ শ্রী-'পাদ'।] নিম্নবর্তী স্থান। [ঃ 'পাদ'-টীকা।]

পাদচারণ, পাদচারণা — ('পদচারণ' দেখ।)

পাদচারী — ('পদচারী' দেখ।)

পাদটীকা — পুস্তকের বা রচনার নীচে দেওয়া মন্তব্যাদি।

পাদদেশ — নিম্নবর্তী স্থান। [ঃ পর্বতের 'পাদ-দেশে'।]

পাদপ — গাছ, বৃক্ষ।

পাদপদ্ম — পা রূপ পদ্ম, চরণকমল।

পাদপহীন — বৃক্ষহীন।

পাদপীঠ — পা রাখিবার পিঁড়ি বা স্থান।

পাদপূরণ — অবশিষ্ট চরণ রচনা করিয়া বা বলিয়া শ্লোক সম্পূর্ণ করণ।

পাদমূল — চরণের নিম্নবর্তী বা নিকটবর্তী স্থান। মূলের নিকটবর্তী স্থান। [ঃ বৃক্ষের 'পাদমূলে'।]

পাদরী — খ্রীষ্টান যাজক, খ্রীষ্টান পুরোহিত।

পাদলেহন — পা চাটা, হীনভাবে তোশামোদ।

পাদলেহী — যে পা চাটে, হীন তোশামোদকারী।

পাদশৈল — পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত

ছোট পাহাড়।

পাঁদাড় —বাড়ির পিছনের নোংরা জায়গা।

পাদান, পাদানি — যাহাতে পা দিয়া গাড়ি ইত্যাদিতে উঠিতে হয়।

পাদুকা — জুতা।

পাদোদক — পূজ্য ব্যক্তির পা-ধোয়া বা পা-ছোঁয়া জল।

পাদোন — এক পাদ বা সিকি কম, পৌনে।

পাদ্য — পা ধুইবার জল। [ঃ 'পাদ্য'-অর্ঘ্য।]

পান — তরল বা বায়ব জিনিস গলাধঃকরণ। [ঃ দুগ্ধ-'পান'; ঃ ধূম-'পান'।] যাহা পান করা হয়, পানীয় দ্রব্য। [ঃ অন্ন-'পান'।] **পান করা** — (জল দুধ ইত্যাদি) খাওয়া। ধূম গলাধঃকরণ করা।

পান — একরকম সুপরিচিত পাতা যাহা খয়েব সুপারি চুন ইত্যাদি দিয়া খাওয়া হয়। সুপারি চুন খয়ের ইত্যাদি দিয়া সাজা পান। **পান থেকে চুন খসা** — অতি সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি হওয়া।

পান — ('পাইন' দেখ।)

পানকৌড়ি — একরকম পাখী যাহা জলে ডুবিয়া মাছ ধরে।

পানতুয়া — ঘিয়ে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিযা প্রস্তুত একরকম ছানার মিষ্টান্ন।

পানদোষ — মদ্যপানেব কদভ্যাস।

পানপাত্র — তরল জিনিস খাইবার পাত্র। মদের গেলাস।

পান-মরা — (পাইন-মরা' দেখ।)

পানসি, পানশি — বেশী লম্বা ও কম চওড়া ছোট হালকা একরকম নৌকা।

পানসে — জ'লো, যাহার মিষ্টতা কম এমন।

পানা — শরবত। [ঃ মিছরির 'পানা'।]

পানা — শেওলা জাতীয় একরকম জলজ উদ্ভিদ, একরকম জলজ গুল্ম।

-পানা — মতন, সদৃশ, তুল্য। [ঃ চাঁদ-'পানা' মুখ।]

পানাগার — যেখানে মদ বিক্রয় ও পান করা হয়, শুঁড়িখানা।

পানানো — গাভী ইত্যাদির বাঁট টানার ফলে দুধের উদ্রেক হওয়া।

পানালয় — ('পানাগার' দেখ।)

পানাসক্ত — মদ্যপানে আসক্ত, যে মদ খাইতে খুব ভালোবাসে।

পানি — জল।

পানিতরাস, পানিত্রাস — নৌকার তলাব প্রধান কাঠ।

পানিফল — একরকম জলজ ফল ও তাহার গাছ।

পানিবসন্ত — মারাত্মক নহে এমন একরকম বসন্ত, জলবসন্ত, 'চিকেন পক্স্'।

পানীয় — পানের উপযুক্ত। [ঃ 'পানীয' জল।] পান করা যায এমন তরল জিনিস। [ঃ খাদ্য-'পানীয়'।]

পানে — দিকে, প্রতি, অভিমুখে। [ঃ মুখেব 'পানে' তাকাও; ঃ ওদিক 'পানে' যাও।]

পান্তা, পান্তাভাত — জলে ভিজানো বাসী ভাত।

পান্থ — পথিক।

পান্থনিবাস — পথিকদের থাকিবার স্থান, সরাই।

পান্থপাদপ — একরকম গাছ যাহার গা কাটিলে পথিকদের পানের উপযোগী জল বাহির হয়।

পান্থশালা — ('পান্থনিবাস' দেখ।)

পান্না — সবুজ রঙেব একরকম মূল্যবান্ পাথর, মরকত।

পাপ — ধর্মবিরুদ্ধ কাজ, ভগবানের নিকট অপরাধ। [ঃ 'পাপ'-পুণ্য।] অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা বস্তু। [ঃ 'পাপ' জুটা; ঃ 'পাপ'

বিদায় করা।] ধর্মবিরুদ্ধ, অন্যায়। [ঃ 'পাপ'-কাজ।] ক্ষতিকর, দুষ্ট। [ঃ 'পাপ'-বুদ্ধি।] অশুচি, অপবিত্র। [ঃ 'পাপ'-দৃষ্টি; ঃ 'পাপ'-চক্ষে।]

পাপগ্রহ — অশুভ গ্রহ; শনি মঙ্গল রাহু ইত্যাদি।

পাপঘ্ন — পাপনাশক।

পাপড়ি — ফুলের কোমল পাতার মতো অংশ, দল।

পাপনাশক — যে বা যাহা পাপ দূর করে।

পাপহর — যে বা যাহা পাপ হরণ করে, পাপনাশক।

পাপর, পাঁপর — নিঃস্ব লোক যাহার মোকদ্দমা সরকারী খরচে হয়, 'পপার'।

পাঁপর — দালের সহিত ঈষৎ ক্ষার মিশাইয়া প্রস্তুত পাতলা রুটি যাহা ঘিয়ে বা তেলে ভাজিয়া খাইতে হয়।

পাপাচার — ধর্মবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান, পাপ কাজ। যে ধর্মবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করে, পাপাচারী।

পাপাচারী — যে ধর্মবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান বা কাজ করে। স্ত্রী. — **পাপাচারিণী**।

পাপাত্মা, পাপাশয় — অত্যন্ত পাপী ব্যক্তি।

পাপাসক্ত — যে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বা অসৎ কাজ করিতে ভালোবাসে।

পাপিয়া — কোকিলজাতীয় একরকম পাখী যাহা পিউ পিউ শব্দে ডাকে।

পাপিষ্ঠ — অত্যন্ত পাপী, মহাপাপী। স্ত্রী. — **পাপিষ্ঠা**।

পাপী — যে পাপ করে বা করিয়াছে। স্ত্রী. — **পাপিনী**।

পাপীয়সী — পাপিষ্ঠা, মহাপাপিনী।

পাপোশ — পায়ের ধুলো মুছিবার জন্য নারিকেল ছোবড়া ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী খসখসে আসনের মতো জিনিস।

পাব — দুই গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ। [ঃ বাঁশের 'পাব'।] গাঁট।

পাবক — যাহা পবিত্র করে, আগুন।

পাবদা — একরকম ছোট আঁশহীন মাছ।

পাবন — পবিত্র করণ, নিষ্পাপ করণ। যে পবিত্র বা নিষ্পাপ করে। [ঃ পতিত-'পাবন'।]

পাবনি — পবনের পুত্র, হনুমান।

পাবনী — পবিত্রকারিণী, নিষ্পাপকারিণী। [ঃ পতিত-'পাবনী' গঙ্গা।]

পাবলিশার — পুস্তক-প্রকাশক।

পাম — তাল জাতীয় গাছ।

পামর — পাপী, দুর্বৃত্ত। অধম, নীচ। স্ত্রী. — **পামরী**।

পাম্প — জল তুলিবার বা হাওয়া ভরিবার কল। **পাম্প করা** — যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস ভরা। যন্ত্রের সাহায্যে জল তোলা।

পায়খানা — মলত্যাগের ঘর। মলত্যাগ। [ঃ 'পায়খানা' করা।]

পায়চারি — ধীরে পা ফেলিয়া হালকাভাবে ভ্রমণ, পদচারণ।

পায়জামা — পাতলা কাপড়ের পাতলুন, পাজামা, ইজার। **চুড়িদার পায়জামা** — যে পায়জামার পায়ের নীচের দিকের অংশ আঁটসাঁট থাকে।

পাঁয়তারা — কুস্তি ইত্যাদিতে পা ফেলিবার ভঙ্গী। কাজের আগে কৌশল প্রদর্শনের ভঙ্গীতে আস্ফালন।

পায়দল — পদব্রজে। পদব্রজে। [ঃ 'পায়দলে' যাব।]

পায় পায়, পায়ে পায়ে — প্রতি পদে। [ঃ 'পায়ে পায়ে' বাধা।] এক এক পা করিয়া। [ঃ 'পায়ে পায়ে' চ'লে এলাম।]

পায়রা — পারাবত, কবুতর, কপোত। শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতীক। **সুখের পায়রা** — বন্ধুবান্ধব যাহারা সুখের

দিনে আসিয়া জুটে এবং দুঃখের দিনে সরিয়া পড়ে।

পায়রাখোপ, পায়রাখুপী — পায়রা থাকিবার জন্য খোপ বা ছোট ঘর। সংকীর্ণ আলোবাতাসহীন ঘর।

পায়রাটুঙি, পায়রাটুংগী -- পায়রা থাকিবার জন্য তৈয়ারী উঁচু মাচা।

পায়স — দুধ চিনি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত চাউল সুজি ইত্যাদির তরল মিষ্ট খাদ্য, পরমান্ন।

পায়া - চেয়ার টেবিল খাট ইত্যাদির নীচের খুটি।

পায়াভারি — উচ্চপদের জন্য দেমাক।

পায়াভারী — উচ্চপদের জন্য গর্বিত।

-পায়ী -- 'পান করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মদ্য-'পায়ী'।]

পায়ু — মলদ্বার।

পায়েস — ('পায়স' দেখ।)

পার — নদী ইত্যাদির তীর। [ঃ এ 'পার' থেকে ও-'পারে'।] এক তীর হইতে অন্য তীরে আগত। [ঃ নদী 'পার' হওয়া।] এক তীর হইতে অন্য তীরে নীত। [ঃনদী 'পার' করা।] বিপদ হইতে নিষ্কৃতি। [ঃ 'পার' পাওয়া।] উদ্ধার। [ঃ দীনবন্ধু, 'পার' কর।]

পারংগম — পারদর্শী। [ঃ সর্বশাস্ত্র-'পারংগম'।]

পারক -- যে পারে, সমর্থ। [ঃ অ-'পারক'।]

পারগামী — অপর পারে যাইবে যাইতেছে বা যায় এমন।

পারঘাট, পারঘাটা -- এক পার হইতে অন্য পারে যাইবার জন্য ব্যবহার্য ঘাট।

পারঙ্গম — ('পারংগম' দেখ।)

পারণ — ব্রতের জন্য উপবাসের পর প্রথম ভোজন।

পারতন্ত্র্য — পরাধীনতা, স্বাতন্ত্র্যের অভাব।

পারতপক্ষে — পারিলে, সাধ্য থাকিলে, ক্ষমতায় কুলাইলে, সম্ভবপর হইলে। [ঃ 'পারতপক্ষে' করি না।]

পারদ — একরকম তরল ধাতু, পারা।

পারদঘটিত — পারা হইতে উৎপন্ন, পারা সংযোগে প্রস্তুত।

পারদর্শিতা — বিচক্ষণতা, ভবিষ্যৎ বিবেচনার শক্তি। নৈপুণ্য, দক্ষতা।

পারদর্শী — বিচক্ষণ। নিপুণ। স্ত্রী. — **পারদর্শিনী**।

পারদারিক — পরদার বা পরস্ত্রী সংক্রান্ত।

পারমাণবিক — পরমাণু সংক্রান্ত, 'অ্যাটমিক'।

পারমার্থিক -- পরমার্থ সংক্রান্ত, পারলৌকিক কল্যাণ বিষয়ক।

পারমিট — অনুমতিপত্র।

পারম্পর্য, পারম্পর্য্য - ধারাবাহিকতা, ক্রমান্বয় ভাব। [ঃ 'পারম্পর্য' রক্ষা করা।]

পারলৌকিক --- পরলোক সংক্রান্ত, পারত্রিক।

পারশ — পরিবেশনের জন্য ভাত ইত্যাদি বাহির করণ। পরিবেশন।

পারশীক - ('পারসিক' দেখ।)

পারশে — একরকম ছোট মাছ।

পারশ্য — ('পারস্য' দেখ।)

পারসিক — পারস্য দেশ সংক্রান্ত। পারস্য দেশবাসী, ইরানী। পারস্যের ভাষা।

পারসী -- পারস্য দেশের ভাষা, ফারসী। ইরানী। পারস্য হইতে আগত জরথুস্ত্র-পন্থী ভারতবাসী।

পারসীক — ('পারসিক' দেখ।)

পারস্পরিক — পরস্পর সংক্রান্ত। পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত। [ঃ 'পারস্পরিক' চুক্তি।]

পারস্য পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চিমে ও আফগানিস্থানের দক্ষিণে অবস্থিত দেশ, ইরান।

পারা — একরকম তরল ধাতু, পারদ।

পারা সমর্থ হওয়া, সক্ষম হওয়া। [ঃ পড়িতে 'পারা'।] অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া। [ঃ এখন যাইতে 'পার'।] প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ হওয়া। [ঃ তোমার সঙ্গে পারব' না।]

পারা - (কবিতায়) মতো, সদৃশ, ন্যায়। [ঃ পাগল 'পারা', ঃ পাগলের 'পারা'।]

পারানি - পার করিবার পারিশ্রমিক।

পারানো [illegible]

পারাবত — পায়রা।

পারাবার – সমুদ্র। [ঃ অকূল 'পারাবার'।]

পারাশর পরাশরের পুত্র, ব্যাসদেব। পরাশর সংক্রান্ত। পরাশররচিত।

পারিজাত — পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের বিখ্যাত ফুল ও তাহার গাছ।

পারিতোষিক – পুরস্কার বকশিশ।

পারিপাট্য — সুশৃঙ্খলা, সুন্দর গোছালো ভাব। নৈপুণ্য।

পারিপার্শ্বিক পরিপার্শ্ব সংক্রান্ত চারি পাশের চারিদিকের। [ঃ'পারিপার্শ্বিক অবস্থা।]

পারিবেশিক — পরিবেশ সংক্রান্ত। [ঃ'পারিবেশিক' প্রভাব।]

পারিভাষিক — পরিভাষা সংক্রান্ত।

পারিশ্রমিক – মজুরি, পরিশ্রমের মূল্য।

পারিষদ — সভাসদ্, সভার সভ্য, সদস্য, অমাত্য।

পারী — ('প্যারিস' দেখ।)

পারুল – গোলাপী রঙের ঘণ্টার মতো দেখিতে একরকম সুগন্ধ ফুল ও তাহার গাছ।

পার্ট — অভিনয়ের ভূমিকা। [ঃ রামচন্দ্রের 'পার্ট'।] ভূমিকায় অভিনয়। [ঃ রামচন্দ্রের 'পার্ট' করা।]

পার্টি — রাজনৈতিক দল। দল। প্রীতিভোজ। [ঃ 'পার্টি' দেওয়া।]

পার্টিশন — পৃথক করণ, বিভক্ত করণ। বিভক্ত করিবার জন্য বেড়া। [ঃ কাঠের 'পার্টিশন'।]

পার্ট্‌স্ — যন্ত্রাদির অংশ। [ঃ ঘড়ির 'পার্ট্‌স্'।]

পার্থ — (পৃথার বা কুন্তীর পুত্র) অর্জুন।

পার্থক্য — পৃথক অবস্থা ভিন্নতা, প্রভেদ।

পার্থসারথি — শ্রীকৃষ্ণ।

পার্থিব পৃথিবী সংক্রান্ত ইহলৌকিক, জাগতিক।

পার্বণ, পার্ব্বণ চিরাচরিত উৎসব, পর্ব, পরব। অমাবস্যাদি পর্বদিনে করণীয় শ্রাদ্ধ।

পার্বণী, পার্ব্বণী — পর্ব উপলক্ষে দেয় বকশিশ।

পার্বতী, পার্ব্বতী - পুরাণে বর্ণিত হিমালয় ও মেনকার কন্যা উমা।

পার্বত্য, পার্ব্বত্য — পর্বতময়। [ঃ 'পার্বত্য' অঞ্চল।] পর্বতবাসী। [ঃ 'পার্বত্য' জাতি।] পর্বত হইতে উৎপন্ন। [ঃ পার্বত্য' নদী, ঃ 'পার্বত্য' ভেষজ।]

পার্লামেণ্ট — আইনসভা।

পার্লামেণ্টারী — আইনসভা সংক্রান্ত।

পার্শী — ('পারসী' দেখ।)

পার্শেল — ডাকযোগে প্রেরণের জন্য মোড়ক। ডাকযোগে মোড়ক প্রেরণ। [ঃ 'পার্শেল' করা।]

পার্শ্ব — পাশ, দিক্। [ঃ দক্ষিণ 'পার্শ্ব'; ঃ বাম 'পার্শ্ব'।] নিকট, সমীপ। [ঃ 'পার্শ্ব'-স্থিত, ঃ 'পার্শ্ব'-বর্তী।]

পার্শ্বচর — সহচর। সর্বদা পাশে থাকে এমন ভৃত্য। স্ত্রী. — **পার্শ্বচরী**।

পার্শ্বদেশ — পাশের দিক, বগল।

পার্শ্বনাথ — জৈন ধর্মের অন্যতম প্রধান তীর্থংকর। বিহারের বিখ্যাত পাহাড় ও জৈনদের তীর্থস্থান।

পার্শ্বপরিবর্তন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন — পাশ ফিরিয়া শয়ন।

পার্শ্ববর্তী, পার্শ্ববর্ত্তী — পাশে বা নিকটে আছে এমন। স্ত্রী. — **পার্শ্ববর্তিনী, পার্শ্ববর্ত্তিনী**।

পার্শ্বস্থ — পাশে আছে এমন, পার্শ্ববর্তী। স্ত্রী. — **পার্শ্বস্থা**।

পার্ষদ — পারিষদ, সভ্য।

পার্সী — ('পারসী' দেখ।)

পাল — বাংলার বিখ্যাত রাজবংশ। বাঙ্গালীর উপাধি।

পাল — (জন্তুজানোয়ারের) দল। পশুর সংগম। **পালের গোদা** — দলের সর্দার।

পাল — নৌকাদির মাস্তুলে টাঙ্গাইবার উপযোগী কাপড় যাহাতে বাতাসের চাপ লাগিলে নৌকাদি চলে। চাঁদোয়া, সামিয়ানা। **পাল তোলা** — নৌকাদিতে পাল টাঙানো।

-পাল — পালনকর্তা শাসনকর্তা রক্ষাকর্তা ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ রাজ্য-'পাল'; ঃ গো-'পাল'।]

পালং — ('পালঙ' ও 'পালম' দেখ।)

পালক — যে পালন করে। স্ত্রী. — **পালিকা**।

পালক — পাখীর গায়ের তুলার মতো জিনিস। পাখীর ডানা।

পালকি — মানুষে বহিয়া লইয়া যায় এমন গাড়ির মতো জিনিস।

পালঙ — ('পালম' দেখ।)

পালঙ, পালঙ্ক — একরকম দামী খাট, পর্যঙ্ক।

পালটা — প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ প্রতিবাদ প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি সংক্রান্ত। [ঃ 'পালটা' আক্রমণ; ঃ 'পালটা' জবাব; 'পালটা' হুকুম।] ('পালটি' দেখ।)

পালটানো — বদলানো। উলটানো।

পালটি — যাহার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা চলে এমন। [ঃ 'পালটি' ঘর।]

পালধি — বাঙ্গালীর পদবী বিশেষ।

পালন — খাদ্য আশ্রয় ইত্যাদি দান ও রক্ষণ। মান্য করণ। অনুষ্ঠিত করণ, সম্পন্ন করণ। [ঃ আদেশ 'পালন'; ঃ নিয়ম 'পালন'; ঃ ব্রত 'পালন'।]

পালনীয় — পালনের যোগ্য। পালন করিতে হইবে এমন।

পালম — একরকম পুষ্টিকর শাক, পালং।

পালয়িতা — যে পালন করে, পালনকর্তা। স্ত্রী. — **পালয়িত্রী**।

পাললিক — পলল বা পলিমাটি সংক্রান্ত। [ঃ 'পাললিক' শিলা।]

পালা — গাছের ছোট ডাল, প্রশাখা। [ঃ ডাল-'পালা'।]

পালা — বার, পর্যায়, অনুক্রম। [ঃ এবার তোমার 'পালা'।]

পালা — নাটক, গীতাভিনয়, প্লে। [ঃ কীচকবধের 'পালা'।]

পালা — পালন করা। [ঃ বার ব্রত 'পালা'।]

পালা — শিশির, হিম, বরফ।

পালান — গাভীর স্তন।

পালান — ঘোড়া ইত্যাদির পিঠের গদি, জিন।

পালানো — পলায়ন করা।

পালি — প্রাচীন মাগধী ভাষা।

পালি — শস্যাদি মাপিবার পাত্র ও পরিমাণ বিশেষ।

পালিকা — পালনকারিণী।

পালিত — যাহা পালন করা হইয়াছে। [ঃ 'পালিত' আদেশ।] যাহাকে পালন করা হইয়াছে। [ঃ সন্তান স্নেহে 'পালিত'।] স্ত্রী. — **পালিতা**। **পালিত পুত্র** -- পালনের ফলে যে পুত্রবৎ হইয়াছে। **পালিতা কন্যা** — পালনের ফলে যে কন্যাসদৃশা হইয়াছে।

পালিত — বাঙ্গালীর উপাধি বিশেষ।

-পালিনী — পালনকারিণী, পালিকা। [ঃ জগৎ 'পালিনী'।]

পালিশ — মসৃণ ও উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রলেপ। [ঃ 'পালিশ' লাগানো।] **পালিশ করা** — ঘষিয়া মাজিয়া বা ঐরূপ প্রলেপ দিয়া মসৃণ ও উজ্জ্বল করা। [ঃ জুতা 'পালিশ' করা; ঃ গহনা 'পালিশ' করা।]

পালো -- শ্বেতসার চূর্ণ, গুঁড়া শটি পাণিফল ইত্যাদি।

পালোয়ান — কুস্তিগির।

পালোয়ানি — কুস্তিগিরের পেশা কাজ বা ভাব। [ঃ 'পালোয়ানি' করা।]

পালোয়ানী -- পালোয়ানের যোগ্য। [ঃ 'পালোয়ানী' চেহারা।]

পাল্য — পালনীয়।

পাল্টা — ('পালটা' দেখ।)

পাল্টানো — ('পালটানো' দেখ।)

পাল্লা — তৌলযন্ত্র, দাঁড়ি। তৌলযন্ত্রের দুই দিকের থালা বা পিঁড়ির মতো জিনিস যাহার উপর দ্রব্য রাখিয়া ওজন করা হয়। পরিমাণ সূচক লৌহপিন্ডাদি, বাটখারা। [ঃ 'পাল্লা' চড়ানো।] প্রতিযোগিতা। [ঃ 'পাল্লা' দেওয়া।] দরজার একপাটি কপাট। দৌড়। [ঃ দূর-'পাল্লা'র কামান।] বশ, প্রভাব, প্রাধান্য। [ঃ ডাকাতের 'পাল্লায়'।] **পাল্লায় পড়া** — বশে বা হাতে পড়া।

পাশ — পার্শ্ব, নিকট। [ঃ আমার 'পাশ' থেকে; ঃ আমার 'পাশে'।] বগল, পার্শ্বদেশ। [ঃ 'পাশ' ফিরে শোয়া।] **পাশ কাটানো** — এড়াইয়া যাওয়া। **পাশ বালিশ** —পাশে রাখিবার উপযোগী বড় লম্বা বালিশ, কোল বালিশ। **পাশমোড়া** — পাশ ফিরিয়া শয়ন।

পাশ — দড়ি, রজ্জু। বন্ধনাস্ত্র বিশেষ, বাঁধন, ফাঁস। [ঃ নাগ-'পাশ'।] বরুণের অস্ত্র। চুলের গোছা। [ঃ কেশ-'পাশ'।] পাশা। [ঃ 'পাশ'-ক্রীড়া।]

পাশ — ('পাস' দেখ।)

পাশপোর্ট — ('পাসপোর্ট' দেখ।)

পাঁশ — ছাই, ভস্ম। **ছাই-পাঁশ** — মূল্যহীন দ্রব্য, অর্থহীন কথা।

পাঁশ্-নে — ডাঁটিহীন চশমা।

পাশব — পশু সংক্রান্ত। পশুসুলভ। [ঃ 'পাশব' বৃত্তি।] বি. — **পাশবতা**।

পাশবিক — পশুর তুল্য, নিষ্ঠুর, বিচার-বিবেচনাহীন। [ঃ 'পাশবিক' নির্যাতন।] বি. — **পাশবিকতা**। **পাশবিক অত্যাচার** — বলাৎকার, নারীধর্ষণ।

পাশা — একরকম খেলা, দ্যূতক্রীড়া। ঐ খেলায় নিক্ষেপের উপযোগী হাড়ের টুকরা।

পাশা — কানের একরকম গহনা।

পাশা — মিশরীয় ও তুর্কী সম্ভ্রান্তদের উপাধি বিশেষ।

পাশা — কোদালের সছিদ্র অংশ যাহাতে বাঁট লাগানো হয়।

পাশাপাশি — পরস্পরের পার্শ্ববর্তী বা পার্শ্ববর্তী ভাবে, কাছাকাছি। [ঃ 'পাশাপাশি' গ্রাম; ঃ 'পাশাপাশি' চলা।]

পাশী — পাশ অস্ত্রধারী, বরুণ। যম। ব্যাধ।

পাশুপত — পশুপতি বা শিব সংক্রান্ত, শৈব। [ঃ 'পাশুপত অস্ত্র, ঃ 'পাশুপত সম্প্রদায়।]

পাশ্চাত্য — (পাশ্চাত্ত্য দেখ।)

পাশ্চাত্ত্য — পশ্চিম দেশীয় ইউরোপ ও আমেরিকা সংক্রান্ত। [ঃ 'পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা।]

পাষণ্ড – ধর্মে অবিশ্বাসী। বিধর্মী। [ঃ 'পাষণ্ড দলন।] হৃদয়হীন।

পাষণ্ডী — (পাষণ্ড' দেখ।)

পাষাণ — পাথর, প্রস্তর, শিলা। কঠোর, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। দাড়ির দুই পাল্লার ওজন সমান করিবার জন্য দেয় পাথর ইত্যাদি। **পাষাণ ভাঙানো** পাথর ইত্যাদি দিয়া দাড়ির দুই পাল্লার ওজন সমান করা।

পাষাণভেদী — পাথর ভেদ করে এমন। কঠিন হৃদয়ও বিগলিত করে এমন অতীব মর্মান্তিক।

পাষাণী — প্রস্তরময়ী। [ঃ পাষাণী অহল্যা।] হৃদয়হীনা নিষ্ঠুরা।

পাস -- পরীক্ষায় সাফল্য। [ঃ পাস করা ঃ 'পাসের খবর'] পরীক্ষায় সফল উত্তীর্ণ। [ঃ 'পাস' হওয়া।] প্রবেশ করিবার বা বাহিরে যাইবার জন্য অনুমতিপত্র। বিনামূল্যে প্রবেশের বা যাতায়াতের জন্য অনুমতিপত্র। অনুমতি পত্র।

পাসপোর্ট — এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইবার অনুমতিপত্র, ছাড়পত্র।

পাসরণ — (কবিতায়) বিস্মৃতি, বিস্মরণ।

পাসরা — (কবিতা) ভুলা ভুলিয়া যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া।

পাহাড় — পর্বত। ছোট পর্বত। পাহাড়ের সদৃশ স্তূপ বা রাশি। [ঃ বালির 'পাহাড়'।]

পাহাড়তলি — পাহাড়ের তলদেশে অবস্থিত অঞ্চল, তরাই।

পাহাড়িয়া - পার্বত্য, পাহাড়ে।

পাহাড়ী - পার্বত্য জাতি। পাহাড়ে। [ঃ 'পাহাড়ী নদী।]

পাহাড়ে, পাহাড়ে' পাহাড় সংক্রান্ত। পাহাড় হইতে জাত। পর্বতময়। পাহাড়ে বাস করে এমন।

পাহারা প্রহরীর কাজ প্রহরা চৌকি।

পাহারাওয়ালা — যে পাহারা দেয় প্রহরী, চৌকিদার। স্ত্রী - **পাহারাওয়ালী**।

পাহুন — (প্রাচীন কবিতায়) প্রবাসী বিদেশ গত। [ঃ বসন্ত 'পাহুন কাম দারুণ।]

পিউ, পিউপিউ — পাপিয়ার ডাক।

পিউড়ি — একরকম হলদে রং।

পিওন যে পত্রাদি বিলি করে। [ঃ ডাক পিওন] আরদালি

পিক — কোকিল।

পিক চিবানো পানের রস থুথু ইত্যাদি।

পিককণ্ঠ কোকিলের মতো কণ্ঠস্বর যাহার। স্ত্রী — **পিককণ্ঠী**।

পিকদানি — থুতু ফেলিবার পাত্র।

পিকনিক - চড়ুইভাতি বনভোজন।

পিকেট পাহারায় নিযুক্ত ব্যক্তি। [ঃ পুলিশ পিকেট।]

পিকেটার যে পিকেটিং করে। [ঃ মেয়ে-'পিকেটার'।]

পিকেটিং -- ক্রয়-বিক্রয় বা কার্যে যোগদান হইতে বিরত করিবার জন্য অনুরোধ ও তজ্জন্য পাহারা। [ঃ 'পিকেটিং' করা।]

পিঙ্গল — কটা, কপিশ। [ঃ 'পিঙ্গল' চক্ষু।]

পিঙ্গলা — শাস্ত্রোক্ত নাড়ি বিশেষ।

পিঙ্গলাক্ষ — যাহার চোখ কটা। স্ত্রী —

পিঙ্গলাক্ষী।

পিচ — আলকাতরা হইতে প্রস্তুত একরকম কালো ঘন জিনিস। পানের পিক বা থুতু ফেলিবার শব্দ।

পিচকারি -- জল ছুড়িবার একরকম যন্ত্র।

পিচ-দেওয়া, পিচ-ঢালা -- পিচের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে এমন।

পিচবোর্ড — জমানো পুরু কাগজ।

পিচুটি, পিঁচুটি — চোখের পুঁজের মতো ময়লা।

পিচ্ছল, পিচ্ছিল -- অত্যন্ত মসৃণ যাহাতে পা পিছলায়, পিছল। লালাময়, হড়হড়ে।

পিছ পশ্চাৎ ... । [ঃ 'পিছ হইতে, ঃ 'পিছে'।]

পিছটান - পিছনের টান, ঘরের টান, স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদির মায়া।

পিছন - পিঠ পশ্চাদ্‌বর্তী স্থান, পশ্চাৎ। **পিছনে পড়া** - দ্রুত চলিতে না পারায় পিছনে থাকা। **পিছনে লাগা** — কাহারেও অযথা বিরক্ত করা, কাহারও ক্ষতির চেষ্টা করা।

পিছপা — ভয়ে পিছনে হটে বা সম্মুখে অগ্রসর হয় না এমন, পশ্চাদ্‌পদ।

পিছমোড়া দুই হাত পিঠের পিছনে আনিয়া বন্ধন।

পিছল, পিছলা পিচ্ছল, পা পিছলাইয়া যায় এমন।

পিছলানো — পিচ্ছল স্থানে ফসকানো বা স্খলিত হওয়া, হড়কানো। [ঃ পা 'পিছলানো'।]

পিছানো - পশ্চাদ্‌পদ হওয়া। পশ্চাদ্‌বর্তী স্থানে সরিয়া যাওয়া। পিছনে পড়া।

পিছু — পিছনে, পিছে। [ঃ 'পিছু' আসা; ঃ 'পিছু' ডাকা।] প্রতি। [ঃ জন-'পিছু'; মাথা-'পিছু'।] **পিছু লওয়া** — অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা।

পিঁজরা -- খাঁচা, পিঞ্জর।

পিঁজরাপোল - অকর্মণ্য গোরু ঘোড়া ইত্যাদি রাখিবার স্থান।

পিঁজা তুলার আঁশ টানিয়া আলগা করা। ঐরূপ করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'পিঁজা' তুলা।]

পিঁজানো - অপরের দ্বারা পিঁজা। অপরের দ্বারা পিঁজা হইয়াছে এমন।

পিঞ্জন — পেঁজা, পিঁজিবার কাজ। পিঁজিবার যা ধুনিবার যন্ত্র।

পিঞ্জর পিঁজরা, খাঁচা।

পিট তাসখেলায় এক দফায় নিক্ষিপ্ত তাস। ঐরূপ নিক্ষেপের দফা। [ঃ কয় 'পিট' খেলেছ।]

পিটক - পেঁটরা, ঝুড়ি। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের এক একটি ভাগ।

পিটন - প্রহার। [ঃ 'পিটন' দেওয়া।]

পিটনা - ছাদ ইত্যাদি পিটিবার কাঠের যন্ত্র।

পিটনি - ('পিটন' দেখ।)

পিটপিট - (চোখ) ঘনঘন বন্ধ করণ মিটমিট। [ঃ চোখ 'পিটপিট' করা।] শুচিবাইয়ের ভাব বা ঘন ঘন বিরক্তি প্রকাশ।

পিটপিটে পিটপিট করে এমন। শুচিবায়ুগ্রস্ত।

পিটা প্রহার করা। আঘাত করা। আঘাতের দ্বারা শব্দ করা। [ঃ ঢাক 'পিটা'।] আঘাতের দ্বারা সমতল বা মসৃণ করা। [ঃ ছাদ 'পিটা'।] (নিন্দার্থে) তাস খেলা। [ঃ তাস 'পিটছে'।] পিটিয়া প্রস্তুত। [ঃ 'পিটা' লোহার কড়া।]

পিটাই — পিটাইর কাজ, পেটা। (ব্যঙ্গে) প্রহার। [ঃ ছাটাই হ'লে 'পিটাই' হবে।]

পিটানো — অপরের দ্বারা পিটা। **ঢাক পিটানো** — সগর্বে প্রচার বা জাহির করা।

পিটালি — ভিজা বাটা চাল, ভিজানো চালের গুঁড়া।
পিটিশন — দরখাস্ত, আবেদন।
পিটুনি — ('পিটন' দেখ।)
পিটুনী — শাস্তিমূলক, 'পিউনিটিভ'। [ঃ 'পিটুনী' ট্যাক্‌সো।]
পিটুলি — ('পিটালি' দেখ।)
পিট্‌টান — পলায়ন, চম্পট। [ঃ 'পিট্‌টান' দেওয়া।]
পিট্টি — (প্রায় আদরে) প্রহার, মার।
পিঠ — বুকের বিপরীত দিক, পৃষ্ঠ। পরবর্তী স্থান। [ঃ তিনের 'পিঠে' চার।] তল, দিক। [ঃ দুই 'পিঠ' সমান।]
পিঠটান — ('পিট্‌টান' দেখ।)
পিঠা — ক্ষীর ছানা নারিকেল চিনি ইত্যাদি দিয়া চাল বা দাল হইতে প্রস্তুত সুস্বাদু খাদ্য, পিষ্টক।
পিঠাপিঠি — পিঠে পিঠ লাগিয়া আছে এমন ভাবে। [ঃ 'পিঠাপিঠি' বসা।] পর পর জন্মিয়াছে এমন। [ঃ 'পিঠাপিঠি' ভাই।]
পিঠালি — ('পিটালি' দেখ।)
পিঠোপিঠি — ('পিঠাপিঠি' দেখ।)
পিঁড়া — পিঁড়ি। দাওয়া। বাড়ির দরজার সম্মুখের নীচু জায়গা।
পিঁড়ি — কাঠের চারকোনা টুকরা যাহা আসনরূপে ব্যবহৃত হয়। ছোট শিল। [ঃ চন্দন-'পিঁড়ি'।]
পিঁড়ে — ('পিঁড়া' দেখ।)
পিণ্ড — গোলাকার জমাট বস্তু। [ঃ মাংস-'পিণ্ড'।] শ্রাদ্ধে মৃতের উদ্দেশ্যে দেয় চাউলের গোলাকার ডেলা। **পিণ্ডদাতা** — যে পিণ্ডদান করে, শ্রাদ্ধের অধিকারী। **পিণ্ডদান** — শ্রাদ্ধ। **পিণ্ডলোপ** — বংশ-লোপ।
পিণ্ডারি — মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কুখ্যাত দস্যুদল যাহাকে লর্ড হেস্টিংস দমন করেন।
পিতল — তামা ও দস্তার মিশ্রণে উৎপন্ন ধাতু।
পিতা — বাবা।
পিতামহ — বাবার বাবা, ঠাকুরদাদা।
পিতামহী — বাবার মা, ঠাকুরমা।
পিতৃঋণ — বাবার দেনা, পিতার ঋণ। পিতার নিকটে ঋণ।
পিতৃকল্প — বাবার মতো। স্ত্রী. — **মাতৃকল্পা**।
পিতৃকুল — বাবার বংশ।
পিতৃগণ — পূর্বপুরুষগণ।
পিতৃগৃহ — বাবার বাড়ি, পিত্রালয়।
পিতৃঘাতী — যে নিজের বাবাকে হত্যা করে। স্ত্রী. — **পিতৃঘাতিনী**।
পিতৃতন্ত্র — যে সমাজে পিতার শাসন ও প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।
পিতৃতান্ত্রিক — পিতৃতন্ত্র সংক্রান্ত। পিতৃতন্ত্র অনুসারে পরিচালিত।
পিতৃত্ব — সন্তানের পিতা হইয়াছে এমন অবস্থা। সন্তানের প্রতি পিতার যোগ্য মনোভাব।
পিতৃদায় — পিতার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের কঠিন কর্তব্য।
পিতৃদেব — দেবতুল্য পিতা।
পিতৃপক্ষ — ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষ যখন পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি করিতে হয়।
পিতৃপরিচয়হীন — যাহার পিতার নাম বা পরিচয় অজ্ঞাত। জারজ। স্ত্রী. — **পিতৃপরিচয়হীনা**।
পিতৃপুরুষ — পিতা পিতামহ ইত্যাদি পূর্বপুরুষ।
পিতৃপ্রধান — ('পিতৃতান্ত্রিক' দেখ।)
পিতৃপ্রাধান্য — ('পিতৃতন্ত্র' দেখ।)

পিতৃবৎ — বাবার মতো, পিতার ন্যায়।
পিতৃবন্ধু — বাবার বন্ধু।
পিতৃবিয়োগ — পিতার মৃত্যু।
পিতৃব্য — বাবার ভাই, জেঠা বা খুড়া। কাকা। স্ত্রী. — **পিতৃব্যাণী**। **পিতৃব্য-পত্নী** — কাকার বা জেঠার স্ত্রী।
পিতৃভক্ত — যাহার পিতার প্রতি ভক্তি আছে এমন। [ঃ 'পিতৃভক্ত' পুত্র।]
পিতৃভক্তি — বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ।
পিতৃমাতৃহীন — যাহার মা ও বাবা নাই।
পিতৃলোক — পুরাণোক্ত ভুবন যেখানে মনুষ্যের পূর্বপুরুষগণ বাস করেন।
পিতৃষ্বসা — পিতার ভগিনী, পিসী।
পিতৃস্বস্রীয়, পিতৃস্বস্রেয় — পিসতুতো ভাই।
পিতৃস্বস্রীয়া, পিতৃষ্বস্রেয়া — পিসতুতো বোন।
পিতৃস্থানীয় — পিতার মতো, পিতৃবৎ। স্ত্রী. — **মাতৃস্থানীয়া**।
পিতৃহত্যা, পিতৃহনন — পিতাকে বধ করণ।
পিতৃহন্তা — পিতাকে যে বধ করে বা করিয়াছে। স্ত্রী. — **পিতৃহন্ত্রী**।
পিতৃহীন — যাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রী. — **পিতৃহীনা**। বি. — **পিতৃহীনতা**।
পিত্ত — যকৃত হইতে নিঃসৃত তিক্ত রস। **পিত্ত পড়া** — ক্ষুধার সময়ে না খাওয়ায় পিত্তের অনর্থক স্রাব হওয়া।
পিত্তকোষ — যে থলিতে পিত্ত থাকে, পিত্তাশয়, 'গল-ব্ল্যাডার'।
পিত্তঘ্ন — যাহা পিত্তের প্রকোপ বা দোষ নষ্ট করে।
পিত্তদোষ — ('পিত্তপ্রকোপ' দেখ।)
পিত্তনাশক — ('পিত্তঘ্ন' দেখ।)
পিত্তপ্রকোপ, পিত্তবিকার — পিত্তের দূষিত অবস্থা বা বৃদ্ধি যাহাতে শরীর অসুস্থ হয়।
পিত্তরক্ষা — ক্ষুধার সময়ে অতি সামান্য পরিমাণে আহার। অতি সামান্য পরিমাণে প্রাপ্তি বা ভোগ।
পিত্তল — ('পিতল' দেখ।)
পিত্তাশয় — যেখানে পিত্ত থাকে, পিত্তকোষ।
পিত্তি — (চলিত) পিত্ত।
পিত্রালয় — বাপের বাড়ি।
পিদিম (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) প্রদীপ।
পিধান — আবরণ, খাপ।
পিন — ধাতুনির্মিত কাঁটা।
পিনদ্ধ — পরিহিত। বদ্ধ।
পিনাক — শিবধনু। ত্রিশূল। তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
পিনাকপাণি, পিনাকী — শিব, মহাদেব।
পিনালকোড — ফৌজদারী আইন, দণ্ড-বিধি।
পিনাস, পিনেস — নাকের একরকম দুষ্ট ক্ষত।
পিন্ধন — (প্রাচীন কবিতায়) পরিধান। পরিহিত। [ঃ দুঃশাসন হরিবেক 'পিন্ধন' বসন।]
পিন্ধা — (প্রাচীন কবিতায়) পরিধান করা, পরা।
পিঁপড়া, পিঁপড়ে — একরকম সুপরিচিত কীট।
পিপা — ঢাকের মতো দেখিতে সুবৃহৎ পাত্র, 'ড্রাম'।
পিপাসা — জল পান করিবার ইচ্ছা। পাইবার বা লাভ করিবার জন্য গভীর আগ্রহ। [ঃ জ্ঞান-'পিপাসা'।]
পিপাসিত — যাহার পিপাসা হইয়াছে, তৃষিত।
পিপাসু — যাহার পিপাসা বা গভীর আগ্রহ আছে। [ঃ জ্ঞান-'পিপাসু'।]
পিপীলিকা — পিঁপড়া।

পিপুল, পিঁপুল — গোলমরিচ জাতীয় একরকম ফল যাহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়।
পিপ্পল — অশ্বত্থ গাছ।
পিপ্পলি, পিপ্পলী — ('পিপুল' দেখ।)
পিপ্পলিবন — প্রাচীন রাজ্য সম্ভবত মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত যেখানকার রাজপুত্র ছিলেন।
পিয়ন -- পেয়াদা, পত্রবাহক, পিওন।
পিয়া — (কবিতায়) প্রিয়া।
পিয়া — (কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) পান করা, চুমুক দিয়া খাওয়া।
পিয়াজ, পিঁয়াজ — একরকম মশলাজাতীয় সবজি, পলাণ্ডু। **পিয়াজকলি, পিঁয়াজ-কলি** — পিঁয়াজের শীস বা ফুল।
পিয়াজী, পিঁয়াজী — পিঁয়াজের মতো ফিকে বেগনী (রঙ)। পিয়াজ ও দাল-বাটা দিয়া তৈয়ারী তেলে ভাজা এক-রকম খাদ্য।
পিয়াদা — পাইক। চাপরাশী।
পিয়ানো — একরকম সুবৃহৎ ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র।
পিয়ার — প্রেম, ভালোবাসা, আদর।
পিয়ারা -- সুপরিচিত একরকম ফল।
পিয়ারী — প্রিয়পাত্রী।
পিয়াল — একরকম গাছ ও তাহার ফল।
পিয়ালা — পানপাত্র, কাপ, পেয়ালা।
পিয়াস — (কবিতায়) পিপাসা।
পিয়াসী — (কবিতায়) পিপাসু।
পিরান — জামা, কামিজ।
পিরামিড — মিশরের ফারাওদের সমাধির উপর নির্মিত প্রস্তরের স্তূপ।
পিরালী — বাংলা দেশের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যাঁহারা মুসলমানের অন্নস্পর্শদোষে পতিত হইয়াছিলেন বলা হয়।
পিরিচ — রেকাবি, থালি, ডিশ।
পিরিত — (ব্যঙ্গে ও নিন্দায়) ভালোবাসা। অবৈধ প্রেম। (প্রাচীন কবিতায়) ভালোবাসার দাবি, অনুরোধ। [ঃ ব্রহ্মার বচন রাখ আমার 'পিরিত'।]
পিরিতি, পিরীতি — (কবিতায়) প্রীতি, প্রেম।
পিল — ঔষধের বড়ি। দাবা খেলার হাতী।
পিলখানা — হাতীশালা।
পিলপা — হাতীর পায়ের মতো জিনিস, ছোট থাম। **পিলপাগাড়ি** — ছোট থাম গাড়িয়া বা গাঁথিয়া জমির সীমানা নির্দেশ।
পিলপিল -- পিঁপড়া ইত্যাদির মতো একত্র সমাবেশ ও সঞ্চলন। অগণিত সংখ্যা এবং ক্ষুদ্রতা সূচক অনুকার। [ঃ 'পিলপিল' করিয়া বাহির হওয়া।]
পিলপে -- ('পিলপা' দেখ।)
পিলসুজ — প্রদীপ রাখিবার উঁচু দাঁড়।
পিলা — পাকস্থলীর বাম দিকে অবস্থিত দৈহিক যন্ত্র, প্লীহা। **পিলা চমকানো** — আতঙ্কবোধ করা। আতঙ্কগ্রস্ত করা। **পিলা ফাটা** -- পিলায় আঘাতের ফলে মৃত্যু হওয়া। **পিলা হওয়া** -- প্লীহার রোগ হওয়া, পিলে ফুলিয়া ওঠা।
পিলু — রাগিণী বিশেষ।
-পিলে — 'ছেলে' শব্দের সহিত সহযোগী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [ঃ ছেলে-পিলে'।]
পিলে — ('পিলা' দেখ।)
পিশাচ — অপদেবতা, প্রেত। অতি নিষ্ঠুর ও নীচাশয়, যে ঘৃণ্য ও নৃশংস কাজ করিতে ভালোবাসে। স্ত্রী. — **পিশাচী**।
পিশাচসিদ্ধ — যে সাধনার দ্বারা পিশাচ বা প্রেতকে বশ করিয়াছে।
পিশিত — মাংস।
পিশুন — ক্রূর, খল।
পিষা — পেষণ করা, দলিত করা, বাটা, গুঁড়া করা। যাহা বাটা বা গুঁড়া করা হইয়াছে, পিষ্ট। [ঃ পিষা 'মসলা'।]

পিষ্ট — যাহা পিষা হইয়াছে, বাটা, দলিত।
পিষ্টক — পিঠা।
পিসতুতো — নিজের বা স্বামীর বা স্ত্রীর পিসীর ছেলেমেয়ে এমন। [ঃ 'পিসতুতো' ভাই; ঃ 'পিসতুতো' শালী; ঃ 'পিসতুতো' 'ননদ'।]
পিসশাশুড়ী — স্বামীর বা স্ত্রীর পিসী।
পিসশ্বশুর — স্বামীর বা স্ত্রীর পিসা।
পিসা — পিসীর স্বামী, বাবার ভগিনীপতি।
পিসি, পিসিমা — ('পিসী' দেখ।)
পিসী — বাবার বোন, পিতৃষ্বসা।
পিস্তল — একরকম খুব ছোট বন্দুক।
পিহিত — পিধানে বা খাপে রক্ষিত।
পীচ — একরকম ফল।
পীঠ — বেদী, উচ্চ স্থান। [ঃ পাদ-'পীঠ'।] পিঁড়ি।
পীঠ, পীঠস্থান — তীর্থ, প্রাচীন দেবালয়। সুদর্শন চক্রে ছিন্ন সতীর দেহ যে যে স্থানে পড়িয়াছিল বলা হয়।
পীড়ক — যে পীড়ন করে।
পীড়ন — অত্যাচার, ক্লেশদান, নির্যাতন। জোরে টেপা, মর্দন। সাদরে গ্রহণ। [ঃ পাণি-'পীড়ন'।]
পীড়া — রোগ, ব্যাধি, ক্লেশকর শারীরিক অবস্থা। ক্লেশ, বেদনা। [ঃ মনঃ-'পীড়া'।]
পীড়াদায়ক — বেদনাদায়ক, কষ্টকর।
পীড়াপীড়ি — অতিশয় অনুরোধ-উপরোধ।
পীড়িত — রোগগ্রস্ত, রুগ্ন।
পীত — যাহা পান করা হইয়াছে। যে পান করিয়াছে।
পীত — হলদে।
পীতবাস — ('পীতাম্বর' দেখ।)
পীতাভ — ঈষৎ পীত, ঈষৎ হলদে।
পীতাম্বর — যিনি হলদে রঙের কাপড় পরেন, শ্রীকৃষ্ণ। হলদে কাপড়। [ঃ পরিধানে 'পীতাম্বর'।]
পীন — স্থূল, মোটা, পুষ্ট। [ঃ পীন 'পয়োধর'।]
পীনস — ('পিনাস্' দেখ।)
পীনোন্নত — পীন ও উন্নত, স্থূল ও উঁচু। [ঃ 'পীনোন্নত' বক্ষ।]
পীবর — স্থূল, পুষ্ট, পীন।
পীযূষ — অমৃত, সুধা।
পীর — মুসলমান সাধু। **পীরের দরগা** — পীরের সমাধি বেদী।
পীরালি — ('পিরালী' দেখ।)
পীরিতি — ('পিরিতি' দেখ।)
পুঁই — একরকম শাক, পূতিকা। **পুঁই-মেটুলি** — পুঁইয়ের ফল ও বীচি।
পুং — 'স্ত্রীজাতির বিপরীত' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'পুংগব'; ঃ 'পুং'-লিংগ।]
পুংকেশর — ফুলের মধ্যকার পুরুষ-জাতীয় কেশর।
পুংগব — পুরুষ গোরু, ষাঁড়, বৃষ। 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে অন্য শব্দের পরে যুক্ত হয়। [ঃ বীর-'পুংগব'; নর-'পুংগব'।]
পুংবৎস — এঁড়ে বাছুর।
পুংবাচক — পুরুষ অর্থ-সূচক।
পুংলিংগ — (ব্যাকরণে) পুরুষবাচক। [ঃ 'পুংলিংগ' শব্দ।]
পুকুর — পুষ্করিণী, ছোট জলাশয়।
পুঙ্খানুপুঙ্খ — অতি সূক্ষ্ম, তন্নতন্ন। [ঃ 'পুঙ্খানুপুঙ্খ' বিচার।] **পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে** — তন্ন তন্ন করিয়া, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া।
পুঙ্গব — ('পুংগব' দেখ।)
পুচকে, পুঁচকে — (নিন্দায়) অতি ছোট। [ঃ 'পুচকে' ছোঁড়া।]
পুচ্ছ — লেজ, লাঙ্গুল।

পুছা — প্রশ্ন করা। গণ্য করা, গ্রাহ্য করা। [ঃ কেউ 'পুছে' না।]

পুঁছা — মোছা, ঘষিয়া পরিষ্কার করা।

পুঁছানো — অন্যের দ্বারা পুঁছা।

পুঁজ — ঘা ফোড়া ইত্যাদি হইতে নির্গত ক্লেদ বা পচা রক্তকণিকা।

পুঁজি — সঞ্চিত অর্থ। মূলধন। সম্বল।

পুঁজিপতি — বহু পরিমাণ সঞ্চিত অর্থের মালিক, ধনিক, ক্যাপিটালিস্ট।

পুঁজিপাটা — সঞ্চিত ধনসম্পত্তি।

পুঁজিবাদ — সঞ্চিত অর্থের মালিকগণ পৃথিবীতে কল্যাণকর কর্তৃত্ব করিবে এই মতবাদ।

পুঁজিবাদী — পুঁজিবাদ সংক্রান্ত। পুঁজিবাদসম্মত। পুঁজিবাদে বিশ্বাসী। পুঁজির দ্বারা পরিচালিত।

পুঞ্জ — রাশি, স্তূপ। [ঃ মেঘ-'পুঞ্জ'।]

পুঞ্জিত — জমিয়া উঠিয়াছে এমন, স্তূপে বা পুঞ্জে পরিণত হইয়াছে এমন।

পুঞ্জীকৃত — পুঞ্জ বা রাশি করা হইয়াছে এমন, রাশীকৃত, স্তূপীকৃত।

পুঞ্জীভূত — ('পুঞ্জিত' দেখ।)

পুট — পাত্র, আধার, ঠোঙা। [ঃ 'কর-পুট'; ঃ পত্র-'পুট'।]

পুট — জামার কাঁধের মাপ।

পুঁটলি — ছোট পোঁটলা।

পুঁটি — ছোট একরকম মাছ।

পুঁটি — (গ্রাম্য প্রয়োগ) ছোট মেয়ে, পুত্রিকা।

পুটিং — খড়ির গুঁড়া তিসির তেল ইত্যাদি যোগে প্রস্তুত পলস্তারা যাহা কাঠ কাচ ইত্যাদি জুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পুঁটুলি — ('পুঁটলি' দেখ।)

পুঁটে — ছোট, পুঁটি মাছের মতো।

পুঁটে — বালা ইত্যাদির জোড়মুখ।

পুড়ন্ত — যাহা পুড়িতেছে।

পুড়া — আগুনে জ্বলা, দগ্ধ হওয়া। গভীর দুঃখে কাতর হওয়া। [ঃ বুক 'পুড়া'।] যন্ত্রণা বা প্রদাহ হওয়া।

পুড়ানি, পুড়ুনি — গভীর দুঃখ, অসহ্য বেদনা। জ্বালা, প্রদাহ।

পুডিং -- দুধ ময়দা চিনি ডিম ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত একরকম সুস্বাদু খাদ্য।

পুণ্ডরীক -- শ্বেতপদ্ম।

পুণ্ডরীকাক্ষ — পুণ্ডরীকের মতো চোখ যাঁহার, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক — প্রাচীন জাতি বিশেষ। উক্ত জাতির আদিবাসস্থান, উত্তরবঙ্গ।

পুণ্য — পবিত্র কাজ। পবিত্র কাজের দ্বারা অর্জিত পারলৌকিক সম্পদ। [ঃ 'পুণ্য'-সঞ্চয়।] শুভ, পুণ্যদায়ক, পবিত্র। [ঃ পুণ্য 'তীর্থ'; ঃ 'পুণ্য' দিন।]

পুণ্যতোয়া — যাহার জল পবিত্র বা পুণ্যদায়ক। [ঃ 'পুণ্যতোয়া' ভাগীরথী]

পুণ্যবতী -- যিনি (স্ত্রীলোক) পুণ্য অর্জন করিয়াছেন। সৌভাগ্যবতী।

পুণ্যবান্ -- যিনি (পুরুষ) পুণ্য অর্জন করিয়াছেন। সৌভাগ্যবান্।

পুণ্যফল — ধর্মকর্মের ফল।

পুণ্যময় -- পবিত্র কার্যে বা পুণ্যে পরিপূর্ণ।

পুণ্যশ্লোক -- যিনি পবিত্র কাজ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

পুণ্যাত্মা — যাঁহার আত্মা পুণ্যে পরিপূর্ণ, পূতস্বভাব, পরম ধার্মিক।

পুণ্যাহ — পবিত্র দিন, শুভ দিন।

পুণ্যি — (কথ্য রূপ) পুণ্য।

পুত — পুত্র।

পুতলি — পুতুল। [ঃ স্নেহের 'পুতলি'।] চোখের তারা।

পুঁতি — মুক্তার মতো দেখিতে কাচের ছোট গুলী।

পুতী — পৌত্রী, নাতনী। [ঃ নাতি-'পুতী'।]

পুতুপুতু — অতিশয় যত্ন ও সাবধানতা। [ঃ 'পুতুপুতু' করা।]

পুতুল — মাটি পাথর ন্যাকড়া কাঠ ইত্যাদি দিয়া গড়া ছোট মূর্তি।

পুত্তলি, পুত্তলিকা, পুত্তলী — পুতুল।

পুত্তিকা -- উই।

পুত্তুর — (ব্যঙ্গে ও তাচ্ছিল্যে) পুত্র। [ঃ নবাব 'পুত্তুর', ঃ ধর্ম 'পুত্তুর'।]

পুত্র - ছেলে, আত্মজ, তনয়।

পুত্রকলত্র — ছেলে ও স্ত্রী ছেলে বউ।

পুত্রকাম - পুত্র কামনা করে।

পুত্রবধূ — ছেলের স্ত্রী ছেলের বউ।

পুত্রশোক - ছেলের মৃত্যুতে দুঃসহ দুঃখ।

পুত্রিকা, পুত্রী — মেয়ে, কন্যা তনয়া।

পুত্রেষ্টি পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞ।

পুথি, পুঁথি - বই কেতাব। প্রাচীন পুস্তক। শাস্ত্র।

পুথিগত, পুঁথিগত পুস্তক হইতে প্রাপ্ত, কেতাবী। [ঃ 'পুঁথিগত' বিদ্যা।]

পুদিনা — একরকম সুগন্ধ শাক।

পুনঃ — 'আবার' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠা'।]

পুনঃ পুনঃ - বার বার বারংবার।

পুনরধিকার - পুনরায় অধিকার আবার দখল করণ। বিণ -- **পুনরধিকৃত**।

পুনরপি -- আবার, পুনর্বারও। পুনশ্চ।

পুনরভ্যুত্থান — পুনরায় অভ্যুত্থান। আবার বিদ্রোহ। আবার শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ। বিণ — **পুনরভ্যুত্থিত**।

পুনরাগত — আবার আসিয়াছে এমন। স্ত্রী — **পুনরাগতা**।

পুনরাগমন — আবার আসা বা আগমন।

পুনরাবৃত্তি — পুনরায় করণ ঘটন বা কথন। পুনরায় পাঠ।

পুনরায় — আবার।

পুনরুক্ত — আবার বলা হইয়াছে এমন।

পুনরুক্তি — একই কথা বা বিষয় পুনরায় কথন বা বিবৃত করণ। **পুনরুক্তি দোষ** — রচনাদিতে একই কথা বা বিষয়ের আবার উল্লেখরূপ ত্রুটি।

পুনরুজ্জীবন — পুনরায় জীবন বা জীবনীশক্তি লাভ।

পুনরুজ্জীবিত — আবার জীবন বা জীবনীশক্তি পাইয়াছে এমন।

পুনরুত্থান - আবার ওঠা, পুনরায় উত্থান। পুনরায় নিদ্রাভঙ্গ। পুনরায় শক্তি ও সমৃদ্ধিলাভ। [ঃ মগধের 'পুনরুত্থান'।] পুনরায় বিদ্রোহ। বিণ — **পুনরুত্থিত**।

পুনরুত্থাপন প্রসঙ্গাদি আবার তোলা পুনরায় উত্থাপন। বিণ - **পুনরুত্থাপিত**।

পুনরুদ্দীপ্ত — আবার উত্তেজিত। পুনরায় তেজোময়।

পুনরুল্লিখিত - আবার উল্লেখ করা হইয়াছে এমন।

পুনরুল্লেখ — আবার উল্লেখ, পুনরায় কথন পুনরায় উত্থাপন।

পুনর্জন্ম, পুনর্জ্জন্ম — মৃত্যুর পর আবার জন্ম।

পুনর্জন্মবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ — মৃত্যুর পর জীব আবার জন্মগ্রহণ করে এই মত।

পুনর্জন্মবাদী, পুনর্জ্জন্মবাদী — পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। পুনর্জন্মবাদ সংক্রান্ত।

পুনর্জাত, পুনর্জ্জাত — পুনরায় জন্ম-লাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী - **পুনর্জাতা, পুনর্জ্জাতা**।

পুনর্জীবনলাভ, পুনর্জ্জীবনলাভ — আবার জীবন বা জীবনীশক্তি লাভ।

পুনর্জীবিত, পুনর্জ্জীবিত — আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে বা প্রাণশক্তি লাভ

করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **পুনর্জীবিতা, পুনর্জ্জীবিতা।**

পুনর্নব — পুনরায় নূতনত্ব লাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী — **পুনর্নবা।**

পুনর্নবা — ঔষধরূপে ব্যবহার্য একরকম শাক জাতীয় গাছ।

পুনর্বসু, পুনর্ব্বসু — একটি নক্ষত্রের নাম।

পুনর্বার, পুনর্ব্বার — আবার, পুনরায়।

পুনর্বাসন, পুনর্ব্বাসন - পুনরায় বস বাসের ব্যবস্থা করণ। বিণ **পুনর্বাসিত, পুনর্ব্বাসিত।**

পুনর্বিচার, পুনর্ব্বিচার — আবার নূতন করিয়া বিচার।

পুনর্বিবাহ, পুনর্ব্বিবাহ - আবার বিবাহ।

পুনর্বিবাহিত, পুনর্ব্বিবাহিত — আবার বিবাহ হইয়াছে এমন। স্ত্রী -- **পুনর্বিবাহিতা, পুনর্ব্বিবাহিতা।**

পুনর্মিলন বিবাদ বা বিচ্ছেদের পর আবার মিলন। বিণ — **পুনর্মিলিত।**

পুনর্মূষিকত্ব পূর্বে যে হীন অবস্থা ছিল সেই অবস্থা।

পুনর্মূষিকত্বপ্রাপ্তি, পুনর্মূষিকত্বলাভ পুনরায় পূর্বের হীন অবস্থা প্রাপ্তি।

পুনর্মূষিকোভব আবার ইঁদুর হও পূর্বের হীন অবস্থায় ফিরিয়া যাও।

পুনর্যাত্রা পুনরায় গমন। উল্টা রথ।

পুনশ্চ - আবার। [ঃ 'পুনশ্চ বলিলেন।] পত্র শেষ করিবার পর পুনরায় কিছু লেখন সূচক শব্দ। (সংক্ষেপে -- 'পুঃ'।)

পুন্নামনরক পুৎ নামক নরক (পুত্র না হইলে যেখানে যাইতে হয় বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়)।

পুব — পূর্ব দিক্। পূর্বদিক্‌বর্তী স্থান।

পুবালি, পুবে — পূর্ব দিক্ হইতে আগত। [ঃ পুবালি' হাওয়া, ঃ 'পুবে' হাওয়া।]

পুর — বাড়ি, প্রাসাদ, নিকেতন। অন্তঃপুর। [ঃ 'পুর নারী।] শহর, নগর।

পুর — যাহা খাদ্যাদির ভিতর ভরিয়া দেওয়া হয়। [ঃ ক্ষীরের পুর'।]

পুরঃসর — আগে করিয়া, পূর্বক। [ঃ প্রণাম পুরঃসর নিবেদন।]

পুরতঃ অগ্রে, সম্মুখে।

পুরদ্বার — নগরের দ্বার। প্রাসাদের প্রধান দরজা।

পুরনারী অন্তঃপুরবাসিনী নারী, বাড়ির বউ। নগরবাসিনী।

পুরন্দর — (যিনি নগর ধ্বংস করেন) ইন্দ্র।

পুরপতি, পুরপাল (নগরপাল' দেখ।)

পুরবাসী শহরবাসী, নগরবাসী। স্ত্রী। — **পুরবাসিনী।**

পুরস্কার — পারিতোষিক, বকশিশ।

পুরস্কৃত পুরস্কার পাইয়াছে এমন। স্ত্রী **পুরস্কৃতা।**

পুরস্ত্রী - (পুরনারী' দেখ।)

পুরা প্রাচীন অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'পুরাকাল'।]

পুরা - ভরা ঢুকানো ভিতরে প্রবেশ করানো। ঢুকানো হইয়াছে এমন।

পুরা পরিপূর্ণ। [ঃ 'পুরা মাত্রায়।] কমও নহে বেশীও নহে। [ঃ 'পুরা' এক হাত।]

পুরাকাল — প্রাচীন যুগ, সেকাল।

পুরাকৃত — পূর্বে করা হইয়াছে এমন।

পুরাঙ্গনা — ('পুরনারী' দেখ।)

পুরাণ — প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও কিংবদন্তী-মূলক গ্রন্থ।

পুরাণকর্তা, পুরাণকর্ত্তা — পুরাণের রচয়িতা।

পুরাণকার — ('পুরাণকর্তা' দেখ।)

পুরাতত্ত্ব — পুরাকালের ঘটনাদি সংক্রান্ত বিদ্যা।

পুরাতত্ত্ববিৎ, পুরাতত্ত্ববিদ্ — পুরাতত্ত্বে পণ্ডিত।

পুরাতন — প্রাচীন, নূতন নহে, বহু দিনের। স্ত্রী **পুরাতনী**।

পুরাতাত্ত্বিক — পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত। পুরাতত্ত্ব পণ্ডিত।

পুরাদমে — পূর্ণ উদ্যমে, পূর্ণ শক্তিতে।

পুরাদস্তুর — সম্পূর্ণরূপে, পূর্ণমাত্রায়।

পুরাধ্যক্ষ — নগরপাল। প্রাসাদের বা অন্তঃপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

পুরানো — (পুরাণো দেখ।)

পুরানো — পুরাতন নূতন নহে, প্রাচীন।

পুরাপুরি — সম্পূর্ণরূপে পূর্ণমাত্রায়।

পুরাবিৎ, পুরাবিদ — প্রাচীন কাল সম্পর্কে পণ্ডিত।

পুরাবৃত্ত — প্রাচীন কালের কাহিনী ইতিহাস।

পুরি — আটার লুচি।

পুরিয়া — কাগজের ছোট মোড়ক যাহাতে গুড়া ঔষধ দেওয়া হয়।

পুরী — প্রাসাদ, সুবৃহৎ গৃহ। [ঃ রাজ 'পুরী'।] নগরী, শহর। [ঃ লঙ্কা 'পুরী'।] উড়িষ্যার বিখ্যাত শহর ও জেলা। সন্ন্যাসীর উপাধি বিশেষ। [ঃ তোতা 'পুরী'।]

পুরীষ — বিষ্ঠা, মল।

পুরীষোৎসর্গ — মলত্যাগ।

পুরু — মোটা, স্থূল, পাতলা নহে।

পুরু — পুরাণে বর্ণিত রাজা, যযাতি ও শর্মিষ্ঠার পুত্র।

পুরুত — পুরোহিত।

পুরুষ — স্ত্রীজাতীয় নহে, মরদ। [ঃ 'পুরুষ মানুষ'।] লোক, ব্যক্তি। [ঃ মহা পুরুষ।] কর্মচারী। [ঃ রাজ-'পুরুষ'।] ঈশ্বর, পরম শক্তি। [ঃ [ঃ 'পুরুষ প্রকৃতি'।] বংশের পর্যায় বা ক্রম। [ঃ তিন 'পুরুষ'।] (ব্যাকরণে) বিশেষ্য ও সর্বনামের প্রকারভেদ। **পরম পুরুষ** — ভগবান, ব্রহ্ম।

পুরুষকার — ভাগ্যের বা দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া চেষ্টা বা আপন শক্তির প্রয়োগ। পৌরুষ।

পুরুষত্ব — পুরুষের মত শক্তি ও সাহস, পৌরুষ। পুরুষের যৌনশক্তি। [ঃ 'পুরুষত্ব হানি'।]

পুরুষপুঙ্গব, পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষর্ষভ, পুরুষশার্দুল, পুরুষশার্দ্দুল, পুরুষসিংহ — সাহসী ও শক্তিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষশ্রেষ্ঠ।

পুরুষাঙ্গ — পুরুষের জননেন্দ্রিয় বা লিঙ্গ।

পুরুষানুক্রম — বংশের এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষ বংশপরম্পরা। **পুরুষানুক্রমে** — বংশপরম্পরায়, বংশের এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে।

পুরুষোচিত — পুরুষের উপযুক্ত, পুরুষের যোগ্য।

পুরুষোত্তম — শ্রেষ্ঠ পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ, জগন্নাথদেব।

পুরূরবা — পুরাণে বর্ণিত রাজা যিনি উর্বশীর প্রেমে পড়িয়াছিলেন।

পুরো — পরিপূর্ণ, পুরা কম বা বেশী নহে।

পুরোগামী — যে বা যাহা পুরোভাগে বা সম্মুখে যায়।

পুরোডাশ — রুটি জাতীয় খাদ্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যরা যাহা খাইতেন।

পুরোদমে — ('পুরাদমে' দেখ।)

পুরোধা — পুরোহিত। অনুষ্ঠানের প্রধান কর্তা।

পুরোপুরি — ('পুরাপুরি' দেখ।)

পুরোবর্তী, পুরোবর্ত্তী — যে বা যাহা আগে আছে, অগ্রবর্তী। বি. — **পুরোবর্তিতা, পুরোবর্ত্তিতা**। স্ত্রী. — **পুরোবর্তিনী, পুরোবর্ত্তিনী**।

পুরোভাগ — সম্মুখবর্তী স্থান।

পুরোভূমি — সম্মুখবর্তী ভূমি বা স্থান। চিত্রাদির সম্মুখবর্তী অংশ। (তু ঃ 'পশ্চাদ্‌ভূমি'।)

পুরোহিত — পূজা-অর্চনাদির জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, যাজক, পুরুত।

পুল — সাঁকো, সেতু।

পুলক — আনন্দে রোমাঞ্চ। আনন্দ।

পুলকিত — আনন্দে রোমাঞ্চিত। আনন্দিত।

পুলকোচ্ছ্বাস — আনন্দের আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রকাশ।

পুলটিস — ফোড়া ইত্যাদিতে লাগাইবার জন্য গরম ও গাঢ় প্রলেপ।

পুলস্ত্য — সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি নক্ষত্রের নাম।

পুলহ — সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি নক্ষত্রের নাম।

পুলি — একরকম পিঠা।

পুলি — ভারী জিনিস তুলিবার জন্য চাকায় দড়ি লাগানো থাকে এমন একরকম যন্ত্র, কপিকল।

পুলিন — নদী ইত্যাদির পাড়, তীর। [ঃ যমুনা-'পুলিনে'।]

পুলিনবিহারী — যিনি নদীতীরে (যমুনার তীরে) ভ্রমণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ।

পুলিন্দ — বিন্ধ্য পর্বতের নিকটস্থ অঞ্চলবাসী প্রাচীন অনার্যজাতি।

পুলিন্দা — পুঁটলি, বান্ডিল, মোড়ক, প্যাকেট।

পুলিশ, পুলিস — শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারী বিভাগ। উক্ত বিভাগে নিযুক্ত লোক বা কর্মচারী। পুলিস সংক্রান্ত।

পুলিসী, পুলিশী — পুলিস সংক্রান্ত। পুলিসের দ্বারা পরিচালিত। [ঃ 'পুলিসী' শাসন।]

পুলোমজা — পুলোমার কন্যা, ইন্দ্রপত্নী শচী।

পুলোমা — পুরাণে বর্ণিত ইন্দ্রপত্নী শচীর পিতা।

পুশি — (আদরে) বিড়াল।

পুষ্কর — পদ্ম। বিশেষ এক ধরনের মেঘ। আজমীড়ের নিকটবর্তী একটি হ্রদ ও তীর্থ।

পুষ্করা — অপদেবতা বিশেষ। [ঃ 'পুষ্করা' লাগা।]

পুষ্করিণী — পুকুর।

পুষ্ট — পরিণত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। [ঃ হৃষ্ট-'পুষ্ট'।] লালিত। [ঃ পর-'পুষ্ট'।] ভক্ষণাদির ফলে সতেজ বা মোটাসোটা হইয়াছে এমন। [ঃ দুগ্ধ-'পুষ্ট'।]

পুষ্টি — পুষ্টভাব, পরিণত অবস্থা। [ঃ 'পুষ্টি' লাভ।]

পুষ্টিকর — যাহাতে দেহ সবল ও মোটাসোটা হয় এমন। [ঃ 'পুষ্টিকর' খাদ্য।]

পুষ্প — ফুল। স্ত্রীরজ।

পুষ্পক — পুরাণে বর্ণিত কুবেরের আকাশগামী রথ।

পুষ্পকেতন, পুষ্পকেতু — প্রেমের দেবতা, মদন।

পুষ্পদাম — ফুলের মালা, ফুলের সমষ্টি।

পুষ্পধনু, পুষ্পধন্বা — প্রেমের দেবতা মদন, ফুলধনু।

পুষ্পপুর — পাটলিপুত্রের এক নাম, কুসুমপুর।

পুষ্পবতী — রজস্বলা, ঋতুমতী।

পুষ্পবাটিকা — বাগানবাড়ি। বাগান।

পুষ্পবাণ — ('পুষ্পধনু' দেখ।)

পুষ্পবৃষ্টি — শূন্য হইতে ফুল ছড়ানো, পুষ্পবর্ষণ।

পুষ্পমাস — চৈত্রমাস। বসন্তকাল।

পুষ্পরজ -- পরাগ।

পুষ্পরথ — ('পুষ্পক' দেখ।)

পুষ্পরেণু — পরাগ।

পুষ্পশর — ('পুষ্পধনু' দেখ।)

পুষ্পাঞ্জলি — অঞ্জলিভরা ফুলের অর্ঘ্য।

পুষ্পায়ুধ — ('পুষ্পধনু' দেখ।)

পুষ্পাসব — মধু।

পুষ্পিকা — প্রাচীন গ্রন্থের শেষে বা অধ্যায়শেষে প্রদত্ত ভণিতা।

পুষ্পিত — যাহাতে ফুল ফুটিয়াছে এমন, কুসুমিত। [ঃ 'পুষ্পিত' কানন।] স্ত্রী. — **পুষ্পিতা**। [ঃ 'পুষ্পিতা' লতা।]

পুষ্পিতা — ঋতুমতী, রজস্বলা।

পুষ্পেষু — ('পুষ্পধনু' দেখ।)

পুষ্পোৎসব — দ্বিতীয় বিবাহরূপ সংস্কার। ফুলের উৎসব।

পুষ্যভূতি — থানেশ্বরের প্রাচীন রাজবংশ।

পুষ্যা — একটি নক্ষত্রের নাম।

পুষ্যি — (কথ্য ও ব্যঙ্গার্থক রূপ) পোষ্য।

পুষ্যিপুত্তুর — (ব্যঙ্গে) পোষ্যপুত্র।

পুস্তক — বই, কেতাব, গ্রন্থ।

পুস্তকালয় — বইয়ের দোকান।

পুস্তানি — বই ও বইয়ের মলাটের সংযোগস্থলে দেওয়া হয় এমন শক্ত কাগজ বা কাপড়।

পূজক — যে পূজা করে। পূজা করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, পুরুত।

পূজন — পূজা করণ, আরাধনা। [ঃ ভজন-'পূজন'।]

পূজনীয় — পূজার যোগ্য। শ্রদ্ধার যোগ্য। বয়োজ্যেষ্ঠ। স্ত্রী. — **পূজনীয়া**।

পূজা — ফুল নৈবেদ্য ইত্যাদি যোগে আরাধনা। গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। [ঃ জাতির অন্তরের 'পূজা'।] দুর্গোৎসব ইত্যাদি শরৎকালীন বিভিন্ন পূজা। [ঃ 'পূজার' ছুটি।] **পূজা-আচ্চা** — পূজা ও অর্চনা। **পূজা-আহ্নিক** — নিত্যনৈমিত্তিক পূজা উপাসনাদি। **পূজো-পার্বণ** — পূজা ও পরব।

পূজা — (কবিতায়) পূজা করা। [ঃ 'পূজিল' শঙ্করে।]

পূজারী — পূজক, পূজার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। ব্রাহ্মণ পাচক। উপাসক, অনুরক্ত ভক্ত। স্ত্রী. — **পূজারিনী, পূজারিণী**।

পূজার্হ — পূজার যোগ্য, পূজ্য।

পূজিত — যাহাকে পূজা করা হইয়াছে এমন, পূজাপ্রাপ্ত। পরম সম্মানিত। স্ত্রী. — **পূজিতা**।

পূজ্য — পূজার যোগ্য, পূজনীয়। পরম শ্রদ্ধেয়। স্ত্রী. — **পূজ্যা**।

পূজ্যপাদ — পরম পূজনীয়।

পূজ্যমান — যাহাকে পূজা করা হইতেছে। স্ত্রী. — **পূজ্যমানা**।

পূত — পবিত্র।

পূতনা — পুরাণে বর্ণিতা দানবী শিশু কৃষ্ণ যাহাকে বধ করেন।

পূতাত্মা — পরম পুণ্যবান্ বা পবিত্র ব্যক্তি।

পূতিগন্ধ — পচাগন্ধ। [ঃ নরকের 'পূতি-গন্ধ'।]

পূতিগন্ধময় — পূতিগন্ধে পূর্ণ।

পূতিকা — পুঁই শাক।

পূপ — পিষ্টক, পিঠা।

পূব — ('পুব' দেখ।)

পূবালি, পূবে — ('পুবালি' ও 'পুবে' দেখ।)

পূয — পচা রক্ত, পুঁজ।

পূরক — যাহা পূরণ করে। (গণিতে) যাহার দ্বারা গুণ করা হয়, গুণক। (জ্যামিতিতে) কোণ যাহা অন্য কোণের সহিত যোগ করিলে সমকোণ হয়। (যোগসাধনে) বায়ুগ্রহণ।

পূরণ — পূর্ণ করণ বা হওয়ন। [ঃ পাদ-'পূরণ'; ঃ ক্ষতি-'পূরণ'।] পালন। [ঃ প্রতিজ্ঞা-'পূরণ'।] গুণ করণ, গুণন। সমাধান। [ঃ সমস্যা-'পূরণ'।] পরিতৃপ্তি। [ঃ বাসনা-'পূরণ'।]

পূরব — (কবিতায়) পূর্ব দিক্।

পূরবী — বিখ্যাত রাগিণী যাহা সাধারণতঃ সন্ধ্যার আগে গাওয়া বা বাজানো হয়।

পূরা — পূর্ণ হওয়া। [ঃ আশা 'পূরিল' না।] ঢুকানো। ভরা।

পূরানো — পূরণ করা। অপরের দ্বারা পূরণ করা। পূর্ণ করা, মিটানো।

পূর্ণ — ভরা, ভর্তি। [ঃ 'পূর্ণ' কলস; ঃ দুগ্ধ-'পূর্ণ'।] সমগ্র, অখণ্ড। [ঃ [ঃ 'পূর্ণ' চন্দ্র।] অক্ষুণ্ণ। [ঃ 'পূর্ণ' যৌবন।] সফল, তৃপ্ত। [ঃ বাসনা 'পূর্ণ' হওয়া।] বাকী নাই এমন, পুরা। [ঃ বৎসর 'পূর্ণ' হইল।] বি — **পূর্ণতা**।

পূর্ণকাম — যাহার বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ণকুম্ভ — ভরতি কলসী। মাঙ্গলিক ঘট।

পূর্ণগর্ভ — ভিতরের শূন্য স্থান পূর্ণ হইয়াছে এমন। [ঃ 'পূর্ণগর্ভ' কলস।]

পূর্ণগর্ভা — আসন্নপ্রসবা।

পূর্ণচন্দ্র — পূর্ণিমার চাঁদ।

পূর্ণচ্ছেদ — বাক্যের শেষে যে যতিচিহ্ন দেওয়া হয়, দাঁড়ি।

পূর্ণতা — সমগ্রত্ব। অক্ষুণ্ণতা। অখণ্ডতা। বাকী নাই এমন অবস্থা।

পূর্ণবয়স্ক — সাবালক। বি. — **পূর্ণবয়স্কতা**। স্ত্রী — **পূর্ণবয়স্কা**।

পূর্ণব্রহ্ম — অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

পূর্ণমাত্রা — পুরা মাত্রা।

পূর্ণমাসী — পূর্ণিমা।

পূর্ণায়ু — শতায়ু, দীর্ঘজীবী।

পূর্ণাহুতি — শেষ আহুতি যাহার দ্বারা হোম সমাপ্ত হয়।

পূর্ণিমা — যে তিথিতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, শুক্লপক্ষের শেষ তিথি।

পূর্ণেন্দু — পূর্ণচন্দ্র।

পূর্ত, পূর্ত্ত — জনহিতের জন্য খাল পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি। **পূর্তবিভাগ, পূর্ত্তবিভাগ** — পূর্তের ভারপ্রাপ্ত সরকারী দপ্তর।

পূর্তি, পূর্ত্তি — পূরণ, ভর্তি করণ। [ঃ উদর-'পূর্তি'।]

পূর্ব, পূর্ব্ব — পূর্বদিক্, পূব দিক্। অগ্র, অতীতকাল, গত সময়। [ঃ 'পূর্বে' ঘটিত, ঃ 'পূর্বের' ঘটনা।] ঠিক আগের। [ঃ 'পূর্ব' বৎসর; ঃ 'পূর্ব' দিন।] পূর্বদিকের, পূর্বদিক্‌বর্তী। [ঃ 'পূর্ব' অঞ্চল; ঃ 'পূর্ব' পাঞ্জাব।] অতীত, আগের। [ঃ 'পূর্ব' কাল; ঃ 'পূর্ব'-পুরুষ।]

-পূর্ব, -পূর্ব্ব — 'ইহার আগে ঘটিয়াছে' অর্থে অন্য শব্দের পরে যুক্ত হয়। [ঃ [ঃ যুদ্ধ-'পূর্ব' যুগ।]

-পূর্বক, পূর্ব্বক — আগে করিয়া, পুরঃসর। [ঃ প্রণাম-'পূর্বক'।] করিয়া, সহিত, সহকারে। [ঃ অনুগ্রহ-'পূর্বক'।]

পূর্বকাল, পূর্ব্বকাল — অতীত কাল। পূর্বকাল।

পূর্বকৃত, পূর্ব্বকৃত — আগে করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'পূর্বকৃত অপরাধ।]

পূর্বগামী, পূর্ব্বগামী — পূর্বদিকে যাইতেছে বা যায় এমন। আগে গিয়াছে বা যায় এমন, অগ্রগামী।

পূর্বজন্ম, পূর্ব্বজন্ম — আগের জন্ম।

পূর্বজন্মার্জিত, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত — আগের জন্মে অর্জন করা হইয়াছে এমন।

পূর্বতন, পূর্ব্বতন — আগে ছিল এমন, আগেকার। স্ত্রী। **পূর্বতনা, পূর্ব্বতনা**। [ঃ 'পূর্বতনা পত্নী।]

পূর্বদক্ষিণ, পূর্ব দক্ষিণ — পূর্ব ও দক্ষিণের মধ্যবর্তী।

পূর্বদেশ, পূর্ব্বদেশ — পূর্বদিকে অবস্থিত দেশ, প্রাচ্য দেশ। বিণ **পূর্বদেশীয়, পূর্ব্বদেশীয়**।

পূর্বপুরুষ, পূর্ব্বপুরুষ — পিতা পিতামহ ইত্যাদি বংশের পুরুষ বা ব্যক্তি।

পূর্বফল্গুনী, পূর্ব্বফল্গুনী — একটি নক্ষত্রের নাম।

পূর্ববঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ — বাংলাদেশের পূর্ব অংশ বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান।

পূর্ববঙ্গীয়, পূর্ব্ববঙ্গীয় — পূর্ববঙ্গ সংক্রান্ত। পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। স্ত্রী -- **পূর্ববঙ্গীয়া, পূর্ব্ববঙ্গীয়া**।

পূর্ববৎ, পূর্ব্ববৎ — আগের মতো।

পূর্ববর্তী, পূর্ব্ববর্ত্তী - আগের, আগে ঘটিয়াছে রহিয়াছে বা করিয়াছে এমন। [ঃ 'পূর্ববর্তী' বক্তা।] পূর্বদিকস্থ।

পূর্বমীমাংসা, পূর্ব্বমীমাংসা - জৈমিনি-কৃত প্রাচীন ভারতীয় দর্শন।

পূর্বরঙ্গ, পূর্ব্বরঙ্গ — নাটকাদি অভিনয়ের আগে সঙ্গীত ইত্যাদি, নান্দী, প্রস্তাবনা।

পূর্বরাগ, পূর্ব্বরাগ - বিবাহের আগে নায়কনায়িকার প্রেম। অনুরাগ সঞ্চার।

পূর্বাচল, পূর্ব্বাচল — পূর্বদিকের যে পর্বত হইতে সূর্যোদয় হয় বলিয়া প্রাচীনকালে ঋণ করা হইত, উদয়াচল।

পূর্বানুবৃত্তি, পূর্ব্বানুবৃত্তি — উত্থাপিত বিষয়ের ক্রমিক উত্থাপন বা আলোচনা।

পূর্বাপর, পূর্ব্বাপর — আগের ও পরের, আনুপূর্বিক। [ঃ 'পূর্বাপর' সামঞ্জস্য।]

পূর্বাপেক্ষা, পূর্ব্বাপেক্ষা - আগের চেয়ে, আগেকার অপেক্ষা।

পূর্বাবধি, পূর্ব্বাবধি — আগে হইতে, পূর্ব হইতে।

পূর্বাভাষ, পূর্ব্বাভাষ — সূচনা। ভূমিকা।

পূর্বাশা, পূর্ব্বাশা — পূর্ব দিক্, প্রাচী।

পূর্বাষাঢ়া, পূর্ব্বাষাঢ়া - নক্ষত্র বিশেষ।

পূর্বাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ — দিবসের প্রথম ভাগ দুপুরের আগের সময়।

পূর্বোক্ত, পূর্ব্বোক্ত — আগে বলা হইয়াছে এমন।

পূষন্, পূষা — সূর্য।

পৃক্ত — যুক্ত, লিপ্ত, সংলগ্ন মিশ্রিত।

পৃচ্ছা — জিজ্ঞাসা প্রশ্ন।

পৃথক্ — একত্র নহে আলাদা ভিন্ন, স্বতন্ত্র। **পৃথক্ পৃথক্** — ছাড়া ছাড়া আলাদা করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে।

পৃথক — ('পৃথক্' দেখ।)

পৃথগন্ন — একান্নবর্তী নহে এমন। ঐরূপ অবস্থা। [ঃ 'পৃথগন্নে' থাকা।]

পৃথগ্বিধ — অন্যরকম। বিভিন্ন রকম।

পৃথা — কুন্তী।

পৃথিবী — আমাদের এই গ্রহ, ভূমণ্ডল।

পৃথিবীপতি — রাজা, ভূপতি।

পৃথিবীময় - সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া, পৃথিবীর সর্বত্র।

পৃথু — স্থূল, বিশাল। জনৈক পৌরাণিক

রাজার নাম।
পৃথুল — স্থূল, বিশাল। স্ত্রী. — **পৃথুলা**। [ঃ 'পৃথুলা' পৃথ্বীর ভার।]
পৃথ্বী — ('পৃথিবী' দেখ।)
পৃথ্বীধর — পর্বত, মহীধর।
পৃথ্বীপতি — রাজা, পৃথিবীপতি।
পৃষ্ট — যাহাকে বা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, জিজ্ঞাসিত।
পৃষ্ঠ — বুকের বিপরীত দিক, পিঠ। পিছন দিক্‌। উপরিভাগ, তল। [ঃ ভূ-'পৃষ্ঠ'।]
পৃষ্ঠদণ্ড — মেরুদণ্ড, শিরদাঁড়া।
পৃষ্ঠপোষক — যে পিছনে বা অন্তরালে থাকিয়া সাহায্য করে, সহায়ক, সাহায্য-কারী, 'পেট্রন'।
পৃষ্ঠপোষকতা — 'পৃষ্ঠপোষকের কাজ, সাহায্য, সহায়তা।
পৃষ্ঠপোষণ — পিছনে থাকিয়া সাহায্য করণ, সাহায্য, সহায়কতা।
পৃষ্ঠপ্রদর্শন — পলায়ন, পিঠটান। [ঃ 'পৃষ্ঠপ্রদর্শন' করা।]
পৃষ্ঠবংশ — ('পৃষ্ঠদণ্ড' দেখ।)
পৃষ্ঠব্রণ — পিঠে হয় এমন একরকম দুষ্ট ব্রণ।
পৃষ্ঠভঙ্গ — যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন।
পৃষ্ঠরক্ষী — পিছন দিক রক্ষায় নিযুক্ত। [ঃ 'পৃষ্ঠরক্ষী' বাহিনী।] দেহরক্ষী।
পৃষ্ঠা — বইয়ের পাতার এক দিক।
পৃষ্ঠাঙ্ক — পৃষ্ঠার ক্রমসূচক সংখ্যা।
পে'কো — খুব পাঁক আছে এমন। [ঃ 'পে'কো' পুকুর।] পাঁকের মতো। [ঃ 'পে'কো' গন্ধ।] পাঁকে থাকে বা জন্মে এমন।
পেখনু — (প্রাচীন কবিতায়) দেখিলাম।
পেখম — ময়ূরের প্রসারিত পুচ্ছ। **পেখম ধরা** — (ময়ূর) পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া মেলিয়া ধরা।
পেগ — মদের একরকম মিশ্রণ ও মাপ।
পে'চ — ('প্যাঁচ' দেখ।)
পেচক — একরকম পাখী যাহারা রাত্রিতে জাগে ও দিনে ঘুমায়, প্যাঁচা। স্ত্রী. **পেচকী**।
পে'চা — ('প্যাঁচা' দেখ।)
পে'চাও — প্যাঁচযুক্ত। জটিল। কুটিল।
পে'চানো — প্যাঁচ দেওয়া, পাক দেওয়া, পাকানো। জটিল করা। ভোঁতা ছুরি ইত্যাদি দিয়া কাটিবার জন্য ঘষা।
পে'চালো - - ('প্যাঁচালো' দেখ।)
পে'চী — স্ত্রী প্যাঁচা।
পে'চো — শিশুদের অনিষ্টকারী অপ-দেবতা, পঞ্চানন্দ। **পে'চোয় পাওয়া** - শিশুর ধনুষ্টঙ্কার বা তড়কা হওয়া।
পেছু - ('পিছু' দেখ।)
পে'জা - - ('পি'জা' দেখ।) পি'জার কাজ। পি'জা হইয়াছে এমন।
পেজী 'পৃষ্ঠা আছে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ষোল-'পেজী' ফর্মা।]
পেজোমি — পাজীর মতো আচরণ।
পেট - বুকের নিম্নবর্তী স্থান, উদর। পাকস্থলী। [ঃ 'পেট' ভরা।] গর্ভ। **পেট আঁটা** — কোষ্ঠবদ্ধতা হওয়া। **পেট ওঠা** — পেট ভরা, খাওয়ার ফলে পেট উঁচু হওয়া। **পেট কামড়ানো** — পেট ব্যথা করা। **পেট খসানো** — (গ্রাম্য) গর্ভপাত করা। **পেট খারাপ করা বা হওয়া** — পেটের অসুখ হওয়া। **পেট চলা** — জীবিকা নির্বাহ হওয়া। **পেট ছাড়া** — তরল দাস্ত হওয়া। **পেট ডাকা** — অজীর্ণতা বা খাদ্যহীনতার জন্য পেটে শব্দ হওয়া। **পেট নামা** —

তরল দাস্ত হওয়া, পেটের অসুখ হওয়া। **পেট নামানো** — (গ্রাম্য) গর্ভপাত করা। **পেট পড়া** — ক্ষুধার ফলে উদরের স্ফীতি কমা। **পেট পালা** — কোনও রকমে খোরাক জুটানো। **পেট ফাঁপা** পেটে বায়ু হওয়ায় পেট ফুলিয়া ওঠা। **পেট ভরা** — উদর পূর্ণ হওয়া বা করা। **পেটভাতা** — শুধু খাইতে পাইবে এই সর্ত। [ঃ 'পেটভাতায়' থাকা বা চাকরি করা।] **পেট মরা** — আহারের শক্তি কমিয়া যাওয়া। **পেটমোটা** ভুঁড়ি-ওয়ালা। **পেট মোটা করা** -- অবৈধভাবে প্রচুর অর্থাদি লাভ করা। **পেটরোগা** — যে প্রায়ই পেট ... ভোগে। **পেট-সর্বস্ব, পেটসর্বস্ব** — পেটুক খাওয়ার জন্যই যাহার সব ব্যয় হইয়া যায়, উদর সর্বস্ব। **পেটে আসা** গর্ভে জন্মলাভ করা। **পেটে থাকা** গর্ভে থাকা। অপ্রকাশিত বা গোপন থাকা। **পেটে পেটে** — গোপনে অপ্রকাশিতভাবে তলে তলে। **পেটে রাখা** গোপন বা অপ্রকাশিত রাখা। **পেটের কথা** গোপন কথা। **পেটের ছেলে** — গর্ভজাত পুত্র। গর্ভস্থ সন্তান। **পেটের দায়** — উদরান্ন সংস্থানের প্রয়োজন।

পেটক — পেটরা।

পেটরা -- বাক্স তোরঙ্গ ইত্যাদি।

-পেটা — 'এইরূপ পেট আছে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ রোগা 'পেটা', ঃ নাদা 'পেটা'।]

পেটা — ('পিটা' দেখ।) পিটিয়া প্রস্তুত। [ঃ 'পেটা' লোহা] পিটন। আঘাত করণ। দুরমুশ করণ।

পেটানো - ('পিটানো' দেখ।)

পেটি — কোমরবন্ধ। মাছের পেটের টুকরা।

পেটিকা — ছোট পেটরা।

পেটিবুর্জোয়া — নিম্নশ্রেণীর ধনিক, মধ্যবিত্ত।

পেটিকোট — শেমিজ।

পেটী পেটিকা, ছোট পেটরা।

পেটুক — যে খুব খাইতে ভালোবাসে।

পেটেন্ট - আবিষ্কৃত যন্ত্র ঔষধাদির অধিকার রক্ষণের জন্য সরকারী অনুমতি। [ঃ 'পেটেন্ট' নেওয়া।] ঐরূপ অনুমতিপ্রাপ্ত। [ঃ পেটেন্ট' ঔষধ।] বাঁধাধরা, বৈচিত্র্যহীন। [ঃ 'পেটেন্ট' বুলি ঃ 'পেটেন্ট খাবার।]

পেটো পাট বা ভাঁজ করিয়া চুল বাঁধিবার ভঙ্গী বা প্রথা। [ঃ 'পেটো পাড়িয়া চুল বাঁধা।]

পেটো পাট সংক্রান্ত। [ঃ পেটো কারবারী'।] পাট হইতে প্রস্তুত। [ঃ পেটো' শাড়ি।]

পেটোয়া — অনুগত, প্রিয়।

পেট্রল পাহারা। [ঃ পেট্রল দেওয়া।] প্রহরী বাহিনী।

পেট্রল, পেট্রোল — কেরোসিন জাতীয় শক্তিশালী একরকম তেল যাহা ঘর্ষণের ফলে জ্বলে ও সহজে উবিয়া যায়।

পেট্রোম্যাক্স — একরকম শক্তিশালী বাতি। (মূলতঃ ঐ বাতি প্রস্তুতকারী একটি কোম্পানির নাম।)

পেড়া — একরকম ক্ষীরের মিষ্টান্ন।

পেড়া — পেটরা।

পেড়াপীড়ি - ('পীড়াপীড়ি' দেখ।)

পেন্ট — তরল রং। রং।

পেন্টার — চিত্রকর। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের যে ব্যক্তি রং মাখায়।

পেন্টিং — অঙ্কন। চিত্র। অভিনয়ের জন্য রং মাখিয়া রূপসজ্জা।

পেন্টলুন — শক্ত কাপড়ের একরকম

পাজামা।

পেণ্ডুলাম — ঘড়ির দোলক।

পেণ্ডেণ্ট — হারের দোলক, ধুকধুকি।

পেতনী, পেত্নী — প্রেতিনী, স্ত্রী ভূত।

পেন — কলম, লেখনী।

পেনশন, পেনসন — চাকরি শেষে অবসর-গ্রহণকালে প্রাপ্ত বৃত্তি। **পেনশন লওয়া** — চাকরি হইতে অবসর লওয়া।

পেনসিল — বিনা কালিতে লেখা যায় এমন সরু মুখওয়ালা একরকম জিনিস। **লেড পেনসিল** — কাগজের উপর লেখার উপযোগী কাঠ ও গ্রাফাইট (সীসা নহে) দিয়া তৈয়ারী পেনসিল।

পেনাল্টি — শাস্তি। ফুটবল খেলায় নিয়ম-বিরুদ্ধ খেলার জন্য শাস্তি।

পেনি — ইংলণ্ডে প্রচলিত ব্রোঞ্জের মুদ্রা, প্রায় এক আনার সমান।

পেনি — শিশুদের ফ্রক।

পেনিসিলিন — এডোয়ার্ড ফ্লেমিং কর্তৃক আবিষ্কৃত বিখ্যাত ঔষধ।

পেন্নাম — (কথ্য ও গ্রাম্য রূপ) প্রণাম।

পেন্স — একত্র কতকগুলি পেনি (ইংলণ্ডে প্রচলিত ব্রোঞ্জের মুদ্রা)।

পেপার — কাগজ। খবরের কাগজ। পরীক্ষাকালীন বিষয়ের বিভাগ।

পেঁপে — একরকম সুপরিচিত ফল।

পেয় — পানের যোগ্য। পান করিতে হইবে এমন।

পেঁয়াজ — ('পিয়াজ' দেখ।)

পেয়ার — পীরিত, ভালোবাসা। [ঃ 'পেয়ারের' লোক।] জোড়া। তাস খেলায় সাহেব ও বিবি একত্র থাকা এবং তৎসংক্রান্ত খেলা।

পেয়ারা — একরকম সুপরিচিত ফল।

পেয়ালা — ('পিয়ালা' দেখ।)

-পেয়ে — পা বা পায়া আছে অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দো-'পেয়ে' জানোয়ার।]

পেয়ে — (কথ্য রূপ) পাইয়া।

পেরনো — পার হওয়া। [ঃ নদী 'পেরনো'।] কাটিয়া যাওয়া, অতিবাহিত হওয়া। [ঃ এক সপ্তাহ 'পেরলো'।]

পেরু — দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ। ঐ দেশ হইতে আনীত এক জাতির মোরগ।

পেরুনো — ('পেরনো' দেখ।)

পেরেক — লোহার একরকম কাঁটা।

পেলব — কোমল। বি. — **পেলবতা**।

পেলা — যাত্রা পাঁচালী ইত্যাদির আসরে গায়ক-গায়িকাকে দেওয়া দর্শকদের পুরস্কার।

পেশ — সম্মুখে স্থাপন, দাখিল।

পেশকার — বিচারক প্রভৃতির নিকট দলিলপত্রাদি উত্থাপনের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী।

পেশকারি — পেশকারের কাজ বা পদ।

পেশল — সুন্দর। কোমল। নিপুণ।

পেশেতা — স্পেনদেশীয় একরকম মুদ্রা।

পেশা — জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ, ব্যবসায়, বৃত্তি।

পেশাকর — বেশ্যা।

পেশাদার — যে অর্থ উপার্জনের জন্য কোনও কাজ করে। বিণ. — **পেশাদারী**।

পেশি, পেশী — দেহের শক্ত ও সবল মাংসপিণ্ড, 'মাসল্'।

পেশিবহুল, পেশীবহুল — অধিক পরিমাণে পেশী আছে এমন। [ঃ 'পেশীবহুল' দেহ।]

পেশিময়, পেশীময় — ('পেশিবহুল' দেখ।)

পেশোয়া — মারাঠা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ও সর্বময় কর্তা।

পেশোয়াজ — মেয়েদের একরকম পায়জামা।

পেষণ — দলন, চাপ দিয়া চূর্ণ করণ। অত্যাচার, নির্যাতন।

পেষণি, পেষণী — পেষণ করার যন্ত্র।

পেষা — ('পিষা' দেখ।) পিষ্ট। পেষণ।

পেষাই — পিষ্ট করার কাজ। পিষ্ট করার জন্য পারিশ্রমিক।

পেষানো — ('পিষানো' দেখ।) অপরের দ্বারা পিষ্ট। অপরের দ্বারা পেষণ।

পেস্তা — বাদাম জাতীয় একরকম সবুজ বীজ।

পৈঠা — ('পইঠা' দেখ।)

পৈতা — ('পইতা' দেখ।)

পৈতৃক — পিতা সংক্রান্ত। বাবার নিকট হইতে প্রাপ্ত। [ঃ 'পৈতৃক' সম্পত্তি।]

পৈত্তিক — পিত্ত সংক্রান্ত।

পৈশাচিক — পিশাচের তুল্য। অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ভয়ংকর। [ঃ 'পৈশাচিক' হত্যাকাণ্ড।]

পৈশুন, পৈশুন্য — খলতা, ক্রুর আচরণ।

পৈষ্টিক — পিষ্টদ্রব্য হইতে প্রস্তুত। পিষ্টদ্রব্য সংক্রান্ত। একরকম মদ।

পো — (গ্রাম্য রূপ) পুত্র।

পোঁ — বাঁশির একটানা সুর। **পোঁ ধরা** — বিচার বিবেচনা না করিয়া অন্যের সকল কথায় সায় দেওয়া।

পোকা — কীট। **বইয়ের পোকা** — যে প্রায় সকল সময়ে বই পড়ে।

পোকামাকড় — কীটপতঙ্গ মাকড়সা ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্র জীব।

পোক্ত — শক্ত, মজবুত। দক্ষ, নিপুণ। অভিজ্ঞ।

পোখরাজ — একরকম মূল্যবান্ পাথর, পুষ্পরাগ মণি।

পোচ — ঘিয়ে ঈষৎ ভাজা ডিম।

পোঁচ, পোঁছ — লেপ। [ঃ এক 'পোঁচ' রং।] মোছা। [ঃ ঝাড়-'পোঁছ'।]

পোঁছা — ('পুঁছা' দেখ।) পুঁছা বা মোছা হইয়াছে এমন। মোছা, ঘষিয়া পরিষ্কার করণ।

পোঁছানো — ('পুঁছানো' দেখ।) অন্যের দ্বারা মোছানো হইয়াছে এমন। মোছানো।

পোজ — দেখাইবার উদ্দেশ্যে দেহাদির বিশেষ ভংগী।

পোট - খাপ, সদ্ভাব, মিল। [ঃ 'পোট' খাওয়া।]

পোঁটলা — গাঁটরি, বড় পুঁটলি, বোঁচকা।

পোঁটা — শিকনি। মাছের পেটের ভিতরের বায়ুপূর্ণ থলি ও নাড়িভুঁড়ি।

পোড় — দহন, পুড়ন। কঠিন অভিজ্ঞতা। [ঃ 'পোড়' খাওয়া।]

পোড়া — ('পুড়া' দেখ।) পুড়িয়াছে এমন, দগ্ধ। প্রতিকূল, বিমুখ। [ঃ 'পোড়া' বিধি।] মন্দ। [ঃ পোড়া 'কপাল'।] কলঙ্কিত, নিন্দিত। [ঃ 'পোড়া' মুখ।]

পোড়াকপালী — অভাগিনী।

পোড়াকপালে — হতভাগ্য, মন্দভাগ্য।

পোড়ানি — দাহ, যন্ত্রণা।

পোড়ানো — ('পুড়ানো' দেখ।) দগ্ধ করা হইয়াছে এমন। দহন, দাহ, দগ্ধ করণ। [ঃ মড়া 'পোড়ানোর' পর।]

পোড়ানে — যে জ্বালাতন করে, যে কষ্ট দেয় বা বিরক্ত করে।

পোড়ামাটির নীতি — যুদ্ধের সময়ে বাসস্থান ও খাদ্যাদি জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া দিয়া পলায়ন করিবার নীতি।

পোড়ারমুখী — (গালিতে বা মৃদু তিরস্কারে) কলঙ্কিনী, অভাগিনী।

পোড়ারমুখো — (গালিতে) কলঙ্কিত। হতভাগ্য।

পোড়েন — ('পড়েন' দেখ।)

পোড়ো — যে খুব পড়ে বা পড়াশুনা করিতে ভালোবাসে। পড়ুয়া। [ঃ 'প্যোড়ো' ছেলে।]

পোড়ো — পতিত, অব্যবহৃত বা অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে এমন। [ঃ 'পোড়ো' জমি।] ভগ্নপ্রায়, পড়ে পড়ে এমন। [ঃ 'পোড়ো' বাড়ি।]

পোত — জাহাজ।

পোতা — ভিটা ও তৎপার্শ্ববর্তী উঁচু জমি।

পোঁতা — প্রোথিত করা, গাড়া। মাটির নীচে খানিকটা ঢুকানো। রোপণ করা।

পোতাধ্যক্ষ — জাহাজের পরিচালক, জাহাজের কাপ্তেন।

পোতাশ্রয় — জাহাজ আশ্রয় লয় এমন বন্দর।

পোদ — বাঙালীর একটি জাতি বিশেষ, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়।

পোদ্দার — যে সোনারূপা যাচাই করে গচ্ছিত রাখে বন্ধক রাখে বা বাটা লইয়া নোট টাকা ইত্যাদি ভাঙাইয়া দেয়। প্রাচীনকালের ব্যাংকার।

পোদ্দারি - পোদ্দারের কাজ বা পেশা।

পোনা -- রুই কাতলা ইত্যাদি মাছের চারা বা বাচ্চা। **পোনামাছ** — রুই কাতলা কালবোস ও মৃগেল মাছ।

পোপ — রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান যাজক (মূল অর্থ– পিতা।)

পোপতন্ত্র — পোপের কর্তৃত্বে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। বিণ. — **পোপতন্ত্রীয়, পোপতান্ত্রিক**।

পোয়া — সিকি সের, চারি ছটাক। এক চতুর্থাংশ।

পোয়াবারো — পাশা খেলায় খুব লোভনীয় দান। (ব্যঙ্গে বা রসিকতায়) পড়তা, সৌভাগ্য। [ঃ তোমার তো 'পোয়াবারো'।]

পোয়াতী — গর্ভবতী, গর্ভিণী। নবজাত সন্তানের জননী, প্রসূতি।

পোয়ানো — ('পোহানো' দেখ।)

পোয়াল — খড়, বিচুলি।

পোয়ালকুড় - খড় বিচুলি ইত্যাদি স্তূপীকৃত করিয়া রাখিবার জায়গা।

পোরা - ('পুরা' দেখ।)

পোরানো — ('পুরানো' দেখ।)

পোলা - (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) পুত্র, ছেলে। **পোলাপান** -- ছেলেমেয়ে।

পোলাও -- ঘি ও মসলা সহযোগে মাছ-মাংস ইত্যাদি দিয়া রাঁধা ভাত, পলান্ন।

পোলো ঘোড়ায় চড়িয়া একরকম খেলা, চৌগন। জলে বল লইয়া একরকম খেলা।

পোশাক -- জামাকাপড়, পরিচ্ছদ। সভ্য সমাজে বা বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার্য পরিচ্ছদ। [ঃ যুদ্ধের 'পোশাক'।]

পোশাকী — পোশাক সংক্রান্ত। কেবল পোশাকেই সীমাবদ্ধ। [ঃ'পোশাকী' বাবু।] ভদ্র সমাজে বা বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার্য কিন্তু সকল সময়ে ব্যবহার্য নহে এমন, আটপৌরের বিপরীত। [ঃ 'পোশাকী' কাপড়।]

পোষ পুষিবার ফলে বশ। [ঃ 'পোষ' মানা।]

পোষক - যে পুষে। যাহা পুষ্ট করে। [ঃশরীরের 'পোষক'।] সহায়ক, সমর্থক। [ঃ মতের 'পোষক'।]

পোষকতা — সমর্থন, সাহায্য, সহায়তা।

পোষণ — লালন, পালন। [ঃ আত্মীয় 'পোষণ'।] দীর্ঘদিন ধরিয়া সমর্থন ধারণা বা বিশ্বাস করণ। [ঃ মত'পোষণ'; ঃ মনোভাব 'পোষণ'।]

পোষণীয় — পোষণের যোগ্য।
পোষা — ('পুষা' দেখ।) লালিত। পালনের ফলে বশীভূত, গৃহপালিত। [ঃ 'পোষা' কুকুর।] লালন।
পোষাক — ('পোশাক' দেখ।)
পোষানো — পরিশ্রম ব্যয় ইত্যাদির যোগ্য হওয়া। [ঃ এত কম টাকায় 'পোষাবে' না।] বনিবনাও হওয়া, খাপ খাওয়া। [ঃ তার সঙ্গে 'পোষাবে' না।] অন্যের দ্বারা পোষা।
পোষিত — পুষ্ট। পালিত। সমর্থিত, সাহায্যপ্রাপ্ত।
পোষ্ট — ('পোস্ট' দেখ।)
পোষ্টাই — পুষ্টিকর।
পোষ্য — পালনীয়, যাহাদের খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা করিতে হয় এমন। [ঃ আমার 'পোষ্য' অনেক।]
পোষ্যপুত্র — পুত্ররূপে গৃহীত অপরের পুত্র, দত্তক, পালিত পুত্র।
পোষ্যবর্গ — পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি যাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে হয়।
পোস্ট — ডাক, চিঠিপত্র গ্রহণ প্রেরণ ও বিতরণের জন্য সরকারী ব্যবস্থা। [ঃ 'পোস্টে' চিঠি আসা।] ঐরূপ ব্যবস্থা অনুসারে চিঠি প্রেরণ। [ঃ 'পোস্ট' করা।] ঐরূপ ব্যবস্থা সংক্রান্ত। [ঃ 'পোস্ট'-পিয়ন; ঃ 'পোস্ট'-মাস্টার; ঃ 'পোস্ট'-অফিস।] স্থল, পদ। [ঃ কেশিয়ারের 'পোস্ট'; ঃ কার 'পোস্টে'।]
পোস্টমাস্টার — ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।
পোস্টঅফিস — ডাকঘর।
পোস্টার — প্রাচীরপত্র, দেওয়ালের গায়ে আঁটা বিজ্ঞাপন।
পোস্ত — আফিম ফলের বীজ।
পোস্তা — হাট, গঞ্জ। [ঃ আম 'পোস্তা'।] দেওয়াল বাঁধ ইত্যাদি মজবুত করিবার জন্য মাটির চাপ বা গাঁথুনি।
পোস্তানি — ('পুস্তানি' দেখ।)
পোহানো — শেষ হওয়া, অতিবাহিত হওয়া। [ঃ রাত 'পোহালো'।] রোদ তাপ ইত্যাদি ভোগ করা। [ঃ রোদ 'পোহানো'।] দুর্ভোগ সহ্য করা, সহা। [ঃ ঝামেলা 'পোহানো'।]
পোঁছ — উদ্দিষ্ট স্থানে গমন বা উপস্থিতি। [ঃ 'পোঁছ' সংবাদ।]
পোঁছা — উপস্থিত হওয়া, উপনীত হওয়া, উদ্দিষ্ট স্থানে যাওয়া বা আসা। [ঃ বাড়ি 'পোঁছা'।] নাগাল পাওয়া। [ঃ হাত 'পোঁছে' না।] উপস্থিতি, উদ্দিষ্ট স্থানে আগমন।
পোঁছানো — লইয়া যাওয়া, রাখিয়া আসা, উপস্থিত করা। [ঃ চিঠি 'পোঁছানো'; ঃ মেয়েটিকে বাড়ি 'পোঁছানো'।] ('পোঁছা' দেখ।)
পৌণ্ড্র — পুণ্ড্রদেশ, উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন রাজ্য। ঐ রাজ্যের অধিবাসী।
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় — পোদ।
পৌত্তলিক — যে পুতুল বা প্রতিমা পূজা করে, মূর্তিপূজক।
পৌত্তলিকতা — মূর্তিপূজা। পৌত্তলিকের ন্যায় কাজ ব্যবহার বা মনোভাব।
পৌত্র — ছেলের ছেলে, পুত্রের পুত্র।
পৌত্রী — ছেলের মেয়ে, পুত্রের কন্যা।
পৌনঃপুনিক — যাহা পুনঃপুনঃ বা বার বার ঘটে। বি. — **পৌনঃপুনিকতা, পৌনঃপুন্য।**
পৌনে — এক পাদ ঊন, এক সিকি কম, ¾।
পৌর — পুর বা নগর সংক্রান্ত। নগরবাসী।

পৌরসভা, পৌরসংঘ, পৌরসঙ্ঘ — শহরের পথঘাট স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য নিযুক্ত সমিতি, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন।

পৌরব— পুরু রাজার বংশে জাত।

পৌরাণিক — পুরাণ সংক্রান্ত। পুরাণে বর্ণিত।

পৌরাণিকী — পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদির সংকলন।

পৌরুষ — পুরুষের মতো আচরণ বা ভাব, সাহস ও শক্তি।

পৌরুষেয় — মানুষের রচিত। [ঃ অ-'পৌরুষেয়'।]

পৌরোহিত্য — পুরোহিতের কাজ বা পেশা, যাজন। সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে প্রধান অংশ গ্রহণ।

পৌর্ণমাসী — পূর্ণিমা।

পৌর্বাপর্য, পৌর্ব্বাপর্য্য — আগে পরে থাকিবার বা ঘটিবার সম্পর্ক, অনুক্রম, পূর্বাপরতা, আনুপূর্ব্য। [ঃ কাহিনীর 'পৌর্বাপর্য'।]

পৌর্বাহ্ণিক, পৌর্ব্বাহ্ণিক — পূর্বাহ্ণ বা দুপুরের আগের। [ঃ 'পৌর্বাহ্ণিক' আহার।]

পৌলস্ত্য — পুলস্ত্যের পুত্র, কুবের রাবণ ইত্যাদি।

পৌলোমী -- পুলোমার কন্যা, ইন্দ্রপত্নী শচী।

পৌষ — বাংলা বৎসরের নবম মাস। **পৌষ-পার্বণ, পৌষ পার্ব্বণ** - পৌষ মাসের শেষ দিনে পিঠা খাইবার উৎসব।

প্যাঁ — শিশুর কান্না বাঁশী ইত্যাদির শব্দ সূচক অনুকার।

প্যাঁক — হাঁসের ডাক বা ঐরূপ শব্দ সূচক অনুকার।

প্যাঁচ — পাক, মোচড়। [ঃ 'প্যাঁচ' দেওয়া।] পাক বা মোচড় দিয়া আঁটিবার উপযোগী দাগ বা স্থান, স্ক্রু। [ঃ 'প্যাঁচ' আঁটা।] চক্রান্ত, জটিল অবস্থা। [ঃ 'প্যাঁচে' ফেলা।] অসরল ভাব, কুটিলতা। [ঃ কথার 'প্যাঁচ'।] কুস্তি ইত্যাদিতে আক্রমণের কৌশল। [ঃ 'প্যাঁচ' মারা।] দুইটি বা ততোধিক উড়ন্ত ঘুড়ির সুতা জড়াইয়া ও টানিয়া সুতা কাটিবার পরস্পর চেষ্টা। এইরূপ চেষ্টার ফলে সুতার সহিত সুতার সংযোগ। [ঃ 'প্যাঁচ' লাগা।]

প্যাঁচানো — ('পেঁচানো' দেখ।)

প্যাঁচালো — কুটিল, প্যাঁচ আছে এমন। জটিল।

প্যাক — জড়াইয়া বাঁধা। [ঃ 'প্যাক' করা।]

প্যাকিং -- প্যাক-করা অবস্থা, মোড়ক। [ঃ 'প্যাকিং' খোলা।] প্যাক করার জন্য বা উপযোগী। [ঃ 'প্যাকিং' কাগজ।] প্যাক করার মজুরি ইত্যাদি।

প্যাকেট — মোড়ক, পুলিন্দা।

প্যাটার্ন — রকম, প্রকার, ঢং। ছক। [ঃ পশম বোনার 'প্যাটার্ন'।]

প্যাডেল — যাহা পা দিয়া নাড়িলে বা ঘুরাইলে চাকা ঘুরে, গাড়ি সেলাইয়ের কল ইত্যাদির পাদানি।

প্যান — গ্রীকপুরাণে বর্ণিত সংগীতে অনুরাগী বনদেবতা যাঁহার ছাগলের মতো পা ও ক্ষুর আছে।

প্যানপ্যান - ক্রমাগত বিরক্তিকর অনুযোগ বা ক্রন্দন। [ঃ 'প্যানপ্যান' করা।]

প্যানপ্যানানি — প্যানপ্যান করণ, ক্রমাগত বিরক্তিকর অনুযোগ। [ঃ রাতদিন 'প্যান-প্যানানি' ভালো লাগে না।]

প্যানপেনে — প্যানপ্যান করে এমন। [ঃ 'প্যানপেনে' স্বভাব।]

প্যানেল — পৌর্বাপর্য অনুসারে নামের

তালিকা। তক্তার ফর্দ।

প্যাণ্ট — পাতলুন, পেণ্টলুন। **হাফ প্যাণ্ট** — হাঁটু পর্যন্ত লম্বা প্যাণ্ট, জাঙিয়া।

প্যারা, প্যারাগ্রাফ — গদ্যরচনায় একত্র সন্নিবিষ্ট বাক্যসমষ্টি, অনুচ্ছেদ। সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। [ঃ 'প্যারা' লেখা।]

প্যারাসুট — উড়ন্ত বিমানপোত হইতে নিরাপদে ঝাঁপ দিবার বা মাল নামাইবার জন্য ব্যবহার্য রেশমের তৈয়ারী এক-রকম ছাতার মতো জিনিস। **প্যারাসুট বাহিনী** — প্যারাসুটের সাহায্যে নামে এমন সৈন্যদল।

প্যারিস — গ্রীক মহাকাব্যে বর্ণিত ট্রয়ের রাজপুত্র যে হেলেনকে অপহরণ করিয়া-ছিল। ফ্রান্সের রাজধানী, পারী।

প্যারী — পিয়ারী, প্রিয়া, আদরিনী। শ্রীকৃষ্ণের আদরিনী, রাধিকা।

প্যারেড — পুলিশ সৈন্য ইত্যাদির কুচ-কাওয়াজ প্রদর্শন। সগর্বে প্রদর্শন। [ঃ বিদ্যার 'প্যারেড'।]

প্যালা — ('পেলা' দেখ।)

প্যাসেঞ্জার — গাড়ির যাত্রী। যাত্রীবাহী। [ঃ 'প্যাসেঞ্জার' ট্রেন।]

প্র- — উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠতা সম্যক্‌ভাব গতি-শীলতা ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

প্রকট — স্পষ্ট, প্রকাশিত।

প্রকটিত — স্পষ্ট বা প্রকাশিত হইয়াছে এমন।

প্রকম্প, প্রকম্পন — অতিশয় কম্পন, প্রবল কাঁপুনি। বিণ. — **প্রকম্পিত**।

প্রকরণ — পুস্তকে বিষয়ের প্রকার হিসাবে বিভাগ। [ঃ সন্ধি 'প্রকরণ'।]

প্রকর্ষ — উৎকর্ষ, প্রকৃষ্টতা। বৃদ্ধি, আধিক্য।

প্রকল্প — যুক্তির দ্বারা সমর্থিত অনুমান, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া গবেষণাদি করা চলে এমন অনুমান, 'হাইপথেসিস'।

প্রকল্পিত — সুন্দরভাবে কল্পিত। উদ্‌ভাবিত। প্রকল্পরূপে গৃহীত।

প্রকাণ্ড — বিশাল, অত্যন্ত বড়, বিরাট।

প্রকার — জাতি, রকম, ধরন। [ঃ নানা 'প্রকার'।] উপায়, রীতি। [ঃ কি 'প্রকারে'।]

প্রকারভেদ — জাতি ধরন ইত্যাদির ভিন্নতা, পার্থক্য।

প্রকারান্তর — অন্য প্রকার, প্রকারভেদ, পার্থক্য।

প্রকারান্তরে — অন্য ভাবে, ভিন্ন কৌশলে। [ঃ তিনি 'প্রকারান্তরে' এই কথাই বুঝাইলেন।]

প্রকাশ — অগোপন অবস্থা। বাহিরে আগমন। পরিচয়। দৃশ্যমান অবস্থা। প্রচার। জানাজানি। জাহির। পুস্তকাদি ছাপাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

প্রকাশক — যে প্রকাশ করে। যে বই ছাপাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, পাবলি-শার। স্ত্রী. — **প্রকাশিকা**।

প্রকাশকাল — প্রকাশের সময়। উদয়ের সময়।

প্রকাশকালীন — প্রকাশের সময়কার।

প্রকাশন — প্রকাশ করণ।

প্রকাশমান — বাহির বা প্রকাশিত হইতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রকাশমানা**।

প্রকাশিত — অপরের নিকট ব্যক্ত। [ঃ গোপন তথ্য 'প্রকাশিত' করা।] বহুলোকে জানিয়াছে এমন, অগোপন। (পুস্তকাদি) ছাপাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এমন। [ঃ পুস্তক 'প্রকাশিত' হওয়া।] বাহিরে আগত, দৃশ্যমান।

প্রকাশ্য — গোপন নহে এমন, সকলের

দৃষ্টিগোচর হয় এমন। [ঃ 'প্রকাশ্য' স্থান।] খোলাখুলি। [ঃ 'প্রকাশ্য' ভাবে।] যাহা প্রকাশিত হইবে। [ঃ ক্রমশঃ 'প্রকাশ্য'।] প্রকাশের যোগ্য। [ঃ তাহা 'প্রকাশ্য' নহে।] **প্রকাশ্যে** -- প্রকাশ্যভাবে বা স্থানে।

প্রকৃত — যথার্থ, সত্য, আসল। মিথ্যা বা কল্পিত নহে। [ঃ 'প্রকৃত' ঘটনা।] **প্রকৃতপক্ষে** — আসলে, বস্তুতঃ।

প্রকৃতি -- স্বভাব, চরিত্র, স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম। [ঃ নারীর 'প্রকৃতি'।] বাহ্য-জগৎ, মানুষে পরিবর্তিত করে নাই এমন জগৎ, স্বাভাবিক রূপে আছে এমন জগৎ, নিসর্গ। [ঃ 'প্রকৃতির' দান।] সৃষ্টির মূল শক্তি, আদ্যা শক্তি। [ঃ পুরুষ-'প্রকৃতি'।] গণশক্তি, প্রজা। [ঃ 'প্রকৃতি' পুঞ্জ।]

প্রকৃতিগত — স্বভাবসিদ্ধ, চরিত্রগত।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ — স্বভাবের বিপরীত, অস্বাভাবিক।

প্রকৃতিস্থ — স্বাভাবিক অবস্থায় আছে এমন। উত্তেজিত বা উন্মত্ত নহে এমন, শান্ত। [ঃ 'প্রকৃতিস্থ' হওয়া।]

প্রকৃষ্ট — উৎকৃষ্ট, সেরা, উত্তম। [ঃ 'প্রকৃষ্ট' পন্থা।] বি — **প্রকৃষ্টতা**।

প্রকোপ — প্রাবল্য, উগ্রতা, উৎকট ভাব। [ঃ রোগের 'প্রকোপ'।] দোষ, কুপিত ভাব। [ঃ পিত্ত-'প্রকোপ'।]

প্রকোষ্ঠ — কুঠরি, কামরা। কনুই হইতে কবজি পর্যন্ত হাতের অংশ।

প্রক্রিয়া — কোনও কাজ করিবার বিশেষ রীতি বা প্রণালী।

প্রক্ষালন — ধৌত করণ। বিণ. — **প্রক্ষালিত**।

প্রক্ষিপ্ত — সজোরে ছোঁড়া হইয়াছে এমন, নিক্ষিপ্ত। মূল রচনায় অন্য কর্তৃক যোজিত। [ঃ 'প্রক্ষিপ্ত' অংশ।]

প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপণ — প্রক্ষিপ্ত করণ।

প্রক্ষেপাস্ত্র — লৌহময় অস্ত্র যাহা প্রক্ষেপ করা বা ছোঁড়া যায়।

প্রখর — উগ্র, তীব্র, তীক্ষ্ণ। বি. — **প্রখরতা**।

প্রখ্যাত — বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, নামজাদা।

প্রগণ্ড — কনুই হইতে কাঁধ পর্যন্ত হাতের অংশ।

প্রগতি — উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্তি, উন্নতি-সূচক অগ্রগতি, 'প্রগ্রেস'।

প্রগতিবাদী --- প্রগতিতে বিশ্বাসী।

প্রগতিশীল — যাহার স্বভাব চিন্তা ইত্যাদিতে প্রগতির ভাব আছে। উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়া যাহার স্বভাব। [ঃ 'প্রগতিশীল' লেখক।] স্ত্রী. - **প্রগতি-শীলা**। বি -- **প্রগতিশীলতা**।

প্রগল্‌ভ — বাচাল। নির্লজ্জ, ধৃষ্ট। বি - **প্রগল্‌ভতা**। স্ত্রী. -- **প্রগল্‌ভা**।

প্রগাঢ় — অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, নিবিড়। [ঃ 'প্রগাঢ়' প্রেম।] অত্যন্ত গাঢ়। বি - **প্রগাঢ়তা**।

প্রচণ্ড -- অত্যন্ত বেগপূর্ণ, প্রবল, ভয়ংকর। [ঃ 'প্রচণ্ড' ঝটিকা; ঃ 'প্রচণ্ড' সূর্য; ঃ 'প্রচণ্ড' ক্রোধ।] বি -- **প্রচণ্ডতা**।

প্রচয় — সমূহ, নিচয়, সমষ্টি। [ঃ পাঠ-'প্রচয়'।]

প্রচলন — চলন, ব্যাপক ব্যবহার, চলিত অবস্থা। [ঃ অলঙ্কারের 'প্রচলন'।]

প্রচার — ব্যাপকভাবে ঘোষণা, সর্ব-সাধারণকে জানানো। [ঃ ধর্ম-'প্রচার'।] চলন, ব্যাপক ব্যবহার। [ঃ সংবাদপত্রের বহুল 'প্রচার'।]

প্রচারক — যে প্রচার করে, প্রচারকারী।

প্রচারকার্য, প্রচারকার্য্য — প্রচারের কাজ,

সাধারণের মধ্যে ঘোষণার জন্য কাজ।

প্রচারণ, প্রচারণা — প্রচারিত করণ, প্রচারের কাজ।

প্রচারপত্র — ঘোষণা বা প্রচারের জন্য লিখিত বা মুদ্রিত কাগজ।

প্রচারমূলক — কোনও বিশেষ মত প্রচারের উদ্দেশ্যে কৃত। [ঃ 'প্রচারমূলক' সাহিত্য।]

প্রচারা -- (কবিতায়) প্রচার করা। [ঃ 'প্রচারিল'।]

প্রচারিত — ব্যাপকভাবে ঘোষিত, প্রকাশ্যভাবে জানানো হইয়াছে এমন।

প্রচুর — যথেষ্ট পর্যাপ্ত। অনেক, ঢের।

প্রচেতা -- উন্নতমনা, প্রকৃষ্টচিত্ত। সমুদ্রদেবতা, বরুণ। মুনি বিশেষ।

প্রচেষ্টা — প্রচুর চেষ্টা, অতিশয় চেষ্টা। মিলিত প্রয়াস।

প্রচ্ছদ -- আবরণ। মলাট। **প্রচ্ছদপট** - মলাটে আঁকা ছবি। মলাটের কাপড় বা কাগজ।

প্রচ্ছন্ন — গোপন, গুপ্ত, লুক্কায়িত। আবৃত। বি. — **প্রচ্ছন্নতা**।

প্রচ্ছাদন - আবরণ, আচ্ছাদন। বিণ. -- **প্রচ্ছাদিত**।

প্রচ্ছায় — নিবিড় ছায়া। ছায়াময় স্থান।

প্রজনন - সন্তান উৎপাদন। জন্মদান।

প্রজা — রাজা বা রাজ্যের অধীন জনসাধারণ। জমিদারকে কর দিয়া যে জমি ভোগ করে। প্রাণিসমূহ। সন্তান।

প্রজাতন্ত্র — প্রজাদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, 'রিপাবলিক'। (তুঃ 'রাজতন্ত্র'।)

প্রজাতন্ত্রী -- প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী, 'রিপাবলিকান'।

প্রজাতন্ত্রীয়, প্রজাতান্ত্রিক — প্রজাতন্ত্র সংক্রান্ত। প্রজাতন্ত্রসম্মত। প্রজাতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত।

প্রজাতি — জীবজগতে জাতির অন্তর্গত বিভাগ, 'স্পিসিজ'।

প্রজানুরঞ্জন -- প্রজার সন্তোষবিধান।

প্রজাপতি -- ব্রহ্মা। মরীচি অত্রি দক্ষ ইত্যাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ। বিবাহের দেবতা। [ঃ প্রজাপতির 'নির্বন্ধ'।] রংবেরঙের সুন্দর পাখা আছে এমন একরকম পতঙ্গ।

প্রজাপীড়ক -- যে প্রজার উপর অত্যাচার করে।

প্রজাপীড়ন -- প্রজার উপর অত্যাচার।

প্রজাবিলি -- নির্দিষ্ট খাজনায় প্রজাদের মধ্যে জমি বণ্টন।

প্রজেক্টর - চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য আলোকনিক্ষেপক যন্ত্র।

প্রজেক্শন -- চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য আলোকনিক্ষেপণ।

প্রজ্ঞা -- গভীর জ্ঞান। জ্ঞান।

প্রজ্ঞাবান্ -- যাঁহার গভীর জ্ঞান আছে।

প্রজ্ঞাপারমিতা — বৌদ্ধ দেবীরূপে কল্পিতা পরমা বিদ্যা।

প্রজ্বলন - জোরে জ্বলন।

প্রজ্বলিত — জোরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে এমন।

প্রজ্বালন — প্রজ্বলিত করণ।

প্রজ্বালিত — প্রজ্বলিত করা হইয়াছে এমন। জ্বালানো হইয়াছে এমন।

প্রণত — প্রণাম করিয়াছে বা করিতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রণতা**।

প্রণতি — প্রণাম।

প্রণব -- ওঁ, ওঙ্কার।

প্রণমা — (কবিতায়) প্রণাম করা। [ঃ 'প্রণমিল'।]

প্রণয় — প্রেম, ভালোবাসা। অবৈধ ভালোবাসা। **প্রণয়ঘটিত** — প্রেমসংক্রান্ত।

প্রণয় সম্ভাষণ — প্রেমালাপ।
প্রণয়ন — পুস্তকাদি রচনা। আইন প্রবর্তন।
প্রণয়নকারী — প্রণেতা, রচয়িতা। স্ত্রী. — **প্রণয়-নকারিণী।**
প্রণয়াস্পদ — ভালোবাসার পাত্র। স্ত্রী. — **প্রণয়াস্পদা।**
প্রণয়িনী — প্রেমিকা, অবৈধভাবে ভালোবাসে এমন নারী।
প্রণয়ী — প্রেমিক, অবৈধভাবে ভালোবাসে এমন পুরুষ।
প্রণাম — ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার। নমস্কার। (কথ্য বা গ্রাম্য প্রয়োগে) প্রণত। [ঃ 'প্রণাম' হই।] **প্রণাম জানানো** — প্রণাম করিতেছি এই কথা বলা বা লেখা।
প্রণামী — প্রণাম করিবার বা জানাইবার সময়ে দেয়। [ঃ প্রণামী 'কাপড়'।] ঐভাবে দেয় অর্থাদি। [ঃ 'প্রণামী' দেওয়া।]
প্রণালী -- পদ্ধতি, রীতি। [ঃ কার্য-'প্রণালী'।]
প্রণালী — (ভূগোলে) দুই বৃহৎ জলভাগকে সংযুক্ত করে এমন সংকীর্ণ জলভাগ।
প্রণিধান — অভিনিবেশ, অনুধাবন। [ঃ 'প্রণিধান' করুন।]
প্রণিপাত — প্রণাম। ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম।
প্রণীত — রচিত।
প্রণেতা — রচয়িতা, প্রণয়নকারী। [ঃ পুস্তক-'প্রণেতা'; ঃ আইন-'প্রণেতা'।]
প্রণোদিত — উৎসাহিত, আগ্রহান্বিত, অনুপ্রেরিত। [ঃ স্বতঃ-'প্রণোদিত'।]
প্রতাপ — তেজ, পরাক্রম, শক্তি।
প্রতাপশালী — যাহার প্রতাপ আছে, পরাক্রমশালী, পরাক্রান্ত। স্ত্রী. — **প্রতাপ-শালিনী।**
প্রতাপান্বিত — প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত। স্ত্রী. — **প্রতাপান্বিতা।**
প্রতারক — যে প্রতারণা করে, জুয়াচোর, প্রবঞ্চক, ঠক।
প্রতারণা — প্রবঞ্চনা, ঠকানো, জুয়াচুরি।
প্রতারিত — যাহাকে ঠকানো হইয়াছে, প্রবঞ্চিত। স্ত্রী. — **প্রতারিতা।**
প্রতি — উদ্দেশে, দিকে, অভিমুখে। উপর, সম্বন্ধে। প্রত্যেক, পিছু। [ঃ জন-'প্রতি'; ঃ 'প্রতি'-দিন।]
প্রতি- — বিরোধ বৈপরীত্য ব্যাপ্তি ইত্যাদি সূচক উপসর্গ। [ঃ প্রতি-'ক্রিয়া'; ঃ 'প্রতি'-ঘাত।]
প্রতিকল্প বদলে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন কোনও বিপরীত বস্তু বা বিষয়।
প্রতিকার — প্রতিবিধান, রোধ বা নিবারণের ব্যবস্থা। [ঃ রোগের 'প্রতিকার'।]
প্রতিকারক — যাহা প্রতিকার করে, যাহা রোধ বা নিবারণ করে। [ঃ রোগের 'প্রতি-কারক'।]
প্রতিকূল — বাধা সৃষ্টি করে এমন, বিরুদ্ধ, অনুকূল নহে। [ঃ 'প্রতিকূল' মনোভাব; ঃ 'প্রতিকূল' অবস্থা।] বি. — **প্রতিকূলতা।**
প্রতিকৃতি -- প্রতিমূর্তি। অনুরূপ অঙ্কিত মূর্তি, তসবির।
প্রতিক্রিয়া — কিছু প্রয়োগ বা ঘটনার ফলে ঘটিত ক্রিয়া। উত্তেজনাদির পরে তাহার বিপরীত অবস্থা বা ভাব। বিপরীত ক্রিয়া ভাব বা অবস্থা। প্রগতির বিপরীত শক্তি বা অবস্থা।
প্রতিক্রিয়াশীল -- (নিন্দায়) প্রগতির বিরোধী। বি. — **প্রতিক্রিয়াশীলতা।**
প্রতিক্ষণ — ক্ষণে ক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে, সর্বদা।

প্রতিগ্রহ — দানগ্রহণ। দেয় বস্তু।

প্রতিগ্রহণীয় — দানরূপে গ্রহণীয়।

প্রতিঘাত — আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত। [ঃ ঘাত-'প্রতিঘাত'।]

প্রতিচিত্র — ছবি বা নক্শার হুবহু নকল।

প্রতিচ্ছায়া — প্রতিবিম্ব, অনুরূপ ভাব, সাদৃশ্য।

প্রতিজ্ঞা — শপথ, সংকল্প, অঙ্গীকার। (গণিতে) করিতে বা প্রমাণ করিতে হইবে এমন বিষয়, সম্পাদ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রতিজ্ঞাপত্র — শপথ গ্রহণ করিয়া লিখিত চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, একরারনামা।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ — কিছু করিবার জন্য শপথ বা অঙ্গীকার করিয়াছে এমন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রতিদান — পরিবর্তে দান, বিনিময়ে দান, শোধ।

প্রতিদিন — রোজ, প্রত্যহ।

প্রতিদ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা — বিরোধ, প্রতিযোগিতা, অপরকে পরাজিত করিবার চেষ্টা।

প্রতিদ্বন্দ্বী — যে অপরকে পরাজিত করিতে চায়, প্রতিযোগী, বিরোধী।

প্রতিধ্বনি — শব্দের যে অংশ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। অনুরূপ ধ্বনি।

প্রতিধ্বনিত — প্রতিধ্বনিতে মুখর।

প্রতিনমস্কার — নমস্কারের উত্তরে নমস্কার।

প্রতিনায়ক — গল্প নাটক ইত্যাদিতে নায়কের বিপরীত ব্যক্তি, 'ভিলেন'।

প্রতিনিধি — অপরের হইয়া কাজ করে এমন ব্যক্তি।

প্রতিনিধিত্ব — প্রতিনিধির কাজ অবস্থা অধিকার ইত্যাদি।

প্রতিনিধিত্বশীল — প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত। [ঃ 'প্রতিনিধিত্বশীল' শাসন ব্যবস্থা।]

প্রতিনিধিমূলক — ('প্রতিনিধিত্বশীল' দেখ।)

প্রতিনিবৃত্ত — বাধা পাইয়া বিরত। বিরত। বি. — **প্রতিনিবৃত্তি**।

প্রতিনিয়ত — সকল সময়ে, সর্বদা, প্রতি মুহূর্তে।

প্রতিপক্ষ — বিরোধী দল। প্রতিবাদী, বিবাদী।

প্রতিপক্ষীয় — বিরোধী দলের। স্ত্রী. — **প্রতিপক্ষীয়া**।

প্রতিপত্তি — সম্মান, প্রভাব, প্রতিষ্ঠা।

প্রতিপত্তিশালী — যাহার প্রভাব-প্রতিষ্ঠা আছে। স্ত্রী. — **প্রতিপত্তিশালিনী**।

প্রতিপদ্, প্রতিপদ — পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পরবর্তী তিথি।

প্রতিপদে — পাযে পায়ে, প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কাজে। [ঃ 'প্রতি পদে' বাধা।]

প্রতিপন্ন — প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত। [ঃ 'প্রতিপন্ন' সত্য।]

প্রতিপাদক — যে বা যাহা প্রতিপন্ন করে।

প্রতিপাদন — প্রমাণিত করণ, প্রতিপন্ন করণ। মীমাংসা। বিণ. — **প্রতিপাদিত**।

প্রতিপাদনীয়, প্রতিপাদ্য — প্রতিপাদনের যোগ্য, প্রমাণিত করণের যোগ্য। যাহা প্রতিপন্ন বা প্রমাণিত করিতে হইবে। [ঃ 'প্রতিপাদ্য' বিষয়।]

প্রতিপালক — পালন করে, পালনকর্তা, রক্ষক।

প্রতিপালন — খাদ্যাদি দিয়া রক্ষণ। [ঃ শিশুর 'প্রতিপালন'।] মান্য করণ, কার্যে পরিণত করণ। [ঃ আদেশ 'প্রতি-পালন'।]

প্রতিপালিত — প্রতিপালন করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রতিপালিতা**।

প্রতিপাল্য — যাহা বা যাহাকে প্রতিপালন করা উচিত। যাহা বা যাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে।

প্রতিফল — মন্দ কাজের উপযুক্ত ফল।

প্রতিফলক — যাহাতে আলো ইত্যাদি পড়িয়া বিচ্ছুরিত হয়, যাহা প্রতিফলন ঘটায়, 'রিফ্লেক্টর'।

প্রতিফলন — আয়না বা আয়নার মতো জিনিসে পড়িবার ফলে আলোকের বিচ্ছুরণ। ঐরূপ আলোক-পাতের ফলে চেহারা ইত্যাদির হুবহু প্রকাশ।

প্রতিফলিত — যাহার প্রতিফলন ঘটিয়াছে এমন, প্রতিবিম্বিত।

প্রতিবন্ধ — বাধা, অন্তরায়।

প্রতিবন্ধক — বাধাসৃষ্টি করে এমন, প্রতিকূল। বাধা, বিঘ্ন। বি. — **প্রতিবন্ধকতা**।

প্রতিবাত — যে দিক হইতে বায়ু বহিতেছে তাহার বিপরীত। [ঃ 'প্রতিবাত' গতি।]

প্রতিবাদ — উক্তির বিরুদ্ধে উক্তি। আপত্তি। আপত্তিজ্ঞাপন।

প্রতিবাদী — যে প্রতিবাদ করে। বিরুদ্ধ পক্ষ, যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। [ঃ বাদী-'প্রতিবাদী'।]

প্রতিবাসী — কাহারও বাসস্থানের নিকটে যে বাস করে, প্রতিবেশী, পড়শী। স্ত্রী. — **প্রতিবাসিনী**।

প্রতিবিধান — প্রতিকারের ব্যবস্থা। প্রতিশোধ। বিণ. — **প্রতিবিহিত**।

প্রতিবিধিৎসা — প্রতিবিধান করার ইচ্ছা। প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা।

প্রতিবিধিৎসু — প্রতিবিধান করিতে বা প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক।

প্রতিবিপ্লব — (নিন্দায়) বিপ্লবের সক্রিয় বিরোধিতা, বিপ্লবের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা।

প্রতিবিপ্লবী — যে প্রতিবিপ্লব করে। [ঃ বিপ্লবী-'প্রতিবিপ্লবী'।] প্রতিবিপ্লব সংক্রান্ত। [ঃ 'প্রতিবিপ্লবী' শক্তি।] বি. — **প্রতিবিপ্লবিতা**।

প্রতিবিম্ব — জল আয়না ইত্যাদিতে প্রতিফলিত আকৃতি বা চেহারা।

প্রতিবিম্বন — প্রতিফলন।

প্রতিবিম্বিত — প্রতিফলিত।

প্রতিবিহিত — প্রতিবিধান করা হইয়াছে এমন।

প্রতিবেদন — বিবরণী, রিপোর্ট। [ঃ সভার 'প্রতিবেদন'।]

প্রতিবেশ — পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

প্রতিবেশী — প্রতিবাসী, পড়শী। স্ত্রী. — **প্রতিবেশিনী**।

প্রতিভা — অসামান্য সৃজনী শক্তি, অসাধারণ বুদ্ধি বা কার্য ক্ষমতা। ঐরূপ বুদ্ধি বা শক্তি আছে এমন ব্যক্তি, প্রতিভাবান্ ব্যক্তি। [ঃ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ 'প্রতিভা'।]

প্রতিভাত — উদ্ভাসিত, আলোকিত। প্রকাশিত। প্রতিফলিত।

প্রতিভান্বিত — প্রতিভাযুক্ত, প্রতিভা আছে এমন। স্ত্রী. — **প্রতিভান্বিতা**।

প্রতিভাবান্ — যাহার প্রতিভা আছে, প্রতিভার অধিকারী। [ঃ 'প্রতিভাবান্' ব্যক্তি।] স্ত্রী. — **প্রতিভাবতী**। [ঃ 'প্রতিভাবতী' নারী।]

প্রতিভাশালী — যাহার প্রতিভা আছে, প্রতিভাবান্। স্ত্রী. — **প্রতিভাশালিনী**।

প্রতিভাসম্পন্ন — প্রতিভান্বিত, প্রতিভাযুক্ত। স্ত্রী. — **প্রতিভাসম্পন্না**।

প্রতিভাসিত — আলোকিত, উদ্ভাসিত।

প্রতিভূ — জামিন। প্রতিনিধি।

-প্রতিম — তুল্য সদৃশ মতো বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পিতৃ-

-'প্রতিম'।]

প্রতিমা — প্রতিমূর্তি। পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত মূর্তি। মূর্ত প্রকাশ। [ঃ প্রীতি-'প্রতিমা'।]

প্রতিমাবিসর্জন, প্রতিমাবিসর্জ্জন — পূজা শেষে প্রতিমাকে জলে নিক্ষেপ, ভাসান।

প্রতিমূর্তি, প্রতিমূর্ত্তি — অনুরূপ মূর্তি, প্রতিকৃতি।

প্রতিযোগ, প্রতিযোগিতা — প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ, অপরকে পরাজিত করিয়া সাফল্যলাভের চেষ্টা।

প্রতিযোগী — প্রতিযোগিতা করিতেছে এমন, অপরকে পরাজিত করিয়া সাফল্য লাভের চেষ্টা করিতেছে এমন।

প্রতিযোদ্ধা — বিরোধী সমকক্ষ যোদ্ধা।

প্রতিরক্ষা — শত্রুকে বাধা দিয়া আত্মরক্ষা, শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষা।

প্রতিরুদ্ধ — প্রতিরোধ করা হইয়াছে এমন, নিবারিত।

প্রতিরূপ — প্রতিমূর্তি; প্রতিবিম্ব। অনুরূপ বিষয় বা বস্তু।

প্রতিরোধ — বাধা দিয়া নিবারণ, ব্যাহত করণ, বাধাদান।

প্রতিরোধক — যে বা যাহা প্রতিরোধ করে, নিবারক।

প্রতিলিপি — ছবি লেখা ইত্যাদির নকল।

প্রতিলোম — বিপরীত, প্রতিকূল। **প্রতিলোম বিবাহ** — নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের বিবাহ। (তুঃ 'অনুলোম'।)

প্রতিশব্দ — একই রকম অর্থ বা ভাব প্রকাশ করে এমন শব্দ, সমার্থক শব্দ। [ঃ শ্বেতের 'প্রতিশব্দ' সাদা।]

প্রতিশোধ — অপকারীর প্রতি অপকার, অনিষ্টকারীর প্রতি অনিষ্ট, প্রতিহিংসা।

প্রতিশ্রুত — যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

প্রতিশ্রুতি — অংগীকার, প্রতিজ্ঞা, অপরের জন্য কিছু করিবার সংকল্প প্রকাশ।

প্রতিষেধ — নিরোধ, নিবারণ।

প্রতিষেধক — নিবারক। [ঃ রোগ-'প্রতিষেধক'।]

প্রতিষ্ঠা — স্থাপন। [ঃ ঠাকুর-'প্রতিষ্ঠা'।] নির্মাণ। [ঃ 'নগর' প্রতিষ্ঠা।] দেবতার নামে উৎসর্গ। [ঃ পুকুর 'প্রতিষ্ঠা'।] সম্মান, প্রতিপত্তি, প্রভাব।

প্রতিষ্ঠাতা — যে প্রতিষ্ঠা করে। স্ত্রী. — **প্রতিষ্ঠাত্রী**।

প্রতিষ্ঠাবান্, প্রতিষ্ঠাশালী — যাহার প্রতিষ্ঠা বা সম্মানপ্রতিপত্তি আছে।

প্রতিষ্ঠান — প্রতিষ্ঠিত সংঘ সভা আশ্রম ব্যবসায় ইত্যাদি, সংস্থা। দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন শহর, সাতবাহনদের রাজধানী, পৈঠান।

প্রতিষ্ঠিত — স্থাপিত। [ঃ 'প্রতিষ্ঠিত' বিগ্রহ।] নির্মিত। [ঃ 'প্রতিষ্ঠিত' নগর।] উৎসর্গীকৃত। প্রভাবশালী, প্রতিপত্তিশালী। [ঃ আপনাকে 'প্রতিষ্ঠিত' করা।]

প্রতিহত — বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত।

প্রতিহার — দ্বাররক্ষী। একটি প্রাচীন ভারতীয় জাতি, গুর্জরগণের শাখা (কথিত আছে, ইঁহারা রাষ্ট্রকূট রাজদরবারে প্রতিহারের কাজ করিয়াছিলেন, তাই এই নাম)।

প্রতিহারী — দ্বাররক্ষী, দারোয়ান। স্ত্রী. — **প্রতিহারিণী**।

প্রতিহিংসা — অনিষ্টকারীর প্রতি অনিষ্ট সাধন, প্রতিশোধ।

প্রতিহিংসাপরায়ণ — প্রতিহিংসা লওয়া যাহার স্বভাব, যে প্রতিহিংসা লইতে ভালোবাসে। স্ত্রী. — **প্রতিহিংসাপরায়ণা**।

বি. — প্রতিহিংসাপরায়ণতা।

প্রতীক — সংকেত, চিহ্ন। [ঃ শান্তির 'প্রতীক'।]

প্রতীকবাদ — সাহিত্য ইত্যাদিতে সংকেত বা রূপকের সাহায্যে কাহিনী বা বক্তব্যের প্রকাশ সংক্রান্ত মতবাদ, 'সিম্বলিজ্‌ম্‌'।

প্রতীকবাদী — প্রতীকবাদে বিশ্বাসী। প্রতীকবাদ সংক্রান্ত।

প্রতীকার — ('প্রতিকার' দেখ।)

প্রতীক্ষণীয় — প্রতীক্ষার যোগ্য। যাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে। স্ত্রী. — **প্রতীক্ষণীয়া**।

প্রতীক্ষমাণ — প্রতীক্ষা করিয়া আছে এমন। স্ত্রী. — **প্রতীক্ষমাণা**।

প্রতীক্ষা — কাহারও আগমন বা কিছুর সংঘটন সম্পর্কে অপেক্ষা। [ঃ 'প্রতীক্ষায়' থাকা; 'প্রতীক্ষা' করা।]

প্রতীক্ষিত — যাহার জন্য প্রতীক্ষা করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রতীক্ষিতা**।

প্রতীক্ষ্য — ('প্রতীক্ষণীয়' দেখ।)

প্রতীক্ষ্যমাণ — যাহার জন্য প্রতীক্ষা করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রতীক্ষ্যমাণা**।

প্রতীচী — পশ্চিম দিক্‌, পশ্চিম দেশ। ইউরোপ ও আমেরিকা। (তুঃ 'প্রাচী'।)

প্রতীচ্য — পশ্চিম দেশীয়, পাশ্চাত্ত্য। [ঃ প্রতীচ্য 'সভ্যতা'।] (তুঃ 'প্রাচ্য'।)

প্রতীত — বিশ্বাস করা হইয়াছে এমন। অনুভূত, জ্ঞাত।

প্রতীতি — বিশ্বাস। অনুভূতি, বোধ।

প্রতীপ — বিপরীত। মহাভারতে বর্ণিত শান্তনুর পিতা, ভীষ্মের পিতামহ।

প্রতীয়মান — অনুভূত, বোধগম্য, মনে হইতেছে এমন।

প্রতুল — প্রাচুর্য। প্রচুর।

প্রত্ন — প্রাচীন, পুরা।

প্রত্নতত্ত্ব — প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ লিপি মুদ্রা ইত্যাদি হইতে তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যা। বিণ. — **প্রত্নতত্ত্বীয়**।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ — ('প্রত্নবিৎ' দেখ।)

প্রত্নতাত্ত্বিক — প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত। প্রত্নতত্ত্বে পণ্ডিত।

প্রত্নবিৎ, প্রত্নবিদ্‌ — প্রত্নতত্ত্বে পণ্ডিত।

প্রত্নবিদ্যা — ('প্রত্নতত্ত্ব' দেখ।)

প্রত্নবেত্তা — ('প্রত্নবিৎ' দেখ।)

প্রত্যক্ষ — দৃষ্টিগোচর, ইন্দ্রিয়গোচর, যাহা নিজের চক্ষে দেখা বা নিজের জীবনে অনুভব করা হইয়াছে এমন, অভিজ্ঞতা-জাত, সম্মুখে দৃষ্ট। [ঃ 'প্রত্যক্ষ' পরিচয়; ঃ 'প্রত্যক্ষ' প্রমাণ।] (তুঃ 'পরোক্ষ'।) **প্রত্যক্ষভাবে** — সরাসরি-ভাবে, সাক্ষাৎভাবে, সম্মুখে। [ঃ 'প্রত্যক্ষভাবে' না বলিলেও - -]

প্রত্যক্ষকারী, প্রত্যক্ষদর্শী — যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, যে অভিজ্ঞতার দ্বারা জানিয়াছে।

প্রত্যক্ষবাদ — প্রত্যক্ষভাবে সকল সত্য জানা যায় এই মতবাদ।

প্রত্যক্ষবাদী — প্রত্যক্ষবাদে বিশ্বাসী। প্রত্যক্ষবাদ সংক্রান্ত।

প্রত্যক্ষীভূত — প্রত্যক্ষ হইয়াছে এমন। [ঃ 'প্রত্যক্ষীভূত' সত্য।]

প্রত্যঙ্গ — অঙ্গের অংশ, ক্ষুদ্র অঙ্গ। [ঃ অঙ্গ-'প্রত্যঙ্গ'।]

প্রত্যন্ত — প্রান্তবর্তী সীমান্তবর্তী। [ঃ 'প্রত্যন্ত' দেশ।]

প্রত্যবায় — পাপ, অনিষ্ট।

প্রত্যভিনন্দন — অভিনন্দনের উত্তরে অভিনন্দন।

প্রত্যভিবাদন — অভিবাদনের উত্তরে অভিবাদন, প্রতিনমস্কার।

প্রত্যভিযোগ — অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পালটা নালিশ।

প্রত্যয় — বিশ্বাস, সত্য বলিয়া ধারণা, প্রতীতি। (ব্যাকরণে) বিশেষ অর্থ প্রকাশের জন্য শব্দ বা ধাতুর উত্তর শব্দাংশ যোগ বা প্রয়োগ।

প্রত্যর্থী — আবেদনের বিরুদ্ধে যে আবেদন করে, বিপক্ষ, প্রতিবাদী।

প্রত্যর্পণ — ফিরাইয়া দেওয়া, ফেরত।

প্রত্যর্পিত — ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন।

প্রত্যহ — প্রতিদিন, রোজ।

প্রত্যাখ্যান — গ্রহণ স্বীকার বা মঞ্জুর না করণ। উপেক্ষা।

প্রত্যাখ্যাত — গ্রহণ স্বীকার বা মঞ্জুর করা হয় নাই এমন। উপেক্ষিত। স্ত্রী. — **প্রত্যাখ্যাতা**।

প্রত্যাগমন — ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্তন।

প্রত্যাগত — ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রত্যাগতা**।

প্রত্যাদেশ — দেবতার আদেশ।

প্রত্যাদিষ্ট — দেবতার আদেশ পাইয়াছে এমন।

প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাবর্ত্তন — ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন। বিণ. — **প্রত্যাবৃত্ত**।

প্রত্যালীঢ় — বাম পদ প্রসারিত ও দক্ষিণ পদ সংকুচিত করিয়া উপবেশন।

প্রত্যাশা — সুফল লাভের আশা, পাইবার আশায় প্রতীক্ষা।

প্রত্যাশিত — যাহা পাইবার আশায় অপেক্ষা করা হইয়াছে এমন। [ঃ প্রত্যাশিত 'বস্তু'।] স্ত্রী. — **প্রত্যাশিতা**।

প্রত্যাশী — যে প্রত্যাশা করে। স্ত্রী. — **প্রত্যাশিনী**।

প্রত্যাসন্ন — আসিয়া পড়িয়াছে এমন, নিকটবর্তী, আসন্ন।

প্রত্যাহত — বাধাপ্রাপ্ত, প্রতিঘাতপ্রাপ্ত।

প্রত্যাহার — ফিরাইয়া লওয়া। [ঃ কথা 'প্রত্যাহার' করা।] বিণ. — **প্রত্যাহৃত**।

প্রত্যুক্তি — উক্তির বিরুদ্ধে উক্তি, উত্তর, জবাব।

প্রত্যুত — পরন্তু, বরং।

প্রত্যুত্তর — উত্তরের উত্তর, জবাবের জবাব। উত্তর, জবাব।

প্রত্যুত্থান — আগত ব্যক্তির সম্মানার্থে উত্থান।

প্রত্যুৎপন্ন — সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন, তৎক্ষণাৎ জাত।

প্রত্যুৎপন্নমতি — সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য নির্ধারণের বুদ্ধি, উপস্থিতবুদ্ধি। ঐরূপ বুদ্ধি আছে এমন।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব — উপস্থিতবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা।

প্রত্যুদ্গত — যাহার প্রত্যুদ্গমন করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'প্রত্যুদ্গত' অতিথি।] স্ত্রী. — **প্রত্যুদ্গতা**।

প্রত্যুদ্গমন — মান্য ব্যক্তির আগমন কালে আগাইয়া গিয়া বা বিদায় কালে সঙ্গে গিয়া সম্বর্ধনা।

প্রত্যুপকার — উপকারের বিনিময়ে উপকার।

প্রত্যুপকারী — যে উপকারীর উপকার করে। স্ত্রী. — **প্রত্যুপকারিণী**। বি. — **প্রত্যুপকারিতা**।

প্রত্যুষ, প্রত্যূষ — ভোর, প্রভাত, খুব সকাল।

প্রত্যেক — এক এক করিয়া সকল, প্রতিটি, প্রতিজন।

প্রথম — একসংখ্যক। আরম্ভকালীন, গোড়ার, আদি। [ঃ 'প্রথম' যুগ।]

সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ। [ঃ'প্রথম' স্থান অধিকার করা।] **প্রথম প্রথম** গোড়ার দিকে, শুরুতে, আরম্ভকালে। [ঃপ্রথম প্রথম' ভয় করে।] **প্রথমে**— গোড়ায়, আগে, শুরুতে। স্ত্রী — **প্রথমা**।

প্রথা প্রচলিত সামাজিক রীতি। চিরাচরিত নিয়ম।

প্রথাগত — প্রথা অনুসরণ করিয়া কৃত বা অনুষ্ঠিত।

প্রথিতনামা, প্রথিতযশা — বিখ্যাত, খ্যাত নামা, যশস্বী।

-প্রদ — দেয় বা ঘটায় অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃভীতি প্রদ', ঃ ফল প্রদ।]

প্রদক্ষিণ -- দক্ষিণে বা ডান দিকে রাখিয়া চারিদিকে ভ্রমণ। [ঃমন্দির 'প্রদক্ষিণ।] চারিদিকে ভ্রমণ। [ঃসূর্য প্রদক্ষিণ।]

প্রথমতঃ — প্রথমে। গোড়াতে বলিতে গেলে। এক নম্বর কারণ এই যে।

প্রদত্ত — যাহা দেওয়া হইয়াছে। যাহা দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রী — **প্রদত্তা**।

প্রদর একরকম স্ত্রীরোগ লিউকোরিয়া।

প্রদর্শক যে দেখায়। যে বাতলাইয়া দেয়।

প্রদর্শন — দেখানো অপরের সমক্ষে প্রকাশ। বিণ — **প্রদর্শিত**।

প্রদর্শনী নানারকম উৎকৃষ্ট জিনিস দেখাইবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত মেলা, এক্‌জিবিশন।

প্রদর্শশালা — পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞান কলা ইত্যাদি বিষয়ক বস্তুর সংগ্রহ ও প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গৃহ, জাদুঘর মিউজিয়াম।

প্রদান — দেওয়া দান। সম্যক্‌রূপে দান।

প্রদানকারী — যে দেয়, যে প্রদান করে। স্ত্রী – **প্রদানকারিণী**।

প্রদায়ক — যে বা যাহা দেয়। **স্ত্রী.** — **প্রদায়িকা**।

প্রদায়িনী — প্রদানকারিণী। [ঃ শক্তি-'প্রদায়িনী।]

প্রদায়ী — প্রদানকারী।

প্রদাহ যন্ত্রণা, পুড়িয়া যাওয়ার মতো বোধ। [ঃঅন্ত্রের 'প্রদাহ'।]

প্রদীপ ছোট একরকম তৈলাধার যাহাতে সলিতা দিয়া আলো জ্বালানো হয় পিদিম। গৌরববর্ধনকারী। [ঃ কুল প্রদীপ'।]

প্রদীপ্ত — অতিশয় উজ্জ্বল। উদ্দীপিত, উৎসাহিত। [° প্রদীপ্ত কণ্ঠে।]

প্রদেয প্রদানের যোগ্য। স্ত্রী — **প্রদেয়া**।

প্রদেশ দেশের অংশ সুবা। স্থান, অঞ্চল।

প্রদোষ সন্ধ্যা রাত্রি শুরু হইবার সময়।

প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পুত্র।

প্রদ্যোত দীপ্তি উজ্জ্বল্য দ্যুতি। রশ্মি।

প্রধান — মুখ্য শ্রেষ্ঠ সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ। [ঃ প্রধান ব্যক্তি, ঃ প্রধান' কারণ, ঃ প্রধান গুণ।] দলপতি, সর্দার মোড়ল। [ঃগ্রামের 'প্রধান'।] অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃবীর প্রধান'।] যেখানে প্রবল এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃশীত 'প্রধান'।] 'প্রাধান্য আছে এমন এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পিতৃ-'প্রধান'।]

প্রধানতঃ — মুখ্যতঃ, বিশেষতঃ, ছোট-খাটো বিষয়গুলি বাদ দিয়া। [ঃ 'প্রধানতঃ' দুই প্রকার।]

প্রধানত্ব, প্রধানতা — শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য।
প্রধূমিত — জ্বলনোন্মুখ, ধূমায়িত। [ঃ 'প্রধূমিত' বহ্নি।]
প্রনষ্ট — বিনষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত।
প্রপঞ্চ — ভ্রম। বঞ্চনা। মায়া।
প্রপঞ্চময় — মায়াময়। [ঃ 'প্রপঞ্চময়' এ সংসারে।]
প্রপঞ্চিত — মোহগ্রস্ত, ভ্রান্তিযুক্ত।
প্রপন্ন — শরণাগত। প্রাপ্ত।
প্রপাত — উচ্চস্থান হইতে অবিরাম পতন। জলপ্রপাত। ঝরনার পতনস্থান।
প্রপিতামহ — পিতামহের পিতা, ঠাকুর-দাদার বাবা।
প্রপিতামহী — পিতামহের মাতা, ঠাকুর দাদার মা।
প্রপীড়ন — নির্যাতন, নিপীড়ন।
প্রপীড়িত — নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত। স্ত্রী. — **প্রপীড়িতা**।
প্রপৌত্র — পৌত্রের পুত্র, নাতীর ছেলে।
প্রপৌত্রী — পৌত্রের কন্যা, নাতীর মেয়ে।
প্রফুল্ল — প্রস্ফুটিত, ফোটা, বিকশিত। [ঃ 'প্রফুল্ল' প্রসূন।] আনন্দিত। [ঃ 'প্রফুল্ল' চিত্ত।] সহাস্য। [ঃ 'প্রফুল্ল' মুখ।]
প্রফুল্লতা — আনন্দিত ভাব।
প্রফুল্লিত — আনন্দিত হইয়াছে এমন, প্রফুল্লতা লাভ করিয়াছে এমন, আনন্দিত। স্ত্রী. — **প্রফুল্লিতা**।
প্রফেসর — কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।
প্রফেসরি — প্রফেসরের কাজ বা পদ।
প্রবংশ — জাতি।
প্রবক্তা — ব্যাখ্যাকারী। বেদের ব্যাখ্যা-কারী।
প্রবচন — সুপ্রচলিত উক্তি, প্রবাদ।
প্রবঞ্চক — যে বঞ্চনা করে, প্রতারক।
প্রবঞ্চনা — প্রতারণা, ঠকানো।
প্রবঞ্চিত — প্রতারিত। স্ত্রী. — **প্রবঞ্চিতা**।
প্রবণ — ঝোঁক স্বাভাবিক টান বা আসক্তি আছে এমন, কোনও বিষয়ে সহজে অভিভূত হয় এমন, সহজে কোনও বিশেষ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এমন। [ঃ স্নেহ-'প্রবণ'; ঃ ভাব-'প্রবণ'।] বি. — **প্রবণতা**।
প্রবন্ধ — নিবন্ধ, ছোট গদ্যরচনা (গল্পাদি নহে)।
প্রবন্ধকার — প্রবন্ধের লেখক।
প্রবর — শ্রেষ্ঠ, প্রধান। [ঃ পণ্ডিত-'প্রবর'।] গোত্রের প্রবর্তক বা তদ্‌বংশীয় ঋষি। গোত্র।
প্রবর্তক, প্রবর্ত্তক — যে প্রথম প্রচলিত করে। যে আরম্ভ করে।
প্রবর্তন, প্রবর্ত্তন — প্রথম প্রচলন, প্রচলিত করণ। বিণ. — **প্রবর্তিত, প্রবর্ত্তিত**।
প্রবর্তনা, প্রবর্ত্তনা — প্রবর্তন, প্রচলিত করণ।
প্রবল — অতিশয় বলশালী। দুরন্ত। অত্যন্ত। বি. — **প্রবলতা**। স্ত্রী. — **প্রবলা**।
প্রবসন — বিদেশে গিয়া বাস করণ
প্রবহমান — যাহা বহিতেছে। স্ত্রী. — **প্রবহমানা**।
প্রবাদ — লোকমুখে প্রচলিত কথা বা কাহিনী, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি।
প্রবাল — একরকম সামুদ্রিক জীব হইতে উৎপন্ন মূল্যবান্ রত্ন, পলা।
প্রবালদ্বীপ — স্তূপীকৃত প্রবাল-কীটের দেহ হইতে জাত দ্বীপ।
প্রবাস — বিদেশে বাস। বিদেশে বাস-স্থান।
প্রবাসী — বিদেশে বাস করিতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রবাসিনী**।

প্রবাহ — বেগবান্ স্রোত। বেগবান্ গতি। [বায়ু-'প্রবাহ'; ঃ রক্ত-'প্রবাহ'।]

প্রবাহা — (কবিতায়) প্রবাহিত করা। প্রবাহিত হওয়া।

প্রবাহিত — প্রবাহযুক্ত, বহিয়াছে বা বহিতেছে এমন। স্ত্রী. — **প্রবাহিতা**।

প্রবাহী — যাহা বহে, প্রবহমান।

প্রবাহিণী — নদী। বহিতেছে এমন (স্ত্রী)। [ঃ উত্তর-'প্রবাহিণী'।]

প্রবিষ্ট — যাহা প্রবেশ করিয়াছে, ঢুকিয়াছে বা ভিতরে গিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রবিষ্টা**।

প্রবীণ — বৃদ্ধ, প্রাচীন। বিচক্ষণ, বহুদর্শী। (তুঃ 'নবীন'।) বি. — **প্রবীণতা**। স্ত্রী. — **প্রবীণা**।

প্রবীর — শ্রেষ্ঠ বীর। মহাভারতে বর্ণিত নীলধ্বজ ও জনার পুত্র।

প্রবুদ্ধ — জ্ঞানপ্রাপ্ত, জ্ঞানী। উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত, অনুপ্রেরিত। [ঃ 'প্রবুদ্ধ' ভারত।]

প্রবৃত্ত — কাজে নিযুক্ত, রত হইয়াছে বা শুরু করিয়াছে এমন। [ঃ কাজে 'প্রবৃত্ত' হইলেন।] আবদ্ধ।

প্রবৃত্তি — ইচ্ছা, অভিরুচি। [ঃ করিতে 'প্রবৃত্তি' হয় না।] আসক্তি। [ঃ 'প্রবৃত্তি' -নিবৃত্তি।]

প্রবৃদ্ধ — অতিশয় বৃদ্ধ। স্ত্রী. — **প্রবৃদ্ধা**।

প্রবেশ — ভিতরে গমন, ঢোকা। বোঝা, হৃদয়ঙ্গম করা।

প্রবেশক — যে প্রবেশ করে। যে প্রবেশ করায়। যাহা বুঝিতে সাহায্য করে।

প্রবেশকারী — যে প্রবেশ করে, যে ঢোকে। যে বোঝে। স্ত্রী. — **প্রবেশকারিণী**।

প্রবেশনার — শিক্ষানবীস।

প্রবেশপত্র — প্রবেশলাভের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র, টিকিট।

প্রবেশিকা — যাহার দ্বারা প্রবেশ করা যায়, প্রবেশলাভের পক্ষে উপযুক্ত। [ঃ 'প্রবেশিকা' পরীক্ষা।]

প্রবেশ্য — যেখানে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশযোগ্য। বোধগম্য।

প্রবোধ — সান্ত্বনা, আশ্বাস। [ঃ 'প্রবোধ' দেওয়া।] **প্রবোধ মানা** -- সান্ত্বনা বা আশ্বাস পাইয়া শান্ত হওয়া। [ঃ মন যে 'প্রবোধ মানে' না।]

প্রব্রজ্যা — সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরূপে ভ্রমণের ব্রত। [ঃ 'প্রব্রজ্যা' গ্রহণ।]

প্রভঞ্জন -- ঝড়। ঝড়ের দেবতা।

প্রভা -- দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য। কিরণ।

প্রভাকর সূর্য।

প্রভাত — সকাল, প্রাতঃকাল।

প্রভাতকাল — সকালবেলা।

প্রভাতকালীন — সকালবেলাকার, সকালের।

প্রভাতফেরি — প্রভাতে পাড়ায় পাড়ায় ফিরিয়া গান।

প্রভাতী - প্রভাতকালের, সকালবেলার। [ঃ 'প্রভাতী' ফুল; ঃ 'প্রভাতী' গান।]

প্রভাব - প্রতিপত্তি, চালিত বা বশীভূত করিবার মতো শক্তি।

প্রভাবশালী — যাহার প্রভাব আছে, প্রতিপত্তিশালী। স্ত্রী — **প্রভাবশালিনী**।

প্রভাস — গুজরাটের সমুদ্রতীরে অবস্থিত হিন্দুদের তীর্থস্থান যেখানে শ্রীকৃষ্ণের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়।

প্রভু — মনিব, মালিক, অধিপতি। ঈশ্বর, ভগবান। গুরু। **মহাপ্রভু** — চৈতন্যদেব। জগন্নাথ।

প্রভুত্ব -- আধিপত্য, প্রাধান্য, কর্তৃত্ব। [ঃ 'প্রভুত্ব' করা।]

প্রভুপাদ — পরম পূজনীয় গুরুদেব।

প্রভুভক্ত — মনিবের প্রতি একান্ত অনুরক্ত।

প্রভুভক্তি — মনিবের প্রতি একান্ত অনুরাগ।

প্রভূত — প্রচুর, খুব, যথেষ্ট।

প্রভৃতি — ইত্যাদি, আদি, প্রমুখ।

প্রভেদ — পার্থক্য, ভিন্নতা, ভেদ।

প্রমত্ত — অতিশয় মত্ত। উন্মত্ত। অতিশয় গর্বিত। [ঃ স্বাধিকার-'প্রমত্ত'।] বি —**প্রমত্ততা**।

প্রমথ — শিবের অনুচর বিশেষ।

প্রমথনাথ, প্রমথেশ — শিব।

প্রমদা — আনন্দদায়িনী নারী।

প্রমাণ — কোন ... সত্য বা নিশ্চিত বলিয়া ধারণা জন্মে এমন তথ্য ও বিষয়াদি। [ঃ 'প্রমাণ' দেখানো।] ঐরূপ তথ্য ও বিষয়াদির উত্থাপন ও প্রয়োগ। [ঃ 'প্রমাণ' করা।] তুলা বা সমান পরিমাণের বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ...র্বত-'প্রমাণ'।] পুরা মাপের, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির উপযুক্ত। [ঃ 'প্রমাণ' ধুতি।] পুরা মাপ। [ঃ 'প্রমাণ'সই।]

প্রমাণকারী — যে প্রমাণ করে। স্ত্রী. — **প্রমাণকারিণী**।

প্রমাণতঃ — প্রমাণ অনুসারে।

প্রমাণপঞ্জী — লেখকের বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত পুস্তকাদির তালিকা।

প্রমাণপত্র — প্রমাণের পক্ষে উপযুক্ত লিখিত কাগজ। প্রমাণাদি, বিভিন্ন রকমের প্রমাণ।

প্রমাণযোগ্য — প্রমাণ করার উপযুক্ত। বি — **প্রমাণযোগ্যতা**।

প্রমাণসই, প্রমাণসহি — পুরা মাপের।

প্রমাণসাপেক্ষ — যাহার নিশ্চয়তা বা সত্যতা প্রমাণের উপর নির্ভর করে, প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। বি. — **প্রমাণসাপেক্ষতা**।

প্রমাণসিদ্ধ — প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয়তা বা সত্যতা স্বীকার করা হইয়াছে এমন। বি. — **প্রমাণসিদ্ধতা**।

প্রমাণাভাব - প্রমাণ না থাকা, প্রমাণের অভাব।

প্রমাণিত — প্রমাণ করা হইয়াছে এমন, নিশ্চয় বা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, প্রতিপন্ন।

প্রমাতা — প্রমাণকারী।

প্রমাতামহ — মাতামহের পিতা, মায়ের ঠাকুরদাদা।

প্রমাতামহী — মাতামহের মাতা, মায়ের ঠাকুরমা।

প্রমাদ — অসাবধানতার ফলে ভুল। [ঃ মুদ্রাকর 'প্রমাদ'।] বিপদ। [ঃ 'প্রমাদ' গনিল।] **মুদ্রণ-প্রমাদ, মুদ্রাকর-প্রমাদ** — ছাপার ভুল।

প্রমীলা — তন্দ্রা। রামায়ণে বর্ণিত ইন্দ্রজিতের পত্নী।

প্রমুক্ত — সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, সম্পূর্ণরূপে বন্ধনহীন।

প্রমুখ — আদি, ইত্যাদি (ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়)। [ঃ ইন্দ্র 'প্রমুখ' দেবতাগণ।] প্রধান ব্যক্তি, নেতা। [ঃ রাজ-'প্রমুখ'।]

প্রমুখাৎ — মুখ হইতে, জবানিতে। [ঃ আপনার 'প্রমুখাৎ' জানিলাম।]

প্রমূর্ত, প্রমূর্ত্ত — সম্পূর্ণরূপে বা সুস্পষ্টভাবে মূর্তি লাভ করিয়াছে এমন।

প্রমেয় — যাহা প্রমাণ করা যায়। যাহার পরিমাণ করা যা... অল্প।

প্রমেহ — জননেন্দ্রিয়ের একরকম রোগ, গনোরিয়া। বহুমূত্ররোগ।

প্রমোদ — আমোদ, আনন্দ, ফুর্তি,

বিলাস। [ঃ আমোদ-'প্রমোদ'।] **প্রমোদ ভবন** — আমোদ-আহ্লাদের জন্য নির্ধারিত গৃহ।

প্রমোদশালা — আমোদ-আহ্লাদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা কক্ষ।

প্রমোদিত - আনন্দিত, আমোদিত।

প্রমোশন — উচ্চতর পদে বা শ্রেণীতে উন্নয়ন।

প্রযত্ন - চেষ্টা, প্রযাস, অধ্যবসায়।

প্রয়াগ -- গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল, এলাহাবাদ।

প্রয়াণ — গমন, প্রস্থান। **মহাপ্রয়াণ** - শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যু।

প্রয়াস — চেষ্টা, প্রযত্ন, সাফল্যলাভের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম। ইচ্ছা, অভিলাষ।

প্রয়াসী -- ইচ্ছুক, অভিলাষী। সাফল্যলাভের ইচ্ছায় চেষ্টা বা পরিশ্রম করিতেছে এমন। স্ত্রী -- **প্রয়াসিনী**।

প্রযুক্ত — প্রয়োগ বা নিয়োগ করা হইয়াছে এমন।

প্রযোক্তা — প্রয়োগকর্তা। প্রযোজক।

প্রয়োগ — কাজে লাগানো, ব্যবহার। [ঃ বুদ্ধির 'প্রয়োগ'।] কার্যতঃ পরীক্ষা। [ঃ 'প্রয়োগ' করিয়া দেখা।]

প্রয়োগবিজ্ঞান — ('প্রয়োগবিদ্যা' দেখ।)

প্রয়োগবিজ্ঞানী, প্রয়োগবিৎ, প্রয়োগবিদ্ — প্রয়োগবিজ্ঞানে পণ্ডিত, 'টেকনোলজিস্ট'।

প্রয়োগবিদ্যা — প্রয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞান, 'টেকনোলজি'।

প্রয়োগমূলক --- যাহাতে হাতেকলমে বা কার্যতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় এমন, ব্যবহারিক, প্র্যাক্টিক্যাল। [ঃ 'প্রয়োগমূলক' বিজ্ঞান।]

প্রযোজক -- প্রযোক্তা। যিনি নাটকাভিনয়ের ও চলচ্চিত্রনির্মাণের ব্যবস্থা করেন, 'প্রডুাসার'।

প্রয়োজন — দরকার, আবশ্যকতা। দরকারী কাজ।

প্রয়োজনাতিরিক্ত — প্রয়োজনের চেয়ে বেশী।।

প্রয়োজনীয় — দরকারী, আবশ্যক। বি — **প্রয়োজনীয়তা**।

প্রযোজ্য – প্রয়োগযোগ্য। [ঃএই যুক্তি 'প্রযোজ্য' নহে। বি — **প্রযোজ্যতা**।

প্ররোচনা উশকানি, কুকার্যে উৎসাহদান।

প্ররোচিত — উশকানি পাইয়াছে এমন, অন্যের দ্বারা কুকার্যে উৎসাহিত হইয়াছে এমন।

প্রলম্ব – লম্বমান বস্তু।

প্রলম্বিত — লম্বমান অবস্থায় আছে এমন।

প্রলয় — বিশ্বের বিনাশ, সৃষ্টি ধ্বংস। ভয়ংকর কাণ্ড। অতি ভয়ংকর। [ঃ 'প্রলয়' কাণ্ড।]

প্রলয়ংকর, প্রলয়ঙ্কর - প্রলয়কারী। ভয়ংকর, ধ্বংসকারী। স্ত্রী — **প্রলয়ংকরী, প্রলয়ঙ্করী**। [ঃ স্ত্রীবুদ্ধি 'প্রলয়ংকরী'।]

প্রলয়ংকরী, প্রলয়ঙ্করী - প্রলয়ের দেবী, কালী, দুর্গা।

প্রলাপ — অর্থহীন উক্তি, আবোলতাবোল কথা। [ঃ পাগলের 'প্রলাপ'।]

প্রলুব্ধ — অতিশয় লুব্ধ, অতিশয় লোভ জন্মিয়াছে এমন। [ঃ 'প্রলুব্ধ' দৃষ্টি।] বি **প্রলুব্ধতা**।

প্রলেপ — লেপিয়া লাগানো হইয়াছে এমন পাতলা স্তর।

প্রলোভন — লোভ উৎপাদন, লুব্ধ করণ। লুব্ধ করে এমন বিষয় বা বস্তু, লোভের সামগ্রী। [ঃ 'প্রলোভন' এড়ানো।] লুব্ধ হইবার প্রবৃত্তি। [ঃ 'প্রলোভন' জয় করা।]

প্রলোভিত — প্রলোভনের দ্বারা বশীভূত।

প্রশংসনীয় — প্রশংসার যোগ্য। বি. —

প্রশংসনীয়তা। স্ত্রী - **প্রশংসনীয়া**।

প্রশংসা — ভালো বলিয়া উক্তি, সুখ্যাতি, সাধুবাদ। [ঃ 'প্রশংসা করা ঃ প্রশংসা পাওয়া।]

প্রশংসাকারী — যে প্রশংসা করে। স্ত্রী - **প্রশংসাকারিণী**।

প্রশংসাপত্র প্রশংসা সূচক চিঠি লিখিত প্রশংসা সার্টিফিকেট।

প্রশংসিত — প্রশংসা পাইয়াছে বা প্রশংসা করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী **প্রশংসিতা**।

প্রশমন শান্ত করণ নিবারণ।

প্রশমিত শান্ত হইয়াছে বা শান্ত করা হইয়াছে এমন।

প্রশস্ত বিস্তৃত চওড়া। শ্রেষ্ঠ উপযুক্ত। [ভ্রমণের পক্ষে প্রশস্ত।] উদার অসংকীর্ণ। বি **প্রশস্ততা**।

প্রশস্তি প্রশংসা। প্রশংসাসূচক রচিত কবিতা ইত্যাদি।

প্রশাখা শাখা হইতে বাহির হইয়াছে এমন ছোট শাখা।

প্রশান্ত অচঞ্চল ধীর ও শান্ত অক্ষুব্ধ শান্তিপূর্ণ, অনুদ্বেলিত। **প্রশান্ত মহাসাগর** এশিয়ার পূর্বে অবস্থিত মহাসাগর।

প্রশান্তচিত্ত — যাহার মন শান্ত, শান্তহৃদয়।

প্রশান্তি অতিশয় শান্তিপূর্ণ ভাব, ধীর শান্ত ভাব।

প্রশাসন — শাসন। নিয়ন্ত্রণ। [ঃ জন্ম-'প্রশাসন।] বিণ — **প্রশাসিত**।

প্রশিষ্য — শিষ্যের শিষ্য।

প্রশিষ্যা শিষ্যের বা শিষ্যার শিষ্যা।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাস্য বিষয়। সমস্যা।

প্রশ্নকর্তা, প্রশ্নকর্ত্তা - যে প্রশ্ন করে, প্রশ্নকারী। স্ত্রী - **প্রশ্নকর্ত্রী**।

প্রশ্নকারী — যে প্রশ্ন করে। স্ত্রী — **প্রশ্নকারিণী**।

প্রশ্নপত্র - পরীক্ষার সময়ে প্রদত্ত লিখিত বা মুদ্রিত প্রশ্ন।

প্রশ্নোত্তর -- প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রশ্রয় — আশকারা, নাই। অহেতুক সুযোগ-সুবিধা। স্নেহের কারণে দোষত্রুটি উপেক্ষা।

প্রশ্বাস ফুসফুসে বায়ুগ্রহণ। নাসিকার দ্বারা গৃহীত বায়ু। (দ্রঃ 'নিঃশ্বাস।)

প্রসক্ত আসক্ত অনুরক্ত। বি — **প্রসক্তি**।

প্রসঙ্গ — আলোচনার অঙ্গ আলোচ্য বিষয়। সংক্রান্ত আলোচনা। [ইতিহাস-প্রসঙ্গ।] **প্রসঙ্গক্রমে, প্রসঙ্গে** — আলোচনাকালে আলোচনার অঙ্গরূপে।

প্রসঙ্গতঃ প্রসঙ্গক্রমে আলোচনাকালে।

প্রসন্ন সন্তুষ্ট, খুশী। [ঃ 'প্রসন্ন' বদন।] সদয়। [ঃ দেবতা 'প্রসন্ন।] স্বচ্ছ নির্মল। [ঃ প্রসন্ন সলিলা।] বি — **প্রসন্নতা**। স্ত্রী **প্রসন্না**।

প্রসব গর্ভস্থ সন্তানের জন্মদান। [ঃ প্রসব করা ঃ প্রসব করানো।]

প্রসবকারিণী যে (স্ত্রী) প্রসব করে। যে স্ত্রীলোক প্রসব করায়।

প্রসববেদনা প্রসবকালীন যন্ত্রণা।

প্রসবা — (কবিতায়) প্রসব করা। [ঃ প্রসবিল'।]

প্রসবিনী — প্রসবকারিণী। জন্মদাত্রী। [ঃ বীর প্রসবিনী' ধরিত্রী।]

প্রসাদ - প্রসন্নতা। কৃপা। অনুগ্রহ। [ঃ রাজ প্রসাদ' লাভ।] নিবেদিত বস্তু। পূজ্য ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট।

প্রসাদজীবী, প্রসাদভোজী — অপরের অনুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভরশীল।

প্রসাদন -- সন্তুষ্ট করণ। বিণ — **প্রসাদিত**।

প্রসাদী — নিবেদিত। [ঃ 'প্রসাদী' ফুল।]

প্রসাধক — যে অঙ্গসজ্জা করে বা করিয়া

দেয়।

প্রসাধন — অংগসজ্জা, বেশবিন্যাস। অংগসজ্জার উপকরণ।

প্রসাধনী — প্রসাধন সংক্রান্ত দ্রব্য। চিরুনি, কাকুই।

প্রসার — বিস্তার। প্রতিপত্তি। প্রচার। [ঃ 'প্রসার' লাভ করা।]

প্রসারণ — প্রসারিত করণ, বিস্তৃত করণ। [ঃ হস্ত-'প্রসারণ'।]

প্রসারিত — বিস্তৃত। [ঃ 'প্রসারিত বক্ষ।] মেলিয়া বা বাড়াইয়া ধরা হইয়াছে এমন। [ঃ হস্ত 'প্রসারিত' করা।]

প্রসারী — প্রসারিত, বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। [ঃ দিগন্ত-'প্রসারী'।]

প্রসিদ্ধ — বিখ্যাত, নামজাদা। স্ত্রী. — **প্রসিদ্ধা**।

প্রসিদ্ধি — খ্যাতি। জনশ্রুতি। [ঃ এইরূপ 'প্রসিদ্ধি' আছে যে —]

প্রসীদ — (কবিতায়) প্রসন্ন হও।

-প্রসূ — 'প্রসবিনী' বা 'জন্মদাত্রী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বীর-'প্রসূ'; ঃ রত্ন-'প্রসূ'।]

প্রসূত — জাত, ভূমিষ্ঠ। উৎপন্ন।

প্রসূতা — জাতা, ভূমিষ্ঠা। যে প্রসব করিয়াছে।

প্রসূতি — নবজাত সন্তানের জননী, পোয়াতী।

প্রসূন — ফুল, পুষ্প, কুসুম।

প্রস্তর — পাথর।

প্রস্তরখণ্ড — পাথরের টুকরা।

প্রস্তরফলক — পাথরের তক্তি, পাথরের প্লেট।

প্রস্তরময় — পাথরের তৈয়ারী। [ঃ 'প্রস্তরময়' মূর্তি।] পাথরে পরিণত। পাথরে পূর্ণ। স্ত্রী. — **প্রস্তরময়ী**।

প্রস্তরযুগ — সুপ্রাচীন যুগ যখন মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানিত না ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত। **নব প্রস্তরযুগ** — প্রস্তর যুগের শেষ ভাগ যখন মানুষ পাথরের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত। **পুরা প্রস্তর-যুগ** — প্রস্তর যুগের প্রথম ভাগ যখন মানুষ পাথরের অনুন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত।

প্রস্তরীভূত — পাথরে পরিণত। স্ত্রী. — **প্রস্তরীভূতা**। [ঃ অহল্যা 'প্রস্তরীভূতা' হইলেন।]

প্রস্তাব — বিবেচনা বা আলোচনার জন্য উত্থাপিত মত। [ঃ তাঁহার 'প্রস্তাব' এই যে —] বিবেচনা বা আলোচনার জন্য মত উত্থাপন। [ঃ 'প্রস্তাব' করা।] বিতর্কের জন্য উত্থাপিত বিষয়। [ঃ 'প্রস্তাব' পাস হওয়া।]

প্রস্তাবনা — নাটকের আরম্ভিক দৃশ্য যাহাতে দেবতাদির স্তব বা প্রসংগ থাকে। গ্রন্থাদির ভূমিকা।

প্রস্তাবিত — প্রস্তাব করা হইয়াছে এমন, আলোচনার জন্য উত্থাপিত। [ঃ 'প্রস্তাবিত' আইন।]

প্রস্তুত — তৈয়ারী, নির্মিত। [ঃ লোহা দিয়া 'প্রস্তুত'।] সাজসজ্জা বা উদ্‌যোগ আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে এমন। [ঃ যাইবার জন্য 'প্রস্তুত'।]

প্রস্তুতি — সাজসজ্জা বা উদ্‌যোগ আয়োজন। [ঃ যুদ্ধের-'প্রস্তুতি'।]

প্রস্ত, প্রস্থ — খানা। [ঃ এক 'প্রস্থ' ধুতি।] একসংগে কাজে লাগে বা একত্র থাকে এমন জিনিসের সমষ্টি, সেট। [ঃ এক 'প্রস্থ' বাসন।]

প্রস্থ — চওড়ার দিক্ বা মাপ, ওসার। সমভূমি। [ঃ ইন্দ্র-'প্রস্থ'।] পর্বতের সানুদেশ।

প্রস্থান — চলিয়া যাওয়া, স্থানত্যাগ, প্রয়াণ। [ঃ 'প্রস্থান' করা।] **মহাপ্রস্থান** — মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণের জন্য যাত্রা। বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু। মহাপ্রয়াণ।

প্রস্থিত — প্রস্থান করিয়াছে এমন।

প্রস্ফুট — বিকশিত। স্পষ্ট, প্রকাশিত। [ঃ 'প্রস্ফুট' দিবালোকে।]

প্রস্ফুটিত — যাহা ফুটিয়াছে, বিকশিত। [ঃ 'প্রস্ফুটিত' পুষ্প।]

প্রস্ফুরণ — ঈষৎ কম্পন।

প্রস্ফুরিত — ঈষৎ কম্পিত। [ঃ 'প্রস্ফুরিত' ওষ্ঠাধর।]

প্রস্রবণ — ঝরনা, নির্ঝর। [ঃ উষ্ণ 'প্রস্রবণ'।]

প্রস্রাব — মূত্র। মূত্রত্যাগ। [ঃ 'প্রস্রাব' করা।]

প্রহত — জোরে আঘাতপ্রাপ্ত, জোরে আঘাত করা হইয়াছে এমন।

প্রহর — তিন ঘণ্টা সময়। **প্রহর গনা, প্রহর গণনা করা** — প্রতীক্ষায় থাকা। সময় কাটানো। **অষ্টপ্রহর** — দিনরাত, সর্বদা।

প্রহরণ — অস্ত্র।

প্রহরা — পাহারা।

প্রহরী — যে পাহারা দেয়, পাহারাওয়ালা। স্ত্রী. — **প্রহরিণী**।

প্রহসন — হাস্যরসাত্মক হালকা নাটক। পরিহাস। হাস্যকর ব্যাপার।

প্রহার — হাত ছড়ি চাবুক ইত্যাদির আঘাত, মার।

প্রহৃত — যাহাকে প্রহার করা হইয়াছে। স্ত্রী.— **প্রহৃতা**।

প্রহৃষ্ট — অতিশয় আনন্দিত। [ঃ 'প্রহৃষ্ট' চিত্তে।]

প্রহেলিকা — দুর্বোধ্য বিষয়, হেঁয়ালি।

প্রহ্লাদ — পুরাণে বর্ণিত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর হরিভক্ত পুত্র।

প্রাইজ — পুরস্কার, পারিতোষিক।

প্রাইমারি, প্রাইমারী — প্রাথমিক, নিম্নতন। **প্রাইমারী ক্লাশ** — পাঠশালার বিভিন্ন শ্রেণী। **প্রাইমারী-পড়া** — পাঠশালায় পড়িয়াছে এমন। **প্রাইমারী-পাস** — পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এমন। **প্রাইমারী স্কুল** — প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঠশালা।

প্রাংশু — উঁচু, লম্বা, দীর্ঘকায়। **প্রাংশু-লভ্য** — যাহা দীর্ঘকায় ব্যক্তি নাগাল পাইতে পারে। **শালপ্রাংশু** — শালগাছের মতো লম্বা বা উঁচু।

-প্রাক্‌ — 'ইহার পূর্বে ঘটিয়াছে' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়। (তুঃ '-উত্তর'।) [ঃ 'প্রাক্‌'-যুদ্ধ।] পূর্ববর্তী, আগেকার।

প্রাকার — প্রাচীর, বাহিরের দেওয়াল। [ঃ দুর্গ-'প্রাকার'।]

প্রাকৃত — প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক। [ঃ অতি-'প্রাকৃত'।] প্রজা বা জনসাধারণ সংক্রান্ত, লৌকিক। [ঃ 'প্রাকৃত' ভাষা।] অশিক্ষিত, অমার্জিত। [ঃ 'প্রাকৃত' জন।] প্রাচীনকালের জনসাধারণের ভাষা বিশেষ।

প্রাকৃতিক — প্রকৃতি সংক্রান্ত, স্বাভাবিক, নৈসর্গিক। যাহা মানুষের চেষ্টায় নির্মিত হয় নাই, যাহা স্বাভাবিকভাবে জন্মিয়াছে বা গড়িয়া উঠিয়াছে। **প্রাকৃতিক দৃশ্য** — স্বাভাবিকভাবে জাত দেখিবার মতো বস্তু, পাহাড়পর্বত গাছপালা নদনদী আকাশ সমুদ্র ইত্যাদি।

প্রাক্‌কাল, প্রাক্কাল — ঠিক পূর্ববর্তী সময়। [ঃ যুদ্ধের 'প্রাক্কালে'।]

প্রাক্‌কালিক, প্রাক্কালিক, প্রাক্‌কালীন,

প্রাক্কালীন — ঠিক পূর্ববর্তী সময়কার। [ঃ যুদ্ধের 'প্রাক্‌কালীন' ইতিহাস।]

প্রাক্তন — পূর্বে ছিল এমন। [ঃ প্রাক্তন কর্মচারী।] স্ত্রী — **প্রাক্তনী**।

প্রাখর্য, প্রাখর্য্য — প্রখরতা।

প্রাগুক্ত — আগে বলা হইয়াছে এমন। পূর্বোক্ত।

প্রাগৈতিহাসিক — লিখিত বিষয় হইতে যে কালের ইতিহাস জানা যায় না এমন। [ঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগ।]

প্রাগ্‌জ্যোতিষ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর — উত্তর আসামের একটি সুপ্রাচীন রাজ্যের নাম কামরূপ।

প্রাগ্রসর — প্রগতিশীল 'প্রগ্রেসিভ'।

প্রাঙ্গণ — উঠান আঙিনা। ময়দান স্থান ক্ষেত্র। [ঃ সমর 'প্রাঙ্গণ'।]

প্রাঙ্‌মুখ — পূর্বমুখ।

প্রাচী — পূর্বদিক। পূর্বদেশ, এশিয়ার দেশসমূহ।

প্রাচীন — পুরাতন, সেকেলে। বৃদ্ধ। বি — **প্রাচীনতা, প্রাচীনত্ব**।

প্রাচীনা — বৃদ্ধা, প্রবীণা।

প্রাচীর — বাহিরের দেওয়াল, পাঁচিল প্রাকার।

প্রাচুর্য, প্রাচুর্য্য — যথেষ্ট পরিমাণ প্রচুরতা পর্যাপ্তি।

প্রাচ্য — পূর্বদিকস্থ। পূর্বদেশ সংক্রান্ত এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত। [ঃ প্রাচ্য সভ্যতা।] পূর্ব দেশ এশিয়া। [ঃ 'প্রাচ্যের' জনসাধারণ।]

প্রাচ্যামি — (ব্যঙ্গে) প্রাচ্যপ্রীতি।

প্রাজ্ঞ — যাঁহার প্রজ্ঞা আছে পণ্ডিত জ্ঞানী।

প্রাঞ্জল — খটমট নহে, সহজে বোঝা যায় এমন, সরল। [ঃ 'প্রাঞ্জল' ভাষা।] বি — **প্রাঞ্জলতা**।

প্রাণ — বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি, জীবন। তেজ, জীবনী শক্তি। মন, অন্তর হৃদয়। [ঃ 'প্রাণ যা চায়, 'প্রাণে' সইলো না।] **প্রাণ উড়া** — ভয়ে হতভম্ব হওয়া, অত্যন্ত ভয় পাওয়া। **প্রাণ জুড়ানো** — জীবনে শান্তি আসা। জীবনে শান্তি আনা। জীবনে শান্তি আনে এমন। **প্রাণ দেওয়া** — কোনও উদ্দেশ্য সাধনে মৃত্যুবরণ করা। **প্রাণ ধরা** — বাঁচিয়া থাকা। [ঃ কেমনে প্রাণ ধরব।] **প্রাণে বধ করা** — মারিয়া ফেলা। **প্রাণ মাতানো** — মন মাতানো। **প্রাণ লওয়া** — বধ করা। **প্রাণে বাঁচা** — কোনও রকমে জীবনরক্ষা হওয়া।

প্রাণকান্ত — জীবনের মতো প্রিয় যে ব্যক্তি অতি প্রিয় জন।

প্রাণঘাতী — মৃত্যু ঘটায় এমন। স্ত্রী **প্রাণঘাতিনী**।

প্রাণত্যাগ — মৃত্যু। **প্রাণত্যাগ করা** — মরা।

প্রাণদণ্ড — যে শাস্তিতে প্রাণ নাশ করা হয় মৃত্যুদণ্ড।

প্রাণদাতা — যে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করে প্রাণরক্ষক।

প্রাণদান — মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচানো জীবনরক্ষা। কোনও কিছুর উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ।

প্রাণধন — জীবনের মতো আদরের বস্তু অতিশয় আদরের বস্তু।

প্রাণধারণ — বাঁচিয়া থাকা বাঁচন।

প্রাণনাথ — জীবনের মালিক, জীবনের অধীশ্বর। নাটক কবিতা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সম্বোধন।

প্রাণপণ — (প্রয়োজন হইলে জীবন দিয়াও করিতে হইবে এইরূপ সংকল্প করা হইয়াছে এমন) যথাসাধ্য। [ঃ 'প্রাণপণ' পরিশ্রম।] **প্রাণপণে** — সাধ্যমতো, যথা-

শক্তি।
প্রাণপতি — ('প্রাণনাথ' দেখ।)
প্রাণপাত — জীবন বা দেহের ধ্বংসসাধন। জীবন বা শরীর নষ্ট হয় এমন। [ঃ প্রাণপাত' পরিশ্রম।]
প্রাণপ্রতিম — প্রাণের তুল্য। স্ত্রী — **প্রাণপ্রতিমা**।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা — প্রাণ সঞ্চার।
প্রাণপ্রদ — জীবনীশক্তিদায়ক।
প্রাণপ্রিয় — জীবনের মতো প্রিয় প্রাণের তুল্য পরম আদরের।
প্রাণবন্ধু — অতি প্রিয়জন প্রাণসখা। ভালোবাসার জন।
প্রাণবল্লভ — ('প্রাণনাথ' দেখ।)
প্রাণবন্ত, প্রাণবান্ — যাহার জীবনীশক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে সতেজ। হৃদয়বান উদার, মহৎ।
প্রাণবায়ু — জীবনরক্ষার জন্য গৃহীত বায়ু, প্রশ্বাস। **প্রাণবায়ু বহির্গত বা বাহির হওয়া** — মরা, মৃত্যু হওয়া।
প্রাণবিয়োগ — মৃত্যু।
প্রাণশূন্য — নিষ্প্রাণ প্রাণহীন। মৃত। বি — **প্রাণশূন্যতা**।
প্রাণসংশয় — মৃত্যুর সম্ভাবনা জীবিত থাকা সম্পর্কে সন্দেহ।
প্রাণসংহার — বধ, হত্যা প্রাণনাশ।
প্রাণসখা — জীবনের তুল্য প্রিয় বন্ধু। স্ত্রী — **প্রাণসখী**।
প্রাণসঞ্চার — দেহে জীবনী শক্তির সঞ্চার প্রাণপ্রতিষ্ঠা।
প্রাণসম — প্রাণতুল্য। স্ত্রী — **প্রাণসমা**।
প্রাণহীন — নিষ্প্রাণ, প্রাণশূন্য। মৃত। নিস্তেজ। স্ত্রী — **প্রাণহীনা**।
প্রাণাধিক — জীবনের অপেক্ষাও অধিক। [ঃ 'প্রাণাধিক' প্রিয়।] জীবনের অপেক্ষাও প্রিয়। [ঃ 'প্রাণাধিক' তুমি।] স্ত্রী — **প্রাণাধিকা**।
প্রাণান্ত — মৃত্যু। মৃত্যু ঘটিতে পারে এমন, প্রাণপণ। [ঃ 'প্রাণান্ত' পরিশ্রম।]
প্রাণান্তকর — মৃত্যু ঘটাইতে পারে এমন, প্রাণপণ। [ঃ 'প্রাণান্তকর সংগ্রাম, ঃ প্রাণান্তকর পরিশ্রম।]
প্রাণান্তপরিচ্ছেদ — মৃত্যুতে যাহার শেষ, প্রাণান্তকর পরিশ্রম বা দুঃখ।
প্রাণান্তিক — প্রাণান্তকর। প্রাণঘাতী।
প্রাণায়াম — একরকম যৌগিক প্রক্রিয়া, পূরক (শ্বাসগ্রহণ) কুম্ভক (শ্বাসরক্ষণ) ও রেচক (শ্বাসত্যাগ)।
প্রাণিজগৎ — দুনিয়ার সমস্ত প্রাণী, সকল প্রাণীর বাসস্থান ও জীবনযাত্রা ইত্যাদি।
প্রাণিতত্ত্ব — প্রাণী সংক্রান্ত জ্ঞান বা বিদ্যা।
প্রাণিতাত্ত্বিক — প্রাণীতত্ত্ব সংক্রান্ত। প্রাণিতত্ত্বে পণ্ডিত।
প্রাণিবিৎ, প্রাণিবিদ্ — প্রাণী সংক্রান্ত বিষয়ে পণ্ডিত।
প্রাণিবিদ্যা — প্রাণী সংক্রান্ত বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব।
প্রাণিহিংসা — জীবহিংসা, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি হত্যা।
প্রাণী — (যাহার প্রাণ আছে) মানুষ পশু পাখী কীট ইত্যাদি জীব। মানুষ। [ঃ খেতে মাত্র দুটি 'প্রাণী' স্বামী আর স্ত্রী।]
প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর — ('প্রাণনাথ' দেখ।)
প্রাণেশ্বরী — প্রিয়তমা, প্রিয়া।
প্রাত, প্রাতঃ — সকাল ভোরবেলা প্রভাত।
প্রাতঃকাল — সকালবেলা, ভোরবেলা।
প্রাতঃকালীন — সকালবেলাকার।
প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃক্রিয়া — সকালের করণীয় কার্য। [ঃ 'প্রাতঃকৃত্য' সমাপন করিয়া।]
প্রাতঃপ্রণাম — প্রাতঃকালে কৃত প্রণাম, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রতি প্রাতঃকালীন

অভিবাদন।

প্রাতঃসূর্য, প্রাতঃসূর্য্য — প্রভাতের উদীয়মান সূর্য।

প্রাতঃস্নান — সকালবেলায় স্নান, ভোরের স্নান।

প্রাতঃস্মরণীয় — যাঁহার নাম প্রাতঃকালে স্মরণের উপযুক্ত, সুমহৎ, পুণ্যবান্। [ঃ 'প্রাতঃস্মরণীয়' ব্যক্তি।] স্ত্রী. — **প্রাতঃস্মরণীয়া**।

প্রাতরাশ — প্রাতঃকালীন আহার।

প্রাতরুত্থান — সকালে নিদ্রাশেষে শয্যা-ত্যাগ।

প্রাতর্ভোজন — প্রাতরাশ, সকালবেলার আহার।

প্রাতিকূল্য — প্রতিকূল ভাব, বিরুদ্ধতা, বিরোধিতা। (তুঃ আনুকূল্য।)

প্রাতিপদিক — (ব্যাকরণে) বিভক্তিহীন শব্দ।

প্রাতিভাসিক — বাস্তব নয় অথচ বাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হয় এমন। [ঃ 'প্রাতি-ভাসিক' জগৎ।]

প্রাত্যহিক — রোজকার, প্রত্যহের, দৈনিক।

প্রাথমিক — প্রথমকার, গোড়ার দিকের, আদ্য, আরম্ভকালীন। [ঃ 'প্রাথমিক' কর্তব্য।] **প্রাথমিক বিদ্যালয়** — পাঠশালা, শিশুদের বিদ্যালয়। **প্রাথমিক শিক্ষা** — গোড়ার শিক্ষা, আরম্ভিক শিক্ষা। পাঠশালার পড়া।
প্রাথমিক শিক্ষা — গোড়ার শিক্ষা, আরম্ভিক শিক্ষা। পাঠশালার পড়া।

প্রাদি — প্র পরা ইত্যাদি বিশটি উপসর্গ। **প্রাদি সমাস** — প্র পরা ইত্যাদি যোগে নিষ্পন্ন সমাস।

প্রাদুর্ভাব — (রোগ ইত্যাদির) ব্যাপক ও প্রবল প্রকাশ। [ঃ কলেরার 'প্রাদুর্ভাব'।] আবির্ভাব, প্রকাশ, আগমন। বিণ. — **প্রাদুর্ভূত**।

প্রাদেশিক — প্রদেশ সংক্রান্ত। প্রদেশের। [ঃ 'প্রাদেশিক' ভাষা; ঃ 'প্রাদেশিক' সরকার।]

প্রাদেশিকতা — প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য। নিজের প্রদেশের প্রতি পক্ষপাত ও অন্যের প্রদেশের প্রতি বিদ্বেষ।

প্রাধান্য — প্রভুত্ব, আধিপত্য, কর্তৃত্ব, প্রতিপত্তি।

প্রান্ত — শেষ সীমা, কিনারা, ধার। [ঃ নগর-'প্রান্ত'; ঃ জীবন-'প্রান্ত'।]

প্রান্তবর্তী, প্রান্তবর্ত্তী — শেষ সীমায় আছে এমন।

প্রান্তপাল — সীমান্তরক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

প্রান্তর — বৃক্ষশূন্য সুবিস্তৃত মাঠ।

প্রান্তস্থ — প্রান্তে বা শেষ সীমায় আছে এমন।

প্রান্তিক — প্রান্ত সংক্রান্ত। প্রান্তে অবস্থিত।

প্রাপক — যে পায়, যে লাভ করে, যে গ্রহণ করে। যে পাওয়াইয়া দেয়।

প্রাপনীয় — যাহা পাওয়ানো উচিত। প্রাপ্য।

প্রাপ্ত — পাওয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'প্রাপ্ত' ধন।] পাইয়াছে এমন। [ঃ পুরস্কার 'প্রাপ্ত' হইয়াছে।]

প্রাপ্তকাল — যাহার মৃত্যু আসন্ন এমন।

প্রাপ্তবয়স্ক — সাবালক, বয়ঃপ্রাপ্ত। স্ত্রী. — **প্রাপ্তবয়স্কা**।

প্রাপ্তব্য — পাইবার যোগ্য, প্রাপ্য। পাইতে হইবে এমন।

প্রাপ্তব্যবহার — বিষয়কর্ম করিবার বয়স হইয়াছে এমন, সাবালক, প্রাপ্তবয়স্ক।

প্রাপ্তযৌবন — যৌবনলাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্রাপ্তযৌবনা**।

প্রাপ্তি — পাওয়া, লাভ।

প্রাপ্তিযোগ — (ব্যঙ্গে) পাইবার সম্ভাবনা, পাইবার সুযোগ।

প্রাপ্তিস্থান — যেখানে পাওয়া যায়, পাইবার নির্দিষ্ট জায়গা।

প্রাপ্য — যাহা পাওয়া যাইবে, যাহা পাওয়া উচিত, পাওনা। [ঃ 'প্রাপ্য' টাকা।] বি. — **প্রাপ্যতা**।

প্রাবল্য — প্রবলতা, তেজ, শক্তি বা আক্রমণের আধিক্য। [ঃ জ্বরের 'প্রাবল্য'।]

প্রাবন্ধিক — প্রবন্ধ সংক্রান্ত। প্রবন্ধের রচয়িতা।

প্রাবৃট্ — বর্ষাকাল।

প্রাভাতিক — প্রভাত সংক্রান্ত। সকাল-বেলাকার, প্রাতঃকালীন।

প্রামাণিক — প্রমাণসিদ্ধ, প্রমাণ হিসাবে গ্রহণীয়, প্রমাণ হিসাবে নির্ভরযোগ্য। [ঃ 'প্রামাণিক' গ্রন্থ।] প্রধান, সমাজ-পতি। উপাধি বিশেষ।

প্রামাণিকতা — প্রমাণহিসাবে নির্ভর-যোগ্যতা।

প্রামাণ্য — প্রমাণহিসাবে গ্রহণীয়, প্রামাণিক। [ঃ 'প্রামাণ্য' গ্রন্থ।]

প্রায় — আনুমানিক, কিছু কম বা বেশী। [ঃ 'প্রায়' এক মাইল।] তুল্য, সদৃশ। [ঃ মৃত-'প্রায়'।]

প্রায়, প্রায়ই, প্রায়শঃ — সাধারণতঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যখন তখন। [ঃ 'প্রায়' তিনি আসেন; ঃ 'প্রায়ই' দেখা যায়; ঃ 'প্রায়শঃ' এইরূপ ঘটিয়া থাকে।]

প্রায়শ্চিত্ত — পাপ হইতে শুদ্ধি লাভের জন্য অনুষ্ঠান। কৃত পাপ অন্যায় ইত্যাদির জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ।

প্রায়োপবিষ্ট — প্রায়োপবেশন করিয়াছে এমন, স্বেচ্ছায় অনাহারে থাকিয়া মরণের অপেক্ষায় বসিয়া আছে এমন। স্ত্রী. — **প্রায়োপবিষ্টা**।

প্রায়োপবেশন — স্বেচ্ছায় অনাহারে থাকিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় উপবেশন, আমরণ অনশন ব্রত।

প্রারব্ধ — আরম্ভ করা হইয়াছে এমন।

প্রারম্ভ — আরম্ভ, শুরু।

প্রারম্ভিক — আরম্ভ সংক্রান্ত, আরম্ভ-কালীন। [ঃ 'প্রারম্ভিক' ভাষণ।]

প্রার্থনা — আবেদন, কামনা বা অভিলাষ পূরণের জন্য কাকুতি। কাতর অনুরোধ। উপাসনা।

প্রার্থনীয় — প্রার্থনার যোগ্য, যে বিষয়ে প্রার্থনা করা যায়। [ঃ পরীক্ষা 'প্রার্থনীয়'।]

প্রার্থিত — যাহা বা যাহাকে চাওয়া বা প্রার্থনা করা হইয়াছে এমন।

প্রার্থী — যে চাহে, আবেদনকারী, প্রার্থনা-কারী। স্ত্রী. — **প্রার্থিনী**।

-প্রার্থী — 'যে চাহে' অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ নির্বাচন-'প্রার্থী'; ঃ দর্শন-'প্রার্থী'।] স্ত্রী. — **-প্রার্থিনী**।

প্রাশন — ভোজন, ভোজন অনুষ্ঠান। [ঃ অন্ন-'প্রাশন'।]

প্রাস — বর্শার মতো একরকম প্রাচীন অস্ত্র।

প্রাসঙ্গিক — প্রসঙ্গের সহিত সম্পর্ক আছে এমন, আলোচ্য-বিষয়ের বাহিরে নহে এমন। [ঃ 'প্রাসঙ্গিক' প্রশ্ন।] বি. — **প্রাসঙ্গিকতা**।

প্রাসাদ — বিরাট অট্টালিকা, সৌধ। [ঃ রাজ-'প্রাসাদ'।]

প্রাস্থানিক — প্রস্থানসংক্রান্ত, প্রস্থান-কালীন। [ঃ 'প্রাস্থানিক' বক্তৃতা।]

প্রাহরিক — প্রহর সংক্রান্ত। [ঃ 'প্রাহরিক' ঘণ্টাধ্বনি।]

প্রিণ্ট-করা — ছাপ লাগানো। [ঃ 'প্রিণ্ট-করা' শাড়ি।] মুদ্রিত, ছাপা।

প্রিণ্টার — ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, মুদ্রাকর।

প্রিণ্টিং — ছাপাই, ছাপার কাজ।

প্রিন্সিপাল — কলেজের পরিচালক, অধ্যক্ষ।

প্রিভি কাউন্সিল — ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত।

প্রিমিয়াম — চুক্তি অনুসারে কিস্তিতে দেয় বীমার টাকা। [ঃ 'প্রিমিয়াম' বাকী পড়া।]

প্রিয় — যাহা বা যাহাকে ভালো লাগে, আনন্দদায়ক, প্রীতিভাজন। [ঃ 'প্রিয়' জন; ঃ 'প্রিয়' খাদ্য।] প্রিয়জন, ভালোবাসার পাত্র, প্রণয়ী, বন্ধু।

প্রিয়ংবদা — প্রিয়বাদিনী। শকুন্তলার এক সখী।

প্রিয়জন — আত্মীয়স্বজন, ভালোবাসার পাত্র।

প্রিয়তম — সর্বাপেক্ষা প্রিয়। স্বামী, প্রণয়ী, প্রেমের পাত্র। স্ত্রী. — **প্রিয়তমা**।

প্রিয়তমে — (সম্বোধনে) প্রিয়তমা।

প্রিয়দর্শন — যাহাকে দেখিতে ভাল লাগে, সুন্দর, সুরূপ। স্ত্রী. — **প্রিয়দর্শনা**।

প্রিয়দর্শী — যে সকলকে প্রীতির চক্ষে দেখে। সম্রাট অশোকের উপাধি। স্ত্রী. — **প্রিয়দর্শিনী**।

প্রিয়বচন — মিষ্ট কথা, মধুর বাক্য।

প্রিয়বদনা — যে নারীর মুখ দেখিলে আনন্দ হয়, যে নারীর মুখ সুন্দর। [ঃ 'প্রিয়বদনা' ললনা।]

প্রিয়বাদী — যে মিষ্ট কথা বলে, মিষ্টভাষী, মধুরভাষী। স্ত্রী. — **প্রিয়বাদিনী**।

প্রিয়বিয়োগ — প্রিয়জনের মৃত্যু।

প্রিয়বিরহ — প্রিয়জনের সহিত একত্র না থাকার বা বিচ্ছেদের জন্য বেদনা।

প্রিয়ভাষী — যে মিষ্ট কথা বলে, মিষ্টভাষী। স্ত্রী. — **প্রিয়ভাষিণী**।

প্রিয়সখা — প্রিয় সহচর, আদরের বন্ধু, প্রিয় বন্ধু। স্ত্রী. — **প্রিয়সখী**।

প্রিয়সমাগম — প্রিয়জনের আগমন। প্রিয়জনের সহিত মিলন। স্বামী বা প্রণয়ীর সহিত মিলন।

প্রিয়া — আদরের স্ত্রী। প্রণয়িনী, প্রেমের পাত্রী।

প্রিয়ে — (সম্বোধনে) প্রিয়া।

প্রীত — আনন্দিত, সন্তুষ্ট, খুশী। স্ত্রী. — **প্রীতা**।

প্রীতি — আনন্দ, সন্তোষ, খুশি। স্নেহ, ভালোবাসা।

প্রীতি-উপহার — ভালোবাসা বা স্নেহ সূচক উপহার।

প্রীতিকর — আনন্দজনক, যাহাতে আনন্দ হয় এমন।

প্রীতিনিলয় — ভালোবাসার পাত্র। স্ত্রী. — **প্রীতিনিলয়া**।

প্রীতিপূর্ণ — ভালোবাসায় পূর্ণ, সস্নেহ। [ঃ 'প্রীতিপূর্ণ' দৃষ্টিতে তাকাইলেন।]

প্রীতিপ্রতিমা — প্রেম বা স্নেহের মূর্ত প্রকাশ যে নারী।

প্রীতিপ্রদ — যাহা আনন্দ দেয় এমন, আনন্দদায়ক, প্রীতিকর।

প্রীতিভাজন — ভালোবাসা পাইবার যোগ্য, স্নেহভাজন।

প্রীতিভোজ, প্রীতিভোজন — প্রিয়জনদের লইয়া আনন্দের জন্য আহার, ভোজন-উৎসব।

প্রীতিময় — প্রীতিপূর্ণ, সস্নেহ।

প্রীতিসম্ভাষণ — ভালোবাসাপূর্ণ বা সস্নেহ আলাপ।

প্রেক্ষণ — চক্ষু, দৃষ্টি। দেখা, পর্যবেক্ষণ। [ঃ 'প্রেক্ষণাগার'।]

-প্রেক্ষণা — 'যে নারীর চক্ষু এইরূপ' অর্থে

অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ মুগ- 'প্রেক্ষণা'।]

প্রেক্ষণাগার — কোন বিষয় লক্ষ্য বা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা কক্ষ। 'ল্যাবরেটরি', 'অবজারভেটরি'।

প্রুফ — পরীক্ষা বা সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে তোলা সজ্জিত হরফ ইত্যাদির প্রতিলিপি। **প্রুফ দেখা** — এইরূপ প্রতিলিপি দেখিয়া বা পড়িয়া সংশোধন করা।

প্রেক্ষণীয় — দেখিবার যোগ্য, দর্শনীয়। স্ত্রী. — **প্রেক্ষণীয়া**।

প্রেক্ষাগার, প্রেক্ষাগৃহ — থিয়েটার সিনেমা ইত্যাদিতে দর্শকদের বসিবার ঘর। [ঃ পরিপূর্ণ 'প্রেক্ষাগৃহ'।] থিয়েটার ইত্যাদির বাড়ি।

প্রেত — মৃতের আত্মা, ভূত, অশরীরী মূর্তি।

প্রেতকর্ম, প্রেতকর্ম্ম, প্রেতকার্য, প্রেতকার্য্য, প্রেতক্রিয়া — মৃতের দাহ ও শ্রাদ্ধাদি কাজ।

প্রেত-তর্পণ — মৃতব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির জন্য জলদান।

প্রেতপক্ষ — আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষ।

প্রেতপুরী — প্রেতের আবাস, যমালয়।

প্রেতমূর্তি, প্রেতমূর্ত্তি — মূর্তিমান্ প্রেত, ছায়ামূর্তি।

প্রেতাত্মা — মৃতের আত্মা, অশরীরী আত্মা, ভূত।

প্রেতিনী — স্ত্রী ভূত, পেতনী।

প্রেম — স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসা, যৌন আকর্ষণ। স্নেহ। গভীর অনুরাগ। **প্রেম করা** — (নিন্দার্থে) ভালোবাসা, আসক্ত হওয়া। ভালোবাসার ভান করা। **প্রেমে পড়া** — (ব্যঙ্গে) ভালোবাসা, **আসক্ত হওয়া, ভালোবাসার সঞ্চার** হওয়া।

প্রেমপত্র — যৌন আকর্ষণ বা ভালোবাসা জানাইয়া লিখিত পত্র, প্রণয়িনী ও প্রণয়ীর মধ্যে লিখিত চিঠি।

প্রেমপূর্ণ — ভালোবাসাপূর্ণ। [ঃ 'প্রেম-পূর্ণ' পত্র।] স্ত্রী. — **প্রেমপূর্ণা**।

প্রেমভক্তি — ভগবানের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

প্রেমময় — ভালোবাসায় পূর্ণ। স্নেহময় ভগবান্। স্ত্রী. — **প্রেমময়ী**।

প্রেমমুগ্ধ — ভালোবাসার দ্বারা অভিভূত, ভালোবাসায় মোহিত। [ঃ তোমার 'প্রেম-মুগ্ধ'।] স্ত্রী. — **প্রেমমুগ্ধা**।

প্রেমানন্দ — ভালোবাসায় বা ভগবৎ-প্রেমেই যাহার আনন্দ। ভালোবাসা বা ভগবৎ-প্রেমের আনন্দ।

প্রেমাবতার — ভালোবাসার মূর্ত প্রকাশ।

প্রেমামৃত — ভালোবাসারূপ অমৃত।

প্রেমালাপ — প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে কথোপকথন, ভালোবাসার কথা।

প্রেমালিংগন, প্রেমালিঙ্গন — ভালোবাসার সহিত কোলাকুলি। প্রেমিক প্রেমিকার আলিঙ্গন।

প্রেমাশ্রু — ভালোবাসায় ঝরা চোখের জল। ভগবৎপ্রেমে অভিভূত হওয়ায় নির্গত অশ্রু।

প্রেমাসক্ত — ভালোবাসায় আকৃষ্ট, যৌন আকর্ষণে আকৃষ্ট। বি. — **প্রেমাসক্তি**।

প্রেমিক — প্রণয়ী, ভালোবাসার পাত্র, যে পুরুষ প্রেম করে। অনুরাগী। [ঃ সাহিত্য-'প্রেমিক'।]

প্রেমিকা — প্রণয়িনী, ভালোবাসার পাত্রী, প্রেম করে এমন মেয়ে।

প্রেয় — বাঞ্ছিত কাম্য। স্ত্রী. — **প্রেয়া**।

প্রেয়সী — প্রিয়া, প্রিয়তমা, ভালোবাসার পাত্রী।

প্রেরক — যে পাঠায়, প্রেরণকারী। স্ত্রী. — **প্রেরিকা**।

প্রেরক — প্রেরণযন্ত্র, 'ট্রান্সমিটার'।

প্রেরণ — পাঠানো, স্থানান্তরিত করণ।

প্রেরণকারী — যে পাঠায়, প্রেরক। স্ত্রী. — **প্রেরণকারিণী**।

প্রেরণা — কর্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অনুভূত শক্তি, উৎসাহ। [ঃ ভগবৎ-'প্রেরণা'; ঃ 'প্রেরণা' যোগানো।]

প্রেরা — (কবিতায়) প্রেরণ করা। [ঃ'প্রেরিল'।]

প্রেরিত — যাহাকে বা যাহা পাঠানো হইয়াছে। [ঃ 'প্রেরিত' পত্র; ঃ 'প্রেরিত' লোক।] স্ত্রী. — **প্রেরিতা**।

প্রেস — ছাপাখানা। সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠান। চাপ দিবার যন্ত্র। চাপ।

প্রেসক্রিপশন — রোগীর জন্য প্রদত্ত ঔষধের তালিকা, ব্যবস্থাপত্র।

প্রেসিডেন্ট — সভাপতি। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি।

প্রোক্ত — (শ্রদ্ধায়) কথিত, উক্ত। [ঃ ঋষি-'প্রোক্ত'।]

প্রোটিন — খাদ্যের অন্তর্গত দেহগঠনের বা ক্ষয়পূরণের উপযোগী একটি প্রধান উপদান। **প্রোটিনজাতীয়** — অধিক পরিমাণে প্রোটিন আছে এমন। [ঃ 'প্রোটিনজাতীয়' খাদ্য।]

প্রোত — গ্রথিত। [ঃ ওত-'প্রোত'।]

প্রোৎসাহ — প্রবল উৎসাহ। বিণ. — **প্রোৎসাহিত**।

প্রোথিত — পোঁতা আছে বা হইয়াছে এমন।

প্রোলেটারিয়েট — সর্বহারা, নিঃস্ব। শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষক। তৎসংক্রান্ত।

প্রোষিত — প্রবাসে আছে এমন, বিদেশ-গত। স্ত্রী. — **প্রোষিতা**।

প্রোষিতপত্নীক — যাহার স্ত্রী বিদেশে আছে এমন।

প্রোষিতভর্তৃকা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা — যাহার স্বামী প্রবাসে আছে এমন।

প্রৌঢ় — যুবক ও বৃদ্ধের মাঝামাঝি বয়সী, মাঝবয়সী। স্ত্রী. — **প্রৌঢ়া**। বি. — **প্রৌঢ়তা, প্রৌঢ়ত্ব**।

প্র্যাক্‌টিক্যাল — ব্যবহারিক, ফলিত, কার্যের বা প্রয়োগের দ্বারা পরীক্ষিত। অভিজ্ঞ।

প্র্যাক্‌টিশ — অভ্যাস, অনুশীলন। ডাক্তারি ওকালতি ইত্যাদি কাজ বা তাহাতে পসার। [ঃ ভালো 'প্র্যাক্‌টিশ'।]

প্লক্ষ — পাকুড় গাছ। **প্লক্ষদ্বীপ** — পুরাণে বর্ণিত সপ্তদ্বীপের একটি।

প্লট — জমির টুকরা। গল্পাদির মোটা-মুটি কাঠামো।

প্লবমান — ভাসিতেছে এমন, ভাসমান। স্ত্রী. — **প্লবমানা**।

প্লাটিনাম — একরকম বহুমূল্য কঠিন ধাতু।

প্লাবন — প্রবল জলধারার বিস্তার ও স্ফীতি, বন্যা। প্রবল ও ব্যাপক বিস্তার। [ঃ বৌদ্ধধর্মের 'প্লাবন'।]

প্লাবিত — বন্যায় ডুবিয়াছে এমন, প্রবল জলধারায় ভাসিয়া গিয়াছে এমন। যেখানে প্রবল ও ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **প্লাবিতা**।

-প্লাবী — 'প্লাবন করে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বিশ্ব-'প্লাবী'।] স্ত্রী. — **-প্লাবিনী**।

প্লীহা — পাকস্থলীর বামদিকে অবস্থিত একটি দৈহিক যন্ত্র, পিলে। **প্লীহাবৃদ্ধি** — প্লীহা ফুলিয়া ওঠার একরকম রোগ।

প্লুটো — সম্প্রতি আবিষ্কৃত নবম গ্রহ।

প্লুত — তিনমাত্রার স্বর বিশেষ যাহা গান কান্না বা জোরে ডাকিবার সময়ে ব্যবহৃত হয়।

প্লে — পালা, নাটক। অভিনয়। [ঃ 'প্লে' করা।] খেলা।

প্লেগ — একরকম মারাত্মক সংক্রামক রোগ। [ঃ 'প্লেগ' হওয়া।] ঐ রোগের ফলে মহামারী। [ঃ 'প্লেগের' সময়ে।]

প্লেট — রেকাবি, ডিশ, ছোট থালা। [ঃ কাপ-'প্লেট'।] তক্তি বা ফলক যাহাতে নাম ইত্যাদি লেখা থাকে। [ঃ দরজার পাশে লাগানো পিতলের 'প্লেট'।]

প্লেটো — বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক।

প্লেটোনিক — প্লেটো সংক্রান্ত। নিষ্কাম ও ভাবপ্রবণ। [ঃ 'প্লেটোনিক' প্রেম।]

প্লেন — সাদাসিদা, নকশাদার নহে। [ঃ কাপড়ের 'প্লেন' পাড়।] সমতল, মসৃণ। সমতল করিবার জন্য যন্ত্র।

প্লেন — বিমান, এরোপ্লেন। [ঃ 'প্লেনে' চড়া।]

প্লেয়ার — অভিনেতা। খেলোয়াড়।

প্ল্যাকার্ড — দেওয়াল ইত্যাদিতে লাগাইবার উপযোগী বড় বড় হরফে লেখা বা ছাপা বিজ্ঞাপন, পোস্টার।

প্ল্যাটফর্ম — বাঁধানো উঁচু জায়গা। বক্তৃতা-মঞ্চ। স্টেশনে রেললাইনের দুইদিকে বাঁধানো উঁচু জায়গা।

প্ল্যান — পরিকল্পনা। বাড়ি ইত্যাদি তৈয়ার করার জন্য নকশা। থিয়েটার-সিনেমা ইত্যাদিতে আসনের স্থাননির্দেশক নকশা।

প্ল্যানচেট — একরকম যন্ত্র যাহার সাহায্যে প্রেতাত্মাকে ডাকা যায় বলা হয়।

প্ল্যাস্টার — প্রলেপ। প্রলেপ দেওয়ার উপযোগী জিনিস।

প্ল্যাস্টারিং — প্ল্যাস্টারের কাজ। [ঃ বাড়ির 'প্ল্যাস্টারিং'।]

ফ

ফকির — মুসলমান সাধু। নিঃস্ব। ভিক্ষুক।

ফকিরি — ফকিরের কাজ বা অবস্থা। [ঃ আমীরি-'ফকিরি'।]

ফকিরী — ফকিরের যোগ্য।

ফক্কড় — ফাজিল, বাচাল। ধাপ্পাবাজ।

ফক্কাড়ি — ('ফক্কুড়ি' দেখ।)

ফক্কা — ফাঁকা, ভুয়া, অর্থহীন।

ফক্কিকার, ফক্কিকারি — ফাঁকি।

ফক্কুড়ি — ফাজলামি, বাচালতা। ধাপ্পা-বাজি।

ফজর — সকাল, ভোর।

ফচকে — বাচাল, চটুল, ফাজিল। [ঃ 'ফচকে' ছোঁড়া।]

ফচকেমি — বাচালতা, ফাজলামি, হালকা কথাবার্তা।

ফজলি — একরকম বড় চেহারার আম।

ফট্ — অকস্মাৎ ভাঙা বা কাটার শব্দ। সত্বর হঠাৎ। [ঃ ফট্ ক'রে বলল।]

ফটক — বাহিরের বড় দরজা, দেউড়ি।

ফটকা — বাজার দর লইয়া একরকম জুয়াখেলা।

ফটকিরি — লবণজাতীয় কষা জিনিস যাহা দিয়া জল পরিষ্কার করা হয়।

ফটাফট — বার বার ফট্।

ফটিক — স্ফটিক, কাচ। স্বচ্ছ। [ঃ 'ফটিক' জল।]

ফটো, ফটোগ্রাফ — যন্ত্রের সাহায্যে তোলা ছবি, আলোকচিত্র।

ফটোগ্রাফার — যে ফটো বা আলোকচিত্র তোলে।

ফটোগ্রাফি — ফটো তোলার কাজ, আলোকচিত্রণ।

ফড়নবীশ, ফড়নবীস — মারাঠারাজ্যের

হিসাবরক্ষক কর্মচারী। ঐ চাকরি করার ফলে বংশগত উপাধি।

ফড়ফড় — কাপড় ইত্যাদি টানিয়া দ্রুত ছেঁড়ার শব্দ। বাচালতা বা দ্রুত ও অনর্গল ভাব সূচক অব্যয়কার। [ঃ 'ফড়-ফড়' ক'রে বলা।] বাচালতা, দম্ভসূচক বাচালতা। [ঃ 'ফড়ফড়' করা।]

ফড়ফড়ানো — বাচালতা প্রকাশ করা, ফড়-ফড় করা।

ফড়িং, ফড়িঙ — একরকম পতঙ্গ যাহা ঘাসের উপর লাফাইয়া চলে।

ফড়িয়া, ফড়ে — পাইকারী মূল্যে কিনিয়া যে খুচরা মূল্যে বিক্রয় করে। দালাল।

ফড়েলি — (নিন্দায়) দালালি। [ঃ 'ফড়েলি' ক'রো না।]

ফণা — সাপের চওড়া মাথা, চক্কর। **ফণা ধরা** — দংশনোদ্যত সাপের মাথা চেপটা ও চওড়া হওয়া।

ফণিনী — সাপিনী, স্ত্রী সাপ।

ফণিভূষণ — সাপ যাঁহার অলংকার, শিব, মহাদেব।

ফণিমনসা — সাপের ফণার মতো দেখিতে কাঁটাওয়ালা একরকম গাছ।

ফণী — সাপ।

ফণীন্দ্র — সাপের রাজা, বাসুকি।

ফণ্ড — ('ফাণ্ড' দেখ।)

ফতুয়া — হাতকাটা একরকম ছোট জামা।

ফতুর — নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত।

ফতে — জয়। [ঃ কেল্লা 'ফতে'।]

ফতো — ভুয়া, অন্তঃসারশূন্য। [ঃ 'ফতো' কাপ্তেন।]

ফতোয়া — মুসলমান ধর্মশাস্ত্রসম্মত রায়। হুকুম, কর্তব্য নির্দেশক ঘোষণা। [ঃ 'ফতোয়া' জারী করা।]

ফন্দি — কৌশল, ফিকির। মতলব।

ফন্দিবাজ — কূটকৌশলী, মতলববাজ।

ফপরদালাল — যে লোক গায়ে পড়িয়া কোন কাজে যোগ দেয় ও অকারণ বাচালতা বা কর্তৃত্বের ভান করে।

ফপরদালালি — ফপরদালালের মতো আচরণ।

ফয়তা — মুসলমান সমাজে প্রচলিত শ্রাদ্ধ। [ঃ বাপের 'ফয়তা'।]

ফয়দা — লাভ, উপকার, ফল। [ঃ কিছুই 'ফয়দা' হ'ল না।]

ফয়সালা — মীমাংসা, নিষ্পত্তি।

ফরকানো — ফাঁক করা। রাগে ঠিকরানো। অতিশয় চাঞ্চল্য প্রকাশ করা।

ফরফর — পাতলা জিনিস বাতাসে উড়িবার বা নড়িবার শব্দ। অতিশয় চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা প্রকাশ।

ফরম — দরখাস্ত ইত্যাদি লিখিবার জন্য মুদ্রিত নির্দিষ্ট কাগজ।

ফরমা — ছাঁচ। [ঃ ইটের 'ফরমা'।] বই ইত্যাদির যতোগুলি পৃষ্ঠা একসঙ্গে ছাপা হয় তাহা।

ফরমান — বাদশাহ্‌ নবাব ইত্যাদির আদেশপত্র, হুকুমনামা।

ফরমাশ — হুকুম, আদেশ। কিছু গড়িবার বা সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ, অর্ডার। [ঃ গহনার 'ফরমাশ' দেওয়া।] **ফরমাশ খাটা** — হুকুম অনুসারে কাজ করা। **ফরমাশ খাটানো** — হুকুম দিয়া কাজ করানো।

ফরমাশী — ফরমাশ অনুসারে তৈয়ারী। [ঃ 'ফরমাশী' জামা।]

ফরসা — গৌর, সাদা। [ঃ 'ফরসা' রং।] মেঘমুক্ত। নির্মল। অন্ধকারমুক্ত, ঈষৎ আলোকিত। [ঃ 'পূর্বাকাশ 'ফরসা' হয়েছে।] নিঃশেষ, শেষ, খতম, সাবাড়।

ফরাসি, ফরাশি — লম্বা নল লাগানো হুঁকা যাহা মাটিতে বসানো যায়, গুড়গুড়ি।

ফরাশ — ঢালাও বসিবার জায়গায় মেলিবার মতো বিস্তৃত চাদর। [ঃ 'ফরাশ' পাতা।]

ফরাস — বিছানা পাতা আলো জ্বালা ইত্যাদি কাজের জন্য নিযুক্ত চাকর।

ফরাসী — ফ্রান্সের লোক বা ভাষা। ফ্রান্স সংক্রান্ত। **ফরাসী দেশ** — ফ্রান্স।

ফরিয়াদ — নালিশ, অভিযোগ।

ফরিয়াদী — অভিযোগকারী, বাদী।

ফর্দ, ফর্দ্দ — তালিকা, ফিরিস্তি। কাপড় কাগজ ইত্যাদির খণ্ড।

ফর্মা, ফর্ম্মা — ('ফরমা' দেখ।)

ফর্সা — ('ফরসা' দেখ।)

ফল — গাছের শস্য, ফুলের পরিণত রূপ যাহাতে বীজ [illegible] হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া, কাজ ও ঘটনাদির পরিণাম। [ঃ পাপের 'ফল'।] ক্রিয়া। [ঃ ঔষধে 'ফল' হচ্ছে না।] শাস্তি। [ঃ এর উচিত 'ফল' পাবে।] লাভ, উপকার। [ঃ 'ফল' কি হ'ল ?] হিসাব গণনা বিচার ইত্যাদির দ্বারা প্রাপ্ত পরিমাণ সংখ্যা ও সিদ্ধান্ত। [ঃ অঙ্কের 'ফল'; ঃ কোষ্ঠীর 'ফল'; ঃ ক্ষেত্র-'ফল'।] **ফল দেওয়া** — ক্রিয়া হওয়া, ব্যবহার করায় উপকার হওয়া। **ফল ধরা** — গাছে ফল হওয়া। **ফল পাওয়া** — উপকার পাওয়া। শাস্তি পাওয়া। **ফল ভোগা** — দুষ্কর্মের জন্য কষ্ট পাওয়া।

ফলওয়ালা — ফলবিক্রেতা। ফলবিশিষ্ট। [ঃ 'ফলওয়ালা' গাছ।]

ফলওয়ালী — যে মেয়ে ফল বিক্রয় করে।

ফলক — ছুরি ইত্যাদির ফলা। প্রশস্ত মসৃণ জিনিস, পাত, তক্তি। [ঃ তাম্র-ফলক।] হাড়, অস্থি। ঢাল।

ফলকথা — সংক্ষেপে আসল কথা, মোট-কথা।

ফলকর — ফল হয় এমন (গাছ)। ফলের গাছের জন্য দেয় কর।

ফলত, ফলতঃ — ফলে, পরিণামে। বস্তুতঃ।

ফলদ — ফল দেয় এমন। হিতকর।

ফলন — ফলের উৎপত্তি। [ঃ গাছে 'ফলন' নাই।] ফল ধরিবার পরিমাণ। [ঃ 'ফলন' খুব বেশী।] ফলিত হওয়ন, বাস্তবে পরিণতি।

ফলন্ত — ফল ধরিয়াছে এমন। [ঃ 'ফলন্ত' গাছ।]

ফলপ্রদ, ফলপ্রসূ — ফল দেয় এমন, ফল-দায়ক। উপকারী।

ফলপ্রাপ্তি — ফললাভ।

ফলবান্, ফলবান — ফলযুক্ত, ফলন্ত। সফল, সার্থক। স্ত্রী. — **ফলবতী**।

ফলভাগী — ফল পাইবার অধিকারী, পরিণামের অংশীদার। স্ত্রী. — **ফল-ভাগিনী**।

ফলভোগ — কাজের অনুরূপ ফল ভোগ, শাস্তিলাভ।

ফলসা — একরকম টক-মিষ্টি ফল।

ফলা — ফল ধরা, ফলবান্ হওয়া। সত্য হওয়া, বাস্তবে পরিণত হওয়া।

ফলা — ধারালো অংশ। [ঃ ছুরির 'ফলা'।]

ফলা — ব্যঞ্জনবর্ণ সংযোগ সূচক চিহ্ন। [ঃ র-'ফলা'।]

-ফলা — 'বছরে এতবার ফল ধরে' বা 'এতগুলি ফলা আছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'দো-ফলা' ছুরি; ঃ দো-'ফলা' গাছ।]

ফলাও — ('ফালাও' দেখ।)

ফলাগম — ফলের উৎপত্তি। ফল ধরিবার সময়।

ফলানা — অমুক, অনির্দিষ্ট ব্যক্তি।

ফলানো — ফল বা ফসল উৎপাদন করা। প্রকাশ বা জাহির করা। [ঃ বিদ্যা

'ফলানো'।] সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তোলা। [ঃরং 'ফলানো'।]

ফলাফল — কাজের অনুরূপ ভালো-মন্দ পরিণাম। ক্রিয়া।

ফলার — ফলাহার, ফল খাওয়া। চিড়া দই ফল ইত্যাদি দ্রব্য ভক্ষণ। ঐরূপ দ্রব্যের ভোজ।

ফলারে — ফলার করিতে ভালোবাসে এমন।

ফলাহার — ফল খাওয়া, ফল ভক্ষণ, কেবল ফল খাইয়া থাকা।

ফলাহারী — যে কেবল ফল খাইযা থাকে, ফল যাহার প্রধান খাদ্য।

ফলাসক্ত — কর্মের ফল সম্পর্কে উদাসীন নহে এমন, নিষ্কাম নহে এমন।

ফলিত — ফলযুক্ত। প্রতিফলিত। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত, ব্যবহারিক, প্র্যাক্‌টিক্যাল। [ঃ'ফলিত' বিজ্ঞান।] **ফলিত জ্যোতিষ** — যে জ্যোতিষের দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ জানা যায় মনে করা হয়।

ফলে — কোনও কাজ বা ঘটনার পরিণতি রূপে, পরিণামে। ফলতঃ, আসলে।

ফলোৎপত্তি, ফলোদয় — ফলের উৎপত্তি, লাভ, উপকার।

ফল্গু — গয়ার বিখ্যাত নদী যাহার জলধারা বালির নীচ দিয়া প্রবাহিত হয় (বালি খুঁড়িলে জল পাওয়া যায়।) **ফল্গুধারা, ফল্গুপ্রবাহ, ফল্গুস্রোত** — অপ্রকাশিত বা গোপন প্রবাহ। [ঃবেদনার 'ফল্গুস্রোত'।]

ফষ্টি, ফষ্টিনষ্টি — রসিকতা, ফাজলামি, লঘু পরিহাস।

ফস্ — অসাবধানতা ও দ্রুততা সূচক অনুকার। [ঃ'ফস্' ক'রে ব'লে বসল।]

ফসকা — আলগা, ঢিলা, শিথিল। [ঃ'ফসকা' গেরো।]

ফসকানো — স্খলিত হওয়া, পিছলানো। [ঃপা 'ফসকানো'।] হাতছাড়া হওয়া, প্রায় আয়ত্ত হইয়াও না হওয়া। [ঃসুযোগটা 'ফস্‌কে' গেল।]

ফসফরাস — একরকম সহজদাহ্য মৌলিক পদার্থ, জীবদেহের একটি উপাদান।

ফসফস — শিথিলতা ও আলগা ভাব সূচক অনুকার।

ফসফসে — ফসফস করে এমন, আলগা, শিথিল। [ঃ'ফসফসে' মাটি।]

ফসল — উৎপন্ন শস্য।

ফসলী — ফসল সংক্রান্ত। [ঃ'ফসলী' জমি।]

ফসলী — আকবর প্রবর্তিত সন (১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণনা করা হয়, প্রায় বাংলা বৎসরের অনুরূপ)।

ফসিল — ('জীবাশ্ম' দেখ।)

ফাইন — জরিমানা, অর্থদণ্ড।

ফাইফরমাশ — ছোটখাটো নানারকম হুকুম। **ফাইফরমাশ খাটা** — ঐরকম হুকুম তামিল করা।

ফাইল — একত্র গুছাইয়া বা গাঁথিয়া রাখা কাগজপত্র। ঐরকম গুছাইয়া বা গাঁথিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহার্য জিনিস। **ফাইল করা** — কাগজপত্র ফাইলে গুছাইয়া রাখা।

ফাউ — ন্যায্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত সামান্য পরিমাণ কিছু। [ঃএক টাকা 'ফাউ' দিলাম।]

ফাউন্টেন পেন — একরকম কলম যাহার ভিতরে কালি থাকে এবং লিখিবার সময়ে কালি ঝরিয়া পড়ে, ঝরনা কলম।

ফাও — ('ফাউ' দেখ।)

ফাঁক — ফাঁকা শূন্য বা খালি জায়গা। [ঃএতোটুকু 'ফাঁক' নাই।] বিরাম, অবকাশ। [ঃ'ফাঁক' পাচ্ছি না।] তফাত, বিচ্ছিন্ন ও ঈষৎ দূরবর্তী স্থান।

[ঃ 'ফাঁকে' দাঁড়াও।] লিপ্ত না হইবার অবস্থা। [ঃ 'ফাঁকে' থাকতে চাই।] অসতর্কতার ফলে সুযোগ। [ঃ এই 'ফাঁকে' পালাও।] খালি, শূন্য। [ঃ থলি 'ফাঁক' করা।] পৃথক বা তফাত করা, প্রসারিত করা। [ঃ পা 'ফাঁক' করা।] **ফাঁকে পড়া** — ফাঁকিতে পড়া, বঞ্চিত হওয়া।

ফাঁকতাল — হঠাৎ বিনা চেষ্টায় পাওয়া সুযোগ। [ঃ 'ফাঁকতালে' জিনিসটা পেলাম।] (সংগীতে) তাল বিশেষ।

ফাঁক ফাঁক — মাঝে ফাঁক রহিয়াছে এমন-ভাবে পর পর। [ঃ 'ফাঁক ফাঁক' হ'য়ে ব'সো।] **ফাঁকে ফাঁকে** — দূরে দূরে, সংস্রব না রাখিয়া। [ঃ 'ফাঁকে ফাঁকে' থাকি।]

ফাঁকা — খোলা, উন্মুক্ত। [ঃ 'ফাঁকা' জায়গা।] খালি, শূন্য। [ঃ 'ফাঁকা' বাড়ি।] অর্থহীন, বাজে। [ঃ 'ফাঁকা' কথা।] খোলা জায়গা, উন্মুক্ত স্থান। [ঃ 'ফাঁকায়' এসে বসেছি।] **ফাঁকা আওয়াজ করা** — গুলী না ভরিয়া বন্দুকের শব্দ করা। (ব্যঙ্গে) বৃথা আস্ফালন করা, ধাপ্পা দেওয়া। **ফাঁকা কথা** — অর্থহীন বাজে কথা যাহাতে কাজ হয় না বা যাহার উপর নির্ভর করা চলে না।

ফাঁকা ফাঁকা — নির্জনতার বা শূন্যতার ভাব প্রকাশ করে এমন। [ঃ 'ফাঁকা ফাঁকা' লাগা।]

ফাঁকি — বঞ্চনা, প্রতারণা, ঠকানো। প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করণ। কাজে অযত্ন। [ঃ পড়ায় 'ফাঁকি'।] ব্যাখ্যার ফলে এড়াইবার মতো সুযোগ। [ঃ আইনের 'ফাঁকি'।] কূটপ্রশ্ন।

ফাঁকিঝুকি, ফাঁকিফুঁকি — ফাঁকি ও ঐ ধরনের জিনিস, প্রতারণা মিথ্যাকথা ইত্যাদি।

ফাঁকিবাজ — যে ফাঁকি দেয়, যে প্রতারণা করে, যে কাজে অযত্ন করে। বি. — **ফাঁকিবাজি**।

ফাগ — আবীর।

ফাগুন — ফাল্গুন।

ফাগুয়া — ফাগ খেলার উৎসব, হোলি।

ফাজলামি — বাচালতা, ফক্কুড়ি।

ফাজিল — বাচাল, ফক্কড়। জমার অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছে এমন।

ফাট — ফাটার ভাব, সামান্য ফাটল, চিড়। [ঃ 'ফাট' ধরা।]

ফাটক — কয়েদ, জেলখানা। [ঃ জেনানা 'ফাটক'।] দেউড়ি।

ফাটকা — ('ফটকা' দেখ।)

ফাটকি-নাটকি — হালকা ঠাট্টা-তামাসা, ফষ্টিনষ্টি। আজে-বাজে।

ফাটল — ফাটিয়া যাইবার ফলে ফাঁক।

ফাটা — বিদীর্ণ হওয়া, চিড় খাওয়া, ফাটল ধরা। বিস্ফোরণ হওয়া, সশব্দে বিদীর্ণ হওয়া। [ঃ বোমা 'ফাটা'।] ফাটল ধরিয়াছে এমন। [ঃ 'ফাটা' মাঠ।] বিস্ফোরণ হইয়াছে এমন। [ঃ 'ফাটা' বোমা।] **ফাটা-ফুটা** — ভাঙা-চোরা। [ঃ 'ফাটা-ফুটা' বাসন।] **ফুটি-ফাটা** — পাকা ফুটির মতো ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে এমন। [ঃ 'ফুটি-ফাটা' মাঠ।] **ছাতি ফাটা** — অসহ্য পিপাসা বোধ করা। **বুক ফাটা** — দুঃসহ বেদনা প্রকাশ করিতে না পারায় ব্যাকুলতা বোধ করা।

ফাটানো — বিদীর্ণ করা, চৌচির করা, চিড় ধরানো। বিস্ফোরণ করা। বিদীর্ণ করা বা বিস্ফোরণ করা হইয়াছে এমন। বিদারণ। বিস্ফোরিত করণ।

ফাটাফাটি — পরস্পর ফাটানো। [ঃ মাথা

'ফাটাফাটি'।] মাথা ফাটাফাটি ঘটিতে পারে এমন। [ঃ'ফাটাফাটি' কান্ড।] তুমুল বিবাদ। [ঃ'ফাটাফাটি' বাধা।]

ফাড়া — সজোরে ছিঁড়িয়া ফেলা। বিদীর্ণ করা। সজোরে ছিন্ন। বিদীর্ণ। বিদারণ।

ফাড়ানো — অপরকে দিয়া ফাড়া।

ফাঁড়া — সংকট, মৃত্যু ইত্যাদি কঠিন বিপদের সম্ভাবনা। [ঃ'ফাঁড়া' কাটল।]

ফাঁড়ি — পুলিশের ঘাটি, থানা।

ফাঁড়িদার — ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

ফান্ড — সংগৃহীত বা সঞ্চিত অর্থাদির তহবিল। [ঃবন্যা 'ফান্ড'।] **ফান্ড খোলা** — বিশেষ উদ্দেশ্যে অর্থাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা।

ফাতনা — ছিপের সুতায় বাঁধা সোলা বা পালকের শক্ত অংশ।

ফাতরা — (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ফাজিল, বাচাল, ধাপ্পাবাজ, বাজে। [ঃ'ফাতরা' লোক।]

ফাঁদ — পশুপাখী ধরিবার জন্য জাল। চক্রান্ত। গোলাকার জিনিসের মাঝের ফাঁক। [ঃচুড়ির 'ফাঁদ' ছোট।] **ফাঁদ পাতা** — ধরিবার বা আয়ত্ত করিবার জন্য প্রলুব্ধ করা। **ফাঁদে পড়া** — প্রলোভনের ফলে চক্রান্তে পড়িয়া বিপন্ন হওয়া। **ফাঁদে পা দেওয়া** — প্রলুব্ধ হইয়া চক্রান্তে পড়া।

ফাঁদা — প্রাথমিকভাবে গড়িয়া তোলা। [ঃব্যবসায় 'ফাঁদা'; ঃ গল্প 'ফাঁদা'।]

ফাঁদালো, ফাঁদী — বড়ো ফাঁক আছে এমন। [ঃ'ফাঁদী' নথ।]

ফানুস — কাগজের বেলুন যাহার তলায় আলো জবালিলে শূন্যে ভাসিয়া চলে। বাতির কাচের আবরণ। [ঃহারিকেনের 'ফানুস'।]

ফাঁপ — ফাঁকা জিনিসের ফোলা অবস্থা, ফাঁপিয়া ওঠার ভাব, স্ফীতি। [ঃপেটে 'ফাঁপ' ধরা।]

ফাঁপর — হতবুদ্ধি অবস্থা। [ঃ'ফাঁপরে' পড়া।] (প্রাচীন কবিতায়) স্ফীত, ফোলা। হতবুদ্ধি।

ফাঁপা — শূন্য জিনিস স্ফীত হওয়া। বায়ুপূর্ণ হওয়া। [ঃপেট 'ফাঁপা'।] স্ফীত হওয়া। [ঃজল 'ফাঁপা'।] দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া। অল্পকালের মধ্যে খুব ধনী হওয়া। ভিতরে ফাঁকা এমন, শূন্য-গর্ভ। [ঃ'ফাঁপা' নল।] স্ফীতি।

ফাঁপানো — বাতাস ভরিয়া ফুলানো। ভিতরে বাতাস ভরিবার ফলে ফুলিয়া উঠিয়াছে এমন। স্ফীত করণ। স্ফীত।

ফায়দা — ('ফয়দা' দেখ।)

ফায়ার — গুলীবর্ষণ। [ঃ'ফায়ার' করা।] আগুন। [ঃরেগে 'ফায়ার'।]

ফায়ারব্রিগেড — আগুন নিবাইবার জন্য নিযুক্ত বাহিনী, দমকল।

ফারখত, ফারখতি — ত্যাগপত্র। তালাক-নামা। ত্যাগ, বিসর্জন।

ফারসী — ইরানের ভাষা, ফার্শী।

ফারাও — প্রাচীন মিশরের রাজা ('যে বড় বাড়িতে' থাকে' এই মূল অর্থে)।

ফারাক — পার্থক্য, প্রভেদ। [ঃআশমান জমিন 'ফারাক'।]

ফার্স্ট — প্রথম। [ঃপরীক্ষায় 'ফার্স্ট' হয়েছে।]

ফাল — লাঙ্গলের ফলা। বড় ফালি, ফালা।

ফালতু, ফালতো — অনাবশ্যক, অতিরিক্ত। বাজে।

ফালা — বড় ফালি, বড় লম্বা টুকরা।

ফালাও — বিস্তৃত। বিস্তারিত। সকলের নজরে পড়ে এইভাবে প্রকাশিত, ফলাও। [ঃ'ফালাও' ক'রে সংবাদ ছাপা।]

ফালি — সরু লম্বা টুকরা। ছোট ফালা।
ফাল্গুন — বাংলা সনের একাদশ মাস।
ফাল্গুনি — অর্জুন, তৃতীয় পাণ্ডব।
ফাল্গুনী — ফাল্গুন সংক্রান্ত, ফাল্গুন মাসের। [ঃ'ফাল্গুনী' পূর্ণিমা।]
ফাঁস — দড়ি ইত্যাদির বাঁধন যাহা ইচ্ছামতো আঁট বা আলগা করা যায়।
ফাঁস — (গোপন বিষয়) প্রকাশিত। [ঃ খবর 'ফাঁস' করে দেওয়া।]
ফাঁসা — শিথিলতার ফলে খুলিয়া বা ধসিয়া যাওয়া। [ঃ হাঁড়ির তলা 'ফাঁসা'।] পণ্ড হওয়া।
ফাঁসানো — প'' করা। বিপদে ফেলা। চেরা। [ঃ ভুঁড়ি 'ফাঁসানো'।]
ফাঁসি — শাস্তির ফলে গলায় ফাঁস লাগাইয়া বধ। গলায় ফাঁস লাগাইয়া বধরূপ শাস্তি।
ফাসিজম্ — মুসোলিনি-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী মতবাদ যাহাতে জনমতের অপেক্ষা জুলুমের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়।
ফাসিস্ট — ফাসিজমে বিশ্বাসী। ফাসিজম্ সংক্রান্ত। জনমত উপেক্ষা করিয়া জুলুমের উপর নির্ভর করে এমন। [ঃ'ফাসিস্ট' মনোভাব।]
ফাঁসুড়ে — গলায় ফাঁস দিয়া বধ করে এমন। পথিকের গলায় ফাঁস লাগাইয়া বধ করিত এমন একরকম দস্যু, ঠগী।
ফি — প্রতি, প্রত্যেক। [ঃ 'ফি' বারে।]
ফি, ফিস — পারিশ্রমিক। [ঃ ডাক্তারের 'ফি'।] বিদ্যালয়ের বেতন ইত্যাদি। মাশুল, কর। [ঃ কোর্ট-'ফি'।]
ফিক — অকস্মাৎ হয় এমন স্নায়বিক ব্যথা। [ঃ 'ফিক' ধরা।] অকস্মাৎ ও স্নায়বিক। [ঃ 'ফিক' ব্যথা।]
ফিক্, ফিক — (হাসি সম্পর্কে) হঠাৎ ও ঈষৎ ভাবসূচক অনুকার।
ফিকফিক — বার বার ঈষৎ (হাসি)। [ঃ 'ফিকফিক' ক'রে হাসা।]
ফিকা — ঔজ্জ্বল্য বা তীব্রতা নাই এমন, হালকা, কড়া নহে। [ঃ 'ফিকা' রং; ঃ 'ফিকা' স্বাদ।] পানসে, জ'লো।
ফিকা — (গ্রাম্য প্রয়োগ) ছোঁড়া, নিক্ষেপ করা।
ফিকির — ফন্দি, মতলব। কার্যসিদ্ধির উপায়।
ফিকিরবাজ — ফন্দিবাজ, মতলববাজ। কার্যসিদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবনে পটু।
ফিকে — ('ফিকা' দেখ।)
ফিঙা, ফিঙে — ('ফিঙ্গা' দেখ।)
ফিঙ্গা, ফিঙ্গে — কালো রঙের একরকম পাখী।
ফিচলেমি — ফিচেলের মতো কাজ বা আচরণ।
ফিচেল — ধাপ্পাবাজ, বাচাল, নির্ভর বা বিশ্বাসের অযোগ্য।
ফিট — মূর্ছিত। [ঃ 'ফিট' হওয়া।] মূর্ছা। [ঃ 'ফিটের' ব্যামো।]
ফিট — যথাস্থানে মানানসই বা মাপসই ভাবে সংযুক্ত। [ঃ চাকা 'ফিট' করা।] **ফিট করা** — মাপসই বা মানানসই হওয়া। [ঃ জামাটা 'ফিট' করেনি।] ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। [ঃ 'ফিট' বাবু।]
ফিটকিরি — ('ফটকিরি' দেখ।)
ফিটন — চার চাকার একরকম ঘোড়ার গাড়ি যাহার ছাদ ইচ্ছামতো খোলা বা সংকুচিত করা যায়।
ফিটফাট — পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উপযুক্তভাবে সজ্জিত।
ফিটার — যে যন্ত্রাদি ফিট করে।

ফিটিং — যন্ত্রাদি ফিট করার কাজ বা মজুরি।

ফিতা — সরু লম্বা ফালি বা ফালির মতো জিনিস যাহা দিয়া কিছু বাঁধা বা মাপা যায়।

ফিতে — ('ফিতা' দেখ।)

ফিনকি — স্ফুলিঙ্গ, ফুলকি। সজোরে নির্গত সূক্ষ্ম ধারা। [ঃ 'ফিনকি' দিয়া রক্ত পড়া।]

ফিনফিন — মিহি পাতলা ভাব বা সূক্ষ্মতাসূচক অনুকার। [ঃ শাড়িটা 'ফিনফিন' করছে।]

ফিনফিনে — ফিনফিন্ করে এমন, খুব মিহি ও পাতলা, খুব সূক্ষ্ম। [ঃ 'ফিনফিনে' কাপড়।]

ফিনাইল — একরকম জীবাণুনাশক শোধন-দ্রব্য।

ফিনিক — ('ফিনকি' দেখ।) ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি। [ঃ আলোর 'ফিনিক'।]

ফিনিক্স — উপকথায় বর্ণিত একরকম পাখী যে তাহার মৃত্যুর্ পর নিজের ভস্ম হইতে পুনরায় জন্মলাভ করে।

ফিনিসিয়া — ফিনিসীয় জাতির প্রাচীন বাসস্থান।

ফিনিসীয় — ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এক প্রাচীন জাতির লোক ও তৎসংক্রান্ত। [ঃ 'ফিনিসীয়' সভ্যতা।]

ফিরঙ্গ — ইউরোপীয়।

ফিরঙ্গরোগ — জীবাণুজাত বিষাক্ত ক্ষত, উপদংশ, সিফিলিস।

ফিরত — ('ফেরত' দেখ।)

ফিরতি — ফেরত আসিয়াছে এমন। [ঃ 'ফিরতি' মাল।] ফিরিবার। [ঃ 'ফিরতি' পথ; 'ফিরতি' সময়।]

ফিরা — প্রত্যাবর্তন করা, গিয়া আবার আসা। ঘুরিয়া তাকানো বা দাঁড়ানো, ঘুরানো। [ঃ পিছন, 'ফিরা'।] পরিবর্তিত হওয়া। [ঃ ভাগ্য 'ফিরা'; ঃ পাশ 'ফিরা'।] ব্যর্থ হইয়া আসা, বিফল হইয়া যাওয়া। [ঃ অস্ত্র 'ফিরা'; ভিখারী 'ফিরা'; ঃ পাওনাদার 'ফিরা'।] বার বার যাওয়া, বহুস্থানে যাওয়া। [ঃ দেশে দেশে 'ফিরা'; ঃ দ্বারে দ্বারে 'ফিরা'।] **ফিরিয়া চাওয়া** — মুখ ফিরাইয়া দেখা, খোঁজখবর লওয়া, দয়া দেখানো। **পাশ ফিরা** — এক পাশের পরিবর্তে অন্য পাশের উপর ভর দিয়া শোওয়া।

ফিরানো — অন্য দিকে করা, ঘুরানো। [ঃ মুখ 'ফিরানো'।] ফিরিতে বাধ্য করা। যে বা যাহা গিয়াছে তাহাকে আনা বা আসিতে বাধ্য করা। [ঃ তাহাকে 'ফিরাও'।] বিফল হইয়া যাইতে বাধ্য করা। [ঃ পাওনাদারকে 'ফিরানো'; ঃ অস্ত্র 'ফিরানো'।] বদলানো। [ঃ কলি 'ফিরানো'; ঃ হুঁকার জল 'ফিরানো'; ঃ হুকুম 'ফিরানো'।] প্রদত্ত বস্তু পুনরায় গ্রহণ করা, প্রত্যাহার করা। [ঃ প্রতিশ্রুতি 'ফিরানো'।] **কথা ফিরানো** — উক্তি বদল করা, কথা বদল করা। প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করা। **কলি ফিরানো** — বাড়ি ইত্যাদিতে নূতন করিয়া চুনকাম করা।

ফিরাফিরি — বার বার বদল বা ফেরত। পরস্পর বদল।

ফিরি, ফিরিওলা — ('ফেরি' ও 'ফেরিওয়ালা' দেখ।)

ফিরিঙ্গি, ফিরিঙ্গী — ইউরোপীয় ও ভারতীয় নরনারীর মিলনের ফলে উৎপন্ন জাতি। ইউরেশীয়।

ফিরিস্তি — ফর্দ তালিকা।

ফিরোজা — একরকম নীল রঙের দামী পাথর। ঐ পাথরের মতো। [ঃ 'ফিরোজা'

রং।]

ফিলজফর, ফিলজফার — দার্শনিক।

ফিলজফি — দর্শনশাস্ত্র।

ফিল্ড — মাঠ। সুযোগসুবিধার ক্ষেত্র। [ঃ ব্যবসায়ের 'ফিল্ড'।

ফিল্ড মার্শাল — যুদ্ধক্ষেত্রের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ সেনাপতি।

ফিল্ম — পাতলা একরকম পাতের মতো জিনিস যাহার উপর ছায়াছবি তোলা হয়। চলচ্চিত্র।

ফিসফিস — চাপা গলার ধ্বনি, চাপা গলায় উচ্চারণ।

ফিসফিসানি — ফিসফিস ধ্বনি, ফিসফিস করিয়া উক্তি।

ফিসফিসানো — ফিসফিস করা।

ফিসিরফিসির — ক্রমাগত ফিসফিস।

ফী — ('ফি' ও 'ফিস' দেখ।)

ফীডার, ফীডিং বোতল — ছোট ছেলে-মেয়েকে দুধ খাওয়াইবার জন্য একরকম বোতল।

ফীস্ট — আনন্দপ্রকাশের জন্য ভোজ, প্রীতিভোজ।

ফু — মুখ দিয়া বাহির করা বাতাস। [ঃ 'ফু' দিয়া প্রদীপ নেবানো।] **ফুয়ে উড়ানো** — অতি সহজে পরাজিত বা ব্যর্থ করা। **গায়ে ফু দেওয়া** — নিষ্কর্মা থাকিয়া আরাম করা।

ফুক — মুখ দিয়া জোরে নির্গত বাতাস, ফুৎকার। **ঝাড়-ফুক** — মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ও ফু দিয়া চিকিৎসা।

ফুকরানো — চীৎকার করা, চেঁচানো। [ঃ 'ফুকরে' কাঁদা।]

ফুকা — দুগ্ধ নিঃসারণের জন্য গরুর যোনিতে ফু। ঐরূপ ফু দেওয়ার রীতি।

ফুকা — (নিন্দার্থে) ধূমপান করা। [ঃ বিড়ি 'ফুকা'।] অপব্যয় করিয়া অর্থাদি নষ্ট করা। [ঃ সব টাকা দু'দিনে 'ফুকে' দিল।] জোরে ফু দেওয়া। **শিঙ্গা ফুকা** — (ব্যঙ্গে) মরা, পটোল তোলা।

ফুকারা — (কবিতায়) ফুকরানো, চীৎকার করা। [ঃ নকিব 'ফুকারিছে'।]

ফুঙ্গী — ব্রহ্মদেশীয় সন্ন্যাসী।

ফুচকে — (নিন্দার্থে) ছোট, পুচকে। [ঃ 'ফুচকে' ছোঁড়া।]

ফুট — উত্তাপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন অবস্থা। [ঃ 'ফুট' ধরা।]

ফুট — ১২ ইঞ্চি, এক গজের তিন ভাগের এক ভাগ।

ফুটকড়াই, ফুটকলাই — ভাজিবার ফলে ফাটিয়া গিয়াছে এমন কলাই বা মটর।

ফুটকি — ছোট বিন্দু, ছোট ফোঁটা।

ফুটন — বিকশিত অবস্থা, ফোটা। উত্তাপে টগবগ করণ।

ফুটন্ত — যাহা ফুটিয়াছে, প্রস্ফুটিত। [ঃ 'ফুটন্ত' গোলাপ।] উত্তাপে ফুটিতেছে এমন। [ঃ 'ফুটন্ত' জল।]

ফুটপাত, ফুটপাথ — শহরের বড় রাস্তার দুই দিকে বাঁধানো জায়গা যেখান দিয়া লোকে পায়ে হাঁটিয়া চলে।

ফুটফুটে — ফরসা ও সুশ্রী। [ঃ 'ফুট-ফুটে' ছেলে।] উজ্জ্বল ও স্পষ্ট, পরিস্ফুট। [ঃ 'ফুটফুটে' জ্যোৎস্না।]

ফুটবল — পা দিয়া খেলিবার উপযোগী বাতাস-ভরা চামড়ার ভাঁটা। **ফুটবল খেলা** — ঐরূপ ভাঁটা লইয়া খেলা।

ফুটা — ছোট গর্ত, ছিদ্র। ছিদ্র আছে এমন, সচ্ছিদ্র। [ঃ 'ফুটা' কলসী।]

ফুটা — বিকশিত হওয়া প্রস্ফুটিত হওয়া। [ঃ ফুল 'ফুটিয়াছে'।] প্রকাশিত হওয়া, বাহির হওয়া। [ঃ 'তারা' ফুটিয়াছে।] আবরণ মুক্ত হওয়া, খোলা। [ঃ ডিম

'ফুটা'; ঃ বিড়ালছানার চোখ 'ফুটা'।] ঈষৎ উচ্চারিত হওয়া। [ঃকথা 'ফুটা'।] উত্তাপে টগবগ করা। [ঃজল 'ফুটা'।] উত্তাপে ফাটিয়া যাওয়া। [ঃখই 'ফুটা'; ঃ কলাই 'ফুটা'।] গাঁথা, বিদ্ধ হওয়া। [ঃকাঁটা 'ফুটা'।] **কথা ফোটা** — আধো-আধো কথা বলিতে শেখা। কোনও রকমে বলা। **চোখ ফোটা** — কুকুরছানা বিড়াল-ছানা ইত্যাদির চোখের জোড়া অবস্থা দূর হওয়া। চালাক হওয়া।

ফুটানি — (নিন্দায়) আস্ফালন, জাঁক, গর্বপ্রকাশ।

ফুটানো — বিকশিত করা। [ঃফুল 'ফুটানো'।] বিস্ফারিত করা, মেলিয়া ধরা। [ঃছাতা 'ফুটানো'।] তাপ দিয়া টগবগ করানো। [ঃজল 'ফুটানো'।] বিদ্ধ করানো। [ঃসূচ 'ফুটানো'।]

ফুটি — কাঁকুড় জাতীয় একরকম ফল।

ফুটিফাটা — পাকা ফুটির মতো ফাটা, চৌচির। [ঃগ্রীষ্মের 'ফুটিফাটা' মাঠ।] অস্থির, কুটিকুটি। [ঃ আহ্লাদে 'ফুটিফাটা'।]

ফুড়ুক, ফুড়ুত — ছোট পাখীর দ্রুত উড়ন সূচক অনুকার। হুঁকায় তামাক খাইবার শব্দ।

ফুৎকার — মুখ হইতে সজোরে বায়ু বাহির করণ, ফুঁ। **ফুৎকারে** — ফুঁ দিয়া, অতি সহজে।

ফুপা — পিসা, বাবার ভগ্নীপতি।

ফুপু — পিসী, বাবার বোন।

ফুফা, ফুফু — ('ফুপা' ও ফুপু' দেখ।)

ফুরতি — ('ফুর্তি' দেখ।)

ফুরন — কোন কাজ করিবার জন্য চুক্তি। ঐরূপ চুক্তি অনুসারে মজুরি।

ফুরফুর — বাতাসের মৃদু গতি সূচক অনুকার।

ফুরফুরে — ফুরফুর করে এমন, মৃদু-গতি। [ঃ'ফুরফুরে' হাওয়া।]

ফুরসত — অবকাশ, কাজের ফাঁক।

ফুরান — ('ফুরন' দেখ।)

ফুরানো — শেষ হওয়া। নিঃশেষ হওয়া।

ফুর্তি, ফুর্ত্তি — আনন্দ, আমোদ, হৈ-হল্লা। দায়িত্বহীন ও নিন্দনীয় আমোদ-প্রমোদ।

ফুল — বিকশিত কুঁড়ি, পুষ্প, কুসুম। ফুলের মতো দেখিতে একরকম কানের গহনা। ফুলের মতো দেখায় এমন নকশা। সদ্যোজাত সন্তানের নাভির নাড়ীতে সংযুক্ত থাকে এমন মাংসপিন্ড, গর্ভপুষ্প। **ফুল তোলা** — ফুলের মতো নকশা করা। **ফুল পড়া** — সদ্যোজাত সন্তানের জননীর গর্ভ হইতে গর্ভপুষ্প বাহির হওয়া।

ফুল — পুরা। [ঃ'ফুল'-হাতা।]

ফুলওয়ালা — ফুল-বিক্রেতা। স্ত্রী. — **ফুলওয়ালী**।

ফুলকপি — একরকম সুপরিচিত সবজি।

ফুলকা — মাছের কানকোর নীচেকার চিরুনির মতো দেখিতে শ্বাসযন্ত্র।

ফুলকা — হালকা ও ফাঁপা। [ঃ'ফুলকা' লুচি।]

ফুলকাটা — ফুলের নকশা তোলা।

ফুলকি — স্ফুলিঙ্গ।

ফুলকো — ('ফুলকা' দেখ।)

ফুলঝুরি — একরকম আতশবাজি যাহা জ্বালাইলে ফুলের মতো স্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া পড়িতে থাকে।

ফুলদান, ফুলদানি — ফুল রাখিবার উপযোগী পাত্র।

ফুলদার — ফুলের নকশা আছে এমন।

ফুলধনু — মদনের পুষ্পবাণ। মদন, প্রেমের দেবতা।

ফুলন্ত — ফুল ধরিয়াছে বা ফুল ফুটিতেছে এমন।

ফুলবড়ি — দালবাটা দিয়া প্রস্তুত একরকম ছোট বড়ি।

ফুলবাবু — অতি শৌখিন লোক, অতিশয় সাজসজ্জা করে এমন ব্যক্তি।

ফুলশর — ('ফুলধনু' দেখ।)

ফুলশয্যা — ফুলের বিছানা। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর প্রথম একত্র শয়নের অনুষ্ঠান। [ঃ 'ফুলশয্যার' রাত।]

ফুলস্ক্যাপ — একরকম মাপের কাগজ। (দৈর্ঘ্যে ১৬½ এবং প্রস্থে ১৩½ ইঞ্চি।)

ফুলহাতা — ফুল হাতা আছে এমন। [ঃ 'ফুলহাতা' ব্লাউজ।]

ফুলা — স্ফীত হওয়া, হাওয়ায় উঁচু হওয়া, ফাঁপা। মোটা হওয়া। রোগে দেহের অংশ স্ফীত হওয়া। হঠাৎ ধনবান্ ও গর্বিত হওয়া। স্ফীত, ফাঁপা, উঁচু।

ফুলানো — স্ফীত করা, হাওয়া ভরিয়া উঁচু করা, ফাঁপানো। **বুক ফুলানো** — শক্তি বা গর্বের প্রকাশ ইচ্ছায় বুক উঁচু করা।

ফুলুরি — দালের ভাজা একরকম বড়া।

ফুলেল — ফুলের গন্ধযুক্ত। [ঃ 'ফুলেল' তেল।]

ফুল্ল — ফুটিয়াছে এমন, প্রস্ফুটিত, বিকশিত। [ঃ 'ফুল্ল' কুসুম।] ফুলময়, কুসুমিত। [ঃ 'ফুল্ল' কানন।] আনন্দিত, প্রফুল্ল।

ফুল্লরা — চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত কালকেতুর স্ত্রী ও শ্রীমন্তের জননী।

ফুস — ফিসফিস শব্দে উচ্চারিত, গোপন। [ঃ 'ফুস' মন্তর।]

ফুসফাস — চক্রান্ত বা গোপনতাসূচক ফিসফিস করিয়া কথাবার্তা বা তাহার শব্দ।

ফুসুরফাসুর — ক্রমাগত বা বার বার ফুসফাস।

ফুসকুড়ি — ছোট ব্রণ, খুব ছোট ফোড়া।

ফুসফুস — বুকের ভিতরের শ্বাসযন্ত্র যাহা দেহের রক্ত শোধনের কাজ করে, 'লাংগ্‌স্'।

ফুসফুস — ('ফিসফিস' দেখ।)

ফুসলানো — কোন নিন্দনীয় কাজ করার জন্য গোপনে পরামর্শ দেওয়া। স্ত্রীলোককে অসদুদ্দেশ্যে প্রলোভন দেখানো।

ফেউ — শৃগাল, ফেরু। (প্রবাদ অনুসারে ফেউ বাঘের পিছনে থাকিয়া চীৎকার করে।) পিছনে লাগিয়া বিরক্ত বা উত্ত্যক্ত করে এমন ব্যক্তি। **ফেউ লাগা** — অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র ব্যক্তি পিছনে লাগিয়া ক্রমাগত বিরক্ত করা।

ফেঁকড়া — প্রশাখা, ছোট ডাল। কোনও বিষয় হইতে উদ্ভূত আনুষঙ্গিক জটিল বিষয়। ফেসাদ, বাধা।

ফেঁকড়ি — ছোট ডাল, ছোট ফেঁকড়া।

ফেকাশে — ('ফ্যাকাশে' দেখ।)

ফেঁচ — হাঁচির অনুচ্চ শব্দ।

ফেচাং — ফেঁকড়া, ফেসাদ, আনুষঙ্গিক ছোটখাটো জটিল বিষয়।

ফেটা — পটি, কাপড় ইত্যাদির লম্বা বড় ফালি।

ফেটানো — ক্রমাগত দলিয়া নাড়িয়া ফাঁপানো, ডাবা। [ঃ 'সর' ফেটানো।] দলিয়া নাড়িয়া ফাঁপানো হইয়াছে এমন।

ফেটি — ছোট ফেটা, ছোট পটি। সুতার গোছা।

ফেটিন — ('ফিটন' দেখ।)

ফেডারেশন — কতকগুলি রাজ্যের মিলিত ঐক্যবদ্ধ রূপ, যুক্তরাষ্ট্র। সংঘ।

ফেন — ভাতের মাড়। ফেনা, তরলবস্তুর উপরে জমা বুদবুদ, গাঁজলা। [ঃ দুগ্ধ-'ফেন'-নিভ।]

ফেনা — ফেন, বায়ুপূর্ণ তরল পদার্থ, জমিয়া-ওঠা বুদবুদ, গাঁজলা।

ফেনানো — ফেনযুক্ত করা, ডাবিয়া বা ফেটাইয়া ফেনা তোলা। অতিরঞ্জিত করা। [ঃ 'ফেনাইয়া' বলা।]

ফেনায়মান — যাহাতে ফেনা উঠিতেছে এমন।

ফেনায়িত — যাহাতে ফেনা তোলা হইয়াছে বা উঠিয়াছে এমন।

ফেনি — বড়ো একরকম বাতাসা।

ফেনিল — সফেন, ফেনযুক্ত, ফেনা আছে এমন। বি. — **ফেনিলতা**।

ফেব্রুআরি, ফেব্রুয়ারি — ইংরেজী বৎসরের দ্বিতীয় মাস।

ফের — আবার, পুনরায়। প্যাঁচ। [ঃ কথার 'ফের'।] ঘের, বেষ্টন। [ঃ সুতার 'ফের'।] বিপাক, বিপদ। [ঃ 'ফেরে' পড়া।] কুফল, অশুভ ফল। [ঃ গ্রহের 'ফের'।] পার্থক্য, ভেদ। [ঃ রকম-'ফের'।]

ফেরত — ('ফিরত' দেখ।)

ফেরতা — কোনও স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ জেল-'ফেরতা'; ঃ বিলাত-'ফেরতা'।] ফিরিবার কালে বা পথে। [ঃ আপিস-'ফেরতা'।] পুনরায় আসিয়াছে বা ঘুরিয়া আসিয়াছে এমন। [ঃ হাত-'ফেরতা'; ঃ তাল-'ফেরতা'।]

ফেরা — ('ফিরা' দেখ।) প্রত্যাবর্তন। প্রত্যাগত, ফিরিয়া আসিয়াছে এমন।

ফেরাই — তাসখেলায় উচ্চ শ্রেণীর তাস যাহা দিয়া পিট লওয়া যায়।

ফেরানো — ('ফিরানো' দেখ।) ফিরানো হইয়াছে এমন। বিফল করণ, ফিরাইয়া আনয়ন।

ফেরাফেরি — ('ফিরাফিরি' দেখ।)

ফেরার — পলায়িত, আত্মগোপন করিয়াছে এমন। [ঃ আসামী 'ফেরার' হওয়া।]

ফেরারী — পলায়নকারী, আত্মগোপন-কারী। [ঃ 'ফেরারী' আসামী।]

ফেরি -- পথে ফিরিয়া বা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বিক্রয়। [ঃ 'ফেরি' করা।] পথে বা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া গান। [ঃ প্রভাত-'ফেরি'।]

ফেরি — খেয়া। খেয়া নৌকা।

ফেরিওয়ালা, ফেরিওলা — পথে বা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বিক্রয় করে এমন ব্যক্তি।

ফেরু — শৃগাল। **ফেরুপাল** — শৃগালের দল।

ফেরেববাজ — ধোকাবাজ, প্রবঞ্চক, ধাপ্পা-বাজ।

ফেরেববাজি -- ধোকাবাজি, প্রবঞ্চনা।

ফেরেশ্তা — স্বর্গীয় দূত, দেবদূত।

ফেল — পরীক্ষায় অকৃতকার্য, পাস করিতে পারে নাই এমন। [ঃ 'ফেল' হওয়া।] ব্যবসায় ইত্যাদিতে অকৃতকার্য, দেউলিয়া। [ঃ দোকান 'ফেল'; ব্যাংক 'ফেল'।] **ফেল করা** -- ফেল হওয়া। [ঃ পরীক্ষায় 'ফেল করা'।] দেউলিয়া করা। **ফেল করানো** -- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না দেওয়া। **ফেল পড়া** — দেউলিয়া হওয়া, ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হওয়া। [ঃ ব্যাংক 'ফেল পড়া'।] **ফেল মারা** — (অবজ্ঞায় বা বিদ্রূপে) ফেল হওয়া।

ফেলনা — ফেলার যোগ্য, উপেক্ষণীয়, তুচ্ছ।

ফেলা — নিক্ষেপ করা। পাতিত করা। ত্যাগ করা। [ঃ নিঃশ্বাস 'ফেলা'।] তুচ্ছ হিসাবে ত্যাগ করা। [ঃ ছেলেটাকে

তো 'ফেলে' দিতে পারি না।] ঘটনার সহিত জড়িত করা, বিশেষ অবস্থার মধ্যে স্থাপিত করা। [ঃ বিপদে 'ফেলা'।] হঠাৎ বা অনিচ্ছাক্রমে. কিছু করা। [ঃ দেখিয়া 'ফেলা'।] সম্পূর্ণরূপে করা, সারা, শেষ করা, চুকানো। [ঃ করিয়া 'ফেলা'; ঃ খাইয়া 'ফেলা'।] নির্দিষ্ট করা। [ঃ মকদ্দমার দিন 'ফেলা'।] ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিয়োগ করা। [ঃ টাকা 'ফেলা'।] নিক্ষিপ্ত। যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে এমন, ত্যক্ত। ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিযুক্ত। **ফেলা যাওয়া** — অপ্রয়োজনে নষ্ট হওয়া। বাদ যাওয়া, বাদ পড়া।

হেলা-ফেলা — তুচ্ছ, উপেক্ষণীয়। অবহেলার যোগ্য।

ফেলাছড়া — অযত্নে ছড়ানো।

ফেসাদ — ('ফ্যাসাদ' দেখ।)

ফেঁসো — ছোট আঁশ। [ঃ পাটের 'ফেঁসো'।]

ফোকর — ছোট গর্ত। খোপ।

ফোকলা — দাঁত নাই এমন, দন্তহীন।

ফোঁকা — ('ফুঁকা' দেখ।)

ফোস্কা — ('ফস্কা' দেখ।)

ফোটা — ('ফুটা' দেখ।) বিকশিত ভাব, বিকশিত অবস্থালাভ। প্রকাশলাভ। বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রকাশলাভ। [ঃ চোখ 'ফোটা'।] ফুটন্ত অবস্থালাভ, ফুটন্ত ভাব। বেঁধা। বিকশিত। প্রকাশিত। ফুটন্ত।

ফোঁটা — বিন্দু। বিন্দুর মতো চিহ্ন। তাসের চিহ্ন। (ব্যঙ্গে) তিলক। **ফোঁটা কাটা** — তিলক কাটা। **একফোঁটা** — ক্ষুদ্র। খুব ছোট। **ছিটেফোঁটা** — সামান্যতম পরিমাণ। তিলক।

ফোটানো — ('ফুটানো' দেখ।) বিকশিত করণ, মেলিয়া ধরা। উত্তপ্ত ও সিদ্ধকরণ। বিদ্ধকরণ। বিকশিত করা হইয়াছে এমন। অত্যন্ত গরম ও সিদ্ধ করা হইয়াছে এমন। বিদ্ধ করা হইয়াছে এমন।

ফোটো, ফোটোগ্রাফ, ফোটোগ্রাফার, ফোটোগ্রাফি — ('ফটো' দেখ।)

ফোঁড় — বিদ্ধ করিবার ফলে ছিদ্র। সেলায়ের জন্য বিদ্ধ করণ। [ঃ 'ফোঁড়' তোলা।] **এফোঁড়-ওফোঁড়** — একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত বিদ্ধ করা হইয়াছে এমন। **ভুঁইফোঁড়** — (নিন্দার্থে) হঠাৎ হইয়াছে বা গজাইয়াছে এমন।

ফোড়ন — গরম তেলে বা ঘিয়ে মসলা দিয়া ব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রণ, সম্বরা। ঐজন্য ব্যবহৃত মসলা। [ঃ পাঁচ 'ফোড়ন'।] (নিন্দার্থে) কথাবার্তার মাঝে উক্তি বা মন্তব্য প্রকাশ।

ফোড়া — পুঁজ হয় এমন বড় ব্রণ।

ফোঁড়া — গাঁথা, বিদ্ধ করা, বিঁধিয়া ছিদ্র করা।

ফোতো — তুচ্ছ, ভুয়া, অন্তঃসারশূন্য। [ঃ 'ফোতো' কাপ্তেন।]

ফোন — বৈদ্যুতিক যন্ত্রযোগে আলাপ। [ঃ 'ফোন' করা।] ঐরূপ আলাপের যন্ত্র।

ফোঁপরদালাল — যে বাজে কথা বলিয়া মাতব্বরি করে বা বাজে পরামর্শ দেয়।

ফোঁপরদালালি — অন্তঃসারশূন্য মাতব্বরি, অযাচিতভাবে বাজে পরামর্শ দান।

ফোঁপরা — শূন্যগর্ভ, ঝাঁজরা, ফাঁপা, ছিদ্রবহুল।

ফোঁপল — নারিকেলের অঙ্কুরের ফাঁপা অংশ যাহা খোলার মধ্যে থাকে।

ফোঁপানি — ফোঁস ফোঁস গর্জন ও দেহ স্ফীত করণ। [ঃ সাপের 'ফোঁপানি'।]

ফোঁপানো — ফোলা ও ফোঁস ফোঁস করা। [ঃ 'ফুঁপিয়ে' কাঁদা।]

ফোয়ারা — কৃত্রিম ঝরনা, কৃত্রিমভাবে উৎসারিত জলধারা।

ফোরটুয়েণ্টি — (ব্যঙ্গ) ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় ব্যক্তি, জুয়াচোর, ধোকাবাজ, প্রতারক।

ফোরম্যান — প্রধান কারিকর বা যন্ত্রচালক, সর্দার। শ্রমিক। জুরির প্রধান ব্যক্তি।

ফোর্ট — কেল্লা, দুর্গ।

ফোলা — ('ফুলা' দেখ।) স্ফীতি। স্ফীত।

ফোলানো — ('ফুলানো' দেখ।) স্ফীত করণ। স্ফীত করা হইয়াছে এমন।

ফোলিও — এক তা কাগজ একবার ভাঁজ করিলে যে সাইজ হয়। ঐরূপ সাইজের। **ফোলিও ব্যাগ** — ঐরূপ সাইজের কাগজ রাখিবার উপযোগী ব্যাগ।

ফোসকা — জলভরা গায়ের চামড়ার স্ফীতি। বায়ুভরা ঐরূপ স্ফীতি।

ফোঁসা — ফোঁস ফোঁস করা।

ফোস্কা — ('ফোসকা' দেখ।)

ফৌজ — সৈন্যদল।

ফৌজদার — সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। কোতোয়াল।

ফৌজদারি — মারপিট খুন জখম ইত্যাদি সম্পর্কে আদালতে অভিযোগ। [ঃ 'ফৌজদারি' করা।] ফৌজদারের কাজ বা পদ।

ফৌজদারী — ফৌজদার বা ফৌজদারি সংক্রান্ত।

ফৌজী — ফৌজ সংক্রান্ত, মিলিটারি।

ফৌত — মৃত। ধ্বংসপ্রাপ্ত।

ফ্যাঁকড়া — ('ফেঁকড়া' দেখ।)

ফ্যাকাশে — পাণ্ডুবর্ণ, বিবর্ণ। ফিকে, অল্পস্বাদ।

ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরি — কলকারখানা।

ফ্যাচাং — ('ফেচাং' দেখ।)

ফ্যা ফ্যা — অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জীবিকা সংস্থানের চেষ্টায় দৌড়াদৌড়ি ও সেজন্য ক্লান্তি সূচক অনুকার। [ঃ 'ফ্যা ফ্যা' করে বেড়ানো।]

ফ্যাচফেচে — ফ্যাচফ্যাচ করে এমন।

ফ্যাচফ্যাচ — ক্রমাগত বকবক। [ঃ 'ফ্যাচ-ফ্যাচ' করা।]

ফ্যালফ্যাল — চোখের বিমূঢ়তা বা নির্বুদ্ধিতা সূচক বিস্ফারিত ভাব। [ঃ 'ফ্যালফ্যাল' করিয়া তাকানো।]

ফ্যাশন — সাময়িক শৌখীন চালচলন, রেওয়াজ। [ঃ হাল 'ফ্যাশন'।]

ফ্যাশনেবল্ — সাময়িক শৌখীন চাল-চলনযুক্ত।

ফ্যাশান — ('ফ্যাশন' দেখ।)

ফ্যাসাদ — ঝঞ্ঝাট, মুশকিল, প্রতিকূল অবস্থা, বিঘ্ন।

ফ্যাসাদে — ফ্যাসাদ ঘটায় বা সহজে ফ্যাসাদে পড়ে এমন।

ফ্রক — ছোট মেয়েদের পরিবার উপযোগী একরকম জামা।

ফ্রাঁ — ফ্রান্সে প্রচলিত মুদ্রা।

ফ্রান্স — ইউরোপের একটি দেশ, ফরাসী-দেশ।

ফ্রী — বিনা খরচে পাওয়া যায় এমন। বিনা খরচে ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় এমন। [ঃ ফ্রী' স্কুল।] ঐরূপ সুযোগ পায় বা ব্যবহার করে এমন। [ঃ 'ফ্রী' ছাত্র।]

ফ্রেঞ্চ — ফ্রান্স সংক্রান্ত। ফ্রান্সের অধিবাসী। ফ্রান্সের ভাষা।

ফ্রেম — লোহা কাঠ ইত্যাদি শক্ত বস্তু দিয়া তৈয়ারী কাঠামো বা বেষ্টনী।

ফ্লানেল — একরকম পশমী কাপড়।

ফ্লার্ট — (মেয়েদের) ভালোবাসার অভিনয়, কপট প্রেম। [ঃ 'ফ্লার্ট' করা।] কপট প্রেমিকা।

ফ্ল্যাট — বাড়ির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ।

ব

ব — তাঁতের অংশ বিশেষ। **ব ছেঁড়া** — বুনিবার সময়ে ত্রুটির ফলে কাপড়ে ফাঁক ও সুতার জট। **ব তোলা** — টানার সুতা বয়ের ভিতর দিয়া লওয়া।

বই — পুস্তক, কেতাব, বহি। খাতা। [ঃ নোট-'বই'।] **বইয়ের পোকা** — যে খুব বই পড়ে, গ্রন্থকীট।

বই, বইকি — ('বৈ' ও 'বৈকি' দেখ।)

বঁইচি — একরকম কাঁটাযুক্ত ছোট গাছ ও তাহার ছোট ফল।

বইঠা — নৌকার ছোট দাঁড়।

বউ — বধূ, স্ত্রী, পত্নী। [ঃ ছেলের 'বউ'।] ছেলের স্ত্রী, পুত্রবধূ। [ঃ শাশুড়ী-'বউ'।]

বউ-কথা-কও — একরকম পাখী যাহার ডাক শুনিয়া মনে হয় যে সে বউ-কথা-কও বউ-কথা-কও বলিতেছে।

বউকাঁটকী — বউয়ের পীড়ন করে এমন (শাশুড়ী)।

বউঠাকরুন, বউঠাকুরানী — সম্মানযোগ্যা বধূ। বউদিদি।

বউড়ি, বউড়ী — (গ্রাম্য প্রয়োগ) অল্প-বয়সী বধূ, বধূ।

বউদি, বউদিদি — বড় ভাইয়ের স্ত্রী।

বউনি — দিনের প্রথম বিক্রয়। [ঃ 'বউনি' করা; ঃ 'বউনি' হওয়া।]

বউভাত — বিবাহের পরবর্তী অনুষ্ঠান যাহাতে আত্মীয়স্বজনকে নববধূর ছোঁয়া ভাত খাইতে দেওয়া হয়, পাকস্পর্শ।

বউমা — পুত্রবধূ, ছেলের বউ। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। পুত্রতুল্য বা অনুজতুল্য ব্যক্তির স্ত্রী।

বউল — আমের ফুল, মুকুল।

বওয়া — প্রবাহিত হওয়া, বহা। ব্যবহার না করায় সময় অতিক্রান্ত হওয়া। [ঃ লগ্ন 'বওয়া'; ঃ বেলা 'বওয়া'।]

বওয়া — বহন করা। [ঃ বোঝা 'বওয়া'।]

বওয়া — কুসঙ্গে পড়িয়া নষ্ট হওয়া, বখা।

বওয়াটে — কুসঙ্গে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে এমন। [ঃ 'বওয়াটে' ছেলে।]

বওয়ানো — প্রবাহিত করা, বহানো। [ঃ ঝড় 'বইয়ে' দিল।] অতিক্রান্ত করা, ব্যবহার না করিয়া নির্দিষ্ট সময় কাটাইয়া দেওয়া। [ঃ লগ্ন 'বওয়ানো'।]

বওয়ানো — বহন করানো। [ঃ মোট 'বওয়ানো'।]

বওয়ানো — কুসঙ্গ আনিয়া নষ্ট করা, বখানো। [ঃ ছেলেটাকে 'বইয়ে' দিয়েছে।]

বংশ — একই পূর্বপুরুষ হইতে জাত ব্যক্তির সমষ্টি, কুল। সন্তান। [ঃ 'নির্বংশ'।]

বংশ — বাঁশ।

বংশগত — পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত, বিশেষ বংশে জন্মের ফলে ঘটিয়াছে এমন। [ঃ 'বংশগত' দোষ।]

বংশগতি — পুরুষানুক্রমে দৈহিক বা মানসিক দোষগুণের বিস্তার বা সংক্রমণ।

বংশগৌরব — উচ্চবংশে জন্মের জন্য মর্যাদা, আভিজাত্য।

বংশজ — বংশে জন্মিয়াছে এমন। কুলীন নহে, মৌলিক। উচ্চবংশে জাত।

বংশতালিকা — বংশে জাত বিভিন্ন ব্যক্তির তালিকা।

বংশধর — যে বংশরক্ষা করে, পুত্র-

পৌত্রাদি।
বংশপঞ্জি, বংশপঞ্জী — ('বংশতালিকা' দেখ।)
বংশপরম্পরা — পুরুষানুক্রম।
বংশপরম্পরা, বংশপরম্পরায় — পুরুষানুক্রমে।
বংশবৃদ্ধি — বহু পুত্রপৌত্রাদির জন্ম।
বংশমর্যাদা, বংশমর্য্যাদা — উচ্চ বংশে জন্মলাভের ফলে সম্মান, আভিজাত্য।
বংশলতা — বংশে জাত ব্যক্তিদের বিশদ ও ধারাবাহিক তালিকা।
বংশলোচন — বাঁশের ভিতরে হয় এমন সাদা একরকম জিনিস যাহা ঔষধে লাগে।
বংশলোপ — বংশে কেহ জীবিত না থাকা, বংশের সকলের মৃত্যু।
বংশশলাকা — বাঁশের কাঠি বা বাখারি।
বংশাগ্র — বাঁশের আগা।
বংশাঙ্কুর — বাঁশের কোঁড়া, বাঁশের অঙ্কুর।
বংশানুক্রম — পুরুষানুক্রম, বংশপরম্পরা। বিণ. -- **বংশানুক্রমিক**। **বংশানুক্রমে** — বংশের বিভিন্ন পুরুষের মধ্য দিয়া পর পর।
বংশাবতংস — বংশের অলংকার স্বরূপ, বংশের গৌরববর্ধনকারী।
বংশাবলী — বংশের ব্যক্তিদের তালিকা, কুলজি।
বংশী — বাঁশি, মুরলী।
বংশীধর, বংশীধারী — বংশী ধারণ করেন যিনি, শ্রীকৃষ্ণ।
বংশীধ্বনি — বাঁশির শব্দ।
বংশীবট — যে বটগাছের নীচে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতেন।
বংশীবদন — যাঁহার মুখে বাঁশি রহিয়াছে বা থাকে, শ্রীকৃষ্ণ।
বংশীবাদন — বাঁশি বাজানো।
বংশীয় — বংশে জাত। বংশ সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **বংশীয়া**।
বক — লম্বা পা ও উঁচু ঘাড়ওয়ালা একরকম সুপরিচিত পাখি। বিদ্রূপ প্রকাশের জন্য বকের ঘাড়ের মতো করিয়া হাতের ভঙ্গী। [ঃ 'বক' দেখানো।]
বক — মহাভারতে বর্ণিত একটি রাক্ষসের নাম ভীম যাহাকে বধ করেন। কংসের অনুচর।
বকধর্ম বকধর্ম্ম — ধর্মের নামে অধর্ম, কপট ধর্ম।
বকধার্মিক, বকধার্ম্মিক — কপট ধার্মিক, মুখে ধর্মের কথা বলে ও গোপনে পাপাচরণ করে এমন। বি. -- **বকধার্মিকতা, বকধার্ম্মিকতা**।
বকঠুঁটো — বকের মতো লম্বা সরু ঠোঁট আছে এমন একরকম মাছ, গাংদাড়া।
বকনা -- স্ত্রী গোরু যাহার এখনও বাছুর হয় নাই, অল্পবয়সী গাই।
বকবক — ক্রমাগত উক্তি, অনর্গল কথন। [ঃ 'বকবক' করা।]
বকবকম — পায়রার ডাক।
বকরবকর — ('বকবক' দেখ।)
বকযন্ত্র — বাষ্পীভূত বা চোলাই করিবার পক্ষে উপযোগী একরকম যন্ত্র।
বকর-ঈদ - - ('বকরীদ' দেখ।)
বকরা — ছাগ। স্ত্রী. — **বকরী**।
বকরীদ — মুসলমানদের পর্ববিশেষ, ঈদ্-উজ-জুহা। (ইব্রাহিম কর্তৃক ভগবানের উদ্দেশ্যে পুত্র বলিদানের স্মরণদিবস উপলক্ষে উৎসব ও পশুবধ।)
বকলম — অপরের পরিবর্তে যে সহি করে। (সহির আগে 'বকলম' বা 'বঃ' লেখা হয়।), অপরের পরিবর্তে।
বকলস — কোমরবন্ধ ইত্যাদি আটকাইবার উপযোগী খিল। ঐরূপ খিলওয়ালা

চামড়া ইত্যাদির ফিতা।

বকশিস — পারিতোষিক, খুশী হইয়া চাকর ইত্যাদিকে দেয় বস্তু।

বকশী — মুসলমান আমলের বেতন-বণ্টনকারী রাজকর্মচারী। উপাধি বিশেষ।

বর্কসিস — ('বকশিস' দেখ।)

বকা - বৃথা বা বেশী কথা বলা। তিরস্কার করা।

বকা — ('বখা' দেখ।)

বকাট — বাচাল, ফাজিল।

বকাটে — ('বখাটে' দেখ।)

বকানো — বেশী কথা বলিতে বাধ্য উৎসাহিত বা প্ররোচিত করা।

বকানো — ('বখানো' দেখ।)

বকাবকি — তিরস্কার। পরস্পর বকা, বচসা।

বকামি - ('বখামি' দেখ।)

বকান - ঔষধাদির জন্য গাছগাছড়া।

বকুনি — অনর্গল কথা। বকবক করণ। তিরস্কার, বকাবকি।

বকুল একরকম সুগন্ধ ছোট ফুল ও তাহার গাছ। **বকুলতলা** — বকুল গাছের তলা। **বকুলফুল** — বকুল। সখীত্বের নাম বিশেষ। [ঃ 'বকুলফুল' পাতানো।]

বকেয়া — বাকী প্রাপ্য। [ঃ 'বকেয়া' খাজনা।]

বক্তব্য — বলার যোগ্য, কথনীয়। বলিতে হইবে বা বলিতে চাওয়া হইয়াছে এমন। বলিতে হইবে বা বলিতে চাওয়া হইয়াছে এমন বিষয়।

বক্তা — যে বলে। যে বক্তৃতা করে। বলিতে পটু।

বক্তৃতা — সভাসমিতিতে উচ্চকণ্ঠে দীর্ঘ উক্তি। **বক্তৃতা দেওয়া** — ঐরূপ উক্তি করা।

বক্ত্র — মুখ।

বক্র — বাঁকা। সরল নহে, কুটিল। বি. — **বক্রতা**।

বক্রী — (গ্রাম্য প্রয়োগ) বাকী। [ঃ 'বক্রী' টাকা।]

বক্রোক্তি — সহজে বোঝা যায় না এমন-ভাবে নিন্দা বা তিরস্কার, শ্লেষবাক্য। সাহিত্যে ঐ ধরনের বাচনভঙ্গি।

বক্ষ — বুক। স্তন। হৃদয়।

বক্ষঃপঞ্জর — বুকের পাঁজর, বুকের উপরের ও পাশের হাড়।

বক্ষঃপিঞ্জর — হাড়ের বেষ্টনীতে ঢাকা বুক বা বুকের ভিতর।

বক্ষঃস্থল — বুক, বুকের উপর বা ভিতরের অংশ।

বক্ষদেশ — ('বক্ষঃস্থল' দেখ।)

বক্ষপঞ্জর, বক্ষপিঞ্জর, বক্ষস্থল — ('বক্ষঃপঞ্জর,' 'বক্ষঃপিঞ্জর' ও 'বক্ষঃস্থল' দেখ।)

বক্ষোজ, বক্ষোরুহ — স্তন।

বক্ষ্যমাণ — যাহা বলা হইবে, বক্তব্য।

বখরা — অংশ, ভাগ।

বখরাদার — ভাগী, অংশীদার।

বখা কুসঙ্গে নষ্ট হওয়া। সংগদোষে নষ্ট হইয়াছে এমন।

বখাটে — কুসঙ্গে নষ্ট হইয়াছে এমন।

বখানো — সংগদোষে নষ্ট করা।

বখামি, বখামো — কুসঙ্গে নষ্ট হইয়াছে এমন ব্যক্তির মতো আচরণ।

বখেড়া — ঝঞ্ঝাট। বাধা। বিবাদ।

বখেয়া — একরকম সেলাই।

বগ — (কথ্য ও গ্রাম্য প্রয়োগ) বক।

বগয়রহ — (আদালতী প্রয়োগ) ইত্যাদি।

বগল — পার্শ্বদেশ। কাঁধ ও হাতের সংযোগস্থলে বুকের দিকের অংশ। **বগল বাজানো** — বিদ্রূপাত্মক উল্লাস প্রকাশের

জন্য বুকের পার্শ্বদেশ ও বাহুর উপরের অংশ পরস্পর ঠুকিয়া শব্দ করা।

বগলদাবা — বগলের মধ্যে চাপিয়া ধরা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বগলদাবা' করা।]

বগলা — দশমহাবিদ্যার একটি।

বগা — (ব্যঙ্গে) বক। স্ত্রী. **বগী**।

বগি — চার চাকার হালকা একরকম গাড়ি। রেলগাড়ির কামরা।

বঙ্কিম — বাঁকা। বি. — **বঙ্কিমতা, বঙ্কিমা**।

বঙ্গ — বর্তমান পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম বঙ্গ, বাংলাদেশ। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন নাম।

বঙ্গজ — বাংলাদেশে জাত বা উৎপন্ন। বাঙ্গালী কায়স্থের একটি শ্রেণী।

বঙ্গভাষা — বাংলা দেশের ভাষা।

বঙ্গভাষাভাষী — বাংলা ভাষায় কথা বলে এমন লোক।

বঙ্গলিপি — বাংলাদেশে প্রচলিত অক্ষর বা বর্ণমালার লিখিত রূপ।

বঙ্গসাহিত্য — বাংলাভাষায় লিখিত সাহিত্য।

বঙ্গীয় — বঙ্গদেশ সংক্রান্ত। বাংলাদেশে জাত। স্ত্রী. — **বঙ্গীয়া**।

বচন — কথা, বাক্য, উক্তি। (ব্যাকরণে) শব্দের এক বা একাধিক সংখ্যাসূচক রূপ।

বচনীয় — বলিবার যোগ্য, যাহা বলা যায়।

বচসা — তর্কবিতর্ক, কথা কাটাকাটি, কলহ।

বছর — বারো মাসের সমষ্টি, বৎসর।

বজবজ — পচিয়া বুদবুদ উঠিতেছে এমন ভাব সূচক অনুকার।

বজরা — একরকম বড় নৌকা যাহাতে বাসোপযোগী কাঠের কামরা থাকে, শৌখীন বড় নৌকা।

বজায় — অক্ষুণ্ন, অটুট, রক্ষিত, অপরিবর্তিত। [ঃ জেদ 'বজায়' রাখা; ঃ কথা 'বজায়' রাখা।]

বজ্জাত — বদমাশ, পাজী।

বজ্জাতি — বদমাশি।

বজ্র — বাজ, মেঘে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড শব্দ। পুরাণে বর্ণিত ইন্দ্রের অস্ত্র যাহা দধীচির অস্থি হইতে নির্মিত হইয়াছিল। বজ্রের ন্যায় প্রচণ্ড। অত্যন্ত কঠিন। অত্যন্ত কঠোর।

বজ্রকীট — একরকম পোকা যাহার দংশনে অতিশয় কষ্ট হয়।

বজ্রগম্ভীর — বজ্রের শব্দের মতো গম্ভীর। [ঃ 'বজ্রগম্ভীর' কণ্ঠ।]

বজ্রধর — দেবরাজ ইন্দ্র। মেঘ।

বজ্রধ্বনি, বজ্রনাদ, বজ্রনিনাদ, বজ্রনির্ঘোষ — বজ্রের প্রচণ্ড শব্দ।

বজ্রপতন — ('বজ্রপাত' দেখ।)

বজ্রপাণি — ইন্দ্র।

বজ্রপাত — মেঘে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি বা তাহার ফলে অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি, বাজ পড়া। অকস্মাৎ ভয়ানক বিপদ। **বিনামেঘে বজ্রপাত** — সহসা অপ্রত্যাশিত ভয়ংকর বিপদ।

বজ্রমুষ্টি — অতিশয় কঠিন ও দৃঢ় মুষ্টি।

বজ্রশলাকা — বজ্রপাত নিবারণের জন্য গৃহের উপরে দেওয়া হয় এমন লোহার কাঠি।

বজ্রাগ্নি — বাজ পড়ার ফলে প্রজ্বলিত আগুন, বজ্রের আগুন। প্রচণ্ড বিদ্যুৎ।

বজ্রাঘাত — ('বজ্রপাত' দেখ।)

বজ্রানল — ('বজ্রাগ্নি' দেখ।)

বজ্রাসন — যোগসাধনার আসন বিশেষ।

বজ্রাহত — বজ্রপাতের ফলে আঘাতপ্রাপ্ত। অপ্রত্যাশিত ভয়ানক ঘটনার ফলে বা সংবাদে স্তম্ভিত। স্ত্রী. —

বজ্রাহতা।

বঞ্চক — প্রতারক।

বঞ্চনা — প্রতারণা, ঠকানো, শঠতা।

বঞ্চিত — প্রাপ্য পায় নাই এমন। প্রতারিত। স্ত্রী. — **বঞ্চিতা**।

বট, বটগাছ — একরকম সুপরিচিত বৃক্ষ।

বট — (প্রাচীন কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) হও। [ঃ তুমি কে 'বট?']

বটকিরে, বটকেরা — রসিকতা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ।

বটি — (প্রাচীন কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) হই।

বঁটি — শাকসবজি মাছ ইত্যাদি কাটিবার অস্ত্র।

বটপত্র — বটগাছের পাতা।

বটিকা, বটী — (প্রায় ঔষধের) বড়ি।

বটু, বটুক — বামুনের ছেলে, ব্রাহ্মণ-বালক।

বটুয়া — কাপড়ের ছোট থলি যাহার মুখ সুতা টানিয়া কুঁচকাইয়া বন্ধ করা যায়।

বটে — হয়। ('বট' ও 'বটি' দেখ।)

বটে — বিস্ময় ক্রোধ স্বীকৃতি বিশ্বাস প্রশ্ন ইত্যাদি সূচক অব্যয়।

বড় — বৃহৎ, মস্ত। [ঃ 'বড়' চেহারা।] সুবিস্তৃত। [ঃ 'বড়' মাঠ।] দীর্ঘ। [ঃ 'বড়' গাছ।] বৃহত্তর। [ঃ লম্বায় 'বড়'।] খুব, অত্যন্ত। [ঃ 'বড়' ব্যথা।] বয়োজ্যেষ্ঠ। [ঃ 'বড়' ভাই।] জ্যেষ্ঠ। [ঃ 'বড়' দাদা।] বয়ঃপ্রাপ্ত, বয়স্ক। [ঃ এখন 'বড় হয়েছ।] বনেদী, সম্ভ্রান্ত। [ঃ 'বড়' ঘর।] উদার, অসংকীর্ণ। [ঃ 'বড়' মন।] ধনী। [ঃ 'বড়' লোক।] সম্মানভাজন, যশস্বী, সুপ্রতিষ্ঠিত। [ঃ আশীর্বাদ করি, 'বড়' হও। উচ্চতন। [ঃ 'বড়' আদালত।] উঁচু, উচ্চ,, জোর। [ঃ 'বড়' গলা।] ক্ষমতা বা আস্ফালন প্রকাশ করে এমন। [ঃ ছোট মুখে 'বড়' কথা।] অপ্রত্যাশিত ভাব বা বিস্ময় সূচক অব্যয়। [ঃ তুমি যে 'বড়' এলে না?] **বড় একটা** — (নঞর্থক বাক্যে ব্যবহৃত হয়) বেশী, প্রায়। [ঃ 'বড় একটা আসে না।] **বড়জোর** — খুব বেশী হইলে, ঊর্ধ্ব পক্ষে। [ঃ 'বড়-জোর' পাঁচ টাকা।] **বড়দরের** — উচ্চ শ্রেণীর। [ঃ 'বড়দরের' লেখক।]

বড়দিন — যিশু খ্রীষ্টের জন্মদিন, ২৫শে ডিসেম্বর।

বড়বউ — বাড়ির জ্যেষ্ঠা বধূ।

বড়মানুষ — বড়লোক, ধনী।

বড়মানুষি — ধনীর মতো ভাব বা আচরণ। [ঃ 'বড়মানুষি' করা।]

বড়মানুষী — বড়লোকের মতো। [ঃ 'বড়-মানুষী' চাল।]

বড়মুখ — আশা ও উৎসাহযুক্ত ভাব। [ঃ 'বড়মুখ' ক'রে এসেছিল, কিছুই পেল না।]

বড়লাট — বৃটিশ আমলের ভারতের প্রধান শাসনকর্তা।

বড়লোক — ধনী, বড়মানুষ।

বড়লোকি, বড়লোকী — ('বড়মানুষি' ও 'বড়মানুষী' দেখ।)

বড়বা — পুরাণে বর্ণিত সমুদ্রঘোটকী। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মাতা, অশ্বিনী নক্ষত্র।

বড়বাগ্নি, বড়বানল — বড়বার মুখে থাকে যে আগুন। সমুদ্র হইতে উত্থিত আগুন।

বড়বাবু — আপিসের প্রধান কেরানি বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, হেডক্লার্ক। ভদ্র-পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি।

বড়মিঞা — মুসলমান পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। মুসলমানপ্রধান গ্রামের মোড়ল।

বড়শি, বঁড়শি — বাঁকানো লোহার কাঁটা যাহা ছিপের সুতায় বাঁধা থাকে ও যাহাতে গাঁথিয়া মাছ ধরা হয়।

বড়া — গোলাকার ছোট্ট একরকম পিঠা। [ঃ তালের 'বড়া'।] দালবাটার গোলাকার ছোট ভাজা ডেলা।

বড়াই — আস্ফালন, গর্বপ্রকাশ। [ঃ 'বড়াই' করা।]

বড়াই — কৃষ্ণলীলায় বর্ণিত বৃন্দাবনের বৃদ্ধাগোপিনী।

বড়াল — বাঙ্গালীর পদবী বিশেষ।

বড়ি — খুব ছোট গোলাকার বস্তু, গুলী, বটিকা।

বডিশ, বডিস — মেয়েদের কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত একরকম জামা।

বড়ু — বটু, ব্রাহ্মণকুমার।

বড়ুয়া — উপাধি বিশেষ।

বড়ে — শতরঞ্চ খেলার ছোট সাধারণ ঘুঁটি।

বড্ড — বড়, খুব, অত্যন্ত।

বণিক্, বণিক — যে বাণিজ্য করে, ব্যবসায়ী, সওদাগর, বেনে।

বণ্টক — যে ভাগ করে।

বণ্টন — বাঁটিয়া দেওয়া, ভাগ করণ। বিণ — **বণ্টিত**।

বণ্ড — চুক্তিপত্র। ঋণ ইত্যাদির দলিল। [ঃ 'বণ্ডে' সই করা।]

-বৎ — মতো সদৃশ তুল্য ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পিতৃ-'বৎ'।]

বতর — চাষের উপযোগী মৃত্তিকার সরস অবস্থা।

-বতী — 'অধিকারিণী' বা 'ইহার আছে' এই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের শেষে যোগ হয়। [ঃ রূপ-'বতী'।]

বত্রিশ — ত্রিশের পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা, ৩২।

বত্রিশে — মাসের বত্রিশ তারিখ। যে মাসে বত্রিশ তারিখ আছে এমন। [ঃ 'বত্রিশে' মাস।]

বৎস — বাছা, সন্তান। সন্তান বা সন্তান-তুল্য কাহারও প্রতি স্নেহ সম্ভাষণ। গো-বৎস, বাছুর। স্ত্রী. — **বৎসা**। (সম্বোধনে 'বৎসে'।)

বৎস — প্রাচীন কালের মধ্যভারতের বিখ্যাত রাজ্য।

বৎসর — বারো মাসের সমষ্টি, বছর, বর্ষ।

বৎসরাজ — বৎস রাজ্যের রাজা।

বৎসল — স্নেহযুক্ত, স্নেহপরায়ণ। [ঃ প্রজা-'বৎসল'।] স্ত্রী. - **বৎসলা**। বি. - **বৎসলতা**।

বৎসা, বৎসে — ('বৎস' দেখ।)

বদ — খারাপ, মন্দ। [ঃ বদ 'অভ্যাস'; ঃ 'বদ' লোক।]

বদখত — বেয়াড়া, বিশ্রী, বেমানান।

বদখেয়াল — খারাপ খেয়াল, কুকার্য করিবার ইচ্ছা।

বদখেয়ালী — যে প্রায়ই বদখেয়াল করে। [ঃ 'বদখেয়ালী' লোক।]

বদনাম — অখ্যাতি, দুর্নাম। [ঃ 'বদনাম' হওয়া।]

বদমাইশ, বদমায়েশ, বদমাশ — দুষ্ট, দুর্বৃত্ত, মন্দস্বভাব।

বদমাইশি, বদমায়েশি, বদমাশি — দুষ্ট-লোকের আচরণ, দুর্বৃত্ততা। [ঃ 'বদমাশি' করা।]

বদমাইশী, বদমায়েশী, বদমাশী — বদমাশের বা দুর্বৃত্তের উপযুক্ত, দুষ্টলোকের যোগ্য। [ঃ 'বদমাশী' বুদ্ধি।]

বদমেজাজ — খারাপ মেজাজ, রুক্ষ স্বভাব, সহজে বিরক্ত হইবার বা চটিয়া যাইবার অভ্যাস।

বদমেজাজী — যাহার স্বভাব রুক্ষ, সহজে চটিয়া যায় বা বিরক্ত হয় এমন।

বদরক্ত — খারাপ রক্ত, দূষিত রক্ত।

বদরাগ — সহজে অকারণ রাগ।

বদরাগী — সহজে অকারণে চটিয়া উঠে এমন, কোপনস্বভাব।

বদহজম — খাদ্যাদি হজম না হওয়া, অপরিপাক। অজীর্ণ রোগ।

বদন — মুখমণ্ডল। মুখগহ্বর।

বদনচন্দ্রমা — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ।

বদনমণ্ডল — মুখমণ্ডল।

বদনা — চওড়া মুখওয়ালা গাড়ু।

বদনামুত — থুতু।

বদর — বদরপীর যাঁহাকে মাঝিমাল্লারা নৌকা ছাড়িবার সময় স্মরণ করে।

বদরিকা — কুল ও কুলের গাছ।

বদরিকাশ্রম — হিমালয়ে অবস্থিত বিখ্যাত তীর্থস্থান।

বদল — বিনিময়। [ঃ নাকের 'বদলে' নরুন।] পরিবর্তন। [ঃ 'বদল' করা।]

বদলানো — পরিবর্তন করা। একটির পরিবর্তে আর একটি হওয়া। [ঃ আমাদের কলম দুটো 'বদলে' গেছে।]

বদলাবদলি — পরস্পরের মধ্যে বিনিময়। বার বার বদল করণ।

বদলি — বিনিময়। এক কর্মস্থান হইতে অন্য কর্মস্থানে নিয়োগ।

বদলী — বদলে নিযুক্ত। বদলি করা হইয়াছে এমন। [ঃ'বদলী' লোক।]

বদান্য — দানশীল।

বদান্যতা — দানশীলতা।

বদ্ধ — বাঁধা, আবদ্ধ। [ঃ 'বদ্ধ' হস্ত-পদ।] আটক পড়িয়াছে বা বাধ্যতামূলক অবস্থায় আছে এমন। [ঃ ঋণ-'বদ্ধ'; ঃ প্রতিজ্ঞা-'বদ্ধ'।] রুদ্ধ, বন্ধ। [ঃ 'বদ্ধ' দ্বার।] স্থাপিত, ন্যস্ত। [ঃ 'বদ্ধ' দৃষ্টি।] বিন্যস্ত, যথানিয়মে সজ্জিত বা স্থাপিত। [ঃ শ্রেণী-'বদ্ধ'।] গতিহীন, আটক। [ঃ 'বদ্ধ' জল।] বি. — **বদ্ধতা**।

বদ্ধদৃষ্টি — একদিকে স্থিরভাবে তাকাইয়া আছে এমন।

বদ্ধপরিকর — কোমর বাঁধিয়াছে এমন। দলবল সহ প্রস্তুত হইয়াছে এমন।

বদ্ধপাগল — সম্পূর্ণরূপে পাগল।

বদ্ধমুষ্টি — মুষ্টি বা হাতের মুঠা শক্ত করিয়াছে এমন। কৃপণ।

বদ্ধমূল — যাহা সহজে দূর বা অপসারিত করা যায় না এমন, দৃঢ়। [ঃ 'বদ্ধমূল' ধারণা।] যাহার শিকড় দৃঢ়রূপে সঞ্চারিত হইয়াছে এমন। [ঃ 'বদ্ধমূল' বনস্পতি।]

বদ্ধাঞ্জলি — যে হাত জোড় করিয়াছে এমন, কৃতাঞ্জলি।

বদ্যি — (কথ্য বা গ্রাম্য প্রয়োগ) বৈদ্য।

ব-দ্বীপ — নদীর সংযোগস্থলে বা মোহানায় অবস্থিত ত্রিকোণাকার ভূভাগ।

বধ — মারিয়া ফেলা, হত্যা।

বধা — (কবিতায়) হত্যা করা। [ঃ 'বধিব' পরানে।]

বধাজ্ঞা — হত্যার আদেশ, হত্যা করিবার হুকুম।

বধার্হ — বধের যোগ্য, বধ্য।

বধির — কালা, যে শুনিতে পায় না। বি. — **বধিরতা, বধিরত্ব**।

বঁধু, বঁধুয়া — (কবিতায়) বন্ধু।

বধূ — বউ।

বধূমাতা — বউমা, পুত্র বা পুত্রস্থানীয়ের পত্নী। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

বধোদ্যত — হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বধোদ্যতা**।

বধ্য — বধের যোগ্য। স্ত্রী. — **বধ্যা**।

বধ্যভূমি — বধের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, মশান।

বন — বহু গাছপালার একত্র সমাবেশ, জঙ্গল, অরণ্য।

বনচর — বনে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন। [ঃ 'বনচর' পশু।] স্ত্রী. — **বনচরী**।

বনচারী — যে বনে বাস বা ভ্রমণ করে। [ঃ 'বনচারী' সন্ন্যাসী।] স্ত্রী. — **বনচারিণী**।

বনজ, বনজাত — বনে জন্মে বা জন্মিয়াছে এমন।

বনদেবতা — বনের অধিষ্ঠাতা দেবতা।

বনদেবী — বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বনফুল — বনে জন্মিয়াছে বা জন্মে এমন ফুল।

বনবাস — বনে গিয়া বাসকরণ। বনে নির্বাসন। [ঃ সীতার 'বনবাস'।]

বনবাসী — যে বনে বাস করে। স্ত্রী. — **বনবাসিনী**।

বনবিড়াল — একরকম বিড়ালজাতীয় বন্য প্রাণী।

বনভোজন — চড়ুইভাতি, পিকনিক।

বনমল্লিকা — একরকম ফুল, কাঠমল্লিকা।

বনমানুষ — অনেকখানি মানুষের মতো দেখিতে এমন একরকম বানর, শিম্পাঞ্জি, গোরিলা ইত্যাদি।

বনমালা — বন্য ফুল দিয়া গাঁথা মালা। জানু পর্যন্ত লম্বিত মালা।

বনমালী — যিনি বনমালা পরেন, শ্রীকৃষ্ণ।

বনরক্ষক — বনরক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

বনরক্ষণ — বনরক্ষা।

বনরক্ষা — যাহাতে লোকে বন নষ্ট করিয়া না ফেলে তাহার ব্যবস্থা।

বনরক্ষী — বনের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, বনের প্রহরী।

বনরাজি — বনের শ্রেণী, বনের সারি।

বনস্পতি — যে গাছের ফল হয় কিন্তু ফুল দেখা যায় না, অশ্বত্থ বট ইত্যাদি।

বনবন — দ্রুত ঘুরিবার ভাব। [ঃ মাথা 'বনবন' করা।] দ্রুত ঘূর্ণন সূচক অনুকার। [ঃ 'বনবন' ক'রে ঘোরানো।]

বনবন — লজেঞ্জ জাতীয় জিনিস বা ঔষধ।

বনা — খাপ খাওয়া, মনের বা মতের মিল হওয়া। [ঃ তাহার সহিত 'বনে' না।] অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়া, তুল্য হওয়া। [ঃ বোকা 'বনা'।]

বনাত — একরকম মোটা পশমী কাপড়।

বনানী — মহাবন, বৃহৎ অরণ্য, অরণ্যানী।

বনানো — খাপ খাওয়ানো, মনের বা মতের মিল করা। [ঃ 'বানিয়ে' চলা।]

বনাম — একের বিরুদ্ধে অন্য। [ঃ মোহন-বাগান 'বনাম' ইস্ট বেঙ্গল।]

বনিতা — স্ত্রী, পত্নী।

বনিবনাও — মনের মিল, সদ্ভাব, সৌহার্দ্য।

বনিয়াদ — মাটির নীচেকার ভিত। ভিত্তি। সুপ্রতিষ্ঠ দৃঢ়তা।

বনিয়াদী — যাহার বনিয়াদ আছে, সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। [ঃ 'বনিয়াদী' ঘর।] ভিত্তিস্বরূপ।

বনেদ — ('বনিয়াদ' দেখ।)

বনেদী — ('বনিয়াদী' দেখ।)

বনোয়ারী — বনবিহারী, শ্রীকৃষ্ণ।

বন্দ — (জমির) খণ্ড, প্লট। [ঃ প্রতি 'বন্দে' তিন কাঠা।]

বন্দন, বন্দনা — স্তব, স্তুতি। অর্চনা। [ঃ বাণী-'বন্দনা'।]

বন্দনীয় — বন্দনার যোগ্য। স্ত্রী. — **বন্দনীয়া**।

বন্দর — সমুদ্রের বা নদীর তীরবর্তী বাণিজ্যস্থান।

বন্দা — (কবিতায়) বন্দনা করা। [ঃ 'বন্দিল' দেবগণে।]

বন্দিত — যাহার বন্দনা করা হইয়াছে, পূজিত। স্ত্রী. — **বন্দিতা**।

বন্দিনী — স্ত্রী বন্দী।

বন্দিশালা — কারাগার, জেলখানা।

বন্দী — বন্দনাকারী। [ঃ 'বন্দীরা' করে জয়গান।]

বন্দী — আটক, ধৃত। কারারুদ্ধ। [ঃ 'বন্দী' করা।] ধৃত ব্যক্তি, আটক ব্যক্তি, কয়েদী। স্ত্রী. — **বন্দিনী**।

-বন্দী — আটক সজ্জিত বা রক্ষিত বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ সার-'বন্দী'; ঃ বাক্স-'বন্দী'।]

বন্দুক — গুলী ছুঁড়িবার সুপরিচিত আগ্নেয়াস্ত্র।

বন্দেগি — দীনভাবে সবিনয় সেলাম, অভিবাদন। [ঃ 'বন্দেগি', জাহাঁপনা।]

বন্দেজ — শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা। [ঃ কাজের 'বন্দেজ' নাই।]

বন্দে মাতরম — বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত সংগীত হইতে গৃহীত জাতীয়তামূলক ধ্বনি (মায়ের বন্দনা করি)।

বন্দোবস্ত — ব্যবস্থা। খাজনায় জমির বিলিব্যবস্থা। **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** — লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক প্রবর্তিত নির্দিষ্ট খাজনায় স্থায়িভাবে জমিদারদের নিকট জমির বিলিব্যবস্থা।

বন্দ্য — বন্দনার যোগ্য, পূজ্য, পরম শ্রদ্ধেয়।

বন্দ্যোপাধ্যায় — বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ, বাঁড়ুজ্জে, ব্যানার্জি।

বন্ধ — বাঁধন, বন্ধন। বাঁধন দিবার জন্য উপযুক্ত জিনিস। [ঃ কটি-'বন্ধ'; ঃ কোমর-'বন্ধ'; ঃ নীবি-'বন্ধ'।] বৃন্ত, বোঁটা। [ঃ 'শাখা-'বন্ধে' ফল যথা।] যেখানে বাঁধা হইয়াছে, সংযোগস্থল। [ঃ সেতু-'বন্ধ'।]

বন্ধ — স্থগিত। সাময়িক ভাবে কার্য সমাপ্ত হইয়াছে এমন। [ঃ আপিস 'বন্ধ' হওয়া।] অবসান ঘটানো বা গুটাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন। [ঃ কারবার 'বন্ধ' হওয়া।] আটক, রুদ্ধ। [ঃ দরজা 'বন্ধ' করা; ঃ খিল 'বন্ধ' করা।] বুজানো হইয়াছে এমন। [ঃ গর্ত 'বন্ধ' করা।] নিষ্ক্রিয়, ক্ষান্ত। [ঃ 'বন্ধ' ক'রো না পাখা।]

বন্ধ — কার্যাদির সাময়িক অবসান, ছুটি। [ঃ পূজার 'বন্ধ'।]

বন্ধক — ঋণগ্রহণের সময় জামিনরূপে রক্ষিত বস্তু। [ঃ গহনা 'বন্ধক' রাখা।]

বন্ধকী — বন্ধক সংক্রান্ত। [ঃ 'বন্ধকী' কারবার।] বন্ধক রাখা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বন্ধকী' গহনা।]

বন্ধন — বন্ধকরণ। বাঁধন, যাহা দিয়া বাঁধা যায় এমন বস্তু। [ঃ বাহু-'বন্ধন'; ঃ বিবাহ-'বন্ধন'; ঃ ক্ষতের 'বন্ধন'।]

বন্ধনী — বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত বস্তু। বাঁধন। গণিতে বা লেখায় ব্যবহৃত চিহ্ন, ( ) [ ] ইত্যাদি, ব্র্যাকেট।

বন্ধু — যাহার সহিত মনের মিল হইয়াছে এমন ব্যক্তি, সুহৃদ্, সখা, মিত্র। উপকারী লোক, হিতৈষী।

বন্ধুতা, বন্ধুত্ব — বন্ধুর ভাব, সৌহার্দ্য-পূর্ণ সম্পর্ক, মিত্রতা, সৌহার্দ্য।

বন্ধুনী — বন্ধু-পত্নী।

বন্ধুর — উঁচুনীচু, অসমতল। বি. — **বন্ধুরতা**।

বন্ধ্য — সন্তান বা ফল হয় না এমন। অনুর্বর। বি. — **বন্ধ্যতা, বন্ধ্যত্ব**। স্ত্রী. — **বন্ধ্যা**। [ঃ 'বন্ধ্যা' ধরণী; ঃ 'বন্ধ্যা'

নারী।]

বন্য — বনে জন্মে এমন, বুনো। [ঃ 'বন্য' ফলমূল।] বনচর, বনে থাকে এমন। [ঃ 'বন্য' জাতি।] অসভ্য। উদ্দাম, শৃঙ্খলাহীন। [ঃ 'বন্য' ভাব।] বি. — **বন্যতা**। স্ত্রী. — **বন্যা**।

বন্যা — বান, জলপ্লাবন।

বন্যা — ('বন্য' দেখ।)

বপন — বোনা, গাছ করিবার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ বা প্রোথিত করণ। [ঃ বীজ 'বপন'।]

বপনীয় — বপনের যোগ্য।

বপু — দেহ, শরীর। (ব্যঙ্গার্থে) বিশাল দেহ।

বপুষ্মান্ — বিশালদেহযুক্ত।

বপ্তব্য — বপনের যোগ্য, বপনীয়।

বপ্তা — বপনকারী।

বপ্র — জমি, ক্ষেত, ভূমি। জমির আল। **বপ্রক্রীড়া** — দাঁত বা শিং দিয়া মাটি খুঁড়িয়া হাতী ষাঁড় ইত্যাদির খেলা। **বপ্রপঙ্ক** — ঐরূপ খেলার ফলে দাঁত বা শিংযে লাগা কাদা।

ব-ফলা — 'ব'-এর চিহ্ন, যুক্তবর্ণের তলায় বা পাশে লাগানো ছোট 'ব'।

ববম্ বম্ — (শিবপূজায়) গাল বাদ্যের শব্দ।

বভ্রুবাহন — অর্জন ও চিত্রাঙ্গদার পুত্র।

বম্, বম্ বম্ — ('ববম্ বম্' দেখ।) **বম্-ভোলা** — উদাসীন, তন্ময় [ঃ 'বম্-ভোলা' ভাব।]

বমন — বমি, ন্যক্কার। উদ্‌গিরণ।

বমি — বমন, উদ্‌গিরণ। বমনের ফলে তোলা অজীর্ণ খাদ্যাদি।

বমি-বমি — বমনের ইচ্ছা বা ভাব। [ঃ গা 'বমি-বমি' করা।]

বম্বু — (ব্যঙ্গে) বাঁশ।

বম্বেটে — জলদস্যু। দুরন্ত, দুষ্ট, বখাটে।

বয় — হোটেলে বা চায়ের দোকানে নিযুক্ত বালক, ছোকরা, বাচ্চা।

বয়ঃক্রম — বয়স, বয়সের পরিমাণ।

বয়ঃপ্রাপ্ত — যুবক, সাবালক। স্ত্রী. — **বয়ঃপ্রাপ্তা**।

বয়ঃপ্রাপ্তি — সাবালকত্ব লাভ, যৌবন-লাভ।

বয়ঃসন্ধি — বাল্যের শেষ ও যৌবনের আরম্ভ।

বয়ঃস্থ — বয়ঃপ্রাপ্ত, যুবা। স্ত্রী. — **বয়ঃস্থা**।

বয়কট — একঘরে। বর্জিত। (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাউণ্ট মেয়োর ক্যাপ্টেন বয়কটকে তাঁহার প্রতিবেশীরা একঘরে করিয়াছিলেন, এই মূল অর্থ হইতে।)

বয়ড়া — ('বহেড়া' দেখ।)

বয়ন — বোনা, কাপড় তৈয়ার করণ।

বয়নামা — বিক্রয়কোবালা, বিক্রয়ের দলিল।

বয়স — জন্মের পর হইতে জীবিতকালের পরিমাণ, বয়ঃক্রম। [ঃ 'বয়স' পঁচিশ বছর।] অধিক বয়ঃক্রম। [ঃ 'বয়স' হইল।] যৌবন। [ঃ 'বয়সের' সময়।] **বয়সকাল** — যৌবন, যৌবনের সময়। **বয়সফোড়া** — যৌবন-আরম্ভের সময়ের এক ধরনের ব্রণ যাহা মুখে হয়।

বয়সা — যৌবন আরম্ভে বালকের কণ্ঠ-স্বরের বিকার বা পরিবর্তন। [ঃ 'বয়সা' ধরা।]

বয়সী — সমান বয়সের, সমবয়স্ক। [ঃ আমার 'বয়সী' ছেলেরা।] বয়স্ক, বয়সের। [ঃ সমান-'বয়সী'।]

বয়সোচিত — বয়সের উপযুক্ত।

বয়স্ক — সাবালক, বয়ঃপ্রাপ্ত। [ঃ 'বয়স্ক' লোক।] বয়সবিশিষ্ট, বয়সের, বয়সী। [ঃ সম-'বয়স্ক'।]

বয়স্কা — যুবতী, বয়ঃপ্রাপ্তা। বয়স-বিশিষ্টা, বয়সের (স্ত্রী)।

বয়স্থ, বয়স্থা — ('বয়ঃস্থ' ও 'বয়ঃস্থা' দেখ।)

বয়স্য — সমবয়সী লোক, বন্ধু। স্ত্রী. — **বয়স্যা**।

বয়া — নদী বা সমুদ্রের অগভীর স্থান নির্দেশের জন্য রক্ষিত ভাসমান বস্তু।

বয়াটে — ('বখাটে' দেখ।)

বয়ান — (কবিতায়) বদন, মুখমণ্ডল।

বয়ান — বিবরণ, ব্যাখ্যান। আরম্ভিক বিবরণ। দলিলাদির বিশেষ ভাষা।

বয়াম — চীনা মাটির একরকম জার বা জালা।

বয়েত — ফারসী আরবী বা উর্দু শ্লোক বা দুই চরণের কবিতা।

বয়োজ্যেষ্ঠ — বয়সে বড়। স্ত্রী. — **বয়োজ্যেষ্ঠা**।

বয়োধর্ম, বয়োধর্ম্ম — বয়সের স্বাভাবিক গুণ। যৌবনের স্বাভাবিক গুণ।

বয়োবৃদ্ধ — বয়সে বুড়ো, বৃদ্ধ। স্ত্রী. — **বয়োবৃদ্ধা**।

বয়োবৃদ্ধি — বয়সের বাড়, অধিকতর বয়স-লাভ। বয়ঃপ্রাপ্তি।

বর — শ্রেষ্ঠ, উত্তম। [ঃকবি-'বর'।]

বর — অভীষ্ট সিদ্ধি সম্পর্কে দেবতা ইত্যাদির অনুগ্রহ বা আশীর্বাদ। [ঃ'বর' চাওয়া; ঃ 'বর' দেওয়া।]

বর — বিবাহযোগ্য ব্যক্তি, বিবাহের পাত্র। [ঃ'বর'-কনে; ঃ 'বর' খোঁজা।] স্বামী। [ঃঅমলার 'বর'।] **দোজবর, দোজবরে** — দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতেছে এমন বর। **তেজবর, তেজবরে** — তৃতীয় বার বিবাহ করিতেছে এমন বর।

বরং — অপেক্ষাকৃত ভালো উপযুক্ত সত্য ইত্যাদি সূচক অব্যয়। [ঃ'বরং' তুমি যাও; ঃ 'বরং' বলা চলে।]

বরকন্দাজ — বন্দুকধারী প্রহরী বা সিপাহী।

বরকর্তা, বরকর্ত্তা — বিবাহের কালে বর-পক্ষের প্রধান ব্যক্তি, বরের বাবা অভিভাবক ইত্যাদি।

বরখন্তি — (প্রাচীন কবিতায়) বর্ষণ করিতেছে।

বরখাস্ত — কর্মচ্যুত, চাকরি হইতে বিতাড়িত।

বরখেলাপ — অন্যথাচরণ, লঙ্ঘন। [ঃ হুকুমের 'বরখেলাপ'।]

বরগা — কড়ির উপরের কাঠ বা লোহার লম্বা টুকরা যাহার উপর ছাদ থাকে। **কড়িবরগা গোনা** — শূন্য মনে ছাদের দিকে তাকাইয়া থাকা।

বরগা — ভাগে ফসল উৎপাদনের চুক্তি বা ব্যবস্থা।

বরগাদার — যে ভাগে ফসল ফলায়, ভাগ-চাষী।

বরজ — চারিদিকে ঘেরা ও উপরে ছাউনি দেওয়া একরকম ঘর যাহার মধ্যে পানের গাছ চাষ করা হয়।

বরঞ্চ — ('বরং' দেখ।)

বরণ — ('বরন' দেখ।)

বরণ — সানন্দে বা সসম্মানে গ্রহণ। [ঃপতিরূপে 'বরণ'; ঃ কারা-'বরণ'।]

বরণডালা — অভ্যর্থনার বা পূজার উপকরণে সজ্জিত ডালা।

বরণীয় — বরণের যোগ্য, সানন্দে গ্রহণীয়। স্ত্রী. — **বরণীয়া**।

বরদ — যে বর দেয়, বরদাতা। স্ত্রী. — **বরদা**।

বরদা — দুর্গা. সরস্বতী।

-বরদার — বাহক পালক ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃহুঁকা-

'বরদার'; ঃ হুকুম-'বরদার'।]
বরদাস্ত — সহ্য। [ঃজুলুম 'বরদাস্ত' করা।]
বরন — (কবিতায় ও কথ্য প্রয়োগে) বর্ণ, রং
বরপুত্র — দেবতার বরে জাত পুত্র। দেবতার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি। [ঃ সরস্বতীর 'বরপুত্র'।]
বরফ — জমাট জল। হিম, তুষার। [ঃ'বরফ' পড়া।]
বরফি — একরকম চারকোনা সন্দেশ।
বরফী — বরফির মতো চারকোনা। [ঃ'বরফী' প্যাটার্ন।]
বরবটি — শিম জাতীয় একরকম ফল বা তাহার বীজ, মহামাষ।
বরবর্ণিনী — সুন্দরী স্ত্রী।
বরবাদ — বাতিল, নষ্ট, বিধ্বস্ত।
বরমাল্য — বিবাহের সময়ে বরকে দেয় মাল্য।
বরযাত্র, বরযাত্রী — বিবাহের সময়ে যাহারা বরের সহিত কন্যার বাড়িতে যায়।
বররুচি — কিংবদন্তীতে বর্ণিত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম। পাণিনির বিখ্যাত ভাষ্যকার কাত্যায়ন।
বরষ — (কবিতায়) বর্ষ।
বরষণ, বরষন — (কবিতায়) বর্ষণ।
বরষা — (কবিতায়) বর্ষা। বর্ষণ করা। [ঃ'বরষিল'।]
বরা — (কবিতায়) বরণ করা।
বরা — বরাহ, শূকর।
বরাঙ্গনা — সুন্দরী, সুন্দর দেহের অধিকারিণী। উত্তমা স্ত্রী।
বরাঙ্গনে — (সম্বোধনে) বরাঙ্গনা।
বরাত — ভাগ্য।
বরাত — কাজের ভার। সরবরাহের ভার।
বরাতী — কাজের বা সরবরাহের ভার সংক্রান্ত।
বরাদ্দ — নির্দিষ্ট, নির্ধারিত। [ঃ'বরাদ্দ' টাকা।] নির্দিষ্ট পরিমাণ বা বস্তু। [ঃডাল-চালের 'বরাদ্দ'।]
বরাননা — সুন্দর মুখ যে নারীর।
বরাননে — (সম্বোধনে) বরাননা।
বরানুগমন — বরযাত্রী রূপে গমন।
বরাবর — চিরকাল, সর্বদা, বার বার, সকল সময়। [ঃ'বরাবর' হয়ে আসছে।] সোজা, সটান, সিধা। [ঃ'বরাবর' দক্ষিণে।] নিকটে, পাশে। [ঃমন্দির 'বরাবর'।]
বরাবরেষু — (পত্রের আরম্ভিক পাঠে) সমীপে, সমীপেষু।
বরাভয় — আশীর্বাদ ও আশ্বাস। আশীর্বাদ ও অভয় দান সূচক মুদ্রা বা হাতের ভঙ্গী।
বরাহ — বরা, শূকর।
বরিষণ — (পদ্যে) বর্ষণ, বৃষ্টিপাত।
বরিষন্তি — ('বরখন্তি' দেখ।)
বরিষা — (কবিতায়) বর্ষা। [ঃএমন ঘনঘোর 'বরিষায়'।]
বরিষ্ঠ — সর্বশ্রেষ্ঠ। স্ত্রী. — **বরিষ্ঠা**।
বরুণ — সমুদ্রের দেবতা।
বরুণানী — বরুণের পত্নী।
বরেণ্য — বরণীয়। [ঃবিশ্ব-'বরেণ্য'।]
বরেন্দ্র, বরেন্দ্রভূমি — উত্তরবঙ্গ।
-বর্গ — একজাতীয় ও সমূহ অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃরাজন্য-'বর্গ'; ঃ আত্মীয়-'বর্গ'।]
বর্গ — শ্রেণী, জাতি। [ঃগবাদি 'বর্গ'; ঃ ক 'বর্গ'।]
বর্গ — দুই সমান রাশির গুণ। **বর্গক্ষেত্র** — চতুষ্কোণ ক্ষেত্র যাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। **বর্গফল** — দুই সমান রাশির গুণফল। **বর্গমূল** — বর্গের মূল

সংখ্যা, যে সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে নির্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যায়। [ঃ ৪-এর 'বর্গমূল' ২।]

বর্গির — মারাঠী অশ্বারোহী সৈন্য যাহার ঘোড়া ও সাজসজ্জা সরকার হইতে দেওয়া হইত। (তুঃ 'শিলাদার'।)

বর্গী — মারাঠী সৈন্য। **বর্গীর হাঙ্গামা** — মারাঠা সৈন্যদল কর্তৃক বাংলাদেশে ব্যাপক লুঠতরাজ ও গোলযোগের সৃষ্টি।

বর্গীয়, বর্গ্য — বর্গ সংক্রান্ত। বর্গের বা বর্গীয় বর্ণের অন্তর্গত। [ঃ 'বর্গীয়' জ।] **বর্গীয় বর্ণ** — ক হইতে ম পর্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ, স্পর্শ বর্ণ।

বর্জন, বর্জ্জন — ত্যাগ, গ্রহণ না করণ।

বর্জনীয়, বর্জ্জনীয় — বর্জনের উপযুক্ত, ত্যাগের যোগ্য। স্ত্রী. — **বর্জনীয়া, বর্জ্জনীয়া**।

বর্জা, বর্জ্জা — (কবিতায়) বর্জন করা। [ঃ 'বর্জিল'; ঃ 'বর্জিব'।]

বর্জাইস, বর্জ্জাইস — একরকম ছোট আকৃতির হরফ বা টাইপ।

বর্জিত, বর্জ্জিত — ত্যাগ করা হইয়াছে বা গ্রহণ করা হয় নাই এমন। স্ত্রী. — **বর্জিতা, বর্জ্জিতা**।

বর্ণ — রং। [ঃ নীল 'বর্ণ'।]

বর্ণ — অক্ষর। [ঃ স্বর 'বর্ণ']

বর্ণ — হিন্দু সমাজের মূল বিভাগ, জাতি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণী। (জ্যোতিষে) রাশি অনুসারে জাতকের শ্রেণীবিভাগ। [ঃ বিপ্র-'বর্ণ'।]

বর্ণচোরা — পাকিয়াছে অথচ রং দেখিয়া বোঝা যায় না এমন। [ঃ 'বর্ণচোরা' আম।] বাহিরের চেহারা বা সাজসজ্জা দেখিয়া স্বরূপ বোঝা যায় না এমন। [ঃ লোকটা দেখছি 'বর্ণচোরা'।]

বর্ণজ্ঞান — অক্ষরপরিচয়, অক্ষর চিনিবার সামর্থ্য।

বর্ণজ্ঞানহীন — নিরক্ষর। স্ত্রী. — **বর্ণজ্ঞানহীনা**। বি. — **বর্ণজ্ঞানহীনতা**।

বর্ণজ্যেষ্ঠ — বর্ণের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ বা শীর্ষস্থানীয়, ব্রাহ্মণ।

বর্ণন, বর্ণনা — হুবহু বিবরণ, গুণ ঘটনা বা কার্যাদির ভাষায় প্রকাশ। [ঃ 'বর্ণনা' করা; ঃ 'বর্ণনা' দেওয়া।]

বর্ণনাকুশল — সুন্দরভাবে বর্ণনা করিতে পারে এমন, বর্ণনায় নিপুণ।

বর্ণনাতীত — যাহা ভাষায় প্রকাশ করা বা যাহার বিবরণ দেওয়া সাধ্যাতীত।

বর্ণনীয় — বর্ণনার যোগ্য, বর্ণনা করা যায় এমন।

বর্ণপরিচয় — বর্ণজ্ঞান, অক্ষরপরিচয়।

বর্ণমালা — কোনও ভাষায় ব্যবহৃত অক্ষরের সমষ্টি।

বর্ণলিপি — বর্ণমালার লেখ্য রূপ।

বর্ণসংকর, বর্ণসঙ্কর — বিভিন্ন বর্ণের বা জাতির স্ত্রী পুরুষের মিলনের ফলে জাত।

বর্ণা — (কবিতায়) বর্ণনা করা। [ঃ 'বর্ণিব' কেমনে।]

বর্ণানুক্রম — বর্ণমালায় সজ্জিত অক্ষরের পৌর্বাপর্য। **বর্ণানুক্রমে** — ঐরূপ পৌর্বাপর্য অনুসারে।

বর্ণানুক্রমিক — বর্ণানুক্রম অনুসারে সজ্জিত। [ঃ 'বর্ণানুক্রমিক' তালিকা।]

বর্ণান্ধ — রঙের পার্থক্য বুঝিতে পারে না এমন, রং-কানা।

বর্ণাশ্রম — হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ এবং ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন ভাগ।

বর্ণাশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম — বর্ণাশ্রমের নিয়ম ও ধর্মসম্মত অনুষ্ঠান।

বর্ণিত — যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে এমন, বিবৃত। স্ত্রী. — **বর্ণিতা**।

বর্ণিতব্য — (ব্যঙ্গে) বর্ণনার যোগ্য।

বর্ণিনী — সুন্দরী নারী। [ঃ বর-'বর্ণিনী'।]

বর্তমান, বর্ত্তমান — যাহা রহিয়াছে, উপস্থিত। জীবিত। [ঃ পিতা 'বর্তমান'।] এখনকার। [ঃ 'বর্তমান' কাল।] জীবিত অবস্থা, জীবদ্দশা। [ঃ পিতা 'বর্তমানে'।] উপস্থিত সময়, এখন। [ঃ 'বর্তমানে' যাহা ঘটিতেছে।]

বর্তা, বর্ত্তা — বিদ্যমান বা জীবিত থাকা। [ঃ বেঁচে 'বর্তে' থাক্।] কৃতার্থ বা আনন্দিত হওয়া। [ঃ টাকা পেয়ে 'বর্তে' গেল।] ('বর্তানো' দেখ।)

বর্তানো, বর্ত্তানো — দোষগুণ সম্পত্তি দায়িত্ব ইত্যাদি আসিয়া পড়া, অর্সানো। [ঃ পিতার অপরাধ পুত্রে 'বর্তাইবে'।]

বর্তিকা, বর্ত্তিকা — বাতি, সলতে।

বর্তিত, বর্ত্তিত — সম্পাদিত। বর্তাইয়াছে এমন।

-বর্তী, -বর্ত্তী — 'আছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ নিকট-'বর্তী'; ঃ পার্শ্ব-'বর্তী'।] স্ত্রী. — **-বর্তিনী, -বর্ত্তিনী**। বি. — **-বর্তিতা, বর্ত্তিতা**।

বর্তুল, বর্ত্তুল — গোলাকার বস্তু। বাটুল। গোলাকার।

বর্ত্ম — পথ, রাস্তা। [ঃ গিরি-'বর্ত্ম'।]

বর্ধক, বর্দ্ধক — যাহা বাড়ায়, বৃদ্ধিকর। [ঃ ক্ষুধা-'বর্ধক'।]

বর্ধন, বর্দ্ধন — বাড়ানো, বৃদ্ধি করণ। [ঃ আনন্দ-'বর্ধন'।] যে বাড়ায়। [ঃ গো-'বর্ধন'।]

বর্ধমান, বর্দ্ধমান — বাড়িতেছে এমন। উন্নতিশীল।

বর্ধমান, বর্দ্ধমান — জৈন ধর্মের অন্যতম প্রচারক, মহাবীর।

বর্ধিত, বর্দ্ধিত — বাড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বর্ধিতা, বর্দ্ধিতা**।

বর্ধিষ্ণু, বর্দ্ধিষ্ণু — বাড়িতেছে এমন। উন্নতিশীল। [ঃ 'বর্ধিষ্ণু' গ্রাম।]

বর্বর, বর্ব্বর — অসভ্য জাতি। অসভ্য, শিক্ষাদীক্ষাহীন, বিবেকহীন, নিষ্ঠুর। বি. — **বর্বরতা, বর্ব্বরতা**।

বর্ম, বর্ম্ম — অস্ত্রাঘাত নিবারণের জন্য দেহের কঠিন আবরণ, সাঁজোয়া, কবচ।

বর্মণ্, বর্ম্মণ্, বর্মা, বর্ম্মা — ক্ষত্রিয়ের উপাধি বিশেষ।

বর্মা, বর্ম্মা — ব্রহ্ম দেশ। **বর্মা চুরুট** — একরকম মোটা উগ্রগন্ধী চুরুট।

বর্মাবৃত, বর্ম্মাবৃত — বর্মে ঢাকা।

বর্মী, বর্ম্মী — বর্মধারী।

বর্মী, বর্ম্মী — ব্রহ্ম দেশীয় লোক। ব্রহ্ম দেশীয়।

বর্শা — লাঠির মাথায় ধারালো ফলা থাকে এমন একরকম অস্ত্র, সড়কি, বল্লম।

বর্ষ — বছর, বৎসর।

বর্ষ — পুরাণোক্ত নয়টি ভূভাগ, জম্বু-দ্বীপের বিভিন্ন অংশ।

বর্ষকাল — একবছর সময়।

বর্ষজীবী — এক বছর বাঁচে এমন। [ঃ 'বর্ষজীবী' উদ্ভিদ্।]

বর্ষণ — বৃষ্টিপাত, বৃষ্টি। বৃষ্টিধারার মতো পতন বা নিক্ষেপ। [ঃ বাণ-'বর্ষণ'।]

বর্ষণোন্মুখ — বর্ষণ করিতে বা বর্ষিত হইতে উদ্যত। বৃষ্টি হয় হয় এমন। [ঃ 'বর্ষণোন্মুখ' আকাশ।]

বর্ষা — যে ঋতুতে প্রায়ই বৃষ্টি হয়, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস। ক্রমাগত প্রচুর বৃষ্টিপাত। [ঃ পুজার পর 'বর্ষা নামলো।]

বর্ষা — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) বর্ষিত হওয়া বা বর্ষণ করা। [ঃযতো গর্জে ততো 'বর্ষে' না।]

বর্ষাকাল — যে সময়ে ক্রমাগত প্রচুর বৃষ্টি হয়, আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস।

বর্ষাকালীন — বর্ষাকালের বর্ষাকাল সংক্রান্ত, বর্ষার সময়কার।

বর্ষাগম - বর্ষার আরম্ভ।

বর্ষাতি — বৃষ্টির জল গায়ে পড়ে না এমন একরকম বড় জামা রেন কোট।

বর্ষাতী — বর্ষাকালে জন্মে এমন। [ঃ'বর্ষাতী' মুলো।]

বর্ষাত্যয় -- বর্ষা শেষ বর্ষার অবসান।

বর্ষানো — বর্ষণ করা।

বর্ষাবসান — বর্ষার শেষ।

বর্ষাবাদল — ঝড়বৃষ্টি। ক্রমাগত বৃষ্টি ও মেঘলা ভাব।

বর্ষিষ্ঠ — অতিশয় বৃদ্ধ। সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ। স্ত্রী — **বর্ষিষ্ঠা**।

-বর্ষী — বর্ষণ করে এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃঅগ্নি বর্ষী।]

-বর্ষীয় 'এতো বছর বয়স হইয়াছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃএকাদশ বর্ষীয়' বালক।] স্ত্রী — **-বর্ষীয়া**।

বর্ষীয়সী — অতিবৃদ্ধা বৃদ্ধা।

বর্ষীয়ান্ অতিবৃদ্ধ, বৃদ্ধ।

বর্ষোপল - বৃষ্টির সময়ে জমাট বাঁধা জল শিল করকা।

বর্হ — ময়ূরপুচ্ছ।

বর্হী — ময়ূর।

বল — জোর, শক্তি, ক্ষমতা। [ঃবাহু-'বল', ঃ মন্ত্র 'বল'।] জুলুম, অত্যাচার। [ঃ'বল'-প্রয়োগ।] দাবা খেলায় রাজা ও বড়ে ছাড়া অন্য ঘুঁটি। সৈন্যদল। [ঃ'বলাধ্যক্ষ'।] গতি, গতিশক্তি। [ঃ বল' বিদ্যা।]

বল — চামড়া বা রবারের তৈয়ারী খেলার উপযোগী গোলাকার ফাঁপা জিনিস। গোলাকার জিনিস। [ঃসাইকেলের 'বল'।]

বলকর শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে এমন। [ঃ বলকর খাদ্য।]

বলক জ্বাল দিবার ফলে দুধের উথলানো ভাব। [ঃ বলক ওঠা।]

বলকা -- বলক উঠিয়াছে এমন। [ঃএক-'বলকা' দুধ।]

বলকারক - ('বলকর' দেখ।)

বলক্ষয় শক্তির বিনাশ বা অপচয়। সৈন্যনাশ।

বলক্ষয়ী যাহাতে শক্তি বা সৈন্য নষ্ট হয় এমন।

বলদ — ষাড় দামড়া। হাল গাড়ি বা ঘানি টানে এমন গোরু। নির্বোধ অর্থে গালি। **কলুর বলদ** — ঘানি টানিবার সময়ে বলদের চোখে যেরূপ আবরণ দেওয়া থাকে সেইরূপ ভাবে সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি। **চিনির বলদ** - ভার বহন করে অথচ ভোগ করিতে পারে না এমন ব্যক্তি।

বলদিয়া — বলদের পিঠে চড়াইয়া মাল লইয়া যাওয়া যাহার পেশা।

বলদৃপ্ত — শক্তি প্রকাশক, শক্তি থাকায় গর্বিত। [ঃ'বলদৃপ্ত' ঘোষণা।]

বলদে — ('বলদিয়া' দেখ।)

বলদেব — কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বসুদেব ও রোহিণীর পুত্র।

বলন — কথা বলার ধরন। [ঃচলন-'বলন'।]

বলনাচ — ইউরোপীয় কায়দায় একরকম নাচ।

বলান — (প্রাচীন কবিতায়) **শক্তিসূচক** গড়ন।

বলপূর্বক, বলপূর্ব্বক — অপরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া। [ঃ'বলপূর্বক' অপহরণ।]

বলপ্রয়োগ — অপরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ, জুলুম।

বলবৎ -- চালু, কার্যকরী। [ঃআইন 'বলবৎ' থাকা বা হওয়া।]

বলবত্তা — শক্তিশালিতা, শক্তিমত্তা।

বলবন্ত — শক্তিশালী।

বলবর্ধক, বলবর্দ্ধক — শক্তি বাড়ায় এমন, বলকারক।

বলবান্, বলবান — যাহার বল আছে, শক্তিশালী। স্ত্রী. — **বলবতী**।

বলবিদ্যা — পদার্থের গতি ও শক্তি সম্পর্কে বিদ্যা।

বলভদ্র — ('বলদেব' দেখ।)

বলয় — বালা, হাতে পরিবার একরকম গহনা। বালার মতো চক্রাকার বস্তু।

বলরাম — ('বলদেব' দেখ।)

বলশালী — যাহার জোর আছে, বলবান, শক্তিশালী। স্ত্রী. — **বলশালিনী**। বি. — **বলশালিতা**।

বলশেভিক — রুশ সোস্যাল ডেমক্রাটিক লেবার পার্টির লেনিন ইত্যাদির নেতৃত্বে পরিচালিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। ঐ অংশ সংক্রান্ত। ঐ অংশের মতবাদে বিশ্বাসী। ('বলশেভিক' শব্দের মূল অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ। তুঃ'মেনশেভিক'।)

বলশেভিজম্ — বলশেভিক মতবাদ।

বলহীন — দুর্বল, শক্তিহীন। স্ত্রী. — **বলহীনা**। বি. — **বলহীনতা**।

বলা — মুখে প্রকাশ করা, কহা। বিবৃত করা। [ঃগল্প 'বলা'।] জানানো। [ঃচিঠিতে মনের কথা 'বলা'।] অনুমতি দেওয়া। [ঃ'বলেন' তো করি।] কথন, বিবৃত করণ। [ঃগল্প 'বলার' ভঙ্গী।] কথিত, বিবৃত। [ঃ'বলা' গল্প।] **বল কি** — বিস্ময় সূচক উক্তি। **ব'লো না, আর ব'লো ন** — বিরক্তি ক্লান্তি ক্ষোভ ইত্যাদি সূচক উক্তি। **বলা নাই কহা নাই** — পূর্বে না জানাইয়া অকস্মাৎ।

বলাই — বলদেব।

বলাকা — উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক। [ঃ'হংস-বলাকা'।]

বলাৎকার — বলপূর্বক সংগম, নারীধর্ষণ।

বলাধান — বলসঞ্চার।

বলাধ্যক্ষ — সৈন্যদলের অধ্যক্ষ, সেনাপতি।

বলানো — অন্যের মুখে প্রকাশ করা, কহানো।

বলান্বিত -- বলযুক্ত, শক্তিশালী। স্ত্রী. — **বলান্বিতা**।

বলাবল — শক্তি ও দুর্বলতা, ক্ষমতা ও অক্ষমতা। [ঃপ্রতিপক্ষের 'বলাবল' বিচার করা।]

বলি — যজ্ঞে নিবেদ্য বস্তু। দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণিবধ। [ঃনর-'বলি'।]

বলি — পুরাণে বর্ণিত দৈত্যরাজ বামন-রূপী বিষ্ণু যাহাকে দমন করেন।

বলি — মাংসের কুঞ্চনের ফলে রেখা।

বলি — অর্শের ফলে মলদ্বারের মাংস-স্ফীতি।

বলিত — বলি রেখাযুক্ত। [ঃ'বলিত' দেহ, পলিত কেশ।]

বলিদান — দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণী-হনন। মহৎ কার্যের বা আদর্শের জন্য ত্যাগ-স্বীকার। [ঃআত্ম-'বলিদান'।]

বলিয়া — সেই কারণে, সেই হেতু। [ঃযাই নাই 'বলিয়া'।] শীঘ্র প্রায় ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃখাইল 'বলিয়া';

আসিল 'বলিয়া'।]

বলিয়ে — যে ভালো বলিতে বা বক্তৃতা করিতে পারে, কইয়ে।

বলিষ্ঠ — বলশালী, অতিশয় বলশালী, শক্তিশালী। দৃঢ় ও সতেজ। স্ত্রী — **বলিষ্ঠা**। বি — **বলিষ্ঠতা**।

বলিহারি — প্রশংসা সূচক শব্দ বাহবা, চমৎকার। **বলিহারি যাই** মুগ্ধ হইলাম, অপূর্ব সাবাস, বাহবা।

বলী — শক্তিশালী, বীর।

বলীবর্দ, বলীবর্দ্দ — বলদ, ষাঁড।

বলীয়ান অতিশয় শক্তিশালী, শক্তিশালী।

বল্কল - গাছের ছাল, বাকল।

বল্‌গা, বল্গা - লাগাম।

বল্‌গা হরিণ, বল্গা হরিণ - তুষারাবৃত দেশে বরফের উপর দিয়া গাড়ি টানে এমন এক রকম হরিণ।

বল্‌টু, বল্টু -- স্ক্রু আঁটিবার জন্য এক রকম চাকতি।

বল্মীক -- উইঢিপি।

বল্লভ - প্রিয়জন, প্রণয়ী। স্বামী।

বল্লম — বর্শা, ভল্ল।

বল্লরি, বল্লরী — লতা। মঞ্জরি, মুকুল।

বল্লাল সেন - বঙ্গের প্রাচীন রাজা যিনি কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বিণ — **বল্লালী**।

বল্লি, বল্লী — লতা।

বশ — অধীনতা, অধীন অবস্থা। [ঃ'বশে' থাকা, 'বশ' মানা।] অধীন, আয়ত্ত। [ঃমানুষ টাকার 'বশ'।] কর্তৃত্ব, প্রভাব। [ঃদৈবের 'বশে'।]

বশংবদ — অনুগত, বশবর্তী, অধীন।

বশত, বশতঃ — কারণে, হেতু। [ঃ পীড়া-'বশতঃ'।]

বশবর্তী, বশবর্ত্তী — অধীন, প্রভাবিত, বশীভূত। [ঃলোভের 'বশবর্তী'।] স্ত্রী. — **বশবর্তিনী, বশবর্ত্তিনী**। বি. — **বশবর্তিতা, বশবর্ত্তিতা**।

বশিষ্ঠ — বিখ্যাত ঋষি, ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু।

বশীকরণ — মন্ত্র ঔষধ ইত্যাদির দ্বারা বশে আনয়ন। বশে আনিবার জন্য মন্ত্রতন্ত্রাদি।

বশীভূত — বশে আসিয়াছে এমন। [ঃশত্রুকে 'বশীভূত' করা।] প্রভাবিত, চালিত। [ঃলোভের 'বশীভূত' হইয়া।] স্ত্রী — **বশীভূতা**।

বশ্যতা - বশীভূত অবস্থা, অধীনতা। [ঃ'বশ্যতা' স্বীকার।]

বষট্‌, বষট্‌কার - অগ্নিতে আহুতি দিবার মন্ত্র।

বস্‌ — যথেষ্ট, আর না ইত্যাদি সূচক শব্দ, থাক্‌। [ঃ বস্‌', আজ আর না।]

বসত -- বাসের উপযোগী, বাসের জন্য। [ঃ'বসত'-বাটি।]

বসতি — বহুলোকের বাসস্থান, লোকালয়। [ঃ'বসতি' স্থাপন; ঃ 'বসতি' বিস্তার]

বসন — বস্ত্র, কাপড।

বসন্ত — শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী ঋতু, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস। (সংগীতে) রাগ বিশেষ।

বসন্ত — একরকম সুপরিচিত সংক্রামক রোগ।

বসন্তকাল — ফাল্গুন-চৈত্র মাস।

বসন্তকালীন — বসন্তকালের।

বসন্তদূত — কোকিল।

বসন্তপঞ্চমী — মাঘ বা ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি যাহাতে সরস্বতী পূজা হয়, শ্রীপঞ্চমী।

বসন্তসখা — কোকিল। প্রেমের দেবতা

মদন।

বসন্তোৎসব — ফাল্গুন-চৈত্র মাসের পূর্ণিমায় উৎসব, দোলযাত্রা।

বসবাস — স্থায়ী ভাবে বাস।

বসা — উপবেশন করা। [ঃচেয়ারে 'বসা'।] নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত বা সংযুক্ত হওয়া। [ঃবোতামটা এখানে 'বসিবে'।] সভা মজলিস বাজার আপিস ইত্যাদির কাজ আরম্ভ হওয়া বা চলা। [ঃসভা 'বসেছে'; ঃ বাজার 'বসেছে'।] গভীর ভাবে প্রবেশ করা বা চিহ্নিত হওয়া। [ঃদাগ 'বসা'; ঃ 'পা' 'বসা'।] নীচু হওয়া, দাবিয়া যাওয়া। [ঃমাটি 'বসা'; ঃ দেওয়াল 'বসা'।] জমা, জমাট হওয়া। [ঃকফ 'বসা'; ঃ দই 'বসা'।] উন্মুখ হওয়া, উপক্রম করা। [ঃসর্বস্বান্ত হতে 'বসেছে'।] অকস্মাৎ কিছু করা। [ঃব'লে 'বসা'; ঃ মেরে 'বসা'।] বিকৃত হওয়া। [ঃগলা 'বসা'।] জমাট বাঁধিয়াছে এমন, জমা হইয়াছে এমন। [ঃ'বসা' দই।] ভিতরে ঢুকিয়াছে এমন। [ঃ'বসা' চোখ।] নীচু ও থেবড়া। [ঃ'বসা' নাক।] **বসিয়া থাকা** — কর্মহীন বা বেকার অবস্থায় থাকা। **বসিয়া যাওয়া** — অকৃতকার্যতার ফলে বিরত হওয়া। বিকৃত হওয়া। [ঃগলা 'বসিয়া যাওয়া'।] নীচু হওয়া, ঢুকিয়া যাওয়া। [ঃচোখ 'বসিয়া যাওয়া'।] **গলা বসা** — স্বর বিকৃত হওয়া, স্বরভঙ্গ হওয়া। **নাড়ী বসা** — মৃত্যুর পূর্বে নাড়ী নিস্তেজ হওয়া। **পথে বসা** — সর্বস্বান্ত হওয়া, নিঃস্ব হওয়া। **মন বসা** — মনোযোগ দিতে পারা, অভিনিবিষ্ট হওয়া। [ঃপড়ায় 'মন বসে' না।] **মাথায় হাত দিয়া বসা** — অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়া। **যাইতে বসা** — ধ্বংসের বা মৃত্যুর উপক্রম করা।

বসানো — উপবেশন করানো। নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করানো। বসবাস করানো। আঁটা, সংযুক্ত করা। [ঃতালি 'বসানো'।] স্থাপন করা। কাজ আরম্ভ করা বা চালানো। গভীর ভাবে প্রবিষ্ট বা চিহ্নিত করা। [ঃদাঁত 'বসানো'; ঃ ছুরি 'বসানো'।] নীচু করা, দাবানো। [ঃমাটি 'বসানো'।] জমানো, জমাট করা। [ঃদই 'বসানো'।] সজোরে মারা, সজোরে আঘাত করা। [ঃকিল 'বসানো'; ঃ কয়েক ঘা 'বসানো'।] নিরুৎসাহ করা, হতোদ্যম করা। কর্মহীন অবস্থায় রাখা। অসমর্থ করা। রোপণ করা। [ঃচারা 'বসানো'।] খচিত করা। [ঃপাথর 'বসানো'।] ফোড়া ইত্যাদি উঠিতে না দেওয়া। উপবিষ্ট করণ। স্থাপন। সংযোগ করণ। খচিত করণ। জমাট করণ। উপবিষ্ট করা হইয়াছে এমন। স্থাপিত। যথাস্থানে সজ্জিত। সংযুক্ত করা হইয়াছে এমন। খচিত। জমাট করা বা পাতা হইয়াছে এমন। (ফোড়া ইত্যাদি) উঠিতে দেওয়া হয় নাই এমন। বসবাস করিতে দেওয়া হইয়াছে এমন। **পথে বসানো** — সর্বস্বান্ত করা, নিরুপায় অবস্থায় ফেলা। **মন বসানো** — মনোযোগ দেওয়া, অভিনিবিষ্ট হওয়া।

বসু — গঙ্গার অষ্টপুত্র। ধন, রত্ন। বাঙ্গালী কায়স্থের উপাধি বিশেষ।

বসুদেব — শ্রীকৃষ্ণের পিতা।

বসুধা — পৃথিবী।

বসুধারা — মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে দেওয়ালে ঘি ঢালিয়া যে পাঁচটি বা সাতটি ধারা দেওয়া হয়।

বসুন্ধরা, বসুমতী — পৃথিবী, বসুধা।

বস্তা — বড় থলি, থলে। বড় বাণ্ডিল, গাঁট।

বস্তাপচা — বস্তায় থাকার ফলে বা সময়ে পচিয়াছে এমন।

বস্তাবন্দী — বস্তায় ভরিয়া বাধা হইয়াছে এমন।

বস্তি — শহরে বা শহরের উপকণ্ঠে সারিবদ্ধ কুটীর।

বস্তি, বস্তী — তলপেট, নাভির নীচেকার অংশ। মূত্রাশয়।

বস্তু — জিনিস, পদার্থ। সার। [ঃ ভিতরে 'বস্তু' নাই।] শক্তি। [ঃ শরীরে 'বস্তু' নাই।]

বস্তুতঃ — প্রকৃতপক্ষে, আসলে।

বস্তুতত্ত্ব — বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান।

বস্তুতাত্ত্বিক — বস্তুতত্ত্ব সংক্রান্ত। বস্তুতত্ত্বে পণ্ডিত।

বস্তুতন্ত্র — বস্তুই প্রধান ও মুখ্য এই মতবাদ।

বস্তুতন্ত্রী — যে বস্তুতন্ত্রে বিশ্বাস করে।

বস্তুতন্ত্রীয় — বস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত।

বস্তুতান্ত্রিক — বস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত। বস্তুতন্ত্রে বিশ্বাসী। বি. — **বস্তুতান্ত্রিকতা**।

বস্ত্র — কাপড়। [ঃ শীত-'বস্ত্র'।] পরিধেয় কাপড়, ধুতি বা শাড়ি।

বস্ত্রগৃহ — তাঁবু।

বস্ত্রহরণ — কাপড় কাড়িয়া লইয়া বা চুরি করিয়া উলঙ্গ করণ বা উলঙ্গ করিবার চেষ্টা। [ঃ দ্রৌপদীর বস্ত্র-'হরণ'; ঃ গোপীদের বস্ত্র-'হরণ'।]

বস্ত্রহীন — যাহার কাপড় নাই। উলঙ্গ। বি. — **বস্ত্রহীনতা**।

বস্ত্রালয় — কাপড়ের দোকান।

বহন — ভারী জিনিস বা বোঝা লইয়া গমন। [ঃ 'বহন' করা।] দুঃসহ দুঃখ শোক ইত্যাদি সহ্য করণ।

বহনীয় — বহন করিবার যোগ্য। বহন করিতে হইবে এমন।

বহমান — প্রবাহিত হইতেছে এমন। [ঃ 'বহমান' স্রোত।]

বহর — নৌকা জাহাজ ইত্যাদির শ্রেণী। [ঃ নৌ-'বহর'।]

বহর — ওসার, প্রস্থ। [ঃ কাপড়ের 'বহর'।] প্রসার, ক্ষমতা। [ঃ বিদ্যার 'বহর'।]

বহা — বহন করা। [ঃ বোঝা 'বহা'।] সহ্য করা। [ঃ বেদনা 'বহা'।]

বহা — প্রবাহিত হওয়া। [ঃ স্রোত 'বহা'; বায়ু 'বহা'।] অবসান বা অতীত হওয়া। [ঃ দিন 'বহা'; বেলা 'বহা'।] ক্ষতি হওয়া। [ঃ তাহাতে কাহার কি 'বহিল'?]

বহানো — বহিতে বা বহন করিতে বাধ্য করা। [ঃ বোঝা 'বহানো'।]

বহানো — প্রবাহের সৃষ্টি করা। [ঃ ঝড় 'বহানো'।] প্রবাহিত করা। [ঃ রক্তের স্রোত 'বহানো'।] বৃথা অতিবাহিত করা। [ঃ দিন 'বহানো'।]

বহাল — বজায়, অক্ষুণ্ণ, অপরিবর্তিত। [ঃ হুকুম 'বহাল' থাকা।] নিযুক্ত। [ঃ কাজে 'বহাল' করা।]

বহালতবিয়ত — সুস্থ সানন্দ অবস্থা। [ঃ 'বহালতবিয়তে' আছেন।]

বহি — বই, পুস্তক। খাতা।

বহিঃ- — 'বাহির' বা 'বিদেশ' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'বহিঃ-' শত্রু।]

বহিঃস্থ — বাহিরে আছে এমন। বাহ্য।

বহিত্র — পইঠা, দাঁড়। নৌকা।

বহিন — বোন, ভগিনী।

বহিরঙ্গ — বাহিরের অংশ। বাহিরের,

বাহ্য। অন্তরঙ্গ নহে, অনাত্মীয়।

বহিরাগমন — বাহির হইতে আগমন। বাহিরে আগমন।

বহিরাগত — বাহির হইতে আসিয়াছে এমন। বাহিরে আসিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বহিরাগতা**।

বহিরাবরণ — বাহিরের আবরণ, ঢাকা, আচ্ছাদন।

বহিরিন্দ্রিয় — চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়।

বহির্গত — বাহিরে আসিয়াছে এমন। বাহিরে গিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বহির্গতা**।

বহির্গমন — বাহিরে গমন, বাহিরে যাওয়া।

বহির্জগৎ, বহির্জ্জগৎ — বাহিরের জগৎ, বস্তুজগৎ। (চিন্তা বা কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট জগৎ নহে। তুঃ 'অন্তর্জগৎ'।)

বহির্দেশ, বহির্দ্দেশ — বাহিরের দিক বা অংশ।

বহির্দ্বার, বহির্দ্দ্বার — বাহিরের দরজা, সদর দরজা।

বহির্বাটিকা, বহির্ব্বাটিকা — বাহিরের বাড়ি, সদর মহল।

বহির্বাটী, বহির্ব্বাটী — ('বহির্বাটিকা' দেখ।)

বহির্বাণিজ্য, বহির্ব্বাণিজ্য — বিদেশের সহিত বাণিজ্য।

বহির্বাস, বহির্ব্বাস — বাহিরের কাপড়, কৌপীনের উপর পরিহিত বস্ত্র।

বহির্ভাগ — বাহিরের দিক, বাহিরের অংশ।

বহির্ভূত — অন্তর্গত নহে, বাহিরে আছে এমন, বাহিরের। [ঃ আলোচনার 'বহির্ভূত'।]

বহির্মুখী — বহির্জগতের প্রতি অনুরাগ আছে এমন। [ঃ 'বহির্মুখী' চেতনা।]

(তুঃ 'অন্তর্মুখী'।)

বহির্মুখিতা — বহির্জগতের প্রতি অনুরাগ। (তুঃ 'অন্তর্মুখিতা'।)

বহিষ্করণ, বহিষ্কার — বাহির করিয়া দেওয়া, দূরীকরণ, বিতাড়ন।

বহিষ্কৃত — বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, বিতাড়িত। স্ত্রী. — **বহিষ্কৃতা**।

বহু — অনেক, সংখ্যায় বা পরিমাণে খুব বেশী।

বহু — (প্রাচীন কবিতায়) বধূ।

বহুকাল — অনেকদিন, দীর্ঘকাল।

বহুকেলে — অনেকদিনের, খুব পুরাতন, প্রাচীন।

বহুগ্রন্থি — অনেক গাঁট বা গেরো আছে এমন।

বহুজ্ঞ — যিনি অনেক দেখিয়াছেন বা অনেক জানেন, বহুদর্শী।

বহুড়ী — (প্রাচীন কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) বালিকা বধূ।

বহুৎ, বহুত — খুব, অনেক। **বহুত আচ্ছা** — খুব ভালো, উত্তম, সাবাস।

বহুতর — অনেকবিধ, নানারকম। [ঃ 'বহুতর' জিনিস।]

বহুতল — অনেক তলা বা তল আছে এমন। [ঃ 'বহুতল' গৃহ।]

বহুতা, বহুত্ব — অনেকত্ব, বহুর ভাব, বাহুল্য।

বহুদর্শিতা — অনেক দেখিবার বা অনেক অভিজ্ঞতার ফলে জ্ঞান।

বহুদর্শী — যিনি অনেক দেখিয়াছেন, যাঁহার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। স্ত্রী. — **বহুদর্শিনী**।

বহুদূর — অনেক দূর। খুব দূরবর্তী স্থান।

বহুদূরবর্তী, বহুদূরবর্ত্তী — খুব দূরে আছে এমন। স্ত্রী. — **বহুদূরবর্তিনী**,

বহুদূরবর্ত্তিনী। বি — **বহুদূরবর্তিতা, বহুদূরবর্ত্তিতা**।

বহুধা — অনেক ভাগে। অনেক দিকে। অনেক ভাবে। অনেক বারে।

বহুপত্নীক — যাহার অনেক স্ত্রী আছে এমন। বি. — **বহুপত্নীকতা**।

বহুপ্রসবিনী, বহুপ্রসূ — অনেক সন্তানের জননী, অনেকের জন্মদাত্রী।

বহুবচন — (ব্যাকরণে) একের বা দুইয়ের অধিক বুঝায় শব্দের এমন রূপ।

বহুবল্লভ — বহু নারীর প্রিয় যে ব্যক্তি।

বহুবল্লভা — বহু পুরুষে যে নারীর প্রিয়।

বহুবার — অনেক বার, বার বার।

বহুবিৎ, বহুবিদ্ — ('বহুজ্ঞ' দেখ।)

বহুবিধ — অনেকরকম, নানারকম।

বহুবিবাহ — একাধিক পত্নী বা স্বামী গ্রহণ।

বহুবিবাহিত — একাধিক বিবাহ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বহুবিবাহিতা**।

বহুবিশ্রুত — বিখ্যাত। স্ত্রী. — **বহু-বিশ্রুতা**।

বহুবিস্তীর্ণ — অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সুবিস্তৃত।

বহুবীজ — যাহাতে অনেক বিচি থাকে এমন।

বহুবেত্তা — ('বহুজ্ঞ' দেখ।)

বহুব্যয়ী — যে খুব বেশী ব্যয় করে, খরচে'। বি. — **বহুব্যয়িতা**।

বহুব্রীহি — (ব্যাকরণে) একরকম সমাস যাহাতে সমস্তপদের অর্থ সমস্যমান পদগুলি হইতে পৃথক হয় (যেমন, পঞ্চানন)।

বহুব্রীহি — যাহার অনেক ধান আছে।

বহুভাগ্য — খুব সৌভাগ্য। খুব সৌভাগ্যবান্।

বহুভাষী — যে অনেক ভাষা জানে। বাচাল। স্ত্রী. — **বহুভাষিণী**।

বহুমত — নানারকম।

বহুমান — প্রচুর সম্মান।

বহুমুখ — যাহার অনেক মুখ আছে। বহু লোকের মুখ। [ঃ'বহুমুখে' শোনা।]

বহুমুখী — বহু বিষয়ে অনুরাগ প্রবণতা বা ক্ষমতা আছে এমন। [ঃ'বহুমুখী' প্রতিভা।] বি. — **বহুমুখিতা**।

বহুমূত্র — একরকম রোগ যাহাতে অধিক প্রস্রাব হয় ও প্রস্রাবের সহিত শর্করা যায়, 'ডায়াবিটিস'।

বহুমূল্য — যাহার দাম খুব বেশী, অতীব মূল্যবান্। বি. — **বহুমূল্যতা**।

বহুরূপ — নানারকম, বহুপ্রকার। নানা মূর্তি, বহু আকার।

বহুরূপী — অনেক রকম রূপ ধারণ করিতে বা সাজিতে পারে এমন। ঐরূপ রূপ ধারণ করা বা সাজা যাহার পেশা। স্ত্রী. — **বহুরূপিণী**।

বহুরূপী — একজাতীয় গিরগিটি যাহারা রং বদলায়।

বহুল — কৃষ্ণপক্ষ। কৃষ্ণবর্ণ।

বহুল — অনেক, অধিক, বেশী। [ঃ'বহুল' পরিমাণে।]

-বহুল — 'অনেক রহিয়াছে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃজন-'বহুল' শহর।]

বহুলতা, বহুলত্ব — আধিক্য, বাহুল্য। [ঃ জন-'বহুলতা'।]

বহুশঃ — বহুবার। বহুভাবে।

বহুশাখ — অনেক শাখা আছে এমন।

বহেড়া — একরকম ফল, ত্রিফলার একটি, বয়ড়া।

বহ্নি — আগুন, অগ্নি।

বহ্নিমান্ — জ্বলিতেছে এমন। [ঃ চিতা

'বহ্নিমান্'।]

বহ্বাড়ম্বর — খুব আড়ম্বর, অত্যধিক ঘটা। আস্ফালন।

বহ্বারম্ভ — খুব ঘটা বা অনেক উদ্‌যোগ করিয়া আরম্ভ। [ঃ 'বহ্বারম্ভে' লঘুক্রিয়া।]

বা — বিকল্প সূচক অব্যয়, অথবা, কিংবা। [ঃ তুমি 'বা' আমি।] সংশয় অনৌচিত্য ইত্যাদি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। [ঃ হবেও 'বা'; কেনই 'বা' বললাম।]

বা — বিস্ময় আনন্দ ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ'বা! বা!' চমৎকার! 'বা' রে! আমি কি করলাম!]

বাঁ — বাম, ডানের বিপরীত। [ঃ 'বাঁ' হাত।]

বাই — বাতিক, ছিট, বায়ুরোগ। [ঃ শুচি-'বাই'।] প্রবল শখ। [ঃ ছিপ ফেলার 'বাই'।]

বাই — ('বাঈ' দেখ।)

বাইক — বাইসিকেল, দ্বিচক্রযান। **বাইক করা** — বাইক চালানো, বাইক চড়া।

বাইচ্ — নৌকা চালাইবার প্রতিযোগিতা।

বাইজী — ('বাঈ' দেখ।)

বাইন — পাঁকাল জাতীয় একরকম মাছ।

বাইনাচ — ('বাঈনাচ' দেখ।)

বাইবেল — খ্রীষ্টানদের মূল ধর্মগ্রন্থ।

বাইরে — বাহিরে। [ঃ ঘরে-'বাইরে'।] বাহির। [ঃ'বাইরে' থেকে আসা; ঃ 'বাইরের' লোক।]

বাইল — তাল নারিকেল ইত্যাদির পাতা সমেত ডাল।

বাইল — কপাটের পাল্লা।

বাইশ — ২২ সংখ্যা, দ্বাবিংশতি।

বাইশে — মাসের ২২ তারিখ বা তারিখে।

বাইস — একরকম ধারালো ছোট কোদালের মতো অস্ত্র যাহা ছুতারমিস্ত্রীরা ব্যবহার করে।

বাইস — সাঁড়াসির মতো যন্ত্র যাহা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া উখা ইত্যাদি ঘষা হয়।

বাইসাইকেল, বাইসিকেল — দুই চাকার একরকম গাড়ি যাহার পাদান পা দিয়া ঘুরাইয়া গাড়ি চালাইতে হয়, বাইক।

বাঈ — রাজপুতানা মহারাষ্ট্র ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যবহৃত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের উপাধি বিশেষ। [ঃ মীরা-'বাঈ'; ঃ জিজা-'বাঈ'।]

বাঈ, বাঈজী — একশ্রেণীর পেশাদারী নর্তকী বা গায়িকা।

বাঈনাচ — বাঈ বা এক শ্রেণীর পেশাদারী নর্তকীর নাচ।

বাউটি — হাতের একরকম গহনা।

বাউণ্ডুলে — লক্ষ্মীছাড়া, ভবঘুরে।

বাউরি, বাউরী — নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর জাতি বিশেষ।

বাউল — একরকম ভগবদ্‌ভক্ত গায়ক সম্প্রদায় (ভগবদ্‌প্রেমে বাতুল)।

বাও — (প্রাচীন কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) বাতাস। প্রেত, অপদেবতা।

বাঁও — প্রায় চার হাত। নদী ইত্যাদির গভীরতা মাপিবার পরিমাণ বিশেষ।

বাঁওড় — যেখানে স্রোত বন্ধ হইয়াছে নদীর এমন বাঁক।

বাওয়া — যাহা হইতে বাচ্চা হয় না এমন (ডিম), মোরগ বা হংসের সংস্পর্শ ছাড়াই মুরগী বা হংসী পাড়ে এমন (ডিম)। [ঃ'বাওয়া' ডিম।]

বাওয়া — বাহিয়া চলা, নৌকাদি চালানো। [ঃ তরী 'বাওয়া'।] অতিক্রম করা, চলা, পার হওয়া।

বাংলা — বঙ্গদেশ, বিহার ও আসামের মধ্যবর্তী অঞ্চল। বঙ্গদেশের ভাষা। বঙ্গভাষায় রচিত। বঙ্গীয়, বঙ্গদেশ

সংক্রান্ত।

বাংলো — বৃহৎ চার-চালা খোলামেলা ঘর। [ঃ সরকারী 'বাংলো'।]

বাঃ — বিস্ময় আনন্দ প্রশংসা বিদ্রূপ ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ 'বাঃ'! চমৎকার!]

বাক্ — বাক্য, কথা, উক্তি। [ঃ 'বাক্'-চাতুর্য।] বিদ্যা।

বাঁক — বাঁকা ভাব, বক্রতা। [ঃ লাঠিতে 'বাঁক' ধরা।] যেখানে বাঁকিয়া অন্যদিকে গিয়াছে। [ঃ পথের 'বাঁক'; ঃ নদীর 'বাঁক'।]

বাঁক — বাঁশের [illegible] যাহার দুই প্রান্তে মাল ঝুলাইয়া কাঁধে করিয়া বহা হয়।

বাঁকনল — বাঁকা সরু নল যাহাতে ফুঁ দিয়া সেকরা সোনা ঝালে।

বাঁকমল — একরকম পায়ের গহনা, এক-রকম বাঁকা মল।

বাকল — গাছের ছাল, বল্কল।

বাঁকা — যাহা বাঁকিয়াছে, বক্র, বঙ্কিম। [ঃ 'বাঁকা' লাঠি।] অসরল, কুটিলতা-পূর্ণ। [ঃ 'বাঁকা' কথা।] কাত, হেলিয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ 'বাঁকা' দেওয়াল।] আড়, টেরা। [ঃ 'বাঁকা' চোখে তাকালো।]

বাঁকা — বঙ্কিম ভঙ্গী যাঁহার, শ্রীকৃষ্ণ।

বাঁকা — বক্র হওয়া। মোড় ফেরা। [ঃ নদী 'বাঁকিয়া' উত্তরে গিয়াছে।] অসম্মত হওয়া, বিগড়ানো। [ঃ 'বেঁকে' বসেছে।]

বাঁকাচোরা — নানাভাবে বাঁকা, টেরা-বাঁকা।

বাঁকানো — বক্র করা। যাহা বক্র করা হইয়াছে। [ঃ 'বাঁকানো' লোহা।] বক্র করণ। [ঃ'বাঁকানো'র ফলে।] **ঘাড় বাঁকানো** — আপত্তি সূচক ভাব করা। **মুখ বাঁকানো** — বিদ্রূপ বা উপেক্ষা সূচক ভাব করা।

বাকি, বাকী — অবশিষ্ট। অনাদায়ের ফলে প্রাপ্য। অসমাপ্ত, অসম্পন্ন। [ঃ কাজ 'বাকী'।] পূর্ণ হয় নাই এমন। [ঃ সময় 'বাকী'।]

বাকিজায়, বাকীজায় — অনাদায়ী খাজনাদির তালিকা।

বাক্চাতুরী, বাক্চাতুর্য বাক্চাতুর্য্য — মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় কথা বলিবার নৈপুণ্য।

বাক্পটু — কথা বলিতে পটু, বলিবার নৈপুণ্য আছে এমন।

বাক্পটীয়সী — বলিবার নৈপুণ্য আছে এমন (নারী)।

বাক্য — কথা, বচন। (ব্যাকরণে) সম্পূর্ণ-রূপে ভাবপ্রকাশক পদসমষ্টি। প্রতিশ্রুতি।

বাক্যদান — কথা দেওয়া, প্রতিশ্রুতি।

বাক্যবাগীশ — যে বেশী কথা বলে, বাচাল।

বাক্যবাণ — নিষ্ঠুর ও তীক্ষ্ণ উক্তি, তিরস্কার।

বাক্যবিশারদ — ('বাক্যবাগীশ' দেখ।)

বাক্যব্যয় — বৃথা বাক্যালাপ। [ঃ 'বাক্য-ব্যয়' না করা।]

বাক্যস্ফূর্তি, বাক্যস্ফূর্ত্তি — কথা বাহির হওয়ন, বাক্যের স্ফুরণ।

বাক্যলোপ — কথা বলিবার ক্ষমতা লোপ।

বাক্যালাপ — কথোপকথন, কথাবার্তা, আলাপ। [ঃ 'বাক্যালাপ' নাই।]

বাক্যুদ্ধ, বাক্যোদ্ধা, বাক্রোধ — ('বাগ্যুদ্ধ', 'বাগ্যোদ্ধা' ও 'বাগ্রোধ' দেখ।)

বাক্শক্তি — কথা বলিবার ক্ষমতা।

বাক্স্ফূর্তি, বাক্স্ফূর্ত্তি — ('বাক্য-স্ফূর্তি' দেখ।)

বাক্স — ছোট সিন্দুক, ঢাকনিওয়ালা চার-

কোনা আধার। ডিবা। [ঃ সিগারেটের 'বাক্স'।]

বাক্সবন্দী — বাক্সে ভরিয়া রাখা হইয়াছে এমন।

বাক্‌সিদ্ধ — যাহার উক্তি সফল বা সত্যে পরিণত হয়। স্ত্রী. — **বাক্‌সিদ্ধা।**

বাখরখানি — বহুস্তরযুক্ত একরকম পুরু রুটি।

বাখান — (কবিতায়) ব্যাখ্যান, বিবরণ। [ঃ গুণের 'বাখান'।]

বাখানা — (কবিতায়) বর্ণনা করা, বিবৃত করা। [ঃ আর কত 'বাখানিব'।] প্রশংসা করা। [ঃ 'বাখানি' তোর বীরপনা।]

বাখারি — বাঁশের ফালি।

বাগ — বশ, আয়ত্তাধীন অবস্থা। [ঃ 'বাগে' আনা।] আয়ত্ত করিবার মতো সুবিধা-জনক অবস্থা। [ঃ 'বাগে' পাওয়া।]

বাগ — বাগান, উদ্যান।

বাগড়া — ব্যাঘাত, বাধা। [ঃ কাজে 'বাগড়া' দেওয়া।]

বাগদী — নিম্নশ্রেণীর একটি হিন্দু জাতি।

বাগাড়ম্বর — আস্ফালন, বাক্যের ঘটা।

বাগান — উদ্যান, ফুল বা ফলের গাছে ভরা জমি।

বাগানবাড়ি, বাগানবাড়ী — আমোদ-প্রমোদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ি যাহার পাশে বা চারিদিকে বাগান থাকে।

বাগানো — আয়ত্তে আনা, বশ মানানো। কৌশলে আয়ত্ত বা আত্মসাৎ করা। [ঃ টাকাপয়সা 'বাগানো'।] বিন্যাস করা। [ঃ তেড়ি 'বাগানো'।]

বাগিচা — ছোট বাগান।

-বাগীশ — 'পণ্ডিত' 'নিপুণ' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ তর্ক-বাগীশ।]

বাগীশ্বরী — বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সরস্বতী।

বাগুরা — জাল, ফাঁদ।

বাগুরিক — ব্যাধ, জাল লইয়া যে শিকার করে।

বাগেশ্রী — রাগিণী বিশেষ।

বাগ্‌জাল — কথার ফাঁদ, প্রতারণামূলক আস্ফালন। [ঃ 'বাগ্‌জাল' বিস্তার করা।]

বাগ্‌দত্ত — যাহার সহিত পরে বিবাহ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। স্ত্রী. — বাগ্‌দত্তা।

বাগ্‌দান — বিবাহ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি।

বাগ্দী — ('বাগদী' দেখ।)

বাগ্‌দেবী, বাগ্‌বাদিনী — সরস্বতী।

বাগ্‌বিতণ্ডা — তুমুল তর্কবিতর্ক।

বাগ্‌বিদগ্ধ — বক্তৃতায় পটু, বাগ্মী। স্ত্রী. — **বাগ্‌বিদগ্ধা**। বি. — **বাগ্‌বৈদগ্ধ্য।**

বাগ্মিতা — বলিবার বা বক্তৃতা করিবার শক্তি।

বাগ্মী — সুবক্তা, বাক্‌পটু। বাক্‌পটু ব্যক্তি।

বাগ্‌যুদ্ধ — কথার লড়াই, তর্কযুদ্ধ।

বাগ্‌যোদ্ধা — তর্কযুদ্ধে নিপুণ ব্যক্তি।

বাগ্‌রোধ — কথা বলিতে অসামর্থ্য, বাক্-শক্তির বিলোপ।

বাঘ — একরকম ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী, ব্যাঘ্র।

বাঘছাল — বাঘের চামড়া।

বাঘনখ — মারাঠাবীর শিবাজীর বাঘের নখের আকারে নির্মিত বিখ্যাত অস্ত্র।

বাঘা — বাঘের মতো। [ঃ 'বাঘা' চেহারা; ঃ 'বাঘা' গলা।] অত্যন্ত টক। [ঃ 'বাঘা' তেঁতুল।]

বাঘাম্বর — পরিবার উপযোগী বাঘের চামড়া। যিনি বাঘের চামড়া পরেন, শিব,

মহাদেব।

বাঙলা — ('বাংলা' দেখ।)

বাঙাল — (নিন্দার্থে) পূর্ববঙ্গবাসী। স্ত্রী. — **বাঙালনী**।

বাঙালী — ('বাঙ্গালী' দেখ।)

বাঙালে — ('বাঙ্গালে' দেখ।)

বাঙ্গলা — ('বাংলা' দেখ।)

বাঙ্গাল — ('বাঙাল' দেখ।)

বাঙ্গালা — ('বাংলা' দেখ।)

বাঙ্গালী — বাঙ্গালাদেশের স্থায়ী অধিবাসী, বাঙ্গালা ভাষা যাহাদের মাতৃভাষা। স্ত্রী. — **বাঙ্গালিনী**।

বাঙ্গালে — বাঙালি সংক্রান্ত, বাঙ্গালের মতো।

বাঙ্ময় — বাক্যময়, শব্দময়, বাক্যে বা শব্দে গঠিত। স্ত্রী. — **বাঙ্ময়ী**।

বাচ — ('বাইচ' দেখ।)

বাচ — ('বাছ' দেখ।)

বাচক — যাহার দ্বারা বোঝায় এমন, প্রকাশক, সূচক। [ঃ জাতি 'বাচক'।]

বাচন — উক্তি, কথন। [ঃ 'বাচন'-ভঙ্গী।]

বাঁচন — জীবিত অবস্থা, জীবন। [ঃ মরণ-'বাঁচন'।]

বাচনিক — মৌখিক। বচন সংক্রান্ত।

বাচস্পতি — বাক্‌পটু। বিদ্বান্‌। দেবগুরু বৃহস্পতি। পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ।

বাচা — একরকম মাছ।

বাঁচা — জীবিত থাকা। মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া। রেহাই পাওয়া, রক্ষা পাওয়া। [ঃ 'বাঁচিয়া' যাওয়া।] খরচের পরে অবশিষ্ট থাকা, জমা। [ঃ এক পয়সাও 'বাঁচে' না।] জীবিত অবস্থা, জীবন লাভ। [ঃ মরা-'বাঁচা' নির্ভর করে।] **প্রাণে বাঁচা** — কোনও রকমে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া।

বাঁচানো — জীবনদান করা, মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা। বিপদ হইতে রক্ষা করা। টাকাপয়সা জমানো, টাকাপয়সা খরচ না করা। অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলা। [ঃ আইন 'বাঁচানো'; ঃ সম্মান বাঁচানো।]

বাচাল — যে বেশী কথা বলে, বহুভাষী, প্রগল্‌ভ। বি. — **বাচালতা**।

বাঁচোয়া — বিপদ বা মৃত্যু হইতে রক্ষা, নিস্তার।

বাচ্চা — শাবক, পশুপাখীর ছানা। [ঃ বাঘের 'বাচ্চা'।] শিশু। [ঃ কাচ্চা-'বাচ্চা'।] বালক। [ঃ চায়ের দোকানের 'বাচ্চা'।] ছেলে। [ঃ বাঁদীর 'বাচ্চা'।]

বাচ্য — কথনীয়, বলিবার উপযুক্ত। [ঃ বাচ্যাবাচ্য' বিচার নাই।] অভিহিত করার যোগ্য, গণ্য। [ঃ পদ-'বাচ্য'।] আক্ষরিক, শব্দগত। [ঃ 'বাচ্যার্থ'।] (ব্যাকরণে) কর্তার বা কর্মের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ অনুসারে বাক্যের শ্রেণী বিভাগ। [ঃ কর্তৃ-'বাচ্য'।]

বাছ — বাছাই, বাছার কাজ। [ঃ 'বাছ'-বিচার।]

বাছনি — (পদ্যে) বাছা, বৎস।

বাছপড়া — বাছিয়া লইবার পর অবশিষ্ট।

বাছবিচার — ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত নির্ধারণ ও তদনুসারে গ্রহণ ও বর্জন।

বাছা — বৎস। পুত্র। সন্তান বা সন্তান-স্থানীয়ের প্রতি সস্নেহ সম্বোধন। সস্নেহ সম্বোধন।

বাছা — নির্বাচন করা, ইচ্ছামতো গ্রহণ বা বর্জন করা। [ঃ কাঁকর 'বাছা'।] ঐভাবে গৃহীত, পরিষ্কৃত। [ঃ 'বাছা' চাউল।] ঐভাবে গ্রহণ বা বর্জন। **বাছা বাছা** — নির্বাচনের যোগ্য বহু, ভালো ভালো। [ঃ 'বাছা বাছা' লোক; ঃ 'বাছা বাছা'

আম।]

বাছাই — নির্বাচন, বাছিবার কাজ। **বাছাই-করা** — নির্বাচিত।

বাছানো — অন্যের দ্বারা বাছা। অন্যের দ্বারা বাছাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন।

বাছুর — বাচ্চা গোরু, গোশাবক, গোবৎস।

বাজ — বজ্র।

বাজ — একরকম শিকারী পাখী।

-বাজ — (নিন্দায়) 'করিতে পটু' বা 'অভ্যস্ত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ধাপ্পা-'বাজ'; ঃ গল্প-'বাজ'।] বি. — **-বাজি**।

বাজখাঁই — কর্কশ ও উঁচু (গলা)। (গায়ক বাজখাঁর বা বাজবাহাদুরের তুল্য।)

বাজন — বাদ্য, বাজনা।

বাজনদার — পেশাদারী বাজিয়ে।

বাজনা — বাজাইবার শব্দ। বাজাইবার যন্ত্র।

বাজপাই — ('বাজপেয়ী' দেখ।)

বাজপেয় — একরকম যজ্ঞ।

বাজপেয়ী — যে বাজপেয় যজ্ঞ করে। ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ, বাজপাই।

বাজরা — একরকম শস্য।

বাজা — আঘাত লাগা। [ঃ পায়ে 'বাজা'।] কর্কশ বা কটু লাগা। [ঃ কানে 'বাজা'।]

বাজা — আঘাত ইত্যাদির ফলে শব্দ হওয়া। [ঃ ঢাক 'বাজা'; ঃ বাঁশী 'বাজা'।]

বাজা — সশব্দে ঘড়িতে সময় ঘোষিত হওয়া। সময় সূচিত হওয়া। [ঃ তিনটা 'বাজে'।]

বাঁজা — যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, বন্ধ্যা। [ঃ 'বাঁজা মেয়ে।]

বাজানো — বাদ্য করা, আঘাত ইত্যাদি দিয়া শব্দ করা। ঠুকিয়া শব্দের দ্বারা পরীক্ষা করা। [ঃ টাকা 'বাজানো'।] পরীক্ষা করা। [ঃ 'বাজিয়ে' নেওয়া।]

বাজার — সারিবন্ধ দোকানপাট, কেনাবেচার জায়গা। বাজারে গিয়া ক্রয়। [ঃ 'বাজার' করা।] বাজারে প্রচলিত। [ঃ 'বাজার' দর।] **বাজার খরচ** — তরিতরকারি তেল মসলা ইত্যাদি কেনার জন্য দৈনিক খরচ। **বাজার গরম** — বাজারে জোর ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে কর্মচাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। **বাজার চড়া** — বাজারে জিনিসের দাম বাড়া। **বাজার বসা** — বাজারে কেনা-বেচা শুরু হওয়া। **বাজারের মেয়ে** — বেশ্যা, গণিকা।

বাজারে — বাজারের উপযুক্ত। বাজার সংক্রান্ত।

বাজি — ইন্দ্রজাল, ভেলকি, ম্যাজিক। আতশবাজি। [ঃ 'বাজি' পোড়ানো।]

বাজি — জুয়া খেলায় পণ।

-বাজি — ('-বাজ' দেখ।)

বাজিকর — ঐন্দ্রজালিক, যে ভেলকি দেখায়, জাদুকর।

বাজিমাত — দাবা ইত্যাদি খেলায় জয়লাভ। বিপক্ষের সম্পূর্ণ পরাজয়ের ফলে সাফল্য।

বাজিয়ে — নিপুণ বাদক। [ঃ ভালো 'বাজিয়ে'।] বাজনায় নিপুণ। [ঃ গাইয়ে-'বাজিয়ে' লোক।]

বাজী — ঘোড়া, অশ্ব।

বাজীকরণ — রতিশক্তি বর্ধন ও সেজন্য ঔষধাদি।

বাজু — খাটের বা চৌকাঠের পাশের দিকের কাঠ।

বাজু, বাজুবন্ধ — বাহুর একরকম অলংকার।

বাজে — বৃথা, অনর্থক, অর্থহীন। [ঃ 'বাজে' কথা; 'বাজে' বকা।] তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, মূল্যহীন, ওঁচা। [ঃ 'বাজে'

মাল।] মন্দ, দুষ্ট, অকর্মণ্য। [ঃ'বাজে' লোক।]

বাজেয়াপ্ত — যাহাতে অধিকারী বা মালিকের স্বত্বলোপ হইয়াছে এমন, শাস্তি হিসাবে বিনামূল্যে গৃহীত। [ঃ সম্পত্তি 'বাজেয়াপ্ত' হওয়া।]

বাঁঝা — ('বাঁজা' দেখ।)

বাঞ্ছনীয় — কামনার যোগ্য, অভিপ্রেত। স্ত্রী. - **বাঞ্ছনীয়া।**

বাঞ্ছা — ইচ্ছা, কামনা, অভিলাষ।

বাঞ্ছাকল্পতরু — যিনি সকল বাঞ্ছা সফল করেন, ভগবান। পরম দয়ালু ও দানশীল ব্যক্তি।

বাঞ্ছিত - যাহা চাওয়া বা কামনা করা হইয়াছে। স্ত্রী. — **বাঞ্ছিতা।**

বাট — (প্রায় কবিতায়) পথ।

বাট — সোনারূপা ইত্যাদির তাল।

বাঁট -- হাতল। [ঃ কোদালের 'বাঁট'; ছুরির 'বাঁট'।]

বাঁট — (গোরু ইত্যাদির) স্তনের বোঁটা।

বাঁট — বণ্টন। বাঁটিবার পালা।

বাটখারা — নির্দিষ্ট ওজনের লোহা ইত্যাদির খণ্ড যাহা দিয়া জিনিস ওজন করা হয়।

বাটনা — বাটা বা বাটিবার উপযুক্ত মসলা। [ঃ 'বাটনা' বাটা; তরকারিতে 'বাটনা' দেওয়া।]

বাটপাড় — যে পথে ডাকাতি করে। ডাকাত। প্রতারক।

বাটপাড়ি — বাটপাড়ের কাজ। ভয়ংকর প্রতারণা।

বাটা — জল সহযোগে পেষণ করা। [ঃ মসলা 'বাটা'।] জল সহযোগে পিষ্ট। [ঃ'বাটা' মসলা।] জল সহযোগে পেষণ।

বাটা — বড় বাটি বা থালার মতো পাত্র। [ঃ পানের 'বাটা'।]

বাটা — একরকম মাছ।

বাটা -- ('বাট্টা' দেখ।)

বাঁটা — বণ্টন করা। বণ্টন করা হইয়াছে এমন। বণ্টন।

বাটানো – অপরের দ্বারা বাটা।

বাঁটানো – অপরের দ্বারা বাঁটা।

বাটালি - ছুতারের একরকম অস্ত্র।

বাটি — উঁচু ধারওয়ালা ছোট পাত্র। পেয়ালা।

বাটিকা — বাড়ি, ছোট বাড়ি। [ঃ উদ্যান-'বাটিকা'।]

বাটী -- বাড়ি, গৃহ।

বাটুল, বাঁটুল — বর্তুল, গোলাকার জিনিস, গুলী।

বাটোয়ারা, বাঁটোয়ারা -- বণ্টন। [ঃ ভাগ-'বাটোয়ারা'।]

বাট্টা — নির্দিষ্ট মূল্য হইতে যাহা বাদ যায়, টাকা নোট ইত্যাদি ভাঙাইবার সময়ে দেয় বাদ, বাটা।

বাড় - বৃদ্ধি। [ঃ শরীরের 'বাড়'; ঃ গাছের 'বাড়'।] দুরন্তপনা দাম্ভিকতা ইত্যাদির বৃদ্ধি। [ঃ বড়ো 'বাড়' বেড়েছে।]

বাড় -- নৌকাদির প্রান্ত ভাগ।

বাড়ই — ছুতার। যে ঘরের চাল ছায়।

বাড়তি — বৃদ্ধি, আধিক্য। [ঃ 'বাড়তির' সময়।] অতিরিক্ত, যাহা বেশী হইয়াছে। [ঃ 'বাড়তি' পয়সা।]

বাড়ন্ত -- বাড়িতেছে এমন। বাড়িবার পক্ষে উপযুক্ত। [ঃ'বাড়ন্ত' বয়স।] ফুরাইয়াছে এমন। [ঃ ঘরে চাল 'বাড়ন্ত'।]

বাড়ব — বড়বা সংক্রান্ত। [ঃ 'বাড়ব' অনল।], বাড়বানল, সমুদ্রজাত অগ্নি।

বাড়বা, বাড়বাগ্নি, বাড়বানল — সমুদ্রজাত

অগ্নি।

বাড়া -- বৃদ্ধি পাওয়া, বড় হওয়া। [ঃ গাছটি 'বেড়েছে'।]

বাড়া -- আহারের জন্য সাজানো। [ঃ ভাত 'বাড়া'।] আহারের জন্য সাজানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'বাড়া' ভাত।]

বাড়া — ছাঁটা, কাটা। [ঃ পেনসিল 'বাড়া'।] কাটা বা ছাঁটা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বাড়া' পেনসিল।]

বাড়ানো — বড় করা। [ঃ টানিয়া 'বাড়ানো'।] প্রসারিত করা, আগানো। [ঃহাত 'বাড়ানো'; ঃ পা 'বাড়ানো'।]

বাড়ানো -- অপরের দ্বারা বাড়া।

বাড়াবাড়ি — প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু কাজ, মাত্রাধিক্য, আতিশয্য, সামান্য ব্যাপার লইয়া গোলযোগ ইত্যাদি। [ঃ 'বাড়াবাড়ি' করা।]

বাড়ি — আঘাত। [ঃ লাঠির 'বাড়ি'।]

বাড়ি, বাড়ী -- গৃহ। বাসগৃহ।

বাড়িউলী, বাড়ীউলী -- ভাড়াটে বাড়ির স্ত্রী মালিক।

বাড়িওয়ালা, বাড়ীওয়ালা — ভাড়াটে বাড়ির মালিক। স্ত্রী. — **বাড়িওয়ালী, বাড়ীওয়ালী**।

বাণ -- শর, তীর।

বাণলিঙ্গ - নর্মদানদীজাত শিবলিঙ্গ।

বাণিজ্য — বণিকের কাজ, ব্যবসায়।

বাণিজ্যপোত — ব্যবসায়ের মালপত্রে ভরা জাহাজ।

বাণিজ্যিক — বাণিজ্য সংক্রান্ত, বাণিজ্যগত।

বাণী — কথা, উক্তি। জ্ঞানগর্ভ উক্তি। সরস্বতী।

বাণীচিত্র — সবাক্ চিত্র, 'টকী'।

বাণ্ডিল — পুলিন্দা, কাগজপত্রের তাড়া। [ঃ এক 'বাণ্ডিল' 'নোট'।]

বাত — বায়ু, বাতাস। একরকম রোগ। (আয়ুর্বেদ অনুসারে) দেহের একটি মূল উপাদান। [ঃ 'বাত' পিত্ত কফ।]

বাত — (ব্যঙ্গে) কথা।

বাতকর্ম, বাতকর্ম্ম -- মলদ্বার দিয়া উদরস্থ বায়ুর নিঃসারণ, অপানবায়ু ত্যাগ।

বাতচিত - কথাবার্তা।

বাতব্যাধি -- বাত রোগ।

বাতরক্ত — একরকম রোগ যাহাতে বাতের ফলে রক্ত দূষিত হয়।

বাতলানো — নির্দেশ করা, বুঝাইয়া দেওয়া। [ঃ পথ 'বাতলানো'।]

বাতা -- পাতলা চওড়া বাখারি।

বাতাবরণ — আবহাওয়া, পরিবেশ।

বাতাবর্ত, বাতাবর্ত্ত - বায়ুর আবর্ত, ঘূর্ণিবায়ু।

বাতাবি — একরকম বড় প্রায় ফুটবলের আকারের লেবু।

বাতায়ন — বাতাস আসিবার পথ, জানালা।

বাতাস -- হাওয়া, বায়ু। **বাতাস করা** - পাখা দুলাইয়া বায়ু সঞ্চালিত করা।

বাতাসা — চিনি বা গুড়ের তৈয়ারী ফাঁপা একরকম মিষ্টদ্রব্য।

বাতাহত — বায়ুর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, ঝড়ে ভগ্ন বা বিধ্বস্ত। [ঃ 'বাতাহত' বনস্পতি।]

বাতি — দীপ, প্রদীপ। [ঃ সাঁঝের 'বাতি'।] সলতে ও মোম দিয়া তৈয়ারী জ্বালিবার উপযোগী একরকম লম্বা জিনিস। ঐরকম চেহারার লম্বা জিনিস।

বাতি — গাছের সরু গুঁড়ি যাহাতে খুঁটি ইত্যাদি হয়। [ঃ শালের 'বাতি'।]

বাতিক — বায়ুরোগ। বাই, পাগলামি, ছিট। প্রবল শখ।

বাতিদান — বাতি রাখিবার উপযোগী

৮ ড। পিলসুজ।

বাতিল — পরিত্যক্ত, অগ্রাহ্য। নাকচ, দাহিত।

বাতুল — বায়ুরোগগ্রস্ত, পাগল, উন্মাদ। বি. — **বাতুলতা।**

বাত্যা -- ঝড়, প্রবল বায়ুপ্রবাহ।

বাৎসরিক — বৎসর সংক্রান্ত। বৎসরে বা বৎসরান্তে হয় এমন।

বাৎসরিকী — বাৎসরিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

বাৎসল্য — বৎস বা সন্তানের উপর যের প ভাব হয় তাহা, স্নেহ।

বাৎস্যায়ন — বি ঃ প্রাচীন ঋষি যিনি 'কামসূত্র' প্রণয়ন করেন।

বাথান - - গোচারণভূমি, গোষ্ঠ, গোয়াল।

বাদ -- উক্তি, কথন। [ঃ ধন্য 'বাদ'; ঃ সাধু-'বাদ'।] তর্ক। [ঃ 'বাদ'-প্রতিবাদ।] বিবাদ [ঃ জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে 'বাদ'।]

বাদ — ছাড়, ত্যাগ, বর্জন। [ঃ 'বাদ' দেওয়া; ঃ 'বাদ' পড়া।] **বাদে** -- বাদ দিয়া, ছাড়া, ব্যতীত। [ঃ আমি 'বাদে' তিন জন।]

-বাদ — 'মত' বা 'থিওরি' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'পুঁজি-'বাদ'; ঃ মার্ক্স-'বাদ'।]

বাদক — যে বাজায়, বাদ্যকর।

বাদন -- বাজানো, বাদ্যকরণ।

বাদর — (প্রাচীন কবিতায়) বাদল।

বাঁদর — বানর। স্ত্রী. — **বাঁদরী।**

বাদরায়ণ — বেদান্তসূত্র-রচয়িতা প্রাচীন ঋষি, ব্যাসদেব।

বাদল, বাদলা — বর্ষা। ঝড়বৃষ্টি ও মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা।

বাদলা — জরির সুতা। [ঃ 'বাদলার' কাজ।]

বাদলে — ('বাদুলে' দেখ।)

বাদশা — ('বাদশাহ্' দেখ।)

বাদশাজাদা — বাদশাহের পুত্র।

বাদশাজাদী -- সম্রাট কন্যা, বাদশাহের মেয়ে।

বাদশাহ্ - মুসলমান সম্রাট।

বাদশাহি -- মুসলমান সম্রাটের পদ বা কাজ। [ঃ 'বাদশাহি' করা।]

বাদশাহী — বাদশাহ্ সংক্রান্ত। বাদ্শাহ্-শাহিসহ। [ঃ 'বাদশাহী' আমল।] বাদ-শাহের মতো। [ঃ'বাদশাহী' মেজাজ।]

বাদা - জলাভূমি।

বাদাড় — জঙ্গল। [ঃ বনে-'বাদাড়ে'।]

বাদানুবাদ — তর্কবিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ।

বাতাপি - পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাক্ষস অগস্ত্য ঋষি যাহাকে বধ করেন। প্রাচীন চালুক্যদের রাজধানী, বাদামি।

বাদাম — সুপরিচিত ফল ও তাহার গাছ (বৃক্ষজাতীয় ও লতাজাতীয়)। **কাগজী বাদাম, কাজু বাদাম** — বৃক্ষজাতীয় গাছে হয় এমন সুস্বাদু বাদাম। **চীনা বাদাম** — ছোট একরকম কলাই যাহা লতাজাতীয় গাছে মাটির নীচে হয়।

বাদাম নৌকার পাল।

বাদামি -- চালুক্যদের প্রাচীন রাজধানী, বাতাপি।

বাদামী — বাদামের খোসার মতো (রং)। বাদামের আকারের।

বাদিত — যাহা বাজানো হইয়াছে, ধ্বনিত, শব্দিত। স্ত্রী. — **বাদিতা।**

বাদিত্র — বাদ্যযন্ত্র।

বাঁদিপোতা — একরকম ডোরাকাটা চৌখুপী রঙিন কাপড় যাহা লেপের খোল ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

বাদী — যে অভিযোগ করে, ফরিয়াদী।

-বাদী — 'কোনও মতে বা থিওরিতে

বিশ্বাসী' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মার্ক্স্-'বাদী'।]

-বাদী — 'যে বলে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ সত্য-'বাদী'; ঃ স্পষ্ট-'বাদী'।] স্ত্রী. — **-বাদিনী**।

বাঁদী — ক্রীতদাসী। দাসী। [ঃ নবাবের 'বাঁদী'।]

বাদুড় — বড় চামচিকার তুল্য একরকম স্তন্যপায়ী প্রাণী (উড়িতে পারে, কিন্তু পাখী নহে)।

বাঁদুরে — বাঁদরের মতো।

বাদুলে — বর্ষা সংক্রান্ত। বর্ষাকালে জাত। [ঃ 'বাদুলে' পোকা।]

বাদ্য — বাজনার শব্দ। বাজনার যন্ত্র।

বাদ্যকর — যে বাজায়, বাজিয়ে, বাদনকারী। স্ত্রী. — **বাদ্যকরী**।

বাদ্যভাণ্ড — নানারূপ বাদ্য।

বাধ — বাধা, প্রতিকূল আচরণ, অত্যাচার।

বাঁধ — জল আটকাইবার জন্য উঁচু আল বা স্তূপীকৃত মাটির প্রাচীর।

বাধক — রোধক। যে বাধ্য করে। [ঃ বাধ্য-'বাধক'।] একরকম স্ত্রীরোগ।

বাধকতা — বশকারিতা, বাধ্যকরণের ভাব। [ঃ বাধ্য-'বাধকতা'।]

বাঁধন — বন্ধন, যাহা দিয়া বাঁধা যায় বা বাঁধা হইয়াছে। [ঃ স্নেহের 'বাঁধন'।]

বাঁধনহারা — বন্ধনহীন, মুক্ত। উদ্দাম।

বাঁধনি — দৃঢ় সংবদ্ধ ভাব। [ঃ কথার 'বাঁধনি'।]

বাধবাধ — ('বাধোবাধো' দেখ।)

বাধা — প্রতিকূল অবস্থা, অন্তরায়, প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। অশুভ সূচনা, অশুভ লক্ষণ। [ঃ 'বাধা' পড়া।]

বাধা — বন্ধ হওয়া, আটকানো। [ঃ গলায় কাঁটা 'বাধা'।] সংকোচ বোধ হওয়া। [ঃ বলতে 'বাধছে'।] দুরূহ বোধ হওয়া, বুঝিতে কষ্ট হওয়া, ঠেকা। [ঃ অঙ্কটা 'বাধছে' কোথায়?]

বাধা — বিরোধ সংঘর্ষ ইত্যাদি আরম্ভ হওয়া। [ঃ যুদ্ধ 'বাধা'; ঃ ঝগড়া 'বাধা'।]

বাঁধা — বন্ধক, ঋণদাতার নিকট গচ্ছিত। [ঃ 'বাঁধা' রাখা।]

বাঁধা — বন্ধন করা, বদ্ধ করা। [ঃ দড়ি দিয়া 'বাঁধা'।] নির্মাণ করা। [ঃ বাঁধ 'বাঁধা'।] নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। [ঃ নিয়ম 'বাঁধা'; ঃ পথ 'বাঁধা'।] রোধ করা, থামানো। [ঃ গাড়ি 'বাঁধা'।] দলবদ্ধ বা সংহত হওয়া। [ঃ দল 'বাঁধা'।] কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। [ঃ জমাট 'বাঁধা'।] দৃঢ় বা কঠিন করা। [ঃ বুক 'বাঁধা'।] বই সেলাই করিয়া শক্ত মলাট দেওয়া। [ঃ বই 'বাঁধা'।] রচনা করা। [ঃ গান 'বাঁধা'।] বাঁধা হইয়াছে এমন, বদ্ধ। নির্দিষ্ট। [ঃ 'বাঁধা' পথ; ঃ 'বাঁধা' মাইনে।] স্থায়ী সম্পর্কযুক্ত। [ঃ 'বাঁধা' ধোপা।] বদ্ধ করণ। নির্দিষ্ট করণ। নির্দিষ্ট অবস্থা। [ঃ ধরা-'বাঁধার' মধ্যে।] একস্থানে স্থির, অচঞ্চল। [ঃ লক্ষ্মী 'বাঁধা' থাকবেন।] **কোমর বাঁধা** — কোনও কঠিন কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া। **খোঁপা বাঁধা** — খোঁপা করা। **চুল বাঁধা** — কেশবিন্যাস করা। **দানা বাঁধা** — দানায় পরিণত হওয়া। **বুক বাঁধা** — সাহস ও ধৈর্য অবলম্বন করা।

বাঁধাই — বই বাঁধিবার কাজ। বই বাঁধিবার পারিশ্রমিক বা খরচ।

বাঁধাকপি — একরকম সবজি যাহার পাতাগুলি পরস্পর বদ্ধ হওয়ায় দেখিতে বলের মতো গোলাকার হয়।

বাঁধাছাঁদা — বাঁধা ও ঐ শ্রেণীর অন্যান্য কাজ। [ঃ'বাঁধাছাঁদা' শেষ।]

বাঁধানো — অপরকে দিয়া বাঁধা। শক্ত করিয়া নির্মাণ করা। পাকা করা। [ঃ ঘাট 'বাঁধানো'।] কৃত্রিম দাঁত লাগানো। [ঃ দাঁত 'বাঁধানো'।] ফ্রেম ইত্যাদি দিয়া শক্ত করা। [ঃ ছবি 'বাঁধানো'।] সেলাই করিয়া ও মলাট দিয়া শক্ত করা। [ঃ বই 'বাঁধানো'।] শক্ত করিয়া নির্মিত। পাকা করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বাঁধানো' সিঁড়ি।] কৃত্রিম ভাবে লাগানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'বাঁধানো' দাঁত।] সেলাই করা ও মলাট দিয়া শক্ত করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বাঁধানো' বই।] ফ্রেম ইত্যাদি দিয়া শক্ত করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বাঁধানো' ছবি।]

বাধাবন্ধ — বন্ধন ও অন্তরায়।

বাঁধাবাঁধি — ধরাবাঁধা নিয়ম। [ঃ 'বাঁধাবাঁধির' মধ্যে থাকা।]

বাধিত — কৃতজ্ঞতার জন্য বাধ্য ও বশীভূত। [ঃ 'বাধিত' হইলাম।] স্ত্রী. — **বাধিতা**।

বাঁধুনি — ('বাঁধনি' দেখ।)

বাঁধুলি — একরকম গাছ ও তাহার লাল ফুল, বান্ধুলি।

বাধোবাধো — সঙ্কোচজনক অবস্থা, কুণ্ঠিত ভাব। [ঃ 'বাধোবাধো' ঠেকা।] বাধিবার উপক্রম করিয়াছে এমন। [ঃ যুদ্ধ 'বাধোবাধো'।]

বাধ্য — বশীভূত, অনুগত। [ঃ 'বাধ্য থাকা।] অবশ্যই হইবে বা করিতে হইবে, যাহার অন্যথা নাই। [ঃ ঘটিতে 'বাধ্য'; ঃ করিতে 'বাধ্য'।]

বাধ্যতা — বশ্যতা, বশীভূত অবস্থা, আনুগত্য। আবশ্যিক ভাব।

বাধ্যতামূলক — আবশ্যিক, যাহা করিতেই হইবে।

বাধ্যবাধকতা — একে অন্যের নিকট বাধ্য রহিয়াছে এইরূপ সম্পর্ক, আনুগত্যের সম্পর্ক। আবশ্যিকতা।

বান — বন্যা, জলপ্লাবন।। **বান ডাকা** — সশব্দে বন্যা আসা। প্রবলভাবে আসা। [ঃ যৌবনের 'বান' ডেকেছে।]

-বান্ — 'অধিকারী' বা 'ইহার আছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ রূপ-'বান্'।] স্ত্রী. — **-বতী**।

বানচাল — যাহার তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ নৌকা 'বানচাল' হওয়া।] পণ্ড, ব্যর্থ, ভেস্তাইয়া গিয়াছে এমন।

বানপ্রস্থ — প্রাচীন আর্যদের পালনীয় তৃতীয় আশ্রম যাহাতে প্রৌঢ়রা গৃহত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস করিতেন।

বানর — বাঁদর, কপি। স্ত্রী. — **বানরী**।

বানান — শব্দের বিভিন্ন অক্ষরের সন্নিবেশ বা বিশ্লেষণ। [ঃ 'বানান'-ভুল; ঃ 'বানান' করা।]

বানানো — তৈয়ার করা। ফাঁদা, রচনা করা। সাদৃশ্যে পরিণত করা, কোনও কিছুর মতো করা। [ঃ 'বোকা' বানালো।] তৈয়ারী, নির্মিত। রচিত, কল্পিত।

বানি — গহনা ইত্যাদি তৈয়ার করিবার মজুরি।

বান্দা — ক্রীতদাস, গোলাম। স্ত্রী. — **বান্দী, বাঁদী**।

বান্ধব — বন্ধু, স্বজন। স্ত্রী. — **বান্ধবী**।

বান্ধা — (প্রাচীন কবিতায় ও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) বাঁধা।

বান্ধুলি, বান্ধুলী — ('বাঁধুলি' দেখ।)

বাপ — বাবা, পিতা। পুত্রস্থানীয়ের প্রতি সম্বোধন। ভয় বিস্ময় ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ 'বাপ' রে 'বাপ'!]

বাপধন — বৎস, বাছা। বাপু।

বাপান্ত — বাপ সম্পর্কে গালি উচ্চারণ। [ঃ 'বাপান্ত' করা।]

বাঁপি — (আদরে) বাবা।

বাঁপি, বাপী — পুষ্করিণী, পুকুর।

বাপু — বাবা, পিতা। (উপেক্ষায়) বাছা, বৎস। [ঃ বলি হে 'বাপু'!] **বাপু-বাছা করা** — সস্নেহ সম্ভাষণ করা।

বাফতা — রেশম ও কার্পাসের মিশ্রণে প্রস্তুত একরকম কাপড়।

বাবত, বাবদ — জন্য, দরুন, কারণে। দফা।

বাবরি — (বাবর বা সিংহের মতো) কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা ও কোঁকড়া চুল। [ঃ 'বাবরি' রাখা।]

বাবলা — একরকম কাঁটাওয়ালা গাছ যাহা হইতে আঠা বাহির হয়।

বাবা — বাপ, পিতা। পিতাকে বা পিতৃস্থানীয়কে সম্বোধন। পুত্রকে বা পুত্রস্থানীয়কে সম্বোধন। দেবতা সন্ন্যাসী ইত্যাদির উপাধি। [ঃ সাধু-'বাবা'; ঃ 'বাবা' তারকেশ্বর।] ভয় বিস্ময় কষ্ট ইত্যাদি সূচক শব্দ।

বাবাজী — সাধু, সন্ন্যাসী। বৈরাগী, বৈষ্ণব সাধু। পুত্রস্থানীয়ের প্রতি স্নেহসম্বোধন। [ঃ জামাতা 'বাবাজী'।]

বাবাজীবন — পুত্র বা পুত্রস্থানীয়ের প্রতি সম্বোধন।

বাবু — বাংগালী হিন্দু ভদ্রলোকের সম্মানসূচক আখ্যা। (সাধারণতঃ নামের শেষে যুক্ত হয়।) ভদ্র পরিবারের কর্তা বা কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি। [ঃ 'বাবু' বাড়ি নেই; ঃ ছোট-'বাবু'।] শৌখীন, বিলাসী। [ঃ লোকটি খুব 'বাবু'।]

বাবুই — একরকম পাখী যাহারা সুন্দর বাসা তৈয়ার করে।

বাবুই — তুলসীর একটি জাত। [ঃ 'বাবুই' তুলসী।]

বাবুগিরি — বাবুর মতো চালচলন, বিলাসিতা, বড়মানুষী চাল।

বাবুজী — (সসম্মানে) বাবু।

বাবুয়ানা, বাবুয়ানি — ('বাবুগিরি' দেখ।)

বাবুর্চী — বিলাতী বা মুসলমানী কায়দায় রাঁধিবার জন্য নিযুক্ত পাচক।

বাবুর্চীখানা — বাবুর্চীর রান্নাঘর।

বাম — বাঁ, দক্ষিণ বা ডান নহে এমন। [ঃ 'বাম' দিক্।] প্রতিকূল, বিমুখ। [ঃ বিধি 'বাম'।] সুন্দর। [ঃ 'বামোরু'।] শিব, বামদেব। [ঃ পতি মোর 'বাম'।]

বামদেব — শিব। জনৈক প্রাচীন ঋষি, বশিষ্ঠপুত্র।

বামন — অত্যন্ত বেঁটে লোক। বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার যিনি বলির দর্পচূর্ণ করেন।

বামন — ('বামুন' দেখ।)

বামনাই — (নিন্দায় ও ব্যংগে) ব্রাহ্মণের আচরণ। ব্রাহ্মণত্ব।

বামনী — ব্রাহ্মণী।

বামনী — অতি খর্বাকৃতি নারী, খুব বেঁটে মেয়ে।

বামপন্থিতা — বামপন্থীর ন্যায় কাজ। বামপন্থীদের মতে বা আদর্শে বিশ্বাস।

বামপন্থী — প্রগতিশীল। (ফরাসী বিপ্লবের কালে প্রগতিশীলরা গণপরিষদের সভাপতির বাম দিকে বসিতেন এই মূল অর্থ হইতে।)

বামা — সুন্দরী। নারী।

বামাচার — একরকম তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি যাহাতে মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুনের প্রয়োজন হয়।

বামাচারী — যে বামাচার করে, এক শ্রেণীর তান্ত্রিক।

বামাবর্ত, বামাবর্ত্ত — বামদিকে আবর্ত বা পাক আছে এমন। [ঃ 'বামাবর্ত'

শংখ।]

বামাল — মালের সহিত। [চোর বামাল ধরা পড়া।] চোরাই মাল।

বামী — হস্তিনী ঘোটকী ইত্যাদি স্ত্রী পশু।

বামুন — ব্রাহ্মণ। পাচক ব্রাহ্মণ। স্ত্রী — **বামনী**।

বামেতর — বাম ভিন্ন অর্থাৎ দক্ষিণ। ডান। [° বামেতর [illegible]।]

বামোন্ — [illegible]

বায় — [illegible] বায়ু।

বায় — [illegible]

বায়না — [illegible] অগ্রিম আগাম দাদন। [ঃ [illegible]] [illegible] চুক্তি। [ঃ [illegible]]

বায়না — [illegible] সহিত [illegible] প্রাপ্য [illegible]। **বায়না লওয়া** — ক্রমাগত আবদার করা।

বায়নাক্কা — [illegible] বিবরণ। [illegible] আমেজ।

বায়ব বায়বীয়, বায়ব্য — [illegible] বায়ুঘটিত। [illegible]

বায়স — কাক। স্ত্রী — **বায়সী**।

বাঁয়া — তবলার সহিত [illegible] বাজাইবার উপযোগী মাটির বা ধাতুর খোলের মুখে চামড়া লাগানো বাদ্যযন্ত্র।

বায়ু — বাতাস। (আয়ুর্বেদে) দেহের একটি মূল উপাদান। [ঃ বায়ু [illegible] পিত্ত।]

বায়ুকোণ — উত্তর পশ্চিম কোণ।

বায়ুগ্রস্ত -- [illegible]। পাগল।

বায়ুকোষ — শরীরের ভিতরে বায়ু থাকিবার উপযোগী অতিক্ষুদ্র থলি।

বায়ুনিষ্কাশন — বাতাস টানিয়া বা চাপ দিয়া বাহির করণ।

বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্র — টানিয়া বা চাপ দিয়া বাতাস বাহির করিবার যন্ত্র।

বায়ুপরিবর্তন, বায়ুপরিবর্ত্তন — স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে অন্যত্র গমন।

বায়ুরোগ — উন্মাদ রোগ।

বায়ুসেবন — ভ্রমণ কালে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ।

বায়েন — [illegible] বাজনদার।

বায়োস্কোপ — চলচ্চিত্র। সিনেমা।

বার — সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন, রবি সোম [illegible]।

বার — দফা। [ঃ বহু বার।]

বার — বাহির। [ঃ বার করা।]

বার — [illegible] মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে।

বার — উকিল ইত্যাদির সংস্থা বা মিলনস্থান।

বার — বারো। [[illegible]।]

বার মাসই — (বারো ও বারোই দেখ।)

বারকোশ — [illegible] কাঠের বড় থালা।

বারণ — নিষেধ মানা। নিবারণ প্রতিরোধ।

বারণ — হাতী। [ঃ দিক্ বারণের [illegible] শরীর।]

বারণীয় — প্রতিরোধ বা নিবারণের যোগ্য, [illegible]। নিষেধ যোগ্য।

বারতা — (কবিতায়) বার্তা সংবাদ।

বারদিগর — (আদালতী প্রয়োগ) আবার, পুনরায়।

বারনারী, বারবধূ, বারবনিতা — গণিকা, বেশ্যা।

বারবরদার — ভারবাহক।

বারবরদারি — ভারবহন মোটবাহকের কাজ।

বারবরদারী — ভারবহন বা ভারবাহক সংক্রান্ত।

বার বার — বহু দফায়, বারংবার।

বারবিলাসিনী — গণিকা, বেশ্যা, বারবনিতা।

বারবেল — ব্যায়ামের উপযোগী লোহার একরকম ভারী যন্ত্র; **বারবেল করা** — বারবেল লইয়া ব্যায়াম করা।

বারবেলা — দিনের অংশ যাহা কার্যের পক্ষে শুভ মনে করা হয় না।

বারভুঁইয়া, বারভুঞা — মোগল আমলের বঙ্গদেশের বারোজন শক্তিশালী জমিদার।

বারমাসি, বারমাস্যা — (প্রাচীন কবিতায়) বারো মাসের বর্ণনা।

বারমুখ্যা — প্রধানা গণিকা।

বারমেসে — যাহা বৎসরের সকল সময়ে ফলে বা থাকে।

বারশিঙ্গা — একরকম হরিণ যাহার দুই শিঙে ছয়টি করিয়া বারোটি শাখা থাকে।

বারা — (কবিতায়) বারণ করা, নিবারণ করা।

বারাঙ্গনা — বেশ্যা, গণিকা।

বারাণসী — কাশী, বেনারস।

বারান্ডা — ('বারান্দা' দেখ।)

বারান্তর — অন্য বার। অন্য দফা।

বারান্দা — কক্ষের পাশের প্রশস্ত দাওয়া বা খোলা জায়গা, অলিন্দ।

বারি — জল।

বারিক — সৈন্যদলের বাসগৃহ, ব্যারাক।

-বারিণী — 'প্রতিরোধকারিণী' বা 'নিবারণকারিণী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বিপদ-'বারিণী'; ঃ রিপুদল-'বারিণী'।]

বারিত — নিবারিত। নিষিদ্ধ।

বারিদ — মেঘ।

বারিধারা — জলের স্রোত। অবিরাম বৃষ্টি।

বারিধি, বারিনিধি — সমুদ্র।

বারিরাশি — সমুদ্র।

বারী — হাতী বাঁধিবার কাছি বা জায়গা।

বারীন্দ্র, বারীশ — সমুদ্র। সমুদ্রের দেবতা, বরুণ।

বারুই, বারুজীবী — পানের চাষ ও ব্যবসায় যাহাদের জাতিগত পেশা।

বারুণ — বরুণ সংক্রান্ত।

বারুণী — বরুণের স্ত্রী। বরুণের কন্যা। বরুণের পূজা বা গঙ্গাপূজা সংক্রান্ত উৎসব।

বারুদ — সোরা গন্ধক ইত্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত বিস্ফোরক দ্রব্য।

বারেক — (কবিতায়) একবার।

বারেন্দ্র — বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ সংক্রান্ত, বরেন্দ্রদেশীয়। [ঃ 'বারেন্দ্র' ব্রাহ্মণ।]

বারো — দশের পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২।

বারোই — মাসের বারো তারিখ বা তারিখে।

বারোঁয়া — একরকম রাগিণী।

বারোয়ারি — বারোজনের অর্থাৎ বহুলোকের মিলিত চেষ্টায় অনুষ্ঠিত পূজা উৎসব ইত্যাদি।

বারোয়ারী — বারোজন অর্থাৎ বহুলোকের দ্বারা সম্পন্ন বা কৃত। [ঃ 'বারোয়ারী' উপন্যাস।]

বার্তা, বার্ত্তা — খবর, সংবাদ। **বেতার বার্তা** — বিনা তারে প্রেরিত সংবাদ।

বার্তাকু, বার্ত্তাকু — বেগুন।

বার্তাজীবী, বার্ত্তাজীবী — সংবাদ সরবরাহ বা খবরের কাগজে কাজ করা যাহার পেশা।

বার্তাবহ, বার্ত্তাবহ — সংবাদবাহক, দূত।

বার্তাশিল্প, বার্ত্তাশিল্প — সংবাদ সরবরাহের বা পরিবেশনের কলাকৌশল, 'জার্নেলিজম্'।

বার্তাশিল্পী, বার্ত্তাশিল্পী — বার্তাশিল্পে

পটু ব্যক্তি, 'জার্নেলিস্ট'।
বার্তিক, বার্ত্তিক — টীকাগ্রন্থ, ব্যাখ্যা পুস্তক।
বার্ধক্য, বার্দ্ধক্য — বৃদ্ধের অবস্থা, জরা, বুড়া বয়স।
বার্নার — গ্যাসের আলো ইত্যাদির সলতে।
বার্নিশ — চকচকে করিবার জন্য প্রলেপ।
বার্মা, বার্ম্মা — ('বর্মা' দেখ।)
বার্মিজ — ('বর্মী' দেখ।)
বার্লি — যবের গুঁড়া।
বার্ষিক — বর্ষ সংক্রান্ত, বাৎসরিক। বৎসরে একবার ঘটে এমন। [ঃ'বার্ষিক' পূজা।] বৎসরে একবার দেয়। [ঃ 'বার্ষিক' চাঁদা।]
বার্ষিকী — বৎসরান্তে অনুষ্ঠিত উৎসব স্মৃতিদিবস ইত্যাদি। [ঃ জন্ম-'বার্ষিকী'।] বৎসরান্তে প্রকাশিত হয় এমন পত্রিকা। [ঃ পূজা 'বার্ষিকী'।]
বাল — বালক। [ঃ'বাল'-গোপাল।]
বালক — অল্পবয়স্ক পুরুষ, যৌবন লাভ করে নাই এমন পুরুষ।
বালকত্ব — বালকের ভাব। [ঃবৃদ্ধের 'বালকত্ব'।]
বালখিল্য — পুরাণে বর্ণিত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ খর্বাকৃতি ঋষি বিশেষ (সংখ্যায় ষাট হাজার)। ডেঁপো বা অকালপক্ক বালক।
বালচর্যা, বালচর্য্যা — শিশুপালন।
বালতি — উপরে হাতল দেওয়া ধাতু-নির্মিত একরকম জলপাত্র।
বালদো — তাল নারিকেল ইত্যাদি গাছের পাতা সমেত শাখা, বাইল।
বালবাচ্চা — অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে। কাচ্চাবাচ্চা।
বালবিধবা — বালিকা বয়সে বিধবা হইয়াছে এমন মেয়ে।
বালবৈধব্য — বালিকা বয়সে বিধবা হইবার অবস্থা।
বালসুলভ — বালকের মতো।
বালভাষিত — বালকের উক্তি। বালক কর্তৃক উক্ত।
বালসূর্য, বালসূর্য্য — সকাল বেলার সূর্য, নবোদিত সূর্য।
বালা — বালিকা। কন্যা। তরুণী। [ঃ ব্রজ-'বালা'।]
বালা — চুড়ি জাতীয় গহনা, বলয়।
বালাই — বিঘ্ন, অমঙ্গল, আপদ, উৎপাত। অশুভ খণ্ডন সূচক উক্তি। [ঃ 'বালাই'! মরবে কেন?] **বালাই ষাট** — 'ষাট বা ষষ্ঠী দেবী বালাই দূর করুন' এই উক্তি। [ঃ ও কি কথা! 'বালাই ষাট'!]
বালাখানা — উপরতলার ঘর। পাকা-বাড়ি।
বালাদিত্য — নবোদিত সূর্য।
বালাপোশ — তুলো ভরা একরকম চাদর।
বালাম — পূর্ববঙ্গের ভারবাহী বৃহৎ এক-রকম নৌকা। **বালাম চাউল** — পূর্ব-বঙ্গের একরকম মিহি চাউল (বালামে আসে এই মূল অর্থ হইতে)।
বালামচি — ঘোড়ার লেজের বা কাঁধের চুল।
বালারুণ, বালার্ক — নবোদিত সূর্য।
বালি — গুঁড়া পাথর, বালুকা।
বালি — ('বালী' দেখ।)
বালিকা — অল্পবয়সী মেয়ে।
বালিয়াড়ি — বালুকাস্তূপে পূর্ণ স্থান, সুবিস্তৃত স্থানব্যাপী বালির ঢিপি।
বালিশ — তুলা-ভরা উঁচু জিনিস যাহার উপর মাথা পা ইত্যাদি রাখা হয়, উপাধান।
বালী — রামায়ণে বর্ণিত বানররাজ, সুগ্রীবের দাদা।
বালু, বালুকা — বালি।

বাল্কাময়, বাল্ময় — বালিতে পূর্ণ। [ঃ 'বাল্কাময়' মর্ভূমি।]
বাল্সাই — একরকম মিষ্টান্ন।
বালেন্দ্ — অমাবস্যার পরে বক্ররেখার মতো দৃশ্যমান চাঁদ।
বাল্ব্ — বৈদ্যুতিক বাতি।
বাল্মীকি — রামায়ণকার বিখ্যাত ঋষি, ভারতের আদিকবি।
বাল্য — বালক অবস্থা, শৈশব, ছেলেবেলা।
বাল্যকাল — ছেলেবেলা।
বাল্যবন্ধ্ — ছেলেবেলার বন্ধ্।
বাল্যবিবাহ — বালক বা বালিকার বিবাহ, বাল্যকালে বিবাহ।
বাল্যসখা — ছেলেবেলার বন্ধ্। স্ত্রী. — **বাল্যসখী**।
বাল্যসঙ্গী — ছেলেবেলার সহচর, ছেলেবেলার সাথী। স্ত্রী. — **বাল্যসঙ্গিনী**।
বাঁশ — তৃণজাতীয় একরকম বৃহৎ গাছ।
বাঁশগাড়ি — বাঁশ গাড়িয়া জমির দখল ও সীমা নির্দেশ।
বাঁশরি — বাঁশি।
বাঁশি — ফ্ঁ দিয়া বাজাইবার উপযোগী যন্ত্র।
বাশিষ্ঠ — বশিষ্ঠ-প্রণীত। [ঃ যোগ-'বাশিষ্ঠ'।] বশিষ্ঠের বংশে জাত।
বাঁশী — ('বাঁশি' দেখ।)
বাশ্লী — দ্র্গার ম্র্তি বিশেষ, বিশালাক্ষী।
বাষট্টি — ৬২ সংখ্যা, ষিবষ্টি।
বাষ্প — ভাপ, উত্তপ্ত তরল পদার্থ হইতে উত্থিত বায়বীয় বস্তু। অশ্র্। [ঃ 'বাষ্পাকুল' লোচন।]
বাষ্পাকুল — চোখের জলে প্র্ণ, অশ্র্ময়।
বাষ্পীয় — বাষ্প সংক্রান্ত। বাষ্পের দ্বারা চালিত।
বাষ্পীয়তা — বাষ্পের ন্যায় অবস্থা বা ভাব।
বাস্ — ('বস্' দেখ।)
বাস — গৃহ, স্থায়িভাবে থাকিবার জায়গা। গৃহ ইত্যাদিতে অবস্থান।
বাস — কাপড়, বস্ত্র। [ঃ পীত-'বাস'।]
বাস — স্গন্ধ। গন্ধ। [ঃ স্-'বাস'।]
বাস — ('বাইস' দেখ।)
বাস — যাত্রী বহিবার উপযোগী বড় মোটর গাড়ি।
বাসক — ছোট একরকম গাছ (ঔষধাদিতে লাগে), বাকস।
বাসক — স্গন্ধ করে এমন। [ঃ 'বাসক' দ্রব্য।]
বাসকশয়ন — নায়কের বা প্রণয়ীর আগমন প্রতীক্ষায় সজ্জিত বিছানা।
বাসকসজ্জা — নায়ক বা প্রণয়ীর আগমন প্রত্যাশায় নায়িকার বা প্রণয়িনীর সাজ-গোজ।
বাসকসজ্জিকা — যে নায়িকা বা প্রণয়িনী সাজগোজ করিয়া নায়ক বা প্রণয়ীর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে।
বাসগৃহ — থাকিবার ঘর বা বাড়ি।
বাসন — রন্ধন ভোজন ইত্যাদির জন্য পাত্র।
বাসন-কোসন — বাসন ও ঐ শ্রেণীর অন্যান্য জিনিস।
বাসন — বাসের ব্যবস্থা করণ। [ঃ 'প্ন-র্বাসন'।]
বাসনা — ইচ্ছা, কামনা, অভিলাষ।
বাসনা — কলাগাছের শ্কনা ছাল ও পাতা।
বাসন্তিক — বসন্তকালীন, বসন্তকাল সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **বাসন্তিকা**।
বাসন্তিকা — বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বসন্ত ঋতু। [ঃ 'বাসন্তিকার' গলে দোলে বিনি স্তোর মালা।]
বাসন্তী — হলদে বা কমলার রং।

বাসন্তী — বসন্তকালীন। **বাসন্তী পূজা** — বসন্তকালীন দুর্গাপূজা।

বাসব — দেবরাজ ইন্দ্র।

বাসবদত্তা — ভাস বিশাখদত্ত সুবন্ধু ইত্যাদি রচিত বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের বিখ্যাত নায়িকার নাম। (বাসবের উদ্দেশ্যে বা বাসব কর্তৃক প্রদত্তা।)

বাসবি — ইন্দ্রের পুত্র।

বাসবী — ইন্দ্রপত্নী শচী। ব্যাসদেবের মাতা সত্যবতী।

বাসর — দিবস। [ঃ শ্রাদ্ধ-'বাসর'; ঃ রবীন্দ্র 'বাসর'।]

বাসর — সুবাসিত। বিবাহের পরে সুবাসিত বা পুষ্পশোভিত শয্যায় বর ও বধূর শয়নের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ঐ অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ। **বাসর জাগা** — বাসর ঘরে বর ও বধূকে লইয়া আমোদপ্রমোদের উদ্দেশ্যে জাগিয়া থাকা।

বাসরঘর — বিবাহের সময় বর-কনের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট ঘর।

বাসরশয়ন, বাসরশয্যা — বিবাহের রাত্রিতে বর ও বধূর শুইবার বিছানা।

বাসা — পাখী বা জন্তুজানোয়ারের বাসস্থান। ভাড়াটে বাড়ি অস্থায়ী বাসস্থান।

বাসা — মনে করা, মনোভাব পোষণ করা। [ঃ ভালো 'বাসা'; ঃ মন্দ 'বাসা'; ঃ পর 'বাসা'।]

বাসিন্দা — বাসকারী, অধিবাসী।

বাসী — আগের দিনের, টাটকা নয় এমন। [ঃ 'বাসী' ফুল; ঃ 'বাসী' ভাত।] রাত্রিশেষে ঘুম হইতে উঠিয়া ধোয়া হয় নাই এমন। [ঃ 'বাসী' মুখ।] **বাসী বিয়ে** — বিবাহের পরের দিনের অনুষ্ঠান।

বাসী — কাচানো, ধোপা দিয়া ধৌত। (সুবাসিত করা হইয়াছে এমন।) [ঃ 'বাসী' করা কাপড়।]

-বাসী — 'বাস করে' বা 'অধিবাসী' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বৃন্দাবন-'বাসী'; ঃ ভারত-'বাসী'।] স্ত্রী. — **-বাসিনী**।

বাসুকি — সর্পরাজ, অনন্ত।

বাসুদেব — বসুদেবের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ।

বাসুলি — ('বাশুলী' দেখ।)

বাস্তব — প্রকৃত, আসল, যথার্থ, সত্য। বস্তুগত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কল্পিত বা মানসিক নহে। বি. — **বাস্তবতা**।

বাস্তববাদ — শিল্প-সাহিত্যে প্রচলিত এক বিশেষ মতবাদ যাহাতে বাস্তব ক্ষেত্রে যেমনটি হইয়া থাকে তেমনটি শিল্প-সাহিত্যে রূপায়িত হওয়া উচিত বলা হয়, 'রিয়ালিজ্ম্'।

বাস্তববাদী — বাস্তববাদ অনুসারে রচিত, সত্যনিষ্ঠ। [ঃ 'বাস্তববাদী' সাহিত্য।] বাস্তববাদে বিশ্বাসী। [ঃ 'বাস্তববাদী' সাহিত্যিক।]

বাস্তু — পৈতৃক বাসস্থান, যে ভূমির উপর পুরুষানুক্রমে বাসগৃহ নির্মিত হইয়া থাকে।

বাস্তুকার — যে গৃহ পথঘাট ইত্যাদি নির্মাণ করে, 'সিভিল ইঞ্জিনিয়ার'।

বাস্তুঘুঘু — বহুকাল হইতে বাস্তুতে বাস করে এমন ঘুঘু। ধূর্ত লোক।

বাস্তুদেবতা — পুরুষানুক্রমে আরাধিত গৃহদেবতা।

বাস্তুভিটা — পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত বাসগৃহ ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান।

বাস্তুশিল্প — গৃহ ও পথঘাট নির্মাণের বিদ্যা ও কলাকৌশল, 'সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং'।

বাস্তুশিল্পী — ('বাস্তুকার' দেখ।)

বাস্তুসর্প, বাস্তুসাপ — বহুকাল ধরিয়া

বাস্তুতে বাস করিতেছে এমন সাপ।

বাহক — যে বহন করে, যে বহিয়া বা হাতে লইয়া যায়। [ঃ পত্র-'বাহক'।] স্ত্রী. — **বাহিকা**।

বাহন — যাহাতে করিয়া বহিয়া লইয়া যাওয়া যায়, যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায়। [ঃ যান-'বাহন'; ঃ বিষ্ণুর 'বাহন'।] মাধ্যম। [ঃ ভাবের 'বাহন'; ঃ শিক্ষার 'বাহন'।]

বাহবা, বাহা — প্রশংসা সূচক উক্তি, সাবাস, চমৎকার।

বাহা — নৌকাদি চালিত করা। [ঃ নৌকা 'বাহা'।] অতিক্রম করা। [ঃ সিঁড়ি 'বাহিয়া'; ঃ পথ 'বাহিয়া'।] প্লাবিত করা, ভাসানো, ভিজানো। [ঃ গণ্ড 'বাহিয়া'; ঃ গা 'বাহিয়া'।]

বাহাত্তর — ৭২ সংখ্যা।

বাহাত্তুরে — যাহার বয়স ৭২ হইয়াছে, বৃদ্ধ অকর্মণ্য ও মতিচ্ছন্ন। **বাহাত্তুরে ধরা, বাহাত্তুরে পাওয়া** — বাহাত্তুরে ব্যক্তির অবস্থা পাওয়া, বৃদ্ধ অকর্মণ্য ও মতিচ্ছন্ন হওয়া।

বাহাদুর — শক্তিমান ও সাহসী, কৃতী। [ঃ 'বাহাদুর' ছেলে।] সম্মানসূচক পদবী।

বাহাদুরি — শক্তি ও সাহসের পরিচয় বা প্রকাশ, কৃতিত্ব। (নিন্দায়) শক্তি ও সাহস সম্পর্কে গর্বিত ভাব বা আস্ফালন। [ঃ 'বাহাদুরি' দেখানো।]

বাহাদুরী কাঠ — শাল সেগুন ইত্যাদি গাছের বৃহৎ গুঁড়ি।

বাহানা — ওজর, আবদার, বায়না। **টাল-বাহানা** — বিলম্ব করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ওজর-আপত্তি, গড়িমসি।

বাহান্ন — ৫২ সংখ্যা।

বাহার — শোভা, চটকদার সৌন্দর্য। [ঃ শাড়ির কী 'বাহার'।] (সংগীতে) রাগিণী বিশেষ।

বাহারে — চটকদার, রঙিন বা কারুকার্য-যুক্ত। [ঃ 'বাহারে' পাড়।]

বাহাল — ('বহাল' দেখ।)

বাহিকা — ('বাহক' দেখ।)

বাহিত — যাহা বা যাহাকে বহন করা হইয়াছে। অতিবাহিত। অতিক্রান্ত। স্ত্রী. — **বাহিতা**।

-বাহিত — 'ইহার দ্বারা বাহিত হয়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মনুষ্য-'বাহিত'।]

বাহিনী — সৈন্যদল। [ঃ চীনা 'বাহিনী'।] দল। [ঃ সৈন্য-'বাহিনী'।]

-বাহিনী — 'যাহা বা যে (স্ত্রী) বহন করিয়া বা বহিয়া চলে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ অমৃত-'বাহিনী'; ঃ উত্তর-'বাহিনী'।]

বাহির — বহির্ভাগ, ভিতরের বিপরীত দিক। গৃহের সদর বা বাইরের অংশ। [ঃ 'বাহিরে' আসুন।] গৃহ হইতে অন্যত্র। বিদেশ। প্রবাস। [ঃ বাবু 'বাহিরে' গিয়াছেন।] দৃশ্যমান দিক। দল বা পরিবার হইতে অন্যত্র। দৃশ্যমান (আন্তরিক নহে) দেহ আচার-ব্যবহার বেশভূষা ইত্যাদি। বহির্ভূত স্থান বা বিষয়। [ঃ অধিকারের 'বাহিরে'।] বহিষ্কৃত। [ঃ 'বাহির' করিয়া দাও।] প্রদর্শিত, দৃশ্যমান। [ঃ দাঁত 'বাহির' করা।] প্রকাশিত। [ঃ খবর 'বাহির' হওয়া; ঃ বই 'বাহির' হওয়া।] বাহিরে আনীত। [ঃ জিনিস 'বাহির' করা।] নিংড়াইয়া ঝরানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'রস' বাহির করা।] ঝরিতেছে এমন। [ঃ রক্ত 'বাহির' হওয়া।] বাহিরে আগত, নির্গত। [ঃ গর্ত হইতে 'বাহির' হওয়া।]

গৃহ হইতে অন্যত্র গত, নিষ্ক্রান্ত। [ঃ 'বাহির' হওয়া।] প্রকাশ্য স্থান দিয়া যাইতেছে বা গিয়াছে এমন। [ঃ মিছিল 'বাহির' হওয়া।] উদ্ভাবিত, আবিষ্কৃত। [ঃ যন্ত্র 'বাহির' করা।] শাসিত, নির্বাসিত, জব্দ। [ঃ বজ্জাতি 'বাহির করা।]

বাহিরা — (কবিতায়) বাহির হয়। [ঃ 'বাহিরিলা' যবে।] **বাহিরায়** — (কবিতায়) বাহির হয়।

-বাহী — 'যে বা যাহা বহন করে বা বহিয়া যায়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'ভার বাহী' পশু ঃ 'দক্ষিণ বাহী' পবন।] স্ত্রী — **-বাহিনী**।

বাহু — কাঁধ হইতে হাতের আঙুল পর্যন্ত দেহের অংশ। (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রের পার্শ্ব। [ঃ ত্রিভুজের দুই বাহু'।]

বাহুপাশ, বাহুবন্ধন — জড়াইয়া ধরিয়াছে এমন বাহু, বাহুর বেষ্টনী।

বাহুবল — হাতের জোর গায়ের জোর। ক্ষমতা, শক্তি পরাক্রম।

বাহুমূল — কাঁধ ও বাহুর সংযোগস্থল, বগল।

বাহুযুদ্ধ — মল্লযুদ্ধ কুস্তি, হাতাহাতি।

বাহুলতা — লতার মতো সুকোমল বাহু।

বাহুল্য — আধিক্য, আতিশয্য, বহুলতা। অপ্রয়োজনীয়তা, অনাবশ্যকতা।

বাহ্য — বাহিরে অবস্থিত বা প্রকাশিত। দৃশ্যমান। [ঃ 'বাহ্য' জগৎ।]

বাহ্যজ্ঞান — বাহ্য জগৎ সম্পর্কে চেতনা। বোধশক্তি চেতনা।

বাহ্যজ্ঞানশূন্য, বাহ্যজ্ঞানহীন — যাহার বাহ্যজ্ঞান নাই এমন। মূর্ছিত। সমাধিস্থ। স্ত্রী — **বাহ্যজ্ঞানশূন্যা, বাহ্যজ্ঞানহীনা**। বি — **বাহ্যজ্ঞানহীনতা, বাহ্যজ্ঞান-শূন্যতা**।

বাহ্যিক — (অশুদ্ধ প্রচলিত) বাহিরের, আন্তরিক নহে এমন।

বাহ্যে — মল, দাস্ত। মলত্যাগ। [ঃ 'বাহ্যে' পাওয়া, ঃ 'বাহ্যে' করা।]

বাহ্যেন্দ্রিয় — বহির্জগৎ সম্পর্কে বোধ জন্মে এমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি।

বাহ্বাস্ফোট — বাহুতে চপেটাঘাত, তাল ঠোকা, মালসাট।

বাহ্লীক — বলখ, ব্যাকট্রিয়া। বলখ্ অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী। [ঃ 'বাহ্লীক' গ্রীক।]

বি- — অভাব আধিক্য বৈপরীত্য বিকার ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

বিউগল — শিঙ্গা জাতীয় একরকম ইউরোপীয় বাঁশি যাহা সামরিক সংকেত ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

বিউলি — খোসাহীন মাষকলাই।

বিংশ — বিশের, কুড়ির, বিংশতিতম।

বিংশতি — কুড়ি বিশ ২০ সংখ্যা।

বিংশতিতম — ('বিংশ' দেখ।)

বিকচ — বিকশিত প্রস্ফুটিত। [ঃ 'বিকচ' কুসুম।]

বিকট — উৎকট, প্রচণ্ড, ভয়ংকর, ভীষণ। [ঃ 'বিকট' চীৎকার, ঃ 'বিকট' মূর্তি।]

বিকটাকার, বিকটাকৃতি — ভয়ংকর চেহারার, ভীষণদর্শন।

বিকনো — ('বিকানো' দেখ।)

বিকম্পিত — অতিশয় কম্পিত।

বিকর্ষণ — আকর্ষণের বিপরীত ক্রিয়া।

বিকল — বিগড়াইয়া গিয়াছে এমন, অচল, অসমর্থ। [ঃ শরীর 'বিকল', ঃ যন্ত্র 'বিকল'।] বি — **বিকলতা**।

বিকলা — কলার ষাট ভাগের এক ভাগ। [ঃ কলা-'বিকলা'।]

বিকলাঙ্গ — যাহার দেহের কোনও অংশ

নাই বা বিকল হইয়াছে এমন।। স্ত্রী. — **বিকলাঙ্গী**।

বিকল্প — একাধিক বিষয় বা বস্তু যাহার একটির বদলে অপরটি ব্যবহৃত হইতে পারে।

বিকশা — (কবিতায়) বিকশিত হওয়া। [ঃ 'বিকশিল'।]

বিকশিত — প্রস্ফুটিত। [ঃ 'বিকশিত' পুষ্প।] বিকাশপ্রাপ্ত, পরিণত। [ঃ 'বিকশিত' বুদ্ধি।]

বিকানো — বিক্রীত হওয়া।

বিকার — স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন বা পরিবর্তিত রূপ, বিকৃতি। রোগের ঘোরে প্রলাপ। [ঃ জ্বর-'বিকার'।]

বিকাল — দুপুর ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময়, অপরাহ্ণ।

বিকাশ — প্রস্ফুটিত অবস্থা। উন্মেষ। পরিণতি লাভ। [ঃ বুদ্ধির 'বিকাশ'।] প্রকাশ। [ঃ দন্ত-'বিকাশ'।]

বিকাশোন্মুখ — বিকাশ লাভ করিতে চলিয়াছে এমন।

বিকিকিনি — বেচাকেনা।

বিকিরণ — (আলোক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ইত্যাদির) চারিদিকে বিস্তার, বিক্ষেপণ, 'রেডিয়েশন'।

বিকীর্ণ — (আলোক ইত্যাদি) চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন।

বিকৃত — যাহার স্বাভাবিক অবস্থা বা ভাব নষ্ট হইয়াছে এমন, বিকারপ্রাপ্ত। অসুস্থ। বি. — **বিকৃতি**।

বিকৃতকণ্ঠ — যাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়াছে এমন। গলার বিকৃত আওয়াজ।

বিকৃতমস্তিষ্ক — পাগল, উন্মাদ।

বিকৃতি — পরিবর্তনের ফলে অস্বাভাবিক অবস্থা বা ভাব, বিকার।

বিকেল — ('বিকাল' দেখ।)

বিক্রম — শক্তি ও সাহস, তেজ, পরাক্রম।

বিক্রমশালী — শক্তিশালী, পরাক্রান্ত। স্ত্রী. — **বিক্রমশালিনী**।

বিক্রমশীল — যাঁহার স্বভাবে শক্তি ও সাহস রহিয়াছে। বাংলাদেশের বিখ্যাত পাল-বংশীয় রাজা ধর্মপালের উপাধি।

বিক্রমশীলা — বিক্রমশীল (ধর্মপাল) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়।

বিক্রমাদিত্য — উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা মহাকবি কালিদাস যাঁহার সভাকবি ছিলেন (সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত)। প্রাচীন কালের একাধিক রাজার উপাধি। (শক্তিতে সূর্যের মতো।)

বিক্রমাব্দ — ('সংবৎ' দেখ।)

বিক্রমী — বিক্রমশালী, পরাক্রান্ত।

বিক্রয় — মূল্যের বিনিময়ে স্বত্বত্যাগ, বেচা, বিক্রি।

বিক্রয়কারী — যে বেচে বা বেচিয়াছে, বিক্রেতা। স্ত্রী. — **বিক্রয়কারিণী**।

বিক্রি — বেচা, বিক্রয়। **বিক্রিসিক্রি** — বিক্রয় বা ঐরূপ কিছু।

বিক্রীত — বেচা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বিক্রীতা**।

বিক্রেতা — যে বিক্রয় করিয়াছে, বিক্রয়কারী। স্ত্রী — **বিক্রেত্রী**।

বিক্রেয় — বিক্রয়ের যোগ্য। যাহা বেচা হইবে এমন।

বিক্ষত — আঘাতের ফলে একাধিক স্থানে ক্ষত হইয়াছে এমন। [ঃ ক্ষত-'বিক্ষত'; ঃ 'বিক্ষত' দেহ।]

বিক্ষিপ্ত — এদিকে ওদিকে ছড়ানো, ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত। অস্থির, অশান্ত। [ঃ চিত্ত 'বিক্ষিপ্ত' হইয়াছে।]

বিক্ষুব্ধ — আলোড়িত, অত্যন্ত অস্থির। [ঃ ঝঞ্ঝা-'বিক্ষুব্ধ'।] অসন্তোষের ফলে

অশান্ত। [ঃ 'বিক্ষুব্ধ' জনতা।] বি. — **বিক্ষুব্ধতা**।

বিক্ষেপ — ইতস্ততঃ নিক্ষেপ, অস্থিরতা, অশান্ত ভাব। [ঃ চিত্ত-'বিক্ষেপ'।]

বিক্ষেপণ — বিক্ষিপ্ত করণ।

বিক্ষোভ — আলোড়ন, চাঞ্চল্য, অশান্ত ভাব। অতিশয় ক্ষোভ। অসন্তোষের ফলে অশান্ত প্রতিবাদ সূচক ভাব। [ঃ 'বিক্ষোভ' প্রদর্শন।]

বিখ — (প্রাচীন কবিতায়) বিষ।

বিখণ্ডিত — খণ্ডিত, কর্তিত। একাধিক খণ্ডে বিভক্ত।

বিখাউজ — একরকম দাদ জাতীয় চর্ম-রোগ।

বিখ্যাত — অতিশয় খ্যাত, প্রসিদ্ধ।

বিগড়ানো — বিকল বা বিকৃত হওয়া। [ঃ কল 'বিগড়ানো'; ঃ মাথা 'বিগড়ানো'।] প্রতিকূল বা বিরূপ হওয়া। [ঃ দলের লোকেরা 'বিগড়েছে'।] প্রতিকূল বা বিরূপ করা। [ঃ সাক্ষীকে 'বিগড়ে' দিয়েছে।] কুপথে চালিত করা বা চালিত হওয়া। [ঃ ছেলেটা 'বিগড়ে' গেছে; ঃ ছেলেটাকে 'বিগড়ে' দিয়েছে।]

বিগত — অতীত হইয়াছে বা চলিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'বিগত' দিনগুলি; ঃ 'বিগত' যৌবন।]

বিগতজীবন, বিগতপ্রাণ — মৃত।

বিগতযৌবন — যাহার যৌবন গিয়াছে, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। স্ত্রী. — **বিগতযৌবনা**।

বিগতলাবণ্য — যাহার লাবণ্য বা সৌন্দর্য গিয়াছে।

বিগতশোভা, বিগতশ্রী — যাহার সৌন্দর্য গিয়াছে।

বিগর্হিত — নিন্দিত, নিন্দার যোগ্য, অতিশয় গর্হিত।

বিগলিত — গলিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'বিগলিত' তুষার।] ঝরিয়াছে বা ঝরিতেছে এমন। [ঃ অশ্রু 'বিগলিত' হইল।] স্খলিত, স্থানচ্যুত। [ঃ 'বিগলিত' বসন।]

বিগ্রহ — দেবতার মূর্তি।

বিগ্রহ — যুদ্ধ। (যুদ্ধের সহিত সহযোগী শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।) [ঃ যুদ্ধ-'বিগ্রহ'।]

বিগ্রহ — সমাসের বিশ্লেষণ। **বিগ্রহবাক্য** — ('ব্যাসবাক্য' দেখ।)

বিঘটন — অনিষ্টকর ঘটনা। [ঃ অঘটন-'বিঘটন'।]

বিঘত — দৈর্ঘ্যের মাপ বিশেষ (আঙুলগুলি বিস্তার করিলে বুড়ো আঙুলের ডগা হইতে কড়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত যতোখানি হয়।)

বিঘা — জমির মাপ বিশেষ, কুড়ি কাঠা, প্রায় ⅓ একর।

বিঘূর্ণন — জোরে ঘোরা, জোরে ঘূর্ণন। বিণ. — **বিঘূর্ণিত**।

বিঘোরে — নিরুপায় ও বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায়। [ঃ 'বিঘোরে' প্রাণটা গেল।]

বিঘোষিত — ব্যাপকভাবে ঘোষিত, প্রবল-ভাবে প্রচারিত। [ঃ এই বাণী 'বিঘোষিত' হউক।]

বিঘ্ন — বাধা, ব্যাঘাত, অন্তরায়।

বিঘ্নিত — বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত।

বিচক্ষণ — অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্, দূরদর্শী। বি. — **বিচক্ষণতা**।

বিচঞ্চল — অতিশয় চঞ্চল, অস্থির।

বিচরণ — ইতস্ততঃ ভ্রমণ, এদিকে ওদিকে বেড়ানো।

বিচলিত — অস্থির, অশান্ত। উদ্‌বিগ্ন। অভিভূত। চ্যুত, ভ্রষ্ট।

বিচার — যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা সত্যাসত্য ন্যায়-অন্যায় ভালোমন্দ ইত্যাদি নির্ণয়,

বিবেচনা।

বিচারক, বিচারকারী — যে বিচার করে। যে অপরাধ বা অভিযোগ সম্পর্কে প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করে, হাকিম, বিচারপতি।

বিচারণ, বিচারণা — যুক্তিপ্রয়োগ, বিবেচনা। বিশ্লেষণ, সত্যাসত্য নির্ণয়।

বিচারণীয় — যাহা বিচার করিতে হইবে বা বিচার করা উচিত এমন।

বিচারপতি — যিনি বিচার করেন, উচ্চ-শ্রেণীর আদালতে নিযুক্ত বিচারক, জজ।

বিচারসাপেক্ষ — বিচারের উপর নির্ভর-শীল। বি. — **বিচারসাপেক্ষতা**।

বিচারা — (কবিতায়) বিচার করা। [ঃ 'বিচারিল'।]

বিচারাধীন — যাহার সম্বন্ধে বা যে বিষয়ে বিচার চলিতেছে।

বিচারালয় — বিচারের স্থান, আদালত, কোর্ট।

বিচারিত — যাহার বিচার করা হইয়াছে এমন, যুক্তিযোগে আলোচিত, বিবেচিত।

বিচার্য, বিচার্য্য — বিচারের যোগ্য, যাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত বা আবশ্যক।

বিচালি — খড় শুকনা ঘাস ইত্যাদি।

বিচি — ছোট আঁটি, বীজ। দেহের বীজের মতো শক্ত গ্রন্থি। বীজের মতো দেখিতে পুঁজের শক্ত ডেলা।

বিচিত্র — বহুবর্ণময়। নকশাদার। বিস্ময়-কর। সুন্দর। স্ত্রী. — **বিচিত্রা**। বি. **বিচিত্রতা**।

বিচিত্রিত — বহু বর্ণে ও চিত্রে পূর্ণ। স্ত্রী. — **বিচিত্রিতা**।

বিচূর্ণ — সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ, ভাঙিয়া একেবারে গুঁড়া হইয়াছে এমন।

বিচূর্ণন — সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করণ।

বিচূর্ণা — (কবিতায়) বিচূর্ণ করা। [ঃ 'বিচূর্ণিল'।]

বিচূর্ণিত — সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বা গুঁড়া করা হইয়াছে এমন।

বিচ্ছিন্ন — সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন। খণ্ডিত, ছিন্নভিন্ন। বিভক্ত, পৃথক্। সম্পূর্ণ রূপে যোগাযোগহীন। [ঃ শহর হইতে 'বিচ্ছিন্ন'।] বি. — **বিচ্ছিন্নতা**।

বিচ্ছিরি -- (গ্রাম্য ও কথ্য প্রয়োগ) বিশ্রী।

বিচ্ছু — কাঁকড়াবিছা। ধূর্ত অনিষ্টকারী লোক। অতিশয় চালাক ও পাজী।

বিচ্ছুরণ — আলোকরশ্মির নানাবর্ণে বিশ্লেষণ ও বিকিরণ। বিণ. — **বিচ্ছুরিত**।

বিচ্ছেদ -- ছাড়াছাড়ি, বিরহ। কলহ ইত্যাদির ফলে সম্পর্কের বা হৃদ্যতার লোপ।

বিচ্ছেদ্য — ছিন্ন বা পৃথক্ করা যায় এমন। [ঃ অ-'বিচ্ছেদ্য'।]

বিচ্যুত — পতিত, স্খলিত, ভ্রষ্ট। বি. — **বিচ্যুতি**।

বিছা -- একরকম বহুপদবিশিষ্ট বিষাক্ত প্রাণী, বৃশ্চিক।

বিছানা — শয্যা, লেপ তোশক চাদর বালিশ ইত্যাদি। **বিছানা করা** — বিছানা মেলা, শুইবার উপযুক্ত ভাবে বিছানা সাজানো। **বিছানা নেওয়া** — শয্যাশায়ী হওয়া।

বিছানো — মাটি মেঝে খাট ইত্যাদির উপর মেলা, পাতা। ঘন বা পুরু করিয়া রাখা, ছড়াইয়া দেওয়া। ঐরূপে রাখা ছড়াইয়া দেওয়া মেলা বা পাতা হইয়াছে এমন। ছড়াইয়া দেওয়া মেলা বা পাতার কাজ।

বিছুটি, বিছুতি -- একরকম বন্য গাছ যাহার পাতা গায়ে লাগিলে অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে।

বিজড়িত — জড়াইয়া আছে এমন বা

জড়াইয়া যাইতেছে এমন। [ঃ 'বিজড়িত' আঁখি।]

বিজন — জনহীন, নির্জন। [ঃ 'বিজন' বন।] বি — **বিজনতা**।

বিজবিজ — (নিন্দায় বা ঘৃণায়) বহু বিচি বা বিচির মতো জিনিসের একত্র ঘন সন্নিবেশের ভাব প্রকাশ। [ঃ পোকা 'বিজবিজ' করছে।]

বিজয় — সম্পূর্ণরূপে জয়। সম্পূর্ণরূপে অধিকার বা আয়ত্তকরণ। প্রাধান্য বিস্তার। অর্জুনের এক নাম।

বিজয়কেতন — জয় সূচক পতাকা।

বিজয়লক্ষ্মী — জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, জয়শ্রী।

বিজয়া — দুর্গার এক সখী। [ঃ জয়া 'বিজয়া'।] দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের দিন। বিসর্জনের দিন।

বিজয়ী - সম্পূর্ণরূপে জয়ী। যে সম্পূর্ণরূপে অধিকার বা প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। স্ত্রী -- **বিজয়িনী**।

বিজয়োৎসব — জয়লাভের ফলে আমোদ প্রমোদ, বিজয় সূচক উৎসব। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন সংক্রান্ত উৎসব।

বিজরি — (কবিতায়) বিজলি।

বিজলি — বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক শক্তি।

বিজলী — বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত বা জ্বালিত। [ঃ 'বিজলী' পাখা, ঃ 'বিজলী' বাতি।]

বিজল্প - হাল্কা আলাপ আলোচনা জল্পনা।

বিজল্পিত - আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে কথিত।

বিজাত — ভিন্ন জাতি। [ঃ অজাত-'বিজাত' বিচার নাই।] ভিন্নজাতীয়। জারজ, বেজন্মা।

বিজাতি — অন্য জাতি, ভিন্ন জাতি বা ধর্মের লোক। [ঃ 'বিজাতি'-বিদ্বেষ।]

বিজাতীয় — অন্য জাতি বা ধর্ম সংক্রান্ত। বিষম, তীব্র। [ঃ বিজাতীয়' ঘৃণা।] বি **বিজাতীয়তা**।

বিজিগীষা — জয়লাভের ইচ্ছা, জয় করিবার ইচ্ছা।

বিজিগীষু — জয় করিতে ইচ্ছুক, জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক।

বিজিত -- পরাজিত, পরাভূত। ['বিজিত' শত্রু।] জয় করা হইয়াছে এমন। ['বিজিত দেশ] স্ত্রী — **বিজিতা**।

বিজুরি, বিজুরী — ('বিজরি' দেখ।)

বিজুলি, বিজুলী - (কবিতায়) বিজলি।

বিজৃম্ভণ — হাই তোলা আলস্য বা নিদ্রাবেশের ফলে মুখব্যাদান।

বিজেতা — যে জয় করে, জয়ী। স্ত্রী — **বিজেত্রী**।

বিজেয় — জয় করিবার যোগ্য। যাহা জয় করা সম্ভব। বি — **বিজেয়তা**।

বিজোড় -- দুই দিয়া ভাগ করা যায় না এমন অযুগ্ম, বিষম। [ঃ 'বিজোড়' সংখ্যা।]

বিজোরি - (প্রাচীন কবিতায়) বিদ্যুৎ, বিজলি।

বিজ্ঞ — জ্ঞানী, বিচক্ষণ অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। বি — **বিজ্ঞতা**।

বিজ্ঞপ্তি — জানাইবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা, নোটিশ।

বিজ্ঞাত -- বিশেষ ভাবে জ্ঞাত, সুবিদিত।

বিজ্ঞান — বিশেষ জ্ঞান পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বা বিদ্যা, 'সায়েন্স।

বিজ্ঞানবিৎ, বিজ্ঞানবিদ্ - ('বিজ্ঞানী' দেখ।)

বিজ্ঞানী — বিজ্ঞানে পণ্ডিত।

বিজ্ঞাপন — জনসাধারণকে বিশেষভাবে

জ্ঞাপন, প্রচারের জন্য চিত্র ও লেখা ইত্যাদির দ্বারা ঘোষণা, 'অ্যাড্‌ভার্টিস্‌-মেন্ট'। জানানো, বিদিত করণ।
বিজ্ঞাপনীয় — বিজ্ঞাপনের যোগ্য।
বিজ্ঞাপিত — যাহার সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। [ঃ বহু-'বিজ্ঞাপিত'।]
বিজ্ঞেয় — বিশেষরূপে জানা যায় এমন।
বিজ্বর — জ্বরহীন।
বিট — একরকম কৃত্রিম লবণ।
বিট — একরকম সবজি। [ঃ 'বিট' পালং।]
বিট — পাহারাওয়ালা ডাকপিওন ইত্যাদির নির্দিষ্ট স্থানে যাতায়াতের কাজ।
বিটকেল — বিশ্রী, কুৎসিত, কদাকার। [ঃ 'বিটকেল' চেহারা।]
বিটঙ্ক — পায়রার থাকিবার ঘর, কপোত-পালিকা।
বিটপ — শাখা।
বিটপী — গাছ, বৃক্ষ, শাখী।
বিটলে — ধূর্ত, দুষ্ট, কপট, ভণ্ড। [ঃ 'বিটলে' বামুন।]
বিটলেমি — ধূর্ততা, কাপট্য, দুষ্ট আচরণ।
বিড়ঙ্গ — কৃমিনাশক একবকম ফল।
বিড়বিড় — আপন মনে অস্পষ্ট ও অনুচ্চ উক্তি। [ঃ 'বিড়বিড়' করা।]
বিড়ম্বনা — বঞ্চনা, বিমুখ ভাব, নির্দয়তা। [ঃ বিধির 'বিড়ম্বনা'।] অনর্থক কষ্ট-ভোগ, অপ্রীতিকর অবস্থা। [ঃ এ কি 'বিড়ম্বনা'!]
বিড়ম্বিত — বঞ্চিত, দুঃখপ্রাপ্ত, প্রতারিত। [ঃ ভাগ্য-'বিড়ম্বিত'।]
বিড়া — মাথায় ভার বহিবার বা কলসী ইত্যাদি বসাইবার জন্য খড় কাপড় ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী চক্রাকার পুরু বেড়।
বিড়া — পানের গোছা যাহাতে ৮০টি করিয়া পান থাকে, পানের বাণ্ডিল।
বিড়াল — সুপরিচিত গৃহপালিত জীব, বেরাল, মার্জার। স্ত্রী. — **বিড়ালী**।
বিড়ালতপস্বী — কপট সাধু।
বিড়ি — একরকম ছোট চুরুট। **বিড়ি খাওয়া** — বিড়ি জ্বালাইয়া ধূমপান করা।
-বিৎ — 'যে জানে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ শাস্ত্র-'বিৎ'; ঃ প্রত্ন-'বিৎ'।]
বিতংস — পাখী ইত্যাদি ধরিবার জাল বা ফাঁদ। খাঁচা।
বিতণ্ডা — বাজে তর্ক, বচসা। [ঃ বাদ-'বিতণ্ডা'।]
বিতত — বিস্তৃত, প্রসারিত, মেলা। [ঃ দিগন্ত-'বিতত' মাঠ।] বি. -- **বিততি**।
বিতরণ — বিলানো, বহুলোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দান, বণ্টন।
বিতরা — (কবিতায়) বিতরণ করা। [ঃ 'বিতরিলে' অন্ন।]
বিতরিত — বিতরণ করা হইয়াছে এমন, বণ্টিত।
বিতর্ক — বাদানুবাদ, তর্ক, বচসা। [ঃ তর্ক-'বিতর্ক'।]
বিতস্তা — পাঞ্জাবের বিখ্যাত নদী, ঝিলম।
বিতান — চাঁদোয়া, মণ্ডপ। আচ্ছাদিত স্থান। প্রসার, বিস্তার।
বিতারিখ — তারিখ। তারিখ অনুসারে।
বিতিকিচ্ছি — বিশ্রী, কুৎসিত।
বিতৃষ্ণ — যাহার বিতৃষ্ণা আসিয়াছে এমন। নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত।
বিতৃষ্ণা — অরুচি, বিরাগ, উদাসীন ভাব। [ঃ জীবনে 'বিতৃষ্ণা'।]
বিত্ত — সম্পত্তি, ধন।
বিত্তবান্ — বিত্তশালী, ধনী। স্ত্রী. —

বিত্তবতী।

বিত্তশালী — যাহার প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে এমন। স্ত্রী — **বিত্তশালিনী**। বি — **বিত্তশালিতা**।

বিত্তহীন — যাহার ধনসম্পত্তি নাই এমন। স্ত্রী — **বিত্তহীনা**। বি - **বিত্তহীনতা**।

বিথান - (কবিতায়) বিস্রস্ত, এলোমেলো।

বিথার — (কবিতায়) বিস্তার।

বিথারা — (কবিতায়) বিস্তৃত করা মেলা, ছড়ানো। [ঃ 'বিথারিল' এলো কেশ।]

-বিদ্ — ('বিৎ দেখ।)

বিদকুটে -- বিশ্রী, কুৎসিত বদখত।

বিদগ্ধ -- পণ্ডিত সংস্কৃতিসম্পন্ন রসজ্ঞ, রসিক। [ঃ 'বিদগ্ধ' জন।] স্ত্রী -- **বিদগ্ধা**।

বিদগ্ধা — রসিকা ও চতুরা নায়িকা বিশেষ।

বিদর্ভ — মধ্যভারতের একটি সুপ্রাচীন রাজ্য, বর্তমান বিদর।

বিদলন - অতিশয় দলন, নিষ্পেষণ।

বিদলিত — অত্যন্ত দলন করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী — **বিদলিতা**।

বিদায় — প্রিয়জনের নিকট হইতে গমনের অনুমতি। [ঃ 'বিদায়' দাও মা।] বিচ্ছেদ। [ঃ চির-বিদায়'।] উপহার দক্ষিণা ইত্যাদিসহ যাইবার ব্যবস্থা। [ঃ অতিথি 'বিদায়'।] যাইবার কালে দেয় দক্ষিণা উপহার বকশিস ইত্যাদি। দূরে গত বা অপসারিত। [ঃ আপদ 'বিদায় করা, ঃ এখন 'বিদায়' হও।]

বিদায়ী — বিদায়কালীন, চলিয়া যাইবার সময়কার। [ঃ 'বিদায়ী' বকশিস।]

বিদারক — যে বা যাহা বিদীর্ণ করে। [হৃদয়-'বিদারক'।]

বিদারণ — সজোরে ফাড়া, বিদীর্ণ করণ। বিণ — **বিদারিত**।

বিদারী — যাহা বিদীর্ণ করে, বিদারক। ঃ হৃদয়-'বিদারী'।]

বিদিক্ — দুই দিকের মধ্যবর্তী স্থান, কোণ, বায়ুকোণ ঈশান কোণ অগ্নিকোণ ও নৈঋত কোণ। ভুল দিক।

বিদিত — জ্ঞাত, জানা আছে এমন, পরিচিত। [ঃ 'বিদিত' ভুবনে।] যে জানে বা জানিয়াছে। [ঃ 'বিদিত হইলাম।]

বিদিশা — মালবের প্রাচীন একটি নগরী, বর্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যের ভিলশা।

বিদীর্ণ -- সজোরে ফাটিয়াছে এমন ছিন্ন-ভিন্ন, চেরা, ফাটা। [ঃ 'বিদীর্ণ' বক্ষ।] স্ত্রী — **বিদীর্ণা**।

বিদুর — জানা যাহার স্বভাব জ্ঞানী। ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (ইনি দাসীপুত্র ছিলেন)।

বিদুষী — শিক্ষিতা জ্ঞানবতী।

বিদূরিত — দূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন অপসারিত, বিতাড়িত।

বিদূষক — (নাটকে) হাস্যরসিক চরিত্র, ভাঁড়।

বিদেশ — অন্য দেশ অপরের দেশ।

বিদেশবাসী — যে বিদেশে গিয়া আছে বিদেশের অধিবাসী। স্ত্রী — **বিদেশ-বাসিনী**।

বিদেশী — অন্য দেশে উৎপন্ন। অন্য দেশের অধিবাসী। স্ত্রী — **বিদেশিনী**।

বিদেশীয় — বিদেশ সংক্রান্ত বিদেশে জাত বৈদেশিক। স্ত্রী — **বিদেশীয়া**।

বিদেহ — উত্তর বিহারের একটি সুপ্রাচীন রাজ্য, মিথিলা।

বিদেহ, বিদেহী — দেহহীন, অশরীরী।

বিদ্ধ — বিঁধিয়াছে এমন। [ঃ পায়ে কাঁটা 'বিদ্ধ' হইয়াছে।] বেঁধা হইয়াছে এমন, ছিদ্রিত। যাহাকে বিঁধিয়াছে। স্ত্রী — **বিদ্ধা**।

বিদ্যমান — যে বা যাহা আছে, বর্তমান। বি — **বিদ্যমানতা**। স্ত্রী. — **বিদ্যমানা**।

বিদ্যা — জ্ঞান, পাণ্ডিত্য। তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান। নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা। দুর্গা। সরস্বতী।

বিদ্যাধর — পুরাণে বর্ণিত সংগীতে নিপুণ এক দেবতুল্য জাতি। স্ত্রী - **বিদ্যাধরী**।

বিদ্যানুরাগ -- জ্ঞানলাভে আগ্রহ, লেখা পড়ার দিকে ঝোক।

বিদ্যানুরাগী — যাহার জ্ঞানলাভে আগ্রহ আছে। স্ত্রী -- **বিদ্যানুরাগিণী**।

বিদ্যানুশীলন - জ্ঞানলাভের চেষ্টা বিদ্যাভ্যাস, লেখাপড়ার চর্চা।

বিদ্যাবত্তা — পাণ্ডিত্য, বিদ্বানের ভাব।

বিদ্যাভ্যাস — অভ্যাস ও চেষ্টার দ্বারা জ্ঞান অর্জন, বিদ্যানুশীলন।

বিদ্যামন্দির — (শ্রদ্ধায়) শিক্ষাগৃহ বিদ্যালয়।

বিদ্যারম্ভ — লেখাপড়ার আরম্ভ হাতে খড়ি।

বিদ্যার্জন, বিদ্যার্জ্জন - চেষ্টার দ্বারা পাণ্ডিত্যলাভ, বিদ্যালাভ।

বিদ্যার্থী — যে বিদ্যালাভ করিতে চায় শিক্ষার্থী। স্ত্রী — **বিদ্যার্থিনী**।

বিদ্যালয় — লেখাপড়া শিখিবার জায়গা, স্কুল।

বিদ্যালয়ী -- বিদ্যালয় সংক্রান্ত, বিদ্যালয়ে প্রদত্ত। [ঃ 'বিদ্যালয়ী' শিক্ষা।]

বিদ্যালাভ — ('বিদ্যার্জন' দেখ।)

বিদ্যাশিক্ষা — চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা কোনও বিষয়ে জ্ঞান বা নৈপুণ্য লাভ।

বিদ্যাহীন — যে লেখাপড়া জানে না, জ্ঞানহীন, মূর্খ। বি. — **বিদ্যাহীনতা**। স্ত্রী — **বিদ্যাহীনা**।

বিদ্যুৎ — মেঘে প্রজ্বলিত আলোকরেখা, বিজলি, চপলা সৌদামিনী। তড়িৎ। বৈদ্যুতিক শক্তি। [ঃ 'বিদ্যুৎ'-সরবরাহ।] অতিশয় দ্রুত। [ঃ 'বিদ্যুৎ'-গতি।]

বিদ্যুৎ চমকানো — বিদ্যুৎ চকিত প্রকাশ-লাভ করা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট — অকস্মাৎ বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক শক্তি স্পর্শ করিয়াছে এমন। আকস্মিক ঘটনায় চমকিত বা বিমূঢ়।

বিদ্যুৎস্ফুরণ - বিদ্যুতের চকিত প্রকাশ, বিজলির চমক।

বিদ্যুতালোক — বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে আলো।

বিদ্যুদ্‌গতি - বিদ্যুতের মতো অতি দ্রুত ও চকিত গতি যাহার অতিশয় দ্রুত। বিদ্যুতের মতো দ্রুত ও চকিত গতি।

বিদ্যুদ্‌গর্ভ যাহার মধ্যে বিদ্যুৎ রহিয়াছে এমন বিদ্যুতে ভরা। স্ত্রী — **বিদ্যুদ্‌গর্ভা**।

বিদ্যুদ্দাম -- বিদ্যুতের ছটা, বিদ্যুতের চকিত আলোক-বিকিরণ।

বিদ্যুদ্‌বেগ - ('বিদ্যুদ্‌গতি দেখ।)

বিদ্যুন্মালা - মিলিত বহু বিদ্যুৎ রেখা।

বিদ্যুল্লতা - লতার মতো দেখিতে বিদ্যুতের রেখা।

বিদ্যোৎসাহ - জ্ঞানলাভে বা জ্ঞানদানে উৎসাহ।

বিদ্যোৎসাহী — জ্ঞানলাভে বা জ্ঞানদানে উৎসাহী। বি — **বিদ্যোৎসাহিতা**। স্ত্রী. — **বিদ্যোৎসাহিনী**।

বিদ্রূপ - ঠাট্টা, উপহাস, ব্যঙ্গ।

বিদ্রূপাত্মক — বিদ্রূপে পূর্ণ, বিদ্রূপসূচক, শ্লেষাত্মক।

বিদ্রোহ -- বশ্যতা বা আনুগত্য অস্বীকার, শাসন বা প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ।

বিদ্রোহী — যে বিদ্রোহ করে। স্ত্রী. —

বিদ্রোহিণী।

বিদ্বজ্জন — পণ্ডিত লোক, বিদ্বান্ ব্যক্তি।

বিদ্বৎকল্প — পণ্ডিতের মতো, বিদ্বান্-সদৃশ।

বিদ্বত্তম — সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত।

বিদ্বত্তর — অপেক্ষাকৃত পণ্ডিত।

বিদ্বান্, বিদ্বান — যাঁহার বিদ্যা আছে, পণ্ডিত, জ্ঞানী। স্ত্রী. — **বিদুষী**।

বিদ্বিষ্ট — যাহাকে বিদ্বেষ করা হইয়াছে।

বিদ্বেষ — ঈর্ষা, শত্রুতা, অনিষ্টাচরণের ইচ্ছা, বিরোধী মনোভাব।

বিদ্বেষী — যে বিদ্বেষ করে, যে অনিষ্টাচরণের ইচ্ছা বা বিরোধী মনোভাব পোষণ করে। স্ত্রী. — **বিদ্বেষিণী**।

-বিধ — রকম বা প্রকার বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বহু-'বিধ'; ঃ নানা-'বিধ'।]

বিঁধ — ছিদ্র।

বিধবা — স্বামীহীনা, পতিহীনা। স্বামী-হীনা নারী।

বিধর্মা, বিধর্ম্মা — ('বিধর্মী' দেখ।)

বিধর্মিতা, বিধর্ম্মিতা — বিধর্মীর মতো আচরণ।

বিধর্মী, বিধর্ম্মী — অন্য ধর্মাবলম্বী। স্বধর্মবিরোধী। স্ত্রী. — **বিধর্মিণী, বিধর্ম্মিণী**।

বিঁধা — বিদ্ধ করা, ফুটানো।। বিদ্ধ হওয়া। ছিদ্র করা।

বিধাতা — বিধানকর্তা, নিয়ন্তা। [ঃ ভাগ্য-'বিধাতা'।] ঈশ্বর, ভগবান। স্ত্রী. — **বিধাত্রী**। **বিধাতা পুরুষ** — বিশ্বের নিয়ন্তা, ভাগ্যনিয়ন্তা, ভগবান।

বিধান — ব্যবস্থা, নিয়ম, [ঃ বিধির 'বিধান'।] নির্দেশ, অনুশাসন। [ঃ শাস্ত্রের 'বিধান'।] সম্পাদন। [ঃ সন্তোষ 'বিধান'।] আইন প্রণয়ন। [ঃ 'বিধান'-সভা।] **বিধান সভা** — ভারতীয় রাজ্যের আইনসভার নিম্নতন পরিষদ। **বিধান-সংসদ** — ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা। **বিধান পরিষদ** — ভারতীয় রাজ্যের উচ্চতন পরিষদ।

বিঁধানো — ছিদ্র করা। বিদ্ধ করা। অপরের দ্বারা বিদ্ধ বা ছিদ্র করা।

বিধায় — (প্রায় অপ্রচলিত) জন্য, কারণে।

বিধায়ক — ব্যবস্থাকারী, বিধানকর্তা, নিয়ামক। স্ত্রী. — **বিধায়িকা**।

বিধায়ী — ব্যবস্থাকারী, বিধায়ক। স্ত্রী. — **বিধায়িনী**। [ঃ বিধবা-বিবাহ-'বিধায়িনী' সভা।]

বিধি — নিয়ম, বিধান। [ঃ যথা-'বিধি'।] [ঃ দণ্ড-'বিধি'।] রীতি, পদ্ধতি। [ঃ কার্য-'বিধি'।] বিধাতা। অদৃষ্ট, ভাগ্য। **বিধিবিড়ম্বনা** — বিধাতা বা অদৃষ্টের প্রতিকূলতা বা বিমুখতা। **বিধি-বিড়ম্বিত** — বিধাতা বা অদৃষ্টের প্রতি-কূলতা বা বিমুখতার জন্য দুঃখদুর্দশা-গ্রস্ত। **বিধিব্যবস্থা** — নিয়মসংগত আয়োজন অনুষ্ঠানাদি। **বিধিলিপি** — বিধাতার বিধান, অদৃষ্টের লিখন।

বিধিৎসা — বিধান বা ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা।

বিধিৎসু — বিধান বা ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক।

বিধু — চাঁদ, চন্দ্র।

বিধুত — কম্পিত।

বিধুনন — কম্পন। বিণ. — **বিধুনিত**।

বিধুমুখী — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যে নারীর, চন্দ্রবদনা।

বিধুর — কাতর, আর্ত। [ঃ বেদনা-'বিধুর'।] জড়িত, বিমূঢ়। [ঃ গন্ধ-'বিধুর' সমীরণে।], স্ত্রী. — **বিধুরা**।

বিধূত, বিধূনন, বিধূনিত — ('বিধুত'

'বিধূনন' ও 'বিধুনিত' দেখ।)

বিধৃত — দৃঢ়ভাবে ধৃত। [ঃ 'বিধৃত' কৃপাণ।] গৃহীত। পরিহিত।

বিধেয় — উচিত, বিধিসম্মত, নিয়মসংগত। (ব্যাকরণে) উদ্দেশ্যের পরিচায়ক।

বিধৌত — সম্পূর্ণরূপে ধৌত বা প্লাবিত। [ঃ জ্যোৎস্না-'বিধৌত'।]

বিধ্বংস — সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, বিলোপ।

বিধ্বংসী — ধ্বংসকারী। [ঃ বিমান-'বিধ্বংসী'।]

বিধ্বস্ত — ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিলুপ্ত, বিনষ্ট। [ঃ নগর 'বিধ্বস্ত' করা; ঃ সৈন্যবাহিনী 'বিধ্বস্ত' করা।]

বিনত — অবনত, নম্র, বিনীত। স্ত্রী. — **বিনতা**।

বিনতা — পুরাণে বর্ণিত কশ্যপের পত্নী, অরুণ ও গরুড়ের জননী।

বিনতি — বিনয়, নম্রতা। মিনতি, অনুনয়।

বিনানি — ('বিনুনি' দেখ।)

বিনম্র — অতিশয় নম্র, বিনত।

বিনয় — নম্রভাব। অনুনয়। সংযম নিয়ম শৃঙ্খলাদি বিষয়ক শিক্ষা। [ঃ 'বিনয়'-ভবন।] **বিনয়পিটক** — বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের একটি ভাগ যাহাতে ধর্মীয় আচার-নিষ্ঠা সম্পর্কে শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

বিনয়াবনত — বিনয়ে নত হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বিনয়াবনতা**।

বিনয়ী — নম্র, উদ্ধত নহে এমন।

বিনষ্ট — নষ্ট। বিনাশপ্রাপ্ত। বিধ্বস্ত।

বিনা — ছাড়া, ব্যতীত।

বিনানো — বিনুনি করা, বেণী রচনা করা। ঐ ভাবে গুচ্ছ করিয়া পাকানো।

বিনানো — খেদোক্তি করা। [ঃ 'বিনাইয়া' কাঁদা।]

বিনামা — জুতা। চটিজুতা।

বিনামা — নামহীন।

বিনায়ক — গণেশ। বুদ্ধ। গরুড়।

বিনাশ — ধ্বংস, বিলোপ। মৃত্যু।

বিনাশক — যে বা যাহা বিনাশ করে, ধ্বংসকারী। হন্তা।

বিনাশকর্তা, বিনাশকর্ত্তা, বিনাশকারী — ('বিনাশক' দেখ।)

বিনাশন — বিনাশ করণ, ধ্বংসসাধন। বিনাশকারী, ধ্বংসকারী। [ঃ অসুর-'বিনাশন'।]

বিনাশী — বিনাশকারী, ধ্বংসকারী। স্ত্রী. — **বিনাশিনী**।

বিনি — বিনা, ব্যতীত। [ঃ 'বিনি' সুতোর মালা।]

বিনিদ্র — নিদ্রাহীন, ঘুম আসে নাই এমন। [ঃ 'বিনিদ্র' রজনী।]

-বিনিন্দিত — 'উহার নিন্দার কারণ ঘটায়' অর্থাৎ 'উহা হইতেও শ্রেষ্ঠ' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মৃণাল-'বিনিন্দিত' বাহু; ঃ মরাল-'বিনিন্দিত' গতি।]

বিনিময় — বদল। [ঃ ইহার 'বিনিময়ে'।] প্রদত্ত বস্তুর বদলে গ্রহণ এবং গৃহীত বস্তুর বদলে প্রদান। [ঃ 'বিনিময়' ব্যবস্থা।]

বিনিযুক্ত, বিনিয়োজিত — ব্যবসায় ইত্যাদিতে খাটানো হইতেছে এমন (টাকা, মূলধন)।

বিনিয়োগ — ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিয়োগ, খাটানো।

বিনির্মিত, বিনির্ম্মিত — সুন্দরভাবে নির্মিত। [ঃ প্রস্তর-'বিনির্মিত' প্রাসাদ।]

বিনীত — বিনয়যুক্ত, নম্র। স্ত্রী. — **বিনীতা**।

বিনুনি — চুল ইত্যাদির পাকানো ও

বিনানো গুচ্ছ।

বিনোদ — আমোদ-প্রমোদ। আনন্দদায়ক।

বিনোদন — আনন্দদান, তুষ্টিসাধন। [ঃ চিত্ত-'বিনোদন'।] আনন্দে অতিবাহন। [ঃ অবসর-'বিনোদন'।] আনন্দের দ্বারা দূরীকরণ। [ঃ শ্রম-'বিনোদন'।]

বিনোদিনী — আনন্দদায়িনী। [ঃ 'বিনোদিনী' রাধা।]

বিন্তি — একরকম তাসখেলা।

বিন্দু — ফোঁটা। [ঃ অশ্রু-'বিন্দু'।] ফুটকি, অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন। (জ্যামিতিতে) স্থাননির্দেশক চিহ্ন যাহার অস্তিত্ব আছে কিন্তু দৈর্ঘ্য বিস্তার বা বেধ নাই। শুক্র, ধাতু। [ঃ 'বিন্দু'-পাত।] **বিন্দু বিন্দু** — ফোঁটা ফোঁটা। [ঃ 'বিন্দু বিন্দু' ঘাম।] **বিন্দুবিসর্গ** -- সামান্যতম পরিমাণও, কণামাত্রও। [ঃ 'বিন্দুবিসর্গ' জানি না।] **বিন্দুমাত্র** — এতোটুকুও, লেশমাত্রও। [ঃ 'বিন্দুমাত্র' দয়া নাই।] **একবিন্দু** — কণামাত্র, বিন্দুমাত্র, এক-ফোঁটাও, সামান্যতম পরিমাণেও।

বিন্দুসার — প্রাচীন মগধের বিখ্যাত রাজা, অশোকের পিতা।

বিন্ধা — (কবিতায়) বিদ্ধ করা।

বিন্ধ্য — উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে অবস্থিত বিখ্যাত পর্বতমালা।

বিন্ধ্যবাসিনী — বিন্ধ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দুর্গা।

বিন্ধ্যবাসী — বিন্ধ্যপর্বতের অধিবাসী।

বিন্ধ্যাচল — বিন্ধ্য পর্বত।

বিন্ধ্যেশ্বরী — ('বিন্ধ্যবাসিনী' দেখ।)

বিন্না, বিন্নে — একরকম ঘাস ও তাহার ফল।

বিন্যস্ত — যথাস্থানে বা যথাক্রমে রাখা হইয়াছে এমন, সজ্জিত, উপযুক্তভাবে স্থাপিত। [ঃ 'বিন্যস্ত' কেশ।]

বিন্যাস — যথাস্থানে ও উপযুক্তভাবে স্থাপন। [ঃ 'বেশ'-বিন্যাস; ঃ শব্দ-'বিন্যাস'।]

বিপক্ষ — প্রতিপক্ষ, বিরোধী ব্যক্তি বা দল। বিরোধী, বিরোধী দলভুক্ত।

বিপক্ষে — বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে।

বিপক্ষতা — বিপক্ষের ভাব, বিরোধিতা, প্রতিকূলতা।

বিপক্ষীয় -- বিপক্ষের, বিরোধী দল সংক্রান্ত।

বিপণি — দোকান, হাট-বাজার।

বিপজ্জনক — যাহাতে বিপদ্ ঘটিতে পারে এমন, অনিষ্টকর।

বিপৎ- — 'বিপদ্' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'বিপৎ-'কাল'।]

বিপত্তি — বিপদ্, অনিষ্টকর অবস্থা বা ঘটনা।

বিপত্তিকর — বিপজ্জনক।

বিপত্নীক — যাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে, মৃতদার। বি — **বিপত্নীকতা।**

বিপথ — ভুল পথ। অসৎ পথ।

বিপথগামী — যে ভুল বা অসৎ পথে গিয়াছে। স্ত্রী. — **বিপথগামিনী।**

বিপদ্, বিপদ — বিপত্তি, অনিষ্টকর অবস্থা বা ঘটনা, সংকট। **বিপদ-আপদ** — বিপদ এবং ঐরূপ অবস্থা বা ঘটনা।

বিপদ্‌গ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত — বিপদে পড়িয়াছে এমন, বিপন্ন। স্ত্রী. — **বিপদ্‌গ্রস্তা, বিপদগ্রস্তা।**

বিপদ্‌ভঞ্জন, বিপদভঞ্জন — বিপদ দূরীকরণ। যিনি বিপদ দূর করেন, ভগবান।

বিপদাপন্ন — বিপন্ন।

বিপন্ন — বিপদে পড়িয়াছে এমন, সংকটাপন্ন। স্ত্রী. — **বিপন্না।** বি. — **বিপন্নতা।**

বিপরীত — উল্টা। [ঃ 'বিপরীত' কোণ।] বিরুদ্ধ, প্রতিকূল। [ঃ 'বিপরীত' মনোভাব।] ক্ষতিকর। [ঃ 'বিপরীত' বুদ্ধি।] তীব্র, বিষম, উৎকট। [ঃ 'বিপরীত' ক্রোধ।]

বিপর্যয়, বিপর্য্যয় — ক্ষতিকর পরিবর্তন, উলটপালট। [ঃ ভাগ্য-'বিপর্যয়'।] বিপদ, সংকট।

বিপর্যস্ত, বিপর্য্যস্ত — অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বিপন্ন। বিপন্ন ও বিধ্বস্ত।

বিপল — সময়ের পরিমাণবিশেষ, পলের ষাট ভাগের এক ভাগ।

বিপাক — প্রতিকূল অবস্থা, দুর্দৈব।

বিপাক — জীবদেহে খাদ্যের পরিবর্তন।

বিপাশা — পাঞ্জাবের বিখ্যাত প্রাচীন নদী, বর্তমান বিয়াস।

বিপিন — বন, অরণ্য। [ঃ বিজন 'বিপিন'।]

বিপিনবিহারী — যিনি বনে ঘুরিয়া বেড়ান, শ্রীকৃষ্ণ।

বিপুল — বৃহৎ, প্রকাণ্ড। [ঃ 'বিপুল' দেহ।] অতিশয়, অনেক, সুপ্রচুর। [ঃ 'বিপুল' আয়োজন।] বি. — **বিপুলতা**।

বিপ্র — ব্রাহ্মণ। **বিপ্রবর** — ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

বিপ্রকর্ষণ — আকর্ষণের বিপরীত ভাব, বিকর্ষণ, ঠেলা।

বিপ্রলব্ধ — প্রতারিত, বঞ্চিত। স্ত্রী. — **বিপ্রলব্ধা**।

বিপ্লব — দ্রুত আমূল পরিবর্তন। [ঃ সমাজ-'বিপ্লব'; ঃ অর্থনৈতিক 'বিপ্লব'।]

বিপ্লবী — যে বা যাহা বিপ্লব করে, যে বা যাহা আমূলে ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটায়, বিপ্লবকারী। স্ত্রী. — **বিপ্লবিনী**।

বিপ্লাবী — যাহা সম্পূর্ণরূপে ভাসাইয়া লইয়া যায়, প্লাবনকারী, নিমজ্জনকারী। স্ত্রী. — **বিপ্লাবিনী**।

বিপ্লুত — সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত। বিনষ্ট। বিপর্যস্ত।

বিফল — ব্যর্থ, নিষ্ফল। অকৃতকার্য। বি. — **বিফলতা**।

বিবক্ষা — বলিবার ইচ্ছা।

বিবক্ষিত — বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন।

বিবক্ষু — বলিতে ইচ্ছুক।

বিবৎসা — যাহার (স্ত্রী) বৎস বা সন্তান মারা গিয়াছে। [ঃ 'বিবৎসা' গাভী।]

বিবদমান — বিবাদ করিতেছে এমন, কলহরত। স্ত্রী. — **বিবদমানা**।

বিবমিষা — বমি করিবার ইচ্ছা, বমি-বমি ভাব।

বিবমিষু — যে বমন করিতে চায়, যাহার বমি-বমি ভাব হইয়াছে।

বিবর — গর্ত, ছিদ্র, গহ্বর। [ঃ কর্ণ-'বিবর'।]

বিবরণ — বিবৃতি, ঘটনাদির বর্ণনা, বৃত্তান্ত।

বিবরণী — লিখিত বিবরণ, রিপোর্ট।

বিবরা — (কবিতায়) বিবৃত করা, বিবরণ দেওয়া। [ঃ 'বিবরিল'।]

বিবর্জন, বিবর্জ্জন — সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ।

বিবর্জিত, বিবর্জ্জিত — সম্পূর্ণরূপে ত্যক্ত। যাহাতে নাই এমন, রহিত। [ঃ দোষ-'বিবর্জিত'।]

বিবর্ণ — পাণ্ডুর, ফ্যাকাশে। ম্লান, মলিন। রংচটা। বি. — **বিবর্ণতা**।

বিবর্ত, বিবর্ত্ত — ঘূর্ণন। পরিবর্তিত রূপ।

বিবর্তন, বিবর্ত্তন — ঘূর্ণন, পরিবর্তন। ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে জীবজগতের

বিকাশ, অভিব্যক্তি, উদ্‌বর্তন।

বিবর্তনবাদ, বিবর্ত্তনবাদ — লামার্ক ডারুইন প্রভৃতি কর্তৃক প্রবর্তিত জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত মতবাদ।

বিবর্তবাদ, বিবর্ত্তবাদ - একপ্রকার ভারতীয় দার্শনিক মত, মায়াবাদ।

বিবর্তিত, বিবর্ত্তিত -- ঘূর্ণিত। পরিবর্তিত। পরিবর্তিত অবস্থাপ্রাপ্ত।

বিবর্ধক, বিবর্দ্ধক - যাহা অতিশয় বৃদ্ধি করে, যাহা খুব বাড়ায়। [ঃ শক্তি 'বিবর্ধক'।]

বিবর্ধন, বিবর্দ্ধন - অতিশয় বৃদ্ধিকরণ, খুব বাড়ানো। বিণ বিবর্ধিত, বিবর্দ্ধিত।

বিবশ - অবশ, অসাড়, শক্তিহীন, চেষ্টা শক্তিরহিত। স্ত্রী - **বিবশা**।

বিবসন - উলঙ্গ, বিবস্ত্র। স্ত্রী **বিবসনা**।

বিবস্ত্র - উলঙ্গ, বস্ত্রহীন। স্ত্রী **বিবস্ত্রা**।

বিবস্বৎ, বিবস্বান্‌ সূর্য।

বিবাগী — বৈরাগ্যের ফলে গৃহত্যাগী সংসারত্যাগী।

বিবাদ - ঝগড়া, কলহ। **বিবাদ-বিসম্বাদ** ঝগড়া ও ঐরূপ ব্যাপার।

বিবাদী - যাহা লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে। [ঃ 'বিবাদী' সম্পত্তি।] যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে, মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি। (সংগীতে) বাদী স্বরের বিরোধী স্বর।

বিবাহ -- সামাজিকভাবে নরনারীর স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপন, বিয়ে।

বিবাহবিচ্ছেদ — আইনের সাহায্যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কলোপ, 'ডিভোর্স'।

বিবাহযোগ্য — যাহাকে বিবাহ করা যায়। বিবাহের বয়স হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বিবাহযোগ্যা**।

বিবাহিত — যাহার বিবাহ হইয়াছে এমন। স্ত্রী -- **বিবাহিতা**।

বিবি - ইউরোপীয় বা মুসলমান মহিলা। [ঃ সাহেব-বিবি।] (ইউরোপীয় বা মুসলমান ভদ্রলোকের) স্ত্রী, পত্নী। (ব্যঙ্গে হিন্দুর) স্ত্রী, পত্নী। বিবির ছবিওয়ালা তাস। **বিবিজান** — বিবির উদ্দেশ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ। প্রিয়তমা বিবি। [ঃ 'বিবিজান' চলে যান লবেজান ক'রে।] **বিবিয়ানা** — বিবির মতো ভাবভঙ্গি আচরণ ও সাজসজ্জা।

বিবিক্ত - সম্পর্করহিত, একক, নিঃসঙ্গ।

বিবিক্ষা প্রবেশ করিবার ইচ্ছা।

বিবিক্ষু প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক।

বিবিধ - নানারকম, অনেকপ্রকার।

বিবুধ পণ্ডিত, বিদ্বান্‌। দেবতা।

বিবৃত -- বলা হইয়াছে বা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এমন, বর্ণিত। প্রসারিত, বিস্তৃত।

বিবৃতি বিবরণ। মতামত প্রকাশ করিয়া ঘোষণা। [ঃ 'বিবৃতি' দেওয়া।]

বিবেক সৎ অসৎ সম্পর্কে জ্ঞান বা ধারণা, হিতাহিত বোধ।

বিবেকবুদ্ধি - সৎ-অসৎ বা হিতাহিত বিচারের ক্ষমতা।

বিবেকসম্পন্ন, বিবেকী — যাহার বিবেক আছে।

বিবেচক — যে বিবেচনা করে, যে বিচার করিয়া দেখে। বিবেচনা করিতে সক্ষম।

বিবেচনা — চিন্তার দ্বারা নিরূপণ, বিচার।

বিবেচিত — বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে এমন। নিরূপিত স্বীকৃত। [ঃ পণ্ডিত বলিয়া 'বিবেচিত'।]

বিবেচ্য — বিবেচনার যোগ্য। বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে এমন।

বিব্রত — ব্যতিব্যস্ত, অসুবিধায় পড়িয়া অস্থির।

বিভক্ত - পৃথক্ বা ভাগ করা হইয়াছে এমন, অংশে পরিণত, খণ্ডিত।

বিভক্তি (ব্যাকরণে) বচন কারক ইত্যাদি সূচক প্রত্যয়। বিভাগ।

বিভঙ্গ — ভাঙন। [ঃ তরঙ্গ 'বিভঙ্গ'।] বিন্যাস রচনা। ভঙ্গী।

বিভজ্যমান — যাহা ভাগ করা হইতেছে।

বিভব - ধন সম্পত্তি। প্রভুত্ব, ক্ষমতা। ঐশী শক্তি।

বিভা — আলোক, দীপ্তি, কিরণ।

বিভাকর - সূর্য।

বিভাগ খণ্ড, অংশ। প্রদেশের অংশ বা কয়েকটি জেলার সমষ্টি। খণ্ডিত করণ, বিভক্ত করণ। [ঃ দেশ-'বিভাগ'।] প্রতিষ্ঠান সরকার ইত্যাদির কর্ম সম্পাদনের জন্য ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন অংশ। [ঃ সামরিক 'বিভাগ'।]

বিভাজক — যে সংখ্যার দ্বারা ভাগ করা হয়।

বিভাজ্য — সে সংখ্যাকে ভাগ করা হয়। ভাগের যোগ্য।

বিভাব — (অলংকারশাস্ত্রে) যে বিষয়ের সন্নিবেশের ফলে রস উদ্দীপিত হয়, আলম্বন ও উদ্দীপন।

বিভাবতী — আলোকময়ী, দীপ্তিশালিনী।

বিভাবরী — রাত্রি।

বিভাবসু — সূর্য। অগ্নি। চন্দ্র।

বিভাষা বিকল্প।

বিভাস - (সংগীতে) রাগিণী বিশেষ।

বিভাসিত - আলোকিত, উদ্ভাসিত। প্রকাশিত।

বিভিন্ন — নানারকম।

বিভিন্নতা — পার্থক্য, পৃথক্ পৃথক্ ভাব বা অবস্থা।

বিভীতক, বিভীতকী -- বহেড়া।

বিভীষণ - অতি ভয়ানক। রাবণের ছোট ভাই। **বিভীষণ বাহিনী** -- গৃহশত্রুর দল, যাহারা নিজের দেশের অনিষ্টাচরণে সাহায্য করে। (বিভীষণ গৃহশত্রুর কাজ করিয়াছিলেন এই মত অর্থ হইতে)।

বিভীষিকা - ভীতিপ্রদ দৃশ্য। কল্পিত ভয়াবহ দৃশ্য। [ঃ 'বিভীষিকা' দেখা।]

বিভু প্রভু, ভগবান্।

বিভুঁই অপরিচিত স্থান। [ঃ বিদেশ 'বিভুঁই'।]

বিভূতি ছাই, ভস্ম। যোগলব্ধ ঐশী শক্তি, অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ ভস্ম যাহার অলংকার, শিব। মহাদেব।

বিভূষণ আভরণ অলংকার। **ভারত-বিভূষণ** যিনি ভারতের অলংকার স্বরূপ। (ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গৌরবময় উপাধি বিশেষ)।

বিভূষিত - সুন্দররূপে অলংকৃত।

বিভেদ — প্রভেদ, পার্থক্য। মনোমালিন্য, শত্রুতা। [ঃ 'বিভেদ সৃষ্টি'।]

বিভোর তন্ময়, বিহ্বল, আত্মহারা, নেশগ্রস্ত। [ঃ আনন্দে 'বিভোর' ঃ ভাবে 'বিভোর', ঃ নেশায় 'বিভোর'।]

বিভোল - (কবিতায়) বিভোর।

বিভ্রংশ -- স্খলন, চ্যুতি। বিভ্রম। [ঃ চিত্ত 'বিভ্রংশ'।]

বিভ্রম — ভুল, ভ্রান্তি। বিমূঢ় ভাব।

বিভ্রাট গোলযোগ, বিপর্যয়, অব্যবস্থার ফলে ঝঞ্ঝাট।

বিভ্রান্ত -- বিমূঢ়, দিশাহারা, ভ্রমে পতিত।

বিভ্রান্তি - বিমূঢ় বা দিশাহারা অবস্থা। ভ্রম।

বিভ্রান্তিকর — যাহা হইতে ভুলের উৎপত্তি হইতে পারে এমন। [ঃ 'বিভ্রান্তিকর'

উক্তি।]

বিমনা — অন্যমনস্ক, আনমনা।

বিমৰ্দ্দন, বিমৰ্দ্দন — পেষণ, দলন। দলনকারী, নাশকারী। [ঃ অসুর-'বিমৰ্দন'।]

বিমৰ্দী, বিমৰ্দ্দী — দলনকারী, নাশকারী। স্ত্রী. — **বিমর্দিনী, বিমৰ্দ্দিনী**।

বিমর্ষ — দুঃখিত, বিষণ্ণ।

বিমল — নির্মল। পবিত্র, শুদ্ধ। স্বচ্ছ। স্ত্রী. — **বিমলা**। বি. — **বিমলতা**।

বিমাতা — সৎমা, মায়ের সপত্নী।

বিমান — আকাশগামী যান, এরোপ্লেন, উড়োজাহাজ। আকাশ। [ঃ 'বিমান'-চারী; ঃ 'বিমান'-পোত।] উচ্চপথ। সপ্ততল প্রাসাদ। **বিমানঘাটি** — বিমানের উঠা-নামা করার নির্দিষ্ট জায়গা, 'এরোড্রোম'। **বিমানবহর** — একত্র বহু বিমান।

বিমানচারী — আকাশে বিচরণ করে এমন, আকাশগামী। স্ত্রী. — **বিমানচারিণী**।

বিমানবিধ্বংসী — এরোপ্লেন গুলী করিয়া নষ্ট করিবার উপযোগী। [ঃ 'বিমান-বিধ্বংসী' কামান।]

বিমারি — রোগ, পীড়া।

বিমিশ্র — মিশ্রিত।

বিমুক্ত — সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, মুক্ত।

বিমুখ — বিরূপ, পরাঙ্মুখ। [ঃ দেবতা 'বিমুখ'।] বিরত, নিবৃত্ত। [ঃ বিষয়-ভোগে 'বিমুখ'।]

বিমুখতা — উৎসাহ ও আকর্ষণের অভাব, বিরাগ। [ঃ কর্ম-'বিমুখতা'।]

বিমুগ্ধ — অতিশয় মুগ্ধ, রূপে বা গুণে অভিভূত। বি. — **বিমুগ্ধতা**। স্ত্রী. — **বিমুগ্ধা**।

বিমুগ্ধচিত্ত — যাহার হৃদয় অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছে এমন।

বিমূঢ় — চিন্তা করিবার মতো ক্ষমতা নাই এমন, দিশাহারা। মোহাচ্ছন্ন। নির্বোধ, বুদ্ধিহীন। স্ত্রী — **বিমূঢ়া**।

বিমোচন — মুক্ত করণ। যে মুক্ত করে। [ঃ ভবভয়-'বিমোচন'।]

বিমোহন — মুগ্ধ করণ। যে বা যাহা মুগ্ধ করে। [ঃ বিশ্ব-'বিমোহন'।]

বিমোহিত — বিমুগ্ধ করা হইয়াছে এমন।

বিমোহিনী — মুগ্ধকারিণী। [ঃ বিশ্ব-'বিমোহিনী'।]

বিম্ব — প্রতিবিম্ব, প্রতিফলিত রূপ। বুদ্বুদ। [ঃ জল-'বিম্ব'।] চন্দ্র-সূর্যাদির মণ্ডল। চক্রাকার বস্তু।

বিম্ব — তেলাকুচা ফল।

বিম্বাধর — যাহার ঠোঁট পাকা তেলাকুচা ফলের মতো রাঙা। স্ত্রী. — **বিম্বাধরা**।

বিম্বাধরোষ্ঠী — বিম্বাধরা।

বিয়ন্ত — প্রসব করিতেছে বা সবেমাত্র প্রসব করিয়াছে এমন।

বিয়া — ('বিয়ে' দেখ।)

বিয়ান — প্রসব। ('বিহান' দেখ।)

বিয়ানী — যে প্রসব করে। [ঃ বছর-'বিয়ানী'।]

বিয়ানো — প্রসব করা।

বিয়াবান — মরুভূমি। নির্জন স্থান।

বিয়াল্লিশ — চল্লিশের পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা, ৪২।

বিযুক্ত — বিয়োগ করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বিযুক্ত' সংখ্যা।] বিয়োগ করিতে হইবে এমন। [ঃ 'বিযুক্ত' তিন।]

বিয়ে — বিবাহ। **বিয়ে-থা** — বিবাহ এবং সংসারীর অন্যান্য কাজ। **বিয়ে-পাগলা** — বিবাহ করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহশীল। **বিয়ের ফুল ফোটা** — বিবাহ আসন্ন হওয়া।

বিয়োগ — বিচ্ছেদ। [ঃ 'বিয়োগান্ত'।]

মৃত্যু। [ঃ পিতৃ 'বিয়োগ।] (গণিতে) এক সংখ্যা হইতে অন্য সংখ্যার বাদ বা ব্যবকলন। [ঃ 'বিয়োগ' করা ঃ বিয়োগ ফল।]

বিয়োগান্ত, বিয়োগান্তক – যে নাটক গল্প ইত্যাদির শেষে নায়কনায়িকার বিচ্ছেদ বা মৃত্যু ঘটে এমন। [ঃ 'বিয়োগান্ত' নাটক।] তুঃ মিলনান্ত মিলনান্তক।)

বিয়োজিত যাহাতে বা যাহা হইতে বিয়োগ বা পৃথক করা হইয়াছে এমন। বিরহিত।

বিরক্ত – অসন্তুষ্ট, উত্ত্যক্ত জ্বালাতন। [ঃ বিরক্ত করা ঃ বিরক্ত হওয়া। বিরাগী অনাসক্ত। [ঃ বিষয় বিরক্ত।]

বিরক্তি অসন্তোষ উত্ত্যক্ত ভাব। বিরাগ অনাসক্তি।

বিরক্তিকর বিরক্তিজনক যাহা বিরক্তি সৃষ্টি ঘটায় বা যাহার ফলে বিরক্তি হয় এমন। [ঃ বিরক্তিকর ঘটনা।]

বিরচন রচনা প্রণয়ন।

বিরচিত – রচিত প্রণীত।

বিরজা – রাধিকার সখী। যযাতির মাতা। **বিরজাক্ষেত্র** জগন্নাথধাম শ্রীক্ষেত্র।

বিরত নিবৃত্ত থামিয়াছে এমন কিছু করা বন্ধ করিয়াছে এমন ক্ষান্ত নিবৃত্ত।

বিরতি ক্ষান্তি বিরাম স্থগিত অবস্থা। [ঃ যুদ্ধ বিরতি।]

বিরল অতি অল্প। [ঃ বিরল কেশ।] যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না এমন। [ঃএরূপ ঘটনা বিরল।] যেখানে ইহা বিরল বা অতি অল্প অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বৃক্ষ বিরল ঃ জন 'বিরল।] নির্জন স্থান। [ঃ বিরলে বসিয়া।] বি – **বিরলতা**।

বিরস রসহীন, যাহা আনন্দের উদ্রেক করে না। [ঃ 'বিরস' রচনা।] শুষ্ক। [ঃ 'বিরস বদন।]

বিরহ প্রিয়জন হইতে বিচ্ছেদ। [ঃ বিরহ বেদনা।] প্রিয়বিচ্ছেদের ফলে দুঃখ।

বিরহিত – যাহাতে বা যাহার নাই এমন বিহীন বিযুক্ত। [ঃ বিচারবুদ্ধি বিরহিত।]

বিরহী বিরহযুক্ত, প্রিয়বিচ্ছেদের ফলে ব্যথিত। স্ত্রী — **বিরহিণী**।

বিরাগ বিতৃষ্ণা অনাসক্তি বিরক্তি।

বিরাগভাজন বিরক্তির পাত্র।

বিরাগী উদাসীন অনাসক্ত।

বিরাজ সুন্দরভাবে অবস্থান। [ঃ বিরাজ করা।]

বিরাজমান শোভমান ও স্থায়ী রহিয়াছে এমন। স্ত্রী **বিরাজমানা**।

বিরাজা (কবিতায়) বিরাজিত হওয়া। [ঃ বিরাজিল।]

বিরাজিত সুন্দরভাবে অবস্থিত। স্ত্রী **বিরাজিতা**।

বিরাট্, বিরাট — সর্বব্যাপী। প্রকাণ্ড সুবৃহৎ বিশাল। বি **বিরাটত্ব**

বিরাট মহাভারতে বর্ণিত মৎস্যদেশ। মৎস্যদেশের রাজা উত্তরার পিতা ও অভিমন্যুর শ্বশুর।

বিরাটকায় যাহার দেহ প্রকাণ্ড এমন বিশাল প্রকাণ্ড।

বিরানব্বই, বিরানব্বুই নব্বইয়ের পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা, ৯২।

বিরাম -- বিরতি ক্ষান্তি। বিশ্রাম।

বিরাশি, বিরাশী আশীর পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা ৮২।

বিরিঞ্চি - ব্রহ্মা। বিষ্ণু। শিব।

বিরুদ্ধ - প্রতিকূল বিরোধী, বাধা দেয় বা ক্ষতি করে এমন। [ঃ 'বিরুদ্ধ' মনোভাব, ঃ 'বিরুদ্ধ' শক্তি।] বি

বিরুদ্ধতা। **বিরুদ্ধে** — বিপক্ষে। প্রতিবাদে। বাধা দিবার বা ক্ষতি করিবার চেষ্টায়।

বিরুদ্ধাচরণ — বিরুদ্ধে কাজ করণ, বিরোধিতা করণ। বাধাদান।

বিরুদ্ধাচারী — যে বিরুদ্ধাচরণ করে। স্ত্রী — **বিরুদ্ধাচারিণী**।

বিরূপ — বিমুখ, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্ন। [ঃ আমার প্রতি 'বিরূপ'।] বি **বিরূপতা**।

বিরূপাক্ষ — শিব।

বিরেচক — যাহা খাইলে দাস্ত হয়, জোলাপ।

বিরেচন — মলনিঃসারণ, ভেদ, দাস্ত।

বিরোচন — সূর্য। অগ্নিদেব। প্রহ্লাদের পুত্র ও বলির পিতা।

বিরোধ — বৈষম্য, বৈপরীত্য। [ঃ মতের 'বিরোধ'।] কলহ, বিবাদ, শত্রুতা।

বিরোধিতা — বাধাদান, প্রতিবাদ, প্রতিকূল আচরণ।

বিরোধী — বিপক্ষ। [ঃ 'বিরোধী' দল।] বিপরীত, অননুকূল, অসংগত এমন। [ঃ শাস্ত্রের 'বিরোধী'।] বিরুদ্ধ। [ঃ 'বিরোধী' মনোভাব।]

বিল — জলময় নীচু জমি (প্রায়ই কোনও প্রাচীন নদীর খাত)।

বিল — ক্রেতাকে দেয় বাকী দামের তালিকা। **বিল চুকানো, বিল মিটানো, বিল শোধ করা** — বিলে বর্ণিত বাকী টাকা দেওয়া।

বিল — আইনের খসড়া পরিকল্পিত আইন।

বিলকুল — সমস্ত। একদম।

বিলক্ষণ — খুব, যথেষ্টরকম, ভালোভাবে। [ঃ তাকে 'বিলক্ষণ' চিনি।] বেশ, খুব, নিশ্চয়। [ঃ খাবেন? 'বিলক্ষণ'।]

বিলম্ব — দেরি, উপযুক্ত সময় হইতে বাকী আছে বা উপযুক্ত সময় পার হইয়া গিয়াছে এমন অবস্থা। [ঃ ট্রেন আসিতে 'বিলম্ব' আছে, ঃ আপনি 'বিলম্বে' আসিয়াছেন।]

বিলম্বিত — ত্বরিত নহে এমন, ধীর, মন্থর। [ঃ 'বিলম্বিত' সুরে।]

বিলম্বিত — দোলায়িত ঝুলিতেছে এমন। [ঃ কণ্ঠে 'বিলম্বিত'।]

বিলয় — বিনাশ, মৃত্যু, ধ্বংস।

বিলাত — ইংলণ্ড।

বিলাত — বাকী। [ঃ টাকা 'বিলাত' পড়া।]

বিলাতী — বিলাতে উৎপন্ন। বিলাত সংক্রান্ত। বিদেশ হইতে আগত বা উৎকৃষ্ট অর্থে অনেক সবজির আগে বসে ও হয়। [ঃ 'বিলাতী' আমড়া।] **বিলাতী বেগুন** — টমাটো।

বিলানো — বিতরণ করা। বিতরণ। বিতরণ করা হইয়াছে এমন।

বিলাপ — কাতরোক্তি শোকপ্রকাশ।

বিলাপী — যে বিলাপ করিতেছে। স্ত্রী — **বিলাপিনী**।

বিলাস — ভোগের অতিশয্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু, ব্যবহার, বাবুগিরি, শৌখিনতা। লীলা, খেলা। চটুল হাবভাব, ভঙ্গী। [ঃ ভ্রূ-'বিলাস'।]

বিলাসিনী — শৌখিন নারী। পুরনারী, নাগরী। [ঃ বৃন্দাবন-'বিলাসিনী'।] গণিকা, বারবনিতা।

বিলাসী — যে বিলাস করে, শৌখিন বাবু। যে উপভোগ করে স্বামী। [ঃ ঊর্মিলা-'বিলাসী'।] বি **বিলাসিতা**।

বিলি — বিতরণ। [ঃ বিজ্ঞাপন 'বিলি' করা; ঃ চিঠি 'বিলি' করা।] জমি খাজনায় দেওয়া। [ঃ প্রজা 'বিলি'।]

বিলিব্যবস্থা — নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিভিন্ন লোকের উপর কাজের ভার অর্পণ।

[ঃ কাজের 'বিলিব্যবস্থা' নাই।]

বিলিতী — ('বিলাতী' দেখ।)

বিলীন — অদৃশ্য হইয়া মিলাইয়া বা মিশিয়া গিয়াছে এমন, অন্তর্হিত, লয় প্রাপ্ত। [ঃ শব্দ 'বিলীন' হইল।]

বিলীয়মান — যাহা বিলীন হইতেছে, যাহা অদৃশ্য বা অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে।

বিলুণ্ঠিত – লুটাইয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ ধূলায় 'বিলুণ্ঠিত দেহ'।]

বিলুপ্ত - সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে এমন, নিশ্চিহ্ন হইয়া বিনষ্ট।

বিলোপ - সম্পূর্ণরূপে লোপ ধ্বংস বিনাশ।

বিলোল চঞ্চল। [ঃ 'বিলোল' কটাক্ষ।] লোলুপ লুব্ধ। এলোমেলো, অসংবদ্ধ। [ঃ 'বিলোল কেশ।]

বিলোলিত — (প্রাচীন কবিতায়) দোলায়মান। [ঃ উর্বাহি 'বিলোলিত চাচর কেশ।]

বিল্ব — একরকম শক্ত খোসাওয়ালা ফল ও তাহার গাছ, বেল, শ্রীফল।

বিশ কুড়ি, ২০।

বিশদ – বিস্তৃত সুস্পষ্ট। [ঃ 'বিশদ' বিবরণ।]

বিশল্য — যন্ত্রণাহীন।

বিশল্যকরণী — রামায়ণে উক্ত বিখ্যাত লতা যাহা যন্ত্রণা দূর করে।

বিশাই বিশ্বকর্মা।

বিশাখ কার্তিকেয়। শাখাহীন।

বিশাখা - নক্ষত্রের নাম। রাধিকার এক সখীর নাম।

বিশারদ পণ্ডিত, জ্ঞানী নিপুণ। [ঃ শাস্ত্র-'বিশারদ'।]

বিশাল বৃহৎ, বিরাট। সুবিস্তৃত। মহৎ উদার। বি — **বিশালতা, বিশালত্ব**

বিশালাক্ষী – যাহার (স্ত্রী) চোখ বিশাল আয়তলোচনা। দুর্গার মূর্তি বিশেষ বাশুলী।

বিশিষ্ট – প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন, গণ্যমান্য। [ঃ 'বিশিষ্ট' ভদ্রলোক।] বিশেষ ভাব বা গুণ আছে এমন। স্ত্রী – **বিশিষ্টা**।

-বিশিষ্ট – অধিকারী যুক্ত সমন্বিত ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয় [ঃ লেজ বিশিষ্ট'।] স্ত্রী **-বিশিষ্টা**।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রামানুজ প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদ যাহাতে অদ্বৈতবাদকে পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সংক্রান্ত।

বিশীর্ণ অতিশয় শীর্ণ অত্যন্ত ক্ষীণ [ঃ 'বিশীর্ণ' দেহ।] স্ত্রী **বিশীর্ণা** বি – **বিশীর্ণতা**।

বিশুদ্ধ দূষিত নহে এমন, সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ নির্মল। খাটী। নির্দোষ। বি – **বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধি**।

বিশুদ্ধাত্মা পবিত্রস্বভাব, নিষ্পাপ।

বিশুষ্ক অতিশয় শুষ্ক খুব শুকনো। ম্লান। বি **বিশুষ্কতা**।

বিশৃঙ্খল – যাহাতে নিয়ম বা ব্যবস্থা নাই এমন শৃঙ্খলাহীন এলোমেলো। বি – **বিশৃঙ্খলতা, বিশৃঙ্খলা**।

বিশেষ অনন্য, অসাধারণ, অসামান্য। [ঃ 'বিশেষ' গুণ।] প্রকার, রকম। [ঃ বৃক্ষ 'বিশেষ, ঃ ধাতু 'বিশেষ'।] তারতম্য। [ঃ ইতর 'বিশেষ'।] অধিক খুব, বেশী। [ঃ 'বিশেষ' যত্ন, ঃ 'বিশেষ কিছু।] **বিশেষ করিয়া, বিশেষভাবে, বিশেষ রূপে** – সযত্নে, জোর দিয়া, অধিক করিয়া, মনোযোগের সহিত। [ঃ 'বিশেষভাবে' বলিলেন, ঃ 'বিশেষ করিয়া' বলিলেন।]

বিশেষজ্ঞ — কোনও বিষয়ে যাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে, উত্তমরূপে অভিজ্ঞ। [ঃ 'বিশেষজ্ঞ' চিকিৎসক।] ঐরূপ জ্ঞানী বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। [ঃ তিনি একজন 'বিশেষজ্ঞ'।]

বিশেষণ — (ব্যাকরণে) গুণ বা অবস্থা নির্দেশক পদ।

বিশেষতঃ — বিশেষভাবে বলিতে গেলে, প্রধানতঃ।

বিশেষত্ব — বৈশিষ্ট্য, অসাধারণ গুণ, বিশেষ গুণ।

বিশেষিত — বিশেষণের দ্বারা নির্দিষ্ট, বিশেষণযুক্ত।

বিশেষ্য — (ব্যাকরণে) বস্তু ব্যক্তি জাতি ক্রিয়া গুণ বা ভাব বাচক পদ।

বিশোধক — যাহা শোধন করে, বিশুদ্ধিকারক। [ঃ 'বিশোধক' দ্রব্য।]

বিশোধন — শুদ্ধ করণ, দূষিত অবস্থা দূরীকরণ। বিণ. — **বিশোধিত**।

বিশ্রব্ধ — বিশ্বস্ত, অন্তরঙ্গ। [ঃ 'বিশ্রব্ধ' আলাপ।]

বিশ্রম্ভ - প্রণয়। স্বচ্ছন্দ বিহার, ক্রীড়া।

বিশ্রম্ভালাপ — প্রণয়পূর্ণ কথোপকথন। অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা।

বিশ্রান্ত — বিশ্রাম লাভ করিয়াছে এমন। বিরাম আছে এমন। [ঃ অ-'বিশ্রান্ত'।]

বিশ্রান্তি — বিশ্রাম। বিরাম।

বিশ্রাম — ক্লান্তি দূর করিবার জন্য কাজের বিরাম। বিরাম, বিরতি।

বিশ্রী — কুৎসিত, শ্রীহীন। [ঃ 'বিশ্রী' চেহারা।] অপ্রীতিকর, লজ্জাজনক। [ঃ 'বিশ্রী' কান্ড।] খারাপ, নোংরা। [ঃ 'বিশ্রী' পথ-ঘাট।] নিন্দনীয়। [ঃ 'বিশ্রী' ব্যবহার।]

বিশ্রুত — যাহার সম্পর্কে অনেকে শুনিয়াছে এমন, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। [ঃ বিশ্ব-'বিশ্রুত'।] বি. — **বিশ্রুতি**।

বিশ্লিষ্ট — পৃথক হইয়াছে বা করা হইয়াছে এমন। বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এমন।

বিশ্লেষণ — নির্ণয় বা পরীক্ষা করিবার জন্য পৃথক করণ। খুঁটিনাটি বিচার ও পরীক্ষা।

বিশ্ব — জগৎ, ব্রহ্মান্ড, সমগ্র সৃষ্টি। পৃথিবী। [ঃ 'বিশ্ব'-যুদ্ধ।] সমস্ত, সর্ব, সমগ্র। [ঃ 'বিশ্ব'-মানব; ঃ 'বিশ্ব'-জগৎ।]

বিশ্বকর্মা, **বিশ্বকর্ম্মা** — শিল্পের দেবতা, বিশাই।

বিশ্বকোষ — সকল বিষয়ের বিবরণযুক্ত অভিধান, 'এনসাইক্লোপিডিয়া'।

বিশ্বকোষিক — বিশ্বকোষ সংক্রান্ত। বিশ্বকোষের সংকলয়িতা। [ঃ ফরাসী 'বিশ্বকোষিক'গণ।]

বিশ্বজন — জগতের সকল লোক।

বিশ্বজনীন — সর্বলোক সংক্রান্ত। বিশ্বজনের প্রতি। [ঃ 'বিশ্বজনীন' প্রেম।] বিশ্বজনের নিকট আবেদনশীল। বি. — **বিশ্বজনীনতা**।

বিশ্বজিৎ — সর্বজয়ী, জগৎজয়ী। এক-প্রকার প্রাচীন যজ্ঞ।

বিশ্বনাথ — ভগবান, জগদীশ্বর। কাশীর শিববিগ্রহ।

বিশ্বনিন্দুক — যে সকলের বা সকল কিছুর নিন্দা করে।

বিশ্বপতি — জগদীশ্বর, ভগবান।

বিশ্বপাতা — জগতের পালনকর্তা, ভগবান।

বিশ্বপ্রেম — সকলের বা সকল কিছুর প্রতি ভালোবাসা, সমস্ত জগতের প্রতি ভালোবাসা।

বিশ্বপ্রেমিক, **বিশ্বপ্রেমী** — সমগ্র জগৎকে যে ভালোবাসে।

বিশ্ববঞ্চক — যে সকলকে ঠকায়।

বিশ্ববন্ধু - সকলের বন্ধু, জগতের বন্ধু। ভগবান, জগবন্ধু।

বিশ্ববিখ্যাত — জগৎ-বিখ্যাত।

বিশ্ববিদ্যালয় -- সকল বিষয় পড়াইবার উপযোগী প্রতিষ্ঠান, 'ইউনিভার্সিটি'।

বিশ্ববিদ্যালয়ী — বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বা প্রদত্ত। [ঃ 'বিশ্ববিদ্যালয়ী' শিক্ষা।]

বিশ্ববিধাতা — জগতের নিয়ামক, ভগবান, পরমেশ্বর। স্ত্রী **বিশ্ববিধাত্রী**।

বিশ্ববিমোহন — যাহা সকলকে মুগ্ধ করে এমন। [ঃ 'বিশ্ববিমোহন' রূপ।] স্ত্রী - **বিশ্ববিমোহিনী**।

বিশ্ববিশ্রুত — জগদ্‌বিখ্যাত, বিশ্ববিখ্যাত।

বিশ্বব্যাপী সমগ্র জগৎময়। সমগ্র পৃথিবীময়। স্ত্রী **বিশ্বব্যাপিনী**।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমগ্র জগৎ, সমগ্র সৃষ্টি।

বিশ্বভারতী — সকল বিষয়ে জ্ঞান সর্ব বিদ্যা। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বমানব পৃথিবীর সমস্ত মানুষ।

বিশ্বমানবতা — পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রতি ভালোবাসা পৃথিবীর সকল মানুষের সহিত আত্মীয়তাবোধ, সর্বজন-প্রীতি।

বিশ্বমানবিক — বিশ্বমানব সংক্রান্ত। বিশ্ব-মানবকে ভালোবাসে এমন।

বিশ্বমানবিকতা -- ('বিশ্বমানবতা' দেখ।)

বিশ্বম্ভর - বিশ্বের ভরণকর্তা, বিষ্ণু।

বিশ্বরূপ — বিশ্বই যাঁহার প্রকাশ, ভগবান। ভগবানের বিশ্বময় মূর্তি।

বিশ্বসংসার — সমগ্র জগৎ, সমস্ত পৃথিবী।

বিশ্বসাহিত্য — পৃথিবীর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

বিশ্বস্ত — বিশ্বাসযোগ্য, যে প্রতারণা করে না এমন। [ঃ 'বিশ্বস্ত' ভৃত্য।] নির্ভর-যোগ্য। [ঃ 'বিশ্বস্ত' সূত্রে।] বি — **বিশ্বস্ততা**।

বিশ্বাত্মা — বিশ্বই যাঁহার আত্মস্বরূপ, ভগবান। বিশ্বের সহিত যিনি একাত্মতা বোধ করেন এমন ব্যক্তি।

বিশ্বামিত্র - প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত ঋষি, গায়ত্রী মন্ত্রের রচয়িতা। (ইনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।)

বিশ্বাস সত্য বলিয়া স্বীকার, নির্ভর-যোগ্য বলিয়া ধারণা, প্রত্যয়। [ঃ ধর্মে 'বিশ্বাস', ঃ বন্ধুকে 'বিশ্বাস'।] উপযুক্ত ভাবিয়া নির্ভর, আস্থা। [ঃ আত্মশক্তিতে 'বিশ্বাস'।] **বিশ্বাস যাওয়া** বিশ্বাস করা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা।

বিশ্বাসঘাতক — বিশ্বাসভাজন হইয়া পরে যে ঠকায়, প্রতারক, বেইমান। স্ত্রী **বিশ্বাসঘাতিকা**।

বিশ্বাসঘাতকতা বিশ্বস্ত সাজিয়া প্রতারণা, বেইমানি।

বিশ্বাসঘাতী বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক। স্ত্রী — **বিশ্বাসঘাতিনী**।

বিশ্বাসভাজন — যাহাকে বিশ্বাস করা যায় এমন, বিশ্বাসের পাত্র, বিশ্বস্ত।

বিশ্বাসযোগ্য — সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় এমন, বিশ্বাস্য। [ঃ 'বিশ্বাসযোগ্য' সংবাদ।] বিশ্বাসভাজন। বি. — **বিশ্বাসযোগ্যতা**।

বিশ্বাসহন্তা -- বিশ্বাসঘাতক, যে বিশ্বস্ত সাজিয়া প্রতারণা করে। স্ত্রী -- **বিশ্বাসহন্ত্রী**।

বিশ্বাসী -- যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। আস্থাবান। [ঃ ধর্মে 'বিশ্বাসী'।] বিশ্বাসভাজন, বিশ্বস্ত। [ঃ 'বিশ্বাসী' চাকর।]

বিশ্বাস্য — যাহা বিশ্বাস করা যায়, বিশ্বাস-

যোগ্য, সত্য বলিয়া স্বীকার্য। বি. — **বিশ্বাস্যতা**।

বিশ্বেশ্বর — ('বিশ্বনাথ' দেখ।)

বিশ্বেশ্বরী — জগদীশ্বরী, দুর্গা, ভগবতী।

১বিষ — একরকম জিনিস যাহা খাইলে বা দেহে রক্তের সহিত মিশিলে মৃত্যু ঘটে, গরল, হলাহল। ক্ষতিকর দ্রব্য, মারাত্মক জিনিস। মারাত্মক, ক্ষতিকর। [ঃ 'বিষ' ফল; ঃ 'বিষ' ফোড়া।] হিংসাত্মক। [ঃ 'বিষ' দৃষ্টি।] **বিষ ঝাড়া** — বিষের ক্ষতিকরতা দূরীকরণের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করা। **বিষ দাঁত** — ('বিষদন্ত' দেখ।) **বিষ দেওয়া** — বিষ খাওয়ানো, বিষ প্রয়োগ করা। **দুই (দু') চক্ষের বিষ** — অত্যন্ত অপ্রীতিভাজন ব্যক্তি।

বিষকন্যা — রূপকথায় বর্ণিত নারী যাহার স্পর্শে বা চুম্বনে মৃত্যু ঘটে।

বিষকুম্ভ — বিষের কলস। যাহার মন হিংসায় বিদ্বেষে পূর্ণ।

বিষক্রিয়া — দেহের উপর বিষের কাজ, দেহে বিষপ্রয়োগের বা বিষপ্রবেশের ফল।

বিষঘ্ন — বিষের প্রতিষেধক, বিষনাশক। বি. — **বিষঘ্নতা**।

বিষণ্ণ — দুঃখিত, বিষাদগ্রস্ত, বিমর্ষ। বি. — **বিষণ্ণতা**। স্ত্রী. — **বিষণ্ণা**।

বিষণ্ণবদন — ম্লানমুখ। স্ত্রী — **বিষণ্ণ-বদনা**।

বিষদন্ত — সাপের যে দাঁতের গোড়ায় বিষ থাকে। অনিষ্ট করিবার শক্তি।

বিষদুষ্ট — বিষ লাগিবার বা বিষ মিশিবার ফলে দূষিত।

বিষদৃষ্টি — অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি, হিংসাত্মক মনোভাব।

বিষধর — বিষাক্ত সাপ। যাহার বিষ আছে এমন। [ঃ 'বিষধর' সর্প।] স্ত্রী. — **বিষধরী**।

বিষনাশক — বিষের প্রতিষেধক, বিষঘ্ন।

বিষবৎ — বিষের মতো, বিষের তুল্য, বিষ-সদৃশ।

বিষবৃক্ষ — যে গাছে বিষাক্ত মারাত্মক ফল ফলে। যাহা হইতে বহু ক্ষতিকর বস্তু বা বিষয়ের উদ্ভব হয়।

বিষফল — মারাত্মক বিষাক্ত ফল।

বিষফোড়া — মারাত্মক ফোড়া, বিস্ফোটক।

১বিষম — দারুণ, দুঃসহ, ভয়ংকর। [ঃ 'বিষম' বিপদ।] দুরূহ, কঠিন। [ঃ 'বিষম' সমস্যা।] বিজোড়, অযুগ্ম, দুই দিয়া ভাগ করা যায় না এমন। [ঃ 'বিষম' সংখ্যা।] অসম। অসমতল।

২বিষম — শ্বাসনালীতে খাদ্যাদি প্রবেশের ফলে কাশি। [ঃ 'বিষম' লাগা।]

বিষমজ্বর — দীর্ঘকালস্থায়ী একরকম জ্বর।

বিষমবাহু — বাহুগুলি সমান নহে এমন (ত্রিভুজ চতুর্ভুজ ইত্যাদি)।

বিষময় — বিষে পূর্ণ, বিষাক্ত। ভয়ানক অনিষ্টকর। [ঃ 'বিষময়' ফল।] দুঃসহ। [ঃ জীবন 'বিষময়'।]

বিষয় — বলিবার জানিবার ভাবিবার বা অনুভব করিবার বস্তু, যাহা বলা জানা ভাবা বা অনুভব করা যায়। [ঃ বক্তব্য 'বিষয়'; ঃ চিন্তার 'বিষয়'।] ভোগসুখ। সংসার। ধনসম্পত্তি, জমিদারি। সম্পর্কে, বিষয়ে। [ঃ তাঁহার 'বিষয়' কিছু বলুন।]

-বিষয়ক — 'সংক্রান্ত' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ধর্ম-'বিষয়ক'।]

বিষয়কর্ম, বিষয়কর্ম্ম — সম্পত্তির দেখা-শোনা, সম্পত্তিগত কাজ।

বিষয়বুদ্ধি — ধনসম্পত্তি সংক্রান্ত বুদ্ধি, সাংসারিক জ্ঞান।

বিষয়াসক্ত — সংসারে বা ধনসম্পত্তিতে অতিশয় আকৃষ্ট। বি — **বিষয়াসক্তি**।

বিষয়ী - ধনসম্পত্তি আছে এমন। সংসারে বা ধনসম্পত্তিতে আসক্ত।

বিষহরী — যে দেবী বিষ হরণ করেন, মনসা।

বিষাক্ত যাহার বিষ আছে এমন। [ঃ 'বিষাক্ত' সাপ।] বিষযুক্ত, বিষ মিশ্রিত। [ঃ 'বিষাক্ত তীর'।] মারাত্মক ভাবে দূষিত। [ঃ বিষাক্ত ঘা।]

বিষাণ — পশুর শিং। পশুর শিং হইতে নির্মিত বাঁশি, শিঙ্গা, যুদ্ধের বাঁশি।

বিষাদ আশাভঙ্গের ফলে মানসিক বেদনা। দুঃখ, শোক। [ঃ বিষাদে মগ্ন, ঃ বিষাদ' সিন্ধু।]

বিষাদময় দুঃখে পূর্ণ শোকে পূর্ণ [ঃ 'বিষাদময়' পুরী।]

বিষাদী — বিষাদযুক্ত বিষণ্ণ। স্ত্রী **বিষাদিনী**।

বিষানো - বিষাক্ত বা মারাত্মক হওয়া। [ঃ 'ফোড়া' বিষিয়েছে'।] অতিশয় বৈরাগ্য ও তিক্ততা বোধ হওয়া। [ঃ জীবন 'বিষিয়ে' গেছে।] বিষাক্ত বা মারাত্মকভাবে দূষিত। বিরাগপূর্ণ ও তিক্ত। বিষাক্ত ও দূষিত অবস্থা। তিক্ত বৈরাগ্য।

বিষান্তক - বিষনাশক, বিষঘ্ন।

বিষিত বিষযুক্ত।

বিষুব — যে সময়ে দিন ও রাত্রি সমান হয়। **বিষুববৃত্ত** নিষুবরেখার সমান্তরাল আকাশস্থ কাল্পনিক বৃত্ত। **বিষুবরেখা** — যে কাল্পনিক রেখার উপর সূর্য আসিলে দিন ও রাত্রি সমান হয়, নিরক্ষরেখা। **বিষুবলম্ব** - বিষুব বৃত্ত হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির কৌণিক অন্তর।

বিষ্কম্ভক — নাটকের অঙ্কের আরম্ভে অংশ বিশেষ যাহাতে অপ্রদর্শিত ঘটনা অপ্রধান চরিত্রের মুখে জানানো হয়।

বিষ্টি - (কবিতায় বা কথ্য প্রয়োগে) বৃষ্টি।

বিষ্টু - (কথ্য ও গ্রাম্য প্রয়োগে) বিষ্ণু

বিষ্ঠা মল, পুরীষ, গু।

বিষ্ণু যিনি সর্বব্যাপী, ভগবান, নারায়ণ।

বিষ্ণুগুপ্ত সম্ভবত মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের নাম।

বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী। গৌরাঙ্গদেবের স্ত্রী।

বিস মৃণাল পদ্মের ডাঁটা।

বিসংবাদ মতভেদজনিত বিবাদ। [ঃ বাদ বিসংবাদ।]

বিসংবাদিত যাহা লইয়া মতভেদ আছে। [অবিসংবাদিত।]

বিসংবাদী - পরস্পর বিরোধী, সামঞ্জস্য হীন। বি **বিসংবাদিতা**।

বিসদৃশ বিপরীত, অনারূপ। বেমানান অশোভন।

বিসমিল্লা আল্লার নামে। (ব্যঙ্গে) কার্যের সূচনা বা আরম্ভ। [ঃ 'বিসমিল্লায় গলদ'।]

বিসরণ — (প্রাচীন কবিতায়) বিস্মৃতি, বিস্মরণ।

বিসরা (প্রাচীন কবিতায়) বিস্মৃত হওয়া।

বিসর্গ বর্ণমালার একটি অক্ষর, ঃ। **বিন্দু-বিসর্গ** সামান্যতম পরিমাণ কিছু। [ঃ 'বিন্দু-বিসর্গ' জানি না।]

বিসর্জন, বিসর্জ্জন — ত্যাগ। [ঃ জীবন 'বিসর্জন'।] পূজাশেষে জলে প্রতিমা-নিক্ষেপ ও তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠান।

বিসর্জা, বিসর্জ্জা — (কবিতায়) বিসর্জন দেওয়া। [ঃ 'বিসর্জিল' মানস প্রতিমা।]

বিসর্জিত, বিসৰ্জ্জিত — যাহা বিসর্জন করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বিসর্জিতা, বিসর্জ্জিতা।**

বিসর্পিল — আঁকাবাঁকা। [ঃ 'বিসর্পিল' গতি।]

বিসারিত — প্রসারিত, বিস্তৃত। [ঃ দিগন্ত-'বিসারিত'।]

-বিসারী — 'প্রসারিত আছে এমন' এই অর্থে, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দিগন্ত-'বিসারী'।] স্ত্রী. — **-বিসারিণী।**

বিসূচিকা — ওলাউঠা রোগ, কলেরা।

বিসৃষ্ট — ত্যক্ত, পরিত্যক্ত। নিক্ষিপ্ত।

বিস্কিট, বিস্কুট — ময়দা দিয়া তৈয়ারী একরকম শুষ্ক সুপরিচিত খাদ্য।

বিস্তর — অনেক, বহু। [ঃ 'বিস্তর' লোক।]

বিস্তার — প্রসার, ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি। চওড়ার দিক বা মাপ, ওসার।

বিস্তারা — (কবিতায়) বিস্তৃত করা। বিশদ করা। [ঃ 'বিস্তারিয়া' বল।]

বিস্তারিত — বিশদ। [ঃ 'বিস্তারিত' বিবরণ।] প্রসারিত।

বিস্তীর্ণ — বিস্তৃত, প্রসারিত। বিশাল। বি. — **বিস্তীর্ণতা।** স্ত্রী. — **বিস্তীর্ণা।**

বিস্তৃত — প্রসারিত। [ঃ দিগন্ত-'বিস্তৃত'।] চওড়া। [ঃ 'বিস্তৃত' বক্ষ; ঃ 'বিস্তৃত' পথ।] যাহা মেলা বা বিছানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'বিস্তৃত' শয্যা।]

বিস্তৃতি — প্রসারিত বা চওড়া ভাব, বিস্তৃত ভাব, ব্যাপ্তি।

বিস্ফারণ — প্রসারণ, প্রসারিত করণ।

বিস্ফারিত — প্রসারিত। [ঃ বিস্ময় 'বিস্ফারিত' চক্ষু।]

বিস্ফুরণ — কম্পন। প্রকাশ। [ঃ বাক্য-'বিস্ফুরণ'।]

বিস্ফুরিত — কম্পিত। দীপ্ত।

বিস্ফোটক — বিষফোড়া। ফোড়া, ব্রণ।

বিস্ফোরক — যাহা একটুতে জ্বলিয়া উঠে ও সশব্দে ফাটে, বারুদ বোমা, পেট্রল ইত্যাদি।

বিস্ফোরণ — অকস্মাৎ জ্বলন ও সশব্দে বিদারণ। বিণ. — **বিস্ফোরিত।**

বিস্ময় — বিস্মিত বা আশ্চর্যান্বিত ভাব বা অবস্থা। [ঃ 'বিস্ময়ে' অভিভূত।] বিস্মিত করে এমন জিনিস। [ঃ বিশ্বের 'বিস্ময়'।]

বিস্ময়কর, বিস্ময়জনক — বিস্ময়ের সৃষ্টি করে এমন, আশ্চর্যজনক। অদ্ভুত, অপূর্ব।

বিস্ময়চিহ্ন — লেখায় ব্যবহৃত ছেদচিহ্ন যাহা বিস্ময় ভীতি বা্গ জোর ইত্যাদি সূচিত করে, ! চিহ্ন।

বিস্ময়বিহ্বল — বিস্ময়ে অভিভূত। স্ত্রী. — **বিস্ময়বিহ্বলা।** বি — **বিস্ময়-বিহ্বলতা।**

বিস্ময়ান্বিত — বিস্মিত, আশ্চর্যান্বিত। স্ত্রী — **বিস্ময়ান্বিতা।**

বিস্ময়াপন্ন — বিস্মিত, আশ্চর্যান্বিত। স্ত্রী. — **বিস্ময়াপন্না।**

বিস্ময়াবহ — বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক।

বিস্ময়াবিষ্ট — বিস্ময়ে অভিভূত, বিস্ময়-বিহ্বল। স্ত্রী. — **বিস্ময়াবিষ্টা।**

বিস্ময়াভিভূত — বিস্ময়ে অভিভূত, বিস্ময়বিহ্বল। স্ত্রী. — **বিস্ময়াভিভূতা।**

বিস্মরণ — ভুলিয়া যাওয়া, বিস্মৃতি।

বিস্মরণীয় — যাহা ভোলা যায়, ভুলিবার মতো।

বিস্মরা — (কবিতায়) বিস্মৃত হওয়া, ভুলা। [ঃ 'বিস্মরিলে'।]

বিস্মিত — আশ্চর্যান্বিত, বিস্ময়ান্বিত। স্ত্রী. — **বিস্মিতা।**

বিস্মৃত — ভুলিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'বিস্মৃত' হওয়া।] মনে নাই এমন। [ঃ 'বিস্মৃত' কাহিনী।]

বিস্মৃতি — ভুলিয়া যাওয়া, স্মৃতিলোপ, বিস্মরণ, বিস্মৃত ভাব।

বিস্রস্ত — স্খলিত, চ্যুত, এলোমেলো। [ঃ 'বিস্রস্ত' বসন; ঃ 'বিস্রস্ত' কেশ।]

বিস্রাবণ — বিস্রুত করণ, ক্ষারণ।

বিস্রুত — ক্ষরিত, ঝরানো হইয়াছে এমন পরিস্রুত।

বিস্বাদ — সুস্বাদু নহে এমন। স্বাদহীন।

বিহগ — পাখী। স্ত্রী — **বিহগী**।

বিহঙ্গ - পাখী, বিহগ। স্ত্রী — **বিহঙ্গী**। (কবিতায়) **বিহঙ্গিনী**।

বিহঙ্গম - পাখী, বিহঙ্গ। স্ত্রী — **বিহঙ্গমী**।

বিহঙ্গিনী — ('বিহঙ্গ' দেখ।)

বিহনে - (কবিতায়) ছাড়া, ব্যতীত বিনা। [ঃ তোমা 'বিহনে'।]

বিহরণ — ভ্রমণ, বিহার।

বিহরা — (কবিতায়) ভ্রমণ করা। বিহার করা। [ঃ 'বিহরিলে'।]

বিহসা — (প্রাচীন কবিতায়) ঈষৎ হাস্য করা। [ঃ 'বিহসি' পালটি নেহারি।]

বিহান — (কবিতায়) প্রভাত, সকাল।

বিহার — প্রমোদ ভ্রমণ। কেলি, ক্রীড়া, আমোদ। বৌদ্ধ মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

বিহার — পশ্চিম বঙ্গের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ভারতীয় প্রদেশ।

-বিহারী — 'যে বিহার করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। স্ত্রী — **-বিহারিণী**।

বিহারী — বিহার প্রদেশের অধিবাসী। বিহার সংক্রান্ত।

বিহিত — বিধিসংগত, উচিত। প্রতিকার, যথোচিত ব্যবস্থা।

-বিহীন — 'ইহার নাই' বা 'ইহাতে নাই' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ উদ্দেশ্য-'বিহীন', ঃ বিত্ত-'বিহীন'।] বি - **-বিহীনতা**। স্ত্রী — **-বিহীনা**।

বিহ্বল অত্যন্ত অভিভূত, অচেতনপ্রায়, তন্ময়, বিবশ [ঃ আনন্দে 'বিহ্বল', ঃ শোকে 'বিহ্বল'।] বি — **বিহ্বলতা**। স্ত্রী — **বিহ্বলা**।

বীক্ষণ বিশেষ ভাবে দর্শন, পর্যবেক্ষণ। বিণ — **বীক্ষিত**।

বীক্ষমাণ বীক্ষণ করিতেছে বা বিশেষ ভাবে দেখিতেছে এমন। বি **বীক্ষমাণতা**। স্ত্রী **বীক্ষমাণা**।

বীক্ষ্যমাণ বিশেষ ভাবে দেখা হইতেছে এমন।

বীচি - ঢেউ তরঙ্গ। **বীচিভঙ্গ** - ঢেউয়ের উত্থান ও পতন। **বীচিমালা** তরঙ্গশ্রেণী।

বীচি ('বিচি' দেখ।)

বীচিমালী সমুদ্র।

বীজ — বিচি, ফলের আঁটি। বপনের উপযোগী। [ঃ 'বীজ' ধান।] জীবাণু। মূল কারণ। শুক্র, ধাতু।

বীজকোশ, বীজকোষ ফলের যে অংশে বিচি জন্মে বা থাকে।

বীজগণিত — একরকম অঙ্কশাস্ত্র যাহাতে সংখ্যার পরিবর্তে বিভিন্ন অক্ষরও ব্যবহৃত হয়, 'অ্যালজেবরা'।

বীজন — বাতাস করণ, ব্যজন। বাতাস দিবার যন্ত্র, পাখা চামর ইত্যাদি।

বীজমন্ত্র — ইষ্টদেবতার প্রতীকস্বরূপ মন্ত্র। সাধনার মূল আদর্শ। [ঃ স্বাধীনতার 'বীজমন্ত্র'।]

বীট, বীটপালং, বীটপালম — পালংজাতীয় একরকম সবজি।

বীণা — তারযুক্ত একরকম বাদ্যযন্ত্র, বীন।

বীণাপাণি — যে দেবীর হস্তে বীণা থাকে, সরস্বতী।

বীণাবিনিন্দিত — বীণারও নিন্দার কারণ ঘটায় এমন, বীণার চেয়েও শ্রুতিমধুর। [ঃ 'বীণাবিনিন্দিত' কণ্ঠ।]

বীত- — 'অতীত' 'বিগত' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'বীত-'শোক।]

বীতকাম — বাসনাহীন,, নিঃস্পৃহ।

বীতংস — ('বিতংস' দেখ।)

বীতনিদ্র -- বিনিদ্র, নিদ্রাহীন।

বীতভয় — নির্ভয়, ভয়হীন।

বীতরাগ -- বিরাগী, নিরাসক্ত, নিঃস্পৃহ।

বীতশোক — শোকহীন, শোক হইতে মুক্ত।

বীতশ্রদ্ধ - শ্রদ্ধাহীন, আস্থাহীন।

বীতস্পৃহ -- নিঃস্পৃহ, নিরাসক্ত, বাসনাহীন।

বীতিহোত্র — অগ্নি। সূর্য।

বীথি, বীথিকা, বীথী -- সারি, শ্রেণী, পঙ্ক্তি। [ঃ পণ্য-'বীথিকা'।] গাছের সারি আছে এমন পথ, 'এভিনু'।

বীন — একরকম তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, বীণা।

বীনকার — যে বীন বাজায়, বীণাবাদক।

বীপ্সা -- বার বার ঘটন, পৌনঃপুনিকতা। ব্যাপ্তি।

বীবর — উত্তর আমেরিকার ইঁদুরজাতীয় একরকম প্রাণী।

বীভৎস — অতিশয় ঘৃণা ও ভয়ের উদ্রেক করে এমন। [ঃ 'বীভৎস' দৃশ্য।] বি. - **বীভৎসতা**। স্ত্রী. —**বীভৎসা**।

বীভৎসা — (কবিতায় রবীন্দ্র-প্রয়োগ) **বীভৎসতা**।

বীভৎসু — তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

বীম — কড়িকাঠ। [ঃ লোহার 'বীম'।]

বীমা — ক্ষতির পূরণ ইত্যাদির চুক্তিতে অর্থসঞ্চয়ের ব্যবস্থা, ইনসিওরেন্স। [ঃ জীবন-'বীমা'।]

বীর — সাহসী ও শক্তিমান্, যুদ্ধপটু। সাহসী ও শক্তিমান্ ব্যক্তি, নিপুণ যোদ্ধা। বানর বা হনুমানের দলের সর্দার।

বীরকেশরী, বীরচূড়ামণি -- বীরশ্রেষ্ঠ।

বীরত্ব — বীরের কাজ বা ভাব, শৌর্য।

বীরনারী -- বীরের স্ত্রী। বীরাঙ্গনা।

বীরপঞ্চমী — যে পঞ্চমী তিথিতে ব্রত করিলে বীর পুত্র লাভ হয়।

বীরপনা — বীরত্ব, বীরের মতো কাজ।

বীরপ্রসবিণী, বীরপ্রসূ -- বীরের জন্মদান-কারিণী, বীরমাতা।

বীরবর — বীরশ্রেষ্ঠ।

বীরবাহু — রাবণের পুত্র।

বীরবৌলি -- পুরুষের কানের একরকম অলংকার, কুণ্ডল।

বীরভদ্র — শিবের অনুচর বিশেষ।

বীরভোগ্যা — বীরের ভোগের উপযুক্তা। [ঃ 'বীরভোগ্যা' বসুন্ধরা।]

বীরশ্রেষ্ঠ — বীরগণের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, বীরোত্তম।

বীরসিংহ — ('বীরকেশরী' দেখ।)

বীররস -- (অলংকারশাস্ত্রে) বীরত্ব সূচক স্থায়ী ভাব।

বীরা - পতিপুত্রবতী। বীর্যবতী।

বীরাঙ্গনা --- বীর্যবতী রমণী। বীরপত্নী।

বীরাচার — একরকম তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি।

বীরাচারী -- বীরাচার অনুষ্ঠানকারী।

বীরাসন — যোগসাধনার আসন বিশেষ, ডান ও বাম পা বাম ও ডান উরুর উপর রাখিয়া উপবেশন।

বীরেন্দ্র, বীরেশ, বীরেশ্বর, বীরোত্তম — বীরশ্রেষ্ঠ।

বীর্য, বীর্য্য — বল, শক্তি, বীরত্ব। শুক্র, ধাতু।

বীর্যবান্, বীর্য্যবান শক্তিশালী, বীর। বি — **বীর্যবত্তা, বীর্য্যবত্তা**। স্ত্রী **বীর্যবতী, বীর্য্যবতী**।

বুক পিঠের বিপরীত দিকে পেটের উপরে অবস্থিত দেহের অংশ, বক্ষ। হৃৎপিণ্ড। [ঃ বুক দুরুদুরু করা।] স্তন। হৃদয়, মন। বুকের উপরের জামার অংশ। **বুক কাঁপা** ভয় পাওয়া। **বুক চাপড়ানো** — দুঃখে হা হুতাশ করা। **বুক ঠোকা** শক্তি ও সাহস প্রকাশের ভঙ্গী করা। **বুক দেওয়া** আত্মনিয়োগ করা, সর্বান্তঃকরণে করা। **বুক পাতা** দুঃখ সহ্য করার জন্য বা ক্লেশকর দায়িত্বগ্রহণের জন্য অগ্রসর হওয়া। **বুক ফাটা** দুঃসহ শোকে বা বেদনায় কাতর হওয়া। **বুক ফোলানো** গর্ব প্রকাশসূচক ভঙ্গী করা। **বুক বাড়া** সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া। **বুক বাঁধা** বিপদে সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করিয়া মনকে দৃঢ় করা। **বুক ভাঙা** একেবারে হতাশ হইয়া পড়া। **বুক শুকানো** - শঙ্কায় বা নৈরাশ্যে অভিভূত হওয়া। **বুকের পাটা** দুঃসাহস অত্যধিক্ত সাহস।

বুক — মাশুল দিয়া রেলগাড়ি জাহাজ ইত্যাদি যোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা [ঃ মাল বুক করা।] টিকিট ইত্যাদি অগ্রিম ক্রয়।

বুকনি — ছোট টুকরা। [ঃ মিছরির 'বুকনি'।] আলোচনাদির মধ্যে চিত্তাকর্ষক ছোট মন্তব্য বা উক্তি।

বুকিং - বুক করা সংক্রান্ত। [ঃ 'বুকিং' অফিস।] বুক করার খরচ।

বুচকি — ছোট বোঁচকা, পুঁটলি।

বুজকুড়ি — বুদ্‌বুদ্, ভুড়ভুড়ি।

বুজদিল — কাপুরুষ।

বুজরুকি ভেল্কি। অলৌকিক শক্তির ভান। ধাপ্পাবাজি।

বুজা বন্ধ করা, নিমীলিত করা, মুদিত করা। [ঃ চোখ 'বুজা'।] গর্ত বা ছিদ্র বন্ধ হওয়া, ভরাট হওয়া। [ঃ নালা বুজা।] নিমীলিত, মুদ্রিত। বন্ধ, ভরাট। **চোখ বুজা, দু চোখ বুজা** মৃত্যু হওয়া, মরা। বিচার না করা, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। উপেক্ষা করা। সহ্য করা।

বুজানো বন্ধ করা ভরাট করা। [ঃ পুকুর বুজানো।] নিমীলিত করা মুদ্রিত করা। [ঃ 'চোখ বুজাও'।] মুদ্রিত নিমীলিত। বন্ধ বা ভরাট করা হইয়াছে এমন। বন্ধ বা ভরাট করণ। নিমীলন বন্ধ করণ।

বুঝ বোধ, প্রবোধ, সান্ত্বনা। [মন বুঝ মানে না।]

বুঝদার সমঝদার বোদ্ধা।

বুঝা উপলব্ধি করা, হৃদয়ঙ্গম করা। ভাব বা অর্থ গ্রহণ করা। কৌশল আয়ত্ত করা। বিবেচনা করা বিচার করা ভাবা। টের পাওয়া, জানা। পরিচয় পাওয়া প্রমাণ পাওয়া।

বুঝানো ব্যাখ্যা করিয়া অপরকে জানানো বা শেখানো। সান্ত্বনা দেওয়া শান্ত করা। যুক্তির দ্বারা উচিত পথে চালিত করিবার জন্য চেষ্টা করা।

বুঝাপড়া ('বোঝাপড়া' দেখ।)

বুঝি সম্ভবত বোধ করি। [ঃ তাই গাইলে না 'বুঝি'?] নাকি। [ঃ তাই বললাম 'বুঝি'?]

বুঝিয়ে — সমঝদার, বোদ্ধা, বোঝদার।

বুট — ছোলা, চানা। [ঃ 'বুটের' দাল।]

বুট — একরকম মজবুত জুতা যাহাতে গোড়ালি ও পায়ের উপরের অংশ

সম্পূর্ণরূপে ঢাকা থাকে।
বুটি — কাপড়ে ছুঁচ দিয়া তোলা নকশা।
বুটিদার — বুটি আছে এমন।
বুড়বক, বুড়বাক — বোকা, নির্বোধ।
বুড়া — বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত। জরাগ্রস্ত ব্যক্তি। বয়স্ক। [ঃ 'বুড়া' ছেলে।] **বুড়া আঙুল** — বৃদ্ধাঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ।
বুড়ানো — বুড়ার মতো ভাব বা অবস্থা পাওয়া। বুড়া হওয়া।
বুড়ামি, বুড়ামো — বৃদ্ধের বা বয়স্কের মতো আচরণ।
বুড়াহাবড়া — অতিশয় বৃদ্ধ যাহার শরীর ও দেহের শক্তি লোপ পাইয়াছে।
বুড়ি — সিকি পণ, ৫ গণ্ডা, ২০টি।
বুড়িকিয়া — এক শত বুড়ি পর্যন্ত গণনার ধারাবাহিক তালিকা। [ঃ কড়াকিয়া-'বুড়িকিয়া'।]
বুড়ী — বৃদ্ধা। বয়ঃস্থা, বয়স্কা। [ঃ 'বুড়ী' ধুমসী মেয়ে।] বৃদ্ধা নারী। [ঃ 'বুড়ী' বলিল।]
বুড়ো — ('বুড়া' দেখ।)
বুড়োমি, বুড়োমো — ('বুড়ামি' দেখ।)
বুড়োহাবড়া — ('বুড়াহাবড়া' দেখ।)
বুঢ়া — (প্রাচীন কবিতায়) বুড়া। স্ত্রী. — **বুঢ়ী**।
বুঁদ — বিহ্বল, চুর। [ঃ নেশায় 'বুঁদ'।]
বুদ্ধ — জ্ঞানপ্রাপ্ত, জ্ঞানী। জাগরিত। বৌদ্ধধর্মপ্রবর্তক সিদ্ধার্থ গৌতম।
বুদ্ধি — বুঝিবার শক্তি, চিন্তাশক্তি। [ঃ ছেলেটির 'বুদ্ধি' হয়নি।] মতলব, ফিকির। [ঃ কু-'বুদ্ধি'।] উপায়। [ঃ 'বুদ্ধি' বাৎলানো।] পরামর্শ। [ঃ 'বুদ্ধি' দাও।]
বুদ্ধিজীবী — যে মস্তিষ্ক চালনা করিয়া জীবিকা অর্জন করে (লেখক, উকিল, শিক্ষক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি)। স্ত্রী. — **বুদ্ধিজীবিনী**। [ঃ রূপজীবিনী ও 'বুদ্ধিজীবিনী'।]
বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিভ্রংশ — ভালো মন্দ বিচারের ক্ষমতা লোপ।
বুদ্ধিমত্তা — বুদ্ধিমানের গুণ বা অবস্থা।
বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমান — যাহার বুদ্ধি আছে, চালাক। স্ত্রী. — **বুদ্ধিমতী**।
বুদ্ধিসুদ্ধি — বুদ্ধি ও ঐরূপ বস্তু। বিচার-বিবেচনা।
বুদ্ধিহীন — যাহার বুদ্ধি নাই, নির্বোধ, বোকা। স্ত্রী - **বুদ্ধিহীনা**। বি — **বুদ্ধিহীনতা**।
বুদ্ধু — বোকা।
বুদ্বুদ — ভুড়ভুড়ি, জলবিম্ব।
বুধ — বিদ্বান, জ্ঞানী। একটি গ্রহের নাম। পুরাণে বর্ণিত চন্দ্র দেবতার পুত্র। সপ্তাহের একটি বারের নাম।
বুধবার — সপ্তাহের চতুর্থ দিন।
বুনট — কাপড়ের বুনানি বা জমি।
বুনন, বুনানি — বুনিবার ধরন। বোনার কাজ। বুনট।
বুনা — বপন করা। [ঃ বীজ 'বুনা'।] বস্ত্রাদি তৈয়ার করা, বয়ন করা। [ঃ কাপড় 'বুনা'; ঃ জাল 'বুনা'।]
বুনানি — বয়নের বা বপনের কাজ। বয়নের বা বপনের পারিশ্রমিক।
বুনিয়াদ — ভিত্তি, ভিত, গোড়া, মূল।
বুনিয়াদী — ভিত্তি বা বুনিয়াদ সংক্রান্ত। **বুনিয়াদী শিক্ষা** — সম্প্রতিক ভারতে প্রবর্তিত একরকম কর্মকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা।
বুনো — বনে থাকে বা জন্মে এমন, বন্য, জংলী। অসভ্য, অমার্জিত।
বুভুক্ষা — খাইবার প্রয়োজনবোধ, ক্ষুধা।
বুভুক্ষিত — ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত। স্ত্রী. — **বুভুক্ষিতা**।

বুভুক্ষু — খাইতে ইচ্ছুক, ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত।

বুরুজ — দুর্গপ্রাকার। দুর্গপ্রাকারের উপরকার কক্ষ। মিনারের উপরের অংশ, গম্বুজ।

বুরুল — মাপ বিশেষ, তিন যব, প্রায় এক ইঞ্চি।

বুরুশ — পশুর শক্ত লোম ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত জুতা দাঁত পোশাক ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার জিনিস, 'ব্রাশ'। **বুরুশ করা** — বুরুশ দিয়া সাফ করা।

বুর্জোয়া — নাগরিক। ধনিক। [ঃ 'বুর্জোয়া' সভ্যতা।] শহুরে ধনিক শ্রেণী।

বুলবুল, বুলবুলি - একরকম সুকণ্ঠ পাখী।

বুলা — (গ্রাম্য) ভ্রমণ করা।

বুলানো — হালকাভাবে স্পর্শ করিয়া হাত ইত্যাদি চালনা করা। [ঃ পায়ে হাত 'বুলানো'; ঃ তুলি 'বুলানো'।] বুলাইবার কাজ। **চোখ বুলানো** -- হালকা বা ভাসাভাসা ভাবে পড়া বা দেখা। **পিঠে হাত বুলানো** — প্রতারণার উদ্দেশ্যে আদর-আপ্যায়ন করা। **মাথায় হাত বুলানো** — আদর আশীর্বাদ ইত্যাদির ভান করিয়া ঠকানো।

বুলি — ভাষা, কথা। [ঃ ব্রজ-'বুলি'।] অভ্যাসের ফলে আয়ত্ত কথা। [ঃ পাখীর 'বুলি'; ঃ বাঁধা 'বুলি'।] **বুলি ধরা** — পাখী ইত্যাদির অভ্যাসের ফলে কথা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হওয়া।

বুলেট -- বন্দুকের গুলী।

বুলেটিন — জনসাধারণকে জানাইবার জন্য সরকারী বিবৃতি বা রোগীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ঘোষণা।

বুস্তান — (সুগন্ধ স্থান) ফুলের বাগান।

বৃংহণ, বৃংহিত — হাতীর ডাক, হাতীর গর্জন।

বৃক — নেকড়ে বাঘ। জঠরাগ্নি।

বৃকোদর — (যাহার জঠরাগ্নি অতিশয় প্রবল) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম।

বৃক্ক — উদরস্থ যন্ত্র যাহা হইতে মূত্র নিঃসৃত হয়, 'কিড্‌নি'।

বৃক্ষ - শাখাবিশিষ্ট বৃহৎ গাছ। গাছ।

বৃক্ষচূড় — গাছের ডগা।

বৃক্ষচ্ছায় — বহু গাছের ছায়া।

বৃক্ষচ্ছায়া — গাছের ছায়া।

বৃক্ষবাটিকা — বাগানবাড়ি।

বৃক্ষাগ্র -- গাছের আগা।

বৃটন — জাতি বিশেষ, যাহা ইংলণ্ডে অ্যাংলো-স্যাক্‌সনদের আগমনের পূর্বে বাস করিত। বৃটেনের অধিবাসী।

বৃটিশ - বৃটেনের অধিবাসী। ইংরেজ।

বৃটেন ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্।

বৃত বরণ করা হইয়াছে এমন। [ঃ সভাপতির পদে 'বৃত' হইয়া।]

বৃতি - আবরণ। কুঁড়ির আবরণ বা ফুলের সবুজ অংশ। বরণ।

বৃত্ত - গোলাকার ক্ষেত্র, মণ্ডল। বর্তুল, গোলাকার বস্তু।

বৃত্ত - আচরণে বা কার্যে অভ্যস্ত বা রত। [ঃ 'দুর্বৃত্ত'।] নির্দিষ্ট বা নিয়মিত। [ঃ অক্ষর-'বৃত্ত' ছন্দ।]

বৃত্তাংশ — বৃত্তের অংশ।

বৃত্তান্ত — বিবরণ, বার্তা, কাহিনী। [ঃ জীবন-'বৃত্তান্ত'।]

বৃত্তি — জীবিকা, পেশা, কাজ। [ঃ ভিক্ষা-'বৃত্তি'।] মনের ঝোঁক বা প্রবণতা। [ঃ চিত্ত-'বৃত্তি'; ঃ 'মনোবৃত্তি'।] স্বভাব। [ঃ পশু-'বৃত্তি'।] ছাত্র ইত্যাদিকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য।

বৃত্র, বৃত্রাসুর — পুরাণে বর্ণিত অসুর

যাহাকে ইন্দ্র বধ করেন এবং যাহার বধের জন্য বজ্র নির্মিত হয়।

বৃথা — নিষ্ফল, নিরর্থক, অকারণ।

বৃদ্ধ — বুড়া, অতিশয় বয়স্ক, প্রবীণ। বুড়া লোক, বৃদ্ধ ব্যক্তি। স্ত্রী.—**বৃদ্ধা**। বি.—**বৃদ্ধতা, বৃদ্ধত্ব**। **বৃদ্ধপ্রপিতামহ** — প্রপিতামহের পিতা, পিতামহের পিতামহ। **বৃদ্ধপ্রপিতামহী** — প্রপিতামহের মাতা, পিতামহের পিতামহী। **বৃদ্ধপ্রমাতামহ** — মাতামহের পিতামহ, প্রমাতামহের পিতা। **বৃদ্ধপ্রমাতামহী** — মাতামহের পিতামহী, প্রমাতামহের মাতা।

বৃদ্ধাঙ্গুলি — বুড়ো আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ — বুড়া আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ। **বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো বা প্রদর্শন করা** — ফাঁকি দেওয়া, ঠকাইয়া বঞ্চিত করা।

বৃদ্ধি — হ্রাসের বিপরীত অবস্থা, বাড়, আধিক্য, সংখ্যায় বা পরিমাণে পূর্বাপেক্ষা আধিক্য লাভ, উন্নতি। লাভ। [ঃ ক্ষতি-'বৃদ্ধি'।] আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। (ব্যাকরণে) অ আ স্থানে আ, ই ঈ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ঔ ইত্যাদি স্বরের পরিবর্তন।

বৃন্ত — বোঁটা। স্তনের বোঁটা, চুচুক।

-বৃন্দ — 'গণ' বা 'সমূহ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ সদস্য-'বৃন্দ'।]

বৃন্দ — দশ অর্বুদ, শত কোটি।

বৃন্দা — রাধিকার দূতী।

বৃন্দাবন — মথুরার নিকটস্থ নগর ও তীর্থ (পূর্বে বন ছিল)। **বৃন্দাবনচন্দ্র** — শ্রীকৃষ্ণ।

বৃশ্চিক — কাঁকড়া বিছা। বিছা। হিন্দু জ্যোতিষে রাশিচক্রের অষ্টম রাশি।

বৃষ — পুরুষ গোরু, ষাঁড়। হিন্দু জ্যোতিষে রাশিচক্রের দ্বিতীয় রাশি।

বৃষকাষ্ঠ — বৃষোৎসর্গ অনুষ্ঠানে ষাঁড় বাঁধিবার কাঠের থাম।

বৃষধ্বজ — শিব।

বৃষবাহন — শিব।

বৃষভ — বৃষ, ষাঁড়।

বৃষভধ্বজ, বৃষভবাহন — শিব।

বৃষভানু — রাধিকার পালক-পিতা।

বৃষল — শূদ্র।

বৃষলী — শূদ্রা। অবিবাহিতা। বন্ধ্যা।

বৃষস্কন্ধ — ষাঁড়ের মতো সবল ও সুগঠিত স্কন্ধ আছে এমন।

বৃষোৎসর্গ — সমারোহপূর্ণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান যাহাতে বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বৃষ্টি — মেঘ হইতে জলের পতন, বারিপাত। বর্ষণ, শূন্য হইতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক বস্তুর পতন। [ঃ পুষ্প-'বৃষ্টি'।]

বৃষ্টিপাত — মেঘ হইতে জলের পতন, বারিবর্ষণ।

বৃষ্টিমান — বৃষ্টির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ব্যবহার্য একরকম যন্ত্র।

বৃষ্ণি — যদু বংশ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃহৎ — বড়, প্রকাণ্ড, বিশাল। স্ত্রী. — **বৃহতী**। [ঃ 'বৃহতী' সভা।]

বৃহতী — ছোট বেগুন।

বৃহৎকায় — বিশালকায়, যাহার দেহ বা আকার প্রকাণ্ড এমন। [ঃ 'বৃহৎকায়' বিমান।]

বৃহত্তর — অপেক্ষাকৃত বড়, অপরটির চেয়ে বড়।

বৃহত্তম — সর্বাপেক্ষা বড়।

বৃহদারণ্যক — একটি উপনিষদের নাম।

বৃহদ্রথ — মগধরাজ জরাসন্ধের পিতার নাম।

বৃহন্নলা — বিরাট গৃহে ছদ্মবেশে বাস-কালীন অর্জুনের নাম।

বৃহস্পতি — পুরাণে বর্ণিত দেবগুরু। একটি গ্রহের নাম। সপ্তাহের একটি বারের নাম।

বৃহস্পতিবার — সপ্তাহের পঞ্চম দিন।

বে- — বৈপরীত্য অভাব বিরোধ নিন্দা ইত্যাদি বুঝাইতে শব্দের আগে যুক্ত হয়।

বে — (গ্রাম্য) বিবাহ।

বেআইন — আইনের অভাব। আইনবিরুদ্ধ কাজ। [ঃ 'বেআইন' ও জবরদস্তি।]

বেআইনী — আইনবিরুদ্ধ। [ঃ 'বেআইনী' কাজ।]

বেআকুফ, বেআকুব — ('বেকুব' দেখ।)

বেআক্কেল — বোকা, নির্বোধ। বিণ. — **বেআক্কেলী**।

বেআদব — সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ, অশিষ্ট।

বেআদবি — বেআদব লোকের মতো কাজ বা আচরণ, অশিষ্টতা।

বেআন্দাজ — আন্দাজ বা হিসাবের অভাব। বিণ. — **বেআন্দাজী**।

বেআবরু — আবরণহীন, নগ্ন। নির্লজ্জ।

বেইজ্জত — অপমানিত, অপদস্থ।

বেইজ্জত, বেইজ্জতি — অপমান। শ্লীলতা-হানি।

বেইমান — ধর্মবিশ্বাসহীন। বিশ্বাসঘাতক।

বেইমানি — বিশ্বাসঘাতকের কাজ। অধার্মিকের কাজ।

বেইমানী — বেইমানের উপযুক্ত। বেইমান সংক্রান্ত।

বেএক্তিয়ার, বেএখ্তিয়ার — ক্ষমতা বা অধিকারের বহির্ভূত। ক্ষমতা বা অধিকার নাই এমন।

বেওকুফ — ('বেকুব' দেখ।)

বেওজর — বিনা প্রতিবাদে, বিনা আপত্তিতে।

বেওয়া — বিধবা।

বেওয়ারিশ, বেওয়ারিস — ওয়ারিস, বা উত্তরাধিকারী নাই এমন। মালিক নাই এমন।

বেকবুল — অস্বীকার।

বেকসুর — নির্দোষ, নিরপরাধ। নির্দোষ হিসাবে। [ঃ 'বেকসুর' খালাস।]

বেকায়দা — কৌশল বা নৈপুণ্য প্রয়োগ করা যায় না এমন অসুবিধাজনক অবস্থা। [ঃ 'বেকায়দায়' পড়া।]

বেকার — কর্মহীন, নিষ্কর্মা, যাহার চাকরি বা জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা নাই এমন।

বেকুব — নির্বোধ, বোকা।

বেকুবি — নির্বুদ্ধিতা, নির্বোধের মতো কাজ।

বেখরচা — বিনা খরচে, নিখরচা।

বেখাপ, বেখাপ্পা — বেমানান, খাপ খায় না এমন। সামঞ্জস্যহীন।

বেগ — গতির দ্রুততা, শক্তিপূর্ণ ত্বরা। দ্রুত গতি। মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন-বোধ। মলমূত্রত্যাগের চেষ্টায় চাপ। (বিজ্ঞানে) গতির পরিমাণ। অসুবিধা-জনক অবস্থা, দুর্ভোগ। [ঃ 'বেগ' পাওয়া।]

বেগ — মোগলের আভিজাত্যসূচক উপাধি।

বেগড়া — বাধা, অন্তরায়, ফ্যাসাদ। [ঃ কাজে 'বেগড়া'।]

বেগতিক — নিরুপায়। নিরুপায় অবস্থা, বিপজ্জনক অবস্থা।

বেগনি, বেগনী — ('বেগুনী' দেখ।)

বেগবান, বেগবান্ — বেগযুক্ত, গতিশক্তি-সম্পন্ন। [ঃ 'বেগবান' অশ্ব।] স্ত্রী. — **বেগবতী**।

বেগম — মুসলমান রানী। সম্ভ্রান্ত

মুসলমান রমণীর উপাধি (বর্তমানে খাতুনের পরিবর্তে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়)।

বেগশালী — বেগযুক্ত, বেগবান। স্ত্রী. — **বেগশালিনী**।

বেগার — বিনা বেতনে বা মজুরিতে খাটুনি। যে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে। **বেগার ঠেলা** — বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা।

বেগুন — একরকম গাছ ও তাহার ফল, সুপরিচিত আনাজ, বার্তাকু।

বেগুনী — বেগুনের মতো রং, নীলচে লাল রং।

বেগুনী — বেসন মাখানো ভাজা বেগুনের ফালি।

বেগোছ — অগোছালো ভাব, বিশৃঙ্খলা। অগোছালো, বিশৃঙ্খল।

বেঘোর — নিরুপায় সংকটজনক অবস্থা। [ঃ'বেঘোরে' প্রাণটা গেল।]

বেঙ — ('ব্যাং' দেখ।)

বেঙাচি — বেঙের খুব ছোট বাচ্চা যাহার লেজ থাকে।

বেঙ্গমা — (রূপকথায়) বিহঙ্গম, পাখী।

বেঙ্গমী — (রূপকথায়) বিহঙ্গমী, পক্ষিণী।

বেচা — বিক্রয় করা। বিক্রয়। বিক্রীত।

বেচারা, বেচারী — নিরুপায়, অসহায়।

বেচাল — যাহার চালচলন ভালো নহে, যাহার চরিত্র মন্দ। ভুল চাল।

বেজন্মা — যাহার জন্মের ঠিক নাই, জারজ।

বেজাত — নীচ জাতীয়। বেজন্মা, জারজ।

বেজায় — খুব, অত্যন্ত, অতিশয়।

বেজার — বিরক্ত, অসন্তুষ্ট।

বেজি, বেঁজি — নেউল, নকুল।

বেঞ্চ — আদালত, এজলাস। ('বেঞ্চি' দেখ'।)

বেঞ্চি — একাধিক ব্যক্তির বসিবার উপযোগী কাঠের লম্বা আসন।

বেটা — (অবজ্ঞায় বা তাচ্ছিল্যে) পুত্র। অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যসূচক সম্বোধন।

বেটাছেলে — বালক। সাহসী পুরুষ।

বেটাইম — অসময়।

বেটী — (ঘনিষ্ঠতায় স্নেহে বা তাচ্ছিল্যে) মেয়ে।

বেঁটে — লম্বায় খাটো, খর্বাকৃতি। [ঃ 'বেঁটে' লোক; ঃ 'বেঁটে' গাছ।]

বেঠিক — ঠিক নহে এমন, ভুল।

বেড় — ঘের, পরিধি।

বেড়া — যাহার দ্বারা ঘেরা হয়, বেষ্টনী। [ঃবাঁশের 'বেড়া'; ঃ তারের 'বেড়া'।] যাহা চারিদিকে বেষ্টন করে। [ঃ'বেড়া'-জাল।]

বেড়া — বেষ্টন করা, ঘেরা।

বেড়ানে — যে খুব বেড়াইতে ভালোবাসে। [ঃ পাড়া-'বেড়ানে'। স্ত্রী. — **বেড়ানী**।

বেড়ানো — ভ্রমণ করা, পায়ে হাঁটিয়া বা গাড়ি ইত্যাদিতে চড়িয়া ঘোরা। ভ্রমণ, পর্যটন।

বেড়াল — বিড়াল।

বেড়ি — বেষ্টন করিবার বা শক্ত করিয়া ধরিবার উপযোগী জিনিস। শৃঙ্খল।

বেডিং — বিছানাপত্র।

বেড়ে — উত্তম, খুব ভালো। [ঃ'বেড়ে' গেয়েছে।]

বেঁড়ে — লেজ-কাটা। [ঃ'বেঁড়ে' বাঁদর।] বেঁটে।

বেডোল, বেডৌল — যাহার গঠনের মধ্যে সংগতি বা সামঞ্জস্য নাই এমন, কুগঠিত। [ঃ 'বেডৌল' চেহারা।]

বেঢপ — কুশ্রী, বেমানান, বেডোল।

বেণি — ('বেণী' দেখ।)

বেণিয়া — ('বেনে' দেখ।)

বেণী — বিনুনি-করা চুল। চুলের বিনুনি। জলধারা, স্রোত। [ঃ 'ত্রিবেণী'।]

বেণী-সংহার — বেণী বন্ধন। ভট্টনারায়ণ রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক যাহাতে ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তে সিক্ত করিয়া দ্রৌপদীর মুক্তকেশ বন্ধন করিয়া দেওয়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

বেণু — বাঁশ। [ঃ 'বেণু'-বন।] বাঁশের বাঁশি। বাঁশি।

বেণুক — বাঁশের তৈয়ারী পাচনবাড়ি। পাচনবাড়ি।

বেণুকুঞ্জ, বেণুবন — বাঁশের বন।

বেণুবাদক — যে বাঁশি বাজায়।

বেণুবাদন — বাঁশি বাজানো।

বেণুরব — বাঁশির শব্দ।

বেণে — ('বেনে' দেখ।)

বেত — একরকম গাছ। ঐ গাছ হইতে প্রস্তুত লাঠি, বেত্র। বেতের আঘাত।

বেতন — মাহিনা, সময় অনুসারে নির্দিষ্ট মজুরি।

বেতনজীবী — বেতনের দ্বারা যাহার জীবিকা নির্বাহ হয়।

বেতনভুক্, বেতনভোগী — যে বেতন লইয়া কাজ করে।

বেতর — বিষম, বিসদৃশ।

বেতমিজ — বেয়াদব অসভ্য, অশিষ্ট।

বেতরিবত — অশিক্ষিত। কুশিক্ষাপ্রাপ্ত।

বেতস — বেতগাছ।

বেতসবন — বেতের বন।

বেতাক, বেতাগ — লক্ষ্যভ্রষ্ট।

বেতানো — বেত দিয়া প্রহার করা।

বেতার — বিনা তারে শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের যন্ত্র বা তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থা, রেডিও। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বিনা তারে প্রেরিত বা গৃহীত। [ঃ 'বেতার বার্তা'।]

বেতারবার্তা, বেতারবার্ত্তা — বৈদ্যুতিক শক্তি সহযোগে বিনা তারে প্রেরিত সংবাদ।

বেতারযন্ত্র — বৈদ্যুতিক শক্তি সহযোগে বিনা তারে সংবাদ সংগীত ইত্যাদি প্রেরণের ও গ্রহণের যন্ত্র, রেডিও।

বেতাল — একপ্রকার প্রেত যাহা মৃতদেহকে আশ্রয় করে বলা হয়।

বেতাল — (সংগীতে) তালের অভাব, তালভঙ্গ, ছন্দপতন।

বেতালা — (সংগীতে) তালভঙ্গ হইয়াছে এমন, সুরসংগতি নাই এমন। [ঃ 'বেতালা' গান।] তালভঙ্গ হইয়াছে বা সুরসংগতি নাই এমনভাবে। [ঃ 'বেতালা' গাইছে।]

বেতো — বাতরোগগ্রস্ত। [ঃ 'বেতো' রোগী।]

বেত্তা — যে জানে, জ্ঞাতা, অভিজ্ঞ। [ঃ বহুশাস্ত্র বেত্তা।]

বেত্র — বেত। বেতগাছ। লাঠি।

বেত্রদণ্ড — বেতের লাঠি। বেত্রাঘাতরূপ শাস্তি।

বেত্রবতী — মালবের একটি প্রাচীন নদী। বেত্রবাহিনী।

বেত্রাঘাত — বেত দিয়া প্রহার।

বেত্রাসন — বেত দিয়া তৈয়ারী টুল চেয়ার মোড়া ইত্যাদি।

বেথুয়া, বেথো — একরকম শাক।

বেদ — ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র, ঋক্ সাম যজুঃ ও অথর্ব (এই চারিবেদ সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই প্রধান চারি ভাগে বিভক্ত)।

বেদখল — অধিকার হইতে চ্যুত। [ঃ সম্পত্তি 'বেদখল' হওয়া।] অধিকারচ্যুতি।

বেদখলী — বেদখল করণ সংক্রান্ত। [ঃ 'বেদখলী' মামলা।]

বেদজ্ঞ — যিনি বৈদিক শাস্ত্র জানেন, বেদে পণ্ডিত।

বেদন — বোধ, জ্ঞান। (কবিতায়) বেদনা।

বেদনা — ব্যথা, যন্ত্রণা। দুঃখ।

বেদবাক্য — বেদের ন্যায় অভ্রান্ত ও অলঙ্ঘ্য উক্তি।

বেদবিদ্বেষী — যে বেদে বিশ্বাস করে না, যে বেদে নির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠান মানে না।

বেদবিৎ, বেদবিদ্ — ('বেদজ্ঞ' দেখ।)

বেদম — শ্বাস রুদ্ধ হয় এমনভাবে, খুব, অত্যন্ত। [ঃ'বেদম' প্রহার।]

বেদমাতা — গায়ত্রী।

বেদরদ, বেদরদী — সহানুভূতিশূন্য, নির্মম।

বেদল — বিপক্ষ। [ঃদল-'বেদল'।]

বেদস্তুর — নিয়মবিরুদ্ধ, অপ্রচলিত।

বেদাঙ্গ — বেদের আনুষঙ্গিক শাস্ত্র, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।

বেদানা — একরকম সুমিষ্ট ডালিম।

বেদান্ত — উপনিষৎ। ব্যাস প্রবর্তিত দর্শন, উত্তরমীমাংসা।

বেদান্তবাদ — বেদান্তদর্শনের মত।

বেদান্তবাদী — বেদান্তবাদে বিশ্বাসী

বেদাভ্যাস — বেদের অধ্যয়ন আবৃত্তি বিচার ইত্যাদি।

বেদিকা, বেদী — চতুষ্কোণ উচ্চভূমি বা স্থান। মঞ্চ, পীঠ।

বেদুইন — আরব দেশের যাযাবর জাতি।

বেদে — ভারতের একরকম যাযাবর জাতি। ঐ জাতীয় লোক। স্ত্রী — **বেদেনী**।

বেদোক্ত — বেদে বর্ণিত, বেদে বলা হইয়াছে এমন।

বেদ্য — যাহা জানা যায় বা জানা উচিত, জ্ঞাতব্য।

বেধ — বিদ্ধকরণ। [ঃলক্ষ্য-'বেধ'।] গভীরতা। স্থূলতা। ছিদ্র।

বেধড়ক — বেদম, অত্যন্ত, অপরিমিত।

বেধন — বিদ্ধকরণ।

বেধনিকা, বেধনী — ছিদ্র করিবার একরকম যন্ত্র।

বেধনীয় — বিদ্ধ করিবার যোগ্য। যাহা বিদ্ধ করিতে হইবে।

বেঁধা — ('বিঁধা' দেখ।) বিদ্ধ। বিদ্ধ করণ।

বেধ্য — ('বেধনীয়' দেখ।)

বেনা — একরকম ঘাস। **বেনার মূল** — খসখস।

বেনাম — লেখকের বা মালিকের প্রকৃত নামের পরিবর্তে অন্য নাম।

বেনামদার — যাহার নামে সম্পত্তি ইত্যাদি বেনামী করিয়া রাখা হয়।

বেনামী — লেখকের নাম বা প্রকৃত নাম নাই এমন। [ঃ'বেনামী' চিঠি।] মালিকের নামের পরিবর্তে অপরের নামে রক্ষিত। [ঃ'বেনামী' সম্পত্তি।]

বেনারস — বারাণসী, বানারস, কাশী।

বেনারসী — বেনারসে প্রস্তুত। [ঃ'বেনারসী' শাড়ি।]

বেনিয়া — ('বেনে' দেখ।)

বেনিয়ান — ক্রেতার নিকট হইতে টাকা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত দালাল বা মুৎসুদ্দী।

বেনিয়ান — একরকম খাটো জামা। গেঞ্জি।

বেনে — বণিক। হিন্দু সমাজের বণিক জাতি।

বেনেবউ — হলদে রংয়ের একরকম পাখী। বেনের স্ত্রী।।

বেনো — বন্যা সংক্রান্ত, বানের। [ঃ'বেনো' জল।] বন্যা জাত।

বেপথু — কম্পন।

বেপথুমান্ — কম্পমান, কাঁপিতেছে এমন। স্ত্রী. — **বেপথুমতী**।

বেপমান — কম্পমান, বেপথুমান। স্ত্রী. — **বেপমানা**।

বেপড়তা — পড়তার অভাব, অসংগতি। পড়তা হয় না এমন।

বেপরোয়া — ভয়শূন্য, নির্ভীক।

বেফায়দা — বৃথা, নিবর্থক। [ঃ 'বেফায়দা' বকাবকি।]

বেফাঁস — গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে এমন অসতর্ক। [ঃ 'বেফাঁস' কথাবার্তা।] ঐরূপ অসতর্কভাবে। [ঃ 'বেফাঁস' বলিয়া ফেলা।]

বেবন্দোবস্ত — বন্দোবস্তের অভাব, বিশৃঙ্খলা। অব্যস্থিত, বিশৃঙ্খল।

বেবাক — বাকী নাই এমন, সমস্ত, নিঃশেষে।

বেবিলন — দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন-কালের একটি বিখ্যাত শহর।

বেবিলনীয় — বেবিলন সংক্রান্ত।

বেমক্কা — সময়োচিত নহে এমন, অপ্রাসঙ্গিক। [ঃ 'বেমক্কা' কথাবার্তা।] সময়োচিত নহে এমনভাবে। [ঃ 'বেমক্কা' বলা।]

বেমানান — মানানসহি নহে এমন, বেখাপ, বেটপ।

বেমালুম — অজ্ঞাতসারে, না জানিয়া। না জানাইয়া, অন্যের অজ্ঞাতসারে।

বেম্ম — (ব্যঙ্গে বা গ্রাম্য প্রয়োগে) ব্রাহ্ম।

বেয়নেট — বন্দুকের ডগায় লাগানো ছোরা, সঙ্গীন।

বেয়াই — ছেলের বা মেয়ের শ্বশুর, বেহাই, বৈবাহিক।

বেয়াড়া - বেটপ, বিশ্রী। বদ, মন্দ।

বেয়াদব — ('বেআদব' দেখ।)

বেয়াদবি — ('বেআদবি' দেখ।)

বেয়ান — ছেলের বা মেয়ের শাশুড়ী, বেহান।

বেয়ারা — বাহক, পিওন। চাকর, ভৃত্য।

বেয়ারিং — উপযুক্ত ডাকমাশুল দেওয়া হয় নাই এমন। [ঃ চিঠি 'বেয়ারিং' হওয়া।]

বের — বহির্গত, বাহিরে আনীত, বাহিরে।

বেরং, বেরঙ — অন্য রং। **রং-বেরং, রঙ-বেরঙ** — বহু বর্ণ। বহু বর্ণে রঞ্জিত।

বেরনো — বাহির হওয়া।

বেরসিক — যাহার রসবোধ নাই, অরসিক।

বেরাল — ('বেড়াল' দেখ।)

বেরিবেরি — একরকম শোথরোগ।

বেরুনো — ('বেরনো' দেখ।)

বেল — একরকম কঠিন খোলাওয়ালা ফল ও তাহার গাছ, বিল্ব।

বেল - একরকম ছোট সাদা ফুল।

বেল - নকশা করা কাপড়ের ফিতা, 'লেস'।

বেল - ঘণ্টা। ঘণ্টার শব্দ।

বেল - জামিন। [ঃ 'বেলে' খালাস পাওয়া।]

বেল - কাপড় পাট ইত্যাদির গাঁট।

বেলন — (বিজ্ঞানে) গোল দণ্ডাকার বস্তু, 'সিলিণ্ডার'।

বেলন, বেলনা — লুচি ইত্যাদি বেলিবার জন্য লাঠির মতো জিনিস।

বেলা -- সময়, কাল। [ঃ সন্ধ্যা-'বেলা'।] দিনের শেষ ভাগ। [ঃ 'বেলা' যায়।] সকালের পরে মধ্যাহ্নের কাছাকাছি সময়। [ঃ 'বেলা' ক'রে আসা; ঃ 'বেলা' হ'ল।]

এই বেলা — এখনই, অবিলম্বে।

বেলা - ক্ষেত্রে, সম্বন্ধে। [ঃ তোমার 'বেলা' এ কথা খাটে না।]

বেলা — সমুদ্রতীর, সৈকত।

বেলা — বেলফুল।

বেলা — বেলন দিয়া রুটি লুচি ইত্যাদি তৈয়ার করা। ঐভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে এমন। ঐভাবে প্রস্তুত করণ।

বেলাবেলি — সময় থাকিতে, বেলা

থাকিতে।
বেলিফ — আদালতের কর্মচারী বিশেষ, নাজির। গোমস্তা।
বেলুন — ব্যোমযান, গ্যাস্ বা বায়ুপূর্ণ থলি যাহা বাতাসে ভাসে।
বেলুন -- বেলন, বেলনা, লুচি ইত্যাদি বেলিবার জন্য লাঠির মতো জিনিস।
বেলে — বালুকাময়, বালিমিশ্রিত। [ঃ'বেলে' মাটি।]
বেলেমাছ — একরকম ছোট মাছ।
বেলেখেলা — খেলার ভান।
বেলেল্লা --- বেল্লিক, নির্লজ্জ লম্পট।
বেলেল্লাগিরি, বেলেল্লাপনা — নির্লজ্জ লম্পটের মতো কাজ বা আচরণ।
বেলেস্তারা ফোসকা তুলিবার জন্য ঔষধের প্রলেপ বা পটি।
বেলোয়ারী -- উৎকৃষ্ট কাচে প্রস্তুত। [ঃ'বেলোয়ারী' চুড়ি; ঃ 'বেলোয়ারী' ঝাড়।]
বেল্ট — কোমরবন্ধ। কোমরবন্ধের মতো বা দুই-মুখ জোড়া বড় মোটা ফিতা।
বেল্লিক -- নির্লজ্জ-লম্পট ব্যক্তি।
বেল্লিকপনা, বেল্লিকামি -- বেল্লিকের মতো কাজ বা আচরণ।
বেশ সাজ, সজ্জা, পোশাক।
বেশ — উত্তম, ভালো। [ঃ'বেশ' মেয়ে।] খুব, অত্যন্ত। [ঃ'বেশ' গরম।] স্বীকৃতি বা অনুমোদন সূচক শব্দ, আচ্ছা। [ঃ'বেশ', তাই হবে।] **বেশ কিছু** — অনেক পরিমাণে।
বেশকম — পার্থক্য, তারতম্য। [ঃঐগুলির মধ্যে 'বেশকম' কি?]
বেশর — নাকের একরকম গহনা।
বেশরম — নির্লজ্জ, লাজহীন।
বেশি — আধিক্য। [ঃকম-'বেশি'।]
বেশি, বেশী — অধিক, অতিরিক্ত।
বেশী — বেশধারী। [ঃছদ্ম-'বেশী'।] স্ত্রী. — **বেশিনী**।
বেশ্যা — গণিকা, বারাঙ্গনা।
বেশ্যাবৃত্তি -- বেশ্যার কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন।
বেশ্যালয় — বেশ্যার বাড়ি, গণিকালয়।
বেশ্যাসক্ত — গণিকার প্রতি অনুরক্ত। বি. — **বেশ্যাসক্তি**।
বেষ্ট -- ঘিরিয়া থাকে এমন জিনিস, বেষ্টনী, বেড়া। **দন্ত-বেষ্ট** — দাঁতের মাড়ি।
বেষ্টন - ঘেরাও। আবৃত করণ। বেড়, ঘের। বেড়া, প্রাচীর।
বেষ্টনী — যাহার দ্বারা বেষ্টন করা বা ঘেরা যায়।
বেষ্টিত ঘেরা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **বেষ্টিতা**।
বেসন, বেসম -- ছোলা মটর ইত্যাদির গুঁড়া।
বেসর — ('বেশর' দেখ।)
বেসরকারী — দেশের সরকার সংক্রান্ত নহে এমন, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কৃত বা ঘোষিত নহে এমন।
বেসাতি -- পণ্যদ্রব্য বিক্রয়, দোকানদারি।
বেসামাল -- রক্ষা বা সংবরণ করিতে অক্ষম, সামলাইতে অসমর্থ, অসামাল।
বেসালি -- দুধের কেঁড়ে।
বেসুর, বেসুরা, বেসুরো -- উপযুক্ত সুর-সঙ্গতির অভাব। সুর ঠিক না হওয়ায় শ্রুতিকটু।
বেহক — অন্যায়, অসংগত। অন্যায়ভাবে, অসংগতভাবে।
বেহদ্দ — অত্যন্ত, সীমাতীত, যারপরনাই।
বেহাই — ('বেয়াই' দেখ।)
বেহাগ — (সংগীতে) একরকম রাগিণী।
বেহাত — হাতছাড়া, পরহস্তগত, আয়ত্তের

বহির্ভূত।

বেহান — ('বোয়ান' দেখ।)

বেহায়া — নির্লজ্জ, লজ্জাহীন।

বেহায়াপনা — নির্লজ্জ আচরণ, বেহায়ার মতো কাজ বা আচরণ।

বেহারা — পালকিবাহক। বাহক, বেয়ারা।

বেহালা — একরকম সুপরিচিত তারযন্ত্র বাদ্যযন্ত্র।

বেহিসাব — হিসাবের অভাব।

বেহিসাবী — হিসাব করে না এমন। [ঃ'বেহিসাবী লোক'।] হিসাব না করিয়া করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'বেহিসাবী' কাজ।]

বেহুঁস — অচৈতন্য, সংজ্ঞাহীন।

বেহুঁশিয়ার — অসাবধান, অসতর্ক।

বেহুদা — অকারণ, অনর্থক।

বেহুলা -- চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ, লখিন্দরের স্ত্রী।

বেহেড — বিকৃতমস্তিষ্ক। বুদ্ধিহীন।

বেহেশ্‌ত্‌, বেহেস্ত -- মুসলমানদের স্বর্গ।

বৈ — ছাড়া, বিনা, ব্যতীত। [ঃতোমা 'বৈ' গতি নাই।]

বৈকি — নিশ্চয়তা সূচক শব্দ। [ঃযাব 'বৈকি'।] অস্বীকার প্রতিবাদ ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃকরবে 'বৈকি'।]

বৈঁচি — ('বইঁচি' দেখ।)

বৈকর্তন, বৈকর্ত্তন — সূর্য সম্বন্ধীয়। সূর্যের পুত্র, কর্ণ। শনি।

বৈকল্পিক — বিকল্পে সিদ্ধ, বিকল্প সংক্রান্ত।

বৈকল্য — বিকলতা, বিকল ভাব।

বৈকাল — বিকাল, অপরাহ্ণ।

বৈকাল — মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত হ্রদের নাম।

বৈকালিক — বিকাল সংক্রান্ত বিকালে অনুষ্ঠিত, বিকালের। [ঃ'বৈকালিক' আহার।] স্ত্রী — **বৈকালিকী, বৈকালী।**

বৈকালী — দেবতার বৈকালিক ভোগ।

বৈকুণ্ঠ — পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর বাসস্থান, গোলোক।

বৈক্লব্য — বিহ্বল অক্ষমতা কাতরতা চিত্ত-চাঞ্চল্য।

বৈগুণ্য — দোষ, বিফলতা। প্রতিকূলতা। [ঃপ্রঃ বৈগুণ্য'।]

বৈচিত্র্য — বিচিত্রতা, একঘেয়েমির অভাব, নানারূপ চিত্তাকর্ষক বস্তুর সমাবেশ।

বৈজয়ন্ত — পুরাণে বর্ণিত ইন্দ্রের বাস ভবন ইন্দ্রপুরী।

বৈজয়ন্তী — পতাকা ধ্বজা। মাল্য।

বৈজাত্য -- বিজাতীয় ভাব স্বভাবের পার্থক্য। বিদ্বেষ।

বৈজিক — বীজ সংক্রান্ত।

বৈজ্ঞানিক — বিজ্ঞান সংক্রান্ত। [ঃ 'বৈজ্ঞানিক' আবিষ্কার।] বিজ্ঞানে পণ্ডিত, বিজ্ঞানবিদ বিজ্ঞানী।

বৈঠক — সভা, মজলিস। [ঃগানের 'বৈঠক'।]

বৈঠক — ব্যায়ামের জন্য ওঠা বসা।

বৈঠকখানা — বসিবার বা আলাপ আলোচনা ইত্যাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট ঘর।

বৈঠকী — বৈঠকের উপযুক্ত। [ঃ 'বৈঠকী' গান।]

বৈঠা — ('বইঠা' দেখ।)

বৈড়াল — বিড়ালের মতো। বিড়াল সংক্রান্ত।

বৈড়ালব্রত -- কপট ধর্মাচরণ ধর্মাচরণের বা সাধুতার ভান।

বৈড়ালব্রতী — ভণ্ড ধার্মিক, বিড়াল-তপস্বী।

বৈড়ালিক — ('বৈড়াল' দেখ।)

বৈতনিক — যে বেতন লয়, বেতনভোগী।

বেতনেব বিনিময়ে কৃত। [ঃ'বৈতনিক' ও অবৈতনিক।]

বৈতবণী – পুবাণে বর্ণিত যমালয়েব নদী। উড়িষ্যাব একটি নদীব নাম।

বৈতালিক -- স্তুতিপাঠক, বন্দনাগীতিব গায়ক।

বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধ্য বিদগ্ধজনেব উপযুক্ত ভাব, বসজ্ঞান সংস্কৃতিসম্পন্নতা।

বৈদর্ভ — বিদর্ভদেশীয়। স্ত্রী — **বৈদর্ভী**।

বৈদান্তিক - বেদান্ত সংক্রান্ত। বেদান্তবাদী। বেদান্ত পণ্ডিত।

বৈদিক - বেদ সংক্রান্ত। বেদ অনুসাবে চালিত বা অনুষ্ঠিত সংজ্ঞা। ব্রাহ্মণ শ্রেণী বিশেষ।

বৈদূর্য, বৈদূর্য্য কেবল বহুমূল্য নীলবর্ণ মণিবিশেষ।

বৈদেশিক -- বিদেশ সংক্রান্ত, অন্য দেশেব সহিত কৃত। বিদেশ হইতে আগত। বি — '**বৈদেশিকতা**।

বৈদেহী — বিদেহেব বাজকন্যা, সীতা।

বৈদ্য — চিকিৎসক, কবিবাজ। বিদ্বান পণ্ডিত। বাঙালী হিন্দু জাতি বিশেষ।

বৈদ্যনাথ - শিব। দেওঘবেব বিখ্যাত শিববিগ্রহ। দেওঘব।

বৈদ্যসংকট, বৈদ্যসঙ্কট — বহুচিকিৎসকেব হাতে পড়িয়া বোগীব বিপদ।

বৈদ্যুত, বৈদ্যুতিক – বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তাড়িত। বৈদ্যুতিক শক্তিব দ্বাবা জ্বালিত বা চালিত। **বৈদ্যুতিক শক্তি** — 'ইলেকট্রিসিটি'।

বৈধ — বিধিসম্মত, নিযমসিদ্ধ, উচিত। বি — **বৈধতা**।

বৈধব্য — বিধবাব অবস্থা।

বৈধর্ম্য, বৈধর্ম্ম্য — ধর্মেব পার্থক্য। বিধর্মিতা। বৈষম্য।

বৈনতেয় — বিনতাব পুত্র, গবুড় বা অবুণ।

বৈপবীত্য বিপবীত ভাব বা অবস্থা।

বৈপিত্রেয — মাযেব অন্য স্বামীব ঔবসে জাত।

বৈপ্লবিক বিপ্লব সংক্রান্ত। বিপ্লবাত্মক।

বৈবস্বত বিবস্বানেব পুত্র, সপ্তম মনু। যম। শনি।

বৈবাহিক — বিবাহ সংক্রান্ত। ছেলেব বা মেযেব শ্বশুব, বেযাই। স্ত্রী — **বৈবাহিকী**।

বৈভব - ধনদৌলত, ঐশ্বর্য। বিভূতি, মহিমা।

বৈভাষিক বিকল্প সিদ্ধ বৈকল্পিক।

বৈমাত্র, বৈমাত্রেয - বিমাতাব গর্ভজাত। স্ত্রী **বৈমাত্রী, বৈমাত্রেযী**।

বৈমানিক বিমান সংক্রান্ত। বিমান-চালক।

বৈযাকবণ — ব্যাকবণ সংক্রান্ত। ব্যাকবণে পণ্ডিত ব্যক্তি।

বৈয়াসিক - ব্যাস সংক্রান্ত। ব্যাস বচিত।

বৈযাসকি — ব্যাসেব পুত্র শুকদেব।

বৈব - শত্রুতা। [ঃদেশ-'বৈব'।]

বৈবাগী — সংসাবে অনাসক্ত। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী।

বৈবাগ্য — ভোগে অনাসক্তি।

বৈবিতা — শত্রুতা, বৈবীব ভাব, বৈব।

বৈবী — শত্রু।

বৈশম্পাযন — জনৈক মুনি, ব্যাসদেবের শিষ্য ও মহাভাবতেব বক্তা।

বৈশাখ — বাংলা সনেব প্রথম মাস।

বৈশাখী — বৈশাখ সংক্রান্ত বৈশাখেব। [ঃ'বৈশাখী' পূর্ণিমা, ঃ'বৈশাখী' ঝড।]

কালবৈশাখী — চৈত্র বৈশাখ মাসেব বিকালেব প্রচণ্ড ঝটিকা।

বৈশালী — প্রাচীন ভাবতেব একটি

বিখ্যাত নগর।

বৈশিষ্ট্য — বিশিষ্টতা, অসাধারণতা।

বৈশেষিক — কণাদপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র।

বৈশ্য — প্রাচীন আর্য সমাজের তৃতীয় শ্রেণী যাহারা কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্য করিত। স্ত্রী — **বৈশ্যা।**

বৈশ্বানর — অগ্নি, আগুন।

বৈষম্য — বিষম ভাব, অসমতা, প্রভেদ পার্থক্য, অসামঞ্জস্য।

বৈষয়িক — বিষয় সংক্রান্ত। বিষয়কর্মে পটু। বি **বৈষয়িকতা।**

বৈষ্ণব — বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুর উপাসক। ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ। বিষ্ণু সংক্রান্ত। স্ত্রী — **বৈষ্ণবী।**

বৈসাদৃশ্য — সাদৃশ্যের অভাব, অমিল পার্থক্য।

বোঁ — দ্রুততা ও ঘূর্ণন সূচক শব্দ।

বোকা — নির্বোধ বুদ্ধিহীন। **বোকা ছাগল, বোকা পাঠা** — দাড়িওয়ালা বড় ছাগল বা পাঠা।

বোকামি, বোকামো — বোকার মতো কাজ নির্বুদ্ধিতা।

বোঁচকা, বোচকা — গাঁটরি পোঁটলা।

বোঁচা — যাহার নাক থ্যাবড়া খাঁদা।

বোজা — ('বুজা' দেখ।) নিমীলিত। বন্ধ। ভরাট। নিমীলিত করণ।

বোজানো — ('বুজানো' দেখ।) নিমীলিত করা হইয়াছে এমন। বন্ধ করা হইয়াছে এমন। ভরাট করা হইয়াছে এমন। নিমীলিত করণ। বন্ধ করণ। ভরাট করণ।

বোঝদার — ('বুঝদার' দেখ।)

বোঝা — ভার, মোট। দুর্বহ ভার বা অবস্থা। [ঃ দুঃখের বোঝা।]

বোঝা — ('বুঝা' দেখ।) জানা বা হৃদয়ংগম করা গিয়াছে এমন। [ঃ 'বোঝা' অংক।]

বোঝাই — বোঝা বা মাল ইত্যাদিতে পূর্ণ। [ঃ বোঝাই' জাহাজ।]

বোট নৌকা।

বোটকা — ছাগলের তুল্য গন্ধ।

বোঁটা — ফল পাতা ইত্যাদির বৃন্ত বা ছোট ডাঁটা। স্তনের বৃন্ত, চুচুক।

বোটে — নৌকার ছোট দাড়।

বোড়া — একরকম সাপ।

বোড়ে — দাবা খেলার ছোট ঘুটি।

বোতল — বড় শিশি।

বোতাম — জামা ইত্যাদি আটকাইবার ছোট চাকতি বা গুটি।

বোদা — বিস্বাদ।

বোঁদে — একরকম সুপরিচিত মিষ্টান্ন।

বোদ্ধা — যে সহজে বোঝে, বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি।

বোধ — অনুভব টের মালুম। [ঃ বোধ হয়, বোধ করি।] বুদ্ধি, বুঝিবার শক্তি। জ্ঞান। প্রবোধ সান্ত্বনা। [ঃমন বোধ মানে না।] **বোধ করি, বোধ হয়** — সম্ভবত বুঝি হয়তো।

বোধক — অর্থ প্রকাশ করে এমন জ্ঞাপক, সূচক।

বোধগম্য — বোঝা যায় এমন, বোধ্য।

বোধন — বোধ বা চেতনা সঞ্চার করণ, জাগ্রত করণ। দেবতাকে জাগ্রত করণ সূচক অনুষ্ঠান।

বোধনীয় — বোধনের যোগ্য। যাহার বোধন করিতে হইবে এমন। বোধ্য।

বোধি — পরম জ্ঞান।

বোধিকা — টীকা ব্যাখ্যা পুস্তক।

বোধিত — সূচিত। জাগরিত। বোধপ্রাপ্ত।

বোধিতব্য — বোধ করাইতে হইবে এমন।

বোধিদ্রুম—বিখ্যাত অশ্বত্থবৃক্ষ যাহার

তলায় বসিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

বোধিনী — জ্ঞানদায়িনী, চেতনাদায়িনী। বোধিকা, ব্যাখ্যাপুস্তক।

বোধিবৃক্ষ -- ('বোধিদ্রুম' দেখ।)

বোধিসত্ত্ব — বুদ্ধত্বলাভের পূর্বাবস্থায় পৌঁছিয়াছেন এমন মহাপুরুষ।

বোধ্য — বোঝা যায় এমন।

বোন — ভগিনী।

বোনঝি—(বোনের ক্ষেত্রে) বোনের মেয়ে। (তুঃ 'ভাগিনেয়ী'।)

বোনপো — (বোনের ক্ষেত্রে) বোনের ছেলে। (তুঃ 'ভাগিনেয়'।)

বোনা — ('বুনা' দেখ।) বয়ন বা বপন করা হইয়াছে এমন। বয়ন। বপন।

বোনাই — ভগিনীর স্বামী।

বোবা -- যাহার কথা বলিবার শক্তি নাই, মূক, বাক্‌শক্তিরহিত। স্বপ্নের ঘোরে শব্দ উচ্চারণে অক্ষমতা ও সেজন্য গোঙানি। [ঃ 'বোবায়' পাওয়া।]

বোম, বোমা — বারুদপূর্ণ বিস্ফোরক গোলক। বিস্ফোরক মারণাস্ত্র।

বোমা --- জল তুলিবার কল, পাম্প।

বোমা — বস্তার ভিতর হইতে চাউল চিনি ইত্যাদির নমুনা বাহির করিবার জন্য সূচালো ফাঁপা ও একদিক খোলা একরকম যন্ত্র। [ঃ পেটে 'বোমা' মারলে এক অক্ষরও বেরুবে না।]

বোমারু — বোমানিক্ষেপকারী। [ঃ 'বোমারু বিমান।]

বোম্বাই — ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত প্রদেশ। ঐ প্রদেশের প্রধান নগর। বোম্বাইয়ে জাত আমের একটি বিশেষ জাত।

বোম্বেটে — জলদস্যু। দুর্বৃত্ত।

বোয়াল — একরকম বড় মাছ। রাঘব বোয়াল—বড় বোয়াল যাহা অন্যান্য মাছ খাইয়া ফেলে। (ঐ অর্থে) মহাজন, ক্ষমতাবান্ ধড়িবাজ ব্যক্তি ইত্যাদি।

বোর — কুলের আঁটির মতো সোনারূপার দানা।

বোরকা, বোরখা — মুসলমান মেয়েদের একরকম আবরণী যাহাতে আপাদমস্তক আবৃত হয়।

বোরা --- চট দিয়া প্রস্তুত থলে, বস্তা।

বোরো --- এক শ্রেণীর ধান।

বোর্ড — বিদ্যালয় ইত্যাদিতে লিখিবার উপযোগী কাঠের তক্তা বা ঐ জাতীয় বস্তু।

বোর্ড --- পরিষদ, সভা, সমিতি। স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠান।

বোর্ডার -- বোর্ডিংয়ে বাস করে এমন লোক।

বোর্ডিং, বোর্ডিং হাউস—টাকা দিয়া থাকিবার ও খাইবার বাড়ি, বাসোপযোগী হোটেল।

বোল — বাক্য, বুলি, ধ্বনি। তালসূচক বাদ্যধ্বনি ও সাংকেতিক কথা।

বোল — বউল, মুকুল।

বোলচাল — (নিন্দার্থে) কথা ও ব্যবহার।

বোলতা — একরকম হলদে রঙের পতঙ্গ যাহা দংশন করে।

বোলানো — ('বুলানো' দেখ।)

বোলি — কথা, বুলি।

বোল্টু — মজবুত করিয়া আঁটিবার জন্য একরকম জিনিস, বড় স্ক্রু।

বৌ — ('বউ' দেখ।)

বৌঠাকুরাণী, বৌঠান — ('বউঠাকুরাণী' দেখ।)

বৌদি, বৌদিদি — ('বউদি' ও 'বউদিদি' দেখ।)

বৌদ্ধ — বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত।

[ঃ'বৌদ্ধ' ধর্ম।] বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাসী। উক্ত ধর্ম সংক্রান্ত।

বৌমা — ('বউমা' দেখ।)

ব্যক্ত — প্রকাশিত।

ব্যক্তি — লোক, মানুষ।

ব্যক্তিগত — কাহারও নিজস্ব, অপরের সহিত সম্পর্কিত বা যুক্ত নহে এমন। [ঃ'ব্যক্তিগত' ব্যাপার।]

ব্যক্তিত্ব — মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং সেজন্য প্রাধান্য।

ব্যক্তিত্বশালী - যাহার ব্যক্তিত্ব আছে এমন। স্ত্রী — **ব্যক্তিত্বশালিনী।**

ব্যক্তিতন্ত্র — সমগ্র সমাজের অপেক্ষা ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এমন শাসনব্যবস্থা। বিণ — **ব্যক্তিতন্ত্রীয়, ব্যক্তিতান্ত্রিক।**

ব্যক্তিতন্ত্রবাদ - ব্যক্তিতন্ত্রের সমর্থক মতবাদ, সমাজতন্ত্রের বিপরীত মতবাদ।

ব্যক্তিতন্ত্রবাদী — ব্যক্তিতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। ব্যক্তিতন্ত্রবাদ সংক্রান্ত।

ব্যক্তিপ্রধান — যাহাতে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এমন। [ঃ'ব্যক্তিপ্রধান' সমাজ-ব্যবস্থা।]

ব্যগ্র -- উদ্‌গ্রীব, অতিশয় আগ্রহযুক্ত। বি — **ব্যগ্রতা।**

ব্যঙ্গ -- বিদ্রূপ, উপহাস।

ব্যঙ্গোক্তি — বিদ্রূপপূর্ণ কথা, উপহাসপূর্ণ উক্তি।

ব্যজন -- পাখা দিয়া বাতাস করণ, বীজন।

ব্যজনী — বাতাস করিবার যন্ত্র, পাখা চামর ইত্যাদি।

ব্যঞ্জক — প্রকাশক, সূচক, বোধক, দ্যোতক।

ব্যঞ্জন — তরকারি ইত্যাদি আহার্য উপকরণ।

ব্যঞ্জন — (ব্যাকরণে) ক হইতে হ পর্যন্ত বর্ণ।

ব্যঞ্জনা — শব্দের প্রকাশ-শক্তি যাহার দ্বারা সাধারণ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থও প্রকাশ পায়।

ব্যতিক্রম - নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে পড়ে না এমন বিষয় বা বস্তু। বিপর্যয়, লঙ্ঘন।

ব্যতিব্যস্ত — অত্যন্ত ব্যস্ত। বিব্রত।

ব্যতিরেক — অভাব, না থাকার ভাব, বাহিত্য। **ব্যতিরেকে** - ছাড়া, ব্যতীত — [ঃ বায় 'ব্যতিরেকে' অসম্ভব।]

ব্যতীত — বিনা, ছাড়া, বাদ দিয়া, ব্যতিরেকে।

ব্যতীপাত -- দৈব বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। (হিন্দু জ্যোতিষে) অশুভ যোগ বিশেষ।

ব্যত্যয় ব্যতিক্রম, ছেদন। বৈপরীত্য।

ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা। দুঃখ।

ব্যথাতুর ব্যথায় কাতর। স্ত্রী — **ব্যথাতুরা।**

ব্যথিত ব্যথা পাইয়াছে এমন। স্ত্রী — **ব্যথিতা।**

ব্যথী ব্যথিত ব্যক্তি। সমবেদনা বা সহানুভূতি বোধ করে এমন, দরদী।

ব্যপদেশ — অজুহাত, অছিলা, মিথ্যা কারণ। কারণ, প্রয়োজন। [ঃকর্ম-'ব্যপদেশে'।]

ব্যবচ্ছেদ — বিভিন্ন অংশের বিচ্ছেদ করণ। [ঃশব 'ব্যবচ্ছেদ'।] বিণ — **ব্যবচ্ছিন্ন।**

ব্যবধান — ফাঁক, দূরত্ব, অন্তর।

ব্যবসা — ('ব্যাবসা' দেখ।)

ব্যবসায় — বাণিজ্য, কারবার। পেশা, জীবিকা।

ব্যবসায়ী - যে ব্যবসায় করে, বণিক, দোকানদার, কারবারী। পেশা বা জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছে এমন ব্যক্তি। [ঃসাহিত্য-'ব্যবসায়ী'।] ব্যবসায়ের উপযুক্ত, দোকানদারী। [ঃ'ব্যবসায়ী'

বৃদ্ধি।]

ব্যবস্থা — বন্দোবস্ত, প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ম শৃঙ্খলা ইত্যাদির সমাবেশ। আয়োজন। [ঃ খাওয়ার 'ব্যবস্থা'।] উপায়। [ঃ জীবিকার 'ব্যবস্থা'।] কর্তব্যনির্দেশ। [ঃ শাস্ত্রের 'ব্যবস্থা'।] আইন। [ঃ 'ব্যবস্থা' পরিষদ।]

ব্যবস্থাপক — ব্যবস্থাকারী। আইনপ্রণেতা।

ব্যবস্থাপত্র — কর্তব্যনির্দেশক পত্র।

ব্যবস্থাপন — ব্যবস্থা করণ। আইন প্রণয়ন।

ব্যবস্থাপিত — ব্যবস্থা বা আইন করা হইয়াছে এমন।

ব্যবহর্তব্য, ব্যবহর্ত্তব্য — ('ব্যবহার্য' দেখ।)

ব্যবহর্তা, ব্যবহর্ত্তা — ব্যবহারকারী। বিচারক।

ব্যবহার — আচরণ। [ঃ বন্ধুর প্রতি 'ব্যবহার'।] কার্যতঃ প্রয়োগ। ভোগ। [ঃ মালের 'ব্যবহার'।] আইন। [ঃ 'ব্যবহার'-জীবী।] বিষয়কর্ম ও তৎ সংক্রান্ত অধিকার। [ঃ প্রাপ্ত-'ব্যবহার'।]

ব্যবহারক — যে ব্যবহার করে, ব্যবহারকারী।

ব্যবহারজীবী — আইন ব্যবসায়ী, উকিল ইত্যাদি।

ব্যবহারবিধি — ব্যবহার বা প্রয়োগ সংক্রান্ত নিয়ম। আইনশাস্ত্র।

ব্যবহারিক — ব্যবহার সংক্রান্ত। ব্যবহারগত। প্রয়োগমূলক। আইন সংক্রান্ত। বিচারক। (দর্শনে) মানিয়া লওয়া হয় এমন।

ব্যবহার্য, ব্যবহার্য্য — ব্যবহারের উপযুক্ত। ব্যবহার করিতে হইবে এমন।

ব্যবহিত — ব্যবধান বা ফাঁক রহিয়াছে এমন। [ঃ অ-'ব্যবহিত'।]

ব্যবহৃত — ব্যবহার করা হইয়াছে এমন।

ব্যভিচার — স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্ক। নিয়ম লঙ্ঘন। [ঃ ব্যাকরণের 'ব্যভিচার'।]

ব্যভিচারী — যে ব্যভিচার করে, যে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। স্ত্রী. — **ব্যভিচারিণী**।

ব্যয় — খরচ, ক্ষয়। [ঃ অর্থ-'ব্যয়'; ঃ জীবন-'ব্যয়'।]

ব্যয়কুণ্ঠ — খরচ করিতে চাহে না এমন, কৃপণ।

ব্যয়াধিক্য — অতিরিক্ত খরচ, বেশী খরচ।

ব্যয়িত — ব্যয় করা হইয়াছে এমন।

ব্যয়ী — যে ব্যয় করে। যে বেশী ব্যয় করে, খরচে। বি. — **ব্যয়িতা**।

ব্যর্থ — বিফল, কার্যতঃ সিদ্ধ হয় নাই এমন। অকারণ, অর্থহীন। বি. — **ব্যর্থতা**।

ব্যষ্টি — পৃথক অস্তিত্ব, সমষ্টির অংশ। [ঃ 'ব্যষ্টি' ও সমষ্টি।]

ব্যষ্টিবাদ — ('ব্যক্তিতন্ত্রবাদ' দেখ।)

ব্যষ্টিবাদী — ('ব্যক্তিতন্ত্রবাদী' দেখ।)

ব্যস্ — ('বস্' দেখ।)

ব্যসন — ক্ষতিকর নিন্দনীয় অতিশয় আসক্তি, নেশা।

ব্যসনী — ব্যসনে লিপ্ত।

ব্যস্ত — সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত। [ঃ কাজে 'ব্যস্ত'।] বিব্রত। ব্যগ্র। অস্থির, ব্যাকুল। বি. — **ব্যস্ততা**।

ব্যস্তবাগীশ — (নিন্দায়) যে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিতে বা ফললাভ করিতে চায়।

ব্যস্তসমস্ত — অতিশয় ব্যস্ত, অস্থির।

ব্যাং — একরকম সুপরিচিত উভচর প্রাণী, ভেক, মণ্ডূক।

ব্যাক — ফুটবল খেলায় পশ্চাৎরক্ষী খেলোয়াড় যে গোলরক্ষকের সম্মুখে

থাকে। **হাফ ব্যাক** — ব্যাকের পরে সম্মুখবর্তী খেলোয়াড়।

ব্যাকরণ — শব্দের প্রয়োগ ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত নিয়মাবলী। [ঃ 'ব্যাকরণ' জানে না।] ঐ বিষয়ে পুস্তক। [ঃ 'ব্যাকরণ' পড়া।]

ব্যাকরণগত — ব্যাকরণ সংক্রান্ত। [ঃ 'ব্যাকরণগত' ভুল।]

ব্যাকুল -- অত্যন্ত আকুল, উৎকণ্ঠায় অস্থির, ব্যগ্র ও কাতর। এলোমেলো ও চঞ্চল। [ঃ 'ব্যাকুল' বসন।] বি. — **ব্যাকুলতা।**

ব্যাকুলিত — ব্যাকুল হইয়াছে বা করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ব্যাকুলিতা।**

ব্যাখ্যা — বিশ্লেষণ করিয়া অর্থপ্রকাশ।

ব্যাখ্যাত — ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এমন।

ব্যাখ্যাতা — ব্যাখ্যাকারী। ব্যাখ্যানকারী।

ব্যাখ্যান — বিশদ বর্ণনা, বিস্তৃত বিবরণ।

ব্যাগ — চামড়া চট ইত্যাদির থলি।

ব্যাগপাইপ — একরকম বাজনা, রোশন-চৌকি।

ব্যাঘাত — বাধা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক।

ব্যাঘ্র — বিড়াল জাতীয় বৃহৎ হিংস্র বন্য পশু, বাঘ। স্ত্রী. — **ব্যাঘ্রী।**

ব্যাঙ — ('ব্যাং' দেখ।)

ব্যাঙাচি — ('বেঙাচি' দেখ।)

ব্যাংক — টাকা গচ্ছিত রাখিবার প্রতিষ্ঠান।

ব্যাংকার — ব্যাংকের মালিক বা পরিচালক।

ব্যাংকিং — ব্যাংকের কাজ। ব্যাংকের ব্যবসায়। ব্যাংক সংক্রান্ত বিদ্যা।

ব্যাংগমা — রূপকথায় বর্ণিত পাখী (বিহংগম)। স্ত্রী. — **ব্যাংগমী।**

ব্যাচ — দল। গুচ্ছ।

ব্যাজ — বিলম্ব, দেরি। [ঃ কাল-'ব্যাজ'।] বিঘ্ন, ছল।

ব্যাজ — দল বা সংঘের সাংকেতিক চিহ্ন।

ব্যাজস্তুতি — নিন্দার ছলে প্রশংসা।

ব্যাজার — ('বেজার' দেখ।)

ব্যাজোক্তি — (অলংকার শাস্ত্রে) দুইরূপ অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দপ্রয়োগ।

ব্যাট — বল খেলিবার একরকম কাঠের দণ্ড। **ব্যাটবল খেলা** — ক্রিকেট খেলা। **ব্যাট করা** — ব্যাটের আঘাতের দ্বারা বল ফিরাইয়া দেওয়া।

ব্যাটা — ('বেটা' দেখ।)

ব্যাটারি — বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের একরকম যন্ত্র। গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনী।

ব্যাটেন — কাগজের রীম মজবুত করিয়া বাঁধিবার জন্য ব্যবহার্য শক্ত কাগজ।

ব্যাণ্ড — বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বাদন। যাহারা ঐরূপ ঐকতান বাজায় তাহাদের দল।

ব্যাণ্ড — ঘড়ি ইত্যাদি বাঁধিবার ফিতা বা ঐরূপ জিনিস।

ব্যাণ্ডেজ — ক্ষতস্থান ইত্যাদিতে পটির বাঁধন। ঐরূপ বাঁধনের জন্যে পটি। **ব্যাণ্ডেজ করা** — ব্যাণ্ডেজ বা পটি দিয়া বাঁধা।

ব্যাদড়া -- বেয়াড়া, কুৎসিত।

ব্যাদান — বিস্তার, প্রসারণের ফলে ফাঁক। [ঃ মুখ-'ব্যাদান'।] বিণ — **ব্যাদিত।**

ব্যাধ — শিকারের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে এমন অসভ্য জাতি, শবর, নিষাদ।

ব্যাধি -- রোগ, পীড়া, অসুখ।

ব্যাধিগ্রস্ত — পীড়িত, রুগ্ণ। স্ত্রী. — **ব্যাধিগ্রস্তা।**

ব্যাপক — ব্যাপ্ত করিয়া আছে এমন, বিস্তৃত, সর্বত্রব্যাপী, বহুপ্রসারী। [ঃ 'ব্যাপক' আক্রমণ; ঃ 'ব্যাপক প্রচার।]

ব্যাপা — ব্যাপ্ত করা, আবৃত করা, জুড়া। [ঃ আকাশ 'ব্যাপিয়া'।]

ব্যাপার — ঘটনা, কাণ্ড। বিষয়।

ব্যাপারী — ব্যবসায়ী। [ঃ আদার 'ব্যাপারী'।]

ব্যাপিকা — চঞ্চলা মুখরা নারী।

-ব্যাপী — ব্যাপিয়া বা ব্যাপ্ত করিয়া আছে এমন। [ঃ আকাশ-'ব্যাপী'।] স্ত্রী. — **-ব্যাপিনী।**

ব্যাপৃত — নিযুক্ত, রত। [ঃ কার্যে 'ব্যাপৃত'।] স্ত্রী. — **ব্যাপৃতা।**

ব্যাপ্ত — বিস্তৃত, প্রসারিত। [ঃ ত্রিভুবনে 'ব্যাপ্ত'।] পূর্ণ, আচ্ছন্ন। [ঃ অন্ধকারে 'ব্যাপ্ত'।]

ব্যাপ্তি — বিস্তার, বিস্তৃতি, প্রসার। আচ্ছাদন, আবরণ।

ব্যাবসা — ব্যবসায়, বাণিজ্য। পেশা, জীবিকা।

ব্যাবহারিক — ('ব্যবহারিক' দেখ।)

ব্যামো — রোগ, ব্যারাম।

ব্যায়াম — স্বাস্থ্যরক্ষা বা দৈহিক শক্তি-বৃদ্ধির জন্য অঙ্গচালনা।

ব্যায়ামশালা — ব্যায়ামের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ, ব্যায়ামের আখড়া।

ব্যারাক — সৈন্যদের থাকিবার জন্য সারি-বদ্ধ গৃহ।

ব্যারাম — রোগ, পীড়া, ব্যামো।

ব্যারিষ্টার, ব্যারিস্টর, ব্যারিস্টার — বিলাতে শিক্ষিত এক শ্রেণীর উকিল।

ব্যারোমিটার — বায়ুর চাপ মাপিবার যন্ত্র।

ব্যালট, ব্যালট কাগজ — গোপনে ভোট দানের জন্য ব্যবহৃত কাগজ। **ব্যালট বাক্স** — যে বাক্সে ঐ কাগজ ফেলা হয়।

ব্যালে — একরকম ইউরোপীয় নৃত্য-নাট্য।

ব্যালেরিনা — ব্যালেতে নাচে এমন মেয়ে, ব্যালে-নর্তকী।

ব্যাস — গোল বা বৃত্তাকার বস্তুর মধ্য-রেখা।

ব্যাস — বিভাগ, পৃথক অংশ। [ঃ সমাসের 'ব্যাস'-বাক্য।]

ব্যাস — প্রাচীন কালের বিখ্যাত ঋষি, পরাশর ও সত্যবতীর পুত্র, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।

ব্যাসকাশী — ব্যাস নির্মিত দ্বিতীয় কাশী যেখানে মরিলে গর্দভ জন্ম লাভ হয় বলা হয়।

ব্যাসকূট — ব্যাসের রচনার দুর্বোধ্য অংশ।

ব্যাসবাক্য — (ব্যাকরণে) যে বাক্যে সমাসের পদগুলি পৃথক করিয়া বলা হয়।

ব্যাসার্ধ, ব্যাসার্দ্ধ — গোল বা বৃত্তাকার বস্তুর প্রান্ত হইতে মধ্যবিন্দু পর্যন্ত প্রসারিত রেখা, ব্যাসের অর্ধাংশ।

ব্যাহত — ব্যাঘাত বা বাধা পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ব্যাহতা।**

ব্যুৎপত্তি — জ্ঞান, পাণ্ডিত্য। [ঃ শাস্ত্রে 'ব্যুৎপত্তি' লাভ।] শব্দের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিশ্লেষণ।

ব্যুৎপন্ন — জ্ঞানী, পণ্ডিত, ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে এমন।

ব্যূঢ় — বিবাহিত। বিশাল। স্ত্রী. — **ব্যূঢ়া।**

ব্যূঢ়োরস্ক যাহার বক্ষদেশ বিশাল এমন।

ব্যূহ — যুদ্ধে সুকৌশলে সৈন্যস্থাপনের দ্বারা রচিত আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা।

ব্যূহপার্ষ্ণি — ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ।

ব্যোম — আকাশ।

ব্যোমকেশ — শিব, মহাদেব।

ব্যোমচারী — আকাশচারী। [ঃ 'ব্যোমচারী' বিমান।] স্ত্রী. — **ব্যোমচারিণী।**

ব্যোমযান — আকাশগামী যান, বিমান।

ব্রংকাইটিস — শ্বাসনালীর একরকম রোগ।

ব্রজ — গোষ্ঠ। পথ। সমূহ। মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চল, বৃন্দাবন ও তৎ-

পার্শ্ববর্তী স্থান, গোকুল।
ব্রজকিশোর, ব্রজগোপাল, ব্রজদুলাল — শ্রীকৃষ্ণ।
ব্রজধাম – গোকুল।
ব্রজনারী, ব্রজবধূ -- ব্রজ বা বৃন্দাবনের গোপনারী।
ব্রজবল্লভ -- শ্রীকৃষ্ণ।
ব্রজবাসী — বৃন্দাবনের অধিবাসী। স্ত্রী — **ব্রজবাসিনী**।
ব্রজবিলাসী, ব্রজবিহারী — শ্রীকৃষ্ণ।
ব্রজবুলি — মৈথিলী ও বাংলাভাষা মিশ্রণে জাত বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহৃত একরকম ভাষা।
ব্রজভাষা — উত্তর ভারতের একটি আঞ্চলিক হিন্দী ভাষা যাহাতে সুরদাস তুলসীদাস ইত্যাদি কাব্য রচনা করিয়াছেন।
ব্রজরাজ -- শ্রীকৃষ্ণ। নন্দ।
ব্রজলীলা — ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।
ব্রজাঙ্গনা — ব্রজের অধিবাসিনী নারী, ব্রজনারী।
ব্রজেন্দ্র, ব্রজেশ্বর — শ্রীকৃষ্ণ।
ব্রজেশ্বরী – রাধিকা।
ব্রণ – ফোড়া। ফুসকুড়ি।
ব্রত – পুণ্যলাভ ইত্যাদির উদ্দেশে নির্দিষ্ট ধর্মকার্য। আদর্শ পালনের জন্য একাগ্র চেষ্টা। [ঃজীবনের 'ব্রত'।]
ব্রততি, ব্রততী — লতা, লতিকা।
ব্রতী - যে ব্রত পালন করে। স্ত্রী -- **ব্রতিনী**।
ব্রহ্ম — হিন্দু ধর্ম অনুসারে জগতের আদি। পরম পুরুষ পরমেশ্বর। ব্রাহ্মণ। [ঃ'ব্রহ্ম' ধাতু।]
ব্রহ্ম — ('ব্রহ্মদেশ' দেখ।)
ব্রহ্মঘাতী — ব্রাহ্মণ হত্যাকারী। স্ত্রী – **ব্রহ্মঘাতিনী**।
ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য্য – বিদ্যার অনুশীলন ও পবিত্র সংযত জীবনযাপন, প্রাচীন আর্যগণের গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণের আগের অবস্থা। যৌন সংসর্গ বর্জন।
ব্রহ্মচারী — যে ব্রহ্মচর্য করে। উপনয়নের পরে গুরুগৃহে বাসকারী ছাত্র। যৌন সংসর্গ ত্যাগকারী। স্ত্রী — **ব্রহ্মচারিণী**।
ব্রহ্মজ্ঞ — যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।
ব্রহ্মজ্ঞান — ব্রহ্মকে জানা, ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান।
ব্রহ্মজ্ঞানী — যাহার ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি।
ব্রহ্মডাঙা, ব্রহ্মডাঙ্গা — অনুর্বর উঁচু জমি।
ব্রহ্মণ্য – বিষ্ণু। ব্রহ্মতেজ। ব্রহ্মার।
ব্রহ্মতালু - মাথার চাঁদি।
ব্রহ্মতেজ — [illegible] শক্তি, ব্রাহ্মণের তেজ বা আধ্যাত্মিক শক্তি।
ব্রহ্মত্র — ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি।
ব্রহ্মত্ব — ব্রহ্মের সহিত একত্ব। ব্রাহ্মণত্ব।
ব্রহ্মদেশ — ভারতের পূর্বে অবস্থিত দেশ, বার্মা।
ব্রহ্মদৈত্য – প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের প্রেত।
ব্রহ্মণ্ -- (সম্বোধনে) ব্রাহ্মণ।
ব্রহ্মপিশাচ — ('ব্রহ্মদৈত্য' দেখ।)
ব্রহ্মপুত্র — আসাম ও বঙ্গদেশের বিখ্যাত নদ।
ব্রহ্মবাদী - ব্রহ্মে বিশ্বাসী। ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারক। স্ত্রী — **ব্রহ্মবাদিনী**।
ব্রহ্মবিদ্যা — ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা।
ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত - একটি পুরাণের নাম।
ব্রহ্মময় — ব্রহ্মের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্মস্বরূপ। স্ত্রী — **ব্রহ্মময়ী**।
ব্রহ্মরন্ধ্র — মস্তকের মধ্যস্থ শাস্ত্রোক্ত-

ছিদ্র।

ব্রহ্মর্ষি — ব্রাহ্মণ ঋষি, বশিষ্ঠাদি ঋষি।

ব্রহ্মর্ষিদেশ — কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল শূরসেন এই চারিটি প্রাচীন অঞ্চল।

ব্রহ্মলোক — পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার বাসস্থান, পুরাণোক্ত সপ্তলোকের একটি।

ব্রহ্মশাপ — ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রদত্ত অভিশাপ।

ব্রহ্মসংগীত, ব্রহ্মসঙ্গীত — ব্রহ্ম সংক্রান্ত গান। • ব্রাহ্ম সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত ও প্রচারিত ব্রহ্ম বিষয়ক গান।

ব্রহ্মসাযুজ্য — ব্রহ্মের সহিত যোগ, ব্রহ্মের সহিত ঐক্য।

ব্রহ্মসূত্র — উপবীত, পইতা।

ব্রহ্মস্ব — ব্রাহ্মণের সম্পত্তি।

ব্রহ্মহত্যা — ব্রাহ্মণবধ।

ব্রহ্মা — পুরাণে বর্ণিত চতুর্মুখ দেবতা যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণী — ব্রহ্মার পত্নী।

ব্রহ্মাণ্ড — বিশ্বলোক, জগৎ, বিশ্ব।

ব্রহ্মানন্দ — ব্রহ্মজ্ঞানের আনন্দ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যে আনন্দ পায়।

ব্রহ্মাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত — সরস্বতী ও দৃষদ্‌বতী নদীর মধ্যবর্তী প্রাচীন অঞ্চল, কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত প্রাচীন স্থান।

ব্রহ্মাস্ত্র — ব্রহ্মতেজে শক্তিমান্ অস্ত্র। অব্যর্থ প্রতিষেধক, অব্যর্থ প্রতিকারক। [ঃ রোগের 'ব্রহ্মাস্ত্র'।]

ব্রহ্মোত্তর — ('ব্রহ্মত্র' দেখ।)

ব্রান্ডি — ('ব্র্যান্ডি' দেখ।)

ব্রাত্য — ব্রতভ্রষ্ট, পতিত। যথাকালে বর্ণোচিত সংস্কার বা উপনয়ন হয় নাই এমন।

ব্রাহ্ম — ব্রহ্ম সংক্রান্ত। ব্রহ্মের উপাসক। রামমোহন রায় কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত।

ব্রাহ্মণ — হিন্দু সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণী। ঐ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি, বামুন। বেদের অংশ যাহাতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড বর্ণিত আছে।

ব্রাহ্মণী — ব্রাহ্মণের পত্নী বা কন্যা।

ব্রাহ্মণ্য — ব্রাহ্মণের ধর্ম। বেদের ব্রাহ্মণে বর্ণিত যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মের প্রাধান্য আছে এমন। [ঃ 'ব্রাহ্মণ্য' ধর্ম।]

ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম — রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রহ্ম-উপাসনার ধর্ম।

ব্রাহ্মমুহূর্ত, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত — সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই দণ্ড, সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল।

ব্রাহ্মসমাজ — ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসীদের সম্প্রদায় বা মিলনসভা।

ব্রাহ্মিকা — ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের নারী। ব্রাহ্মের পত্নী।

ব্রাহ্মী — একরকম প্রাচীন ভারতীয় লিপি। একরকম শাক যাহা স্বরভঙ্গ স্মৃতিভ্রংশ ইত্যাদির ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ব্রিজ — সেতু, পুল। একরকম তাসখেলা।

ব্রিটন, ব্রিটিশ, ব্রিটেন — ('বৃটন', 'বৃটিশ' ও 'বৃটেন' দেখ।)

ব্রীড়া — লজ্জা। বিণ. — **ব্রীড়িত**।

ব্রীহি — ধান। আউশ ধান।

ব্রেক — গাড়ির একরকম যন্ত্র যাহা দিয়া গাড়ি থামাইতে হয়।

ব্রেসলেট — একরকম অলংকার, বালা।

ব্রোচ — একরকম অলংকার যাহা দিয়া আঁচল বা পোশাকের অংশ আটকানো যায়।

ব্র্যাকেট — দেওয়াল ইত্যাদিতে লাগাইবার তাকওয়ালা ফ্রেম। বন্ধনী, ( ) [ ] চিহ্ন।

ব্লক — ছবি ইত্যাদির প্রতিলিপি যাহা হইতে ছবি ইত্যাদি ছাপা হয়।

ব্লটিং — কালি চুষিবার জন্য ব্যবহার্য একরকম কাগজ, চোষকাগজ।

ব্লাউজ, ব্লাউস — মেয়েদের একরকম ছোট জামা।

ব্ল্যাকআউট — নিষ্প্রদীপ বা আলোহীন। নিষ্প্রদীপ বা আলোহীন করণ।

ব্ল্যাকবোর্ড — কালো রঙের কাঠের তক্তা বা ঐ জাতীয় জিনিস যাহার উপর চক দিয়া লেখা হয়।

ভ

ভক, ভক্ — গন্ধ ধূম ইত্যাদির নির্গম সূচক অনুকার।

ভকত — (কবিতায়) ভক্ত।

ভকতি — (কবিতায়) ভক্তি।

ভক্ত—উপাসক। অনুরক্ত, অনুরাগী। স্ত্রী — **ভক্তা**।

ভক্তবৎসল — ভক্তের প্রতি স্নেহশীল। স্ত্রী — **ভক্তবৎসলা**।

ভক্তবিটেল — যে ভক্তির ভণ্ডামি করে কপট ভক্ত।

ভক্তাধীন — ভক্তের বশীভূত।

ভক্তি — পূজ্য ব্যক্তি ঈশ্বর বা দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগ।

ভক্তিতত্ত্ব — ভগবৎ ভক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান।

ভক্তিপূর্ণ — ভক্তিময় ভক্তিতে ভরা। স্ত্রী — **ভক্তিপূর্ণা**।

ভক্তিভরে — ভক্তিপূর্ণভাবে ভক্তির সহিত।

ভক্তিভাজন — ভক্তি করিবার যোগ্য, শ্রদ্ধেয়।

ভক্তিময় — ভক্তিপূর্ণ। স্ত্রী — **ভক্তিময়ী**।

ভক্তিমান্ — যাহার ভক্তি আছে এমন সশ্রদ্ধ অনুরাগী, ভক্ত। স্ত্রী — **ভক্তিমতী**।

ভক্তিযোগ — ভক্তির দ্বারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের পদ্ধতি ও তৎসংক্রান্ত শাস্ত্র।

ভক্তিরস — ভক্তের ভাব ও অনুভূতি, ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত অনুভূতির আনন্দ।

ভক্ষক — যে খায়, খাদক। সর্বনাশকারী।

ভক্ষণ — খাওয়া, আহার, ভোজন।

ভক্ষণীয় — খাইবার যোগ্য। খাইতে হইবে এমন।

ভক্ষিত — যাহা খাওয়া হইয়াছে, ভুক্ত।

ভক্ষ্য — ('ভক্ষণীয়' দেখ।)

ভগ — যোনি। মলদ্বার। ঐশ্বর্য বীর্য সৌন্দর্য জ্ঞান ইত্যাদি।

ভগন্দর — মলদ্বারের একরকম ঘা।

ভগবৎ — 'ভগবান' সংক্রান্ত অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ ভগবৎ ভক্তি।]

ভগবতী — দুর্গা।

ভগবদ্ — ('ভগবৎ' দেখ।)

ভগবদ্গীতা — মহাভারতের ভীষ্মপর্বে বর্ণিত অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী।

ভগবদ্দত্ত — ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত। স্ত্রী — **ভগবদ্দত্তা**।

ভগবদ্ভক্ত — ভগবানের ভক্ত, ঈশ্বরভক্ত। স্ত্রী — **ভগবদ্ভক্তা**।

ভগবদ্ভক্তি — ভগবানের প্রতি ভক্তি।

ভগবন্ — (সম্বোধনে) ভগবান, ঈশ্বর।

ভগবান, ভগবান্ — ঈশ্বর। দেবতুল্য। [ঃ 'ভগবান' বুদ্ধ।]

ভগিনী — বোন।

ভগিনীপতি — বোনাই বোনের স্বামী।

ভগীরথ — পুরাণে বর্ণিত সগর রাজার প্রপৌত্র যিনি পৃথিবীতে গঙ্গা আনিয়াছিলেন।

ভগ্ন — ভাঙিয়া গিয়াছে এমন, ভাঙা, ভাঙাচোরা। [ঃ 'ভগ্ন'-মন্দির।] হতাশ্

দুঃখে অবসন্ন। [ঃ'ভগ্ন'-মন।] জরাগ্রস্ত, জরাজীর্ণ, পঙ্গু। [ঃ'ভগ্ন'-দেহ।] নষ্ট। [ঃ'ভগ্ন'-স্বাস্থ্য; ঃ 'ভগ্নোৎসাহ'।] বক্র। [ঃ'ভগ্ন'-পৃষ্ঠ।] ভাঙা জিনিস, ভগ্ন বস্তু। [ঃ'ভগ্ন'-স্তূপ।]

ভগ্নদূত — পরাজয়ের সংবাদ বহনকারী দূত।

ভগ্নপ্রায় — প্রায় ভাঙিয়াছে এমন, ধ্বংসোন্মুখ। [ঃ'ভগ্নপ্রায়' অট্টালিকা।]

ভগ্নভোগ্যা — কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিতা বন্ধ্যা গণিকা।

ভগ্নপৃষ্ঠ — কুব্জ, কুঁজা।

ভগ্নমনোরথ — হতাশ, নিরাশ।

ভগ্নস্তূপ — ভাঙাচোরা জিনিসের রাশি, রাশীকৃত ভগ্নাবশেষ।

ভগ্নস্বাস্থ্য — যাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে এমন। অসুস্থ দেহ।

ভগ্নাংশ, ভগ্নাংক — সংখ্যা বা অঙ্কের খণ্ডিত অংশ, ½ ⅓ ইত্যাদি।

ভগ্নাবশিষ্ট — ভাঙিবার বা নষ্ট হইবার পর যাহা আছে এমন।

ভগ্নাবশেষ — ভাঙিবার বা নষ্ট হইবার পর অবশিষ্ট ভগ্ন দ্রব্যাদি।

ভগ্নী, **ভগ্নীপতি** — ('ভগিনী' ও 'ভগিনীপতি' দেখ।)

ভগ্নোৎসাহ, **ভগ্নোদ্যম** — যাহার উৎসাহ বা উদ্যম নষ্ট হইয়াছে এমন।

ভঙ্গ — ভাঙা, ভগ্ন করণ। [ঃ 'ধনুর্ভঙ্গ'।] চ্যুতি, পালন না করণ, লঙ্ঘন। [ঃপ্রতিজ্ঞা-'ভঙ্গ'।] অবসান, শেষ। [ঃনিয়ম-'ভঙ্গ'; ঃ সভা-'ভঙ্গ'; ঃনিদ্রা-'ভঙ্গ'।] পরাজিত হইয়া পলায়ন। [ঃরণে 'ভঙ্গ' দেওয়া।] হানি, নাশ। [ঃস্বাস্থ্য-'ভঙ্গ'।] বঙ্কিম ভাব। [ঃত্রি-'ভঙ্গ'; ঃ ভ্রূ-'ভঙ্গ'।]

ভঙ্গকুলীন — যে কুলীনের বংশে কুলপ্রথা ভঙ্গ বা লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

ভঙ্গপয়ার — চার চরণের একরকম বাংলা পয়ারছন্দ।

ভঙ্গপ্রবণ — সহজেই ভাঙে এমন, ঠুনকো। বি. — **ভঙ্গপ্রবণতা**।

ভঙ্গি — ('ভঙ্গী' দেখ।)

ভঙ্গিমা — বঙ্কিম ভাব। ভঙ্গী।

ভঙ্গী — ধরন। [ঃচলার 'ভঙ্গী'; ঃ বলার 'ভঙ্গী'; ঃ লেখার 'ভঙ্গী'।] ভাব প্রকাশক দেহের সঞ্চালন ও বিন্যাস। [ঃ চোখ-মুখের 'ভঙ্গী'।]

ভঙ্গুর — যাহা সহজে ভাঙে, ভঙ্গপ্রবণ, ঠুনকো। বি. — **ভঙ্গুরতা**। **ক্ষণভঙ্গুর** — এক মুহূর্তেই ভাঙিয়া পড়ে বা বিনষ্ট হয় এমন। [ঃ'ক্ষণভঙ্গুর' জীবন।] বি. — **ক্ষণভঙ্গুরতা**।

ভজকট — জটিল বিরক্তিকর আয়োজন, ঝামেলা।

ভজন — আরাধনা, উপাসনা। [ঃভজন-'পূজন'।] আরাধনা সংগীত, দেবতার মহিমা কীর্তন, ভক্তিরসাত্মক গান। [ঃ'ভজন' গাওয়া।]

ভজনা — আরাধনা, উপাসনা, ভজন।

ভজনালয় — উপাসনা-গৃহ।

ভজা — উপসনা করা। [ঃখৃষ্ট 'ভজা'; ঃকর্তা 'ভজা'।]

ভজানো — মন্ত্রণা দিয়া রাজী করানো। মোকাবিলা করা, প্রমাণ করা, মিলাইয়া দেওয়া।

ভঞ্জন — ভঙ্গ করণ, নিরসন, দূরীকরণ। [ঃমান-'ভঞ্জন'; ঃ বিপদ-'ভঞ্জন'।] যে নিরসন বা দূর করে। [ঃবিপদ-'ভঞ্জন' ভগবান।]

ভটভট — বুদ্বুদ্ ইত্যাদি ফাটিবার শব্দ।

ভট্ট — ভাট, স্তুতিপাঠক। পণ্ডিত, অধ্যাপক।

ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য্য — অধ্যাপক। বাঙালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

ভট্টারক — রাজা। পণ্ডিত। সূর্য, রবি। [ঃ 'ভট্টারক'-বার।]

ভড় — একরকম বড় নৌকা। বাঙালী হিন্দুর উপাধি বিশেষ।

ভড়ং — বাহ্য আড়ম্বর।

ভড়কানো — হঠৎ ভয় পাইয়া পশ্চাদ্‌পদ হওয়া।

ভড়ভড় - জল ইত্যাদি হইতে বুদ্‌বুদ ওঠার অনুকার। তরল বা ঈষৎ তরল জিনিস দ্রুত বাহির হইবার অনুকার।

ভড়ভড়ানি—ভড়ভড় শব্দ।

ভণা - (প্রাচীন কবিতায়) বলা, কহা। [ঃ 'ভণে' চণ্ডীদাস।]

ভণিতা কবিতায় কবির নিজের নাম ইত্যাদির উল্লেখ। (ব্যঙ্গে) আড়ম্বরপূর্ণ কথারম্ভ। [ঃ 'ভণিতা' রাখুন।]

ভণ্ড -- কপট, ভাঁনকারী। [ঃ 'ভণ্ড' সন্ন্যাসী।] ভাঁড়।

ভণ্ডামি, ভণ্ডামো - কপটতা, প্রতারণা। উদ্দেশ্যে ভান।

ভণ্ডুল -- ব্যর্থ, পণ্ড, বিনষ্ট। [ঃ সভা 'ভণ্ডুল' করা।]

ভদ্র - শিষ্ট, ভব্য, সভ্য, মার্জিত। [ঃ ভদ্র 'ব্যবহার'।] সামাজিক মর্যাদা আছে এমন। [ঃ 'ভদ্র' বংশ।] মঙ্গল। মঙ্গলকর।

ভদ্রকালী — দুর্গার মূর্তিবিশেষ।

ভদ্রতা - সৌজন্য, মার্জিত ব্যবহার।

ভদ্রতাবিরুদ্ধ — অশিষ্ট, সামাজিক রীতি ও সুরুচিসম্মত নহে এমন।

ভদ্রলোক — সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি, শিক্ষিত ও শিষ্টাচারী ব্যক্তি।

ভদ্রসন্তান ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে।

ভদ্রস্থ — ভদ্রসমাজে থাকিবার বা চলিবার উপযুক্ত। বি. — **ভদ্রস্থতা।**

ভদ্রা শুভা, কল্যাণী। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা।

ভদ্রাসন — ভদ্রপরিবারের বসতবাটি। সিংহাসন।

ভদ্রে -- (সম্বোধনে) ভদ্রা।

ভদ্রেশ্বর -- শিববিগ্রহ বিশেষ।

ভদ্রোচিত — ভদ্রলোকের যোগ্য। [ঃ 'ভদ্রোচিত' ব্যবহার।]

ভনভন মাছি মশা ইত্যাদির ওড়া ও শব্দ সূচক অনুকার।

ভনভনানি -- ক্রমাগত ভনভন শব্দ।

ভনভনে -- ভনভন করে এমন। [ঃ 'ভনভনে' মাছি।]

ভনা — ('ভণা' দেখ।)

ভব - সৃষ্টি, উৎপত্তি। জগৎ, ইহলোক, সংসার। শিব।

ভবঘুরে — উদ্দেশ্যহীনভাবে যে নানাদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাউণ্ডুলে পর্যটক।

ভবতারণ — যিনি সংসার বা ইহলোক হইতে উদ্ধার করেন, ঈশ্বর, ভগবান।

ভবতারিণী — যে দেবী ইহলোক হইতে উদ্ধার করেন, ভগবতী, দুর্গা।

ভবদীয় — আপনার।

ভবন -- গৃহ। বাসগৃহ। **ভবনশিখর** - বাড়ির চূড়া।

-ভবন - 'হওয়া' অর্থে অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়। [ঃ দ্রবী-'ভবন'।]

ভবনাশন — যিনি সংসার নাশ করেন, ধ্বংসের দেবতা। স্ত্রী. — **ভবনাশিনী।**

ভবপার — সংসাররূপ নদীর অপর পার। সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি।

ভববন্ধন — সংসারের মায়া মোহ ইত্যাদির বন্ধন। বার বার জন্মলাভ।

ভবভার — জগতের দুঃখ, সাংসারিক দুঃখ। **ভবলীলা** — সংসারের কাজ বা খেলা। **ভবলীলা সংবরণ করা** — মৃত্যু হওয়া, দেহত্যাগ করা।

ভবসমুদ্র, ভবসিন্ধু — সংসাররূপ দুস্তর সাগর।

ভবাদৃশ — আপনার তুল্য, আপনার মতো। স্ত্রী. — **ভবাদৃশী**। [ঃ 'ভবাদৃশী' প্রতিভা।]

ভবার্ণব — ভবসাগর, সংসাররূপ সমুদ্র।

ভবিতব্য — অবশ্যম্ভাবী, যাহা ঘটিবেই।

ভবিতব্যতা — অবশ্যম্ভাবিতা। অদৃষ্ট, নিয়তি।

ভবিষ্ণু — যাহা হইবে, ভাবী। উৎপত্তি-শীল।

ভবিষ্য — ভাবী, যাহা পরে ঘটিবে। পুরাণ বিশেষ যাহাতে পরে কি হইবে লেখা আছে মনে করা হয়।

ভবিষ্যৎ — ভাবী, যাহা পরে ঘটিবে। [ঃ 'ভবিষ্যৎ' যুগ।] ভাবী কাল, অনাগত সময়, পরে। [ঃ 'ভবিষ্যতে'।]

ভবিষ্যদ্বক্তা — যিনি ভবিষ্যৎ ঘটনা বলেন বা বলিতে পারেন। স্ত্রী. — **ভবিষ্যদ্বক্ত্রী**।

ভবিষ্যদ্বাণী — ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা কথন, ভাবী ঘটনা সূচক উক্তি।

ভবিষ্যসূচনা — ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত বা নির্দেশ।

ভবী — জিদ ধরিয়াছে এমন কাল্পনিক ব্যক্তি। [ঃ 'ভবী' কিন্তু ভোলে না।]

ভবেশ — শিব।

ভব্য — শিষ্ট, সৌজন্যপূর্ণ, ভদ্র, সুরুচি-সম্পন্ন। বি. — **ভব্যতা**।

ভয় — ভীতি, শঙ্কা, ত্রাস, বিপদ বোধ, সাহসের অভাব। ভীতিবোধ। [ঃ 'ভয়' করা।] **ভয় খাওয়া** — হঠাৎ ভীতি বোধ করা। **ভয় জন্মা** — ভয় হওয়া। **ভয় জন্মানো**—ভয়ের সঞ্চার করা। **ভয় দেখানো** — মিথ্যা ভয়ের সঞ্চার করা। **ভয় হওয়া** — মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়া।

ভয়ংকর — ভয়ের সৃষ্টি করে এমন, ভয়ানক, ভীষণ। অতিশয়, খুব। স্ত্রী. — **ভয়ংকরী**।

ভয়কাতুরে — যে সহজে ভয় পায়, ভীতু।

ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্করী — ('ভয়ংকর' ও 'ভয়ংকরী' দেখ।)

ভয়চকিত — ভয়ে চমকিত, ভয়ে চঞ্চল। স্ত্রী. — **ভয়চকিতা**।

ভয়ডর — ভয় এবং ঐ ধরনের মনোভাব।

ভয়তরাসে — যে সহজে ভয় পায়, ভয়-কাতুরে, ভীতু।

ভয়ত্রাতা — ভয় বা ভয়ংকর অবস্থা হইতে উদ্ধারকর্তা। ভয়নাশকারী।

ভয়নাশন — ভয়নাশকারী, ভয়ত্রাতা। স্ত্রী. — **ভয়নাশিনী**।

ভয়প্রদ — ভয়ের সঞ্চার করে এমন।

ভয়বিহ্বল — ভয়ে বিহ্বল, ভয়ে অভিভূত। স্ত্রী. — **ভয়বিহ্বলা**। বি — **ভয়-বিহ্বলতা**।

ভয়ষা, ভয়সা — মহিষজাত, মহিষদুগ্ধ-জাত।

ভয়াতুর — ভয়ে কাতর।

ভয়ানক — ভয়ংকর, ভীষণ। অতিশয়, খুব।

ভয়াবহ — আতঙ্কের সৃষ্টি করে এমন, ভয়ানক, ভীষণ, ভয়ংকর। বি. — **ভয়াবহতা**।

ভয়ার্ত, ভয়ার্ত্ত — ভয়ে কাতর, ভীত, ভয়াতুর। স্ত্রী — **ভয়ার্তা, ভয়ার্ত্তা**। বি. — **ভয়ার্ততা, ভয়ার্ত্ততা**।

ভয়াল — ভীষণ, ভয়ংকর, ভীতিপ্রদ।

ভর — নির্ভর, অবলম্বন, চাপ। [ঃ পায়ে

'ভর' দেওয়া।] দেবতা অপদেবতা ইত্যাদির অধিষ্ঠান। [ঃ মেয়েটির উপর কালীর 'ভর' হয়েছে।] ভরণ, পূরণ। পূর্ণ, পুরাপুরি, সমগ্র। [ঃ রাত-'ভর'; ঃ 'দিন-'ভর'; ঃ 'ভর'-পেট। ঐ পরিমাণে, পরিমিত। [ঃ ছটাক-'ভর'।]

ভরণ - পূর্ণ করণ, ভরতি করণ। খাদ্যাদি দান, প্রতিপালন। [ঃ 'ভরণ'-পোষণ।]

ভরণী - নক্ষত্র বিশেষ। ভরণকারিণী, পালয়িত্রী।

ভরণীয় -- যাহাকে খাদ্যাদি দিতে হইবে বা দেওয়া উচিত, প্রতিপাল্য। স্ত্রী. – **ভরণীয়া।**

ভরত — রামের বৈমাত্রেয় ভাই, দশরথ ও কৈকেয়ীর পুত্র। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র। ঋষভদেবের পুত্র ও বিখ্যাত রাজর্ষি যাঁহার নাম হইতে ভারতবর্ষের নামকরণ হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা বিখ্যাত ঋষি।

ভরত — একরকম পাখী।

ভরতি -- ভরা হইয়াছে এমন, ভরিত, পূর্ণ। [ঃ কলসী 'ভরতি' করা।] নিযুক্ত, প্রবিষ্ট। [ঃ বিদ্যালয়ে 'ভরতি'; ঃ কাজে 'ভরতি'।]

ভরদ্বাজ — বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি, দ্রোণের পিতা।

ভরন — খাদে ভরা নিকৃষ্ট কাঁসা।

ভরপুর, ভরপূর — পরিপূর্ণ।

ভরপেট — পেট ভরে এমনভাবে। [ঃ 'ভরপেট' খাওয়া।] ভরতি পেট। [ঃ 'ভরপেটে' খাওয়া।]

ভরভর — গন্ধের বিস্তার সূচক অনুকার।

ভরভরে — ভরভর করে এমন, বিস্তার লাভ করে এমন (গন্ধ)।

ভরম — (গ্রাম্য প্রয়োগ) ভ্রম। সম্ভ্রম।

ভরমা — (কবিতায়) ভ্রমণ করা। [ঃ 'ভরমিয়া'; ঃ 'ভরমিল'।]

ভরসা -- নির্ভর, আস্থা, বিশ্বাস, আশা। [ঃ 'ভরসা' করা।] আশা, প্রতিশ্রুতি-সূচক আশ্বাস। [ঃ 'ভরসা' দেওয়া।]

ভরা — পূর্ণ। [ঃ আঁধারে 'ভরা' রাত; ঃ 'ভরা' যৌবন।]

ভরা — পূর্ণ করা, ভরতি করা। [ঃ কলসীতে জল 'ভরা'।] পূর্ণ হওয়া। [ঃ পেট 'ভরেছে'; ঃ ঘটি 'ভরেছে'।]

ভরাট -- (গর্ত খাদ ছিদ্র ইত্যাদি) পূর্ণ, ভরা, বুজানো।

ভরাটী — ভরাট করার ফলে জাত। [ঃ 'ভরাটী' জমি।]

ভরাডুবি - বোঝাই নৌকা ডুবিয়া যাওয়া। সর্বনাশ, ভয়ানক ক্ষতি।

ভরানো – পূর্ণ করা, ভরতি করা। ভরাট করা হইয়াছে এমন। পূর্ণ করণ। ভরাট করণ।

ভরি — এক তোলা পরিমাণ, এক সেরের ৮০ ভাগের এক ভাগ।

-ভরে — '-পূর্ণভাবে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ভক্তি-'ভরে'।]

ভর্জন, ভর্জ্জন — ভাজার কাজ, ভর্জিত করণ।

ভর্জিত, ভর্জ্জিত ভাজা। [ঃ 'ভর্জিত' তণ্ডুল।]

ভর্তব্য, ভর্ত্তব্য — ভরণীয়, প্রতিপাল্য। (ব্যঙ্গে) যাহা ভরিতে হইবে।

ভর্তা, ভর্ত্তা — ভরণকর্তা, প্রতিপালক। স্বামী।

ভর্তি, ভর্ত্তি — ('ভরতি' দেখ।)

ভর্তৃদারক, ভর্ত্তৃদারক — প্রভুপুত্র।

ভর্তৃদারিকা, ভর্ত্তৃদারিকা — প্রভুকন্যা।

ভর্তৃহরি, ভর্ত্তৃহরি — সুবিখ্যাত সংস্কৃত কবি, 'নীতিশতক' 'বৈরাগ্যশতক'

প্রভৃতির রচয়িতা।

ভর্ত্রী — প্রতিপালিকা, স্বামিনী।

ভর্ৎসন, ভর্ৎসনা — তিরস্কার, ধমক।

ভর্ৎসা — (কবিতায়) ভর্ৎসনা করা। [ঃ 'ভর্ৎসিল'।]

ভর্ৎসিত — যাহাতে তিরস্কার করা হইয়াছে, তিরস্কৃত। স্ত্রী. — **ভর্ৎসিতা।**

ভলি — হাত দিয়া নিক্ষেপ করিয়া একরকম বল খেলা। **ভলিবল** — ভলি খেলিবার উপযোগী বল।

ভল্ল—একরকম বর্শা।

ভল্লুক — মাংস ও ফল খায় এমন একরকম হিংস্র জন্তু ভালুক। স্ত্রী. — **ভল্লুকী।**

ভসকা — জলবৎ, পানসে।

ভসভস — সরস শৈথিল্য সূচক অনুকার। [ঃ মাটি 'ভসভস' করছে।]

ভসভসে — ভসভস করে এমন।

ভস্ত্রা — কামারের হাপর। চামড়ার তৈয়ারী জলাধার, ভিস্তি, জলের মশক।

ভস্ম — ছাই। **ভস্মে ঘি ঢালা** — নিরর্থক চেষ্টা, শক্তির বা শ্রমের অপচয়।

ভস্মলোচন — পুরাণে বর্ণিত দৈত্য যাহার দৃষ্টিপাতমাত্রেই সকল কিছু ভস্ম হইত।

ভস্মসাৎ — ভস্মে বা ছাইয়ে পরিণত।

ভস্মাবশিষ্ট — ভস্ম মাত্র অবশিষ্ট আছে এমন। [ঃ 'ভস্মাবশিষ্ট' দেহ।]

ভস্মাবশেষ — পুড়িবার পর অবশিষ্ট ভস্ম। [ঃ দেহের 'ভস্মাবশেষ'।]

ভস্মীভূত — ভস্মে পরিণত, পুড়িয়া ছাই হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ভস্মীভূতা।**

ভাই — ভ্রাতা, সহোদর। ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তি। নাতি।

ভাইঝি — ভাইয়ের মেয়ে।

ভাইপো — ভাইয়ের ছেলে।

ভাইফোঁটা — বোন কর্তৃক ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়ার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ('যম দ্বিতীয়া' দেখ।)

ভাইবেটা, ভাইব্যাটা — (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ভাইপো।

ভাইবেটী — (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ভাইঝি।

ভাউচার — মাল সরবরাহ সম্পর্কে ব্যবহৃত প্রমাণপত্র।

ভাউলিয়া, ভাউলে — কামরাওয়ালা বড়ো নৌকা, বজরা।

ভাঁওতা — ধাপ্পা।

ভাঁওতাবাজ — যে প্রায়ই ভাঁওতা বা ধাপ্পা দেয়, ধাপ্পাবাজ।

ভাঁওতাবাজি — ধাপ্পাবাজি।

ভাং ('ভাঙ' দেখ।)

ভাংচি — বিরত করিবার উদ্দেশ্যে উপদেশ, বিরুদ্ধ পরামর্শ, ভাঙানি। [ঃ 'ভাংচি' দেওয়া।]

-ভাক্ — ভাগী অংশীদার গ্রহণকারী ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পাপ-'ভাক্'; ঃ অংশ-'ভাক্'।]

ভাগ — টুকরা, অংশ, খন্ড। [ঃ তিন 'ভাগে' বিভক্ত।] বিভাগ, বাঁটোয়ারা। [ঃ সম্পত্তি 'ভাগ' করা।] (গণিতে) সংখ্যাকে বা রাশিকে বিভক্ত করিবার রীতি, বিভাজন, হরণ। সময়ের অংশ, সময়, বেলা। [ঃ দিবা-'ভাগে'।] স্থানের অংশ, স্থান। [ঃ ভূ-'ভাগ'; ঃ জল 'ভাগ'।]

ভাগনী — ('ভাগিনেয়ী' দেখ।)

ভাগনে — ('ভাগিনা' দেখ।)

ভাগফল — (গণিতে) এক রাশিকে অন্য রাশি দিয়া ভাগ করিলে যে রাশি পাওয়া যায়।

ভাগবত — ভগবদ্‌বিষয়ক, ভগবান সংক্রান্ত। ভগবানের উপাসক। পুরাণ বিশেষ: শ্রীমদ্‌ভাগবত। স্ত্রী. —

ভাগবতী। [ঃ 'ভাগবতী' মায়া।]

ভাগশেষ — (গণিতে) ভাগ করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে।

ভাগা পলায়ন করা। দূরীভূত হওয়া।

ভাগাড় - মরা গোরু ইত্যাদি ফেলিবার জায়গা।

ভাগানো — তাড়ানো, পলাইতে বাধ্য করা।

ভাগাভাগি - পরস্পরের মধ্যে বাটোয়ারা।

ভাগিনা, ভাগিনেয় (ভাইয়ের ক্ষেত্রে) বোনের ছেলে। (তুঃ 'বোনপো'।)

ভাগিনেয়ী — (ভাইয়ের ক্ষেত্রে) বোনের মেয়ে। (তুঃ 'বোনঝি'।)

ভাগী - যে ভাগ পায়। অংশী অংশীদার। যে অংশ গ্রহণ করে। [ঃ দুঃখের 'ভাগী'।]

ভাগীদার — ভাগী, অংশীদার ভাগ পাইবার অধিকারী।

ভাগীরথী -- (ভগীরথ কর্তৃক আনীতা) গঙ্গা। পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত গঙ্গার শাখা।

ভাগ্নী, ভাগ্নে — ('ভাগিনেয়ী' ও 'ভাগিনেয়' দেখ।)

ভাগ্য — অদৃষ্ট, কপাল নিয়তি, নসিব। **ভাগ্যক্রমে, ভাগ্যে** — সৌভাগ্যক্রমে ভাগ্যিস কপালজোরে।

ভাগ্যগণনা — কোষ্ঠী বা হাত দেখিয়া ভবিষ্যৎ নির্ণয়।

ভাগ্যগুণ সৌভাগ্য। [ঃ 'ভাগ্যগুণে'।]

ভাগ্যচক্র - চাকার মতো ঘূর্ণনশীল ভাগ্য, উত্থানপতনশীল ভাগ্য।

ভাগ্যদোষ — দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য। [ঃ 'ভাগ্যদোষে'।]

ভাগ্যধর — ভাগ্যবান, সৌভাগ্যবান।

ভাগ্যপরিবর্তন — সৌভাগ্যের স্থলে দুর্ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের স্থলে সৌভাগ্যের ঘটন।

ভাগ্যফল — অদৃষ্টের ফল, নিয়তির দ্বারা নির্দিষ্ট সুখদুঃখ।

ভাগ্যবতী, ভাগ্যবন্ত – ('ভাগ্যবান' দেখ।)

ভাগ্যবন্ত — (ভাগ্যবান' দেখ।)

ভাগ্যবল - কপালজোর। সৌভাগ্যের ফল।

ভাগ্যবান, ভাগ্যবান্ - সৌভাগ্যশালী যাহার অদৃষ্ট ভালো। স্ত্রী **ভাগ্যবতী**।

ভাগ্যবিধাতা ভবিষ্যৎনিয়ন্তা। ভাগ্যের দেবতা।

ভাগ্যবিপর্যয়, ভাগ্যবিপর্য্যয় সৌভাগ্যের স্থলে দুর্ভাগ্য ঘটন, ভাগ্যফলে অকস্মাৎ অশুভ ঘটনা।

ভাগ্যলিপি অদৃষ্টের লেখন পূর্ব হইতে জীবনে যেসব ঘটনা নির্দিষ্ট হইয়া আছে মনে করা হয়।

ভাগ্যহীন - দুর্ভাগা হতভাগ্য। স্ত্রী — **ভাগ্যহীনা**। বি **ভাগ্যহীনতা**।

ভাগ্যিস — সৌভাগ্যক্রমে ভাগ্যে। [ঃ 'ভাগ্যিস' সে ছিল।]

ভাঙ — সিদ্ধির পাতা।

ভাঙচি — (ভাংচি দেখ।)

ভাঙড যে ভাঙ খায় সিদ্ধিখোর।

ভাঙন — ভগ্ন হইতেছে এমন অবস্থা বা ভাব। ভাঙার সত্রপাত। [ঃ 'ভাঙন' ধরা।] নদীর পাড় ইত্যাদির ধ্বস।

ভাঙা - ভগ্ন বা চূর্ণ করা বা হওয়া। [ঃ গম 'ভাঙা', ঃ হাড় 'ভাঙা'।] ধ্বসিয়া পড়া। [ঃ নদীর পাড় 'ভাঙা'] বিনষ্ট করা বা হওয়া। অসুস্থ অবসন্ন হতাশ বা হতোদ্যম করা বা হওয়া। [ঃ শরীর 'ভাঙা'; ঃ মন 'ভাঙা'।] সমাপ্ত হওয়া বা করা। [ঃ সভা 'ভাঙা'] অকস্মাৎ বন্ধ বিচ্ছিন্ন বা পণ্ড করা বা হওয়া। [ঃ বিয়ে 'ভাঙা'।] গোপন না রাখা, ব্যাখ্যা করা। [ঃ কথাটা 'ভেঙে' বল।]

বিদীর্ণ করা। অতিকষ্টে অতিক্রম করা। [ঃ সিঁড়ি 'ভাঙা'; ঃ জল 'ভাঙা'।] দূরীভূত করা বা হওয়া, নিরসন করা বা হওয়া। [ঃ মান 'ভাঙা'; ঃ লজ্জা 'ভাঙা'।] বিবাদ ও বিচ্ছেদ ঘটা বা ঘটানো। [ঃ ঘর 'ভাঙা'।] অন্যায় ভাবে খরচ বা আত্মসাৎ করা। [ঃ টাকা 'ভাঙা'।] সঞ্চিত টাকা খরচ করা। সংঘবদ্ধ অবস্থা নষ্ট করা। [ঃ জোট 'ভাঙা'; ঃ দল 'ভেঙে' দেওয়া।] স্রাব হওয়া। [ঃ জল 'ভাঙা'; ঃ রক্ত 'ভাঙা'।] •যে বা যাহা ভাঙে। [ঃ ঘর-'ভাঙা' লোক; ঃ মন-'ভাঙা' কথা; ঃ হাড়-'ভাঙা' খাটুনি।] ভগ্ন বা চূর্ণ হওয়া বা করণ। বিদারণ। সমাপ্ত করণ। নিরসন, দূরীকরণ। আত্মসাৎ করণ। ব্যয়করণ। বিকৃতি। বিচ্ছিন্ন করণ। বিতাড়ন, ছত্রভঙ্গ করণ। ভগ্ন, চূর্ণ। সমাপ্ত। দূরীভূত। ব্যয়িত। বিকৃত (স্বর, গলা)। বিদীর্ণ। **কপাল ভাঙা** — সৌভাগ্য নষ্ট হওয়া, সর্বনাশ ঘটা। **গলা ভাঙা** — স্বর বিকৃত হওয়া। **দাঁত-ভাঙা** — দুর্বোধ্য। **বুক ভাঙা** — সুখ সাহস ও আশা নষ্ট হওয়া। **হাড়-ভাঙা** — অতিশয় ক্লান্তিকর। [ঃ 'হাড়-ভাঙা' খাটুনি।] **সুর ভাঙা, স্বর ভাঙা** — ('গলা ভাঙা' দেখ।)

ভাঙানি — প্রতিকূলে প্রদত্ত পরামর্শ, ভাংচি।

ভাঙানি — বিনিময়ে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রতর মুদ্রা, খুচরা। [ঃ টাকার 'ভাঙানি'।]

ভাঙানী — যে (স্ত্রী) ভাঙায় বা ভাঙে। [ঃ ঘর-'ভাঙানী'।] পুং — **ভাঙানে**।

ভাঙানো — অপরের দ্বারা ভাঙা, ভগ্ন করানো। ভাংচি দেওয়া, প্রতিকূলে পরামর্শ দেওয়া। ঐরূপ পরামর্শ দিয়া দলে আনা। টাকা বা নোটের পরিবর্তে খুচরা লওয়া। বড় নোটের পরিবর্তে টাকা বা ছোট নোট বা চেকের পরিবর্তে টাকা লওয়া। অপরের দ্বারা ভগ্ন বা চূর্ণ করণ। প্রতিকূলে পরামর্শ দান ও স্বদলে আনয়ন। মুদ্রায় বা ক্ষুদ্রতর মুদ্রায় পরিবর্তন। অপরের দ্বারা ভগ্ন বা চূর্ণ। প্রতিকূল পরামর্শদানের ফলে স্বদলে আনীত। মুদ্রায় বা ক্ষুদ্রতর মুদ্রায় পরিবর্তিত।

ভাঙা-ভাঙা — বিশুদ্ধভাবে বা ঠিকমতো উচ্চারিত নহে এমন। [ঃ 'ভাঙাভাঙা' হিন্দী।]

ভাঙী — মেথর। ভাঁড়ড়।

ভাংগ, ভাংগড় — ('ভাঙ' ও 'ভাঙড়' দেখ।)

ভাংগা, ভাংগানি, ভাংগানো — ('ভাঙা', 'ভাঙানি' ও 'ভাঙানো' দেখ।)

ভাংগানী, ভাংগানে — ('ভাঙানী' দেখ।)

ভাংগাভাংগা — ('ভাঙাভাঙা' দেখ।)

ভাংগী — ('ভাঙী' দেখ।)

ভাজ — (স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে) ভাইয়ের স্ত্রী।

ভাঁজ — পাট, তথা মুড়িয়া রাখা অবস্থা। [ঃ কাপড়ের 'ভাঁজ'।] **ভাঁজ ভাঙা** — পাট বা ভাঁজ খোলা।

ভাজক — যে রাশি দিয়া ভাগ করা হয়।

-ভাজন — 'যোগ্য' বা 'উপযুক্ত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ স্নেহ-'ভাজন'; ঃ ভক্তি-'ভাজন'।]

ভাজনা — যাহাতে ভাজা হয়। [ঃ 'ভাজনা' খোলা।]

ভাজা — গরম তেল ঘি বালি ইত্যাদির উপর নাড়িয়া পাক করা। ঐভাবে পাক করণ। ঐভাবে পাক করা হইয়াছে এমন।

ভাঁজা — ভাঁজ করা। ব্যায়ামের জন্য

সঞ্চালন করা। [ঃ মুগুর 'ভাঁজা'।] (গানে) আলাপ করা।

ভাজাভাজা — ঈষৎ ভাজা, প্রায় ভাজা।

ভাজি — ভাজা তরকারি, ভাজা আনাজ।

ভাজিত — যাহা ভাগ করা হইয়াছে।

ভাজ্য — যে রাশিকে ভাগ করিতে হইবে। যাহা ভাগ করা যায়। বি. - **ভাজ্যতা**।

ভাট — এক শ্রেণীর হিন্দু, অপরের বংশ-পরিচয় বর্ণনা যাহাদের পেশা। স্তুতি-পাঠক, নিযুক্ত বন্দনাকারী।

ভাঁট — ঘেঁটু গাছ।

ভাটা, ভাঁটা — জোয়ারের বিপরীত প্রবাহ, নদী সমুদ্র ইত্যাদিতে জলস্ফীতির হ্রাস। হ্রাস বা অবনতির মুখ। [ঃ যৌবনে 'ভাটা' পড়েছে।]

ভাঁটা — গোলাকার খেলনা, বলের মতো জিনিস, কন্দুক।

ভাটি — বিবাহাদি উপলক্ষে গ্রামবাসীদের প্রাপ্য অর্থ।

ভাটি, ভাঁটি — উজানের বিপরীত দিক্। যে দিকে ভাটা যায়।

ভাটি, ভাঁটি — ইট চুন ইত্যাদি পুড়াইবার চুল্লী। ধোপার কাপড় সিদ্ধ করিবার উনান ও হাঁড়ি। মদ চোলাই করিবার পাত্র ও স্থান।

ভাটিয়ারি, ভাটিয়ারী -- ('ভাটিয়ালি' দেখ।)

ভাটিয়ালি, ভাটিয়ালী — বাংলা লোক-সংগীতের সুপরিচিত সুর। ঐ সুরে গাওয়া গান।

ভাঁড় — ছোট আকারের মাটির কলস।

ভাঁড় — (নিন্দার্থে) বিদূষক, পরিহাসকুশল ব্যক্তি।

ভাড়া — কোনও জিনিস ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ। [ঃ বাড়ির 'ভাড়া'; ঃ গাড়ি-'ভাড়া'।] অল্প সময়ের জন্য খাটাইবার পরিবর্তে দেয় পারিশ্রমিক। ভাড়া দিবার শর্তে গৃহীত। [ঃ 'ভাড়া'-বাড়ি।] ভাড়া পাইবার শর্তে নিযুক্ত। [ঃ 'ভাড়া'-গাড়ি।] **ভাড়া করা** -- ভাড়া দেওয়ার শর্তে নিয়োগ বা গ্রহণ করা। **ভাড়া খাটা** – ভাড়া লইবার শর্তে খাটা বা কাজে নিযুক্ত হওয়া। **ভাড়া দেওয়া** — ভাড়া পাইবার শর্তে ব্যবহার করিতে দেওয়া। ভাড়া বাবদ টাকা দেওয়া।

ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে — যে ভাড়া দিয়া গ্রহণ করে বা করিয়াছে। [ঃ ঐ বাড়ির 'ভাড়াটে'।] যাহা ভাড়া দিয়া গ্রহণ করা যায় বা গ্রহণ করা হইয়াছে। [ঃ 'ভাড়াটে' বাড়ি।] যাহা বা যাহাকে ভাড়া দিয়া নিয়োগ করা যায় বা নিয়োগ করা হইয়াছে। [ঃ 'ভাড়াটে' কুলী।]

ভাঁড়ানো — ভণ্ডামির দ্বারা প্রতারণা করা। প্রতারণার উদ্দেশ্যে গোপন করা। [ঃ নাম 'ভাঁড়ানো'।]

ভাঁড়ামি, ভাঁড়ামো — (নিন্দায়) বিদূষক বা ভাঁড়ের মতো আচরণ বা কাজ।

ভাঁড়ার — যেখানে খাদ্য বা অন্য দ্রব্যাদি সঞ্চিত থাকে, ভাণ্ডার।

ভাঁড়ারী -- ভাঁড়ারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা ব্যক্তি।

ভাণ -- একরকম একাঙ্গ নাটক।

ভাণ্ড -- ভাঁড়, একরকম মাটির পাত্র। পাত্র।

ভাণ্ড — বাদ্যযন্ত্র। পুঁজি। দেহ।

ভাণ্ডার — ভাঁড়ার, মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখিবার গৃহ।

ভাণ্ডাররক্ষক, ভাণ্ডারী — ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

ভাণ্ডীর — বটগাছ। ভাঁট বা ঘেঁটু গাছ।

ভাত — দীপ্ত, উজ্জ্বল।

ভাত — সিদ্ধ চাউল, অন্ন। খাদ্য,

জীবিকা। [ঃ 'ভাতের' যোগাড়।] **ভাতে** — ভাতে সিদ্ধ। [ঃ বেগুন 'ভাতে'।] **ভাতে ভাত** – ভাত ও সিদ্ধ আলু, বেগুন ইত্যাদি। **ভাতে মারা** জীবিকা সংস্থানের উপায় বন্ধ করা।

ভাতা — কর্মচারীকে দেয় সাহায্য। অতিরিক্ত বেতন। **মহার্ঘ ভাতা, মাগ্‌গী ভাতা** দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেয় ভাতা।

ভাতা — (কবিতায়) দীপ্ত পাওয়া। [ঃ 'ভাতিবে', ঃ 'ভাতিল'।]

ভাতার (গ্রাম্য) স্বামী, ভর্তা। [ঃ মাগ 'ভাতার'।]

ভাতারী (গ্রাম্য গালিতে) নাগর বা স্বামীরূপে গ্রহণকারিণী। [ঃ খালো 'ভাতারী'।]

ভাতি — দীপ্তি ঔজ্জ্বল্য।

ভাতিজা ভাইপো।

ভাতিজী – ভাইঝি।

ভাদই ('ভাদুই' দেখ।)

ভাদর (কবিতায়) ভাদ্র।

ভাদুই ভাদ্রমাসে উৎপন্ন হয় এমন (ফসল)।

ভাদুরে, ভাদ্দুরে ভাদ্রমাসে জাত। ভাদ্রমাস সম্বন্ধে।

ভাদ্র বাংলা সনের পঞ্চম মাস।

ভাদ্রবউ, ভাদ্রবধূ, ভাদ্রবৌ ছোট ভাইয়ের বউ, ভ্রাতৃবধূ।

ভান – ছল, অভিনয় কৃত্রিম ভাবপ্রকাশ।

ভানা – শস্য হইতে তুষ বা খোসা ছাড়ানো। [ঃ ধান 'ভানা'।]

ভানানী — ('ভানারী' দেখ।)

ভানানো – অপরের দ্বারা ভানা। অপরের দ্বারা ভানা হইয়াছে এমন।

ভানারী — যে (স্ত্রী) ভানে।

ভানু — সূর্য। দীপ্তি।

ভানুনী – ('ভানারী' দেখ।)

ভানুমতী — দীপ্তিমতী। দুর্যোধনের পত্নী। ভোজরাজের কন্যা। **ভানুমতীর খেল** ইন্দ্রজাল, ভেল্কি, ভোজবাজি (ভোজরাজকন্যা ভানুমতী ইন্দ্রজালে পারদর্শিনী ছিলেন এই মূলে অর্থে)।

ভাপ, ভাপরা - বাষ্প। [ঃ 'ভাপে' সিদ্ধ, ঃ 'ভাপরা দেওয়া'।]

ভাপসা ('ভেপসা' দেখ।)

ভাপানো ভাপে সিদ্ধ করা। ভাপে সিদ্ধ। ভাপে সিদ্ধকরণ।

ভাব অস্তিত্ব, সত্তা, থাকার অবস্থা। [ঃ অভাব'।] মনের অবস্থা। [ঃ ভাবান্তর।] চিন্তা ভাবনা, ধারণা। অনুভূতির গাঢ়তা। সমাধিস্থ অবস্থা, তন্ময়তা। আদর্শ। বন্ধুতা ভালোবাসা। আচরণ ভঙ্গী। মানসিক অবস্থার প্রকাশিত বাহ্য রূপ। **ভাবে** প্রকারে, রূপে দিক দিয়া। [ঃ নানা ভাবে', ঃ সন্দেহ 'ভাবে'।] **ভাব করা** বন্ধুত্ব করা। প্রেম করা। বিবাদের শেষে পুনরায় বন্ধুতা করা। ভাবসূচক ভঙ্গী করা।

ভাবগত – চিন্তাগত, ধারণাগত। [ঃ 'ভাবগত পার্থক্য।]

ভাবগতিক প্রবণতাসূচক কাজ ও মনোভাব। ভবিষ্যৎ পরিণতিসূচক অবস্থা।

ভাবগম্ভীর ভাবের গভীরতা ও গুরুত্বের ফলে গম্ভীর।

ভাবগর্ভ — চিন্তাপূর্ণ, ভাবপূর্ণ।

ভাবগ্রাহী যে মর্ম বোঝে যে উপযুক্ত অর্থ গ্রহণ করে। স্ত্রী — **ভাবগ্রাহিণী**। বি — **ভাবগ্রাহিতা**।

ভাবঘন — ভাবের গাঢ়তায় মগ্ন, তন্ময়। চিন্তা ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ।

ভাবধারা — নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাস্রোত।

ভাবন — স্রষ্টা। [ঃ ভূত-'ভাবন' ভগবান্।]

ভাবনা — চিন্তা। দুশ্চিন্তা, উদ্‌বেগ।

ভাবনীয় — চিন্তনীয়, ভাবিবার যোগ্য। স্ত্রী — **ভাবনীয়া**।

ভাবপ্রবণ — অনুভূতির দ্বারা সহজে অভিভূত হয় এমন। বি — **ভাবপ্রবণতা**।

ভাববাদ — বস্তুবাদের বিপরীত মতবাদ, ভাব বা মনই সকল বস্তুর মূলে এই মতবাদ, 'আইডিয়ালিজ্‌ম্‌'।

ভাববাদী — ভাববাদে বিশ্বাসী। ভাববাদ সংক্রান্ত।

ভাববিলাস — বাস্তবতার প্রতি অবহেলা এবং চিন্তা ও অনুভূতির অগভীর আতিশয্য।

ভাববিলাসী — (নিন্দায়) বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য না দিয়া যে বা যাহা কেবল মনন ও অনুভূতির দিকে লক্ষ্য দেয়। [ঃ 'ভাববিলাসী' লোক, ঃ 'ভাববিলাসী' সাহিত্য।] বি - **ভাববিলাসিতা**।

ভাবভঙ্গী — আচরণ ও মনোভাবের লক্ষণ, রকম সকম ভাবগতিক।

ভাবা — চিন্তা করা, বিবেচনা করা। মনে করা, ধারণা করা, জ্ঞান করা। উদ্‌বিগ্ন হওয়া।

ভাবাত্মক ভাবপূর্ণ, ভাবময়। অস্তিত্ব মূলক, নঞর্থক নহে এমন 'পজিটিভ'। স্ত্রী - **ভাবাত্মিকা**।

ভাবানো — উদ্‌বিগ্ন করা, চিন্তিত করা।

ভাবান্তর — ভাবের পরিবর্তন, মনের অবস্থার পরিবর্তন। অন্য ভাব।

ভাবাবেশ — তীব্র অনুভূতির ফলে বিহ্বলতা। অনুভূতি ও চিন্তার ফলে অভিভূত অবস্থা।

ভাবাবিষ্ট — ভাবে বিহ্বল, ভাবে তন্ময়। স্ত্রী — **ভাবাবিষ্টা**। বি — **ভাবাবিষ্টতা**।

ভাবার্থ — তাৎপর্য, সারমর্ম।

ভাবালু — ভাবপ্রবণ, যে সহজেই ভাবে অভিভূত হয়। বি — **ভাবালুতা**।

ভাবিত - চিন্তিত, উদ্‌বিগ্ন। স্ত্রী **ভাবিতা**।

ভাবিনী — সুন্দরী নারী। পত্নী।

ভাবী — ভবিষ্যৎ। [ঃ 'ভাবী' কাল।] হবু, যে পরে হইবে। [ঃ 'ভাবী' পত্নী।]

ভাবী -- ভ্রাতৃবধূ, বউদিদি।

ভাবীজান, ভাবীসাহেবা মাননীয়া বউদিদি।

ভাবুক — চিন্তাশীল। ভাবগ্রাহী। [ঃ ভাবের 'ভাবুক'।]

ভাবুকতা — ভাবুকের গুণ অবস্থা বা স্বভাব।

ভাবুনে সজ্জাবিলাসী প্রসাধনপ্রিয়। রঙ্গপ্রিয়।

ভাবোচ্ছ্বাস অসংযত আনন্দ বা অনুভূতির প্রকাশ।

ভাবোদ্দীপক — যাহা চিন্তা ও অনুভূতির উদ্রেক করে প্রেরণাপূর্ণ।

ভাবোদ্দীপন, ভাবোদ্দীপনা - চিন্তা ও অনুভূতির উদ্রেক করণ। চিন্তা অনুভূতি ও উৎসাহ।

ভাবোন্মত্ত ভাবে পাগল। স্ত্রী — **ভাবোন্মত্তা**। বি - **ভাবোন্মত্ততা**।

ভাবোন্মাদ — ভাবের প্রাবল্যে আত্মবিস্মৃত, ভাবে বিহ্বল।

ভাবোন্মাদনা - ভাবের প্রাবল্যে আত্মবিস্মৃতি, ভাব বিহ্বলতা।

ভাবোন্মেষ — ভাবের উদ্রেক, চিন্তা ও অনুভূতির সঞ্চার।

ভাব্য — ভাবিবার যোগ্য, যাহা ভাবিতে হইবে, চিন্তা। বি — **ভাব্যতা**। স্ত্রী — **ভাব্যা**।

ভাম - খটাশতুল্য জন্তুবিশেষ।

ভামা, ভামিনী — কোপনা নারী। পত্নী।

ভায় — (কবিতায়) দীপ্তি পায়, প্রতিভাত

হয। (গ্রাম্য) ভালো লাগে।

ভায়রা, ভাযরাভাই স্ত্রীব ভগিনীপতি, শ্যালকাব স্বামী, শ্যালীপতি।

ভাযলেট — মিশ্রিত লাল ও নীল বেগনী।

ভায়া - ভাইযেব তুল্য ব্যক্তি।

ভাযাদ - জ্ঞাতি।

ভাব ওজন পবিমাণেব আধিক্যেব জন্য চাপ। [ঃ পুরু ভাব।] দুঃসহ অনুভূতি, দুঃখ দুশ্চিন্তা চাপ। [ঃ দুঃখেব ভাব ঃ ঋণেব ভাব।] কায সম্পাদনেব দাযিত্ব। [ঃ আদাযেব ভাব।] সমূহ একক পরিমাণ। [ঃ কেশ ভাব।] বোঝা। [ঃ ভাববাহী।] দুই প্রান্তে বোঝা ইত্যাদি ঝুলাইযা বহিবাব দণ্ড বাঁক। দুবহ, কষ্টসাধ্য। [ঃ টেবা ভাব।] সর্দি ইত্যাদিব জন্য বেদনাযুক্ত ভাব হইযাছে এমন। [ঃ মাথা ভাব।] অপ্রসন্নতাব ফলে গম্ভীব বেজাব। [ঃ মুখ ভাব।] ভাবী অধিক ওজনেব।

ভাবকেন্দ্র যে বিন্দুতে বস্তুব ভাবসাম্য ঘটে বস্তুব ভাবেব মধ্যবিন্দু।

ভাবগ্রস্ত ভাবাক্রান্ত দুর্বহ ভাবে নিষ্পিষ্ট। স্ত্রী ভাবগ্রস্তা।

ভারত ভাবতবর্ষ। (বর্তমানে) পাকিস্তান ছাড়া ভাবতবর্ষ। মহাভাবত। ভবতেব বংশধব জনমেজয যুধিষ্ঠিব অর্জুন।

ভাবতবর্ষ - পুবাণে বর্ণিত জম্বুদ্বীপেব অন্তর্গত নযটি বর্ষ বা দেশেব অন্যতম উত্তবে হিমালয এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্বে সমুদ্র দ্বাবা বেষ্টিত দেশ। (বাঁজর্ষি ঋষভদেবেব পুত্র ভবতেব নাম হইতে এই দেশেব এই নাম হইযাছে বলা হয।)

ভাবতবর্ষীয় - ভাবতবর্ষেব অধিবাসী। ভাবতবর্ষ সংক্রান্ত। স্ত্রী — **ভারতবর্ষীয়া**।

ভাবতী — সবস্বতী, বাণী, বাক্য। সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতেব উপাধি।

ভাবতীয় — ভাবতেব অধিবাসী। ভাবত সংক্রান্ত। স্ত্রী — **ভাবতীয়া**।

ভাববাহক, ভাববাহী — যে ভাব বহন করে।

ভাবযষ্টি দুই প্রান্তে ঝুলাইযা ভার বহিবাব লাঠি, বাঁক।

ভারসহ ভাব সহিতে পাবে এমন, মজবুত।

ভারবি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি।

ভাবা মঞ্চ। বাজমিস্ত্রীদেব বসিযা কাজ কবাব জন্য ব্যবহার্য মাচা।

ভাবা — এক নৌকায বা গাড়িতে যতখানি ধবে এমন পবিমাণ। [ঃ এক ভাবা', ঃ ভাবা ভাবা।]

ভাবাক্রান্ত ভাবে বা দুর্বহতায কাতব। [ঃ বেদনা 'ভাবাক্রান্ত।] স্ত্রী — **ভাবাক্রান্তা**।

ভাবাতুব ভাবে বা দুর্বহতায কাতব। স্ত্রী ভাবাতুবা।

ভাবার্পণ ভাব প্রদান, দাযিত্ব ন্যস্ত কবণ।

ভাবার্পিত যাহাব উপব ভাব ন্যস্ত কবা হইযাছে।

ভাবিভুরি — গর্ব, জাক, আড়ম্বব।

ভাবি গুরুভাব ওজনে বেশী এমন। অত্যন্ত খুব, বেশী। [ঃ 'ভাবি' সুন্দব।] বেজাব, অপ্রসন্নতায গম্ভীব। সর্দি ইত্যাদিব জন্য বেদনা বা অস্বস্তি বোধ হইতেছে এমন।

ভাবিক্কি — গুম্ভীব, মুরুব্বীর তুল্য, বাশভাবী।

ভারী — ('ভাবি' দেখ।)

ভাবী - ভাববাহক। বাঁকের সাহায্যে যে ভার বহে।

ভারুই -- একরকম পাখী, ভরতপক্ষী।

ভার্গব — ভৃগুর পুত্র, পরশুরাম। শুক্রাচার্য। স্ত্রী. — **ভার্গবী**।

ভার্যা, ভার্য্যা — পত্নী, স্ত্রী।

ভাল ললাট, কপাল। অদৃষ্ট, ভাগ্য।

ভাল – ('ভালো' দেখ।)

ভালবাসা ('ভালোবাসা' দেখ।)

ভালমন্দ (ভালোমন্দ দেখ।)

ভালুক – ('ভল্লুক' দেখ।)

ভালো -- উত্তম, সদ্‌গুণযুক্ত। [ঃ ভালো' ছেলে।] শুভ। [ঃ ভালো' দিন।] আনন্দদায়ক। [ঃ'ভালো' খবর।] প্রশংসনীয়, হিতকর। [ঃ ভালো কাজ।] সুস্থ। [ঃ'ভালো' আছি।] নিরীহ, শান্ত। [ঃ'ভালো' মানুষ।] সৎ, সাধু। [ঃ ভালো লোক।] নিপুণ। [ঃঅংকে 'ভালো'।] সুন্দর। [ঃ 'ভালো' চেহারা।] শোভন। [ঃ ভালো দেখায় না।] হিংসা দ্বেষ বা ক্ষতি করিবার ইচ্ছা নাই এমন। [ঃ ভালো' মনে।] সম্মতিসূচক শব্দ, আচ্ছা বেশ। [ঃ 'ভালো', তাই হবে।] বিরক্তিসূচক শব্দ, আচ্ছা। [ঃ'ভালো' বিপদ '] হিত কল্যাণ, মঙ্গল। [ঃতোমার 'ভালো' হ'ক, ঃ ভালোর' জন্য।] কাজের প্রয়োজনীয়। ['ভালো' কথা মনে পড়েছে।] **ভালো কথা** — সৎপরামর্শ। কাজের কথা। **ভালো করা** সুস্থ করা, নিরাময় করা। উপকার করা। **ভালো করিয়া, ভালো ক'রে** — উত্তম রূপে, যথেষ্ট পরিমাণে খুব করিয়া। **ভালোয় ভালোয়** — নিরাপদ অবস্থায়, নির্বিঘ্নে। **ভালো রে ভালো** — অপ্রত্যাশিত অকৃতজ্ঞত বা অবাঞ্ছনীয় ঘটনার জন্য খেদ সূচক উক্তি। **ভালো লাগা** — পছন্দ হওয়া। সুস্বাদ বোধ করা। **ভালো হওয়া** – সারিয়া উঠা, নিরাময় হওয়া। দুষ্ট স্বভাব পরিত্যাগ করা। উত্তম বা পছন্দসই হওয়া।

ভালোবাসা — স্নেহ করা, অনুরক্ত হওয়া, প্রেমে আবদ্ধ হওয়া। [ঃছেলেকে ভালোবাসা, ঃ দেশকে ভালোবাসা'; ঃ স্ত্রীকে 'ভালোবাসা।] পছন্দ করা। [ঃ ফুল ভালোবাসা'।] প্রীতি, মমতা, স্নেহ, প্রণয়, প্রেম অনুরাগ।

ভালোমন্দ ভালো ও খারাপ। শুভ ও অশুভ। অজ্ঞাত ক্ষতিকর ঘটনা। [ঃ ভালোমন্দ কিছু ঘটলে।]

ভাল্‌ব্ একরকম যন্ত্র যাহাতে বাতাস ইত্যাদি একদিক হইতে ঢুকানো যায় কিন্তু বিপরীত দিক হইতে যায় না। [ঃসাইকেলের চাকার ভাল্‌ব্।]

ভাল্লুক (ভল্লুক' দেখ।)

ভাশুর – স্বামীর দাদা।

ভাশুরপো স্বামীর দাদার ছেলে।

ভাশুরঝি স্বামীর দাদার মেয়ে।

ভাষ উক্তি, কথন। [ঃপ্রাক 'ভাষ'।]

ভাষণ উক্তি কথন। বক্তৃতা। [ঃ 'ভাষণ' দেওয়া।]

ভাষা – বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে প্রচলিত মনোভাব প্রকাশের জন্য শব্দাবলী ও সেই সকল শব্দের প্রয়োগবিধি। [ঃ ইংরেজী 'ভাষা ঃ বাংলা 'ভাষা'।] একই ভাষার বিভিন্ন রূপ শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদির ধরন। [ঃ পণ্ডিতী 'ভাষা'; ঃ বঙ্কিমী 'ভাষা।] সংস্কৃত ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষা। মনোভাব প্রকাশক উক্তি বা হাবভাব। [ঃতাহার সর্বাঙ্গে বিজ্ঞাপনের 'ভাষা'।] **কথ্য ভাষা, চলতি ভাষা** — যে ধরনের ভাষায় সচরাচর

লোকে কথা বলে। **মৃত ভাষা** — যে ভাষায় লোকে কথাবার্তা বলে না বা বর্তমানে সাধারণত পুস্তকাদি রচনা করে না। **লেখ্য ভাষা, সাধু ভাষা** — পুস্তকাদি রচনায় ব্যবহৃত হয় কিন্তু লোকে কথাবার্তায় ব্যবহার করে না এমন ভাষা বা ভাষার রূপ।

ভাষাতত্ত্ব — ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বিদ্যা।

ভাষাতাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত। ভাষাতত্ত্বে পণ্ডিত।

ভাষাতীত — ভাষায় প্রকাশ বা বর্ণনা করা যায় না এমন ভাষায় অবর্ণনীয়।

ভাষান্তর — এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় পরিবর্তন, অনুবাদ, তরজমা।

ভাষান্তরিত — যাহার ভাষান্তর করা হইয়াছে এমন, অনূদিত।

ভাষাবিৎ, ভাষাবিদ্‌ — যে ভাষা জানে। যে বহু ভাষা জানে। ভাষাতাত্ত্বিক।

ভাষিক — ভাষা সংক্রান্ত।

ভাষিত — কথিত, উক্ত, বলা হইয়াছে এমন। উক্তি।

-ভাষী — 'যে বলে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মৃদু-'ভাষী'; ঃ মধুর-'ভাষী'।] স্ত্রী. — **-ভাষিণী।**

ভাষ্য — সূত্রের ব্যাখ্যা। বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা। [ঃ শঙ্কর 'ভাষ্য'।]

ভাষ্যকার — যিনি ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করেন।

ভাস — দীপ্তি। বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার।

ভাসন্ত — ভাসিয়া আছে এমন, ভাসমান।

ভাসমান — ভাসন্ত। দীপ্তিমান।

ভাসা — জলীয় বা বায়বীয় পদার্থের উপর হালকাভাবে থাকা বা সঞ্চরণ করা। [ঃ জলে 'ভাসা'; ঃ হাওয়ায় 'ভাসা'।] প্লাবিত হওয়া। [ঃ দেশ 'ভেসে' গেল।] স্রোতের টানে চলিয়া যাওয়া। [ঃ খড়কুটার মতো 'ভেসে' গেল।]

ভসান — জলে প্রতিমা বিসর্জন। মনসা ইত্যাদি সংক্রান্ত একরকম গান। [ঃ মনসার 'ভাসান' গাওয়া।]

ভাসানো — কোন কিছুকে জল বায়ু ইত্যাদির উপর হালকাভাবে রাখা বা সঞ্চালিত করা। [ঃ নৌকা 'ভাসানো'।] প্লাবিত করা। স্রোতের বেগে উধাও করা। ভাসায় এমন। [ঃ বুক-'ভাসানো' কান্না।] প্লাবিত করা হইয়াছে এমন। [ঃ বন্যায় 'ভাসানো' দেশ।] জল বাতাস ইত্যাদির উপর ভাসমান করা হইয়াছে এমন। প্লাবিত করণ। ভাসমান করণ।

ভাসুর, ভাসুরপো, ভাসুরঝি — ('ভাশুর', 'ভাশুরপো' ও 'ভাশুরঝি' দেখ।)

ভাস্কর — সূর্য। তক্ষণশিল্পী, পাথর ইত্যাদি কাটিয়া কুঁদিয়া যে মূর্তি রচনা করে।

ভাস্কর্য, ভাস্কর্য্য — ভাস্করের কাজ, তক্ষণশিল্প, পাথর ইত্যাদি কাটিয়া কুঁদিয়া মূর্তি রচনা।

ভাস্করাচার্য, ভাস্করাচার্য্য — প্রাচীনকালের বিখ্যাত জ্যোতিষী।

ভাস্বর — উজ্জ্বল, দীপ্তিশীল। বি. — **ভাস্বরতা।**

ভাস্বতী — উজ্জ্বলা, দীপ্তিমতী।

ভিক্ষা — পাইবার উদ্দেশ্যে কাতর অনুরোধ, যাচ্ঞা, প্রার্থনা। [ঃ ক্ষমা-'ভিক্ষা'।] দরিদ্রকে দেয় খাদ্য অর্থ ইত্যাদি। [ঃ 'ভিক্ষা' দাও মা।]

ভিক্ষাচর্যা, ভিক্ষাচর্য্যা — ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষার কাজ।

ভিক্ষাজীবী — ভিক্ষার দ্বারা যে জীবিকা উপার্জন করে। স্ত্রী. — **ভিক্ষাজীবিনী।**

ভিক্ষান্ন — ভিক্ষায় পাওয়া খাদ্য।

ভিক্ষাপাত্র — ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গ্রহণের পাত্র।

ভিক্ষাপুত্র — উপনয়নকালে ভিক্ষা গ্রহণের ফলে পুত্রতুল্য হইয়াছে এমন দ্বিজকুমার।

ভিক্ষাপ্রার্থী — ভিক্ষার্থী, যে ভিক্ষা চায়। স্ত্রী. — **ভিক্ষাপ্রার্থিনী।**

ভিক্ষাবৃত্তি — ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, ভিক্ষা করিবার পেশা।

ভিক্ষামা, ভিক্ষামাতা — উপনয়নকালে ভিক্ষাদানের ফলে মাতৃতুল্যা হইয়াছে এমন নারী।

ভিক্ষার্থী — যে ভিক্ষা চায়, ভিক্ষাপ্রার্থী। স্ত্রী. — **ভিক্ষার্থিনী।**

ভিক্ষু — বানপ্রস্থাবলম্বী সন্ন্যাসী। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ভিক্ষাকারী। স্ত্রী. — **ভিক্ষুণী।**

ভিক্ষুক — ভিক্ষা করা যাহার পেশা, ভিখারী। স্ত্রী. — **ভিক্ষুকী।**

ভিখ — (কথ্য ও গ্রাম্য) ভিক্ষা।

ভিখারী, ভিখিরী — ভিক্ষুক, ভিক্ষোপজীবী। স্ত্রী. — **ভিখারিনী, ভিখারিণী।**

ভিজা — সজল হওয়া, সিক্ত হওয়া। [ঃজলে 'ভিজা'।] করুণা বোধ করা, কোমল হওয়া। সিক্ত, সজল। **ভিজা বেড়াল** — দেখিতে নিরীহ কিন্তু দুষ্ট এমন ব্যক্তি।

ভিজানো — সিক্ত করা, সজল করা। সদয় বা কোমল করা। [ঃমন 'ভিজানো'।] সিক্ত করা বা জলে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে এমন। [ঃ'ভিজানো' ছোলা।] যাহা ভিজায় বা যাহাতে ভিজানো হইয়াছে এমন। [ঃ'মন-'ভিজানো' কথা; ঃ ছোলা-'ভিজানো' জল।]

ভিজিট — পরিদর্শক হিসাবে আগমন, পরিদর্শন। [ঃস্কুল-পরিদর্শক স্কুল 'ভিজিট' করবেন।] বাড়িতে আসিয়া রোগী দেখিবার জন্য চিকিৎসককে দেয় অর্থ, দর্শনী, ফী।

ভিজে — ভিজা, সিক্ত। কোমল।

ভিটকাল — ভণ্ড, ধোকাবাজ।

ভিটকিলামি, ভিটকিলি, ভিটকিলিমি ভণ্ডামি, ধোকা, রোগের ভান।

ভিটকেল — ('ভিটকাল' দেখ।)

ভিটা — পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত গৃহ নির্মাণের উপযোগী উঁচু জমি, বাস্তু। **ভিটায় ঘুঘু চরানো** — বাস্তু হইতে বিতাড়িত করিয়া বাসগৃহ ধ্বংস করা। সর্বস্বান্ত করা।

ভিটামাটি — যে জমির উপর পুরুষানুক্রমে বাসগৃহ নির্মিত হয়, ভিটার জমি। **ভিটামাটি উৎসন্ন করা** — সর্বস্বান্ত করা। **ভিটামাটি উৎসন্ন হওয়া, ভিটামাটি সব যাওয়া** — সর্বস্বান্ত হওয়া।

ভিটামিন — খাদ্যের জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক উপাদান, খাদ্যপ্রাণ।

ভিটে, ভিটেমাটি — ('ভিটা' ও 'ভিটামাটি' দেখ।)

ভিড় — বহু ব্যক্তি ইত্যাদির বিশৃঙ্খল সমাবেশ। [ঃলোকের 'ভিড়'; ঃ চিন্তার 'ভিড়'; ঃ 'ভিড়' হওয়া।] **ভিড় করা** — বহু ব্যক্তি ইত্যাদি বিশৃঙ্খলভাবে একসঙ্গে আসা।

ভিড়া — যুক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া। [ঃতীরে তরী 'ভিড়েছে'।] (নিন্দায়) যোগ দেওয়া। [ঃদলে 'ভিড়েছে'।]

ভিড়ানো — সংলগ্ন করা। [ঃতরী তীরে 'ভিড়ানো'।] (নিন্দায়) যোগ দেওয়ানো [ঃ দলে 'ভিড়ানো'।]

ভিত — ভিত্তি, বনিয়াদ। [ঃবাড়ির 'ভিত'।] দিক। [ঃচারি 'ভিতে'।]

ভিতর — মধ্য, অভ্যন্তর। [ঃবাড়ির 'ভিতরে'; ঃ 'ভিতর' ও বাহির।] মধ্যে অভ্যন্তরে। [ঃবাড়ির 'ভিতর'।] মধ্যবর্তী। [ঃ'ভিতর' বাড়ি।] মন

[ঃ 'ভিতরে' এক, বাহিরে আর।] গোপনীয় অবস্থা বা বিষয়। [ঃ 'ভিতরের' খবর।] **ভিতরের কথা** — আসল অবস্থা, গোপন করা হইয়াছে এমন সত্য। **ভিতরে ভিতরে** — অপ্রকাশ্যভাবে, গোপনে, তলে তলে।

ভিতরকার — ভিতরের। আসল অবস্থার।

ভিতরবাড়ি, ভিতরবাড়ী — অন্তঃপুর, অন্দরমহল।

ভিত্তি — ভিত, বুনিয়াদ। [ঃ গৃহের 'ভিত্তি'-স্থাপন।] মূল কারণ, নির্ভরযোগ্যতা, বাস্তবতা। [ঃ 'ভিত্তি'-হীন সংবাদ।]

ভিত্তিপ্রস্তর — ভিত্তি স্থাপনের স্মারক প্রস্তর-ফলক।

ভিত্তিমূল — ভিতের নিম্নতম অংশ।

ভিত্তিস্থাপন — গৃহনির্মাণের আগে ভিত্তি রচনা করিবার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

ভিত্তিহীন — অসত্য, বাস্তবের সহিত সম্পর্কহীন, অমূলক। বি. — **ভিত্তিহীনতা।**

ভিদ্যমান — যে ভেদ করিতেছে। যাহাকে ভেদ করা হইতেছে।

ভিন — ভিন্ন, অন্য, অপর। [ঃ 'ভিন' গ্রাম।]

ভিন্দিপাল — প্রাচীনকালের একরকম যুদ্ধাস্ত্র যাহা নিক্ষেপ করা হইত।

ভিন্ন — ভেদ করা হইয়াছে এমন, খণ্ডিত, বিদীর্ণ। [ঃ ছিন্ন-'ভিন্ন'।]

ভিন্ন — অন্য, অপর, পৃথক। [ঃ 'ভিন্ন' রকম; ঃ 'ভিন্ন' ব্যক্তি।] বি. — **ভিন্নতা।**

ভিন্ন ভিন্ন — পৃথক পৃথক, নানারকম।

ভিন্ন — ব্যতীত, ছাড়া, বিনা। [ঃ তুমি 'ভিন্ন' কেহ পারে না।]

ভিন্নজাতীয় — এক শ্রেণীর বা জাতির নহে এমন। বি. — **ভিন্নজাতীয়তা।**

ভিন্নরুচি — বিভিন্ন বা অন্য রুচি আছে এমন। [ঃ 'ভিন্নরুচি' লোক।] বি. — **ভিন্নরুচিতা।**

ভিমরুল — একরকম বোলতা জাতীয় পতঙ্গ যাহা কামড়ায়, ভৃঙ্গরোল।

ভিয়ান — মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাক।

ভিরকুটি — অযথা কসরত, অকারণ জটিলতা সৃষ্টি।

ভিরমি — মূর্ছা। [ঃ 'ভিরমি' লাগা।]

ভিষক্, ভিষক — কবিরাজ, চিকিৎসক।

ভিসা — বিদেশে প্রবেশের ছাড়পত্র। ছাড়পত্র।

ভিস্তি — জল বহিবার চামড়ার থলে।

ভিস্তি, ভিস্তিওয়ালা, ভিস্তী — ভিস্তিতে করিয়া যে জল বহে, জলবাহক।

ভীড় — ('ভিড়' দেখ।)

ভীত — ভয় পাইয়াছে এমন, আতঙ্কিত, ভয়গ্রস্ত। স্ত্রী. — **ভীতা।**

ভীতি — ভয়, ত্রাস, আতঙ্ক। ভয়ের কারণ।

ভীতিগ্রস্ত — ভয় পাইয়াছে এমন, আতঙ্কিত, ভীত। স্ত্রী. — **ভীতিগ্রস্তা।**

ভীতিজনক, ভীতিপ্রদ — ভয়ের সঞ্চার করে এমন, ভয়ংকর।

ভীতিপ্রদর্শন — অনিষ্ট করিবে বলিয়া শাসানি।

ভীতিবিহ্বল — ভয়ে অভিভূত, ভয়ে জড়সড়। স্ত্রী. — **ভীতিবিহ্বলা।** বি. — **ভীতিবিহ্বলতা।**

ভীতু — যে সহজে ভয় পায়, কাপুরুষ।

ভীম — ভীষণ, ভয়ংকর, প্রচণ্ড। [ঃ 'ভীম'-দর্শন।] স্ত্রী. — **ভীমা।**

ভীম — ('ভীমসেন' দেখ।)

ভীমকান্ত — দেখিতে ভয়ংকর অথচ সুন্দর। [ঃ 'ভীমকান্ত' রূপ।]

ভীমদর্শন — দেখিলে ভয় হয় এমন, ভীষণদর্শন, ভয়ংকর চেহারার। স্ত্রী. — **ভীমদর্শনা**।

ভীমনাদ — যাহার শব্দ বা গর্জন ভয়ঙ্কর। ভীষণ গর্জন।

ভীমপলশ্রী, ভীমপলাশী — (সংগীতে) একরকম রাগিণী বিশেষ।

ভীমবাহু — যাহার বাহুতে প্রচণ্ড শক্তি।

ভীমরতি — বার্ধক্যের জন্য বুদ্ধিভ্রংশ। [ঃ 'ভীমরতি' হওয়া।] **ভীমরতি ধরা** — ভীমরতি হওয়া।

ভীমরুল — ('ভিমরুল' দেখ।)

ভীমসেন — দ্বিতীয় পাণ্ডব, বৃকোদর।

ভীরু — যে সহজে ভয় পায়, সাহস নাই এমন, ভীতু, কাপুরুষ। বি. — **ভীরুতা**।

ভীল — একজাতীয় ভারতীয় আদিম অধিবাসী।

ভীষণ — ভয়ংকর, ভীতিপ্রদ। অত্যন্ত, খুব। [ঃ 'ভীষণ' ভালো; ঃ 'ভীষণ' শীত।] বি. — **ভীষণতা**। স্ত্রী. — **ভীষণা**।

ভীষণদর্শন — দেখিতে ভয়ংকর এমন। স্ত্রী. — **ভীষণদর্শনা**।

ভীষ্ম, ভীষ্মদেব — শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জ্যেঠা, দেবব্রত। **ভীষ্মের পণ** — কঠিন বিষয়-সাধনেও অটল সংকল্প। (পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভীষ্ম সিংহাসন গ্রহণ করিবেন না এবং বিবাহ করিবেন না এইরূপ শপথ করিয়াছিলেন।)

ভুঁই — ভূমি। ভূমিতে জাত। [ঃ 'ভুঁই'-কুমড়া।]

ভুঁইকুমড়া — একজাতীয় গাছ যাহা কবিরাজী ঔষধে লাগে, ভূমিকুষ্মাণ্ড।

ভুঁইচাপা — একরকম ফুল।

ভুঁইফোড় — মাটি ফুঁড়িয়া অকস্মাৎ উঠিয়াছে এমন। হঠাৎ বড়লোক। হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এমন। [ঃ 'ভুঁই-ফোড়' লেখক।]

ভুঁইয়া — প্রাচীন বড় জমিদার, ভৌমিক। বাঙালীর উপাধি বিশেষ।

ভুঞা — ('ভুয়া' দেখ।)

ভুক্ত — যাহা খাওয়া হইয়াছে, ভক্ষিত। [ঃ 'ভুক্ত' দ্রব্য।] যে খাইয়াছে। [ঃ 'ভুক্ত' ও অভুক্ত সকলেই।]

-ভুক্ত — 'অন্তর্গত' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দল-'ভুক্ত'।] স্ত্রী — **-ভুক্তা**।

ভুক্তভোগী — কোনও বিষয়ে কষ্টকর অভিজ্ঞতা আছে এমন। [ঃ এ ব্যাপারে আমি 'ভুক্তভোগী'।] স্ত্রী. **ভুক্তভোগিনী**।

ভুক্তাবশিষ্ট — ভোজনের বা ভোগের পরে অবশিষ্ট।

ভুক্তাবশেষ — ভোজনের বা ভোগের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, উচ্ছিষ্ট।

ভুক্তি — ভোগ, দখল, অন্তর্গত করণ বা অন্তর্গত অবস্থা। [ঃ দল-'ভুক্তি'।] প্রাচীন হিন্দু সাম্রাজ্যের অঞ্চল, প্রদেশ। [ঃ দণ্ড-'ভুক্তি'; ঃ তীর-'ভুক্তি'।]

ভুখ — ক্ষুধা, বুভুক্ষা। **ভুখামিছিল** — ('ভুখামিছিল' দেখ।)

ভুখা — ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত।

ভুখামিছিল — ক্ষুধিত মানুষের শোভাযাত্রা।

ভুগা — কষ্ট ভোগ করা, কষ্ট পাওয়া [ঃ পাপের ফল 'ভুগছি'।] রুগ্ন থাকা [ঃ অনেকদিন 'ভুগেছে'।]

ভুগানো — ('ভোগানো' দেখ।)

ভুজ — হাত, বাহু। [ঃ 'ভুজ'-বল; ঃ দশ 'ভুজা'।] (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রের সীমা সূচক সরলরেখা। [ঃ ত্রি-'ভুজ'; 'চতুর্ভুজ'।]

ভুজগ — সাপ। সর্প। স্ত্রী. — **ভুজগী।**
ভুজংগ — সাপ। স্ত্রী. — **ভুজংগী, ভুজংগিনী।**
ভুজংগপ্রয়াত — বারো অক্ষরের একরকম ছন্দ।
ভুজংগম — সাপ। স্ত্রী. — **ভুজংগমী।**
ভুজপাশ — বাহুর বন্ধন।
ভুজবন্ধন — বাহুর বাঁধন।
ভুজবল — বাহুবল, বিক্রম, সামরিক শক্তি।
-ভুজা — বাহুর অধিকারিণী অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দশ-'ভুজা'।]
ভুজা — (গ্রাম্য) মুড়ি।
-ভুজি — ভাজার সহচারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [ঃ ভাজা-'ভুজি'।]
ভুক্তিত — যাহা ভোগ করা হইয়াছে। স্ত্রী. — **ভুক্তিতা।**
ভুঞ্জা — (কবিতায়) ভোগ করা। [ঃ 'ভুঞ্জিল'; ঃ 'ভুঞ্জিব'।]
ভুটভাট, ভুটভুট — অজীর্ণতার ফলে পেটের ভিতরের শব্দ।
ভুটান — ভারতের উত্তরপূর্বতী হিমালয়স্থ একটি দেশ।
ভুট্টা — একরকম শস্য, মকাই।
ভুড়ভুড় — বুদ্‌বুদের শব্দ।
ভুড়ভুড়ি — বুদ্‌বুদ।
ভুঁড়ি — বড় পেট, উদরের উপর বর্ধিত মেদ।
ভুঁড়িওয়ালা, ভুঁড়ো — যাহার ভুঁড়ি আছে এমন।
ভুতি, ভুতুড়ি — কাঁঠাল ইত্যাদির ভিতরের অখাদ্য নরম অংশ।
ভুতুড়ে — ভূত প্রেত সংক্রান্ত। আজগুবি ও অদ্ভুত। যে ভূত লইয়া কাজ করে, ভূতের ওঝা।
ভুঁদো — (ভোঁদা দেখ।) স্ত্রী. — **ভুঁদী।**
ভুনিখিচুড়ি — ঈষৎ ভাজা চাল ডাল হইতে প্রস্তুত খিচুড়ি।
ভুবন — জগৎ, লোক। [ঃ ত্রি-'ভুবন'।] পৃথিবী।
ভুবনজয়ী — বিশ্বজয়ী, পৃথিবীজয়ী।
ভুবনমোহন — সকলকে মুগ্ধ করিবার উপযুক্ত। স্ত্রী. — **ভুবনমোহিনী।**
ভুবনেশ্বর — পৃথিবীপতি। বিশ্বপতি। উড়িষ্যার একটি তীর্থ। ঐ তীর্থের বিখ্যাত শিববিগ্রহ।
ভুবনেশ্বরী — পৃথিবীর ঈশ্বরী, বিশ্বের ঈশ্বরী। দুর্গা, দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।
ভুবর্লোক — পুরাণে বর্ণিত সপ্তস্বর্গের অন্যতম। অন্তরীক্ষ, আকাশ।
ভুয়া, ভুয়ো — ভিত্তিহীন, অন্তঃসারশূন্য, মিথ্যা, শূন্যগর্ভ। [ঃ 'ভুয়ো' খবর।]
ভুরভুর — মিষ্ট গন্ধের প্রাচুর্য ও বিস্তার-সূচক অনুকার।
ভুরা — একরকম ময়লা নিকৃষ্ট চিনি।
ভুরু — ভ্রূ, চোখের উপরের ও কপালের নীচের চুলের রেখা।
ভুল — ভ্রম, ভ্রান্তি। [ঃ কাজে 'ভুল'।] অশুদ্ধতা। [ঃ বানান-'ভুল'।] বিবেচনা-হীনতা অসাবধানতা বা বিস্মরণের জন্য ত্রুটি। [ঃ টাকা নিতে 'ভুল' হয়েছে।] ভ্রান্ত, ভ্রমাত্মক। [ঃ 'ভুল' ধারণা।] অজ্ঞানতা বিবেচনাহীনতা বা অসতর্কতার ফলে ত্রুটিযুক্ত। [ঃ 'ভুল' ছাপা।] **ভুল ভাঙা** — ভুল ধারণা দূর করা বা হওয়া।
ভুলচুক, ভুলভ্রান্তি — ভুল ও ঐ ধরনের দোষ-ত্রুটি।
ভুলা — বিস্মৃত হওয়া। [ঃ তোমায় 'ভুলিনি'।] মুগ্ধ হওয়া। [ঃ রূপ দেখে 'ভুলে' গেছে।]
ভুলানো — মুগ্ধ করা। [ঃ মন 'ভুলানো'।]

বিস্মৃত করানো। [ঃ বাবার নাম 'ভুলিয়েছে'।] যাহা দিয়া ভুলানো যায় এমন। [ঃ ছেলে-'ভুলানো' ছড়া; ঃ জগৎ-'ভুলানো' রূপ।]

ভুলো — প্রায়ই বিস্মৃত হয় বা ভুল করে এমন। [ঃ 'ভুলো' মন; ঃ 'ভুলো' লোক।]

ভুষি — শস্যের খোসা।

ভুস — জল ইত্যাদির নীচ হইতে হঠাৎ ভাসিয়া উঠিবার শব্দ।

ভুসভুস — (মৃদুতায়) ভস ভস।

ভুসভুসে — (মৃদুতায়) ভসভসে।

ভুসা — ধোঁয়ার সহিত যে কয়লার কণা উঠিয়া হাঁড়ি ইত্যাদির তলায় জমে। **ভুসাকালি** — ভুসা হইতে প্রস্তুত একরকম কালি।

ভুসি — ('ভুষি' দেখ।)

ভুসুড়ি — কাঁঠালের ভুতি। **ভুসুড়ি ভাঙা** — প্রচুর পরিমাণে করা। [ঃ গল্পের 'ভুসুড়ি' ভাঙা।]

ভুসো — ('ভুসা' দেখ।)

ভূ — পৃথিবী। স্থল, ভূমি। [ঃ 'ভূ'-ভাগ।]

ভূঁই — ('ভুঁই' দেখ।)

ভূঁইয়া — ('ভুঁইয়া' দেখ।)

ভূকম্প, ভূকম্পন — ('ভূমিকম্প' দেখ।)

ভূগর্ভ — মাটির ভিতরের স্থান, পৃথিবীর অভ্যন্তর।

ভূগর্ভস্থ — ভূগর্ভে বা মাটির নীচে আছে এমন। [ঃ 'ভূগর্ভস্থ' সম্পদ্।]

ভূগোল — পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবরণ।

ভূগোলক — পৃথিবীর বর্তুলাকার মানচিত্র, গ্লোব।

ভূচর — স্থলচর। [ঃ 'ভূচর'-খেচর।]

ভূচ্ছায়া — পৃথিবীর ছায়া যাহা গ্রহণের সময়ে চাঁদের উপর পড়ে।

ভূত — যাহা হইয়া গিয়াছে, অতীত। [ঃ 'ভূত'-ভবিষ্যৎ।] প্রেত। দেবযোনি বিশেষ, শিবের অনুচর। প্রাচীন ভারতীয় মত অনুসারে বস্তুর মূল ও উপাদান। [ঃ পঞ্চ-'ভূত'।] প্রাণী, জীবন। [ঃ সর্ব-'ভূতে'।] অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। [ঃ পাঁচ 'ভূতে' লুটে খাবে।] **ভূতের বেগার খাটা, ভূতের বোঝা বওয়া** — বিনা লাভে অতিশয় কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করা। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ** — কাজে অতিশয় বিশৃংখলা। **ঘাড়ে ভূত চাপা** — লাভজনক নয় এমন কাজের নেশায় পাওয়া।

ভূতচতুর্দশী, ভূতচতুর্দ্দশী — কার্তিক মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী।

ভূতগ্রস্ত — যাহাকে ভূতে ধরিয়াছে এমন।

ভূতত্ত্ব — পৃথিবীর উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ক বিদ্যা।

ভূতনাথ — শিব, মহাদেব।

ভূতভাবন — সৃষ্টিকর্তা। শিব।

ভূতযজ্ঞ — জীবকে খাদ্যদান রূপ যজ্ঞ।

ভূতযোনি — প্রেতজন্ম। ভূত প্রেত।

ভূতল — ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরের মাটি।

ভূতশুদ্ধি — মন্ত্রের দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূতের শোধন।

ভূতাত্ত্বিক — ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত। ভূতত্ত্বে পণ্ডিত।

ভূতাবিষ্ট — যাহাকে ভূতে ধরিয়াছে, ভূতগ্রস্ত। স্ত্রী. — **ভূতাবিষ্টা**।

ভূতি — অণিমা ইত্যাদি অষ্ট যোগলব্ধ ঐশ্বর্য, বিভূতি। উৎপত্তি।

ভূতুড়ে — ('ভুতুড়ে' দেখ।)

ভূতেশ — শিব।

ভূধর — পর্বত।

ভূপ, ভূপতি — রাজা।

ভূপতিত — মাটিতে পড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ভূপতিতা**।

ভূপাতিত — মাটিতে ফেলা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ভূপাতিতা**।
ভূপাল — রাজা, দেশের শাসক।
ভূপালী — (সংগীতে) একরকম রাগিণী।
ভূভাগ — স্থলভাগ।
ভূভার — পৃথিবীর পাপভার। [ঃ 'ভূভার'-হরণ।]
ভূভারত — সমগ্র পৃথিবী। [ঃ 'ভূ-ভারতে' নাই।]
ভূম — ভূমি। [ঃ বীর-'ভূম'; ঃ "বালারুণ-কিরণ 'ভূমে' পতিত হইয়াছে।"]
ভূমণ্ডল — পৃথিবী।
ভূমা — বহুত্ব, পূর্ণ বিরাটত্ব, সর্বব্যাপিতা। মহান্, বিরাট্, সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণ।
ভূমানন্দ — সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে জানার আনন্দ। সকলের বা বহুর সহিত ঐক্যবোধের আনন্দ।
ভূমি — ভূপৃষ্ঠ, মাটি। ক্ষেত্র, জমি। [ঃ কৃষি-'ভূমি'।] জায়গা, স্থান, স্থল। [ঃ জন্ম-'ভূমি'; রণ-'ভূমি'।] মেঝে। [ঃ 'ভূমি'-তলে শয়ান।]
ভূমিকম্প — ভূপৃষ্ঠের কম্পন।
ভূমিকা — বক্তব্য বিষয়ের সূচনা, মুখবন্ধ। নাটকীয় পাত্রপাত্রীর অভিনয়ের অংশ। [ঃ দশরথের 'ভূমিকায়' অভিনয়; ঃ 'ভূমিকা' গ্রহণ।] কোনও বিষয়ে প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয়। [ঃ বাংলা সাহিত্যের 'ভূমিকা'।] চিত্তের অবস্থা বিশেষ। [ঃ বেদান্তে বর্ণিত পঞ্চ-'ভূমিকা'।]
ভূমিকুষ্মাণ্ড — ভুঁইকুমড়া।
ভূমিচম্পক — একরকম ফুল, ভুঁইচাঁপা।
ভূমিজ — ভূমি হইতে জাত, জমি হইতে উৎপন্ন। [ঃ 'ভূমিজ' সম্পদ্।] স্ত্রী. — **ভূমিজা**। [ঃ 'ভূমিজা' সীতা।]
ভূমিজীবী — জমির সাহায্যে যে জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষক। জমিদার।
ভূমিতল — মাটির উপরিভাগ, ভূপৃষ্ঠ। মেঝে।
ভূমিদাস — মধ্যযুগের এক শ্রেণীর কৃষক যাহারা নির্দিষ্ট জমিতে চাষ করিতে বাধ্য হইত এবং জমির মালিক বদলের সঙ্গে যাহাদের মনিবও বদল হইত, 'সার্ফ্', 'ভিলিন'।
ভূমিদাসত্ব — ভূমিদাসের অবস্থা।
ভূমিশয্যা — মাটিতে বা মেঝেতে বিছানা। মেঝেরূপ বিছানা, মেঝে।
ভূমিশায়ী — মাটিতে শুইয়া আছে এমন। ধরাশায়ী, ভূপতিত। স্ত্রী — **ভূমিশায়িনী**।
ভূমিষ্ঠ — মাটিতে পতিত। প্রসূত, জাত। [ঃ সন্তান 'ভূমিষ্ঠ' হইল।] স্ত্রী. — **ভূমিষ্ঠা**।
ভূমিসম্পদ্ — সম্পদের উৎসস্বরূপ ভূমি।
ভূমিসাৎ — ভূমিতে পরিণত, ভূমিতে পতিত, ভগ্ন-বিধ্বস্ত। [ঃ প্রাসাদ 'ভূমিসাৎ' হইল।]
ভূম্যধিকারী — ভূস্বামী, জমির মালিক, জমিদার। স্ত্রী — **ভূম্যধিকারিণী**।
ভূয়ঃ — পুনরায়। প্রচুর। স্ত্রী. — **ভূয়সী**। [ঃ 'ভূয়সী' প্রশংসা।]
ভূয়িষ্ঠ — প্রচুরতম, প্রভূত।
ভূয়োদর্শন — প্রচুর দেখা বা অভিজ্ঞতা।
ভূয়োভূয়ঃ — পুনঃপুনঃ, বারবার।
ভূরি — অনেক, প্রচুর। [ঃ 'ভূরি'-ভোজন।]
 ভূরি ভূরি — অনেক অনেক। [ঃ 'ভূরি ভূরি' প্রমাণ।]
ভূরিভোজন — অনেক খাওয়া, প্রচুর ভোজন।
ভূরিশ্রবা — পুরাণে বর্ণিত চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা।

ভাবনা — চিন্তা। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ।

ভাবনীয় — চিন্তনীয়, ভাবিবার যোগ্য। স্ত্রী — **ভাবনীয়া**।

ভাবপ্রবণ — অনুভূতির দ্বারা সহজে অভিভূত হয় এমন। বি — **ভাবপ্রবণতা**।

ভাববাদ — বস্তুবাদের বিপরীত মতবাদ, ভাব বা মনই সকল বস্তুর মূলে এই মতবাদ, 'আইডিয়ালিজ্‌ম্'।

ভাববাদী — ভাববাদে বিশ্বাসী। ভাববাদ সংক্রান্ত।

ভাববিলাস — বাস্তবতার প্রতি অবহেলা এবং চিন্তা ও অনুভূতির অগভীর আতিশয্য।

ভাববিলাসী — (নিন্দায়) বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য না দিয়া যে বা যাহা কেবল মনন ও অনুভূতির দিকে লক্ষ্য দেয়। [ঃ 'ভাববিলাসী' লোক ঃ 'ভাব বিলাসী' সাহিত্য।] বি — **ভাববিলাসিতা**।

ভাবভঙ্গী — আচরণ ও মনোভাবের লক্ষণ রকম সকম ভাবগতিক।

ভাবা — চিন্তা করা, বিবেচনা করা। মনে করা, ধারণা করা, জ্ঞান করা। উদ্বিগ্ন হওয়া।

ভাবাত্মক - ভাবপূর্ণ, ভাবময়। অস্তিত্ব মূলক নঞর্থক নহে এমন 'পজিটিভ'। স্ত্রী -- **ভাবাত্মিকা**।

ভাবানো — উদ্বিগ্ন করা, চিন্তিত করা।

ভাবান্তর - ভাবের পরিবর্তন, মনের অবস্থার পরিবর্তন। অন্য ভাব।

ভাবাবেশ — তীব্র অনুভূতির ফলে বিহ্বলতা। অনুভূতি ও চিন্তার ফলে অভিভূত অবস্থা।

ভাবাবিষ্ট — ভাবে বিহ্বল, ভাবে তন্ময়। স্ত্রী —**ভাবাবিষ্টা**। বি —**ভাবাবিষ্টতা**।

ভাবার্থ — তাৎপর্য, সারমর্ম।

ভাবালু — ভাবপ্রবণ, যে সহজেই ভাবে অভিভূত হয়। বি — **ভাবালুতা**।

ভাবিত — চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। স্ত্রী - **ভাবিতা**।

ভাবিনী — সুন্দরী নারী। পত্নী।

ভাবী — ভবিষ্যৎ। [ঃ ভাবী' কাল।] হবু, যে পরে হইবে। [ঃ ভাবী' পত্নী।]

ভাবী — ভ্রাতৃবধূ, বউদিদি।

ভাবীজান, ভাবীসাহেবা - মাননীয়া বউদিদি।

ভাবুক - চিন্তাশীল। ভাবগ্রাহী। [ঃ ভাবের 'ভাবুক'।]

ভাবুকতা ভাবুকের গুণ অবস্থা বা স্বভাব।

ভাবুনে সজ্জাবিলাসী প্রসাধনপ্রিয়। বেশপ্রিয়।

ভাবোচ্ছ্বাস অসংযত আনন্দ বা অনুভূতির প্রকাশ।

ভাবোদ্দীপক — যাহা চিন্তা ও অনুভূতির উদ্রেক করে প্রেরণাপূর্ণ।

ভাবোদ্দীপন, ভাবোদ্দীপনা — চিন্তা ও অনুভূতির উদ্রেক করণ। চিন্তা অনুভূতি ও উৎসাহ।

ভাবোন্মত্ত ভাবে পাগল। স্ত্রী - **ভাবোন্মত্তা**। বি - **ভাবোন্মত্ততা**।

ভাবোন্মাদ - ভাবের প্রাবল্যে আত্মবিস্মৃত, ভাবে বিহ্বল।

ভাবোন্মাদনা ভাবের প্রাবল্যে আত্ম-বিস্মৃতি ভাব বিহ্বলতা।

ভাবোন্মেষ -- ভাবের উদ্রেক চিন্তা ও অনুভূতির সঞ্চার।

ভাব্য — ভাবিবার যোগ্য, যাহা ভাবিতে হইবে, চিন্তা। বি— **ভাব্যতা**। স্ত্রী — **ভাব্যা**।

ভাম - খটাশতুল জন্তুবিশেষ।

ভামা, ভামিনী — কোপনা নারী। পত্নী।

ভায় — (কবিতায়) দীপ্ত পায়, প্রতিভাত

হয়। (গ্রাম্য) ভালো লাগে।

ভায়রা, ভায়রাভাই — স্ত্রীর ভগিনীপতি, শ্যালিকার স্বামী, শ্যালীপতি।

ভায়লেট — মিশ্রিত লাল ও নীল, বেগনী।

ভায়া — ভাইয়ের তুল্য ব্যক্তি।

ভায়াদ — জ্ঞাতি।

ভার — ওজন, পরিমাণের আধিক্যের জন্য চাপ। [ঃ গুরু-'ভার'।] দুঃসহ অনুভূতি, দুর্বহ দুশ্চিন্তা, চাপ। [ঃ দুঃখের 'ভার'; ঃ ঋণের 'ভার'।] কার্য-সম্পাদনের দায়িত্ব। [ঃ আদায়ের 'ভার'।] সমূহ, একত্র অনেকগুলি। [ঃ কেশ-'ভার'।] বোঝা। [ঃ 'ভার'-বাহী।] দুই প্রান্তে বোঝা ইত্যাদি ঝুলাইয়া বহিবার দণ্ড, বাঁক। দুরূহ, কষ্টসাধ্য। [ঃ টেকা 'ভার'।] সর্দি ইত্যাদির জন্য বেদনাযুক্ত ভাব হইয়াছে এমন। [ঃ মাথা 'ভার'।] অপ্রসন্নতার ফলে গম্ভীর, বেজার। [ঃ মুখ 'ভার'।] ভারী, অধিক ওজনের।

ভারকেন্দ্র — যে বিন্দুতে বস্তুর ভারসাম্য ঘটে, বস্তুর ভারের মধ্যবিন্দু।

ভারগ্রস্ত — ভারাক্রান্ত, দুর্বহ ভারে নিষ্পিষ্ট। স্ত্রী. — **ভারগ্রস্তা**।

ভারত — ভারতবর্ষ। (বর্তমানে) পাকিস্তান ছাড়া ভারতবর্ষ। মহাভারত। ভরতের বংশধর, জনমেজয়, যুধিষ্ঠির, অর্জুন।

ভারতবর্ষ — পুরাণে বর্ণিত জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত নয়টি বর্ষ বা দেশের অন্যতম, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্বে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত দেশ। (রাজর্ষি ঋষভদেবের পুত্র ভরতের নাম হইতে এই দেশের এই নাম হইয়াছে বলা হয়।)

ভারতবর্ষীয় — ভারতবর্ষের অধিবাসী। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **ভারত-বর্ষীয়া**।

ভারতী — সরস্বতী, বাণী, বাক্য। সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতের উপাধি।

ভারতীয় — ভারতের অধিবাসী। ভারত সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **ভারতীয়া**।

ভারবাহক, ভারবাহী — যে ভার বহন করে।

ভারযষ্টি — দুই প্রান্তে ঝুলাইয়া ভার বহিবার লাঠি, বাঁক।

ভারসহ — ভার সহিতে পারে এমন, মজবুত।

ভারবি — সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি।

ভারা — মঞ্চ। রাজমিস্ত্রীদের বসিয়া কাজ করিবার জন্য ব্যবহার্য মাচা।

ভারা — এক নৌকায় বা গাড়িতে যতখানি ধবে এমন পরিমাণ। [ঃ এক 'ভারা'; ঃ 'ভারা-ভারা'।]

ভারাক্রান্ত — ভারে বা দুর্বহতায় কাতর। [ঃ বেদনা-'ভারাক্রান্ত'।] স্ত্রী. — **ভারাক্রান্তা**।

ভারাতুর — ভারে বা দুর্বহতায় কাতর। স্ত্রী — **ভারাতুরা**।

ভারার্পণ — ভার প্রদান, দায়িত্ব ন্যস্ত করণ।

ভারার্পিত — যাহার উপর ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।

ভারিভুরি — গর্ব, জাঁক, আড়ম্বর।

ভারি — গুরুভার, ওজনে বেশী এমন। অত্যন্ত, খুব, বেশী। [ঃ 'ভারি' সুন্দর।] বেজার, অপ্রসন্নতায় গম্ভীর। সর্দি ইত্যাদির জন্য বেদনা বা অস্বস্তি বোধ হইতেছে এমন।

ভারিক্কি — গম্ভীর, মুরুব্বীর তুল্য, রাশভারী।

ভারী — ('ভারি' দেখ।)

ভারী — ভারবাহক। বাঁকের সাহায্যে যে ভার বহে।

ভারুই — একরকম পাখী, ভরতপক্ষী।

ভার্গব — ভৃগুর পুত্র, পরশুরাম। শুক্রাচার্য। স্ত্রী. — **ভার্গবী।**

ভার্যা, ভার্য্যা — পত্নী, স্ত্রী।

ভাল — ললাট, কপাল। অদৃষ্ট, ভাগ্য।

ভাল — ('ভালো' দেখ।)

ভালবাসা — ('ভালোবাসা' দেখ।)

ভালমন্দ -- ('ভালোমন্দ' দেখ।)

ভালুক — ('ভল্লুক' দেখ।)

ভালো — উত্তম, সদ্‌গুণযুক্ত। [ঃ'ভালো' ছেলে।] শুভ। [ঃ'ভালো' দিন।] আনন্দদায়ক। [ঃ'ভালো' খবর।] প্রশংসনীয়, হিতকর। [ঃ 'ভালো' কাজ।] সুস্থ। [ঃ'ভালো' আছি।] নিরীহ, শান্ত। [ঃ'ভালো' মানুষ।] সৎ, সাধু। [ঃ'ভালো' লোক।] নিপুণ। [ঃঅঙ্কে 'ভালো'।] সুন্দর। [ঃ 'ভালো' চেহারা।] শোভন। [ঃ'ভালো' দেখায় না।] হিংসা দ্বেষ বা ক্ষতি করিবার ইচ্ছা নাই এমন। [ঃ 'ভালো' মনে।] সম্মতিসূচক শব্দ, আচ্ছা, বেশ। [ঃ 'ভালো', তাই হবে।] বিরক্তিসূচক শব্দ, আচ্ছা। [ঃ'ভালো' বিপদ!] হিত, কল্যাণ, মঙ্গল। [ঃতোমার 'ভালো' হ'ক; ঃ'ভালোর' জন্য।] কাজের, প্রয়োজনীয়। ['ভালো' কথা মনে পড়েছে।] **ভালো কথা** — সৎপরামর্শ। কাজের কথা। **ভালো করা** --- সুস্থ করা, নিরাময় করা। উপকার করা। **ভালো করিয়া, ভালো ক'রে** — উত্তমরূপে, যথেষ্ট পরিমাণে, খুব করিয়া। **ভালোয় ভালোয়** — নিরাপদ অবস্থায়, নির্বিঘ্নে। **ভালো রে ভালো** — অপ্রত্যাশিত অকৃতজ্ঞত বা অবাঞ্ছনীয় ঘটনার জন্য খেদ সূচক উক্তি। **ভালো লাগা** — পছন্দ হওয়া। সুস্বাদ বোধ করা। **ভালো হওয়া** — সারিয়া উঠা, নিরাময় হওয়া। দুষ্ট স্বভাব পরিত্যাগ করা। উত্তম বা পছন্দসই হওয়া।

ভালোবাসা ··· স্নেহ করা, অনুরক্ত হওয়া, প্রেমে আবদ্ধ হওয়া। [ঃছেলেকে 'ভালোবাসা'; ঃ দেশকে 'ভালোবাসা'; ঃ স্ত্রীকে 'ভালোবাসা'।] পছন্দ করা। [ঃ ফুল 'ভালোবাসা'।] প্রীতি, মমতা, স্নেহ, প্রণয়, প্রেম, অনুরাগ।

ভালোমন্দ -- ভালো ও খারাপ। শুভ ও অশুভ। অজ্ঞাত ক্ষতিকর ঘটনা। [ঃ 'ভালোমন্দ' কিছু ঘটলে।]

ভাল্‌ব্‌ — একরকম যন্ত্র যাহাতে বাতাস ইত্যাদি একদিক হইতে ঢুকানো যায় কিন্তু বিপরীত দিক হইতে যায় না। [ঃসাইকেলের চাকার 'ভাল্‌ব্‌'।]

ভাল্লুক -- ('ভল্লুক' দেখ।)

ভাশুর — স্বামীর দাদা।

ভাশুরপো - স্বামীর দাদার ছেলে।

ভাশুরঝি - স্বামীর দাদার মেয়ে।

ভাষ -- উক্তি, কথন। [ঃপ্রাক্‌-'ভাষ'।]

ভাষণ — উক্তি, কথন। বক্তৃতা। [ঃ 'ভাষণ' দেওয়া।]

ভাষা — বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে প্রচলিত মনোভাব প্রকাশের জন্য শব্দাবলী ও সেই সকল শব্দের প্রয়োগবিধি। [ঃ ইংরেজী 'ভাষা'; ঃ বাংলা 'ভাষা'।] একই ভাষার বিভিন্ন রূপ, শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদির ধরন। [ঃ পণ্ডিতী 'ভাষা'; ঃ বঙ্কিমী 'ভাষা'।] সংস্কৃত ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষা। মনোভাব প্রকাশক উক্তি বা হাবভাব। [ঃতাহার সর্বাঙ্গে বিজ্ঞাপনের 'ভাষা'।] **কথ্য ভাষা, চলতি ভাষা** — যে ধরনের ভাষায় সচরাচর

লোকে কথা বলে। **মৃত ভাষা** — যে ভাষায় লোকে কথাবার্তা বলে না বা বর্তমানে সাধারণত পুস্তকাদি রচনা করে না। **লেখ্য ভাষা, সাধু ভাষা** — পুস্তকাদি রচনায় ব্যবহৃত হয় কিন্তু লোকে কথাবার্তায় ব্যবহার করে না এমন ভাষা বা ভাষার রূপ।

ভাষাতত্ত্ব — ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বিদ্যা।

ভাষাতাত্ত্বিক — ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত। ভাষাতত্ত্বে পণ্ডিত।

ভাষাতীত — ভাষায় প্রকাশ বা বর্ণনা করা যায় না এমন, ভাষায় অবর্ণনীয়।

ভাষান্তর — এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় পরিবর্তন, অনুবাদ, তরজমা।

ভাষান্তরিত — যাহার ভাষান্তর করা হইয়াছে এমন, অনূদিত।

ভাষাবিৎ, ভাষাবিদ্ — যে ভাষা জানে। যে বহু ভাষা জানে। ভাষাতাত্ত্বিক।

ভাষিক — ভাষা সংক্রান্ত।

ভাষিত — কথিত, উক্ত, বলা হইয়াছে এমন। উক্তি।

-ভাষী — 'যে বলে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মৃদু-'ভাষী'; ঃ মধুর-'ভাষী'।] স্ত্রী. — **-ভাষিণী**।

ভাষ্য — সূত্রের ব্যাখ্যা। বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা। [ঃ শঙ্কর 'ভাষ্য'।]

ভাষ্যকার — যিনি ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করেন।

ভাস — দীপ্তি। বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার।

ভাসন্ত — ভাসিয়া আছে এমন, ভাসমান।

ভাসমান — ভাসন্ত। দীপ্তিমান।

ভাসা — জলীয় বা বায়বীয় পদার্থের উপর হালকাভাবে থাকা বা সঞ্চরণ করা। [ঃ জলে 'ভাসা'; ঃ হাওয়ায় 'ভাসা'।] প্লাবিত হওয়া। [ঃ দেশ 'ভেসে' গেল।] স্রোতের টানে চলিয়া যাওয়া। [ঃ খড়কুটার মতো 'ভেসে' গেল।]

ভসান — জলে প্রতিমা বিসর্জন। মনসা ইত্যাদি সংক্রান্ত একরকম গান। [ঃ মনসার 'ভাসান' গাওয়া।]

ভাসানো — কোন কিছুকে জল বায়ু ইত্যাদির উপর হালকাভাবে রাখা বা সঞ্চালিত করা। [ঃ নৌকা 'ভাসানো'।] প্লাবিত করা। স্রোতের বেগে উধাও করা। ভাসায় এমন। [ঃ বুক-'ভাসানো' কান্না।] প্লাবিত করা হইয়াছে এমন। [ঃ বন্যায় 'ভাসানো' দেশ।] [জল বাতাস ইত্যাদির উপর ভাসমান করা হইয়াছে এমন।] প্লাবিত করণ। ভাসমান করণ।

ভাসুর, ভাসুরপো, ভাসুরঝি — ('ভাশুর', 'ভাশুরপো' ও 'ভাশুরঝি' দেখ।)

ভাস্কর — সূর্য। তক্ষণশিল্পী, পাথর ইত্যাদি কাটিয়া কুঁদিয়া যে মূর্তি রচনা করে।

ভাস্কর্য, ভাস্কর্য্য — ভাস্করের কাজ, তক্ষণশিল্প, পাথর ইত্যাদি কাটিয়া কুঁদিয়া মূর্তি রচনা।

ভাস্করাচার্য, ভাস্করাচার্য্য — প্রাচীনকালের বিখ্যাত জ্যোতিষী।

ভাস্বর — উজ্জ্বল, দীপ্তিশীল। বি. — **ভাস্বরতা**।

ভাস্বতী — উজ্জ্বলা, দীপ্তিমতী।

ভিক্ষা — পাইবার উদ্দেশ্যে কাতর অনুরোধ, যাচ্ঞা, প্রার্থনা। [ঃ ক্ষমা-'ভিক্ষা'।] দরিদ্রকে দেয় খাদ্য অর্থ ইত্যাদি। [ঃ 'ভিক্ষা' দাও মা।]

ভিক্ষাচর্যা, ভিক্ষাচর্য্যা — ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষার কাজ।

ভিক্ষাজীবী — ভিক্ষার দ্বারা যে জীবিকা উপার্জন করে। স্ত্রী. — **ভিক্ষাজীবিনী**।

ভিক্ষান্ন — ভিক্ষায় পাওয়া খাদ্য।

ভিক্ষাপাত্র — ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গ্রহণের পাত্র।

ভিক্ষাপুত্র — উপনয়নকালে ভিক্ষা গ্রহণের ফলে পুত্রতুল্য হইয়াছে এমন দ্বিজকুমার।

ভিক্ষাপ্রার্থী — ভিক্ষার্থী, যে ভিক্ষা চায়। স্ত্রী. — **ভিক্ষাপ্রার্থিনী।**

ভিক্ষাবৃত্তি — ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, ভিক্ষা করিবার পেশা।

ভিক্ষামা, ভিক্ষামাতা — উপনয়নকালে ভিক্ষাদানের ফলে মাতৃতুল্যা হইয়াছে এমন নারী।

ভিক্ষার্থী — যে ভিক্ষা চায়, ভিক্ষাপ্রার্থী। স্ত্রী. — **ভিক্ষার্থিনী।**

ভিক্ষু — বানপ্রস্থাবলম্বী সন্ন্যাসী। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ভিক্ষাকারী। স্ত্রী. — ভিক্ষুণী।

ভিক্ষুক — ভিক্ষা করা যাহার পেশা, ভিখারী। স্ত্রী. — **ভিক্ষুকী।**

ভিখ — (কথ্য ও গ্রাম্য) ভিক্ষা।

ভিখারী, ভিখিরী — ভিক্ষুক, ভিক্ষাজীবী। স্ত্রী — **ভিখারিনী, ভিখারিণী।**

ভিজা — সজল হওয়া, সিক্ত হওয়া। [ঃ জলে 'ভিজা'।] করুণা বোধ করা, কোমল হওয়া। সিক্ত, সজল। **ভিজা বেড়াল** — দেখিতে নিরীহ কিন্তু দুষ্ট এমন ব্যক্তি।

ভিজানো — সিক্ত করা, সজল করা। সদয় বা কোমল করা। [ঃ মন 'ভিজানো'।] সিক্ত করা বা জলে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে এমন। [ঃ 'ভিজানো' ছোলা।] যাহা ভিজায় বা যাহাতে ভিজানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'মন-'ভিজানো' কথা; ঃ ছোলা-'ভিজানো' জল।]

ভিজিট — পরিদর্শক হিসাবে আগমন, পরিদর্শন। [ঃ স্কুল-পরিদর্শক স্কুল 'ভিজিট' করবেন।] বাড়িতে আসিয়া রোগী দেখিবার জন্য চিকিৎসককে দেয় অর্থ, দর্শনী, ফী।

ভিজে — ভিজা, সিক্ত। কোমল।

ভিটকাল — ভণ্ড, ধোকাবাজ।

ভিটকিলামি, ভিটকিলি, ভিটকিলিমি ভণ্ডামি, ধোকা, রোগের ভান।

ভিটকেল — ('ভিটকাল' দেখ।)

ভিটা — পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত গৃহ-নির্মাণের উপযোগী উঁচু জমি, বাস্তু। **ভিটায় ঘুঘু চরানো** — বাস্তু হইতে বিতাড়িত করিয়া বাসগৃহ ধ্বংস করা। সর্বস্বান্ত করা।

ভিটামাটি — যে জমির উপর পুরুষানুক্রমে বাসগৃহ নির্মিত হয়, ভিটার জমি। **ভিটামাটি উৎসন্ন করা** — সর্বস্বান্ত করা। **ভিটামাটি উৎসন্ন হওয়া, ভিটামাটি সব যাওয়া** — সর্বস্বান্ত হওয়া।

ভিটামিন — খাদ্যের জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক উপাদান, খাদ্যপ্রাণ।

ভিটে, ভিটেমাটি — ('ভিটা' ও 'ভিটামাটি' দেখ।)

ভিড় — বহু ব্যক্তি ইত্যাদির বিশৃঙ্খল সমাবেশ। [ঃ লোকের 'ভিড়'; ঃ চিন্তার 'ভিড়'; ঃ 'ভিড়' হওয়া।] **ভিড় করা** — বহু ব্যক্তি ইত্যাদি বিশৃঙ্খলভাবে একসঙ্গে আসা।

ভিড়া — যুক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া। [ঃ তীরে তরী 'ভিড়েছে'।] (নিন্দায়) যোগ দেওয়া। [ঃ দলে 'ভিড়েছে'।]

ভিড়ানো — সংলগ্ন করা। [ঃ তরী তীরে 'ভিড়ানো'।] (নিন্দায়) যোগ দেওয়ানো। [ঃ দলে 'ভিড়ানো'।]

ভিত — ভিত্তি, বনিয়াদ। [ঃ বাড়ির 'ভিত'।] দিক। [ঃ চারি 'ভিতে'।]

ভিতর — মধ্য, অভ্যন্তর। [ঃ বাড়ির 'ভিতরে'; ঃ 'ভিতর' ও বাহির।] মধ্যে, অভ্যন্তরে। [ঃ বাড়ির 'ভিতর'।] মধ্যবর্তী। [ঃ 'ভিতর' বাড়ি।] মন।

[ঃ 'ভিতরে' এক, বাহিরে আর।] গোপনীয় অবস্থা বা বিষয়। [ঃ 'ভিতরের' খবর।] **ভিতরের কথা** — আসল অবস্থা, গোপন করা হইয়াছে এমন সত্য। **ভিতরে ভিতরে** — অপ্রকাশ্যভাবে, গোপনে, তলে তলে।

ভিতরকার — ভিতরের। আসল অবস্থার।

ভিতরবাড়ি, ভিতরবাড়ী — অন্তঃপুর, অন্দরমহল।

ভিত্তি — ভিত, বনিয়াদ। [ঃ গৃহের 'ভিত্তি'-স্থাপন।] মূল কারণ, নির্ভর-যোগ্যতা, বাস্তবতা। [ঃ 'ভিত্তি'-হীন সংবাদ।]

ভিত্তিপ্রস্তর — ভিত্তি স্থাপনের স্মারক প্রস্তর-ফলক।

ভিত্তিমূল — ভিতের নিম্নতম অংশ।

ভিত্তিস্থাপন — গৃহনির্মাণের আগে ভিত্তি রচনা করিবার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

ভিত্তিহীন — অসত্য, বাস্তবের সহিত সম্পর্কহীন, অমূলক। বি. — **ভিত্তিহীনতা।**

ভিদ্যমান — যে ভেদ করিতেছে। যাহাকে ভেদ করা হইতেছে।

ভিন — ভিন্ন, অন্য, অপর। [ঃ 'ভিন' গ্রাম।]

ভিন্দিপাল — প্রাচীনকালের একরকম যুদ্ধাস্ত্র যাহা নিক্ষেপ করা হইত।

ভিন্ন — ভেদ করা হইয়াছে এমন, খণ্ডিত, বিদীর্ণ। [ঃ ছিন্ন-'ভিন্ন'।]

ভিন্ন — অন্য, অপর, পৃথক। [ঃ 'ভিন্ন' রকম; ঃ 'ভিন্ন' ব্যক্তি।] বি. — **ভিন্নতা।**

ভিন্ন ভিন্ন — পৃথক পৃথক, নানারকম।

ভিন্ন — ব্যতীত, ছাড়া, বিনা। [ঃ তুমি 'ভিন্ন' কেহ পাশে নাই।]

ভিন্নজাতীয় — এক শ্রেণীর বা জাতির নহে এমন। বি. — **ভিন্নজাতীয়তা।**

ভিন্নরুচি — বিভিন্ন বা অন্য রুচি আছে এমন। [ঃ 'ভিন্নরুচি' লোক।] বি. — **ভিন্নরুচিতা।**

ভিমরুল — একরকম বোলতা জাতীয় পতঙ্গ যাহা কামড়ায়, ভৃঙ্গরোল।

ভিয়ান — মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাক।

ভিরকুটি — অযথা কসরত, অকারণ জটিলতা সৃষ্টি।

ভিরমি — মূর্ছা। [ঃ 'ভিরমি' লাগা।]

ভিষক্‌, ভিষক — কবিরাজ, চিকিৎসক।

ভিসা — বিদেশে প্রবেশের ছাড়পত্র। ছাড়পত্র।

ভিস্তি — জল বহিবার চামড়ার থলে।

ভিস্তি, ভিস্তিওয়ালা, ভিস্তী — ভিস্তিতে ভরিয়া যে জল বহে, জলবাহক।

ভীড় — ('ভিড়' দেখ।)

ভীত — ভয় পাইয়াছে এমন, আতঙ্কিত, ভয়গ্রস্ত। স্ত্রী. — **ভীতা।**

ভীতি — ভয়, ত্রাস, আতঙ্ক। ভয়ের কারণ।

ভীতিগ্রস্ত — ভয় পাইয়াছে এমন, আতঙ্কিত, ভীত। স্ত্রী. — **ভীতিগ্রস্তা।**

ভীতিজনক, ভীতিপ্রদ — ভয়ের সঞ্চার করে এমন, ভয়ংকর।

ভীতিপ্রদর্শন — অনিষ্ট করিবে বলিয়া শাসানি।

ভীতিবিহ্বল — ভয়ে অভিভূত, ভয়ে জড়সড়। স্ত্রী. — **ভীতিবিহ্বলা।** বি. — **ভীতিবিহ্বলতা।**

ভীরু — যে সহজে ভয় পায়, কাপুরুষ।

ভীম — ভীষণ, ভয়ংকর, প্রচণ্ড। [ঃ 'ভীম'-দর্শন।] স্ত্রী. — **ভীমা।**

ভীম — ('ভীমসেন' দেখ।)

ভীমকান্ত — দেখিতে ভয়ংকর অথচ সুন্দর। [ঃ 'ভীমকান্ত' রূপ।]

ভীমদর্শন — দেখিলে ভয় হয় এমন, ভীষণদর্শন, ভয়ংকর চেহারার। স্ত্রী. — **ভীমদর্শনা।**

ভীমনাদ — যাহার শব্দ বা গর্জন ভয়ংকর। ভীষণ গর্জন।

ভীমপলশ্রী, ভীমপলাশী — (সংগীতে) একরকম রাগিণী বিশেষ।

ভীমবাহু — যাহার বাহুতে প্রচণ্ড শক্তি।

ভীমরতি — বার্ধক্যের জন্য বুদ্ধিভ্রংশ। [ঃ 'ভীমরতি' হওয়া।] **ভীমরতি ধরা** — ভীমরতি হওয়া।

ভীমরুল — ('ভিমরুল' দেখ।)

ভীমসেন — দ্বিতীয় পাণ্ডব, বৃকোদর।

ভীরু — যে সহজে ভয় পায়, সাহস নাই এমন, ভীতু, কাপুরুষ। বি. — **ভীরুতা।**

ভীল — একজাতীয় ভারতীয় আদিম অধিবাসী।

ভীষণ — ভয়ংকর, ভীতিপ্রদ। অত্যন্ত, খুব। [ঃ 'ভীষণ' ভালো; ঃ 'ভীষণ' শীত।] বি. — **ভীষণতা।** স্ত্রী. — **ভীষণা।**

ভীষণদর্শন — দেখিতে ভয়ংকর এমন। স্ত্রী. — **ভীষণদর্শনা।**

ভীষ্ম, ভীষ্মদেব — শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জেঠা, দেবব্রত। **ভীষ্মের পণ** — কঠিন বিষয়-সাধনেও অটল সংকল্প। (পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভীষ্ম সিংহাসন গ্রহণ করিবেন না এবং বিবাহ করিবেন না এইরূপ শপথ করিয়াছিলেন।)

ভুঁই — ভূমি। ভূমিতে জাত। [ঃ 'ভুঁই' কুমড়া।]

ভুঁইকুমড়া — একজাতীয় গাছ যাহা কবিরাজী ঔষধে লাগে, ভূমিকুষ্মাণ্ড।

ভুঁইচাঁপা — একরকম ফুল।

ভুঁইফোঁড় — মাটি ফুঁড়িয়া অকস্মাৎ উঠিয়াছে এমন। হঠাৎ বড়লোক। হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এমন। [ঃ 'ভুঁই-ফোড়' লেখক।]

ভুঁইয়া — প্রাচীন বড় জমিদার, ভৌমিক। বাঙালীর উপাধি বিশেষ।

ভুও — ('ভুয়া' দেখ।)

ভুক্ত — যাহা খাওয়া হইয়াছে, ভক্ষিত। [ঃ 'ভুক্ত' দ্রব্য।] যে খাইয়াছে। [ঃ 'ভুক্ত' ও অভুক্ত সকলেই।]

-ভুক্ত — 'অন্তর্গত' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দল-'ভুক্ত'।] স্ত্রী. — **-ভুক্তা।**

ভুক্তভোগী — কোনও বিষয়ে কষ্টকর অভিজ্ঞতা আছে এমন। [ঃ এ ব্যাপারে আমি 'ভুক্তভোগী'।] স্ত্রী. **ভুক্তভোগিনী।**

ভুক্তাবশিষ্ট — ভোজনের বা ভোগের পরে অবশিষ্ট।

ভুক্তাবশেষ — ভোজনের বা ভোগের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, উচ্ছিষ্ট।

ভুক্তি — ভোগ, দখল, অন্তর্গত করণ বা অন্তর্গত অবস্থা। [ঃ দল-'ভুক্তি'।] প্রাচীন হিন্দু সাম্রাজ্যের অঞ্চল, প্রদেশ। [ঃ দণ্ড-'ভুক্তি'; ঃ তীর-'ভুক্তি'।]

ভুখ — ক্ষুধা, বুভুক্ষা। **ভুখামিছিল** — ('ভুখামিছিল' দেখ।)

ভুখা — ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত।

ভুখামিছিল — ক্ষুধিত মানুষের শোভাযাত্রা।

ভুগা — কষ্ট ভোগ করা, কষ্ট পাওয়া। [ঃ পাপের ফল 'ভুগছি'।] রুগ্ন থাকা। [ঃ অনেকদিন 'ভুগেছে'।]

ভুগানো — ('ভোগানো' দেখ।)

ভুজ — হাত, বাহু। [ঃ 'ভুজ'-বল; ঃ দশ-'ভুজা'।] (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রের সীমা-সূচক সরলরেখা। [ঃ ত্রি-'ভুজ'; ঃ 'চতুর্ভুজ'।]

ভুজগ — সাপ সর্প। স্ত্রী. — **ভুজগী।**
ভুজংগ — সাপ। স্ত্রী. — **ভুজংগী, ভুজঙ্গিনী।**
ভুজংগপ্রয়াত — বারো অক্ষরের একরকম ছন্দ।
ভুজংগম — সাপ। স্ত্রী. — **ভুজংগমী।**
ভুজপাশ — বাহুর বন্ধন।
ভুজবন্ধন — বাহুর বাঁধন।
ভুজবল — বাহুবল, বিক্রম, সামরিক শক্তি।
-ভুজা — বাহুর অধিকারিণী অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দশ-'ভুজা'।]
ভুজা — (গ্রাম্য) মুড়ি।
-ভুজি — ভাজার সহকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [ঃ ভাজা-'ভুজি'।]
ভুক্তিত — যাহা ভোগ করা হইয়াছে। স্ত্রী. — **ভুক্তিতা।**
ভুঞ্জা — (কবিতায়) ভোগ করা। [ঃ 'ভুঞ্জিল'; ঃ 'ভুঞ্জিব'।]
ভুটভাট, ভুটভুট — অজীর্ণতার ফলে পেটের ভিতরের শব্দ।
ভুটান — ভারতের উত্তরপূর্ববর্তী হিমালয়স্থ একটি দেশ।
ভুট্টা — একরকম শস্য, মকাই।
ভুড়ভুড় — বুদ্‌বুদের শব্দ।
ভুড়ভুড়ি — বুদ্‌বুদ।
ভুঁড়ি — বড় পেট, উদরের উপর বর্ধিত মেদ।
ভুঁড়িওয়ালা, ভুঁড়ো — যাহার ভুঁড়ি আছে এমন।
ভুতি, ভুতুড়ি — কাঁঠাল ইত্যাদির ভিতরের অখাদ্য নরম অংশ।
ভুতুড়ে — ভূত প্রেত সংক্রান্ত। আজগুবি ও অদ্ভুত। যে ভূত লইয়া কাজ করে, ভূতের ওঝা।
ভুঁদো — (ভোঁদা দেখ।) স্ত্রী. — **ভুঁদী।**
ভুনিখিচুড়ি — ঈষৎ ভাজা চাল ডাল হইতে প্রস্তুত খিচুড়ি।
ভুবন — জগৎ, লোক। [ঃ ত্রি-'ভুবন'।] পৃথিবী।
ভুবনজয়ী — বিশ্বজয়ী, পৃথিবীজয়ী।
ভুবনমোহন — সকলকে মুগ্ধ করিবার উপযুক্ত। স্ত্রী. — **ভুবনমোহিনী।**
ভুবনেশ্বর — পৃথিবীপতি। বিশ্বপতি। উড়িষ্যার একটি তীর্থ। ঐ তীর্থের বিখ্যাত শিববিগ্রহ।
ভুবনেশ্বরী — পৃথিবীর ঈশ্বরী, বিশ্বের ঈশ্বরী। দুর্গা, দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।
ভুবর্লোক — পুরাণে বর্ণিত সপ্তস্বর্গের অন্যতম। অন্তরীক্ষ, আকাশ।
ভুয়া, ভুয়ো ভিত্তিহীন, অন্তঃসারশূন্য, মিথ্যা, শূন্যগর্ভ। [ঃ 'ভুয়ো' খবর।]
ভুরভুর — মিষ্ট গন্ধের প্রাচুর্য ও বিস্তার-সূচক অনুকার।
ভুরা — একরকম ময়লা নিকৃষ্ট চিনি।
ভুরু — ভ্রূ, চোখের উপরের ও কপালের নীচের চুলের রেখা।
ভুল — ভ্রম, ভ্রান্তি। [ঃ কাজে 'ভুল'।] অশুদ্ধতা। [ঃ বানান-'ভুল'।] বিবেচনা-হীনতা অসাবধানতা বা বিস্মরণের জন্য ত্রুটি। [ঃ টাকা নিতে 'ভুল' হয়েছে।] ভ্রান্ত, ভ্রমাত্মক। [ঃ 'ভুল' ধারণা।] অজ্ঞানতা বিবেচনাহীনতা বা অসতর্কতার ফলে ত্রুটিযুক্ত। [ঃ 'ভুল' ছাপা।] **ভুল ভাঙা** — ভুল ধারণা দূর করা বা হওয়া।
ভুলচুক, ভুলভ্রান্তি — ভুল ও ঐ ধরনের দোষ-ত্রুটি।
ভুলা — বিস্মৃত হওয়া। [ঃ তোমায় 'ভুলিনি'।] মুগ্ধ হওয়া। [ঃ রূপ দেখে 'ভুলে' গেছে।]
ভুলানো — মুগ্ধ করা। [ঃ মন 'ভুলানো'।]

বিস্মৃত করানো। [ঃ বাবার নাম 'ভুলিয়েছে'।] যাহা দিয়া ভুলানো যায় এমন। [ঃ ছেলে-'ভুলানো' ছড়া; ঃ জগৎ-'ভুলানো' রূপ।]

ভুলো — প্রায়ই বিস্মৃত হয় বা ভুল করে এমন। [ঃ 'ভুলো' মন; ঃ 'ভুলো' লোক।]

ভুষি — শস্যের খোসা।

ভুস — জল ইত্যাদির নীচ হইতে হঠাৎ ভাসিয়া উঠিবার শব্দ।

ভুসভুস — (মৃদুতায়) ভস ভস।

ভুসভুসে — (মৃদুতায়) ভসভসে।

ভুসা — ধোঁয়ার সহিত যে কয়লার কণা উঠিয়া হাঁড়ি ইত্যাদির তলায় জমে। **ভুসাকালি** — ভুসা হইতে প্রস্তুত একরকম কালি।

ভুঁসি — ('ভুষি' দেখ।)

ভুসুড়ি — কাঁঠালের ভূতি। **ভুসুড়ি ভাঙা** — প্রচুর পরিমাণে করা। [ঃ গল্পের 'ভুসুড়ি' ভাঙা।]

ভুসো — ('ভুসা' দেখ।)

ভূ — পৃথিবী। স্থল, ভূমি। [ঃ 'ভূ'-ভাগ।]

ভূঁই — ('ভুঁই' দেখ।)

ভূঁইয়া — ('ভুঁইয়া' দেখ।)

ভূকম্প, ভূকম্পন — ('ভূমিকম্প' দেখ।)

ভূগর্ভ — মাটির ভিতরের স্থান, পৃথিবীর অভ্যন্তর।

ভূগর্ভস্থ — ভূগর্ভে বা মাটির নীচে আছে এমন। [ঃ 'ভূগর্ভস্থ' সম্পদ্।]

ভূগোল — পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবরণ।

ভূগোলক — পৃথিবীর বর্তুলাকার মানচিত্র, গোলাব।

ভূচর — স্থলচর। [ঃ 'ভূচর'-খেচর।]

ভূচ্ছায়া — পৃথিবীর ছায়া যাহা গ্রহণের সময়ে চাঁদের উপর পড়ে।

ভূত — যাহা হইয়া গিয়াছে, অতীত। [ঃ 'ভূত'-ভবিষ্যৎ।] প্রেত। দেবযোনি বিশেষ, শিবের অনুচর। প্রাচীন ভারতীয় মত অনুসারে বস্তুর মূল ও উপাদান। [ঃ পঞ্চ-'ভূত'।] প্রাণী, জীবন। [ঃ সর্ব-'ভূতে'।] অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। [ঃ পাঁচ 'ভূতে' লুটে খাবে।] **ভূতের বেগার খাটা, ভূতের বোঝা বওয়া** — বিনা লাভে অতিশয় কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করা। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ** — কাজে অতিশয় বিশৃঙ্খলা। **ঘাড়ে ভূত চাপা** — লাভজনক নয় এমন কাজের নেশায় পাওয়া।

ভূতচতুর্দশী, ভূতচতুর্দ্দশী — কার্তিক মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী।

ভূতগ্রস্ত — যাহাকে ভূতে ধরিয়াছে এমন।

ভূতত্ত্ব — পৃথিবীর উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ক বিদ্যা।

ভূতনাথ — শিব, মহাদেব।

ভূতভাবন — সৃষ্টিকর্তা। শিব।

ভূতযজ্ঞ — জীবকে খাদ্যদান রূপ যজ্ঞ।

ভূতযোনি — প্রেতজন্ম। ভূত-প্রেত।

ভূতল — ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরের মাটি।

ভূতশুদ্ধি — মন্ত্রের দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূতের শোধন।

ভূতাত্ত্বিক — ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত। ভূতত্ত্বে পণ্ডিত।

ভূতাবিষ্ট — যাহাকে ভূতে ধরিয়াছে, ভূতগ্রস্ত। স্ত্রী. — **ভূতাবিষ্টা**।

ভূতি — অণিমা ইত্যাদি অষ্ট যোগলব্ধ ঐশ্বর্য, বিভূতি। উৎপত্তি।

ভূতুড়ে — ('ভুতুড়ে' দেখ।)

ভূতেশ — শিব।

ভূধর — পর্বত।

ভূপ, ভূপতি — রাজা।

ভূপতিত — মাটিতে পড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ভূপতিতা**।

ভূপাতিত — মাটিতে ফেলা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **ভূপাতিতা**।

ভূপাল — রাজা, দেশের শাসক।

ভূপালী — (সংগীতে) একরকম রাগিণী।

ভূভাগ — স্থলভাগ।

ভূভার — পৃথিবীর পাপভার। [ঃ 'ভূভার'-হরণ।]

ভূভারত -- সমগ্র পৃথিবী। [ঃ 'ভূ-ভারতে' নাই।]

ভূম — ভূমি। [ঃ বীর-'ভূম'; ঃ "বালারুণ-কিরণ 'ভূমে' পতিত হইয়াছে।"]

ভূমণ্ডল — পৃথিবী।

ভূমা — বহুত্ব, প্রাচুর্য, বিরাটত্ব, সর্বব্যাপিতা। মহান্, বিরাট্, সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণ।

ভূমানন্দ — সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে জানার আনন্দ। সকলের বা বহুর সহিত ঐক্যবোধের আনন্দ।

ভূমি — ভূপৃষ্ঠ, মাটি। ক্ষেত্র, জমি। [ঃ কৃষি-'ভূমি'।] জায়গা, স্থান, স্থল। [ঃ জন্ম-'ভূমি'; রণ-'ভূমি'।] মেঝে। [ঃ 'ভূমি'-তলে শয়ন।]

ভূমিকম্প — ভূপৃষ্ঠের কম্পন।

ভূমিকা --- বক্তব্য বিষয়ের সূচনা, মুখবন্ধ। নাটকীয় পাত্রপাত্রীর অভিনয়ের অংশ। [ঃ দশরথের 'ভূমিকায়' অভিনয়; ঃ 'ভূমিকা' গ্রহণ।] কোনও বিষয়ে প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয়। [ঃ বাংলা সাহিত্যের 'ভূমিকা'।] চিত্তের অবস্থা বিশেষ। [ঃ বেদান্তে বর্ণিত পঞ্চ-'ভূমিকা'।]

ভূমিকুষ্মাণ্ড — ভুঁইকুমড়া।

ভূমিচম্পক — একরকম ফুল, ভুঁইচাঁপা।

ভূমিজ --- ভূমি হইতে জাত, জমি হইতে উৎপন্ন। [ঃ 'ভূমিজ' সম্পদ্।] স্ত্রী. — **ভূমিজা**। [ঃ 'ভূমিজা' সীতা।]

ভূমিজীবী — জমির সাহায্যে যে জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষক। জমিদার।

ভূমিতল — মাটির উপরিভাগ, ভূপৃষ্ঠ। মেঝে।

ভূমিদাস -- মধ্যযুগের এক শ্রেণীর কৃষক যাহারা নির্দিষ্ট জমিতে চাষ করিতে বাধ্য হইত এবং জমির মালিক বদলের সঙ্গে তাহাদের মনিবও বদল হইত, 'সার্ফ্', 'ভিলিন'।

ভূমিদাসত্ব — ভূমিদাসের অবস্থা।

ভূমিশয্যা — মাটিতে বা মেঝেতে বিছানা। মেঝেরূপ বিছানা, মেঝে।

ভূমিশায়ী — মাটিতে শুইয়া আছে এমন। ধরাশায়ী, ভূপতিত। স্ত্রী. --- **ভূমিশায়িনী**।

ভূমিষ্ঠ — মাটিতে পতিত। প্রসূত, জাত। [ঃ সন্তান 'ভূমিষ্ঠ' হইল।] স্ত্রী. — **ভূমিষ্ঠা**।

ভূমিসম্পদ্ -- সম্পদের উৎসস্বরূপ ভূমি।

ভূমিসাৎ — ভূমিতে পরিণত, ভূমিতে পতিত, ভগ্ন-বিধ্বস্ত। [ঃ প্রাসাদ 'ভূমিসাৎ' হইল।]

ভূম্যধিকারী — ভূস্বামী, জমির মালিক, জমিদার। স্ত্রী — **ভূম্যধিকারিণী**।

ভূয়ঃ --- পুনরায়। প্রচুর। স্ত্রী — **ভূয়সী**। [ঃ 'ভূয়সী' প্রশংসা।]

ভূয়িষ্ঠ — প্রচুরতম, প্রভূত।

ভূয়োদর্শন -- প্রচুর দেখা বা অভিজ্ঞতা।

ভূয়োভূয়ঃ — পুনঃপুনঃ, বারবার।

ভূরি — অনেক, প্রচুর। [ঃ 'ভূরি'-ভোজন।] **ভূরি ভূরি** -- অনেক অনেক। [ঃ 'ভূরি ভূরি' প্রমাণ।]

ভূরিভোজন — অনেক খাওয়া, প্রচুর ভোজন।

ভূরিশ্রবা — পুরাণে বর্ণিত চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা।

ভূর্জপত্র, ভূর্জ্জপত্র — একরকম গাছের ছাল যাহাতে প্রাচীনকালে কাগজের বদলে লেখা হইত।

ভূলোক — পৃথিবী। [ঃ 'ভূলোকে'-দ্যুলোকে।]

ভূলুণ্ঠিত — মাটিতে লুটাইতেছে বা লুটাইয়াছে এমন, ভূপাতিত। স্ত্রী. — **ভূলুণ্ঠিতা**।

ভূশণ্ডি — পুরাণে বর্ণিত ত্রিকালদর্শী কাক।

ভূষণ — অলংকার, গহনা। শোভা।

ভূষণ্ডি, ভূষণ্ডী — ('ভূশণ্ডি' দেখ।)

ভূষিত — অলংকৃত, সজ্জিত। স্ত্রী. — **ভূষিতা**।

ভূসম্পত্তি — ভূমিরূপ সম্পত্তি, জমি-জায়গা, জোত-জমি।

ভূস্বর্গ — পৃথিবীতে স্বর্গের মতো সুন্দর স্থান। পৃথিবীরূপ স্বর্গ। কাশ্মীর।

ভূস্বামী — ভূমির মালিক, রাজা। জমিদার। স্ত্রী. — **ভূস্বামিনী**।

ভৃগু — প্রাচীনকালের জনৈক বিখ্যাত মুনি।

ভৃগু — খাড়া উঁচু পাহাড়। পর্বতের উচ্চ সানু।

ভৃঙ্গ — ভোমরা, ভ্রমর। ফিঙ্গাপাখী।

ভৃঙ্গরাজ — ভ্রমরশ্রেষ্ঠ। কেশবর্ধক একরকম শাক।

ভৃঙ্গরোল — ভিমরুল, বোলতা জাতীয় পতঙ্গ।

ভৃঙ্গার — গাড়ু, ঝারি।

ভৃঙ্গি, ভৃঙ্গী — পুরাণে বর্ণিত শিবের অনুচর। [ঃ নন্দী-'ভৃঙ্গী'।]

ভৃত — পালিত। [ঃ পর-'ভৃত'।]

ভৃতক — বেতনগ্রাহী। স্ত্রী. — **ভৃতিকা**।

ভৃতক, ভৃতি — বেতন। [ঃ 'ভৃতি'-ভুক্।]

ভৃত্য — যে বেতন লইয়া কাজ করে, চাকর।

ভৃমি — ভিরমি ঘূর্ণাবর্ত।

ভেউভেউ — (নিন্দায়) চেঁচাইয়া কাঁদিবার শব্দ। কুকুরের ডাক।

ভেংচানো — ('ভেঙানো' দেখ।)

ভেংচানি, ভেংচি — ভেঙাইবার বা বিদ্রূপ করিবার জন্য বিকৃত মুখভঙ্গী। [ঃ 'ভেংচি' কাটা।]

ভেক — ব্যাং। স্ত্রী. — **ভেকী**।

ভেক — ('ভেখ' দেখ।)

ভেকা, ভেকো — হতবুদ্ধি, নির্বোধ।

ভেখ — সন্ন্যাসীর সাজ বা বৃত্তি। [ঃ 'ভেখ' ধরা।]

ভ্যাকভ্যাক — (তাচ্ছিল্যে ও বিরক্তিতে) ক্রমাগত অবাঞ্ছিত অনুরোধ বা উক্তি। [ঃ 'ভ্যাকভ্যাক' করা।]

ভেঙানি, ভেঙ্গানি — বিদ্রূপসূচক মুখ-ভঙ্গী, ভেংচি।

ভেঙানো, ভেঙ্গানো — বিদ্রূপসূচক মুখ-ভঙ্গী করা।

ভেজা — ('ভিজা' দেখ।)

ভেজা — (প্রাচীন কবিতায়) পাঠানো। [ঃ খবর 'ভেজিল'।]

ভেজানো — ('ভিজানো' দেখ।) সিক্ত করণ। সিক্ত করা হইয়াছে এমন।

ভেজানো — লাগানো, আলগাভাবে বন্ধ করা। [ঃ দরজা 'ভেজানো'।] লাগাইয়া দেওয়া, লেলাইয়া দেওয়া। [ঃ কুকুর 'ভেজানো'।] আলগাভাবে বন্ধ। [ঃ 'ভেজানো' দরজা।] আলগাভাবে বন্ধ করণ।

ভেজাল — যাহার সহিত নিকৃষ্ট জিনিস মেশানো হইয়াছে, খাঁটী নহে এমন। [ঃ 'ভেজাল' জিনিস।] যে নিকৃষ্ট জিনিস মেশানো হয়। [ঃ 'ভেজাল' দেওয়া।]

ভেজাল — কাজের চাপ, ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা।
ভেজালে — যে ভেজাল বা ঝামেলা করে। [ঃ 'ভেজালে' লোক।]
ভেজিটেবল — শাকসবজি।
ভেট — সম্মানিত ব্যক্তির নিকট উপহার, সওগাত, নজরানা। মোলাকাত।
ভেটকি — একরকম বড় মাছ।
ভেটকি — (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ভেংচানি, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী। [ঃ 'ভেটকি' দেওয়া।]
ভেটা — (কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) মিলিত হওয়া।
ভেটেরাখানা — সরাইখানা। হট্টগোলের জায়গা।
ভেটো — নির্বিঘ্ন বা বাতিল করিবার বিশেষ অধিকার। [ঃ 'ভেটো' প্রয়োগ।]
ভেড়া — মেষ। (গালিতে) নির্বোধ ও কাপুরুষ। স্ত্রী. — **ভেড়ী**।
ভেড়ি — জলরক্ষার জন্য বা জল ঠেকাইবার জন্য উঁচু বাঁধ।
ভেড়ুয়া — ভেড়ার তুল্য, নির্বোধ ও কাপুরুষ। বাইজীর সহিত যে বাজায়। যে স্ত্রীবুদ্ধিতে চালিত হয়, স্ত্রৈণ।
ভেড়ে — ভেড়ার তুল্য, নির্বোধ ও কাপুরুষ।
ভেড়ো — ('ভেড়ুয়া' দেখ।)
ভেণ্ডর, ভেণ্ডার — বিক্রেতা, দোকানদার। [ঃ টিকিটের 'ভেণ্ডার'।]
ভেতো — ভাতখেকো, ভাত খাওয়ার জন্য দুর্বল। [ঃ 'ভেতো' বাঙগালী।]
ভেদ — বিদ্ধ বা বিদীর্ণ করণ। [ঃ লক্ষ্য-'ভেদ'।] প্রভেদ, পার্থক্য, অনৈক্য। [ঃ মত-'ভেদ'; ঃ জাতি-'ভেদ'।] উদ্ঘাটন, সমাধান। [ঃ রহস্য-'ভেদ'।] বিরোধ, বিচ্ছেদ। [ঃ 'ভেদ'-নীতি; ঃ 'ভেদ'-বুদ্ধি।] দাস্ত, মলত্যাগ। [ঃ 'ভেদ' ও বমি।]
ভেদজ্ঞান — পার্থক্যবোধ।
ভেদপ্রত্যয় — জগৎকে ঈশ্বর হইতে পৃথক জ্ঞান, দ্বৈতবাদ।
ভেদবুদ্ধি — পার্থক্যবোধ। বিবাদ সৃষ্টির বুদ্ধি।
ভেদা — (কবিতায়) ভেদ করা। [ঃ 'ভেদিল' মেদিনী।]
ভেদাভেদ — পার্থক্য ও ঐক্য। পার্থক্য, দলাদলি। [ঃ 'ভেদাভেদ' ভুলে এক হও।]
-ভেদী — 'ভেদ করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মর্ম-'ভেদী'; ঃ শব্দ-'ভেদী'।]
ভেদ্য — যাহা ভেদ করা যায়। [ঃ অ-ভেদ্য।]
ভেপসা — ('ভাপসা' দেখ।)
ভেঁপু — একরকম বাঁশি। [ঃ আম-আঁটির 'ভেঁপু'।]
ভেবা — হতবুদ্ধি, হাবা। **ভেবা গঙ্গারাম** — নির্বোধ ও হতবুদ্ধি ব্যক্তি।
ভেবাচাকা, ভেবাচেকা — হতবুদ্ধিতা, হতভম্ব ভাব। [ঃ 'ভেবাচেকা' খাওয়া।]
ভেরি, ভেরী — একরকম ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।
ভেরেণ্ডা — এরণ্ড, রেড়ি বা ঐ জাতীয় কয়েক প্রকার গাছ। **ভেরেণ্ডা ভাজা** — বেকার বসিয়া থাকা, বাজে কাজ করা।
ভেল — (প্রাচীন কবিতায়) হইল। [ঃ গরল 'ভেল'।]
ভেল — কৃত্রিম, জাল। [ঃ 'ভেল' মুক্তা।]
ভেলকি — জাদু, ইন্দ্রজাল, ম্যাজিক।
ভেলভেল — নির্বোধ চাহনি সূচক অনুকার।
ভেলভেলে — নির্বোধ।
ভেলা — কাঠ, কলাগাছ ইত্যাদি একত্র

বাঁধিয়া প্রস্তুত ভাসমান জিনিস যাহাতে চড়া যায়, মান্দাস।

ভেলা — একরকম গাছ ও তাহার ফল।

ভেলি — রসহীন একরকম গুড়।

ভেল্কি — ('ভেলকি' দেখ।)

ভেষজ — ঔষধ।

ভেষজবিজ্ঞান — ঔষধ সংক্রান্ত বিদ্যা বা জ্ঞান। [ঃ ভারতীয় 'ভেষজবিজ্ঞান'।]

ভেষজবিজ্ঞানী — ভেষজবিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তি।

ভেস্ত — মুসলমানের স্বর্গ, বেহেশ্ত্।

ভেস্তা — নষ্ট বা পণ্ড হওয়া। [ঃ বিয়ে 'ভেস্তে' যাওয়া।] এলোমেলো হওয়া।

ভেস্তানো — নষ্ট বা পণ্ড করা। [ঃ বিয়ে 'ভেস্তানো'।] এলোমেলো করা। [ঃ তাসের পিট 'ভেস্তানো'।]

ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য — ভিক্ষালব্ধ। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য। সন্ন্যাস, ভিক্ষুর অবস্থা।

ভৈরব — ভীষণ, ভয়ংকর। শিবের মূর্তি-বিশেষ। (সংগীতে) একরকম রাগ।

ভৈরবী — দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। শিবভক্তা সন্ন্যাসিনী। (সংগীতে) এক-রকম রাগিণী।

ভৈরবীচক্র — একরকম গোপন তান্ত্রিক সাধনা যাহাতে সাধকগণ চক্রাকারে বসিয়া মদ্যপানাদি করে। ঐরূপ বীভৎস কার্যাদি করিবার গোপন বৈঠক।

ভৈষজ, ভৈষজ্য — ঔষধ। চিকিৎসা।

ভোঁ — বাঁশির শব্দ। মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি। দ্রুত গতিসূচক অনুকার। [ঃ 'ভোঁ'-দৌড়।] ('ভোম' দেখ।)

ভোক্তব্য — ভোজন বা উপভোগের যোগ্য।

ভোক্তা — যে ভোজন বা ভোগ করে। স্ত্রী. — **ভোক্ত্রী**।

ভোগ — সুখ বা দুঃখ অনুভব। [ঃ সুখ 'ভোগ'; [ঃ দুঃখ 'ভোগ'।] উপভোগ। [ঃ ঐশ্বর্য 'ভোগ' করা।] ইন্দ্রিয়সেবা। [ঃ 'ভোগ' ও ত্যাগ।] ভোজনের উপযুক্ত দ্রব্য। [ঃ রাজ-'ভোগ'।] দেবতাকে নিবেদ্য দ্রব্য, নৈবেদ্য।

ভোগতৃষ্ণা — ইন্দ্রিয়সুখলাভের তীব্র ইচ্ছা।

ভোগবতী — পুরাণে বর্ণিত পাতাল-গঙ্গা।

ভোগবাসনা — ইন্দ্রিয়সুখলাভের ইচ্ছা।

ভোগবিলাস — ইন্দ্রিয়সুখ ও বিলাস।

ভোগবিলাসী — ভোগবিলাসে আসক্ত। স্ত্রী. — **ভোগবিলাসিনী**।

ভোগা — ('ভুগা' দেখ।) রোগভোগ।

ভোগা — ফাঁকি, কষ্টভোগ। প্রতারণা। [ঃ 'ভোগা' দেওয়া।]

ভোগানো — কষ্ট দেওয়া। অসুবিধায় ফেলা।

ভোগান্তি — দুর্ভোগ। [ঃ কপালে 'ভোগান্তি' ছিল।]

ভোগাসক্ত — ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। বি — **ভোগাসক্তি**।

ভোগী — যে ভোগ করে বা করিয়াছে। [ঃ ভুক্ত-'ভোগী'।] ইন্দ্রিয়পরায়ণ। স্ত্রী — **ভোগিনী**।

ভোগৈশ্বর্য, ভোগৈশ্বর্য্য — ইন্দ্রিয়সুখ ও ধনসম্পত্তি।

ভোগ্য — ভোগের যোগ্য। [ঃ দেব-'ভোগ্য'।] স্ত্রী. — **ভোগ্যা**। [ঃ বীর-'ভোগ্যা' বসুন্ধরা।]

ভোচকানি — ক্ষুধার ফলে অবসন্নতাবোধ। [ঃ 'ভোচকানি' লাগা।]

ভোজ — ভোজন-উৎসব, বন্ধুবান্ধব একত্র মিলিত হইয়া ভোজন।

ভোজ — মালবের অন্তর্গত ক্ষুদ্র রাজ্য। প্রাচীন ভারতের কয়েকজন বিখ্যাত রাজার নাম। মালবের বিখ্যাত রাজা যিনি বিদ্যাবত্তা ও ইন্দ্রজালে দক্ষতার

জন্য বিখ্যাত ছিলেন। **ভোজবাজি, ভোজবিদ্যা** -- (ঐ রাজার নাম অনুসারে) ইন্দ্রজাল, ভেলকি।

ভোজপুরিয়া, ভোজপুরী, ভোজপুরে -- ভোজপুরবাসী।

ভোজং — কুমন্ত্রণা। [ঃ কি যে 'ভোজং' দিলে সব বিগড়ে গেল।]

ভোজন — খাদ্যগ্রহণ, আহার করণ। খাওয়ানো। [ঃ ব্রাহ্মণ-'ভোজন'।] ভোজ্যদ্রব্য, খাইবার জিনিস।

ভোজবাজি, ভোজবিদ্যা — ('ভোজ' দেখ।)

ভোজনবিলাসী — যে খাওয়ার বিষয়ে খুব শৌখিন। স্ত্রী. --- **ভোজনবিলাসিনী**।

ভোজনাগার — খাইবার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা কক্ষ।

ভোজনালয় - হোটেল।

ভোজালি --- গুর্খাদের একরকম ছোরা, কুকরি।

-ভোজী -- 'যে খায়' বা 'খাইয়া জীবন ধারণ করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ তৃণ-'ভোজী'।] স্ত্রী. -- **-ভোজিনী**।

ভোজ্য — ভোজনযোগ্য। খাদ্য, খাবার।

ভোট -- ভুটানদেশী। [ঃ 'ভোট' কম্বল।] তিব্বতদেশ।

ভোট — নির্বাচনকালে ব্যক্ত অভিমত।

ভোটদাতা -- যে ভোট দেয়, যাহার ভোট দিবার অধিকার আছে, ভোটার।

ভোটদান — ভোটের দ্বারা মতামত জ্ঞাপন।

ভোটাভুটি -- অনেকের ভোট দান, ভোট দানের দ্বারা নির্বাচন।

ভোটার — ('ভোটদাতা' দেখ।)

ভোঁতা — ধার বা তীক্ষ্ণতা নাই এমন। [ঃ 'ভোঁতা' ছুরি; ঃ 'ভোঁতা' বুদ্ধি।] **মুখ ভোঁতা হওয়া** — অপমানিত হওয়া, অনুরোধ না থাকায় লজ্জিত হওয়া।

ভোঁদড় --- ভাম ও উদ্‌বিড়াল জাতীয় একরকম জন্তু।

ভোঁদা — মোটা, স্থূলকায়। স্ত্রী. --- **ভুঁদী**।

ভোম — চুর, বিহ্বল, ভোঁ। [ঃ নেশায় 'ভোম' হয়ে আছে।]

ভোমর -- ছিদ্র করিবার একরকম যন্ত্র।

ভোমর, ভোমরা -- একরকম কালো পতঙ্গ, ভ্রমর।

ভোম্বল - হাঁদা, নির্বোধ। **ভোম্বলদাস** — নির্বোধ ব্যক্তি।

ভোর -- প্রত্যুষ, ঊষা। [ঃ ভোর-বেলা।] রাত্রি শেষ। [ঃ 'ভোর' হওয়া।]

ভোর -- ব্যাপী, ধরিয়া, ভর। [ঃ রাত-'ভোর' জাগা।] পরিমিত। [ঃ ছটাক-'ভোর'।] বিভোর, বিহ্বল, মশগুল। [ঃ নেশায় 'ভোর'; ঃ গন্ধে 'ভোর'।]

ভোল -- বেশ, প্রতারণার উদ্দেশ্যে সাজ, ছদ্মবেশ। [ঃ 'ভোল' বদলানো।] ফ্যাশন। [ঃ নতুন 'ভোল'।]

ভোলা - ('ভুলা' দেখ।) বিস্মরণ। বিস্মৃত। [ঃ আপন-'ভোলা'।] যে বা যাহা সহজে ভুলে। [ঃ 'ভোলা' মহেশ্বর; ঃ 'ভোলা' মন।]

ভোলানো -- ('ভুলানো' দেখ।)

ভোঁসভোঁস -- নিদ্রিত ব্যক্তির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। [ঃ 'ভোঁসভোঁস' ক'রে ঘুমানো।]

ভৌত, ভৌতিক -- ভূত সংক্রান্ত, ভুতুড়ে। [ঃ 'ভৌতিক' ব্যাপার।] ভূত বা বস্তুর মূল উপাদান সংক্রান্ত।

ভৌম - ভূমি সংক্রান্ত। ভূমিজাত। মঙ্গল গ্রহ।

ভৌমিক -- প্রাচীনকালের জমিদার, ভুঁইয়া। উপাধি বিশেষ।

ভ্যা --- ভেড়ার ডাক। (বিদ্রূপে) কান্নার শব্দ।

ভ্যাক্ — হঠাৎ শব্দ করিয়া কাঁদিয়া ফেলা সূচক অনুকার।

ভ্যাদা — একরকম ছোট মাছ। জড়প্রকৃতির লোক, চটপটে নয় এমন ব্যক্তি।

ভ্যান ভ্যান, ভ্যানর-ভ্যানর — ক্রমাগত অর্থহীন বিরক্তিকর বকুনি। [ঃ রাতদিন 'ভ্যান ভ্যান' করছে।]

ভ্যাবাচাকা — ('ভেবাচাকা' দেখ।)

ভ্যালা — (প্রশংসায় বা বিদ্রূপে) ভালো, বেড়ে, সাবাস। [ঃ 'ভ্যালা' রে মোর ভাই!]

ভ্রংশ — চ্যুতি, নাশ। [ঃ জাতি-'ভ্রংশ'; ঃ স্মৃতি-'ভ্রংশ'; বুদ্ধি-'ভ্রংশ'।]

ভ্রম — ভুল, ভ্রান্তি, প্রমাদ। একের স্থলে অন্য জ্ঞান। [ঃ রজ্জুতে সর্প-'ভ্রম'।]

ভ্রমণ — বেড়ানো, পর্যটন, বিভিন্ন স্থানে গমন। [ঃ দেশ-'ভ্রমণ'; ঃ 'প্রাতর্ভ্রমণ'।]

ভ্রমমাণ — বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এমন।

ভ্রমর — একরকম কালো পতঙ্গ, ভোমরা। স্ত্রী. — **ভ্রমরী**।

ভ্রমা — (কবিতায়) ভ্রমণ করা। [ঃ 'ভ্রমিব', ঃ 'ভ্রমিল'।]

ভ্রমাত্মক — ভুল ধারণার ফলে হইয়াছে এমন, ভ্রান্তিমূলক।

ভ্রমি, ভ্রমী — আবর্ত, ঘূর্ণিজল।

ভ্রষ্ট — চ্যুত। [ঃ পথ-'ভ্রষ্ট'; ঃ লক্ষ্য-'ভ্রষ্ট'; ঃ জাতি-'ভ্রষ্ট'।] যাহার নষ্ট হইয়াছে এমন। [ঃ ধর্ম-'ভ্রষ্ট'; ঃ 'ভ্রষ্ট'-চরিত্র।]

ভ্রষ্টা — অসতী, ব্যভিচারিণী।

ভ্রষ্টাচার — যে বিহিত আচার পালন করে নাই, যে গর্হিত আচার-অনুষ্ঠান করিয়াছে।

ভ্রাতা — ভাই। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

ভ্রাতুষ্পুত্র — ভাইয়ের ছেলে, ভাইপো।

ভ্রাতুষ্পুত্রী — ভাইয়ের মেয়ে, ভাইঝি।

ভ্রাতুষ্পৌত্র — ভাইপোর ছেলে।

ভ্রাতুষ্পৌত্রী — ভাইপোর মেয়ে।

ভ্রাতৃজ — ভাইপো।

ভ্রাতৃজা — ভাইঝি।

ভ্রাতৃজায়া — ভাইয়ের স্ত্রী।

ভ্রাতৃত্ব — ভাইয়ের সহিত ভাইয়ের সম্পর্ক। ভাই-ভাই ভাব।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া — ভাইফোঁটার উৎসব। ঐ উৎসবের দিন, কার্তিক-শুক্ল-দ্বিতীয়া তিথি। ('যমদ্বিতীয়া' দেখ।)

ভ্রাতৃবধূ — ভাইবউ, ভাইয়ের স্ত্রী।

ভ্রাতৃব্য — ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাইপো।

ভ্রাতৃব্যা — ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাইঝি।

ভ্রাতৃব্যাণী — ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ, ভাইপোর স্ত্রী।

ভ্রাতৃস্নেহ — ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা।

ভ্রাত্রীয় — ভ্রাতা সংক্রান্ত। ভাইয়ের মতো।

ভ্রান্ত — যে ভুল করিয়াছে। যাহার ভুল ধারণা আছে।

ভ্রান্তি — ভ্রম, ভুল।

ভ্রান্তিকর, ভ্রান্তিজনক — ভ্রম বা ভুলের কারণ ঘটায় এমন।

ভ্রান্তিমূলক — ভুলের ফলে হইয়াছে এমন, ভ্রমাত্মক।

ভ্রাম্যমাণ — যাহাকে বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। [ঃ 'ভ্রাম্যমাণ' পাঠাগার।] বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন, ভ্রমমাণ।

ভ্রু — ('ভ্রূ' দেখ।)

ভ্রূ — কপালের নীচের ও চোখের উপরের চুলের রেখা, ভুরু। (সমাসে বিকল্পে 'ভ্রু' হয়।)

ভ্রূকুঞ্চন, ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী — বিরক্তি ক্রোধ চিন্তা ইত্যাদির ফলে ভ্রূর কুঞ্চিত অবস্থা।

ভ্রূক্ষেপ — দৃষ্টিপাত, মনোযোগদান, গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচনা। [: 'ভ্রূক্ষেপ' করে না।]

ভ্রূবিলাস, ভ্রূবিভ্রম — মনোহর চটুল ভঙ্গীতে ভ্রূ কুঞ্চন।

ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূভঙ্গী — ('ভ্রূকুঞ্চন' ও 'ভ্রূবিলাস' দেখ।)

ভ্রূলতা — লতার মতো বক্র ও কোমল সুন্দর ভুরু।

ভ্রূসংকেত, ভ্রূসঙ্কেত — ভুরু বাঁকাইয়া ইশারা।

ভ্রূণ — গর্ভস্থ শিশু।

ভ্রূণহত্যা — গর্ভস্থ শিশুর বিনাশ, গর্ভপাত।

ভ্রূণহত্যাকারী — যে ভ্রূণের বা গর্ভস্থ শিশুর বিনাশ সাধন করে। স্ত্রী. — **ভ্রূণহত্যাকারিণী**।

ম

মই — বাঁশ ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী সিঁড়ি। ডেলা ভাঙিয়া চষা জমি সমতল করিবার যন্ত্র। **মই দেওয়া** — মই দিয়া ডেলা ভাঙিয়া চষা জমি সমতল করা। **পাকা ধানে মই দেওয়া** — লাভের স্থলে ক্ষতি করিয়া দেওয়া।

মইসা, মইসে — কাপড় ইত্যাদিতে ছাতা পড়ার ফলে কালো দাগ।

মউ — মধু, মৌ। **মউচাক** — ('মৌচাক' দেখ।)

মউড় — বিবাহে কন্যার সোলার মুকুট।

মউতাত — ('মৌতাত' দেখ।)

মউনি — দুধ বা দধি মন্থন করিয়া মাখন তুলিবার দণ্ড বা যন্ত্র, মন্থনদণ্ড, মথনিকা।

মউয়া — মহুয়া।

মউল — মুকুল, বউল। মহুয়া।

মওয়া — মন্থন করা। মথিত, মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এমন। [: 'মওয়া' দুধ।]

মওকা — লাভজনক সুযোগ, দাঁও। [: 'মওকা' পাওয়া।]

মকদ্দমা — আদালতে অভিযোগ, মামলা, নালিশ।

মকমক — ব্যাঙের ডাক।

মকর — পুরাণে বর্ণিত শুঁড়ওয়ালা জলজন্তু, গঙ্গার বাহন। সরু মুখওয়ালা একরকম কুমীর। হাঙর। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের দশম রাশি। নূতন চাউল দুধ ইত্যাদি যোগে প্রস্তুত নৈবেদ্য। **মকর সংক্রান্তি** — সূর্যের মকর রাশিতে গমন। পৌষসংক্রান্তি।

মকরকেতন, মকরকেতু — মদন।

মকরক্রান্তি, মকরক্রান্তিবৃত্ত — নিরক্ষরেখার ২৩° ২৭´ দক্ষিণস্থ অক্ষরেখা।

মকরবাহিনী — গঙ্গা।

মকরধ্বজ — মদন, কন্দর্প। বিখ্যাত কবিরাজী ঔষধ।

মকরন্দ — ফুলের মধু।

মকাই — ভুট্টা।

ম-কার — ('পঞ্চ ম-কার দেখ।)

মকুফ, মকুব — বাদ বা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। [: জরিমানা 'মকুব' করা; : অপরাধ 'মকুব' করা।]

মক্কা — আরবদেশের বিখ্যাত নগর, হজরত মহম্মদের জন্মস্থান, মুসলমানদের প্রধানতম তীর্থ। **মক্কা শরীফ** — পুণ্যস্থান মক্কা।

মক্কাবাসী — মক্কার অধিবাসী, মক্কার বাসিন্দা।

মক্কেল — উকিলের পরামর্শ গ্রহণকারী বাদী বা প্রতিবাদী। (ব্যঙ্গে) ধড়িবাজ

লোক।

মক্তব — মুসলমান শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠশালা।

মকসেদ — উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়।

মক্ষিকা, মক্ষী — মাছি। স্ত্রী. — **মক্ষিণী**।

মখদম, মখদুম — শিক্ষক, মক্তবের শিক্ষক।

মখমল — একরকম কোমল উজ্জ্বল কাপড়।

মখমলী — মখমলের মতো। মখমল হইতে প্রস্তুত।

মগ — ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চলের একটি জাতি যাহারা এক সময় দস্যুবৃত্তির জন্য কুখ্যাত ছিল। **মগের মুলুক** — অরাজক দেশ, দস্যু ও চোর-বাটপাড়ে পরিপূর্ণ দেশ।

মগ — জল তুলিবার জন্য হাতলওয়ালা পাত্র।

মগজ — মস্তিষ্ক। বুদ্ধি।

মগজি — কাপড় ইত্যাদির প্রান্ত। জুতার গোড়ালির উপরকার চামড়ার প্রান্ত। **মগজি সেলাই** — কিনারার দিকের সেলাই।

মগডাল — সর্বোচ্চ শাখা।

মগধ — দক্ষিণ বিহারে অবস্থিত প্রাচীন কালের বিখ্যাত ভারতীয় রাজ্য।

মগধেশ, মগধেশ্বর — মগধের রাজা। স্ত্রী. — **মগধেশ্বরী**।

মগন — (কবিতায়) মগ্ন।

মগ্ন — নিমজ্জিত, ডুবিয়াছে এমন। [ঃ জল-'মগ্ন'; ঃ 'মগ্ন' তরী।] নিবিষ্ট, তন্ময়। [ঃ চিন্তায় 'মগ্ন'।] স্ত্রী. — **মগ্না**। বি. — **মগ্নতা**।

মগ্নগিরি, মগ্নশিলা — সমুদ্রের জলে ডুবিয়া আছে এমন পাহাড়; মৈনাক।

মঘবা, মঘবান্ — ইন্দ্র।

মঘা — নক্ষত্র যাহার প্রভাব অশুভ মনে করা হয়।

মঙ্গল — শুভ, হিত, কল্যাণ। [ঃ তোমার 'মঙ্গল' হোক।] একটি গ্রহের নাম। সপ্তাহের একটি বারের নাম। দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য। [ঃ মনসা-'মঙ্গল'।]

মঙ্গলকলস, মঙ্গলঘট — পূজা বা উৎসব উপলক্ষ্যে স্থাপিত মঙ্গলসূচক কলস বা ঘট।

মঙ্গলচণ্ডী — ভগবতীর এক রূপ, মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী।

মঙ্গলবার — সপ্তাহের তৃতীয় দিন।

মঙ্গলময় — মঙ্গলে পরিপূর্ণ, কল্যাণময়। ভগবান্। [ঃ 'মঙ্গলময়ের' ইচ্ছা।]

মঙ্গলময়ী — মঙ্গলদায়িনী, ভগবতী।

মঙ্গলা — মঙ্গলদায়িনী, দুর্গা।

মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলাচার — শুভসূচক ধর্মবিহিত অনুষ্ঠান।

মঙ্গল্য — মঙ্গলকর, মাঙ্গলিক, শুভকর।

মঙ্গল্যা — মঙ্গলকারিণী, শুভা, দুর্গা। [ঃ 'মঙ্গল্যে' সর্বার্থসাধিকে।]

মঙ্গোল — মধ্য এশিয়ার একটি তাতার উপজাতি, মোগল, মুঘল।

মঙ্গোলিয়া — মঙ্গোলদের বাসস্থান।

মচ, মচ্ — কিছু ভাঙিবার বা মচকাইবার শব্দ।

মচকানো — ঈষৎ ভাঙা। [ঃ হাড় 'মচকানো'; ঃ লাঠি 'মচকানো'।] ঈষৎ ভাঙিয়াছে এমন।

মচমচ — বার বার মচকাইবার শব্দ, শুকনা নরম ভাজা জিনিস চিবাইবার শব্দ।

মচমচে — মচমচ করে এমন।

মচ্ছব — (ব্যঙ্গে বা কথ্য প্রয়োগে) মহোৎসব।

মছলন্দ — ('মসলন্দ' দেখ।)

মছলি — (ব্যঙ্গে) মৎস্য, মাছ।

মজকুর — (আদালতী প্রয়োগে) লিখিত

বিবরণ।

মজকুরী — (আদালতী প্রয়োগে) উল্লিখিত, পূর্বোক্ত। যে পরোয়ানা জারী করে।

মজদুর — মজুর, শ্রমিক।

মজবুত — শক্ত, দৃঢ়, টেকসই। নিপুণ, পটু। [ঃ কথায় 'মজবুত'।]

মজলিস — সভা, আসর, বৈঠক।

মজলিসী — মজলিসের উপযুক্ত। [ঃ 'মজলিসী' গান; ঃ 'মজলিসী' লোক।]

মজা — মগ্ন বা নিবিষ্ট হওয়া। [ঃ আনন্দে 'মজেছে'।] অত্যন্ত মুগ্ধ হওয়া। [ঃ রূপে 'মজা'।] মাটিতে ভরিয়া যাওয়া। [ঃ নদী 'মজে' গেছে।] রসে জারিত বা অত্যন্ত পক্ক হওয়া। [ঃ কলা 'মজে' গেছে।] বিনষ্ট হওয়া, বিপন্ন হওয়া। [ঃ রাজা 'মজিলা' আপনি, ঃ এবার লোকটা 'মজেছে'।] অতিশয় পক্ব। মাটিতে ভরা, বুজিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'মজা' নদী।]

মজা — কৌতুক, রঙ্গ। [ঃ 'মজা' করা; ঃ 'মজা' দেখা।] কৌতুকপূর্ণ ব্যাপার। [ঃ ভারি 'মজা'।] আমোদ, ফুর্তি। [ঃ 'মজা' লুটা।] **মজা উড়ানো** — (নিন্দায়) ফুর্তি করা। **মজা দেখানো** — জব্দ করা। **মজা মারা** — (নিন্দায়) ফুর্তি করা।

মজাদার — কৌতুকাবহ, আমোদজনক। আমোদপ্রিয়, ফুর্তিবাজ।

মজানী — যে নারী মজাইয়াছে। [ঃ কুল-'মজানী'।]

মজানো — ডুবানো, বিপন্ন বা বিনষ্ট করা। [ঃ সবাইকে 'মজিয়েছে'।] মোহিত করা। [ঃ রূপে 'মজিয়েছে'।] কলঙ্কিত করা। [ঃ কুল 'মজানো'।]

মজুত — সঞ্চিত, জমা। [ঃ মাল 'মজুত' আছে।]

মজুতদার — যে মজুত রাখে, সঞ্চয়কারী। যে মাল সঞ্চিত করিয়া আটক রাখে ও বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়ে না, 'হোর্ডার'।

মজুদ, মজুদদার — ('মজুত' ও 'মজুতদার' দেখ।)

মজুমদার — মুসলমান আমলের খাজনার হিসাবরক্ষক। পদবী বিশেষ।

মজুর — শ্রমিক, শ্রমজীবী। **দিন মজুর** — রোজ মজুরী লইয়া বিভিন্ন স্থানে কাজ করে এমন শ্রমিক। **মজুর খাটা** — মজুরের কাজ করা।

মজুরি — মজুরের পারিশ্রমিক। পারিশ্রমিক। মজুরের কাজ। [ঃ দিন-'মজুরি'।]

মজ্জন — ডুবা, অবগাহন। বিণ. — **মজ্জিত**।

মজ্জমান — ডুবিতেছে এমন। স্ত্রী — **মজ্জমানা**।

মজ্জা — হাড়ের ভিতরের চর্বির মতো জিনিস।

মজ্জাগত — মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে এমন, স্বভাবগত। [ঃ 'মজ্জাগত' সংস্কার।]

মঞ্চ — মাচা, টঙ। উঁচু বাঁধানো জায়গা, বেদী। [ঃ দোল-'মঞ্চ'।] অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট উচ্চ জায়গা, স্টেজ। থিয়েটার।

মঞ্চশিল্প — থিয়েটারের স্টেজ নির্মাণের ও সাজাইবার কলাকৌশল।

মঞ্চশিল্পী — যে থিয়েটারের স্টেজ সাজায় বা নির্মাণ করে। থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রী। [ঃ চিত্রশিল্পী ও 'মঞ্চশিল্পী'।]

মঞ্চাভিনয় — থিয়েটারে অভিনয়।

মঞ্চাভিনীত — থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে এমন। [ঃ 'মঞ্চাভিনীত'

নাটক।]

মঞ্জন — মাজা, মার্জন। [ঃ দন্ত-'মঞ্জন'।]

মঞ্জরি, মঞ্জরী — কচি পাতা ও কুঁড়িযুক্ত ছোট ডাল। [ঃ তুলসীর 'মঞ্জরী'।] শিষ। [ঃ ধানের 'মঞ্জরী'।]

মঞ্জরিত — মঞ্জরীযুক্ত, কুঁড়ি ধরিয়াছে এমন, মুকুলিত।

মঞ্জিল — প্রাসাদ, বৃহৎ অট্টালিকা।

মঞ্জিষ্ঠা — লাল রঙের একরকম লতা।

মঞ্জীর — নূপুর।

মঞ্জু — সুন্দর, মনোজ্ঞ, মধুর।

মঞ্জুগমনা — সুন্দরভাবে চলে এমন (স্ত্রী)।

মঞ্জুঘোষ — যাহার ধ্বনি মধুর। বৌদ্ধ ও জৈন দেবতা বিশেষ।

মঞ্জুভাষী — যাহার কথা সুন্দর, মধুরভাষী। স্ত্রী. — **মঞ্জুভাষিণী**।

মঞ্জুর — অনুমোদিত, অনুমতিপ্রাপ্ত, স্বীকৃত। [ঃ আবেদন 'মঞ্জুর' হওয়া; ঃ বিদ্যালয় 'মঞ্জুর' হওয়া।] বি. — **মঞ্জুরি**।

মঞ্জুল — সুন্দর, মনোহর। নিকুঞ্জ। স্ত্রী. — **মঞ্জুলা**।

মঞ্জুশ্রী — সুশ্রী। বৌদ্ধ ও জৈন দেবতা বিশেষ।

মঞ্জুষা, মঞ্জুষা — ঝাঁপি, পেটরা, পেটিকা। [ঃ মণি-'মঞ্জুষা'।]

মঞ্জুহাসিনী — সুন্দরভাবে হাসে এমন (স্ত্রী), সুহাসিনী।

মট্, মট — শক্ত জিনিস ভাঙিবার শব্দ।

মটকা — ঘরের চালের সর্বোচ্চ অংশ।

মটকা — নিদ্রার ভান। [ঃ 'মটকা' মেরে পড়ে থাকা।]

মটকা — একরকম মোটা রেশমী কাপড়।

মটকা — বড় মটকি।

মটকানো — মট্ শব্দ করা। [ঃ আঙুল 'মটকানো'।]

মটকি — ঘি ইত্যাদি রাখিবার মাটির বড় পাত্র।

মটন — ভেড়ার মাংস। ছাগ মাংস। **মটন চপ** — মসলা ইত্যাদি দিয়া ভাজা ভেড়ার বা ছাগলের টুকরা মাংস।

মটর — একরকম বড় গোলাকার কলাই ও তাহার শাক জাতীয় গাছ। **মটরশুঁটি** — মটরগাছের ফল যাহাতে মটরের দানা থাকে।

মটর — ('মোটর' দেখ।)

মটরদানা — মটরের দানা। মটরের মতো দানা দিয়া তৈয়ারী মালার মতো দেখিতে একরকম গহনা।

মটাস্, মটাস — জোরে মট্ শব্দ। [ঃ 'মটাস' ক'রে ভাঙল।]

মঠ — সন্ন্যাসীদের বাসস্থান, আশ্রম। চিতাভস্মের উপর নির্মিত স্মৃতি-মন্দির। মন্দিরের মতো দেখিতে একরকম চিনির ঢেলা।

মঠধারী — মঠের অধ্যক্ষ, মঠের কর্তা। স্ত্রী. — **মঠধারিণী**।

মঠবাসী — যে মঠে বাস করে, মঠের বাসিন্দা। স্ত্রী. — **মঠবাসিনী**।

মড়ক — মহামারী।

মড়মড় — কাষ্ঠ ইত্যাদি শুষ্ক শক্ত জিনিস ভাঙিবার শব্দ।

মড়মড়ে — ভাঙিতে বা চিবাইতে গেলে মড়মড় শব্দ হয় এমন, শুষ্ক ও শক্ত।

মড়া — মৃতদেহ, শব, লাশ।

মড়াখেকো — (গালি) যে মড়া খায়। স্ত্রী. — **মড়াখাকী**।

মড়াঞ্চে, মড়ুঞ্চে — যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় কিন্তু বাঁচে না। [ঃ 'মড়ুঞ্চে' পোয়াতী।]

মডেল — আদর্শ। চিত্রকর যাহা বা যাহাকে

দেখিয়া ছবি আঁকে।

মণ — ৪০ সের। **মণ বাটা** — মণের দাম হইতে সের পোয়া ছটাক ইত্যাদির দাম বাহির করা।

মণকিয়া — মণ সংক্রান্ত গণনার তালিকা।

মণি — অলংকার রূপে ব্যবহারের উপযুক্ত বহুমূল্য উজ্জ্বল প্রস্তর। রত্ন।

মণিকাঞ্চন — মণি ও সোনা। **মণিকাঞ্চন-যোগ** — মণি ও সোনার সংযোগের মতো দুই মূল্যবান বস্তুর বা ব্যক্তির মিলন।

মণিকার — মণি কাটিয়া যে পালিশ করে। জহুরী।

মণিকুট্টিম — মণিখচিত বা দামী পাথরে বাঁধানো মেঝে।

মণিকোঠা — রত্নখচিত কক্ষ।

মণিদীপ — দীপের মতো উজ্জ্বল মণি।

মণিপুর — তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত নাভিপদ্ম। আসামের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত স্থান।

মণিপুরী — মণিপুরের অধিবাসী। মণিপুর সংক্রান্ত, মণিপুরের। [ঃ 'মণিপুরী' নাচ।]

মণিপুষ্পক — মহাভারতে বর্ণিত সহদেবের শঙ্খ।

মণিবন্ধ — হাতের কব্জি।

মণিময় — মণিখচিত, মণিতে পূর্ণ।

মণিমালা — বহু মণি। মণি দিয়া গাঁথা মালা, রত্নহার।

মণিহারী — সাবান চিরুনি খাতা পেন্সিল চুড়ি ইত্যাদি জিনিসপত্র সংক্রান্ত। [ঃ 'মণিহারী' মাল; ঃ 'মণিহারী' দোকান।]

-মণী — 'এত মণ ওজনের' বা 'এত মণ জিনিস ধরে' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দু-'মণী' বস্তা।]

মণ্ড — মাড়, ফেন, চটকানো তরল জিনিস। [ঃ ভাতের 'মণ্ড'; ঃ চিঁড়ার 'মণ্ড'।]

মণ্ডন — সজ্জিত করণ, অলংকরণ।

মণ্ডপ — লতাপাতার ছাদ বা চাঁদোয়া ঢাকা উচ্চ স্থান। [ঃ পূজা-'মণ্ডপ'; ঃ লতা-'মণ্ডপ'।]

মণ্ডল — বৃত্তাকার জিনিস, পরিধি, চক্র। গোলাকার বস্তু। গণ, সমূহ, সংঘ। [ঃ সপ্তর্ষি-'মণ্ডল'; ঃ প্রজা-'মণ্ডল' ঃ নৃপতি-'মণ্ডল'।] বৃহৎ রাজ্য, রাজ্যের অংশ, সার্কল। গ্রাম বা অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি, মোড়ল। পদবী বিশেষ।

মণ্ডলাকার — গোলাকার, চক্রাকার।

মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলাধীশ্বর — ৪০ যোজন বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি। রাজ-চক্রবর্তী।

মণ্ডলী — সমূহ, গণ। [ঃ প্রজা-'মণ্ডলী'।] বৃত্তাকার বেষ্টনী।

মণ্ডলেশ্বর — ('মণ্ডলাধীশ' দেখ।)

মণ্ডা — একরকম সন্দেশ।

মণ্ডিত — ভূষিত, অলংকৃত। মোড়া, আবৃত। [ঃ সুবর্ণ-'মণ্ডিত' পদক।]

মণ্ডূক — ব্যাং, ভেক। **কূপমণ্ডূক** — ('কূপমণ্ডূক' দেখ।)

মৎ — আমার বা আমার দ্বারা অর্থে অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়। [ঃ 'মৎ'-প্রণীত।]

মৎ — (আবেগে) নিষেধার্থক না। [ঃ ঘাবড়াও 'মৎ'।]

মত — নিজের ধারণা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে বক্তব্য সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য। [ঃ এ বিষয়ে আপনার কি 'মত'?] সম্মতি। [ঃ 'মত' দিয়েছি।]

মত — রকম, ভাব, প্রকার। [ঃ নানা-'মতে' বোঝানো হয়েছে।]

মত, মতন — ('মতো' দেখ।)

মতবাদ — বিশেষ ধারণা সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস, আদর্শ সংক্রান্ত নীতি।

মতবাদী — মতবাদে বিশ্বাসী। মতবাদ

সংক্রান্ত।

মতভেদ — মতের অমিল।

মতলব — অভিসন্ধি, অভিপ্রায়, ইচ্ছা। [ঃ বদ 'মতলব'।] দুরভিসন্ধি, মন্দ অভিপ্রায়। [ঃ লোকটা 'মতলব' নিয়ে এসেছিল।] কার্যসিদ্ধির উপায়। [ঃ একটা 'মতলব' বার করেছে।]

মতলববাজ — ফন্দিবাজ। বি. — **মতলববাজি**।

মতলবী — স্বার্থপর। মতলববাজ।

মতানৈক্য — ('মতভেদ' দেখ।)

মতান্তর — অন্য মত। **মতান্তরে** — অন্য মতে, অন্য মত অনুসারে।

মতাবলম্বন — মতে বিশ্বাস করণ।

মতাবলম্বী — মতে বা মতবাদে বিশ্বাস করে বা করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **মতাবলম্বিনী**।

মতামত — মত বা অমত, সম্মতি বা অসম্মতি। অভিমত।

মতি — বুদ্ধি। মন।

মতিগতি — প্রবৃত্তি ও চালচলন।

মতিচ্ছন্ন — যাহার বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে এমন। [ঃ আপনি 'মতিচ্ছন্ন' হয়েছেন।] বুদ্ধির বিনাশ। [ঃ আপনার 'মতিচ্ছন্ন' ঘটেছে।]

মতিবিভ্রম, মতিভ্রংশ, মতিভ্রম — বুদ্ধিনাশ, বিচারশক্তির বিলোপ।

মতিমান্ — বুদ্ধিমান্, সুধী।

মতিহীন — বুদ্ধিহীন, নির্বোধ। স্ত্রী. — **মতিহীনা**।

মতিহারী — বিহারের মতিহার অঞ্চলে উৎপন্ন একজাতীয় তামাক।

-মতী — ('-বান্' দেখ।)

মতো — তুল্য, সদৃশ। [ঃ তোমার 'মতো'; ঃ বোকার 'মতো'।] উপযুক্ত। [ঃ মুখের 'মতো' জুতো।] অনুসারে। [ঃ নিয়ম-'মতো'।]

মৎকুণ — ছারপোকা। গোঁফদাড়ি হয় নাই এমন বয়স্ক পুরুষ, মাকুন্দ।

মত্ত — মাতাল, নেশায় বা আনন্দে বিহ্বল। খেপা। [ঃ 'মত্ত' হস্তী।] গর্বিত, প্রমত্ত। [ঃ মদ-'মত্ত'।] অত্যন্ত আসক্ত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। স্ত্রী. — **মত্তা**। বি. — **মত্ততা**।

মৎস্য — মাছ। পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর প্রথম অবতার। একটি পুরাণের নাম। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের একটি রাশি। প্রাচীন ভারতীয় রাজ্য বিশেষ। স্ত্রী. — **মৎসী**।

মৎস্যকন্যা — রূপকথায় বর্ণিত জলপরী।

মৎস্যকেতন — ('মীনকেতন' দেখ।)

মৎস্যগন্ধা — ব্যাসদেবের মা সত্যবতী।

মৎস্যজীবী — যে মাছ ধরিয়া ও মাছ বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, জেলে, কৈবর্ত। স্ত্রী. — **মৎস্যজীবিনী**।

মৎস্যনীতি, মৎস্যন্যায় — ('মাৎস্য ন্যায়' দেখ।)

মৎস্যভোজী — যে মাছ খায়।

মৎস্যরাজ — প্রাচীন মৎস্য রাজ্যের রাজা। মাছের রাজা।

মৎস্যাশী — যে মাছ খায়, মৎস্যভোজী।

মথন — মন্থন, আলোড়ন। দলন। পীড়ন। নাশ করণ।

মথনী — মথনদণ্ড।

মথা — (কবিতায়) মন্থন করা। দলন করা। [ঃ 'মথিল'।]

মথিত — মন্থন করা হইয়াছে এমন। দলন করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **মথিতা**।

মথুরা, মথুরাপুরী — উত্তরপ্রদেশের একটি প্রাচীন নগর, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি।

মদ — গর্ব, অহংকার। [ঃ 'মদ'-মাৎসর্য; ঃ যৌবন-'মদ'-মত্ত।] উদ্ধত ভাব,

প্রমত্ততা। কস্তুরী। [ঃ মৃগ-'মদ'।] হস্তীর গণ্ডাদি হইতে নির্গত একরকম বস্তু। আনন্দে বিহ্বলতা। মদ্য, সুরা।

মদকল — মত্ততা হেতু অস্ফুট শব্দকারী। মত্তহস্তী।

মদখোর — যে মদ খায়, মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি।

মদগর্ব, মদগর্ব্ব — মত্ততা ও অহংকার, উন্মত্ত দাম্ভিকতা।

মদন — প্রেমের দেবতা।

মদনগোপাল, মদনমোহন — শ্রীকৃষ্ণ।

মদনা — ময়না জাতীয় পাখী।

মদনোৎসব — বসন্তকালীন উৎসব। হোলি।

মদমত্ত — অহংকারে উন্মত্ত। নেশায় উন্মত্ত। স্ত্রী. — **মদমত্তা**।

মদমুগ্ধ — গর্ব ও মত্ততার জন্য বুদ্ধি-বিবেচনাহীন।

মদালস — মদ্যপানের ফলে বিহ্বল। আনন্দে বিহ্বল। স্ত্রী. — **মদালসা**।

মদিনা — আরবদেশের বিখ্যাত শহর হজরত মহম্মদ যেখানে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, প্রাচীন ইয়াথ্রেব।

মদির — যাহা মত্ততার সৃষ্টি করে, যাহা নেশা জাগায়। [ঃ 'মদির' আঁখি।]

মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা — যে নারীর চক্ষু মোহ বা মত্ততার সৃষ্টি করে।

মদিরা — মদ, সুরা।

মদীয় — আমার। স্ত্রী. — **মদীয়া**। [ঃ 'মদীয়া' কন্যা।]

মদো, ম'দো — মদের মতো। [ঃ 'ম'দো' গন্ধ।] মদ সংক্রান্ত। মদখোর।

মদোদ্ধত — অহংকারে উদ্ধত। স্ত্রী. — **মদোদ্ধতা**।

মদোন্মত্ত — মদস্রাব মদ্যপান বা অহংকারের ফলে ক্ষিপ্ত। [ঃ 'মদোন্মত্ত' হস্তী।] স্ত্রী. — **মদোন্মত্তা**।

মদ্গুর — মাগুর মাছ।

মদ্দ — ('মর্দ' দেখ।)

মদ্দা — ('মর্দা' দেখ।)

মদ্দানী — ('মর্দানী' দেখ।)

মদ্য — মদ, সুরা।

মদ্যপ, মদ্যপায়ী — যে মদ খায়, মদখোর, মাতাল।

মদ্র — উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি প্রাচীন রাজ্য। মদ্রদেশের রাজা। [ঃ 'মদ্র'-সুতা।]

মদ্রসুতা — মদ্রদেশের রাজকন্যা, মাদ্রী।

মদ্বিধ — আমার মতো। [ঃ 'মদ্বিধ' অভাজন।]

মধু — ফুলের মিষ্ট রস। মৌমাছি কর্তৃক ফুল হইতে সঞ্চিত মিষ্ট রস। মদ্য। বসন্তকাল। চৈত্রমাস। পুরাণে বর্ণিত এক দৈত্য, বিষ্ণু ইহাকে বধ করেন। মিষ্ট, মধুর।

মধুক — যষ্টিমধু। মহুয়া।

মধুকণ্ঠ — যাহার কণ্ঠস্বর মিষ্ট এমন। মিষ্ট কণ্ঠস্বর। স্ত্রী. — **মধুকণ্ঠী**।

মধুকর — ভোমরা। মৌমাছি। স্ত্রী. — **মধুকরী**।

মধুকৈটভ — পুরাণে বর্ণিত মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য বিষ্ণু যাহাদিগকে বধ করেন।

মধুকৈটভারি — মধুকৈটভের শত্রু বা নিধনকারী, বিষ্ণু।

মধুচক্র — মৌচাক।

মধুচন্দ্র, মধুচন্দ্রমা — বিবাহের পর প্রমোদ-বিহার (ইংরেজী 'হানিমুন' কথার অনুকরণ)।

মধুনিশা, মধুনিশি — ('মধুযামিনী' দেখ।)

মধুপ — মধুপানকারী, ভ্রমর।

মধুপর্ক — মধু দধি ঘৃত জল ও শর্করার

মিশ্রণে প্রস্তুত মাঙ্গলিক দ্রব্য।
মধুপুরী — মথুরা।
মধুবন — বৃন্দাবনের একটি বন।
মধুবর্ষী — মধু বর্ষণ করে এমন, সুমধুর। [ঃ 'মধুবর্ষী' কণ্ঠস্বর।]
মধুব্রত — ভোমরা, মৌমাছি।
মধুমক্ষিকা — মৌমাছি।
মধুমতী — সুমধুরা। বাংলা দেশের একটি নদীর নাম। একরকম ছন্দের নাম।
মধুমত্ত — মদ্যপানে মত্ত। বসন্তাগমে মত্ত। স্ত্রী. — **মধুমত্তা।**
মধুময় — মধুতে পূর্ণ। সুমধুর। স্ত্রী. — **মধুময়ী।**
মধুমাধব — চৈত্র ও বৈশাখ মাস।
মধুমাস — চৈত্রমাস।
মধুমেহ — বহুমূত্র রোগ।
মধুযামিনী — বসন্তকালের রাত্রি। মধুর আনন্দময় রাত্রি।
মধুর — মিষ্ট। আনন্দদায়ক। বি. — **মধুরতা।**
মধুরভাষী — যে মিষ্ট কথা বলে। স্ত্রী. — **মধুরভাষিণী।**
মধুরাতি — ('মধুযামিনী' দেখ।)
মধুরিমা — মাধুর্য, মধুরতা।
মধুসখ — বসন্তবন্ধু, কোকিল।
মধুসূদন — মধুনামক দৈত্যের বিনাশকারী, বিষ্ণু।
মধুস্বর — মধুর কণ্ঠস্বর। যাহার স্বর মিষ্ট এমন।
মধূচ্ছিষ্ট — মোম।
মধূৎসব — বসন্তোৎসব।
মধ্বাসব — মধু হইতে প্রস্তুত মদ্য।
মধ্য — মাঝ, মাঝখান। [ঃ 'মধ্যস্থ'; ঃ 'মধ্যবর্তী'।] ভিতর, অভ্যন্তর। [ঃ ঘরের 'মধ্যে'।] অন্তবর্তী স্থান। [ঃ দুই নদীর 'মধ্যে'।] কটি, কোমর। [ঃ 'ক্ষীণমধ্যা'।] মধ্যবর্তী, মাঝের। দুই প্রান্ত হইতে সমদূরবর্তী, কেন্দ্রস্থ। [ঃ 'মধ্য'-বিন্দু; ঃ 'মধ্য'-রাত্রি।]
মধ্যদেশ — প্রাচীন কালের মধ্য ভারত।
মধ্যন্দিন — দিবসের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্ন।
মধ্যপদলোপী — একরকম সমাস যাহাতে মাঝের পদ লুপ্ত হইয়া থাকে।
মধ্যপ্রদেশ — একটি ভারতীয় প্রদেশ।
মধ্যবয়স্ক — প্রৌঢ়, মাঝবয়সী। স্ত্রী. **মধ্যবয়স্কা।**
মধ্যবর্তী, মধ্যবর্ত্তী — মাঝে আছে এমন। স্ত্রী. — **মধ্যবর্তিনী, মধ্যবর্ত্তিনী।** বি. — **মধ্যবর্তিতা, মধ্যবর্ত্তিতা।**
মধ্যবিত্ত — ধনীও নহে গরীবও নহে এমন।
মধ্যভাগ — মাঝখান। মাঝের অংশ।
মধ্যম — মধ্যবর্তী। উৎকৃষ্টও নহে অপকৃষ্টও নহে এমন, মাঝামাঝি। (সংগীতে) স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর, 'মা'।
মধ্যম — দ্বিতীয়, মেঝো। স্ত্রী — **মধ্যমা।**
মধ্যমণি — অলংকারের মধ্যস্থিত শ্রেষ্ঠ মণি। প্রধান ব্যক্তি।
মধ্যমা — মাঝের আঙুল।
মধ্যমান — (সংগীতে) তাল বিশেষ।
মধ্যমিকা — প্রাচীন ভারতের অঞ্চল বিশেষ।
মধ্যরাত — দুপুর রাত, মাঝরাত।
মধ্যরেখা — মাথার উপর দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত কাল্পনিক রেখা।
মধ্যস্থ — মধ্যবর্তী। যে উভয় পক্ষের মাঝে থাকিয়া বিবাদ ইত্যাদির মীমাংসা করে, সালিশ।
মধ্যস্থতা — মধ্যস্থের কাজ।
মধ্যস্থল — মাঝখান, মধ্যভাগ।
মধ্যস্থিত — মাঝখানে আছে এমন। স্ত্রী. — **মধ্যস্থিতা।**
মধ্যা — ('মধ্যমা' দেখ।)
মধ্যাহ্ন — দিনের মধ্যভাগ, দুপুরবেলা।

মধ্যাহ্নভোজন — দুপুরের প্রধান আহার। **মন** — ('মণ' দেখ।)

মন — অন্তঃকরণ, হৃদয়, অন্তরিন্দ্রিয় যাহার দ্বারা স্মরণ কল্পনা ইচ্ছা চিন্তা অনুভব ইত্যাদি করা যায় মনে করা হয়। স্মৃতি, স্মরণ। [ঃ 'মনে' আনা; ঃ 'মনে' রাখা।] ইচ্ছা, প্রবৃত্তি। [ঃ 'মন' চায় না; ঃ 'মন' হওয়া।] পছন্দ। [ঃ 'মনোমত'; ঃ 'মনে' ধরা।] ভালোবাসা। [ঃ 'মনের' মানুষ; ঃ 'মন' দেওয়া।] বোধ, বিবেচনা, অনুমান। [ঃ 'মনে' হয়।] উৎসাহ, উদ্যম, আশা। [ঃ 'মন' ভাঙা।] সংকল্প। [ঃ 'মনের' জোর।] কল্পনা। [ঃ 'মন'-গড়া।] খুশি, সন্তোষ। [ঃ 'মন' পাওয়া।] একাগ্রতা। [ঃ 'মন' দিয়ে পড়া।] **মন না উঠা, মন না ওঠা** — মনের মতো না হওয়ায় খুশী না হওয়া। [ঃ জিনিস দেখে 'মন ওঠেনি'।] **মন উড়ু উড়ু করা** — মনোযোগ দিতে না পারা। উদাস বোধ করা। **মন করা** — ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। **মনকষাকষি** — মনোমালিন্য, বিবাদের সূচনা। **মন কাঁদা** — প্রিয়জনের অনুপস্থিতির জন্য বেদনা ও আকুলতা বোধ করা। **মন কাড়া** — মুগ্ধ করা। **মন কেমন করা** – বেদনা আকুলতা ও উদাস ভাব বোধ করা। **মন খারাপ হওয়া** — ব্যথিত হতাশ ও আকুল হওয়া। **মন খোলসা করা, মন খোলা** — অকপট হওয়া। **মন-খোলা** — অকপট, সরল। **মন-গড়া** — কাল্পনিক। **মন গলা** — সহানুভূতি ও করুণা বোধ করা। **মন ছুটা** — প্রবল আকর্ষণ বোধ করা। **মন জানা** — মনের কথা বা গোপন ইচ্ছা জানা। **মন জানাজানি হওয়া** — পরস্পরের কাছে পরস্পরের ভালোবাসা স্বীকার করা। **মন টলা** — সংকল্পে টলা, মনে দুর্বলতা দেখা দেওয়া। **মন টানা** — মনে আকর্ষণ বোধ করা, আকৃষ্ট হওয়া। **মন থাকা** — ইচ্ছা থাকা। **মন না থাকা** — অমনোযোগী হওয়া। **মন থেকে** — আন্তরিকভাবে। **মন দেওয়া** — মনোযোগ দেওয়া। ভালোবাসা দেওয়া। **মন দেওয়া-নেওয়া** — প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরকে ভালোবাসা। **মন পড়া** — আকর্ষণ বোধ করা। **মন পাওয়া** — কাহারও ভালোবাসা বা সন্তোষ লাভ করা। **মন বসা** — মনোনিবেশ হওয়া। **মন বসানো** — চেষ্টা করিয়া মনোযোগ দেওয়া। **মন বুঝা** — মনোভাব বুঝা। **মন ভাঙা** — উৎসাহ উদ্যম নষ্ট হওয়া বা করা। **মন মজা** — অত্যন্ত আসক্ত হওয়া। **মন-মরা** — উৎসাহহীন। **মন মাতা** — আনন্দে বিভোর বা চঞ্চল হওয়া। **মন মাতানো** — আনন্দে বিহ্বল বা অভিভূত করা। **মন-মাতানো** — আনন্দে বিহ্বল করে এমন। [ঃ 'মন-মাতানো' গান।] **মন মানে না** — মন সান্ত্বনা বা প্রবোধ মানে না। **মন যাওয়া** — মন আকৃষ্ট হওয়া। **মন যোগানো** — তোষামোদ করা। **মন-যোগানো** — তোষামোদে পূর্ণ। [ঃ 'মন-যোগানো' কথা।] **মন রাখা** — বাহিকে ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করা। **মন লাগা** – মনোযোগ বা একাগ্রতার সৃষ্টি হওয়া। **মন লাগানো** — মনোযোগ দেওয়া। **মন সরা** — ইচ্ছা হওয়া। [ঃ 'দিতে 'মন সরে' না।] **মন হওয়া** — ইচ্ছা হওয়া। **মনে আনা** — স্মরণ করা। **মনে আসা** — স্মরণ হওয়া। **মনে করা** — ভাবা। [ঃ যাব 'মনে করছি'।] **মনে করিয়া, মনে ক'রে** — স্মরণ করিয়া, ভুলিয়া না গিয়া। [ঃ 'মনে

ক'রে' এনো।] **মনে জানা** — বাহিরে প্রকাশ না করিলেও বা মুখে না বলিলেও মনে মনে জানা। সত্য বলিয়া জানা। **মনে থাকা** — স্মরণ থাকা, ভুলিয়া না যাওয়া। **মনে ধরা** — পছন্দ হওয়া। **মনে পড়া** — স্মরণ হওয়া। **মনে-প্রাণে** — সর্বান্তঃকরণে। **মনে মনে** — অন্তরে, মুখে প্রকাশ না করিয়া। **মনে রাখা** — স্মরণ রাখা, ভুলিয়া না যাওয়া। **মনে লাগা** — পছন্দ হওয়া। **মনে হওয়া** — ভাবা, বোধ হওয়া। **মনের আগুন** — গোপন দুঃসহ বেদনা। **মনের কালি** — মনে সঞ্চিত রাগ দুঃখ গ্লানি ইত্যাদি। **মনের জ্বালা** — বেদনা ক্রোধ ইত্যাদির ফলে মনের দুঃসহ অস্থিরতা। **মনের ঝাল** — মনে সঞ্চিত বহুদিনের আক্রোশ। **মনের মত, মনের মতন, মনের মতো** — পছন্দসই। **মনের ময়লা** — ('মনের কালি' দেখ।) **মনের মানুষ** — প্রিয়জন, প্রণয়ী বা প্রণয়িনী। **মনের মিল** — বন্ধুত্ব, ভালোবাসা।

মনঃকষ্ট — মনের দুঃখ, মানসিক বেদনা।

মনঃক্ষুণ্ণ — দুঃখিত, মনে আঘাত পাইয়াছে এমন, ক্ষুব্ধ। বি. — **মনঃক্ষুণ্ণতা**। স্ত্রী. — **মনঃক্ষুণ্ণা**।

মনঃপীড়া — মনের দুঃখ, মনঃকষ্ট, মানসিক বেদনা।

মনঃপূত — মনোমত, পছন্দসই।

মনঃপ্রাণ — দেহমন, জীবন ও মন। [ঃ 'মনঃপ্রাণ' সমর্পণ করিলাম।]

মনঃশিলা — একরকম খনিজ দ্রব্য, মনছাল।

মনঃসংযোগ — মন দেওয়া, মনোযোগ, মনোনিবেশ।

মনঃস্থ — ('মনস্থ' দেখ।)

মনকষাকষি — ('মন' দেখ।)

মনক্কা — একরকম শুকনা বড় আঙুর।

মনখোলা — সরল, উদার, অকপট। [ঃ 'মনখোলা' ব্যবহার।]

মনগড়া — মিথ্যা, কাল্পনিক, কল্পিত।

মনচোর, মনচোরা — যে মন চুরি করে, ভালোবাসার পাত্র, প্রেমিক। [ঃ গোপী-'মনচোরা'; ঃ রাধিকার 'মনচোর'।]

মনছাল — গন্ধক ও সেঁকো বিষের মিশ্রণ-জাত একরকম খনিজ পদার্থ, মনঃশিলা।

মনন — চিন্তন, চিন্তা করণ। ইচ্ছা, অভিলাষ। সংকল্প।

মননশীল — চিন্তাপরায়ণ, চিন্তাশীল। [ঃ 'মননশীল' লেখক।] চিন্তাপূর্ণ। [ঃ 'মননশীল' রচনা।]

মনমরা — নিরুৎসাহ, হতাশ।

মনরক্ষা — বাহ্য ব্যবহারের দ্বারা সন্তোষ বিধানের চেষ্টা। তোষামোদ।

মনরাখা — মনরক্ষার চেষ্টায় পূর্ণ। [ঃ 'মনরাখা' কথা।]

মনশ্চক্ষু — মানসিক দৃষ্টি, জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি।

মনশ্চাঞ্চল্য — মানসিক অস্থিরতা, চিত্ত-চাঞ্চল্য।

মনসব — মোগল বাদশাহ্ প্রদত্ত মর্যাদা যাহার গুরুত্ব অধীনস্থ সৈন্যসংখ্যার উপর নির্ভর করিত।

মসনবদার — মোগল বাদশাহের অধীনে এক ধরনের সেনাপতি যাঁহারা অধীনস্থ সৈন্যসংখ্যার অনুপাতে রাজকোষ হইতে নির্দিষ্ট অর্থ পাইতেন। [ঃ পাঁচ-হাজারী 'মসনবদার'।]

মসনবদারি — মসনবদারের পদ বা কাজ।

মসনবদারী — মসনবদার সংক্রান্ত।

মনসা — (হিন্দু ধর্মে) সর্পের দেবী, বাসুকির ভগিনী ও জরৎকারুপত্নী। একরকম কাঁটাযুক্ত গাছ। **মনসামঙ্গল** — মনসাদেবীর স্তুতি ও কাহিনী লইয়া

রচিত প্রাচীন বাংলা কাব্য। **একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ** — রাগী লোকের ক্রোধবৃদ্ধির সামান্য কারণ।

মনসিজ — (মনে যাহার জন্ম) মদন, কাম, প্রেমের দেবতা।

মনস্কাম, মনস্কামনা — ইচ্ছা, বাসনা, অভিলাষ।

মনস্তাপ — অনুশোচনা, খেদ, অনুতাপ। মনঃকষ্ট, মানসিক বেদনা।

মনস্তুষ্টি — মানসিক সন্তোষ।

মনস্থ — মনে স্থিত। সংকল্পিত। [ঃ 'মনস্থ' করেছি।]

মনস্বী — উদারচিত্ত, মহামনা। মননশীল, মনীষী। স্ত্রী. — **মনস্বিনী**। বি. — **মনস্বিতা**।

মনান্তর — মনের গরমিল, মনোমালিন্য, বিবাদ।

মনিঅর্ডার — ('মানি অর্ডার' দেখ।)

মনিব — প্রভু, কর্মে নিয়োগকারী।

মনিবগিরি — (নিন্দায়) মনিবের মতো ব্যবহার।

মনিব্যাগ — ('মানি ব্যাগ' দেখ।)

মনিয়া — একরকম ছোট সুন্দর পাখী।

মনিহারী — ('মণিহারী' দেখ।)

-মনী — (-'মণী' দেখ।)

মনীষা — উদ্ভাবনী বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি।

মনীষী — মনীষার অধিকারী, তীক্ষ্ণধী, জ্ঞানী। স্ত্রী. — **মনীষিণী**।

মনু — পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার মানসপুত্র (ইঁহাদের সংখ্যা চতুর্দশ), হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে মানবজাতির আদিপুরুষ। হিন্দুধর্মশাস্ত্র রচয়িতা জনৈক প্রাচীন ঋষি। [ঃ 'মনু'-সংহিতা।]

মনুজ — মনুষ্য, মানব, মানুষ।

মনুজেন্দ্র — রাজা, মানবেন্দ্র, নরেন্দ্র।

মনুমেন্ট — স্মৃতিস্তম্ভ।

মনুষ্য — মানুষ, মানব। স্ত্রী. — **মনুষী**।

মনুষ্যত্ব — মানুষের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য, মানবোচিত সদ্‌গুণ।

মনুষ্যযান — পাল্কি রিকশ ইত্যাদি যাহা মানুষে বহে বা টানে।

মনুষ্যলোক — ইহজগৎ, পৃথিবী। মানব-সমাজ।

মনুষ্যোচিত — মানুষের উপযুক্ত। মানুষের যোগ্য।

মনুসংহিতা — মনু নামে জনৈক প্রাচীন ঋষি কর্তৃক রচিত হিন্দুধর্মশাস্ত্র।

মনোগত — মানসিক, মনে গোপন, মনে স্থিত।

মনোজ — (মনে জাত) কাম, মদন, মনসিজ।

মনোজগৎ — চিন্তার জগৎ, কল্পনা ও চিন্তায় রচিত জগৎ, অন্তর্জগৎ। সকল মানসিক ব্যাপার।

মনোজ্ঞ — সুন্দর, মনোহর, চিত্তাকর্ষক। বি. — **মনোজ্ঞতা**। স্ত্রী. — **মনোজ্ঞা**।

মনোনয়ন — পছন্দ, নির্বাচন। ভোটের দ্বারা নির্বাচন না করিয়া গ্রহণ।

মনোনিবেশ — মনোযোগ দান, মনঃসংযোগ।

মনোনীত — নির্বাচিত। ভোটের দ্বারা নির্বাচন না করিয়া গৃহীত। [ঃ 'মনোনীত' সদস্য।] স্ত্রী. — **মনোনীতা**।

মনোবাঞ্ছা, মনোবাসনা — মনের ইচ্ছা, অভিপ্রায়, মনস্কামনা।

মনোবিকলন — মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, 'সাইকো-এনালিসিস'।

মনোবিকার — চিত্তচাঞ্চল্য। মানসিক ব্যাধি।

মনোবিজ্ঞান — মনের গঠন প্রকৃতি ক্রিয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিদ্যা, 'সাইকোলজি'।

মনোবিজ্ঞানী — মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত।

মনোবৃত্তি — মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া। মনোভাব। [ঃ হীন 'মনোবৃত্তির'

পরিচয়।]

মনোবেদনা — মনঃকষ্ট, মানসিক দুঃখ।

মনোভঙ্গ — হতাশা, নৈরাশ্য, উদ্যমহীনতা।

মনোভব — মনসিজ, মনোজ, কাম, মদন।

মনোভাব — মনের অবস্থা। ইচ্ছা, অভিপ্রায়।

মনোমত — পছন্দসই।

মনোময় — মনের দ্বারা গঠিত, মানস। [ঃ 'মনোময়' প্রতিমা।]

মনোমালিন্য — মনান্তর, বিবাদ।

মনোমোহন — মন মুগ্ধ করে এমন, চিত্তমুগ্ধকর। স্ত্রী. — **মনোমোহিনী**।

মনোযোগ — মনোনিবেশ, মন দেওয়া, মনঃসংযোগ, একাগ্রতা।

মনোযোগী — যাহার মনোযোগ বা একাগ্রতা আছে এমন।

মনোরঞ্জক — মনোহর, মন মুগ্ধ করে এমন।

মনোরঞ্জন — মনের সন্তোষ সাধন। মনের সন্তোষ সাধন করে এমন, মনোমোহন। স্ত্রী. — **মনোরঞ্জিনী**।

মনোরথ — ইচ্ছা, অভিলাষ। মন রূপ রথ।

মনোরম — সুন্দর, চিত্তাকর্ষক, রমণীয়। স্ত্রী. — **মনোরমা**।

মনোরাজ্য — মনোজগৎ, চিন্তার জগৎ। হৃদয় রূপ রাজ্য। [ঃ 'মনোরাজ্যের' অধীশ্বরী।]

মনোলোভা — মনে লোভের সৃষ্টিকারিণী, মনোরমা, হৃদয়হারিণী।

মনোহর — সুন্দর, চিত্তাকর্ষক, মনোরম। স্ত্রী. — **মনোহরা**।

মনোহরণ — মুগ্ধ করণ, চিত্তাকর্ষণ।

মনোহরা — চিনির লেপযুক্ত একরকম মিষ্টান্ন।

মনোহারী — মনোহর, মনোরম, চিত্তাকর্ষক। স্ত্রী. — **মনোহারিণী**। বি. — **মনোহারিতা**।

মন্তব্য — অভিমত। টিপ্পনী।

মন্ত্র — পূজা ইত্যাদিতে ব্যবহার্য শাস্ত্রোক্ত বাক্য বা শব্দ। দীক্ষাকালে গুরুদত্ত বাক্য বা শব্দ। ব্রত বা কর্মের মূলনীতি, আদর্শ। [ঃ স্বাধীনতার 'মন্ত্র'।] পবিত্র বাণী। বেদের অংশ বিশেষ। মন্ত্রণা।

মন্ত্রকুশল — মন্ত্রণাপটু, পরামর্শদানে নিপুণ। স্ত্রী. — **মন্ত্রকুশলা**।

মন্ত্রগুপ্তি — মন্ত্রণা গোপন রাখার কাজ।

মন্ত্রগৃহ — মন্ত্রণাগৃহ, পরামর্শ করিবার ঘর।

মন্ত্রণ — মন্ত্রণাদান, পরামর্শদান।

মন্ত্রণা — পরামর্শ, কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা। [ঃ 'মন্ত্রণা' করা।] কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ ও যুক্তি। [ঃ 'মন্ত্রণা' দেওয়া।]

মন্ত্রতন্ত্র — মন্ত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়।

মন্ত্রদাতা — পরামর্শদাতা। দীক্ষাগুরু। স্ত্রী. — **মন্ত্রদাত্রী**।

মন্ত্রদ্রষ্টা — বেদমন্ত্রের রচয়িতা। সত্যদ্রষ্টা ঋষি।

মন্ত্রপূত — মন্ত্রের দ্বারা পবিত্র করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **মন্ত্রপূতা**।

মন্ত্রবল — মন্ত্রের শক্তি, মন্ত্রের প্রভাব।

মন্ত্রমুগ্ধ — মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত, মন্ত্রের দ্বারা সম্মোহিত। স্ত্রী. — **মন্ত্রমুগ্ধা**।

মন্ত্রসিদ্ধ — মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ, মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **মন্ত্রসিদ্ধা**। বি. — **মন্ত্রসিদ্ধতা, মন্ত্রসিদ্ধি**।

মন্ত্রিত্ব — মন্ত্রীর পদ বা কাজ।

মন্ত্রিসভা — মন্ত্রীদিগকে লইয়া গঠিত পরামর্শসভা, 'মিনিস্ট্রি'।

মন্ত্রী — মন্ত্রণাদাতা। রাজা বা রাষ্ট্র শাসনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে মন্ত্রণা দেয়। দাবা খেলার বলবিশেষ।

মন্থন — মওয়া, মথিত করণ, আলোড়ন। [ঃ সমুদ্র-'মন্থন'।] দলন, বিনাশ।

মন্থনদণ্ড — লাঠির মতো জিনিস যাহা দিয়া দধি ইত্যাদি মন্থন করা হয়।

মন্থনপাত্র — যাহাতে দধি ইত্যাদি রাখিয়া মন্থন করা হয়।

মন্থনী — মন্থনদণ্ড। মন্থনপাত্র।

মন্থর — ধীর, দ্রুত নহে এমন, ধীরগতি। স্ত্রী. — **মন্থরা**। বি. — **মন্থরতা**।

মন্থরগতি — ধীরে চলে এমন। ধীর গতি।

মন্থরগামী — ধীরে চলে এমন। স্ত্রী. — **মন্থরগামিনী**।

মন্থরা — রামায়ণে বর্ণিতা কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী।

মন্দ — খারাপ, নিরেস, ভালো নহে এমন। অশুভ। [ঃ 'মন্দ' ভাগ্য; ঃ 'মন্দ' খবর।] অসৎ, দুষ্ট। [ঃ 'মন্দ' লোক।] ধীর, মৃদু। [ঃ 'মন্দ' সমীরণ।] কটু। [ঃ 'মন্দ' কথা।] অসুস্থ। [ঃ শরীর 'মন্দ'।] অকল্যাণ, ক্ষতি। [ঃ তোমার 'মন্দ' চাই না।] স্ত্রী. — **মন্দা**।

মন্দগতি - যাহার গতিবেগ অল্প, ধীরগতি। ধীরে গমন।

মন্দগামী - - ধীরে চলে এমন। স্ত্রী. — **মন্দগামিনী**। বি — **মন্দগামিতা**।

মন্দগ্রহ — অনিষ্টকারী গ্রহ, শনি।

মন্দন - (বিজ্ঞানে) গতির হ্রাস।

মন্দবুদ্ধি — যাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই। যাহার দুষ্ট বুদ্ধি আছে। বুদ্ধিহীনতা। দুষ্টবুদ্ধি।

মন্দভাগ — দুর্ভাগা, হতভাগ্য। স্ত্রী. — **মন্দভাগিনী**।

মন্দভাগ্য — দুর্ভাগা, হতভাগ্য। ভাগ্যহীনতা, দুর্ভাগ্য। স্ত্রী. — **মন্দভাগ্যা**।

মন্দমন্দ — ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু।

মন্দর — পুরাণে বর্ণিত পর্বত, সমুদ্রমন্থনের সময় যাহাকে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল।

মন্দা — বাজারের মন্দ অবস্থা, বেচাকেনা ও মূল্যের হ্রাস। ('মন্দ' দেখ।)

মন্দাকিনী — স্বর্গগঙ্গা, সুরধুনী।

মন্দাক্রান্তা — সংস্কৃত কবিতার একরকম ধীরগতি ছন্দ।

মন্দাগ্নি — ক্ষুধার অল্পতা ও হজম করিবার শক্তির অভাব, অগ্নিমান্দ্য। যাহার ক্ষুধা ও হজম করিবার শক্তি কম এমন।

মন্দানিল — ধীর মৃদু বাতাস।

মন্দার — পুরাণে বর্ণিত স্বর্গের একরকম ফুল। মাদার গাছ।

মন্দির — দেবালয়। পবিত্রগৃহ। ভবন, গৃহ। [ঃ শয়ন-'মন্দির'।]

মন্দিরা — কাঁসা বা পিতলের তৈয়ারী একজোড়া ছোট বাটির মতো দেখিতে একরকম বাদ্যযন্ত্র, ছোট খত্তাল।

মন্দীভূত — যাহার তেজ কমিয়া আসিয়াছে এমন, মৃদু বা ক্ষীণ হইয়াছে এমন।

মন্দুরা — অশ্বশালা, আস্তাবল।

মন্দোৎসাহ — যাহার উৎসাহ অল্প, নিরুৎসাহ।

মন্দোদরী — ক্ষীণ উদর যে নারীর, ক্ষীণোদরা। রামায়ণে বর্ণিত রাবণের স্ত্রী।

মন্দ্র — গম্ভীর ধ্বনি। [ঃ মেঘ-'মন্দ্র'।] বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, মৃদঙ্গ। গম্ভীর। [ঃ 'মন্দ্র' কণ্ঠে।]

মন্দ্রা — (কবিতায়) গম্ভীর ধ্বনি করা। গম্ভীর ধ্বনিতে পূর্ণ করা।

মন্দ্রিত — গম্ভীর ধ্বনিতে পূর্ণ, গম্ভীরধ্বনিময়। [ঃ 'মন্দ্রিত' তব ভেরী।]

মন্মথ — প্রেমের দেবতা, কাম।

মন্মথমোহিনী — প্রেমের দেবী, রতি।

-মান্য — শাপ শব্দের সহিত সহকারী রূপে ব্যবহৃত হয়। [ঃ শাপ-'মান্য' দিও না ঠাকুর।]

মন্যু — ক্রোধ। শোক।

মন্বন্তর — পুরাণমতে এক এক মনুর অধিকার কাল। ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।

মফস্বল — গ্রামাঞ্চল, শহর বা রাজধানীর বাহিরে অবস্থিত স্থান। [ঃ 'মফস্বলে' যাওয়া।] সম্মুখের বিপরীত দিক, ভিতরের দিক। [ঃ সদর-'মফস্বল'।]

মবলগ — নগদ। মোট, থোক, একত্র। [ঃ 'মবলগ' দশ টাকা।]

মম — (কবিতায়) আমার।

মমতা, মমত্ব — আমার বলিয়া জ্ঞান বা বোধ। স্নেহ, আসক্তি।

মমি — সোরা আলকাতরা ইত্যাদি যোগে রক্ষিত মৃতদেহ।

ময় — মহাভারতে বর্ণিত দানব শিল্পী যে যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিল।

-ময় — 'বিশিষ্ট', 'পূর্ণ', 'ব্যাপ্ত' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ প্রাণ-'ময়'; ঃ জল-'ময়'; আকাশ-'ময়'।] স্ত্রী. — **-ময়ী**।

ময়দা — গমের ধবধবে সাদা মিহি গুঁড়া।

ময়দান — খেলিবার বা বেড়াইবার উপযোগী মাঠ।

ময়দানব — ('ময়' দেখ।)

ময়না — শালিক জাতীয় কালো একরকম পাখী যাহা বুলি ধরে।

ময়না-তদন্ত — (খুন বা অপমৃত্যু সম্পর্কে) পরিদর্শন ও অনুসন্ধান।

ময়রা — মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক, মোদক। স্ত্রী. — **ময়রানী**।

ময়লা — অপরিষ্কৃত, মলিন, নোংরা। [ঃ 'ময়লা' কাপড়।] কালো, শ্যামল। [ঃ 'ময়লা' রং।] মল, নোংরা জিনিস। [ঃ 'ময়লা' ফেলা; ঃ গায়ের 'ময়লা'।] কুটিলতা, মন্দ ভাব। [ঃ মনের 'ময়লা'।]

ময়ান — ময়দা ঠাসিবার সময়ে ময়দায় মিশানো ঘি।

ময়াল — একরকম প্রকাণ্ড সাপ।

ময়ূখ — কিরণ, রশ্মি।

ময়ূখমালী — সূর্য।

ময়ূর — একরকম সুন্দর বহুবর্ণযুক্ত সুবৃহৎ পাখী। স্ত্রী. — **ময়ূরী**।

ময়ূরকণ্ঠী — ময়ূরের গলার মতো রঙযুক্ত। [ঃ 'ময়ূরকণ্ঠী' শাড়ি।]

ময়ূরপঙ্খি, ময়ূরপঙ্খী — ময়ূরের মতো দেখিতে সুন্দর নৌকা।

ময়ূরপুচ্ছ — ময়ূরের সুন্দর লম্বা লেজ বা পালক।

মর — যাহা মরে এমন, মৃত্যুশীল, নশ্বর। [ঃ 'মর' জগৎ; ঃ 'মর' দেহ।]

মরকত — একরকম সবুজ রঙের বহুমূল্য পাথর, পান্না।

মরগেজ — বন্ধক, ঋণের জন্য আবদ্ধ।

মরচে — ('মরিচা' দেখ।)

মরজি — ('মর্জি' দেখ।)

মরণ — মৃত্যু। বিরক্তিসূচক গালি।

মরণকাঠি — রূপকথায় বর্ণিত কাঠি যাহা ছুঁয়াইলেই মৃত্যু হয়।

মরণকামড় — মৃত্যু বা ধ্বংস অনিবার্য ও নিকটবর্তী জানিয়া প্রতিশোধ লইবার শেষ চেষ্টা।

মরণকামনা — মৃত্যু হউক এই ইচ্ছা।

মরণদশা — মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন অবস্থা। বিরক্তিসূচক গালি।

মরণবাঁচন — মরা ও বাঁচা, জীবনমৃত্যু। মরা-বাঁচা সংক্রান্ত। [ঃ 'মরণবাঁচন' প্রশ্ন।]

মরণশীল — যাহা মরিবেই, ধ্বংসশীল,

নশ্বর।

মরণাপন্ন — মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন, মুমূর্ষু।

মরণাশৌচ — আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য অশৌচ।

মরণীয় — যাহার মৃত্যু বা বিনাশ হওয়া উচিত। যাহার মৃত্যু বা বিনাশ হইবে।

মরণোন্মুখ — মরিতে বসিয়াছে এমন, মরে মরে এমন, মুমূর্ষু।

মরত — (কবিতায়) মর্ত্য।

মরদ — মদ্দ, পুরুষ। সাহসী, শক্তিশালী, বীর। [ঃ 'মরদ' বাচ্চা।]

মরম — (কবিতায়) মর্ম।

মরমর মুমূর্ষু, মরণোন্মুখ।

মরমিয়া — বুদ্ধির অতীত ও অনুভূতির দ্বারা জ্ঞেয় নিগূঢ় ভগবৎ-তত্ত্ব বিষয়ক, 'মিস্টিক'।

মরমী — দরদী। [ঃ 'মরমী' বন্ধু।] অনুভূতিশীল। [ঃ 'মরমী' কবি।] যে মরমিয়া তত্ত্ব আলোচনা করে, 'মিস্টিক'।

মরমীবাদ — মরমিয়া তত্ত্ব সংক্রান্ত মতবাদ, 'মিস্টিসিজ্‌ম্‌'।

মরমীবাদী — মরমীবাদে বিশ্বাসী। মরমীবাদ সংক্রান্ত।

মরশুম — ঋতু, কাল। ব্যাপক উৎসব ও কেনাবেচা ইত্যাদির বিশেষ সময়।

মরশুমী — বিশেষ ঋতুতে জন্মে বা হয় এমন। [ঃ 'মরসুমী' ফুল।] সাময়িক, অল্পস্থায়ী। [ঃ 'মরসুমী' সাহিত্য।]

মরসুম, মরসুমী — ('মরশুম' ও 'মরশুমী' দেখ।)

মরা — প্রাণত্যাগ করা। শুকাইয়া যাওয়া। [ঃ জল 'মরা'।] কমা, হ্রাস পাওয়া। [ঃ ব্যথা 'মরা'।] কষ্টভোগ করা। [ঃ খেটে 'মরা'; ঃ ভেবে 'মরা'।] সর্বস্বান্ত বা বিপন্ন হওয়া। [ঃ ধনেপ্রাণে 'মরা'।] অতিশয় সঙ্কোচবোধ করা। [ঃ লজ্জায় 'মরি'।] মজা, মুগ্ধ হওয়া। [ঃ রূপ দেখে 'মরেছে'।] মৃত। [ঃ 'মরা' মানুষ।] শুষ্ক, ক্ষীণস্রোতা। [ঃ 'মরা' গাঙ।] খাদযুক্ত। [ঃ 'মরা' সোনা।] **ক্ষুধা মরা** — যথাসময়ে না খাওয়ায় ক্ষুধা কমিয়া যাওয়া। **ধুলা মরা** — অল্প বৃষ্টি বা বারি সিঞ্চনের ফলে ধুলা উড়া বন্ধ হওয়া। **ধুলা-মরা** — যাহাতে ধুলা উড়া বন্ধ হইতে পারে এমন অল্প। [ঃ 'ধুলো-মরা' বৃষ্টি।] **পেট মরা** — অল্প পরিমাণে দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে আহারের শক্তি কমিয়া যাওয়া। **লজ্জায় বা লাজে মরা** — লজ্জায় অতিশয় সংকুচিত হওয়া। **মরা কান্না** — প্রিয়জন কেহ মরিলে যেভাবে লোকে কাঁদে সেইরূপ কান্না। **মরা পেট** — দীর্ঘ কাল অল্প খাইবার ফলে খাইবার শক্তি কমিয়া গিয়াছে এমন পেট। **মরা-মাটি** — অনুর্বর মাটি।

মরাই — ধান রাখিবার গোলাকার ঘর।

মরাণ্ডে — ('মড়ুণ্ডে' দেখ।)

মরামাস — শুকনা চামড়া, খুসকি।

মরাল — এক ধরনের বড় হাঁস, রাজহংস।

মরালগামিনী — রাজহংসের মতো সুন্দরভাবে হাঁটে এমন (স্ত্রী)।

মরি, মরি মরি — আনন্দ ও প্রশংসা সূচক শব্দ। বিদ্রূপ সূচক শব্দ।

মরিচ — গোলমরিচ। লংকা।

মরিচা — লোহা টিন ইত্যাদির ক্ষয়জাত ময়লা, জং।

মরিয়া — মরিতেও প্রস্তুত, হতাশ হইয়াও সচেষ্ট, বেপরোয়া।

মরীচ — কিরণ। ব্রহ্মার পুত্র, কশ্যপের পিতা।

মরীচিকা — বালুরাশির উপর পতিত

সূর্যকিরণ যাহা দেখিয়া জল বলিয়া ভ্রম হয়, মৃগতৃষ্ণিকা। অসত্য অলীক বস্তু। বিপজ্জনক প্রলোভন।

মরীচিমালী — সূর্য।

মরু — জল ও গাছপালা নাই এমন বহুদূরব্যাপী বালুকাময় স্থান।

মরুৎ — বায়ু।

মরুভু, মরুভূমি — ('মরু' দেখ।)

মরুদ্যান — মরুভূমির মধ্যে জল ও বৃক্ষাদি আছে এমন স্থান, 'ওয়েসিস'।

মর্কট — একজাতীয় ক্ষুদ্র বানর। মাকড়সা।

মর্গ — লাশ সনাক্ত বা চেরাই করিবার গৃহ।

মর্গেজ — ('মরগেজ' দেখ।)

মর্জি, মর্জ্জি — ইচ্ছা। খেয়াল-খুশি।

মর্জিমাফিক, মর্জ্জিমাফিক — ইচ্ছামতো, খেয়ালখুশি অনুসারে।

মর্ত, মর্ত্ত — ('মর্ত্য' দেখ।)

মর্তধাম, মর্ত্তধাম — ('মর্ত্যধাম' দেখ।)

মর্তমান, মর্ত্তমান — একজাতীয় সুস্বাদু কদলী।

মর্তলীলা, মর্ত্তলীলা — ('মর্ত্যলীলা' দেখ।)

মর্তলোক, মর্ত্তলোক — ('মর্ত্যলোক' দেখ।)

মর্ত্য, মর্ত্ত্য — মরণশীল, নশ্বর। পৃথিবী, ইহজগৎ।

মর্ত্যধাম, মর্ত্ত্যধাম — পৃথিবী, নশ্বর জগৎ।

মর্ত্যভূমি, মর্ত্ত্যভূমি — পৃথিবী, ধ্বংসশীল জগৎ।

মর্ত্যলীলা, মর্ত্ত্যলীলা — পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ ও জীবনযাপন।

মর্ত্যলোক, মর্ত্ত্যলোক — পৃথিবী, মরজগৎ।

মর্দ, মর্দ্দ — মদ্দ, মরদ, পুরুষ। সাহসী ও শক্তিশালী।

মর্দন, মর্দ্দন — ডলন, পীড়ন। ঘষিয়া লেপন। [ঃ তৈল-'মর্দন'।] দলন, বিনাশ। বিণ. — **মর্দিত, মর্দ্দিত**।

মর্দা, মর্দ্দা — পুংজাতীয়, মদ্দা। [ঃ 'মর্দা' হরিণ।] স্ত্রী. — **মাদী**। [ঃ 'মাদী' হরিণ।]

মর্দানা, মর্দ্দানা — পুরুষ। (তু ঃ 'জেনানা'।)

মর্দানি, মর্দ্দানি — পুরুষের উপযুক্ত ভাব, পৌরুষ।

মর্দানী, মর্দ্দানী — পুরুষের স্বভাবযুক্ত স্ত্রীলোক।

মর্দী, মর্দ্দী — মর্দনকারী। দলনকারী, বিনাশকারী। স্ত্রী. — **মর্দিনী, মর্দ্দিনী**। [ঃ অসুর-'মর্দিনী'।]

মর্ম, মর্ম্ম — দেহের গূঢ় স্থান যেখানে প্রাণ থাকে মনে করা হয়। হৃদয়, অন্তঃকরণ। তাৎপর্য, গূঢ় অর্থ।

মর্মকথা, মর্ম্মকথা — গূঢ় অর্থ, নিহিত সার কথা।

মর্মগ্রহণ, মর্ম্মগ্রহণ — তাৎপর্যবোধ করণ, ঠিক অর্থ গ্রহণ।

মর্মগ্রাহী, মর্ম্মগ্রাহী — নিহিত সার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে এমন। হৃদয়গ্রাহী। বি. — **মর্মগ্রাহিতা, মর্ম্মগ্রাহিতা**।

মর্মঘাতী, মর্ম্মঘাতী — অতিশয় কঠোর আঘাত দেয় এমন, মর্মভেদী। স্ত্রী. — **মর্মঘাতিনী, মর্ম্মঘাতিনী**।

মর্মজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ — যিনি সার অর্থ বোঝেন। যিনি মনের কথা বোঝেন।

মর্মন্তুদ, মর্ম্মন্তুদ — অতিশয় করুণ, মর্মভেদী, হৃদয়বিদারক।

মর্মবিদারক, মর্ম্মবিদারক — হৃদয়বিদারক, অত্যন্ত করুণ।

মর্মবিদারী, মর্ম্মবিদারী — ('মর্মবিদারক'

দেখ।)

মর্মবেদনা, মর্ম্মবেদনা — মানসিক ক্লেশ, অন্তরের ব্যথা।

মর্মব্যথা, মর্ম্মব্যথা — ('মর্মবেদনা' দেখ।)

মর্মভেদ, মর্ম্মভেদ — ঠিক অর্থ বাহির করণ। রহস্য উদ্‌ঘাটন।

মর্মভেদী, মর্ম্মভেদী — অত্যন্ত করুণ, মর্মন্তুদ, অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

মর্মর, মর্ম্মর — মারবেল পাথর।

মর্মর, মর্ম্মর — শুকনা পাতা ইত্যাদির শব্দ সূচক অনুকার।

মর্মরধ্বনি, মর্ম্মরধ্বনি — শুকনা পাতা ইত্যাদির শব্দ, মর্মরশব্দ।

মর্মরপ্রস্তর, মর্ম্মরপ্রস্তর — মারবেল পাথর।

মর্মস্থল, মর্ম্মস্থল — দেহের গূঢ় স্থান। হৃদয়, অন্তঃকরণ।

মর্মস্পর্শী, মর্ম্মস্পর্শী — অতীব করুণ, সহজে হৃদয় কাতর করে এমন। বি. — **মর্মস্পর্শিতা, মর্ম্মস্পর্শিতা**।

মর্মান্তিক, মর্ম্মান্তিক — অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অতীব করুণ। বি. — **মর্মান্তিকতা, মর্ম্মান্তিকতা**।

মর্মার্থ, মর্ম্মার্থ — সার অর্থ, গূঢ় অর্থ, তাৎপর্য।

মর্মাহত, মর্ম্মাহত — হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছে এমন, দুঃখিত, ক্ষুব্ধ। স্ত্রী — **মর্মাহতা, মর্ম্মাহতা**।

মর্মী, মর্ম্মী — দরদী, মরমী।

মর্মোদ্‌ঘাটন, মর্ম্মোদ্‌ঘাটন — রহস্য উৎঘাটন, নিহিত অর্থ আবিষ্কার করণ।

মর্মোদ্ধার, মর্ম্মোদ্ধার — ('মর্মোদ্‌ঘাটন' দেখ।)

মর্মোদ্‌ভেদ, মর্ম্মোদ্‌ভেদ — ('মর্মোদ্‌ঘাটন' দেখ।)

মর্যাদা, মর্য্যাদা — সম্মান, খাতির। গৌরব। সীমা।

মর্যাদাবান্‌, মর্য্যাদাবান্‌ — যাহার মর্যাদা আছে, মানী, সম্মানিত।

মর্যাদাহানি, মর্য্যাদাহানি — অসম্মান, অবমাননা।

মর্ষ, মর্ষণ — ক্ষমা, সহন। নাশন। বিণ. — **মর্ষিত**।

মর্সিয়া — মহরমের শোকগীতি।

মল — ময়লা, ক্লেদ। বিষ্ঠা, গু।

মল — বালার মতো পায়ের একরকম গহনা। [ঃ বাজিয়ে যাব 'মল'।]

মলত্যাগ — শরীর হইতে বিষ্ঠা বাহির করণ, বাহ্যে করণ।

মলদ্বার — শরীর হইতে মল বাহির হইবার পথ বা ছিদ্র।

মলন — ডলন, মর্দন।

মলনালী — মলদ্বারের উপরিস্থ নল।

মলভাণ্ড — উদরস্থ অন্ত্রের যে অংশে মল থাকে, বৃহদন্ত্র।

মলম — ঘা ইত্যাদিতে লাগাইবার ঘন প্রলেপ।

মলমল — একরকম মিহি সুতার কাপড়।

মলমাস — পঞ্জিকামতে সেই মাস যাহাতে দুইটি অমাবস্যা আছে এবং রবিসংক্রান্তি নাই।

মলম্বা — সোনার পাত দিয়া মোড়া বা গিল্‌টি করা।

মলয় — দক্ষিণ ভারতের একটি পর্বতমালা। স্নিগ্ধ দক্ষিণবায়ু। মালাবার দেশ।

মলয়জ — মলয়-পর্বতজাত। চন্দন। মলয়-বায়ু।

মলয়াচল — মলয়পর্বত।

মলয়ানিল — স্নিগ্ধ দক্ষিণবায়ু।

মলা — মর্দন করা, দলা। [ঃ কান 'মলা'।]

মলাই — মর্দন, ডলন। [ঃ দলাই-'মলাই'।]

মলাট — বইয়ের উপরকার আবরণ।

মলানো — অন্যের দ্বারা ডলা, মর্দন করানো।

মলিদা — শীতের উপযোগী একরকম পশমী কাপড়।

মলিন — মলযুক্ত, অপরিচ্ছন্ন। [ঃ 'মলিন' বেশ।] ম্লান, শুষ্ক। [ঃ 'মলিন' বদন।] কালো, শ্যামল, ফরসা নহে এমন। স্ত্রী. — **মলিনা**। বি. — **মলিনতা, মলিনত্ব**।

মল্ল — কুস্তিগির, বাহুযোদ্ধা, পালোয়ান।

মল্লক্রীড়া — কুস্তি, পালোয়ানি।

মল্লবিদ্যা — কুস্তিবিষয়ক জ্ঞান।

মল্লবীর — বীর পালোয়ান।

মল্লবেশ — কুস্তিগিরের পোশাক।

মল্লভূমি — কুস্তির জন্য নির্দিষ্ট স্থান।

মল্লযুদ্ধ — বাহুযুদ্ধ, কুস্তি।

মল্লশালা — কুস্তির আখড়া।

মল্লার — (সংগীতে) একরকম রাগিণী।

মল্লিক — একরকম হাঁস। পদবি বিশেষ।

মল্লিকা — বেলজাতীয় একরকম ফুল।

মশক — জল বহিবার চামড়ার থলি, ভিস্তি।

মশক — মশা, একরকম অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গ যাহা কামড়ায়। স্ত্রী. — **মশকী**।

মশগুল — বিভোর, আবিষ্ট, তন্ময়। [ঃ গানে 'মশগুল'।]

মশমশ — জুতা পরিয়া চলিবার সময়ে চামড়ার সংকোচন ও প্রসারণের ফলে শব্দ। [ঃ 'মশমশ' ক'রে চলা।]

মশমশানো — মশমশ করা। [ঃ 'মশমশিয়ে' চলা।]

মশলা — ('মসলা' দেখ।)

মশহুর — বিখ্যাত, নামজাদা।

মশা — ('মশক' দেখ।) **মশা মারতে কামান দাগা** — সামান্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিরাট আয়োজন করা।

মশাই — (কথ্য-প্রয়োগ) মহাশয়।

মশান — বধ্যভূমি। শ্মশান।

মশায় — (কথ্য প্রয়োগ) মহাশয়।

মশারি — মশক নিবারণের জন্য কাপড়ের তৈয়ারী একরকম আবরণ যাহা বিছানার উপর টাঙানো হয়।

মশাল — তৈলাক্ত ন্যাকড়া ইত্যাদির মোটা বাতি, বৃহৎ শিখাবিশিষ্ট বাতি।

মশালচী — মশালবাহক, মশাল ধরিবার জন্য নিযুক্ত ভৃত্য।

মসজিদ — মুসলমানদের উপাসনামন্দির।

মসনদ — রাজসিংহাসন।

মসলন্দ — একরকম মিহি মাদুর।

মসলা — খাদ্য সুগন্ধ ও সুস্বাদু করিবার জন্য ব্যবহার্য উপকরণ। উপকরণ, সরঞ্জাম। [ঃ বারুদের 'মসলা'।] **গরম মসলা** — দারুচিনি এলাচি ও লবঙ্গ।

মসলিন — সুবিখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র। [ঃ ঢাকাই 'মসলিন'।]

মসি — লিখিবার কালি। কালিমা, কলঙ্ক। [ঃ 'মসি'-লিপ্ত।]

মসিজীবিতা — লিখিয়া জীবিকা উপার্জন, কেরানিগিরি। (নিন্দায় বা ব্যঙ্গে) লেখকের পেশা।

মসিজীবী — লিখিয়া যে জীবিকা উপার্জন করে, কেরানী। (নিন্দায় বা ব্যঙ্গে) লেখক।

মসিধান — কালি রাখিবার পাত্র, দোয়াত।

মসিনা — তেল বাহির করা যায় এমন একরকম শস্য, তিসি।

মসিপাত্র — দোয়াত।

মসিল — (প্রাচীন কবিতায়) উৎপীড়ন। [ঃ 'মসিল' করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।]

মসী — ('মসি' দেখ।)

মসীনা — ('মসিনা' দেখ।)

মসুর, মসুরি — গোলাপী রঙের একরকম ডাল।

মসুরিকা, মসুরী — বসন্তরোগ।

মসূর — ('মসুর' দেখ।)

মসূরিকা, মসূরী — ('মসুরিকা' দেখ।)

মসৃণ - চিক্কণ, খসখসে নহে এমন। বি — **মসৃণতা**।

মস্করা - পরিহাস, ঠাট্টা।

মস্ত — প্রকাণ্ড, বৃহৎ, অতিশয় উচ্চ। ধনী, বিখ্যাত, প্রতিপত্তিশালী। [ঃ 'মস্ত' লোক।] অতিশয়, খুব। [ঃ 'মস্ত' বড়।]

মস্ত — মত্ত, মাতাল।

মস্তক মাথা, শির, মুণ্ড। অগ্রভাগ, আগা।

মস্তান, মস্তানা - ভাবে বিভোর। প্রেমে পাগল।

মস্তানী ধৃষ্টা ও প্রগল্‌ভ নারী।

মস্তিষ্ক — মাথার খুলির ভিতরের বস্তু মগজ। বুদ্ধি। **মস্তিষ্ক চালনা** -- বুদ্ধির ব্যবহার। মানসিক শ্রম।

মস্যাধার মসিপাত্র, দোয়াত।

মহকুমা জেলার এক একটি নির্দিষ্ট অংশ।

মহড়া ('মোহড়া' দেখ।)

মহৎ — বিরাট, বিশাল, বড়। শ্রেষ্ঠ, উদার, সৎ। স্ত্রী -- **মহতী**। [ঃ 'মহতী' সভা।] বি - **মহত্ত্ব**।

মহতাব - নীলবর্ণ অগ্নিবাণ। একরকম আতশবাজি। পদবী বিশেষ।

মহত্তম সর্বাপেক্ষা মহৎ।

মহত্তর - অধিকতর মহৎ।

মহত্ত্ব — মহতের ভাব, ঔদার্য, মনের বিশালতা।

মহদাশয় — উদারমনা ব্যক্তি, মহাশয়।

মহদাশ্রয় — মহতের আশ্রয়, উদার ব্যক্তির আশ্রয়।

মহনীয় — পূজনীয়, মান্য। বি — **মহনীয়তা**। স্ত্রী — **মহনীয়া**।

মহব্বত - প্রেম, ভালোবাসা।

মহম্মদ - মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক।

মহম্মদীয় — মহম্মদ সংক্রান্ত। মহম্মদ-পন্থী।

মহরম — আরবীয় চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাস। ঐ মাসে পালিত মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের মৃত্যুর স্মৃতি-উৎসব।

মহর্ষি — ঋষিশ্রেষ্ঠ। সাত প্রকার ঋষির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষি।

মহল বাড়ি, গৃহ। বাড়ির অংশ। [ঃ অন্দর 'মহল'।] জমিদারির অংশ, তালুক।

-মহলা 'এতগুলি মহল আছে' অর্থে সংখ্যা শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ সাত-'মহলা' বাড়ি।]

মহলা অভিনয়াদির অভ্যাস, আখড়াই, মহড়া।

মহলানবিশ - মুসলমান আমলের রাজস্ব-বিভাগের একশ্রেণীর কর্মচারী। পদবী বিশেষ।

মহল্লা — পল্লী, পাড়া, শহরের অংশ।

মহল্লাদার মহল্লার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

মহা - বিশাল, প্রচণ্ড, প্রবল, অতিশয়।

মহাকবি — অসাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন কবি। মহাকাব্যের রচয়িতা।

মহাকরণ — রাজধানীস্থ প্রধান সরকারী কার্যালয়।

মহাকর্ষ (বিজ্ঞানে) জড়বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ।

মহাকাব্য -- পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত বৃহৎ কাব্য, 'এপিক'।

মহাকায় — বিশাল দেহ আছে এমন।

মহাকাল — শিব। ভৈরব বিশেষ। অনাদি অনন্তকাল। স্ত্রী. — **মহাকালী**।

মহাগুরু — শ্রেষ্ঠ গুরুজন, পিতা মাতা আচার্য ও স্বামী।

মহাগুরুনিপাত — মহাগুরুর মৃত্যু, পিতা মাতা আচার্য বা স্বামীর মৃত্যু।

মহাজন — মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। প্রাচীন কবি। ঋণদাতা, উত্তমর্ণ।

মহাজনপদ — বিশাল জনপদ, বিশাল রাজ্য।

মহাজনি — টাকা ধার দেওয়ার কারবার।

মহাজনী — মহাজন সংক্রান্ত।

মহাজ্ঞান — পরম জ্ঞান।

মহাজ্ঞানী — পরম পণ্ডিত। পরম তত্ত্বজ্ঞ।

মহাজ্যোতিষ্ক — বিরাট জ্যোতির্ময় নক্ষত্র।

মহাতপা — কঠোর তপস্যাকারী।

মহাতল — সপ্ত পাতালের একটি।

মহাতেজা — অতিশয় শক্তিশালী, অতীব তেজস্বী।

মহাতৈল — চর্বি। মানুষের চর্বি।

মহাত্মন্ — (সম্বোধনে) মহাত্মা।

মহাত্মা — বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি, পরম উদার উন্নতমনা ব্যক্তি। ভারতের বিখ্যাত নেতা গান্ধী।

মহাত্রাণ — পারিতোষিকরূপে প্রদত্ত নিষ্কর জমি।

মহাদেব — শিব।

মহাদেবী — ভগবতী, দুর্গা। প্রধানা মহিষী।

মহাদেশ — কতকগুলি দেশ লইয়া গঠিত বিশাল ভূখণ্ড। **উপমহাদেশ** — বৃহৎ দেশ। [ঃ ভারতবর্ষ একটি 'উপ-মহাদেশ'।]

মহাদ্রুম — বিরাট গাছ। অশ্বত্থ বা বট গাছ।

মহাদ্বীপ — বিরাট দ্বীপ। সমুদ্র ও মহাসমুদ্র বেষ্টিত দেশ ও মহাদেশের সমষ্টি।

মহান, মহান্ — বিরাট, শ্রেষ্ঠ, অসাধারণ। [ঃ 'মহান' ব্যক্তিত্ব।] বি. — **মহানত্ব**। [ঃ অশোকের 'মহানত্ব'।]

মহানগর, মহানগরী — বিরাট শহর, 'সিটি'।

মহানদী — বৃহৎ নদী। উড়িষ্যার বিখ্যাত নদী।

মহানন্দ — পরম আনন্দ। অতিশয় আনন্দ। অতিশয় আনন্দিত।

মহানন্দা — অতিশয় আনন্দিতা। একটি নদীর নাম।

মহানবমী — দুর্গোৎসবের সময়কার নবমী তিথি এবং ঐ তিথিতে পূজা।

মহানিদ্রা — মৃত্যু, চিরনিদ্রা।

মহানিম — একধরনের তিক্ত গাছ।

মহানির্বাণ — মহাপুরুষের মৃত্যু। মুক্তি। পুনরায় জন্মলাভের হাত হইতে নিষ্কৃতি।

মহানিশা — গভীর রাত্রি। স্মরণীয় রাত্রি। ভয়ংকর রাত্রি।

মহানুভব, মহানুভাব — উদারস্বভাব, সদাশয়। বি. — **মহানুভবতা, মহানু-ভাবতা**।

মহান্ত — ('মোহান্ত' দেখ।)

মহাপরিনির্বাণ — (বৌদ্ধদের নিকট) বুদ্ধদেবের মৃত্যু।

মহাপাতক — মহাপাপ।

মহাপাতকী — মহাপাপী। স্ত্রী. — **মহা-পাতকিনী**।

মহাপাত্র — প্রধান অমাত্য। পদবী বিশেষ।

মহাপাপ — গুরুতর পাপ।

মহাপাপী — মহাপাপ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **মহাপাপিনী**।

মহাপুরাণ — আঠারোটি প্রধান পুরাণ।

মহাপুরুষ — অসাধারণ ধর্মীয় প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তি।

মহাপ্রভু — শ্রীচৈতন্য, গৌরাঙ্গদেব।

মহাপ্রয়াণ — মৃত্যু। মরণের উদ্দেশে যাত্রা।

মহাপ্রলয় — সৃষ্টির বিনাশ। পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের অবসান।

মহাপ্রসাদ — দেবতাকে নিবেদিত অন্নাদি। জগন্নাথদেবের নিকট নিবেদিত অন্ন।

মহাপ্রস্থান — ('মহাপ্রয়াণ' দেখ।)

মহাপ্রাণ — মহানুভব। বি. — **মহাপ্রাণতা**।

মহাপ্রাণ — (ব্যাকরণে) বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ এবং শ ষ স হ।

মহাফেজ — সরকারী কাগজপত্র দলিল-দস্তাবেজ রাখিবার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী।

মহাফেজখানা — যেখানে সরকারী কাগজ-পত্র রাখা হয়।

মহাবল — অতীব বলশালী। অতীব শক্তিমান্। স্ত্রী. — **মহাবলা**।

মহাবাহু — অসাধারণ বাহুবলের অধিকারী, মহাবীর।

মহাবিদ্যা — শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। দুর্গার কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা ইত্যাদি দশ রূপ।

মহাবীর — অতিশয় বলবান ও সাহসী, অতিশয় বীর। হনুমান।

মহাবোধি — বুদ্ধদেব। মহাজ্ঞান, পরম তত্ত্ব।

মহাব্যাধি — কুষ্ঠরোগ।

মহাভাগ — পরম সৌভাগ্যবান্, পুণ্যাত্মা। স্ত্রী. — **মহাভাগা**।

মহাভাগবত — পরম ঈশ্বরভক্ত, পরম বৈষ্ণব।

মহাভারত — কুরুপাণ্ডবের কাহিনী সংক্রান্ত ভারতের সুপ্রাচীন মহাকাব্য। (ব্যঙ্গে) দীর্ঘ কাহিনী।

মহাভিক্ষু — বুদ্ধদেব।

মহামণ্ডল — মহাসভা।

মহামতি — মহানুভব, উদারহৃদয়। [ঃ 'মহামতি' অশোক।]

মহামহিম — অতিশয় মহিমাময়। অতিশয় প্রতাপশালী। অতিশয় সম্মানভাজন।

মহামহোপাধ্যায় — মহাপণ্ডিত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সম্মানসূচক সরকার-প্রদত্ত উপাধি।

মহামাংস — মানুষের মাংস, নরমাংস।

মহামাত্র — প্রধান অমাত্য। মৌর্য যুগের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

মহামানব — শ্রেষ্ঠ মানুষ, অসাধারণ মানুষ। মানবজাতি। [ঃ 'মহামানবের' সাগর-তীরে।]

মহামান্য — পরম সম্মানভাজন। স্ত্রী. — **মহামান্যা**।

মহামায়া — অবিদ্যা, প্রকৃতি। ভগবতী, দুর্গা।

মহামারী — মড়ক, ব্যাপক মৃত্যু।

মহামাষ — বরবটি।

মহামূল্য — অতিশয় মূল্যবান্, খুব দামী।

মহাযাত্রা — ('মহাপ্রয়াণ' দেখ।)

মহাযোগী — শ্রেষ্ঠ যোগী।

মহারণ্য — বৃহৎ বন, গভীর বিশাল অরণ্য।

মহারত্ন — হীরক পদ্মরাগ নীলকান্ত ইত্যাদি মূল্যবান্ রত্ন।

মহারথ, মহারথী — অসাধারণ যোদ্ধা।

মহারাজ — সম্রাট্। বড় জমিদার, মহারাজা। সন্ন্যাসীর উপাধি। স্ত্রী. — **মহারাজ্ঞী, মহারানী**।

মহারাজা — সামন্তরাজ বা বড় জমিদার। স্ত্রী. — **মহারানী**।

মহারাজাধিরাজ — রাজচক্রবর্তী। মহারাজ-দেরও অধিরাজ।

মহারাজ্ঞী — সম্রাজ্ঞী, মহারানী।

মহারাণা, মহারাণী — ('মহারানা' ও 'মহারানী' দেখ।)

মহারানা — উদয়পুরের রাজার উপাধি।

মহারানী — মহারানার পত্নী।

মহারাষ্ট্র — মারাঠীদের দেশ।

মহারাষ্ট্রী — মহারাষ্ট্রবাসী, মারাঠী।

মহারাষ্ট্রীয় — মহারাষ্ট্র সংক্রান্ত। মহারাষ্ট্রে বাস করে বা প্রচলিত আছে এমন।

মহারুদ্র — মহাদেব, শিব।

মহার্ঘ, মহার্ঘ্য — যাহার দাম বেশী বা চড়া এমন, মহামূল্য। বি. — **মহার্ঘতা, মহার্ঘ্যতা**।

মহার্ণব — মহাসাগর।

মহাল — জমিদারি, তালুক।

মহালক্ষ্মী — দেবী বিশেষ।

মহালয়া — শারদীয় দুর্গাপূজার ঠিক আগের অমাবস্যা।

মহাশক্তি — প্রবল শক্তি। আদ্যাশক্তি, ভগবতী।

মহাশংখ — মড়ার খুলি। বৃহৎ শংখ।

মহাশয় — উদারচিত্ত। সম্মানসূচক শব্দ। [ঃ মাস্টার-'মহাশয়'।] সম্মান সূচক সম্বোধন। স্ত্রী. — **মহাশয়া**।

মহাশ্মশান — বিশাল শ্মশান যেখানে বহু শব-সৎকার করা হয়।

মহাশ্বেতা — সরস্বতী।

মহাষষ্ঠী — দুর্গোৎসবের সময়কার ষষ্ঠী তিথি এবং ঐ তিথিতে পূজা।

মহাষ্টমী — দুর্গোৎসবের সময়কার অষ্টমী তিথি এবং ঐ তিথিতে পূজা।

মহাসপ্তমী — দুর্গোৎসবের সময়কার সপ্তমী তিথি এবং ঐ তিথিতে পূজা।

মহাসমুদ্র, মহাসাগর — সুবিশাল সমুদ্র।

মহিমময় — মহিমা বা গৌরবে পূর্ণ। স্ত্রী. — **মহিমময়ী**।

মহিমা — মহত্ত্ব, গৌরব, মাহাত্ম্য। ভগবানের শক্তি-বৈচিত্র্য বা ঐশ্বর্য।

মহিমান্বিত — মহিমাযুক্ত, মহত্ত্বপূর্ণ, মহান্। স্ত্রী. — **মহিমান্বিতা**।

মহিমাময় — ('মহিমময়' দেখ।) স্ত্রী. — **মহিমাময়ী**।

মহিমার্ণব — মহিমায় সমুদ্রসদৃশ বিশাল ও গভীর।

মহিলা — নারী, স্ত্রীলোক। [ঃ ভদ্র-'মহিলা'।] ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোক।

মহিষ — গো-জাতীয় একরকম বিরাটকায় পশু, মোষ।

মহিষধ্বজ, মহিষবাহন — মৃত্যুর দেবতা, যম।

মহিষমর্দিনী, মহিষমর্দ্দিনী — মহিষাসুরের বধকারিণী, দুর্গা, ভগবতী। মহিষাসুর বধ-রতা। [ঃ 'মহিষমর্দিনী' মূর্তি।]

মহিষাসুর — পুরাণে বর্ণিত পরাক্রান্ত অসুর দুর্গা যাহাকে বধ করেন।

মহিষী — প্রধানা রাজ্ঞী। স্ত্রী-মহিষ।

মহী — পৃথিবী।

মহীধর — পর্বত, ভূধর।

মহীপতি, মহীপাল — রাজা।

মহীয়ান — অতিশয় মহান্, সুমহৎ। স্ত্রী. — **মহীয়সী**।

মহীরুহ — বড় গাছ, বৃক্ষ।

মহীলতা — কেঁচো।

মহীশ্বর — রাজা।

মহুয়া — একরকম মাদক পুষ্প ও তাহার গাছ, মউল।

মহেন্দ্র — ইন্দ্র। স্ত্রী. — **মহেন্দ্রাণী**।

মহেন্দ্র — পুরাণে বর্ণিত একটি পর্বত। পূর্বঘাট পর্বতমালা।

মহেশ — শিব, মহাদেব। স্ত্রী. — **মহেশানী, মহেশী**।

মহেশ্বর — শিব, মহাদেব। স্ত্রী. — **মহেশ্বরী**।

মহেশ্বাস — মহাধনু নিক্ষেপকারী, মহাধনুর্ধর।

মহোৎসব — বৃহৎ উৎসব। বৈষ্ণবদের মচ্ছব।

মহোৎসাহ — প্রচুর উৎসাহ।

মহোদধি — মহাসমুদ্র।

মহোদয় — মহাশয়, মহানুভব। মহানুভব ব্যক্তি। স্ত্রী. — **মহোদয়া**।

মহৌষধ — উৎকৃষ্ট ঔষধ, অব্যর্থ ঔষধ।

মহৌষধি — রোগ প্রতিষেধের অতিশয় শক্তি আছে এমন গাছ-গাছড়া।

মা — মাতা, জননী। কন্যা কন্যাস্থানীয়া বা মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীলোকের প্রতি সাদর সম্ভাষণ। (মাতৃস্থানীয়া বা কন্যাস্থানীয়াদের সম্পর্কসূচক নামের সঙ্গেও যুক্ত হয়।) [ঃ 'বউমা'; ঃ 'পিসিমা'।]

মা — স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর মধ্যমের সংকেত।

মাই — স্তন। স্তন্য। **মাই খাওয়া** — শিশুদের স্তন্য দুগ্ধ পান করা। **মাই দেওয়া** — শিশুকে স্তন্যদান করা।

মাইক, মাইক্রোফোন — শব্দের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র।

মাইক্রোস্কোপ — অনুবীক্ষণ যন্ত্র।

মাইনদার — মাসিক বেতন লইয়া কাজ করে এমন ভৃত্য বা চাষী।

মাইনর — নাবালক। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় এমন (বিদ্যালয়)। **মাইনর পাস** — ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া পাস করিয়াছে এমন।

মাইনরিটি — সংখ্যালঘুতা। সংখ্যালঘু।

মাইনা, মাইনে — ('মাহিনা' দেখ।)

মাইপোশ — শিশুকে দুধ খাওয়াইবার উপযোগী একরকম বোতল। বাক্সযুক্ত তক্তাপোশ।

মাইফেল — নাচগানের জলসা।

মাইরি — মেরীর দিব্যি, বন্ধু বা সমবয়সীদের মধ্যে প্রচলিত সত্যতা সূচক শপথ। [ঃ 'মাইরি' বলছি।]

মাইল — প্রায় আধ ক্রোশ, ১৭৬০ গজ। **মাইলটাক** — প্রায় এক মাইল।

মাউই — ভাই বা বোনের শাশুড়ী।

মাংস — চামড়া ও হাড়ের মধ্যবর্তী কোমল বস্তু।

মাংসপেশী — ('পেশী' দেখ।)

মাংসভোজী — ('মাংসাশী' দেখ।)

মাংসল — বেশী পরিমাণে মাংস আছে এমন। [ঃ 'মাংসল' দেহ।] স্ত্রী. — **মাংসলা**।

মাংসাশী — যে মাংস খায় বা খাইয়া জীবন ধারণ করে।

মাকড় — মাকড়সা ও ঐ জাতীয় প্রাণী। [ঃ পোকা-'মাকড়'।]

মাকড়সা — আট পা আছে এমন একরকম পোকা, উর্ণনাভ।

মাকড়ি — কানের একরকম গহনা।

মাকনা — দাঁত উঠে নাই এমন বাচ্চা হাতী।

মাকাল — একরকম বন্যফল ও তাহার গাছ। গুণহীন রূপবান ব্যক্তি। (মাকাল ফল পাকিলে টুকটুকে লাল হয়, কিন্তু তাহা অখাদ্য, এই অর্থে।)

মাকু — কাপড় বুনিবার একরকম যন্ত্র যাহা দিয়া পড়েনের সুতা টানা সুতার ভিতর দিয়া বারে বারে চালানো হয়।

মাকুন্দ, মাকুন্দে — বয়স্ক অবস্থাতেও গোঁফ-দাড়ি গজায় নাই এমন পুরুষ।

মাখন, মাখম — দুধ হইতে তোলা স্নেহ-জাতীয় জিনিস যাহা গরম করিলে ঘি হয়, নবনী, ননী।

মাখা — নিজ দেহে লেপন করা। [ঃ তেল

'মাখা'।] থাসিয়া মিশ্রণ করা। [ঃ ময়দা 'মাখা'।] নিজের গায়ে লেপন করা বা থাসিয়া মিশ্রণ করা হইয়াছে এমন।

মাখানো — অপরের গায়ে লেপন করা। থাসিয়া মিশ্রণ করানো। লেপন করা বা থাসিয়া মিশ্রণ করা হইয়াছে এমন। লেপন। থাসিয়া মিশ্রণ।

মাখামাখি — পরস্পর বা অত্যধিক লেপন। [ঃ রং 'মাখামাখি' করা।] (নিন্দায়) ঘনিষ্ঠ সংসর্গ। [ঃ কাহারও সহিত 'মাখামাখি' করা।]

মাগ — (অবজ্ঞায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) স্ত্রী, পত্নী। **মাগ-ভাতার** — স্বামী-স্ত্রী।

মাগধ — মগধ রাজ্য সংক্রান্ত। ভাট, স্তুতিপাঠক। স্ত্রী. — **মাগধী**।

মাগধী — মগধ অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীন একটি ভাষা।

মাগন — ভিক্ষা, মাগিয়া সংগ্রহ করণ।

মাগনা — ভিক্ষার দ্বারা, বিনামূল্যে। [ঃ 'মাগনা' পাওয়া।] ঐভাবে পাওয়া যায় এমন। [ঃ 'মাগনা' জিনিস।] বিনা লাভে বা বিনা মজুরিতে করিতে হয় এমন। [ঃ 'মাগনা' কাজ।]

মাগা — চাওয়া, ভিক্ষা করা। ভিক্ষালব্ধ।

মাগানো — চাওয়ানো, ভিক্ষা করানো।

মাগী — (অবজ্ঞায়) স্ত্রীলোক। গণিকা।

মাগুর — একরকম মাছ।

মাগোঁসাই — স্ত্রী গোস্বামী। গোস্বামী-পত্নী।

মাগ্‌গি — মহার্ঘ। **মাগ্‌গি গণ্ডা** — দ্রব্যাদির দুর্মূল্যতা, আক্রার বাজার। **মাগ্‌গি ভাতা** — দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেয় ভাতা।

মাঘ — বাংলা বৎসরের দশম মাস। জনৈক প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

মাঘী — মাঘের। মাঘে জাত।

মাঙন, মাঙ্গন — ('মাগন' দেখ।)

মাঙ্গলিক — মঙ্গলজনক, কল্যাণকর, মঙ্গলসূচক। [ঃ 'মাঙ্গলিক' অনুষ্ঠান।] বি. — **মাঙ্গলিকতা**।

মাঙ্গলিকী — মাঙ্গলিক গান অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

মাঙ্গল্য — মাঙ্গলিক। মাঙ্গলিক দ্রব্য, গোরোচনা চন্দন সোনা ইত্যাদি।

মাঙ্গা — দুর্মূল্য, আক্রা।

মাচা, মাচান — উঁচু জায়গা, মঞ্চ। লাউ কুমড়া ইত্যাদির গাছ তুলিবার জন্য বাঁশ ইত্যাদির কাঠামো। বাঁশের তৈয়ারী খাট বা খাটের মতো জিনিস।

মাছ — মৎস্য।

মাছরাঙা, মাছরাঙ্গা — মাছ খাইতে ভালোবাসে এমন একরকম নীলরঙের পাখী।

মাছি — একরকম ক্ষুদ্র পতঙ্গ, মক্ষিকা। বন্দুক ছুঁড়িবার সময় তাক করিবার জন্য বন্দুকের নলের ডগার নির্দিষ্ট চিহ্ন। **মাছি-মারা কেরানি** — হুবহু নকলকারী ব্যক্তি যে নিজের বুদ্ধিবিবেচনা বিন্দুমাত্র প্রয়োগ করে না।

মাজ — গাছের কাণ্ড ইত্যাদির ভিতরের অংশ।

মাজন — মাজিবার গুঁড়া। [ঃ দাঁতের 'মাজন'।]

মাজা — কোমর।

মাজা — মার্জিত করা, ঘষিয়া পরিষ্কার করা। মার্জিত, ঘষিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। **মাজা-ঘষা** — মার্জিত করা। অতিবেশী প্রসাধন করণ। মার্জিত বা অত্যধিক প্রসাধন করা হইয়াছে এমন।

মাজুফল — ওক ইত্যাদি গাছে পোকার তৈয়ারী একরকম কোষ যাহা রং ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

মাঝ — মধ্য, ভিতর। [ঃ ঘরের 'মাঝে'।]
মাঝখান — মধ্যস্থল, মধ্যবর্তী অংশ। [ঃ গানের 'মাঝখানে।]
মাঝা — কোমর, মাজা।
মাঝামাঝি — মধ্যবর্তী। [ঃ 'মাঝামাঝি' জায়গা।] মধ্যভাগে। [ঃ নদীর 'মাঝামাঝি' এসে।] মাঝারি।
মাঝার — (পদ্যে) মধ্য, ভিতর। [ঃ হৃদয়-'মাঝারে'।]
মাঝারি, মাঝারী — মধ্যম আকারের বা শ্রেণীর, খুব বড় বা খুব ছোট নহে, খুব ভালো বা খুব মন্দ নহে এমন।
মাঝি, মাঝী — নৌকার চালক, কর্ণধার। মাঝিমাল্লা — নৌকার কর্ণধার ও দাঁড়ীরা।
মাঝে মাঝে — মধ্যে মধ্যে, কিছু ব্যবধান বা ফাঁক দিয়া বারে বারে। [ঃ 'মাঝে মাঝে' গাছ আছে; ঃ 'মাঝে মাঝে' আসে।]
মাঞ্জা ঘুড়ি উড়াইবার সুতায় কাই কাচ-গুঁড়া ইত্যাদির লেপ।
মাটকলাই চীনা বাদাম।
মাটকোঠা — মাটির তৈয়ারী দোতলা বাড়ি।
মাটাম — একরকম যন্ত্র যাহা দিয়া সমকোণ হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করা যায়। **মাটামসই, মাটামসহি** — সমকোণ করিয়া রহিয়াছে এমন।
মাটি — মৃত্তিকা, ধুলা কাদা ইত্যাদি। ভূতল। [ঃ 'মাটিতে' রাখা; ঃ 'মাটিতে' শোয়া।] মাটির মতো মূল্যহীন, পণ্ড। [ঃ কাজ 'মাটি' করা।] **মাটি করা** — পণ্ড করা, নষ্ট করা। [ঃ 'কাজ' মাটি করা।] **মাটি কাটা** — গর্ত করিয়া মাটি তোলা। **মাটি কামড়ানো** — প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও সংকল্পে অবিচলিত থাকা। **মাটি তোলা** — মাটি খুঁড়িয়া উপরে তোলা। **মাটি দেওয়া** — গোর দেওয়া। **মাটি লওয়া** — কুস্তির সময়ে উপুড় হইয়া মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকা। **মাটি ফেলা** — অন্য স্থান হইতে মাটি আনিয়া জমি উঁচু করা। **মাটি মাড়ানো** — পদার্পণ করা, যাওয়া। [ঃ ওখানে 'মাটি মাড়াই' না।] **মাটি হওয়া** — পণ্ড হওয়া, ব্যর্থ হওয়া। **মাটিতে পা না পড়া** — অতিশয় দম্ভ প্রকাশ করা। **মাটির দর** — অতি অল্প মূল্য। **মাটির মানুষ** — অতিশয় নিরীহ ভালো মানুষ। **গা মাটি মাটি করা** — শরীরে জড়তা বোধ করা, গা ম্যাজম্যাজ করা। **হাত মাটি করা** — শৌচ কার্যের পর হাতে মাটি মাখা।
মাটো — অলস। ঢিলা। ভোঁতা।
মাঠ — ময়দান, খেলিবার বা বেড়াইবার উপযোগী জমি। চাষের জমি, ক্ষেত। **মাঠে মারা যাওয়া** — বৃথা নষ্ট হওয়া।
মাঠা — মাখন, ননী। [ঃ 'মাঠা'-তোলা দুধ।] মাখনশূন্য ঘোল।
মাঠান — (কথ্য) মাতাঠাকুরানী।
মাড — কাইয়ের মতো জিনিস। ফেন।
মাডগার্ড — গাড়ির চাকার উপরের আবরণী যাহা থাকায় কাদা ছিটকাইয়া আরোহীর গায়ে লাগিতে পারে না।
মাড়বার — ('মাড়োয়ার' দেখ।)
মাড়া — পেষণ করা। [ঃ ঔষধ 'মাড়া'; ঃ আখ 'মাড়া'।]
মাড়ানো — অপরের দ্বারা মাড়া, পেষণ করানো।
মাড়ানো — পদার্পণ করা। পা দিয়া দলন করা। **ছায়া মাড়ানো** — লেশমাত্রও সম্পর্ক রাখা। [ঃ ওদের 'ছায়া মাড়াই' না।]
মাড়ি — দাঁতের গোড়া, দন্তমূল।

মাড়ুয়া — বাজরা জাতীয় একরকম শস্য।

মাড়ুয়া — ('মেড়ো' দেখ।)

মাড়োয়ার — রাজপুতানার একটি বিখ্যাত প্রাচীন রাজ্য।

মাড়োয়ারী — মাড়োয়ারের অধিবাসী। মাড়োয়ার সংক্রান্ত।

মাণবক — ছোট মানুষ, বামন। বালক। স্ত্রী. — **মাণবিকা**।

মাণিক, মাণিকজোড় — ('মানিক' ও 'মানিকজোড়' দেখ।)

মাণিক্য — মানিক, পদ্মরাগ মণি, চুনি।

মাণ্ডবী — রামায়ণে বর্ণিত ভরতের পত্নী।

মাৎ, মাত — দাবা ইত্যাদি খেলায় চূড়ান্ত চাল দেওয়ার ফলে পরাজিত বা পরাজিত বলিয়া ঘোষিত। [ঃ বাজি 'মাৎ' করা।]

মাত — তরল অংশ। [ঃ 'মাত' গুড়।]

মাত — মত্ত, মুগ্ধ। [ঃ গানে 'মাত' করা ঃ আসর 'মাত' করা।]

মাতঃ — (সম্বোধনে) মাতা।

মাতঙ্গ — হাতী। স্ত্রী. — **মাতঙ্গী, মাতঙ্গিনী**।

মাতঙ্গী — দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা।

মাতন — মত্ত ভাব।

মাতবর — মুরুব্বী, গণ্যমান্য।

মাতবরি — মাতব্বরের মতো আচরণ ও ভাব।

মাতবরী — মাতব্বর সংক্রান্ত। মাতব্বরের মতো।

মাতব্বর, মাতব্বরি, মাতব্বরী — ('মাতবর', 'মাতবরি' ও 'মাতবরী' দেখ।)

মাতলামি, মাতলামো — মাতাল অবস্থায় অপ্রকৃতিস্থ আচরণ বা উক্তি।

মাতলি — ইন্দ্রের সারথি।

মাতা — মা, জননী। মাতৃস্থানীয়া বা কন্যা-স্থানীয়া স্ত্রীলোক। [ঃ শ্বশ্রূ-'মাতা'; ঃ বধূ-'মাতা'।]

মাতা — মত্ত হওয়া। অতিশয় মুগ্ধ ও উৎসাহিত হওয়া। [ঃ খেলায় 'মাতা'; ঃ গানে 'মাতা'।] গাঁজিয়া ওঠা। [ঃ খেজুর রস 'মাতা'।]

মাতানো — মত্ত করা। অতিশয় মুগ্ধ ও উৎসাহিত করা। গাঁজানো। মত্ত বা মুগ্ধ করে এমন। [ঃ প্রাণ-'মাতানো' গান।]

মাতাপিতা — মা-বাপ।

মাতামহ — মায়ের বাবা, দাদু। স্ত্রী. — **মাতামহী**।

মাতামাতি — অতিশয় আনন্দে বা উৎসাহে মত্ত হইয়া আচরণ। [ঃ 'মাতামাতি' করা।]

মাতাল — মদ খাইয়া মত্ত। যে মদ খাইয়া মত্ত হয়। অতিশয় মুগ্ধ ও মত্ত। [ঃ রূপে 'মাতাল' করেছে।]

মাতুঃষ্বসা, মাতুঃস্বসা — ('মাতৃষ্বসা' দেখ।)

মাতুল — মায়ের ভাই, মামা। স্ত্রী — **মাতুলানী**।

মাতুলালয় — মামাবাড়ি, মায়ের বাপের বাড়ি।

মাতৃ- — 'মাতার দ্বারা', 'মাতার', 'মাতার প্রতি' বা 'মাতাকে' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'মাতৃ'-ঘাতী।]

-মাতৃক — 'ইহার মাতা' বা 'মাতার মতো' অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। [ঃ নদী-'মাতৃক'।]

মাতৃক — মাতৃসংক্রান্ত।

মাতৃকা — গৌরী পদ্মা ইত্যাদি ষোড়শ দেবী। মাতা। [ঃ দেশ-'মাতৃকা'।]

মাতৃঘাতক — মায়ের হত্যাকারী।

মাতৃঘাতী — যে নিজের মাকে হত্যা করিয়াছে। স্ত্রী. — **মাতৃঘাতিনী**।

মাতৃদায় — মায়ের শ্রাদ্ধাদি করিবার কঠিন দায়িত্ব।

মাতৃদুগ্ধ — মায়ের স্তন্য।

মাতৃপক্ষ — মায়ের সহিত সম্পর্ক আছে এমন আত্মীয়স্বজন।

মাতৃপিতৃহীন — যাহার মা ও বাবা মারা গিয়াছে। স্ত্রী. — **মাতৃপিতৃহীনা**।

মাতৃপ্রধান — যাহাতে মাতার প্রাধান্য রহিয়াছে এমন। [ঃ 'মাতৃপ্রধান' সমাজ; ঃ 'মাতৃপ্রধান' পরিবার।] বি. — **মাতৃপ্রাধান্য**।

মাতৃবিয়োগ — মায়ের মৃত্যু।

মাতৃভক্ত — মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে এমন। স্ত্রী. — **মাতৃভক্তা**।

মাতৃভক্তি — মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ।

মাতৃভাষা — স্বজাতির ও স্বকীয় অঞ্চলের ভাষা। [ঃ বাংলা বাঙালীর 'মাতৃভাষা'।]

মাতৃভূমি — স্বদেশ, জন্মভূমি।

মাতৃষ্বসা — মাসী, মায়ের বোন।

মাতৃষ্বসেয় — মাসীর ছেলে। স্ত্রী. — **মাতৃষ্বসেয়ী**।

মাতৃষ্বস্রীয় — মাসির ছেলে। স্ত্রী — **মাতৃষ্বস্রীয়া**

মাতৃষ্বস্রেয় — মাসীর ছেলে। স্ত্রী. — **মাতৃষ্বস্রেয়া**।

মাতৃস্তন্য — মায়ের স্তনের দুধ।

মাতৃহত্যা — মাকে বধ করণ, মাকে হত্যা।

মাতৃহত্যাকারী — যে মাকে হত্যা করিয়াছে, মাতৃঘাতী। স্ত্রী. — **মাতৃহত্যাকারিণী**।

মাতৃহীন — যাহার মা মরিয়া গিয়াছে। স্ত্রী — **মাতৃহীনা**।

মাতোয়ারা — মত্ত, বিহ্বল, বিভোর, আবেশময়। [ঃ গন্ধে বন 'মাতোয়ারা'।]

মাতোয়ালা — মত্ত, নেশায় বিহ্বল।

মাত্র — সামান্য পরিমাণ বা তৎক্ষণাৎ সূচক শব্দ। [ঃ তিন টাকা 'মাত্র'; ঃ আসা 'মাত্র' বললে।] প্রত্যেক, সকল। [ঃ মানুষ 'মাত্রেই'।] কেবল, শুধু, আর কিছু নয়। [ঃ 'মাত্র' একখানা লাঠি।] **এইমাত্র** — এখনই। [ঃ 'এইমাত্র' তাহার চিঠি পাইলাম।] **একমাত্র** — কেবল, আর কেহ বা কিছু নহে। [ঃ 'একমাত্র' সে পারে।] **কিছুমাত্র** — আদৌ, সামান্য একটুকুও। [ঃ 'কিছুমাত্র' অবশিষ্ট নাই।] **যেইমাত্র** — যখনই। **সেইমাত্র** — তখনই। [ঃ 'সেইমাত্র' সে আসিয়া পৌঁছিল।]

মাত্রা — পরিমাণ। [ঃ অত্যাচারের 'মাত্রা'।] নির্দিষ্ট পরিমাণ। [ঃ তিন 'মাত্রা' ঔষধ।] বর্ণের উচ্চারণকাল। [ঃ 'মাত্রা'-বৃত্ত ছন্দ।] (সংগীতে) তালের অংশ। [ঃ চার 'মাত্রার' তাল।] অক্ষরের মাথার রেখা।

মাত্রাবৃত্ত — মাত্রা বা বর্ণের উচ্চারণকালের দ্বারা নির্দিষ্ট (ছন্দ)।

মাত্রিক — মাত্রা সংক্রান্ত। মাত্রার দ্বারা নিয়মিত।

মাৎসর্য, মাৎসর্য্য — ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা।

মাৎস্য — মৎস্য সংক্রান্ত। মাছের মতো। **মাৎস্য ন্যায়** — বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎসকে যেমন খাইয়া ফেলে সেইরূপ শক্তিশালী ব্যক্তিদের দুর্বলদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার নীতি।

মাথট — মাথা পিছু চাঁদা। চাঁদা।

মাথা — মস্তক। বুদ্ধি। [ঃ ছেলেটার 'মাথা' আছে।] শীর্ষদেশ, আগা। [ঃ গাছের 'মাথা'।] মোড়ল, প্রধান ব্যক্তি। [ঃ গ্রামের 'মাথা'।] রাস্তার মোড় বা প্রান্তভাগ। [ঃ চৌ-মাথা'।] বিরক্তি-সূচক শব্দ। [ঃ তোমার 'মাথা'।] **মাথা আঁচড়ানো** — চুল আঁচড়ানো, চুলে চিরুনি দেওয়া। **মাথা উঁচু করা** — আত্মমর্যাদা ব গর্ব প্রকাশ করা। **মাথা উঁচু রাখা** — বশ্যতা বা হীনতা স্বীকার না করা। **মাথা উড়ানো** — মাথা গুঁড়া করিয়া

দেওয়া। **মাথা কাটা যাওয়া** — কোনও ত্রুটির জন্য অতিশয় লজ্জা বোধ করা। **মাথা কাড়া দেওয়া** — হঠাৎ বাড়িয়া উঠা, হঠাৎ লম্বা হওয়া। **মাথা কুটা, মাথা কোটা** — অসহ্য বেদনায় বা আকুল প্রার্থনায় বারবার মাটিতে মাথা ঠোকা। **মাথা কেনা** — যথেচ্ছ ব্যবহার বা অত্যাচার করিবার অধিকার পাওয়া। [ঃ টাকা ধার দিয়েছ ব'লে 'মাথা কিনেছ' নাকি?] **মাথা খাও, আমার মাথা খাও** — কথা না রাখিলে আমার মৃত্যুকামনা করা বা ভয়ানক অমঙ্গল করা হইবে এইরূপ দিব্যি। [ঃ 'মাথা খাও', যেও না।] **মাথা খাওয়া** — বিপথে চালিত করা, বুদ্ধিভ্রংশ ঘটানো, দুর্বুদ্ধি জাগানো। [ঃ আদর দিয়ে ছেলেটার 'মাথা খেয়েছে'।] **মাথা খাটানো** — বুদ্ধি প্রয়োগ করা, মস্তিষ্ক চালনা করা। **মাথা-খারাপ** — পাগল। **মাথা খারাপ করা** — চটিয়া অযথা উত্তেজিত হওয়া। **মাথা খুঁড়া** — ('মাথা কুটা' দেখ।) **মাথা খেলা** — প্রয়োজন মতো বুদ্ধির উদ্রেক হওয়া। [ঃ এ ব্যাপারে তাঁর 'মাথা খেলে' ভালো।] **মাথা খেলানো** — বুদ্ধি প্রয়োগ করা, প্রয়োজনীয় উপায় বা কৌশল বাহির করা। **মাথা খোঁড়া** — ('মাথা কুটা' দেখ।) **মাথা খোলা** — প্রয়োজন মতো বুদ্ধির উদ্রেক হওয়া। **মাথা গরম করা** — রাগিয়া উঠা, চটিয়া উত্তেজিত হওয়া। **মাথা গরম হওয়া** — প্রকৃতিস্থ না থাকা, পাগল হওয়া। **মাথা গুঁজা** — সামান্যতম বাসস্থান পাওয়া। [ঃ 'মাথা গুঁজিবার' মতোও একটু জায়গা নাই।] **মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকা** — অসুবিধাজনক অবস্থায় কোনও রকমে বাস করা। **মাথা-গুনতি** — সকলকে একে একে গণনা করিলে। [ঃ 'মাথা-গুনতি' দশ জন।] **মাথা ঘষা** — ঘষিয়া মাথা ও চুল পরিষ্কার করা। **মাথা ঘোরা** — দুর্বলতা অসুস্থতা বা ক্লান্তির জন্য মাথা ঘুরিতেছে এমন বোধ হওয়া। **মাথা চুলকানো** — সংকোচ বা হতবুদ্ধিতার জন্য নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালানো। **মাথা ছাড়া** — মাথার বেদনা দূর হওয়া। **মাথা ঠাণ্ডা করা** — নিজেকে শান্ত ও অনুত্তেজিত করা। **মাথা-ঠাণ্ডা** — শান্ত ও স্থিরবুদ্ধি। **মাথা ঠাণ্ডা রাখা, মাথা ঠিক রাখা** — উত্তেজিত না হইয়া শান্ত ও স্থিরবুদ্ধি হইয়া কাজ করা। **মাথা তোলা** — শক্তি লাভ করা। বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। বিদ্রোহ করা। চারা ইত্যাদি বাড়িয়া উঠা। **মাথা দেওয়া** — কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা। **মাথা-ধরা** — মাথার যন্ত্রণা, শিরঃপীড়া। **মাথা ধরা** — মাথার যন্ত্রণা হওয়া। **মাথা নীচু করা** — হীনতা বা বশ্যতা স্বীকার করা। **মাথা নাই মাথা ব্যথা** — যাহা ঘটে নাই বা ঘটিবে না এমন বিষয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ। **মাথা নোয়ানো** — নতি বা বশ্যতা স্বীকার করা। **মাথা পাতিয়া লওয়া** — শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা। [ঃ শাস্তি মাথা 'পাতিয়া লওয়া'।] **মাথা বাঁধা** — চুল বাঁধা, চুল বাঁধিয়া বেণী বা খোঁপা করা। **মাথা বাঁধা দেওয়া, মাথা বাঁধা রাখা, মাথা বেচা** — সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করা, সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা। **মাথা-ব্যথা** — উদ্‌বেগ, দুশ্চিন্তা। **মাথা ভাঙা** — মাথা ফাটানো। **মাথা-ভারী** — উপরের দিকে ভারী এমন। উপরের দিকে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয় এমন। [ঃ 'মাথা-ভারী' প্রতিষ্ঠান।] **মাথা মারা** — ঘরের চালের উপরের অংশ গুঁজিয়া

ঠিক করা। **মাথামোটা** — স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ। **মাথা মুড়ানো** — মাথার চুল কামাইয়া দেওয়া। **মাথা রাখা** — ('মাথা গুঁজা' দেখ।) **মাথা লওয়া** — দণ্ড হিসাবে মাথা কাটিয়া ফেলা। **মাথা হেঁট করা** — ত্রুটির জন্য লজ্জা বোধ করা। মাথা নোয়ানো। **মাথায় আসা** — বুদ্ধির উদ্রেক হওয়া, উপায় ইত্যাদি বুদ্ধিতে গজানো। **মাথায় উঠা** — প্রশ্রয় পাওয়া। **মাথায় করা** — অতিশয় শ্রদ্ধা ও সমাদর করা। **মাথায় কাপড় দেওয়া** — মাথায় ঘোমটা দেওয়া। **মাথায় ঢোকা** — বোধগম্য হওয়া। **মাথায় তোলা** — প্রশ্রয় দিয়া উচ্ছৃঙ্খল করা। **মাথায় থাকা** — শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হওয়া। **মাথায় মাথায়** — টায়টায়। [ঃ 'মাথায় মাথায়' খরচ করেছে।] **মাথায় হাত দিয়া বসা** — হতাশ হইয়া পড়া। **মাথায় হাত বুলানো** — প্রলোভন দেখাইয়া প্রতারণা করা। **মাথার উপর কেহ না থাকা** — কোনও অভিভাবক না থাকা। **মাথার কিরা, মাথার কিরে** — ('মাথার দিব্য' দেখ।) **মাথার ঠাকুর** — (প্রায় ব্যঙ্গে) অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি। **মাথার দোষ** — পাগলামি, উন্মাদ রোগ। **মাথার দিব্য** — কথা না রাখিলে আমার মৃত্যু হউক বা অমঙ্গল ঘটুক এইরূপ উক্তি সূচক দিব্য।

মাথামুণ্ডু — অর্থহীন বিষয়। [ঃ 'মাথামুণ্ডু' কি বকছেন।]

মাথাল — কৃষকদের ব্যবহারের উপযোগী তালপাতা ও বাঁশের কাঠি দিয়া তৈয়ারী টুপির মতো ছাতা, টোকা।

মাথালো — বুদ্ধিমান। শীর্ষস্থানীয়।

মাথি — খেজুর নারিকেল তাল ইত্যাদি গাছের মাথার ভিতরের মিষ্ট নরম অংশ।

মাথুর — মথুরা সংক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা।

মাদক — যাহা সেবন করিলে নেশা হয় এমন। [ঃ 'মাদক'-দ্রব্য।] সেবন করিলে নেশা হয় এমন জিনিস। [ঃ 'মাদক'-বর্জন।]

মাদকতা, মাদকত্ব — মাদকের গুণ, মত্ত করিবার শক্তি। [ঃ মদ্যের 'মাদকতা'; ঃ গানের 'মাদকতা'।]

মাদল — একরকম ঢোল।

মাদার — একরকম গাছ।

মাদুর — একরকম ঘাসের তৈয়ারী শুইবার বা বসিবার উপযোগী জিনিস।

মাদুলি — ছোট মাদলের মতো দেখিতে একরকম কবচ।

মাদৃশ — আমার সদৃশ, আমার মতো। স্ত্রী. — **মাদৃশী**।

মাদ্রাজ — দক্ষিণ ভারতের পূর্ব অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ প্রদেশ। ঐ প্রদেশের প্রধান নগর।

মাদ্রাজী — মাদ্রাজ সংক্রান্ত। মাদ্রাজে জাত বা উৎপন্ন। মাদ্রাজের অধিবাসী।

মাদ্রাসা — মুসলমানদের উচ্চ বিদ্যালয়।

মাদ্রী — মদ্রদেশের রাজকন্যা, নকুল ও সহদেবের জননী।

মাদ্রেয় — মাদ্রীর পুত্র, নকুল ও সহদেব।

মাধব — শ্রীকৃষ্ণ। বসন্তকাল। বৈশাখ মাস। [ঃ মধু-'মাধব'।]

মাধবিকা — মাধবী লতা। মাধবী ফুল।

মাধবী — একরকম লতা ও তাহার ফুল। বৈশাখী। [ঃ 'মাধবী' রাতে।]

মাধাই — (অবজ্ঞায়) মাধব। নদীয়াবাসী বিখ্যাত পাষণ্ড যে পরে পরম বৈষ্ণব হইয়াছিল।

মাধুকরী — মধুকরের মতো বৃত্তি, বহু স্থান হইতে অল্প পরিমাণে সংগ্রহ।

মাধুরী — মধুরতা, শোভা, লাবণ্য।
মাধুর্য, মাধুর্য্য — মিষ্টতা, মধুরতা, মধুরিমা।
মাধ্যন্দিন — মধ্যাহ্নকালীন, দুপুরের। [ঃ 'মাধ্যন্দিন' আহার।]
মাধ্যম — যাহার দ্বারা বা যাহার মধ্যবর্তিতায় কোনও কাজ করা হয়। [ঃ বাংলা ভাষার 'মাধ্যমে'।]
মাধ্যমিক — দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী। **মাধ্যমিক শিক্ষা** — প্রাথমিক শিক্ষা ও কলেজী শিক্ষার মধ্যবর্তী শিক্ষা, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা।
মাধ্যাকর্ষণ — ('মহাকর্ষ' দেখ।)
মাধ্যাহ্নিক — মধ্যাহ্ন সংক্রান্ত, মধ্যাহ্নকালীন, দুপুরের।
মাধ্বী — মাধুর্যযুক্তা। মধুজাত মদ্য।
মাধ্বীক — মহুয়া বা আঙুর হইতে প্রস্তুত মদ।
-মান্ — ('বান্' দেখ।)
মান — যাহার দ্বারা মাপা যায়। ওজন, পরিমাণ। উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সূচক স্থায়ী লক্ষণ ও চিহ্নাদি। (সংগীতে) তালের বিরাম স্থান। [ঃ তাল-'মান'।]
মান — মর্যাদা, সম্মান। [ঃ 'মান'-সম্ভ্রম।] প্রিয়জনের প্রতি কপট ক্রোধ, অভিমান। [ঃ 'মান'-ভঞ্জন।] গর্ব, অহংকার।
মান, মানকচু — বৃহৎ কন্দবিশিষ্ট একরকম কচু।
মানকলি — স্ত্রী ও পুরুষের অভিমান-জনিত কলহ।
মানচিত্র — দেশের বা জমির নকশা, 'ম্যাপ'।
মানত — দেবতার কৃপালাভের উদ্দেশ্যে কিছু দিবার সংকল্প, মানসিক।
মানদ — সম্মানদাতা। স্ত্রী. — **মানদা**।
মানদণ্ড — পরিমাপ করিবার যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা।
মাননীয় — সম্মানের যোগ্য। স্ত্রী. — **মাননীয়া**।
মাননীয়াসু — সম্মানিতা স্ত্রীলোককে লেখা পত্রের আরম্ভিক পাঠ।
মাননীয়েষু — সম্মানিত ব্যক্তিকে লেখা পত্রের আরম্ভিক পাঠ।
মানপত্র — সম্মান বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপক অভিনন্দন পত্র।
মানব — মনুষ্য, মানুষ। স্ত্রী. — **মানবী**।
মানবজাতি — পৃথিবীর সকল মানুষ। জীব জগতের মনুষ্য শ্রেণী।
মানবতা — মানুষের স্বাভাবিক গুণাবলী, মানবপ্রকৃতি। মানুষের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি।
মানবতাবাদ — মানব শ্রেষ্ঠ প্রাণী এবং মানবকে ভালোবাসিতে হইবে এই মতবাদ, 'হিউম্যানিজ্‌ম্'।
মানবতাবাদী — মানবতাবাদে বিশ্বাসী। মানবতাবাদ সংক্রান্ত।
মানবত্ব — মানুষের যোগ্য গুণ ও স্বভাব।
মানবলীলা — মানব-জীবন। **মানবলীলা সংবরণ করা** — (মানুষ) মরা।
মানবিক — মানুষের উপযুক্ত। মানব সংক্রান্ত। বি — **মানবিকতা**।
মানবিকতাবাদ, মানবিকতাবাদী — ('মানবতাবাদ' ও 'মানবতাবাদী' দেখ।)
মানবীয় — মানুষের যোগ্য। মানব সংক্রান্ত।
মানবোচিত — মানুষের উপযুক্ত।
মানভঞ্জন — অভিমান দূর করণ।
মানমন্দির — গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট উচ্চ প্রাসাদ, 'অবজার্ভেটরি'।
মানস — মন, চিত্ত। অভিলাষ, ইচ্ছা। কৈলাসের নিকটবর্তী তিব্বতের বিখ্যাত হ্রদ। [ঃ 'মানস'-সরোবর।] মন হইতে জাত। [ঃ 'মানস'-কন্যা; ঃ 'মানস'-

পত্র।]

মানসাঙ্ক — মনে মনে কষিতে হয় এমন অঙ্ক।

মানসিক — মন সংক্রান্ত। মনে জাত। মনোগত। [ঃ'মানসিক' ও দৈহিক; ঃ 'মানসিক' অবস্থা।]

মানসিক — মানত।

মানসী — মনোজাতা। মনে বা কল্পনায় রূপ লাভ করিয়াছে এমন (স্ত্রী)।

মানহানি — অবমাননা, মর্যাদার হানি।

মানা — নিষেধ, বারণ। [ঃ'মানা' করা।]

মানা — সম্মান করা, গণ্য করা। [ঃগুরুজনকে 'মানা'।] বিশ্বাস করা। [ঃভূত প্রেত 'মানা'।] পালন করা। [ঃনিয়ম 'মানা'।] স্বীকার করা। [ঃহার 'মানা'।] নিয়োগ করা, স্থির করা। [ঃসাক্ষী 'মানা'; ঃ সালিশ 'মানা'।]

মানান — শোভন, সামঞ্জস্য আছে এমন, উপযুক্ত। [ঃবে-'মানান'।] **মানানসই** — সামঞ্জস্যপূর্ণ, খাপ খায় এমন।

মানানো — স্বীকার করানো। বিশ্বাস করানো।

মানানো — শোভন হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাপ খাওয়া। [ঃজামাটা তোমাকে 'মানায়' নি।]

মানি অর্ডার — ডাক যোগে টাকা প্রেরণ। [ঃ'মানি অর্ডার' করা।] ডাক যোগে প্রেরিত টাকা। [ঃ 'মানি অর্ডার' পাওয়া।]

মানিক — একরকম বহুমূল্য রত্ন, চুনি, মাণিক্য। স্নেহের পাত্রকে সাদর সম্বোধন। [ঃ 'মানিক' আমার।]

মানিকজোড় — বক জাতীয় একরকম পাখী। (ব্যঙ্গে) দুই বন্ধু যাহারা সর্বদা একসঙ্গে থাকে ও যাহাদের স্বভাব একরকম।

মানিত — সম্মানিত। স্ত্রী. — **মানিতা**।

মানিনী — অল্পেই অভিমান করে এমন স্ত্রীলোক।

মানিব্যাগ — টাকাপয়সা রাখিবার ছোট একরকম থলি।

মানী — সম্মানিত। [ঃ 'মানী' ব্যক্তি।] সম্মানিত ব্যক্তি। [ঃ'মানীর' মান রাখা।]

মানুষ — মনুষ্য, মানব, নর। মানুষের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট। [ঃ তুমি 'মানুষ' নও।] স্ত্রী. — **মানুষী**। **মানুষ করা** — লালনপালন করা। **মানুষ হওয়া** — লালিত হওয়া। বড় হওয়া। **ছেলেমানুষ** — অল্পবয়স্ক। **মেয়েমানুষ** — স্ত্রীলোক। রক্ষিতা স্ত্রীলোক। **ভালো মানুষ** — শান্ত ও সরল। [ঃ তিনি বড় 'ভালোমানুষ'।]

মানে — অর্থ, তাৎপর্য।

মানোয়ার — যুদ্ধজাহাজ। বিণ. — **মানোয়ারী**।

মান্দাস — ভেলা।

মান্দ্য — অল্পতা, মন্দতা, তেজহীনতা। [ঃ অগ্নি-'মান্দ্য'; ঃ ক্ষুধা-'মান্দ্য'।]

মান্থলি — মাসিক। মাসিক টিকিট।

মান্ধাতা — একজন সূর্যবংশীয় প্রাচীন রাজা। **মান্ধাতার আমল** — অতি প্রাচীন কাল।

মান্য — মাননীয়, গণ্য। [ঃ গণ্য-'মান্য' ব্যক্তি।] **মান্য করা** — সম্মান করা। **মহামান্য** — অতিশয় মাননীয়। স্ত্রী. — **মান্যা**।

মান্যবর — অতিশয় সম্মানার্হ, অত্যন্ত মাননীয়।

মান্যবরেষু — মাননীয় ব্যক্তির নিকট লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ।

মাপ — আয়তনের পরিমাণ। ওজন। **মাপ**

করা, মাপ লওয়া — আয়তন বা ওজন নির্ণয় করা।

মাপ — ('মাফ' দেখ।)

মাপক — পরিমাপকারী। পরিমাপ করিবার যন্ত্র।

মাপকাঠি — পরিমাপ করিবার নির্দিষ্ট মান, মানদণ্ড। মাপিবার উপযোগী কাঠি।

মাপজোখ — মাপা ও ঐ ধরনের অন্যান্য কাজ।

মাপা — পরিমাপ করা, আয়তন বা ওজন নির্ণয় করা। পরিমাপ করা হইয়াছে এমন।

মাপানো — অপরের দ্বারা মাপা।

মাফ — মার্জনা, ক্ষমা। ছাড়, রেহাই।

মাফিক — মতো, অনুযায়ী। [ঃ খেয়াল-'মাফিক'।]

মা ভৈঃ — নির্ভয় হও, ভয় করিও না।

মামড়ি — ঘায়ের উপরের শুকনা চামড়া।

মামদো — মুসলমান মরিলে যে ভূত হয় বলা হয়। [ঃ 'মামদো' ভূত।]

মা-মরা — মাতৃহীন, যাহার মা মারা গিয়াছে।

মামলা — মকদ্দমা। অমীমাংসিত বিষয়।

মামলাবাজ — যে মামলা করিতে ভালোবাসে, মামলাপ্রিয়।

মামলাবাজি — মামলাবাজের কাজ, মামলাপ্রিয়তা।

মামলেট — হাঁস মুরগী ইত্যাদির ডিম ভাজিয়া প্রস্তুত একরকম খাদ্য, 'ওমলেট'।

মামা — মায়ের ভাই, মাতুল।

মামাতো — নিজের বা স্বামীর বা স্ত্রীর মামার ছেলে বা মেয়ে এমন। [ঃ 'মামাতো' শালী; ঃ 'মামাতো' দেওর; ঃ 'মামাতো' ভাই।]

মামাশ্বশুর — স্বামীর বা স্ত্রীর মামা।

মামী — মামার স্ত্রী।

মামীশাশুড়ী — স্ত্রীর বা স্বামীর মামী।

মামুলী — প্রচলিত, চিরাচরিত।

মায় — সমেত, সহিত, এমন কি। [ঃ সব কিছু 'মায়' জামা-কাপড় পর্যন্ত চুরি করেছে।]

মায়া — মমতা, স্নেহ। [ঃ ছেলেটার উপর 'মায়া' পড়েছে।] ইন্দ্রজাল। বিভ্রান্তি। কপটতা। (দর্শনে) অবিদ্যা।

মায়াকানন — ইন্দ্রজালের দ্বারা সৃষ্ট বন বা উদ্যান।

মায়াকান্না — কপট কান্না, ছল করিয়া কান্না।

মায়াজাল — ইন্দ্রজাল, কুহক। স্নেহমমতার বন্ধন।

মায়াডোর — স্নেহমমতার বন্ধন।

মায়াপাশ — মায়ার বন্ধন। স্নেহমমতার বন্ধন।

মায়াবদ্ধ — স্নেহমমতায় বা সংসারবন্ধনে বদ্ধ।

মায়াবাদ — ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মায়া মাত্র এই মতবাদ।

মায়াবাদী — মায়াবাদ সংক্রান্ত। মায়াবাদে বিশ্বাসী।

মায়াবিদ্যা — ইন্দ্রজাল, ভোজবাজি।

মায়াবী — ঐন্দ্রজালিক। ছদ্মবেশী। স্ত্রী. — **মায়াবিনী**।

মায়াময় — মায়ায় পূর্ণ, কপটতায় ও অসত্যে পূর্ণ। স্নেহমমতার বন্ধনময়।

মায়ামৃগ — মায়া বা ইন্দ্রজালের দ্বারা সৃষ্ট হরিণ। রামায়ণে বর্ণিত সোনার হরিণের রূপধারী মারীচ নামক রাক্ষস।

মায়ামোহ — স্নেহমমতার ফলে বিভ্রান্তি ও আসক্তি।

মায়াসীতা — ইন্দ্রজালের দ্বারা সৃষ্ট

সীতা। সীতার প্রতিমূর্তি।

মায়িক — মায়াবিশিষ্ট। কপট। মায়াবী।

মার — প্রেমের দেবতা মদন। বুদ্ধদেবের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী দেবতা।

মার — মারাত্মক আঘাত। [ঃ ভগবানের 'মার'।] প্রহার। [ঃ 'মার' দেওয়া।] **মার খাওয়া** — প্রহৃত হওয়া। প্রচুর লোকসান হওয়া। [ঃ ব্যবসায় 'মার' খেয়েছে।]

মারকুটে, মারকুটো — যে অল্প কারণেই মারে বা মারিতে উদ্যত হয়।

মারণ — বধ করণ। মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে অভিচার। [ঃ 'মারণ' উচ্চাটন] ধাতু ইত্যাদি ভস্মকরণ।

মারধর — প্রহার ইত্যাদি।

মারপিট — পরস্পরকে প্রহার। প্রহার, মারধোর।

মারপেঁচ, মারপ্যাঁচ — কুটিলতা। [ঃ মনে 'মারপ্যাঁচ' নাই।] প্রয়োগের জটিল কৌশল। [ঃ শব্দের 'মারপ্যাঁচ'।]

মারফত — দ্বারা, সঙ্গে, হাতে। [ঃ এই লোকের 'মারফত' পাঠাইলাম।]

মারবেল — একরকম পাথর, মর্মর। খেলিবার গুলী।

মারমুখো — মারিতে উদ্যত। স্ত্রী. — **মারমুখী**।

মারহাট্টা — মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্র সংক্রান্ত। মহারাষ্ট্রের অধিবাসী, মারাঠা।

মারা — বধ করা। [ঃ 'মাছ' মারা; পাখী 'মারা'।] আঘাত করা। [ঃ চড় 'মারা'।] প্রহার করা। [ঃ ছেলেটাকে 'মেরেছে'।] বিদ্ধ করা। [ঃ পেরেক 'মারা'; ঃ বল্লম 'মারা'; ঃ তীর 'মারা'।] সংলগ্ন করা, জুড়া। [ঃ তালি 'মারা'।] সজোরে প্রয়োগ করা। [ঃ ছুরি 'মারা'; ঃ কোদাল 'মারা'।] নষ্ট করা। [ঃ জাত 'মারা'।] চুরি করা। [ঃ পকেট 'মারা'; ঃ টাকা 'মারা'।] শুষ্ক করা। [ঃ রস 'মারা'।] বঞ্চিত করা, পাইতে না দেওয়া। [ঃ অন্ন 'মারা'।] অত্যধিক খাওয়া। [ঃ এক সের মাংস 'মারা'।] (নিন্দায়) করা। [ঃ ইয়ারকি 'মারা'; ঃ ফুর্তি 'মারা'।] ক্ষতিগ্রস্ত করা। (নিন্দায়) পরিণত হওয়া। [ঃ বুড়ো 'মারা'।] হঠাৎ লাভ করা। আত্মসাৎ করা। যে মারে। [ঃ শেয়াল-'মারা'।] যাহার দ্বারা মারা সম্ভব হয়। [ঃ ছারপোকা-'মারা' ঔষধ।] বধ করা হইয়াছে এমন। **মারা পড়া** — বিপন্ন হওয়া। **মারা যাওয়া** — মরা। **মাঠে মারা যাওয়া** — ('মাঠ' দেখ।) **উঁকি মারা** — উঁকি দেওয়া, লুকাইয়া থাকিয়া লক্ষ্য করা। **গুঁড়ি মারা** — চুপি চুপি হামাগুঁড়ি দিয়া চলা। **চোখ মারা** — চোখ-দিয়া অশ্লীল ইশারা করা। **ছুট মারা, দৌড় মারা** — হঠাৎ ধাবিত হওয়া। **মালকোঁচা মারা** — কাপড় গুটাইয়া মালকোঁচা শক্ত করিয়া আঁটা। **পেটে মারা, ভাতে মারা** — জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ করা। **লাফ মারা** — জোরে লাফ দেওয়া।

মারাঠা — মহারাষ্ট্রবাসী।

মারাঠী — মহারাষ্ট্রবাসী, মারাঠা। মহারাষ্ট্রের ভাষা।

মারাত্মক — মৃত্যু ঘটাইতে পারে এমন, সাংঘাতিক।

মারানো — অপরের দ্বারা মারা। [ঃ মাছ 'মারানো'।] প্রহার করানো।

মারা-ধরা — মারধর করা, প্রহারাদি করা।

মারামারি — পরস্পর প্রহার। [ঃ 'মারামারি' করা।] দাঙ্গা।

মারি, মারী — মড়ক।

মারীচ — রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষস যে স্বর্ণ-

মৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হয়।
মারুত — বায়ু।
মারুতি — বায়ুর পুত্র, পবননন্দন, হনুমান।
মার্কা — চিহ্ন। পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বা প্রাপ্ত নম্বর।
মার্ক — জার্মানিতে প্রচলিত মুদ্রা।
মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয় — জনৈক প্রাচীন ঋষি। একটি পুরাণ।
মার্কা — চিহ্ন। ব্যবসায়ী কোম্পানি ইত্যাদি কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ চিহ্ন। **মার্কা মারা** — মার্কা বা চিহ্ন দেওয়া। **মার্কা-মারা** — ঐরূপ চিহ্ন দেওয়া আছে এমন, চিহ্নিত।
মার্কিন — আমেরিকান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। মোটা একরকম সুতী কাপড়।
মার্কেট — বাজার, কেনাবেচার জায়গা। কেনাবেচার অবস্থা।
মার্কেটিং -- বাজারে গিয়া জিনিস ক্রয়।
মার্ক্সবাদ -- জার্মান দার্শনিক ও অর্থনীতিক কার্ল মার্ক্স-প্রবর্তিত মতবাদ।
মার্ক্সবাদী — মার্ক্সবাদ সংক্রান্ত। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী।
মার্গ — পন্থা, পথ। [ঃ জ্ঞান-'মার্গ'।] গুহ্যদ্বার।
মার্গশির, মার্গশীর্ষ — মৃগশিরানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাবিশিষ্ট মাস, অগ্রহায়ণ।
মার্গসংগীত, মার্গসঙ্গীত — প্রাচীন রীতিতে যে গান গাওয়া হয়, উচ্চাঙ্গ সংগীত।
মার্চ, মার্চ্চ — ইংরেজী বৎসরের তৃতীয় মাস। সৈন্য ইত্যাদির সমবেতভাবে চলন।
মার্জন, মার্জ্জন — পরিষ্কার করণ, মাজা।
মার্জনা, মার্জ্জনা — ক্ষমা, মাফ। [ঃ অপরাধ 'মার্জনা' করা।]
মার্জনী, মার্জ্জনী — ঝাঁটা, সম্মার্জনী। যাহার দ্বারা মাজা বা পরিষ্কার করা যায়।
মার্জনীয়, মার্জ্জনীয় -- ক্ষমার যোগ্য, ক্ষমার্হ। [ঃ অপরাধ 'মার্জনীয়'।]
মার্জার, মার্জ্জার -- বিড়াল। স্ত্রী. — **মার্জারী, মার্জ্জারী**।
মার্জিত, মার্জ্জিত — মাজা হইয়াছে এমন। পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। শিক্ষা বা চর্চার ফলে ত্রুটিহীন। [ঃ 'মার্জিত' রুচি।]
মার্তণ্ড, মার্ত্তণ্ড -- সূর্য।
মার্দব, মার্দ্দব — মৃদুতা।
মার্বেল, মার্ব্বেল -- ('মার্বেল' দেখ।)
মার্শাল -- অতিশয় উচ্চপদস্থ সেনাপতি।
মাল -- পণ্যদ্রব্য। দ্রব্য। রাজস্ব, খাজনা। (ব্যঙ্গে) মদ। **মাল কাটা** — মাল বিক্রয় হওয়া। **মাল টানা** — (ব্যঙ্গে) মদ খাওয়া।
মাল -- উচ্চ, নিম্ন নহে এমন। [ঃ 'মাল'-ভূমি।]
মাল — সাপের ওঝা। পালোয়ান। জাতি বিশেষ। পদবী বিশেষ।
মাল — (কবিতায়) মালা, মাল্য।
মালকোঁচা — যে কোঁচা পায়ের ফাঁক দিয়া টানিয়া পিছনে গোঁজা হয়।
মালকোশ — (সংগীতে) একরকম রাগ।
মালখানা — যেখানে খাজনা জমা হয়, খাজনাখানা, 'ট্রেজারি'।
মালগাড়ি, মালগাড়ী — মাল বহিবার গাড়ি, যে রেলগাড়িতে কেবল মাল বহন করা হয়।
মালগুজার — যে সরকারকে খাজনা দেয়, জমিদার।
মালগুজারি — সরকারকে দেয় খাজনা।

মালজমি — যে জমির খাজনা সরকারকে দিতে হয়।
মালঝাঁপ — একরকম বাংলা ত্রিপদী ছন্দ।
মালঞ্চ — ফুলের বাগান।
মালতী — একরকম সুগন্ধ ছোট সাদা ফুল ও তাহার লতা।
মালপুয়া, মালপো -- আটা গুড় ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী একরকম পিঠা।
মালব — মধ্যভারতের একটি রাজ্য, বর্তমান মালোয়া। (সংগীতে) একরকম রাগ।
মালবিকা --- মালবদেশীয়া নারী।
মালভূমি — বহুদূরব্যাপী উচ্চভূমি। [ঃ মধ্য এশিয়ার 'মালভূমি'।]
মালমসলা — উপকরণ, সরঞ্জাম।
মালয় — এশিয়ার পূর্বদিকস্থ একটি দ্বীপপুঞ্জ।
মালয়ালাম -- দক্ষিণ ভারতের একটি দ্রাবিড় ভাষা।
মালসা — মাটির বড় সরা। **মালসা ভোগ** — বৈষ্ণবদের মহোৎসবে মালসায় প্রস্তুত চিড়াভোগ।
মালসাট -- মল্লদিগের আস্ফালন সূচক ভঙ্গী। মালকোঁচা।
মালসী — (সংগীতে) একরকম রাগিণী।
মালা --- ফুলের হার, মাল্য। হার। [ঃ মুক্তার 'মালা'।] **মালা জপা** — জপ মালার সাহায্যে গনিয়া গনিয়া ভগবানের নাম করা। **গলার মালা** — অতি প্রিয়জন অতিপ্রিয় বস্তু। **বানরের গলায় মুক্তার মালা** — অযোগ্যের মূল্যবান্ বস্তু লাভ।
মালা — নারিকেলের ভিতরের শক্ত খোসা। ঐ খোসার অর্ধাংশ। [ঃ এক 'মালা' নারিকেল।]
মালা — ('মালো' দেখ।)
-মালা — 'শ্রেণী' 'সমূহ' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মেঘ-'মালা'।]
মালাই --- দুধের সর।
মালাইকারি — একরকম ব্যঞ্জন।
মালাইচাকি -- হাঁটুর উপরকার গোলাকার হাড়।
মালাইবরফ — বরফে জমানো দুধ।
মালাকর, মালাকার — ফুলের মালা গাঁথা যাহার পেশা।
মালাচন্দন --- অভ্যর্থনায় ব্যবহার্য মালা ও চন্দন। মালা ও চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা।
মালাবদল — বিবাহে বর ও কন্যার মাল্য-বিনিময়। অনুষ্ঠানবিহীন বিবাহ।
মালাবার -- দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল।
মালিক -- প্রভু, কর্তা। অধিকারী, স্বত্বাধিকারী। [ঃ জমির 'মালিক'।]
মালিকা --- মালা, হার।
মালিকানা — মালিকের অধিকার, মালিকের স্বত্ব।
মালিকী -- মালিক সংক্রান্ত। মালিকের। [ঃ 'মালিকী' স্বত্ব।]
মালিনী — মালারচনা যে স্ত্রীলোকের পেশা। মালাধারিণী, মাল্যভূষণা। [ঃ নৃমুণ্ড-'মালিনী'।]
মালিন্য -- মলিনতা, অপরিচ্ছন্নতা। ম্লান ভাব। বিষণ্ণতা।
মালিশ — ব্যথা ইত্যাদিতে মর্দন করিবার উপযোগী তেল। ঐরূপ তেল মর্দন। [ঃ 'মালিশ' করা।]
মালী — মালা গাঁথা যাহার পেশা। বাগানে কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। মাল্যধারণকারী। [ঃ বন-'মালী'।]
মালুম -- বোধ, অনুভূতি, টের।
মালো — জাতি বিশেষ। জেলে।
মাল্য — মালা, ফুলের হার।
মাল্যদান — গলায় মালা পরানো।

মাল্যবিনিময় — মালাবদল, বিবাহ।

মাল্লা — নাবিক, নৌকায় বা জাহাজে কাজ করে এমন শ্রমিক। [ঃ মাঝি-'মাল্লা'।] হাতিবিশেষ।

মাশুল — ('মাসুল' দেখ।)

মাষ — একরকম দাল, মাষকলাই।

মাষক, মাষা — পরিমাণ বিশেষ, এক তোলার বারো দশ বা আট ভাগ।

মাষ্টার, মাষ্টারনী, মাষ্টারি — ('মাস্টার', 'মাস্টারনী' ও 'মাস্টারি' দেখ।)

মাস — বছরের বারো ভাগের এক ভাগ, গড়ে তিরিশ দিন (২৮, ২৯, ৩০, ৩১ বা ৩২ দিন)।

মাস — মাংস।

মাসকাবার — মাসের শেষ।

মাসকাবারী — মাসের শেষে করা হয় এমন। [ঃ 'মাসকাবারী' হিসাব।]

মাসতুত, মাসতুতো — নিজের বা স্বামীর বা স্ত্রীর মাসীর ছেলেমেয়ে এমন। [ঃ 'মাসতুতো' ভাই; ঃ 'মাসতুতো' ননদ; ঃ 'মাসতুতো শালা।]

মাসশাশুড়ী — স্ত্রী বা স্বামীর মাসী।

মাসশ্বশুর — স্ত্রী বা স্বামীর মেসো।

মাসিক — প্রতি মাসে হয় এমন। প্রতি মাসে করিতে বা দিতে হয় এমন। [ঃ 'মাসিক' চাঁদা।] প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় এমন। [ঃ 'মাসিক' পত্রিকা।] মাসিক পত্রিকা। [ঃ 'মাসিকে' লেখাটা বেরিয়েছে।] স্ত্রীলোকের ঋতু।

মাসী — মায়ের বোন। মায়ের বোনের তুল্য স্ত্রীলোক।

মাসীমা — (শ্রদ্ধায়) মাসী।

মাসুল — শুল্ক, কর। বহনের বা প্রেরণের জন্য দেয় অর্থ।

মাস্টার — শিক্ষক। ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী, অধ্যক্ষ। [ঃ স্টেশন-'মাস্টার'; ঃ পোস্ট-'মাস্টার'।] অল্পবয়স্ক বালকের নামের আগে যোজনীয় শব্দ। [ঃ 'মাস্টার' বুলু।]

মাস্টারনী — (ব্যঙ্গে বা উপেক্ষায়) শিক্ষিকা, মহিলা শিক্ষক।

মাস্টারি — মাস্টারের কাজ বা পদ।

মাস্তুল — নৌকা বা প্রাচীনকালের জাহাজে পাল খাটাইবার বড় খুঁটি।

মাস্যা — প্রাচীন বাংলা কাব্যে বর্ণিত সার। মাসের বিবরণ। [ঃ ফুল্লরার বার-'মাস্যা'।]

মাহ — (প্রাচীন কবিতায়) মাস। [ঃ 'মাহ' ভাদর।]

মাহাত্ম্য — মহিমা, মহত্ত্ব। মহিমা সংক্রান্ত বিবরণ। [ঃ দেবীর 'মাহাত্ম্য' প্রচার করা।]

মাহিনা — মাসিক বেতন। বেতন।

মাহিষ্মতী — দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন নগর।

মাহিষ্য — হিন্দু সমাজের একটি জাতি।

মাহুত — হস্তিচালক।

মাহেন্দ্র — (হিন্দু জ্যোতিষে) শুভক্ষণ বা যোগবিশেষ। মহেন্দ্র বা দেবরাজ ইন্দ্র সংক্রান্ত।

মাহেশ — মহেশ বা শিবসংক্রান্ত, শৈব।

মাহেশ্বরী — মহেশ্বর সম্বন্ধীয়া। দুর্গা।

মিউ — বিড়ালের ডাক।

মিউজিয়ম, মিউজিয়াম — জাদুঘর, প্রদর্শশালা।

মিউনিসিপালিটি, মিউনিসিপ্যালিটি — পৌরব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা।

মিউমিউ — বারবার মিউ, বিড়ালের ডাক।

মিকাডো — জাপানের রাজার উপাধি।

মিছরি — কাচের মতো ডেলা-বাঁধা চিনি।

মিছরির ছুরি — বাহিরে মধুর ভাবাপন্ন

কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষপরায়ণ বা অহিতাকাঙ্ক্ষী।

মিছা — মিথ্যা। [ঃ 'মিছা'-কথা।] বৃথা। [ঃ 'মিছাই' বলা।]

মিছামিছি — মিথ্যাভাবে। [ঃ 'মিছামিছি' বলা।] অকারণে, অনর্থক। [ঃ 'মিছামিছি' এলাম।]

মিছিল — শোভাযাত্রা।

মিছে — ('মিছা' দেখ।)

মিজরাব — সেতার ইত্যাদি বাজাইবার সময় আঙুলে যে তারের জিনিস লাগানো হয়।

মিঞা — (মুসলমান) বাবু, মহাশয়।

মিটমাট — বিবাদের মীমাংসা, নিষ্পত্তি।

মিটমিট — অনুজ্জ্বল ভাব সূচক অনুকার। বার বার চোখ বন্ধ করা ও খোলা সূচক অনুকার। [ঃ চোখ 'মিটমিট' করা।]

মিটমিটে — মিটমিট করে এমন। অনুজ্জ্বল। [ঃ 'মিটমিটে' আলো।] চাপা; কুটিল। [ঃ 'মিটমিটে' শয়তান।]

মিটা — চুকা, শেষ হওয়া। [ঃ ঝামেলা 'মিটেছে'।] বিবাদ ইত্যাদির নিষ্পত্তি হওয়া, মীমাংসা হওয়া। [ঃ ঝগড়া 'মিটা'।]

মিটানো — চুকানো, শেষ করা। [ঃ ঝামেলা 'মিটাও'।] মীমাংসা করা, নিষ্পত্তি করা। [ঃ ঝগড়া 'মিটাও'।]

মিটিং — সভা-সমিতি।

মিটিমিটি — মিটমিট করিয়া। [ঃ 'মিটিমিটি' জ্বলা।]

মিঠা — মিষ্ট, মধুর।

মিঠাকড়া — মিঠা অথচ কড়া, মধুর অথচ উগ্র। [ঃ 'মিঠাকড়া' তামাক।] স্নেহ ও তিরস্কার মিশ্রিত। [ঃ 'মিঠাকড়া' করিয়া চিঠি লেখা।]

মিঠাই — দাল ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত একরকম মিষ্টান্ন। মিষ্টান্ন।

মিঠে — ('মিঠা' দেখ।)

মিড় — (সংগীতে) এক স্বর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ বা নিম্নস্বরে গমন।

মিডিয়া — প্রাচীন পারস্যের একটি রাজ্য।

মিডিয়াম — প্রেততত্ত্বে বা সম্মোহনবিদ্যায় নিযুক্ত মধ্যস্থ যাহার মধ্য দিয়া প্রেত ইত্যাদি কথা বলে মনে করা হয়।

মিত — পরিমিত, অল্প। [ঃ 'মিত'-ভাষী।]

মিতবর — বিবাহের সময়ে যে বালক পার্শ্বচররূপে বরের সঙ্গে থাকে।

মিতব্যয় — পরিমাণমতো ব্যয়, ব্যয়সংকোচ।

মিতব্যয়ী — যে পরিমাণমতো ব্যয় করে, অল্পব্যয়ী। বি. — **মিতব্যয়িতা**। স্ত্রী. — **মিতব্যয়িনী**।

মিতভাষী — যে পরিমাণমতো কথা বলে, অল্পভাষী। স্ত্রী. — **মিতভাষিণী**। বি — **মিতভাষিতা**।

মিতভোজী — যে পরিমাণমতো খায়, পরিমিত-আহারকারী। স্ত্রী. — **মিতভোজিনী**। বি. — **মিতভোজিতা**।

মিতা — বন্ধু, মিত্র। স্ত্রী. — **মিতানী**।

মিতাক্ষরা — হিন্দু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিজ্ঞানেশ্বর-প্রণীত বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ।

মিতাচার — সংযত আচরণ।

মিতাচারী — যে সংযত আচরণ করে। স্ত্রী. — **মিতাচারিণী**।

মিতালি — বন্ধুত্ব, মিত্রতা।

মিতাহার — পরিমিত আহার।

মিতাহারী — যে পরিমাণমতো আহার করে।

মিতিন — বন্ধুপত্নী, মিতানী।

মিত্র — বন্ধু, সুহৃৎ। সূর্য। বাঙালী কায়স্থের উপাধি বিশেষ।

মিত্রতা — বন্ধুর ভাব, বন্ধুত্ব।

মিত্রাক্ষর — কবিতার দুই চরণের শেষ অক্ষরে মিল থাকে এমন (ছন্দ)।

মিথিলা — বিহারের উত্তর অঞ্চলবর্তী প্রাচীন রাজ্য, বিদেহ, ত্রিহুত।

মিথুন — একজোড়া (স্ত্রী ও পুরুষ)। [ঃ হংস-'মিথুন'।] (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি।

মিথ্যা — মিছা, সত্য নহে এমন, অসত্য। [ঃ 'মিথ্যা' কথা।] মিছাকথা। [ঃ 'মিথ্যা'-বাদী।] অসত্য বিষয়। বৃথা, অনর্থক। [ঃ সকল চেষ্টা 'মিথ্যা' হইল।] কপট। [ঃ 'মিথ্যা' আচরণ।]

মিথ্যাচরণ, মিথ্যাচার — কপট ব্যবহার।

মিথ্যাচারী — কপট-ব্যবহারকারী। স্ত্রী - **মিথ্যাচারিণী**। বি. — **মিথ্যাচারিতা**।

মিথ্যাবাদী — যে মিথ্যাকথা বলে। স্ত্রী. — **মিথ্যাবাদিনী**। বি. — **মিথ্যাবাদিতা**।

মিথ্যাভাষী — যে মিথ্যাকথা বলে, মিথ্যাবাদী। স্ত্রী. — **মিথ্যাভাষিণী**। বি. — **মিথ্যাভাষিতা**।

মিথ্যুক — মিথ্যাবাদী।

মিনতি — বিনীত প্রার্থনা, কাকুতি। [ঃ এই 'মিনতি' করি।]

মিনমিন — ক্ষীণতা সূচক অনুকার।

মিনমিনে — মিনমিন করে এমন, অতিশয় ক্ষীণ। [ঃ 'মিনমিনে' গলা।] ('মিল-মিলে' দেখ।)

মিনসা, মিনসে — (অবজ্ঞায়) পুরুষ মানুষ। [ঃ মাগী-'মিনসে'।]

মিনা — ধাতুর উপরে মসৃণ কলাই ও কারুকার্য। [ঃ গহনায় 'মিনা' করা।] **মিনা-করা** — ঐরূপ কলাই ও কারুকার্য-যুক্ত।

মিনার — চূড়াযুক্ত অতিশয় উচ্চ স্তম্ভ, 'টাওয়ার'। মসজিদ ইত্যাদির চূড়া।

মিনার্ভা — প্রাচীন রোমকগণ-পূজিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী।

মিনি — ('বিনি' দেখ।)

মিনিট — ঘণ্টার ষাট ভাগের এক ভাগ, ষাট সেকেণ্ড। **এক মিনিট** — সামান্য-কাল। [ঃ 'এক মিনিট' দাঁড়ান।]

মিনিস্টর, মিনিস্টার — মন্ত্রী। **ডেপুটি মিনিস্টার** — উপমন্ত্রী।

মিয়া — ('মিঞা' দেখ।)

মিয়াদ — নির্দিষ্ট সময়। কয়েদ, কারাবাস।

মিয়াদী — মিয়াদ সংক্রান্ত। [ঃ 'মিয়াদী' কিস্তি।]

মিয়ানি — পায়জামার দুই পায়ের মাঝখান। [ঃ 'মিয়ানির' মাপ।]

মিয়ানো — নরম হইয়া যাওয়া, শুষ্ক ও মচমচে না থাকা। [ঃ মুড়ি 'মিয়ানো'।] নিস্তেজ বা মন্দীভূত হওয়া। শুষ্ক ও মচমচে নয় এমন। [ঃ 'মিয়ানো' মুড়ি।] নিস্তেজ বা মন্দীভূত হইয়াছে এমন।

মিরগেল — ('মৃগেল' দেখ।)

মির্জা, মির্জ্জা — মোগল রাজকুমার। সম্ভ্রান্ত মুসলমানের উপাধি বিশেষ।

মির্জাই, মির্জ্জাই — ('মেরজাই' দেখ।)

মিল — মিলন, ঐক্য, সাদৃশ্য, যোগ। বন্ধুত্ব, সদ্ভাব। কবিতার দুই চরণের শেষে একই অক্ষরের অবস্থিতি।

মিল — যে কারখানায় কলে কাজ হয়।

মিলন — সংযোগ। সাক্ষাৎকার। বিরহ বা বিচ্ছেদের পর সাক্ষাৎকার। কলহের শেষে পুনরায় বন্ধুত্ব। ঐক্য, মিল।

মিলনান্ত, মিলনান্তক — শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটে এমন (গল্প-নাটকাদি)।

মিলমিলে — হামরোগ।

মিলা — একত্র হওয়া, যুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া। [ঃ সকলে 'মিলে'।] জোটা, প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া যাওয়া। [ঃ দুধ

'মিলবে' না।] অনুরূপ হওয়া, তুল্য হওয়া। [ঃ কথার সঙ্গে 'মিলেছে'।] খাপ খাওয়া। [ঃ তোমার গায়ের রঙের সঙ্গে 'মিলেছে'।] ঠিক হওয়া। [ঃ অংক 'মিলা'।] পদ্য মিলযুক্ত হওয়া। [ঃ কবিতা 'মিলা।]

মিলানো — মিলিত করা। সংযুক্ত করা। পদ্যে অক্ষরের মিল করা। তুলনা করা। [ঃ 'মিলিয়ে' দেখ।]

মিলানো — গলিয়া যাওয়া। বিলীন হওয়া, অদৃশ্য হওয়া। [ঃ আকাশে 'মিলিয়ে' গেল।]

মিলামিশা — ('মেলামেশা' দেখ।)

মিলিটারি — যুদ্ধ বা সৈন্য সংক্রান্ত।

মিলিত — মিলিয়াছে এমন। একত্র হইয়াছে এমন। সংঘবদ্ধ। স্ত্রী. — **মিলিতা**।

মিশ — মিশ্রণ, মিল। সামঞ্জস্য। [ঃ 'মিশ' খাওয়া।]

মিশকালো — মিশির মতো কালো, ঘোর কালো।

মিশন — কোনও উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রতিনিধি প্রচারক ইত্যাদি। ধর্মপ্রচার ও সমাজসেবার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান।

মিশনারী — ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরিত ব্যক্তি। ধর্মপ্রচার সংক্রান্ত।

মিশমিশ — ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সূচক অনুকার। [ঃ 'মিশমিশ' করা।]

মিশমিশে — ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মিশমিশ করে এমন।

মিশর — আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি দেশ। ইজিপ্ট।

মিশরী — মিশরের অধিবাসী।

মিশরীয় — মিশর সংক্রান্ত।

মিশল — ('মিশাল' দেখ।)

মিশা — মিশ্রিত হওয়া। সংসর্গে থাকা। [ঃ ওর সঙ্গে 'মিশবে' না।] বিলীন হওয়া, মিলানো। [ঃ আকাশে 'মিশে' গেল।]

মিশামিশি — সংসর্গ, ঘনিষ্ঠতা।

মিশানো — মিশ্রিত করা। মিশ্রিত করণ। মিশ্রিত।

মিশাল — মিশ্রিত। মিশ্রণ, ভেজাল। [ঃ 'মিশাল' দেওয়া।]

মিশালী — মিশাল আছে এমন। **পাঁচ-মিশালী** — পাঁচরকম বা নানারকম জিনিস মিশানো আছে এমন।

মিশি — ('মিসি' দেখ।)

মিশুক — অপর লোকের সহিত সহজে মিশিতে পারে এমন।

মিশ্র — মিশ্রিত, সংযুক্ত। মিশ্রণজাত। [ঃ 'মিশ্র' পদার্থ; ঃ 'মিশ্র' জাতি।] মিশ্রিত দ্রব্য, ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

মিশ্রণ — মিশ্রিত করণ। মিশ্রিত অবস্থা, মিলন, সংযোগ। ভেজাল, মিশল।

মিশ্রিত — মিশানো আছে বা হইয়াছে এমন।

মিষ্ট — মধু বা চিনির মতো স্বাদবিশিষ্ট। [ঃ 'মিষ্ট' আম।] শুনিতে ভালো লাগে এমন, শ্রুতিমধুর। [ঃ 'মিষ্ট' গলা; ঃ 'মিষ্ট' গান।] অমায়িক, সৌজন্যপূর্ণ, প্রীতিপ্রদ। [ঃ 'মিষ্ট' ব্যবহার।] মিষ্টান্ন। [ঃ বাজারের 'মিষ্ট'।] বি. — **মিষ্টতা, মিষ্টত্ব**।

মিষ্টমুখ — সৌজন্যপ্রকাশের জন্য মিষ্টান্ন-ভোজন।

মিষ্টান্ন — তৈয়ারী মিষ্ট খাবার, মিঠাই।

মিষ্টি — ('মিষ্ট' দেখ।)

মিষ্টিমুখ — ('মিষ্টমুখ' দেখ।)

মিস — অবিবাহিতা। কুমারী।

মিস — সময়মতো উপস্থিত হইতে বা ধরিতে না-পারায় হাতছাড়া। [ঃ একটার

গাড়ি 'মিস' করলাম।]

মিসকালো — ('মিশকালো' দেখ।)

মিসমিস — ('মিশমিশ' দেখ।)

মিসমিসে — ('মিশমিশে' দেখ।)

মিসর, মিসরী, মিসরীয় — ('মিশর' 'মিশরী' ও 'মিশরীয়' দেখ।)

মিসি — দাঁত কালো করিবার একরকম মাজন।

মিসিবাবা — ইংরেজঘেঁষা সমাজে ভৃত্য ইত্যাদি কর্তৃক বাড়ির কুমারী মেয়েদের প্রতি সম্বোধন।

মিস্তি, মিস্ত্রী — কারিগর। [ঃ ছুতোর 'মিস্ত্রী'।] যে যন্ত্র মেরামত করে।

মিহি — সূক্ষ্ম, সরু, পাতলা। [ঃ 'মিহি' কাপড়; ঃ 'মিহি' গলা।]

মিহিদানা — দালের একরকম দানাওয়ালা মিষ্টান্ন। মোতিচুর।

মিহির — সূর্য।

মীড় — ('মিড়' দেখ।)

মীন — মাছ। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি। (হিন্দু পুরাণে) বিষ্ণুর প্রথম অবতার।

মীনকেতন, মীনধ্বজ — প্রেমের দেবতা, মদন, মকরকেতন।

মীমাংসক — যে মীমাংসা করে, মীমাংসাকারী। মীমাংসাদর্শনে অভিজ্ঞ।

মীমাংসা — সিদ্ধান্ত, সমাধান, নিষ্পত্তি। বিবাদের নিষ্পত্তি, আপোস, মিটমাট। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষ। **উত্তর মীমাংসা** — বেদান্ত, বাদরায়ণ ব্যাস প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। **পূর্ব মীমাংসা, পূর্ব্ব মীমাংসা** — জৈমিনিকৃত দর্শনশাস্ত্র।

মীমাংসিত — যাহার মীমাংসা হইয়াছে, এমন।

মীর — অধ্যক্ষ, পরিচালক। [ঃ 'মীর'-বহর।] **মীর আতস** — মুসলমান আমলের গোলন্দাজ বাহিনীর নেতা। **মীর আদল** — মুসলমান আমলের প্রধান বিচারপতি। **মীর বখশী** — মুসলমান আমলের সৈন্যদের বেতনদাতা। **মীর-বহর** — মুসলমান আমলের নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ। **মীর মুন্সী** — সেরেস্তার অধ্যক্ষ বা বড়বাবু।

মুই — (প্রাচীন কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) আমি।

মুকতি — (কবিতায়) মুক্তি।

মুকুট — শিরোভূষণ, কিরীট, তাজ। [ঃ রাজ-'মুকুট'।] **মুকুটহীন রাজা** — যিনি রাজা না হইয়াও রাজার মতো সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।

মুকুতা — (কবিতায়) মুক্তা।

মুকুতি — ('মুকতি' দেখ।)

মুকুন্দ — বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

মুকুর — আয়না, দর্পণ।

মুকুল, মুকুলিকা — কলিকা, কুঁড়ি।

মুকুলিত — কুঁড়ি ধরিয়াছে এমন। আধ-ফুটন্ত।

মুকুলোদ্গম — কুঁড়ির জন্ম, কুঁড়ির উদ্গম।

মুক্ত — খোলা, অবারিত, আবদ্ধ নহে এমন। [ঃ 'মুক্ত' আকাশ; ঃ 'মুক্ত' বায়ু।] খালাস, অবরুদ্ধ নহে এমন। [ঃ কারা-'মুক্ত'; ঃ তুমি 'মুক্ত'।] নিষ্কৃতি বা ছাড় পাইয়াছে এমন। [ঃ ঋণ-'মুক্ত'।] বদ্ধ নহে এমন। [ঃ 'মুক্ত' বাতায়ন।] বাঁধা নহে এমন। [ঃ 'মুক্ত' কেশ।] যাহার সংসারবন্ধন ঘুচিয়াছে এমন, মোক্ষলাভ করিয়াছে এমন। [ঃ 'মুক্ত'-পুরুষ।] অকৃপণ, উদার। [ঃ 'মুক্ত'-হস্ত।] পরিষ্কৃত, সাফ। [ঃ হেঁসেল 'মুক্ত' করা।]

স্বাধীন। [ঃ 'মুক্ত' ভারত।]

মুক্তকচ্ছ — কাছা খুলিয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'মুক্তকচ্ছ' অবস্থায় ছুটিলেন।]

মুক্তকণ্ঠ — প্রকাশ্য, নিঃসংকোচ। **মুক্তকণ্ঠে** — প্রকাশ্যে। নিঃসংকোচে। [ঃ 'মুক্তকণ্ঠে' ঘোষণা করিতেছি।]

মুক্তকরে — মুক্তহস্তে, অকৃপণভাবে।

মুক্তকেশা, মুক্তকেশী — যাহার চুল খোলা আছে এমন (নারী)।

মুক্তপুরুষ — সংসারের মায়া-মোহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এমন ব্যক্তি।

মুক্তবেণী — খোলা বেণী। যাহার বেণী বাঁধা হয় নাই এমন। ('ত্রিবেণী' দেখ।)

মুক্তসঙ্গ — সংসারে আসক্তিহীন।

মুক্তহস্ত — অকৃপণ, উদার। **মুক্তহস্তে** — উদার ও অকৃপণভাবে।

মুক্তা — শুক্তিগর্ভে জাত একরকম রত্ন, মোতি।

মুক্তি — মোচন, অবরোধ বা বন্ধ অবস্থার অবসান। [ঃ বন্ধন-'মুক্তি'; ঃ কারা-'মুক্তি'।] নিষ্কৃতি, রেহাই, ত্রাণ। [ঃ বিপদ-'মুক্তি'।] পাপ হইতে ত্রাণ, মোক্ষ। [ঃ ভক্তির দ্বারা 'মুক্তি'।] স্বাধীনতা। [ঃ ভারতের 'মুক্তি'-সংগ্রাম।]

মুক্তিদাতা — যে মুক্তি দেয়। যিনি মোক্ষদান করেন। স্ত্রী. — মুক্তিদাত্রী।

মুক্তিমার্গ — মোক্ষলাভের পথ।

মুক্তিস্নান — গ্রহণশেষে পবিত্র স্নান।

মুক্তো — ('মুক্তা' দেখ।)

মুখ — খাইবার বা কথা বলিবার প্রত্যঙ্গ। মুখগহ্বর। মুখমণ্ডল। ভিতরে বা বাহিরে যাইবার পথ। [ঃ গুহা-'মুখ'।] ছিদ্র, রন্ধ্র। [ঃ ফোড়ার 'মুখ'।] মোহানা। [ঃ নদীর 'মুখ'।] অগ্রভাগ। [ঃ সূচের 'মুখ'; ঃ ছুরির 'মুখ'।] উপরিভাগ। [ঃ হাঁড়ির 'মুখ'; ঃ কলসীর 'মুখ'।] প্রান্ত। [ঃ বালার জোড়-'মুখ'।] আরম্ভ, সূত্রপাত। [ঃ ফোড়া উঠবার 'মুখে'।] দিক্। [ঃ গৃহ-'মুখে'।] পথ। [ঃ যাবার 'মুখে'।] কলহ, কর্কশ বাক্য প্রয়োগ। [ঃ 'মুখ' করা।] সম্মান, মর্যাদা। [ঃ 'মুখ' রাখা; ঃ বলার 'মুখ' নাই।] মুখ্য, প্রধান। [ঃ 'মুখ'-পাত্র।] কথাবার্তা। [ঃ লোকটার 'মুখ' বড় খারাপ।] **মুখ আলগা করা** — অসংযত বা অশ্লীল ভাষায় কথা বলা। **মুখ করা** — ঝগড়া করা, কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা। **মুখ খারাপ করা** — অশ্লীল কথা বলা। **মুখ খিঁচানো** — রাগে বা বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করা। **মুখ খিস্তি করা** — অশ্লীল কথা বলা। **মুখ খোলা** — নীরব থাকার পর কথা বলা। **মুখ গোঁজ করা** — রাগে বিরক্তিতে বা অভিমানে মুখ গম্ভীর করা। **মুখ চাপা** — প্রকাশিত হওয়া না দেওয়া। **মুখ চাওয়া** — কাহাকেও খুশী করিবার চেষ্টায় পক্ষপাতিত্ব করা। **মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা** — কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো। **মুখ চুন করা** — মুখ বিবর্ণ হওয়া, লজ্জিত বা হতাশ হওয়া। **মুখ চুলকানো** — ওল প্রভৃতি খাওয়ার ফলে মুখে অস্বস্তি বোধ করা। **মুখ ছুটানো** — অসংকোচে অশ্লীল কথা বলা। **মুখ ছোট হওয়া** — সম্মানের লাঘব হওয়া। **মুখ তুলিতে না পারা** — অতিশয় লজ্জা বোধ করা। **মুখ তুলিয়া চাওয়া, মুখ তোলা** — করুণা করা, প্রসন্ন হওয়া। **মুখ থাকা** — সম্মান থাকা, অমর্যাদা না হওয়া। **মুখ দেখা** — বর বা কনেকে বিবাহের পর আশীর্বাদের জন্য প্রথম দেখা। **মুখ

দেখানো — লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ করা। **মুখ ফিরানো** — অপ্রসন্ন হওয়া, নির্দয় হওয়া। **মুখ ফুটা** — মনোভাব প্রকাশ করা। [ঃ 'মুখ ফুটে' বলতে পারল না।] **মুখ বদলানো** — খাদ্যের একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য খাদ্যের পরিবর্তন করা। **মুখ বন্ধ করা** — চুপ করানো, নীরব থাকিতে বাধ্য করা। **মুখ বাঁকানো** — বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করা। **মুখ বাড়া** — প্রশ্রয়ের ফলে বাচালতা বা প্রতিবাদ করিবার মতো ঔদ্ধত্য হওয়া। **মুখ বাড়ানো** — কথা বলিবার জন্য বা অন্য কোনও কারণে মুখ আগাইয়া দেওয়া। **মুখ বুজা** — নীরবে সহ্য করা। [ঃ 'মুখ বুজে' থাকব।] **মুখ ভার করা, মুখ ভারী করা** — অসন্তোষের ফলে মুখ গম্ভীর করা। **মুখ ভেংচানো, মুখ ভেঙচানো** — অসন্তোষ বিরক্তি ইত্যাদির ফলে মুখ বিকৃত করা। **মুখ মারা** — থলে টিন কলসী ইত্যাদির মুখ শক্ত করিয়া বন্ধ করা। **মুখ রক্ষা করা, মুখ রাখা** — সম্মান রাখা, মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। **মুখ কাল হওয়া** — লজ্জিত বা রুষ্ট হওয়া। **মুখ শুকানো** — মুখ ম্লান বা বিবর্ণ হওয়া। **মুখ সামলানো** — কথাবার্তায় সংযত হওয়া। **মুখ সিটকানো** — ঘৃণা বিরক্তি ইত্যাদিতে মুখ বিকৃত করা। **মুখ হওয়া** — ফোড়া ইত্যাদিতে পুঁজ বাহির হইবার পথ হওয়া। বাদ-প্রতিবাদ করিবার স্পর্ধা হওয়া। **মুখে** — কথায়, কাজে নহে। **মুখে আগুন** — মৃত্যু কামনা করিয়া গালি। **মুখে খই ফোটা** — অনর্গল কথা বলা, বাচালতা করা। **মুখে চুনকালি দেওয়া** — সম্মানহানিকর কাজ করা, কলঙ্ক লেপন করা। **মুখে ছাই** — অনিষ্ট কামনা করিয়া গালি। **মুখে জল আসা** — লোভে লালা নিঃসৃত হওয়া, লোভ হওয়া। **মুখে দড়** — কথায় দড় বা পটু, বাক্যবাগীশ। **মুখে দেওয়া** — সামান্য পরিমাণে খাওয়া। **মুখে মুখে** — নানা লোকের কথাবার্তায় বা আলোচনায়। মৌখিকভাবে, না লিখিয়া। [ঃ 'মুখে মুখে' হিসাব করা।] **মুখে রুচা, মুখে রোচা** — খাইতে ইচ্ছা হওয়া। [ঃ এসব খাবার 'মুখে রুচে' না।] **মুখের উপর** — সামনাসামনি, স্পর্ধার সহিত প্রতিবাদ করিয়া। [ঃ 'মুখের উপর' বলল।] **মুখের কথা** — অতি সহজ বিষয়, বলিবামাত্র করা যাইতে পারে এমন বিষয়। **মুখের মতো** — উপযুক্ত, যথাযোগ্য। [ঃ 'মুখের মতো' জবাব।] **ছোট মুখে বড় কথা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা** — উদ্ধত উক্তি, স্পর্ধিত কথাবার্তা। **শত্রুর মুখে ছাই দিয়া** — শত্রুর অনিষ্ট-কামনা ব্যর্থ করিয়া।

মুখকান্তি — মুখের সৌন্দর্য, মুখের শোভা, মুখশ্রী।

মুখচন্দ্র — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ।

মুখচুন — লজ্জা হতাশা ইত্যাদির ফলে মুখ বিবর্ণ। [ঃ 'মুখচুন' হওয়া; ঃ 'মুখচুন' করা।]

মুখচোরা — যে কথা কহিতে লজ্জা করে, লাজুক।

মুখচ্ছবি — মুখশ্রী।

মুখঝামটা — বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী ও তিরস্কার।

মুখটি, মুখটী — ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

মুখনাড়া — ('মুখঝামটা' দেখ।)

মুখপত্র — ভূমিকা, আরম্ভিক বক্তব্য।

মুখপদ্ম — পদ্মের মতো সুন্দর মুখ।

মুখপাত — মুখপত্র। সম্মুখের দিক। প্রান্ত।

মুখপাত্র — প্রতিনিধিত্বকারী অগ্রণী।

মুখপোড়া — যাহার মুখ পুড়িয়াছে। একরকম গালি।

মুখফোড় — স্পষ্টবক্তা, উচিত কথা বলিতে যাহার বাধে না এমন।

মুখবন্ধ — ভূমিকা।

মুখব্যাদান — মুখবিস্তার, হাঁ।

মুখভঙ্গী — মুখের চেহারা। মুখের বিকৃতি।

মুখভার — রাগ বিরক্তি অভিমান ইত্যাদির জন্য ভারী মুখ। [ঃ 'মুখভার' করা।]

মুখমণ্ডল — মস্তকের সম্মুখভাগ।

মুখর — বাচাল। শব্দে পূর্ণ। স্ত্রী. — **মুখরা**। বি. — **মুখরতা**।

মুখরক্ষা — মর্যাদারক্ষা, অপমান ও লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি।

মুখরিত — শব্দে পূর্ণ হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **মুখরিতা**।

মুখরুচি — মুখের সৌন্দর্য, মুখশ্রী।

মুখরোচক — সুস্বাদু।

মুখশুদ্ধি — ভোজনের পর খাওয়া যায় এমন পান মসলা ইত্যাদি।

মুখশ্রী — মুখের সৌন্দর্য, মুখের শোভা।

মুখসর্বস্ব, মুখসর্ব্বস্ব — কথায় পটু এবং কাজে অক্ষম। বি. — **মুখসর্বস্বতা, মুখসর্ব্বস্বতা**।

মুখস্থ — কণ্ঠস্থ। মুখে আছে এমন।

মুখাকৃতি — মুখের গড়ন।

মুখাগ্নি — মৃতের সৎকারকালে শবের মুখে অগ্নিসংযোগের অনুষ্ঠান।

মুখানো — উদ্‌গ্রীব ও আগ্রহান্বিত হইয়া থাকা। [ঃ খাবার জন্য ছেলেরা 'মুখিয়ে' আছে।]

মুখাপেক্ষী — যে অপরের উপর নির্ভর করে, পরনির্ভরশীল। বি. — **মুখাপেক্ষিতা**। স্ত্রী. — **মুখাপেক্ষিণী**।

মুখাবয়ব — মুখমণ্ডলের গড়ন বা আকৃতি।

মুখামুখি — সামনাসামনি, পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া।

মুখামৃত — (ব্যঙ্গে) থুতু, লালা।

মুখি — ওল ইত্যাদির ছোট ফেঁকড়া বা অঙ্কুর।

মুখিয়া — মুখ্য ব্যক্তি, মোড়ল। [ঃ গ্রামের 'মুখিয়া'।]

-মুখী — মুখযুক্তা। [ঃ কালা-'মুখী'; ঃ চন্দ্র-'মুখী'।] অভিমুখী, প্রবণতা আছে এমন। [ঃ 'বহির্মুখী'।]

মুখুজ্জে — ('মুখোপাধ্যায়' দেখ।)

-মুখো — মুখবিশিষ্ট। [ঃ হাঙ্গর-'মুখো'।] অভিমুখে যাইতেছে এমন। [ঃ ঘর-'মুখো'।] স্ত্রী. — **-মুখী**।

মুখোপাধ্যায় — বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ, মুখুজ্জে।

মুখোশ, মুখোস — কৃত্রিম মুখ, মানুষ জীবজন্তুর মুখের চিত্র-করা মুখাবরণ। কপটতা, ছদ্মবেশ।

মুখ্য — প্রধান, শ্রেষ্ঠ। **মুখ্য মন্ত্রী** — ভারতীয় প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী।

মুখ্যতঃ — প্রধানতঃ।

মুগ — একরকম দাল।

মুগা — একরকম মোটা রেশম।

মুগুর — গদা, মুদ্‌গর। বড় হাতুড়ির মতো জিনিস। **মুগুর ভাঁজা** — মুগুর বা গদার মতো জিনিস লইয়া ব্যায়াম করা।

মুগ্ধ — গুণ বা রূপের দ্বারা অভিভূত, মোহিত। তন্ময়, নিবিষ্ট। বশীভূত। মোহাচ্ছন্ন। স্ত্রী. — **মুগ্ধা**। বি. — **মুগ্ধতা**।

মুগ্ধা — অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিতা নায়িকা যাহার প্রণয়ীর প্রতি স্থির বিশ্বাস থাকে।

মুঘল — তাতার জাতির একটি শাখা, মোগল। স্ত্রী. — **মুঘলানী**। [ঃ 'মুঘলানী' বেগম।]

মুচকি — ঈষৎ, মুখ ফাঁক হয় না এমন (হাসি)।

মুচকিয়া, মুচকে — মুখ ফাঁক না করিয়া ঈষৎ। [ঃ 'মুচকিয়া' হাসা।]

মুচকুন্দ — একরকম ফুল।

মুচড়ানো — পাক দেওয়া, পাক দিয়া দুমড়ানো। পাক লাগিয়া দুমড়াইয়াছে এমন। [ঃ 'মুচড়ানো' হাত।]

মুচমুচ — মৃদু মটমট।

মুচমুচে — মুচমুচ করে এমন।

মুচলেকা — অঙ্গীকারপত্র।

মুচি — ('মুছি' দেখ।)

মুচি, মুচী — যে চামড়ার কাজ করে, যে জুতা বানায় বা মেরামত করে, চর্মকার।

মুচুকুন্দ — ('মুচকুন্দ' দেখ।)

মুচ্ছন্দী, মুৎছুন্দী — ('মুৎসদ্দী' দেখ।)

মুছলমান, মুছলিম — ('মুসলমান' ও 'মুসলিম' দেখ।)

মুছা — কাপড় ইত্যাদি দিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার বা শুষ্ক করা। পুঁছা। [ঃ হাত 'মুছা'; ঃ ঘর 'মুছা'।] পুঁছা হইয়াছে এমন।

মুছানো — অপরের দ্বারা মুছা, পোঁছানো। অপরের গাত্র ইত্যাদি মুছা।

মুছি — ছোট সরা। ধাতু গালাইবার ছোট পাত্র। নবজাত ছোট নারিকেল।

মুজরা — নৃত্যগীতের পরীক্ষা বা প্রদর্শন। প্রাপ্য টাকা হইতে ছাড়।

মুঞি — ('মুই' দেখ।)

মুঞ্জ — একরকম ঘাস, মুজ ঘাস।

মুঞ্জরা — (কবিতায়) মুকুলিত হওয়া।

মুঞ্জরিত — মঞ্জরিত, মুকুলিত।

মুট — হালকা ও মৃদু মট শব্দ।

মুটকী — খুব মোটা (স্ত্রীলোক)।

মুটিয়া, মুটে — মোট বহনকারী। **ঝাঁকা মুটে** — ঝাঁকায় করিয়া মোট বহন করে এমন মুটে। **মুটে-মজুর** — সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর লোক।

মুঠ — হাতল বা বাঁট। মুঠিতে ধরে এমন পরিমাণ, মুঠো।

মুঠা, মুঠি, মুঠো — অঙ্গুলিবদ্ধ হাত, মুষ্টি। মুঠার মধ্যে ধরে এমন পরিমাণ। [ঃ এক 'মুঠো' চাল।] **মুঠার মধ্যে, মুঠির মধ্যে, মুঠোর মধ্যে** — আয়ত্তের মধ্যে, বশীভূত।

মুড়মুড় — হালকা ও মৃদু মড়মড় শব্দ।

মুড়মুড়ে — মুড়মুড় করে এমন।

মুড়া — মাথা, মুণ্ড।। ঃ মাছের 'মুড়া'।।

মুড়া — মুণ্ডিত, অগ্রভাগ ক্ষয় পাইয়াছে এমন। [ঃ 'মুড়া' ঝাঁটা।]

মুড়া — ভাঁজ করা। [ঃ কাগজ 'মুড়া'।] মণ্ডিত করা, আবৃত করা। [ঃ কাগজে 'মুড়া'।] ভাঁজ করা হইয়াছে এমন। আবৃত করা হইয়াছে এমন।

মুড়ানো — মুণ্ডন করা, নেড়া করা। [ঃ মাথা 'মুড়ানো'।] ডাল-পালা ছাঁটিয়া ফেলা। মুণ্ডিত, নেড়া। ডাল-পালা ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে এমন।

মুড়ি — হালকা ভাজা চাউল।

মুড়ি — মুড়া। [ঃ মাছের 'মুড়ি'-ঘণ্ট।]

মুড়ি — প্রান্তভাগ, কিনারা।

মুড়ি — আবৃতকরণ, আবরণ। [ঃ লেপ 'মুড়ি' দেওয়া।]

মুড়ো — মুড়া, মুণ্ড।

মুড়ো — মুণ্ডিত। ক্ষয়প্রাপ্ত।

মুণ্ড — মাথা, মস্তক, শির। বিরক্তি সূচক

শব্দ। [ঃ তোমার 'মুণ্ড'।]
মুণ্ডচ্ছেদ — মস্তক ছেদন, শিরশ্ছেদ।
মুণ্ডন — চুল চাঁচিয়া কর্তন, নেড়া করণ।
মুণ্ডপাত — মস্তক ছেদন। **মুণ্ডপাত করা** — অতিশয় নিন্দা বা তিরস্কার করা।
মুণ্ডমালা — কাটা মাথার মাল্য।
মুণ্ডমালী — যে কাটা মাথার মালা পরে। স্ত্রী. — **মুণ্ডমালিনী**।
মুণ্ডি — ছোট মণ্ডা, মণ্ডি।
মুণ্ডিত — মুণ্ডন করা হইয়াছে এমন, নেড়া।
মুণ্ডিতমস্তক — যাহার মাথা মুড়ানো হইয়াছে, নেড়া। [ঃ 'মুণ্ডিতমস্তক' সন্ন্যাসী।]
মুত — (গ্রাম্য ও কথ্য) মূত্র।
মুতফরক্কা — ছোটখাটো বিবিধ, পাঁচ-মিশালী।
মুতা — (গ্রাম্য ও কথ্য) মূত্রত্যাগ করা, প্রস্রাব করা।
মুতানো — (গ্রাম্য ও কথ্য) প্রস্রাব করানো।
মুতালিক — (আদালতী প্রয়োগ) সম্বন্ধীয়, সংক্রান্ত।
মুৎসদ্দী — ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, এজেন্ট।
মুথা, মুথো — একরকম সুগন্ধ-মূল-বিশিষ্ট ঘাস।
মুদা — বোজা, নিমীলিত করা। [ঃ নয়ন 'মুদিলে'।] বিণ. — **মুদিত**।
মুদি — চাল দাল নুন তেল ইত্যাদির বিক্রেতা।
মুদিখানা — মুদীর দোকান।
মুদী, মুদীখানা — ('মুদি', 'মুদিখানা' দেখ।)
মুদ্গর — মুগুর।
মুদ্দই — শত্রু, বিপক্ষ। ফরিয়াদী, অভিযোগকারী।
মুদ্দত — নির্দিষ্ট সময়, নির্ধারিত সময়। বিণ. — **মুদ্দতী**। [ঃ 'মুদ্দতী' হুণ্ডি।]
মুদ্দাফরাশ, মুদ্দাফরাস — ('মুর্দাফরাশ' দেখ।)
মুদ্দোফরাশ, মুদ্দোফরাস — মুদ্দাফরাশ।
মুদ্রণ — ছাপাই, মুদ্রিত করণ। নিমীলন।
মুদ্রণালয় — ছাপাখানা।
মুদ্রা — টাকা পয়সা ইত্যাদি। সীলমোহর। [ঃ 'মুদ্রাঙ্কিত'।] দেবার্চনা বা নৃত্যে অঙ্গুলিবিন্যাস ইত্যাদি। [ঃ বরাভয় 'মুদ্রা'।] হাত মুখ ইত্যাদির ভঙ্গী। পঞ্চ ম-কারের একটি, মদের চাট।
মুদ্রাকর — ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মী। **মুদ্রাকর প্রমাদ** — ছাপার ভুল।
মুদ্রাক্ষর — ছাপাইবার হরফ।
মুদ্রাঙ্কন — ছাপের দ্বারা চিহ্নিত করণ। মুদ্রণ। বিণ. — **মুদ্রাঙ্কিত**।
মুদ্রাদোষ — (নিন্দায়) অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদির ব্যক্তিগত কদভ্যাস।
মুদ্রানীতি — মুদ্রা প্রচলন সংক্রান্ত নীতি।
মুদ্রাযন্ত্র — ছাপার কল, মুদ্রণযন্ত্র।
মুদ্রাশঙ্খ — একরকম খনিজ সীসকভস্ম।
মুদ্রাসংকোচ — কোনও দেশে প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যাহ্রাস এবং ফলে মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি।
মুদ্রাস্ফীতি — কোনও দেশে প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ফলে মুদ্রার মূল্যহ্রাস।
মুদ্রিত — ছাপা, মুদ্রাঙ্কিত। মুদিত, নিমীলিত।
মুনফা — ('মুনাফা' দেখ।)
মুনশী — কেরানী, লেখক। উর্দু ভাষার শিক্ষক। পণ্ডিত, বিদ্বান্।
মুনশিয়ানা, মুনশীয়ানা — পাণ্ডিত্য।

দক্ষতা, নৈপুণ্য।

মুনসেফ — মহকুমা দেওয়ানী আদালতের বিচারক।

মুনসেফি — মুনসেফের পদ বা কাজ।

মুনসেফী — মুনসেফ সংক্রান্ত। মুনসেফের।

মুনাফা — লাভ।

মুনাফাখোর — যে অতিরিক্ত লাভ করিতে চায় বা করে।

মুনি — ঋষি, তপস্বী।

মুনিয়া — নানারঙের সুন্দর একরকম ছোট পাখী।

মুফৎ, মুফত — বিনামূল্যে, মাগনা।

মুমুক্ষা — মুক্তিলাভের ইচ্ছা, মোক্ষলাভের ইচ্ছা।

মুমুক্ষু — মুক্তিপ্রার্থী, যে মোক্ষলাভ করিতে চায়।

মুমূর্ষা — মরিতে বাসনা, মরিবার ইচ্ছা।

মুমূর্ষু — মরণাপন্ন, মরিতে বসিয়াছে এমন।

মুরগি, মুরগী — ('মুর্গি' দেখ।)

মুরছা, মুরছিত — ('মূরছা' ও 'মূরছিত' দেখ।)

মুরজ — মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ।

মুরজা — কুবের-পত্নী।

মুরতি — ('মূরতি' দেখ।)

মুরদ — সামর্থ্য, শক্তি, পৌরুষ।

মুরব্বি, মুরব্বী — অভিভাবক। পৃষ্ঠ-পোষক।

মুরব্বিয়ানা, মুরব্বীয়ানা — (ব্যঙ্গে) মুরব্বীর মতো আচরণ বা কথাবার্তা।

মুরলা — কেরল অঞ্চলের একটি নদী।

মুরলী — বাঁশি।

মুরলীধর — শ্রীকৃষ্ণ।

মুরারি — মুর নামক দৈত্যের বিনাশকর্তা, শ্রীকৃষ্ণ।

মুরি — নর্দমা, জলনিকাশের পথ।

মুরুব্বি, মুরুব্বী — ('মুরব্বি' দেখ।)

মুরুব্বিয়ানা, মুরুব্বীয়ানা — ('মুরব্বিয়ানা' দেখ।)

মুর্গি — একরকম পাখী, কুক্কুট, মুরগি, কুঁকড়া। স্ত্রী. — **মুর্গী, মুরগী।**

মুর্দা — শব, মড়া।

মুর্দাফরাশ, মুর্দাফরাস — শব বহন করা ও পোড়ানো যাহার পেশা।

মুলতবী — স্থগিত, সাময়িকভাবে বন্ধ।

মুলতান — (সংগীতে) একরকম রাগিণী। পশ্চিম পাঞ্জাবের একটি শহর।

মুলতুবী — ('মুলতবী' দেখ।)

মুলা — একরকম কন্দ, একরকম মূল-জাতীয় সবজি।

মুলাকাত — ('মোলাকাত' দেখ।)

মুলানো — (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) মূল্য নির্ণয় করা, দর করা।

মুলুক — দেশ। অঞ্চল।

মুলো — ('মুলা' দেখ।)

মুশকিল — বিপদ, বাধা, সংকট। **মুশকিল-আসান** — বিপদ হইতে মুক্তি। যে বিপদ হইতে মুক্ত করে, বিপদবারণ।

মুশা — বাইবেলে বর্ণিত ইহুদী জাতির নেতা, মোজেজ।

মুষড়ানো — নিরুৎসাহ বা বিষণ্ণ হওয়া। দমিয়া যাওয়া। [ঃ শোকে 'মুষড়ে' পড়েছে।]

মুষল — মুদ্‌গর। ঢেঁকির মোনা।

মুষলধারায়, মুষলধারে — (মুষলতুল্য স্থূল ধারায়) বড় বড় ফোঁটায় অবিরাম ভাবে। [ঃ 'মুষলধারে' বৃষ্টি।]

মুষা — সোনা ইত্যাদি গালাইবার ছোট পাত্র, মুছি।

মুষ্ক — অণ্ডকোষ।

মুষ্টি — মুঠা, মুঠি, আঙুল-গুটানো

হাত। হাতল, মুঠ। মুঠার মধ্যে ধরে এমন পরিমাণ। [ঃ এক 'মুষ্টি' অন্নের জন্য।]

মুষ্টিবন্ধ — মুঠা করা হইয়াছে এমন, আঙুলগুলি গুটাইয়া দৃঢ় করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'মুষ্টিবন্ধ' হস্ত।]

মুষ্টিভিক্ষা — এক এক মুঠা চাউল ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষা।

মুষ্টিমেয় — এক মুঠি মাত্র, অতি সামান্য।

মুষ্টিযুদ্ধ — ঘুষাঘুষির লড়াই, 'বক্সিং'।

মুষ্টিযোগ — টোটকা ঔষধ।

মুষ্টিযোদ্ধা — যে মুষ্টিযুদ্ধ করে।

মুসড়ানো — ('মুষড়ানো' দেখ।)

মুসব্বর — একরকম গন্ধদ্রব্য।

মুসম্মত — নাম্নী। শ্রীমতী।

মুসলমান — হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাসী বা ঐ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত।

মুসলমানী — মুসলমান সংক্রান্ত। [ঃ 'মুসলমানী' কায়দা।]

মুসলমানী — মুসলমান নারী।

মুসলিম — মুসলমান।

মুসা — ('মুশা' দেখ।)

মুসাফির — পর্যটক, ভ্রমণকারী, পথিক।

মুসাফিরখানা — পান্থশালা, ধর্মশালা, সরাই।

মুসাফের, মুসাফেরখানা — ('মুসাফির' ও 'মুসাফিরখানা' দেখ।)

মুসাবিদা — খসড়া, পাণ্ডুলিপি।

মুস্কিল — ('মুশকিল' দেখ।)

মুস্তাফী — প্রধান কেরানী। হিসাব-পরীক্ষক। পদবী বিশেষ।

মুহ — (প্রাচীন কবিতায়) মুখ।

মুহম্মদ — ('মহম্মদ' দেখ।)

মুহুরি — পেঁচের মুখে যে ধাতুখণ্ড আঁটা হয়। ঝাঁঝরি। পায়জামার পায়ের বা জামার হাতার ঘের।

মুহরী — এক শ্রেণীর কেরানী।

মুহরীগিরি — মুহরির কাজ।

মুহুরি — ('মুহরি' দেখ।)

মুহুরী — ('মুহরী' দেখ।)

মুহুরীগিরি — ('মুহরীগিরি' দেখ।)

মুহুর্মুহু — পুনঃপুনঃ ও ঘনঘন।

মুহূর্ত, মুহূর্ত্ত — অত্যল্প কাল, সামান্য ক্ষণ। দিবারাত্রের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, ৪৮ মিনিট। **এই মুহূর্তে, এই মুহূর্ত্তে** — এখনই, অবিলম্বে। **সেই মুহূর্তে, সেই মুহূর্ত্তে** — তখনই, তৎক্ষণাৎ।

মুহ্যমান — কাতর, বিহ্বল, অভিভূত। [ঃ শোকে 'মুহ্যমান'।] স্ত্রী. — **মুহ্যমানা**।

মূক — বোবা, বাক্‌শক্তিহীন।

মূঢ় — মোহাচ্ছন্ন, জড়। নির্বোধ, অজ্ঞান। বি. — **মূঢ়তা**। স্ত্রী. — **মূঢ়া**।

মূঢ়মতি — জড়বুদ্ধি, নির্বোধ।

মূত্র — প্রস্রাব, মুত।

মূত্রকৃচ্ছ্র — একরকম রোগ যাহাতে প্রস্রাবের সময় কষ্ট হয়।

মূত্রদোষ — একরকম রোগ, প্রমেহ।

মূত্রনালী — মূত্রাশয় হইতে মূত্র নির্গমের পথ।

মূত্রাশয় — পেটের মধ্যে যেখানে মূত্র থাকে।

মূরছা — (কবিতায়) মূর্ছিত হওয়া।

মূরতি — (কবিতায়) মূর্তি।

মূর্খ — বোকা, নির্বোধ। অশিক্ষিত, বিদ্যাহীন। বি. — **মূর্খতা, মূর্খত্ব**।

মূর্ছনা, মূর্চ্ছনা — (সংগীতে) স্বরগ্রামের ওঠা-নামার ক্রম।

মূর্ছা, মূর্চ্ছা — চৈতন্যলোপ, সংজ্ঞাহীনতা। **মূর্ছা যাওয়া, মূর্চ্ছা যাওয়া** — মূর্ছিত হওয়া।

মূর্ছিত, মূর্চ্ছিত — অচৈতন্য, সংজ্ঞালোপ পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **মূর্ছিতা, মূর্চ্ছিতা।**

মূর্ত, মূর্ত্ত — মূর্তিযুক্ত, রূপপ্রাপ্ত, সাকার, মূর্তিমান্। [ঃ 'মূর্ত' প্রকাশ।] স্ত্রী. — **মূর্তা, মূর্ত্তা।** বি. — **মূর্ততা, মূর্ত্ততা।**

মূর্তি, মূর্ত্তি — আকৃতি, দেহ, চেহারা, আকার। [ঃ সৌম্য 'মূর্তি'।] প্রতিমা। [ঃ 'মূর্তি' পূজা।]

মূর্তিপূজক, মূর্ত্তিপূজক — যে মূর্তি পূজা করে।

মূর্তিপূজা, মূর্ত্তিপূজা — দেবদেবীর মূর্তি গড়াইয়া উপাসনা।

মূর্তিমান্, মূর্ত্তিমান্ — মূর্তিলাভ করিয়াছে এমন, সাকার, মূর্ত। [ঃ 'মূর্তিমান' বিধাতা।] স্ত্রী. — **মূর্তিমতী, মূর্ত্তিমতী।** [ঃ 'মূর্তিমতী' করুণা।]

মূর্ধন্য, মূর্দ্ধন্য — মস্তক সংক্রান্ত। মস্তক হইতে উৎপন্ন। বক্র জিহ্বার দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয় এমন (বর্ণ)। (ঋ ট-বর্গ র ষ) [ঃ 'মূর্ধন্য' ণ।]

মূর্ধা, মূর্দ্ধা — মস্তক।

মূর্বা, মূর্ব্বা — একরকম গুল্ম যাহার ছালে ধনুর্গুণ হইত।

মূল — শিকড়, গোড়া। [ঃ গাছের 'মূল'; ঃ বৃক্ষ-'মূল'।] আদিকারণ, উৎপত্তির কারণ। [ঃ রোগের 'মূলে' আছে অতি-ভোজন।] সন্ধিস্থল। [ঃ বাহু-'মূল'; ঃ কর্ণ-'মূল'।] আদ্য, গোড়ার, প্রথম। [ঃ 'মূল' গ্রন্থ।] প্রধান। [ঃ 'মূল' গায়েন; ঃ 'মূল'-নীতি।]

মূলক — মুলা।

-মূলক — যাহার মূল বা ভিত্তি আছে। [ঃ অ-'মূলক'।] 'যুক্ত' বা 'ইহা হইতে উৎপন্ন' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ভ্রান্তি-'মূলক'; ঃ বিদ্বেষ-'মূলক'।]

মূলগায়েন — প্রধান গায়ক।

মূলচ্ছেদ — শিকড় বা গোড়া কর্তন।

মূলধন — ব্যবসায় ইত্যাদিতে খাটাইবার জন্য পুঁজি, 'ক্যাপিটাল'

মূলনীতি — যে নীতির উপর ভিত্তি করিয়া কাজ করা হয়, প্রধান নীতি।

মূলমন্ত্র — প্রধান সংকল্প। বীজমন্ত্র।

মূলা — ('মুলা' দেখ।)

মূলা — নক্ষত্রের নাম।

মূলাধার — মূল কারণ। (যোগশাস্ত্রে) গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান।

মূলানো — ('মুলানো' দেখ।)

মূলীভূত — আদিকারণে পরিণত, আদি কারণস্বরূপ।

মূলোচ্ছেদ, মূলোৎপাটন — শিকড় বা গোড়া তুলিয়া ফেলিয়া বিনাশ, সমূলে ধ্বংস।

মূল্য — দাম, দর।

মূল্যবান — যাহার দাম খুব বেশী এমন, বহুমূল্য।

মূষা — ইঁদুর। ('মুষা' দেখ।)

মূষিক — ইঁদুর। স্ত্রী. — **মূষিকা।**

মৃগ — হরিণ। পশু। স্ত্রী. — **মৃগী।**

মৃগী — হঠাৎ মূর্ছা ও খিঁচুনি হয় এমন একরকম রোগ, মিরগি, অপস্মার রোগ।

মৃগতৃষা, মৃগতৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণিকা — মরুভূমিতে উত্তপ্ত বালুরাশি দেখিয়া জলভ্রম, মরীচিকা।

মৃগনয়না — হরিণের মতো চোখবিশিষ্টা।

মৃগনাভি — একজাতীয় হরিণের নাভির নিকটে কোষে জাত গন্ধদ্রব্য, কস্তুরী।

মৃগনেত্রা — ('মৃগনয়না' দেখ।)
মৃগমদ — ('মৃগনাভি' দেখ।)
মৃগয়া — শিকার, বন্য পশু-পক্ষী বধ।
মৃগরাজ — পশুরাজ, সিংহ।
মৃগলাঞ্ছন — চন্দ্র।
মৃগশিরা, মৃগশীর্ষ — নক্ষত্র বিশেষ।
মৃগেন্দ্র — সিংহ, মৃগরাজ।
মৃগাক্ষী — মৃগনয়না, হরিণনয়না।
মৃগাঙ্ক — চন্দ্র।
মৃগেল — একরকম বড় মাছ।
মৃড় — শিব।
মৃণাল — পদ্মের সাদা কোমল পদ্মাঙ্কুর। পদ্মের নাল বা ডাঁটা।
মৃণালিনী — পদ্মের ঝাড়, পদ্মিনী। পদ্ম।
মৃৎ- — 'মাটি' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'মৃৎ'-পাত্র।]
মৃত — মরিয়াছে এমন, প্রাণহীন। স্ত্রী — **মৃতা**।
মৃতকল্প — মৃতের মতো, মৃতপ্রায়। স্ত্রী. — **মৃতকল্পা**।
মৃতদার — যাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে, বিপত্নীক।
মৃতদেহ — শব, মড়া।
মৃতপ্রায় — প্রায় মৃত, মৃতকল্প, আধমরা।
মৃতবৎসা — যাহার (স্ত্রী) সন্তান মারা গিয়াছে। যাহার (স্ত্রী) সন্তান বাঁচে না, মড়ুঞ্চে।
মৃতসঞ্জীবনী — যাহার দ্বারা মৃতকে পুনরায় জীবিত করিতে পারা যায় এমন বস্তু।
মৃতাপত্যা — ('মৃতবৎসা' দেখ।)
মৃতাশৌচ — আত্মীয়ের মৃত্যুর ফলে অশৌচ।
মৃত্তিকা — মাটি।
মৃৎপাত্র — মাটির তৈয়ারী পাত্র।
মৃত্যু — মরণ, জীবনের অবসান। যম।
মৃত্যুকাল — মরিবার সময়।
মৃত্যুঞ্জয় — যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, শিব। মরণজয়ী।
মৃত্যুবাণ — যে বাণের আঘাতে মৃত্যু ঘটিবেই। মৃত্যুর বা ধ্বংসের অনিবার্য কারণ।
মৃত্যুমুখ — মৃত্যুর গ্রাস। **মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া** — মরা, মৃত্যু হওয়া।
মৃত্যুশয্যা — মুমূর্ষু ব্যক্তির বিছানা।
মৃদ্- — ('মৃৎ-' দেখ।)
মৃদঙ্গ — মাটির খোলের দুই দিকে চামড়া দিয়া ঢাকা বাদ্যযন্ত্র, খোল, পাখোয়াজ।
মৃদঙ্গার — পাথুরে কয়লা।
মৃদু — জোরে নহে এমন, অল্প, হালকা। [ঃ 'মৃদু' আঘাত।] ধীর, দ্রুত নহে এমন। [ঃ 'মৃদু' গতি।] উগ্র বা তীব্র নহে এমন। [ঃ 'মৃদু' উত্তাপ; ঃ 'মৃদু' গন্ধ।] অনুচ্চ। [ঃ 'মৃদু' কণ্ঠ।] কোমল, নরম। [ঃ 'মৃদু' শয়ন।] শান্ত। [ঃ 'মৃদু' স্বভাব।] বি. — **মৃদুতা, মৃদুত্ব**। **মৃদু জল** — যে জলে লবণ ক্ষার ইত্যাদির পরিমাণ খুব কম। (তুঃ 'খর জল'।)
মৃদুগতি — ধীরে চলে এমন, ধীরগতি। ধীর গতি। বি. — **মৃদুগতিতা**।
মৃদুগামী — ধীরে চলে এমন। স্ত্রী. — **মৃদুগামিনী**। বি. — **মৃদুগামিতা**।
মৃদুমন্দ — ধীর। [ঃ 'মৃদুমন্দ' পবন।] ধীরে।
মৃদুল — কোমল, নরম। ধীর। স্ত্রী. — **মৃদুলা**।
মৃন্ময় — মাটির তৈয়ারী, মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত। স্ত্রী. — **মৃন্ময়ী**। বি. — **মৃন্ময়তা**।
মে — ইংরেজী বৎসরের পঞ্চম মাস। **মে**

দিবস — ১লা মে, মার্কিন শ্রমিকগণের অভ্যুত্থানের স্মরণে পৃথিবীময় শ্রমিকগণের পালনীয় উৎসব দিবস।

মেও — ('ম্যাও' দেখ।)

মেওয়া — আঙুর বেদানা পেস্তা ইত্যাদি ফল। ফল। **সবুরে মেওয়া ফলে** — সুফল পাইতে গেলে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে হয়।

মেক — প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। [ঃ ভালো 'মেকের' ঘড়ি।]

মেকদার — (ভালো মেকের বা নাম-করা কোম্পানির তৈয়ারী এই মূল অর্থে) মর্যাদাসম্পন্ন। মর্যাদা। [ঃ কি 'মেকদারের' লোক।]

মেকী — জাল, নকল। [ঃ 'মেকী' টাকা।]

মেখলা — কটিভূষণ, কোমরে পরিবার গহনা। তরবারি খড়্গ ইত্যাদি ঝুলাইবার উপযোগী কোমরবন্ধ।

মেঘ — আকাশে সঞ্চরমান বাষ্পরাশি। **মেঘ করা** — মেঘ হওয়া, আকাশে মেঘ সঞ্চারিত হওয়া। **মেঘ কাটা** — আকাশ মেঘমুক্ত হওয়া। **মেঘ-মেঘ করা** — মেঘলা ভাব হওয়া।

মেঘকজ্জল — মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় কাজলের মতো রঙ ধরিয়াছে এমন। [ঃ 'মেঘকজ্জল' দিবসে।]

মেঘগর্জন, মেঘগর্জ্জন — মেঘের শব্দ, মেঘের ডাক।

মেঘগর্জিত, মেঘগর্জ্জিত — মেঘগর্জনে পূর্ণ।

মেঘজাল — আকাশ সমাচ্ছন্নকারী মেঘমালা।

মেঘডম্বর — মেঘগর্জন।

মেঘডুম্বুর — নীল রঙের একরকম শাড়ি।

মেঘনাদ — মেঘের গর্জন। রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ।

মেঘনির্ঘোষ — মেঘের প্রচণ্ড ডাক।

মেঘবাহন — ইন্দ্র।

মেঘমন্দ্র — মেঘের গম্ভীর ধ্বনি। মেঘের ডাকের মতো গম্ভীর ধ্বনি।

মেঘমন্দ্রিত — মেঘের গম্ভীর গর্জনে পূর্ণ। [ঃ 'মেঘমন্দ্রিত' আকাশ।]

মেঘময় — মেঘে পূর্ণ।

মেঘমল্লার — (সংগীতে) একরকম মিশ্র রাগ।

মেঘমালা — মেঘের দল, মেঘশ্রেণী।

মেঘমেদুর — (কবিতায়) মেঘের দ্বারা স্নিগ্ধ।

মেঘলা — মেঘাচ্ছন্ন।

মেঘাগম — বর্ষাকাল।

মেঘাচ্ছন্ন — মেঘে ঢাকা, মেঘাবৃত। বি. — **মেঘাচ্ছন্নতা**।

মেঘাড়ম্বর — মেঘের গর্জন। মেঘের জাঁকজমক, ঘনঘটা।

মেঘাবৃত — মেঘাচ্ছন্ন, মেঘে ঢাকা।

মেঙ্গানিজ — একরকম ধাতু।

মেচেতা, মেছেতা — মুখে কালো কালো দাগ। **মেচেতা পড়া** — ঐরূপ দাগ পড়া। **মেচেতা-পড়া** — ঐরূপ দাগ হইয়াছে এমন।

মেছুনী — মাছ বিক্রয়কারিণী, জেলেনী।

মেছুয়া — মাছবিক্রেতা, জেলে। মাছ সংক্রান্ত। মাছের। মাছের মতো। মাছ খায় এমন। **মেছুয়াহাটা** — মাছের বাজার, মাছ বিক্রয়ের স্থান।

মেছেতা — ('মেচেতা' দেখ।)

মেছো — ('মেছুয়া' দেখ।)

মেজ — টেবিল।

মেজ — মেঝো, মেজো, মধ্যম। [ঃ 'মেজদাদা।]

মেজদা — (সংক্ষেপে) মেজ দাদা।

মেজদি — (সংক্ষেপে) মেজ দিদি।

মেজর — সৈন্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর পদ ও মর্যাদাসূচক উপাধি।

মেজরিটি — সংখ্যাগরিষ্ঠতা।
মেজরাপ — ('মিজরাব' দেখ।)
মেজাজ — সাময়িক মনের অবস্থা। [ঃ খোশ-'মেজাজে' থাকা।] সাধারণ মানসিক অবস্থা, প্রকৃতি। [ঃ লোকটার 'মেজাজ' ভালো নয়।] রাগ, ক্রোধ। [ঃ 'মেজাজ' দেখানো; 'মেজাজ' করা।]
মেজাজী — মেজাজ বা সাময়িক মানসিক অবস্থা অনুসারে চলে এমন, খেয়ালী। সহজেই রুষ্ট হয় এমন, কোপনস্বভাব।
মেজে — ('মেঝে' দেখ।)
মেজেণ্টা — লাল ও বেগনীর মাঝামাঝি রং। (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উত্তর ইতালির মেজেণ্টায় যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার শুষ্ক রক্তস্রোতের রং হইতে।)
মেজো — দ্বিতীয়, মধ্যম। [ঃ 'মেজো' ভাই।]
মেঝে — গৃহ ইত্যাদির তল।
মেঝো — ('মেজো' দেখ।)
মেট — বন্ধু। সহবাসী। [ঃ রুম-'মেট'।] মজুরদের সর্দার। জাহাজের খালাসীদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।
মেটগিরি — মেটের কাজ।
মেটা — ('মিটা' দেখ।) মীমাংসা, আপস, নিষ্পত্তি। মীমাংসিত।
মেটানো — ('মিটানো' দেখ।) মীমাংসা করণ। শেষ করণ, নিষ্পত্তি করণ। মীমাংসা করা হইয়াছে এমন। নিষ্পন্ন। সমাপিত, চুকানো।
মেটুলি — পুঁইশাকের বীজ।
মেটুলি, মেটে — নিহত পশুর যকৃত। [ঃ পাঁঠার 'মেটুলি'।]
মেটে — মাটির তৈয়ারী। [ঃ 'মেটে' কলসী।] মাটির মতো। [ঃ 'মেটে' রং।]
মেঠাই — ('মিঠাই' দেখ।)
মেঠো — মাঠ সংক্রান্ত। [ঃ 'মেঠো' বক্তৃতা; ঃ 'মেঠো' দর্শক; ঃ 'মেঠো' হাওয়া।]
মেড়া — ভেড়া। ভেড়ার মতো নির্বোধ।
মেড়াকান্ত — মেড়ার মতো নির্বোধ ব্যক্তি।
মেডিক্যাল — ইউরোপীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত।
মেডিসিন — ঔষধ।
মেডেল — প্রশংসা সূচক পদক।
মেড়ো — (অবজ্ঞায়) মাড়োয়ারী।
মেঢ্র — লিঙ্গ, পুরুষাঙ্গ। মেড়া।
মেথর — ময়লা সাফ করা যাহার পেশা, ঝাড়ুদার। স্ত্রী. — **মেথরানী**।
মেথরগিরি — মেথরের কাজ।
মেথি — একরকম বীজ, একজাতীয় মসলা। ('মাথি' দেখ।)
মেদ — চর্বি।
মেদবহুল — দেহে অধিক চর্বি হওয়ার ফলে স্থূল। স্ত্রী. — **মেদবহুলা**। বি. — **মেদবহুলতা, মেদবাহুল্য**।
মেদা, মেদামারা — নিস্তেজ, মাদীর তুল্য, পৌরুষহীন।
মেদি — ('মেহেদি' দেখ।)
মেদিনী — (পুরাণে বর্ণিত মধু ও কৈটভ দৈত্যের মেদে পূর্ণা) পৃথিবী।
মেদুর — (কবিতায়) মৃদু। স্নিগ্ধ। কোমল।
মেধ — যজ্ঞ। [ঃ অশ্ব-'মেধ'।]
মেধা — বুঝিবার শক্তি। স্মরণ রাখিবার শক্তি।
মেধাবান্ — যাহার বুঝিবার ও স্মরণ রাখিবার শক্তি আছে। স্ত্রী — **মেধাবতী**।
মেধাবী — যাহার বুঝিবার ও স্মরণ রাখিবার শক্তি আছে, মেধাবান্। স্ত্রী. — **মেধাবিনী**।
মেধ্য — যজ্ঞীয়। যজ্ঞের যোগ্য। পবিত্র।
মেনকা — পুরাণে বর্ণিত হিমালয়ের পত্নী, উমার মা। অন্যতমা অপ্সরা, শকুন্তলার মাতা।

মেনশেভিক — (সংখ্যালঘু) রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির লেনিনের বিরোধী সংখ্যালঘু দলভুক্ত। ঐ দলের মতবাদে বিশ্বাসী। ঐ দল সংক্রান্ত।

মেনশেভিজ্‌ম্‌ — মেনশেভিক দলের অনুসৃত নীতি ও মতবাদ।

মেনী — (আদরে) বিড়াল।

মেনীমুখো — (অবজ্ঞায়) পুরুষের উপযুক্ত সাহস নাই এমন, লাজুক ও ভীরু।

মেনে — মনে হয়। কথার মাত্রা।

মেম — (ইংরেজী 'ম্যাডাম' বা মহাশয়া শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ) ইউরোপীয় বা ইংগ-ইউরোপীয় সমাজের সম্ভ্রান্ত মহিলা। [ঃ সাহেব-'মেম'।] **মেমসাহেব** — (সম্মানে) মেম।

মেম্বর, মেম্বার — সদস্য, সভ্য।

মেয়র — কর্পোরেশন বা পৌর মহাসভার প্রধানতম ব্যক্তি।

মেয়াদ — ('মিয়াদ' দেখ।)

মেয়ে — কন্যা, তনয়া, পুত্রী। বালিকা। স্ত্রীলোক। **মেয়েমানুষ** — স্ত্রীলোক। রক্ষিতা, গণিকা। কাপুরুষতা ও লাজুকতা সূচক গালি।

মেয়েলী — স্ত্রীলোকের মতো, নারীসুলভ।

মেরজাই — কোমর পর্যন্ত লম্বা একরকম খাটো জামা।

মেরাপ — আচ্ছাদন, মণ্ডপ। [ঃ 'মেরাপ' বাঁধা।]

মেরামত — বিকল বা ভগ্ন জিনিসের সংস্কার, সারানো।

মেরামতি — মেরামতের কাজ। মেরামতের মজুরি।

মেরু — পৃথিবীর উত্তরতম ও দক্ষিণতম প্রান্ত। জপমালার প্রধান বীজ।

মেরুদণ্ড — শিরদাঁড়া।

মেরুদণ্ডী — শিরদাঁড়াযুক্ত। [ঃ 'মেরুদণ্ডী' প্রাণী।]

মেল — মিলন। বিবাহযোগ্য বংশের মিল। [ঃ ফুলিয়া 'মেল'।]

মেল — ডাক, চিঠি ইত্যাদি। [ঃ সকালের 'মেল'।] ডাকবাহী গাড়ি। **মেলগাড়ি** — ডাকবাহী গাড়ি।

মেলন — মিলন, সম্মেলন।

মেলা — ('মিলা' দেখ।) প্রাপ্তি। প্রসারিত করণ। শুকাইবার জন্য বিস্তৃত বা প্রসারিত করিয়া স্থাপন। উন্মীলিত করণ। অঙ্কের বা হিসাবের নির্ভুলতা। সামঞ্জস্য। প্রাপ্ত। প্রসারিত। শুকাইবার জন্য প্রসারিত বা বিস্তৃত। অঙ্কে বা হিসাবে নির্ভুল। সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মেলা — বহু, অনেক। [ঃ 'মেলা' লোক।]

মেলা — উৎসবাদি উপলক্ষে বহু জনসমাগম ও দোকানপাট ইত্যাদি।

মেলানি — (প্রাচীন কবিতায়) উপহার, যৌতুক।

মেলানো — ('মিলানো' দেখ।) মিলিত করণ। পদ্যে মিল করণ। তুলনা করণ। বিলয়, অদৃশ্য হওয়া। মিলানো বা মিলাইয়া দেখা হইয়াছে এমন।

মেলামেশা — সাক্ষাৎকার ও সঙ্গ, সংসর্গ।

মেশা — ('মিশা' দেখ।) মিশ্রণ। সংসর্গ, মেলামেশা করণ। মিশ্রিত।

মেশাইয়া — ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত ত্রাণকর্তা।

মেশানো — ('মিশানো' দেখ।) মিশ্রিত করণ। সংসর্গে আনয়ন। মিশ্রিত করা হইয়াছে এমন।

মেশামিশি, মেশামেশি — সংসর্গ, ঘনিষ্ঠতা।

মেশিন, মেশিন-গান, মেশিনম্যান — ('মেসিন', 'মেসিন-গান' ও 'মেসিনম্যান' দেখ।)

মেষ — ভেড়া। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশি-

চক্রের প্রথম রাশি। স্ত্রী. — **মেষী**।

মেষপালক — যে মাঠে মেষ চরায়। মেষের রক্ষক ও পালনকর্তা। স্ত্রী. — **মেষপালিকা**।

মেস — বাসা, যেখানে একাধিক লোক থাকে এবং থাকা ও খাওয়ার খরচ হিসাবমতো ভাগ করিয়া বহন করে।

মেসমেরিজম্ — মেসমার কর্তৃক আবিষ্কৃত সম্মোহন বিদ্যা।

মেসিন — কল, যন্ত্র।

মেসিন-গান — কলের কামান, একরকম স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র।

মেসিনম্যান — কল চালাইবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি।

মেসো — মাসীর স্বামী।

মেসোপটেমিয়া — দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুইটির মধ্যবর্তী অঞ্চল। (মূল অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান)।

মেহ — প্রস্রাবের রোগ, প্রমেহ মধুমেহ ইত্যাদি।

মেহগনি — একরকম গাছ এবং তাহার দামী কাঠ।

মেহন — লিঙ্গ। মূত্র। মূত্রত্যাগ।

মেহনত — পরিশ্রম, খাটুনি।

মেহনতি — পারিশ্রমিক, মজুরি।

মেহনতী — মেহনত করে এমন। মেহনত সংক্রান্ত।

মেহমান — নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, অতিথি।

মেহেদি — একরকম ছোট গাছ যাহার পাতায় নখ ও পাকাচুল রং করে।

মেহেরবান — দয়ালু।

মেহেরবানি — দয়া। [ঃ 'মেহেরবানি' ক'রে বলুন।]

মৈত্র — মিত্র সম্বন্ধীয়। সূর্য সম্বন্ধীয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

মৈত্রী — মিত্রতা, বন্ধুত্ব।

মৈত্রীকরণ — বন্ধুত্ব করণ।

মৈত্রেয় — মিত্র সম্বন্ধীয়। প্রাচীন কালের বিখ্যাত মুনি। বুদ্ধ। স্ত্রী. — **মৈত্রেয়ী**।

মৈত্রেয় — বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

মৈথিল — মিথিলা সংক্রান্ত। মিথিলার অধিবাসী।

মৈথিলী — মিথিলার রাজকন্যা, সীতা। মিথিলার ভাষা।

মৈথুন — রতি, রমণ, স্ত্রী-পুরুষের সংগম।

মৈনাক — পুরাণে বর্ণিত পর্বত, হিমালয় ও মেনকার পুত্র।

মৈরেয় — প্রাচীন কালের একরকম মদ।

মোকদ্দমা — ('মকদ্দমা' দেখ।)

মোকররী — যাহার খাজনা নির্দিষ্ট এবং যাহাতে স্থায়ী স্বত্ব আছে এমন।

মোকাবিলা — সম্মুখে, সামনে। [ঃ তোমার 'মোকাবিলা' এ কথা হয়েছে।] সামনা-সামনি সত্য বলিয়া প্রমাণিত। [ঃ 'মোকাবিলা' করা।]

মোকাম — বাসস্থান, নিবাস। আড্ডা, আস্তানা। [ঃ পীরের 'মোকাম'।]

মোক্তার — মহকুমা আদালতে ফৌজদারী মামলা চালায় এমন এক শ্রেণীর আইনজীবী। প্রতিনিধি।

মোক্তারনামা — মোক্তার বা প্রতিনিধির নিয়োগপত্র।

মোক্তারি — মোক্তারের কাজ।

মোক্তারী — মোক্তার সংক্রান্ত। [ঃ 'মোক্তারী' বুদ্ধি।]

মোক্ষ — ভববন্ধন হইতে মুক্তি, কৈবল্য। গ্রহণশেষ, মুক্তি। [ঃ 'মোক্ষ'-স্নান।]

মোক্ষণ — ছাড়া মোচন, বাহির করণ। [ঃ রক্ত-'মোক্ষণ'।]

মোক্ষদা — মোক্ষদানকারিণী।

মোক্ষপদ — মোক্ষলাভের অবস্থা।

মোক্ষম — দৃঢ়, শক্ত। [ঃ 'মোক্ষম' কিল।] অব্যর্থ, নির্ঘাত। [ঃ 'মোক্ষম' মার; ঃ 'মোক্ষম' ঔষধ।]

মোগল — তাতার জাতির একটি শাখা, মুঘল। স্ত্রী. — **মোগলানী**।

মোগলাই — মোগল সংক্রান্ত।

মোঘ — ব্যর্থ। [অ-'মোঘ'।]

মোঘপুষ্পা — বন্ধ্যা।

মোচ — অগ্রভাগ, ডগা। গোঁফ, মোছ।

মোচড়ানো — ('মুচড়ানো' দেখ।)

মোচড় — পাক। [ঃ হাতে 'মোচড়' দেওয়া।]

মোচন — মুক্ত করণ, মুক্তিদান। [ঃ বন্ধন-'মোচন'।] ত্যাগ, বিসর্জন। [ঃ অশ্রু-'মোচন'।] বিণ. — **মোচিত**।

মোচনীয় — মোচনের যোগ্য। স্ত্রী. — **মোচনীয়া**।

মোচা — কলার ফুল বা মঞ্জরী।

মোচ্ছব — ('মচ্ছব' দেখ।)

মোচ্য — মোচনীয়, মোচনের যোগ্য।

মোছ — গোঁফ, মোচ।

মোছলমান — (অবজ্ঞায়) মুসলমান।

মোছা — ('মুছা' দেখ।) ঘষিয়া পরিষ্কার বা শুষ্ক করণ। ঘষিয়া শুষ্ক বা পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন।

মোছানো — ('মুছানো' দেখ।) অপরের দ্বারা ঘষিয়া শুষ্ক বা পরিষ্কার করণ। অপরের দেহ ঘষিয়া শুষ্ক বা পরিষ্কার করণ। অপরের দ্বারা ঘষিয়া শুষ্ক বা পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন। (অপরের গা) ঘষিয়া পরিষ্কার বা শুষ্ক করা হইয়াছে এমন।

মোজা — সুতা বা পশম দিয়া বোনা এক-রকম পায়ের আবরণ।

মোজায়িক, মোজেয়িক — বিচিত্রবর্ণের পাথর দিয়া দেওয়াল ইত্যাদি চিত্রিত বা সজ্জিত করণ।

মোট — বস্তা, গাঁটরি, পোঁটলা। [ঃ 'মোট' বাঁধা।] বোঝা, ভার। [ঃ 'মোট' বহা।]

মোট — সমস্ত মিলাইয়া, সর্বসমেত। [ঃ 'মোট' পঞ্চাশ টাকা।] সার, সংক্ষিপ্ত। [ঃ 'মোট'-কথা।] **মোটে** — মাত্র, কুল্লে। [ঃ 'মোটে' দশ টাকা।] **মোটে, মোটেই** — একেবারে, আদৌ। [ঃ 'মোটেই' না।] **মোটের উপর, মোটের ওপর** — সব দিক বিচার করিয়া। [ঃ 'মোটের উপর' মন্দ নয়।] **মোট কথা** — সার কথা, সংক্ষেপে বক্তব্য।

মোটন — মটকানো। [ঃ অঙ্গুলি-'মোটন'।]

মোটর — গতি সৃষ্টিকারী যন্ত্র। যে যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া অপর যন্ত্রকে চালিত করে। মোটর গাড়ি। **মোটর হাঁকানো** — সগর্বে মোটরে চড়া।

মোটর কার, মোটর গাড়ি — একরকম বাষ্প-যোগে চালিত গাড়ি, মোটর।

মোটা — মিহি বা সরু নহে এমন, স্থূল। [ঃ 'মোটা' লাঠি; ঃ 'মোটা' চাউল।] মাংসল, স্থূলকায়। [ঃ 'মোটা' লোক।] প্রখর বা তীক্ষ্ণ নহে এমন, ভোঁতা। [ঃ 'মোটা' বুদ্ধি।] বেশী, অধিক। [ঃ 'মোটা' টাকা; ঃ 'মোটা' মাইনে।] যাহাতে নিপুণতা নাই এমন। [ঃ 'মোটা' কাজ।]

মোটানো — মোটা হওয়া, স্থূল হওয়া।

মোটামুটি — আনুমানিক, স্থূলে। [ঃ 'মোটামুটি' হিসাব।] মোটের উপর, সব দিক বিচার করিয়া।

মোটাসোটা — রোগা নহে এমন, হৃষ্টপুষ্ট।

মোড় — বাঁক। [ঃ রাস্তার 'মোড়'।]

মোড়ক — পুরিয়া, কাগজ ইত্যাদির ছোট পুঁটলি।

মোড়ল — গ্রামের বা দলের প্রধান ব্যক্তি।

মোড়লি — (ব্যঙ্গে) মোড়লের কাজ বা

পদ। (নিন্দায়) মোড়লের মতো আচরণ।

মোড়া — বেতের চৌকি, বেতের তৈরী একরকম উ'চু আসন।

মোড়ু — ভাঁজ করা, মুড়া। আবৃত করা, জড়ানো। [ঃ কাগজে 'মোড়া'।] পাক দেওয়া, মোচড় দেওয়া। ভাঁজ করণ। আবৃত করণ। পাক, মোচড়। ভাঁজ করা হইয়াছে এমন। আবৃত করা বা জড়ানো হইয়াছে এমন। **গা-মোড়া দেওয়া** -- ঘুমের ভাব বা আলস্য দূর করিবার জন্য হাত গা ইত্যাদি টান করিয়া বাঁকানো।

মোড়ানো — ('মুড়ানো' দেখ।) অপরের দ্বারা ভাঁজ বা আবৃত করণ। অপরের দ্বারা ভাঁজ বা আবৃত করা হইয়াছে এমন।

মোড়ামুড়ি — বার বার মোড়া। বেশী মোড়া।

মোণ্ডা — ('মণ্ডা' দেখ।)

মোতা — ('মুতা' দেখ।)

মোতানো -- ('মুতানো' দেখ।)

মোতাবেক — (আদালতী প্রয়োগ) অনুসারে।

মোতায়েন — (সাধারণতঃ পাহারা ইত্যাদি কাজে) নিযুক্ত। [ঃ পুলিশ 'মোতায়েন' করা।]

মোতালিক, মোতাল্লিক -- (আদালতী প্রয়োগে) সংশ্লিষ্ট, অধীন।

মোতি — মুক্তা।

মোতিচুর — ছোট ছোট দানাযুক্ত একরকম মিষ্টান্ন, মিহিদানা।

মোতিয়া — একশ্রেণীর বেলফুল।

মোদক — যাহা আনন্দিত করে। মিষ্টান্ন, লাড়ু। একরকম কবিরাজী ঔষধ।

মোদক — ময়রা। হিন্দু সমাজের জাতি বিশেষ।

মোদিত — আনন্দিত। আমোদিত। [ঃ গন্ধ-'মোদিত' পবন।]

মোদের — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) আমাদের।

মোদ্দা — মোট, সার। [ঃ 'মোদ্দা' কথা।]

মোনা — ঢেঁকির মুষল।

মোবারক — শুভ, কল্যাণময়। [ঃ ঈদ-'মোবারক'।]

মোম — চর্বি জাতীয় একরকম জিনিস যাহা দিয়া মৌমাছি মৌচাক বানায়। প্যারাফিন হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বস্তু যাহা দিয়া মোমবাতি হয়।

মোমজামা — মোম-মাখানো একরকম কাপড় যাহা জলে ভেজে না।

মোমবাতি — মোম প্যারাফিন চর্বি ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী একরকম বাতি।

মোমিন — মুসলমানধর্মভুক্ত একটি সম্প্রদায়।

মোয়া — খই ইত্যাদির নাড়ু।

মোর — (কবিতায় ও গ্রাম্য প্রয়োগে) আমার।

মোরগ — মুরগি, কুঁকড়া, কুক্কুট।

মোরব্বা — চিনির রসে পাক-করা আম ইত্যাদি।

মোরা -- (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) আমরা।

মোরে — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) আমাকে।

মোলাকাত — ('মুলাকাত' দেখ।)

মোলায়েম — কোমল ও মসৃণ।

মোল্লা — মুসলমান ধর্মের যাজক।

মোশন — অভিনয়ে অঙ্গভঙ্গী ও তৎ-সংক্রান্ত কৌশল। আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব। **মোশন-মাস্টার** — অভিনয়ে অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদির শিক্ষক।

মোষ — মহিষ।

মোসলেম — ('মুসলিম' দেখ।)

মোসাহেব — খোশামুদে পার্শ্বচর।

য

য — সিকি ইঞ্চি, জ।

য, য' — (সংক্ষেপে) যুত। [ঃ 'য' জন; ঃ'য'' দিন।]

যক — যক্ষ। প্রেতবিশেষ যে মাটির নীচে প্রোথিত গুপ্ত ধন আগলায় মনে করা হয়। অতিশয় কৃপণ লোক।

যকৃৎ — পেটের ভিতরের পিত্তনিঃসারক গ্রন্থিময় যন্ত্র, 'লিভার'।

যক্ষ — পুরাণে বর্ণিত দেবতুল্য প্রাণী, দেবযোনি বিশেষ। যক। অতি কৃপণ ব্যক্তি। স্ত্রী - **যক্ষী, যক্ষিণী**।

যক্ষরাজ - পুরাণে বর্ণিত যক্ষদের রাজা, কুবের।

যক্ষ্মা - ক্ষয়রোগ। **রাজযক্ষ্মা** মারাত্মক ক্ষয়রোগ।

যখন যে সময়ে। যে অবস্থায়। যেহেতু। [ঃ রোগ 'যখন' সারবে না, চিকিৎসায় লাভ কি।] **যখন-তখন** — অনির্দিষ্ট বা অসংগত ভাবে, ঘনঘন। [ঃ সে 'যখন-তখন' খায়।]

যজন - যজ্ঞ যাগ, পূজা করণ।

যজনীয — যজনের যোগ্য।

যজমান — যে যজ্ঞ করে। পুরোহিত যাহার জন্য যাগ পূজা ইত্যাদি করেন।

যজুঃ — একটি বেদের নাম, তৃতীয় বেদ।

যজুর্বেদ, যজুর্ব্বেদ — যজুঃ নামক বেদ।

যজুর্বেদী, যজুর্ব্বেদী — যজুর্বেদ অনুসারে অনুষ্ঠানকারী।

যজুর্বেদীয, যজুর্ব্বেদীয — যজুর্বেদ সংক্রান্ত। যজুর্বেদ অনুযায়ী।

যজ্ঞ — বৈদিক অনুষ্ঠান বিশেষ, যাগ।

যজ্ঞকারী, যজ্ঞকর্তা, যজ্ঞকর্ত্তা — যে যজ্ঞ করে।

যজ্ঞকুণ্ড — যাগ বা হোম করিবার গহ্বর।

যজ্ঞডুমুর — একরকম বড় ডুমুর ও তাহার গাছ।

যজ্ঞবেদী — যাগ করিবার জন্য নির্মিত উঁচু স্থান।

যজ্ঞসূত্র — উপবীত, পইতা।

যজ্ঞসেন - মহাভারতে বর্ণিত রাজা দ্রুপদ দ্রৌপদীর পিতা।

যজ্ঞীয় — যজ্ঞ সংক্রান্ত।

যজ্ঞেশ্বর — বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

যজ্ঞোপবীত - যজ্ঞসূত্র, উপবীত, পইতা।

যৎ- — 'যে' বা যাহা' অর্থে অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়। [ঃ যৎ' কালে।]

যৎ — সঙ্গীতের তাল বিশেষ।

যত যে পরিমাণ, যে সংখ্যক। [ঃ যত টাকা, ঃ যত' লোক।] সব সমস্ত। [ঃ 'যত' বাজে কথা ঃ 'যত' বিপদ এখানে, ঃ 'যত' আজব গল্প।] **যত কিছু** সব কিছু, সমস্ত। সমস্ত যত। [ঃ 'যত কিছু ছিল এনেছে।] **যতখানি** - যে পরিমাণ। **যতগুলি** — (বহুবচনে) যে সংখ্যক।

যতন (কবিতায়) যত্ন।

যতি - কবিতা ইত্যাদি পাঠকালে বিরাম স্থান। **যতিচিহ্ন** ঐরূপ বিরাম সূচক চিহ্ন, কমা দাঁড়ি ইত্যাদি। ('যতী' দেখ।)

যতিপাত, যতিভঙ্গ - যথাস্থানে যতি বা বিরাম না থাকায় ছন্দের ত্রুটি।

যতী — জিতেন্দ্রিয়, সংযমী পুরুষ। সন্ন্যাসী।

যতীন্দ্র — শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, যতিশ্রেষ্ঠ।

যতেক — (কবিতায়) যে সংখ্যক। যে পরিমাণ।

যৎকিঞ্চিৎ — অত্যল্প, সামান্য। যেটুকু।

যত্ন — আগ্রহের সহিত চেষ্টা। [ঃ পড়ায় 'যত্ন' আছে।] আদর, আপ্যায়ন। [ঃ অতিথির 'যত্ন'।] সেবা, শুশ্রূষা। [ঃ

রোগীর 'যত্ন'।] মনোযোগ, সতর্কতা। [ঃ 'যত্ন' ক'রে মালাটি গে'থেছে।]

যত্নবান, যত্নবান্ — যাহার যত্ন বা সাগ্রহ চেষ্টা আছে এমন। স্ত্রী. — **যত্নবতী**।

যত্নশীল — যত্নবান। স্ত্রী, — **যত্নশীলা**।

যৎপরোনাস্তি — যারপরনাই, খুব, অত্যন্ত।

যৎসামান্য — যৎকিঞ্চিৎ, অত্যল্প।

যত্র — যে স্থানে, যেখানে, যে বিষয়ে। যেমন, যেমনই। [ঃ 'যত্র' আয় তত্র বায়।] **যত্র-তত্র** — যেখানে-সেখানে।

যথা - যেমন, যেরূপ। [ঃ 'যথা' আজ্ঞা।] যেখানে। [ঃ 'যথা' ধর্ম তথা জয়।] যেখান, যে স্থান। [ঃ 'যথায়'।] দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। [ঃ 'যথা' কালিদাস।] উচিত, উপযুক্ত, ঠিক। [ঃ 'যথা'-কালে।]

যথাকালে — ঠিক সময়, উপযুক্ত সময়ে। [ঃ 'যথাকালে' গিয়া উপস্থিত হইল।]

যথাক্রম, যথাক্রমে — ক্রম অনুসারে। [ঃ তুমি ও আমি যথাক্রমে সুস্থ ও অসুস্থ।]

যথাতথা — যেখানে-সেখানে, যত্র-তত্র।

যথাদেশ — আদেশ অনুসারে, হুকুম মতো।

যথানিয়মে — নিয়ম অনুসারে।

যথাপূর্ব, যথাপূর্ব্ব - পূর্বের মতো, আগের মতো। [ঃ অবস্থা 'যথাপূর্ব'।]

যথাবিধি — নিয়ম অনুসারে, বিধি অনুসারে।

যথাবিহিত — যাহা উচিত তাহা, যথা-কর্তব্য। [ঃ 'যথাবিহিত' করুন।] উচিত, উপযুক্ত।

যথাযথ — ঠিকমতো, অবিকৃত, উপযুক্ত। [ঃ 'যথাযথ' বর্ণনা।]

যথাযোগ্য — যোগ্যতা অনুসারে, উপযুক্ত। [ঃ 'যথাযোগ্য' সম্মান।]

যথারীতি — রীতি অনুসারে, নিয়ম অনুসারে।

যথার্থ — সত্য, বাস্তবিক। বি. — **যথার্থতা**।

যথার্থতঃ — বস্তুতঃ, আসলে, প্রকৃতপক্ষে।

যথাশক্তি — শক্তি অনুসারে, যেমন সামর্থ্য তেমন, সাধ্যমতো।

যথাসময়ে — ঠিক সময়ে, উপযুক্ত সময়ে, যথাকালে।

যথাসম্ভব — যেমন সম্ভব হইবে তেমন, যেরূপ সম্ভবপর হইবে সেইরূপ।

যথাসর্বস্ব, যথাসর্ব্বস্ব — সমস্ত ধন-সম্পত্তি, সব কিছু।

যথাসাধ্য — সাধ্য অনুসারে, যথাশক্তি।

যথাস্থান — নির্দিষ্ট স্থান, উপযুক্ত স্থান, ঠিক জায়গা।

যথেচ্ছ — ইচ্ছামতো, যেমন ইচ্ছা তেমন। [ঃ 'যথেচ্ছ' অত্যাচার।]

যথেচ্ছাচার — স্বেচ্ছাচার, অসংযত আচরণ।

যথেচ্ছাচারী — যে যথেচ্ছাচার করে। স্ত্রী. — **যথেচ্ছাচারিণী**। বি. — **যথেচ্ছাচারিতা**।

যথেষ্ট — যত ইচ্ছা তত, ইচ্ছামতো। প্রচুর, প্রয়োজন মিটিবে এমন।

যথোক্ত — যেমন বলা হইয়াছে তেমন।

যথোচিত — যেরূপ উচিত, যথাযোগ্য। [ঃ 'যথোচিত' সম্মান।]

যথোপযুক্ত — উপযুক্তরূপ, যথাযোগ্য, যথোচিত।

যদবধি — যে সময় হইতে।

যদর্থে — যে উদ্দেশ্যে, যে প্রয়োজনে। যে অর্থে।

যদি — শর্ত সূচক অব্যয়। [ঃ 'যদি' বৃষ্টি হয়, তবে চাষ হবে।] সংশয় ও আশঙ্কা সূচক অব্যয়। [ঃ 'যদি' না আসে এই ভয়ে।] যেহেতু, কারণ, যখন। [ঃ এসেছ 'যদি' থেকে যাও।] **যদিই** — এমন কি হঠাৎই যদি ঘটে, নিতান্তই যদি। **যদিও, যদিচ** — তাহা সত্ত্বেও। [ঃ 'যদিও' ধনী

তবু অসুখী।] **যদিবা** — সম্ভাবনা না থাকাসত্ত্বেও ঘটিল কিন্তু।। [ঃ 'যদিবা' দেখা পেলাম টাকা পেলাম না।]

যদু — পুরাণে বর্ণিত রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র এবং যদুবংশের স্থাপয়িতা। যদুবংশীয় ব্যক্তি। [ঃ 'যদুগণ'; ঃ 'যদু'-পতি।]

যদুকুল — যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশ, যে বংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যদুনন্দন — যদুগণের আনন্দবর্ধনকারী, শ্রীকৃষ্ণ।

যদুনাথ, যদুপতি - যদুগণের প্রধান, যদুগণের রাজা, শ্রীকৃষ্ণ।

যদু-মধু — অতি সাধারণ লোক। [ঃ 'যদু-মধু'-ও এ কথা বলিবে।]

যদৃচ্ছা — যেমন ইচ্ছা, যেমন খুশি, খুশি-মতো। [ঃ 'যদৃচ্ছা' গমন।] অনায়াস। [ঃ 'যদৃচ্ছা'-লব্ধ।]

যদৃচ্ছাক্রমে — খুশিমতো, নিজের ইচ্ছা-মতো।

যদ্দিন — (সংক্ষেপে) যত দিন।

যদ্ভবিষ্য -- যাহা ঘটিবে ঘটুক এইরূপ ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে এমন, অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল। বি. — **যদ্ভবিষ্যতা**।

যদ্যপি -- যদিও। যদিই।

যন্ত্র — যে জিনিসের সাহায্যে কৌশলে কিছু করা যায়, কল। [ঃ অনুবীক্ষণ-'যন্ত্র'।] শিল্পীর বা কারিকরের হাতিয়ার। [ঃ ছুতারের 'যন্ত্র'।] শরীরের ভিতরের ক্রিয়াসাধক অঙ্গ। [ঃ শ্বাস-'যন্ত্র'।] (তন্ত্রে) দেবাদির অধিষ্ঠান-চক্র। (হিন্দু জ্যোতিষে) গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থানচিত্র।

যন্ত্রণা — শারীরিক বা মানসিক বেদনা, যাতনা।

যন্ত্রপাতি — যন্ত্র এবং ঐ শ্রেণীর জিনিস।

যন্ত্রবিৎ, যন্ত্রবিদ্ — যন্ত্রের গঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

যন্ত্রবিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা — যন্ত্রের গঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে বিদ্যা। **যন্ত্রবিজ্ঞানী** — যন্ত্রবিদ্। যন্ত্রবিজ্ঞানে পণ্ডিত।

যন্ত্রযুগ — যে যুগে যন্ত্রের প্রাধান্য রহিয়াছে।

যন্ত্রশালা — যন্ত্র রাখিবার গৃহ। যেখানে যন্ত্রে কাজ হয়।

যন্ত্রশিল্প — যন্ত্রের দ্বারা নির্মাণ-কৌশল। বাদ্যযন্ত্র সংক্রান্ত কলাকৌশল।

যন্ত্রশিল্পী — বাদ্যযন্ত্রের নিপুণ বাদক। যে শিল্পী যন্ত্রের দ্বারা বস্তু নির্মাণ করে।

যন্ত্রী — যন্ত্রচালক। যন্ত্রবিৎ। যন্ত্রবাদক।

যব -- একরকম শস্য, 'বার্লি'। আঙুলের ডগার যবাকার চিহ্ন। পরিমাণ বিশেষ, চার ধান।

যব -- (প্রাচীন কবিতায়) যবে, যখন।

যবক্ষার - একরকম ক্ষারজাতীয় খনিজ পদার্থ, সোরা।

যবক্ষারজান -- একরকম মৌলিক গ্যাস, 'নাইট্রোজেন'।

যবদ্বীপ --- ভারত মহাসাগরস্থ একটি বৃহৎ দ্বীপ, জাভা।

যবন -- প্রাচীন গ্রীক জাতি, আইওনিয়ার অধিবাসী। ভারতের পশ্চিম দিকস্থ দেশ-সমূহের অধিবাসী, গ্রীক তাতার পারসিক ইত্যাদি জাতি। মুসলমান। স্ত্রী. -- **যবনী**।

যবনানী — যবন জাতির লিপিসমূহ, ভারতের পশ্চিম দিকস্থ দেশসমূহের প্রাচীন লিপিসমূহ।

যবনিকা — পরদা। রংগমঞ্চের পট। (সংক্ষেপে) যবনিকাপতন, নাটকের শেষ, সমাপ্তি। **যবনিকাপতন** — থিয়েটারের

পরদা ফেলানো যাহাতে নাটকের সমাপ্তি জানা যায়, নাটকের শেষ। নাটকীয় ঘটনার সমাপ্তি।

যবানিকা, যবানী — একরকম মসলা, জোয়ান।

যবস্থব — ইতস্তত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবযুক্ত, যবুথবু।

যবহু — (প্রাচীন কবিতায়) যখনই।

যবুথবু — ('যবস্থব' দেখ।)

যবে — (কবিতায়) যে সময়ে, যখন।

যবোদর — যবের প্রস্থের পরিমাণ, এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ।

যম — মৃত্যুর দেবতা, শমন, কৃতান্ত। **যমের জাঙ্গাল** — ছায়াপথ, আকাশগঙ্গা। **যমের দক্ষিণ দুয়ার** — মৃত্যুর পথ।

যমক — সাহিত্যে একরকম শব্দপ্রয়োগের রীতি যাহাতে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়।

যমঘর — যমপুরী, যমালয়।

যমজ — এক সময়ে একই গর্ভে জাত দুইজন। [ঃ 'যমজ' ভাই; ঃ 'যমজ' ছেলে।]

যমজাঙ্গাল — যমের জাঙ্গাল, ছায়াপথ।

যমদগ্নি — প্রাচীন কালের একজন বিখ্যাত ঋষি, পরশুরামের পিতা।

যমদণ্ড — যমের অস্ত্র, যমের গদা। যম-প্রদত্ত কঠোর শাস্তি।

যমদূত — যমের বিকটদর্শন অনুচর।

যমদ্বার — যমালয়ের দরজা।

যমদ্বিতীয়া — ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। (যমের ভগিনী যমী যমকে বিবাহ করিতে চাহিলে যম তাঁহাকে ভাই ও ভগিনীর সম্পর্ক সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন তাহার স্মরণেই সম্ভবতঃ এই অনুষ্ঠান করা হয়।)

যমপুকুর — কুমারীদের ব্রতবিশেষ।

যমপুরী — যমের প্রাসাদ, যমালয়, মৃত্যু-পুরী।

যমযন্ত্রণা — যম-প্রদত্ত যন্ত্রণা, কঠিন দুঃসহ যাতনা।

যমরাজ — যম, মৃত্যুর দেবতা।

যমল — যুগ্ম, জোড়া।

যমলার্জুন, যমলার্জ্জুন — বৃন্দাবনের এক জোড়া অর্জুন গাছ যাহাদিগকে ভাঙিয়া শ্রীকৃষ্ণ শাপমুক্ত করেন।

যমানী — ('যবানিকা' দেখ।)

যমালয় — যমের আবাসস্থল, যমঘর, যমপুরী।

যমী — যমের ভগিনী।

যমুনা — উত্তর ভারতের বিখ্যাত নদী, কালিন্দী। যমের বোন, যমী। বাংলা দেশের কয়েকটি নদীর নাম।

যযাতি — জনৈক পৌরাণিক রাজা, দেবযানীর স্বামী, নহুষের পুত্র।

যশ — সুনাম, খ্যাতি।

যশঃকীর্তন, যশঃকীর্ত্তন — সুখ্যাতি করণ, প্রশংসা সূচক বর্ণনা বা গান।

যশঃক্ষয় — খ্যাতির হানি, অপযশ।

যশঃস্তম্ভ — কীর্তিস্তম্ভ।

যশদ — দস্তা।

যশস্কর — খ্যাতিজনক।

যশস্কাম — যশ কামনা করে এমন, যশঃ-প্রার্থী।

যশস্বী — যশলাভ করিয়াছে এমন, বিখ্যাত, খ্যাতিমান্। স্ত্রী. — **যশস্বিনী**।

যশুরে — যশোহরের, যশোহর সংক্রান্ত। [ঃ 'যশুরে' কৈ।]

যশোগাথা, যশোগান — যশঃকীর্তন, প্রশংসা সূচক গান বা বর্ণনা।

যশোদ — যে যশ দেয়। পারদ, পারা।

যশোদা — যশদানকারিণী। শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মা।

যশোলিপ্সা — খ্যাতিলাভের ইচ্ছা।

যশোলিপ্সু — যে খ্যাতিলাভ করিতে ইচ্ছুক।

যশোহর — খ্যাতিনাশক। পূর্ব পাকিস্তানের একটি জেলা।

যষ্টি — লাঠি, দণ্ড, ছড়ি।

যষ্টিমধু — একরকম গাছের মিষ্ট শিকড়।

যহিঁ — (প্রাচীন কবিতায়) যেখানে।

যা — (কথ্য রূপ) যাহা। **যা-তা** — আজে-বাজে জিনিস বা বিষয়, অনির্দিষ্ট অনিষ্টকর বস্তু বা বিষয়। [ঃ 'যা-তা' খেয়ো না; ঃ 'যা-তা' ক'রো না।] **যা নয় তা** — ভালো-মন্দ বিচার না করিয়া ইচ্ছামতো বিষয় বা বস্তু। [ঃ 'যা নয় তা' মুখে আসবে বলবে?] **যা হোক** — যাহা হউক, কথার মাত্রা। [ঃ আপনি আচ্ছা লোক 'যা হোক'।] **এই যা, ঐ যা** — কোন ভুলের কথা হঠাৎ স্মরণ হওয়ায় খেদ সূচক উক্তি। [ঃ 'এই যা'! লেখাটা আনতে ভুলে গেলাম।]

যাই — যেই, যেহেতু। যেমনি, যখনই। [ঃ'যাই' বললাম অমনি রেগে উঠল।]

যাউ — মণ্ড, জাউ।

যাওয়া — চলা, গমন করা। [ঃ পথে 'যাচ্ছি'।] উপস্থিত হওয়া, উপনীত হওয়া। [ঃসেখানে যখন 'যাই' তখন রাত দশটা।] অবসান হওয়া। [ঃ দিন 'যায়', মাস 'যায়'।] কিছু ক্রমাগত করিতে থাকা। [ঃ পড়িয়া 'যাও'।] নষ্ট হওয়া, খোয়া যাওয়া। [ঃ যা 'যায়' তা আসে না।] হঠাৎ কিছু ঘটা। [ঃ পড়ে 'যাওয়া';ঃ মূর্ছা 'যাওয়া'।] সমাপ্ত হওয়া, চুকা। [ঃ থিয়েটার ভেঙে 'যাওয়া'; ঃ মারা 'যাওয়া'।] স্থায়ী হওয়া, টেকা। [ঃ এ জামা অনেকদিন 'যাবে'।] প্রবৃত্ত হওয়া। [ঃ পরীক্ষা করিতে 'যাইয়া'; ঃ হাসিতে 'যাইয়া'।] মরা। [ঃএই শীতে 'যাবে'; ঃ 'যেতে' বসেছে।] ধ্বংস হওয়া। [ঃ দেশ 'যাবে', সমাজ 'যাবে'।] গমন। [ঃ আসা-'যাওয়া' করা।] গিয়াছে এমন। [ঃ বন্যায় ভেসে-'যাওয়া' মাঠ।]

যাগ — যজ্ঞ।

যাচক — যে চায়, প্রার্থী। স্ত্রী. — **যাচিকা**।

যাচন — প্রার্থনা, চাওয়া, যাচ্ঞা।

যাচনীয় — প্রার্থনীয়।

যাচা — চাওয়া, মাগা, যাচ্ঞা করা। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেওয়া বা করা। [ঃ 'যেচে' বলতে এসেছিল; ঃ 'যেচে' মান, কেঁদে সোহাগ।] স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিতে চাওয়া হইয়াছে এমন। [ঃ 'যাচা' অন্ন ছাড়তে নাই।]

যাচাই — পরীক্ষা বা অনুসন্ধান দ্বারা জিনিসের উৎকর্ষ বা উচিত মূল্য নির্ধারণ।

যাচানো — যাচাই করানো।

যাচিত — যাহা চাওয়া হইয়াছে, প্রার্থিত।

যাচ্ছেতাই — অতি বিশ্রী, কদর্য, অত্যন্ত খারাপ। [ঃ 'যাচ্ছেতাই' কাণ্ড।]

যাচ্ঞা — ভিক্ষা প্রার্থনা।

যাজক — যিনি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। পুরোহিত। স্ত্রী. — **যাজিকা**।

যাজকতা, যাজকত্ব — যাজকের কাজ।

যাজন — যজ্ঞ সম্পাদন। পৌরোহিত্য।

যাজী — যজ্ঞকর্তা, যাজক। পদবী বিশেষ।

যাজ্ঞবল্ক্য — জনৈক প্রাচীন শাস্ত্রকার ঋষি।

যাজ্ঞসেনী — যজ্ঞসেনের কন্যা, দ্রৌপদী।

যাজ্ঞিক — যজ্ঞকারী। যজ্ঞীয়।

যাতনা — দেহ বা মনের তীব্র বেদনা, যন্ত্রণা।

যাতব্য — যেখানে যাওয়া যায়, গম্য।

যাতা — স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী, জা।

যা-তা — ('যা' দেখ।)

যাতায়াত — যাওয়া-আসা, গমনাগমন।
যাত্রা — গমন। [ঃ তীর্থ-'যাত্রা'।] রওনা, গমনারম্ভ। [ঃ কাল 'যাত্রা' করব।] প্রস্থান। [ঃ মহা-'যাত্রা'।] দেবতার পূজা উপলক্ষে উৎসব। [ঃ দোল-'যাত্রা'; ঃ স্নান-'যাত্রা'।] বার, দফা। [ঃএ 'যাত্রা' রক্ষা নাই।] দৃশ্যপটহীন ও গীতপ্রধান একরকম অভিনয়।
যাত্রিক — যাত্রা সংক্রান্ত। যাত্রী।
যাত্রী — যে গমন বা ভ্রমণ করে। পথিক। গাড়ি ইত্যাদির আরোহী। [ঃ জাহাজের 'যাত্রী'।] স্ত্রী — **যাত্রিণী**।
যাথার্থ্য — যথার্থতা, বাস্তবতা, সত্যতা।
যাদঃপতি — সমুদ্র, বরুণ। (**যাদঃ** — জলজন্তু।)
যাদব — যদুবংশীয়। শ্রীকৃষ্ণ।
যাদু — ('জাদু' দেখ।)
যাদুকর — ('জাদুকর' দেখ।)
যদুঘর — ('জাদুঘর' দেখ।)
যাদুধন — পরম আদরের পাত্র। অতিশয় স্নেহ সূচক সম্বোধন।
যাদুবল, যাদুবিদ্যা — ('জাদুবল' ও 'জাদুবিদ্যা' দেখ।)
যাদুমণি — ('যাদুধন' দেখ।)
যাদৃশ — যেরূপ, যেমন। স্ত্রী. — **যাদৃশী**।
যান — যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায়, গাড়ি ইত্যাদি।
যানবাহন — যাহার দ্বারা যাতায়াত ও বহনকার্য হইয়া থাকে।
যান্ত্রিক — যন্ত্র সংক্রান্ত। [ঃ 'যান্ত্রিক' গোলযোগ।] যন্ত্রী, যন্ত্রবিদ্।
যাপন — কাটানো, অতিবাহন। [ঃ রাত্রি 'যাপন'; ঃ জীবন-'যাপন'।] বিণ. — **যাপিত**।
যাপা — (কবিতায়) যাপন করা।
যাবচ্চন্দ্রদিবাকর — যাবৎ বা যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকিবে, চিরকাল।
যাবজ্জীবন — চিরজীবনের জন্য, আমরণ। [ঃ 'যাবজ্জীবন' দ্বীপান্তর।]
যাবৎ — অবধি, পর্যন্ত। [ঃ এ 'যাবৎ'।] যতক্ষণ পর্যন্ত। [ঃ 'যাবৎ' না আসি তাবৎ তিষ্ঠ।] সমস্ত, সমুদয়। [ঃ 'যাবৎ' বিষয়-সম্পত্তি।]
যাবতীয় — সকল, সমস্ত, সমুদয়। [ঃ 'যাবতীয়' কলাবিদ্যা।]
যাবনিক — যবন সংক্রান্ত।
যাম — প্রহর, তিন ঘণ্টা। [ঃ রাত্রির প্রথম 'যাম' অতিবাহিত।]
যামঘোষ — (প্রহর ঘোষণাকারী) শৃগাল।
যামল — তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ। যুগ্ম, যমল।
যামার্ধ, যামার্দ্ধ — অর্ধযাম, আধ প্রহর, প্রায় দেড় ঘণ্টা।
যামিনী — রাত্রি, রজনী।
যামিনীপতি — নিশাপতি, চাঁদ।
যাম্য — দক্ষিণ।
যাম্যোত্তরবৃত্ত — ('মধ্যরেখা' দেখ।)
যাযাবর — নিয়ত ভ্রমণ করে এমন, সদাভ্রমণকারী। [ঃ 'যাযাবর' জাতি; ঃ 'যাযাবর' জীবন।]
যারপরনাই — অত্যন্ত, খুব বেশী, যৎপরোনাস্তি। [ঃ 'যারপরনাই' দুঃখিত হইলাম।]
যাহা — যে বস্তু বা বিষয়। **যাহা কিছু** — সব কিছু। [ঃ 'যাহা কিছু' আছে সব দাও।] **যাহা-তাহা** — যা-তা। ('যা' দ্রষ্টব্য) **যাহা নহে তাহা** — যা-নয়-তা। ('যা' দ্রষ্টব্য।) **যাহা হউক** — তাহা সত্ত্বেও, সকল কিছু সত্ত্বেও।
যাহাঁ — (প্রাচীন প্রয়োগ) যেখানে। যেমনি। [ঃ 'যাহাঁ' বলা অমনি।]
যিনি — (সম্মানে) যে ব্যক্তি।
যিশু, যীশু — খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক,

খ্রীষ্ট।

যুই — একরকম সুগন্ধ ছোট সাদা ফুল, যূথিকা, জুঁই।

যুক্ত — মিলিত, সংলগ্ন, একত্রিত। [ঃ 'যুক্ত'-রাষ্ট্র; ঃ 'যুক্ত'-কর।] বিশিষ্ট। [ঃ পত্র-'যুক্ত' শাখা; শ্রী-'যুক্ত'।] স্ত্রী. **যুক্তা**।

যুক্তকর — হাত জোড় করিয়াছে এমন। জোড়হাত। **যুক্তকরে** — হাত জোড় করিয়া।

যুক্তবেণী — ('ত্রিবেণী' দেখ।)

যুক্তি — ন্যায়সংগত কারণ। [ঃ 'যুক্তি' প্রদর্শন।] পরামর্শ, মন্ত্রণা। [ঃ 'যুক্তি' করা; ঃ 'যুক্তি' দেওয়া।]

যুক্তিতর্ক — যুক্তিপ্রদর্শন ও বাদ-প্রতিবাদ।

যুক্তিদাতা — পরামর্শদাতা, মন্ত্রণাদাতা।

যুক্তিবিরুদ্ধ — যাহা ন্যায্য কারণের বা যুক্তির বিরোধী। বি. — **যুক্তিবিরুদ্ধতা**।

যুক্তিযুক্ত — যাহাতে যুক্তি আছে এমন, ন্যায়সংগত। বি. — **যুক্তিযুক্ততা**।

যুক্তিসংগত — ন্যায্য কারণ অনুযায়ী, যুক্তিযুক্ত।

যুক্তিসিদ্ধ — যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত। বি. — **যুক্তিসিদ্ধতা**।

যুক্তিহীন — যাহার বা যাহাতে যুক্তি নাই, অসংগত। স্ত্রী. — **যুক্তিহীনা**। বি. — **যুক্তিহীনতা**।

যুগ — পুরাণোক্ত কালের বিভাগ, সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি। সময়, কাল, আমল। [ঃ বর্তমান 'যুগ'; ঃ মোগল 'যুগ'।] সুদীর্ঘ কাল।

যুগ — এক জোড়া। [ঃ কুচ-'যুগ'; ঃ কর-'যুগ'।] জোয়াল।

যুগ — চার হাত পরিমাণ।

যুগধর্ম, যুগধর্ম্ম — কালোচিত আচার-ব্যবহার ও ভাবধারা।

যুগন্ধর — যে কাঠের সঙ্গে জোয়াল ইত্যাদি বাঁধা হয়।

যুগপৎ — একই সময়ে। [ঃ দুইটি ঘটনা 'যুগপৎ' ঘটিল।]

যুগপ্রবর্তক, যুগপ্রবর্ত্তক — যিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। নূতন চিন্তাধারা ইত্যাদির প্রবর্তক।

যুগযুগান্তর — বহু যুগ।

যুগল — এক জোড়া, যুগ্ম। [ঃ 'যুগল' মূর্তি।] **যুগলে যুগলে** — দুইজন করিয়া, জোড়ায় জোড়ায়।

যুগসন্ধি — এক যুগের অবসান ও পরবর্তী যুগের আরম্ভ।

যুগসন্ধিক্ষণ — এক যুগ শেষ ও অন্য যুগ শুরু হইবার সময়।

যুগান্ত — যুগের অবসান। প্রলয়।

যুগান্তকর, যুগান্তকারী — এক যুগের অবসান ঘটায় এমন। বিভিন্ন দিকে আমূল পরিবর্তন ঘটায় এমন। [ঃ 'যুগান্তকারী' আবিষ্কার।]

যুগান্তর — অন্য যুগ। যুগের পরিবর্তন।

যুগাবতার — যুগ অনুসারে মানবদেহে আবির্ভূত ভগবান।

যুগী — (প্রাচীন প্রয়োগ) যোগী। ভিক্ষাজীবী একটি সম্প্রদায়। বাঙ্গালী হিন্দুর একটি জাতি।

যুগোপযোগী — কালোপযোগী, কোনও বিশেষ যুগের পক্ষে উপযুক্ত।

যুগ্ম — এক জোড়া, যুগল। যুক্তভাবে কাজ করে এমন। [ঃ 'যুগ্ম' সম্পাদক।]

যুঝা -- যুদ্ধ করা, লড়া।

যুত — যুক্ত। [ঃ শ্রী-'যুত'।] স্ত্রী. — **যুতা**।

যুতা — জুড়া, যুক্ত করা। [ঃ গাড়িতে ঘোড়া 'যুতা'।]

যুদ্ধ — লড়াই, সমর, সংগ্রাম।

যুদ্ধবিগ্রহ — যুদ্ধ ও ঐরূপ ব্যাপার।
যুদ্ধবিৎ, যুদ্ধবিদ্ — যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত।
যুদ্ধবিদ্যা — যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান।
যুদ্ধযাত্রা — যুদ্ধে গমন।
যুধিষ্ঠির — পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভীম অর্জুন ইত্যাদির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
যুধ্যমান — যুদ্ধ করিতেছে এমন, যুদ্ধে রত। স্ত্রী. — **যুধ্যমানা**।
যুনানী — গ্রীস দেশীয়, যাবনিক।
যুব- — 'যুবা' অর্থে অন্য শব্দের আগে সমাসে যুক্ত হয়। [ঃ 'যুব'-সম্মেলন।]
যুবক — তরুণ, জোয়ান, যুবা। স্ত্রী. — **যুবতী**।
যুবজানি — যুবতীর স্বামী।
যুবনাশ্ব — পুরাণে বর্ণিত জনৈক সূর্য-বংশীয় রাজা, মান্ধাতার পিতা।
যুবরাজ — রাজ্যের উত্তরাধিকারী ও রাজ-কার্যে রাজার সাহায্যকারী রাজপুত্র।
যুবসংঘ — যুবকদের মিলন-প্রতিষ্ঠান।
যুবা — ('যুবক' দেখ।) তরুণবয়স্ক। [ঃ 'যুবা'-পুরুষ।] স্ত্রী — **যুবতী**।
যুযুৎসা — যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা।
যুযুৎসু — যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক।
যুযুধান — যোদ্ধা।
যূথ — পশুপক্ষীর দল। পাল। [ঃ 'যূথ'-ভ্রষ্ট।]
যূথচর, যূথচারী — যেসব জন্তু দলবদ্ধ-ভাবে বিচরণ করে।
যূথপতি — বন্য হস্তিদলের বা পশুদলের সর্দার।
যূথভ্রষ্ট — দলচ্যুত (পশুপক্ষী)। স্ত্রী. — **যূথভ্রষ্টা**।
যূথিকা, যূথী — জুঁই ফুল। জুঁই ফুলের গাছ।
যূপ — যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের স্তম্ভ। বলি-দানের জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠ, হাড়িকাঠ।
যূষ — ঝোল, ক্বাথ। [ঃ মাংসের 'যূষ'।]
যে — ব্যক্তি বস্তু বিষয় ইত্যাদি নির্দেশক সর্বনাম ও বিশেষণ। [ঃ 'যে' এসেছে, সে গাইবে: ঃ 'যে' মেয়েটি কথা বলল।] বাক্য বা বিষয়ের উল্লেখ সূচক অব্যয়। [ঃ সে বলল 'যে', সে গাইবে।] যেহেতু, কারণ। [ঃ কেন খাবে না? — তুমি 'যে' বকলে।] অবাঞ্ছিত বিষয়ে প্রশ্ন বা বিস্ময় সূচক অব্যয়। [ঃ তুমি এলে 'যে'?] আধিক্য সূচক শব্দ। [ঃ 'যে' গরম পড়েছে!] যেমন, যেরূপ, যথা। [ঃ 'যে' আজ্ঞা।] **যে কেউ, যে কেহ** — সবাই, প্রত্যেকে। [ঃ 'যে কেউ' পারে।] **যে কোন, যে কোনও** — সব, প্রত্যেকটি। [ঃ 'যে কোনও' বিষয়।] **যে যে** — বহু-বচনে যে। [ঃ 'যে যে' লোক আসে নি; ঃ 'যে যে' বলেছে।] **যে সে** — যে কোনও ব্যক্তি। [ঃ 'যে সে' পাবে।] সাধারণ লোক। [ঃ 'যে সে' বললে হবে না।] সাধারণ। [ঃ তিনি 'যে সে' লোক নন।]
যেই — যেমনি, যখনই। [ঃ 'যেই' বলা অমনি করা।] **যেই-কে-সেই** — যেমন ছিল তেমনি। [ঃ রোগী 'যেই কে-সেই'।]
যেখানে — যে স্থানে, যে জায়গায়। **যেখানে-সেখানে** — যত্রতত্র, প্রায় সব জায়গায়, অবাঞ্ছিতভাবে বা অনির্দিষ্টভাবে বহু স্থানে। [ঃ তাকে 'যেখানে-সেখানে' দেখা যায়।]
যেথা, যেথায় — (কবিতায়) যেখানে।
যেন — মতো, সদৃশ। [ঃ রূপে 'যেন' কার্তিক।] বাস্তবে নহে, কল্পনায়। [ঃ 'যেন' স্বর্গে গেছি।] সতর্কীকরণ ইচ্ছা প্রার্থনা অনুরোধ ইত্যাদি বুঝাইতে। [ঃ আনতে 'যেন' ভুলো না; ঃ রোগ 'যেন'

সারে; ঃ আমি 'যেন' দু'টি খেতে পাই।] **যেন-তেন-প্রকারেণ** — যেমন করিয়াই হউক, যে কোনও উপায়ে।

যেমন — যে রকম, যেরূপ। [ঃ 'যেমন' জিনিস, তেমন দাম।] দৃষ্টান্তস্বরূপ, যথা। [ঃ 'যেমন', কালিদাস।] **যেমনই** — যে রকমই, যে প্রকারই। **যেমন তেমন** — আজেবাজে, যে কোনও রকম।

যেমনি, যেম্নি — যেমনই। যেই, যখনই। [ঃ 'যেমনি' বলেছি অমনি চটে গেল।] ঠিক যে রকম।

যেহেতু — যে কারণে, কারণ। [ঃ 'যেহেতু' সে গেল।]

যৈছন — (প্রাচীন কবিতায়) যেমন। যেরূপে, যেভাবে।

যৈছে — (প্রাচীন কবিতায়) যেভাবে, যেরূপে।

যো — সুযোগ, সুবিধা। [ঃ টুঁ শব্দ করিবার 'যো' নাই।] যে, যাহা। [ঃ 'যো' হুকুম।] **যো-হুকুম** — যথা আজ্ঞা। আজ্ঞাপালনকারী চাটুকার। [ঃ 'যো-হুকুমে'র দল।]

যোক্তা — যোজনকর্তা, নিয়োগকর্তা।

যোগ — মিলন, সংযোগ। [ঃ দেহের সহিত মনের 'যোগ'।] সমষ্টি করণ। [ঃ সংখ্যাগুলিকে 'যোগ' কর।] সম্পর্ক, সম্বন্ধ। [ঃ বর্তমান ঘটনার সহিত পূর্বোক্ত ঘটনার 'যোগ' নাই।] প্রয়োগ। [ঃ 'মনোযোগ'।] তিথি নক্ষত্রাদির মিলনের ফলে শুভ লগ্ন। [ঃ অর্ধোদয় 'যোগ'।] ভগবানের সহিত ঐক্য সাধন ও তাহার কলা-কৌশল। [ঃ ভক্তি-'যোগ'।] **যোগ দেওয়া** — সংখ্যাদি সংযুক্ত বা একত্র করা। [ঃ তিনের সঙ্গে চার 'যোগ দিলাম'।] অংশ গ্রহণ করা, সংযুক্ত হওয়া। [ঃ দলে 'যোগ দেওয়া'।]

যোগদান — মিলিত হওয়া, অংশগ্রহণ। [ঃ সভায় 'যোগদান' করা।]

যোগনিদ্রা — প্রলয়কালে সৃষ্টিকর্তার নিদ্রার তুল্য যোগাবস্থা।

যোগনিষ্ঠ — যে নিয়মিতভাবে যোগ সাধনা করে।

যোগবল — যোগ সাধনার দ্বারা লব্ধ শক্তি।

যোগবাশিষ্ঠ — রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠের উপদেশাবলী সংক্রান্ত। [ঃ 'যোগবাশিষ্ঠ' রামায়ণ।]

যোগবাহ — এক শ্রেণীর বর্ণ, অনুস্বার, বিসর্গ।

যোগবাহী — যাহার দ্বারা ঔষধাদির সংযোগ ঘটে, মধু পারদ ইত্যাদি।

যোগভ্রষ্ট — যোগসাধনা হইতে বিচ্যুত। স্ত্রী. — **যোগভ্রষ্টা**।

যোগমায়া — ভগবানের জগৎসৃষ্টিকারিণী শক্তি। দুর্গা।

যোগমার্গ — যোগ-সাধনার পথ, ঈশ্বরলাভের পথ বা উপায়।

যোগরূঢ় — (ব্যাকরণে) যৌগিক কিন্তু রূঢ় বা বিশেষ অর্থসূচক (শব্দ)।

যোগশাস্ত্র — যোগসাধনা সংক্রান্ত শাস্ত্র। পতঞ্জলি-রচিত দর্শনশাস্ত্র।

যোগসাজস — মন্দ কাজের জন্য সহযোগিতা ও চক্রান্ত।

যোগসাধন, যোগসাধনা — সিদ্ধিলাভের জন্য যোগাভ্যাস।

যোগসিদ্ধ — যোগের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এমন।

যোগসিদ্ধি — যোগসাধনার দ্বারা অভীষ্ট লাভ।

যোগাড় — সংগ্রহ। আয়োজন। ব্যবস্থা। [ঃ ডাল-ভাতের 'যোগাড়'।] **যোগাড়-যন্ত্র** — কর্ম সম্পাদন বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবিধ আয়োজন।

যোগাড়ে — যোগাড় করিতে পটু। [ঃ ও 'যোগাড়ে' ছেলে, ওর চাকরি মিলবে।]

যোগান — সরবরাহ। [ঃ 'যোগান' দেওয়া।]

যোগানো — সরবরাহ করা, চাহিদা বা অভাব মেটানো। [ঃ টাকা 'যোগানো'।]

যোগাযোগ — সম্পর্ক, সংযোগ। বিভিন্ন বিষয়ের বা বস্তুর মিলন।

যোগারূঢ় — যোগে নিবিষ্ট। যোগসিদ্ধ।

যোগাসন — যোগসাধনের জন্য উপবেশন।

যোগাসীন — যোগে বসিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **যোগাসীনা**।

যোগিনী — তপস্বিনী, সন্ন্যাসিনী। ভগবতীর ৬৪ সখীর অন্যতমা।

যোগী — যে যোগসাধনা করে। তপস্বী, সন্ন্যাসী।

যোগীন্দ্র, যোগীশ, যোগীশ্বর — যোগিশ্রেষ্ঠ। শিব, মহাদেব।

-যোগে — 'সাহায্যে' বা 'দ্বারা' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ নৌকা-'যোগে'; ডাক-'যোগে'।]

যোগেন্দ্র — ('যোগেশ' দেখ।)

যোগেশ, যোগেশ্বর — বিষ্ণু। মহাদেব।

যোগ্য — উপযুক্ত। নিপুণ। স্ত্রী. — **যোগ্যা**। বি. — **যোগ্যতা**।

যোজক — যে বা যাহা যোগ করে। দুই বৃহৎ ভূভাগকে সংযুক্ত করে এমন সংকীর্ণ ভূভাগ।

যোজন — ('যোজনা' দেখ।)

যোজন — চার ক্রোশ।

যোজনগন্ধা — ব্যাসদেবের মাতা, সত্যবতী, মৎস্যগন্ধা।

যোজনা — সংযুক্ত করণ, একত্র করণ। বি. — **যোজিত**।

যোজনীয় — সংযুক্ত করণের যোগ্য।

যোজয়িতা — সংযোগকারী, যোজনাকারী।

যোটক — রাশি গ্রহ গণ ইত্যাদি অনুসারে বর ও কনের উপযুক্ততা বা মিল। [ঃ রাজ-'যোটক'।]

যোদ্ধা — যে যুদ্ধ করে, যুদ্ধকারী।

যোদ্ধৃবেশ — যোদ্ধার পোশাক।

যোধ — যোদ্ধা। যুদ্ধ।

যোধন — যুদ্ধ। যোদ্ধা। যুদ্ধের অস্ত্র।

যোনি — স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়। উৎপত্তিস্থান। [ঃ পদ্ম-'যোনি'।] জন্ম, জাতি। [ঃ দেব-'যোনি'।]

যোয়ান — একরকম মসলা, যবানিকা।

যোষিৎ — নারী।

যৌক্তিক — যুক্তিপূর্ণ। যুক্তি সংক্রান্ত।

যৌগিক — (বিজ্ঞানে) একাধিক মৌল উপাদানের সংযোগে উৎপন্ন। (ব্যাকরণে) প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। যোগ সংক্রান্ত।

যৌতুক — বিবাহ ইত্যাদিতে দেয় অর্থ বা উপহার।

যৌথ — যুক্ত, মিলিত। [ঃ 'যৌথ' কারবার।]

যৌন — যোনি সংক্রান্ত। স্ত্রীপুরুষের কাম বা সহবাস সংক্রান্ত।

যৌবন — যুবার অবস্থা, তারুণ্য।

যৌবনকণ্টক — বয়সফোড়া।

যৌবনবতী — যৌবন আছে এমন (স্ত্রী)।

যৌবনভার — যৌবন বিকাশলাভ করায় দেহের পূর্ণ গঠন ও সৌন্দর্য।

যৌবনশোভা, যৌবনশ্রী — যৌবনের সৌন্দর্য।

যৌবনসুলভ — যৌবনের উপযুক্ত।

যৌবনাশ্ব — যুবনাশ্বের পুত্র, মান্ধাতা।

যৌবরাজ্য — যুবরাজের পদ বা অবস্থা।

র

রইরই — ('রৈ রৈ' দেখ।)

রওনা — ('রওয়ানা' দেখ।)

রওয়া — রহা, থাকা।

রওয়ানা — যাত্রা, যাত্রা শুরু। যাত্রা শুরু করিয়াছে এমন। [ঃ আমরা 'রওয়ানা' হলাম; ঃ ওদের 'রওয়ানা' ক'রে দিলাম।] প্রেরিত।

রং — বর্ণ। বর্ণ পরিবর্তন বা বর্ণময় করিবার জন্য ব্যবহার্য জিনিস, রঞ্জক দ্রব্য। [ঃ 'রং' লাগানো।] বর্ণ ও চিহ্ন অনুসারে তাসের শ্রেণী। [ঃ হরতন 'রংয়ের' বিবি।] ঐ শ্রেণীগুলি হইতে নির্বাচিত একটি যাহা দিয়া তুরুপ করা যায়। [ঃএবার 'রং' হয়েছে হরতন।] রঙ্গ, তামাসা, পরিহাস। মশগুল ভাব, নেশা। [ঃলোকটা 'রংয়ে' আছে।] মনে বিচিত্র ভাব বা ভালোবাসার সূচনা। [ঃ মনে 'রং' লেগেছে।] **রং উঠা, রং ওঠা** — রং নষ্ট বা বিকৃত হইয়া যাওয়া। **রং করা** — রং লাগানো। **রং-কানা** — ঠিকমতো রং চিনিতে পারে না এমন। **রং খোলা** — রংয়ের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাওয়া। **রং-গোলা** — রঙের সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে এমন। **রং গোলানো** — জল ইত্যাদির সহিত রঞ্জকদ্রব্য মিশ্রিত করা। **রং চটা** — রং বিকৃত হওয়া। **রং-চটা** — যাহার রং বিকৃত বা নষ্ট হইয়াছে এমন। **রং চড়ানো** — রংয়ের প্রলেপ দেওয়া। **রং তোলা** — রং উঠাইয়া ফেলা। **রং দেওয়া** — রং করা, রং লাগানো। **রং ধরা** — রং ঠিকমতো লাগিয়া থাকা। পাক ধরা, পাকিতে শুরু করা। মনে ভালোবাসা ইত্যাদির সূচনা হওয়া। **রং ধরানো** — লাগিয়া থাকিবার উপযুক্ত করিয়া রং লাগানো। মনে বৈচিত্র্য বা ভালোবাসার উদ্রেক করা। **রং ফলানো** — উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত করা। অতিরঞ্জিত করা, বাড়াইয়া বলা, বাড়াইয়া বর্ণনা করা। **রং ফিরা, রং ফেরা** — রং উজ্জ্বল হওয়া। [ঃ গায়ের 'রং' ফিরেছে।] **রং ফেরানো** — রং করা। **কাঁচা রং** — সহজে উঠিয়া যায় এমন রং। **পাকা রং** — সহজে উঠে না এমন রং।

রংচং — নানারকম রং, বিচিত্র বর্ণ।

রংচঙা, রংচঙে — নানারকম রংবিশিষ্ট, বিচিত্রবর্ণ।

রংদার — মজাদার, আমুদে। রঙিন।

রং-বেরং — নানারকম রং। [ঃ 'রং-বেরং'য়ের ঘুড়ি।] নানারকম রংবিশিষ্ট।

রংমহল — আনন্দ করিবার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ, প্রমোদগৃহ।

রংমশাল — নানা রংয়ের আলো হয় এমন একরকম মশাল জাতীয় আতশবাজি।

রংরেজ — যে কাপড় ইত্যাদিতে রং করে।

রংরুট — (প্রচলিত নয়) সামরিক বিভাগ ইত্যাদিতে ভর্তি করিবার জন্য লোক, 'রিক্রুট'।

রক — ('রোয়াক' দেখ।)

রকবাজি — রকে বসিয়া ঠাট্টা-তামাসা ইত্যাদি।

রকম — প্রকার, ধরন। [ঃ নানা-'রকম'।] ঢং, ভঙ্গী। [ঃ লোকটার 'রকম' দেখ।] **রকম রকম** — নানারকম, বিভিন্ন প্রকারের। **রকম-সকম** — ভাবভঙ্গী।

রকমফের — একই জিনিসের অন্তর রূপ।

রকমারি — নানারকম। [ঃ 'রকমারি' জিনিস।]

রকেট — (হাউই।) একপ্রকার অতি-দ্রুতগামী বিস্ফোরক আগ্নেয়াস্ত্র। এক-প্রকার দ্রুতগামী বিমান।

রক্ত — জীবদেহের একপ্রকার তরল পদার্থ, শোণিত, রুধির। রক্তের মতো রং, লাল, রাঙা। **নীল রক্ত** — আভিজাত পরিবারে জন্মের ফলে স্বভাব ইত্যাদি। **রক্তের দোষ** — জন্মগত স্বভাবের ত্রুটি।

রক্তক — লাল কাপড়। রক্ত, শোণিত।
রক্তকমল — লালপদ্ম, কোকনদ।
রক্তক্ষয় — রক্তপাত। **রক্তক্ষয়ী** — যাহাতে প্রচুর রক্তপাত ঘটে এমন। [ঃ 'রক্তক্ষয়ী' সংগ্রাম।]
রক্তগঙ্গা — রক্তস্রোত।
রক্তগত — জন্মগত।
রক্তচক্ষু — লাল চোখ। যাহার চোখ লাল। ক্রোধপ্রকাশক দৃষ্টি। **রক্তচক্ষু দেখানো বা প্রদর্শন করা** — ক্রোধ প্রকাশের জন্য চোখ লাল করা, চোখ রাঙানো।
রক্তচন্দন — পূজা ইত্যাদিতে ব্যবহার্য লাল রঙের একরকম কাঠ।
রক্তজবা — লাল রঙের একরকম জবাফুল, রাঙা জবা।
রক্তজিহ্ব — যাহার জিব লাল বা রক্তমাখা।
রক্তদন্তী — যাহার (স্ত্রী) দাঁত রক্তমাখা, ভগবতীর এক রূপ।
রক্তদুষ্টি — রক্ত দূষিত হওয়া, দেহস্থ রক্তের বিকার।
রক্তদোষ — ('রক্তদুষ্টি' দেখ।)
রক্তনেত্র — ('রক্তচক্ষু' দেখ।)
রক্তপ — যে রক্ত পান করে, রক্তপায়ী।
রক্তপাত — দেহ হইতে রক্ত বাহির হওয়া, রক্তপড়া, শোণিতক্ষরণ, রক্তমোক্ষণ।
রক্তপায়ী — রক্তপানকারী, যে রক্ত পান করে। স্ত্রী. — **রক্তপায়িনী**।
রক্তপিত্ত — একরকম রোগ যাহাতে রোগী রক্ত বমি করে।
রক্তপিপাসা — রক্তপান করিবার ইচ্ছা। হত্যা বা রক্তপাত করিবার ইচ্ছা।
রক্তপিপাসু — রক্তপান বা রক্তপাত করিতে ইচ্ছুক।
রক্তবর্ণ — লাল রঙের। লাল রঙ।
রক্তবাহী — যাহার মধ্য দিয়া রক্তস্রোত চলে এমন। [ঃ 'রক্তবাহী' শিরা-উপশিরা।]
রক্তবীজ — পুরাণে বর্ণিত অসুর যাহার একবিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলে তাহা হইতে আর একটি ঐরূপ অসুর জন্মগ্রহণ করিত।
রক্তমোক্ষণ — চিকিৎসার জন্য শিরা বা ধমনী কাটিয়া রক্ত বাহির করণ। রক্তস্রাব।
রক্তলোচন — ('রক্তচক্ষু' দেখ।)
রক্তশোষক — যে রক্ত চুষিয়া লয়। অতিশয় নিষ্ঠুর শোষক।
রক্তশোষণ — রক্ত চুষিয়া গ্রহণ, শোণিতশোষণ। অতীব নিষ্ঠুর শোষণ।
রক্তস্রাব — শরীর হইতে প্রচুর রক্ত নিঃসরণ, রক্তমোক্ষণ, রক্তক্ষরণ।
রক্তস্রোত — রক্তের ধারা, রক্তের প্রবাহ।
রক্তাক্ষর — রক্ত দিয়া লিখিত অক্ষর। [ঃ 'রক্তাক্ষরে' লেখা।]
রক্তাক্ত — রক্তমাখা।
রক্তাতিসার — রক্ত আমাশয় রোগ।
রক্তাভ — ঈষৎ লাল। লাল।
রক্তাম্বর — লাল কাপড়। [ঃ পরিধানে 'রক্তাম্বর'।] যাহার পরনে লাল কাপড়। [ঃ কে সেই 'রক্তাম্বর' পুরুষ?]
রক্তারক্তি — পরস্পরের রক্তপাত। প্রচুর রক্তপাত। প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়াছে এমন। [ঃ 'রক্তারক্তি' কাণ্ড।]
রক্তিম — লাল। লালচে।
রক্তিমা — লাল রঙ, রক্তবর্ণতা। ঈষৎ লাল রঙ, ঈষৎ রক্তবর্ণতা।
রক্তোৎপল — লাল পদ্ম, কোকনদ।
রক্তোপল — লাল পাথর। গিরিমাটি।
রক্ষ — (কবিতায়) রক্ষা কর।
রক্ষ, রক্ষঃ — রাক্ষস।
রক্ষক — বিপদ হইতে যে রক্ষা করে। যে রাখে। স্ত্রী. — **রক্ষিকা**।
রক্ষণ — রক্ষা করণ। তত্ত্বাবধান, পালন।
রক্ষণাবেক্ষণ — সতর্কতার সহিত রক্ষা

করণ। দেখাশোনা, তত্ত্বাবধান।
রক্ষণীয় — রক্ষণের বা রক্ষা করিবার যোগ্য। স্ত্রী. — **রক্ষণীয়া**।
রক্ষা — ত্রাণ, নিস্তার, রেহাই, বিপদের হাত হইতে মুক্তি। পালন, অলংঘন। [ঃ প্রতিজ্ঞা 'রক্ষা'; ঃ প্রতিশ্রুতি 'রক্ষা'।]
রক্ষা — (কবিতায়) রক্ষা করা। [ঃ কে 'রক্ষিবে' তোরে?]
রক্ষাকবচ — মন্ত্রপূত কবচ যাহা থাকিলে সকল বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় মনে করা হয়।
রক্ষাকালী — মড়কাদি নিবারণের জন্য পূজিতা কালীমূর্তি।
রক্ষিত — রাখা হইয়াছে এমন। [ঃ 'রক্ষিত' দ্রব্য।] বিপদ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে এমন। পালিত, আশ্রিত। স্ত্রী. — **রক্ষিতা**।
রক্ষিত — হিন্দুর পদবীবিশেষ।
রক্ষিতা — আশ্রিতা, উপপত্নী।
রক্ষী — প্রহরী। স্ত্রী. — **রক্ষিণী**।
রক্ষোনাথ, রক্ষোরাজ — রাক্ষসদের রাজা।
রক্ষ্য — রক্ষা করিবার যোগ্য, রক্ষা করিতে হইবে এমন।
রগ — কপালের দুই পাশ। শিরা। স্নায়ু।
রগচটা — যে সহজে চটে, কোপনস্বভাব।
রগড় — মজা, কৌতুক।
রগড়ানো — ঘষা, মর্দন করা।
রগরগ — অতিশয় ঔজ্জ্বল্য সূচক অনুকার।
রগরগে — রগরগ করে এমন, অতিশয় উজ্জ্বল, টকটকে।
রঘু — সূর্যবংশের বিখ্যাত রাজা, দশরথের পিতামহ।
রঘুকুল — রঘুর বংশ, রামচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
রঘুকুলতিলক — রঘুবংশের গৌরববর্ধনকারী, রামচন্দ্র।
রঘুনন্দন — রঘুবংশীয়গণের আনন্দবর্ধনকারী, রামচন্দ্র।
রঘুনাথ, রঘুপতি — রঘুবংশীয়দের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি, রামচন্দ্র।
রঘুবংশ — ('রঘুকুল' দেখ।)
রঘুবর, রঘুমণি, রঘুশ্রেষ্ঠ — রঘুবংশীয়দের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, রামচন্দ্র।
রঙ — ('রং' দেখ।)
রঙচঙ, রঙচঙে — ('রংচং' ও 'রংচঙে' দেখ।)
রঙদার — ('রংদার' দেখ।)
রঙমহল — ('রংমহল' দেখ।)
রঙানো — রং করা, রঙে ছোপানো। রং করা হইয়াছে এমন। রং করণ।
রঙিন, রঙীন — বর্ণময়, সাদা ছাড়া অন্য রং আছে এমন। [ঃ 'রঙিন' ফুল।]
রঙ্গ — মজা, কৌতুক, ঠাট্টাতামাসা। নাট্য, নৃত্যগীত অভিনয়াদি। [ঃ 'রঙ্গালয়'।] মল্ল বা ব্যায়াম ইত্যাদি প্রদর্শন বা প্রদর্শনের স্থান। [ঃ মল্ল-'রঙ্গ'।] রং, বর্ণ।
রঙ্গন — একরকম ফুল ও তাহার গাছ।
রঙ্গপ্রিয় — কৌতুকপ্রিয়, আমুদে। বি — **রঙ্গপ্রিয়তা**।
রঙ্গভঙ্গ — কৌতুকজনক ভাবভঙ্গী।
রঙ্গভূমি — রঙ্গমঞ্চ, থিয়েটার। তামাসা ইত্যাদি দেখাইবার জায়গা।
রঙ্গমঞ্চ — থিয়েটার, নাট্যশালা।
রঙ্গরস — কৌতুক-পরিহাস।
রঙ্গশালা — নাটশালা, থিয়েটার।
রঙ্গস্থল — তামাসা মল্ল ইত্যাদি দেখাইবার জায়গা।
রঙ্গানো — ('রঙানো' দেখ।)
রঙ্গালয় — নাট্যশালা, থিয়েটার।
রঙ্গিণী — মত্তা। [ঃ রণ-'রঙ্গিণী'।] রঙ্গপ্রিয়া, আমোদপ্রিয়া।

রঙ্গিন — ('রঙিন' দেখ।)

রঙ্গিলা — রঙ্গকারী, আমুদে, ফুর্তিবাজ। রঙিন।

রঙ্গীন্, রঙ্গীলা — ('রঙিন' ও 'রঙ্গিলা' দেখ।)

রচক — রচয়িতা, রচনাকারী।

রচন, রচনা — রচিত করণ, নির্মাণ, প্রণয়ন। [ঃ মূর্তি-'রচনা'; ঃ পুস্তক 'রচনা'।] বিন্যাস, সাজানো। [ঃ কবরী 'রচনা'।] গাঁথা, গ্রন্থন। [ঃ মাল্য 'রচনা'।] প্রবন্ধ। [ঃ 'রচনা' লেখা।] প্রণীত পুস্তকাদি। [ঃ রবীন্দ্র-'রচনাবলী'।]

রচনাবলী — রচিত গ্রন্থাদি। ঐ গ্রন্থাদির সংকলন। [ঃ রবীন্দ্র-'রচনাবলী'।]

রচনীয় — রচনার যোগ্য।

রচয়িতা — রচনাকারী। স্ত্রী. — **রচয়িত্রী**।

রচা — (প্রায় পদ্যে) রচনা করা।

রচিত — রচনা করা হইয়াছে এমন, নির্মিত, প্রণীত, বিন্যস্ত, সজ্জিত, গ্রথিত।

রজ, রজঃ — ধূলি। পরাগ। ঋতুস্রাব। (হিন্দু দর্শনে) প্রকৃতির গুণ বিশেষ, রজোগুণ।

রজক — ধোপা। স্ত্রী. — **রজকী, রজকিনী**।

রজত — রৌপ্য।

রজতগিরি — কৈলাস পর্বত।

রজতধবল, রজতশুভ্র — রুপার মতো সাদা।

রজন — চির গাছ হইতে প্রাপ্ত একরকম শুষ্ক নির্যাস।

রজনী — রাত্রি।

রজনীকান্ত — চাঁদ।

রজনীগন্ধা — একরকম সুগন্ধ ফুল ও তাহার তৃণজাতীয় গাছ।

রজস্বলা — ঋতুমতী।

রজোগুণ — হিন্দু দর্শনে বর্ণিত প্রকৃতির গুণবিশেষ।

রজোদর্শন — প্রথম ঋতুদর্শন।

রজ্জু — দড়ি, রশি।

রঞ্জক — যে রং করে। যাহা দিয়া রং করা যায়। [ঃ 'রঞ্জক'-দ্রব্য।] প্রীতিসম্পাদনকারী। [ঃ প্রজা-'রঞ্জক'।] বারুদ। [ঃ দিয়াশলাইয়ের 'রঞ্জক'।]

রঞ্জকঘর — প্রাচীন কামান ইত্যাদিতে অগ্নি-সংযোগের উপযোগী ছিদ্র।

রঞ্জন — রং করণ, রাঙানো। প্রীতিসম্পাদন। [ঃ প্রজা-'রঞ্জন'; ঃ 'মনোরঞ্জন'।] প্রীতিকর। [ঃ নয়ন-'রঞ্জন'।]

রঞ্জনী — রঞ্জনদ্রব্য। রঞ্জনকারিণী।

রঞ্জনরশ্মি — বৈজ্ঞানিক রন্‌ৎসেন কর্তৃক আবিষ্কৃত রশ্মি।

রঞ্জা — (কবিতায়) রঞ্জিত বা রঞ্জন করা।

রঞ্জিকা — প্রীতিদায়িনী, রঞ্জনকারিণী।

রঞ্জিত — রং করা হইয়াছে এমন। প্রীতি সম্পাদন করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **রঞ্জিতা**।

রঞ্জিনী — ('রঞ্জনী' দেখ।)

রটনা — (নিন্দায়) প্রচার।

রটন্তী — মাঘ-কৃষ্ণ-চতুর্দশী।

রটা — (নিন্দায়) প্রচারিত হওয়া।

রটানিয়া, রটানে — যে রটাইতে ভালোবাসে। স্ত্রী. — **রটানী**।

রটানো — (নিন্দায়) প্রচার করা।

রটিত — (নিন্দায়) প্রচারিত।

রড় — (প্রাচীন কবিতায়) দৌড়, পলায়ন।

রণ — যুদ্ধ, সমর, সংগ্রাম।

রণকৌশল — যুদ্ধের কৌশল।

রণক্ষেত্র — যেখানে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধের জায়গা, যুদ্ধক্ষেত্র।

রণজয় — যুদ্ধে জয়লাভ।

রণজয়ী — যুদ্ধে জয়লাভ করে বা করিয়াছে এমন।

রণজিৎ — যে যুদ্ধে জয়লাভ করে।

রণতরী — যুদ্ধজাহাজ।

রণৎকার — ঝনৎকার, ঝনঝন শব্দ।
রণন — শব্দকরণ। শব্দের ঝংকার।
রণনিপুণ — যুদ্ধে নিপুণ। স্ত্রী. — **রণনিপুণা**।
রণনৈপুণ্য — যুদ্ধবিষয়ে দক্ষতা।
রণবাদ্য — যুদ্ধের বাজনা।
রণবেশ — রণসজ্জা, যুদ্ধের সজ্জা।
রণভূমি — রণক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র।
রণভেরী — যুদ্ধের সময়ে বাজাইবার ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।
রণমত্ত — যুদ্ধে মাতিয়াছে এমন, যুদ্ধমত্ত। স্ত্রী. — **রণমত্তা**।
রণমাতঙ্গ — যুদ্ধের হাতী।
রণযাত্রা — যুদ্ধে গমন, যুদ্ধযাত্রা।
রণযাত্রী — যে যুদ্ধে যাইতেছে। স্ত্রী. — **রণযাত্রিণী**।
রণরঙ্গ — যুদ্ধ করিবার আনন্দ, সমরমত্ততা।
রণরঙ্গিণী — যুদ্ধে মাতিয়াছে এমন (স্ত্রী)।
রণরণি — (কবিতায়) ঝনৎকার, ঝনঝন শব্দ।
রণসজ্জা — যুদ্ধের সাজ, যুদ্ধের বেশ।
রণস্থল — যুদ্ধের স্থান, যুদ্ধক্ষেত্র, রণক্ষেত্র।
রণাঙ্গন — যুদ্ধক্ষেত্র, রণভূমি।
রণ্ড — নিষ্ফল, বন্ধ্য। ধূর্ত।
রণ্ডা — বন্ধ্যা। বিধবা, রাঁড়। বেশ্যা।
রত — নিযুক্ত। আসক্ত। রতি, মৈথুন। স্ত্রী. — **রতা**।
রতন — (প্রায় কবিতায়) রত্ন।
রতি — মদনের স্ত্রী। মৈথুন। আসক্তি। অনুরাগ।
রতি — এক কুঁচের ওজন, এক তোলার ৯৬ ভাগের ১ ভাগ।
রত্তি — রতি, অত্যল্প পরিমাণ। **একরত্তি** — খুব অল্প। খুব ছোট। [ঃ 'একরত্তি' মেয়ে।]
রত্ন — মূল্যবান্ প্রস্তরাদি, মণিমুক্তা ইত্যাদি। 'অতিশয় স্নেহের' বা 'শ্রেষ্ঠ' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পুত্র-'রত্ন'; ঃ কবি-'রত্ন'।]
রত্নখচিত — মণিমাণিক্য-বসানো, রত্নশোভিত।
রত্নগর্ভ — যাহার ভিতরে রত্ন আছে। সমুদ্র।
রত্নগর্ভা — যাহার (স্ত্রী) ভিতরে রত্ন আছে। পৃথিবী। রত্নপ্রসবিনী।
রত্নজীবী — জহুরী, মণিকার, রত্নব্যবসায়ী।
রত্নপ্রসবিত্রী, রত্নপ্রসবিনী, রত্নপ্রসূ — রত্নতুল্য সুসন্তানের জননী।
রত্নবণিক, রত্নব্যবসায়ী — যে রত্নের ব্যবসায় করে, জহুরী, মণিকার।
রত্নময় — রত্নে পূর্ণ। রত্নখচিত। স্ত্রী. — **রত্নময়ী**।
রত্নসিংহাসন — রত্নখচিত সিংহাসন।
রত্নাকর — রত্নের খনি, সমুদ্র। বাল্মীকির প্রথম জীবনের নাম।
রত্নাবলী — রত্নসমূহ। রত্নহার। শ্রীহর্ষ-রচিত সংস্কৃত নাটিকা।
রত্নাভরণ — রত্নখচিত অলংকার, জড়োয়ার গহনা।
রত্নালংকার, রত্নালঙ্কার — ('রত্নাভরণ' দেখ।)
রথ — প্রাচীন কালের চক্রযুক্ত যান। রথযাত্রার উৎসব। [ঃ 'রথ' দেখা কলা বেচা।]
রথযাত্রা — রথে বাহিত দেবমূর্তি বিশেষতঃ জগন্নাথ সংক্রান্ত উৎসব বিশেষ।
রথাঙ্গ — রথের অংশ, চক্র ধ্বজ দণ্ড প্রভৃতি।
রথারূঢ় — রথে চড়িয়াছে এমন, রথে

আসীন। স্ত্রী. — **রথারূঢ়া।**

রথারোহী — যে রথে আরোহণ করে বা করিয়াছে।

রথী — রথারোহী যোদ্ধা।

রদ — রহিত, বাতিল, খারিজ। [ঃ আইন 'রদ' করা।]

রদ, রদন — দাঁত।

রদবদল — রহিতকরণ ও পরিবর্তন।

রদী, রদ্দী — বাতিল করা হইয়াছে এমন, বাজে, নিকৃষ্ট। [ঃ 'রদ্দী' মাল।]

রনপা — বাঁশ ইত্যাদির খুঁটি যাহাতে পা রাখিয়া দ্রুত হাঁটা যায়।

রন্ধন — রান্না, পাক।

রন্ধনগৃহ, রন্ধনশালা — রাঁধিবার ঘর, রান্নাঘর, হেঁসেল।

রন্ধিত — রন্ধন করা হইয়াছে এমন, রাঁধা।

রন্ধ্র — ছিদ্র, গর্ত। ত্রুটি, দোষ। (হিন্দু জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান, মারাত্মক স্থান। [ঃ 'রন্ধ্র'-গত শনি।]

রপ্ত — অভ্যস্ত। [ঃ 'রপ্ত' করা; ঃ 'রপ্ত' হওয়া।] **রপ্তে রপ্তে** — অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ।

রপ্তানি — বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য অন্যত্র বা বিদেশে প্রেরণ। (তুঃ আমদানি।)

র-ফলা — যুক্তবর্ণে 'র' যোগ সূচক চিহ্ন।

রফা — নিষ্পত্তি, মিটমাট, আপস। [ঃ 'রফা' করা।] শেষ, নাশ। [ঃ দফা 'রফা' করা।]

রব — শব্দ, ধ্বনি।

রবাব — বীণা জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র।

রবার — একরকম গাছের নির্যাস হইতে প্রস্তুত স্থিতিস্থাপক বস্তু।

রবাহূত — অনিমন্ত্রিতভাবে আগত, রব শুনিয়া আসিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **রবাহূতা।**

রবি — সূর্য। (সংক্ষেপে) রবিবার।

রবিখন্দ — বসন্তকালীন শস্য, গম যব ইত্যাদি।

রবিবার — সপ্তাহের প্রথম দিন।

রবিবাসর — রবিবার।

রবিশস্য — ('রবিখন্দ' দেখ।)

রভস — বেগ, প্রাবল্য, বেগপূর্ণ গতি। আনন্দ, হর্ষ। কেলি।

রম — রমণীয়। মদন।

রম — একরকম মদ্য।

রমজান — মুসলমানী সনের নবম মাস, রোজা পালনের মাস।

রমণ — মৈথুন। কেলি, বিহার। প্রেমিক, স্বামী। [ঃ রাধিকা-'রমণ'।]

রমণী — নারী, স্ত্রীলোক। স্ত্রী।

রমণীমোহন — যে স্ত্রীলোকের মনোহরণ করিতে পারে বা করে। শ্রীকৃষ্ণ।

রমণীয় — সুন্দর, মনোহর, রম্য। বি. — **রমণীয়তা।**

রমণীরত্ন — স্ত্রীলোকদের মধ্যে রত্নতুল্যা, শ্রেষ্ঠা নারী।

রমা — লক্ষ্মী। প্রিয়া।

রমাকান্ত, রমানাথ, রমাপতি — **লক্ষ্মীর** স্বামী, বিষ্ণু।

রমিত — শোভিত। রমণ করা হইয়াছে এমন, কৃতমৈথুন।

রমেন্দ্র, রমেশ — রমার স্বামী, বিষ্ণু।

রম্ভা — কদলী। জনৈকা অপ্সরার নাম।

রম্ভোরু — যাহার উরু কলাগাছের মতো সুগঠিত এমন।

রম্য — মনোহর, সুন্দর, রমণীয়। স্ত্রী. — **রম্যা।** বি. — **রম্যতা।**

রয়নি — (প্রাচীন কবিতায়) রজনী।

রয়েলটি — গ্রন্থাদির উপস্বত্ব ভোগের অধিকার পাইবার জন্য দেয় অর্থ।

রলা — শাল ইত্যাদি গাছের সরু গুঁড়ি।

রশনা — মেখলা, কটিভূষণ। [ঃ ললিত

নৃত্যে বাজুক স্বর্ণ-'রশনা'।]
রশা — মোটা রশি, কাছি।
রশি — দড়ি, রজ্জু।
রশুন — ('রসুন' দেখ।)
রশ্মি — কিরণ, বিচ্ছুরিত আলোক। লাগাম। দড়ি, রজ্জু।
রস — দ্রব বা গলিত বস্তু, নির্যাস। [ঃ চিনির 'রস'।] নিংড়ানোর ফলে প্রাপ্ত জলীয় অংশ। [ঃ ফলের 'রস'।] গলিত বা নিঃসৃত হইয়াছে এমন জলীয় অংশ। [ঃ খেজুর-'রস'।] আনন্দময় অনুভূতি। সাহিত্য বা শিল্পাদির বিভিন্নরূপ অনুভূতি সৃজনকারী গুণ। [ঃ শৃঙ্গার 'রস'; ঃ 'রস'-সৃষ্টি।] আনন্দ, ভোগসুখ, আস্বাদ। [ঃ একবার যে এর 'রস' পেয়েছে—।] কৌতুক। [ঃ 'রস'-রচনা।] কৌতুক বা রঙ্গ করিবার মতো মনোভাব। [ঃ খুব যে 'রস' হয়েছে।] পারদ। [ঃ 'রস'-কর্পূর।] শ্লেষ্মা। শরীরে শ্লেষ্মাদির আধিক্য।
রসকরা — চিনির রসে পাক-করা নারিকেলের নাড়ু।
রসকর্পূর — পারদঘটিত একরকম ঔষধ।
রসকলি — বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদের একরকম তিলক।
রসকষ — সামান্যমাত্র রসও, রসের লেশ। [ঃ কথায় 'রসকষ' নাই।]
রসগর্ভ — রসপূর্ণ, রসাত্মক।
রসগোল্লা — চিনির রসে পাক-করা ছানার একরকম গোলাকার মিষ্টান্ন।
রসঘন — রসে পূর্ণ, রসনিবিড়।
রসজ্ঞ — যে রসগ্রহণ করিতে জানে, রসিক, সমঝদার।
রসজ্ঞান — রসগ্রহণের সামর্থ্য, রসবোধ।
রসদ — সৈন্য ইত্যাদির খাদ্য। খাদ্য।
রসন — স্বাদগ্রহণ, আস্বাদন। [ঃ 'রসনেন্দ্রিয়'।]
রসনা — জিহ্বা।
রসনা — ('রশনা' দেখ।)
রসনেন্দ্রিয় — রসনা, জিহ্বা।
রসবড়া — গুড় ও চিনির রসে পাক-করা দালের বড়া।
রসবতী — রসিকা, কৌতুকপ্রিয়া।
রসবেত্তা — ('রসজ্ঞ' দেখ।)
রসবোধ — ('রসজ্ঞান' দেখ।)
রসভঙ্গ — রসের উপভোগে আকস্মিক ছেদ বা বাধা সৃষ্টি। [ঃ 'রসভঙ্গ' হ'ল; ঃ 'রসভঙ্গ' করলে।]
রসময় — রসে ভরা, রসপূর্ণ। রসিক স্ত্রী. — **রসময়ী**। বি. — **রসময়তা**।
রসময় — শ্রীকৃষ্ণ।
রসময়ী — রাধিকা।
রসমরা — শুষ্ক, জলীয় অংশ হ্রাস বা দূর হইয়াছে এমন।
রসরঙ্গ — কৌতুকপূর্ণ আমোদ-আহ্লাদ, রঙ্গরস।
রসরচনা — কৌতুকপূর্ণ রচনা, হাসির গল্প ইত্যাদি।
রসরাজ — রসিকশ্রেষ্ঠ। পারদ।
রসলদার — অশ্বারোহী সৈন্যদলের সর্দার।
রসসিন্দুর — পারদজাত একরকম ঔষধ।
রসস্থ — (শরীর) শ্লেষ্মাদির বৃদ্ধির ফলে ভারাক্রান্ত।
রসা — রসযুক্ত হওয়া, আর্দ্র হওয়া। অল্প পচা। প্রচুর রস আছে এমন। [ঃ 'রসা' কাঁঠাল।] ঈষৎ পচিয়াছে এমন। ঝোলের তরল অংশ, যূষ।
রসাঞ্জন — একরকম খনিজ বস্তু। সুর্মা।
রসাতল — পুরাণে বর্ণিত ষষ্ঠ পাতাল।
রসাতলে যাওয়া — অধঃপাতে যাওয়া, গোল্লায় যাওয়া। বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া।

রসাত্মক — রসপূর্ণ, সরস।
রসাধিক্য — (শরীরে) শ্লেষ্মার বৃদ্ধি, কফের প্রকোপ।
রসান — স্বর্ণাদি উজ্জ্বল করিবার পালিশ বা শান। [ঃ 'রসান' দেওয়া।]
রসানো — রসযুক্ত করা, আর্দ্র করা। চিত্ত-গ্রাহী বা কৌতুকপূর্ণ করা। [ঃ 'রসিয়ে' বলা।]
রসাভাস — অনুচিত বিষয়ে সৃষ্ট রস, শিষ্টজনের অযোগ্য রস, নীচ রস।
রসায়ন — বস্তুর উপাদান ধর্ম ও সম্বন্ধ বিষয়ক বিদ্যা, 'কেমিস্ট্রি'। জরা ও রোগ নাশ করিয়া আয়ু বৃদ্ধি করে এমন ঔষধ।
রসাল — রসযুক্ত, সরস। রসিকতাপূর্ণ। আম।
রসালাপ — রসিকতাপূর্ণ কথোপকথন।
রসাস্বাদন — রসের স্বাদগ্রহণ।
রসাস্বাদ — রসের স্বাদ। রসের স্বাদগ্রহণ।
রসিক — রসজ্ঞ, যার রসবোধ আছে, সমঝদার। [ঃ 'রসিক' লোক।] মজা বা কৌতুক করিতে পটু। রসসৃষ্টিতে নিপুণ ব্যক্তি। [ঃ হাস্য-'রসিক'।]
রসিকতা — কৌতুক, রঙ্গরস। [ঃ 'রসিকতা' করা।]
রসিদ — প্রাপ্তিস্বীকার সূচক পত্র।
রসিয়া — (প্রাচীন কবিতায়) রসিক।
রসুই — রন্ধন।
রসুইঘর — পাকশালা, রান্নাঘর।
রসুন, রসূন — পিঁয়াজজাতীয় একরকম সাদা রঙের উগ্রগন্ধ কন্দ।
রসুয়ে — যে রসুই করে এমন, পাচক। [ঃ 'রসুয়ে' বামুন।]
রসুল — ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর।
রসেন্দ্র — পারদ।
র'সো — থামো, অপেক্ষা কর।
রহমত — দয়া, করুণা। [ঃ খোদার 'রহমত'।]
রহমান — করুণাময়।
রহসি — (প্রাচীন কবিতায়) নির্জনে।
রহস্য — গূঢ় বা গুপ্ত তত্ত্ব, দুর্জ্ঞেয় বিষয়। [ঃ 'রহস্য' উদ্ঘাটন করা।] রসিকতা, কৌতুক। [ঃ 'রহস্য' করা।]
রহস্যভেদ — গোপনীয় তথ্য বা বিষয় উদ্ঘাটন।
রহস্যময় — দুর্বোধ, দুর্জ্ঞেয়। হেঁয়ালিতে পূর্ণ। স্ত্রী. — **রহস্যময়ী**। বি. — **রহস্যময়তা**।
রহস্যালাপ — গোপনে আলাপ। রসিকতা-পূর্ণ আলাপ।
রহা — থাকা। [ঃ সময় 'রহিতে'; ঃ এখানে 'রহিব'।] থামা, সবুর করা। [ঃ 'রহ' ক্ষণকাল।] **রহিয়া-বসিয়া** — ধীরে ধীরে, সবুর করিয়া।
রহিত — বর্জিত, বিহীন। [ঃ কাণ্ডজ্ঞান-'রহিত'।] রদ, বাতিল।
রহিম — করুণাময়, ঈশ্বর।
রা — শব্দ, সাড়া। [ঃ মুখে 'রা' নাই।] **রা করা, রা কাড়া** — সাড়া দেওয়া, শব্দ করা।
রাই — একরকম সরিষা।
রাই — রাধিকা।
রাইফেল — একজাতীয় দূর পাল্লার বন্দুক।
রাউন্ড — গুলীবর্ষণের দফা। [ঃ দুই 'রাউন্ড' গুলী ছোঁড়া।] ঘুরিয়া পাহারা দেওয়ার কাজ, রোঁদ। [ঃ আমি তখন 'রাউন্ডে' ছিলাম।]
রাউত — রাজপুত্র। অশ্বারোহী সৈন্য। পদবী বিশেষ।
রাও — রায়, রাজা। উপাধিবিশেষ।
রাং — একরকম ধাতুবিশেষ, টিন। **রাং-ঝাল** — রাং ও সীসার মিশ্রণে তৈয়ারী পাত্রাদি ঝালিবার পান।

রাংচিতা — ছোট একরকম গাছ।

রাংতা — টিনের পাতলা পাত।

রাকা — পূর্ণিমা। [ঃ 'রাকা'-শশী।]

রাক্ষস — রূপকথায় ও পুরাণে বর্ণিত মহাকায় মহাবল হিংস্র জাতিবিশেষ। অতিভোজী। রক্ষঃসম্বন্ধীয়। স্ত্রী. — **রাক্ষসী। রাক্ষস-বিবাহ** — বলপূর্বক বিবাহ।

রাক্ষুসে — রাক্ষসের মতো বৃহৎকায় বা অতিভোজী। সুবৃহৎ। [ঃ 'রাক্ষুসে' বেগুন।]

রাখা — স্থাপন করা, থোয়া। [ঃ এখানে 'রাখলাম'।] রক্ষা করা। [ঃ 'রাখে' হরি মারে কে?] পোষা। [ঃ একটা ঘোড়া 'রেখেছে'।] আশ্রয় দেওয়া। [ঃ পায়ে 'রাখা'।] ধারণ করা। [ঃ দাড়ি 'রাখা'; ঃ টিকি 'রাখা'।] পালন করা। [ঃ কথা 'রাখা'।] পোষণ করা, নষ্ট হইতে না দেওয়া। [ঃ বন্ধুত্ব 'রাখা'।] ক্রয় করা। [ঃ কিছু ঘি 'রাখবেন'?] বাঁচানো, কলঙ্কিত বা ক্ষুণ্ণ না করা। [ঃ মান 'রাখা'; ঃ কুল 'রাখা'।] নিযুক্ত করা। [ঃ লোক 'রাখা'।] বাদ দেওয়া, প্রসঙ্গ ত্যাগ করা। [ঃ ও কথা এখন 'রাখ'।] ব্যয় না করা, সঞ্চয় করা। [ঃ টাকা 'রাখতে' জানা চাই।] কোনও কাজ পূর্বে সম্পাদন করা। [ঃ কাজটি ক'রে 'রেখেছি'।] **নাম রাখা** — নাম দেওয়া। **পায়ে রাখা** — আশ্রয় দেওয়া। **পেটে রাখা** — গোপন রাখা। **বাঁধা রাখা** — বন্ধক দেওয়া। **মনে রাখা** — স্মরণ রাখা। **হাতে রাখা** — পাছে প্রয়োজন হইতে পারে এই হিসাব করিয়া কিছু বেশী রাখা। [ঃ সময় 'হাতে রাখবেন'।] রক্ষিত, রাখা হইয়াছে এমন। রক্ষণ, রক্ষা করণ।

রাখাল — যে গরু চরায় ও দেখাশোনা করে।

রাখালরাজ — শ্রীকৃষ্ণ।

রাখালি — রাখালের কাজ। [ঃ 'রাখালি' করা।]

রাখালিয়া, রাখালে — রাখালের মতো। রাখাল সংক্রান্ত।

রাখি — রক্ষাসূত্র, বিপদ নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রিয়জনের হাতে বাঁধিয়া দেওয়া সুতা।

রাখিপূর্ণিমা — শ্রাবণ-পূর্ণিমা যাহাতে রাখি বাঁধার উৎসব হয়।

রাখিবন্ধন — প্রিয়জনের হাতে রাখি বাঁধিবার অনুষ্ঠান।

রাখী — ('রাখি' দেখ।)

রাগ — লাল রং, রক্তিমা। [ঃ তাম্বূল-'রাগ'; ঃ অস্ত-'রাগ'।] অনুরাগ, ভালোবাসা। [ঃ পূর্ব-'রাগ'।] ক্রোধ। [ঃ 'রাগে' কম্পমান।] অভিমান। [ঃ 'রাগ' করা।] (সংগীতে) স্বরবিন্যাসের পদ্ধতি-বিভাগ। **রাগ করা** — চটা। অভিমান করা। **রাগ পড়া** — ক্রোধ প্রশমিত হওয়া। **রাগের মাথায়** — রাগত অবস্থায়, রাগের উদ্রেক হওয়ার ফলে। **রাগ সামলানো** — রাগ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সংযত রাখা।

রাগপ্রধান — (সংগীতে) একাধিক রাগ আছে এমন। [ঃ 'রাগপ্রধান' বাংলা গান।]

রাগত — রাগান্বিত, কুপিত। [ঃ 'রাগত'-ভাবে বললেন।]

রাগা — ক্রুদ্ধ হওয়া, চটা। **রাগা-মাগা** — ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হওয়া। [ঃ 'রেগে-মেগে' বলল।]

রাগানো — রাগের উদ্রেক করা, চটানো।

রাগান্বিত — ক্রুদ্ধ। স্ত্রী. — **রাগান্বিতা।**

রাগিণী — (সংগীতে) রাগের পত্নী বা শাখা, এক এক রাগের অন্তর্গত স্বর-বিন্যাসের প্রকারভেদ। [ঃ ছয় রাগ ও

ছত্রিশ 'রাগিণী'।]

রাগী — যে সহজে রাগে, কোপনস্বভাব।

রাঘব — রঘুর বংশধর, রামচন্দ্র। **রাঘব বোয়াল** — একরকম বড় বোয়াল মাছ যাহা অন্যান্য বহু মাছকে খাইয়া ফেলে। (ব্যঙ্গে) সর্বগ্রাসী ব্যক্তি।

রাঘববাঞ্ছা — সীতা।

রাঙ, রাঙতা — ('রাং' ও 'রাংতা' দেখ।)

রাঙা — লাল, রক্তবর্ণবিশিষ্ট।

রাঙানো — লাল করা। রক্ত বর্ণে রঞ্জিত করা। **চোখ রাঙানো** — ক্রোধ প্রকাশের জন্য চোখ লাল করা।

রাঙ্গা, রাঙ্গানো — ('রাঙা' ও 'রাঙানো' দেখ।)

-রাজ — রাজা বা শ্রেষ্ঠ অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মগধ-'রাজ'; ঃ পশু-'রাজ'।]

রাজ- — রাজার বা রাজকীয় বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'রাজ'-সিংহাসন; ঃ 'রাজ'-সম্মান।] শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'রাজ'-পথ; ঃ 'রাজ'-হংস।]

রাজকন্যা — রাজার মেয়ে।

রাজকবি — রাজা কর্তৃক নিযুক্ত বা সম্মানিত কবি।

রাজকর — রাজাকে বা সরকারকে দেয় খাজনা, রাজস্ব।

রাজকর্ম, রাজকর্ম্ম — রাজকার্য।

রাজকর্মচারী, রাজকর্ম্মচারী — সরকারী চাকুরে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি।

রাজকার্য, রাজকার্য্য — সরকারী কাজ।

রাজকীয় — রাজার, রাজা সংক্রান্ত। সরকারী।

রাজকুমার — রাজার ছেলে। স্ত্রী. — **রাজকুমারী**।

রাজকুল — রাজার বংশ, রাজবংশ। রাজারা, রাজগণ।

রাজকোষ — রাজার ধনভাণ্ডার। সরকারী ধনভাণ্ডার।

রাজগি — রাজপদ। রাজ্য।

রাজগির — বিহারের একটি বিখ্যাত স্থান, মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ।

রাজগৃহ — রাজার প্রাসাদ। মগধের প্রাচীন রাজধানী, বর্তমান রাজগির।

রাজচক্রবর্তী, রাজচক্রবর্ত্তী — প্রধানতম রাজা, সম্রাট।

রাজচ্ছত্র, রাজছত্র — রাজার সম্মান সূচক ছাতা।

রাজটিকা — অভিষেককালে রাজার ললাটে প্রদত্ত ফোঁটা বা তিলক।

রাজড়া — ছোট রাজা, সামন্তরাজ।

রাজতক্ত, রাজতখ্‌ত্‌ — রাজসিংহাসন।

রাজতন্ত্র — রাজা কর্তৃক শাসিত শাসন-ব্যবস্থা।

রাজতন্ত্রবাদ — রাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা সংক্রান্ত মতবাদ।

রাজতন্ত্রবাদী — রাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। রাজতন্ত্রবাদ সংক্রান্ত।

রাজতন্ত্রী — রাজতন্ত্রের সমর্থক। রাজতন্ত্র সংক্রান্ত।

রাজতান্ত্রিক — রাজতন্ত্র সংক্রান্ত। রাজতন্ত্র অনুসারে।

রাজত্ব — রাজ্যশাসন। [ঃ 'রাজত্ব' করা।] রাজার পদ, রাজ্যশাসনের অধিকার। [ঃ 'রাজত্ব' লাভ করেন।] রাজ্য। [ঃ অর্ধেক 'রাজত্ব' ও রাজকন্যা।]

রাজদণ্ড — রাজার হাতের মর্যাদা সূচক যষ্টি। রাজা বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি।

রাজদত্ত — রাজা দিয়াছেন এমন।

রাজদন্ত — উপরের পাটির সামনের দুইটি বড় দাঁত। দুই পাটির সামনের চারটি

বড় দাঁত।

রাজদম্পতি — রাজা ও রাণী।

রাজদরবার — রাজসভা।

রাজদূত — রাজা বা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত দূত।

রাজদ্রোহ — রাজার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

রাজদ্রোহী — রাজা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। স্ত্রী. — **রাজদ্রোহিণী**। বি. — **রাজদ্রোহিতা**।

রাজদ্বার — বিচারালয়, আদালত। রাজার সান্নিধ্য। রাজপ্রাসাদের তোরণ।

রাজধর্ম, রাজধর্ম্ম — রাজ্যশাসন প্রজাপালন ইত্যাদি রাজার করণীয় কাজ।

রাজধানী — রাজার স্থায়ী বাসস্থান। রাষ্ট্রের প্রধান নগর যেখান হইতে সমগ্র রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হয়।

রাজনীতি — রাজ্য বা রাষ্ট্র শাসন সংক্রান্ত বিষয় বা বিজ্ঞান। রাজনৈতিক আন্দোলন। [ঃ 'রাজনীতি' করা।]

রাজনীতিক — রাজনৈতিক, রাজনীতি সংক্রান্ত। রাজনীতিতে অভিজ্ঞ বা পণ্ডিত।

রাজনীতিজ্ঞ, রাজনীতিবিৎ, রাজনীতিবিদ্ — রাজনীতিতে অভিজ্ঞ বা পণ্ডিত।

রাজনৈতিক — রাজনীতি সংক্রান্ত।

রাজন্য — সামন্ত রাজা। রাজবংশীয় ব্যক্তি।

রাজন্যক — রাজন্যবর্গ।

রাজপট্ট — রাজসিংহাসন। রাজদত্ত অনুমতিপত্র।

রাজপথ — বড় রাস্তা।

রাজপদ — রাজার মর্যাদা ও অধিকার, রাজত্ব।

রাজপাট — রাজসিংহাসন।

রাজপুত — রাজপুতানা অঞ্চলের হিন্দু জাতি বিশেষ। (ইঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তবে খুব সম্ভব ইঁহারা শক হূন ইত্যাদি বিদেশাগত জাতিগুলির বংশধর।)

রাজপুতানা — মধ্য ভারতের পশ্চিম অঞ্চল, রাজপুতগণের বাসস্থান, রাজস্থান.

রাজপুতানী — রাজপুত রমণী।

রাজপুত্র — রাজার ছেলে, রাজকুমার। স্ত্রী. — **রাজকন্যা, রাজপুত্রী**।

রাজপুরী — রাজার বাসভবন, রাজবাটি।

রাজপুরুষ — রাজকর্মচারী।

রাজপ্রমুখ — বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের 'খ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা (পূর্বে ইঁহারা দেশীয় রাজা ছিলেন)।

রাজপ্রাসাদ — রাজার বাসভবন।

রাজবংশ — রাজার বংশ, রাজকুল।

রাজবংশী — হিন্দু সমাজের ধীবর জাতি বিশেষ।

রাজবংশীয় — রাজবংশে জাত। রাজবংশ সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **রাজবংশীয়া**। বি. — **রাজবংশীয়তা**।

রাজবন্দী — রাজদ্রোহ বা রাজনৈতিক কোনও কারণে বন্দী ব্যক্তি। স্ত্রী. — **রাজবন্দিনী**।

রাজবর্ত্ম — রাজপথ।

রাজবল্লভ — রাজার প্রিয়পাত্র।

রাজবাটী, রাজবাড়ি, রাজবাড়ী — রাজার বাড়ি, রাজার বাসভবন।

রাজবেশ — রাজার সজ্জা, রাজার পরিচ্ছদ।

রাজভাষা — রাষ্ট্রভাষা, রাজকার্যের উপযোগী ভাষা।

রাজভোগ — রাজার উপযুক্ত খাদ্য। বড় একরকম রসগোল্লা।

রাজভোগ্য — রাজার উপভোগের যোগ্য।

রাজমহিষী — প্রধানা রানী।

রাজমিস্ত্রী — যে মিস্ত্রী পাকাবাড়ি তৈয়ার করে।

রাজযক্ষ্মা — মারাত্মক ক্ষয়রোগ।

রাজযোগ — একরকম যোগসাধন পদ্ধতি। গ্রহনক্ষত্রাদির শুভ সংস্থান যাহাতে জাতকের রাজা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

রাজযোটক — বরকন্যার রাশি ইত্যাদির অতি শুভসূচক মিল।

রাজরাজ — রাজার রাজা। কুবের।

রাজরাজেশ্বর — রাজচক্রবর্তী, সম্রাট। স্ত্রী. — **রাজরাজেশ্বরী**।

রাজরাজেশ্বরী — দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা, কমলা।

রাজরানী, রাজরাণী — রাজমহিষী।

রাজর্ষি — ঋষিতুল্য সৎ ও ধার্মিক রাজা।

রাজলক্ষ্মী — রাজ্যের কল্যাণরূপিণী দেবী, দেবীরূপে কল্পিতা রাজ্যের সম্পদ্ ও সৌভাগ্য।

রাজশক্তি — রাজা বা রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা।

রাজস — ('রাজসিক' দেখ।)

রাজসভা — রাজার দরবার।

রাজসিক — রজোগুণসম্পন্ন। রজোগুণ সংক্রান্ত।

রাজসাক্ষী — ক্ষমালাভের বিনিময়ে অন্যতম প্রধান সাক্ষী রূপে কাজ করে এমন আসামী, 'অ্যাপ্রুভার'।

রাজসূয় — রাজার শ্রেষ্ঠতা সূচক যজ্ঞ বিশেষ।

রাজসেবা — রাজার শুশ্রূষা ও পরিচর্যা।

রাজস্থান — ('রাজপুতানা' দেখ।)

রাজস্ব — রাজার প্রাপ্য অর্থাদি, রাজকর।

রাজহংস — এক জাতীয় বড় হাঁস। স্ত্রী. — **রাজহংসী**।

রাজহাঁস — ('রাজহংস' দেখ।)

রাজা — রাজ্যের অধিপতি, নরপতি, ভূপ... পাওয়া, ...য) বিরাজ করা, শোভা 'রাজিবে'; ঃ 'রাজিছে'।]

রাজাজ্ঞা, রাজাদেশ — রাজার হুকুম।

রাজাধিরাজ — সম্রাট, রাজচক্রবর্তী।

রাজানুচর — রাজভৃত্য, রাজার অনুগামী ব্যক্তি।

রাজান্তঃপুর — রাজার অন্দর মহল।

রাজি — শ্রেণী, সারি। [ঃ তরু-'রাজি'।]

রাজিত — শোভিত, বিরাজিত।

রাজী — ('রাজি' দেখ।)

রাজী — সম্মত, স্বীকৃত। [ঃ'রাজী' হওয়া।]

রাজীনামা — সম্মতিপত্র, স্বীকৃতিপত্র।

রাজীব — পদ্ম।

রাজীবলোচন — যাহার চোখ পদ্মের মতো সুন্দর ও আয়ত, রামচন্দ্র।

রাজেন্দ্র — সম্রাট। স্ত্রী. — **রাজেন্দ্রাণী**।

রাজ্ঞী — রানী, রাজমহিষী।

রাজ্য — রাজার অধিকারভুক্ত দেশ। রাষ্ট্র। স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রের অংশ, প্রদেশ। রাজত্ব। [ঃ'রাজ্য'-কাল।] রাজপদ। [ঃ'রাজ্য'-চ্যুত।]

রাজ্যচ্যুত — রাজপদ হইতে বিতাড়িত, রাজপদ হারাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **রাজ্যচ্যুতা**।

রাজ্যচ্যুতি — রাজপদ হইতে বিতাড়ন।

রাজ্যপাল — ভারতীয় রাষ্ট্রের 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা।

রাজ্যভ্রষ্ট — রাজ্যচ্যুত। স্ত্রী. — **রাজ্যভ্রষ্টা**।

রাজ্যশাসন — রাজ্যের পরিচালন, প্রজাপালন দুষ্টের দমন ইত্যাদি।

রাজ্যশ্রী — রাজ্যের শোভা-সম্পদ্। রাজলক্ষ্মী।

রাজ্যাধিকার — রাজ্য অধিকৃত করণ। রাজ্য শাসনের বা রাজত্বের অধিকার।

রাজ্যাভিষেক — রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনুষ্ঠান।

রাজ্যেশ্বর — রাজ্যের মালিক, রাজা। স্ত্রী. — **রাজ্যেশ্বরী**।
রাঁড় — বিধবা। উপপত্নী।
রাঁড়া — ফল ধরে না এমন (গাছ)।
রাঢ় — বাংলা দেশের অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিমস্থ অঞ্চল।
রাঢ়ী, রাঢ়ীয় — রাঢ় দেশীয়। রাঢ় সংক্রান্ত।
রাণা — ('রানা' দেখ।)
রাণী — ('রানী' দেখ।)
রাণ্ডী — রাঁড়।
রাত — রাত্রি। **রাত করা** — বেশী রাত্রি পর্যন্ত বিলম্ব করা। [ঃ 'রাত ক'রে' এসো।] **রাত জাগা** — জাগিয়া রাত্রি কাটানো। **রাত হওয়া** — রাত্রি গভীর হওয়া, বেশী রাত হওয়া।
রাতকানা — যে দিনে দেখিতে পায় কিন্তু রাতে দেখিতে পায় না, রাত্র্যন্ধ।
রাতদিন — দিন ও রাতের সকল সময়, দিবারাত্র, সর্বদা।
রাতভোর — সমস্ত রাত্রি ধরিয়া, সারা-রাত্রিব্যাপী।
রাতা — (প্রাচীন কবিতায়) রক্তবর্ণ, লাল।
রাতারাতি — এক রাত্রির মধ্যে, হঠাৎ অল্প সময়ের মধ্যে। [ঃ 'রাতারাতি' বড় লোক।]
রাতি — (কবিতায়) রাত্রি।
রাতুল — রাঙা, লাল। [ঃ 'রাতুল' চরণ।]
রাত্র — (সমাসে কোনও কোনও শব্দের পর) রাত্রি। [ঃ দিবা-'রাত্র'।]
রাত্রি — রাত, নিশা, রজনী।
রাত্রিচর, রাত্রিঞ্চর — নিশাচর, রাত্রিতে বিচরণকারী।
রাত্রিবাস — রাত্রিকালে অবস্থান। [ঃ এখানে 'রাত্রিবাস' করব।] রাত্রিতে শয়নকালে পরিবার কাপড় বা পোশাক।
রাত্রিবেলা — রাতের বেলা, রাতে।
রাত্রিভোর — ('রাতভোর' দেখ।)
রাত্র্যন্ধ — রাতকানা।
রাঁদা — ('রেঁদা' দেখ।)
রাঁধনি, রাঁধনী — একরকম মসলা।
রাধা — রাধিকা, বৃষভানুর মেয়ে ও আয়ানের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া। বিশাখা নক্ষত্র। কর্ণের পালিকা মাতা।
রাঁধা — রন্ধন করা। রন্ধন করা হইয়াছে এমন। রন্ধন।
রাধাকান্ত — শ্রীকৃষ্ণ।
রাধাকৃষ্ণ — রাধা ও কৃষ্ণ।
রাধানাথ — শ্রীকৃষ্ণ।
রাধাপদ্ম — একরকম বড় সূর্যমুখী ফুল।
রাধাবল্লভ — শ্রীকৃষ্ণ।
রাধাবল্লভী — বড় আকারের মশলাযুক্ত একরকম লুচি।
রাধামাধব — রাধা ও কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ।
রাধারমণ — শ্রীকৃষ্ণ।
রাঁধুনী — রন্ধনকারী, যে রাঁধে, পাচক বা পাচিকা।
রাধেয় — রাধার পালিত পুত্র, কর্ণ।
রাধেশ — শ্রীকৃষ্ণ।
রাধিকা — ('রাধা' দেখ।)
রাধিকারমণ — রাধারমণ, শ্রীকৃষ্ণ।
রান — ক্রিকেট খেলায় দৌড়।
রানা — রাজপুত রাজার উপাধি বিশেষ। [ঃ চিতোরের 'রানা'।]
রানা — ঘাট ইত্যাদির চাতাল।
রানার — ডাকহরকরা।
রানী — রাজার স্ত্রী। রাজ্যের অধিকারিণী। [ঃ ইংল্যাণ্ডের 'রানী'।]
রান্ধনি — ('রাঁধনি' দেখ।)
রান্ধনী — রাঁধুনী, যে রাঁধে।
রান্ধা — ('রাঁধা' দেখ।)
রান্না — রন্ধন, পাক। [ঃ '
রান্নাঘর — পাকশালা,

রাব — শব্দ।
রাব — মাতগুড় যাহা সাধারণতঃ তামাকে ব্যবহৃত হয়।
রাবড়ি — সরের চাপ মিশ্রিত ঘন মিষ্ট দুধ।
রাবণ — রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষসরাজ।
রাবণি — রাবণের পুত্র, বীরবাহু, মেঘনাদ।
রাবিশ — ভাঙা পাকাবাড়ির চূর্ণ পলস্তারা ইত্যাদি। আজেবাজে জিনিস, আবর্জনা।
রাম — রামায়ণে বর্ণিত দশরথ ও কৌশল্যার পুত্র, রামচন্দ্র। বলরাম। পরশুরাম। **রাম বল, রাম রাম** -- ঘৃণা প্রকাশে বা পাপ নিবারণের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত উক্তি।
রাম — 'বৃহৎ' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'রাম'-দা; ঃ 'রাম'-ছাগল।] নিন্দার্থে 'অত্যন্ত' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ রাম-'কুঁড়ে'।]
রামচন্দ্র — দশরথ ও কৌশল্যার পুত্র, রাম।
রামছাগল — একজাতীয় বড় ছাগল।
রামদা — বড় একরকম দা।
রামধনু -- বৃষ্টির সময়ে রৌদ্র হওয়ায় আকাশে যে সাতরঙা ধনুর মতো জিনিস দেখা যায়, ইন্দ্রধনু।
রামধুন — রাম সংক্রান্ত ভক্তিমূলক গান। [ঃ 'রামধুন' গাইবেন।]
রামনবমী — চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী, রামের জন্মতিথি।
রামপাখি, রামপাখী — (ব্যঙ্গে) মুরগি।
রামরাজত্ব — রামচন্দ্রের রাজ্য শাসন। আদর্শ রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা। [ঃ 'রাম-রাজত্বে' আছি।]
রামরাজ্য — রামের রাজ্য। রাম-শাসিত রাজ্যের মতো আদর্শ রাজ্য।
রামলীলা — রামের জীবন বৃত্তান্ত সংক্রান্ত গীতিপ্রধান অভিনয়।
রামশালিক — বক জাতীয় একরকম পাখী।
রামশিঙা, রামশিঙ্গা — একরকম বড় শিঙা
রামা — সুন্দরী স্ত্রী।
রামাইৎ, রামাইত, রামাত — ('রামায়েত' দেখ।)
রামানন্দ — মধ্য যুগের বিখ্যাত ধর্ম-প্রচারক।
রামানন্দী — রামানন্দের মতে বিশ্বাসী।
রামানুজ — রামের ছোট ভাই, লক্ষ্মণ। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও দার্শনিক।
রামায়ণ — রামচন্দ্রের জীবনী সংক্রান্ত মহা-কাব্য।
রামায়েত -- (রামানন্দ-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মে বিশ্বাসী) বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ।
রায় — (রাজা) উপাধি বিশেষ।
রায় — বিচারকের সিদ্ধান্ত।
রায়ট — দাঙ্গা-হাঙ্গামা।
রায়ত — জমিদারের প্রজা।
রায়তী — রায়ত সংক্রান্ত। [ঃ 'রায়তী' স্বত্ব।]
রায়বাঘিনী -- বড় বাঘিনী। (ব্যঙ্গে) উগ্র-স্বভাবা নারী।
রায়বার — রাজার নিকট স্তুতিপাঠ ও দূত কর্তৃক নিবেদন।
রায়বাঁশ — বাঁশের বড় একরকম লাঠি।
রায়বেঁশে — রায়বাঁশধারী। রায়বাঁশ সংক্রান্ত। [ঃ 'রায়বেঁশে' নৃত্য।]
রায়বাহাদুর, রায়সাহেব — বৃটিশ আমলের সরকারী খেতাব।
রায়রায়ান — মুসলমান আমলের হিন্দুকে প্রদত্ত সরকারী উপাধি।
রাশ — রাশি, স্তূপ, অনেক। [ঃ এক 'রাশ' ফুল।] জন্মরাশি। বল্গা, রশ্মি, লাগাম। **রাশ পাতলা, রাশ হালকা** — গম্ভীর প্রকৃতির নহে এবং যাহাকে লোকে সহজে মানে না বা সমীহ করে না।

রাশনাম — রাশি অনুসারে জাতকের নাম।

রাশভারী — যাহার স্বভাব গম্ভীর এবং লোকে যাহাকে সহজে মানে ও সমীহ করে। [ঃ 'রাশভারী' লোক।]

রাশি — স্তূপ, গাদা, বহু পরিমাণ। [ঃ ফুলের 'রাশি'।] (গণিতে) সংখ্যা, অঙ্ক। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশিচক্রের বারো ভাগের এক ভাগ। **রাশি রাশি** — বহু পরিমাণে, বহুসংখ্যক, গাদা গাদা। [ঃ 'রাশি রাশি' খাবার।] **এক রাশি** — বহু পরিমাণ, অনেক, স্তূপীকৃত।

রাশিচক্র — (জ্যোতিষে) মেষ ইত্যাদি বারোটি রাশি সমন্বিত কল্পিত বৃত্ত।

রাশিয়া — উত্তর ইউরোপের একটি দেশ, রুশ দেশ।

রাশিয়ান — রুশ দেশ সংক্রান্ত। রুশ দেশের অধিবাসী। রুশ দেশের ভাষা।

রাশীকৃত — স্তূপীকৃত, গাদা-করা।

রাষ্ট্র — স্বাধীন দেশ, একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র দেশ।

রাষ্ট্র — প্রচারিত, রটিত। [ঃ চারিদিকে 'রাষ্ট্র' হওয়া।]

রাষ্ট্রপতি — রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ব্যক্তি, রাষ্ট্রের প্রধানতম শাসক, প্রেসিডেণ্ট।

রাষ্ট্রবিপ্লব — রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় আকস্মিক আমূল পরিবর্তন। ব্যাপক বিদ্রোহ।

রাষ্ট্রীয় — রাষ্ট্র সংক্রান্ত।

রাস — শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদ-লীলা।

রাসপূর্ণিমা — কার্তিক মাসের পূর্ণিমা যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

রাসবিহারী — শ্রীকৃষ্ণ।

রাসযাত্রা — শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সংক্রান্ত উৎসব।

রাসলীলা — গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব।

রাসভ — গর্দভ। **রাসভনিন্দিত** — গাধাকেও হার মানায় এমন, গাধার চেয়েও খারাপ। [ঃ 'রাসভনিন্দিত' কণ্ঠস্বর।]

রাসায়নিক — রসায়ন সংক্রান্ত। রসায়ন ঘটিত। রসায়নে পণ্ডিত, রসায়নবিৎ।

রাসেশ্বর — শ্রীকৃষ্ণ।

রাসেশ্বরী — রাধিকা।

রাস্‌কেল, রাস্কেল — (গালি) নির্বোধ।

রাস্তা — পথ।

রাস্না — একরকম অর্কিড জাতীয় পরভোজী উদ্ভিদ।

রাহা — পথ, রাস্তা। [ঃ 'রাহা' খরচ।] বাঙ্গালী হিন্দুর পদবী বিশেষ।

রাহাজান — রাজপথে যে ডাকাতি করে।

রাহাজানি — রাহাজানের কাজ, রাজপথে দস্যুতা।

রাহিত্য — অভাব, না থাকা, রহিত অবস্থা।

রাহী — পথিক, মুসাফির। **হাম রাহী** — একই পথের পথিক।

রাহু — পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণু কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত দানব বিশেষের মুণ্ড যাহা গ্রহণ কালে চন্দ্র বা সূর্যকে গ্রাস করে মনে করা হয়।

রাহুগ্রস্ত — রাহুগ্রাসে পতিত, রাহু কর্তৃক কবলিত।

রাহুগ্রাস — রাহু কর্তৃক ভক্ষণ। (গ্রহণের সময়ে বিষ্ণু কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত দানবের ছিন্নমুণ্ড রাহু চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস করে মনে করা হয়।)

রি — (সংগীতে) স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর ঋষভের সংকেত, রে।

রিং — চাবি ইত্যাদি গাঁথিয়া রাখিবার উপযোগী আংটা। আংটি। টেলিফোনে আহ্বান। [ঃ 'রিং' করা।]

রিক্ত — শূন্য, খালি। [ঃ 'রিক্ত' হস্ত।]

নিঃস্ব, দরিদ্র। স্ত্রী. — **রিক্তা**। বি. — **রিক্ততা**।

রিক্থ — ধন, সম্পত্তি। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পদ্।

রিক্‌শ — মানুষে টানা দুই চাকার একরকম গাড়ি।

রিক্‌শওয়ালা — যে রিক্‌শ টানে।

রিক্‌শা, রিক্‌শাওয়ালা — ('রিক্‌শ' ও 'রিক্‌শওয়ালা' দেখ।)

রিজার্ভ — পূর্ব হইতে সংগ্রহ ও নির্দিষ্ট করণ। [ঃ গাড়ি 'রিজার্ভ' করা।]

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক — প্রধান সরকারী ব্যাঙ্ক।

রিটার্ন — ফেরত। ফেরতা। নির্দিষ্ট তারিখে দেয় হিসাব ইত্যাদি।

রিঠা, রিঠে — একরকম ফল যাহা ভিজাইলে সাবানের মতো ফেনা হয় এবং যাহা দিয়া পশমী জামাকাপড় কাচা হয়।

রিনিঝিনি, রিনিকিঝিনিকি, রিনিরিনি — নূপুর ইত্যাদির মধুর ধ্বনি সূচক অনুকার।

রিপাবলিক — প্রজাতন্ত্র, প্রজাদের দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্র; সাধারণতন্ত্র।

রিপাবলিকান — সাধারণতন্ত্র সংক্রান্ত। সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

রিপিট — লোহা ইত্যাদির খিল যাহার দুই মুখ হাতুড়ি মারিয়া চেপ্টা করিয়া দেওয়া হয়। **রিপিট করা** — ঐরূপ খিল লাগাইয়া মজবুত করা। **রিপিট-করা** — ঐরূপ খিলযুক্ত।

রিপু — শত্রু। অনিষ্টকারী প্রবৃত্তি, কাম ক্রোধ ইত্যাদি। **ষড়্‌রিপু** — কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি অনিষ্টকর প্রবৃত্তি।

রিপুদমন — রিপু বা অনিষ্টকর প্রবৃত্তির দমন বা সংযম।

রিপুদলন — শত্রুকে পরাভূত বা বিনাশ করণ। যে শত্রুকে দলন বা বিনাশ করে।

রিপুদলনী — শত্রুর বিনাশকারিণী।

রিপুঞ্জয় — শত্রুজয়ী। রিপুজয়ী, সংযমী।

রিপোর্ট — বিবরণী। সংবাদ।

রিপোর্টার — সংবাদদাতা।

রিফিউজি — আশ্রয়প্রার্থী, শরণার্থী। **রিফিউজি ক্যাম্প** — শরণার্থীদের জন্য নির্মিত অস্থায়ী গৃহাদি, শরণার্থী শিবির।

রিফু — কাপড়ের ছিন্ন স্থান সূচের সাহায্যে বুনিয়া মেরামত। [ঃ কাপড় 'রিফু' করা।]

রিবেট — দেয় অর্থ হইতে ছাড়, বাদ।

রিভলভার — একরকম পিস্তল যাহার গুলী ভরিবার জায়গা আপনা হইতে ঘুরে এবং খোপে খোপে অনেকগুলি কার্তুজ ভরিয়া রাখা যায়।

রিম — চাকা চশমা ইত্যাদির গোলাকার ফ্রেম। ('রীম' দেখ।)

রিমঝিম, রিমিঝিমি — লঘু বৃষ্টিপাতের মধুর ধ্বনিসূচক অনুকার।

রিয়াল — পারশ্যদেশীয় মুদ্রা।

রিয়ালিজ্‌ম্‌ — বাস্তববাদ।

রিয়ালিস্ট — বাস্তববাদী।

রিরংসা — রমণের ইচ্ছা, প্রবল যৌনকাঙ্ক্ষা।

রিরংসু — রমণ করিতে ইচ্ছুক।

রিরি — রোমাঞ্চ ও কম্পনসূচক অনুকার। [ঃ গা 'রিরি' করা।]

রিল — ('রীল' দেখ।)

রিষ্ট, রিষ্টি — পাপ, অমঙ্গল। গ্রহের দোষ। কল্যাণ।

রিসালা — অশ্বারোহী সৈন্যদল।

রিসালাদার — অশ্বারোহী সৈন্যদলের নায়ক।

রিসিভার — টেলিফোনের শব্দগ্রহণকারী যন্ত্র। আদালত হইতে সম্পত্তি রক্ষার জন্য

নিযুক্ত ব্যক্তি।"
রিস্ট ওঅচ, রিস্ট ওয়াচ — হাতের কবজিতে বাঁধিবার উপযোগী ছোট ঘড়ি।
রিহার্সেল — অভিনয় ইত্যাদির মহলা।
রীডার — বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর অধ্যাপক।
রীত — (কবিতায় বা কথ্য প্রয়োগে) রীতি। [ঃ পীরিতের 'রীত'।]
রীতি — পদ্ধতি, প্রণালী, ধারা। প্রথা, প্রচলিত আচার-ব্যবহার, দস্তুরমত ব্যবহার, আচরণ। [ঃ 'রীতি'-নীতি।] গতিক, ধরন।
রীতিনীতি — চালচলন, স্বভাব ও আচার-ব্যবহার।
রীতিবিরুদ্ধ — নিয়ম বা নির্দিষ্ট পদ্ধতির বিরোধী। বি. — **রীতিবিরুদ্ধতা**।
রীতিমত, রীতিমতো — নিয়ম অনুসারে। খুব, দস্তুর মতো, অত্যন্ত। [ঃ 'রীতি-মতো' প্রহার।]
রীম — বিশ দিস্তা।
রীল — কাঠের চাকার মতো জিনিস যাহাতে সুতা ফিল্ম ইত্যাদি জড়ানো থাকে।
রুই — একরকম বড় মাছ, রোহিত মৎস্য।
রুইতন — লাল পাতার মতো চিহ্নিত তাস।
রুইদাস — ('রুহিদাস' দেখ।)
রুক্মিণী — শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা পত্নী, বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মকের কন্যা।
রুক্ষ — কোমল ও চিকন নহে, কর্কশ। তৈলহীন। কঠোর, উগ্র। স্নেহমমতাহীন। বি. — **রুক্ষতা**।
রুখা — ক্রুদ্ধ বা আক্রমণোদ্যত হওয়া। [ঃ হঠাৎ 'রুখে' উঠল।] থামানো, প্রতি-রোধ করা। [ঃ গাড়ি 'রুখতে' পারা।]
রুখা, রুখু, রুখো — রুক্ষ। শুষ্ক। [ঃ 'রুখো' ভাত।] তৈলহীন। [ঃ 'রুখো' চুল।] কঠোর, উগ্র।
রুগী — (কথ্য ও গ্রাম্য) রোগী।
রুগ্ন (রুগ্‌ণ) — পীড়িত, ব্যাধিগ্রস্ত। স্ত্রী. — **রুগ্না (রুগ্‌ণা)**। বি. — **রুগ্নতা (রুগ্‌ণতা)**।
রুচা — খাইতে ভালো লাগা, রুচিকর হওয়া। [ঃ খাবার 'রুচে' না।]
রুচি — ইচ্ছা, স্পৃহা, প্রবৃত্তি। [ঃ ভোজনে 'রুচি' নাই।] পছন্দ, ভালোমন্দ বাছিবার মানসিক শক্তি। [ঃ লোকটার 'রুচি' নাই।] মার্জিত মনোভাব, সুরুচি। [ঃ 'রুচির' পরিচয়।] সৌন্দর্য, শোভা। [ঃ দন্ত-'রুচি'।]
রুচিকর — খাইবার ইচ্ছা জাগায় এমন। [ঃ 'রুচিকর' খাদ্য।]
রুচিবাগীশ — কুরুচি সুরুচি লইয়া বাড়া-বাড়ি করে এমন ব্যক্তি।
রুচিবিরুদ্ধ — সুরুচিসম্মত নহে এমন। বি. — **রুচিবিরুদ্ধতা**।
রুচিভেদ — রুচি বা পছন্দের ভিন্নতা।
রুচির — সুন্দর, মনোহর। উজ্জ্বল। সুরুচিসম্পন্ন। স্ত্রী. — **রুচিরা**।
রুচ্য — রুচিকারক। রুচে এমন।
রুজ — গণ্ড ইত্যাদি রঞ্জিত করিবার উপযোগী একরকম প্রসাধনদ্রব্য।
রুজিরোজগার — জীবিকা-উপার্জন।
রুজু — খাড়া, সোজা, ঋজু। **রুজু রুজু** — সামনাসামনি, মুখোমুখি। [ঃ 'রুজু রুজু' জানালাগুলি।]
রুজু — দাখিল, দায়ের। [ঃ মামলা 'রুজু' করা।]
রুটি — আটা ময়দা ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত পাতলা চেপটা একরকম খাবার। পাঁউ-রুটি। খাদ্য। [ঃ 'রুটির' ব্যবস্থা।] জীবিকা। [ঃ 'রুটি' মারা।]

রুঠা, রুঠো — রুক্ষ। রূঢ়।

রুদ্ধ — বদ্ধ, আটক বা বন্ধ করা হইয়াছে এমন। বাধাপ্রাপ্ত, প্রতিরোধ করা হইয়াছে এমন।

রুদ্ধকণ্ঠ — যাহার গলা বুজিয়া গিয়াছে এমন, কথা বলিতে অসমর্থ। বুজিয়া গিয়াছে এমন কণ্ঠ, কথা বলিতে অসমর্থ কণ্ঠ।

রুদ্ধনিঃশ্বাস, রুদ্ধনিশ্বাস — ('রুদ্ধশ্বাস' দেখ।)

রুদ্ধশ্বাস — শ্বাস ফেলে নাই এমন। **রুদ্ধশ্বাসে** — উৎকণ্ঠা অতিশয় আগ্রহ ইত্যাদির জন্য শ্বাস না ফেলিয়া। [ঃ 'রুদ্ধশ্বাসে' অপেক্ষা করিতে লাগিল।]

রুদ্র — শিব, শিবের সংহারমূর্তি। ভয়ংকর, ভীষণ, উগ্র। স্ত্রী. — **রুদ্রাণী**।

রুদ্রবীণা — এক ধরনের বৃহৎ বীণা।

রুদ্রমূর্তি, রুদ্রমূর্ত্তি — যাহার মূর্তি ভয়ংকর এমন। ভীষণ আকৃতি।

রুদ্রাক্ষ — এক রকম ফলের শুষ্ক বীজ যাহা দিয়া জপমালা ইত্যাদি হয়।

রুধা — ('রোধা' দেখ।)

রুধির — রক্ত, শোণিত।

রুধিরাক্ত — রক্তাক্ত, রক্তমাখা।

রুনুঝুনু, রুনুরুনু — নূপুর ইত্যাদির সুমিষ্ট ধ্বনি সূচক অনুকার।

রুপিয়া, রুপী, রুপেয়া — টাকা।

রুবল — রুশদেশে বা সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রচলিত মুদ্রা।

রুবি — পদ্মরাগ মণি।

রুবাইয়াত — চতুষ্পদী কবিতার সমষ্টি। [ঃ 'রুবাইয়াত'-ই-ওমর খৈয়াম।]

রুম — কক্ষ। **রুম মেট** — একই কক্ষের বাসিন্দা।

রুমঝুম — ('রুনুঝুনু' দেখ।)

রুমাল — হাত-মুখ মুছিবার উপযোগী ছোট বস্ত্রখণ্ড।

রুয়া — রোপণ করা।

রুয়া — ঘরের চালে আড়াআড়িভাবে দেওয়ার উপযোগী বাঁশের সরু টুকরা।

রুল — আদালতের হুকুম। [ঃ 'রুল' জারী করা।] নিয়ম।

রুল — সরল রেখা টানিবার উপযোগী দণ্ড। ঐ দণ্ডের সাহায্যে টানা সরল-রেখা। ছাপাখানায় ব্যবহৃত একরকম পাতের মতো জিনিস যাহা দিয়া লম্বা রেখা ছাপা হয়।

রুলি — একরকম বালা জাতীয় হাতের গহনা।

রুশ — রাশিয়ার অধিবাসী। রাশিয়ার, রাশিয়া সংক্রান্ত। [ঃ 'রুশ' সভ্যতা।]

রুশদেশ — রাশিয়া।

রুশদেশীয় — রাশিয়ার। রাশিয়া সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **রুশদেশীয়া**।

রুলিং — উচ্চ আদালতের নির্দেশ।

রুষা — (কবিতায়) রুষ্ট হওয়া, রুখা।

রুষ্ট — ক্রুদ্ধ। অপ্রসন্ন। স্ত্রী. — **রুষ্টা**।

রুসুম — মাশুল, শুল্ক।

রুহিদাস — হিন্দু মুচিদের শ্রেণীবিশেষ।

রূঢ় — বিরক্তি বা ক্রোধপ্রকাশক, কর্কশ, অপ্রিয়। [ঃ 'রূঢ়' কথা।]

রূঢ় — ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রকাশ না করিয়া অন্য অর্থ প্রকাশ করে এমন (শব্দ)।

রূপ — আকৃতি, চেহারা, মূর্তি। [ঃ সু-'রূপ'; ঃ কু-'রূপ'; ঃ 'রূপ' লাভ।] সৌন্দর্য, সুষমা। [ঃ এক অংগে এত 'রূপ' নয়নে না ধরে।] প্রকার, রকম। [ঃ নানা-'রূপ'।] তুলনাসূচক শব্দ। [ঃ হৃদ্-'রূপ' পুষ্প।] (ব্যাকরণে) বিভক্তি ইত্যাদি দিয়া শব্দ বা ধাতুর পরিবর্তন ও গঠন।

রূপক — অর্থালংকার বিশেষ। এক বস্তু বা বিষয়ের মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে অন্য বিষয় বা বস্তুর বর্ণনা। [ঃ 'রূপক' কাহিনী।] দৃশ্যকাব্য, নাটক।

রূপকথা — কল্পনাপ্রধান গল্প, উপকথা।

রূপকার — যে রূপদান করে, যে রূপায়িত করে। সজ্জাকর।

রূপচাঁদ — (ব্যঙ্গে) টাকা, রুপিয়া।

রূপজ — রূপ হইতে জাত। [ঃ 'রূপজ' মোহ।]

রূপতৃষ্ণা — সৌন্দর্য উপভোগের তীব্র বাসনা।

রূপদক্ষ — সজ্জায় নিপুণ। স্ত্রী. — **রূপদক্ষা**। বি. — **রূপদক্ষতা**।

রূপদস্তা — রাং মিশানো সীসা।

রূপবান্ — যাহার চেহারা সুন্দর এমন, সুরূপ। স্ত্রী — **রূপবতী**।

রূপসী — রূপবতী, সুন্দরী।

রূপা — রৌপ্য, রজত।

রূপাজীবা — যে রূপের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, গণিকা, বেশ্যা।

রূপান্তর — অন্য রূপ। অন্য আকার বা অবস্থা প্রাপ্তি। [ঃ এর 'রূপান্তর' ঘটেছে।]

রূপান্তরিত — অন্য রূপ পাইয়াছে এমন, অন্য আকার বা অবস্থা প্রাপ্ত। স্ত্রী. — **রূপান্তরিতা**।

রূপায়ণ — রূপদান, আকারে বা মূর্তিতে প্রকাশ করণ। বিণ. — **রূপায়িত**।

-রূপী — 'আকৃতি ধারণ করিয়াছে' বা 'আকৃতি ধারণ করিতে পারে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ নর-'রূপী'; ঃ বহু-'রূপী'।] স্ত্রী. — **-রূপিণী**।

রূপী — এক জাতের লালমুখো বানর।

রে — (তাচ্ছিল্যে) সম্বোধন সূচক শব্দ। [ঃ কোথা যাবি 'রে'?]

রে — (সংগীতে) স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর, ঋষভের সংকেত।

রেউচিনি — একরকম গাছের মূল (ঔষধ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়)।

রেওয়াজ — প্রচলিত নিয়ম, প্রচলন, রীতি। বিণ. — **রেওয়াজী**।

রেক — শস্য মাপিবার একরকম পাত্র।

রেকর্ড — দলিল। গ্রামোফোনে বাজাইবার উপযোগী একরকম চক্রাকার জিনিস। সর্বোচ্চ কৃতিত্ব। **রেকর্ড করা** — সর্বোচ্চ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা। **রেকর্ড ভাঙা** — পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ কৃতিত্বকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করা।

রেকাব — ঘোড়ার জিন হইতে ঝোলানো পাদান।

রেকাব, রেকাবি — ছোট থালার মতো পাত্র।

রেখা — দীর্ঘ সরু চিহ্ন। [ঃ সিঁদুরের 'রেখা'; ঃ কালির 'রেখা'।] সামান্য চিহ্ন, অস্পষ্ট দাগ। [ঃ গোঁফের 'রেখা'।] (জ্যামিতিতে) প্রস্থহীন দৈর্ঘ্য।

রেখা-গণিত — জ্যামিতি।

রেখাঙ্কন — রেখা টানা, অঙ্কন।

রেখাঙ্কিত — রেখার দ্বারা আঁকা হইয়াছে এমন, রেখার দ্বারা চিহ্নিত। [ঃ 'রেখাঙ্কিত' চিত্র।]

রেখাচিত্র — রেখার দ্বারা আঁকা ছবি। নকশা।

রেখাপাত — রেখা অঙ্কন। ছাপ বা দাগ রাখা, প্রভাবিত করণ। [ঃ মনে 'রেখা-পাত' করে না।]

রেগুলেশন — আইন।

রেগুলেটর — বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের একরকম যন্ত্র। [ঃ পাখার 'রেগুলেটর'।]

রেচক — দাস্ত হয় এমন ঔষধ, জোলাপ। (যোগসাধনায়) নিঃশ্বাস-ত্যাগ।

রেচন — দাস্ত হওয়া, ভেদ। ত্যাগ।
রেজগি — এক টাকার নীচের ছোট মুদ্রা, আধুলি সিকি আনি ইত্যাদি (কিন্তু পয়সা নহে।)
রেজাই — বালাপোশ, লেপ।
রেজিস্টার — খাতা যাহাতে তালিকা নম্বর ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়। ছাত্র ইত্যাদির হাজিরা-বই।
রেজিস্টারি — ('রেজিস্ট্রি' দেখ।)
রেজিস্টারী, রেজিস্টার্ড — রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে এমন।
রেজিস্ট্রার — রেজিস্ট্রি বা তালিকাভুক্ত করিবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।
রেজিস্ট্রি — সরকারী খাতায় নাম ইত্যাদি লেখন, সরকারী তালিকাভুক্ত করণ। **রেজিস্ট্রি-করা** — রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে এমন, রেজিস্টার্ড।
রেজিস্ট্রী — রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে এমন, রেজিস্টার্ড।
রেণ্ট — বাড়ি ইত্যাদির ভাড়া।
রেট — নির্দিষ্ট পরিমাণ, হার। [ঃ এই 'রেটে' দেনা বাড়লে ডুববে।] দাম, দর। [ঃ 'রেট' বেঁধে দেওয়া।]
রেড়ি — একরকম বীজ যাহা হইতে তেল হয়, এরণ্ড।
রেডিও — বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যোগে বিনা তারে শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের যন্ত্র।
রেডিয়াম — একপ্রকার তেজস্ক্রিয় জ্যোতির্ময় পদার্থ।
রেণু — গুঁড়া জিনিস, কণা। ধূলি। [ঃ পদ-'রেণু'।]
রেণুকা — রেণু।। পরশুরামের জননী।
রেতঃ — শুক্র, বীর্য। **রেতঃপাত** — শুক্র-পাত।
রেতি — উখা। **রেতি করা** — উখা দিয়া ঘষিয়া সরু করা।
রেঁদা — একরকম যন্ত্র যাহা দিয়া কাঠ চাঁছিয়া মসৃণ করা হয়। **রেঁদা করা** — রেঁদা দিয়া মসৃণ করা।
রেনকোট — একরকম কোট যাহা গায়ে দিলে বৃষ্টির জল গায়ে লাগে না, বর্ষাতি।
রেনেসাঁস — সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক জাগরণ, নবজাগৃতি। চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপব্যাপী ঐরূপ জাগরণ।
রেফ — 'র'-র সহিত অন্য কোনও ব্যঞ্জন বর্ণ বা ঋ যুক্ত হইবার চিহ্ন, 'ˊ'।
রেফারী — ফুটবলখেলায় মধ্যস্থ যাহার নির্দেশ অনুসারে দুই পক্ষ খেলে।
রেবতী — একটি নক্ষত্রের নাম। বলরামের স্ত্রী।
রেবতীরমণ — বলরাম।
রেবা — নর্মদা নদী।
রেভল্যুশন — বিপ্লব।
রেভল্যুশনারী — বিপ্লবী।
রেয়াত — অব্যাহতি দান, ছাড়, মাফ।
রেয়ো — রবাহূত, শব্দ শুনিয়া জোটে এমন। **রেয়ো ভাট** — এক শ্রেণীর ভিক্ষুক যাহারা শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে আসিয়া অর্থ-ভিক্ষা করে।
রে রে রে রে — দস্যু ইত্যাদি আক্রমণ-কারীর ধ্বনি।
রেল — লোহার লম্বা মজবুত পাত। ঐ পাতের উপর দিয়া চলে এমন বহু-কামরাওয়ালা একরকম বাষ্পীয় গাড়ি, রেলগাড়ি।
রেলওয়ে — ('রেলপথ' দেখ।)
রেলগাড়ি, রেলগাড়ী — ('রেল' দেখ।)
রেলপথ, রেললাইন — রেলগাড়ি চলিবার জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা।

রেল-স্টেশন — রেলপথের নির্দিষ্ট স্থান যেখানে রেলগাড়ি থামে ও যাত্রী ওঠা-নামা করে।

রেলিং — কাঠ লোহা ইত্যাদির দণ্ড দিয়া তৈয়ারী বেড়া, গরাদের বেড়া। [ঃ বারান্দার 'রেলিং'।]

রেশ — বাদ্যযন্ত্রাদিতে আঘাতের ফলে ধ্বনির যে ক্ষীণ অংশ কিছুক্ষণ থাকে। ক্ষীণ অবশেষ। [ঃ নেশার 'রেশ'।]

রেশন — খাদ্যাদির (সরকারী) বরাদ্দ। ঐরূপ বরাদ্দের ব্যবস্থা। **রেশন কার্ড** - রেশন বা বরাদ্দমতো জিনিস পাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী কাগজ। **রেশন ব্যাগ** — রেশন আনিবার উপযোগী থলে।

রেশম — গুটিপোকার তন্তু এবং তাহা হইতে উৎপন্ন কোমল মসৃণ সুতা।

রেশমী — রেশমের, রেশম দিয়া তৈয়ারী। রেশমের মতো পাতলা কোমল ও মসৃণ।

রেষারেষি — পরস্পর ঈর্ষা। ঈর্ষামূলক প্রতিযোগিতা।

রেস — দৌড়। ঘোড়দৌড়। ঘোড়দৌড় সংক্রান্ত জুয়াখেলা। **রেস কোর্স** — ঘোড়দৌড়ের মাঠ। **রেস খেলা** — ঘোড়দৌড়ের উপর বাজি ধরা।

রেসিডেণ্ট — বৃটিশ আমলে দেশীয় ভারতীয় রাজাগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী।

রেস্ত — পুঁজি, সম্বল।

রেহা — (প্রাচীন কবিতায়) রেখা।

রেহাই — ছাড়, অব্যাহতি, নিষ্কৃতি।

রেহান — বন্ধক।

রেহানদার — জিনিস বন্ধক রাখিয়া যে টাকা ধার দেয়।

রেহানী — বন্ধকী।

রেহেন — ('রেহান' দেখ।)

রৈ — কোলাহলসূচক শব্দ। [ঃ হৈ-'রৈ': ঃ 'রৈ'-'রৈ'।

রৈখিক — রেখা সংক্রান্ত।

রো — লাইন, সারি। [ঃ 'রো' কর।]

রোঁ — রোম, রোঁয়া। [ঃ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 'রোঁ'।]

রোইং — দাঁড় টানিয়া নৌকা চালানো, বাইচ খেলা।

রোক — ('রোখ' দেখ।)

রোক — নগদ টাকা। **রোক-থোক** — এক থোকে নগদ। **রোক-শোধ** - নগদা শোধ।

রোকড় — নগদ টাকার হিসাব।

রোকা — চিঠি। ছোট চিঠি।

রোখ — রোষ, আক্রোশ। জিদ। [ঃ 'রোখ' চাপা।]

রোখা — ('রুখা' দেখ।)

রোগ — পীড়া, ব্যাধি, অসুখ।

রোগাক্লিষ্ট — রোগে কষ্ট পাইয়াছে এমন। রোগে শীর্ণ।

রোগগ্রস্ত — রোগ হইয়াছে এমন, পীড়িত।

রোগজীর্ণ — রোগের ফলে শীর্ণ।

রোগমুক্ত — রোগ সারিয়াছে এমন, সুস্থ হইয়াছে এমন।

রোগমুক্তি — আরোগ্যলাভ।

রোগযন্ত্রণা — রোগের ফলে কষ্ট।

রোগশয্যা — রোগের ফলে শায়িত অবস্থা। রোগীর বিছানা।

রোগশান্তি — রোগের উপশম, রোগমুক্তি।

রোগা — শীর্ণ, মোটা নহে এমন। **রোগা-পটকা** — শীর্ণ ও দুর্বল।

রোগাটে — ঈষৎ রোগা। [ঃ 'রোগাটে' চেহারা।]

রোগী — পীড়িত ব্যক্তি। স্ত্রী. — **রোগিণী**।

রোচক — খাইবার ইচ্ছার উদ্রেক করে এমন, রুচিকর।

রোচনা — গোরোচনা।

রোচা -- ('রুচা' দেখ।)

রোচ্য -- রুচিবার উপযুক্ত।

রোজ -- দিন। [ঃ এক 'রোজ'।] দৈনিক মজুরি। প্রতিদিন, প্রত্যহ। [ঃ 'রোজ' আসে।] **রোজ রোজ*** — প্রতিদিন, প্রত্যহ।

রোজকার — প্রতি দিনের, দৈনিক। [ঃ 'রোজকার' হিসাব রোজ দিও।] ('রোজগার' দেখ।)

রোজগার -- উপার্জন, আয়।

রোজগারী, রোজগেরে -- রোজগার করে এমন। [ঃ 'রোজগারী' ছেলে।]

রোজনামচা, রোজনামা — দৈনন্দিন বিবরণ, দিনলিপি, ডায়েরি।

রোজা — সাপ বা ভূতের ওঝা, মন্ত্র-চিকিৎসক।

রোজা -- (মুসলমান ধর্মে) সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাসের ব্রত। **রোজা রাখা** — রোজা পালন করা।

রোড — রাস্তা। বড় রাস্তা। **রোড সেস** — রাস্তার জন্য দেয় কর, পথকর।

রোতো, রোথো -- বাজে, তুচ্ছ, মন্দ।

রোদ — সূর্যের আলো, রৌদ্র। **রোদ পোয়ানো, রোদ পোহানো** — রোদে বসিয়া রোদ উপভোগ করা।

রোঁদ — নির্দিষ্ট এলাকায় ঘুরিয়া পাহারা, 'রাউন্ড'।

রোদন -- কান্না, ক্রন্দন।

রোধ -- বন্ধ করণ। রুদ্ধ অবস্থা। বাধাদান, প্রতিরোধ। [ঃ গতি 'রোধ' করা।] আটক, অবরোধ। [ঃ কণ্ঠ-'রোধ'।]

রোধক -- যাহা রোধ করে, রোধকারী। যাহাতে দাস্ত বন্ধ করে।

রোধঃ -- তীর, কূল।

রোধা — (কবিতায়) রোধ করা।

রোপণ -- গাছ লাগানো, রোয়া।

রোপিত -- রোপণ করা হইয়াছে এমন।

রোম -- লোম, চুল। রোঁয়া।

রোম — ইতালী দেশের রাজধানী ও প্রধান নগর।

রোমক -- রোমের অধিবাসী। রোম সংক্রান্ত।

রোমকূপ -- ('লোমকূপ' দেখ।)

রোমন্থন — ভুক্তদ্রব্যকে উগরাইয়া পুনরায় চর্বণ, জাবর কাটা, চর্বিতচর্বণ।

রোমন্থক -- রোমন্থনকারী।

রোমশ -- ('লোমশ' দেখ।)

রোমহর্ষ, রোমহর্ষণ — ভয় আনন্দ ইত্যাদির আতিশয্যে শিহরণ যাহাতে গায়ের চুল খাড়া হইয়া উঠে, রোমাঞ্চ।

রোমহর্ষণ — ভয়ে গায়ের চুল খাড়া হইয়া উঠে এমন, রোমাঞ্চকর।

রোমাঞ্চ — ('রোমহর্ষ' দেখ।)

রোমাঞ্চকর — গায়ের চুল খাড়া হইয়া উঠে এমন, ভীতিপ্রদ, রোমহর্ষণ।

রোমান -- ('রোমক' দেখ।)

রোমান্টিক -- কল্পনাপ্রধান, বাস্তববিরোধী। রোমান্টিসিজম্ সংক্রান্ত।

রোমান্টিসিজম্ -- শিল্পে ও সাহিত্যে কল্পনাপ্রধান রচনারীতি এবং তৎসংক্রান্ত মতবাদ।

রোমান্স — কল্পনাপ্রধান প্রেমমূলক আখ্যান। কল্পনাপ্রধান প্রেম। [ঃ 'রোমান্স' করা।]

রোমোদ্গম — চুল গজানো আরম্ভ।

রোয়া — ('রুয়া' দেখ।)

রোঁয়া — মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর চুল। চুলের মতো সূক্ষ্ম জিনিস।

রোয়াক -- ঘরের সামনেকার উঁচু বারান্দা বা চাতাল, দাওয়া।

রোয়াব -- সম্ভ্রম উৎপাদনের জন্য

আস্ফালন।

রোরুদ্যমান — খুব কাঁদিতেছে এমন। স্ত্রী. — **রোরুদ্যমানা।**

রোল — চিৎকার, রব, শব্দ।

রোলার — রাস্তা ইত্যাদি সমতল করিবার জন্য ব্যবহার্য গোলাকার ভারী জিনিস। **স্টীম রোলার** — বাষ্পচালিত রোলার।

রোশনগীর — আলোকসজ্জাকারী।

রোশনচৌকি — সানাই ইত্যাদির ঐকতান-বাদন।

রোশনাই — আলোক। আলোকসজ্জা।

রোষ — রাগ, ক্রোধ।

রোষকষায়িত — রাগে লাল।

রোস্ — সবুর কর্।

রোস, রোসো — সবুর কর।

রোসুন — সবুর করুন।

রোস্ট — ভাজা। [ঃ মুরগির 'রোস্ট'; ঃ পাঁউরুটির 'রোস্ট'।]

রোহিণী — নক্ষত্রের নাম। চন্দ্রপত্নী। বলরামের মা।

রোহিতাশ্ব — হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার পুত্র।

রৌদ্র — রোদ, সূর্যের আলো। প্রচণ্ড, ভয়ানক। রুদ্র সংক্রান্ত।

রৌপ্য — রুপা, রজত।

রৌপ্যমুদ্রা — রুপার তৈয়ারী মুদ্রা, টাকা, আধুলি ইত্যাদি।

রৌরব — নরকবিশেষ।

র‍্যাক — জিনিসপত্র রাখিবার উপযোগী ফ্রেম।

র‍্যাকেট — টেনিস ব্যাডমিণ্টন ইত্যাদি খেলিবার ব্যাট।

র‍্যাপার — গায়ের চাদর, শীতের কাপড়।

ল

ল — আইন। [ঃ 'ল' পড়ে।]

লইয়া — কারণে। [ঃ জমি 'লইয়া' বিবাদ।] সম্পর্কে। [ঃ লেখা 'লইয়া' আলোচনা।] দ্বারা। [ঃ তরবারি 'লইয়া' যুদ্ধ।]

লওয়া — গ্রহণ করা, নেওয়া। [ঃ টাকা 'লওয়া'।] সেবন করা। [ঃ 'জোলাপ' লওয়া।] ধারণ করা। [ঃ মাথায় 'লওয়া'।] অঙ্গে ধারণ করা। [ঃ 'টিকা' লওয়া।] সংগ্রহ করা। [ঃ খবর 'লওয়া'।] ক্রয় করা। অনুসরণ করা। [ঃ 'পথ' লওয়া।] উচ্চারণ করা। [ঃ ভগবানের নাম 'লওয়া'।] বোধ করা, ভাবা। [ঃ মনে 'লয়' না।] মনে করা, বিবেচনা করা। [ঃ দোষ 'লওয়া'।] করা। [ঃ যত্ন 'লওয়া'।] যাওয়া। [ঃ পিছু 'লওয়া'।] রাখা। [ঃ সঙ্গে টাকা 'লই' নাই।]

লওয়ানো — গ্রহণ করানো। অপরকে লইতে বাধ্য বা উৎসাহিত করা।

লংক্লথ — একরকম থাপী সাদা কাপড়।

লক — ('লখ' দেখ।)

লক-আপ — হাজত।

লক-গেট — খাল ইত্যাদিতে জল বাহির করিবার বা বাহির হওয়া বন্ধ করিবার উপযোগী একরকম ব্যবস্থা।

লকট — একরকম ফল।

লকলক — শিখা বা জিহ্বা ইত্যাদির পাতলা ভাব দৈর্ঘ্য ও দোলায়মানতা সূচক অনুকার।

লকলকে — লকলক করে এমন, পাতলা দীর্ঘ ও দোলায়মান। [ঃ 'লকলকে' শিখা; ঃ 'লকলকে' জিব।]

লকুচ — মাদার গাছ ও তাহার ফল।

লকেট — অলংকারের অংশ বিশেষ, হারের সহিত যুক্ত থাকে এমন কারুকার্য-করা চাকতি।

লকেট — ('লকট' দেখ।)

লক্কড় — ভাঙাচোরা টুকরা কাঠ বুঝাইতে 'লোহা' শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ লোহা-লক্কড়।] ব্যবহারের অনুপযুক্ত, অকর্মণ্য। [ঃ 'লক্কড়' লোক।]

লক্কা — চওড়া-লেজওয়ালা এক জাতীয় পায়রা। চালিয়াত ছেলে।

লক্ষ — লাখ, একশত হাজার। **লক্ষ লক্ষ** — অসংখ্য, অগণিত।

লক্ষণ — পরিচয়সূচক চিহ্ন। [ঃ জ্বরের 'লক্ষণ'।]

লক্ষণা — শব্দের মুখ্য অর্থ ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশের শক্তি।

লক্ষণীয় — লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত। লক্ষ্য করিতে হইবে এমন।

লক্ষপতি — লক্ষ টাকার মালিক, খুব ধনী ব্যক্তি, লাখপতি।

লক্ষিত — দৃষ্ট, দেখা গিয়াছে এমন।

লক্ষ্মণ — রামের বৈমাত্রেয় ভাই, দশরথ ও সুমিত্রার পুত্র।

লক্ষ্মী — ধনসম্পদের দেবী, বিষ্ণুর পত্নী। সম্পদ্, সৌভাগ্য। সুবোধ, শান্ত, ভালো। [ঃ 'লক্ষ্মী' ছেলে।] স্নেহসূচক সম্বোধন। [ঃ 'লক্ষ্মী' আমার।]

লক্ষ্মীকান্ত — লক্ষ্মীর স্বামী, বিষ্ণু।

লক্ষ্মীছাড়া — ভাগ্যহীন, হতভাগা, নিজের হিতাহিত সম্পর্কে অমনোযোগী। গালি বিশেষ।

লক্ষ্মীবন্ত, লক্ষ্মীমন্ত — সৌভাগ্যবান্। ধনী।

লক্ষ্য — যাহা লক্ষ করিতে হইবে এমন। উদ্দিষ্ট, যাহার প্রতি উদ্দেশ করা হইয়াছে এমন। [ঃ কাহাকেও 'লক্ষ্য' করিয়া বলা।] যাহা পাইবার বা আয়ত্ত করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন। [ঃ স্বাধীনতাই আমাদের 'লক্ষ্য'।] লক্ষণীয় বিষয় বা বস্তু। নিশানা।

লক্ষ্যচ্যুত — আদর্শ বা উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত। স্ত্রী. — **লক্ষ্যচ্যুতা**। বি — **লক্ষ্যচ্যুতি**।

লক্ষ্যবেধ, লক্ষ্যভেদ — তীর ইত্যাদির দ্বারা লক্ষ্যকে বিদ্ধ করণ। [ঃ অর্জুনের 'লক্ষ্যবেধ'।]

লক্ষ্যভ্রষ্ট — আদর্শ বা উদ্দেশ্য হইতে চ্যুত। স্ত্রী. — **লক্ষ্যভ্রষ্টা**।

লক্ষ্যস্থান — উদ্দিষ্ট স্থান, লক্ষ্য করা হইয়াছে এমন বিষয় বা বস্তু।

লক্ষ্যহীন — উদ্দেশ্যহীন। স্ত্রী. — **লক্ষ্যহীনা**। বি. — **লক্ষ্যহীনতা**।

লখ — ঘুড়ি উড়াইবার জন্য একরকম রেশমী সুতা।

লগন — (কবিতায় ও কথ্য প্রয়োগে) লগ্ন।

লগনসা — পূজা বিবাহ ইত্যাদির বহু লগ্ন আছে এমন সময়।

লগা — আঁকশি। নৌকা ঠেলিবার লম্বা বাঁশ ইত্যাদি।

লগি — ছোট লগা।

লগুড় — মোটা ছোট লাঠি, কোঁতকা। গদা।

লগেজ — ('লাগেজ' দেখ।)

লগ্ন — (জ্যোতিষে) রাশির উদয়কাল। জ্যোতিষ অনুসারে নির্দিষ্ট শুভ সময়। সময়। [ঃ শুভ 'লগ্ন'।]

লগ্ন — সংলগ্ন, যুক্ত। [ঃ কণ্ঠ-'লগ্ন' হইলেন।] স্ত্রী. — **লগ্না**।

লগ্নপত্র — বিবাহের দিন ইত্যাদি স্থির করণ সংক্রান্ত পত্র ও অনুষ্ঠান।

লগ্নি — সুদের কারবার।

লঘিমা — লঘুত্ব। যোগসাধনার ফলে প্রাপ্ত শক্তি যাহার দ্বারা নিজের দেহকে ইচ্ছা-মতো হাল্‌কা করা যায়।

লঘিষ্ঠ — সর্বাপেক্ষা লঘু। ক্ষুদ্রতম। [ঃ 'লঘিষ্ঠ' সংখ্যা।]

লঘু — হালকা, কম ভারী। কঠোর নহে

'এমন। [ঃ 'লঘু' দণ্ড।] অল্প। [ঃ 'লঘু' পাপ।] সহজে পাচ্য। [ঃ 'লঘু' পথ্য।] চিন্তাপূর্ণ নহে এমন। [ঃ 'লঘু' রচনা।] গম্ভীর নহে এমন। [ঃ 'লঘু' প্রকৃতি।] ছোট, কনিষ্ঠ। [ঃ 'লঘু'-গুরু জ্ঞান নাই।] গম্ভীর বা চিন্তাশীল নহে এমন। [ঃ 'লঘু'-চিত্ত।] সহজসাধ্য, সহজে হয় এমন। [ঃ 'লঘু'-পাক।] বি. — **লঘুতা, লঘুত্ব।**

লঘুচতুষ্পদী — একরকম ছন্দ।

লঘুচিত্ত — অস্থিরচিত্ত, যাহার মতির স্থিরতা নাই এমন। বি. — **লঘুচিত্ততা।**

লঘুপাক — সহজে হজম হয় এমন। [ঃ 'লঘুপাক' খাদ্য।]

লঘুকরণ — (গণিতে) রাশির সরলতাসাধন বা সংক্ষেপ করণ।

লংকা — একরকম ঝাল ফল ও তাহার গাছ।

লঙ্কা — পুরাণোক্ত একটি দ্বীপ, রামায়ণে বর্ণিত রাবণের পুরী, (প্রচলিত মতে) বর্তমান সিংহল।

লঙ্কা — ('লংকা' দেখ।)

লঙ্গ — (কথ্য ও গ্রাম্য প্রয়োগ) লবঙ্গ।

লঙ্গ — খোঁড়া, খঞ্জ। [ঃ তৈমুর 'লঙ্গ'।]

লঙ্গরখানা — বিনামূল্যে অন্নবিতরণের স্থান, অন্নসত্র।

লঙ্ঘন — পালন না করণ। [ঃ নিয়ম 'লঙ্ঘন'।] ডিঙানো, লাফাইয়া অতিক্রম। [ঃ সাগর-'লঙ্ঘন'।] উপবাস।

লঙ্ঘনীয় — লঙ্ঘন করা যায় বা উচিত এমন।

লঙ্ঘা — (কবিতায়) লঙ্ঘন করা।

লঙ্ঘানো — অতিক্রম করা, পার হওয়া।

লঙ্ঘিত — লঙ্ঘন করা হইয়াছে এমন।

লঙ্ঘ্য — লঙ্ঘনীয়।

লছমী — লক্ষ্মী।

লছিমা — লছমী। বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহের পত্নী।

লজ — বাসা, বাসস্থান।

লজিক — যুক্তি। যুক্তিবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র।

লজেঞ্জ, লজেঞ্জুস — চিনি দিয়া তৈয়ারী চুসিয়া খাইবার উপযোগী একরকম জিনিস।

লজ্জা — সংকোচ কুণ্ঠা বা অপরাধবোধ সূচক ভাব, লাজ, শরম। সংকোচবোধ। [ঃ 'লজ্জা' করা।] পরিহাস ইত্যাদির ফলে সংকোচ ভাব। [ঃ 'লজ্জা' দেওয়া।]

লজ্জাকর, লজ্জাজনক — লজ্জিত হইবার উপযুক্ত মন্দ। [ঃ 'লজ্জাকর' ব্যাপার।]

লজ্জার্জিত লজ্জার ফলে হইয়াছে এমন।

লজ্জানত — লজ্জায় অবনত। লজ্জায় বিনীত। স্ত্রী — **লজ্জানতা।**

লজ্জানম্র লজ্জানত।

লজ্জাবতী লজ্জা আছে এমন (স্ত্রী)। একরকম লতা যাহার পাতাগুলি ছুইলেই গুটাইয়া যায়।

লজ্জাবনত — লজ্জায় নত। লজ্জায় হেট। স্ত্রী. — **লজ্জাবনতা।**

লজ্জাশীল — যে সহজে লজ্জা পায়, লাজুক। স্ত্রী. — **লজ্জাশীলা।**

লজ্জাস্থান — দেহের লজ্জাজনক অংশ, লিঙ্গ, যোনি।

লজ্জাহীন - যাহার লজ্জা বা সংকোচবোধ নাই, নির্লজ্জ। স্ত্রী. — **লজ্জাহীনা।** বি. — **লজ্জাহীনতা।**

লজ্জিত — লজ্জা পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **লজ্জিতা।**

লঞ্চ — ছোট জাহাজ।

লণ্ঠ — ('লাণ্ঠ' দেখ।)

লট — একত্র অনেকগুলি। [ঃ এক 'লটে'

কেনা।]

লটকান — একরকম গাছ ও তাহার লাল রঙের ফল।

লটকানো — টাঙানো, ঝুলানো। ঝুলানো হইয়াছে এমন।

লটকানে — লটকান ফলের মতো লাল। [ঃ 'লটকানে' শাড়ি।]

লটপট — লুটাইবার বা ঝুলিবার ভাব সূচক অনুকার। [ঃ শাড়ি 'লটপট' করা।]

লটপটে — লটপট করে এমন।

লটবহর — সঙ্গের নানারকমের অনেক জিনিস, সঙ্গের মালপত্র।

লটারি — পুরস্কার ইত্যাদি বিতরণ সংক্রান্ত ভাগ্যপরীক্ষা। [ঃ 'লটারি' করা।] ভাগ্যপরীক্ষার একরকম খেলা। [ঃ 'লটারির' টিকিট।]

লড়নেওয়ালা — (প্রেগ) যে লড়াই করে, যোদ্ধা। পালোয়ান।

লড়া — লড়াই করা, যুদ্ধ করা।

লড়াই — যুদ্ধ।

লড়াকু — যাহা যুদ্ধ করে, জঙ্গী। [ঃ 'লড়াকু' বিমান।]

লড়ানো — লড়াই করানো, লড়াইযে প্রবৃত্ত করা। [ঃ মুরগি 'লড়ানো'।]

লড়ায়ে, লড়িয়ে — লড়াই করিতে ভালোবাসে এমন। ভালো লড়াই করিতে পারে এমন।

লড্ডু, লড্ডুক — লাড্ডু।

লণ্ঠন — সঙ্গে লইবার উপযোগী কাচের আবরণ দেওয়া একরকম দীপ। **ম্যাজিক লণ্ঠন** — ছায়াচিত্র প্রদর্শনের একরকম যন্ত্র।

লণ্ডভণ্ড — বিশৃঙ্খলা ঘটানো হইয়াছে এমন, বিপর্যস্ত, তছনছ।

লতা — বিনা আশ্রয়ে খাড়া হইয়া উঠিতে পারে না এমন উদ্ভিদ। লতার মতো দেখিতে বা লতার মতো বিস্তারলাভ করে এমন বস্তু। [ঃ বিদ্যুৎ-'লতা'; ঃ বংশ-'লতা'।]

লতাগৃহ — লতায় ছাওয়া ঘর, কুঞ্জ।

লতানে — লতার মতো, লতাইয়া চলে এমন।

লতানো — লতার মতো বিস্তার লাভ করা। লতার মতো বিস্তৃত।

লতাবিতান, লতামণ্ডপ — লতায় ছাওয়া চত্বর, কুঞ্জ।

লতায়িত — লতার মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া বিস্তৃত।

লদকালদক — (প্রেগ) ঘনিষ্ঠ ভাব ইয়ারকি ইত্যাদি।

লন — ঘাসে ঢাকা উঠান বা ছোট মাঠ।

লপটানো — জড়িত বা লিপ্ত হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া। জড়িত বা লিপ্ত হইয়াছে এমন।

লপসি — ময়দা ইত্যাদির মণ্ড বা ঐরূপ তরল খাদ্য।

লপেটা — একরকম হালকা নাগরা জুতা।

লপ্ত — লাগাও, সংযুক্ত ভাব। [ঃএক-'লপ্তে' পাঁচ বিঘা।]

লপ্সিকা — হালুয়া।

লব — রামের পুত্র, কুশের যমজ ভাই। (গণিতে) বিভাজ্য অঙ্ক। অত্যল্প অংশ।

লবঙ্গ — একরকম গাছের সুগন্ধ শুষ্ক ফুল যাহা মসলারূপে ব্যবহৃত হয়।

লবঙ্গলতা — একরকম লতা ও তাহার সুগন্ধ ফুল।

লবঙ্গলতিকা — একরকম মিষ্টান্ন।

লবণ — নুন, নিমক। ঐ জাতীয় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য।

লবণচুষ — ('লজেঞ্জ' দেখ।)

লবণাক্ত — লবণমিশ্রিত, লোনা।

লবণাম্বু — লবণাক্ত জল।

লবণাম্বুধি, লবণাম্বুরাশি — সমুদ্র।

লবি — আইনসভার পার্শ্ববর্তী হল বা কামরা যেখানে কৌতূহলী জনসাধারণ যাতায়াত করে। **লবি মহল** — লবিতে ঘোরাফেরা করে এমন লোকজন, আইন-সভা সম্পর্কে যাহারা খোঁজখবর রাখে।

লবেজান — ওষ্ঠাগত-প্রাণ, মুমূর্ষু, মরমর। [ঃ বিবিজান চলে যান 'লবেজান' ক'রে।]

লবেদা — একরকম লম্বা ঢিলা পোশাক।

লব্ধ — লাভ করা হইয়াছে এমন, প্রাপ্ত।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ — প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এমন, বিখ্যাত। [ঃ 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ' লেখক।]

লভ্য — যাহা লাভ করা যাইবে এমন, প্রাপ্য, লাভের উপযুক্ত।

লভ্যাংশ — প্রাপ্য অংশ। লাভের অংশ।

লম্প — কেরোসিনের একরকম বাতি, ডিবা।

লম্পট — দুশ্চরিত্র, কামুক।

লম্ফ — লাফ।

লম্ফজম্ফ — লাফালাফি। আস্ফালন।

লম্ফদান, লম্ফন, লম্ফপ্রদান — লাফ দেওয়া, লাফানো।

লম্ব — দোলায়মান, লম্বিত। দীর্ঘ। [ঃ 'লম্ব'-কর্ণ।] খাড়া, উপরের দিকে সোজা। (জ্যামিতিতে) সমকোণে অব-স্থিত রেখা।

লম্বকর্ণ — যাহার কান লম্বা এমন।

লম্বমান — যাহা ঝুলিতেছে এমন, লম্বিত।

লম্বা — দীর্ঘ। [ঃ এক হাত 'লম্বা'; ঃ 'লম্বা' চেহারা।] প্রসারিত, বিস্তৃত। [ঃ 'লম্বা' ক'রে রাখা; 'লম্বা' ফর্দ।] আস্ফালনপূর্ণ। [ঃ 'লম্বা' কথা।] দৈর্ঘ্যের দিক। [ঃ 'লম্বায়' তিন হাত।] **লম্বা দেওয়া** — দৌড় দেওয়া। **লম্বা হওয়া** — (ব্যঙ্গে) শোয়া।

লম্বাই — লম্বার দিক। দৈর্ঘ্য।

লম্বাচওড়া — লম্বা ও মোটাসোটা। [ঃ 'লম্বাচওড়া' চেহারা।] দম্ভপূর্ণ, আস্ফালনসূচক। [ঃ 'লম্বাচওড়া' কথা।]

লম্বাটে — ঈষৎ লম্বা। [ঃ 'লম্বাটে' মুখ।]

লম্বালম্বি — দৈর্ঘ্যের দিকে, লম্বার দিকে। [ঃ 'লম্বালম্বি' কাটা।]

লম্বিত — ঝুলিতেছে এমন, দোলায়মান।

লম্বোদর — ভুঁড়িওয়ালা, পেট-মোটা। গণেশ।

লয় — বৃহৎ সত্তার সহিত অস্তিত্বহীনভাবে মিলন, বিলীন অবস্থা। [ঃ ব্রহ্মে 'লয়' পাওয়া।] ধ্বংস, বিনাশ। প্রলয়। (সংগীতে) বাদ্য নৃত্য গীত ইত্যাদির পরস্পর সংগতি। তালের নির্দিষ্ট কাল-পরিমাণ। [ঃ দ্রুত 'লয়'; ঃ বিলম্বিত 'লয়'।]

লয়প্রাপ্ত — লয় পাইয়াছে এমন, বিলীন। বি. — **লয়প্রাপ্তি**।

লরি — মাল বহিবার উপযোগী ছাদহীন বড় মোটরগাড়ি।

ললনা — নারী। স্ত্রী।

ললন্তিকা — নাভি পর্যন্ত দোলানো এক-রকম হার।

ললাট — কপাল। [ঃ প্রশস্ত 'ললাট'।] ভাগ্য। [ঃ 'ললাটে' যা ছিল।]

ললাটলিখন — নিয়তির বিধান, বিধি-লিপি।

ললাটিকা — তিলক।

ললাম — অলংকার, ভূষণ।

ললিত — সুন্দর, মনোজ্ঞ, চারু। স্ত্রীনৃত্য, লাস্য। (সংগীতে) রাগিণী বিশেষ।

ললিতকলা — চারুকলা, সাহিত্য

সংগীত চিত্রণ ইত্যাদি শিল্প।

ললিতা — সুন্দরী, মনোজ্ঞা। রাধিকার এক সখী।

ললিতে — (সম্বোধনে) ললিতা।

লসীকা — জীবদেহের বর্ণহীন বা ঈষৎ হলদে একরকম রস, 'লিম্ফ্'।

লহ — (কবিতায়) লও, গ্রহণ কর।

লহনা — প্রাপ্য, লভ্য। চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত ধনপতি সওদাগরের প্রথমা স্ত্রী।

লহমা — মুহূর্ত, অত্যল্প সময়। [ঃ এক 'লহমার' জন্য।]

লহর — স্রোত। তরঙ্গ। হারের স্তবক, নর।

লহরি, লহরী — তরঙ্গ, ঢেউ।

লহু — (প্রাচীন কবিতায়) রক্ত।

লহু লহু — (প্রাচীন কবিতায়) লঘু লঘু, মৃদু মৃদু। [ঃ বচনক চাতুরী 'লহু লহু' হাস।]

লা — (মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে) রে। [ঃ কি বলবি 'লা'?]

লা — লাক্ষা, গালা।

লা — (প্রাচীন কবিতায়) নৌকা।

লাইট — আলো। বৈদ্যুতিক আলো।

লাইট হাউস — জাহাজকে পথের সংকেত দেওয়ার জন্য আলোক স্তম্ভ, বাতিঘর।

লাইন — রেখা। [ঃ 'লাইন' টানা।] সারি। [ঃ 'লাইন' ক'রে দাঁড়াও।] রাস্তা, পথ। [ঃ রেল-'লাইন'।] লম্বা তার। [ঃ টেলিফোনের 'লাইন'।] কবিতার কলি। [ঃ এক 'লাইন' কবিতা।] মুদ্রিত পুস্তক ইত্যাদিতে পাশাপাশি সজ্জিত অক্ষরের সারি। [ঃ এক পৃষ্ঠায় পঁচিশ 'লাইন' আছে।] বিশেষ ধরনের কাজ বা পেশা। [ঃ এ 'লাইনে' কত দিন আছেন?]

লাইনিং — কোট ইত্যাদির ভিতরের কাপড়, অস্তর।

লাইব্রেরি — পাঠাগার। বইয়ের দোকান।

লাইব্রেরিয়ান — পাঠাগারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

লাইসেন্স — সরকারী অনুমতিপত্র।

লাউ — একরকম লতানে গাছ ও তাহার ফল, অলাবু, কদু।

লাউডস্পীকার — শব্দের শক্তি বা ব্যাপকতা বাড়ায় এমন একরকম বৈদ্যুতিক যন্ত্র।

লাক্ষণিক — লক্ষণ সংক্রান্ত।

লাক্ষা — গালা, জতু, লা।

লাক্ষারস — লাক্ষাজাত রং, আলতা।

লাখ — লক্ষ, একশত হাজার।

লাখপতি — লাখ টাকার মালিক, ধনী ব্যক্তি। অত্যন্ত ধনী।

লাখেরাজ — যাহার খাজনা দিতে হয় না এমন, নিষ্কর। [ঃ 'লাখেরাজ' জমি।]

লাগ — নৈকট্য। স্পর্শ। সন্ধান। নাগাল।

লাগসই — ঠিক মানায় এমন, উপযুক্ত। [ঃ শব্দটি বড় 'লাগসই' হয়েছে।]

লাগা — সংলগ্ন হওয়া, যুক্ত হওয়া, লিপ্ত হওয়া। [ঃ আঠা 'লাগা'; ঃ টিকিট 'লাগা'; ঃ রং 'লাগা'।] ক্রমাগত করা। [ঃ কাঁদতে 'লাগল'।] প্রয়োজন হওয়া। [ঃ টাকা 'লাগবে'; ঃ সময় 'লাগবে'।] ঠেকা, স্পর্শ করা। [ঃ গায়ে গা 'লাগা'।] আঘাত পাওয়া। [ঃ কোথায় 'লেগেছে'? মনে বড় 'লেগেছে'।] যন্ত্রণা পাওয়া। [ঃ বড্ড 'লাগছে'।] গায়ে আসিয়া পড়া। [ঃ রোদ 'লাগা'; ঃ ঠাণ্ডা 'লাগা'; ঃ হাওয়া 'লাগা'।] আটকানো। [ঃ গলায় 'লাগা'।] অনুভব করা। [ঃ ক্ষুধা 'লেগেছে'।] নিযুক্ত হওয়া, রত হওয়া। [ঃ কাজে 'লাগা'।] পরিত্যাগ না করা। [ঃ 'লেগে' থাকা।] উপযুক্ত বা মাপমতো হওয়া। [ঃ জামাটা গায়ে 'লাগে' না; ঃ তালায় চাবি 'লাগে' না।] তীরে ভিড়া।

[ঃ এখানে নৌকা 'লাগবে'।] প্রযুক্ত হওয়া। [ঃমন 'লাগে' না।] তুলনার যোগ্য হওয়া। [ঃএর কাছে 'লাগে' না।] স্বাদ বোধ করা। [ঃমিষ্টি 'লাগা'।] **আগুন লাগা** — আগুন ধরা। অগ্নিকাণ্ড ঘটা। **উঠিয়া পড়িয়া লাগা, উঠে পড়ে লাগা** — জড়তা বা আলস্য ত্যাগ করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। **চমক লাগা** — চমকিত বা বিস্মিত হওয়া। **চোখ লাগা** — অশুভ দৃষ্টি পড়া, নজর লাগা। **ঠাণ্ডা লাগা** — সর্দি হওয়া। **তাক লাগা** — বিস্ময়বিমূঢ় হওয়া। **তালা লাগা** — শ্রুতিশক্তি সাময়িকভাবে লোপ পাওয়া। **দাঁতে দাঁত লাগা** — অত্যন্ত শীত অনুভব করা। **নজর লাগা** — ('চোখ লাগা দেখ।) **পিছনে লাগা, পেছু লাগা** — অপরের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করা। **বিষম লাগা** — খাদ্যের ক্ষুদ্র কণা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করায় কাশিতে থাকা। **ভেলকি লাগা** — হতবুদ্ধি হওয়া। **মন লাগা** — মনোনিবেশ হওয়া। **মনে লাগা** — বোধ পাওয়া। পছন্দসই হওয়া।

লাগাও — সংলগ্ন, পাশাপাশি। [ঃ 'লাগাও' জমি।]

লাগাড় — ('নাগাড়' দেখ।)

লাগানি — অসাক্ষাতে নিন্দা।

লাগানী — অসাক্ষাতে অপরের নিন্দা করে এমন (মেয়ে)।

লাগানো — সংলগ্ন করা, যুক্ত করা, লিপ্ত করা। [ঃ'টিকিট' লাগানো।] স্পর্শ করানো, ঠেকানো। [ঃগায়ে গা 'লাগানো'।] দেহে বা অপর কিছুতে লাগিতে দেওয়া। [ঃ 'রোদ' লাগানো।] প্রবৃত্ত বা নিযুক্ত করা। [ঃকাজে 'লাগানো'।] ব্যয় করা। [ঃঅনেক টাকা 'লাগানো'।] বাধানো, ঘটানো। [ঃযুদ্ধ 'লাগানো'।] ভিড়ানো। [ঃপাড়ে নৌকা 'লাগানো'।] অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, চুকলি কাটা। প্রয়োগ করা। [ঃমন 'লাগানো'।] **আগুন লাগানো** — অগ্নিসংযোগ করা। **ঘুম লাগানো** — (বাঙ্গে) ঘুমাইতে শুরু করা। ঘুমাইতে থাকা। **তাক লাগানো** — বিস্ময়ে হতবুদ্ধি করা। চমৎকৃত করা। **তালা লাগানো** — তালা বন্ধ করা। শব্দের চোটে সাময়িকভাবে শ্রুতিশক্তি লোপ করা। **নজর লাগানো** — অশুভ বা ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিপাত করা। **প্যাঁচ লাগানো** — ঘুড়ি কাটিবার জন্য সুতায় সুতা জড়ানো। **ভেলকি লাগানো** — হতবুদ্ধি করা।

লাগাম — ঘোড়ার মুখে বাঁধা, বলগা।

লাগি', লাগিয়া — (কবিতায়) জন্য। [ঃসুখের 'লাগিয়া'।]

লাগেজ — যাত্রীর সঙ্গের মালপত্র। **লাগেজ করা** — মাশুল দিয়া মালপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

লাঘব — হালকা ভাব, লঘুত্ব। অল্পতা, হ্রাস। [ঃশ্রমের 'লাঘব'।]

লাঙল, লাঙ্গল — মাটি চষিবার যন্ত্র, হাল।

লাঙ্গুল — পশুর লেজ।

লাচাড়ী — একরকম ত্রিপদী ছন্দ।

লাজ — খই। [ঃ'লাজ'-বর্ষণ।]

লাজ — লজ্জা, শরম।

লাজুক — সহজে লজ্জা পায় এমন, সহজে অপরের সহিত মেলামেশা করিতে পারে না এমন, লজ্জাশীল। বি. — **লাজুকতা**।

লাঞ্চ — প্রাতরাশ ও দিনের প্রধান আহারের মধ্যবর্তী অল্প আহার। [ঃসাহেব 'লাঞ্চে' গেছেন।] **লাঞ্চ করা** — ঐরূপ আহার করা।

লাঞ্ছন — চিহ্ন, দাগ। [ঃভৃগু-পদ-'লাঞ্ছন'।] ধ্বজ, পতাকা। কলঙ্ক।
লাঞ্ছনা — দুঃসহ অপমান, নিগ্রহ।
লাঞ্ছিত — অপমানিত, নিগৃহীত। কলঙ্কিত। চিহ্নিত। স্ত্রী: — **লাঞ্ছিতা**।
লাট — দক্ষিণ গুজরাটের প্রাচীন নাম।
লাট — স্তম্ভ। [ঃঅশোকের 'লাট'।]
লাট — পাট-ভাঙা, চটকানো, নষ্ট। [ঃকাপড়-জামা 'লাট' করে দিয়েছে।]
লাট — নিলামে একসঙ্গে বিক্রেয় দ্রব্যের সমষ্টি। জমিদারির অংশ। **লাটে উঠা** নিলামে ওঠা।
লাট — বৃটিশ আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা। **জঙ্গী লাট** — সামরিক শাসনকর্তা। সেনাপতি। **বড় লাট** — বৃটিশ আমলের প্রধান শাসনকর্তা, গভর্নর জেনারেল।
লাটাই — ('নাটাই' দেখ।)
লাটিম, লাট্টু — কাঠের একরকম খেলনা যাহা সুতা দিয়া ঘুরানো যায়।
লাঠালাঠি — লাঠি দিয়া মারামারি।
লাঠি — যষ্টি, বাঁশের বা কাঠের দণ্ড, মোটা ছড়ি।
লাঠিখেলা — লাঠি চালাইবার কলাকৌশল।
লাঠিপেটা — লাঠির দ্বারা প্রহৃত।
লাঠিয়াল, লেঠেল — লাঠি চালনায় পটু ব্যক্তি।
লাঠ্যৌষধি — লাঠির দ্বারা প্রহাররূপ ঔষধ।
লাড়ু — ('নাড়ু' দেখ।)
লাতিন — ('ল্যাটিন' দেখ।)
লাথ, লাথি — মারিবার উদ্দেশ্যে উদ্যত পা। [ঃ'লাথি' মারা; ঃ 'লাথি' দেখানো।]
লাদ — জন্তুর বিষ্ঠা।
লাদা — বোঝাই করা।
লাদাই — বোঝাই।
লাফ — লম্ফ। [ঃ'লাফ' দেওয়া; ঃ 'লাফ' মারা।]
লাফরা — ('লাবড়া' দেখ।)
লাফানো — লাফ দেওয়া।
লাফালাফি — বার বার লম্ফপ্রদান। অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ। লম্ফঝম্ফ, আস্ফালন।
লাবড়া — লাউ ইত্যাদি নানা সবজির মিশ্রণে তৈয়ারী ব্যঞ্জন, ঘণ্ট।
লাবণি — (প্রাচীন কবিতায়) সৌন্দর্য, রূপ, লাবণ্য।
লাবণিক — লবণ সংক্রান্ত।
লাবণ্য — কান্তি, সৌন্দর্য, লালিত্য।
লাবণ্যবতী — যাহার (স্ত্রী) লাবণ্য আছে।
লাবণ্যময় — লাবণ্যে পূর্ণ, কান্তিময়। স্ত্রী — **লাবণ্যময়ী**।
লাভ — প্রাপ্তি, পাওয়া। [ঃপুত্র 'লাভ'; ঃঅর্থ-লাভ'।] উপকার, উপযোগিতা। [ঃওখানে গিয়ে 'লাভ' কি?] ব্যবসায়ে খরচ বাদ দিয়া যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকে, মুনাফা। [ঃহাজার টাকা 'লাভ' হয়েছে।]
লাভজনক — যাহাতে লাভ হয় বা হইবে এমন।
লামা — তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধ যাজক। **দালাই লামা** — তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরু।
লাম্পট্য — লম্পটের কাজ বা স্বভাব, ব্যভিচারিতা, কামুকতা।
লায়েক — সাবালক। সমর্থ, কাজের উপযুক্ত।
লাল — ('লালা' দেখ।)
লাল — রক্তবর্ণ। [ঃ'লাল' ফুল।]
লাল — প্রিয় পুত্র, প্রিয় বালক। নামের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [ঃজহর-

'লাল'; ঃ হীরা-'লাল'; ঃ নন্দ-'লাল'।]

লালচে — ঈষৎ লাল।

লালন — সযত্নে পালন; সযত্নে পোষণ। **লালন-পালন** — প্রতিপালন, খাদ্য-বস্ত্রাদি দিয়া সযত্নে রক্ষণ।

লালনী — লালন সংক্রান্ত। [ঃ শিশু-'লালনী' গ্রন্থমালা।]

লালস — লোলুপ। কামাতুর। [ঃ মদির 'লালস' চক্ষে।]

লালসা — লোভ, লিপ্সা। উগ্র কামনা।

লালা — মুখ হইতে নিঃসৃত জলের মতো পদার্থ, লাল।

লালা — পশ্চিমা সম্ভ্রান্ত কায়স্থের উপাধি।

লালায়িত — (লালাযুক্ত) অতিশয় লোলুপ।

লালিত — সযত্নে পালিত। স্ত্রী. — **লালিতা**।

লালিত্য — মাধুর্য, সৌন্দর্য। [ঃ ভাষার 'লালিত্য'; ঃ দেহের 'লালিত্য'।]

লালিমা — লাল ভাব, রক্তাভা।

লাশ — শব, মড়া, মৃতদেহ।

লাস, লাস্য — স্ত্রীলোকের নৃত্য। [ঃ হাস্যে-'লাস্যে'।]

লিক — মাটির উপরে চলন্ত গাড়ির চাকার দাগ।

লিকলিক — দীর্ঘ ও সরু ভাব সূচক অনুকার। [ঃ 'লিকলিক' করা।]

লিকলিকে — সরু ও লম্বা। [ঃ 'লিক-লিকে' চেহারা।]

লিকার — চা-পাতার ক্বাথ।

লিখন — লিপি, লিখিত বিষয়, লেখা। [ঃ বিধির 'লিখন'; ঃ 'লিখন'-প্রণালী।]

লিখা — লিপিবন্ধ করা, অক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করা। [ঃ চিঠি 'লিখছি'।] রচনা করা। [ঃ কবিতা 'লিখা'; ঃ বই 'লিখছি'।] চিঠি দেওয়া। [ঃ কাল তাকে 'লিখব'।] লিখিত।

লিখানো — লিপিবন্ধ করানো। লিপিবন্ধ করানো হইয়াছে এমন।

লিখিত — যাহা লেখা হইয়াছে, লিপিবন্ধ। রচিত, প্রণীত।

লিখিতব্য — লেখার যোগ্য। লিখিতে হইবে এমন।

লিখিয়ে — লিখিতে পটু। লিখিতে পটু ব্যক্তি।

লিঙ্গ — পুরুষের জননেন্দ্রিয়। একরকম শিবমূর্তি। [ঃ 'লিঙ্গ'-পূজা।] (ব্যাকরণে) শব্দের পুরুষ স্ত্রী বা ক্লীব ভাবসূচক বিভাগ। **লিঙ্গশরীর** — (দর্শনে) সূক্ষ্ম শরীর।

লিঙ্গায়েত — একরকম শৈব সম্প্রদায় যাহারা শিবলিঙ্গের উপাসনা করে।

লিচু — একরকম সুপরিচিত ফল।

লিডার — সম্পাদকীয় প্রধান প্রবন্ধ। [ঃ 'লিডার' লেখা।] নেতা।

লিথো — (সংক্ষেপে) লিথোগ্রাফি বা লিথোগ্রাফ। **লিথোগ্রাফ** — পাথরের উপর লিখিয়া তাহা হইতে ছাপ লইয়া মুদ্রণের একরকম ব্যবস্থা।

লিথোগ্রাফি — লিথোগ্রাফের সাহায্যে মুদ্রণকার্য।

লিপস্টিক — ঠোঁটে মাখিবার উপযোগী একরকম লাল রং।

লিপি — চিঠি, পত্র। লেখা, লিখন। [ঃ বিধি-'লিপি'।] বর্ণমালার লেখ্য রূপ, হরফ। [ঃ প্রাচীন 'লিপি'।]

লিপিকর, লিপিকার — যে লেখা নকল করে। **লিপিকর প্রমাদ** — লেখা নকল করিবার ভুল।

লিপিচাতুর্য, লিপিচাতুর্য্য — লিখিবার নৈপুণ্য।

লিপিবন্ধ — লিখিয়া রাখা হইয়াছে এমন,

লিখিত।

লিপ্ত — মাখানো, লেপা হইয়াছে এমন। [ঃ মসী-'লিপ্ত'।] জড়িত, সংশ্লিষ্ট। [ঃ কোনও ব্যাপারে 'লিপ্ত' থাকা।] জোড়া, সংযুক্ত।

লিপ্তপদ, লিপ্তপাদ — যাহার পায়ের আঙুল চামড়া দিয়া জোড়া এমন।

লিপ্যন্তর — এক বর্ণমালা হইতে অন্য বর্ণমালায় পরিবর্তন। বিণ. — **লিপ্যন্তরিত**।

লিপ্সা — পাইবার ইচ্ছা, লোভ, লালসা, স্পৃহা।

লিপ্সু — পাইতে ইচ্ছুক, লোভী, স্পৃহাশীল। [ঃ ধন-'লিপ্সু'।]

লিফ্‌ট্ — গৃহাদির উপরে উঠিবার জন্য ব্যবহার্য একরকম বৈদ্যুতিক যন্ত্র।

লিভার — যকৃৎ। যকৃৎ বৃদ্ধি রোগ। [ঃ 'লিভার' হয়েছে।]

লিরা — ইতালীদেশে প্রচলিত মুদ্রা।

লিস্ট, লিস্টি — ফর্দ, তালিকা।

লীগ — দল, সংঘ। [ঃ মুসলিম 'লীগ'।] বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক খেলা। [ঃ 'লীগ' খেলা।]

লীঢ় — লেহন করা হইয়াছে এমন, আস্বাদিত।

লীন — লয়প্রাপ্ত, মিলিত। [ঃ ব্রহ্মে 'লীন' হওয়া।] অদৃশ্য, নিশ্চিহ্ন। [ঃ আকাশে 'লীন' হওয়া।] লগ্ন, যুক্ত আছে এমন। স্ত্রী. — **লীনা**।

লীলা — খেলা, কেলি, ক্রীড়া। [ঃ 'লীলা'-কানন।] দেবতাদির রঙ্গ বা কার্যকলাপ। [ঃ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-'লীলা'।] কর্মময় জীবন, জীবন। [ঃ মানব-'লীলা'; ঃ ভুব-'লীলা'।]

লীলাকমল — বৃন্তসহ পদ্মফুল যাহা প্রাচীনকালের ভারতীয় যুবতীরা ব্যবহার করিতেন।

লীলাকানন — আমোদ-প্রমোদের জন্য বাগান।

লীলাক্ষেত্র — দেবতা ইত্যাদির কর্মক্ষেত্র।

লীলাখেলা — কার্যকলাপ, জীবন। [ঃ 'লীলাখেলা' সাঙ্গ হ'ল।]

লীলাচঞ্চল — ক্রীড়াপূর্ণ চঞ্চল হাবভাব-যুক্ত।

লীলাপদ্ম — ('লীলাকমল' দেখ।)

লীলাবতী — হালকা হাবভাব ও চঞ্চলতায় পরিপূর্ণা। ভাস্করাচার্য-রচিত বিখ্যাত প্রাচীন গণিত পুস্তকের নাম (কথিত আছে তাঁহার কন্যার নাম ছিল লীলাবতী।)

লীলাময় — সকল কিছুই যাঁহার খেলা-মাত্র, ভগবান। ক্রীড়াকৌতুক ও চঞ্চলতায় পরিপূর্ণ। স্ত্রী. — **লীলাময়ী**।

লীলায়িত — সুন্দর ভঙ্গীবিশিষ্ট।

লীলাসংবরণ — মহামানব বা অবতারের দেহত্যাগ।

লু — পশ্চিম ভারতের একরকম উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ।

লুই — একরকম মোটা পশমী শীতের কাপড়।

লুকাচুরি—চোর সাজিয়া লুকানোর খেলা, চোর-চোর খেলা। পরস্পর হইতে আত্ম-গোপন বা গোপন করিবার চেষ্টা।

লুকাছাপা — গোপন, লুকানো।

লুকানো — লুক্কায়িত হওয়া, গোপনে থাকা। লুক্কায়িত করা, গোপন করা। লুক্কায়িত, প্রচ্ছন্ন, গুপ্ত।

লুকোচুরি, লুকোছাপা, লুকোনো — ('লুকাচুরি', 'লুকাছাপা' ও 'লুকানো' দেখ।)

লুক্কায়িত — লুকাইয়াছে বা লুকানো হইয়াছে এমন, প্রচ্ছন্ন, গুপ্ত। স্ত্রী. —

লুব্ধতা।
লুঙ্গি — একরকম কাপড় যাহা কাছা ও কোঁচা না দিয়া পরিতে হয়।
লুচি — ঘিয়ে ভাজা ময়দার পাতলা চাকতি।
লুচ্চা — লম্পট।
লুচ্চামি — লাম্পট্য।
লুট — লুণ্ঠন, বলপূর্বক অর্থাদি গ্রহণ। [ঃ'লুট' করা।] সকলে কুড়াইয়া গ্রহণ করিবে এই উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ। [ঃহরির 'লুট'।]
লুটা — লুট করা, বলপূর্বক বা যথেচ্ছভাবে গ্রহণ করা।
লুটানো — ভূলুণ্ঠিত হওয়া বা করা। ভূলুণ্ঠিত।
লুটাপুটি — গড়াগড়ি। [ঃহাসিয়া 'লুটাপুটি'।]
লুটেরা, লুটেল — যে লুট করে, লুণ্ঠনকারী।
লুটোপুটি — ('লুটাপুটি' দেখ।)
লুঠ — ('লুট' দেখ।)
লুঠেরা, লুঠেল — ('লুটেরা' দেখ।)
লুডো — পাশা জাতীয় একরকম খেলা।
লুড়া, লুড়ো — খড় ইত্যাদির গুচ্ছ বা আঁটি।
লুণ্ঠক — লুণ্ঠনকারী।
লুণ্ঠন — লুট।
লুণ্ঠিত — লুট করা হইয়াছে এমন। লুটাইয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃভূ-'লুণ্ঠিত'।] স্ত্রী. — **লুণ্ঠিতা**।
লুপ্ত — লোপপ্রাপ্ত, বিনষ্ট, নিশ্চিহ্ন। স্ত্রী. — **লুপ্তা**।
লুপ্তি — লোপ, বিনাশ, বিলুপ্তি।
লুফা — নিক্ষিপ্ত দ্রব্য মাটিতে পড়িবার আগে ধরা। অত্যধিক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করা। [ঃওরা তোমাকে 'লুফে' নেবে।]
লুব্ধ — লোভী, লোলুপ। স্ত্রী. — **লুব্ধা**। বি. — **লুব্ধতা**।
লুব্ধক — একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম।
লুম্বিনী — ঐতিহাসিক উদ্যান যেখানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, বর্তমান নেপালের অন্তর্গত রুম্মিনদেই।
লূতা — মাকড়সা। [ঃ 'লূতা'-তন্তু।]
লেই — ময়দা ইত্যাদির কাই।
লেংচানো — খোঁড়াইয়া চলা।
লেংটা — ('নেংটা' দেখ।)
লেংটি — ('নেংটি' দেখ।)
লেংড়া — ('ল্যাংড়া' দেখ।)
লেক — হ্রদ। ঝিল।
লেকচার — বক্তৃতা। **লেকচার দেওয়া** — বক্তৃতা করা। **লেকচার মারা** — (ব্যঙ্গে বা নিন্দায়) বক্তৃতা করা।
লেকচারার — বক্তা। এক শ্রেণীর অধ্যাপক।
লেখ — লিপি, লিখন, লিখিত বিষয়। [ঃশিলা-'লেখ'।]
লেখক — যে লেখে। পুস্তক প্রবন্ধ ইত্যাদির রচয়িতা। স্ত্রী. — **লেখিকা**।
লেখন — অক্ষরের সাহায্যে প্রকাশ করণ, লিপিবদ্ধ করণ। অঙ্কন।
লেখনী — লিখিবার যন্ত্র, কলম।
লেখনীয় — লিখিবার যোগ্য। যাহা লিখিতে হইবে।
লেখা — ('লিখা' দেখ।) লিপি, লেখন, ভাবপ্রকাশের জন্য সজ্জিত অক্ষর। [ঃহাতের 'লেখা'।] পুস্তক প্রবন্ধাদি রচনা। [ঃওঁর 'লেখা' ভালো।] রেখা। [ঃইন্দু-'লেখা'।] অঙ্কন। [ঃচিত্র-'লেখা'।] লিখিত। [ঃকালিতে 'লেখা' চিঠি।]
লেখাজোখা — লিখিত প্রমাণ হিসাব ইত্যাদি।

লেখানো — ('লিখানো' দেখ।) লিপিবন্ধ করানো। লিপিবন্ধ করানো হইয়াছে এমন।

লেখাপড়া — লিখিবার ও পড়িবার বিদ্যা। পড়াশুনা, বিদ্যালাভ। [ঃ 'লেখাপড়া' করা।] আইন অনুসারে দলিল ইত্যাদি সম্পাদন। [ঃ সম্পত্তি 'লেখাপড়া' করিয়া দেওয়া।]

লেখালিখি, লেখালেখি — বার বার লেখা। পত্রিকাদিতে অনেক আলোচনা। পরস্পর লেখা।

লেখিকা — ('লেখক' দেখ।)

লেখ্য — লেখার যোগ্য। লিখিতে হইবে এমন। যাহাতে লেখা হয় এমন। [ঃ 'লেখ্য' ভাষা।]

লেঙট, লেঙটি — কৌপীন, নেংটি।

লেঙড়া — ('ল্যাংড়া' দেখ।)

লেঙুড় — লাঙ্গুল, পশুর লেজ।

লেংগট, লেংগুড় — ('লেঙট' ও 'লেঙুড়' দেখ।)

লেচি — লুচি ইত্যাদি বেলিবার জন্য ময়দা ইত্যাদির ছোট ঢেলা।

লেজ — লাঙ্গুল, পুচ্ছ।

লেজা — মাছের লেজ। শেষ ভাগ, শেষের দিক।

লেজার — হিসাবের পাকা খাতা।

লেজুড় — লেজ। অবাঞ্ছিত ক্ষুদ্র অংশ।

লেট — বিলম্ব, দেরি। [ঃ বড্ড 'লেটে' বোঝেন।]

লেঠা — ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা। [ঃ 'লেঠা' চুকল।]

লেঠেল — ('লাঠিয়াল' দেখ।)

লেড পেনসিল — একরকম পেনসিল যাহাতে গ্রাফাইটের সাহায্যে লেখা হয়।

লেডিকেনি — একরকম রসে ডুবানো মিষ্টান্ন (লেডী ক্যানিং-এর নাম হইতে)।

লেডী — ভদ্রমহিলা। লর্ড বা স্যারের স্ত্রীর উপাধি।

লেত্তি, লেত্তি — লাটিম ঘুরাইবার সুতা।

লেন — গলি। **বাই-লেন** — ছোট গলি।

লেন — লওয়া, গ্রহণ। **লেনদেন** — দেওয়া-নেওয়া, আদান প্রদান, কারবার।

লেন্স — দৃষ্টিশক্তি বাড়াইতে সাহায্য করে বা ছায়াচিত্র গ্রহণের কাজে লাগে এমন কাচ।

লেপ — প্রলেপ। [ঃ 'লেপ' দেওয়া।] লেপিবার বা আঁটিবার উপযোগী জিনিস, লেই।

লেপ — শীতকালে গায়ে দিবার উপযোগী তুলার তৈরি একরকম শয্যাদ্রব্য।

লেপটানো — জড়াইয়া থাকা, জড়িত হওয়া। জড়াইয়া দেওয়া। লেপন করা।

লেপন — মাখানো, লিপ্ত করণ।

লেপনীয় — লেপিবার যোগ্য।

লেপা — লেপন করা। নিকানো।

লেপানো — লেপন করানো। অপরের দ্বারা নিকানো।

লেপাপোছা — লেপিয়া ও মুছিয়া পরিষ্কার করণ। ঐভাবে পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন।

লেফাফা — খাম, চিঠি ভরিবার কাগজের আবরণ। **লেফাফাদুরস্ত** — যাহার বাহার প ত্রুটিহীন এমন।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট — সহকারী। সৈন্যদলের ক্যাপ্টেনের নিম্নবর্তী কর্মচারী, নৌ-বাহিনীতে সেনাপতির নিম্নবর্তী কর্মচারী।

লেবু — টকরসযুক্ত একরকম ফল।

লেবেল — পরিচয়সূচক সংক্ষিপ্ত লেখা যাহা বোতল ইত্যাদির গায়ে আঁটিয়া দেওয়া হয়। [ঃ 'লেবেল' লাগানো।]

লেভেল — সমতল। **লেভেল ক্রশিং** —

সমতল জায়গা যেখানে রেলরাস্তা ইত্যাদি পার হওয়া যায়।

লেমোনেড — লেবুর গন্ধযুক্ত একরকম সোডাওয়াটার।

লেলানো — আক্রমণের জন্য পিছনে ধাবিত করা। [ঃ কুকুর 'লেলাইয়া' দেওয়া।]

লেলিহান — বার বার লেহন করে এমন, লকলকে। [ঃ 'লেলিহান' অগ্নিশিখা।]

লেশ — অত্যল্প, সামান্য। **লেশমাত্র** — সামান্য মাত্র, এক কণাও।

লেস — সুতা দিয়া বোনা একরকম জাল যাহা পাড় ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হয়, বেল।

লেহন — জিব বুলাইয়া আস্বাদন বা ভক্ষণ, চাটা।

লেহী — যে বা যাহা লেহন করে, লেহনকারী। [ঃ পাদুকা-'লেহী' কুক্কুর।]

লেহ্য — লেহন করিবার যোগ্য, চাটিয়া খাইতে হয় এমন।

লৈখিক — লেখা সম্বন্ধীয়, লেখ্য। [ঃ 'লৈখিক' ভাষা।] লিখিত। [ঃ মৌখিক ও 'লৈখিক' পরীক্ষা।]

লো — স্ত্রীলোকের উদ্দেশে স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠতা বা তাচ্ছিল্য সূচক সম্বোধন, রে। [ঃ কি 'লো', কেমন আছিস?]

লোক — মানুষ, মনুষ্য, ব্যক্তি। [ঃ গরীব 'লোক'; ঃ খারাপ 'লোক'।] জনসাধারণ। [ঃ 'লোক'-সাহিত্য; ঃ 'লোক'-নিন্দা।] ভৃত্য, অনুচর। কর্মচারী। [ঃ এই আপিসে 'লোক' নেবে।]

লোক — জগৎ, ভুবন। [ঃ ত্রি-'লোক'; ঃ মর্ত্য-'লোক'।]

লোককথা — প্রাচীন গ্রাম্য উপকথা।

লোকক্ষয় — বহু মানুষের মৃত্যু।

লোকগাথা — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন কবিতা।

লোকচক্ষু — জনসাধারণের দৃষ্টি বা অবগতি। **লোকচক্ষুর অন্তরালে** — গোপনে, অপ্রকাশ্যে।

লোকচরিত্র — সাধারণ মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি। মানবচরিত্র।

লোকতঃ — জনসাধারণের দৃষ্টিতে জ্ঞাতসারে বা মতে।

লোকতন্ত্র — জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। বিণ. — **লোকতান্ত্রিক**।

লোকনাথ — ত্রিলোকের অধিপতি, ভুবনেশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব।

লোকনিন্দা — জনসাধারণ কর্তৃক কৃত বা প্রচারিত নিন্দা।

লোকনিন্দিত — জনসাধারণের দ্বারা নিন্দিত।

লোকনৃত্য — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাচ।

লোকপরম্পরা — পর পর বহু লোকের দ্বারা।

লোকপাবন — ত্রিলোকের উদ্ধারকর্তা বা পবিত্রকারী। স্ত্রী. — **লোকপাবনী**।

লোকপাল — জনসাধারণের শাসনকর্তা, রাজা, নরপাল। দিক্‌পাল, ইন্দ্র যম কুবের ও বরুণ।

লোকপিতামহ — ব্রহ্মা।

লোকপ্রবাদ — জনশ্রুতি, কিংবদন্তী।

লোকপ্রসিদ্ধ — জনসাধারণের নিকট জ্ঞাত বা পরিচিত।

লোকপ্রসিদ্ধি — জনসাধারণের নিকট খ্যাতি।

লোকপ্রিয় — জনসাধারণের প্রিয়, জনপ্রিয়। বি. — **লোকপ্রিয়তা**।

লোকবন্ধু — জনসাধারণের হিতকারী।

লোকবাদ — ('লোকপ্রবাদ' দেখ।)

লোকবসতি — মানুষের বসতি।

লোকবিরল — যেখানে মানুষের সংখ্যা অল্প এমন, জনবিরল।

লোকব্যবহার — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ব্যবহার। লোকাচার।

লোকভাষা — জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষা।

লোকমত — জনসাধারণের মত, জনমত।

লোকরঞ্জন — জনসাধারণের প্রীতিসাধন, প্রজারঞ্জন। জনসাধারণের প্রীতিসাধন করে এমন।

লোকলজ্জা — জনসাধারণের নিকট লজ্জা।

লোকলোচন — ('লোকচক্ষু' দেখ।)

লোকশিক্ষা — জনসাধারণের শিক্ষা, জনশিক্ষা।

লোকসংখ্যা — অধিবাসীদের বা সমবেত ব্যক্তিদের সংখ্যা, জনসংখ্যা।

লোকসংগীত, লোকসঙ্গীত — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গান।

লোকসমাজ — মনুষ্যসমাজ।

লোকসভা — ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নতন পরিষদ।

লোকসান — ক্ষতি।

লোকসাহিত্য — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বা জনসাধারণের উপযোগী সাহিত্য।

লোকহিত — জনহিত, জনসাধারণের উপকার।

লোকহিতকর — জনসাধারণের হিতকর।

লোকহিতৈষী — জনসাধারণের মঙ্গলকামী, জনসাধারণের উপকারী। স্ত্রী. — **লোকহিতৈষিণী**। বি. — **লোকহিতৈষিতা**।

লোকাচার — জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা।

লোকাতীত — মানুষের ক্ষমতার অতীত, অলৌকিক, লোকোত্তর, অলোকসামান্য।

লোকান্তর — পরলোক।

লোকান্তরগত — পরলোকগত, মৃত।

লোকান্তরগমন — পরলোকগমন, মৃত্যু।

লোকান্তরিত — পরলোকগত, মৃত।

লোকাপবাদ — লোকনিন্দা।

লোকাভাব — কর্মীর অভাব, লোকের অভাব।

লোকায়ত — নাস্তিক, দার্শনিক চার্বাকের মতাবলম্বী। যাহাতে ধর্মের জন্য পার্থক্য করা হয় না এমন। [ঃ 'লোকায়ত' রাষ্ট্র।] নাস্তিকতা, চার্বাকের দার্শনিক মতবাদ।

লোকায়ত্ত — জনসাধারণের বশীভূত, জনসাধারণের হস্তগত। [ঃ চীনের 'লোকায়ত্ত' সরকার।]

লোকারণ্য — অসংখ্য মানুষের ভিড়, বহুলোকসমাগম।

লোকালয় — মানুষের বসবাস, বসতি।

লোকেশ — ('লোকনাথ' দেখ।)

লোকোত্তর — ('লোকাতীত' দেখ।)

লোচন — চোখ, চক্ষু, নয়ন।

লোচ্চা — ('লুচ্চা' দেখ।)

লোটন — ভূমিতে লুণ্ঠন, গড়াগড়ি। একরকম পায়রা। ঝোলা আলগা একরকম খোঁপা।

লোটা — ঘটি। [ঃ 'লোটা' কম্বল।]

লোটা, লোটানো — ('লুটা' ও 'লুটানো' দেখ।)

লোধ, লোধ্র — এক জাতীয় বৃক্ষ।

লোধ্ররেণু — লোধ্র গাছের ছালের গুঁড়া যাহা প্রাচীনকালে অঙ্গরাগ হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

লোনা — লবণযুক্ত, লবণাক্ত। [ঃ 'লোনা' জল।] মাটির লবণ জাতীয় উপাদান অধিক হইবার ফলে জীর্ণতা। [ঃ 'লোনা' ধরা; ঃ 'লোনা' লাগা।] মাটি ও জলে লবণের ক্ষতিকর আধিক্য। [ঃ 'লোনার'

দেশ।]

লোপ — নাশ, ধ্বংস। **লোপ পাওয়া** — লুপ্ত বা বিনষ্ট হওয়া।

লোপাট — নিঃশেষে বর্জিত। সমূলে বিনষ্ট।

লোপামুদ্রা — প্রাচীন কালের জনৈকা বিখ্যাত নারী, মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী।

লোফা — ('লুফা' দেখ।)

লোফার — বাজে অকর্মণ্য লোক।

লোবান — ধুনা জাতীয় একরকম নির্যাস।

লোভ — নিন্দনীয় আকাঙ্ক্ষা, পাইবার নিন্দনীয় ইচ্ছা, লালসা। [ঃ ধন-'লোভ'।] খাইবার নিন্দনীয় প্রবল ইচ্ছা।

লোভনীয় — লোভের উদ্রেক করে এমন, লোভজনক। বি. — **লোভনীয়তা।**

লোভী — যাহার লোভ প্রবল এমন।

লোম — চুল, রোম।

লোমকূপ — চুলের গোড়ার ক্ষুদ্র ছিদ্র।

লোমফোঁড়া — চুলের গোড়ায় হয় এমন একরকম ছোট ব্রণ।

লোমশ — লোমযুক্ত, দেহে প্রচুর লোম আছে এমন।

লোমহর্ষ, লোমহর্ষণ ('রোমহর্ষ' ও 'রোমহর্ষণ' দেখ।)

লোর — (কবিতায়) অশ্রু। জল। [ঃ আঁখি-'লোর'।]

লোল — শিথিল, ঝোলা। [ঃ 'লোল' চর্ম।] লকলকে। [ঃ 'লোল'-জিহ্বা।]

লোলজিহ্ব — যাহার জিভ লকলক করে এমন।

লোলায়মান — দোলায়মান, লকলকে।

লোলুপ — অতিশয় লোভী, অত্যন্ত লুব্ধ।

লোষ্ট্র — ঢিল, মাটির ডেলা।

লোহা — একরকম কালো কঠিন ধাতু, লৌহ। **লোহালক্কড়** — লোহা কাঠ ইত্যাদি।

লোহার — লৌহকার, কামার।

লোহি — একরকম পশমী কাপড়, লুই।

লোহিত — লাল, রক্তবর্ণ।

লোহু — (প্রাচীন কবিতায়) রক্ত।

লৌকতা — (সংক্ষেপে) লৌকিকতা। [ঃ 'লৌকতা' করেছে।]

লৌকিক — লোক সংক্রান্ত। সামাজিক।

লৌকিকতা — সামাজিক শিষ্টাচার। ক্রিয়া-কর্মে আত্মীয়-কুটুম্ব ইত্যাদিকে উপহার দান।

লৌহ — লোহা।

লৌহকার — যে লোহা দিয়া জিনিস তৈয়ার করে, কামার।

লৌহবর্ত্ম — লোহা দিয়া তৈয়ারী পথ, রেলপথ, রেল লাইন।

ল্যাং — কাহাকেও ভূপাতিত করিবার উদ্দেশ্যে আগাইয়া দেওয়া পা। [ঃ 'ল্যাং' মারা।]

ল্যাংড়া — ('নেংড়া' দেখ।)

ল্যাংবোট — জাহাজের পিছনে বাঁধা থাকে এমন নৌকা। (ব্যঙ্গে) অনুচর, যে ব্যক্তি সঙ্গে থাকে।

ল্যাজ — ('লেজ' দেখ।)

ল্যাটিন — প্রাচীন ল্যাটিয়ামের (বিশেষতঃ রোমের) অধিবাসী ও তাহাদের ভাষা। ঐ অধিবাসী বা ভাষা সংক্রান্ত।

ল্যাঠা — একরকম ছোট মাছ। ('লেঠা' দেখ।)

ল্যাণ্ডো — ইচ্ছামতো ছাদ খোলা বা গুটানো যায় এমন একরকম ঘোড়ার গাড়ি।

শ

শ, শ' — (সংক্ষেপে) শত।

শংকর — শিব, মহাদেব।

শংকরী — শংকরপত্নী, ভগবতী, দুর্গা।

শংকরাচার্য, শংকরাচার্য্য — বেদান্ত ইত্যাদির বিখ্যাত ভাষ্যকার ও অদ্বৈতবাদী দার্শনিক।

শংসা — প্রশংসা। কথন, উল্লেখ।

শংসাপত্র — পরিচয়পত্র, প্রশংসাপত্র, সার্টিফিকেট।

শক — মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিবিশেষ।

শকাব্দ — ভারতের কোন প্রাচীন শক ক্ষত্রপ বা রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত বর্ষগণনার ফলে সংখ্যাত সাল। (শকাব্দ গণনা বাংলা বর্ষগণনা হইতে ৫১৫ বৎসর আগে এবং খ্রীস্টীয় বর্ষগণনা হইতে ৭৮ বা ৭৯ বৎসর পরে আরম্ভ হয়। তাই শকাব্দ বাহির করিতে হইলে বাংলা সালের সহিত ৫১৫ বৎসর যোগ করিতে এবং খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৭৮ বা ৭৯ বৎসর বাদ দিতে হয়।

শকট — গাড়ি।

শকতি — (কবিতায়) শক্তি।

শকরকন্দ — একরকম লাল বা সাদা মিষ্ট আলু।

শকারি — শকগণের শত্রু বা বিনাশকারী, সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি।

শকুন — গৃধ্র। পাখী। শুভাশুভ লক্ষণ।

শকুনজ্ঞ — শুভাশুভ লক্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শী।

শকুনি — শকুন, গৃধ্র। মহাভারতে বর্ণিত দুর্যোধনের মাতুল।

শকুন্ত — পাখী। শকুন।

শকুন্তলা — পুরাণে বর্ণিতা মেনকা ও বিশ্বামিত্রের কন্যা (শকুন্ত বা পক্ষী কর্তৃক পালিতা)।

শক্ত — সবল, শক্তিযুক্ত, সমর্থ। [ঃ 'শক্তের' ভক্ত।] কঠিন, মজবুত, দৃঢ়। [ঃ 'শক্ত' মুঠি।] দুর্বোধ, দুরূহ। [ঃ 'শক্ত' অঙ্ক।] কোমল নহে এমন। [ঃ 'শক্ত' বিছানা।] তরল নহে এমন। [ঃ 'শক্ত' দই।] সহজে অভিভূত দুর্বল বা কোমল হয় না এমন। [ঃ 'শক্ত' লোক।]

শক্তি — বল, ক্ষমতা, সামর্থ্য, জোর। [ঃ দৈহিক 'শক্তি'।] শক্তিমান্ প্রধান রাষ্ট্র। [ঃ পঞ্চ-'শক্তি'।] তেজ, বেগ। [ঃ বৈদ্যুতিক 'শক্তি'।] দুর্গা, ভগবতী, কালী। প্রাচীনকালের একরকম ক্ষেপণাস্ত্র।

শক্তিধর — শক্তিমান্। শক্তি নামক ক্ষেপণাস্ত্রধারী, কার্তিকেয়।

শক্তিপূজা — দুর্গা কালী ইত্যাদি দেবীর পূজা।

শক্তিপ্রয়োগ — বলপ্রয়োগ।

শক্তিমত্তা — শক্তিশালিতা।

শক্তিমান, শক্তিমান্ — শক্তিশালী, বলবান। স্ত্রী. — **শক্তিমতী**।

শক্তিশালী — শক্তিমান, ক্ষমতাশালী। পরাক্রান্ত। স্ত্রী. — **শক্তিশালিনী**। বি. — **শক্তিশালিতা**।

শক্তিশেল — রামায়ণে বর্ণিত বিখ্যাত অস্ত্র যাহার আঘাতে রাবণ লক্ষ্মণকে মৃতপ্রায় করিয়াছিলেন।

শক্তিহীন — দুর্বল, নিস্তেজ, ক্ষমতাহীন। স্ত্রী. — **শক্তিহীনা**। বি. — **শক্তিহীনতা**।

শক্তু — ছাতু।

শক্তি২ — বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শক্র — দেবরাজ ইন্দ্র।

শক্রজিৎ — ইন্দ্রজিৎ।

শখ — ইচ্ছা, সাধ, খেয়াল। [ঃ 'শখ' হওয়া।] চিত্তবিনোদনের জন্য কোনও বস্তুতে আসক্তি। [ঃ 'শখের' জিনিস: মাছ ধরার 'শখ'।] উপার্জনের উদ্দেশ্যে নহে এমন কাজ। [ঃ 'শখের' থিয়েটার; ঃ 'শখের' অভিনয়।]

শঙ্কর, শঙ্করী — ('শংকর' ও 'শংকরী'

দেখ।)

শঙ্কা — ভয়, আতঙ্ক, আশঙ্কা।

শঙ্কাহরণ — ভয়দূরকারী। ভয় দূর করণ।

শঙ্কাহীন — নির্ভয়, ভয়হীন। স্ত্রী. — **শঙ্কাহীনা**। বি. — **শঙ্কাহীনতা**।

শঙ্কিত — ভয় পাইয়াছে এমন, ভীত। স্ত্রী. — **শঙ্কিতা**।

শঙ্কু — কীলক, গোঁজ। একরকম অস্ত্র। ছায়া মাপিবার জন্য বারো আঙুল পরিমিত কাঠ। ঘড়ির কাঁটা। কিংবদন্তীতে বর্ণিত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের একজন।

শঙ্কুপট্ট — রোদের ছায়া মাপিয়া সময় নিরূপণের যন্ত্র, সূর্যঘড়ি।

শঙ্খ — শামুক জাতীয় একরকম সামুদ্রিক প্রাণী। ঐ প্রাণীর শক্ত খোলস, শাঁখ।

শঙ্খচিল — শাঁখের মতো সাদা রঙের মাথাবিশিষ্ট একরকম চিল।

শঙ্খচূড় — একজাতীয় বিষাক্ত বড় সাপ।

শঙ্খচূর্ণী — ('শাঁকচুন্নী' দেখ।)

শঙ্খবণিক্, শঙ্খবণিক — শাঁখারী।

শঙ্খবলয় — শাঁখা।

শঙ্খবিষ — সেঁকোবিষ।

শঙ্খিনী — দেহ ও স্বভাব ইত্যাদি অনুসারে স্ত্রীলোকের একটি শ্রেণী। একরকম প্রেতিনী, শাঁখিনী।

শচী — দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী, পৌলমী। শ্রীচৈতন্যের জননী।

শজনে — ('শজিনা' দেখ।)

শজারু — গায়ে কাঁটাযুক্ত একরকম পশু, শল্লকী।

শজিনা — একরকম বৃক্ষ যাহাতে ছোট সাদা ফুল ও ছড়ির মতো ফল হয়। **শজিনা ডাঁটা, শজিনা খাড়া** — শজিনার গাছের ছড়ির মতো ফল (তরকারি)।

শটকে — ('শতকিয়া' দেখ।)

শটি, শটী — হরিদ্রা জাতীয় একরকম গাছ যাহার কন্দ হইতে পালো হয়।

শঠ — খল, ধূর্ত ও অনিষ্টকারী। বি. — **শঠতা**।

শড়া — পচা। (পচা শব্দের সহিত সহকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।) [ঃ পচা-'শড়া'।]

শণ — পাটজাতীয় একরকম গাছ ও তাহার সাদা আঁশ যাহা হইতে দড়ি কাপড় ইত্যাদি হয়। **শণনুড়ি**—শণের গোছা। [ঃ চুল পেকে 'শণনুড়ি' হয়েছে।]

শত — ১০০ সংখ্যা, শ। বহু, অনেক। [ঃ 'শত' বকলেও কোনও ফল হয় না।] **শত শত** — বহু, অসংখ্য।

শতক — শতবস্তুর সমষ্টি, একত্র একশত। [কবিতা-'শতক'।] রাশির ডান দিক হইতে তৃতীয় স্থানের অংক। [ঃ 'শতকের' ঘর।] শতাব্দী। [ঃ নবম 'শতকে'।]

শতকরা — প্রতি শতে, প্রতি শতের অনুপাতে।

শতকিয়া — (ধারাপাতে) এক হইতে এক শত পর্যন্ত গণনা।

শতক্রতু — দেবরাজ ইন্দ্র।

শতগ্রন্থি — শত গাঁট আছে এমন, অত্যন্ত ছিন্ন।

শতঘ্নী — একরকম প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র।

শততম — শতসংখ্যার পূরক। [ঃ 'শত-তম' বার্ষিকী।]

শতদল — একজাতীয় পদ্ম।

শতদলবাসিনী — লক্ষ্মী।

শতদ্রু — পঞ্জাবের একটি নদী।

শতধা — শত প্রকারে। শত দিকে, শত ভাগে।

শতধার — শত বা বহু ধারা আছে এমন।

শত বা বহু ধারাবিশিষ্ট।

শতধারে — শত বা বহু ধারায়, অজস্র ধারায়।

শতপথ ব্রাহ্মণ .— যজুর্বেদের অংশ বিশেষ।

শতপদী — শত বা বহু পা আছে এমন প্রাণী। কেন্নো। বিছা।

শতবার্ষিকী — একশত বৎসর পূর্ণ হওয়ায় অনুষ্ঠেয় উৎসব।

শতভিষা — একটি নক্ষত্রের নাম।

শতমারী — যে শতবার পারদ জারণ করিয়াছে, শ্রেষ্ঠ কবিরাজ।

শতমুখ — উচ্ছ্বসিত। [ঃ প্রশংসায় 'শতমুখ'।] **শতমুখে** — উচ্ছ্বসিত-ভাবে। [ঃ 'শতমুখে' প্রশংসা করা।]

শতমুখী — ঝাঁটা।

শতমূলী — একরকম লতা ও তাহার কন্দ।

শতরঞ্চ, শতরঞ্চি — ('শতরঞ্জ' ও 'শতরঞ্জি' দেখ।)

শতরঞ্জ — দাবা খেলা।

শতরঞ্জি — মোটা সুতা দিয়া তৈয়ারী মেলিবার উপযোগী একরকম আসন, দরি।

শতসহস্র — এক লক্ষ। বহু, অসংখ্য, হাজার হাজার।

শতাংশ — এক শত ভাগ। এক শত ভাগের এক ভাগ।

শতানীক — শত সৈন্যদল যাহার। দ্রৌপদী ও নকুলের পুত্র।

শতাব্দ, শতাব্দী — একশত বৎসর, শতক।

শতায়ু — একশত বৎসর বাঁচে বা বাঁচিবে এমন, শতবর্ষজীবী।

শতেক — একশত। প্রায় একশত।

শত্রু — অনিষ্টকারী, বৈরী, বিপক্ষ।

শত্রুজয়ী, শত্রুঞ্জয় — যে শত্রুকে জয় করে বা করিয়াছে।

শত্রুঘ্ন — শত্রুর বিনাশকর্তা। রামায়ণে বর্ণিত দশরথ ও সুমিত্রার পুত্র, লক্ষ্মণের ভাই।

শত্রুতা — শত্রুর কাজ, শত্রুর মতো ব্যবহার, ক্ষতিসাধন, বৈরিতা।

শত্রুনাশ, শত্রুনিধন, শত্রুনিপাত — শত্রুর ধ্বংস সাধন।

শত্রুবিমর্দন, শত্রুবিমর্দ্দন — শত্রু দলন-কারী, শত্রুবিনাশন। শত্রুর বিনাশ।

শত্রুসংকুল, শত্রুসঙ্কুল — শত্রুতে পরিপূর্ণ।

শত্রুহীন — যাহার শত্রু নাই এমন।

শনাক্ত — ('সনাক্ত' দেখ।)

শনি — সপ্তাহের শেষ দিন। একটি গ্রহের নাম। অশুভ গ্রহ। **শনির দশা** — দুঃসময়। **শনির দৃষ্টি** — শনির ক্ষতিকর প্রভাব।

শনৈঃ, শনৈঃ শনৈঃ — অল্পে অল্পে। ক্রমে ক্রমে।

শনৈশ্চর — যে আস্তে চলে। শনিগ্রহ।

শপ — একরকম মাদুর।

শপথ — প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার, কসম।

শপ্ত — শাপগ্রস্ত, অভিশপ্ত।

শফর — ('সফর' দেখ।)

শফর, শফরী — ('সফর' ও 'সফরী' দেখ।)

শব — মৃতদেহ, মড়া।

শবদাহ — মৃতদেহ দগ্ধ করণ, মড়া পোড়ানো।

শবব্যবচ্ছেদ — মৃতদেহ কাটিয়া পরীক্ষা করণ।

শবব্যবচ্ছেদাগার — পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ কাটিবার ঘর, লাশ চেরাইয়ের ঘর।

শবর — ব্যাধ। স্ত্রী. — **শবরী**।

শবল — নানাবর্ণযুক্ত। স্ত্রী. — **শবলা**।

শবলা, শবলী — বহুবর্ণযুক্তা। বশিষ্ঠের গাভী, কামধেনু।

শবশোভাযাত্রা — মৃতদেহ সহ মিছিল।

শবসংকার — মৃতদেহ দাহ সমাহিত করণ ইত্যাদি।

শবসাধনা — শবের উপর বসিয়া একরকম তান্ত্রিক সাধনা।

শবাধার — মৃতদেহ রাখিবার বাক্স, কফিন।

শবানুগমন — মৃতদেহের সহিত বা পিছনে শ্মশানে গমন।

শবাসন — (তান্ত্রিক সাধনায় উপবেশনের জন্য) মৃতদেহরূপ আসন।

শবাসনা — শবের উপর অবস্থিতা কালী মূর্তি।

শবেবরাত — মুসলমানদের একটি পর্ব।

শব্দ — ধ্বনি, আওয়াজ। (ব্যাকরণে) অর্থ-বোধক ধ্বনি, অক্ষর বা অক্ষরের সমষ্টি।

শব্দকোষ — অভিধান।

শব্দতরঙ্গ — শব্দের দ্বারা সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। শব্দের ঢেউ।

শব্দবিন্যাস — শব্দসমূহের উপযুক্ত প্রয়োগ ও সন্নিবেশ।

শব্দবেধী, শব্দভেদী — পুরাণে বর্ণিত বাণ যাহা শব্দ অনুসরণ করিয়া লক্ষ্যবেধ করে।

শব্দায়মান — যাহা শব্দ করিতেছে বা যাহাতে শব্দ হইতেছে এমন।

শব্দার্থ — শব্দের মানে।

শব্দালংকার, শব্দালঙ্কার — রচনার মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য শব্দ প্রয়োগের বিভিন্ন রীতি, অনুপ্রাস যমক ইত্যাদি।

শব্দিত — ধ্বনিত, শব্দযুক্ত, শব্দে পূর্ণ। স্ত্রী. — **শব্দিতা।**

শম — মনের স্থিরতা, শান্তি।

শমন — যম, মৃত্যুর দেবতা।

শমনদমন — যমালয়, যমপুরী।

শমি — ('শমী' দেখ।)

শমিত — শান্ত করা হইয়াছে এমন, প্রশমিত, দমিত।

শমী — শাঁই গাছ, একরকম কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ যাহার কাঠ দিয়া যজ্ঞাগ্নি জ্বালা হইত।

শম্পা — বিদ্যুৎ।

শম্বর — পুরাণে বর্ণিত জনৈক অসুর।

শম্বুক, শম্বূক — শামুক। রামায়ণে বর্ণিত শূদ্র তপস্বী রাম যাহাকে হত্যা করেন।

শম্বুকগতি, শম্বূকগতি — অতিশয় ধীর গতি। অতিশয় ধীরে চলে এমন।

শম্ভু — শিব, মহাদেব।

শয়তান — ইহুদী খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত অন্যায় অনাচার ইত্যাদির প্রেরণাদাতা অপদেবতা, 'ডেভিল'। অতিশয় ধূর্ত ও দুর্বৃত্ত। দুষ্ট।

শয়তানি — শয়তানের উপযুক্ত কাজ, দুর্বৃত্ততা। দুষ্টামি।

শয়তানী — শয়তানের উপযুক্ত। [ঃ 'শয়তানী' বুদ্ধি।]

শয়ন — শোয়া, শয্যাগ্রহণ। [ঃ 'শয়ন' করা।] শয্যা, বিছানা।

শয়নকক্ষ, শয়নমন্দির — শুইবার ঘর, শয়নগৃহ।

শয়নৈকাদশী — আষাঢ় মাসের শুক্ল-একাদশী যাহাতে বিষ্ণু নিদ্রাগমন করেন বলা হয়।

শয়ান — শুইয়া আছে এমন।

শয়িত — শুইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **শয়িতা।**

শয্যা — যাহার উপরে শোয়া যায়, বিছানা।

শয্যাগত — শয্যাশায়ী। উত্থানশক্তিরহিত।

শয্যাগৃহ — শুইবার ঘর, শয়নকক্ষ।

শয্যাগ্রহণ — অসুস্থতার জন্য শুইয়া থাকিতে বাধ্য হওয়া, বিছানা নেওয়া।

শয্যাদ্রব্য — লেপ তোশক বালিশ ইত্যাদি বিছানার উপকরণ।
শয্যারচনা — সুন্দর ও আরামপ্রদ করিয়া বিছানা মেলা ইত্যাদি।
শয্যাশায়ী — রোগ বা দুর্বলতার জন্য শুইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে এমন, শয্যাগত। স্ত্রী. — **শয্যাশায়িনী**।
শয্যাসংগী — একসঙ্গে শয়ন করে এমন ব্যক্তি, যাহার সহিত যৌন সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তি। স্ত্রী — **শয্যাসঙ্গিনী**।
শর — বাণ, তীর। একরকম তৃণজাতীয় গাছ, খাগড়া।
শরক্ষেপ — তীর নিক্ষেপ, বাণ ছোঁড়া।
শরচ্চন্দ্র — শরৎকালের চাঁদ।
শরজাল — অসংখ্য শর নিক্ষেপের ফলে সৃষ্ট জালের মতো আচ্ছাদন।
শরণ — আশ্রয়, রক্ষণ।
শরণাগত — আশ্রয় লইতে আসিয়াছে এমন, শরণাপন্ন। স্ত্রী. — **শরণাগতা**।
শরণাপন্ন — শরণাগত।
শরণার্থী — আশ্রয়প্রার্থী, শরণাগত। স্ত্রী — **শরণার্থিনী**।
শরণ্য — যাহার নিকট আশ্রয় লওয়া বা পাওয়া যায়, আশ্রয়দানে সমর্থ। স্ত্রী. — **শরণ্যা**।
শরৎ — বর্ষা ও হেমন্তের মধ্যবর্তী ঋতু, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস।
শরদ — একরকম তারযন্ত্র, সরোদ।
শরদিন্দু — শরৎকালের চাঁদ, শরচ্চন্দ্র।
শরবত — সুমিষ্ট শীতল পানীয়।
শরবতী — শরবতের মতো, মিষ্ট। [ঃ শরবতী 'লেবু'।]
শরব্য — শরের লক্ষ্য। নিশানা।
শরভ — একরকম হরিণ। পুরাণে বর্ণিত অষ্টপদ একরকম পশু। হাতীর বাচ্চা।
শরম — লজ্জা।
শরযোজনা — ধনুকে তীর সংযোজন।
শরশয্যা — তীরের দ্বারা রচিত বিছানা।
শরসন্ধান — লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ।
শরা — ('সরা' দেখ।)
শরাব — মদ, সুরা।
শরাসন — ধনু।
শরাহত — তীরের দ্বারা আহত, তীরবিদ্ধ। স্ত্রী. — **শরাহতা**।
শরিক — অংশীদার, অংশী।
শরিকানা — শরিকের অংশে প্রাপ্য।
শরিকানী, শরিকী — শরিক বা অংশীদার সংক্রান্ত।
শরিফ — ('শরীফ' দেখ।)
শরিয়ত — ('শরীয়ত' দেখ।)
শরীফ — মহামান্য বা পবিত্র। **কোরান শরীফ** — মহামান্য কোরান। **মক্কা শরীফ** — পবিত্র মক্কা। **মেজাজ শরীফ** — মহাশয়ের কুশল তো?
শরীফা — আতা জাতীয় একরকম ফল।
শরীয়ত — মহম্মদ-প্রবর্তিত সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক নিয়মাবলী।
শরীর — দেহ।
শরীরচর্চা, শরীরচর্চ্চা — স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যায়ামাদি।
শরীরপাত — দেহপাত, স্বাস্থ্যনাশ।
শরীরপালন — শরীর রক্ষার জন্য নিয়ম পালন।
শরীরী — যাহার শরীর আছে এমন, দেহী, দেহধারী। [ঃ অ-'শরীরী'।]
শর্করা — চিনি।
শর্টকাট — সংক্ষিপ্ত সোজা পথ।
শর্টহ্যান্ড — সাংকেতিক চিহ্নের দ্বারা দ্রুত লেখনের পদ্ধতি।
শর্ত, শর্ত্ত — চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি, কড়ার।
শর্ব, শর্ব্ব — শিব।

শর্বরী, শর্ব্বরী — রাত্রি, রজনী।
শর্বাণী, শর্ব্বাণী — শিবানী, দুর্গা।
শর্ম, শর্ম্ম — কল্যাণ।
শর্মা, শর্ম্মা — ব্রাহ্মণত্বসূচক উপাধি।
শর্মিষ্ঠা, শর্ম্মিষ্ঠা — রাজা যযাতির দ্বিতীয়া পত্নী।
শলভ — পতঙ্গপাল।
শলা — সরু কাঠি, শলাকা। ডাক্তারদের ব্যবহার্য একরকম যন্ত্র।
শলাকা — শলা, কাঠি। [ঃ লৌহ-'শলাকা'; ঃ দীপ-'শলাকা'।]
শল্ক — মাছের আঁশ। গাছের ছাল।
শল্য — শলাকা, কাঁটা, গাঁথিবার অস্ত্র। বাণ, শেল। অস্থি, হাড়।
শল্যচিকিৎসক — অস্ত্রচিকিৎসক, 'সার্জন'।
শল্যচিকিৎসা — অস্ত্রচিকিৎসা, 'সার্জারি'।
শল্লকী — শজারু।
শশ, শশক — খরগোশ।
শশধর — চাঁদ, চন্দ্র, শশী।
শশব্যস্ত — (খরগোসের মতো চঞ্চল) অতিশয় ব্যস্ত।
শশলাঞ্ছন, শশাঙ্ক — যাহার গায়ে খরগোশের চিহ্ন আছে, চাঁদ।
শশাঙ্কশেখর — যাঁহার চূড়ায় চাঁদ আছে, শিব, মহাদেব।
শশিকলা — তিথি অনুসারে দৃশ্যমান চাঁদ যতখানি বাড়ে বা কমে।
শশিকান্ত — চন্দ্রকান্ত মণি।
শশিবদনা — চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যে নারীর, চন্দ্রমুখী।
শশিভূষণ — চন্দ্র যাঁহার অলংকার, শিব।
শশিমুখী — শশিবদনা, চন্দ্রমুখী।
শশিশেখর — শিব, শশাঙ্কশেখর।
শশী — চাঁদ, শশাঙ্ক।
শষ্প — কচি ঘাস।
শশা — একরকম সুপরিচিত ফল ও তাহার লতানে গাছ।
শস্ত্র — অস্ত্র। নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র।
শস্ত্রবিদ্যা — ধনুর্বেদ, তীর ছুঁড়িবার কলাকৌশল। অস্ত্রবিদ্যা।
শষ্প — ('শষ্প' দেখ।)
শস্য — কৃষিজাত ফল বা বীজ, ধান্য কলায় সরিষা ইত্যাদি। শাঁস। [ঃ নারিকেলের 'শস্য'।]
শস্যক্ষেত্র — শস্য উৎপাদনের জন্য জমি। শস্যে ভরা ক্ষেত।
শস্যভাণ্ডার — শস্য রাখিবার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।
শস্যশালী — শস্যে পূর্ণ। স্ত্রী. — **শস্যশালিনী**।
শস্যশ্যামল — ধান কলাই ইত্যাদি শস্যের গাছে সবুজ। স্ত্রী. — **শস্যশ্যামলা**।
শস্যাগার — ধান কলাই ইত্যাদি রাখিবার গোলা।
শহর — নগর।
শহরতলি — শহরের পার্শ্ববর্তী আধা-শহুরে অঞ্চল, শহরের উপকণ্ঠ।
শহরবাসী — শহরের বাসিন্দা, নগরবাসী। স্ত্রী. — **শহরবাসিনী**।
শহীদ — ধর্মযুদ্ধে নিহত মুসলমান। ন্যায় ও সত্যের জন্য প্রাণদানকারী।
শহুরে — শহর সংক্রান্ত। [ঃ 'শহুরে' আদব-কায়দা।] শহরে বাস করে এমন। [ঃ 'শহুরে' লোক।]
শা — ('শাহ্' দেখ।)
শাঁই — ('শমী' দেখ।)
শাঁই — গতি সূচক অনুকার।
শাংকর — শংকর সংক্রান্ত। শংকর-কৃত। [ঃ 'শাংকর' ভাষ্য।]
শাক — নরম কাণ্ডবিশিষ্ট ছোট উদ্ভিদ। [ঃ 'নটে' শাক; ঃ 'পালং' শাক।]

খাইবার উপযুক্ত ফল পাতা মূল ইত্যাদি তরকারি। [ঃশাকান্ন'; ঃ 'শাক'-সব্জি।] পাতা। [ঃমূলো 'শাক'; ঃ লাউ 'শাক'।] পুরাণোক্ত দ্বীপ বিশেষ, শকজাতির দেশ।

শাঁক — শঙ্খ, শাঁখ।

শাঁকচুন্নী — ('শাঁখচুন্নী' দেখ।)

শাকদ্বীপ — পুরাণোক্ত দ্বীপ, শকদের বাসস্থান।

শাকম্ভরী — দুর্গা। রাজপুতানা অঞ্চলের তীর্থ বিশেষ।

শাকান্ন — শাক ও ভাত, ভাত ও তরকারি।

শাঁকারী — ('শাঁখারী' দেখ।)

শাঁকিনী — 'শাঁখিনী' দেখ।)

শাক্ত — শক্তির উপাসক, দুর্গা কালী ইত্যাদির উপাসক।

শাক্য — প্রাচীনকালের একটি ক্ষত্রিয় বংশ যাহাতে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। **শাক্যমুনি, শাক্যসিংহ** — বুদ্ধদেব।

শাঁখ — ('শঙ্খ' দেখ।) **শাঁখ আলু** — শাঁখের মতো সাদা রঙের একরকম সুমিষ্ট আলু যাহা কাঁচা খাওয়া যায়।

শাঁখচুন্নী — একরকম প্রেতিনী, সধবা স্ত্রীলোকের প্রেত।

শাখা — ডাল। প্রধান বিষয় বা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বিষয় বা প্রতিষ্ঠান। অন্তর্গত বিভাগ।

শাঁখা — শঙ্খনির্মিত বলয়, শাঁখের বালা।

শাখাগ্র — ডালের অগ্রভাগ।

শাখানদী — বৃহত্তর নদী হইতে নির্গত নদী।

শাখামৃগ — বানর।

শাঁখারী — যে শাঁখা বা শাঁখের জিনিস তৈয়ার করে। শঙ্খবণিক।

শাঁখিনী — শাঁখচুন্নী; সধবা স্ত্রীলোকের প্রেত।

শাখী — বৃক্ষ।

শাগরেদ — শিষ্য, চেলা।

শাগরেদি — শিষ্যত্ব, চেলাগিরি।

শাঙন — (কবিতায়) শ্রাবণ।

শাঙ্কর — ('শাংকর' দেখ।)

শাটী — শাড়ি।

শাঠ্য — শঠতা, ধূর্ততা।

শাঁড়া — ফল ধরে না এমন, বন্ধ্য (গাছ)।

শাড়ি, শাড়ী — স্ত্রীলোকের পরনের রঙিন বা বড় পাড়বিশিষ্ট কাপড়। (তুঃ 'ধুতি'।)

শাণ, শাণিত — ('শান' ও 'শানিত' দেখ।)

শাণ্ডিল্য — জনৈক প্রাচীন ঋষি। ঐ ঋষির নাম অনুসারে প্রবর্তিত গোত্র।

শাদি — বিবাহ, বিয়ে। [ঃ'শাদি' করা; ঃ বিয়ে-'শাদি'।]

শাদ্বল — সবুজ ঘাসে ঢাকা স্থান।

শান — অস্ত্রাদিতে ধার দিবার পাথর বা যন্ত্র। ধাতু পালিশ করিবার যন্ত্র। কষ্টিপাথর। **শান দেওয়া** — শানে ঘষিয়া ধারালো করা। **শান-দেওয়া** — শানে ঘষিয়া ধারালো করা হইয়াছে এমন।

শান — পাথরের মেঝে। পাকা মেঝে। **শান বাঁধানো** — পাথর দিয়া বাঁধানো। ইট চুন সুরকি সিমেণ্ট ইত্যাদি দিয়া পাকা করা। **শান-বাঁধানো** — পাথর দিয়া বাঁধানো বা পাকা করা হইয়াছে এমন।

শানা — তাঁতের চিরুনির মতো অংশ যাহার ভিতর দিয়া টানার সুতাগুলি চালানো হয়।

শানা — শানিত হওয়া। [ঃভোঁতা ক্ষুর 'শানছে' না।] অভাব মেটা, তৃপ্তি হওয়া। [ঃএত অল্প খাবারে তার 'শানবে' না।]

শানানো — শানিত করা, শান দেওয়া,

তীক্ষ্ণ করা। অভাব মেটা, তৃপ্তি হওয়া, শানা। [ঃএত অল্পে 'শানাবে' না।] শানিত করা বা শান দেওয়া হইয়াছে এমন। [ঃ'শানানো' ক্ষুর।]

শানিত — শানে ঘষিয়া ধারালো করা হইয়াছে এমন। তীক্ষ্ণ, ধারালো।

শান্ত — আবেগ উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য নাই এমন। নিবৃত্ত, তৃপ্ত। [ঃক্ষুধা 'শান্ত' হওয়া।] ধীর, অচঞ্চল, শিষ্ট। [ঃ'শান্ত' ছেলে।]

শান্তনু — ভীষ্মের পিতা, যুধিষ্ঠির দুর্যোধন ইত্যাদির প্রপিতামহ।

শান্তা — লোমপাদের কন্যা, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পত্নী।

শান্তি — আবেগ-উত্তেজনাহীন অচঞ্চল অবস্থা। [ঃচারিদিকে 'শান্তি' বিরাজ করিতেছে।] বিবাদ বা যুদ্ধের বিপরীত ভাব। [ঃবিশ্ব-'শান্তি' চাই।] নিশ্চিন্ত উদ্বেগহীন অবস্থা। [ঃমনে 'শান্তি' নাই। উপদ্রবহীনতা, অনুৎপাত। [ঃ গৃহে 'শান্তি' নাই।] উপশম, নিবৃত্তি। [ঃপিপাসার 'শান্তি'।]

শান্তিকপোত — শান্তির চিহ্ন বা প্রতীক রূপে ব্যবহার্য পায়রা।

শান্তিজল — মন্ত্রপূত জল যাহা পূজা ইত্যাদির শেষে গায়ে ছিটানো হয়।

শান্তিনিকেতন — শান্তির আবাসস্থল, যেখানে শান্তি লাভ করা যায়। রবীন্দ্র-নাথের বিখ্যাত আশ্রম।

শান্তিপ্রদ — যাহা শান্তি দেয়, শান্তি-দায়ক।

শান্তিপ্রিয় — বিবাদ বিক্ষোভ, উপদ্রব উত্তেজনা পছন্দ করে না এমন, শান্ত-ভাবে থাকিতে চায় এমন।

শান্তিভঙ্গ — উপদ্রব উত্তেজনা বিক্ষোভ ইত্যাদির ফলে গোলমাল, গোলযোগ।

শান্তিময় — শান্তিতে পূর্ণ। অনুদ্বিগ্ন, অচঞ্চল, স্থির, অনুত্তেজিত।

শান্তিরক্ষা — উপদ্রব বা গোলযোগ নিবারণ, শান্তিভঙ্গের প্রতিরোধ করণ।

শান্তিরক্ষী — শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তি শান্তিরক্ষাকারী।

শান্তিস্থাপন — যুদ্ধকলহ ইত্যাদির শেষে শান্তির প্রতিষ্ঠা।

শান্তিস্বস্ত্যয়ন — গ্রহ অপদেবতা ইত্যাদির প্রভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে পূজা হোম ইত্যাদি।

শান্তিহীন — যাহার বা যেখানে শান্তি নাই। স্ত্রী. — **শান্তিহীনা**।

শাপ — ক্রোধের বশে অন্যের অনিষ্ট কামনা করিয়া উক্তি, অভিসম্পাত। **শাপ দেওয়া** — অপরের অনিষ্ট কামনা সূচক উক্তি করা।

শাপগ্রস্ত — অভিশপ্ত। স্ত্রী. — **শাপগ্রস্তা**।

শাপভ্রষ্ট — অভিশাপের ফলে অধঃপতিত। স্ত্রী. — **শাপভ্রষ্টা**।

শাপমুক্ত — অভিশপ্ত অবস্থা হইতে মুক্ত। স্ত্রী. — **শাপমুক্তা**। বি. — **শাপমুক্তি**।

শাপমোচন — অভিশপ্ত অবস্থা হইতে মুক্ত করণ।

শাপলা — শালুক, কুমুদ।

শাপা — শাপ দেওয়া।

শাপান্ত — শাপের অবসান। **শাপ-শাপান্ত** — অভিশাপ এবং ঐরূপ গালিগালাজ।

শাঁপি — মুষল লাঠি ইত্যাদির মুখ শক্ত করিবার জন্য লাগানো বালার মতো জিনিস, শামা।

শাবক — বাচ্চা। [ঃপক্ষী-'শাবক'।]

শাবল — মাটি খুঁড়িবার অস্ত্র, গাঁইতি।

শাব্দিক — শব্দ সংক্রান্ত। শব্দার্থ শব্দ-প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে পণ্ডিত।

শামলা — শ্যামল, কালো। [ঃ 'শামলা' গাই।]
শামলা — শাল ইত্যাদির পাগড়ি।
শামা — ('শাঁপি' দেখ।)
শামাদান — বাতিদান, শেজ।
শামি — ('শাঁপি' দেখ।)
শামিয়ানা — চাঁদোয়া, কাপড়ের আচ্ছাদন।
শামিল — অন্তর্ভুক্ত। মতো, তুল্য, সদৃশ।
শামুক — ঝিনুক জাতীয় একরকম প্রাণী, শম্বুক।
শায়ক — তীর, শর।
শায়িত — শোয়ানো হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **শায়িতা**।
-শায়ী — 'শয়ন করে বা শুইয়া আছে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। স্ত্রী. — **-শায়িনী**। [ঃ শয্যা-'শায়ী'।]
শায়েস্তা — শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিনীত। শাসিত, জব্দ, দমিত।
শারঙ্গ, শারঙ্গী — ('সারঙ্গ' ও 'সারঙ্গী' দেখ।)
শারদ — শরৎকালীন। স্ত্রী. — **শারদা**।
শারদা — সরস্বতী। দুর্গা। একরকম তারযন্ত্র, শরদ।
শারদীয় — শরৎকালীন। স্ত্রী. — **শারদীয়া**।
শারী — ('সারী' দেখ।)
শারীর — শরীর সংক্রান্ত।
শারীরতত্ত্ব — শরীর সংক্রান্ত বিদ্যা, দেহ-বিজ্ঞান।
শারীরিক — শরীর সংক্রান্ত, শারীর, দৈহিক।
শার্ঙ্গ — শৃঙ্গনির্মিত ধনু। বিষ্ণুর ধনু।
শার্ঙ্গধর, শার্ঙ্গপাণি — বিষ্ণু। ধনুর্ধর।
শার্ট — পুরুষের পরিধেয় একরকম জামা, কামিজ।
শার্দুল, শার্দ্দুল — বাঘ। স্ত্রী. — **শার্দুলী, শার্দ্দুলী**।
শার্দুলবিক্রীড়িত, শার্দ্দুলবিক্রীড়িত — একরকম ছন্দের নাম।
শার্সি — জানালা ইত্যাদির কাচের কপাট।
শাল — একরকম বৃহৎ গাছ ও তাহার কাঠ।
শাল — একরকম দামী পশমী চাদর।
শাল — একরকম শোল জাতীয় বড় মাছ।
-শাল — শালা বা গৃহ অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ কামার-'শাল'।]
শাল — শেল, শল্য।
শালগম — একরকম কন্দ বিশেষ (তরকারি)।
শালগ্রাম — গণ্ডকীনদীতে প্রাপ্ত একরকম শিলাখণ্ড যাহাকে বিষ্ণুবিগ্রহরূপে পূজা করা হয়।
শালতি — শালের গুঁড়ি হইতে তৈয়ারী সরু নৌকা বা ডিঙ্গা।
শালনির্যাস, শালনির্য্যাস — ধুনা।
শালপ্রাংশু — শাল গাছের মতো লম্বা বা উন্নতদেহ।
শালা — স্ত্রীর ভাই, শ্যালক। গালি-বিশেষ।
শালা — গৃহ। [ঃ 'পাঠশালা'; ঃ রন্ধন-'শালা'।]
শালাজ — শালার স্ত্রী।
শালি — একরকম হৈমন্তিক ধান।
শালিক — একরকম পাখী।
শালী — স্ত্রীর ভগিনী, শ্যালিকা। স্ত্রীলোকের উদ্দেশ্যে গালি বিশেষ।
-শালী — 'যুক্ত' 'বিশিষ্ট' 'অধিকারী' ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বিত্ত-'শালী'।] স্ত্রী. — **-শালিনী**।
শালীনতা — বিনীত সলজ্জ ভাব।

মার্জিত রুচি, ভদ্রতা, শোভনতা।
শালীপো — শালীর ছেলে।
শালু — একরকম লাল কাপড়।
শালুক — শাপলা, কুমুদ।
শাল্মলি, শাল্মলী — শিমুল গাছ।
শাশুড়ী — স্বামী বা স্ত্রীর মা, শ্বশুরের স্ত্রী।
শাশ্বত — চিরন্তন, সনাতন, নিত্য, অবিনশ্বর। স্ত্রী. — **শাশ্বতী**।
শাঁস — ফল বীজ ইত্যাদির ভিতরকার নরম জিনিস।
শাসক — যে শাসন করে, শাসনকর্তা।
শাসন — দমন, নিয়ন্ত্রণ। [ঃ দুষ্টের 'শাসন'; ঃ আত্ম-'শাসন'; ঃ জন্ম-'শাসন'।] রাষ্ট্র বা রাজ্যের পরিচালন। [ঃ ভারত 'শাসন'।] রাষ্ট্র বা রাজ্যের কোনও অংশের তত্ত্বাবধান। [ঃ জেলার 'শাসন'।] তিরস্কার প্রহার ইত্যাদি। [ঃ ছেলেকে 'শাসন' করা।] আজ্ঞা, বিধান। [ঃ শাস্ত্রের 'শাসন'।] সনদ, আজ্ঞাপত্র। [ঃ তাম্র-'শাসন'।]
শাসনকর্তা, শাসনকর্ত্তা — যে শাসন করে, শাসক। স্ত্রী. — **শাসনকর্ত্রী**।
শাসনতন্ত্র — রাষ্ট্রের বা রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও বিধিনিষেধ। রাষ্ট্র শাসনের মূলনীতি ও কাঠামো, সংবিধান।
শাসনতান্ত্রিক — শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত। শাসনতন্ত্র অনুসারে। বি. — **শাসনতান্ত্রিকতা**।
শাসনপ্রণালী — শাসনের রীতি, শাসনের পদ্ধতি।
শাসনাধীন — শাসনের অধিকারভুক্ত, শাসনে রহিয়াছে এমন।
শাসনীয় — শাসন করিবার যোগ্য।
শাসা — (কবিতায়) শাসন করা।
শাসানি — ধমক, ভীতিপ্রদর্শন।
শাসানো — ধমক দেওয়া, শাস্তির ভয় দেখানো।
শাঁসালো — শাঁস আছে এমন। (ব্যঙ্গে) যথেষ্ট টাকাপয়সা আছে এমন, ধনী।
শাসিত — শাসন করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন। [ঃ ইংরেজ-'শাসিত'।] স্ত্রী. — **শাসিতা**।
শাস্তি — সাজা, দণ্ড। ভুল-ত্রুটির ফলে দুর্ভোগ।
শাস্তিবিধান — শাস্তির ব্যবস্থা, শাস্তি-দান সম্পর্কে নির্দেশ, দণ্ডদান।
শাস্ত্র — ধর্মসংক্রান্ত প্রাচীন পুঁথি। কোনও বিদ্যা বা তদ্‌বিষয়ক পুস্তক। [ঃ দর্শন-'শাস্ত্র'; ঃ অঙ্ক-'শাস্ত্র'।]
শাস্ত্রকার — শাস্ত্রের রচয়িতা, প্রাচীন ধর্ম-গ্রন্থের প্রণেতা।
শাস্ত্রচর্চা, শাস্ত্রচর্চ্চা — শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা ইত্যাদি।
শাস্ত্রজ্ঞ — শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। স্ত্রী. — **শাস্ত্রজ্ঞা**।
শাস্ত্রজ্ঞান — প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে পাণ্ডিত্য।
শাস্ত্রপ্রণেতা — শাস্ত্রের রচয়িতা, শাস্ত্রকার।
শাস্ত্রবিৎ, শাস্ত্রবিদ্‌ — শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
শাস্ত্রবিধি — শাস্ত্রের বিধান, শাস্ত্রে প্রদত্ত বিধিনিষেধ।
শাস্ত্রবিশারদ — শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ।
শাস্ত্রবিহিত — শাস্ত্রে প্রদত্ত বিধিনিষেধ অনুসারে কৃত বা করণীয়, শাস্ত্রসংগত।
শাস্ত্রসংগত, শাস্ত্রসঙ্গত, শাস্ত্রসম্মত — শাস্ত্রে প্রদত্ত বিধিনিষেধের বিরোধী নহে এমন।
শাস্ত্রানুমোদিত — ('শাস্ত্রসংগত' দেখ।)
শাস্ত্রী — শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ। সংস্কৃত

পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ।

শাস্ত্রীয় — শাস্ত্রসংক্রান্ত। শাস্ত্রসংগত।

শাহ্ — মুসলমান রাজা, মুসলমান সম্রাট। মুসলমান রাজা বা সম্রাটের উপাধি।

শাহরিক — শহর সংক্রান্ত, শহুরে। [ঃ 'শাহরিক' সভ্যতা।]

শাহ্‌জাদা — সম্রাটপুত্র। রাজপুত্র।

শাহ্‌জাদী — সম্রাটকন্যা। রাজকন্যা।

শাহ্‌জাহান — পৃথিবীর অধীশ্বর। ভারতের অন্যতম বিখ্যাত মোগল সম্রাট।

শাহানশাহ্ — রাজাধিরাজ, সম্রাট।

শাহ্‌নামা — রাজাদের কাহিনী। ফিরদৌসী-রচিত বিখ্যাত মহাকাব্য।

শাহানা — ('সাহানা' দেখ।)

শাহী — শাহ্ সংক্রান্ত। রাজকীয়। শাসন সংক্রান্ত।

শিউরানো — শিহরিয়া উঠা, রোমাঞ্চিত হওয়া।

শিউলি — একরকম ফুল, শেফালিকা।

শিং — গোরু মহিষ ইত্যাদি প্রাণীর মাথার উপরকার শক্ত সূচালো জিনিস, শৃঙ্গ।

শিংশপা — একজাতীয় বৃক্ষ, শিশু গাছ।

শিক — লোহা ইত্যাদির দণ্ড বা কাঠি।

শিককাবাব — শিকে গাঁথিয়া ঝলসানো মাংস।

শিকড় — (গাছের) মূল।

শিকদার — (যাহারা শিকের সাহায্যে বন্দুক চালাইত) মুসলমান আমলের শান্তি-রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

শিকনি — নাক হইতে নির্গত শ্লেষ্মা, পোঁটা।

শিকরা — একরকম শিকারী বাজপাখী।

শিকল — শৃঙ্খল, জিঞ্জির। দরজায় লাগাইবার উপযোগী জিঞ্জির। **শিকল তোলা** — ঐ জিঞ্জির দিয়া দরজা বন্ধ করা।

শিকা — খাদ্যাদি রাখিবার উপযোগী দড়ি তার ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী ঝুলানো ফাঁস। **বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া** — অতিশয় অপ্রত্যাশিত সুযোগ সুবিধা অকস্মাৎ পাওয়া।

শিকার — পশু পাখী ইত্যাদিকে তীর গুলী ইত্যাদি দিয়া বধ বা আয়ত্ত করণ, মৃগয়া। [ঃ 'শিকার' করা; ঃ 'শিকারে' যাওয়া।] মৃগয়ালব্ধ বা মৃগয়ার উপযোগী পশু পাখী ইত্যাদি।

শিকারী — যে শিকার করে। শিকারে পটু।

শিকে — ('শিকা' দেখ।)

শিক্ষক — শিক্ষাদাতা, মাস্টার, অধ্যাপক। স্ত্রী. — **শিক্ষিকা**।

শিক্ষকতা — শিক্ষকের কাজ।

শিক্ষণ — শিক্ষাদান, অধ্যাপন, 'ট্রেনিং'।

শিক্ষণবিদ্যা — কিভাবে শিক্ষা দিতে হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান বা কলাকৌশল।

শিক্ষণবিদ্যালয় — বিদ্যালয় যেখানে শিক্ষা-দান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষণীয় — শিখিবার যোগ্য। শিক্ষাদানের যোগ্য।

শিক্ষয়িতা — শিক্ষক, শিক্ষাদাতা। স্ত্রী. — **শিক্ষয়িত্রী**।

শিক্ষা — জ্ঞানলাভ, কলাকৌশল আয়ত্ত করণ। [ঃ 'শিক্ষা' করা।] তত্ত্ব বা কলা-কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান, বিদ্যা, উপদেশ। [ঃ 'শিক্ষা' দেওয়া।] কঠিন অভিজ্ঞতা, আক্কেল। [ঃ আজ যে 'শিক্ষা' হ'ল।] উচ্চারণ সংক্রান্ত প্রাচীন বিদ্যা, অন্যতম বেদাঙ্গ।

শিক্ষাকেন্দ্র — শিক্ষাদানের জায়গা যেখানে বিভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষার্থী আসে।

শিক্ষাগুরু — শিক্ষাদাতা।

শিক্ষাদাতা — যে শিক্ষা দেয়, শিক্ষক। স্ত্রী. — **শিক্ষাদাত্রী**।

শিক্ষাদান — শেখানো, শিক্ষণ।

শিক্ষাদীক্ষা — বিদ্যা ও রীতিনীতি সম্পর্কে উপদেশ লাভ। শিক্ষা সুরুচি ইত্যাদি।

শিক্ষাধিকার — শিক্ষালাভের অধিকার। শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী বিভাগ।

শিক্ষানবীশ — কাজ শিখিতেছে এমন ব্যক্তি, শিক্ষার্থী, 'অ্যাপ্রেণ্টিস'।

শিক্ষানবীশি — শিক্ষানবীশের কাজ বা অবস্থা।

শিক্ষাপ্রণালী — শিখাইবার বা শিখিবার পদ্ধতি।

শিক্ষাপ্রদ — যাহা হইতে শিক্ষালাভ করা যায় এমন।

শিক্ষাপ্রাপ্ত — শিখিয়াছে বা শিক্ষা পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **শিক্ষাপ্রাপ্তা**।

শিক্ষাবিভাগ — শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত সরকারী বিভাগ, শিক্ষাধিকার।

শিক্ষাবিস্তার — বহুলোককে শিক্ষাদান, শিক্ষার প্রসার।

শিক্ষাব্যবস্থা — শিক্ষাদান সংক্রান্ত বন্দোবস্ত।

শিক্ষাব্রতী — শিক্ষাদানকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এমন ব্যক্তি। স্ত্রী. — **শিক্ষাব্রতিনী**।

শিক্ষিত — শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিখিয়াছে এমন। স্কুল-কলেজে পড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **শিক্ষিতা**।

শিখ — (শিষ্য) নানক-প্রবর্তিত ধর্মমতে বিশ্বাসী বা ঐ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত।

শিখণ্ড, শিখণ্ডক — ময়ূরপুচ্ছ।

শিখণ্ডী — ময়ূর। ময়ূরপুচ্ছধারী। মহাভারতে বর্ণিত দ্রুপদরাজার নপুংসক পুত্র যাহাকে দেখিয়া ভীষ্ম শরচালনা বন্ধ করেন। **শিখণ্ডী খাড়া করা** — বিপক্ষকে জব্দ বা পরাজিত করিবার জন্য ঐরূপ অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সাহায্য লওয়া।

শিখর — পর্বতের চূড়া। চূড়া, শীর্ষ। [ঃ প্রাসাদ-'শিখর'।]

শিখর — পাকা ডালিমের দানার মতো রক্তাভ একরকম রত্ন। **শিখরদশনা** — ঐরূপ রত্নের মতো সুন্দর দাঁত যে নারীর।

শিখরিণী — একরকম ছন্দ। শিখরদশনা, সুন্দরী নারী।

শিখরী — পর্বত। বৃক্ষ।

শিখা — শীর্ষ, অগ্রভাগ। আগুনের অগ্রভাগ বা শিষ। টিকি।

শিখা — শিক্ষালাভ করা, কলাকৌশল আয়ত্ত করা। জ্ঞানলাভ করা। শিক্ষা করা হইয়াছে এমন, শেখা।

শিখানো — শিক্ষা দেওয়া, শিখিতে সাহায্য করা। শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এমন, শেখানো। জব্দ করা।

শিখিধ্বজ — কার্তিকেয়।

শিখী — ময়ূর। স্ত্রী. — **শিখিনী**।

শিগগির — (কথ্য প্রয়োগ) শীঘ্র।

শিঙ — ('শিং' দেখ।)

শিঙা — শিং বা ধাতু দিয়া তৈয়ারী ফুঁ দিয়া বাজাইবার উপযোগী একরকম যন্ত্র। **শিঙা ফুঁকা** — (ব্যঙ্গে) মরা।

শিঙাড়া — (পানিফল) পুর ভরিয়া পানিফলের আকারে তৈয়ারী ময়দার ঘিয়ে বা তেলে ভাজা একরকম খাবার।

শিঙি — মাগুর জাতীয় একরকম মাছ (মাথায় শিঙের মতো কাঁটা আছে)।

শিঙ্গা, শিঙ্গাড়া, শিঙ্গি — ('শিঙা' 'শিঙাড়া' ও 'শিঙি' দেখ।)

শিঞ্জন, শিঞ্জিত — নূপুর ইত্যাদির মধুর ধ্বনি।

শিঞ্জিত — (নূপুর ইত্যাদির) মধুর

ধ্বনিতে পূর্ণ। [ঃ নূপুর-'শিঞ্জিত'।]
শিঞ্জিনী — নূপুর। ধনুকের ছিলা।
শিটা, শিটে — রসহীন শুষ্ক অবস্থা। [ঃমুখের 'শিটা' ছাড়ানো।] ছিবড়া, গাদ।
শিটি — গাড়ি ইত্যাদির বাঁশির শব্দ। **শিটি দেওয়া** — ঐরূপ বাঁশির শব্দ করা।
শিতি — কালো বা নীল। সাদা।
শিতিকণ্ঠ — নীলকণ্ঠ, শিব। ময়ূর।
শিথান — শিয়র। মাথার বালিশ।
শিথিল — ঢিলা, আলগা। দৃঢ় বা সবল নহে এমন। বি. — **শিথিলতা।**
শিন্নি — ('শিরনি' দেখ।)
শিপ্রা — উজ্জয়িনীর পাশ দিয়া প্রবাহিত নদী; চম্বল নদীর একটি শাখা।
শিব — মঙ্গল, শুভ। মহাদেব, শংকর।
শিবচক্ষু — ('শিবনেত্র' দেখ।) **শিব-চতুর্দশী, শিবচতুর্দ্দশী** — ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী যেদিন শিবের বিশেষভাবে পূজা হয়।
শিবত্ব — শিবের সহিত একত্ব।
শিবনেত্র — ধ্যানী শিবের মতো ঊর্ধ্বগত চক্ষু। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে চোখের অবস্থা যেরূপ হয়।
শিবরাত্রি — শিবচতুর্দশীর রাত্রি। ঐ রাত্রিতে ব্রত পূজাদি। **শিবরাত্রির শলতে** — একমাত্র পুত্র বা বংশধর (শিবরাত্রির দীপের মতো সাবধানে রক্ষণীয় একমাত্র সম্বল।)
শিবলিঙ্গ — শিবের প্রস্তরনির্মিত লিঙ্গমূর্তি।
শিবা — শৃগালী।
শিবা, শিবানী — শিবপত্নী, দুর্গা।
শিবালয় — শিবমন্দির।
শিবি — প্রাচীনকালের জনৈক রাজা, উশীনরের পুত্র, ইনি নানা সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।
শিবিকা — পালকি।
শিবির — তাঁবু। সেনানিবেশ।
শিভালরি — স্ত্রীলোকের সম্মুখে সাহস ও সদ্‌গুণ ইত্যাদি প্রদর্শনের চেষ্টা। (মধ্যযুগীয় বীরগণের বীরত্ব পরোপকার নারীর মর্যাদা রক্ষা ইত্যাদি গুণাবলী।)
শিম — লতানে একরকম গাছ ও তাহার ফল (তরকারি)।
শিমুল — একরকম বৃক্ষ, শাল্মলী, ইহার ফুল দেখিতে সুন্দর কিন্তু গন্ধহীন, ইহার ফল হইতে একরকম তুলা হয়।
শিয়র — শয়নকারীর মাথার দিক।
শিয়া — একটি মুসলমান সম্প্রদায়। (মহম্মদের জামাতা আলির পুত্রকে ইঁহারা ন্যায্য খলিফা বলিয়া মনে করেন এবং হাসান ও হোসেনের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেন। তুঃ 'সুন্নী'।)
শিয়াল — শৃগাল, শেয়াল।
শিয়ালকাঁটা — একরকম তৃণজাতীয় গাছ যাহার বীজ কাপড়ে লাগিলে আটকাইয়া যায়।
শির — শিরা, নাড়ী। পাতা ইত্যাদির উপরের উঁচু রেখার মতো জিনিস। [ঃপানের 'শির'।]
শির, শিরঃ — মাথা। আগা, ডগা। [ঃতরু-'শিরে'।]
শিরঃপীড়া — মাথাধরা রোগ।
শিরদাঁড়া — মেরুদণ্ড।
শিরনামা — চিঠি ইত্যাদির উপরে লেখা নাম ঠিকানা।
শিরনি — সত্যনারায়ণ পীর ইত্যাদিকে দেয় আটা দুধ কলা চিনি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত নৈবেদ্য, শিন্নি।
শিরপেচ — পাগড়ি।
শিরশির — অস্পষ্ট বেদনা অস্বস্তি বা

শিহরণসূচক অনুকার।
শিরশ্ছেদ — মাথা কাটা, মস্তক কর্তন।
শিরস্ক, শিরস্ত্রাণ — মস্তক রক্ষা করিবার উপযোগী আবরণ, উষ্ণীষ, পাগড়ি ইত্যাদি।
শিরা — রক্তবাহী নাড়ী। যে নাড়ীর মধ্য দিয়া দেহের দূষিত রক্ত শোধনের জন্য হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। (তুঃ 'ধমনী'।) শির, উচ্চ রেখা।
শিরাল — শিরাযুক্ত, শিরাবহুল।
শিরীষ — একরকম গাছ ও তাহার ফুল।
শিরোদেশ — শীর্ষদেশ, চূড়া। মস্তক।
শিরোধার্য, শিরোধার্য্য — শ্রদ্ধার সহিত পালনীয়। সম্মানের সহিত স্বীকার্য বা স্বীকৃত।
শিরোনাম — ('শিরনামা' দেখ।)
শিরোপা — সম্মান বা পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত পাগড়ি।
শিরোভাগ — ('শিরোদেশ' দেখ।)
শিরোমণি, শিরোরত্ন — মাথার মণি। শ্রেষ্ঠ বা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ।
শিরোরুহ — মাথার চুল।
শিরোস্থি — মাথার হাড়, করোটি।
শিল — ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধা বৃষ্টির জল, হিমশিলা, করকা।
শিল — বাটনা বাটিবার পাথর। শান দিবার পাথর।
শিলা — পাথর, পাষাণ। শিল, করকা। [ঃ 'শিলা'-বৃষ্টি।]
শিলাজতু — কালো রঙের নরম একরকম জান্তব পদার্থ যাহা পাহাড়ে পাওয়া যায় (ঔষধে ব্যবহার্য)।
শিলাতল — পাথরের উপরিভাগ।
শিলাদার — একশ্রেণীর মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য।
শিলাপট্ট — বাটিবার জন্য ব্যবহার্য পাটা, শিল, চন্দনপিঁড়ি।
শিলিং — ইংলণ্ডে প্রচলিত মুদ্রা।
শিলীন্ধ্রী — কেঁচো। মাটি।
শিলীভূত — পাথরে পরিণত। স্ত্রী. — **শিলীভূতা**।
শিলীমুখ — (যাহার মুখে শিলী বা শল্য আছে) ভোমরা, তীর।
শিল্প — নির্মাণের বা রচনার কলাকৌশল ও নৈপুণ্য। কলাকৌশল ও নৈপুণ্যের সহিত নির্মাণ। কলাকৌশল ও নৈপুণ্যের সহিত নির্মিত দ্রব্য। অঙ্কন ও নৃত্য-গীতাদি। নকশা। কল-কারখানা। কারুকর্ম, কারিগরি।
শিল্পকর্ম, শিল্পকর্ম্ম — ('শিল্পকাজ' দেখ।)
শিল্পকাজ — অঙ্কন নকশা তুলিবার কাজ ইত্যাদি।
শিল্পকুশল — শিল্পে নিপুণ। স্ত্রী. — **শিল্পকুশলা**। বি. — **শিল্পকুশলতা**।
শিল্পবিৎ, শিল্পবিদ্ — শিল্প সম্পর্কে জ্ঞানী বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি।
শিল্পবিদ্যা — শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান। কারিগরিবিদ্যা। চিত্রবিদ্যা।
শিল্পশালা — কারখানা। শিল্পীর কাজের ঘর।
শিল্পী — কলানিপুণ ব্যক্তি। চিত্রকর। কারিগর।
শিল্পোন্নতি — কলকারখানা ইত্যাদির উন্নতি।
শিশমহল — চারিদিকে কাচ লাগানো আছে এমন গৃহ বা কক্ষ।
শিশি — কাচের ছোট বোতল।
শিশির — ঠাণ্ডা জিনিসের সংস্পর্শে আসায় বায়ুস্থ বাষ্পের ঘনীভূত অবস্থা, হিম। শীতকাল।

শিশিরসিক্ত — শিশিরে ভেজা।
শিশিরস্নাত — শিশিরে স্নান করিয়াছে এমন, শিশিরে ভেজা, শিশির-ধোয়া।
শিশু — অত্যল্পবয়স্ক বালক বা বালিকা। অত্যল্পবয়স্ক। [ঃ 'শিশু' পুত্র; ঃ 'শিশু'-কন্যা।] বাচ্চা, শাবক, চারা। [ঃ মৃগ-'শিশু'; ঃ উদ্ভিদ-'শিশু'।]
শিশু — একরকম গাছ ও তাহার কাঠ, শিংশপা।
শিশুকাল — ছেলেবেলা, শৈশব।
শিশুনাগ — মগধের জনৈক প্রাচীন রাজা ও তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ।
শিশুপাঠ্য — শিশুদের পড়িবার উপযোগী।
শিশুপাল — মহাভারতে বর্ণিত চেদিরাজ, যাহাকে কৃষ্ণ বধ করেন। (ব্যঙ্গে) শিশুর দল।
শিশুমার — একরকম জলজন্তু, শুশুক।
শিশুসাহিত্য — শিশুদের উপযোগী সাহিত্য।
শিশুসাহিত্যিক — শিশুদের উপযোগী সাহিত্যের রচনাকারী।
শিশুসুলভ — শিশুর মতো। [ঃ 'শিশুসুলভ' সরলতা।]
শিশ্ন — পুরুষের জননেন্দ্রিয়, লিংগ।
শিশ্নোদরপরায়ণ — কামুক ও পেটুক। বি. — **শিশ্নোদরপরায়ণতা**।
শিষ — শস্যের মঞ্জরী। [ঃ ধানের 'শিষ'।] শিখা। [ঃ প্রদীপের 'শিষ'।] অগ্রভাগ। [ঃ পেনসিলের 'শিষ'।]
শিষ্ট — শান্ত, শিক্ষিত, ভদ্র, বিনীত। বি. — **শিষ্টতা**। স্ত্রী. — **শিষ্টা**।
শিষ্টাচার — ভদ্রব্যবহার, সৌজন্য, ভদ্রতা।
শিষ্য — শিক্ষাগ্রহণকারী। দীক্ষা বা মন্ত্র গ্রহণকারী। স্ত্রী. — **শিষ্যা**। বি. — শিষ্যত্ব।
শিস — ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করিয়া জিবের সাহায্যে করা শব্দ। **শিস দেওয়া** — ঐরূপ শব্দ করা।
শিহর — (কবিতায়) শিহরণ।
শিহরন, শিহরণ — রোমাঞ্চ।
শিহরা — (কবিতায়) রোমাঞ্চিত হওয়া, শিউরানো। [ঃ 'শিহরিল'।]
শিহরিত — রোমাঞ্চিত।
শিহরানো — শিউরানো, রোমাঞ্চিত হওয়া।
শীকর — বায়ুচালিত জলকণা। জলকণা।
শীঘ্র — তাড়াতাড়ি, সত্বর, দ্রুত, অবিলম্বে। বি. — **শীঘ্রতা**।
শীঘ্রগতি — তাড়াতাড়ি চলে এমন, দ্রুতগতি। ক্ষিপ্র গতি, দ্রুত গতি।
শীঘ্রগামী — তাড়াতাড়ি চলে এমন, দ্রুতগামী। স্ত্রী. — **শীঘ্রগামিনী**। বি. **শীঘ্রগামিতা**।
শীত — ঠাণ্ডাবোধ। [ঃ 'শীত' করা।] ঠাণ্ডা সময়, হিম ঋতু, পৌষ ও মাঘ মাস। [ঃ 'শীত'-কাল।] ঠাণ্ডা আবহাওয়া। [ঃ 'শীত' পড়েছে।] শীতল, ঠাণ্ডা। [ঃ 'শীত'-বায়ু।]
শীতপ্রধান — যেখানে শীত বেশী ও দীর্ঘকাল স্থায়ী এমন। [ঃ 'শীতপ্রধান' দেশ।]
শীতবস্ত্র — শীতনিবারক গরম কাপড়।
শীতল — ঠাণ্ডা, গরম নহে এমন। [ঃ 'শীতল' জল।] বি. — **শীতলতা**।
শীতলপাটি — একরকম মিহি ও মসৃণ মাদুর।
শীতলা — বসন্তরোগের দেবী।
শীতাংশু — চাঁদ।
শীতাতপ — শীত ও রৌদ্র, শৈত্য ও উত্তাপ। **শীতাতপনিয়ন্ত্রিত** — যেখানকার আবহাওয়া ইচ্ছামতো ঠাণ্ডা বা গরম করা যায় এমন। [ঃ 'শীতাতপনিয়ন্ত্রিত'

প্রেক্ষাগৃহ।]

শীতার্ত, শীতার্ত্ত — শীতে কাতর। স্ত্রী — **শীতার্তা, শীতার্ত্তা**। বি — **শীতার্ততা, শীতার্ত্ততা**।

শীতোষ্ণ — ঠাণ্ডা ও গরমের মাঝামাঝি।

শীৎকার, শীৎকৃতি — অব্যক্ত অনুভূতি ও শিহরণ সূচক অস্পষ্ট শব্দ।

শীধু — মধু। আখের রস হইতে প্রস্তুত মদ।

শীর্ণ — রোগা, ক্ষীণ, কৃশ। স্ত্রী — **শীর্ণা**। বি — **শীর্ণতা**।

শীর্ণকায় — যাহার চেহারা রোগা এমন। স্ত্রী — **শীর্ণকায়া**।

শীর্ণদেহ — রোগা। রোগা শরীর। স্ত্রী — **শীর্ণদেহা**।

শীর্ষ — চূড়া, অগ্রভাগ, সর্বোচ্চ অংশ। [ঃ প্রাসাদ-'শীর্ষ', ঃ পর্বত-'শীর্ষ'।]

শীর্ষক — নামক (প্রবন্ধ গল্প কবিতা ইত্যাদি)। [ঃ গুপ্তধন 'শীর্ষক' গল্প।]

শীর্ষস্থান — সর্বোচ্চ স্থান, শ্রেষ্ঠত্ব। [ঃ 'শীর্ষস্থান' অধিকার করেন।]

শীর্ষস্থানীয় — শীর্ষস্থান অধিকারের যোগ্য, শ্রেষ্ঠ। [ঃ 'শীর্ষস্থানীয়' নেতা।] স্ত্রী — **শীর্ষস্থানীয়া**।

শীল — চরিত্র, স্বভাব। [ঃ কুল-'শীল'।] সৎ চরিত্র, সদাচার। পদবী বিশেষ। প্রকৃষ্ট পন্থা, নীতি। [ঃ 'পঞ্চ 'শীল'।]

-শীল — অভ্যস্ত, প্রবণ, রত, বিশিষ্ট আচরণকারী ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ চিন্তা-'শীল'।] বি — **-শীলতা**। স্ত্রী — **-শীলা**।

শীলন — অভ্যাস, অনুশীলন।

শীষ — ('শিষ' দেখ।)

শুক — টিয়া পাখী। [ঃ 'শুক'-সারী।]

শুকতারা — শুক্রগ্রহ। (সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে দেখা যায়, ভোরের সময়ে উদিত হইলে উহাকে শুকতারা বলে।) অন্ধকার বা দুর্ভাগ্যের শেষ ও সৌভাগ্যের সূচনাকারী। [ঃ জাগনের 'শুকতারা'।]

শুকনা, শুকনো — শুষ্ক।

শুকানো — শুষ্ক হওয়া। শুষ্ক করা। অনাহারে থাকা। শীর্ণ হওয়া। শুষ্ক হইয়াছে এমন। শুষ্ক করা হইয়াছে এমন। শীর্ণ।

শুকো — বিড়ির মসলা।

শুকো — অনাবৃষ্টি। [ঃ হাজা 'শুকো।]

শুকো — (শুখা দেখ।)

শুকী — স্ত্রী শুক। পুরাণ বর্ণিত গরুড়ের মাতা বিনতার মাতামহী।

শুক্তা, শুক্তানি — একরকম তেতো ব্যঞ্জন।

শুক্তি, শুক্তিকা — ঝিনুক, শামুক জাতীয় একরকম প্রাণী।

শুক্তো শুক্তোনি (শুক্তা দেখ।)

শুক্র — একটি গ্রহের নাম, শুকতারা। সপ্তাহের একটি বারের নাম। দৈত্যগুরু, শুক্রাচার্য। বীর্য, রেতঃ।

শুক্রকর — বীর্যবর্ধক।

শুক্রক্ষয় — রেতঃপাত। শুক্রের অপচয়।

শুক্রতারল্য — একরকম রোগ যাহাতে বীর্য তরল হয়।

শুক্রদোষ — বীর্যের তরলতা ইত্যাদি।

শুক্রপাত — বীর্যপাত, রেতঃপাত।

শুক্রবর্ধক, শুক্রবর্দ্ধক — বীর্য বৃদ্ধি করে এমন (ঔষধ ইত্যাদি)।

শুক্রবার — শনিবারের পূর্বদিন।

শুক্রাচার্য, শুক্রাচার্য্য — দৈত্যদের গুরু, দেবযানীর পিতা।

শুক্ল — সাদা, ধবল, শুভ্র। অমাবস্যার পর হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত তিথিগুলি। [ঃ 'শুক্ল' প্রতিপদ।] স্ত্রী — **শুক্লা**। বি — **শুক্লতা**।

শুক্লপক্ষ — অমাবস্যার পর হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত তিথিগুলি।

শুখা — ('শুকা' দেখ।)

শুখা — খোরাক ও পোশাকের আলাদা খরচ দেওয়া হয় না এমন (মাহিনা)। [ঃ 'শুখা' মাহিনার চাকর।]

শুঁখা — ঘ্রাণ লওয়া। ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এমন, ঘ্রাত।

শুঁখানো — ঘ্রাণ লওয়ানো।

শুঙগ, শুঙগা — শুঁয়া। হুলের মতো জিনিস।

শুচি — পবিত্র, নির্মল, শুদ্ধ। বি. — **শুচিতা।**

শুচিবাই, শুচিবায়ু — শুচিতারক্ষার বাতিক।

শুচিস্মিতা — নির্মল হাসি হাসে যে (নারী)। (সম্বোধনে) **শুচিস্মিতে।**

শুঁটকা, শুঁটকো — শুকনো ও শীর্ণ। স্ত্রী. — **শুঁটকী।**

শুঁটকী — শুষ্ক করিয়া রাখা হইয়াছে এমন। [ঃ 'শুঁটকী' মাছ।]

শুঁটি — কলাই শিম ইত্যাদির আস্ত ফল বা বীজকোষ। [ঃ মটর-'শুঁটি'।]

শুঁঠ — শুষ্ক আদা।

শুঁড় — হাতীর মুখের লম্বা অংশ যাহা দিয়া হাতী জিনিস ধরিতে তুলিতে বা ভাঙিতে পারে, শুণ্ড। দেহের ঐরূপ অংশ। [ঃ পোকার 'শুঁড়'।]

শুঁড়ী — যে মদ তৈয়ারি বা বিক্রয় করে, শৌণ্ডিক। জাতি বিশেষ।

শুণ্ড — শুঁড়।

শুণ্ডী — হাতী। শুঁড়ী।

শুদ্ধ — পবিত্র, নির্দোষ। [ঃ 'শুদ্ধ' চরিত্র।] নির্ভুল, ত্রুটিহীন। [ঃ 'শুদ্ধ' ভাষা।] অমিশ্রিত, খাঁটী। [ঃ 'শুদ্ধ' ইমন।] শুধু, কেবল। [ঃ 'শুদ্ধ' ফল-মূল খাইয়া।] বি. — **শুদ্ধতা, শুদ্ধি।** স্ত্রী. — **শুদ্ধা।**

শুদ্ধি — পবিত্র করণ, পতিত বা ধর্মচ্যুতকে সমাজে গ্রহণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধ করণ। সংশোধন। [ঃ 'শুদ্ধি'-পত্র।]

শুদ্ধিপত্র — যে পত্রে বা পৃষ্ঠায় বইয়ের ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়া হয়।

শুদ্ধোদন — বুদ্ধদেবের পিতা।

শুধরানো — সংশোধন করা। [ঃ ভুল 'শুধরাও'।] সংশোধিত হওয়া। [ঃ ছেলেটি 'শুধরে' গেছে।]

শুধা — শোধ করা। [ঃ দেনা 'শুধব'।]

শুধানো — জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা।

শুধু — কেবল। [ঃ 'শুধু' দুধ।] শূন্য, খালি। [ঃ 'শুধু' হাতে যাব না।] **শুধু শুধু** — অকারণে। [ঃ 'শুধু শুধু' বকছেন।] বৃথা। [ঃ 'শুধু শুধু' এলাম।]

শুনা — শ্রবণ করা। মানা, গ্রাহ্য করা। [ঃ কথা 'শুনা'।] শ্রুত।

শুনানো — শ্রবণ করানো। বলা। তিরস্কার করা। [ঃ অনেক কিছু 'শুনানো'।]

শুনানি — বিচারক কর্তৃক বাদী বা প্রতিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ।

শুভ — মঙ্গল, কল্যাণ। [ঃ 'শুভ'-কর; ঃ তোমার 'শুভ' হোক।] মঙ্গলজনক, মঙ্গলসূচক। [ঃ 'শুভ'-দিন।] স্ত্রী. — **শুভা।**

শুভক্ষণ — শুভ মুহূর্ত, শুভ সময়।

শুভংকর, শুভঙ্কর — যে মঙ্গল করে। মঙ্গলজনক। 'শুভংকরী' নামে প্রাচীন পাটীগণিতের রচয়িতা।

শুভংকরী, শুভঙ্করী — মঙ্গলকারিণী। দুর্গা। শুভংকর-রচিত পাটীগণিত।

শুভদ — মঙ্গলদাতা। স্ত্রী. — **শুভদা।**

শুভদৃষ্টি — বিবাহের সময়ে বর ও কন্যার আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিবিনিময়।

শুভাকাঙ্ক্ষা — অপরের মঙ্গল কামনা, হিতৈষণা।

শুভাকাঙ্ক্ষী — যে অপরের মঙ্গল কামনা করে, হিতাকাঙ্ক্ষী, হিতৈষী। স্ত্রী. — **শুভাকাঙ্ক্ষিণী।**

শুভাগমন — মঙ্গলসূচক আগমন, শুভ পদার্পণ।

শুভানুধ্যান — অপরের মঙ্গলকামনা।

শুভানুধ্যায়ী — শুভাকাঙ্ক্ষী, হিতৈষী। স্ত্রী. — **শুভানুধ্যায়িনী।** বি. — **শুভানুধ্যায়িতা।**

শুভাশীর্বাদ, শুভাশীর্ব্বাদ — কল্যাণকর আশীর্বাদ।

শুভাশুভ — মঙ্গল ও অমঙ্গল। মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক।

শুভ্র — ধবধবে সাদা, শ্বেত, ধবল। বি. — **শুভ্রতা, শুভ্রত্ব।** স্ত্রী. — **শুভ্রা।**

শুভ্রাংশু — চাঁদ।

শুম্ভ — জনৈক অসুর, দুর্গা ইহাকে বধ করেন।

শুঁয়া — রোঁয়া, চুলের মতো সূক্ষ্ম শক্ত জিনিস। শস্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ।

শুঁয়াপোকা — একরকম শুঁয়াওয়ালা পোকা, শূককীট, প্রজাপতির অপূর্ণ অবস্থা।

শুয়ার — শূকর।

শুঁয়ো, শুঁয়োপোকা — ('শুঁয়া' ও শুঁয়াপোকা দেখ।)

শুয়োর — ('শুয়ার' দেখ।)

শুরু — আরম্ভ।

শুরুয়া — মাংস ইত্যাদির ক্বাথ।

শুল্ক — কর, মাসুল। মূল্য। [ঃ বীর্য-'শুল্কে' লভিব মেদিনী।]

শুল্কশালা — শুল্ক সংক্রান্ত কার্যালয়।

শুশুক — একরকম জলজন্তু, শিশুমার।

শুশ্রূষা — শ্রবণেচ্ছা। সেবা।

শুশ্রূষাকারী — যে শুশ্রূষা করে, সেবাকারী। স্ত্রী. — **শুশ্রূষাকারিণী।**

শুষা — শোষণ করা।

শুষির — সচ্ছিদ্র বাদ্যযন্ত্র, বাঁশি ইত্যাদি। সচ্ছিদ্র। ঝাঁজরা।

শুষ্ক — শুকনা, নীরস। ম্লান। বিষণ্ণ। বি. — **শুষ্কতা।** স্ত্রী. — **শুষ্কা।**

শূক — শস্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, শুঁয়া। পতঙ্গাদির অপরিণত অবস্থা।

শূককীট — শুঁয়াপোকা, প্রজাপতির অপরিণত অবস্থা।

শূকর — একরকম চতুষ্পদ প্রাণী, শুয়োর, বরাহ। স্ত্রী. — **শূকরী।**

শূদ্র — আর্য সমাজের নিম্নতম শ্রেণী। স্ত্রী. — **শূদ্রা।**

শূদ্রক — রামায়ণে বর্ণিত শূদ্র তপস্বী রাম যাহাকে বধ করেন।

শূদ্রাণী, শূদ্রী — শূদ্রের পত্নী।

শূন — (প্রাচীন কবিতায়) শূন্য।

শূন্য — যাহাতে কিছুই নাই এমন, খালি, ফাঁকা। [ঃ 'শূন্য' হৃদয়; ঃ 'শূন্য' গৃহ।] আকাশ। [ঃ 'শূন্যে' নিক্ষিপ্ত হইল।] (গণিতে) শূন্যতা বা দশগুণ পরিমাণ সূচক চিহ্ন, ০। বৌদ্ধ দেবতা।

-শূন্য — 'হীন' বা 'রহিত' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। স্ত্রী. — **-শূন্যা।** বি. — **-শূন্যতা।**

শূন্যগর্ভ — যাহার ভিতরে কিছু নাই এমন, অর্থহীন, অসার। [ঃ 'শূন্যগর্ভ' বক্তৃতা।]

শূন্যতা — রিক্ততা, ফাঁকা অবস্থা।

শূন্যদৃষ্টি — উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন দৃষ্টি, উদাস দৃষ্টি।

শূন্যপথ — আকাশপথ, আকাশ।

[ঃ 'শূন্যপথে' দেখা দিল।]
শূন্যপুরাণ — বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ।
শূন্যমার্গ — আকাশপথ।
শূপকার — —পাচক, রন্ধনকারী।
শূর — বীর, বলবান্।
শূরসেন — যদুবংশীয় রাজা, শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ।
শূর্প — কুলা।
শূর্পণখা — (কুলার মতো নখ যাহার (স্ত্রী)। রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী লক্ষ্মণ যাহার নাক কাটিয়া দিয়াছিলেন।
শূল — গাঁথিবার উপযোগী সূক্ষ্মাগ্র একরকম অস্ত্র। শলাকা। শিবের অস্ত্র। যন্ত্রণা, বেদনা। [ঃ দন্ত-'শূল'; ঃ অম্ল-'শূল'।] **শূলে চড়ানো, শূলে দেওয়া, শূলে বসানো** — শূল নামক সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্র বা গোঁজের উপর চড়াইয়া শাস্তি দেওয়া।
শূলনি — ('শূলানি' দেখ।)
শূলপক্ক — শূলে বা শিকে গাঁথিয়া রাঁধা বা ভাজা হইয়াছে এমন। [ঃ 'শূলপক্ক' মাংস।]
শূলপাণি -- শিব।
শূলবিদ্ধ -- শূলের দ্বারা গাঁথা হইয়াছে এমন।
শূলানি — যন্ত্রণা, কনকনানি।
শূলানো — যন্ত্রণা হওয়া, কনকন করা, কটকট করা।
শূলী — শূল অস্ত্রধারী, শিব, মহাদেব।
শূলুনি — ('শূলানি' দেখ।)
শূল্য — শিকে গাঁথিয়া রান্না করা বা ঝলসানো হইয়াছে এমন।
শৃগাল — কুকুর জাতীয় একরকম প্রাণী, শিয়াল, ফেরু। স্ত্রী. — **শৃগালী**।
শৃঙ্খল — শিকল, জিঞ্জির।
শৃঙ্খলবদ্ধ — শিকলে বাঁধা, শৃঙ্খলিত। স্ত্রী. — **শৃঙ্খলবদ্ধা**।
শৃঙ্খলা — নিয়ম, ধারা, পদ্ধতি, সুব্যবস্থা। [ঃ কাজের 'শৃঙ্খলা'।]
শৃঙ্খলাবদ্ধ — শিকলে বদ্ধ। সুনিয়মিত, সুব্যবস্থিত।
শৃঙ্খলিত — শিকলে বাঁধা, শৃঙ্খলবদ্ধ। স্ত্রী. -- **শৃঙ্খলিতা**।
শৃঙ্গ — শিং। শিঙ্গা। শিখর, (পর্বতের) চূড়া।
শৃঙ্গবের --- আদা। রামায়ণে বর্ণিত নিষাদরাজ গুহকের রাজধানী।
শৃঙ্গাটক — পানিফল, সিঙ্গাড়া।
শৃঙ্গার -- অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত প্রেম বা কাম সংক্রান্ত রস, আদিরস। মৈথুন। দেবমূর্তি ইত্যাদিতে সিঁদুর চন্দন ইত্যাদি দিয়া সজ্জার অনুষ্ঠান।
শৃঙ্গী -- শিং আছে এমন, শৃঙ্গবিশিষ্ট। শিঙি মাছ।
শেওড়া — একরকম গাছ। (ইহাতে ভূত থাকে বলিয়া প্রবাদ।) **শেওড়া গাছের পেত্নী** — অতিশয় কুশ্রী মেয়ে।
শেওলা — ছাতার মতো জলজ একরকম উদ্ভিদ, ছাতলা, শৈবাল। **শেওলা ধরা, শেওলা পড়া** — শেওলা গজানো।
শেকহ্যাণ্ড — করমর্দন।
শেঁকো -- ('সেঁকো' দেখো।)
শেখ — মুসলমানের সম্মানসূচক উপাধি।
শেখর — শিরোভূষণ, কিরীট। চূড়া।
শেখা — ('শিখা' দেখ।) শিক্ষালাভ। শিক্ষালাভ করা হইয়াছে এমন।
শেখানো — ('শিখানো' দেখ।) শিক্ষাদান। যাহা শেখানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'শেখানো' বুলি।] যাহাকে শেখানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'শেখানো' সাক্ষী।]
শেজ — শয্যা।
শেজ — কাচের আবরণ লাগানো দীপ

শামাদান।

শেঠ — বণিক, সওদাগর। উপাধি বিশেষ।

শেড — বাতির অস্বচ্ছ আবরণ। চালাঘর।

শেফালি, শেফালিকা, শেফালী — একরকম গাছ ও তাহার সুগন্ধ ছোট ফুল, শিউলি।

শেম — লজ্জাসূচক ধ্বনি। [ঃ'শেম'! 'শেম'!]

শেমিজ — শাড়ির নীচে পরিবার উপযুক্ত ঘাঘরাযুক্ত জামা।

শেয়াকুল — কুলজাতীয় একরকম বুনো কাঁটাগাছ ও তাহার ফল।

শেয়ার — অংশ। ব্যবসায় ইত্যাদির অংশ। **শেয়ার মার্কেট** — শেয়ার বিক্রয়ের বাজার। **শেয়ার-হোল্ডার** — ব্যবসায় ইত্যাদির অংশীদার।

শেয়াল — শৃগাল, শিয়াল।

শের — বাঘ।

শেরওয়ানি — হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চোগার চেয়ে আঁট একরকম জামা।

শেরিফ — পৌরশাসনের ভারপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তি।

শেল — নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র, শূল, শল্য। [ঃশক্তি-'শেল'।]

শেল — শক্ত খোলের মধ্যে আটকানো একরকম বিস্ফোরক গোলা।

শেষ — বাসুকি, অনন্তনাগ। বলরাম।

শেষ — অবসান, সমাপ্তি। [ঃ'শেষের' গান; ঃ কাজের 'শেষ'।] নাশ, ধ্বংস। অবশেষ, অবশিষ্ট অংশ। [ঃ'শেষ'-টুকু।] যাহা দিয়া শেষ হইবে বা হইয়াছে, অন্তিম। [ঃ'শেষ' নিঃশ্বাস; ঃ'শেষ' কলি; ঃ 'শেষ' গান।] বিনষ্ট, বিধ্বস্ত।

শেষকাল — বৃদ্ধাবস্থা। **শেষকালে** — অবশেষে, শেষে।

শেষরাত্রি — রাত্রির শেষ অংশ।

শেষাশেষি — শেষের দিকে, শেষের কাছাকাছি।

শৈত্য — ঠান্ডাভাব, শীতলতা।

শৈথিল্য — শিথিলতা, আলগা ভাব। অসতর্কতা, অমনোযোগ, ঢিলেমি।

শৈব — শিব সংক্রান্ত। শিবের উপাসক।

শৈবলিনী — নদী।

শৈবাল — শেওলা।

শৈব্যা — পুরাণে বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রের পত্নী।

শৈল — পর্বত।

শৈলজা, শৈলসুতা — দুর্গা, পার্বতী।

শৈলী — রীতি, পদ্ধতি, প্রণালী।

শৈলেন্দ্র, শৈলেশ — পর্বতরাজ, হিমালয়।

শৈশব, শৈশবকাল — শিশুকাল, ছেলেবেলা।

শো — প্রদর্শনী।

শোঁ — অতিশয় দ্রুত গতি সূচক অনুকার।

শোওয়া — শয়ন করা। শয়ন। শয়িত।

শোওয়ানো — শয়ন করানো, শায়িত করা। ভূলুণ্ঠিত করিয়া রাখা। শায়িত। ভূলুণ্ঠিতভাবে রক্ষিত। শায়িত করণ।

শোক — প্রিয়জনের মৃত্যুর জন্য দুঃখ। [ঃপুত্র-'শোক'।] প্রিয়বস্তু হারাইবার জন্য দুঃখ। [ঃটাকার 'শোক'।]

শোকগাথা, শোকগীতি — শোক প্রকাশ করিয়া কবিতা বা গান।

শোকগ্রস্ত — শোকে অভিভূত, শোকাচ্ছন্ন। স্ত্রী. — **শোকগ্রস্তা**।

শোকতাপ — শোক ও দুঃসহ বেদনা। শোক-যন্ত্রণা।

শোকবিহ্বল — শোকে অভিভূত। স্ত্রী. — **শোকবিহ্বলা**।

শোকসন্তপ্ত — শোকে কাতর।

শোকসভা — শোক প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত সভা।

শোকাকুল — শোকে বিহ্বল, শোকে অধীর। স্ত্রী. — **শোকাকুলা।**

শোকানল — শোকরূপ অগ্নি।

শোকাপনোদন — শোক দূরীকরণ, শোক নিবারণ।

শোকাবেগ — শোকের ফলে অধীরতা বা ব্যাকুলতা।

শোকার্ত; শোকার্ত্ত — শোকে কাতর। স্ত্রী — **শোকার্তা, শোকার্ত্তা।**

শোকোচ্ছ্বাস — শোকের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। শোকপ্রকাশ সূচক উচ্ছ্বসিত রচনা। [ঃ 'শোকোচ্ছ্বাস' লেখা।]

শোঁকা, শোঁকানো — ('শোঁখা' ও 'শোঁখানো' দেখ।)

শোঁখা — ('শুঁখা' দেখ।) ঘ্রাণ গ্রহণ। ঘ্রাত।

শোঁখানো — (শুঁখানো দেখ।) ঘ্রাণ গৃহীত করণ। ঘ্রাত করা হইয়াছে এমন।

শোচনা — শোকপ্রকাশ, খেদ।

শোচনীয় — শোকের যোগ্য, দুঃখপ্রকাশের যোগ্য। মর্মান্তিক, বেদনাদায়ক। [ঃ 'শোচনীয়' দুর্ঘটনা।] বি.—**শোচনীয়তা।**

শোণ — বিহারের বিখ্যাত নদ। রক্তবর্ণ।

শোণিত — রক্ত, রুধির।

শোণিতাক্ত — রক্তাক্ত, রক্তমাখা।

শোণিমা — রক্তিমা, রক্তাভা, রক্তবর্ণতা।

শোথ — একরকম রোগ, জল জমিবার ফলে অঙ্গের স্ফীতি, 'ড্রপ্‌সি'।

শোধ — ঋণ ইত্যাদি প্রত্যর্পণ, পরিশোধ। [ঃ ধার 'শোধ' করা।] অনিষ্টের বিনিময়ে অনিষ্ট, প্রতিশোধ। [ঃ অপমানের 'শোধ' লওয়া।]

শোধবোধ — পরিশোধ করার বা প্রতিশোধ লওয়ার ফলে নিষ্পত্তি।

শোধক — যাহা বা যে শুদ্ধ করে, শুদ্ধিকারক।

শোধন — শুদ্ধ করণ, পরিষ্করণ। দোষ-ত্রুটি দূর করণ।

শোধনীয় — শোধনযোগ্য। যাহা শোধ করা যায় এমন।

শোধরানো — ('শুধরানো' দেখ।)

শোধা — শোধ করা। শোধ করা হইয়াছে এমন। শোধ করণ।

শোধিত — শোধন করা হইয়াছে এমন। শোধ করা হইয়াছে এমন।

শোধ্য — ('শোধনীয়' দেখ।)

শোনা — ('শুনা' দেখ।) শ্রুত। শ্রবণ।

শোনানো — ('শুনানো' দেখ।) শ্রুত করণ। শ্রুত করানো হইয়াছে এমন।

শোফার — মোটরগাড়ির মাইনে-করা চালক।

শোভন — শোভাযুক্ত, সুন্দর। যাহা ভালো দেখায় বা মানায় এমন। স্ত্রী. — **শোভনা।** বি. — **শোভনতা।**

শোভা — সৌন্দর্য, বাহার, রূপ-মাধুর্য। **শোভা পাওয়া** — শোভন হওয়া। উপযুক্ত হওয়া। [ঃএ কাজ তোমার 'শোভা' পায় না।]

শোভা — (কবিতায়) শোভিত হওয়া। [ঃ রক্তমেঘে 'শোভিল' অম্বর।] শোভন হওয়া।

শোভাযাত্রা — সমারোহের সহিত সারি বাঁধিয়া গমন। [ঃ 'শোভাযাত্রা' করা।] সমারোহের সহিত গমনকারী বহু ব্যক্তির সারি, মিছিল। [ঃএ দিক দিয়ে 'শোভাযাত্রা' যাবে।]

শোভাযাত্রী — শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী। স্ত্রী. — **শোভাযাত্রিণী।**

শোভাহীন — সৌন্দর্যহীন, অসুন্দর।

শোভিত — শোভাযুক্ত, সুন্দরভাবে সজ্জিত। স্ত্রী. — **শোভিতা।**

শোভী — যে বা যাহা শোভা পায়, সুন্দর।

স্ত্রী. — **শোভিনী**।

শোয়া — ('শোওয়া' দেখ।) শয়ন। শায়িত।

শোয়ানো — ('শোওয়ানো' দেখ।) শায়িত করণ। শায়িত করা হইয়াছে এমন।

শোরগোল — চিৎকার, চেঁচামেচি, কোলাহল।

শোরা — একরকম লবণজাতীয় দ্রব্য, যবক্ষার।

শোল — একরকম মাছ।

শোলা — ('সোলা' দেখ।)

শোষ — নালী ঘা, 'সাইনাস'।

শোষক — যে শোষণ করে। যে অপরের প্রাপ্য পাকে-প্রকারে আত্মসাৎ করে।

শোষণ — শুষ্ক করণ, চুষিয়া গ্রহণ। অপরের প্রাপ্য পাকে-প্রকারে আত্মসাৎ করণ। [ঃ শাসন ও 'শোষণ'।]

শোষিত — শোষণ করা হইয়াছে এমন।

শোষা — ('শুষা' দেখ।) শোষণ। শোষিত।

শোহরত — ঘোষণা, প্রচার। [ঃ ঢোল-'শোহরত'।]

শৌক্ল্য — শুক্লতা।

শৌখিন, শৌখীন — যাহার শখ আছে, বিলাসী। [ঃ 'শৌখীন' লোক।] শখ মিটাইবার পক্ষে উপযুক্ত। ['শৌখীন' জিনিস।] বি. — **শৌখিনতা, শৌখীনতা**।

শৌচ — শুচিতা, পবিত্রতা। মলত্যাগ ইত্যাদির পরে প্রক্ষালন।

শৌণ্ডিক — মদ প্রস্তুতকারক বা বিক্রেতা, শুঁড়ী।

শৌণ্ডিকালয় — ভাঁটিখানা বা মদের দোকান।

শৌরসেনী — শূরসেন অঞ্চলের প্রাচীন কথ্য ভাষা, প্রাকৃতের অন্যতম শাখা।

শৌর্য, শৌর্য্য — বীরত্ব, সাহস।

শৌর্যবান্, শৌর্য্যবান্ — বীর, সাহসী। স্ত্রী. — **শৌর্যবতী, শৌর্য্যবতী**। বি. — **শৌর্যবত্তা, শৌর্য্যবত্তা**।

শৌর্যশালী, শৌর্য্যশালী — বীর, শৌর্যবান্। স্ত্রী. — **শৌর্যশালিনী, শৌর্য্যশালিনী**।

শ্মশান — শবদাহের জন্য নির্দিষ্ট স্থান।

শ্মশ্রু — গোঁফদাড়ি। দাড়ি।

শ্মশ্রুমণ্ডিত, শ্মশ্রুল — গোঁফদাড়িযুক্ত, গোঁফদাড়িতে ঢাকা।

শ্যাম — মেঘের মতো রঙ, কালো। [ঃ নবঘন-'শ্যাম'।] সবুজ। [ঃ দূর্বাদল-'শ্যাম'।] শ্রীকৃষ্ণ।

শ্যাম — দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি দেশ, থাইগণের বাসভূমি, সিয়াম।

শ্যামবর্ণ — কালো ও ফরসার মাঝামাঝি রং। ঐ রঙের। [ঃ কনে 'শ্যামবর্ণ'।] স্ত্রী. — **শ্যামবর্ণা**।

শ্যামল — সবুজ। কালো। স্ত্রী. — **শ্যামলা**।

শ্যামলাল — শ্রীকৃষ্ণ।

শ্যামলিমা — শ্যামল ভাব, শ্যামলত্ব।

শ্যামলী — কালো গোরু, শ্যামবর্ণা মেয়ে ইত্যাদির নাম।

শ্যামশোভা, শ্যামশ্রী — শ্যামল সৌন্দর্য, সবুজ বা কালো রঙের সুন্দর রূপ।

শ্যামসুন্দর — শ্রীকৃষ্ণ।

শ্যামা — শ্যামবর্ণা। কালী। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুখস্পর্শাঙ্গী যুবতী। একরকম সুকণ্ঠ পাখী। একরকম ঘাস। একরকম ধান।

শ্যামাক — একরকম ঘাস। একরকম ধান।

শ্যামাঙ্গ — কালো দেহ। যাহার গায়ের রং কালো।

শ্যামাঙ্গী — শ্যামবর্ণা।

শ্যামায়মান — কালো বা সবুজ হইয়া

উঠিতেছে এমন।
শ্যাম্পেন — একরকম বিখ্যাত ফরাসী মদ।
শ্যালক — স্ত্রীর ভাই।
শ্যালিকা, শ্যালী — স্ত্রীর বোন।
শ্যেন — বাজপাখী। **শ্যেনদৃষ্টি** — বাজপাখীর মতো তীক্ষ্ণ লুব্ধ দৃষ্টি।
শ্রদ্ধা — সম্মানমিশ্রিত ভালোবাসা, ভক্তি। বিশ্বাস, প্রত্যয়। রুচি, ইচ্ছা। [ঃ সকলের হাতে খেতে 'শ্রদ্ধা' হয় না।]
শ্রদ্ধান্বিত, শ্রদ্ধাবান্, শ্রদ্ধালু — যাহার শ্রদ্ধা আছে এমন।
শ্রদ্ধাভাজন, শ্রদ্ধাস্পদ — শ্রদ্ধার যোগ্য, শ্রদ্ধার পাত্র। **শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু** — শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির উদ্দেশে লিখিত পত্রের আরম্ভের পাঠ।
শ্রদ্ধেয় — শ্রদ্ধার যোগ্য, মাননীয়। স্ত্রী — **শ্রদ্ধেয়া**।
শ্রবণ — কানের দ্বারা শব্দগ্রহণ, শোনা, শ্রুতি। শুনিবার অঙ্গ, কান।
শ্রবণা — নক্ষত্র বিশেষ।
শ্রবণীয় — শ্রবণের যোগ্য, শ্রোতব্য। শুনিতে পাওয়া যায় এমন।
শ্রবণেন্দ্রিয় — শুনিবার ইন্দ্রিয়, কান।
শ্রব্য — শ্রবণীয়। [ঃ 'শ্রব্য কাব্য'।]
শ্রম — মেহনত, খাটুনি, পরিশ্রম।
শ্রমজীবী — যে মেহনত করিয়া জীবিকা উপার্জন করে। স্ত্রী — **শ্রমজীবিনী**।
শ্রমণ — বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। স্ত্রী — **শ্রমণা**।
শ্রমবারি -- ঘাম।
শ্রমবিভাগ — বিভিন্ন লোকের মধ্যে কাজের বণ্টন, বিভিন্ন লোকের উপর কাজের বিভিন্ন অংশ সম্পাদনের ভার প্রদান।
শ্রমলব্ধ — পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত।
শ্রমলভ্য — পরিশ্রমের দ্বারা পাওয়া যায় এমন।
শ্রমশিল্প — কলকারখানার কাজ।
শ্রমশিল্পী — শ্রমিক।
শ্রমশীল — পরিশ্রমী, খাটিয়ে। স্ত্রী. — **শ্রমশীলা**। বি — **শ্রমশীলতা**।
শ্রমসহিষ্ণু — পরিশ্রম সহ্য করিতে পারে এমন। বি — **শ্রমসহিষ্ণুতা**।
শ্রমসাধ্য — যাহা করিতে পরিশ্রম লাগে এমন।
শ্রমসাপেক্ষ — যাহার সম্পাদন পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে এমন।
শ্রমস্বীকার -- পরিশ্রম করিতে অসংকোচ বা ইচ্ছা।
শ্রমিক — মজুর, কলকারখানায় মেহনত করে এমন ব্যক্তি।
শ্রাদ্ধ — মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দানের অনুষ্ঠান। অপচয়। [ঃ টাকার 'শ্রাদ্ধ'।] নিন্দা, কটু সমালোচনা। **শ্রাদ্ধ-শান্তি** — শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান। **শ্রাদ্ধ গড়ানো** — অপ্রীতিকর ঘটনা ক্রমেই জটিলতর হওয়া।
শ্রাদ্ধীয় — শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত।
শ্রান্ত — পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত। স্ত্রী — **শ্রান্তা**।
শ্রান্তি — পরিশ্রমের ফলে ক্লান্তি। বিরাম।
শ্রান্তিহীন — অবসাদহীন, অক্লান্ত। অবিরাম, অবিশ্রান্ত।
শ্রাবক — শ্রোতা। শিষ্য। বুদ্ধের ভক্ত।
শ্রাবণ — বাংলা বছরের চতুর্থ মাস।
শ্রাবণী — শ্রাবণ সংক্রান্ত (স্ত্রী)। [ঃ 'শ্রাবণী' পূর্ণিমা।]
শ্রাবস্তী — প্রাচীন উত্তর কোশলের রাজধানী, বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গণ্ডা জেলার সাহেত মাহেত।
শ্রাব্য — শোনার যোগ্য। [ঃ অ-'শ্রাব্য'।]
শ্রী — লক্ষ্মী। সৌভাগ্য, ধনসম্পদ, সমৃদ্ধি। [ঃ 'শ্রী'-বৃদ্ধি।] শোভা, সৌন্দর্য। [ঃ মুখ-'শ্রী'।] (সংগীতে)

একরকম রাগ। শ্রদ্ধাসূচক বিশেষণ। [ঃ'শ্রী'-অঙ্গ; ঃ 'শ্রী'-স্মরণ; ঃ 'শ্রী'-দুর্গা।] জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বে সম্মান-সূচক সংযোজন।

শ্রীকণ্ঠ — শিব।

শ্রীকান্ত — লক্ষ্মীর স্বামী, নারায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণ — বসুদেব ও দেবকীর পুত্র, কৃষ্ণ।

শ্রীক্ষেত্র — জগন্নাথধাম, পুরী।

শ্রীখণ্ড — (প্রাচীন কবিতায়) চন্দনকাঠ। [ঃবানর কটক বহু আনিল 'শ্রীখণ্ড'।]

শ্রীঘর — (ব্যঙ্গে) জেলখানা।

শ্রীচরণ — পূজ্য ব্যক্তির পা। পূজ্য ব্যক্তির নিকট। [ঃ'শ্রীচরণে' নিবেদন।]

শ্রীচরণকমল — পূজ্য ব্যক্তির পা রূপ পদ্ম, পাদপদ্ম।

শ্রীচরণকমলেষু, শ্রীচরণেষু — পূজ্য ব্যক্তির নিকট লেখা পত্রের আরম্ভিক পাঠ।

শ্রীদাম — শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম বাল্যবন্ধু।

শ্রীধর, শ্রীনাথ, শ্রীনিবাস — বিষ্ণু, নারায়ণ।

শ্রীপঞ্চমী — মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী যাহাতে সরস্বতী পূজা হয়।

শ্রীপতি — বিষ্ণু, নারায়ণ।

শ্রীফল — বেল।

শ্রীবৎস — পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাজা যাঁহার উপর শনির কোপদৃষ্টি পড়িয়াছিল। বিষ্ণু। বিষ্ণুর বক্ষস্থ কুঞ্চিত রোমাবলী। [ঃ'শ্রীবৎস'-লাঞ্ছন।]

শ্রীবৎসলাঞ্ছন — যাঁহার দেহে শ্রীবৎসের চিহ্ন আছে, বিষ্ণু।

শ্রীবাস — শ্রীনিবাস, বিষ্ণু।

শ্রীবৃদ্ধি — সৌভাগ্য ও ধনসম্পদের বৃদ্ধি, উন্নতি।

শ্রীভ্রষ্ট — যাহার সৌন্দর্য বা সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **শ্রীভ্রষ্টা**।

শ্রীমৎ — পূজ্য, পূজনীয়, আরাধ্য। [ঃ'শ্রীমদ্'-গুরুদেব; ঃ 'শ্রীমদ্ভাগবত'; ঃ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'।]

শ্রীমন্ত — সৌভাগ্যবান্। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে বর্ণিত ধনপতি সওদাগরের পুত্র।

শ্রীমান্ — শ্রীযুক্ত, সৌভাগ্যবান্। গুরুজন কর্তৃক অল্পতর বয়স্কদের নামের পূর্বে প্রযোজ্য বিশেষণ, কল্যাণীয়। কল্যাণীয় ব্যক্তি। [ঃ'শ্রীমান্' কি বলছে?] স্ত্রী. — **শ্রীমতী**।

শ্রীমতী — রাধিকা। স্ত্রী, পত্নী। [ঃ'শ্রীমতী' রাজী নন।]

শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত — পুরুষের নামের আগে ব্যবহার্য সম্মানসূচক উপাধি। স্ত্রী. — **শ্রীযুক্তা, শ্রীযুতা**।

শ্রীরাম — রামচন্দ্র।

শ্রীল — শ্রীযুত।

শ্রীশ — বিষ্ণু, নারায়ণ।

শ্রীহীন — সৌন্দর্যহীন, শোভাহীন। সৌভাগ্যহীন। বি. — **শ্রীহীনতা**। স্ত্রী. — **শ্রীহীনা**।

শ্রুত — শোনা হইয়াছে এমন।

শ্রুতকীর্তি, শ্রুতকীর্ত্তি — যাহার কীর্তির কথা শোনা গিয়াছে, বিখ্যাত। রামায়ণে বর্ণিত কুশধ্বজের কন্যা, শত্রুঘ্নের পত্নী।

শ্রুতলিখন — শুনিয়া লিখিবার পদ্ধতি। শুনিয়া লিপিবদ্ধ করণ।

শ্রুতি — শ্রবণ। কান। [ঃ'শ্রুতি'-গোচর।] শোনা গিয়াছে এমন বিষয়। [ঃজন-'শ্রুতি'।] (শুনিয়া শিক্ষালাভ করা হইত এই মূল অর্থে) বেদ। (সংগীতে) দুই স্বরের মধ্যবর্তী স্বরাংশ।

শ্রুতিকটু — শুনিতে বিশ্রী বা রূঢ় লাগে এমন। বি. — **শ্রুতিকটুতা, শ্রুতিকটুত্ব**।

শ্রুতিগোচর — কানে গিয়াছে এমন, শ্রুত। [ঃ ইহা 'শ্রুতিগোচর' হয় নাই।]

শ্রুতিধর — যে শোনা মাত্রই মুখস্থ করিতে

পারে, অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি।
শ্রুতিপথ — কান, কানের ছিদ্র।
শ্রুতিমধুর — শুনিতে মিষ্ট। বি. — **শ্রুতিমধুরতা**।
শ্রুতিসুখকর — কানের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক।
শ্রুতি-স্মৃতি — বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র।
শ্রেণী — সারি, পঙ্‌ক্তি। [ঃ বৃক্ষ-'শ্রেণী'।] ভিন্নতা উৎকর্ষ অপকর্ষ ইত্যাদি অনুসারে বিভাগ। [ঃ গাড়ির প্রথম 'শ্রেণী'।] বিদ্যালয়ের মান বা স্তর-বিভাগ। [ঃ পঞ্চম 'শ্রেণী'।] সমধর্মবিশিষ্ট বা একই ধরনের বিষয় বস্তু বা ব্যক্তির সমষ্টি।
শ্রেণীবদ্ধ — সারিবদ্ধ, সারিতে সজ্জিত।
শ্রেণীবিভাগ — শ্রেণীতে বিভক্ত করণ।
শ্রেণীভুক্ত — শ্রেণীর অন্তর্গত। স্ত্রী. — **শ্রেণীভুক্তা**।
শ্রেণীসংগ্রাম — ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিরোধিতা।
শ্রেয় — শুভ, কল্যাণ, হিত। মঙ্গলজনক, হিতকর। স্ত্রী. — **শ্রেয়সী**।
শ্রেয়স্কর — যাহা শ্রেয় করে এমন, মঙ্গলজনক, শুভকর।
শ্রেষ্ঠ — উৎকৃষ্ট, উত্তম। সর্বোত্তম। সর্বপ্রধান। স্ত্রী. — **শ্রেষ্ঠা**। বি. — **শ্রেষ্ঠতা**।
শ্রেষ্ঠী — বণিক, শেঠ।
শ্রোণি, শ্রোণী — নিতম্ব, পাছা। [ঃ 'শ্রোণি'-ভার।]
শ্রোতব্য — শুনিবার যোগ্য। যাহা শোনা উচিত। যাহা শুনিতে হইবে এমন।
শ্রোতা — যে শোনে, শ্রবণকারী। স্ত্রী. — **শ্রোত্রী**।
শ্রোতৃবর্গ, শ্রোতৃমণ্ডল, শ্রোতৃমণ্ডলী — শ্রোতার দল, শ্রোতারা।
শ্রোত্র — কান। শ্রুতি, বেদ।
শ্রোত্রিয় — বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিশেষ।
শ্রোত্রী — ('শ্রোতা' দেখ।)
শ্রৌত — বেদ সংক্রান্ত। বেদবিহিত।
শ্লথ — ঢিলা, শিথিল, আলগা।
শ্লাঘনীয় — শ্লাঘার যোগ্য, গর্ব করিবার উপযুক্ত।
শ্লাঘা — প্রশংসা, গর্বপ্রকাশ।
শ্লাঘ্য — শ্লাঘনীয়, শ্লাঘার যোগ্য।
শ্লিষ্ট — জড়িত, যুক্ত। শ্লেষযুক্ত।
শ্লীপদ — পায়ের একরকম স্ফীতিরোগ, গোদ।
শ্লীল — শিষ্ট, ভদ্র। [ঃ অ-'শ্লীল'।]
শ্লীলতা — ভদ্রতা। সম্মান, ইজ্জত।
শ্লীলতাহানি — স্ত্রীলোকের প্রতি যৌন-বিষয়ক কুৎসিত ইঙ্গিত ইত্যাদি।
শ্লেট — ('স্লেট' দেখ।)
শ্লেষ — একরকম শব্দপ্রয়োগ প্রণালী, একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ। ব্যঙ্গোক্তি, বক্রোক্তি। সংযোগ, আলিঙ্গন, আশ্লেষ।
শ্লেষ্মা — কফ শিকনি ও ঐ জাতীয় জিনিস।
শ্লৈষ্মিক — শ্লেষ্মা সংক্রান্ত। [ঃ 'শ্লৈষ্মিক' ঝিল্লি।]
শ্লোক — পদ্যের স্তবক। সংস্কৃত পদ্যের স্তবক। কীর্তি। [ঃ পুণ্য-'শ্লোক'।]
শ্ব — 'কুকুর সংক্রান্ত' বা 'কুকুরের মতো' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'শ্ব'-দন্ত; ঃ 'শ্ব'-পন্থা।]
শ্বদন্ত — মাড়ির দুই দিকের উঁচু সূচালো দাঁত।
শ্বশুর — স্বামী বা স্ত্রীর বাবা। শ্বশুরের ভাই বা তত্তুল্য ব্যক্তি। [ঃ খুড়-'শ্বশুর'; ঃ মামা-'শ্বশুর'।]
শ্বশুরঘর — স্বামীর বাবার বাড়ি, স্বামীর

ঘর। **শ্বশুরঘর করা** — শ্বশুরবাড়িতে (বধূ) থাকিয়া কৃত্য কার্যাদি করা।

শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুরালয় — স্বামীর বা স্ত্রীর বাবার বাড়ি।

শ্বশ্রূ — শাশুড়ী।

শ্বাপদ — (কুকুরের মতো পা আছে এমন) হিংস্র মাংসাশী পশু।

শ্বাপদসংকুল, শ্বাপদসঙ্কুল — হিংস্র মাংসাশী প্রাণীতে পরিপূর্ণ।

শ্বাস — নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। [ঃ 'শ্বাস'-গ্রহণ; ঃ 'শ্বাস'-ত্যাগ।] শ্বাসগ্রহণ বা ত্যাগ। [ঃ 'শ্বাস'-ক্রিয়া; ঃ 'শ্বাস'-কষ্ট।] হাঁপানি রোগ। মৃত্যুকালে শ্বাসকষ্ট। [ঃ 'শ্বাস' ওঠা।]

শ্বাসক্রিয়া — শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ।

শ্বাসনালী — নাক হইতে ফুসফুসে বায়ু চলাচলের নালী বা পথ।

শ্বাসরোধ — দমবন্ধ অবস্থা, শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা।

শ্বিত্র — শ্বেতকুষ্ঠ, ধবল রোগ।

শ্বেত — সাদা, শুভ্র।

শ্বেতকুষ্ঠ — একরকম রোগ যাহাতে গায়ের চামড়ার রং সাদা হয়, ধবল, শ্বেতী।

শ্বেতদ্বীপ — পুরাণে বর্ণিত দ্বীপ। ইউরোপ, ইংল্যান্ড ইত্যাদি।

শ্বেতপ্রদর — একরকম স্ত্রীরোগ।

শ্বেতসার — খাদ্যের একটি উপাদান, 'স্টার্চ'।

শ্বেতাঙ্গ — যাহাদের গায়ের রং সাদা। ইউরোপবাসী ও তাহাদের বংশধর। স্ত্রী. — **শ্বেতাঙ্গী, শ্বেতাঙ্গিনী।**

শ্বেতাম্বর — সাদা কাপড়। যে সাদা কাপড় পরে। জৈনদের একটি সম্প্রদায় যাহারা সাদা কাপড় পরে।

শ্বেতাশ্ব — সাদা ঘোড়া। অর্জুন।

শ্বেতি, শ্বেতী — শ্বেতকুষ্ঠ, ধবলরোগ।

ষ

ষট্ — 'ছয়যুক্ত' বা 'ছয় সংখ্যক' বুঝাইতে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। [ঃ 'ষট্'-চত্বারিংশ; ঃ 'ষট্'-কর্ম।]

ষট্‌কর্ম, ষট্‌কর্ম্ম — যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণের এই ছয়রকম কাজ। শান্তি বশীকরণ স্তম্ভন বিদ্বেষ উচাটন ও মারণ, তন্ত্রোক্ত এই ছয়রকম কর্ম।

ষট্‌কর্মা, ষট্‌কর্ম্মা — যে ষট্‌কর্ম করে।

ষট্‌চক্র — যোগশাস্ত্রে বর্ণিত দেহের ভিতরের ছয়টি চক্র, মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুরক অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা।

ষট্‌চত্বারিংশ — ৪৬ সংখ্যার পূরক, ৪৬-এর।

ষট্‌চত্বারিংশৎ — ৪৬ সংখ্যা, ছেচল্লিশ।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম — ('ষট্‌চত্বারিংশ' দেখ।)

ষট্‌ত্রিংশ — ৩৬ সংখ্যক, ৩৬-এর।

ষট্‌ত্রিংশৎ — ৩৬ সংখ্যা, ছত্রিশ।

ষট্‌ত্রিংশত্তম — ('ষট্‌ত্রিংশ' দেখ।)

ষট্‌পঞ্চাশ — ৫৬ সংখ্যক, ৫৬-তম।

ষট্‌পঞ্চাশৎ — ৫৬ সংখ্যা, ছাপান্ন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম — ('ষট্‌পঞ্চাশ' দেখ।)

ষট্‌পদ — যাহার ছয়টি পা আছে। ভোমরা। স্ত্রী. — **ষট্‌পদী।**

ষট্‌ষষ্টি — ৬৬, ছষট্টি।

ষট্‌ষষ্টিতম — ৬৬ সংখ্যক। ৬৬-র, ৬৬-তম।

ষট্‌সপ্ততি — ৭৭ সংখ্যা, সাতাত্তর।

ষট্‌সপ্ততিতম — ৭৭ সংখ্যক, ৭৭-এর, ৭৭-তম।

ষড়ঙ্গ — ছয় অঙ্গ, দুই বাহু দুই পদ মস্তক ও কটি। ছয় বেদাঙ্গ। ছয়টি অঙ্গ আছে এমন। ছয়টি উপাদানে গঠিত।

ষড়জ — ('ষড়্‌জ' দেখ।)

ষড়যন্ত্র — অপরের ক্ষতি করিবার জন্য গোপনে পরামর্শ ও উপায় উদ্‌ভাবন, চক্রান্ত।

ষড়শীতি — ৮৬ সংখ্যা, ছিয়াশি।

ষড়শীতিতম — ৮৬ সংখ্যক, ৮৬-তম, ছিয়াশির।

ষড়ানন — যাঁহার ছয়টি মুখ, কার্ত্তিকেয়।

ষড়্‌ঋতু — ছয়টি ঋতু, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত।

ষড়্‌জ — নাসা কণ্ঠ বক্ষ তালু জিহ্বা ও দন্ত এই ছয়টি স্থান হইতে জাত স্বর। (সংগীতে) প্রথম স্বর সা যাহা হইতে ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ এই ছয়টি স্বর উৎপন্ন হয়।

ষড়্‌দর্শন — প্রাচীন ভারতীয় ছয়টি দর্শন, সাংখ্য পাতঞ্জল পূর্বমীমাংসা উত্তর-মীমাংসা (বেদান্ত) বৈশেষিক ও ন্যায়।

ষড়্‌ধা — ছয় ভাবে। ছয় ভাগে। ছয় দিকে।

ষড়্‌বিধ — ছয়রকম।

ষড়্‌ভুজ — ছয়টি হাত আছে এমন। স্ত্রী. — **ষড়্‌ভুজা**।

ষড়্‌যন্ত্র — ('ষড়যন্ত্র' দেখ।)

ষড়্‌রস — ছয়টি রস, কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল ও মধুর।

ষড়্‌রিপু — কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি মানসিক বা আত্মিক উন্নতির প্রধান শত্রু।

ষড়্‌লবণ — সৈন্ধব বিট ইত্যাদি ছয়রকম লবণ।

ষণ্ড — ষাঁড়, পুরুষ গোরু। শুক্রাচার্যের পুত্র।

ষণ্ডা — (নিন্দায়) মোটাসোটা, বলিষ্ঠ।

ষণ্ডামর্ক — শুক্রাচার্যের দুই পুত্র, ষণ্ড ও অমর্ক। (নিন্দায়) বলিষ্ঠ ও গোঁয়ার, ষণ্ডামার্কা।

ষণ্ডামার্কা — (নিন্দায়) বলিষ্ঠ ও গোঁয়ার, ষণ্ডামর্ক।

ষণ্ণবতি — ৯৬ সংখ্যা, ছিয়ানব্বই।

ষণ্ণবতি — ৯৬ সংখ্যার পূরক, ৯৬-তম, ৯৬-এর।

ষন্মুখ — ছয়টি মুখ যাহার, কার্ত্তিকেয়।

ষত্ববিধান, ষত্ববিধি — বানানে কোথায় ষ হইবে বা হইবে না তাহার নিয়ম।

ষষ্টি — ৬০ সংখ্যা, ষাট।

ষষ্টিতম — ৬০ সংখ্যার পূরক, ৬০-তম, ষাটের।

ষষ্ঠ — ৬ সংখ্যার পূরক, পাঁচের পরবর্তী। স্ত্রী. — **ষষ্ঠী**।

ষষ্ঠাংশ — ছয় ভাগ। ছয় ভাগের এক ভাগ।

ষষ্ঠী — পঞ্চমীর পরবর্তী ও সপ্তমীর পূর্ববর্তী তিথি। সন্তানের জন্মদান ও পালনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। [ঃ মা 'ষষ্ঠীর' দয়ায়।] (ব্যাকরণে) র এর দের দিগের ইত্যাদি বিভক্তি। ('ষষ্ঠ' দেখ।)

ষষ্ঠীতৎপুরুষ — একরকম সমাস যাহাতে পূর্ব পদের ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ পায়।

ষষ্ঠীতলা — ষষ্ঠী দেবীর পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থান (বৃক্ষতল ইত্যাদি)।

ষষ্ঠীপূজা — ষষ্ঠী দেবীর পূজা। ('ষেটেরা' দেখ।)

ষষ্ঠীবাটা — জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব।

ষষ্ঠীবুড়ী — ষষ্ঠী দেবী।

ষাট — ৬০ সংখ্যা, ষষ্টি।

ষাট, ষাঠ — ষষ্ঠী দেবী। **ষাট ষাট, বালাই ষাট** — অমঙ্গল দূরীকরণের ইচ্ছায় ষষ্ঠী দেবীর নাম উচ্চারণ।

ষাঁড় — পুরুষ গোরু, যণ্ড, বৃষ।

ষাণ্মাসিক — যাহা ছয় মাস বাদে হয় বা প্রকাশিত হয়। [ঃ 'ষাণ্মাসিক' পরীক্ষা; ঃ 'ষাণ্মাসিক' পত্রিকা।] যাহা হইতে

ছয় মাস লাগে।

ষেটেরা — শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ রাত্রিতে ষষ্ঠী দেবীর পূজা ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

ষোড়শ — ১৬, ষোল। শ্রাদ্ধে ১৬ রকম দান ও ঐ দান সংক্রান্ত অনুষ্ঠান। ১৬ সংখ্যার পূরক। স্ত্রী. — **ষোড়শী**।

ষোড়শী — ষোল বৎসর বয়স্কা। দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা।

ষোড়শোপচার — পূজার ষোল রকমের কৃত্য ও উপকরণ।

ষোল — ১৬ সংখ্যা। **ষোল আনা** — পুরোপুরি, সবটুকু। [ঃ 'ষোল আনা' দোষ তোমার।]

ষোলই — মাসের ষোল তারিখ বা তারিখে।

ষ্টক, ষ্টার্কিং, ষ্টীম, ষ্টীমার, ষ্টীল, ষ্টেট, ষ্টেশন, ষ্ট্যাম্প, ষ্ট্রীট — ('স্টক', 'স্টার্কিং', 'স্টীম', 'স্টীমার', 'স্টীল', 'স্টেট', 'স্টেশন', 'স্ট্যাম্প' ও 'স্ট্রীট' দেখ।)

স

স- — সহ, সহিত, যুক্ত, সমান, সদৃশ ইত্যাদি অর্থে অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়। [ঃ 'স-জল'; ঃ 'স'-পরিবারে; ঃ 'স'-তীর্থ।]

সই — সখী।

সই — স্বাক্ষর, সহি।

-সই — উপযুক্ত বা যোগ্য অর্থে অন্য শব্দের পরে যুক্ত হয়। [ঃ লাগ-'সই'; ঃ জুত-'সই'; ঃ টেক-'সই'; ঃ মানান-'সই'।]

সইস — ('সহিস' দেখ।)

সওগাত — ভেট, উপঢৌকন। বিণ. — **সওগাতী**।

সওদা — ক্রয়, খরিদ। [ঃ 'সওদা' করা।]

সওদাগর — বণিক্, ব্যবসায়ী।

সওদাগরি — সওদাগরের কাজ, ব্যবসায়, বাণিজ্য।

সওদাগরী — সওদাগর সংক্রান্ত, সওদাগরের। [ঃ 'সওদাগরী' অফিস।]

সওদাপত্র — ক্রয় ও ঐরূপ ব্যাপার, কেনাকাটা।

সওয়া — এক চতুর্থাংশ সহ, এক সিকি যুক্ত, সপাদ। [ঃ 'সওয়া' এক; ঃ 'সওয়া' তিন; ঃ 'সওয়া' লক্ষ।]

সওয়া — সহ্য করা। [ঃ 'সইতে' পারি না।] সহনীয় হওয়া। [ঃ এত সুখ 'সইবে' না।] সহা যায় এমন, সহনীয়। [ঃ গা-'সওয়া'।]

সওয়ার — আরোহী।

সওয়ারি — যানবাহন। তারযন্ত্রের অংশ যাহার উপর তার চড়াইয়া আঁটিয়া বাঁধা হয়।

সওয়ারী — আরোহী, সওয়ার।

সওয়াল — প্রশ্ন, জেরা। **সওয়াল-জবাব** — প্রশ্ন ও তাহার উত্তর (বিশেষতঃ আদালতে দুই পক্ষের মধ্যে)।

সং — ('সঙ' দেখ।)

সং — ('সম্' দেখ।)

সংকট — বিপদ। বিপজ্জনক সংকীর্ণ পথ। [ঃ গিরি-'সংকট'।] **উভয়সংকট** — একটি বিপদ এড়াইতে গেলে আর একটি বিপদে পড়িতে হয় এমন অবস্থা।

সংকটজনক — বিপজ্জনক।

সংকটত্রাণ — বিপদ হইতে রক্ষাকারী, সংকটে সাহায্যকারী। [ঃ 'সংকটত্রাণ' সমিতি।]

সংকটাপন্ন — বিপন্ন, বিপদাপন্ন।

সংকর — ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন। বিভিন্ন শ্রেণীর বা জাতির

মিশ্রণে জাত, বর্ণসংকর। বি. — **সংকরতা**। স্ত্রী. — **সংকরী**।

সংকর্ষণ — আকর্ষণ। সম্যক্‌রূপে কর্ষণ। হলায়ুধ, বলরাম।

সংকলক — সংকলনকারী, সংকলয়িতা।

সংকলন — সংগ্রহ। [ঃ 'সংকলন' করা।] সংগৃহীত রূপ। [ঃ কবিতা-'সংকলন'।]

সংকলয়িতা — সংকলনকারী। স্ত্রী. — **সংকলয়িত্রী**।

সংকলিত — সংকলন করা হইয়াছে এমন, সংগৃহীত।

সংকল্প — কিছু করিবার গভীর ইচ্ছা, দৃঢ় অভিলাষ। পূজাদি করণের উদ্দেশ্য, পূজাদির আরম্ভিক অনুষ্ঠান বিশেষ।

সংকল্পিত — যে সম্পর্কে বা যাহা সংকল্প করা হইয়াছে এমন।

সংকাশ — তুল্য, সদৃশ। [ঃ জবাকুসুম-'সংকাশ'।]

সংকীর্ণ — চওড়া নহে এমন, অপ্রশস্ত। [ঃ 'সংকীর্ণ' পথ।] নীচ, অনুদার। [ঃ 'সংকীর্ণ' মন।] বি. — **সংকীর্ণতা**।

সংকীর্ণচেতা, সংকীর্ণমনা — হীনচেতা, অনুদার, নীচ।

সংকীর্তন, সংকীর্ত্তন — গুণাদি বর্ণন বা কথন। দেবতার মহিমা গান।

সংকুচিত — সংকোচনের ফলে ছোট হইয়াছে বা ছোট করা হইয়াছে এমন। কুণ্ঠিত, দ্বিধাগ্রস্ত, লজ্জিত। স্ত্রী. — **সংকুচিতা**।

সংকুল — সমাকীর্ণ, পূর্ণ। [ঃ বিপদ-'সংকুল'; শ্বাপদ-'সংকুল'।] মিশ্রিত। বি. — **সংকুলতা**।

সংকুলান — কুলানো বা যথেষ্ট হইবার ভাব, পর্যাপ্তি। [ঃ এত অল্প টাকায় 'সংকুলান' হইবে না।]

সংকেত — ইঙ্গিত, ইশারা। অর্থসূচক চিহ্ন। শব্দের অর্থবোধক শক্তি, অভিধা। নায়ক-নায়িকা ইত্যাদির গোপনে মিলন-ব্যবস্থা বা গোপন মিলনের স্থান।

সংকেতিত — সংকেতের দ্বারা সূচিত বা প্রকাশিত।

সংকোচ — কুণ্ঠা, লজ্জা, দ্বিধাবোধ। অল্প করণ, হ্রাস করণ। [ঃ ব্যয়-'সংকোচ'।]

সংকোচন — কোঁচকানোর ফলে হ্রাসপ্রাপ্তি, প্রসারণের বিপরীত অবস্থা বা ভাব। [ঃ 'সংকোচন' ও প্রসারণ।]

সংক্রমণ — এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন। সুস্থ ব্যক্তির দেহে রোগ-জীবাণুর বিস্তার।

সংক্রমিত — সংক্রমণ করিয়াছে এমন। [ঃ রোগ 'সংক্রমিত' হয়।]

সংক্রান্ত — সম্পর্কিত, বিষয়ক। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গত, সঞ্চারিত, ব্যাপ্ত।

সংক্রান্তি — সূর্যাদির এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন। বাংলা মাসের শেষ দিন। **সংক্রান্তি কাল** — যুগ পরি-বর্তনের সময়ে দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়।

সংক্রামক — রোগীর নিকট হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে ছড়াইয়া পড়ে বা সহজে সংক্রমিত হয় এমন (রোগ)।

সংক্রামিত — যেখানে বা যাহার দেহে রোগ সংক্রমিত হইয়াছে এমন। [ঃ কলেরায় 'সংক্রামিত' হইয়া।]

সংক্ষেপ — সংকোচন, হ্রাস, অল্পতা। **সংক্ষেপে** — অল্প কথায়, সংক্ষিপ্ত-ভাবে। বিনা সমারোহে, বিশেষ আয়োজন না করিয়া।

সংক্ষেপণ — সংক্ষিপ্ত করণ।

সংক্ষেপতঃ — সংক্ষেপে, সংক্ষিপ্তভাবে।

সংক্ষেপিত — সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে

এমন। [ঃ 'সংক্ষেপিত' সংস্করণ।]
সংক্ষিপ্ত — হ্রাসপ্রাপ্ত, সংকুচিত, অল্পীকৃত। বি. — **সংক্ষিপ্ততা।**
সংক্ষোভ — আলোড়ন, অশান্ত ভাব। বিণ. — **সংক্ষুব্ধ।**
-সংখ্যক — 'এই সংখ্যা-পরিমিত' বা 'এই সংখ্যার পূরক' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বহু-'সংখ্যক'; ঃ দশ-'সংখ্যক'।]
সংখ্যা — গণনা। [ঃ 'সংখ্যা' করা যায় না।] গণনার উপযোগী পরিমাণ। [ঃ 'সংখ্যায়' দশ।] (গণিতে) রাশি, পরিমাণ সূচক অঙ্ক। বিচার।
সংখ্যাগরিষ্ঠ — সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বা অপেক্ষাকৃত অধিক এমন। [ঃ 'সংখ্যা-গরিষ্ঠ' দল।] বি. — **সংখ্যাগরিষ্ঠতা।**
সংখ্যাগুরু — সংখ্যায় বেশী এমন। বি. — **সংখ্যাগুরুতা, সংখ্যাগুরুত্ব।**
সংখ্যাত — গণনা করা হইয়াছে এমন। বিচারিত।
সংখ্যান — গণন, গণনা করণ।
সংখ্যালঘিষ্ঠ — সংখ্যায় সবচেয়ে বা অপেক্ষাকৃত অল্প এমন। [ঃ 'সংখ্যা-লঘিষ্ঠ' দল।] বি. — **সংখ্যালঘিষ্ঠতা।**
সংখ্যালঘু — সংখ্যায় অল্প এমন। বি. — **সংখ্যালঘুতা, সংখ্যালঘুত্ব।**
সংখ্যাল্প — সংখ্যায় কম। বি. — **সংখ্যাল্পতা।**
সংগঠন — সুন্দর বা সুশৃঙ্খলভাবে গঠন। সুন্দর বা শৃঙ্খলাপূর্ণ ভাবে গঠিত দল। বিণ. — **সংগঠিত।**
সংগত — ন্যায্য, উপযুক্ত, যুক্তিযুক্ত। [ঃ 'সংগত' কারণ।] (সংগীতে) গানের সহিত বাজনার মিল বা অনুষঙ্গ।
-সংগত — 'অনুযায়ী' বা 'অনুসারে' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ আইন-'সংগত' কারণ।]
সংগতি — মিল, সামঞ্জস্য। মিলন, সাহচর্য। [ঃ সজ্জন-'সংগতি'।] আর্থিক সামর্থ্য, টাকা-পয়সা।
সংগতিপন্ন — টাকাপয়সা বা আর্থিক সামর্থ্য আছে এমন। স্ত্রী. — **সংগতিপন্না।**
সংগতিশালী — সংগতিপন্ন, টাকাপয়সা আছে এমন। স্ত্রী. — **সংগতিশালিনী।**
সংগতিসম্পন্ন — সংগতিশালী, সংগতিপন্ন। স্ত্রী. — **সংগতিসম্পন্না।**
সংগতিহীন — সামঞ্জস্য নাই এমন।
সংগতিহীন — আর্থিক সামর্থ্য বা টাকা-পয়সা নাই এমন। স্ত্রী. — **সংগতিহীনা।** বি. — **সংগতিহীনতা।**
সংগম — মিলন। যৌন মিলন, সহবাস, সম্ভোগ। নদী ইত্যাদির মিলনস্থল।
সংগীত — নৃত্য গীত ও বাদ্য। গান। গানবাজনা।
সংগীতজ্ঞ — যে গানবাজনা জানে, সংগীতে পণ্ডিত। স্ত্রী. — **সংগীতজ্ঞা।**
সংগীতনিপুণ — সংগীতে দক্ষ। স্ত্রী. — **সংগীতনিপুণা।** বি. — **সংগীতনিপুণতা, সংগীতনৈপুণ্য।**
সংগীতি — বৌদ্ধ ধর্ম-মহাসভা।
সংগৃহীত — সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন, আহৃত।
সংগোপন — সম্পূর্ণরূপে গোপন।
সংগোপনে — সম্পূর্ণরূপে গোপনীয়-ভাবে, অপরের অজ্ঞাতে।
সংগ্রহ — বিভিন্ন স্থান হইতে গ্রহণ, আহরণ। সংগৃহীত বস্তুর সমষ্টি। [ঃ চিত্র-'সংগ্রহ'; ঃ কাব্য-'সংগ্রহ'।]
সংগ্রহকর্তা, সংগ্রহকর্ত্রী, সংগ্রহকার — যে সংগ্রহ করে। সংগ্রহকারী।
সংগ্রহকারী — যে সংগ্রহ করে। স্ত্রী. —

সংগ্রহকারিণী।
সংগ্রহশালা — সংগৃহীত দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা কক্ষ।
সংগ্রহীতা — সংগ্রহকারী, সংগ্রাহক। স্ত্রী. — **সংগ্রহীত্রী**।
সংগ্রাম — যুদ্ধ, লড়াই।
সংগ্রামী — যুদ্ধপরায়ণ। যুদ্ধে রত। [ঃ 'সংগ্রামী' জনসাধারণ।]
সংগ্রাহক — সংগ্রহকারী, সংগ্রহীতা। স্ত্রী. — **সংগ্রাহিকা**।
সংঘ — সংগঠিত দল। দল। সমিতি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংগঠিত সমাজ।
সংঘটক — যে ঘটায়, সংঘটনকারী।
সংঘটন — একত্র করণ। ঘটনায় পরিণতি, ঘটন। ঘটানো। ঘটনা।
সংঘটিত — ঘটিয়াছে এমন, ঘটনায় পরিণত।
সংঘবদ্ধ — দলবদ্ধ।
সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ — প্রচণ্ড ঘর্ষণ, পরস্পর ধাক্কা বা আঘাত। [ঃ রেল-'সংঘর্ষ'; ঃ দুই দলে 'সংঘর্ষ'।]
সংঘাত — পরস্পর আঘাত, দ্বন্দ্ব। [ঃ স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে 'সংঘাত'।]
সংঘারাম — বৌদ্ধমঠ।
সংজ্ঞা — নাম, অভিধা। পরিচায়ক সংক্ষিপ্ত সূত্র। চৈতন্য, জ্ঞান।
সংজ্ঞালাভ — মূর্ছিত অবস্থার অবসান, চৈতন্যলাভ।
সংজ্ঞাহীন — মূর্ছিত, অচৈতন্য। নামহীন। স্ত্রী. — **সংজ্ঞাহীনা**।
সংবৎ — ভারতীয় বর্ষগণনার অন্যতম রীতি অনুসারে সংখ্যাত অব্দ। (ইহাতে খ্রীষ্টাব্দের সহিত ৫৬ বা ৫৭ বৎসর যোগ করিতে হয়।).
সংবৎসর — সারা বৎসর, পরিপূর্ণ এক বৎসর।
সংবরণ — নিরোধ, দমন, নিবারণ। [ঃ ক্রোধ 'সংবরণ' করা।]
সংবরা — (কবিতায়) সংবরণ করা।
সংবর্ত, সংবর্ত্ত — মহাপ্রলয়। প্রলয়কালীন মেঘ।
সংবর্তক, সংবর্ত্তক — প্রলয় মেঘ। বলরামের হল বা অস্ত্রের নাম।
সংবর্তকী, সংবর্ত্তকী — বলরাম।
সংবর্তন, সংবর্ত্তন — প্রলয়মেঘ।
সংবর্ধন, সংবর্দ্ধন — ('সংবর্ধনা' দেখ।)
সংবর্ধনা, সংবর্দ্ধনা — সম্যক্‌রূপে বর্ধন। [ঃ গো-'সংবর্ধনা'।] অভ্যর্থনা, সম্মাননা, সম্মানজ্ঞাপন। [ঃ কবি-'সংবর্ধনা'।]
সংবর্ধিত, সংবর্দ্ধিত — সম্যক্‌রূপে বর্ধিত। সম্মানিত, অভ্যর্থিত। স্ত্রী. — **সংবর্ধিতা, সংবর্দ্ধিতা**।
সংবলিত — যুক্ত, সমন্বিত। [ঃ শব্দার্থ-'সংবলিত'।]
সংবহন — (বিজ্ঞানে) এক স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সেই স্থানে আগমন। [ঃ রক্ত-'সংবহন'।]
সংবাদ — খবর, বার্তা, সমাচার। কথোপকথন, আলাপ। [ঃ হরপার্বতী-'সংবাদ'।]
সংবাদদাতা — যে খবর পাঠায়, সংবাদের প্রেরক। স্ত্রী. — **সংবাদদাত্রী**।
সংবাদপত্র — খবরের কাগজ।
সংবাদবাহক — যে খবর লইয়া আসে বা যায়, বার্তাবহ।
সংবাদবাহী — সংবাদ-বহনকারী।
সংবাদী — (সংগীতে) বাদী বা প্রধান স্বরের পরিপোষক স্বর।
সংবাহক — ভারবহনকারী। অঙ্গমর্দনকারী। স্ত্রী. — **সংবাহিকা**।
সংবাহন — অঙ্গমর্দন। বহনের ব্যবস্থা।

সংবাহনশালা — অঙ্গমর্দনের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ।

সংবিৎ, সংবিদ্ — চৈতন্য, সংজ্ঞা।

সংবিদিত — সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত, পরিজ্ঞাত।

সংবিধান — রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালন সংক্রান্ত মূল নিয়মাবলী।

সংবৃত — সংযত, নিবারিত। আবৃত।

সংবেদন — অনুভূতি, বোধ।

সংবেদনশীল — অনুভূতিশীল। [ঃ 'সংবেদনশীল' মন।]

সংবেদনীয়, সংবেদ্য — অনুভবের যোগ্য।

সংযত — নিয়ন্ত্রিত, নিয়মিত, সংযমপূর্ণ। শান্ত, অচঞ্চল।

সংযতচিত্ত — মন সংযত করিয়াছে এমন। সংযত মন।

সংযতবাক্ — যে সংযত হইয়া কথা বলে, মিতভাষী।

সংযতাচারী — যে সংযত হইয়া আচার-অনুষ্ঠান করে।

সংযতাহারী — যে সংযত হইয়া আহার করে, অল্পাহারী।

সংযম — নিয়ন্ত্রণ, নিবারণ, দমন। [ঃ ইন্দ্রিয়-'সংযম'; বাক্-'সংযম'।] ইন্দ্রিয়জয়। ব্রতাদির পূর্বদিনের কৃত্য।

সংযমশীল — সংযমে অভ্যস্ত, সংযমী।

সংযমী — যে সংযম পালন করে, জিতেন্দ্রিয়, সংযমশীল।

সংযুক্ত — মিলিত, যুক্ত, সংলগ্ন।

সংযোগ — মিলন, একত্রীকরণ, মিশ্রণ। প্রয়োগ। [ঃ অগ্নি-'সংযোগ'।]

সংযোজক — যে বা যাহা সংযোগ করে।

সংযোজন, সংযোজনা — যুক্ত করণ, সংযোগসাধন। বিণ. — **সংযোজিত**।

সংরক্ষণ, সংরক্ষা — সম্যকভাবে রক্ষা। বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষা। বিণ. — **সংরক্ষিত**। [ঃ 'সংরক্ষিত' আসন; ঃ 'সংরক্ষিত' বন।]

সংলগ্ন — সংযুক্ত, লাগাও। [ঃ গৃহ-'সংলগ্ন' উদ্যান।]

সংলাপ — কথোপকথন। গল্প নাটক ইত্যাদির পাত্রপাত্রীর আলাপ।

সংশপ্তক — জয়লাভ বা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করিবে এই শপথ গ্রহণকারী: মহাভারতের বিখ্যাত সৈন্যবাহিনী।

সংশয় — সন্দেহ, দ্বিধাবোধ, বিশ্বাস-হীনতা। অনিশ্চিত ভাব। [ঃ জীবন-'সংশয়'।]

সংশয়গ্রস্ত — সংশয়ে পতিত, সন্দিগ্ধ।

সংশয়প্রবণ — যাহার মনে সহজে সংশয় উপস্থিত হয়। বি. — **সংশয়প্রবণতা**।

সংশয়াকুল — সংশয়ে পূর্ণ, সংশয়ে ব্যাকুল।

সংশয়াপন্ন — সংশয়গ্রস্ত, সন্দিগ্ধ।

সংশয়াবিষ্ট — সন্দেহে অভিভূত। স্ত্রী. — **সংশয়াবিষ্টা**।

সংশয়ী — যাহার সংশয় আছে, অবিশ্বাসী।

সংশোধক — যে সংশোধন করে।

সংশোধন — ভুল ত্রুটি ইত্যাদি দূরীকরণ। বিণ. — **সংশোধিত**।

সংশ্লিষ্ট — সম্পর্কিত। জড়িত।

সংসদ্ — সভা, সমিতি। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা।

সংসর্গ — সঙ্গ, সংস্রব, সাহচর্য। [ঃ অসৎ 'সংসর্গ'।] সহবাস, যৌন মিলন। [ঃ স্ত্রী-'সংসর্গ'।]

সংসর্গজ — সংসর্গ হইতে জাত।

সংসার — জগৎ, পৃথিবী, ইহলোক। [ঃ এ 'সংসারে'।] গার্হস্থ্য জীবন। [ঃ 'সংসারে' মন নাই; ঃ 'সংসার' ত্যাগ করা।] বিবাহ। [ঃ 'সংসার' করা।] পারিবারিক খরচ। [ঃ 'সংসার' চালানো।]

সংসারচক্র — সুখদুঃখে ও উত্থানপতনে পূর্ণ জগৎ।

সংসারত্যাগী — যে পারিবারিক জীবন ত্যাগ করিয়াছে, সন্ন্যাসী।

সংসারধর্ম, সংসারধর্ম্ম — পরিবার পালন-রূপ পবিত্র কর্ম।

সংসারবন্ধন — সংসারের মায়া-মমতা।

সংসারযাত্রা — গার্হস্থ্য জীবন। বিবাহিত জীবন।

সংসারী — গৃহস্থ। বিবাহিত। ভোগসুখে আসক্ত। সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিষয়ী।

সংসৃষ্ট — সম্বন্ধযুক্ত, সম্পৃক্ত। মিলিত।

সংস্করণ — সংস্কার, শোধন। পুস্তকাদির প্রকাশের দফা। [ঃ প্রথম 'সংস্করণ'।] প্রকাশিত পুস্তকের রূপ। [ঃ রাজ-'সংস্করণ'; ঃ সুলভ 'সংস্করণ'।]

সংস্কর্তা, সংস্কর্ত্তা — যে সংস্কার করে, সংস্কারক। [ঃ সমাজ-'সংস্কর্তা'।]

সংস্কার — শোধন, মার্জন, শুদ্ধি। মন্ত্রাদির দ্বারা শোধন। ধর্মবিহিত অনুষ্ঠান। উৎকর্ষসাধন, দোষ-ত্রুটি দূরীকরণ। [ঃ সমাজ-'সংস্কার'।] মেরামত, সারানো, জীর্ণোদ্ধার। [ঃ দুর্গ-'সংস্কার'।] পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য অভ্যাস ধারণা ইত্যাদি।

সংস্কারক — যে সংস্কার করে। [ঃ সমাজ-'সংস্কারক'।]

সংস্কৃত — শোধিত। মন্ত্রপূত। ভারতের প্রাচীন সাধুভাষা।

সংস্কৃতি — শিক্ষা ও চর্চার দ্বারা লব্ধ মানসিক বিকাশ। ঐরূপ বিকাশের সমাজগত ও সমষ্টিগত রূপ। [ঃ ভারতীয় 'সংস্কৃতি'।]

সংস্কৃতিসম্পন্ন — সংস্কৃতির অধিকারী, শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সংস্কৃতিসম্পন্না**।

সংস্ক্রিয়া — সংস্কার, শোধন।

সংস্থা — প্রতিষ্ঠান। সমিতি।

সংস্থান — সন্নিবেশ, বিন্যাস। আকৃতি। গঠনবৈশিষ্ট্য। সংগ্রহ, যোগাড়, ব্যবস্থা। [ঃ অন্নের 'সংস্থান'; ঃ জীবিকা-'সংস্থান'।]

সংস্থাপক — প্রতিষ্ঠাতা। স্ত্রী. — **সংস্থাপিকা**।

সংস্থাপন — সম্যক্‌রূপে স্থাপন, প্রতিষ্ঠা।

সংস্থাপয়িতা — সংস্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা। স্ত্রী. — **সংস্থাপয়িত্রী**।

সংস্থাপিত — সংস্থাপন করা হইয়াছে এমন, প্রতিষ্ঠিত।

সংস্পর্শ — সম্যক্ স্পর্শ। সম্পর্ক। সংসর্গ।

সংস্রব — সংসর্গ, সম্বন্ধ।

সংহত — ঘনীভূত, সংযুক্তভাবে সন্নিবিষ্ট, জমাট।

সংহতি — সংযোগ। সংঘবদ্ধতা।

সংহরণ — সংহার, বধ। প্রত্যাকর্ষণ, প্রত্যাহার। [ঃ শর-'সংহরণ'।]

সংহর্তা, সংহর্ত্তা — সংহরণকারী, সংহারকারী।

সংহার — বিনাশ, বধ। [ঃ বৃত্র-'সংহার'।] প্রলয়। সংহরণ, প্রত্যাহার। সংকোচন। গুচ্ছ করিয়া বন্ধন। [ঃ বেণী-'সংহার।]

সংহারক — সংহারকারী। সংহর্তা।

সংহারা — (কবিতায়) সংহার করা।

সংহিতা — সংকলন। বেদের মন্ত্রভাগ, বেদের প্রধান অংশ। [ঃ 'সংহিতা' ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষৎ।] স্মৃতি-শাস্ত্র। [ঃ মনু-'সংহিতা'।]

সংহৃত — সংহার করা হইয়াছে এমন।

সর্কাড় — অন্নব্যঞ্জনাদি যাহা ছুঁইলে

হস্তাদি অশুচি হয় বলিয়া মনে করা হয়। এ'টো, উচ্ছিষ্ট। [ঃ 'সকড়ি' তোলা।] অন্নব্যঞ্জনাদি-স্পৃষ্ট। [ঃ 'সকড়ি' হাত।]

সকরুণ — সদয়, করুণাযুক্ত। করুণার উদ্রেক করে এমন, বেদনাময়। [ঃ 'সকরুণ' সুরে।]

সকর্মক, সকর্ম্মক — (ব্যাকরণে) কর্ম আছে এমন (ক্রিয়া)। (তুঃ 'অকর্মক'।)

সকল — সমস্ত, সমগ্র। প্রত্যেক ব্যক্তি। [ঃ 'সকলে'; ঃ 'সকলকে'; ঃ 'সকলের'।]

সকাম — কামনা বা ফললাভের আশা আছে এমন। (তুঃ 'নিষ্কাম'।)

সকাল — প্রাতঃকাল। তাড়াতাড়ি, শীঘ্র। [ঃ এত 'সকালে' এসেছেন!] **সকাল সকাল** — তাড়াতাড়ি, শীঘ্র, দেরী না করিয়া। [ঃ 'সকাল সকাল' বাড়ি ফিরব।]

সকাশ — নিকট, সমীপ। [ঃ তোমার 'সকাশে'।]

সকৃৎ — একবার, একদা। [ঃ 'সকৃৎ-গর্ভা'।]

সকৌতুক — কৌতুকযুক্ত। **সকৌতুকে** — কৌতুকের সহিত, পরিহাস বা রসিকতা করিয়া। [ঃ 'সকৌতুকে' কহিলেন।]

সক্রিয় — কর্মে রত, ক্রিয়ান্বিত। বি. — **সক্রিয়তা**।

সক্ষম — সমর্থ। বি. — **সক্ষমতা**।

সখ — ('শখ' দেখ।)

সখা — বন্ধু, সহচর।

সখী — বান্ধবী, সহচরী।

সখ্য — বন্ধুত্ব।

সগর — পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাজা, ভগীরথের প্রপিতামহ।

সগুণ — সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণযুক্ত। [ঃ 'সগুণ' ব্রহ্ম।]

সগোত্র — একবংশীয়, একই গোত্রে জাত, জ্ঞাতি। একই বংশ, একই গোত্র।

সঘন — মেঘযুক্ত। [ঃ 'সঘন' গগন।]

সঘনে — (কবিতায়) ঘন ঘন, বার বার। [ঃ 'সঘনে' গরজে।]

সঘর — সমান ঘর, সমান বংশমর্যাদাসম্পন্ন পরিবার যাহার সহিত কুটুম্বিতা করা চলে।

সঙ — যাহার রূপ কার্যকলাপ ও বেশ হাস্যকর। হাস্যকৌতুককারী। [ঃ 'সঙ' সাজা।] হাস্যরসাত্মক অভিনয়। [ঃ যাত্রার 'সঙ'।]

সঙরা — (প্রাচীন কবিতায়) স্মরণ করা।

সঙিন, সঙীন — ('সঙ্গিন' দেখ।)

সংকট, সংকটজনক, সংকটত্রাণ, সংকটাপন্ন — ('সংকট', 'সংকটজনক', 'সংকটত্রাণ' ও 'সংকটাপন্ন' দেখ।)

সঙ্কর, সঙ্করী — ('সংকর' ও 'সংকরী' দেখ।)

সঙ্কর্ষণ — ('সংকর্ষণ' দেখ।)

সঙ্কলক, সঙ্কলন, সঙ্কলয়িতা, সঙ্কলিত — ('সংকলক', 'সংকলন', 'সংকলয়িতা' ও 'সংকলিত' দেখ।)

সঙ্কল্প, সঙ্কল্পিত — ('সংকল্প' ও 'সংকল্পিত' দেখ।)

সঙ্কাশ — ('সংকাশ' দেখ।)

সঙ্কীর্ণ, সঙ্কীর্ণতা, সঙ্কীর্ণচেতা, সঙ্কীর্ণমনা — ('সংকীর্ণ', 'সংকীর্ণতা', 'সংকীর্ণচেতা' ও 'সংকীর্ণমনা' দেখ।)

সঙ্কীর্তন, সঙ্কীর্ত্তন — ('সংকীর্তন' দেখ।)

সঙ্কুচিত, সঙ্কুচিতা — ('সংকুচিত' ও 'সংকুচিতা' দেখ।)

সঙ্কুল, সঙ্কুলতা — ('সংকুল' ও 'সংকুলতা' দেখ।)

সঙ্কুলান — ('সংকুলান' দেখ।)

সঙ্কেত, সঙ্কেতিত — ('সংকেত' ও 'সংকেতিত' দেখ।)

সঙ্কোচ, সঙ্কোচন — ('সংকোচ' ও 'সংকোচন' দেখ।)

সঙ্গ — সাহচর্য, সংসর্গ। [ঃ অসৎ 'সঙ্গ'।]

সঙ্গত, -সঙ্গত, সঙ্গতি, সঙ্গতিপন্ন, সঙ্গতিশালী, সঙ্গতিসম্পন্ন, সঙ্গতিহীন — ('সংগত', '-সংগত', 'সংগতি', 'সংগতিপন্ন', 'সংগতিশালী', 'সংগতিসম্পন্ন' ও 'সংগতিহীন' দেখ।)

সঙ্গম — ('সংগম' দেখ।)

সঙ্গিন — বন্দুকের নলের মুখে লাগানো ছোরা। গুরুতর, বিপজ্জনক। [ঃ অবস্থা 'সঙ্গিন'।]

সঙ্গীত, সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতনিপুণ — ('সংগীত', 'সংগীতজ্ঞ' ও 'সংগীতনিপুণ' দেখ।)

সঙ্গীতি — ('সংগীতি' দেখ।)

সঙ্গীন — ('সঙ্গিন' দেখ।)

সঙ্গে — সহিত। [ঃ আমার 'সঙ্গে' যাবে।] কাছে। [ঃ 'সঙ্গে' টাকাপয়সা নাই।] **সঙ্গে সঙ্গে** — অবিলম্বে, তৎক্ষণাৎ। [ঃ বলার 'সঙ্গে সঙ্গে' করল।] নিকটে, কাছে। [ঃ 'সঙ্গে সঙ্গে' থাকবে।]

সঙ্গোপন — ('সংগোপন' দেখ।)

সঙ্ঘ, সঙ্ঘবদ্ধ — ('সংঘ' ও 'সংঘবদ্ধ' দেখ।)

সঙ্ঘটক, সঙ্ঘটন, সঙ্ঘটিত — ('সংঘটক', 'সংঘটন' ও 'সংঘটিত' দেখ।)

সঙ্ঘর্ষ — ('সংঘর্ষ' দেখ।)

সঙ্ঘাত — ('সংঘাত' দেখ।)

সঙ্ঘারাম — ('সংঘারাম' দেখ।)

সচকিত — সভয়, সন্ত্রস্ত, ভয়ে চমকিত। **সচকিতে** — সন্ত্রস্তভাবে।

সচন্দন — চন্দনের সহিত, চন্দন-মাখানো। [ঃ 'সচন্দন' তুলসী।]

সচরাচর — সাধারণতঃ, প্রায়শঃ। [ঃ [ঃ 'সচরাচর' দেখা যায় না।]

সচল — যাহা চলে, গতিযুক্ত, চলন্ত। চলার যোগ্য, অচল নহে এমন।

সচিত্র — সঙ্গে ছবি আছে এমন, চিত্রিত। [ঃ 'সচিত্র' মহাভারত।]

সচিব — মন্ত্রী, পরামর্শদাতা। 'সেক্রেটারী'। **একান্ত সচিব** — ব্যক্তিগত সচিব, 'প্রাইভেট সেক্রেটারী'।

সচেতন — চেতনাযুক্ত। প্রাণ আছে এমন, জীবন্ত। [ঃ 'সচেতন' পদার্থ।] সজাগ, সতর্ক। [ঃ 'সচেতন' থাকা।]

সচেষ্ট — চেষ্টা আছে এমন, চেষ্টিত, চেষ্টাযুক্ত। বি. — **সচেষ্টতা**।

সচ্চরিত্র — যাহার স্বভাব সৎ এমন, চরিত্রবান্। [ঃ 'সচ্চরিত্র' পুরুষ।]

সচ্চিদানন্দ — সৎ-চিৎ-আনন্দ, নিত্য-জ্ঞানময় ও আনন্দময় ব্রহ্ম।

সচ্ছল — অভাব-অনটন নাই এমন, যথেষ্ট টাকাপয়সা আছে এমন। [ঃ 'সচ্ছল' অবস্থা।] বি. — **সচ্ছলতা**।

সচ্ছিদ্র — ছিদ্রযুক্ত, ছিদ্র আছে এমন।

সজন — বন্ধু, সখা। প্রণয়ী। স্ত্রী. — **সজনী**।

সজন — জনপূর্ণ, জনহীন নহে এমন। জনপূর্ণ স্থান। [ঃ কি 'সজনে' কি বিজনে।]

সজল — ভিজা, জলযুক্ত। অশ্রুসিক্ত।

সজাগ — জাগ্রত। সতর্ক।

সজাতি — সমশ্রেণী, সমজাতি।

সজারু — ('শজারু' দেখ।)

সজীব — প্রাণযুক্ত, জীবন্ত। সতেজ। বি. — **সজীবতা**।

সজোরে — জোরে, জোরের সহিত। [ঃ 'সজোরে' ধাক্কা।]

সজ্জন — সাধু ব্যক্তি।

সজ্জা — সাজ, বেশভূষা। [ঃ বর-'সজ্জা'।] আসবাবপত্র। [ঃ গৃহ-'সজ্জা'।] আয়োজন, প্রস্তুতি। [ঃ রণ-'সজ্জা'।] সজ্জিত করণ।

সজ্জাগৃহ — অভিনয় ইত্যাদির জন্য সজ্জিত হইবার ঘর, সাজঘর।

সজ্জিত — সাজিয়াছে এমন। সাজানো হইয়াছে এমন। আসবাবপত্রে পূর্ণ। অস্ত্রশস্ত্র বা যন্ত্রাদি সহ প্রস্তুত। [ঃ 'সজ্জিত' সৈন্যদল।] স্ত্রী. — **সজ্জিতা**।

সজ্ঞান — জ্ঞানযুক্ত, সচেতন। **সজ্ঞানে** — সচেতন ভাবে। জ্ঞাতসারে।

সঞ্চয় — জমানো, সঞ্চিত করণ। [ঃ 'সঞ্চয়' করা।] সঞ্চিত দ্রব্য অর্থ ইত্যাদি। [ঃ পথের 'সঞ্চয়' পথে ফেলে যেতে হয়।]

সঞ্চয়ন — সংগ্রহ, সংকলন। [ঃ কাব্য-'সঞ্চয়ন'।]

সঞ্চয়ী — সঞ্চয়কারী। সঞ্চয় করিতে পটু বা অভ্যস্ত।

সঞ্চরণ — বিচরণ, ভ্রমণ, গমন। [ঃ আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের 'সঞ্চরণ'।] বিণ. — **সঞ্চরিত**।

সঞ্চরমাণ — সঞ্চরণ করিতেছে এমন। স্ত্রী. — **সঞ্চরমাণা**।

সঞ্চলন — চলন, দোলন, কম্পন। বিণ. — **সঞ্চলিত**।

সঞ্চার — গতি। বিস্তারলাভ। আগমন, আবির্ভাব, উৎপত্তি, উন্মেষ। [ঃ যৌবন-'সঞ্চার'; ঃ প্রেম-'সঞ্চার'।] বিণ. — **সঞ্চারিত**।

সঞ্চারী — সঞ্চরণ করে এমন, বিচরণ-কারী। সঞ্চার করে এমন। (গানে) তৃতীয় কলির প্রথম অংশ। স্ত্রী. — **সঞ্চারিণী**।

সঞ্চালন — নাড়াচাড়া, চালিত করণ। দোলানো, দোলায়িত করণ। বিণ. — **সঞ্চালিত**।

সঞ্চিত — সঞ্চয় করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'সঞ্চিত' অর্থ।] স্ত্রী. — **সঞ্চিতা**।

সঞ্চীয়মান — সঞ্চিত হইতেছে এমন।

সঞ্চেয় — সঞ্চয়ের যোগ্য।

সঞ্জয় — মহাভারতে বর্ণিত বিদুরের পুত্র যিনি ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

সঞ্জাত — উৎপন্ন।

সঞ্জাব — কাপড়ের কিনারায় সেলাই-করা কাপড়ের ফালি দিয়া তৈয়ারী পাড়।

সঞ্জীব — যে সম্যক্‌রূপে জীবিত আছে।

সঞ্জীবন — প্রাণ সঞ্চার করণ। প্রাণ-সঞ্চারী। স্ত্রী. — **সঞ্জীবনী**।

সঞ্জীবিত — যাহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সঞ্জীবিতা**।

সট্‌ — ত্বরা বা দ্রুততা সূচক অনুকার, চট্‌।

সটকা — আলবলার নল।

সটকানো — সট্‌ করিয়া সরিয়া পড়া, গোপনে পলায়ন করা।

সটান -- সোজা, একটানা। [ঃ 'সটান' চ'লে যাও।]

সটীক — টীকাসম্বলিত। [ঃ 'সটীক' অনুবাদ।]

সঠিক — যথার্থ, প্রকৃত, ঠিক। [ঃ 'সঠিক' খবর।]

সড় — চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র।

সড়ক — দূরগামী বড় রাস্তা।

সড়কি — বল্লমজাতীয় একরকম অস্ত্র।

সড়গড় — অভ্যস্ত। মুখস্থ।

সড়সড় — সাপ ইত্যাদির দ্রুত গমন সূচক অনুকার।

সড়া — ('শড়া' দেখ।)

সডাক — ডাকমাশুল সহ। [ঃ 'সডাক' পাঁচ টাকা।]

সড়াক, সড়াৎ — চকিতে দ্রুত প্রবেশ বা চকিতে দ্রুত গমন সূচক অনুকার।

সৎ — আছে এমন, অস্তিত্বশীল। সাধু, প্রশংসনীয়, ভালো, শুভ। [ঃ 'সৎ' লোক; ঃ 'সৎ' কাজ।]

সৎ — 'সতীন সংক্রান্ত' বা 'মায়ের সতীন সংক্রান্ত' অর্থে অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়। **সৎ ছেলে** — সতীনের ছেলে। **সৎ ভাই** — বৈমাত্রেয় ভাই। **সৎ বোন** — বিমাতার মেয়ে। **সৎ মা** — মায়ের সতীন বিমাতা। **সৎ মেয়ে** — সতীনের মেয়ে।

সতত — সর্বদা, নিরন্তর।

সততা — সাধুতা।

সতর, সতরো — দশের পরবর্তী সপ্তম সংখ্যা, ১৭, সপ্তদশ।

সতর্ক — সাবধান, সজাগ। [ঃ 'সতর্ক' থাকা।] বি. — **সতর্কতা**।

সতা — (কবিতায়) সতীন, সপত্নী।

সতাতো — মায়ের সতীনের গর্ভজাত, বৈমাত্রেয়।

সতিন — সপত্নী, স্বামীর অন্যা পত্নী। **সতিনঝি** — সতীনের মেয়ে। **সতিনপো** — সতীনের ছেলে।

সতিনী — (কবিতায়) সতীন।

সতী — সাধু স্ত্রী, সাধ্বী, স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত যৌন সংসর্গ করে না এমন নারী। স্বামীর সহিত সহমৃতা হয় এমন নারী। বি. — **সতীত্ব**।

সতী — দক্ষকন্যা, শিবপত্নী, ভগবতী, দুর্গা।

সতীগিরি — (ব্যঙ্গে) সতীর ন্যায় আচরণ বা ভাব।

সতীত্বনাশ — সতী-নারী-ধর্ষণ।

সতীদাহ — স্বামীর চিতায় জীবিতাবস্থায় স্ত্রীকে পুড়াইবার প্রাচীন অনুষ্ঠান।

সতীধর্ম, সতীধর্ম্ম — সতীত্ব রক্ষা রূপ পবিত্র কাজ।

সতীন, সতীনঝি, সতীনপো — ('সতিন' দেখ।)

সতীপনা — ('সতীগিরি' দেখ।)

সতীর্থ — একই গুরুর ছাত্র, সহপাঠী।

সতৃষ্ণ — তৃষ্ণার্ত। অতিশয় আগ্রহযুক্ত। [ঃ 'সতৃষ্ণ' নয়নে।]

সতেজ — তেজালো, বলিষ্ঠ, সবল।

সৎকার — সম্মাননা, সেবা। [ঃ অতিথি-'সৎকার'।] অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শবদাহ ইত্যাদি। [ঃ শব-'সৎকার'।]

সত্তম — সর্বাপেক্ষা সৎ, শ্রেষ্ঠ। [ঃ মুনি-'সত্তম'।]

সত্তর — ৭০ সংখ্যা, সপ্ততি।

সত্তা — অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা। বিদ্যমান বস্তু। দেহ ও মন। [ঃ আমার সমগ্র 'সত্তা'।] সাধুতা।

সত্ত্ব — সত্তা। প্রকৃতি, মন, স্বভাব। [ঃ শুদ্ধ-'সত্ত্ব'।] প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ গুণ। [ঃ 'সত্ত্ব' রজঃ ও তমঃ] রস, নির্যাস। [ঃ আম-'সত্ত্ব'।]

সৎমা — ('সৎ' দেখ।)

সত্য — মিথ্যা নহে এমন, প্রকৃত, বাস্তব, যথার্থ। [ঃ 'সত্য' কথা।] বাস্তবতা, যাথার্থ্য। স্বাভাবিক নিয়ম। [ঃ বৈজ্ঞানিক 'সত্য'।] প্রতিজ্ঞা, শপথ। [ঃ 'সত্য'-পালন।] পুরাণে বর্ণিত প্রথম যুগ। [ঃ 'সত্য' ত্রৈতা দ্বাপর ও কলি।]

সত্যতা — যাথার্থ্য, বাস্তবতা।

সত্যনারায়ণ — মঙ্গলকারী দেবতা বিশেষ, সত্যপীর।

সত্যনিষ্ঠ — সত্যের একান্ত অনুরাগী, সত্যপরায়ণ।

সত্যনিষ্ঠা — সত্যে একান্ত অনুরাগ, সত্যপরায়ণতা।

সত্যপরায়ণ — সত্যনিষ্ঠ। বি. — **সত্যপরায়ণতা**। স্ত্রী. — **সত্যপরায়ণা**।

সত্যপালন — প্রতিজ্ঞা পালন, শপথ রক্ষা।

সত্যপীর — ('সত্যনারায়ণ' দেখ।)

সত্যবতী — ব্যাসদেবের জননী, ধীবর-কন্যা মৎস্যগন্ধা।

সত্যবাদী — যে সত্য কথা বলে। বি. — **সত্যবাদিতা**। স্ত্রী. — **সত্যবাদিনী**।

সত্যবান্ — পুরাণে বর্ণিত সাবিত্রীর স্বামী, দ্যুমৎসেনের পুত্র।

সত্যব্রত — সত্যপরায়ণ, সত্যপালন ও সত্যভাষণকে যে ব্রতরূপে গ্রহণ করে।

সত্যভংগ — শপথ লংঘন, প্রতিজ্ঞা ভংগ।

সত্যভামা — কৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী।

সত্যভাষণ — সত্যকথন।

সত্যভাষী — যে সত্য কথা বলে, সত্যবাদী। স্ত্রী. — **সত্যভাষিণী**।

সত্যযুগ — পুরাণে বর্ণিত চারি যুগের প্রথম যুগ।

সত্যরক্ষা — প্রতিজ্ঞাপালন।

সত্যসন্ধ — সত্যই যাহার প্রতিজ্ঞা, সত্য-প্রতিজ্ঞ।

সত্যাগ্রহ — সত্যগ্রহণ, সত্যের পালন বা সাধন রূপ ব্রত। মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত সত্য ও অহিংসার দ্বারা সংগ্রামের বিখ্যাত রীতি।

সত্যাগ্রহী — যে সত্যাগ্রহ করে।

সত্যানুরাগ — সত্যের প্রতি অনুরাগ, সত্য-নিষ্ঠা।

সত্যানুরাগী — সত্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ। স্ত্রী. — **সত্যানুরাগিণী**।

সত্যাসত্য — সত্য ও মিথ্যা। সত্যতা ও অসত্যতা।

সাত্যি — (কথ্য রূপ) সত্য।

সাত্যিকার — যথার্থ, প্রকৃত। [ঃ 'সত্যি-কার' পণ্ডিত।

সত্র — বিতরণ-ব্যবস্থা, বিতরণস্থান। [ঃ অন্ন-'সত্র'; ঃ জল-'সত্র'; ঃ বিদ্যা-'সত্র'।] যজ্ঞ। বহুদিনব্যাপী যজ্ঞ।

সত্রাজিৎ — শ্রীকৃষ্ণের এক শ্বশুর, সত্য-ভামার পিতা।

সত্বর — তাড়াতাড়ি, শীঘ্র। ত্বরিত, ত্বরান্বিত।

সদন — গৃহ, ভবন, আলয়। [ঃ মহাজাতি 'সদন'; ঃ শমন-'সদন'।] নিকট, সমীপ। [ঃ রাজ-'সদনে' নিবেদন।]

সদয় — দয়ালু, কৃপালু, প্রসন্ন।

সদর — বাহিরের দিক। [ঃ 'সদর'-মফস্বল।] বাড়ির বাহিরের অংশ। [ঃ 'সদরে' ব'সে আছেন।] বাহিরের। [ঃ 'সদর' দরজা।] প্রধান। [ঃ 'সদর' মহকুমা; ঃ 'সদর' আদালত; ঃ 'সদর' কাছারি।]

সদর্থ — ভালো অর্থ, সৎ উদ্দেশ্য।

সদর্থক — অস্তিত্ববাচক, আছে এই অর্থ-প্রকাশক, 'পজিটিভ'। (তুঃ 'নঞর্থক'।)

সদর্প — দর্পিত, গর্বিত, অহংকৃত।

সদর্পে — অহংকারের সহিত, দর্পের সহিত।

সদসৎ — সৎ ও অসৎ।

সদস্য — সভ্য, সভাসদ্।

সদা — সর্বদা, সকল সময়ে।

সদাগর — ('সওদাগর' দেখ।)

সদাচার — সৎ আচার, পবিত্র অনুষ্ঠান।

সদাচারী — যে সৎ আচার-অনুষ্ঠান করে।

সদানন্দ — যে সর্বদা আনন্দবোধ করে। শিব।

সদাব্রত — দানসত্র।

সদালাপ — সৎ আলাপ, পবিত্র আলোচনা।
সদাশয় — উদার, মহানুভব। বি. — **সদাশয়তা।**
সদাশিব — যিনি সর্বদা মঙ্গলময়, মহাদেব।
সদিচ্ছা — সাধু অভিপ্রায়। শুভেচ্ছা।
সদুত্তর — যোগ্য জবাব, ভালো উত্তর।
সদুদ্দেশ্য — সাধু অভিপ্রায়, ভালো উদ্দেশ্য।
সদুপায় — ভালো উপায়, সাধু উপায়।
সদৃশ — তুল্য, মতো, ন্যায়।
সদ্‌গতি — ভালো ব্যবস্থা। উত্তম পরিণতি। মুক্তি।
সদ্‌গুণ — ভালো গুণ, গুণ।
সদ্‌গোপ — বাঙ্গালী হিন্দুর একটি জাতি।
সদ্‌বিবেচনা — উপযুক্ত বিবেচনা, সাধু বিচারবুদ্ধি।
সদ্‌ব্যবহার — ভদ্র আচরণ। উপযুক্তভাবে বা সদুদ্দেশ্যে প্রয়োগ।
সদ্‌ব্যয় — সৎকার্যে ব্যয়, উপযুক্ত ব্যবহার।
সদ্‌ভাব, সদ্ভাব — ভালো ভাব, সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব। প্রাচুর্য। স্থিতি।
সদ্ম — আবাস, গৃহ, সদন।
সদ্য — তখনই, সবেমাত্র, বেশী আগে নহে এমন বা এমন ভাবে। [ঃ 'সদ্য' আগত।] **সদ্য সদ্য** — তখনই, সদ্য। টাটকা।
সদ্যঃ — সদ্য (সমাসে ব্যবহৃত হয়)।
সদ্যঃপ্রসূত — নবজাত। [ঃ 'সদ্যঃপ্রসূত' শিশু।]
সদ্যঃপ্রসূতা — সবেমাত্র প্রসব করিয়াছে এমন। [ঃ 'সদ্যঃ-প্রসূতা' গাভী।]
সদ্যঃস্নাত — সেইমাত্র স্নান করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সদ্যঃস্নাতা।**
সদ্যোজাগ্রত — সবেমাত্র জাগিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সদ্যোজাগ্রতা।**
সদ্যোজাত — সবেমাত্র জন্মিয়াছে এমন, নবজাত। স্ত্রী. — **সদ্যোজাতা।**
সদ্যোদুগ্ধ — টাটকা দুধ।
সদ্যোমাংস — টাটকা মাংস।
সধবা — যাহার স্বামী জীবিত আছে এমন। [ঃ 'সধবা' স্ত্রীলোক।] যাহার স্বামী জীবিত আছে এমন স্ত্রীলোক। [ঃ 'সধবার' একাদশী।]
সধর্মা, সধর্ম্মা — সমান ধর্ম বা গুণ আছে এমন।
সধর্মী, সধর্ম্মী — ('সধর্মা' দেখ।)
সন — বৎসর। [ঃ পর পর তিন 'সন'।] বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে সংখ্যাত অব্দ [ঃ বাংলা 'সন'।] **ইংরেজী সন** — খৃষ্টাব্দ। **বাংলা সন** — বাংলাদেশে প্রচলিত বর্ষগণনার রীতি যাহাতে খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৯৩ বা ৫৯৪ বৎসর বাদ দিতে হয়। **হিজরী সন** — মহম্মদের মদিনায় গমনের কাল হইতে সংখ্যাত চান্দ্র বৎসর।
সনদ — আদেশপত্র, সরকারী অনুমতি। দলিল।
সনসন — গতিবেগ সূচক অনুকার। [ঃ 'সনসন' ক'রে বাতাস বইছে।]
সনন্দ — ('সনদ' দেখ।)
সনাক্ত — ('শনাক্ত দেখ।)
সনাতন — চিরস্থায়ী, নিত্য, চিরন্তন। চিরকাল প্রচলিত। ভগবান, ঈশ্বর। স্ত্রী — **সনাতনী।**
সনাতনী — গোঁড়া প্রাচীনপন্থী, সংস্কার-সাধন বা পরিবর্তনের বিরোধী। [ঃ 'সনাতনী' হিন্দু।]
সনাথ — যাহার প্রভু বা রক্ষক আছে এমন। যুক্ত, বিশিষ্ট। স্ত্রী. — **সনাথা।**
সনির্বন্ধ, সনির্ব্বন্ধ — অতিশয় আগ্রহযুক্ত

সানুনয়। [ঃ 'সনির্বন্ধ' অনুরোধ।]
সনে — (কবিতায়) সঙ্গে, সাথে।
সনেট — চতুর্দশপদী কবিতা।
সন্ত — সাধু, ভক্ত সন্ন্যাসী। [ঃ 'সন্ত' তুলসীদাস।]
সন্তত — ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, বিতত। অবিচ্ছিন্ন, নিরন্তর।
সন্ততি — সন্তান। ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি। অবিচ্ছিন্নতা। শ্রেণী, সারি।
সন্ততি — (প্রাচীন কবিতায়) অবিরাম। [ঃ ঘন গরজন্তি 'সন্ততি'।]
সন্তপ্ত — শোকার্ত, ক্লিষ্ট। স্ত্রী. — **সন্তপ্তা**।
সন্তরণ — সাঁতার। অপর পারে গমন।
সন্তরা — (কবিতায়) সন্তরণ করা। সাঁতার দিয়া পার হওয়া।
সন্তর্পণ — সম্যক্ তৃপ্তিদান।
সন্তর্পণে — অতি সাবধানে।
সন্তান — পুত্র বা কন্যা, ছেলেমেয়ে। বংশধর। **সন্তানসন্ততি** — ছেলেমেয়ে বংশধর ইত্যাদি। **সন্তানসম্ভাবনা** — সন্তান হইবার সম্ভাবনা, গর্ভসঞ্চার।
সন্তাপ — গভীর মনোবেদনা, মনস্তাপ।
সন্তাপিত — যাহাকে অতিশয় বেদনা দেওয়া হইয়াছে এমন।
সন্তুষ্ট — অতিশয় তৃপ্ত, খুশী, আনন্দিত। বি. — **সন্তুষ্টি**।
সন্তোষ — খুশি, আনন্দ, তৃপ্তি, সন্তুষ্টি।
সন্ত্রস্ত — অত্যন্ত ভীত।
সন্ত্রাস — অতিশয় ভয়, আতঙ্ক।
সন্ত্রাসবাদ — রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হত্যার দ্বারা ত্রাসের সঞ্চার করা প্রয়োজন এই মতবাদ, 'টেররিজ্‌ম্‌'।
সন্ত্রাসবাদী — সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত। [ঃ 'সন্ত্রাসবাদী' নীতি।] সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী।
সন্দর্ভ — প্রবন্ধ, রচনা ইত্যাদি। (প্রাচীন কবিতায়) রহস্য, গূঢ় ভাব। [ঃ নাচ়ার 'সন্দর্ভ' কেহ না বুঝে সকলে।]
সন্দর্শন — সম্যক্ দর্শন, শ্রদ্ধাভরে দর্শন।
সন্দিগ্ধ — সন্দেহযুক্ত, সংশয়ান্বিত। স্ত্রী — **সন্দিগ্ধা**। বি. — **সন্দিগ্ধতা**।
সন্দিহান — সংশয়ান্বিত, সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ।
সন্দীপক, সন্দীপন — যাহা প্রজ্বালিত বা উদ্দীপ্ত করে।
সন্দীপন — প্রজ্বলন। উদ্দীপন। বিণ. — **সন্দীপিত**।
সন্দেশ — খবর, বার্তা, সংবাদ।
সন্দেশ — চিনি দিয়া প্রস্তুত ছানার মিষ্টান্ন।
সন্দেহ - সংশয়, অবিশ্বাস।
সন্দেহজনক — সন্দেহের উদ্রেক করে এমন।
সন্দেহভঞ্জন — সন্দেহ বা অবিশ্বাস দূরীকরণ।
সন্দেহভাজন — সন্দেহের পাত্র, সন্দেহের যোগ্য।
সন্দেহস্থল — সন্দেহের বিষয়।
সন্ধান — খোঁজ, অন্বেষণ। [ঃ 'সন্ধান' করা।] অস্তিত্ব সম্পর্কে সংবাদ, খোঁজ। [ঃ 'সন্ধান' পাওয়া।] রহস্য, গূঢ় অর্থ, গোপন তথ্য। [ঃ 'সন্ধান' জানা।] সংযোজন। [ঃ শর-সন্ধান।] গাঁজানো।
সন্ধানী — যে সন্ধান করে, যে সন্ধান জানে।
সন্ধি — মিলন, সংযোগ। যুদ্ধ বা বিবাদের মীমাংসা বা আপস। [ঃ 'সন্ধি' করা।] মিলনস্থান। [ঃ পর্ব-'সন্ধি'।] গাঁট। মিলনকাল। [ঃ যুগ-'সন্ধি'; ঃ বয়ঃ-'সন্ধি'।] দুর্গা পূজার সময়ে অষ্টমীর শেষ ও নবমীর আরম্ভক্ষণ এবং তৎ-

কালীন পূজা। (ব্যাকরণে) বর্ণের মিলন। সিঁধ।

সন্ধিক্ষণ — দুইটি কাল বা ঘটনার মিলন মুহূর্ত।

সন্ধিচোর — সিঁধেল চোর।

সন্ধিত — গাঁজানো হইয়াছে এমন, মদ ইত্যাদিতে পরিণত।

সন্ধিৎসা — সন্ধানের ইচ্ছা।

সন্ধিৎসু — সন্ধান করিতে ইচ্ছুক।

সন্ধিপূজা — অষ্টমীর শেষ ও নবমীর আরম্ভের সময়ে দুর্গার পূজা।

সন্ধিবাত — দেহের সংযোগস্থলে হয় এমন একরকম বাতরোগ, গেঁটে বাত।

সন্ধিবিগ্রহ — যুদ্ধ ও সন্ধি।

সন্ধিবিচ্ছেদ — শব্দের মিলিত দুইটি বর্ণের পৃথকীকরণ।

সন্ধ্যা — দিবা ও রাত্রির সংযোগকাল। [ঃ প্রাতঃ-সন্ধ্যা; ঃ সায়ং-'সন্ধ্যা'।] তৎকালীন উপাসনা। [ঃ 'সন্ধ্যা' করা।] মধ্যাহ্ন। [ঃ ত্রি-'সন্ধ্যা'।] দিবাশেষ ও রাত্রির আরম্ভ। [ঃ 'সন্ধ্যা' হ'ল।] শেষাংশ। [ঃ জীবন-'সন্ধ্যা'; ঃ কলির 'সন্ধ্যা'।]

সন্নত — বিনত, অবনত। বি. — **সন্নতি**।

সন্নদ্ধ — সংবদ্ধ। বর্মাদির দ্বারা সজ্জিত।

সন্না — ছোট চিমটা।

সন্নিকট — খুব নিকট।

সন্নিধান — সামীপ্য, নৈকট্য, সান্নিধ্য।

সন্নিপাত — একত্র মিলন। (আয়ুর্বেদে) বাত কফ ও পিত্তের এককালীন দোষ।

সন্নিবদ্ধ — দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। গ্রথিত।

সন্নিবিষ্ট — আছে বা রাখা হইয়াছে এমন, স্থাপিত, রক্ষিত। [ঃ ঘন-'সন্নিবিষ্ট'।]

সন্নিবেশ — স্থাপন, বিন্যাস। [ঃ সৈন্য-'সন্নিবেশ'।]

-সন্নিভ — 'তুল্য' বা 'সদৃশ' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ সূর্য-'সন্নিভ'।]

সন্নিহিত — নিকটবর্তী, পার্শ্ববর্তী।

সন্ন্যাস — ভোগবাসনা ও সংসার ত্যাগের ব্রত। [ঃ 'সন্ন্যাস'-গ্রহণ।] প্রাচীন আর্যদের দ্বারা পালিত চতুর্থ আশ্রম। একরকম রোগ যাহাতে অকস্মাৎ সংজ্ঞালোপ হয়, 'অ্যাপোপ্লেক্সি'।

সন্ন্যাসী — সংসারত্যাগী বিরাগী, ভিক্ষু। চতুর্থাশ্রমী। গাজনের ব্রতধারী। [ঃ অধিক 'সন্ন্যাসীতে' গাজন নষ্ট।] স্ত্রী. — **সন্ন্যাসিনী**।

সন্মার্গ — সৎ মার্গ, সৎ পথ।

সপ — ('শপ' দেখ।)

সপক্ষ — দলের লোক। [ঃ 'সপক্ষ'-বিপক্ষ।] আনুকূল্য, সমর্থন। [ঃ 'সপক্ষে' ভোট দেওয়া।]

সপক্ষ — পক্ষযুক্ত, পাখা আছে এমন।

সপক্ষীয় — নিজের দলের অন্তর্ভুক্ত।

সপত্ন — শত্রু।

সপত্নী — স্বামীর অন্যা স্ত্রী, সতিন।

সপত্নীক — পত্নীর সহিত, সস্ত্রীক।

সপরিবারে — স্ত্রীপুত্রাদির সহিত।

সপসপ — সিক্ততা সূচক অনুকার। [ঃ ভিজে 'সপসপ' করছে।]

সপসপে — সপসপ করে এমন, সিক্ত।

সঁপা — সমর্পণ করা।

সপাং, সপাৎ — বেত ইত্যাদি জোরে নাড়িবার বা মারিবার শব্দ।

সপাদ — সিকি ভাগের সহিত, সওয়া। পদযুক্ত।

সপাসপ — ঈষৎ তরল জিনিস দ্রুত ও বারবার খাইবার শব্দ। বেত ইত্যাদি নাড়িবার মারিবার শব্দ।

সপিণ্ড — সাত পুরুষের অন্তর্গত

জ্ঞাতি।

সপিণ্ডীকরণ — প্রেতত্বমোচনের উদ্দেশ্যে কৃত্য শ্রাদ্ধ।

সপিনা — ('সফিনা' দেখ।)

সপেটা — একরকম সুমিষ্ট ফল ও তাহার গাছ।

সপ্ত — সাত, ৭।

সপ্তক — একত্র সাতটি। [ঃ কবিতা-'সপ্তক'।] (সংগীতে) সা রে গা মা ইত্যাদি সাতটি সুর, স্বরগ্রাম।

সপ্তচত্বারিংশ — ৪৭ সংখ্যার পূরক, সাতচল্লিশতম।

সপ্তচত্বারিংশৎ — ৪৭, সাতচল্লিশ।

সপ্তচত্বারিংশত্তম — ('সপ্তচত্বারিংশ' দেখ।)

সপ্তচ্ছদ — ('সপ্তপর্ণ' দেখ।)

সপ্ততল — সাততলা।

সপ্ততি — ৭০, সত্তর।

সপ্ততিতম — ৭০-তম, ৭০-এর।

সপ্তত্রিংশ — সাঁইত্রিশের, ৩৭-তম।

সপ্তত্রিংশৎ — ৩৭, সাঁইত্রিশ।

সপ্তত্রিংশত্তম — ('সপ্তত্রিংশ' দেখ।)

সপ্তদশ — ১৭, সতরো। ১৭ সংখ্যার পূরক, ১৭-র।

সপ্তদশী — ১৭ বৎসর বয়স্কা।

সপ্তদ্বীপ — পুরাণে বর্ণিত সাতটি দ্বীপ, জম্বু প্লক্ষ শাল্মলী কুশ ক্রৌঞ্চ শাক ও পুষ্কর।

সপ্তদ্বীপা — সপ্তদ্বীপযুক্তা। ('সপ্ত-দ্বীপ' দেখ।) [ঃ 'সপ্তদ্বীপা' পৃথিবী।]

সপ্তধা — সাত ভাগে। সাত দিকে। সাত ভাবে। সাত বার।

সপ্তপর্ণ — ছাতিম গাছ।

সপ্তপদী — বিবাহের সময়ে বরকন্যার একসঙ্গে সাত পা যাইবার অনুষ্ঠান।

সপ্তপাতাল — পুরাণে বর্ণিত সাতটি অধোলোক, অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল।

সপ্তম — ৭ সংখ্যার পূরক, ৭-এর। স্ত্রী. — **সপ্তমী**। **সপ্তমে চড়া** — রাগ স্বর ইত্যাদি চরমে উঠা।

সপ্তমী — ষষ্ঠী ও অষ্টমীর মধ্যবর্তী তিথি। (ব্যাকরণে) একটি কারকসূচক বিভক্তি।

সপ্তরথী — মহাভারতে বর্ণিত সাতজন যোদ্ধা যাঁহারা একযোগে অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলেন, দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য কর্ণ শকুনি জয়দ্রথ ও দুঃশাসন।

সপ্তর্ষি — প্রাচীন কালের সাতজন বিখ্যাত ঋষি, মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু ও বশিষ্ঠ। ('সপ্তর্ষিমণ্ডল' দেখ।)

সপ্তর্ষিমণ্ডল — বিখ্যাত সপ্তর্ষির নাম অনুসারে পরিচিত নক্ষত্রপুঞ্জ। ('সপ্তর্ষি' দেখ।)

সপ্তলোক — পুরাণে বর্ণিত সাতটি ভুবন, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ জন মহঃ তপঃ ও সত্য।

সপ্তশতী — সাত শত শ্লোকবিশিষ্ট দুর্গার মাহাত্ম্যগ্রন্থ, চণ্ডী।

সপ্তসপ্ততি — ৭৭, সাতাত্তর।

সপ্তসপ্ততিতম — ৭৭ সংখ্যার পূরক।

সপ্তসমুদ্র — পুরাণে বর্ণিত সাত সাগর, লবণ ইক্ষুরস সুরা ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর ও স্বাদুদক।

সপ্তস্বর — (সংগীতে) সাতটি সুর, ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ।

সপ্তস্বরা — একরকম বাদ্যযন্ত্র, জলতরঙ্গ।

সপ্তস্বর্গ — ('সপ্তলোক' দেখ।)

সপ্তাশীতি — ৮৭ সংখ্যা, সাতাশি।

সপ্তাশীতিতম — ৮৭ সংখ্যার পূরক, ৮৭-তম।

সপ্তাশ্ব — সাত ঘোড়ায় চড়েন যিনি, সূর্য।

সপ্তাহ — সাত দিন। রবিবার হইতে শনিবার পর্যন্ত সাত দিন।

সপ্রতিভ — চটপটে, সংকোচহীন। প্রতিভাবান্।

সপ্রমাণ — প্রমাণযুক্ত। প্রমাণিত।

সফর — বিদেশ পর্যটন। পর্যটন।

সফর — ('সফরী' দেখ।)

সফরনামা — ভ্রমণকাহিনী।

সফরী — পুঁটিমাছ।

সফল — সার্থক, কার্যে পরিণত, সিদ্ধ। কৃতকার্য। বি. — **সফলতা**।

সফলকাম — যাহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় পূর্ণ হইয়াছে এমন।

সফিনা — বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার আদেশ, সমন, সপিনা।

সফেদা — সাদা।

সফেদা — চালের গুঁড়া। সীসা হইতে প্রস্তুত একরকম সাদা রং। একরকম খরমুজা।

সফেন — ফেনাযুক্ত।

সব — সমস্ত, সকল। সকল বস্তু বা বিষয়, সকল কিছু।

সবংশে — বংশের সকলের সহিত। [ঃ 'সবংশে' মরিল।]

সবজান্তা — (নিন্দায় বা ব্যঙ্গে) যে সব কিছুই জানে।

সবজি — শাক, আনাজ, তরকারি।

সবর্ণ — একই জাতি, স্বজাতি। [ঃ 'সবর্ণে' বিবাহ।] স্বজাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত। [ঃ 'সবর্ণ' বিবাহ।]

সবল — বলবান্, বলিষ্ঠ। বি. — **সবলতা**। স্ত্রী. — **সবলা**।

সবলে — বলপ্রয়োগ করিয়া, জোরের সহিত।

সবহারা — যাহারা সর্বস্ব হারাইয়াছে, নিঃস্ব। নিঃস্বব্যক্তি।

সবহুঁ — (প্রাচীন কবিতায়) সবাই।

সবাই — সকল ব্যক্তি। [ঃ 'সবাই' বলল; ঃ 'সবাইকে' দাও।]

সবাক্ — কথা কহিতে পারে এমন, কথাযুক্ত।

সবাক্চিত্র — কথাযুক্ত চলচ্চিত্র, বাণীচিত্র, 'টকী'।

সবার — সকলের।

সবাকার — (কবিতায়) সবার।

সবান্ধব — বন্ধুবান্ধবসহ। **সবান্ধবে** — বন্ধুবান্ধবের সহিত।

সবিতা — (প্রসবকর্তা) সূর্য। ঈশ্বর। স্ত্রী. — **সবিত্রী**।

সবিতৃমণ্ডল — সূর্যমণ্ডল।

সবিনয় — বিনয়যুক্ত। [ঃ 'সবিনয়' নিবেদন।] **সবিনয়ে** — বিনয়ের সহিত। [ঃ 'সবিনয়ে' বলা।]

সবিরাম — বিরামযুক্ত, ছেদযুক্ত, একটানা বা অবিরাম নয় এমন। [ঃ 'সবিরাম' জ্বর।]

সবিশেষ — অসাধারণ। বিশদ। বিশেষভাবে, বিশদভাবে।

সবিস্তরে — বিশদভাবে।

সবিস্ময় — বিস্মিত, বিস্ময়যুক্ত। **সবিস্ময়ে** — বিস্ময়ের সহিত।

সবুজ — নীল ও হলদের মিশ্রণে জাত রং, পাতা ঘাস ইত্যাদির রং, হরিৎবর্ণ। ঐ রঙের।

সবুর — প্রতীক্ষা, দেরি, বিলম্ব। [ঃ 'সবুর' কর।]

সবে — (কবিতায়) সকলে, সবাই। মোটে, মাত্র। [ঃ 'সবে' দশটা বেজেছে।] **সবে-**

মাত্র — সেইমাত্র, তৎক্ষণাৎ। [ঃ 'সবে-মাত্র' এসেছি।] কেবলমাত্র

সব্য — বাম। বাম ও দক্ষিণ উভয়।

সব্যসাচী — উভয় হস্তে শরচালনায় পটু, অর্জুন। একাধিক বিষয় সমান দক্ষতার সহিত করিতে পারে এমন ব্যক্তি।

সভয় — ভয়যুক্ত, ভীত, আতঙ্কিত। **সভয়ে** — ভয়ের সহিত, ভীতভাবে।

সভর্তৃকা, সভর্তৃকা — যে নারীর ভর্তা বা স্বামী জীবিত আছে, সধবা।

সভা — সমিতি, আলোচনাদির জন্য জন-সমাবেশ, সম্মেলন। [ঃ জন-'সভা'।] সংঘ, দল, সমাজ। [ঃ চিরকুমার-'সভা'।] দরবার। [ঃ রাজ-'সভা'।]

সভাজন — সভাস্থ লোক।

সভাতল — (কবিতায়) সভামণ্ডপ, সভাস্থল।

সভানেত্রী — মহিলা সভাপতি, সভার পরিচালিকা।

সভাপতি — সভার পরিচালক। সংস্থার প্রধান ব্যক্তি, 'প্রেসিডেন্ট'।

সভাপতিত্ব — সভাপতির কাজ বা পদ।

সভাপাল — লোকসভার বা বিধানসভার পরিচালক, স্পীকার।

সভাভংগ — সভার কাজ শেষে সকলের প্রস্থান। সভার কাজ শেষ।

সভারম্ভ — সভার কাজের শুরু।

সভাসৎ, সভাসদ্ — সভার সদস্য, সভ্য। সভায় উপস্থিত ব্যক্তি।

সভাসীন — সভায় উপবিষ্ট। স্ত্রী. — **সভাসীনা**।

সভাস্থল — সভার জায়গা, সভার স্থান।

সভ্য — সভার সদস্য, সভাসদ্।

সভ্য — শিষ্ট, ভদ্র, শিক্ষিত। যাহাদের সমাজ বা জীবনযাত্রার মান উন্নত এমন। [ঃ 'সভ্য' জাতি।]

সভ্যতা — ভদ্রতা, শিষ্টতা। সমাজ বা জীবনযাত্রার উৎকর্ষ। বিশেষ কাল বা বিশেষ স্থানের ঐরূপ উৎকর্ষ। [ঃ ভারতীয় 'সভ্যতা'; ঃ রোমান 'সভ্যতা'।]

সম্ — সম্যক্ সমূহ সংযোগ আতিশয্য উৎকর্ষ সাদৃশ্য ইত্যাদি সূচক উপসর্গ। (সন্ধির সূত্র অনুসারে অনেক ক্ষেত্রে 'সং' হয়।)

সম — সমান। [ঃ 'সম'-দর্শী।] তুল্য, মতো। [ঃ সূর্য-'সম'।] উঁচুনীচু নহে এমন। [ঃ 'সম'-তল; ঃ 'সম'-ভূমি।] বি. — **সমতা, সমত্ব**।

সম — (সংগীতে) তালের সমাপ্তি যাহা বেশী জোরে উচ্চারিত বা বাদিত হয়।

সমকক্ষ — তুল্য প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্য। বি. — **সমকক্ষতা**। স্ত্রী. — **সমকক্ষা**।

সমকাল — একই সময়, সমসময়। বিণ. — **সমকালীন**।

সমকোণ — দুই সরল রেখার দ্বারা গঠিত ৯০° পরিমিত কোণ।

সমক্ষে — চোখের সামনে, সম্মুখে।

সমগ্র — আগাগোড়া, সমস্ত, বাদ দেওয়া হয় নাই বা খণ্ডিত করা হয় নাই এমন। বি. — **সমগ্রতা**।

সমজাতি — একই জাতি বা একই শ্রেণী।

সমজাতীয় — একই জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বি. — **সমজাতীয়তা**।

সমঝওতা — আপোস।

সমঝদার — যে বোঝে, বোদ্ধা। রসজ্ঞ।

সমঝা — বুঝা, বিচার-বিবেচনা করা। [ঃ 'সমঝে' চলা দরকার।]

সমঝানো — বুঝানো। বুঝাইয়া শান্ত করা।

সমঞ্জস — উচিত, সমীচীন। সংগতিপূর্ণ।

সমতল — উঁচু-নীচু নহে এমন, অবন্ধুর।

বি. — **সমতলতা, সমতলত্ব**।

সমতা, সমত্ব — সমান ভাব, সমভাব, সাম্য। সমতলত্ব।

সমতুল, সমতুল্য — সমান, তুল্য।

সমত্রিভুজ — তিনটি সমান বাহু আছে এমন ত্রিভুজ।

সমদর্শন — সমান জ্ঞান, ভেদজ্ঞানের অভাব।

সমদর্শী — সকলকে সমানভাবে দেখে এমন, পক্ষপাত বা ভেদাভেদ করে না এমন। বি — **সমদর্শিতা**। স্ত্রী. — **সমদর্শিনী**।

সমধিক — অত্যন্ত বেশী, অত্যধিক।

সমন — আদালতে হাজির হইবার জন্য আদেশ, সপিনা।

সমন্বয় — সংগতি। মিলন, সংযোগ।

সমন্বিত — সংযুক্ত, মিলিত। যুক্ত, বিশিষ্ট। সংগতিপূর্ণ। স্ত্রী. — **সমন্বিতা**।

সমপদস্থ — সমান পদমর্যাদা আছে এমন, একই ধরনের পদে বা কাজে নিযুক্ত। [ঃ 'সমপদস্থ' ব্যক্তি।]

সমপৃষ্ঠ — সমতল, অবন্ধুর।

সমপ্রাণ — বন্ধু, সুহৃদ্।

সমবয়সী — যাহাদের বয়স সমান এমন, সমবয়স্ক।

সমবয়স্ক — সমবয়সী। স্ত্রী. — **সমবয়স্কা**।

সমবায় — মিলন, সংযোগ। যৌথ কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি। [ঃ 'সমবায়' সমিতি।] নিত্য সম্বন্ধ।

সমবায়ী — অবিচ্ছেদ্য, নিত্য-সম্পর্কযুক্ত। [ঃ 'সমবায়ী' কারণ।]

সমবেত — মিলিত, একত্রিত, সংযুক্ত।

সমবেদনা, সমব্যথা — অপরের দুঃখে দুঃখ-বোধ, সহানুভূতি।

সমব্যথী — সহানুভূতিশীল, দরদী।

সমভাব — সমান অবস্থা, সমতা। সম-দর্শিতা।

সমভিব্যাহার — সঙ্গ, সাহচর্য। **সমভি-ব্যাহারে** — সহিত, সঙ্গে। [ঃ বন্ধু-বান্ধব 'সমভিব্যাহারে'।]

সমভিব্যাহারী — সঙ্গী, সঙ্গে গমনকারী। স্ত্রী. — **সমভিব্যাহারিণী**।

সমভূমি — সমতল স্থান। উঁচু-নীচু নহে বা ঘরবাড়ি নাই এমন স্থান। সুবিস্তৃত সমতল অঞ্চল।

সময় — কাল। [ঃ সন্ধ্যার 'সময়'।] উপযুক্ত কাল। [ঃ 'সময়ে' না পেলে।] নির্দিষ্ট কাল। [ঃ 'সময়'-মতো এসো।] ঘড়ির দ্বারা পরিমিত কাল। [ঃ এখন 'সময়' কতো?] অবসর, ফুরসত। [ঃ 'সময়' পাচ্ছি না।] সময়ে, কালে। [ঃ যাবার 'সময়' বলল।] **সময় করা** — অবসর বা ফুরসত করা। প্রয়োজনমতো সময় নির্দিষ্ট করা। **সময় হওয়া** — উপযুক্ত সময় হওয়া। ফুরসত হওয়া। **অনেক সময়ে, সময়ে সময়ে** — মাঝে মাঝে, কখনও কখনও।

সময়নিষ্ঠ — নির্দিষ্ট সময়মতো আসে বা কাজ করে এমন। বি. — **সময়নিষ্ঠা**।

সময়ানুবর্তী, সময়ানুবর্ত্তী — সময়নিষ্ঠ। বি. — **সময়ানুবর্তিতা, সময়ানুবর্ত্তিতা**। স্ত্রী. — **সময়ানুবর্তিনী, সময়ানু-বর্ত্তিনী**।

সময়ান্তর — অন্য সময়। পরবর্তী কোনও সময়।

সময়োচিত, সময়োপযোগী — সময়ের উপযোগী, যে সময়ে যেমনটি হওয়া উচিত তেমন।

সমর — যুদ্ধ, সংগ্রাম, লড়াই।

সমরকৌশল — যুদ্ধের কায়দা। রণ-নৈপুণ্য।

সমরজয়ী, সমরবিজয়ী — যে যুদ্ধে জয়লাভ

করিয়াছে।
সমরপ্রাঙ্গণ, সমরাঙ্গন — যুদ্ধক্ষেত্র, রণস্থল, যুদ্ধের জায়গা।
সমর্থ — সক্ষম, করিতে পারে এমন, পারক, কর্মপটু। উপযুক্ত। যৌবনপ্রাপ্ত।
সমর্থক — সমর্থনকারী, পোষক।
সমর্থন — পক্ষে মতদান, সহায়তাকরণ, পোষণ।
সমর্থিত — যাহাকে বা যে বিষয় সমর্থন করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সমর্থিতা**।
সমর্পণ — সম্পূর্ণরূপে অর্পণ, সমস্ত স্বত্ব ছাড়িয়া দান।
সমর্পা — (কবিতায়) সমর্পণ করা। [ঃ 'সমর্পিল'; ঃ 'সমর্পিব'।]
সমর্পিত — সমর্পণ করা হইয়াছে এমন, প্রদত্ত। স্ত্রী. — **সমর্পিতা**।
সমল — মলযুক্ত, মলিন।
সমশ্রেণী — একই শ্রেণী, সমান শ্রেণী।
সমশ্রেণীভুক্ত — একই শ্রেণীর অন্তর্গত, একজাতীয়।
সমষ্টি — একত্র সবগুলি, সবগুলির যোগফল।
সমষ্টিগত — সংযুক্ত, সম্মিলিত। [ঃ 'সমষ্টিগত' ভাবে।]
সমসাময়িক — একই সময়ের, সমকালীন, তৎকালীন। [ঃ 'সমসাময়িক' লেখকগণ।]
সমস্ত — সকল, সব। (ব্যাকরণে) সমাসবদ্ধ। [ঃ 'সমস্ত' পদ।]
সমস্যমান — (ব্যাকরণে) যে পদ লইয়া সমাস করা হইতেছে এমন। [ঃ 'সমস্যমান' পদগুলি।]
সমস্যা — কঠিন প্রশ্ন। সহজে নিষ্পত্তি করা যায় না এমন বিষয়। সহজে কর্তব্যনির্ধারণ করা যায় না এমন অবস্থা।
সমস্যাপূরণ — জটিল সমস্যার মীমাংসা।
-সমা — তুল্যা, সদৃশী। [ঃ মাতৃ-'সমা'।]
সমাংশ — সমান টুকরা, সমান খণ্ড। [ঃ 'সমাংশে' বিভক্ত।]
সমাকীর্ণ — ছড়ানো, ব্যাপ্ত, পূর্ণ, ময়। [ঃ কণ্টক-'সমাকীর্ণ'।]
সমাকুল — ব্যাকুল। পূর্ণ। [ঃ অশ্রু-'সমাকুল'।]
সমাক্ষরেখা — (ভূগোলে) নিরক্ষরেখার সমান্তরাল ভূপৃষ্ঠস্থ কাল্পনিক রেখা।
সমাগত — উপস্থিত, আগত, উপনীত। স্ত্রী. — **সমাগতা**।
সমাগম — আগমন। [ঃ বর্ষা-'সমাগম'।] মিলন। [ঃ প্রিয়-'সমাগম'।]
সমাচার — সংবাদ, বার্তা, খবর।
সমাচ্ছন্ন — সম্পূর্ণরূপে আবৃত। অভিভূত।
সমাজ — পরস্পর নির্ভরশীল প্রাণিসমূহ। [ঃ মনুষ্য-'সমাজ'।] পরস্পর নির্ভরশীলভাবে বহু প্রাণীর থাকিবার ব্যবস্থা। [ঃ 'সমাজে' বাস করা।] দল, সংঘ, জাতি। [ঃ হিন্দু 'সমাজ'।] সম্প্রদায়, [ঃ ব্রাহ্ম 'সমাজ'।] বৈষ্ণব ইত্যাদির সমাধি। [ঃ 'সমাজ' দেওয়া।]
সমাজচ্যুত — জাতি বা সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত। স্ত্রী. — **সমাজচ্যুতা**। বি. — **সমাজচ্যুতি**।
সমাজতত্ত্ব — মানব সমাজের উদ্ভব বিকাশ পরিবর্তন বা পরিণতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান, 'সোসিওলজি'।
সমাজতাত্ত্বিক — সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত। সমাজতত্ত্বে পণ্ডিত।
সমাজতন্ত্র — ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করিয়া সকল মানুষের আর্থিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের দ্বারাই সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন সম্ভব এই মতবাদ।
সমাজতন্ত্রী — সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী।

সমাজতন্ত্রীয় — সমাজতন্ত্র অনুসারে। সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত।

সমাজতান্ত্রিক — সমাজতন্ত্রীয়। সমাজতন্ত্রী।

সমাজনীতি — সমাজ সংক্রান্ত নিয়ম বা বিধিনিষেধ।

সমাজপতি — সমাজের প্রধান ব্যক্তি, সম্প্রদায়ের কর্তৃস্থানীয় লোক।

সমাজবন্ধ — সমাজে বাসের জন্য দলবন্ধ।

সমাজবহির্ভূত — সমাজে অপ্রচলিত। সমাজ হইতে বিতাড়িত।

সমাজবিরোধী — সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। সমাজের অনিষ্টকারী। বি. — **সমাজবিরোধিতা**।

সমাজভ্রষ্ট — সমাজচ্যুত, সমাজ হইতে পতিত। স্ত্রী. — **সমাজভ্রষ্টা**।

সমাজশাসন — সমাজের বিধিনিষেধ। সমাজ-পরিচালনার ব্যবস্থা।

সমাজসংস্কার — সমাজের উন্নতির জন্য সমাজের বিধিনিষেধের বা প্রথার দোষ-ত্রুটি দূরীকরণ।

সমাজসংস্কারক — সমাজের সংস্কারকারী, সমাজের উন্নতির জন্য সমাজের বিধিনিষেধের বা প্রথার দোষত্রুটি দূরকারী।

সমাদর — অতিশয় আদর। সম্মান।

সমাদৃত — যাহাকে সমাদর করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সমাদৃতা**।

সমাধা — সমাপন, সমাপ্তি। [ঃকার্য 'সমাধা' করা।]

সমাধান — সমস্যার পূরণ, প্রশ্নের মীমাংসা, নিষ্পত্তি। কর্তব্যনির্ধারণ। প্রতিকার।

সমাধি — বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধ্যানস্থ ভাব, তন্ময় অবস্থা। [ঃ'সমাধি' লাভ।] কবর। [ঃ'সমাধি'-ক্ষেত্র।]

সমাধিক্ষেত্র — কবর দিবার স্থান, মৃতদেহ প্রোথিত করিবার জায়গা।

সমাধিফলক — কবরের উপরকার পাথরের বেদী যাহাতে মৃতের পরিচয় ইত্যাদি লেখা থাকে।

সমাধিমগ্ন — বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে তন্ময়, ধ্যানে মগ্ন। স্ত্রী. — **সমাধিমগ্না**।

সমাধিমন্দির — কবরের উপর রচিত পবিত্র প্রাসাদ।

সমাধিলিপি — কবরের উপর লিখিত পরিচয়াদি।

সমাধিসৌধ — কবরের উপর রচিত প্রাসাদ।

সমাধিস্তম্ভ — কবরের উপর নির্মিত থাম।

সমাধিস্থ — বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া ধ্যানে মগ্ন। স্ত্রী. — **সমাধিস্থা**।

সমাধিস্থল, সমাধিস্থান — কবরের জায়গা, সমাধিক্ষেত্র।

সমাধ্যায়ী — তুল্য বিষয় পাঠ করে এমন। স্ত্রী. — **সমাধ্যায়িনী**।

সমান — একই রকম বা একই পরিমাণের, অনুরূপ, সমপরিমাণ। [ঃ'সমান' ওজন; ঃ'সমান' গুণ।]

সমান — নাভিস্থ বা উদরস্থ বায়ু।

সমানুপাত — সমান অনুপাত। অনুপাতে সমান। (গণিতে) দুই রাশির অনুপাতের সহিত অন্য দুই রাশির অনুপাতের সমতা।

সমান্তর — সমান ব্যবধান বা পাশাপাশি সমান দূরত্ব আছে এমন। পরিমাণে সমান পার্থক্য আছে এমন (সংখ্যা, যেমন ৩ ৬ ৯ ইত্যাদি)। সমান্তরাল রেখা।

সমান্তরাল — যাহাদের মধ্যে অন্তর বা ব্যবধান সর্বত্র সমান এমন, সর্বত্র সমদূরবর্তী। [ঃ'সমান্তরাল' রেখা; ঃ'সমান্তরাল' ভাবে।]

সমান্তরিক — (জ্যামিতিতে) চতুর্ভুজ ক্ষেত্র

যাহার বিপরীত বাহুগুলি পরস্পর সমান্তরাল।
সমাপক — যে বা যাহা শেষ করে, সমাপনকারী। স্ত্রী. — **সমাপিকা**।
সমাপন — সমাপ্ত করণ, সম্পন্ন করণ। সমাপ্তি।
সমাপিকা — (ব্যাকরণে) বাক্য সম্পূর্ণ করে এমন (ক্রিয়া)।
সমাপিত — সমাপ্ত বা নিষ্পন্ন করা হইয়াছে এমন।
সমাপ্ত — সম্পূর্ণ, নিষ্পন্ন, শেষ হইয়াছে এমন।
সমাপ্তি — শেষ, অবসান। সমাপন।
সমাবর্তন, সমাবর্ত্তন — ব্রহ্মচর্য শেষে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ। ছাত্রছাত্রীদিগকে উপাধি বিতরণের সভা, 'কনভোকেশন'।
সমাবিষ্ট — সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট। স্ত্রী. — **সমাবিষ্টা**।
সমাবৃত — সম্যক্‌রূপে আবৃত। পরিবেষ্টিত। স্ত্রী. — **সমাবৃতা**।
সমাবেশ — একত্র স্থাপন, একস্থানে আনয়ন। [ঃ সৈন্য 'সমাবেশ'।] একস্থানে আসিয়া মিলন, একত্র অবস্থান। [ঃ জন-'সমাবেশ'।] বিণ. — **সমাবেশিত**।
সমারব্ধ — সমারোহের সহিত শুরু করা হইয়াছে এমন। আরব্ধ।
সমারম্ভ — সমারোহের সহিত আরম্ভ। আরম্ভ। [ঃ উৎসব-'সমারম্ভে'।]
সমারোহ — আড়ম্বর, ঘটা, জাঁকজমক, ধুমধাম।
সমার্থ — সমান মানে, একই অর্থ। [ঃ 'সমার্থ' সূচক শব্দ।] সমার্থবোধক।
সমার্থক, সমার্থবোধক — একই মানে বুঝায় এমন, সমান অর্থবিশিষ্ট। [ঃ 'সমার্থক' শব্দ।]
সমালোচক — যে সমালোচনা করে, সমালোচনাকারী।
সমালোচন — সম্যক্‌রূপে আলোচনা, দোষগুণের বিচার।
সমালোচনা — সমালোচন, সম্যক্‌রূপে আলোচনা, দোষগুণের বিচার। নিন্দা, ত্রুটির উল্লেখ।
সমালোচনীয় — ('সমালোচ্য' দেখ।)
সমালোচিত — সমালোচনা করা হইয়াছে এমন।
সমালোচ্য — সমালোচনার যোগ্য। সমালোচনা করিতে হইবে এমন।
সমাস — (ব্যাকরণ) দুই বা ততোধিক শব্দের সংযোগে শব্দগঠন।
সমাসক্ত — অতিশয় আসক্ত। অভিনিবিষ্ট।
সমাসন্ন — অতিশয় আসন্ন, অবিলম্বে ঘটিবে এমন।
সমাসীন — উপবিষ্ট। স্ত্রী. — **সমাসীনা**।
সমাহরণ — সম্যক্‌রূপে আহরণ, সংগ্রহ করণ।
সমাহর্তা, সমাহর্ত্তা — সংগ্রহকারী। রাজস্ব সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, 'কালেক্টর'।
সমাহার — সংগৃহীত বা একত্রিত অবস্থা। সমূহ। আহরণ।
সমাহিত — সমাধা বা সমাধান করা হইয়াছে এমন, নিষ্পন্ন, মীমাংসিত। সমাধিস্থ, ধ্যানস্থ। কবর দেওয়া হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সমাহিতা**।
সমাহৃত — সম্যক্‌রূপে আহৃত। বি. — **সমাহৃতি**।
সমিৎ — ('সমিধ্‌' দেখ।)
সমিতি — কার্যাদি পরিচালনার জন্য অল্পসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া গঠিত সভা, পরিষদ্‌।
সমিধ্‌, সমিধ — যজ্ঞকাষ্ঠ, হোমাদির জ্বালানি।
সমীকরণ — সমান বা একজাতীয় করণ। (গণিতে) জ্ঞাত রাশি হইতে অজ্ঞাত রাশি

বাহির করণ, এক রাশি বা রাশিসমূহের সহিত অপর রাশি বা রাশিসমূহের সমতা-নির্দেশ, 'ইকোয়েশন'।

সমীক্ষক — সমীক্ষণকারী। [ঃ মনঃ-'সমীক্ষক'।]

সমীক্ষণ — বিশেষভাবে দর্শন, পর্যবেক্ষণ। পূর্বাপর বিচার ও বিশ্লেষণ। [ঃ মনঃ-'সমীক্ষণ'।]

সমীক্ষা — সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। • মীমাংসাদর্শন। ('সমীক্ষণ' দেখ।)

সমীক্ষিত — সমীক্ষণ করা হইয়াছে এমন, পর্যালোচিত, বিশ্লেষিত।

সমীক্ষ্যকারী — যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করে। বি. — **সমীক্ষ্যকারিতা**।

সমীচীন — সংগত, উপযুক্ত, সুবিবেচিত।

সমীপ — নিকট, সান্নিধ্য। [ঃ 'সমীপে'।]

সমীপবর্তী, সমীপবর্ত্তী — নিকটবর্তী, নিকটস্থ।

সমীপস্থ — নিকটস্থ, নিকটবর্তী।

সমীর, সমীরণ — বাতাস, বায়ু।

সমীহ — সম্মান, খাতির। [ঃ 'সমীহ' করা।]

সমুখ — সম্মুখ।

সমুচিত — উপযুক্ত, ন্যায্য, যথাযোগ্য। [ঃ 'সমুচিত' শাস্তি।]

সমুচ্চ — অতিশয় উচ্চ, অত্যুচ্চ।

সমুচ্চয় — সমূহ, সংগ্রহ, সমষ্টি।

সমুজ্জ্বল — অতিশয় উজ্জ্বল।

সমুড্ডীন — সগৌরবে উড্ডীন। [ঃ পতাকা 'সমুড্ডীন'।]

সমুৎকর্ষ — অতিশয় উৎকর্ষ, সম্যক্ উৎকর্ষ। বিণ. — **সমুৎকৃষ্ট**।

সমুত্থান — সম্যক্ উত্থান, অভ্যুত্থান।

সমুত্থিত — সম্যকরূপে উত্থিত। অভ্যুত্থিত। স্ত্রী. — **সমুত্থিতা**।

সমুৎপত্তি — উদ্ভব, উৎপত্তি। বিণ. — **সমুৎপন্ন**।

সমুৎপাটন — সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন। বিণ. — **সমুৎপাটিত**।

সমুৎসুক — অতিশয় উৎসুক, অতিশয় আগ্রহান্বিত।

সমুদয় — সম্যক্ উদয়। বিণ. — **সমুদিত**।

সমুদয়, সমুদায় — সমস্ত, সকল, সমূহ।

সমুদ্ভব — উদ্ভব, উৎপত্তি।

সমুদ্ভাসিত — অতিশয় উজ্জ্বল, অতিশয় আলোকিত।

সমুদ্ধত — অতিশয় উদ্ধত।

সমুদ্যত — সম্যক্‌রূপে উদ্যত, উদ্যত। [ঃ 'সমুদ্যত' তরবারি।]

সমুদ্র — অকূল সুবিস্তীর্ণ জলরাশি, সাগর।

সমুদ্রগামী — সমুদ্রে যায় বা যাতায়াত করে এমন। [ঃ 'সমুদ্রগামী' জাহাজ।]

সমুদ্রপোত — সমুদ্রে যাতায়াত করিবার উপযোগী জাহাজ।

সমুদ্রমন্থন — পুরাণে বর্ণিত একটি ঘটনা, দেব ও দৈত্যগণ কর্তৃক সমুদ্রকে মথিত করণ।

সমুদ্রমেখলা — সমুদ্র যাহাকে মেখলার মতো বেষ্টন করিয়াছে, সমুদ্রবেষ্টিতা। [ঃ 'সমুদ্রমেখলা' পৃথ্বী।]

সমুদ্রযাত্রা — জাহাজ ইত্যাদিতে চড়িয়া সমুদ্রে ভ্রমণ।

সমুদ্রযাত্রী — যে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছে করে বা করিবে। স্ত্রী. — **সমুদ্রযাত্রিণী**।

সমুদ্রযান — সমুদ্রে যাতায়াত করিবার উপযোগী জাহাজ, সমুদ্রপোত।

সমুন্নত — অতিশয় উন্নত। খুব উঁচু। [ঃ 'সমুন্নত' বক্ষ।] সম্যকরূপে উন্নত। বি. — **সমুন্নতি**।

সমুন্নয়ন — সম্যক্‌রূপে উন্নতিসাধন।

[ঃ গ্রাম 'সমুন্নয়ন'।] বিণ. — **সমুন্নীত**।

সমূল — শিকড় আছে এমন, মূলযুক্ত। **সমূলে** — শিকড় সহ। [ঃ 'সমূলে' উৎপাটিত।] সম্পূর্ণরূপে। [ঃ 'সমূলে' বিনাশ।]

সমূলক — বাস্তবতার সহিত সম্পর্কযুক্ত, সত্য, ভিত্তিহীন নহে এমন। [ঃ অমূলক বা 'সমূলক'।]

সমূহ — সমষ্টি, সমুদয়। [ঃ দেশ 'সমূহ'।] বহু, খুব, সমস্ত দিক হইতে। [ঃ 'সমূহ' বিপদ।]

সমৃদ্ধ — ধনসম্পদে পূর্ণ, উন্নত। [ঃ 'সমৃদ্ধ' জনপদ।] মূল্যবান্ বস্তুতে পূর্ণ। [ঃ ভাব-'সমৃদ্ধ'।]

সমৃদ্ধি — বৈষয়িক উন্নতি, ধনসম্পদে পূর্ণ অবস্থা।

সমৃদ্ধিশালী — সমৃদ্ধ, ধনসম্পদে পূর্ণ, উন্নত। স্ত্রী. — **সমৃদ্ধিশালিনী**। বি. — **সমৃদ্ধিশালিতা**।

সমেত — যোগ করিয়া, সহিত। [ঃ যাতায়াতের খরচ 'সমেত'।] **সর্ব-সমেত, সর্ব্ব-সমেত** — সব মিলাইয়া, একুনে।

সম্পদ্, সম্পদ — ধন, ঐশ্বর্য। মূল্যবান্ বস্তু। [ঃ কাব্য-'সম্পদ্'।]

সম্পদশালী, সম্পদ্শালী — যাহার সম্পদ্ আছে এমন, সমৃদ্ধ, সম্পন্ন, ধনবান্। স্ত্রী. — **সম্পদশালিনী, সম্পদ্শালিনী**। বি. — **সম্পদশালিতা, সম্পদ্শালিতা**।

সম্পত্তি — ধন, সম্পদ্। জমিজমা, বিষয়-আশয়।

সম্পত্তিশালী — সম্পত্তির অধিকারী। স্ত্রী. — **স-পত্তিশালিনী**।

সম্পন্ন — করা হইয়াছে এমন, নিষ্পন্ন, কৃত। [ঃ কার্য 'সম্পন্ন' করা।] টাকা পয়সা আছে এমন, ধনবান্, সম্পত্তিশালী। [ঃ 'সম্পন্ন' গৃহস্থ।]

-সম্পন্ন — 'যুক্ত' 'বিশিষ্ট' 'অধিকারী' ইত্যাদি বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ গুণ-'সম্পন্ন'।] স্ত্রী. — **-সম্পন্না**। বি — **-সম্পন্নতা**।

সম্পর্ক — সম্বন্ধ, যোগাযোগ। আত্মীয়তা। **সম্পর্কে** — সম্বন্ধে, বিষয়ে। আত্মীয়তার দিক হইতে। [ঃ 'সম্পর্কে' বোন।]

সম্পর্কিত — সম্বন্ধ আছে এমন, সম্পর্ক-যুক্ত। বিষয়ক।

সম্পর্কীয় — বিষয়ক। সম্পর্ক সংক্রান্ত। সম্পর্কে। স্ত্রী. — **সম্পর্কীয়া**।

সম্পাত — সজোরে পতন। [ঃ অশনি-'সম্পাত'।]

সম্পাদক — সম্পাদনকারী। সংঘ দল সংস্থা সরকারী বিভাগ ইত্যাদির কার্যনির্বাহের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কর্মসচিব, 'সেক্রেটারি'। যে পত্রিকা রচনা পুস্তক ইত্যাদির সংকলন সংশোধন ইত্যাদি করে, 'এডিটর'। স্ত্রী. — **সম্পাদিকা**।

সম্পাদকীয় — সম্পাদক সংক্রান্ত। সম্পাদক কর্তৃক লিখিত, 'এডিটরিয়াল'।

সম্পাদন, সম্পাদনা — নির্বাহ, নিষ্পন্ন করণ। সমাপন। সম্পাদকের কাজ। বিণ. — **সম্পাদিত**।

সম্পাদ্য — সম্পাদনযোগ্য। সম্পাদন করিতে হইবে এমন। (জ্যামিতিতে) করিয়া দেখাইতে হইবে এমন প্রতিজ্ঞা, 'প্রোব্লেম'।

সম্পুট — কৌটা ঠোঙা বা ঐরূপ জিনিস।

সম্পূরক — যাহা সম্পূর্ণ করে। (জ্যামিতিতে) অপর কোনও কোণের সহিত যোগ করিলে দুই সমকোণ হয় এমন কোণ।

সম্পূরণ — সম্পূর্ণ করণ, সম্যক্রূপে পূরণ।

সম্পূর্ণ — সমগ্র। পরিপূর্ণ। সমাপ্ত।

বি. — **সম্পূর্ণতা।**

সম্পৃক্ত — সম্পর্ক আছে এমন। জড়িত, সংযুক্ত, লিপ্ত।

সম্প্রতি — অধুনা, আজকাল, ইদানীং।

সম্প্রদাতা — যে সম্প্রদান করে, সম্প্রদানকারী।

সম্প্রদান — সম্যক্‌রূপে দান, সমর্পণ। [ঃ কন্যা-'সম্প্রদান'।] (ব্যাকরণে) এক রকম কারক।

সম্প্রদায় — দল, সংঘ, সামাজিক শ্রেণী বা দল। [ঃ যুবক 'সম্প্রদায়'; ঃ বণিক্‌ 'সম্প্রদায়'।] ধর্ম অনুসারে বিভাগ। [ঃ মুসলমান 'সম্প্রদায়'; ঃ খৃষ্টান 'সম্প্রদায়'।]

সম্প্রদায়ভুক্ত — সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

সম্প্রসারক — যাহা সম্যক্‌রূপে প্রসারিত করে।

সম্প্রসারণ — সম্যক্‌ প্রসারণ। সম্যক্‌রূপে বিস্তারলাভ। বিণ. — **সম্প্রসারিত।**

সম্প্রীত — অতিশয় প্রীত।

সম্প্রীতি — বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, ভালোবাসা। অতিশয় সন্তোষ।

সম্বৎসর — (কথ্য ও গ্রাম্য) সারা বছর, সংবৎসর। [ঃ 'সম্বৎসরের' খোরাক।]

সম্বন্ধ — সম্পর্ক, সংযোগ, যোগাযোগ। আত্মীয়তা। বিবাহের প্রস্তাব। [ঃ 'সম্বন্ধ' করা।] (ব্যাকরণে) -র -এর -দের -দিগের ইত্যাদি যুক্ত পদ। **সম্বন্ধে** — সম্পর্কে, বিষয়ে। [ঃ তোমার 'সম্বন্ধে' বলল।] নিজস্ব নহে এমন, আত্মীয়তার দিক হইতে। [ঃ 'সম্বন্ধে' মাসী।]

সম্বন্ধী — স্ত্রীর ভাই, শ্যালক।

সম্বন্ধীয় — সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কিত। বিষয়ক।

সম্বর — ('শম্বর' দেখ।)

সম্বরণ — (কথ্য) সংবরণ।

সম্বরা — গরম ঘিয়ে বা তেলে মসলা দিয়া ব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রণ, ফোড়ন।

সম্বর্ধনা, সম্বর্দ্ধনা — (কথ্য) সংবর্ধনা, সম্মাননা।

সম্বল — পুঁজি, পাথেয়। অবলম্বন, আশ্রয়।

সম্বলহীন — যাহার সম্বল নাই এমন, নিঃস্ব, নিরুপায়।

সম্বলিত — ('সংবলিত' দেখ।)

সম্বিৎ — সংজ্ঞা, চেতনা।

সম্বুদ্ধ — সম্পূর্ণরূপে চেতনাপ্রাপ্ত, প্রবুদ্ধ।

সম্বোধন — উদ্দেশে আহ্বান, সম্ভাষণ। [ঃ 'সম্বোধন' করা।] বিণ. — **সম্বোধিত।**

সম্বোধা — (কবিতায়) সম্বোধন করা। [ঃ 'সম্বোধিল'।]

সম্বোধি — সম্যক্‌ জ্ঞান, পরম জ্ঞান।

সম্ভব — উৎপত্তি, জন্ম। [ঃ কুমার-'সম্ভব'।] সম্ভাবনা। হইতে পারে বা সম্ভাবনা আছে এমন, সম্ভবপর। সম্ভূত, উৎপন্ন, জাত। [ঃ অযোনি-'সম্ভব'।] **খুব সম্ভব** — ইহা হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, সম্ভবত।

সম্ভবত, সম্ভবতঃ — ইহা হইতে পারে, যে, খুব সম্ভব। [ঃ 'সম্ভবত' তিনি আসবেন না।]

সম্ভবপর — সম্ভাবনাযুক্ত, হইতে বা ঘটিতে পারে এমন, অসম্ভব নহে এমন। বি. — **সম্ভবপরতা।**

সম্ভাবনা — হইতে বা ঘটিতে পারে এমন ভাব।

সম্ভাবনীয় — সম্ভবপর বলিয়া ভাবা যায় এমন।

সম্ভাবিত — হইতে বা ঘটিতে পারে এমন

ভাবযুক্ত।

সম্ভাব্য — ('সম্ভাবনীয়' দেখ।)

সম্ভার — রাশি, সমূহ, সমষ্টি। [ঃ রচনা-'সম্ভার'।]

সম্ভাষণ — সম্বোধন, উদ্দেশে আহ্বান। অভিভাষণ।

সম্ভাষা — (কবিতায়) সম্ভাষণ করা। [ঃ 'সম্ভাষিল'।]

সম্ভাষিত — যাহাকে সম্ভাষণ করা হইয়াছে এমন।

সম্ভূত — জাত, উৎপন্ন, উদ্ভূত। স্ত্রী. — **সম্ভূতা**।

সম্ভূয় — মিলিত। **সম্ভূয় সমুত্থান** — মিলিত প্রচেষ্টা। যৌথ কারবার।

সম্ভোগ — উপভোগ। রতিক্রীড়া।

সম্ভোগ্য — সম্ভোগের যোগ্য। স্ত্রী. — **সম্ভোগ্যা**।

সম্ভ্রম — সম্মান, মর্যাদা, ইজ্জত।

সম্ভ্রান্ত — সম্মানিত। অভিজাত।

সম্মত — রাজী, স্বীকৃত। [ঃ 'সম্মত' হওয়া।]

-সম্মত — সংগত, অনুযায়ী। [ঃ বিধি-'সম্মত'।]

সম্মতি — স্বীকৃতি, অনুমতি, অনুমোদন, সমর্থন। **সম্মতিক্রমে** — সম্মতি অনুসারে, অনুমোদন বা সমর্থন পাইবার ফলে।

সম্মান — খাতির, সমীহ। মর্যাদা, ইজ্জত।

সম্মাননা — সম্মানপ্রদর্শন, সম্মানিত করণ।

সম্মানিত — সম্মানপ্রাপ্ত, সম্মান করা হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সম্মানিতা**।

সম্মার্জন, সম্মার্জ্জন — সম্যক্‌রূপে পরিষ্কৃত করণ।

সম্মার্জনী, সম্মার্জ্জনী — ঝাঁটা, খেংরা। ঝাড়ন।

সম্মিলন — বহুলোকের একত্র মিলন, সভা। সংযোগ। মিলন। [ঃ প্রিয়-'সম্মিলন'।]

সম্মিলনী — সভা।

সম্মিলিত — একত্র মিলিত। সংযুক্ত।

সম্মুখ — সমুখ, সুমুখ, সমক্ষ। সামনেকার জায়গা। [ঃ 'সম্মুখে' দাঁড়াও।] মুখামুখি। [ঃ 'সম্মুখ' সমর।] **সম্মুখে** — সমক্ষে, সাক্ষাতে, সামনে।

সম্মুখবর্তী, সম্মুখবর্ত্তী — সামনেকার, সমুখের।

সম্মুখীন — সম্মুখে গিয়াছে বা মুখামুখি হইয়াছে এমন। বাধাদানের জন্য অগ্রসর। [ঃ বিপদের 'সম্মুখীন' হওয়া।]

সম্মূঢ় — অতিশয় মূঢ়, অতিশয় মোহাবিষ্ট।

সম্মোহ — অতিশয় মোহ।

সম্মোহন — অতিশয় মুগ্ধকরণ। মদনের বাণ বিশেষ। অতিশয় মোহজনক, অতিশয় মুগ্ধকর।

সম্মোহিত — অতিশয় মোহিত, অত্যন্ত মুগ্ধ করা হইয়াছে এমন।

সম্যক্ — সম্পূর্ণ। সর্বপ্রকারে, উত্তমরূপে।

সম্রাজ্ঞী — সম্রাট-পত্নী। বহু রাজ্যের অধীশ্বরী।

সম্রাট্, সম্রাট — বহু রাজ্যের অধিপতি, রাজাধিরাজ।

সযতন — (কবিতায়) সযত্ন। **সযতনে** — (কবিতায়) সযত্নে।

সযত্ন — সচেষ্ট। যত্নযুক্ত। [ঃ 'সযত্ন' প্রয়াস।] **সযত্নে** — যত্নের সহিত, যত্ন করিয়া।

সর — দুধ দই ইত্যাদির উপরে জমা স্তর। [ঃ দুধে 'সর' পড়া।]

সরঃ — সরোবর, হ্রদ।

সরকার — প্রভু, মালিক। দেশের শাসন-ব্যবস্থা, 'গভর্নমেণ্ট'। প্রাওনা টাকাপয়সা আদায় করিবার জন্য বা ছোটখাটো কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী। [ঃ বিল-'সরকার'; ঃ বাজার-'সরকার'।] মুসলমান আমলে রাজস্ব আদায়ের জন্য কতকগুলি পরগনা লইয়া গঠিত আঞ্চলিক বিভাগ। উপাধি বিশেষ।

সরকারি — সরকারের কাজ বা পদ।

সরকারী — সরকার বা গভর্নমেণ্ট সংক্রান্ত। গভর্নমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত। ব্যক্তিগত নহে এমন, সর্বসাধারণের, 'পাবলিক'।

সরখেল — মারাঠা আমলের নৌসেনাপতি। উপাধি বিশেষ।

সরগরম — উৎসাহে চঞ্চল ও মুখর। [ঃ ধুমধামে পাড়া 'সরগরম'।]

সরজমিন — ঘটনাস্থল। **সরজমিনে তদন্ত** — ঘটনাস্থলে গিয়া অনুসন্ধান।

সরঞ্জাম — উপকরণ, মালমসলা, প্রয়োজনীয় জিনিস ও যন্ত্রাদি।

সরণ — গমন, চলন। (কবিতায়) সরণি। [ঃ পাষাণকঠিন 'সরণে'।]

সরণি, সরণী — পথ, রাস্তা। রীতি, পদ্ধতি।

সরপোশ — গেলাস ইত্যাদি ঢাকিবার ঢাকনি।

সরফরাজ — সম্মানিত ব্যক্তি। (ব্যঙ্গে) মোড়ল, কর্তা।

সরফরাজি — (ব্যঙ্গে) মোড়লি, কর্তাগিরি। বাহাদুরি, আস্ফালন।

সরবত — ('শরবত' দেখ।)

সরবরাহ — চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রদান, যোগান।

সরম — ('শরম' দেখ।)

সরমা — রামায়ণে বর্ণিত বিভীষণের স্ত্রী। কুক্কুরী।

সরযু, সরযূ — অযোধ্যার বিখ্যাত নদী।

সরল — সোজা, ঋজু, অবক্র। [ঃ 'সরল' রেখা।] অকপট, কুটিল নহে এমন। [ঃ 'সরল' মন।] সহজে বোধ্য। [ঃ 'সরল' ভাষা।] সহজে করা যায় এমন। [ঃ 'সরল' অঙ্ক; 'সরল' প্রশ্ন।] আড়ম্বরহীন, সাদাসিধা। [ঃ 'সরল' জীবনযাত্রা।] বি. — **সরলতা**। স্ত্রী. — **সরলা**।

সরলবৃক্ষ — দেবদারুর মতো লম্বা একরকম গাছ। পাইন।

সরলমতি — মনে কুটিলতা নাই এমন।

সরষে — ('সরিষা' দেখ।)

সরস — রসযুক্ত। রসিকতায় পূর্ণ। চিত্তাকর্ষক। বি. — **সরসতা**।

সরসিজ — পদ্ম, সরোজ।

সরসী — সরোবর।

সরস্বতী — বিদ্যার ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাণী, বীণাপাণি। নদীর নাম। পাণ্ডিত্য সূচক উপাধি।

সরহদ্দ — সীমানা।

সরা — ('শরা' দেখ।)

সরা — তফাতে বা অন্যত্র যাওয়া। নড়া। নিঃসৃত হওয়া, বাহির হওয়া। [ঃ জল 'সরা'; ঃ মুখে কথা 'সরা'।] অগ্রসর হওয়া। [ঃ কলম 'সরছে' না।] **সরিয়া পড়া, স'রে পড়া** — চুপিচুপি পলায়ন করা। **মন সরা** — পছন্দসই হওয়া। ইচ্ছা হওয়া। [ঃ দিতে মন 'সরে' না।]

সরাই, সরাইখানা — পান্থশালা।

সরাক — (প্রাচীন কবিতায়) জৈন, শ্রাবক।

সরানো — অপসারিত করা, স্থানান্তরিত করা। গোপনে স্থানান্তরিত করা। চুরি

করা।

সরাসরি — সোজাসুজি। [ঃ 'সরাসরি' চ'লে এলাম।] মধ্যবর্তী কোনও ব্যক্তি ইত্যাদির সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া। [ঃ সরকার 'সরাসরি' বিলি করেছে।]

সরিৎ — নদী।

সরিষা — একজাতীয় শস্য যাহা হইতে তেল হয়, সর্ষপ।

সরীসৃপ — বুকে হাঁটিয়া চলে এমন প্রাণী, সাপ কুমির কচ্ছপ ইত্যাদি।

সরু — মোটা নহে এমন, সূক্ষ্ম, পাতলা, মিহি। [ঃ 'সরু' কাঠি; ঃ 'সরু' সুতো; ঃ 'সরু' চাউল।] চওড়া নহে এমন, সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত। [ঃ 'সরু' গলি।]

সরুচাকলি — বাটা চাউল ইত্যাদি দিয়া একরকম পাতলা পিঠা।

সরেওয়ার — (প্রাচীন প্রয়োগ) ব্যাখ্যা করিয়া, বিশদভাবে।

সরেজমিন — ('সরজমিন' দেখ।)

সরেস — ভালো, উৎকৃষ্ট। [ঃ 'সরেস' মাল।] (তুঃ 'নিরেস'।)

সরোজ — পদ্ম।

সরোজিনী — পদ্মের ঝাড়। পদ্ম আছে এমন পুষ্করিণী।

সরোদ — একরকম তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, শরদ।

সরোবর — বড় পুষ্করিণী, বৃহৎ জলাশয়।

সরোরুহ — পদ্ম, সরসিজ, সরোজ।

সরোষ — রোষযুক্ত, রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ।

সরোষে — ক্রুদ্ধভাবে, রাগের সহিত।

সর্গ — সৃজন, উৎপত্তি। প্রকৃতি, নিসর্গ। কাব্যগ্রন্থের পরিচ্ছেদ।

সর্জ, সর্জ্জ — শালগাছ।

সর্জরস, সর্জ্জরস — ধুনা।

সর্জিকা, সর্জ্জিকা — সাজিমাটি, সোডা।

সর্জী, সর্জ্জী — ('সর্জিকা' দেখ।)

সর্ত, সর্ত্ত — ('শর্ত' দেখ।)

সর্দার, সর্দ্দার — দলপতি, প্রধান ব্যক্তি, নায়ক। [ঃ ডাকাতের 'সর্দার'; ঃ কুলীর 'সর্দার'।]

সর্দারি, সর্দ্দারি — সর্দারের কাজ বা পদ। (ব্যঙ্গে) মোড়লি, বাহাদুরি।

সর্দি, সর্দ্দি — ঠান্ডা লাগার ফলে শ্লেষ্মার আধিক্য। ঠান্ডা। [ঃ 'সর্দি'-গরমি।]

সর্দিগরমি, সর্দ্দিগরমি — অতিশয় রোদ বা উত্তাপ ভোগের পরে ঠান্ডা লাগায় পীড়া।

সর্প — সাপ। স্ত্রী. — **সর্পী, সর্পিণী**।

সর্পদংশন — সাপের কামড়।

সর্পদষ্ট — যাহাকে বা যেখানে সাপ কামড়াইয়াছে এমন।

সর্পরাজ — সাপের রাজা, বাসুকি।

সর্পিণী — স্ত্রী সর্প, নাগিনী।

সর্পিল — চলন্ত সাপের মতো আঁকাবাঁকা। [ঃ 'সর্পিল' গতি।] কুটিল। স্ক্রুর শিরার মতো। বি. — **সর্পিলতা**।

সর্পী — ('সর্পিণী' দেখ।)

সর্ব, সর্ব্ব — সব, সকল সমস্ত। শিব, শর্ব।

সর্বংসহ, সর্ব্বংসহ — সকল কিছু সহ্য করে এমন। স্ত্রী. — **সর্বংসহা, সর্ব্বংসহা**।

সর্বজন, সর্ব্বজন — সব লোক।

সর্বজনীন — সকল লোকের জন্য। সকল লোকের দ্বারা কৃত। সর্বজন সংক্রান্ত। বি. — **সর্বজনীনতা, সর্ব্বজনীনতা**।

সর্বজীব, সর্ব্বজীব — সকল প্রাণী।

সর্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ — যে সব জানে। সকল বিষয়ে পণ্ডিত। স্ত্রী. — **সর্বজ্ঞা, সর্ব্বজ্ঞা**।

সর্বতঃ, সর্ব্বতঃ — সর্কল দিকে, সব রকমে, সকলভাবে।

সর্বতোভদ্র, সর্ব্বতোভদ্র — সকল দিকে দরজা আছে এমন গৃহ। সকল বিষয়ে কল্যাণ সূচক একরকম চতুষ্কোণ আলপনা।

সর্বতোভাবে, সর্ব্বতোভাবে — সকল দিক হইতে, সকল প্রকারে। [ঃ 'সর্বতোভাবে' চেষ্টা করা।]

সর্বতোমুখী, সর্ব্বতোমুখী — সকল বিষয়ে প্রবণতা ও ক্ষমতা আছে এমন। [ঃ 'সর্বতোমুখী' প্রতিভা।]

সর্বত্যাগী, সর্ব্বত্যাগী — সকল কিছু ত্যাগ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সর্বত্যাগিনী, সর্ব্বত্যাগিনী।**

সর্বত্র, সর্ব্বত্র — সকল স্থানে। [ঃ 'সর্বত্র' পাওয়া যায়।] সকল বিষয়ে। সকল ব্যাপারে। সকল স্থান। [ঃ 'সর্বত্র' হইতে সাড়া আসিতেছে।]

সর্বথা, সর্ব্বথা — সকল প্রকারে, সকল ভাবে। [ঃ 'সর্বথা' পরিত্যাজ্য।]

সর্বদমন, সর্ব্বদমন — সকলের বা সকল কিছুর দমনকারী। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র, ভরত।

সর্বদর্শী, সর্ব্বদর্শী — যে সকল কিছু দেখিতে পায়, কিছুই যাহার দৃষ্টি এড়ায় না। অতিশয় অভিজ্ঞ। স্ত্রী. — **সর্বদর্শিনী, সর্ব্বদর্শিনী।** বি. — **সর্বদর্শিতা, সর্ব্বদর্শিতা।**

সর্বদা, সর্ব্বদা — সকল সময়ে।

সর্বনাম, সর্ব্বনাম — (ব্যাকরণে) বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত পদ, আমি তুমি সে যে তাহা ইত্যাদি।

সর্বনাশ, সর্ব্বনাশ — সকলের বা সব কিছুর ধ্বংস। ভয়ংকর বিপদ।

সর্বনাশী, সর্ব্বনাশী — সর্বনাশকারী। সর্বনাশকারিণী, ভয়ংকর ক্ষতিকারিণী।

সর্বনাশিনী, সর্ব্বনাশিনী — সকল কিছুর ধ্বংসকারিণী।

সর্বনিয়ন্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা — যিনি সকল কিছুর নিয়ামক, বিধাতা, ভগবান। স্ত্রী. — **সর্বনিয়ন্ত্রী, সর্ব্বনিয়ন্ত্রী।**

সর্বনেশে, সর্ব্বনেশে — সর্বনাশ ঘটায় এমন, ভয়ানক বিপজ্জনক। [ঃ 'সর্বনেশে' কাণ্ড; ঃ 'সর্বনেশে' ছেলে।]

সর্বপ্রথম, সর্ব্বপ্রথম — সকলের আগে। [ঃ 'সর্বপ্রথম' তুমি বলেছ।] সকলের আগে আগত বা স্থিত।

সর্বপ্রধান, সর্ব্বপ্রধান — প্রধানতম।

সর্বপ্রযত্নে, সর্ব্বপ্রযত্নে — সকল রকমে চেষ্টা করিয়া।

সর্ববাদিসম্মত, সর্ব্ববাদিসম্মত — যাহাতে বিভিন্ন মতবাদী ব্যক্তিদেরও মত আছে এমন, যাহাতে সকলের মত আছে এমন।

সর্ববিৎ, সর্ব্ববিৎ, সর্ববিদ্, সর্ব্ববিদ্ — সর্বজ্ঞ।

সর্ববিধ, সর্ব্ববিধ — সকল রকম, সকল প্রকার।

সর্বব্যাপী, সর্ব্বব্যাপী — সকল স্থানে আছে এমন, বিশ্বময়। স্ত্রী. — **সর্বব্যাপিনী, সর্ব্বব্যাপিনী।** বি. — **সর্বব্যাপিতা, সর্ব্বব্যাপিতা।**

সর্বভুক্, সর্ব্বভুক্ — যে সকল কিছু খায়। যাহা সকল কিছু গ্রাস করে, অগ্নি।

সর্বভূত, সর্ব্বভূত — বিশ্বের সকল কিছু। সকল প্রাণী।

সর্বমঙ্গলা, সর্ব্বমঙ্গলা — সকলের মঙ্গলকারিণী, দুর্গা।

সর্বময়, সর্ব্বময় — সর্বব্যাপী। সকল বিষয়ে প্রসারিত। [ঃ 'সর্বময়' কর্তৃত্ব।] ভগবান। স্ত্রী. — **সর্বময়ী, সর্ব্বময়ী।**

সর্বশঃ, সর্ব্বশঃ — সকল ভাবে। সকল

বিষয়ে।

সর্বলোক, সর্ব্বলোক — সকল লোক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

সর্বশক্তিমান্, সর্ব্বশক্তিমান্ — সকল শক্তির অধিকারী।

সর্বশুদ্ধ, সর্ব্বশুদ্ধ — সব মিলাইয়া, একুনে।

সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ — সকলের চেয়ে ভালো, সর্বোৎকৃষ্ট। সর্বপ্রধান। স্ত্রী.— **সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।**

সর্বসম্মত, সর্ব্বসম্মত — যাহাতে সকলের মত আছে এমন।

সর্বসম্মতি, সর্ব্বসম্মতি — সকলের সম্মতি, সকলের অনুমোদন। **সর্বসম্মতিক্রমে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে** — সকলের সম্মতি পাইবার ফলে।

সর্বসাধারণ, সর্ব্বসাধারণ — ধনী নির্ধন ভদ্র ইতর সকল ব্যক্তি। [ঃ 'সর্বসাধারণের' মত।]

সর্বস্ব, সর্ব্বস্ব — সমস্ত ধনসম্পদ্। সকল কিছু। [ঃ বাক্-'সর্বস্ব'।]

সর্বস্বান্ত, সর্ব্বস্বান্ত — যাহার ধনসম্পত্তি সকল কিছু নষ্ট হইয়াছে। [ঃ 'সর্বস্বান্ত' হওয়া।]

সর্বহারা, সর্ব্বহারা — যে সকল কিছু হারাইয়াছে, নিঃস্ব, সবহারা।

সর্বাঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ — সারা দেহ। [ঃ 'সর্বাঙ্গে' অলংকার।] সকল বিষয়, সকল দিক। [ঃ 'সর্বাঙ্গ'-সুন্দর।]

সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর — সকল বিষয়ে সুন্দর, ত্রুটিহীন।

সর্বাঙ্গীণ, সর্ব্বাঙ্গীণ — সকল দিক হইতে, সকল বিষয়ে। [ঃ 'সর্বাঙ্গীণ' উন্নতি।]

সর্বাণী — শিবানী, দুর্গা, শর্বাণী।

সর্বাধিকারী, সর্ব্বাধিকারী — যাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে। বাঙ্গালী হিন্দুর পদবী বিশেষ।

সর্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বাধ্যক্ষ — সর্বপ্রধান অধ্যক্ষ, সর্বপ্রধান নায়ক।

সর্বার্থ, সর্ব্বার্থ — সকল বিষয়। সকল অভিলাষ।

সর্বার্থসাধিকা, সর্ব্বার্থসাধিকা — সকল অভীষ্ট পূরণকারিণী, দুর্গা।

সর্বেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর — সকলের প্রভু। শিব।

সর্বেসর্বা, সর্ব্বেসর্ব্বা — সকলের উপর কর্তা, একমাত্র কর্তা।

সর্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বোৎকৃষ্ট—সবচেয়ে ভালো, সর্বোত্তম।

সর্বোত্তম, সর্ব্বোত্তম — সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে ভালো। স্ত্রী. — **সর্বোত্তমা, সর্ব্বোত্তমা।**

সর্বোপরি, সর্ব্বোপরি — সকলের উপর। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই যে।

সর্ষপ — সরিষা, সরষে।

সলজ্জ — লজ্জাযুক্ত, লজ্জিত। স্ত্রী. — **সলজ্জা।**

সলতে — ('সলিতা' দেখ।) **শিবরাত্রির সলতে** — ('শিবরাত্রি' দেখ।)

সলমা — রাং ইত্যাদির সরু তার ইত্যাদি যাহা দিয়া জরির কাজ করা হয়।

সলা — পরামর্শ, মন্ত্রণা, যুক্তি। [ঃ 'সলা'-পরামর্শ।]

সলিতা — প্রদীপের সরু বাতি, পলিতা।

সলিল — জল।

সলিলসমাধি — জলে ডুবিয়া মৃত্যু।

সলিলসিঞ্চন — জলসেচন।

সলীল — লীলাযুক্ত, সুন্দর ভঙ্গীযুক্ত।

সল্লকী — ('শল্লকী' দেখ।)

সশঙ্ক — ভীত, ত্রস্ত। [ঃ 'সশঙ্ক' দৃষ্টি।]

সশঙ্কিত — (কথ্য).ভীত, ত্রস্ত।

সশব্দ — শব্দযুক্ত, সরব। [ঃ 'সশব্দ' পদক্ষেপ।] **সশব্দে** — শব্দের সহিত।
সশরীর — শরীরযুক্ত, দেহযুক্ত। **সশরীরে** — দেহযুক্ত অবস্থায়, জীবিত অবস্থায়। [ঃ 'সশরীরে' স্বর্গলাভ।]
সশস্ত্র — অস্ত্রযুক্ত, অস্ত্রে সজ্জিত। [ঃ 'সশস্ত্র' প্রহরী।]
সশিষ্য — শিষ্যসহ।
সসজ্জ — সজ্জিত, সজ্জাযুক্ত।
সসত্ত্ব — প্রাণিযুক্ত। স্ত্রী. — **সসত্ত্বা**।
সসম্ভ্রম — সম্মান ও শ্রদ্ধাযুক্ত। [ঃ 'সসম্ভ্রম' ব্যবহার।] **সসম্ভ্রমে** — সম্ভ্রমের সহিত, সম্মান ও ব্যস্ততার সহিত।
সসম্মান — সম্মানযুক্ত। **সসম্মানে** — সম্মানের সহিত।
সসাগরা — সাগরযুক্তা, সমুদ্রসমন্বিতা। [ঃ 'সসাগরা' পৃথিবী।]
সসীম — সীমাযুক্ত, সীমাবিশিষ্ট, সীমাবদ্ধ। [ঃ অসীম ও 'সসীম'।] বি. — **সসীমতা**।
সসেমিরা — (বত্রিশ সিংহাসনের গল্প হইতে) সংকটজনক অবস্থা।
সসৈন্য — সৈন্যযুক্ত, সৈন্যসহ। **সসৈন্যে** — সৈন্যদলের সহিত।
সস্তা — যাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প এমন। [ঃ আলু এখন 'সস্তা'।] কমদামী। অল্প দাম। [ঃ 'সস্তায়' পাওয়া।] সব জিনিস অপেক্ষাকৃত অল্প দামে পাওয়া যায় এমন অবস্থা। [ঃ 'সস্তার' বাজার।]
সস্ত্রীক — স্ত্রীর সহিত, স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া। [ঃ 'সস্ত্রীক' আসিয়াছেন।]
সস্নেহ — স্নেহযুক্ত, স্নেহমিশ্রিত। **সস্নেহে** — স্নেহের সহিত।
সস্পৃহ — স্পৃহাযুক্ত।
সস্মিত — মৃদুহাস্যযুক্ত। স্ত্রী. — **সস্মিতা**।
-সহ — 'সহ্য করা যায় বা সহ্য করিতে পারে' এই অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ ঘাত-'সহ'।]
সহ — সহিত। [ঃ পুত্র-'সহ' আসিলেন।]
সহ- — 'সমান কাজ ইত্যাদি করে বা একত্র থাকে এমন' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'সহ'-পাঠী; ঃ 'সহ'-কর্মী; ঃ 'সহ'-চর।]
সহকর্মী, সহকর্ম্মী — একসঙ্গে কাজ করে এমন ব্যক্তি। স্ত্রী. — **সহকর্মিণী, সহকর্ম্মিণী**।
সহকার — আমগাছ।
সহকারে — সহিত, করিয়া। [ঃ যত্ন-'সহকারে'।]
সহকারী — সাহায্যকারী। সাহায্যকারী সহকর্মী। স্ত্রী. — **সহকারিণী**। বি. — **সহকারিতা**।
সহগমন — সঙ্গে গমন। সহমরণ, মৃত স্বামীর সহিত চিতায় দহন।
সহগামী — যে সঙ্গে যায়, সহযাত্রী। স্ত্রী. — **সহগামিনী**।
সহচর — বন্ধু, সখা। স্ত্রী. — **সহচরী**।
সহজ — সোজা, কঠিন বা দুর্বোধ নহে এমন। [ঃ 'সহজ' কথা।] অনায়াসে করা যায় এমন। [ঃ 'সহজ' কাজ।] সরল, অকপট। [ঃ 'সহজ' লোক।] স্বাভাবিক, অকৃত্রিম। [ঃ 'সহজ' সৌন্দর্য।] সহজাত। [ঃ 'সহজ' প্রবৃত্তি।] **সহজে** — অনায়াসে, অল্প চেষ্টায়। সাধারণতঃ, সামান্য কারণে। [ঃ 'সহজে' চটে না।]
সহজপ্রবৃত্তি — সংস্কারজাত বোধ, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।
সহজসাধ্য — সহজে করা যায় এমন।
সহজাত — জন্মের সময় হইতে আছে ·

এমন। [ঃ 'সহজাত' কবচ-কুণ্ডল।] স্বাভাবিক, শিক্ষাদির দ্বারা আয়ত্ত নহে এমন। [ঃ 'সহজাত' প্রবৃত্তি।]

সহজজ্ঞান — শিক্ষালাভের দ্বারা আয়ত্ত করা হয় নাই এমন জ্ঞান।

সহজিয়া — বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি সাধনপদ্ধতি যাহাতে কৃষ্ণ ও রাধিকার প্রেমলীলাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ঐরূপ সাধনপদ্ধতি সংক্রান্ত।

সহদেব — পাণ্ডু ও মাদ্রীর কনিষ্ঠ পুত্র, পঞ্চম পাণ্ডব।

সহধর্মী, সহধর্ম্মী — একই রূপ ধর্ম বা গুণবিশিষ্ট। বি. — **সহধর্মিতা, সহধর্ম্মিতা**।

সহধর্মিণী, সহধর্ম্মিণী — পত্নী, স্ত্রী।

সহন — সহ্য করণ, দুঃখ অপমান অত্যাচার ইত্যাদি বিনা প্রতিবাদে ক্রমাগত ভোগ, সহিষ্ণুতা।

সহনযোগ্য — সহনীয়।

সহনশীল — সহ্য করিতে অভ্যস্ত, সহনে পটু, সহিষ্ণু। বি. — **সহনশীলতা**। স্ত্রী. — **সহনশীলা**।

সহনীয় — সহ্য করা যায় এমন, সহনযোগ্য।

সহপাঠী — যে একসঙ্গে পড়ে বা পড়িয়াছে। স্ত্রী. — **সহপাঠিনী**।

সহপাঠ্য — অন্য পাঠ্যপুস্তকের সহিত পড়িবার উপযোগী। [ঃ 'সহপাঠ্য' পুস্তকের তালিকা।]

সহবত — সঙ্গ, সংসর্গ। **সহবত শিক্ষা** — সংসর্গজ শিক্ষা।

সহবাস — একত্র বাস। রমণ, মৈথুন।

সহবাসী — একত্র বাস করে এমন। স্ত্রী. — **সহবাসিনী**।

সহমরণ — মৃত স্বামীর সহিত মরণ, মৃত স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইয়া দেহত্যাগ।

সহমৃতা — মৃত স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইয়া মরিয়াছে এমন (স্ত্রী)।

সহযাত্রী — একসঙ্গে গমনকারী। স্ত্রী. — **সহযাত্রিণী**।

সহযোগ — সাহায্য, সহকারিতা। মিশ্রণ, মিলন। [ঃ বিভিন্ন দ্রব্যের 'সহযোগে' প্রস্তুত।]

সহযোগী — সাহায্যকারী, সহকারী, সহকর্মী। স্ত্রী. — **সহযোগিনী**। বি. — **সহযোগিতা**।

সহর — ('শহর' দেখ।)

সহর্ষ — সানন্দ, আনন্দযুক্ত, আনন্দিত।
সহর্ষে — আনন্দের সহিত, সানন্দে।

সহসা — হঠাৎ, অকস্মাৎ।

সহস্র — দশ শত, হাজার।

সহস্রক — হাজার বছর পরিমিত কাল।

সহস্রধা — হাজার দিকে। হাজার ভাগে।

সহস্রনেত্র, সহস্রলোচন, সহস্রাক্ষ — যাঁহার হাজার চক্ষু আছে, ইন্দ্র।

সহস্রাধিক — হাজারের চেয়েও বেশী।

সহস্রাব্দ, সহস্রাব্দী — ('সহস্রক' দেখ।)

সহা — সহ্য করা। [ঃ কষ্ট 'সহা'; ঃ অপমান 'সহা'।] সহনীয় হওয়া, সহ্য হওয়া। [ঃ এই সুখ 'সহিবে' না।]

-সহা — 'সহনযোগ্য' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ গা-'সহা' গরম।]

সহাধ্যায়ী — সহপাঠী। স্ত্রী. — **সহাধ্যায়িনী**।

সহানুভূতি — অপরের দুঃখে দুঃখবোধ, সমবেদনা।

সহানো — সহ্য করানো।

সহায় — সাহায্যকারী, অবলম্বন।

সহায়ক — সাহায্যকারী। সমর্থক। [ঃ তোমার উক্তি এই যুক্তির 'সহায়ক'।]

সহায়তা — সাহায্য।

সহাস — সহাস্য।

সহাস্য — হাসিযুক্ত, সস্মিত। **সহাস্যে** — হাসিয়া, হাসির সহিত।
-সহি — ('-সই' দেখ।)
সহি — স্বাক্ষর, সই।
সহিত — সঙ্গে। [ঃ তাঁহার 'সহিত'; ঃ ভক্তির 'সহিত'।]
সহিষ্ণু — সহনশীল, সহিতে অভ্যস্ত, ধৈর্যবান্। বি. — **সহিষ্ণুতা**।
সহিস — অশ্বরক্ষক, ঘোড়ার পরিচারক, সইস।
সহুরে — ('শহুরে' দেখ।)
সহৃদয় — হৃদয়বান্। সহানুভূতিশীল। বি. — **সহৃদয়তা**।
সহোদর — একই মাতার গর্ভজাত ভাই।
সহোদরা — একই মাতার গর্ভজাতা বোন।
সহ্য — সহনযোগ্য, সহনীয়। **সহ্য করা, সহ্য হওয়া** — সহা।
সহ্যাদ্রি — পশ্চিমঘাট পর্বতমালা।
সা — স্বরগ্রামের প্রথম স্বর ষড়্জের সংকেত।
সাঁ, সাঁই — অতিশয় দ্রুত গতি সূচক অনুকার।
সাইকেল — দুই চাকার একরকম গাড়ি, বাইসিকেল।
সাইক্লোন — প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু।
সাঁইত্রিশ — ৩৭ সংখ্যা।
সাইরেন — সংকেত সূচক একরকম বৈদ্যুতিক বাঁশী।
সাঁইসাঁই — ('সাঁ' দেখ।)
সাউ — ('সাহু' দেখ।)
সাউকারি — (ব্যঙ্গে) সাধুতা প্রদর্শন।
সাঁওতাল — উত্তর ভারতের এক শ্রেণীর আদিম জাতি।
সাঁওতালী — সাঁওতাল সংক্রান্ত।
সাং — (সংক্ষেপে) সাকিন, গ্রাম।
সাংকর্য, সাংকর্য্য — সংকরতা, জাতির সংমিশ্রণ।
সাংকেতিক — সংকেত সংক্রান্ত। সংকেত সূচক। গণিতের একরকম প্রক্রিয়া।
সাংখ্য — কপিল-প্রবর্তিত প্রাচীন ভারতীয় দর্শন।
সাংগ্রামিক — সংগ্রাম সংক্রান্ত, যুদ্ধ-বিষয়ক।
সাংঘাতিক — মারাত্মক, অতিশয় বিপজ্জনক।
সাংবৎসর, সাংবৎসরিক — সমগ্র বৎসর সংক্রান্ত। বৎসর শেষে করণীয়।
সাংবাদিক — যে সংবাদপত্রে কাজ করে, যে সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহ করে। সংবাদ সংক্রান্ত।
সাংবিধানিক — সংবিধান সংক্রান্ত। সংবিধান অনুসারে।
সাংসর্গিক — সংসর্গ সংক্রান্ত।
সাংসারিক — পার্থিব। সংসার বা জীবন-যাত্রা সংক্রান্ত। পারিবারিক। বিষয়াসক্ত।
সাকল্য — সমগ্রতা, সমষ্টি।
সাকার — আকারযুক্ত, মূর্তিমান্। (তুঃ 'নিরাকার'।)
সাকিন, সাকিম — বাসস্থান, ঠিকানা।
সাকী — সুরা পরিবেশনকারী বা পরিবেশনকারিণী।
সাঁকো — সেতু, পুল।
সাক্ষর — অক্ষর লিখিতে বা পড়িতে পারে এমন, অক্ষরজ্ঞানযুক্ত। **সদ্য-সাক্ষর** — যাহাদের সবেমাত্র অক্ষরজ্ঞান হইয়াছে।
সাক্ষাৎ — সাক্ষাৎকার, দর্শন, মোলাকাত। [ঃ 'সাক্ষাৎ' করা; ঃ 'সাক্ষাৎ' পাওয়া।] সমক্ষ, সম্মুখ। [ঃ আমার 'সাক্ষাতে' বলল।] প্রত্যক্ষ, সশরীরে উপস্থিত। [ঃ 'সাক্ষাৎ' যম।]
সাক্ষাৎকার — মোলাকাত।
সাক্ষাৎকারী — যে সাক্ষাৎ করে। স্ত্রী. —

সাক্ষাৎকারিণী।

সাক্ষাৎপ্রার্থী — যে দেখা করিতে চায়। স্ত্রী. — **সাক্ষাৎপ্রার্থিনী**।

সাক্ষাৎলাভ — দেখা পাওয়া, দর্শনলাভ।

সাক্ষাৎসম্বন্ধ — প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, সরাসরি সম্বন্ধ।

সাক্ষি — সাক্ষ্য। [ঃ 'সাক্ষি' দেওয়া।]

সাক্ষিগোপাল — (ব্যঙ্গে) নিষ্ক্রিয় দর্শক।

সাক্ষী — নিজের চোখে দেখিয়াছে এমন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষদর্শী। কোনও ঘটনার বা বিষয়ের সমর্থনে যে এজাহার দেয়। [ঃ মকদ্দমার 'সাক্ষী'।]

সাক্ষ্য — সাক্ষীর কাজ, সাক্ষীর উক্তি বা এজাহার। [ঃ 'সাক্ষ্য'-দান; ঃ 'সাক্ষ্য'-গ্রহণ।]

সাক্ষ্যমঞ্চ — সাক্ষ্য দিবার জন্য নির্দিষ্ট উঁচু জায়গা, কাঠগড়া।

সাগর — সমুদ্র। (পুরাণে কথিত আছে যে, সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র যজ্ঞাশ্বের সন্ধানে ভূমি খনন করিয়াছিলেন এবং সেই খননের ফলে সাগর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।) **সাগর-সঙ্গম** — সাগর ও নদীর মিলনস্থল।

সাগরেদ, সাগরেদি — ('শাগরেদ' ও 'শাগরেদি' দেখ।)

সাগু — তাল জাতীয় একরকম বৃক্ষের মজ্জা হইতে প্রস্তুত পালোর দানা।

সাগ্নিক — অগ্নিহোত্রী।

সাঙন — ('শাঙন' দেখ।)

সাঙা — নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত বিধবা বিবাহ।

সাঙাত — বন্ধু, মিতা।

সাংকর্য, সাংকর্য্য — ('সাংকর্য' দেখ।)

সাঙ্কেতিক — ('সাংকেতিক' দেখ।)

সাঙ্গ — সমাপ্ত। [ঃ খেলা 'সাঙ্গ' হ'ল।] অঙ্গযুক্ত।

সাঙ্গা — ('সাঙা' দেখ।)

সাঙ্গাত — ('সাঙাত' দেখ।)

সাঙ্গোপাঙ্গ — দলবল সহ্। অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ।

সাঙ্ঘাতিক — ('সাংঘাতিক' দেখ।)

সাচ্চা — খাঁটী। [ঃ 'সাচ্চা' জিনিস।] সাধু, সৎ। [ঃ 'সাচ্চা' লোক।]

সাজ — বেশ, পরিচ্ছদ, সজ্জা। [ঃ বরের 'সাজ'।] অলংকার, গহনা। [ঃ ডাকের 'সাজ'।] সরঞ্জাম, উপকরণ।

সাজগোজ — পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা। পরিপাটী করিয়া সজ্জা।

সাজঘর — অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজিবার ঘর, নেপথ্য।

সাঁজ — ('সাঁঝ' দেখ।)

সাজশ — খারাপ কাজে সহযোগিতা। [ঃ যোগ-'সাজশ'।]

সাজা — শাস্তি, দন্ড। [ঃ 'সাজা' দেওয়া।]

সাজা — সজ্জিত হওয়া। বেশ ধারণ করা, রূপ ধারণ করা। [ঃ রাজা 'সাজা'; ঃ ভিখারী 'সাজা'।] সেবনযোগ্য করা। [ঃ তামাক 'সাজা'; ঃ পান 'সাজা'।]

সাজা, সাঁজা — দই বসাইবার জন্য টক দই, দম্বল।

সাজাত্য — একজাতীয়তা।

সাজানো — সজ্জিত করা। যথাযথভাবে শৃঙ্খলার সহিত রাখা, গুছানো। [ঃ 'সাজিয়ে' রাখা।] মিথ্যা করিয়া রচনা করা, ফাঁদা। [ঃ মামলা 'সাজানো'।] সজ্জিত করণ। মিথ্যা করিয়া রচনা। শৃঙ্খলার সহিত যথাস্থানে স্থাপন। সজ্জিত করা হইয়াছে এমন। গুছাইয়া রাখা হইয়াছে এমন। মিথ্যা করিয়া রচিত। [ঃ 'সাজানো' মামলা।]

সাঁজাল — মশা তাড়াইবার জন্য গোয়ালে

সন্ধ্যাবেলা দেয় খড় ইত্যাদির ধোঁয়া। [ঃ 'সাঁজাল' দেওয়া।]

সাজি — ফুল রাখিবার হাতল-লাগানো ডালা।

সাজী, সাজিমাটি — কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহার্য একরকম ক্ষার।

সাজো — সদ্য, টাটকা। [ঃ 'সাজো' দই।] মাড় দেওয়া হয় নাই বা ইস্ত্রি করা হয় নাই এমন ভাবে। [ঃ 'সাজো' কাচা।]

সাঁজোয়া — বর্ম। **সাঁজোয়া গাড়ি** — যুদ্ধে ব্যবহার্য দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত একরকম গাড়ি।

সাজোয়ান — খুব জোয়ান।

সাজোয়াল — (প্রাচীন কবিতায়) তহশিলদার।

সাঁঝ — সন্ধ্যা।

সাট — সড়, চক্রান্ত, গোপন পরামর্শ ও সহযোগ।

সাট, সাঁট — ইশারা, সংকেত। [ঃ 'সাঁটে' বলা।] সংক্ষেপ। [ঃ 'সাঁটে' সেরে নাও।]

সাঁটা — শক্ত করিয়া লাগানো, আঁটা। [ঃ প্রাচীরে বিজ্ঞাপন 'সাঁটা'।] শক্ত করা, দৃঢ় করা। [ঃ এঁটে-সেঁটে বাঁধা।]

সাঁটানো — (ব্যঙ্গে) যথাসাধ্য খাওয়া।

সাটিন — একরকম কোমল চিক্কণ রেশমী কাপড়।

সাড় — স্পর্শবোধ।

সাড়ম্বর — আড়ম্বরযুক্ত, জাঁকজমকপূর্ণ। **সাড়ম্বরে** — আড়ম্বরের সহিত, জাঁকজমকের সহিত।

সাড়া — ডাকের উত্তরে জবাব। [ঃ 'সাড়া' দেওয়া।] শব্দ। [ঃ পায়ের 'সাড়া' পাওয়া।] উদ্দীপনা, উৎসাহপূর্ণ চাঞ্চল্য। [ঃ দেশময় 'সাড়া' পড়েছে।]

সাড়া-শব্দ — কোনরূপ শব্দ। সজীবতা সজাগ ভাব উদ্দীপনা চাঞ্চল্য ইত্যাদি সূচক শব্দ। [ঃ 'সাড়া-শব্দ' নাই।]

সাঁড়াশি — এক ধরনের বড় চিমটে। **সাঁড়াশি অভিযান** — দুই পাশ হইতে শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ।

সাড়ে — সার্ধ, অর্ধযুক্ত। [ঃ 'সাড়ে' তিন।]

সাত — ৭ সংখ্যা। **সাত-পাঁচ** — নানা বিষয়। [ঃ 'সাত-পাঁচ' ভেবে চুপ রইলাম।] **সাত পাক** — বিবাহ। **সাতেও নাই পাঁচেও নাই** — বিভিন্ন ব্যাপারের কোনটিতেই নাই।

সাতই — মাসের ৭ তারিখ বা তারিখে।

সাতচল্লিশ — ৪৭ সংখ্যা।

সাতনর, সাতনরী — সাতটি লহরযুক্ত একরকম হার।

সাতনলা — পর পর সাতটি নল লাগাইয়া সুদীর্ঘ করা যায় এমন এক ধরনের অস্ত্র যাহা দিয়া পাখী ইত্যাদি গাঁথিয়া মারা হয়।

সাতবাহন — দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশ।

সাঁতরা — বাঙালী হিন্দুর পদবী বিশেষ।

সাঁতরানো — সন্তরণ করা, সাঁতার দেওয়া।

সাঁতলানো — আনাজ ইত্যাদিকে তেলে বা ঘিয়ে অল্প ভাজা, কষা। সম্বরা দেওয়া।

সাতষট্টি — ৬৭ সংখ্যা।

সাতা — সাত-চিহ্নিত তাস।

সাতাইশ — ('সাতাশ' দেখ।)

সাতাত্তর — ৭৭ সংখ্যা।

সাতানব্বই — ৯৭ সংখ্যা।

সাতান্ন — ৫৭ সংখ্যা।

সাঁতার — জলে ভাসিয়া বিচরণ, সন্তরণ।

সাঁতারু — সাঁতারে পটু।

সাতাশ — ২৭ সংখ্যা।

সাতাশি, সাতাশী — ৮৭ সংখ্যা।

সাতাশে — মাসের সাতাশ তারিখ বা তারিখে।

সাতিশয় — অতিশয়, অত্যন্ত, খুব।

সাত্ত্বিক — সত্ত্বগুণ সংক্রান্ত। যাহার স্বভাবে সত্ত্বগুণ প্রধান এমন, আচারনিষ্ঠ ও সংযমী। [ঃ 'সাত্ত্বিক' লোক।] সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে এমন। [ঃ 'সাত্ত্বিক' আহার।]

সাত্যকি — মহাভারতে বর্ণিত যদুবংশীয় বীর, শ্রীকৃষ্ণের সারথি।

সাথী — সংগী, সহচর, বন্ধু।

সাথে — সঙ্গে, সহিত। **সাথে সাথে** — কাছে কাছে, পাশে পাশে। অবিলম্বে।

সাদর — আদরের সহিত, সস্নেহ, প্রীতি-পূর্ণ। [ঃ 'সাদর' সম্ভাষণ।] **সাদরে** — সস্নেহে, সযত্নে।

সাদা — দুধের মতো রং, শ্বেত, শুভ্র। অলিখিত। [ঃ 'সাদা' কাগজ।] সহজ, সরল, অকপট। [ঃ 'সাদা' মন।]

সাদাটে — ঈষৎ সাদা রঙের।

সাদাসিদে, সাদাসিধা, সাদাসিধে — সরল। আড়ম্বরহীন, বিলাসবিহীন।

সাদি — ('শাদি' দেখ।)

সাদৃশ্য — অনুরূপ ভাব, মিল।

সাধ — ইচ্ছা, কামনা, অভিলাষ। গর্ভবতী নারীর খাদ্যাদি সম্পর্কে ইচ্ছা মিটাইবার জন্য দেয় বস্তু, দোহদ। [ঃ 'সাধ' দেওয়া; ঃ 'সাধ' ভক্ষণ।] **সাধে** — সাধ করিয়া, স্বেচ্ছায়। [ঃ 'সাধে' কি বলি?] **সাধের** — শখের, আদরের। **বড় সাধের** — অত্যন্ত আদরের, বহু কামনার।

সাধক — যে বা যাহা সাধন করে। [ঃ হিত-'সাধক'।] যে সাধনা করে, সাধু, সন্ন্যাসী। [ঃ 'সাধক'-চরিতমালা।] স্ত্রী. — **সাধিকা**।

সাধন — সম্পাদন, নিষ্পন্ন করণ, কার্যে পরিণত করণ। সাধনা, তপ-জপ ইত্যাদি।

সাধনা — সাফল্যলাভের জন্য একাগ্র চেষ্টা। [ঃ সংগীত 'সাধনা'।] ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভজন পূজন মন্ত্রপাঠ ও নানারূপ প্রক্রিয়া ইত্যাদি। [ঃ তান্ত্রিক 'সাধনা'।]

সাধনী — সাধনকারিণী। [ঃ হিত-'সাধনী' সভা।]

সাধনীয় — সাধন করিতে হইবে বা করা যায় এমন।

সাধর্ম্য, সাধর্ম্ম্য — সমধর্মিতা।

সাধা — সাফল্যলাভের জন্য চেষ্টা বা চর্চা করা। [ঃ গলা 'সাধা'।] সাধনা করা, জপ ইত্যাদি করা। অনুনয়-বিনয় করা। [ঃ পায়ে ধ'রে 'সাধা'।] ঘটানো। [ঃ বাদ 'সাধা'।] অভ্যস্ত, অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত। [ঃ 'সাধা' বাঁশি।] অনুনয়-বিনয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, অযাচিতভাবে প্রাপ্ত। [ঃ 'সাধা' লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।] **সাধিয়া, সেধে** — স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, স্বেচ্ছায়, অযাচিত-ভাবে। [ঃ 'সেধে' কথা বলা।]

সাধারণ — বৈশিষ্ট্যহীন, সামান্য, নির্বিশেষ। [ঃ 'সাধারণ' লোক; ঃ 'সাধারণ' গুণ।] সচরাচর ঘটে বা দেখা যায় এমন। [ঃ 'সাধারণ' ব্যাপার।] সকলের জন্য, সকলের ব্যবহার্য। [ঃ 'সাধারণ' পাঠাগার; ঃ 'সাধারণ' অধিবেশন।] সকল লোক। [ঃ 'সাধারণের' জন্য উন্মুক্ত।]

সাধারণত, সাধারণতঃ — প্রায়ই, প্রায়শঃ, সচরাচর। [ঃ 'সাধারণত' এইরূপ ঘটে না।]

সাধারণতন্ত্র — সাধারণের প্রতিনিধিদের

দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, প্রজাতন্ত্র, 'রিপাবলিক'।
সাধারণতন্ত্রী — সাধারণতন্ত্রের সমর্থক, সাধারণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী। সাধারণতন্ত্রবিশিষ্ট। [ঃ 'সাধারণতন্ত্রী' দেশগুলি।]
সাধারণতান্ত্রিক — সাধারণতন্ত্র সংক্রান্ত। সাধারণতন্ত্রসম্মত।
সাধারণ্য — সাধারণত্ব, সাধারণের ধর্ম। সাধারণের সমষ্টি, লোকসমাজ। [ঃ 'সাধারণ্যে' প্রকাশিত হউক।]
সাধাসাধি — বার বার অনুনয়-অনুরোধ।
সাধিকা — ('সাধক' দেখ।)
সাধিত — করা হইয়াছে এমন, সম্পাদিত।
সাধিত্র — কর্মসম্পাদনের উপযোগী যন্ত্র।
সাধিষ্ঠান — দেহস্থিত ষট্‌চক্রের দ্বিতীয় চক্র।
সাধু — সৎ, মহৎ, সততাপূর্ণ। [ঃ উদ্দেশ্য 'সাধু'।] প্রশংসনীয়। নিরপরাধ। মার্জিত, বিশুদ্ধ, ত্রুটিহীন। [ঃ 'সাধু' প্রয়োগ।] কেবল লিখিবার সময়ে ব্যবহৃত হয় কিন্তু কথাবার্তায় ব্যবহার্য নহে এমন, লৈখিক। [ঃ 'সাধু' ভাষা।] সন্ন্যাসী, সন্ত। সজ্জন। বণিক্‌, সাহু। **সাধু সাধু** — প্রশংসাসূচক ধ্বনি।
সাধুতা — সততা। অপরাধহীনতা।
সাধুবাদ — সাধু সাধু ধ্বনি। প্রশংসা।
সাধুসঙ্গ — সৎ ব্যক্তির সংসর্গ।
সাধ্য — করিতে পারা যায় এমন। [ঃ অ-'সাধ্য'।] নিরাময়যোগ্য। [ঃ রোগ 'সাধ্য'-ই হউক কি অসাধ্যই হউক।] সাধন করিবার শক্তি, ক্ষমতা। [ঃ সাধ ছিল যত 'সাধ্য' ছিল না।]
সাধ্যমত, সাধ্যমতো — যথাসাধ্য, ক্ষমতা অনুসারে, যথাশক্তি।
সাধ্যসাধনা — সাধাসাধি, অনুনয়-বিনয়।
সাধ্যাতিরিক্ত, সাধ্যাতীত — ক্ষমতায় কুলায় না এমন, শক্তির অতীত।
সাধ্যি — সাধ্য, ক্ষমতা, শক্তি।
সাধ্বী — সৎস্বভাবা। সতী, পতিব্রতা।
সানকি — চীনামাটির বা টিনের কলাই-করা থালা।
সানন্দ — আনন্দিত, আনন্দযুক্ত, হৃষ্ট। স্ত্রী. — **সানন্দা**। **সানন্দে** — আনন্দের সহিত।
সানা — জল ইত্যাদি দিয়া চটকানো, থাসা। [ঃ ময়দা 'সানা'।]
সানা — ('শানা' দেখ।)
সানাই — কাঠের একরকম বাঁশি।
সানু, সানুদেশ — পর্বতের উপরকার সমতলভূমি।
সানুজ — ছোট ভাই সহ, অনুজ-সহিত। [ঃ তিনি 'সানুজ' উপস্থিত।]
সানুনয় — অনুনয়ের সহিত, বিনীত।
সানুমান্‌ — পর্বত।
সানুরাগ — অনুরাগযুক্ত, প্রীতিপূর্ণ।
সান্ত — অন্তযুক্ত, যাহার শেষ আছে এমন, সসীম। [ঃ অনন্ত ও 'সান্ত'।]
সান্তর — অন্তর বা ব্যবধান আছে এমন। সচ্ছিদ্র।
সান্তারা — একজাতীয় কমলা লেবু।
সান্ত্রী — সশস্ত্র প্রহরী, পাহারায় নিযুক্ত সৈনিক।
সান্ত্বনা — প্রবোধ, আশ্বাস। [ঃ 'সান্ত্বনা' দেওয়া।]
সান্দীপনি — প্রাচীন মুনি বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষক।
সান্দ্র — নিবিড়, ঘন। গাঢ় তরল।
সান্ধিবিগ্রহিক — প্রাচীন কালের যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী।
সান্ধ্য — সন্ধ্যাকালীন। [ঃ 'সান্ধ্য'

সম্মেলন।]

সান্নিধ্য — নিকটবর্তিতা, সামীপ্য, নৈকট্য।

সান্নিপাতিক — সন্নিপাত সংক্রান্ত, বাত পিত্ত ও কফের প্রকোপজনিত। [ঃ 'সান্নিপাতিক' জ্বর।]

সান্বয় — অন্বয়যুক্ত। [ঃ 'সান্বয়' ব্যাখ্যা।]

সাপ — সুপরিচিত সরীসৃপ, সর্প, ভুজঙ্গ। স্ত্রী. — **সাপিনী**। **সাপ-খোপ** — সাপ ও ঐ জাতীয় জীব। **সাপ-কাটাই** — সর্পদংশন। **সাপে-কাটা** — যাহাকে বা যেখানে সাপ কামড়াইয়াছে এমন।

সাপট — তেজ, আস্ফালন। তেজে নিক্ষেপ, ঝাপট।

সাপটা — ইতরবিশেষ ভালোমন্দ না বাছিয়া সব একসঙ্গে। [ঃ 'সাপটা' দরে কেনা; ঃ 'সাপটা' খরিদ।]

সাপটানো — সজোরে জড়ানো, জাপটানো। [ঃ 'সাপটে' ধরা।]

সাপুড়িয়া, সাপুড়ে — সাপ ধরা ও সাপ লইয়া খেলা যাহার পেশা, অহিতুণ্ডিক।

সাপেক্ষ — একটি ভিন্ন অপরটি হয় না এমন, নির্ভরশীল, সম্পর্কযুক্ত। [ঃ যুক্তি-'সাপেক্ষ'; ঃ ব্যয়-'সাপেক্ষ'।]

সাপ্লাই — সরবরাহ, যোগান। **সিভিল সাপ্লাই** — অসামরিক লোকদের জন্য সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থা।

সাফ — পরিষ্কৃত, আবর্জনাহীন। [ঃ ঘর 'সাফ' করা।] স্পষ্ট। [ঃ 'সাফ' জবাব।]

সাফল্য — সফলতা, কৃতকার্যতা।

সাফা — পরিষ্কৃত, ময়লা নাই এমন। [ঃ কাপড় 'সাফা' হওয়া।]

সাফাই — সাফ করণ। সাফ করিবার খরচ বা মজুরি। দোষক্ষালনের জন্য সমর্থন। **হাত-সাফাই** — হাতের এমন নৈপুণ্য বা কৌশল যাহাতে অপরে প্রতারণা বুঝিতে পারে না। [ঃ ম্যাজিক 'হাত-সাফাই' মাত্র।]

সাবকাশ — অবকাশযুক্ত। (গ্রাম্য ও কথ্য) অবকাশ, অবসর।

সাবড়ানো — সাবাড় করা, শেষ করা।

সাবধান — বিপদ সম্পর্কে সচেতন, সতর্ক, হুঁশিয়ার। [ঃ 'সাবধান' হও।] সতর্ক করিবার জন্য উক্তি। [ঃ 'সাবধান'! ও পথে যাবেন না।] **সাবধানে** — সতর্ক হইয়া, সতর্কতার সহিত।

সাবধানতা — সতর্কতা।

সাবধানী — সতর্ক হইয়া কাজ করা যাহার স্বভাব এমন। [ঃ 'সাবধানী' লোক।]

সাবন — সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত হিসাবে গণনা করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'সাবন' মাস।]

সাবমেরিন — জলের ভিতরে ডুবিয়া চলে এমন একরকম জলযান, ডুবো-জাহাজ।

সাবয়ব — অবয়বযুক্ত।

সাবর্ণ, সাবর্ণি — পুরাণে বর্ণিত সূর্যপত্নী সবর্ণার গর্ভজাত অষ্টম মনু। ব্রাহ্মণের গোত্র বিশেষ।

সাবলীল — অবাধ, স্বচ্ছন্দ। বি. — **সাবলীলতা**।

সাবাড় — শেষ, সমাপ্ত। বায়িত, নিঃশেষিত। (অবজ্ঞায়) বিনাশ বা হত্যা করা হইয়াছে এমন।

সাবান — দেহ বা কাপড়জামা পরিষ্কার করিবার উপযোগী ক্ষার তৈল চর্বি ইত্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত একরকম জিনিস। **সাবান দেওয়া** — সাবান মাখা বা মাখানো, সাবান দিয়া পরিষ্কার করা।

সাবালক — প্রাপ্তবয়স্ক, বিষয়সম্পত্তির ভার পাইবার উপযুক্ত বয়স হইয়াছে এমন। (তুঃ 'নাবালক'।) বি. —

সাবালকত্ব।

সাবাস— প্রশংসা ও উৎসাহ সূচক শব্দ।

সাবিত্রী— সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রহ্মার স্ত্রী। অশ্বপতির কন্যা ও সত্যবানের স্ত্রী। গায়ত্রী।

সাবু — (কথ্য ও গ্রাম্য) সাগু।

সাবুদ — প্রমাণ। [ঃ সাক্ষী-'সাবুদ'।]

সাবেক — আগেকার, পূর্বতন। [ঃ 'সাবেক' পাওনা।] পুরাতন, প্রাচীন। [ঃ 'সাবেক' কালে।]

সাব্যস্ত — নির্ধারিত, স্থিরীকৃত। [ঃ দোষী 'সাব্যস্ত'।]

সাম — দ্বিতীয় বেদ। গাহিবার উপযুক্ত বেদমন্ত্র ... মিত্রতামূলক সন্ধি।

সামগ্রী — বস্তু, দ্রব্য, জিনিস।

সামগ্র্য — সমগ্রতা।

সামঞ্জস্য — সংগতি, মিল, মানানসই ভাব।

সামনাসামনি — মুখোমুখি। সাক্ষাতে। [ঃ 'সামনাসামনি' বলা।]

সামনে — সম্মুখে, সমক্ষে।

সামন্ত — অধীন রাজা, ভূঁইয়া। পদবী বিশেষ।

সামন্ততন্ত্র — সামন্তদের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। বিণ. — **সামন্ততান্ত্রিক**।

সাময়িক — অল্পকাল স্থায়ী। [ঃ 'সাময়িক' উত্তেজনা।] সময় সংক্রান্ত।

সাময়িকী — সাময়িক রচনাদি বা রচনাদির সংকলন।

সামরিক — সমর সংক্রান্ত, যুদ্ধ সংক্রান্ত। যুদ্ধে ব্যবহার্য, যুদ্ধোপযোগী।

সামর্থ্য — ক্ষমতা, শক্তি।

সামলানো — সংযত করা, সংবরণ করা, রোধ করা। [ঃ নিজেকে 'সামলানো'; ঃ বেগ 'সামলানো'।] রক্ষা করা। [ঃ ছেলে 'সামলানো'; ঃ টাকাকড়ি 'সামলানো'।] ধ্বংস পতন বা স্খলনের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করা। [ঃ 'সামলে' উঠেছে; ঃ 'সামলে' নিয়েছে।] **টাল সামলানো** — ভারসাম্য বজায় রাখা।

সামাজিক — সমাজ সংক্রান্ত। [ঃ 'সামাজিক' নিয়ম।] দলবদ্ধভাবে থাকিতে অভ্যস্ত। [ঃ মানুষ 'সামাজিক' প্রাণী।] মিশুক।

সামাজিকতা — সমাজে প্রচলিত নিয়ম মানিয়া চলন, লৌকিকতা। সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার।

সামান্য — সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন। বর্গের বা শ্রেণীর সকলের মধ্যে আছে এমন। [ঃ 'সামান্য' গুণ; ঃ অ-'সামান্য'।] অল্প, ঈষৎ। তুচ্ছ, মূল্যহীন। স্ত্রী. — **সামান্যা**।

সামান্যতঃ সাধারণতঃ।

সামাল — 'সামলাও' 'সামলাও' এইরূপ উক্তি, সতর্কীকরণের জন্য ডাক। প্রতিরোধ। [ঃ 'সামাল' দেওয়া।]

সামিয়ানা — ('শামিয়ানা' দেখ।)

সামিল — ('শামিল' দেখ।)

সামীপ্য — নৈকট্য, সান্নিধ্য, নিকটবর্তিতা।

সামুদ্র — ('সামুদ্রিক' দেখ।)

সামুদ্রক, সামুদ্রিক — কররেখা বা দেহস্থ চিহ্নাদির দ্বারা ভাগ্যগণনাবিদ্যা।

সামুদ্রিক — সমুদ্র সংক্রান্ত। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, সমুদ্রজাত। ('সামুদ্রক' দেখ।)

সামূহিক — সমূহ সংক্রান্ত, সমষ্টিগত।

সাম্পান — একরকম ছোট নৌকা।

সাম্প্রতিক — এখনকার, অধুনাতন, ইদানীন্তন।

সাম্প্রদায়িক — সম্প্রদায় সংক্রান্ত। নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অতিরিক্ত প্রীতি এবং অপরের সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ আছে এমন। [ঃ 'সাম্প্রদায়িক' মনোভাব।] বি. — **সাম্প্রদায়িকতা**।

সাম্য — সমতা, সমান ভাব। অর্থাদি সংক্রান্ত পার্থক্য নাই এমন অবস্থা।

সাম্যবাদ — অর্থাদি সংক্রান্ত পার্থক্য দূর করিয়া সকল মানুষকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিলে সমাজের উন্নতি হইবে এই মতবাদ, 'কমিউনিজ্‌ম্‌'।

সাম্যবাদী — সাম্যবাদে বিশ্বাসী। সাম্যবাদ সংক্রান্ত।

সাম্রাজ্য — সম্রাটের অধীন রাজ্য বা রাজ্যসমূহ। কোনও রাষ্ট্রের অধীন বিদেশী রাজ্য বা রাজ্যসমূহ।

সাম্রাজ্যবাদ — সাম্রাজ্যবিস্তারের দ্বারা রাষ্ট্রের ও মনুষ্যসমাজের উন্নতি হইতে পারে এইরূপ মতবাদ।

সাম্রাজ্যবাদী — সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী। সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত।

সায় — সম্মতি, সমর্থন। [ঃ 'সায়' দেওয়া।]

সায় — শেষ। [ঃ পালা 'সায়' হওয়া।]

সায়ংকাল — সন্ধ্যাবেলা।

সায়ংকালীন — সন্ধ্যাবেলাকার, সান্ধ্য।

সায়ংকৃত্য — সন্ধ্যায় করণীয় উপাসনাদি।

সায়ক — তীর, বাণ। খড়্গ।

সায়ন — গ্রহাদির বিষুবলম্ব।

সায়নাচার্য, সায়নাচার্য্য — বেদের বিখ্যাত টীকাকার।

সায়ন্তন — সন্ধ্যাকালীন। স্ত্রী. — **সায়ন্তনী**।

সায়ম্‌ — সন্ধ্যা।

সায়র — (কবিতায়) সাগর। দিঘি, সরোবর।

সায়া — মেয়েদের শাড়ির নীচে পরিধেয় ঘাঘরা জাতীয় অন্তর্বাস।

সায়াহ্ন — সন্ধ্যাকাল। বিণ. — **সায়াহ্নিক**।

সাযুজ্য — ঐক্য, মিলন। [ঃ ব্রহ্ম-'সাযুজ্য'।]

সায়ুধ — সশস্ত্র।

সায়েন্স — বিজ্ঞান।

সায়েণ্টিস্ট — বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানবিৎ।

সার — শ্রেষ্ঠ ও মূল অংশ। বৃক্ষের মজ্জা ও শক্ত অংশ। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিকর বস্তু। শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী বস্তু। [ঃ শাস্ত্রের 'সার'।] শেষ ফলাফল। [ঃ দৌড়াদৌড়িই 'সার'।] শ্রেষ্ঠ ও সত্য। আসল ও সংক্ষিপ্ত। [ঃ 'সার' কথা।]

সার — সারি, শ্রেণী।

সারক — রেচক, দাস্ত করায় এমন।

সারকচু — জলে জন্মে এমন একরকম মানকচু।

সারগর্ভ — সার বা উত্তম বস্তুতে পূর্ণ। [ঃ 'সারগর্ভ' উপদেশ।]

সারগ্রাহী — শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণকারী। বি. — **সারগ্রাহিতা**।

সারঙ্গ — একরকম হরিণ। বিচিত্রবর্ণ। স্ত্রী. — **সারঙ্গী**।

সারঙ্গ — বেহালা জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র।

সারঙ্গী — যে সারঙ্গ বাজায়, সারঙ্গবাদক।

সারণী — ক্ষুদ্র নদী।

সারথি — রথচালক।

সারথ্য — রথচালকের কাজ, রথচালনা।

সারদা — ('শারদা' দেখ।)

সারবন্দী — শ্রেণীবদ্ধ, সারিতে সজ্জিত।

সারবান্‌ — ভিতরে সারবস্তু আছে এমন, সারগর্ভ। বি. — **সারবত্তা**।

সারমেয় — কুকুর। স্ত্রী. — **সারমেয়ী**।

সারলোহ — ইস্পাত।

সারল্য — সরলতা, অকপট ভাব।

সারস — একরকম বক জাতীয় বৃহৎ পক্ষী। স্ত্রী. — **সারসী**।

সারস্বত — সরস্বতী বা বিদ্যা সংক্রান্ত। বিদ্বান্‌, পণ্ডিত। সরস্বতী নদীর

তীরবর্তী প্রাচীন অঞ্চল। ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিশেষ।

সারা -- সমগ্র। [ঃ 'সারা' দেশে।]

সারা - শেষ। [ঃ গান হ'ল 'সারা'।] ক্লান্ত। [ঃ খুঁজে 'সারা'।] আকুল। [ঃ কেঁদে 'সারা'।]

সারা -- মেরামত করা। শেষ করা। [ঃ কাজ সারা'।] আরোগ্যলাভ করা। [ঃ 'সেরে' ওঠা।] (রোগ) দূরীভূত হওয়া। [ঃ অসুখ 'সেরেছে'।] অপদস্থ বা বিপন্ন করা। [ঃ এই রে, 'সেরেছে'।] **দফা সারা** — অপদস্থ বা বিপন্ন করা।

সারাই — মেরামত করণ। মেরামতের জন্য ব্যয় বা খরচ।

সারাংশ — সংক্ষিপ্ত ও মূল অংশ।

সারানো - মেরামত করানো। নীরোগ করা, রোগমুক্ত করা। (রোগ) দূর করা।

সারাৎসার — সারেরও সার, সর্বোত্তম।

সারাল, সারালো — সারযুক্ত, সারবিশিষ্ট।

সারি — শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি। **সারি সারি** -- বহু সারিতে সজ্জিত।

সারিবন্ধ সারিতে সজ্জিত, সারবন্দী।

সারিবন্দী (সারবন্দী দেখ।)

সারিক -- শালিক পাখী। স্ত্রী **সারিকা**। (শারী দেখ।)

সারিগামা -- (সারেগামা' দেখ।)

সারী - সারিকা। রূপকথায় বর্ণিত শুক (টিয়া) পাখীর স্ত্রী। [ঃ শুক সারী সংবাদ।]

সারূপ্য — সাদৃশ্য। উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে রূপগত পার্থক্য লোপ, ঈশ্বরের সহিত ঐক্য লাভ।

সারেং — ('সারেঙ' দেখ।)

সারেগামা — (সংগীতে) স্বরগ্রামের সংক্ষেপ। স্বরসাধনা, গলা সাধা। [ঃ 'সারেগামা' করা।]

সারেঙ — জাহাজের চালক।

সারেঙ সারেংগী, একরকম তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র।

সারেংগ — (সারেঙ' দেখ।)

সার্কাস -- মানুষ ও জীবজন্তুর নানারকম চমকপ্রদ ক্রীড়াকৌতুক ও কসরত।

সার্জ - একরকম পশমী কাপড়।

সার্জন, সার্জেন -- অস্ত্রচিকিৎসক।

সার্জারি — অস্ত্রচিকিৎসা।

সার্জেণ্ট একশ্রেণীর পদস্থ পুলিশ কনস্টেবল। এক শ্রেণীর সামরিক কর্মচারী।

সার্ট — ('শার্ট' দেখ।)

সার্টিফিকেট - প্রশংসাপত্র। প্রমাণপত্র।

সার্থ — ধনযুক্ত। মানেযুক্ত। বণিক্‌সমূহ।

সার্থক - অর্থযুক্ত। সফল, চরিতার্থ, কৃতার্থ। বি — **সার্থকতা**।

সার্থকনামা - যাহার নামের অর্থ কার্যতঃ সত্যে পরিণত হইয়াছে এমন। সংগতভাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছে এমন।

সার্থবাহ বণিকের দল। পথপ্রদর্শক।

সার্ধ, সার্দ্ধ - অর্ধেক সহিত বর্তমান, অর্ধযুক্ত সাড়ে।

সার্ব, সার্ব্ব - সর্ব সংক্রান্ত। বিশ্বজনীন।

সার্বকালিক, সার্ব্বকালিক - সকল সময়ের সর্বকাল সংক্রান্ত।

সার্বজনীন, সার্ব্বজনীন - সকলের জন্য সাধারণ্যে অনুষ্ঠিত। সকলের পক্ষে হিতকর, সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ। বি **সার্বজনীনতা, সার্ব্বজনীনতা**।

সার্বজাতিক, সার্ব্বজাতিক সকল জাতি সংক্রান্ত। সর্বজাতিগত।

সার্বত্রিক, সার্ব্বত্রিক — সর্বব্যাপী।

সার্বভৌম, সার্ব্বভৌম — চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে এমন, সম্পূর্ণ স্বাধীন। বিশ্বব্যাপী। সম্রাট, রাজচক্রবর্তী।

পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। বি. — **সার্বভৌমতা, সার্ব্বভৌমতা।**

সার্বরাষ্ট্রিক, সার্ব্বরাষ্ট্রিক — সকল রাষ্ট্র সংক্রান্ত।

সার্বলৌকিক, সার্ব্বলৌকিক — সর্ব-সাধারণের, সার্বজনীন। বি. — **সার্ব-লৌকিকতা, সার্ব্বলৌকিকতা।**

সার্ভে — জরিপ।

সার্ভেয়ার — যে জরিপ করে।

সাল — বৎসর। বিশেষ রীতি অনুসারে সংখ্যাত বৎসর। বাংলা বা হিজরী সন। **বাংলা সাল** — খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫৯৩ বা ৫৯৪ বৎসর কম হিসাবে সংখ্যাত অব্দ।

সালংকার, সালঙ্কার — অলংকারযুক্ত, অলংকৃত। স্ত্রী. — **সালংকারা, সালঙ্কারা।**

সালতামামি — বছর-শেষ। বাৎসরিক বিবরণ।

সালতি — ('শালতি' দেখ।)

সালব-মিসরি — একরকম কন্দ যাহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

সালমমিছরি — ('সালব-মিসরি' দেখ।)

সালসা — একরকম রক্তশোধক ও বলবর্ধক ঔষধ বা মূল।

সালাম — ('সেলাম' দেখ।)

সালামত — শান্তি ও নিরাপত্তা, কল্যাণ।

সালিক — ('শালিক' দেখ।)

সালিয়ানা — বার্ষিক। বার্ষিক বৃত্তি।

সালিস — মধ্যস্থ, মীমাংসক। [ঃ 'সালিস' মানা।]

সালিসনামা — মধ্যস্থের দ্বারা রচিত দলিল, মধ্যস্থের রায়।

সালিসি — মধ্যস্থতা। [ঃ 'সালিসি' করা।]

সালিসী — মধ্যস্থের দ্বারা বিচার্য, সালিস সংক্রান্ত। [ঃ 'সালিসী' মামলা।]

সালু — একরকম লাল রঙের সুতী কাপড়।

সালোক্য — উপাস্যের সহিত উপাসকের একই লোকে বাসকরণ।

সাশ্রয় — ব্যয়লাঘব, উদ্বৃত্ত।

সাশ্রু — অশ্রুপূর্ণ, অশ্রুভরা। [ঃ 'সাশ্রু' নয়নে।]

সাষ্টাঙ্গ — জানু পদ হস্ত বক্ষ মস্তক দৃষ্টি বুদ্ধি ও বাক্য এই অষ্ট অঙ্গের সহিত কৃত। [ঃ 'সাষ্টাঙ্গ' প্রণাম।]

সাসপেন্ড — সাময়িকভাবে কার্যকলাপ বন্ধ করা হইয়াছে এমন।

সাহচর্য, সাহচর্য্য — সহচরত্ব, সঙ্গ, সংসর্গ একত্র কাজ বাস ভ্রমণ ইত্যাদি।

সাহস — ভয়শূন্যতা, নির্ভীকতা।

সাহসিক — সাহসপূর্ণ। [ঃ 'সাহসিক অভিযান।] বি. — **সাহসিকতা।**

সাহসী — যাহার সাহস আছে এমন নির্ভীক।

সাহা — বণিক্ সম্প্রদায়ের উপাধি বিশেষ

সাহানা — (সংগীতে) একটি রাগিণী।

সাহায্য — সহায়তা। আনুকূল্য, অপরে দুঃখ অভাব ইত্যাদি মোচনের জন্য দা চেষ্টা ইত্যাদি।

সাহারা — আফ্রিকার সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি

সাহিত্য — কথার দ্বারা ভাবপূ চিত্তাকর্ষক রচনা। কোনও ভাষায় কোন দেশে কোনও যুগে বা কোনও ব্যক্তি দ্বারা রচিত পুস্তকাদির সমষ্টি [ঃ বাংলা 'সাহিত্য'; ঃ আধুনি 'সাহিত্য'; ঃ রবীন্দ্র-'সাহিত্য'।] ভাষ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ইত্যাদিতে পা রচনাসংকলন।

সাহিত্যিক — সাহিত্য সংক্রান্ত। ['সাহিত্যিক' ঃ প্রতিভা।] সাহিত্যরচ

কারী।

সাহু — ব্যবসায়ী। বণিক্ শ্রেণীর উপাধি বিশেষ।

সাহুকার — হুণ্ডির কাজ করে এমন বড় মহাজন, সাউকার।

সাহুকারি — সাহুকারের কাজ বা পেশা, সাউকারি। সাধুতা প্রদর্শন।

সাহেব — সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মহাশয়, বাবু। ইংরেজ বা ইউরোপীয় ব্যক্তি। ইউরোপীয় পোশাক পরে বা ইউরোপীয় কায়দায় থাকে এমন ভদ্রলোক। সম্মানসূচক শব্দ যাহা নাম বা পদের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ লাট-'সাহেব'; ঃ রিচার্ডসন 'সাহেব'; ঃ করিম 'সাহেব'; ঃ সেন 'সাহেব'।] সাহেব বা রাজার ছবিযুক্ত তাস। স্ত্রী. — **মেম, বিবি, সাহেবা**। [ঃ সাহেব-'মেম'; ঃ সাহেব-'বিবি'; ঃ বেগম-'সাহেবা'।] **সাহেব-সুবো** — সাহেব এবং ঐ শ্রেণীর ব্যক্তি।

সাহেবি, সাহেবিয়ানা — সাহেবের মতো চালচলন বা পোশাক-পরিচ্ছদ। [ঃ 'সাহেবি' করা।]

সাহেবী — সাহেবের মতো, সাহেব সংক্রান্ত। [ঃ 'সাহেবী' ঢং।]

সিউলী -- হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর একটি জাতি যাহারা খেজুর রস ও গুড় করে।

সিংদরজা — সিংহদ্বার, প্রবেশদ্বার।

সিংহ — একরকম বন্য হিংস্র জন্তু, পশুরাজ। (হিন্দু জ্যোতিষে) রাশি চক্রের পঞ্চম রাশি। হিন্দু বা শিখের পদবী-বিশেষ। শ্রেষ্ঠ অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বীর-'সিংহ'; ঃ পুরুষ-'সিংহ'।] স্ত্রী. — **সিংহী, সিংহিনী**।

সিংহদ্বার — প্রধান প্রবেশদ্বার, সিংদরজা। (মূল অর্থ—সিংহমূর্তিশোভিত দ্বার।)

সিংহনাদ -- সিংহের গর্জন। সিংহের গর্জনের মতো ভয়ংকর শব্দ।

সিংহবাহিনী — সিংহ যে দেবীর বাহন, দুর্গা।

সিংহল - ভারতের দক্ষিণস্থ দ্বীপ।

সিংহলী -- সিংহলের অধিবাসী।

সিংহাবলোকন -- সিংহের মতো যাইবার সময়ে পিছনের দিকে গম্ভীরভাবে দৃষ্টিপাত।

সিংহাসন — রাজার বা দেববিগ্রহের আসন। (মূল অর্থে — সিংহচিহ্নিত আসন।) **সিংহাসনে আরোহণ** — রাজ্যাভিষেক, রাজ্যলাভ। **সিংহাসন লাভ** — রাজ্যলাভ, রাজা হওয়া। **সিংহাসন হারানো** — রাজ্যচ্যুত হওয়া।

সিংহাসনচ্যুত — রাজ্যচ্যুত।

সিংহাসনারূঢ় — সিংহাসনে উপবিষ্ট। রাজ্যাধিকারপ্রাপ্ত।

সিক - ('শিক' দেখ।)

সিকতা — বালুকা। বালুকাময় স্থান।

সিকনি — নাকের পোঁটা।

সিকা — ('শিকা' দেখ।)

সিকা, সিকি — চারি ভাগের এক ভাগ। টাকার চারি ভাগের এক ভাগ। চারি আনা পরিমিত মুদ্রা।

সিকে — ('সিকা' দেখ।)

সিক্কা — বাদশাহী আমলের বা কোম্পানির আমলের টাকা।

সিক্ত — ভিজা, আর্দ্র। স্ত্রী. — **সিক্তা**।

সিক্থ — মোম।

সিগার — চুরুট।

সিগারেট — পাতলা কাগজে মোড়া ছোট সরু চুরুট। **সিগারেট ফুঁকা** — (ব্যঙ্গে বা নিন্দায়) সিগারেট খাওয়া।

সিগন্যাল — সংকেত। ট্রেন আসিবার সময়

হইয়াছে জানাইবার জন্য সংকেত এবং সংকেতসূচক যন্ত্র। **সিগন্যাল ডাউন হওয়া** — ট্রেন আসিবার সময় হইয়াছে বুঝাইবার জন্য সিগন্যালের পাখা ঝুলিয়া পড়া। (ব্যঙ্গে) সময় আসন্ন হওয়া।

সিজ — মনসাগাছ।

সিজা — (গ্রাম্য) জলে সিদ্ধ হওয়া।

সিঁজিল — শৃঙ্খলা।

সিঝা — ('সিজা' দেখ।)

সিঞ্চন — সেচন, সিক্ত করণ।

সিঞ্চা — (কবিতায়) সিঞ্চন করা।

সিঞ্চিত — সিঞ্চন করা হইয়াছে এমন। সিক্ত।

সিটকানো — ঘৃণা ইত্যাদির জন্য অঙ্গ কুঞ্চিত করা। [ঃ নাক 'সিটকানো'।]

সিটি — মহানগর, বড় শহর।

সিটি — ('শিটি' দেখ।)

সিণ্ডিকেট — পরিষদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকসভা।

সিড়সিড় — চুলকানি শিহরণ ইত্যাদির জন্য ঈষৎ অস্বস্তিকর অনুভূতি।

সিত — সাদা, শুক্ল।

সিতাংশু — চাঁদ।

সিতি — নীল বা কালো। [ঃ 'সিতি'-কণ্ঠ।]

সিতিকণ্ঠ — নীলকণ্ঠ, শিব।

সিঁথা — ('সিঁথি' দেখ।)

সিঁথি — দুই পাশে আঁচড়ানো চুলের মধ্যরেখা। **সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হওয়া** — চিরজীবন সধবা থাকা।

সিঁথি, সিঁথিমউড় -- সিঁথিতে পরিবার গহনা, সিঁথির মুকুট।

সিঁদুর — একরকম রক্তবর্ণ চূর্ণ যাহা হিন্দু সধবারা কপালে ও সিঁথিতে পরেন, সিন্দুর।

সিদ্ধ — সফল, নিষ্পন্ন। [ঃ মনস্কাম 'সিদ্ধ' হয়েছে।] প্রমাণিত। [ঃ যুক্তি-'সিদ্ধ'।] সাধনাদিতে সাফল্য লাভ করিয়াছে এমন। [ঃ 'সিদ্ধ' পুরুষ।] মন্ত্রপূত। [ঃ 'সিদ্ধ' কবচ।] নিপুণ, পারদর্শী। [ঃ 'সিদ্ধ'-হস্ত।] দেবযোনি বিশেষ।

সিদ্ধ — জল ইত্যাদি দিয়া উত্তাপে ফুটানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'সিদ্ধ' চাউল।]

সিদ্ধকাম — যাহার কামনা পূর্ণ হইয়াছে এমন।

সিদ্ধপীঠ — বহুসংখ্যক বলি ও হোম ইত্যাদির দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিয়াছে এমন স্থান।

সিদ্ধপুরুষ — সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এমন ব্যক্তি, সিদ্ধ যোগী।

সিদ্ধমনোরথ --- ('সিদ্ধকাম' দেখ।)

সিদ্ধরস --- পারদ।

সিদ্ধহস্ত — নিপুণ, পারদর্শী।

সিদ্ধাই — সিদ্ধপুরুষ। সিদ্ধাচার্য।

সিদ্ধাচার্য, সিদ্ধাচার্য্য — এক শ্রেণীর তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

সিদ্ধান্ত — মীমাংসা, নির্ধারণ, রায়। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষ।

সিদ্ধার্থ — বুদ্ধদেব।

সিদ্ধি — একরকম মাদক দ্রব্য, ভাঙ।

সিদ্ধি — সফলতা, সাফল্য। সাধনায় সাফল্য।

সিদ্ধিদাতা — যিনি সাফল্য দান করেন, গণেশ।

সিদ্ধিদাত্রী — সিদ্ধিদানকারিণী, সাফল্য-দায়িনী, দুর্গা।

সিদ্ধিদায়িনী — সিদ্ধিদাত্রী।

সিঁধ — চুরি করিবার উদ্দেশ্যে দেওয়ালে কাটা গর্ত। [ঃ 'সিঁধ' দেওয়া।]

সিঁধকাঠি — সিঁধ কাটিবার উপযোগী

ছোট শাবল।

সিধা — সোজা। [ঃ 'সিধা' পথ।] শাস্তির দ্বারা সংশোধিত। [ঃ মেরে 'সিধা' করা।]

সিধা — রাঁধিবার জন্য চাল ডাল কাঁচা তরকারি ইত্যাদি।

সিঁধাল, সিঁধেল — সিঁধ কাটিয়া চুরি করে এমন। [ঃ 'সিঁধেল' চোর।]

সিন — নাটকের দৃশ্য। থিয়েটারের দৃশ্যপট। **সিন-সিনারি** — থিয়েটারের দৃশ্যপট ও ঐরূপ জিনিস।

সিনকোনা — একরকম গাছ যাহা হইতে কুইনিন হয়।

সিনা — বুক। [ঃ 'সিনার' মাংস।]

সিনান — (প্রাচীন কবিতায়) স্নান। [ঃ অমিয় সাগরে 'সিনান' করিনু।]

সিনারিও — সিনেমার উপযোগী করিয়া লিখিত নাটক, চিত্রনাট্য।

সিনিক — জীবনে হতাশ ও অবিশ্বাসী। এক শ্রেণীর প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক যাঁহারা কুকুরের মতো বিনয় ও সরলতার মধ্যে জীবন যাপন করা উচিত এই মতবাদ পোষণ ও প্রচার করিতেন।

সিনিসিজ্‌ম্‌ — জীবন সম্পর্কে হতাশা ও অবিশ্বাসের মতবাদ। একরকম প্রাচীন গ্রীক দর্শন যাহাতে আড়ম্বরহীন সরল জীবন যাপনের কথা বলা হইয়াছে।

সিনেট — মন্ত্রণাসভা। উচ্চতন আইনসভা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রণাসভা।

সিনেটর — সিনেটের সদস্য।

সিনেমা — চলচ্চিত্র। **সিনেমা হাউস** — চলচ্চিত্র দেখাইবার বাড়ি। **সিনেমা স্টার** — সিনেমার বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী, চিত্রতারকা।

সিন্দুক — একজাতীয় বড় বাক্স।

সিন্দুর — সিঁদুর। **সিন্দুরবিন্দু** — সিঁদুরের ফোঁটা।

সিন্ধিয়া — গোয়ালিয়রের দেশীয় রাজার উপাধি।

সিন্ধী — সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসী। সিন্ধু অঞ্চল সংক্রান্ত।

সিন্ধু — সমুদ্র, সাগর। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত নদ। উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি অঞ্চল, পশ্চিম পাকিস্থানের একটি অংশ। (সংগীতে) একটি রাগিণী। **সিন্ধুসভ্যতা** — সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চলের অতি প্রাচীন সভ্যতা যাহার ধ্বংসাবশেষ হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সিন্ধুদেশ — সিন্ধু প্রদেশ। সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চল।

সিপাই, সিপাহী — সৈনিক। প্রহরী, রক্ষী।

সিপ্রা — ('শিপ্রা' দেখ।)

সিভিল — অসামরিক। **সিভিল কোর্ট** — দেওয়ানী আদালত। **সিভিল ম্যারেজ** — (ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা নহে) আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ। **সিভিল সাপ্লাই** — জনসাধারণের জন্য সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থা। **সিভিল সার্জন** — পদস্থ সরকারী ডাক্তার। **সিভিল সার্ভিস** — উচ্চ রাজকার্য ও তৎসংক্রান্ত নিয়োগ ব্যবস্থা।

সিম — ('শিম' দেখ।)

সিমেন্ট — চুনাপাথর ও মাটি পুড়াইয়া প্রস্তুত একরকম চূর্ণদ্রব্য যাহা জলে মিশাইলে জমাট বাঁধে ও পাথরের মতো শক্ত হয়। **সিমেন্ট করা** — সিমেন্ট দিয়া বাঁধানো।

সিয়া — কালো। [ঃ নীল 'সিয়া' আসমান।]

সিরকা — আঙুর গুড় ইত্যাদির গাঁজানো

টক রস।
সিরসির — শিহরণ সূচক অনুকার।
সিরিয়া — দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি দেশ।
সিরিশ — চামড়া হাড় ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত একরকম আঠা। **সিরিশ কাগজ** — সিরিশ দিয়া কাচের গুঁড়া লাগানো একরকম কাগজ যাহা ঘসিয়া কাঠ ইত্যাদি মসৃণ করা হয়।
সিরীয় — সিরিয়া সংক্রান্ত। সিরিয়ার অধিবাসী।
সির্কা — ('সিরকা' দেখ।)
সিলাই — ('সেলাই' দেখ।)
সিলিণ্ডার — বেলনের আকারের দণ্ড।
সিল্ক — রেশম। রেশমী কাপড়।
সিসৃক্ষা — সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা, সৃজনেচ্ছা।
সিসৃক্ষু — সৃজন করিতে ইচ্ছুক।
সীজার — রোমের প্রাচীন কালের সম্রাট।
সীট — বসিবার জায়গা, আসন।
সীতা — (লাঙল দিয়া কর্ষণের ফলে উৎপন্ন রেখা।) বিদেহরাজ জনকের কন্যা ও রামের পত্নী।
সীতাকান্ত — রামচন্দ্র।
সীতাকুণ্ড — কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণের নাম (মুঙ্গের চট্টগ্রাম চন্দ্রনাথ তীর্থ ইত্যাদিতে)।
সীতানাথ, সীতাপতি — রামচন্দ্র।
সীতাভোগ — একরকম মিষ্টান্ন।
সীতেশ — রামচন্দ্র।
সীৎকার, সীৎকৃতি — ('শীৎকার' দেখ।)
সীধু — ('শীধু' দেখ।)
সীন — ('সিন' দেখ।)
সীবন — সেলাই, সূচিকর্ম, সূঁচের কাজ।
সীবনী — সূচ, ছুঁচ। **সীবনী শিল্প** — ছুঁচের কাজ।
সীমন্ত — সিঁথি।
সীমন্তক — সিঁদুর।
সীমন্তিনী — সিঁথিতে সিঁদুর দেয় এমন নারী, সধবা।
সীমন্তোন্নয়ন — গর্ভবতী নারী সংক্রান্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
সীমা — প্রান্ত, শেষ, অবধি। বেলাভূমি, সমুদ্রতীর।
সীমানা — জমির প্রান্ত, চৌহদ্দি।
সীমান্ত — শেষ সীমা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, দেশের সীমা সূচক স্থান।
সীমান্তপ্রদেশ — দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল।
সীমান্তবর্তী, সীমান্তবর্ত্তী — সীমান্তে অবস্থিত, প্রান্তবর্তী।
সীমাবদ্ধ — সীমার দ্বারা নির্দিষ্ট। অল্প, অপরিসর। [ঃ সীমাবদ্ধ 'জ্ঞান'; মানুষের শক্তি 'সীমাবদ্ধ'।]
সীমারেখা — সীমানির্দেশক রেখা।
সীমাহীন — অশেষ, অসীম। বি. — **সীমাহীনতা**।
সীল, সীলমোহর — অফিস প্রতিষ্ঠান সরকার ইত্যাদির স্বীকৃতি সূচক গালা কালি ইত্যাদির ছাপ দিবার যন্ত্র। ঐ যন্ত্রের ছাপ। **সীল করা** — ঐরূপ ভাবে ছাপ দেওয়া। **সীল ভাঙা** — ছাপযুক্ত গালা ভাঙা। **সীল মারা** — সীলমোহর ঠুকিয়া ছাপ দেওয়া।
সীলমোহর — সীল করিবার উপযোগী যন্ত্র।
সীস — পেনসিলের ভিতরকার জিনিস যাহা দিয়া লেখা যায়।
সীসক, সীসা, সীসে — একরকম সাদা রঙের ধাতু।
সু- — শুভ সুন্দর ভালো অতিশয় ইত্যাদি বুঝাইতে শব্দের আগে যুক্ত

হয়। (তুঃ 'কু-'।)

সুইচ — বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালু বা বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহার্য কল।

সুকঠিন — অতিশয় শক্ত। অতিশয় দুষ্কর। অতিশয় নির্দয়। অতিশয় দুর্বোধ্য।

সুকতলা — ('সুখতলা' দেখ।)

সুকণ্ঠ — যাহার কণ্ঠস্বর মধুর এমন। [ঃ 'সুকণ্ঠ' গায়ক।] মধুর কণ্ঠস্বর। স্ত্রী. — **সুকণ্ঠী**।

সুকবি — ভালো কবিতা লিখিতে পারে এমন ব্যক্তি।

সুকুমার — অতিশয় কোমল। অতি শিশু। সুচারু। স্ত্রী. — **সুকুমারী**।

সুকৃৎ — ('সুকৃতী' দেখ।)

সুকৃত — সুসম্পন্ন। সুনির্মিত। পুণ্যবান্, ধার্মিক। স্ত্রী. — **সুকৃতা**।

সুকৃতি — ভালো কাজ, সৎ কর্ম। পুণ্য। শুভ। সৌভাগ্য।

সুকৃতী — সৎকর্মকারী। পুণ্যবান্। ভাগ্যবান্।

সুকেশ — ভালো চুল। যাহার চুল ভালো এমন।

সুকেশা — ('সুকেশী' দেখ।)

সুকেশিনী — (কবিতায়) সুকেশী।

সুকেশী — সুন্দরকেশযুক্তা।

সুকৌশল — ভালো কৌশল, উত্তম কায়দা। **সুকৌশলে** — অত্যন্ত নিপুণভাবে। উত্তম কৌশলের সহিত।

সুক্ত, সুক্তনি, সুক্তা, সুক্তো — একরকম তিক্ত ব্যঞ্জন।

সুখ — আনন্দ, ফুর্তি। [ঃ 'সুখ' করা।।] আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য। [ঃ 'সুখে' থাকা।] সুদিন, সৌভাগ্য। [ঃ 'সুখের' পায়রা।] **সুখের পায়রা** — সুদিনে থাকে ও দুর্দিনে সরিয়া পড়ে এমন বন্ধু। **সুখের মুখ দেখা** — জীবনে প্রথম সুখ লাভ করা।

সুখকর — আনন্দদায়ক, প্রীতিকর। স্ত্রী. — **সুখকরী**।

সুখতলা — জুতার ভিতরের পাতলা নরম চামড়া যাহা পায়ের তলায় থাকে।

সুখদ — সুখদানকারী। স্ত্রী. — **সুখদা**।

সুখদায়ক — আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, সুখকর। স্ত্রী. — **সুখদায়িকা**।

সুখদায়িনী — সুখদানকারিণী।

সুখপাঠ্য — আনন্দের সহিত বা সহজে পড়া যায় এমন।

সুখবর — শুভ সংবাদ, ভালো খবর।

সুখভোগ — আনন্দ উপভোগ।

সুখময় — আনন্দে পূর্ণ। স্ত্রী. — **সুখময়ী**।

সুখশয্যা — আনন্দদায়ক বিছানা।

সুখশান্তি — আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য।

সুখসম্পদ্, সুখসম্পদ — আনন্দ ও ধন-সম্পত্তি।

সুখসাধ্য — আনন্দের সহিত করা যায় এমন। সহজে করা যায় এমন।

সুখসুপ্ত — আরামে নিদ্রিত।

সুখসুপ্তি — আনন্দময় নিদ্রা, আরামের ঘুম।

সুখস্পর্শ — আনন্দদায়ক স্পর্শ।

সুখস্মৃতি — অতীত আনন্দের কথা যাহা মনে পড়ে।

সুখস্বপ্ন — আনন্দদায়ক স্বপ্ন। আনন্দের কল্পনা।

সুখস্বাচ্ছন্দ্য — আনন্দ ও নিশ্চিন্ত ভাব।

সুখাদ্য — ভালো খাবার, উত্তম আহার্য দ্রব্য।

সুখাবহ — আনন্দজনক, সুখকর।

সুখাসীন — সুখে উপবিষ্ট।

সুখী — আনন্দিত। সুখে আছে এমন।

আনন্দে ও আরামে অভ্যস্ত। স্ত্রী. — **সুখিনী**।

সুখৈশ্বর্য, সুখৈশ্বর্য্য — সুখ ও ধনসম্পদ্।

সুখ্যাত — উত্তমরূপে খ্যাত, বিখ্যাত। [ঃ 'সুখ্যাত' লেখক।]

সুখ্যাতি — যশ, সুনাম। [ঃ 'সুখ্যাতি' আছে।] প্রশংসা। [ঃ 'সুখ্যাতি' করা।]

সুগঠিত — সুন্দররূপে গঠিত। [ঃ 'সুগঠিত' দেহ।]

সুগত — বুদ্ধদেব।

সুগন্ধ — ভালো গন্ধ, মিষ্ট গন্ধ, সুবাস। [ঃ ফুলের 'সুগন্ধ'।] মিষ্টগন্ধযুক্ত। [ঃ 'সুগন্ধ' বাতাস।]

সুগন্ধি — গন্ধদ্রব্য। সুগন্ধযুক্ত।

সুগভীর — অতিশয় গভীর। [ঃ 'সুগভীর' সমুদ্র।] অতিশয় নিবিড়। [ঃ 'সুগভীর' অরণ্য।]

সুগম — অনায়াসে যাওয়া যায় এমন। [ঃ লাভের পথ 'সুগম' হ'ল।] সহজ-লভ্য। সহজবোধ্য।

সুগম্য — সুগম। সহজবোধ্য।

সুগ্রীব — যাহার গ্রীবা সুন্দর এমন। রামায়ণে বর্ণিত বানররাজ বালীর ভ্রাতা ও রামচন্দ্রের বন্ধু।

সুচরিত — যাহার স্বভাব সুন্দর এমন। সচ্চরিত্র। স্ত্রী — **সুচরিতা**।

সুচরিতেষু — কল্যাণীয় ব্যক্তিকে লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ। স্ত্রী. — **সুচরিতাসু**।

সুচরিত্র — সৎস্বভাব, সচ্চরিত্র। স্ত্রী. — **সুচরিত্রা**।

সুচারু — অতিশয় সুন্দর।

সুচিক্কণ — অতিশয় মসৃণ।

সুচিত্রিত — সুন্দররূপে অঙ্কিত। সুন্দর ছবিতে পূর্ণ।

সুচিন্তিত — ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা হইয়াছে এমন, সুবিবেচিত। [ঃ 'সুচিন্তিত' অভিমত।]

সুচির — সুদীর্ঘকাল। সুদীর্ঘকাল স্থায়ী।

সুচেতা — উদারচেতা। সন্তুষ্টচিত্ত।

সুছন্দ — সুন্দর গঠনযুক্ত। [ঃ বয়ান 'সুছন্দ'।]

সুজন — ভালো লোক, সজ্জন।

সুজনি — একরকম মোটা সুতার বিছানার চাদর।

সুজলা — প্রচুর-জলশালিনী, প্রচুর পরিমাণে নদনদী আছে এমন (স্ত্রী)। [ঃ 'সুজলা' সুফলা বাংলাদেশ।]

সুজাত — সদ্বংশীয়। শুভক্ষণে জাত। স্ত্রী. — **সুজাতা**।

সুজি — গমের মোটা গুঁড়া।

সুট — একসঙ্গে পরা যায় এমন কোট প্যান্ট ইত্যাদি। একসঙ্গে পরা যায় এমন। [ঃ এক 'সুট' জামাকাপড়; ঃ এক 'সুট' গহনা।]

সুটকেস — টিন চামড়া ইত্যাদির এক ধরনের বাক্স।

সুঠাম — যাহার গড়ন সুন্দর এমন, সুশ্রী।

সুড়ঙ্গ — মাটির তলা দিয়া নির্মিত পথ। দেওয়ালে খোঁড়া গর্ত।

সুড়সুড় — শিহরণ, কাতুকুতু। ঈষৎ চুলকানি ইত্যাদির বোধ সূচক অনুকার। চুপিচুপি। [ঃ বিছানায় 'সুড়সুড়' ক'রে গিয়ে ঢুকল।] **পিঠ সুড়সুড় করা** — (ব্যঙ্গে) মার খাইবার ইচ্ছা হওয়া।

সুড়সুড়ি — সুড়সুড় করে এমন স্পর্শ, কাতুকুতু। [ঃ 'সুড়সুড়ি' দেওয়া।]

সুড়ুক, সুড়ুৎ — হঠাৎ দ্রুত ও চুপিচুপি প্রবেশ বা বাহিরে আগমন সূচক অনুকার।

সুডোল, সুডৌল — সুঠাম, সুগঠিত।
সুত — পুত্র। স্ত্রী. — **সুতা**।
সুতনু — যাহার দেহ সুন্দর। অতিশয় ক্ষীণ।
সুতপা — মহাতপা, উত্তম তপস্যাকারী।
সুতরাং — এই কারণে, অতএব, তাই। [ঃ 'সুতরাং' যেতে হ'ল।]
সুতলি — সরু দড়ি। সরু হার।
সুতহিবুক — হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে বিবাহের একটি শুভ লগ্ন।
সুতা — ('সুত' দেখ।)
সুতা — সুত্র. কাপাস ইত্যাদির তন্তু পাকাইয়া প্রস্তুত সরু লম্বা তারের মতো জিনিস। **সুতা কাটা** — চরকায় সুতা তৈয়ারী করা।
সুতার — সুস্বাদ।
সুতী — সুতা দিয়া তৈয়ারী। [ঃ 'সুতী' কাপড়।]
সুতীক্ষ্ণ — অতিশয় ধারালো। [ঃ 'সুতীক্ষ্ণ' ছুরিকা।] অতিশয় সক্রিয়। [ঃ 'সুতীক্ষ্ণ' বুদ্ধি।] বি. — **সুতীক্ষ্ণত্ব**।
সুতীব্র — অত্যন্ত তীব্র, অতিশয় উগ্র।
সুদ — ঋণ বাবদ দেয় অতিরিক্ত অর্থ, কুশীদ।
সুদক্ষিণা — পুরাণে বর্ণিত দিলীপ রাজার স্ত্রী।
সুদখোর — যে সুদ লইয়া টাকা ধার দেয়। যে অতিরিক্ত সুদ লয়।
সুদন্তী — সুন্দর-দন্তবিশিষ্টা।
সুঁদরি — সুন্দরবনে জাত একরকম গাছ ও তাহার কাঠ।
সুদর্শন — দেখিতে সুন্দর এমন, সুদৃশ্য, সুশ্রী। বিষ্ণুর বিখ্যাত চক্র। স্ত্রী. — **সুদর্শনা**।
সুদাম, সুদামা — কৃষ্ণের বিখ্যাত বাল্যবন্ধু।
সুদিন — শুভদিন। সুখের দিন।
সুদী — সুদ সংক্রান্ত। [ঃ 'সুদী' কারবার।]
সুদীর্ঘ — অত্যন্ত উচ্চ। [ঃ 'সুদীর্ঘ' বৃক্ষ।] বহুদূরব্যাপী। [ঃ 'সুদীর্ঘ' পথ।] বি. — **সুদীর্ঘতা**।
সুদুঃসহ — অত্যন্ত দুঃসহ।
সুদুর্বহ, সুদুর্ব্বহ — অতিশয় দুর্বহ।
সুদুর্লভ — অত্যন্ত দুর্লভ।
সুদুষ্কর — অতিশয় দুঃসাধ্য।
সুদুস্তর — অতিশয় দুস্তর।
সুদূর — অত্যন্ত দূরবর্তী। অত্যন্ত দূরবর্তী স্থান।
সুদূরপরাহত — অতিদূরে বাধাপ্রাপ্ত, যাহা হইবার বা ঘটিবার সম্ভাবনা খুব কম এমন, প্রায় অসম্ভব।
সুদৃঢ় — অতিশয় দৃঢ়।
সুদৃশ্য — দেখিতে ভালো এমন। সুন্দর দৃশ্য।
সুদ্ধ — সহিত, সমেত। [ঃ সব 'সুদ্ধ' দু টাকা।] ও, এমন কি, পর্যন্ত। [ঃ তুমি 'সুদ্ধ' এসেছ।]
সুধন্বা — উত্তম ধনুর্ধর। পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাজা।
সুধা — অমৃত। চুন। [ঃ 'সুধা'-ধবল।]
সুধাংশু, সুধাকর — চাঁদ।
সুধানো — ('শুধানো' দেখ।)
সুধানিস্যন্দী — যাহা হইতে সুধা ঝরে এমন। [ঃ 'সুধানিস্যন্দী' কণ্ঠ।]
সুধাময় — সুধায় পূর্ণ, অমৃতময়।
সুধী — অতিশয় বুদ্ধিমান্। পণ্ডিত, জ্ঞানী।
সুধীর — অত্যন্ত ধীর।
সুনজর — প্রসন্ন দৃষ্টি, কৃপা বা ভালোবাসার দৃষ্টি। [ঃ 'সুনজরে' পড়া;

ঃ 'সুনজরে' দেখা।]
সুনন্দা — অতিশয় আনন্দিতা। উমার জনৈকা সখী।
সুনয়ন — সুন্দর চোখ। সুন্দর-চোখবিশিষ্ট। স্ত্রী. — **সুনয়না**।
সুনাম — খ্যাতি, প্রশংসা। গৌরব। [ঃ বংশের 'সুনাম' অক্ষুণ্ণ রেখেছে।]
সুনাসীর — ইন্দ্র।
সুনিদ্রা — আনন্দদায়ক গাঢ় ঘুম।
সুনিদ্রিত — গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। স্ত্রী. — **সুনিদ্রিতা**।
সুনিপুণ — অত্যন্ত দক্ষ, অতিশয় নিপুণ। স্ত্রী. — **সুনিপুণা**।
সুনিয়ন্ত্রণ — ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ। বিণ. — **সুনিয়ন্ত্রিত**।
সুনিয়ম — ভালো নিয়ম।
সুনিয়মিত — নিয়মের দ্বারা সুন্দর ভাবে নিয়ন্ত্রিত বা ব্যবস্থিত।
সুনির্দিষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট — ভালোভাবে নির্দিষ্ট। বি. -- **সুনির্দিষ্টতা, সুনির্দ্দিষ্টতা**।
সুনির্মিত, সুনির্ম্মিত — সুন্দররূপে নির্মিত, উত্তমরূপে গঠিত।
সুনিশ্চিত — অত্যন্ত নিশ্চিত, সন্দেহাতীত।
সুনীতি — উত্তম নীতি।
সুনীল — গাঢ় নীল, অত্যন্ত নীল।
সুন্দ — পুরাণে বর্ণিত জনৈক অসুর, উপসুন্দের ভাই। রামায়ণে বর্ণিত মারীচের পিতা, তাড়কার স্বামী।
সুন্দর — দেখিতে ভালো এমন, সুদৃশ্য। ভালো, প্রশংসনীয়, মনোহর। ভালো-ভাবে, বেশ।
সুন্দরী — রূপবতী, সুরূপা।
সুন্নৎ, সুন্নত — ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত পুরুষাঙ্গের চামড়া কাটিবার অনুষ্ঠান।
সুন্নী — মুসলমানদের একটি প্রধান সম্প্রদায় যাহারা প্রথম চারিজন খলিফাকেই মহম্মদের বৈধ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করে। (তুঃ 'শিয়া'।)
সুপ — ঝোল জাতীয় ব্যঞ্জন।
সুপক্ক — ভালোভাবে পাকা। উত্তমরূপে রাঁধা হইয়াছে এমন। বি. — **সুপক্কতা**।
সুপথ --- ন্যায়ের পথ। উত্তম উপায়।
সুপথ্য — ভালো পথ্য।
সুপরীক্ষিত — ভালোভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে এমন।
সুপর্ণ — সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট। গরুড়।
সুপাচ্য — সহজে পরিপাক করা যায় এমন। বি. — **সুপাচ্যতা**।
সুপাঠ্য — সহজে পড়া যায় এমন।
সুপাত্র — ভালো বর, উপযুক্ত পাত্র। স্ত্রী. -- **সুপাত্রী**।
সুপারি — একরকম গাছ ও তাহার ফলের বীজ, গুবাক।
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট — তত্ত্বাবধায়ক, দেখাশোনা করিবার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
সুপারিশ — অপরের জন্য প্রশংসার সহিত অনুরোধ।
সুপুত্র — যোগ্য পুত্র, পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র।
সুপুরুষ — সুশ্রী পুরুষ।
সুপ্ত — নিদ্রিত, ঘুমাইয়া আছে এমন। স্ত্রী. — **সুপ্তা**।
সুপ্তি — ঘুম, নিদ্রা।
সুপ্তোত্থিত — ঘুম হইতে উঠিয়াছে এমন। স্ত্রী. -- **সুপ্তোত্থিতা**।
সুপ্রচলিত — খুব প্রচলিত, খুব চলে এমন।
সুপ্রচুর — বেশ প্রচুর, অনেক, বহু।
সুপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠিত — ভালোভাবে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে

এমন। সুপ্রসিদ্ধ।

সুপ্রতুল — সুপ্রচুর।

সুপ্রভাত — শুভ প্রভাত। অভিবাদন সূচক শব্দ। (ইংরেজী 'গুড মর্নিং' কথার অনুবাদ।)

সুপ্রয়োগ — ভালো প্রয়োগ, উপযুক্ত প্রয়োগ।

সুপ্রসন্ন — অতিশয় প্রসন্ন। বিণ. — **সুপ্রসন্না**।

সুপ্রসিদ্ধ — অত্যন্ত বিখ্যাত। স্ত্রী. — **সুপ্রসিদ্ধা**। বি. — **সুপ্রসিদ্ধি**।

সুপ্রিয় — অত্যন্ত প্রিয়। স্ত্রী. — **সুপ্রিয়া**।

সুফল — ভালো ফল, উত্তম পরিণতি।

সুফলা — যেখানে প্রচুর ফসল ফলে এমন (স্ত্রী)। [ঃ সুজলা 'সুফলা' বাংলা।]

সুফী — একটি মুসলমান সম্প্রদায়।

সুবঙ্কিম — সুন্দরভাবে বাঁকা।

সুবচনী — দেবীবিশেষ।

সুবদন — সুন্দর মুখ। যাহার মুখ সুন্দর এমন। স্ত্রী. — **সুবদনা, সুবদনী**।

সুবর্ণ — সোনা। স্বর্ণ। সোনার পরিমাণ, ১৬ মাষা।

সুবর্ণ — সুন্দর বর্ণযুক্ত। স্ত্রী. — **সুবর্ণা**।

সুবর্ণখচিত — সোনা-বসানো। স্বর্ণ-খচিত।

সুবর্ণচম্পক — একরকম ফুল, স্বর্ণচাঁপা।

সুবর্ণদ্বীপ — ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ, সুমাত্রা।

সুবর্ণবণিক — জাতিবিশেষ, সোনার বেনে।

সুবর্ণভূমি — সোনার দেশ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ।

সুবর্ণময় — সোনায় পূর্ণ। সোনার তৈয়ারী।

সুবর্ণযুগ — গৌরবময় কাল, স্বর্ণযুগ।

সুবর্ণসুযোগ — উত্তম সুযোগ।

সুবল — শ্রীকৃষ্ণের জনৈক বাল্যসখা।

সুবলিত — সুগঠিত, বলিষ্ঠ।

সুবহ — সহজে বা সুখে বহন করা যায় এমন।

সুবা — মুসলমান আমলের ভারতীয় প্রদেশ।

সুবাদ — দূর সম্পর্ক, গ্রাম সম্পর্ক, পাতানো সম্পর্ক। [ঃ 'সুবাদে' ভাই।]

সুবাদার — সুবার শাসনকর্তা।

সুবাদারি — সুবাদারের পদ বা কাজ।

সুবাদারী — সুবাদার সংক্রান্ত।

সুবাস — সুগন্ধ, সৌরভ।

সুবাস — উত্তম বাসস্থান। যাহার বাসস্থান উত্তম এমন।

সুবাসিত — সুবাসযুক্ত, সুগন্ধ।

সুবাসিনী — সুগন্ধযুক্তা। পিত্রালয়ে বাসকারিণী।

সুবিচার — ন্যায্য বিচার, পক্ষপাতশূন্য বিচার।

সুবিদিত — ভালোরূপে জানা আছে এমন। ভালোরূপে জানে এমন।

সুবিধা — সুযোগ। সামর্থ্য। সস্তা। [ঃ 'সুবিধা' দরে পাওয়া গেল।]

সুবিনীত — অতিশয় বিনীত, খুব নম্র। স্ত্রী. — **সুবিনীতা**।

সুবিন্যস্ত — সুন্দরভাবে সাজানো বা স্থাপিত, সুন্দরভাবে বিন্যস্ত।

সুবিমল — অত্যন্ত বিমল, অতিশয় নির্মল।

সুবিশাল — অতিশয় বৃহৎ। অতিশয় বিস্তীর্ণ।

সুবিস্তীর্ণ, সুবিস্তৃত — অতিশয় বিস্তৃত, সুবিশাল, বহুস্থানব্যাপী, বহুদূর-ব্যাপী।

সুবুদ্ধি — মঙ্গলজনক বুদ্ধি, ভালো বুদ্ধি। যাহার বুদ্ধি ভালো এমন।

সুবৃহৎ — খুব প্রকাণ্ড, খুব বড়, অতিশয় বৃহৎ।

সুবেশ — যাহার পোশাক-পরিচ্ছদ ভালো এমন। উত্তম বেশযুক্ত। ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ। স্ত্রী. — **সুবেশা**।

সুবোধ — যে সহজে বোঝে, বুদ্ধিমান। শান্ত-শিষ্ট, নিরীহ।

সুবোধ্য — সহজে বোঝা যায় এমন। সহজবোধ্য।

সুব্যক্ত — ভালোভাবে প্রকাশিত।

সুব্যবস্থা — ভালো বন্দোবস্ত।

সুব্যবস্থিত — সুব্যবস্থাযুক্ত, নিয়ম-শৃঙ্খলা বা ভালো বন্দোবস্ত আছে এমন।

সুভগ — ভাগ্যবান্। সুন্দর। প্রিয়। স্ত্রী. — **সুভগা**।

সুভদ্রা — কৃষ্ণের ভগিনী ও অর্জুনের পত্নী।

সুভাষ — প্রিয়ভাষী।

সুভাষিত — সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে এমন, সুকথিত। উত্তম বাক্য। হিতকথা।

সুভাষী — প্রিয়ভাষী। সুবক্তা। স্ত্রী. — **সুভাষিণী**।

সুভাস — সুন্দর দীপ্তিযুক্ত।

সুমতি — সুবুদ্ধি।

সুমধুর — অতিশয় মধুর, সুমিষ্ট।

সুমধ্যমা — যে নারীর কটিদেশ সুন্দর এমন।

সুমনা — জ্ঞানী। দেবতা।

সুমন্ত্র — রাজা দশরথের সচিব ও সারথি।

সুমন্ত্রণা — সুপরামর্শ।

সুমন্ত্রী — সৎপরামর্শদাতা।

সুমহৎ — অতিশয় মহৎ। অতিশয় বড়, সুবিশাল। স্ত্রী. — **সুমহতী**।

সুমাত্রা — ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ।

সুমিত্রা — দশরথের অন্যতমা পত্নী, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মা।

সুমুখ — যাহার মুখ সুন্দর এমন। মিষ্টভাষী।

সুমুখ — ('সমুখ' দেখ।)

সুমের, সুমেরিয়া — দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সুপ্রাচীন রাজ্য।

সুমেরীয় — সুমের সংক্রান্ত। [ঃ 'সুমেরীয়' সভ্যতা।]

সুমেরু — উত্তর মেরু। পুরাণে বর্ণিত পর্বত বিশেষ।

সুয়া, সুয়ো — সৌভাগ্যবতী, স্বামীর আদরিণী। [ঃ 'সুয়ো' রানী।] (তুঃ 'দুয়ো'।)

সুযুক্তি — ভালো যুক্তি, সুপরামর্শ।

সুযোগ — কার্য সম্পাদনের অনুকূল অবস্থা, সুবিধা। শুভ যোগ।

সুযোগ্য — অতিশয় যোগ্য, অত্যন্ত গুণান্বিত। স্ত্রী. — **সুযোগ্যা**।

সুযোধন — দুর্যোধনের আদরের নাম।

সুর — দেবতা, অমর। সূর্য।

সুর — কণ্ঠস্বর। গানের উপযোগী কণ্ঠস্বব। সংগীতের উপযোগী স্বর-বিন্যাস।

সুরকন্যা — দেবকন্যা, দেবতার মেয়ে।

সুরকার — যে গানে সুর দেয়। যে গীতবাদ্যের উপযোগী স্বরবিন্যাস করে।

সুরকি — ইটের গুঁড়া।

সুরক্ষিত — উত্তমরূপে রক্ষিত।

সুরগুরু — দেবতাদের গুরু, বৃহস্পতি।

সুরঙ্গ — ('সুড়ঙ্গ' দেখ।)

সুরঞ্জিত — সুন্দরভাবে রং করা হইয়াছে এমন।

সুরত — যৌন মিলন, রতি, মৈথুন।

সুরতহাল — প্রকৃত অবস্থা, প্রকৃত ঘটনা। আদালতে এজাহার।
সুরথ — পুরাণে বর্ণিত বিখ্যাত রাজা যিনি দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।
সুরধুনী — গঙ্গা।
সুরপতি — ইন্দ্র।
সুরবাহার — বীণা জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র।
সুরভি — সুবাস, সুগন্ধ। সুবাসিত। ('সুরভী' দেখ।)
সুরভিত — সুবাসিত, সুগন্ধযুক্ত।
সুরভী — পুরাণে বর্ণিত কামধেনু, নন্দিনীর মাতা।
সুরভূমি — দেবতাদের বাসস্থান, স্বর্গ।
সুরম্য — অতিশয় রমণীয়, অত্যন্ত সুন্দর।
সুরলোক — সুরভূমি, স্বর্গ।
সুরসিক — উত্তম রসজ্ঞ। রসিকতায় অতিশয় নিপুণ। স্ত্রী. — **সুরসিকা**।
সুরসুন্দরী — স্বর্গের সুন্দরী।
সুরা — মদ, মদ্য।
সুরাপান — মদ্যপান।
সুরাপায়ী — যে মদ্যপান করে, মদ্যপায়ী।
সুরাসার — স্পিরিট, অ্যালকোহল।
সুরাসুর — দেবতা ও অসুর।
সুরাহা — সুবন্দোবস্ত, সুব্যবস্থা।
সুরু — ('শুরু' দেখ।)
সুরুক — সমস্যাদি সমাধানের উপযোগী সূত্র।
সুরুচি — প্রশংসনীয় রুচি, মার্জিত রুচি।
সুরুয়া — ('শুরুয়া' দেখ।)
সুরূপ — সুশ্রী, রূপবান্। স্ত্রী. — **সুরূপা**।
সুরেন্দ্র — দেবরাজ। স্ত্রী. — **সুরেন্দ্রাণী**।
সুরেশ — দেবরাজ।
সুরেশ্বর — দেবরাজ। স্ত্রী. — **সুরেশ্বরী**।
সুর্কি — ('সুরকি' দেখ।)
সুর্তি, সুর্ত্তি — ভাগ্যপরীক্ষার একরকম খেলা, লটারি।
সুর্তি, সুর্ত্তি — পানের সঙ্গে খাইবার উপযোগী একরকম তামাকের গুঁড়া বা গুলী।
সুর্মা, সুর্ম্মা — চোখে দেওয়ার উপযোগী একরকম গুঁড়া, একরকম অঞ্জন।
সুর্শা — শিকল বা আলতারাফ আটকাইবার উপযোগী আংটা।
সুলক্ষণ — শুভ লক্ষণ। শুভলক্ষণযুক্ত। স্ত্রী. — **সুলক্ষণা**।
সুলতান — (মুসলমান) রাজা। তুর্কী রাজগণের উপাধি। স্ত্রী. — **সুলতানা**।
সুলতানি — সুলতানের পদ, সুলতানের রাজত্ব।
সুলতানী — সুলতান সংক্রান্ত। সুলতান-শাসিত।
সুলভ — সহজে পাওয়া যায় এমন। সস্তা।
-সুলভ — মতো বা সদৃশ অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ শিশু-'সুলভ'।]
সুললিত — অতিশয় মনোহর। অতিশয় কোমল।
সুলুক — ('সুরুক' দেখ।)
সুলেখক — ভালো লেখক, লেখায় বা রচনায় নিপুণ ব্যক্তি। স্ত্রী. — **সুলেখিকা**।
সুলোচনা — সুন্দর চক্ষুযুক্তা।
সুশাসন — ত্রুটিহীন শাসন, ন্যায়সংগত-ভাবে শাসন।
সুশাসিত — সুন্দরভাবে শাসিত।
সুশিক্ষা — ভালো শিক্ষা, হিতকর শিক্ষা।
সুশিক্ষিত — সুশিক্ষা পাইয়াছে এমন। উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছে এমন। স্ত্রী. —

শুশিক্ষিতা।

সুশীতল — তৃপ্তিকরভাবে ঠাণ্ডা। স্নিগ্ধ। [ঃ 'সুশীতল' পানীয় জল।]

সুশীল — যাহার স্বভাব বা চরিত্র ভালো এমন, সচ্চরিত্র। স্ত্রী. — **সুশীলা**।

সুশৃঙ্খল — যাহাতে নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে এমন, সুব্যবস্থিত। বি. — **সুশৃঙ্খলা**।

সুশোভন — অতিশয় সুন্দর। অতিশয় মানানসই, সুসংগত। স্ত্রী. — **সুশোভনা**।

সুশোভিত — সুন্দররূপে শোভাযুক্ত। সুসজ্জিত। স্ত্রী. — **সুশোভিতা**।

সুশ্রাব্য — শুনিতে ভালো লাগে এমন। শ্রুতিমধুর। বি. — **সুশ্রাব্যতা**।

সুশ্রী — দেখিতে সুন্দর, সুরূপ। রূপবান্ বা রূপবতী।

সুশ্রুত — ভালোভাবে শোনা গিয়াছে এমন। জনৈক বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি, আয়ুর্বেদের রচয়িতা। **সুশ্রুতসংহিতা** — সুশ্রুত-রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

সুষম — সুন্দররূপে সমতা আছে এমন, সংগতিপূর্ণ। [ঃ 'সুষম' খাদ্য।] সুন্দর, সুষমাযুক্ত।

সুষমা — সৌন্দর্য।

সুষমিত — সুষমাযুক্ত, সুন্দর।

সুষুপ্ত — গভীর নিদ্রায় মগ্ন। স্ত্রী - **সুষুপ্তা**।

সুষুপ্তি — সুনিদ্রা, গভীর নিদ্রা।

সুষুম্না — হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী নাড়ী বিশেষ। **সুষুম্নাকাণ্ড** — মেরুদণ্ডের মাঝখানে অবস্থিত স্নায়ুগুচ্ছ, 'স্পাইনাল কর্ড'।

সুষেণ — বিষ্ণু। রামায়ণে বর্ণিত চিকিৎসাবিশারদ বানর, বালীর শ্বশুর।

সুষ্ঠু — অতিশয় সুন্দর, ত্রুটিহীন।

সুসংগত — সংগতিপূর্ণ। ন্যায্য, ন্যায়-সংগত। বি. **সুসংগতি**।

সুসংবদ্ধ — সুন্দর ও সংগতিপূর্ণভাবে সংযুক্ত। [ঃ'সুসংবদ্ধ' চিন্তাধারা।]

সুসংবাদ — ভালো খবর, শুভ বা আনন্দজনক সংবাদ।

সুসংযম — অতিশয় সংযম, কঠোর সংযম।

সুসংযত — অতিশয় সংযত। স্ত্রী. — **সুসংযতা**।

সুসংস্কৃত — উত্তমরূপে সংস্কার করা হইয়াছে এমন। শুদ্ধ ও ত্রুটিহীন সংস্কৃত ভাষা।

সুসজ্জ — ভালোভাবে সাজিয়াছে এমন।

সুসজ্জা — ভালো সাজগোজ, উত্তম সজ্জা।

সুসজ্জিত — ভালোভাবে সাজিয়াছে বা সাজানো হইয়াছে এমন। [ঃ 'সুসজ্জিত' যোদ্ধা; ঃ 'সুসজ্জিত' গৃহ।] স্ত্রী. — **সুসজ্জিতা**।

সুসঙ্গত, সুসঙ্গতি — ('সুসংগত' ও 'সুসংগতি' দেখ।)

সুসভ্য — খুব সভ্য। স্ত্রী. — **সুসভ্যা**। বি — **সুসভ্যতা**।

সুসময় — সুখের সময়, সুদিন। উপযুক্ত সময়।

সুসমাপ্ত — ভালোভাবে শেষ বা নিষ্পন্ন হইয়াছে এমন। বি. — **সুসমাপ্তি**।

সুসমৃদ্ধ — অতিশয় সমৃদ্ধ, অতিশয় ধনসম্পদে পূর্ণ ও উন্নত। বি. — **সুসমৃদ্ধি**। স্ত্রী. — **সুসমৃদ্ধা**।

সুসম্পন্ন — ভালোভাবে নিষ্পন্ন, উত্তম-রূপে সমাপ্ত। অতিশয় ধনী। স্ত্রী. — **সুসম্পন্না**। বি — **সুসম্পন্নতা**।

সুসাধ্য — সহজে করা যায় এমন।

সুসার — সঙ্কুলান, পর্যাপ্তি। সুবিধা।

সুসীম — সুন্দরভাবে সীমাবদ্ধ।

সুস্থ — রোগহীন, নীরোগ, স্বাস্থ্যপূর্ণ। স্বাভাবিক। [ঃ 'সুস্থ' মন।] স্ত্রী. — **সুস্থা**। বি. — **সুস্থতা**।

সুস্থকায় — রোগহীন দেহ। যাহার দেহে কোনও রোগ নাই এমন। স্ত্রী. — **সুস্থকায়া**।

সুস্থচিত্ত — নীরোগ মন, সবল স্বাভাবিক মন। যাহার মন সুস্থ এমন।

সুস্থদেহ — ('সুস্থকায়' দেখ।)

সুস্থির — খুব স্থির, শান্ত, অচঞ্চল। অনুত্তেজিত।

সুস্নিগ্ধ — সুশীতল, খুব স্নিগ্ধ।

সুস্পষ্ট — খুব সহজেই দেখা বা বোঝা যায় এমন, অতিশয় স্পষ্ট। বি. — **সুস্পষ্টতা**।

সুস্মিত — সুন্দরভাবে মৃদু হাস্য করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **সুস্মিতা**।

সুস্বন — মধুর শব্দ। মধুর শব্দযুক্ত। স্ত্রী. — **সুস্বনা**।

সুস্বপ্ন — শুভ বা আনন্দদায়ক স্বপ্ন।

সুস্বর — মধুর কণ্ঠস্বর।

সুস্বাদ — ভালো স্বাদ। যাহার স্বাদ ভালো এমন, সুস্বাদু।

সুস্বাদু — ভালো-স্বাদযুক্ত।

সুহৃৎ, সুহৃদ্ — বন্ধু, প্রিয়সখা।

সুহৃদ্বর — শ্রেষ্ঠ বন্ধু। **সুহৃদ্বরেষু** — বন্ধুকে লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ।

সুহ্ম — প্রাচীন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ, রাঢ়দেশ।

সূক্ত — সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে এমন। ঋষি-প্রোক্ত বৈদিক শ্লোক বা বাক্য, বেদমন্ত্র।

সূক্তি — সুন্দর উক্তি, উত্তম বাক্য।

সূক্ষ্ম — সরু, মিহি। [ঃ 'সূক্ষ্ম' বস্ত্র।] সূচালো। [ঃ 'সূক্ষ্ম' অগ্রভাগ।] সংকীর্ণ। ইন্দ্রিয়ের অগোচর। [ঃ 'সূক্ষ্ম'-দেহ।] খুঁটিনাটি আলোচনা করা হইয়াছে বা সামান্যতম পক্ষপাতও করা হয় নাই এমন। [ঃ 'সূক্ষ্ম'-বিচার।] বি. — **সূক্ষ্মতা**।

সূক্ষ্মকোণ — (জ্যামিতিতে) সমকোণের চেয়ে ছোট কোণ।

সূক্ষ্মদর্শী — খুঁটিনাটি বিষয়ও যিনি তলাইয়া বোঝেন, অতীব বিচক্ষণ। স্ত্রী. — **সূক্ষ্মদর্শিনী**। বি. — **সূক্ষ্মদর্শিতা**।

সূক্ষ্মদৃষ্টি — অন্তর্দৃষ্টি, খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিবার মতো বুদ্ধি।

সূক্ষ্মদেহ — ('সূক্ষ্মশরীর' দেখ।)

সূক্ষ্মদেহী — সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়াছে এমন।

সূক্ষ্মবুদ্ধি — তীক্ষ্ণবুদ্ধি। যাহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ এমন।

সূক্ষ্মশরীর — (দর্শনে) ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বুদ্ধি আছে অথচ জড়ধর্ম নাই এমন দেহ, একপ্রকার অলৌকিক দেহ।

সূক্ষ্মাগ্র — সূচালো অগ্রভাগ, খুব সরু ডগা। যাহার অগ্রভাগ সূচালো বা খুব সরু এমন।

সূচ — সূচ, ছুঁচ।

সূচক — বোধক, প্রকাশক, দ্যোতক। [ঃ ঘৃণা-'সূচক'।]

সূচনা — সূত্রপাত, আভাস, শুরু, উপক্রম।

সূচি — সূচ, ছুঁচ, সূচ।

সূচিকর্ম, সূচিকর্ম্ম, সূচিকার্য, সূচিকার্য্য — ছুঁচের কাজ, সূচিশিল্প।

সূচিকা — সূচি, সূচ, ছুঁচ।

সূচিত — সূচনা হইয়াছে এমন, আভাস পাওয়া গিয়াছে এমন, আরব্ধ।

সূচিমুখ — সূচালো, সূক্ষ্মাগ্র।

সূচী — ('সূচি' দেখ।)

সূচী — পুস্তকের বিষয়তালিকা।

নির্ধারিত বিষয়ের তালিকা। [ঃ পাঠ্য-'সূচী'।] তালিকা।
সূচীপত্র — বইয়ের যে পৃষ্ঠায় আলোচিত বিষয়ের তালিকা থাকে।
সূচীভেদ্য — (ছুঁচ দিয়া ভেদ করা যায় এমন।) অতিশয় নিবিড় (অন্ধকার)।
সূচ্যগ্র — সূচের ডগা। সূচের ডগার যতোখানি বিস্তৃতি সেই পরিমাণ। [ঃ 'সূচ্যগ্র' ভূমিও দিব না।]
সূত — প্রাচীন জাতিবিশেষ। সারথি। সূত্রধর, ছুতার। স্তুতিপাঠক। পুরাণের কথক। জাত, প্রসূত। স্ত্রী. — **সূতা**।
সূতক — জন্ম। জন্মাশৌচ।
সূতকাশৌচ — জন্মাশৌচ।
সূতিকা — প্রসূতির একরকম রোগ। নবপ্রসূতা।
সূতিকাগার, সূতিকাগৃহ — আঁতুড়ঘর।
সূতিকাভবন, সূতিকাসদন — প্রসব করাইবার জন্য নির্দিষ্ট বাড়ি বা হাসপাতাল।
সূত্র — কাপাস ইত্যাদির তন্তু হইতে প্রস্তুত তারের মতো সরু জিনিস, সুতা। উপলক্ষ, উদ্দেশ্য। [ঃ কার্য-'সূত্রে'।] ক্রমাগত ভাব, ধারা। [ঃ চিন্তা-'সূত্র'।] সংজ্ঞা নিয়মাদি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বাক্য। বেদাঙ্গ। নাটকের আরম্ভিক ভাষণ।
সূত্রকার — সূত্রের রচয়িতা।
সূত্রধর — ছুতার।
সূত্রধার — (প্রাচীন নাটকে) নাটকের প্রস্তাবক প্রধান নট।
সূত্রপাত — আরম্ভ, শুরু, সূচনা।
সূদন — হনন, হত্যা। হত্যাকারী। [ঃ মধু-'সূদন'।]
সূনৃত — সত্য অথচ প্রিয় বাক্য।
সূপ — ঝোল। রাঁধা দাল।
সূপকার — পাচক।
সূর — সূর্য।
সূরি, সূরী — কবি। বিদ্বান্, পণ্ডিত।
সূরী — সূর্যপত্নী, কুন্তী।
সূর্য, সূর্য্য — রবি; ভানু, সবিতা, আদিত্য।
সূর্যকর, সূর্য্যকর — সূর্যের কিরণ, রোদ।
সূর্যকরোজ্জ্বল, সূর্য্যকরোজ্জ্বল — সূর্যের আলোকে উজ্জ্বল।
সূর্যকান্ত, সূর্য্যকান্ত — আতশী কাচ বা ঐ জাতীয় মূল্যবান্ পাথর।
সূর্যঘড়ি, সূর্য্যঘড়ি — সূর্যকিরণের দ্বারা পাতিত ছায়ার বাড়া-কমা লক্ষ্য করিয়া সময় নিরূপণের যন্ত্র।
সূর্যবংশ, সূর্য্যবংশ — সূর্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয় এমন ক্ষত্রিয় বংশ, রামচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
সূর্যবংশীয়, সূর্য্যবংশীয় — সূর্যবংশে জাত। সূর্যবংশ সংক্রান্ত।
সূর্যমণি, সূর্য্যমণি — একজাতীয় ছোট কিন্তু বেশ ঝাল লঙ্কা।
সূর্যমুখী, সূর্য্যমুখী — হলদে রঙের একরকম ফুল, রাধাপদ্ম।
সূর্যসারথি, সূর্য্যসারথি — অরুণ।
সূর্যস্নান, সূর্য্যস্নান — সমস্ত দেহে রোদ লাগানো, রৌদ্রস্নান।
সূর্যালোক, সূর্য্যালোক — সূর্যের আলো, রোদ।
সূর্যাস্ত, সূর্য্যাস্ত — সূর্য ডোবা, সূর্যের অস্তগমন।
সূর্যোদয়, সূর্য্যোদয় — সকালে সূর্যের প্রকাশ।
সৃক্কণী, সৃক্বণী — ওষ্ঠের প্রান্তভাগ, কষ।

সৃজন — সৃষ্টি, রচনা, নির্মাণ।
সৃজনী — সৃজনকারিণী। [ঃ শিল্পীর 'সৃজনী' শক্তি।]
সৃজা — (কবিতায়) সৃষ্টি করা। [ঃ 'সৃজিল'।]
সৃজিত — সৃজন করা হইয়াছে এমন।
সৃষ্ট — রচিত, নির্মিত। ভগবান্ কর্তৃক রচিত বা নির্মিত।
সৃষ্টি — রচনা, নির্মাণ। [ঃ শিল্পীর অপূর্ব 'সৃষ্টি'।] ভগবানের রচনা। বিশ্বলোক, জগৎ।
সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা — ভগবান্, ঈশ্বর।
সৃষ্টিছাড়া — অস্বাভাবিক, অদ্ভুত।
সৃষ্টিনাশ — জগতের ধ্বংস, বিশ্বলোপ।
সৃষ্টিনাশা — জগৎধ্বংসকারী, প্রলয়ংকর।
সে — যে ব্যক্তির উল্লেখ করা হইতেছে তৎসূচক সর্বনাম। [ঃ 'সে' বলিল।] নির্দেশক বিশেষণ, সেই। [ঃ 'সে' লোকটিকে দেখিছি; ঃ 'সে' পথে যেয়ো না।] **সেটা** — সেই জিনিসটা। (অবজ্ঞায়) সে লোকটা। **সেটি** — সেই জিনিসটি। সেই ব্যাপারটি।
সেই — যাহার সম্পর্কে বলা হইতেছে এমন, পূর্বোক্ত, বর্ণিত। [ঃ 'সেই' লোকটি; ঃ 'সেই' কথা।]
সেঁউতি — নৌকার জল সেঁচিবার ছোট পাত্র। ('সেঁওতি' দেখ।)
সেঁওতি — একরকম দেশী সাদা গোলাপ।
সেউনি — জল সেঁচিবার উপযোগী একরকম জিনিস।
সেক — সেচন। [ঃ জল-'সেক'।]
সেক, সেঁক — ব্যথা ইত্যাদিতে লাগানো উত্তাপ। [ঃ নুনের 'সেক'; ঃ 'সেক' দেওয়া।]
সেকসন — ভাগ, বিভাগ। আইনের ধারা।
সেকরা — যে সোনারূপা দিয়া গহনা গড়ে, স্বর্ণকার।
সেকা, সেঁকা — তাপ দেওয়া। তাপ দিয়া ভাজা। তাপে ভাজা হইয়াছে এমন। [ঃ 'সেঁকা' রুটি।]
সেকাল — প্রাচীন কাল।
সেকেণ্ড — মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ। দ্বিতীয়।
সেকেন্দার — আলেকজাণ্ডার।
সেকেলে — প্রাচীন কালের। পুরাতন এবং এখন চল নাই এমন। [ঃ 'সেকেলে' গহনা।]
সেঁকো — ('শেঁকো' দেখ।)
সেক্রেটারিয়েট — সরকারী সেক্রেটারীদের দপ্তর।
সেক্রেটারী — কার্যসম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সম্পাদক, সচিব। **প্রাইভেট সেক্রেটারী** — কাহারও ব্যক্তিগত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, একান্ত সচিব।
সেখান — সেই স্থান।
সেখানকার সেই স্থানের।
সেগুন — একরকম সুপরিচিত কাঠ।
সেঙাত, সেঙ্গাত — ('সাঙাত' দেখ।)
সেচ — সেচন, সিক্ত করণ। কৃষিকার্যের উপযোগী জল সরবরাহ।
সেচক — সেচনকারী।
সেচন — সিক্ত করণ। [ঃ মাঠে জল 'সেচন'।]
সেচা — সেচন করা। পুকুর ইত্যাদি হইতে জল তুলিয়া অন্যত্র ফেলা। [ঃ পুকুর 'সেচা'।]
সেজ — ('সেজো' দেখ।)
সেজদা — (সংক্ষেপে) সেজোদাদা।
সেজন্য, সেজন্যে — সেই কারণে, তাই।

সেঁজুতি — সাঁঝের বাতি, সন্ধ্যাদীপ। সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া একরকম ব্রত যাহা কুমারীরা করে।

সেজো — তৃতীয়, মেজোর পরবর্তী। [ঃ 'সেজো' ছেলে; „ ঃ 'সেজো' ভাই।]

সেঞ্চুরি — ক্রিকেট খেলায় একত্র একশত রান। [ঃ 'সেঞ্চুরি' করা।]

সেট — একসঙ্গে ব্যবহার করিতে হয় এমন কতকগুলি জিনিসের সমষ্টি, প্রস্ত। [ঃ এক 'সেট' গহনা।]

সেট — ঠিকমতো বসানো হইয়াছে এমন। খচিত। [ঃ হীরা 'সেট'-করা আংটি।]

সেণ্ট — সুগন্ধ দ্রব্য, আতর ইত্যাদি।

সেণ্ট — এক ডলারের একশত ভাগের এক ভাগ।

সেণ্ট — সাধু, পীর, সন্ত। [ঃ 'সেণ্ট' পিটর।]

সেতখানা — পায়খানা বা ঐরূপ নোংরা জায়গা।

সেঁতসেতে — ('স্যাঁতসেতে' দেখ।)

সেঁতানো — সাঁতসেতে হওয়া। স্যাঁতসেতে হইয়াছে এমন।

সেতার — বীণা জাতীয় একরকম বাদ্যযন্ত্র।

সেতারী — যে সেতার বাজায়, সেতারবাদক।

সেতু — পুল, সাঁকো।

সেতুবন্ধ — ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপ শ্রেণী। (রামচন্দ্র লঙ্কায় যাইবার জন্য সমুদ্রে যে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন এগুলিকে তাহার অংশ মনে করা হয়।)

সেতুবন্ধন — সেতু-নির্মাণ।

সেথা, সেথায় — (কবিতায়) সেখানে।

সেথাকার — (কবিতায়) সেখানকার।

সেথো — সাথী, সঙ্গী।

সেদিন – নির্দিষ্ট একটি দিন, সেই দিন। অতীত দিন। [ঃ 'সেদিনের' কথা।]

সেদিনকার — সেদিনের।

সেন — নামের বীরত্বব্যঞ্জক অংশ। [ঃ ভীম-'সেন'।] বাঙালী হিন্দুর উপাধি বিশেষ।

সেনা — সৈন্য, যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, ফৌজ।

সেনাদল — সৈন্যবাহিনী, সৈন্যদল।

সেনানায়ক -- সেনানী, সেনাপতি।

সেনাধ্যক্ষ — সেনাপতি।

সেনানিবাস, সেনানিবেশ — সৈন্যদলের ছাউনি।

সেনানী, সেনাপতি — সেনাদলের নায়ক।

সেনাপতিত্ব -- সেনাপতির পদ বা কাজ।

সেনামুখ — সৈন্যদলের অগ্রভাগ।

সেনেট -- ('সিনেট' দেখ।)

সেন্সর -- চিঠিপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী।

সেন্সার — সেন্সর কর্তৃক পরীক্ষা ও অবাঞ্ছিত অংশ বর্জন ইত্যাদি।

সেপাই -- ('সিপাহী' দেখ।)

সেপ্টেম্বর — ইংরেজী বৎসরের নবম মাস।

সেফ্‌টিপিন — একরকম সুপরিচিত তারের কাঁটা যাহা দিয়া জামা ইত্যাদি আটকানো হয়।

সেবক -- যে সেবা করে। পরিচারক, ভৃত্য। স্ত্রী -- **সেবিকা**।

সেবকাধম — অযোগ্যতম সেবক।

সেবন — শরীরের উপকারার্থে ভোজন উপভোগ ইত্যাদি। [ঃ ঔষধ 'সেবন'; ঃ বায়ু 'সেবন'।]

সেবনীয় -- সেবনের উপযুক্ত। যাহা সেবন করিতে হইবে এমন।

সেবা — পরিচর্যা, শুশ্রূষা। [ঃ 'সেবা' করা।] পূজা। [ঃ দেব-'সেবা'।] উপভোগ। [ঃ ইন্দ্রিয়-'সেবা'।]

সেবা — (কবিতায়) সেবা করা। [ঃ 'সেবিল'।]

সেবাদাসী — বৈষ্ণব ইত্যাদির সেবিকা দাসী বা উপপত্নী।

সেবাইত, সেবায়ত, সেবায়েত — দেবতার সেবক, পূজারী। মন্দির দেবত্র সম্পত্তি ইত্যাদির উপস্বত্ব-ভোগকারী।

সেবিত — সেবা করা হইয়াছে এমন। সেবন করা হইয়াছে এমন। বাস করা হইয়াছে এমন, অধ্যুষিত। [ঃ রাক্ষস-'সেবিত'।]

সেবী — যে সেবন করে। যে সেবা করে।

সেব্য — সেবনীয়।

সেমই, সেমাই — ময়দা হইতে প্রস্তুত সুতার মতো একরকম জিনিস যাহা দিয়া পায়স হয়।

সেমিকোলন — একরকম বিরাম চিহ্ন, ;।

সেমিজ — ('শেমিজ' দেখ।)

সেয়ান, সেয়ানা — চালাক, চতুর। বয়স্ক।

সের — এক মণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, ১৬ ছটাক।

সেরকম — সেইরূপ, তেমন।

সেরা — সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা ভালো।

-সেরা, -সেরী — 'এত সের পরিমিত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ পাঁচ-'সেরী' বাটখারা।]

সেরেফ — কেবল।

সেরেস্তা — কার্যালয়, অফিস, দপ্তর।

সেরেস্তাদার — সেরেস্তার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

সেরেস্তাদারি — সেরেস্তাদারের কাজ বা পদ।

সেল — বিক্রয়। নিলামে বিক্রয়। নিলাম।

সেল — কারাগারের অল্প পরিসর কক্ষ।

সেলাই — সূচ ও সুতা দিয়া জোড়া দিবার কাজ। [ঃ 'সেলাই' করা।] ঐরূপ জোড়। [ঃ 'সেলাই' খোলা।]

সেলাখানা — অস্ত্রাগার।

সেলাম — মুসলমানী কায়দায় নমস্কার, ডান হাত কপালে তুলিয়া নমস্কার। **সেলাম-আলেকম** — (আপনার কল্যাণ হউক) নমস্কার।

সেলামি, সেলামী — নজরানা, উপঢৌকন, জমিদার বাড়িওয়ালা ইত্যাদিকে উপহার-স্বরূপ দেয় টাকা।

সেলুলয়েড — কাচের মতো দেখিতে একরকম পদার্থ, যাহা পাইরক্সিলিন ইত্যাদি হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়।

সেলেখানা — ('সেলাখানা' দেখ।)

সেলেট — পাথর বা ঐরকম কোনো জিনিস দিয়া তৈয়ারী শিশুদের লিখিবার উপযোগী ফলক। **সেলেট-পেনসিল** — সেলেটে লিখিবার উপযোগী পাথর বা ঐ ধরনের জিনিস দিয়া তৈয়ারী পেনসিল।

সেসন — সভা আইনসভা ইত্যাদির অধিবেশন। অধিবেশন চলিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়। কলেজ ইত্যাদিতে বার্ষিক শিক্ষাদানের নির্দিষ্ট কাল। ফৌজদারী মোকদ্দমায় জুরী ও জজের মিলিত বৈঠক।

সেহা — খাজনা আদায়ের হিসাব ও তৎসংক্রান্ত খাতা। **সেহানবীশ** — ঐরূপ হিসাব বা হিসাবের খাতা যে রাখে।

সৈকত — নদী সমুদ্র ইত্যাদির বালুকাময় তীর।

সৈনাপত্য — সেনাপতির কাজ বা পদ সেনাপতিত্ব।

সৈনিক — সৈন্য, সেনা, সশস্ত্র যোদ্ধা।

সৈন্ধব — সিন্ধুজাত, সমুদ্র হইতে উৎপন্ন। সিন্ধুদেশীয়। **সৈন্ধব লবণ** —

পাথরের মতো ডেলা-বাঁধা শক্ত একরকম নুন।

সৈন্য — সেনাদল, ফৌজ। [ঃ বৃটিশ 'সৈন্য'।] সৈনিক। [ঃ 'সৈন্য'-দল।]

সৈন্যসামন্ত — অধীনস্থ রাজারা ও সেনাদল।

সৈন্যাধ্যক্ষ — সেনাপতি।

সৈয়দ — (মহম্মদের কন্যা ফতেমার বংশধর) মুসলমানগণের সম্মানজনক বংশগত উপাধি।

সৈরিন্ধ্রী — অপরের বাড়িতে থাকিয়া শিল্পকার্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন স্ত্রীলোক। অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটরাজগৃহে সৈরিন্ধ্রীর কাজে নিযুক্তা দ্রৌপদী।

সোঁ — বায়ু ইত্যাদির বেগ ও দ্রুতগতি সূচক অনুকার। **সোঁ সোঁ** — ক্রমাগত সোঁ শব্দ।

সোজা — বাঁকা নহে এমন, ঋজু, সরল। [ঃ 'সোজা' পথ।] কঠিন নহে এমন, সহজ। [ঃ 'সোজা' অঙ্ক।] কুটিল নহে এমন, সরল, অকপট। [ঃ 'সোজা' কথা।] সটান, সরাসরি। [ঃ 'সোজা' চলে যাবে।]

সোজাসুজি — না বাঁকিয়া, ঋজুভাবে। সরাসরি। খোলাখুলি।

সোঙরা — (প্রাচীন কবিতায়) স্মরণ করা।

সোডা — একরকম ক্ষার। **সোডা-ওয়াটার** — কার্বনিক অ্যাসিডযুক্ত একরকম জল।

সোঁত, সোঁতা — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) স্রোত।

সোৎকণ্ঠ — উৎকণ্ঠাযুক্ত, উদ্‌বিগ্ন।

সোৎসাহ — উৎসাহযুক্ত, উৎসাহিত।

সোদর — সহোদর। স্ত্রী. — **সোদরা**।

সোদরপ্রতিম — সহোদরের মতো। স্ত্রী. — **সোদরপ্রতিমা**।

সোঁদা — শুকনো মাটিতে জল পড়িলে যেরূপ গন্ধ উঠে তাহা।

সোঁদাল — একরকম বড় গাছ যাহাতে ছড়ির মতো ফল ও হলদে রঙের ফুল হয়।

সোনা — একরকম হলদে উজ্জ্বল ধাতু, স্বর্ণ, সুবর্ণ। স্নেহসূচক সম্বোধন। [ঃ 'সোনা' আমার।] পরম আদরের, শান্তশিষ্ট ও গুণবান্। [ঃ 'সোনা' ছেলে।] হলদে রঙের। [ঃ 'সোনা' ব্যাং; ঃ 'সোনা' মুগ।] **সোনা কষা** — কষ্টি পাথরে ঘসিয়া সোনা পরীক্ষা করা। **সোনার** — সুখসম্পদে পূর্ণ। [ঃ 'সোনার' বাংলা; ঃ 'সোনার' লঙ্কা।] গুণবান। **সোনার চাঁদ** — অতিশয় গুণবান্। [ঃ 'সোনার চাঁদ' ছেলে।]

সোনার টুকরা — ('সোনার চাঁদ' দেখ।)

সোনায় সোহাগা — শ্রেষ্ঠ বস্তু বিষয় বা ব্যক্তির সহিত উপযুক্ত বস্তু বিষয় বা ব্যক্তির মিলন।

সোনাদানা — সোনা এবং ঐরূপ মূল্যবান্ জিনিস। [ঃ 'সোনাদানা' কিছুই নাই।]

সোনা ব্যাং — হলদে রঙের এক জাতীয় ব্যাং।

সোনামুখী — একরকম ছোট গাছ ও তাহার পাতা, (ঔষধে লাগে)।

সোনালি, সোনালী — সোনার মতো রঙের, স্বর্ণাভ। সোনার মতো। [ঃ 'সোনালী' রং।]

সোপকরণ — উপকরণযুক্ত।

সোপচার — উপচারযুক্ত।

সোপরন্দ — বিচারের জন্য প্রেরণ। [ঃ দায়রা 'সোপরন্দ' করা।]

সোপাধিক — উপাধিযুক্ত। সগুণ।
সোপান — সিঁড়ি।
সোবেরাত — ('শবেবরাত' দেখ।)
সোভিয়েত, সোভিয়েট — (রুশ ভাষায়) সমিতি, পঞ্চায়েত। কৃষক শ্রমিক ও সৈন্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত সমিতি। ঐরূপ সমিতিগুলির দ্বারা শাসিত। [ঃ 'সোবিয়েত' দেশ।] সংক্ষেপে সোভিয়েট ইউনিয়ন। **সোভিয়েট ইউনিয়ন** — রাশিয়া এবং অন্যান্য সোভিয়েট-শাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত রাষ্ট্র।
সোম — চন্দ্র। সপ্তাহের বারের নাম। বেদে বর্ণিত মাদক লতা বিশেষ।
সোমতীর্থ — প্রভাসতীর্থ।
সোমনাথ — গুজরাটের বিখ্যাত শিববিগ্রহ সুলতান মামুদ যাহা ধ্বংস করেন।
সোমত্ত — (সমর্থ) বয়স্কা, যৌবনপ্রাপ্তা। [ঃ 'সোমত্ত' মেয়ে।]
সোমবার — সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন।
সোমরস — বেদে বর্ণিত সোম নামক লতার রস যাহা প্রাচীন আর্যরা মাদক হিসাবে পান করিতেন।
সোমলতা — বেদে বর্ণিত লতাবিশেষ যাহার রস প্রাচীন আর্যগণ মাদকরূপে ব্যবহার করিতেন।
সোয়াদ — (গ্রাম্য প্রয়োগে) স্বাদ।
সোয়ামী — (গ্রাম্য) স্বামী।
সোয়ার, সোয়ারী — সওয়ার।
সোয়াস্তি — স্বস্তি, নিশ্চিন্ত ভাব।
সোরগোল — ('শোরগোল' দেখ।)
সোরা — ('শোরা' দেখ।)
সোরাই — জলের কুঁজা।
সোলা — একরকম জলজ গাছ ও তাহার হালকা কাঠ।
সোলেনামা — আপোস-নিষ্পত্তি সংক্রান্ত দলিল।
সোল্লাস — উল্লাসযুক্ত, উল্লসিত।
সোসাইটি — সমাজ, সংঘ, সমিতি।
সোস্যালিজ্‌ম্‌ — সমাজতন্ত্রবাদ।
সোস্যালিস্ট — সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত। সমাজতন্ত্রবাদী।
সোঽহং — আমিই তিনি, আমিই ব্রহ্ম।
সোহরত — ('শোহরত' দেখ।)
সোহাগ — আদর।
সোহাগিনী, সোহাগী — আদরিণী।
সোহাগা — একরকম ক্ষার লবণ। **সোহাগার খই** — সোহাগা পোড়াইলে খইয়ের মতো যাহা হয়।
সোহিনী — (প্রাচীন কবিতায়) শোভিনী। একরকম রাগিণী।
সৌকর্য, সৌকর্য্য — সুসাধ্যতা। সুসম্পন্নতা।
সৌকুমার্য, সৌকুমার্য্য — কোমলতা, লালিত্য, সুকুমারত্ব।
সৌক্ষ্ম, সৌক্ষ্ম্য — সূক্ষ্মতা।
সৌখিন — ('শৌখিন' দেখ।)
সৌগত — বৌদ্ধ।
সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য — সৌরভ।
সৌগন্ধিক — গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা।
সৌচিক — যে সূচ দিয়া কাজ করে, সূচিশিল্পী, দরজী।
সৌজন্য — ভদ্রতা, অমায়িকতা, শিষ্ট ব্যবহার।
সৌজাত্য — সংকুলে বা শুভলগ্নে জন্ম।
সৌদামিনী — বিদ্যুৎ, দামিনী, বিজলী।
সৌধ — (মূল অর্থে—সুধা-ধবলিত বা চুনকাম-করা) প্রাসাদ। অট্টালিকা।
সৌধকিরীটিনী — প্রাসাদ যাহার মুকুটের মতো হইয়াছে (স্ত্রী), প্রাসাদ-মুকুটিতা। [ঃ 'সৌধকিরীটিনী' মহা-নগরী।]

সৌধমালা - প্রাসাদশ্রেণী, প্রাসাদের সারি।

সৌধশিখর — প্রাসাদের চূড়া।

সৌধশ্রেণী — প্রাসাদের সারি।

সৌন্দর্য, সৌন্দর্য্য — সুদৃশ্যতা, সুন্দরতা। মনোহারিতা, মনোজ্ঞতা।

সৌন্দর্যতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব - ('নন্দনতত্ত্ব' দেখ।)

সৌন্দর্যময়, সৌন্দর্য্যময় — সৌন্দর্যে পূর্ণ, শোভাময়, সুন্দর।

সৌপ্তিক — সুপ্তি সংক্রান্ত। মহাভারতের একটি পর্ব।

সৌবীর — সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রাচীন একটি রাজ্য।

সৌভদ্র, সৌভদ্রেয় — সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু।

সৌভাগ্য - অদৃষ্টের আনুকূল্য, সুখ-সম্পদ লাভের ভাগ্য, শুভাদৃষ্ট। **সৌভাগ্যক্রমে** - সৌভাগ্যের ফলে ভাগ্যে, ভাগ্যিস।

সৌভাগ্যবান্ — সৌভাগ্যের অধিকারী যাহার ভাগ্য ভালো এমন। স্ত্রী — **সৌভাগ্যবতী**।

সৌভাগ্যশালী — সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যের অধিকারী। স্ত্রী — **সৌভাগ্যশালিনী**।

সৌভ্রাত্র — ভাইদের মধ্যে প্রীতি ও মনের মিল। গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ।

সৌমিত্র, সৌমিত্রি - সুমিত্রার পুত্র, লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্ন।

সৌম্য — শান্ত ও সুন্দর। চন্দ্রের পুত্র বুধ। স্ত্রী — **সৌম্যা**।

সৌম্যদর্শন — দেখিতে শান্ত ও সুন্দর এমন। স্ত্রী - **সৌম্যদর্শনা**।

সৌম্যমূর্তি, সৌম্যমূর্ত্তি — শান্ত ও সুন্দর চেহারা। যাহার চেহারা শান্ত ও সুন্দর।

সৌর — সূর্য সংক্রান্ত।

সৌরজগৎ — সূর্য ও তাহার চারিদিকে ভ্রমণশীল গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি।

সৌরভ — সুবাস, মিষ্ট গন্ধ।

সৌরাষ্ট্র — ভারতের পশ্চিমস্থ একটি প্রদেশ, কাথিয়াবাড়ের রাজ্যসমূহ।

সৌরি — সূর্যপুত্র। যম। শনি।

সৌরিক - সুরা সংক্রান্ত। মদ্যবিক্রেতা।

সৌষ্ঠব — সুগঠনজনিত সৌন্দর্য। [ঃ দেহ 'সৌষ্ঠব'।] সুষ্ঠুতা।

সৌসাদৃশ্য - সুন্দর বা উত্তম সাদৃশ্য।

সৌহার্দ, সৌহার্দ্দ — ('সৌহার্দ্য' দেখ।)

সৌহার্দ্য, সৌহার্দ্দ্য - বন্ধুত্ব, মিত্রতা। সৌজন্য।

সৌহৃদ, সৌহৃদ্য - ('সৌহার্দ্য' দেখ।)

স্কন্দ - কার্তিকেয়, কার্তিক।

স্কন্ধ — কাঁধ। ষাঁড়ের ঝুঁটি। বইয়ের পরিচ্ছেদ। সৈন্যদের বিভাগ। বৃক্ষের কাণ্ড হইতে শাখা বাহির হইবার স্থান।

স্কন্ধাবার -- শিবির, ছাউনি। সৈন্যদল।

স্কলার -- পণ্ডিত ব্যক্তি।

স্কলারশিপ -- লেখাপড়া শেখার জন্য দেয় বৃত্তি।

স্কাউট — চর গোয়েন্দা। বৃটিশ আমলে ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্তিত একরকম সংগঠন। ঐ সংগঠনভুক্ত ছাত্র।

স্কাউটিং -- স্কাউটের কাজ।

স্কি - বরফের উপর দিয়া সবেগে চলিবার উপযোগী সরু ও খুব লম্বা একরকম জুতা যাহা সাধারণত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লোকে ব্যবহার করে। ঐরূপ জুতা পরিয়া দৌড়।

স্কুল — বিদ্যালয়। দর্শন শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়।

স্কেচ — প্রাথমিক রচনা, খসড়া। [ঃ ছবির 'স্কেচ'।] হালকাভাবে রচিত গল্প-

চিত্রাদি।

স্কেট — বরফের উপরে চলার উপযোগী ইস্পাতের তলাওয়ালা একরকম জুতা। ঐরূপ জুতা পরিয়া সবেগে গমন।

স্কেটিং — স্কেট পরিয়া বেগে দৌড়।

স্কেল — মাহিনার আরম্ভ ও বৃদ্ধির নির্দিষ্ট পরিমাণ। মাপিবার জন্য ইঞ্চি ইত্যাদির দাগ দেওয়া কাঠি।

স্কোয়ার — সমচতুর্ভুজ। লম্বায় ও চওড়ায় প্রায় সমান এমন চতুষ্কোণ বেড়াইবার জায়গা। [ঃ কলেজ 'স্কোয়ার'।]

স্ক্রীন — পর্দা। সিনেমার পর্দা। সিনেমা।

স্ক্রু — একরকম পেঁচালো পেরেক, ইস্ক্রুপ।

স্খলন — চ্যুতি, পিছলাইয়া পতন, পতন। [ঃ পদ-'স্খলন'; ঃ বীর্য-'স্খলন'।] অসতর্কতা শৈথিল্য জড়তা ইত্যাদির জন্য ত্রুটি।

স্খলিত — চ্যুত, পতিত, ভ্রষ্ট, খসিয়া পড়িয়াছে এমন, পিছলাইয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ 'স্খলিত' বসন; ঃ 'স্খলিত' পদ।]

স্টক — মজুত মাল ইত্যাদির পরিমাণ। মজুদ। [ঃ 'স্টক' করা।] **স্টক এক্সচেঞ্জ** — শেয়ার বিক্রয়ের বাজার। **স্টক ব্রোকার** — শেয়ারের দালাল।

স্টকিং — মোজা।

স্টকিস্ট — যে বিক্রেতা বহু পরিমাণে মাল সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে।

স্টপেজ — ট্রাম বাস ইত্যাদি থামিবার নির্দিষ্ট জায়গা।

স্টল — ছোট দোকান। সিনেমা-থিয়েটারে বসিবার নির্দিষ্ট স্থান।

স্টাইল — ধরন, ভঙ্গী। [ঃ লেখার 'স্টাইল'।] শৌখিনতা, বিলাসিতা। [ঃ 'স্টাইল' করা।]

স্টাডি — মনোযোগের সহিত পাঠ। পড়িবার ঘর।

স্টার্লিং — ইংলণ্ডে প্রচলিত মুদ্রার নাম।

স্টীম — বাষ্প। [ঃ 'স্টীমে' কাচা।]

স্টীমার — বাষ্পচালিত জাহাজ।

স্টীল — ইস্পাত।

স্টুডিও — চিত্র শব্দ ইত্যাদি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বা স্থান।

স্টেজ — মঞ্চ। রঙ্গমঞ্চ, থিয়েটার। অবস্থার স্তরভেদ।

স্টেডিয়াম — খেলা ইত্যাদি দেখিবার জন্য সুবৃহৎ প্রেক্ষাগার।

স্টেথোস্কোপ — রোগীর বুক ইত্যাদি দেখিবার নলওয়ালা একরকম যন্ত্র।

স্টেন-গান — একজাতীয় বন্দুক।

স্টেট — রাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য।

স্টেনো — (সংক্ষেপে) স্টেনোগ্রাফার।

স্টেনোগ্রাফার — সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে দ্রুত লেখে এমন ব্যক্তি।

স্টেনোগ্রাফি — সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে দ্রুত লিখনের পদ্ধতি।

স্টেশন — রেলগাড়ি ইত্যাদি থামিবার নির্দিষ্ট স্থান। **স্টেশনমাস্টার** — স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

স্টোর, স্টোর্স — বিভিন্ন জাতীয় মাল বিক্রয় হয় এমন দোকান।

স্ট্যান্ড — দাঁড়াইবার বা থামিবার জায়গা। [ঃ বাসের 'স্ট্যান্ড'।]

স্ট্যাম্প — চিঠি দলিল ইত্যাদিতে লাগাইবার টিকিট। সীলমোহর।

স্ট্রাইক — হরতাল, ধর্মঘট, প্রতিবাদসূচক কর্মবিরতি।

স্তন — মাই, পয়োধর, কুচ।

স্তনন — শব্দ, গর্জন।

স্তনন্ধয়, — স্তন্যপায়ী। স্ত্রী. — **স্তনন্ধয়া, স্তনন্ধয়ী**।

স্তনবৃন্ত, স্তনমুখ — স্তনের বোঁটা, চুচুক।

স্তনিত — শব্দিত, গর্জিত। [ঃ সমুদ্র-'স্তনিত' পৃথিবী।]

স্তন্য — স্তনজাত। [ঃ 'স্তন্য' দুগ্ধ।] স্তনদুগ্ধ, মাইদুধ।

স্তন্যপান — মাইদুধ খাওয়া, স্তনদুগ্ধ পান।

স্তন্যপায়ী — শিশুকালে স্তন্যপান করে এমন। [ঃ 'স্তন্যপায়ী' জীব।]

স্তব — দেবতাদির সন্তোষসাধনের জন্য মহিমাকীর্তন, স্তুতি। [ঃ 'স্তব' করা।] স্তুতি করিবার উপযোগী মন্ত্রাদি, স্তোত্র। [ঃ 'স্তব'-পাঠ।]

স্তবক — গুচ্ছ, গোছা, তবক। [ঃ পুষ্প-'স্তবক'।]

স্তবগাথা — স্তুতি করিবার উপযোগী কবিতা।

স্তবন — স্তব করণ, মহিমাকীর্তন।

স্তবস্তুতি — স্তব ও ঐরূপ অন্যান্য কাজ।

স্তব্ধ — জড়ীভূত, নিশ্চল। নীরব গম্ভীর, থমথমে। বি. — **স্তব্ধতা**।

স্তব্ধীভূত — স্তব্ধ হইয়াছে এমন। স্ত্রী. — **স্তব্ধীভূতা**।

স্তম্ভ — থাম, খুঁটি। জড়তা, জড়ীভাব। [ঃ উরু-'স্তম্ভ'।] নিশ্চলতা। দৃঢ়ভাব, কাঠিন্য। নিরোধ,- প্রতিরোধ। খবরের কাগজ ইত্যাদির লেখার অল্প চওড়া সারি, 'কলাম'।

স্তম্ভন — দৃঢ় বা কঠিন অবস্থা প্রাপ্তি। দৃঢ় করণ। মন্ত্রাদির দ্বারা জড়তা সম্পাদন। মদনের পঞ্চবাণের একটি। বিণ. — **স্তম্ভিত**।

স্তম্ভিত — অত্যধিক বিস্ময়ে জড়ীভূত, স্তব্ধ।

স্তর — থাক, থর। শ্রেণী। পর পর উপরে ও নীচে সাজানো মৃত্তিকা ইত্যাদির থাক।

স্তাবক — যে স্তব করে, স্তুতিকারক। (নিন্দায়) খোশামোদকারী, চাটুকার।

স্তাবকতা — (নিন্দায়) খোশামোদ, চাটু।

স্তিমিত — নিশ্চল। আর্দ্র। ক্ষীণ।

স্তুত — যাহার স্তুতি করা হইয়াছে এমন।

স্তুতি — স্তব, মহিমাকীর্তন। (নিন্দায়) খোশামোদ।

স্তুতিপাঠক — যে স্তুতি পাঠ করে, বন্দনাকারী, ভাট।

স্তুতিবাক্য, স্তুতিবাদ — প্রশংসাবাক্য।

স্তুত্য — স্তুতির যোগ্য।

স্তূপ — রাশি, গাদা, ঢিপি, পুঞ্জ। ঢিপির মতো দেখিতে বৌদ্ধ-সমাধি।

স্তূপাকার, স্তূপাকৃতি — জমিয়া স্তূপের মতো হইয়াছে এমন। [ঃ 'স্তূপাকার' হয়ে পড়ে আছে।]

স্তূপীকৃত -- স্তূপে পরিণত, রাশীকৃত।

স্তেন — চোর, তস্কর। [ঃ 'স্তেন'-নিগ্রহ।]

স্তেপ — দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য-এশিয়ার বিশাল সমভূমি।

স্তোক — ঈষৎ, অল্প। মিথ্যা সান্ত্বনা বা আশা।

স্তোকবাক্য — মিথ্যা সান্ত্বনা বা আশা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্তি।

স্তোত্র — স্তবের উপযোগী মন্ত্র বা কবিতা। [ঃ 'স্তোত্র'-পাঠ।]

স্ত্রী — নারী, স্ত্রীলোক। [ঃ 'স্ত্রী'-চরিত্র।] পত্নী, ভার্যা। স্ত্রীজাতীয়, পুরুষ নহে এমন। [ঃ 'স্ত্রী'-লোক; ঃ 'স্ত্রী'-জাতি; ঃ 'স্ত্রী'-সৈনিক।] **স্ত্রী-**

আচার — হিন্দু বিবাহে সধবা স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক বরকন্যাকে লইয়া করণীয় অনুষ্ঠান।

স্ত্রীচরিত্র — মেয়েদের স্বভাব, নারী-চরিত্র।

স্ত্রীচিহ্ন — যোনি, ভগ।

স্ত্রীজাতি — নারীজাতি। সকল মেয়ের সমষ্টি।

স্ত্রীধন — স্ত্রীলোকের নিজস্ব সম্পত্তি।

স্ত্রীধর্ম, স্ত্রীধর্ম্ম — নারীর কর্তব্য। ঋতু, রজঃ।

স্ত্রীরত্ন — দুর্লভা নারী। দুর্লভা পত্নী।

স্ত্রীলিঙ্গ — (ব্যাকরণে) স্ত্রীবাচক শব্দ।

স্ত্রীলোক — মেয়ে, নারী।

স্ত্রীশিক্ষা — মেয়েদের লেখাপড়া, নারী-শিক্ষা।

স্ত্রীসংসর্গ, স্ত্রীসঙ্গম — স্ত্রীর সহিত যৌন মিলন, স্ত্রীসহবাস।

স্ত্রীসুলভ — মেয়েদের মতো, মেয়েলী, নারীসুলভ।

স্ত্রীস্বাধীনতা — স্ত্রীলোকের পুরুষের সহিত সমান অধিকারলাভ, পুরুষের অধীনতা হইতে স্ত্রীলোকের মুক্তি।

স্ত্রৈণ — স্ত্রীর বশীভূত। বি. — **স্ত্রৈণতা**।

-স্থ — 'ইহাতে আছে' বা 'স্থিত' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ দেহ-'স্থ'।] স্ত্রী. — **-স্থা**।

স্থগিত — সাময়িকভাবে বন্ধ, মুলতবী। [ঃ কাজ 'স্থগিত' রাখা।]

স্থণ্ডিল — যজ্ঞের জন্য নির্মিত চত্বর বা বেদী, যজ্ঞভূমি।

স্থপতি — গৃহনির্মাণকারী, রাজমিস্ত্রী।

স্থপতিবিজ্ঞান, স্থপতিবিদ্যা — স্থপতির কাজ সংক্রান্ত কলাকৌশল ও জ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা।

স্থবির — অতি বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত। স্ত্রী. — **স্থবিরা**। বি. — **স্থবিরতা, স্থবিরত্ব**।

স্থল — স্থান, জায়গা, ভূমি। [ঃ বন-'স্থল'; ঃ কর্ম-'স্থল'।] ডাঙা, জলমগ্ন নহে এমন স্থান। [ঃ 'স্থল'-ভাগ।] বিষয়, অবস্থা, ব্যাপার, ক্ষেত্র। [ঃ এরূপ 'স্থলে'।] কাজ, পদ। [ঃ তাঁহার 'স্থলে'।]

স্থলচর — ডাঙায় চলাফেরা বা বাস করে এমন। [ঃ 'স্থলচর' প্রাণী।]

স্থলজ — ডাঙায় জন্মে এমন। (তুঃ 'জলজ'।)

স্থলপথ — ডাঙা দিয়া যাওয়া যায় এমন রাস্তা। (তুঃ 'জলপথ'।)

স্থলপদ্ম — একরকম জবাজাতীয় গোলাপী ফুল ও তাহার গাছ।

স্থলবর্তী, স্থলবর্ত্তী — অন্যের পরিবর্তে নিযুক্ত। ডাঙায় আছে এমন। স্ত্রী. — **স্থলবর্তিনী, স্থলবর্ত্তিনী**।

স্থলাভিষিক্ত — সম্মানজনক পদে অপরের পরিবর্তে নিযুক্ত।

স্থলী — স্থল, স্থান। [ঃ বন-'স্থলী'।]

স্থলীয় — স্থল সংক্রান্ত।

স্থাণু — খুঁটা, থাম। শাখাহীন বৃক্ষ, গাছের গুঁড়ি। [ঃ 'স্থাণু'-বৎ স্থির।] মহাদেব, শিব। উইঢিপি। নিশ্চল।

স্থাণ্বীশ্বর — ('থানেশ্বর' দেখ।)

স্থাতব্য — থাকিবার উপযুক্ত, যাহা থাকা উচিত এমন।

স্থাতা — যে থাকে, অবস্থানকারী।

স্থান — জায়গা, ঠাঁই। অবস্থানের জায়গা, ভবন, গৃহ। [ঃ দেব-'স্থান'।] **স্থল**। [ঃ ই-কারের 'স্থানে' এ-কার।]

স্থানচ্যুত — স্থানভ্রষ্ট, কোনও জায়গা হইতে অপসারিত বা পতিত। বি. — **স্থানচ্যুতি**। স্ত্রী. — **স্থানচ্যুতা**।

স্থানত্যাগ — কোনও জায়গা হইতে প্রস্থান।

স্থানমাহাত্ম্য — কোনও স্থানের অলৌকিক শক্তি বা প্রভাব।

স্থানান্তর — অন্য স্থান। [ঃ 'স্থানান্তরে' গমন।]

স্থানান্তরিত — অন্য স্থানে নীত বা প্রেরিত।

স্থানাভাব — জায়গার অভাব।

স্থানিক — স্থান সংক্রান্ত। [ঃ 'স্থানিক' দূরত্ব।]

স্থানীয় — নিকটবর্তী স্থানের। [ঃ 'স্থানীয়' লোক; ঃ 'স্থানীয়' ব্যাপার।] সদৃশ, মতো। [ঃ পিতৃ-'স্থানীয়'।] স্থান সংক্রান্ত, স্থানিক। বি. — **স্থানীয়তা**। স্ত্রী. — **স্থানীয়া**।

স্থানেশ্বর — ('থানেশ্বর' দেখ।)

স্থাপক — যে স্থাপন করে, প্রতিষ্ঠাতা। স্ত্রী. — **স্থাপিকা**।

স্থাপত্য — স্থপতির কাজ, গৃহনির্মাণ-শিল্প।

স্থাপত্যবিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা — 'স্থপতি বিজ্ঞান' দেখ।

স্থাপন, স্থাপনা — রাখা, রক্ষণ, অর্পণ। [ঃ মস্তকে 'স্থাপন'।] প্রতিষ্ঠিত করণ। [ঃ রাজ্য-'স্থাপন'; ঃ মন্দির-'স্থাপন'।]

স্থাপনীয় — স্থাপনের উপযুক্ত। স্থাপন করিতে হইবে এমন।

স্থাপয়িতা — স্থাপনকারী, স্থাপক। স্ত্রী. — **স্থাপয়িত্রী**।

স্থাপিত — স্থাপন করা হইয়াছে এমন, রক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী. — **স্থাপিতা**।

স্থাপ্য — ('স্থাপনীয়' দেখ।)

স্থাবর — গতিহীন, চলিতে পারে না এমন। [ঃ 'স্থাবর'-জঙ্গম।] অন্যত্র সরানো যায় না এমন। [ঃ 'স্থাবর' সম্পত্তি।]

স্থায়িতা, স্থায়িত্ব — স্থায়ী হইবার গুণ ভাব বা অবস্থা।

স্থায়িভাব — (অলংকারশাস্ত্রে) কাব্য নাটক ইত্যাদিতে পাঠক দর্শক বা শ্রোতার মনে সর্বাপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী হয় বা প্রাধান্য লাভ করে এমন ভাব। **স্থায়িভাবে** — সুদীর্ঘকাল ধরিয়া।

স্থায়ী — দীর্ঘকাল থাকে এমন। স্থিতিশীল।

স্থালী — হাঁড়ি, থালা।

স্থিত — আছে এমন, বর্তমান, বিদ্যমান, অবস্থিত। স্থির। স্ত্রী. — **স্থিতা**।

স্থিতি — থাকা, অবস্থান। স্থিরতা। স্থায়িত্ব।

স্থিতিশীল — যাহা স্বভাবতঃ স্থিরভাবে থাকে বা স্থায়ী হয় এমন। বি. — **স্থিতিশীলতা**।

স্থিতিস্থাপক — প্রসারিত বক্র পিষ্ট ইত্যাদি করিবার পর পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এমন। [ঃ রবারের মতো 'স্থিতিস্থাপক'।] বি. — **স্থিতিস্থাপকতা**।

স্থির — গতিহীন, নিশ্চল। অচঞ্চল। [ঃ 'স্থির' দৃষ্টি।] নির্দিষ্ট, নির্ধারিত। [ঃ দিন 'স্থির' করা।] ধীর, শান্ত। অটল, দৃঢ়। [ঃ 'স্থির' বিশ্বাস।] বি — **স্থিরতা**। স্ত্রী. — **স্থিরা**।

স্থিরনিশ্চয় — সংকল্পে অটল, দৃঢ়-সংকল্প। স্থির সংকল্প।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ — প্রতিজ্ঞায় অটল, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

স্থিরমতি — যাহার স্বভাব ও বুদ্ধিতে স্থিরতা ও শান্ত ভাব আছে এমন।

স্থিরযৌবন — যাহার যৌবন সহজে বিনষ্ট হয় না এমন। স্ত্রী. — **স্থিরযৌবনা**।
স্থিরীকৃত — স্থির করা হইয়াছে এমন, নির্ধারিত।
স্থূল — মোটা। [ঃ 'স্থূল'-কায়।] সূক্ষ্ম বা তীক্ষ্ম নহে এমন। [ঃ 'স্থূল' বুদ্ধি।] অমার্জিত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। [ঃ 'স্থূল' দেহ।] বি. — **স্থূলতা, স্থূলত্ব**।
স্থূলকায় — যাহার দেহ মোটা এমন। স্ত্রী. — **স্থূলকায়া**।
স্থূলকোণ — (জ্যামিতিতে) সমকোণের অপেক্ষা বড় কোণ।
স্থূলদেহ — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রক্তমাংস ইত্যাদি দিয়া গঠিত দেহ। মোটা শরীর। যাহার শরীর মোটা এমন।
স্থূলবুদ্ধি — যাহার বুদ্ধি মোটা এমন, নির্বোধ, বোকা। বুদ্ধির অভাব, মোটা বুদ্ধি, নির্বুদ্ধিতা।
স্থূলোদর — মোটা পেট, ভুঁড়ি। যাহার পেট মোটা এমন, ভুঁড়িওয়ালা। স্ত্রী. — **স্থূলোদরা**।
স্থৈর্য, স্থৈর্য্য — স্থিরতা।
স্থৌল্য — স্থূলতা, স্থূলত্ব।
স্নাত — স্নান করিয়াছে এমন। ধৌত, সিক্ত। [ঃ শিশির-'স্নাত'।] স্ত্রী. — **স্নাতা**।
স্নাতক — (প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায়) যে শিক্ষাশেষে ব্রহ্মচর্য সমাপন সূচক স্নান করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট।
স্নাতকোত্তর — স্নাতক হইবার পরবর্তী। পোস্ট-গ্রাজুয়েট।
স্নান — নাওয়া, অবগাহন, সর্বাঙ্গ ধৌত করণ।
স্নানযাত্রা — জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত জগন্নাথের স্নানোৎসব।
স্নানাগার — স্নানের ঘর, নাহিবার ঘর, 'বাথরুম'।
স্নানীয় — স্নান সংক্রান্ত। স্নানের উপযোগী। স্নানের উপকরণ।
স্নাপক — যে স্নান করায়।
স্নায়ী — যে স্নান করে।
স্নায়বিক — স্নায়ু সংক্রান্ত।
স্নায়ু — দেহময় ছড়াইয়া আছে এমন অতি সূক্ষ্ম শিরা, 'নার্ভ'।
স্নায়ুশূল — স্নায়ুর একরকম বেদনা, 'নিউর্যালজিয়া'।
স্নিগ্ধ — শীতল করে এমন। শীতল। কোমল। স্নেহযুক্ত, তৈলাক্ত। মসৃণ। স্ত্রী. — **স্নিগ্ধা**। বি. — **স্নিগ্ধতা**।
স্নুষা — পুত্রবধূ।
স্নেহ — ভালোবাসা, মমতা, আদর। [ঃ 'স্নেহ' করা।] **স্নেহের** — প্রিয়, আদরের।
স্নেহ — খাদ্যের তৈলজাতীয় উপাদান।
স্নেহবান্ — যে স্নেহ করে, যে আদর করে। স্ত্রী. — **স্নেহবতী**।
স্নেহভাজন — স্নেহের যোগ্য, স্নেহের পাত্র।
স্নেহভাজনেষু — স্নেহভাজনকে লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ।
স্নেহশীল — ভালোবাসা যাহার স্বভাব এমন। স্ত্রী. — **স্নেহশীলা**।
স্নেহাস্পদ — স্নেহভাজন, স্নেহের পাত্র।
স্নেহাস্পদেষু — স্নেহভাজন ব্যক্তিকে লিখিত পত্রের আরম্ভিক পাঠ।
স্নো — একরকম স্নিগ্ধ প্রসাধন দ্রব্য যাহা মুখে মাখে। [ঃ 'স্নো' পাউডার মাখা।]
স্পন্দ — স্পন্দন।
স্পন্দন — ঈষৎ কম্পন, স্ফুরণ। ক্রমাগত পর্যায়ক্রমে গতি ও বিরাম। [ঃ হৃৎ-

'স্পন্দন'।] বিণ. — **স্পন্দিত**।

স্পন্দমান — স্পন্দিত হইতেছে এমন, কম্পমান।

স্পর্ধা, স্পর্দ্ধা — ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুঃসাহস।

স্পর্ধিত, স্পর্দ্ধিত — স্পর্ধাপূর্ণ, উদ্ধত ও দুঃসাহসিক। স্ত্রী. — **স্পর্ধিতা, স্পর্দ্ধিতা**।

স্পর্ধী, স্পর্দ্ধী — যে স্পর্ধা করে। স্ত্রী. — **স্পর্ধিনী, স্পর্দ্ধিনী**।

স্পর্শ — ছোঁয়া, ঈষৎ সংলগ্ন ভাব। ত্বকের অনুভবশক্তি। গ্রহণ আরম্ভ। সংসর্গ, সঙ্গ।

স্পর্শক — (জ্যামিতিতে) বৃত্তের পরিধিকে স্পর্শ করে কিন্তু ছেদ করে না এমন সরলরেখা।

স্পর্শক্রামক, স্পর্শক্রামী — স্পর্শের দ্বারা সংক্রমণ ঘটে এমন, ছোঁয়াচে।

স্পর্শন — স্পর্শ করণ।

স্পর্শনীয় — স্পর্শ করা যায় বা স্পর্শ করা উচিত এমন।

স্পর্শবর্ণ — (ব্যাকরণে) কণ্ঠ্য বর্ণ, ক হইতে ম পর্যন্ত বর্ণ।

স্পর্শমণি — কল্পিত পাথর যাহা ছোঁয়াইলে অন্য সকল বস্তু সোনায় পরিণত হয়, পরশ পাথর।

স্পর্শা — (কবিতায) স্পর্শ করা। [ঃ 'স্পর্শিবে'।]

-স্পর্শী — 'স্পর্শ করে' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃগগন-স্পর্শী'।]

স্পর্শেন্দ্রিয় — স্পর্শের দ্বারা জানিতে পারে এমন ইন্দ্রিয়, ত্বক্।

স্পষ্ট — ব্যক্ত, প্রকাশিত। সহজে দেখা বা বোঝা যায এমন। অকপট, খোলাখুলি। [ঃ 'স্পষ্ট' জানিয়ে দিলাম।] বি. — **স্পষ্টতা**।

স্পষ্টবক্তা — ('স্পষ্টবাদী' দেখ।)

স্পষ্টবাদী — যে অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা বলে, স্পষ্টবক্তা। স্ত্রী. — **স্পষ্টবাদিনী**। বি. — **স্পষ্টবাদিতা**।

স্পষ্টভাষী — ('স্পষ্টবাদী' দেখ।) স্ত্রী — **স্পষ্টভাষিণী**।

স্পিরিট — সহজে উবিয়া যায় এবং জ্বলিয়া উঠে এমন একরকম তরল জিনিস, অ্যালকোহল, সুরাসার।

স্পীকার — বক্তা। আইনসভার সভাপতি, সভাপাল।

স্পৃশ্য — যাহা বা যাহাকে ছোঁয়া যায় এমন, স্পর্শযোগ্য। বি. — **স্পৃশ্যতা**।

স্পৃষ্ট — স্পর্শ করা হইয়াছে এমন।

স্পৃহনীয় — কাম্য, অভীষ্ট।

স্পৃহা — ইচ্ছা, কামনা, বাঞ্ছা।

স্পেন — দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের একটি দেশ।

স্পেনিয়ার্ড — স্পেনের অধিবাসী।

স্পেনীশ — স্পেন সংক্রান্ত। স্পেনে উৎপন্ন। স্পেনের ভাষা।

স্প্রিং — স্থিতিস্থাপক গুণযুক্ত ইস্পাতের একরকম পাকানো তার। [ঃ 'স্প্রিং'-য়ের গদি, ঃ ঘড়ির 'স্প্রিং'।]

স্ফটিক — একরকম স্বচ্ছ বর্ণহীন পাথর, ফটিক।

স্ফটিকাধার — স্ফটিকের তৈয়ারী পাত্র।

স্ফটকারি — ফটকিরি।

স্ফাটিক — স্ফটিকনির্মিত, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।

স্ফিংস — মিশরের বিখ্যাত পাথরের মূর্তি যাহার খানিকটা মানুষের মতো ও খানিকটা সিংহের মতো।

স্ফীত — ফুলিয়া উঠিয়াছে এমন। [ঃ 'স্ফীত' বক্ষ।] বি. — **স্ফীতি**।

স্ফুট — বিদ্ধ, ফুটানো। [ঃ দন্ত-'স্ফুট' করা।] বিকশিত।

স্ফুটন — বিকাশ। [ঃ 'স্ফুটনোন্মুখ'।] উত্তাপ লাগায় তরল বস্তু হইতে বুদ্‌বুদ নিঃসারণ।
স্ফুটনাঙ্ক — তপ্ত হইবার পরিমাণ যাহাতে তরল দ্রব্য ফুটিয়া উঠে।
স্ফুটিত — বিকশিত। উত্তাপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন।
স্ফুরণ — কম্পন। দীপ্তি। প্রকাশ। [ঃ বাক্য-'স্ফুরণ'।]
স্ফুরিত — কম্পিত। [ঃ 'স্ফুরিতাধর'।] দীপ্ত। প্রকাশিত, উচ্চারিত।
স্ফুরিতাধর — কম্পিত ঠোঁট। যাহার ঠোঁট কাঁপিতেছে এমন। স্ত্রী. — **স্ফুরিতাধরা**।
স্ফুলিঙ্গ আগুনের ফুলকি, অগ্নিকণা।
স্ফুর্ত, স্ফূর্ত্ত — বিকাশপ্রাপ্ত। প্রকাশিত। [ঃ স্বতঃ-স্ফূর্ত।]
স্ফূর্তি, স্ফূর্ত্তি — স্ফুরণ, বিকাশ। প্রকাশ। [ঃ বাক্য-'স্ফূর্তি'।] আনন্দ, আমোদ, ফুর্তি।
স্ফোট — ফাটার শব্দ।
স্ফোটক — ফোড়া, ব্রণ।
স্ফোটন — ফাটানো, বিদারণ। মটকানো, ফট ফট বা মট মট শব্দ করণ। [ঃ অঙ্গুলি-'স্ফোটন'।]
স্ফোটনী — যে যন্ত্র ফুটাইয়া ছিদ্র করা যায়।
স্মর — প্রেমের দেবতা, মদন।
স্মরণ — অতীত বিষয় সম্পর্কে চিন্তা, স্থায়ী জ্ঞান বা ধারণা, স্মৃতি। **স্মরণ করা** — অতীত বিষয় মনে আনা। **স্মরণ থাকা** — ভুলিয়া না যাওয়া, মনে রাখা। **স্মরণ হওয়া** — অতীত বিষয় মনে উদয় হওয়া, মনে পড়া।
স্মরণশক্তি — মনে রাখিবার শক্তি, স্মৃতিশক্তি।
স্মরণাতীত — মনে পড়ে না এমন প্রাচীন। [ঃ 'স্মরণাতীত' কাল।]
স্মরণীয় — মনে রাখার যোগ্য। যাহা বা যাহাকে মনে রাখা উচিত এমন। [ঃ 'স্মরণীয়' ঘটনা।] স্ত্রী. — **স্মরণীয়া**। [ঃ চির-'স্মরণীয়া'।]
স্মরহর, স্মরারি — মদনের বিনাশকর্তা, শিব, মহাদেব।
স্মর্তব্য, স্মর্ত্তব্য — স্মরণীয়, স্মরণযোগ্য।
স্মারক — যে বা যাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। [ঃ থিয়েটারের স্মারক' বা প্রম্পটার; ঃ 'স্মারক'-লিপি।]
স্মার্ত, স্মার্ত্ত — স্মৃতিশাস্ত্র সংক্রান্ত। স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত।
স্মিত — ঈষৎ হাস্য। [ঃ 'সস্মিত'।] ঈষৎ হাস্যযুক্ত। [ঃ 'স্মিত' মুখে।] ঈষৎ, মৃদু। [ঃ 'স্মিত' হাস্য।]
স্মৃত মনে আছে বা মনে পড়িয়াছে এমন।
স্মৃতি — স্মরণ। স্মরণশক্তি। প্রাচীন কালের ভারতীয় ধর্ম ও সমাজনীতি সংক্রান্ত পুস্তক, স্মৃতিশাস্ত্র।
স্মৃতিকর্তা, স্মৃতিকর্ত্তা, স্মৃতিকার — স্মৃতিশাস্ত্রের রচয়িতা।
স্মৃতিচিহ্ন — স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উপযোগী চিহ্ন।
স্মৃতিপট — মন যাহাতে অতীত বিষয় লিখিত বা অঙ্কিত হইয়া থাকে মনে করা হয়।
স্মৃতিপথ — মন যাহা দিয়া অতীত বিষয় আসে বা উদিত হয় মনে করা হয়।
স্মৃতিবার্ষিকী — মৃত ব্যক্তির স্মরণে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক উৎসব।
স্মৃতিভ্রংশ — স্মৃতিশক্তির নাশ, স্মৃতি-লোপ।

স্মৃতিমন্দির — কোনও মৃত ব্যক্তির স্মরণে নির্মিত গৃহ।

স্মৃতিরক্ষা — কোনও মৃত ব্যক্তিকে যাহাতে লোকে ভুলিয়া না যায় তাহার জন্য চেষ্টা বা ব্যবস্থা।

স্মৃতিলোপ — স্মরণশক্তির নাশ, স্মৃতি-ভ্রংশ।

স্মৃতিশক্তি — মনে রাখিবার ক্ষমতা, স্মরণশক্তি।

স্মৃতিশাস্ত্র — ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ।

স্মৃতিস্তম্ভ — স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্মিত থাম।

স্মের — স্মিত।

স্যন্দ — ক্ষরণ।

স্যন্দন — রথ।

-স্যন্দী — 'যাহা হইতে ঝরিয়া পড়ে বা ক্ষরিত হয়' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ মধু-স্যন্দী'।] স্ত্রী. — **-স্যন্দিনী**।

স্যমন্তক — পুরাণে বর্ণিত মণি যাহা শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করিতেন।

স্যাণ্ডেল — একরকম ফিতা-লাগানো চটি।

স্যাঁৎস্যাঁৎ, স্যাঁতস্যাঁত — ঈষৎ ভিজা বা সরস ভাব সূচক অনুকার। [ঃ মেঝেটা 'স্যাঁতস্যাঁত' করছে।]

স্যাঁতসেঁতে — স্যাঁতস্যাঁত করে এমন, ভিজা ভাবযুক্ত। [ঃ 'স্যাঁতসেঁতে' মেঝে।]

স্যাম্পল — নমুনা।

স্যার — সম্মানসূচক সম্বোধন, মহাশয়। শিক্ষকের প্রতি সম্বোধন। শিক্ষক। বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান-সূচক উপাধি।

স্যালাড — কাঁচা শাকসবজির টুকরা ইত্যাদি যাহা চপ কাটলেট ইত্যাদির সহিত খায়।

স্যালিউট, স্যালুট — সামরিক কায়দায় অভিবাদন, সামরিক সেলাম।

স্যূত — সেলাই করা হইয়াছে এমন, গ্রথিত।

স্রংস, স্রংসন — স্খলন, বিচ্যুতি।

স্রক্ — ফুলের মালা। [ঃ 'স্রক্'-চন্দন।]

স্রষ্টা — সৃজনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, ভগবান্। রচয়িতা। [ঃ কাব্যের 'স্রষ্টা'।]

স্রস্ত — স্খলিত, খসিয়া পড়িয়াছে এমন। [ঃ 'স্রস্ত' বাস।]

স্রস্তবাস — শিথিল বসন। যাহার কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছে এমন। স্ত্রী. — **স্রস্তবাসা**।

স্রাব — ক্ষরণ, তরল বা ঈষৎ তরল বস্তুর নিঃস্রাবণ। [ঃ রক্ত-'স্রাব'; ঃ গর্ভ-'স্রাব'।]

স্রুত — ক্ষরিত, গলিত, ঝরানো হইয়াছে এমন। বি. — **স্রুতি**।

স্রেফ — ('সেরেফ' দেখ।)

স্রোত — প্রবাহ, বহিয়া যায় এমন বস্তু, বহিয়া যাইবার বেগ। [ঃ দেল 'স্রোত'; ঃ কাল 'স্রোত'; ঃ 'স্রোতের' মুখে।]

স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী — নদী।

স্লিপার — একরকম ফিতা-লাগানো হালকা চটি, স্যাণ্ডেল।

স্লেট — ('সেলেট' দেখ।)

স্লো — দ্রুত বা ঠিকমতো চলে না এমন, মন্থর। [ঃ ঘড়ি 'স্লো' আছে।] মন্থরভাবে, আস্তে। [ঃ ঘড়ি 'স্লো' যাচ্ছে।]

স্লোগান — দাবী ইত্যাদি সম্পর্কে উচ্চারিত ধ্বনি। [ঃ 'স্লোগান' দেওয়া।]

স্ব — স্বয়ং, নিজে। [ঃ 'স্ব'-গত।]

যাহাতে অধিকার আছে এমন বস্তু। [ঃ পর-'স্ব'; সর্ব-'স্ব'।] নিজের, অপরের নহে এমন। [ঃ 'স্ব'-দেশ; ঃ 'স্ব'-হস্ত।] **স্ব স্ব**— নিজ নিজ। [ঃ 'স্ব স্ব' গৃহে প্রত্যাবর্তন।]

স্বকীয় — নিজের, স্বীয়, আপন, অপরের নহে এমন।

স্বকীয়তা — নিজের বৈশিষ্ট্য, অপরের নাই এমন গুণ।

স্বকীয়া — নিজের স্ত্রী। (তুঃ 'পরকীয়া'।)

স্বকুল — নিজের বংশ বা গোত্র। [ঃ 'স্বকুলে' বিবাহ।]

স্বকৃত — নিজে করিয়াছে এমন নিজের দ্বারা কৃত। [ঃ 'স্বকৃত' অপরাধ।]

স্বকৃতভঙ্গ — যে কুলীন নিজে কুলপ্রথা ভঙ্গ করিয়াছে।

স্বখাত — নিজে খুঁড়িয়াছে এমন। [ঃ 'স্বখাত' সমাধি।] **স্বখাত সলিল** — নিজের খোড়া জলাশয়ের জল। [ঃ 'স্বখাত সলিলে' ডুবিয়া মরা।]

স্বগত — আত্মগত অপরের উদ্দেশে নহে এমন।

স্বগতোক্তি — আপন মনে বলা কথা, অপরের উদ্দেশ্যে বলা হয় নাই এমন উক্তি। (নাটকে) পাত্রপাত্রীর উক্তি যাহা পাত্রপাত্রী আপন মনে ভাবিতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

স্বগৃহ — নিজের বাড়ি, নিজগৃহ।

স্বচ্ছ — যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় বা যাহাতে দৃষ্টি ব্যাহত হয় না এমন। [ঃ 'স্বচ্ছ' কাচ।] যাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে এমন, অত্যন্ত নির্মল। [ঃ 'স্বচ্ছ' জল।] বি. — **স্বচ্ছতা**।

স্বচ্ছন্দ — বাধাহীন, স্বাধীন। [ঃ 'স্বচ্ছন্দ' গতি।] নিরুদ্‌বেগ, নিশ্চিন্ত। [ঃ 'স্বচ্ছন্দ' মনে।] **স্বচ্ছন্দে** — নিশ্চিন্তভাবে, নিরুদ্‌বেগে। [ঃ 'স্বচ্ছন্দে' যেতে পারেন।]

স্বচ্ছন্দচিত্ত — যাহার মনে উদ্‌বেগ নাই এমন। নিশ্চিন্ত মন।

স্বজন — আত্মীয়, আপনার লোক।

স্বজনপ্রীতি — আত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা বা পক্ষপাত।

স্বজাতি — নিজের জাতি। স্বজাতীয়। [ঃসে আমার 'স্বজাতি'।]

স্বজাতিদ্রোহ — নিজের জাতির বিরোধিতা।

স্বজাতিদ্রোহী — যে নিজের জাতির বিরোধিতা করে।

স্বজাতিপ্রেম — নিজের জাতির প্রতি ভালোবাসা।

স্বজাতীয় — নিজের জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বি. - **স্বজাতীয়তা**।

স্বতঃ — নিজ হইতে, আপনা হইতে।

স্বতঃপ্রবৃত্ত — স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত, আপনা হইতে কার্যে রত বা নিযুক্ত।

স্বতঃসিদ্ধ — যাহার সত্যতা বিনা প্রমাণেই স্বীকৃত ও উপলব্ধ হয় এমন।

স্বতঃস্ফূর্ত, স্বতঃস্ফূর্ত্ত — আপনা হইতে প্রকাশিত, চেষ্টার দ্বারা করা হয় নাই এমন। বি. — **স্বতঃস্ফূর্তি, স্বতঃস্ফূর্ত্তি**।

স্বতন্ত্র — যে অপরের অধীন নহে এমন, স্বাধীন। পৃথক, আলাদা।

স্বতন্ত্রতা — স্বাধীন বা পৃথক ভাব, স্বাতন্ত্র্য।

স্বত্ব — মালিকানা, ভোগ-দখল ইত্যাদির অধিকার।

স্বত্বাধিকার — মালিকানা, মালিকের অধিকার।

স্বত্বাধিকারী — মালিক। স্ত্রী. — **স্বত্বাধিকারিণী**।

স্বদেশ — নিজের দেশ, জন্মভূমি।
স্বদেশদ্রোহ — নিজের দেশের প্রতি শত্রুতা, স্বদেশের ক্ষতি করিবার চেষ্টা।
স্বদেশদ্রোহী — যে নিজের দেশের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করে। স্ত্রী. — **স্বদেশদ্রোহিণী**।
স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম — নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা, দেশপ্রেম।
স্বদেশপ্রেমিক, স্বদেশবৎসল — নিজের দেশকে যে ভালোবাসে, দেশপ্রেমিক।
স্বদেশবাসী — নিজের দেশের অধিবাসী। স্ত্রী. — **স্বদেশবাসিনী**।
স্বদেশসেবক, স্বদেশসেবী — যে নিজের দেশের সেবা করে। স্ত্রী. — **স্বদেশসেবিকা, স্বদেশসেবিনী**।
স্বদেশহিতৈষণা — নিজের দেশের হিত করিবার চেষ্টা।
স্বদেশহিতৈষী — নিজের দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। বি. — **স্বদেশহিতৈষিতা**। স্ত্রী. — **স্বদেশহিতৈষিণী**।
স্বদেশানুরাগ — দেশপ্রেম, নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা।
স্বদেশানুরাগী — যে নিজের দেশকে ভালোবাসে। স্ত্রী. — **স্বদেশানুরাগিণী**।
স্বদেশী — নিজের দেশে উৎপন্ন। [ঃ 'স্বদেশী' জিনিস।] স্বদেশবাসী। স্ত্রী. — **স্বদেশিনী**। [ঃ 'স্বদেশিনী' ও বিদেশিনী।] **স্বদেশী আন্দোলন** -- বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও কেবল স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন।
স্বধর্ম, স্বধর্ম্ম — নিজের ধর্ম। নিজস্ব প্রকৃতি।
স্বধর্মত্যাগী, স্বধর্ম্মত্যাগী — যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। স্ত্রী. — **স্বধর্মত্যাগকারিণী, স্বধর্ম্মত্যাগকারিণী**।
স্বধর্মভ্রষ্ট, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট — নিজের ধর্ম হইতে বিচ্যুত। স্ত্রী. — **স্বধর্মভ্রষ্টা, স্বধর্ম্মভ্রষ্টা**।
স্বন, স্বনন — শব্দ, ধ্বনি।
স্বনাম — নিজের নাম। [ঃ 'স্বনামে' কিংবা বেনামে।
স্বনামখ্যাত, স্বনামধন্য — নিজ নামে সুপরিচিত, সুবিখ্যাত। স্ত্রী. -- **স্বনামখ্যাতা, স্বনামধন্যা**।
স্বনিত — ধ্বনিত, শব্দিত।
স্বপক্ব — নিজের হাতে রাঁধা।
স্বপক্ষ — নিজের পক্ষ, নিজের দল। [ঃ 'স্বপক্ষের' লোক।] নিজেকে সমর্থন। [ঃ 'স্বপক্ষে' কিছু বলা।]
স্বপক্ষীয় — নিজের দলের অন্তর্ভুক্ত।
স্বপন — (কবিতায় বা কথ্য প্রয়োগে) স্বপ্ন।
স্বপনচারী -- যে স্বপ্নে আসিয়া দেখা দেয়। স্ত্রী. — **স্বপনচারিণী**।
স্বপাক -- নিজের হাতে রান্না।
স্বপ্ন — নিদ্রাবস্থায় মানসিক ক্রিয়ার ফলে দেখা দৃশ্য ও ঘটনাদি। [ঃ 'স্বপ্ন' দেখা।] ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনা। [ঃ এই আমার 'স্বপ্ন'।] **স্বপ্নের অগোচর, স্বপ্নের অতীত** -- সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত, কল্পনার অতীত। **স্বপ্নে না ভাবা** — কল্পনা না করা। **দিবা-স্বপ্ন** — অবান্তর কল্পনা। দিনের বেলাকার স্বপ্ন।
স্বপ্নচারিতা — একরকম রোগ যাহাতে রোগী ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায়।
স্বপ্নচারী — যে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায়।
স্বপ্নতত্ত্ব — স্বপ্ন সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
স্বপ্নতাত্ত্বিক — স্বপ্নতত্ত্ব সংক্রান্ত। স্বপ্নতত্ত্বে পণ্ডিত।

স্বপ্নদোষ — একরকম রোগ যাহাতে রোগী যৌন মিলনাদি সম্পর্কে স্বপ্ন দেখে ও ফলে শুক্রস্খলন ঘটে।
স্বপ্নরাজ্য — অবাস্তব জগৎ, কল্পনার জগৎ।
স্বপ্নলব্ধ — স্বপ্নে পাওয়া, স্বপ্নে জানিতে পারা গিয়াছে এমন।
স্বপ্নাদেশ — স্বপ্নে পাওয়া দেবতার নির্দেশ।
স্বপ্নাদ্য — স্বপ্নমূলক। স্বপ্নলব্ধ।
স্বপ্নাবস্থা — স্বপ্ন দেখিতেছে এমন অবস্থা, স্বপ্ন দেখিবার সময়।
স্বপ্নাবিষ্ট — স্বপ্নে অভিভূত। স্ত্রী. — **স্বপ্নাবিষ্টা**।
স্বপ্নাবেশ — স্বপ্নের ঘোর, স্বপ্নের ফলে অভিভূত অবস্থা।
স্বপ্নোত্থিত — স্বপ্ন ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **স্বপ্নোত্থিতা**।
স্ববশ — নিজের বশীভূত, স্বাধীন।
স্বভাব — স্বধর্ম, প্রকৃতিগত দোষগুণ। চরিত্র, স্থায়ী মানসিক দোষগুণ। [ঃ লোকটার 'স্বভাব' খারাপ।] প্রকৃতি, নিসর্গ। [ঃ 'স্বভাব'-সৌন্দর্য।]
স্বভাবকুলীন — যাহার বংশে কুলপ্রথা আদৌ লঙ্ঘন করা হয় নাই এমন কুলীন।
স্বভাবগত — চরিত্রগত। প্রকৃতিগত।
স্বভাবজ — স্বভাব হইতে জাত। আপনা হইতে উৎপন্ন।
স্বভাবত, স্বভাবতঃ — স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে। সাধারণতঃ।
স্বভাববিরুদ্ধ — চরিত্রের সহিত খাপ খায় না এমন, প্রকৃতিবিরুদ্ধ।
স্বভাবসিদ্ধ — স্বভাবগত, প্রকৃতিগত, স্বভাবসুলভ।
স্বভাবসুন্দর — বিনা সাজসজ্জায় সুন্দর, স্বাভাবিকভাবে সুন্দর।
স্বভাবসুলভ — প্রকৃতিগত, স্বভাবসিদ্ধ।
স্বভাবোক্তি — (অলংকারশাস্ত্রে) কোনও বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা।
স্বমত — নিজের মত। নিজের উক্তি।
স্বয়ং — নিজে, আপনি।
স্বয়ংকৃত — নিজে করিয়াছে এমন, স্বকৃত।
স্বয়ংক্রিয় — যাহাতে আপনা হইতে কাজ হয় এমন, 'অটোমেটিক'।
স্বয়ংবর — কন্যা কর্তৃক নিজের ইচ্ছামতো পতিবরণের অনুষ্ঠান।
স্বয়ংবরা — যে কন্যা নিজে পতি নির্বাচন করিবে বা করিয়াছে এমন। [ঃ 'স্বয়ংবরা' হওয়া।]
স্বয়ংসম্পূর্ণ — নিজেতেই সম্পূর্ণ।
স্বয়ংসিদ্ধ — অপরের সাহায্য না লইয়া নিজের চেষ্টাতেই সিদ্ধি বা সাফল্য লাভ করিয়াছে এমন। স্ত্রী. — **স্বয়ংসিদ্ধা**।
স্বয়ম্পূর্ণ — ('স্বয়ংসম্পূর্ণ' দেখ।)
স্বয়ম্ভর — নিজের ভরণপোষণে সমর্থ। স্ত্রী. — **স্বয়ম্ভরা**।
স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভূ — যিনি নিজেই উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ব্রহ্মা।
স্বর — কণ্ঠধ্বনি, গলার শব্দ। সংগীতের ধ্বনি বা সুর। (ব্যাকরণে) অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াও উচ্চারিত হইতে পারে এমন বর্ণ।
স্বরগ্রাম — সংগীতের সাতটি স্বর, সা রে গা মা পা ধা নি।
স্বরচিত — নিজের লেখা আঁকা বা তৈয়ারী।
স্বরবর্ণ — (ব্যাকরণে) অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে,

এমন বর্ণ, অ থেকে ঔ পর্যন্ত।
স্বরভঙ্গ — গলাভাঙা, কণ্ঠস্বরের বিকৃতি।
স্বরলিপি — (সংগীতে) সুর তাল লয় ইত্যাদির সাংকেতিক চিহ্নাদি।
স্বরসংগতি, স্বরসঙ্গতি — শব্দের এক স্বরের প্রভাবে অন্য স্বরের পরিবর্তন।
স্বরসন্ধি — স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলন ও তৎসংক্রান্ত নিয়ম।
স্বরাজ — দেশবাসী কর্তৃক নিজ দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার অধিকার।
স্বরাট্ — স্বয়ংদীপ্ত, ব্রহ্ম।
স্বরান্ত — শেষে স্বরবর্ণ বা স্বরবর্ণযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ আছে এমন (শব্দ)।
স্বরাষ্ট্র — রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়। [ঃ 'স্বরাষ্ট্র'-**মন্ত্রী**।]
স্বরিত — উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যবর্তী কণ্ঠস্বর। স্বরযুক্ত, ধ্বনিত।
স্বরূপ — স্বভাব, প্রকৃতি। প্রকৃত রূপ, আসল অবস্থা। অভেদনির্দেশে বা তুলনায়। [ঃ আনন্দ-'স্বরূপ'।] স্ত্রী. — **স্বরূপা, স্বরূপিণী**।
স্বর্গ — পুরাণে বর্ণিত দেবলোক। দুঃখ-বেদনাহীন আদর্শ জগৎ যেখানে পুণ্যাত্মাগণ মৃত্যুর পরে বাস করেন।
স্বর্গকাম — স্বর্গলাভ করিতে ইচ্ছুক।
স্বর্গগঙ্গা — স্বর্গের নদী, মন্দাকিনী।
স্বর্গগত — পরলোকগত, মৃত। স্ত্রী. — **স্বর্গগতা**।
স্বর্গঙ্গা — ('স্বর্গগঙ্গা' দেখ।)
স্বর্গত — স্বর্গগত, মৃত, পরলোকগত। স্ত্রী. — **স্বর্গতা**।
স্বর্গধাম — দেবলোক, দেবতাদের বাসস্থান।
স্বর্গবাস — মৃত্যুর পর স্বর্গে অবস্থান।
স্বর্গভোগ — স্বর্গীয় সুখ উপভোগ।
স্বর্গলাভ — মৃত্যু, পরলোকগমন।
স্বর্গলোক — দেবলোক, স্বর্গধাম।
স্বর্গসুখ — স্বর্গীয় আনন্দ, বেদনাবিহীন নির্মল আনন্দ।
স্বর্গারূঢ় — স্বর্গারোহণ করিয়াছে এমন, মৃত, স্বর্গত। স্ত্রী. — **স্বর্গারূঢ়া**।
স্বর্গারোহণ — পরলোকগমন, 'স্বর্গে গমন।
স্বর্গীয় — স্বর্গ সংক্রান্ত। কেবল স্বর্গে পাওয়া যায় এমন, বেদনাহীন ও বিশুদ্ধ। পরলোকগত, মৃত। স্ত্রী. — **স্বর্গীয়া**।
স্বর্ণ — সোনা। সোনালী। [ঃ 'স্বর্ণ'-কিরণ।]
স্বর্ণকমল — সোনা দিয়া গড়া পদ্ম।
স্বর্ণকান্তি — সোনার মতো যাহার গায়ের রং ও লাবণ্য। সোনার মতো গায়ের রং ও লাবণ্য।
স্বর্ণকার — যে সোনারূপা দিয়া গহনা গড়ে, সেকরা।
স্বর্ণখচিত — সোনা-বসানো।
স্বর্ণপ্রতিমা — সোনা দিয়া গড়া মূর্তি।
স্বর্ণপ্রসবিনী — ('স্বর্ণপ্রসূ' দেখ।)
স্বর্ণপ্রসূ — যাহা স্বর্ণ প্রসব করে, ধনসম্পদ্ বা সুসন্তানের জন্মদান-কারিণী।
স্বর্ণমণ্ডিত — সোনায় মোড়া।
স্বর্ণময় — সোনা দিয়া তৈয়ারী। সোনায় ভরা। স্ত্রী. — **স্বর্ণময়ী**।
স্বর্ণমুদ্রা — সোনা দিয়া তৈয়ারী মুদ্রা গিনি মোহর ইত্যাদি।
স্বর্ণমৃগ — সোনার হরিণ। অবাস্তব লোভনীয় বস্তু যাহা বিপদ ঘটায়। (সীতাহরণকালে রাক্ষস মারীচ সোনার হরিণের রূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।)
স্বর্ণরেণু — সোনার গুঁড়া।

স্বর্ণসিন্দূর — মকরধ্বজ।

স্বর্ণসুযোগ — ('সুবর্ণসুযোগ' দেখ।)

স্বর্ণাক্ষর — সোনার হরফ, উজ্জ্বল অক্ষর। **স্বর্ণাক্ষরে** — সগৌরবে, চিরস্মরণীয়ভাবে।

স্বর্ণাঙ্গুরীয়, স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক — সোনার আংটি।

স্বল্প — অতিশয় অল্প, খুব কম। বি. — **স্বল্পতা**।

স্বল্পভাষী — খুব কম কথা বলে এমন। স্ত্রী. — **স্বল্পভাষিণী**। বি. — **স্বল্পভাষিতা**।

স্বল্পায়ু — যাহার আয়ু খুব কম, দীর্ঘদিন বাঁচে না বা দীর্ঘস্থায়ী হয় না এমন।

স্বল্পাহার — খুব কম ভোজন, অতি অল্প পরিমাণে খাদ্যগ্রহণ।

স্বল্পাহারী — যে খুব কম খায়।

স্বসা — বোন, ভগিনী।

স্বস্তি — ভালো হউক এই উক্তি, আশীর্বাদ, শুভকামনা। শান্তি, সোয়াস্তি, নিশ্চিন্ত ভাব। **স্বস্তি-পরিষদ** — যুদ্ধাদি প্রতিরোধের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র-সংঘের একটি শাখা।

স্বস্তিক — পিটুলি দিয়া প্রস্তুত একরকম মাঙ্গলিক দ্রব্য। শুভ সূচক একরকম বজ্রচিহ্ন।

স্বস্তিপাঠ, স্বস্তিবাচন — মঙ্গলসূচক বাণী পাঠ বা উচ্চারণ।

স্বস্ত্যয়ন — (হিন্দুধর্মে) গ্রহশান্তি ইত্যাদির জন্য যাগ ইত্যাদি। শান্তি ও মঙ্গল কামনা।

স্বস্থান — নিজের জায়গা। নিজের উপযুক্ত স্থান বা পদ।

স্বস্রীয়, স্বস্রেয় — স্বসা বা ভগিনীর পুত্র, ভাগিনেয়। ভগিনী সংক্রান্ত। স্ত্রী. — **স্বস্রীয়া, স্বস্রেয়া**।

স্বহন্তা — নিজের হত্যাকারী, আত্মঘাতী।

স্বাক্ষর — সই, দস্তখত।

স্বাক্ষরিত — যাহাতে সই করা হইয়াছে এমন।

স্বাগত — শুভাগমন। যাহার আগমন শুভসূচক এমন। স্ত্রী. — **স্বাগতা**।

স্বাগত-প্রশ্ন — কুশল প্রশ্ন, নিরাপদে আসিয়াছে কিনা প্রশ্ন।

স্বাচ্ছন্দ্য — নিশ্চিন্ত ভাব। অবাধ সাবলীলতা।

স্বাজাত্য — স্বজাতিপ্রীতি, স্বজাতীয়তা।

স্বাতন্ত্র্য — স্বাধীনতা। পৃথক্ ভাব, ভিন্নতা।

স্বাতি, স্বাতী — নক্ষত্র বিশেষ যাহার ফল হিন্দু জ্যোতিষে শুভ মনে করা হয়।

স্বাদ — বস্তুর গুণ যাহা রসনায় বিভিন্নরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করে অম্লতা তিক্ততা মিষ্টতা ইত্যাদি। মিষ্টত্ব। **স্বাদগ্রহণ** — চাখিয়া দেখা, জিভের দ্বারা পরীক্ষা।

স্বাদন — স্বাদগ্রহণ, আস্বাদন।

স্বাদহীন — যাহার কোনরূপ স্বাদ নাই এমন।

স্বাদিত — আস্বাদিত, যাহার স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এমন।

স্বাদু — যাহার স্বাদ ভালো এমন, সুস্বাদু।

স্বাদেশিক — স্বদেশ সংক্রান্ত। স্বদেশ-প্রীতি হইতে জাত।

স্বাদেশিকতা — স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা।

স্বাধিকার — নিজের অধিকার বা প্রভুত্ব।

স্বাধিকারপ্রমত্ত — নিজের অধিকারবোধের ফলে অতিশয় দর্পিত।

স্বাধিষ্ঠান — যোগশাস্ত্রে বর্ণিত দেহস্থ চক্র বিশেষ।

স্বাধীন — নিজের অধীন, অপরের অধীন নহে এমন। স্ত্রী. — **স্বাধীনা**। বি. — **স্বাধীনতা**।

স্বাধ্যায় — বেদ পাঠ ও আবৃত্তি।

স্বাধ্যায়ী — বেদপাঠকারী।

স্বাবলম্বন — নিজের উপর নির্ভর।

স্বাবলম্বী — নিজের উপর নির্ভর করে এমন, আত্মনির্ভরশীল। স্ত্রী. — **স্বাবলম্বিনী**। বি. — **স্বাবলম্বিতা**।

স্বাভাবিক — প্রাকৃতিক, মনুষ্যের দ্বারা অপরিবর্তিত। [ঃ 'স্বাভাবিক' গুণ: ঃ 'স্বাভাবিক' দৃশ্য।] অবিকৃত, অকৃত্রিম। স্বভাবগত, চরিত্রগত, স্বভাবসিদ্ধ। বি. — **স্বাভাবিকতা**।

স্বামিত্ব — প্রভুত্ব, মালিকানা, অধিকার। [ঃ স্বত্ব-'স্বামিত্ব'।] স্বামীর ভাব, স্বামীর অধিকার।

স্বামী — অধিকারী, মালিক, প্রভু, অধিকারী। [ঃ 'গৃহ-'স্বামী'।] স্ত্রী. — **স্বামিনী**।

স্বামী — পতি, বর। সন্ন্যাসীর উপাধি।

স্বায়ত্ত—নিজের আয়ত্ত, নিজের বশীভূত।

স্বায়ত্তশাসন — দেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। স্থানীয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

স্বায়ম্ভুব — স্বয়ম্ভুর (ব্রহ্মার) পুত্র, প্রথম মনু।

স্বার্থ — নিজের প্রয়োজন, নিজের লাভ।

স্বার্থত্যাগ — নিজের লাভ বা মঙ্গল বিসর্জন, অপরের জন্য স্বেচ্ছায় ক্ষতিস্বীকার।

স্বার্থত্যাগী — যে স্বার্থত্যাগ করে। স্ত্রী. — **স্বার্থত্যাগিনী**।

স্বার্থপর — নিজের লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করে এমন। বি. — **স্বার্থপরতা**।

স্বার্থপরায়ণ — স্বার্থপর।

স্বার্থবিসর্জন, স্বার্থবিসর্জ্জন — ('স্বার্থত্যাগ' দেখ।)

স্বার্থসন্ধান — ('স্বার্থান্বেষণ' দেখ।)

স্বার্থসন্ধানী — ('স্বার্থান্বেষী' দেখ।)

স্বার্থসাধন, স্বার্থসিদ্ধি — যাহাতে নিজের লাভ বা উপকার হয় এইরূপ বিষয়কে কার্যে পরিণত করণ।

স্বার্থান্ধ — স্বার্থের জন্য বিচার-বিবেচনাহীন। বি. — **স্বার্থান্ধতা**।

স্বার্থান্বেষণ — স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা, নিজের লাভ সম্পর্কে তৎপরতা, স্বার্থসন্ধান।

স্বার্থান্বেষী — যে স্বার্থান্বেষণ করে, স্বার্থসন্ধানী। স্ত্রী — **স্বার্থান্বেষিণী**।

স্বাস্থ্য — সুস্থ অবস্থা, রোগহীনতা। শারীরিক অবস্থা। [ঃ 'স্বাস্থ্য' ভালো নয়।]

স্বাস্থ্যকর, স্বাস্থ্যপ্রদ — শারীরিক অবস্থা ভালো করে এমন।

স্বাস্থ্যভঙ্গ — স্বাস্থ্যহানি, রোগ ইত্যাদির ফলে শারীরিক অবস্থার অবনতি।

স্বাস্থ্যরক্ষা — দেহকে নীরোগ রাখিবার জন্য চেষ্টা ও তৎসংক্রান্ত রীতিনীতি।

স্বাস্থ্যহানি — ('স্বাস্থ্যভঙ্গ' দেখ।)

স্বাস্থ্যোন্নতি — শারীরিক অবস্থার উন্নতি।

স্বাহা — যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি। ঐরূপ আহুতিদানের মন্ত্র। পুরাণে বর্ণিত অগ্নির পত্নী।

স্বীকার — মানা, কবুল, সত্য বিবৃতি। [ঃ দোষ 'স্বীকার' করা।] গ্রহণ, সহন। [ঃ কষ্ট 'স্বীকার'।] সম্মতি, রাজী

ভাব। [ঃ দিতে 'স্বীকার' করা।] প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদির ফলে মান্য করণ। [ঃ সত্যতা 'স্বীকার'।]

স্বীকার্য, স্বীকার্য্য — স্বীকারের যোগ্য। স্বীকার করিতে হইবে এমন। বি. — **স্বীকার্যতা, স্বীকার্য্যতা।**

স্বীকৃত — স্বীকার করা হইয়াছে এমন। স্বীকার করিয়াছে এমন। সম্মত, রাজী। **স্বীকৃতি** — স্বীকার, কবুল। সম্মতি, রাজী ভাব।

স্বীয় — নিজ, স্বকীয়, আপন। স্ত্রী. — **স্বীয়া।**

স্বীয়া — (অলংকারশাস্ত্রে) স্বামীর প্রতি অনুরক্তা নায়িকা। (তুঃ 'পরকীয়া'।)

স্বেচ্ছা — নিজের ইচ্ছা। [ঃ 'স্বেচ্ছায়' আসা।]

স্বেচ্ছাকৃত — নিজের ইচ্ছা অনুসারে করা হইয়াছে এমন। [ঃ 'স্বেচ্ছাকৃত' অপরাধ।]

স্বেচ্ছাক্রমে — নিজের ইচ্ছায়, নিজের ইচ্ছা অনুসারে।

স্বেচ্ছাচার — নিজের ইচ্ছামতো কাজ, অসংযত আচরণ।

স্বেচ্ছাচারী — যে স্বেচ্ছাচার করে, অসংযত আচরণকারী। স্ত্রী. — **স্বেচ্ছাচারিণী।** বি. — **স্বেচ্ছাচারিতা।**

স্বেচ্ছামৃত্যু — ইচ্ছানুসারে যাহার মৃত্যু হয়। [ঃ 'স্বেচ্ছামৃত্যু' ভীষ্ম।] স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ।

স্বেচ্ছাসেবক — স্বেচ্ছায় বা বিনা বেতনে যে সেবা ইত্যাদি কাজ করে। স্ত্রী. — **স্বেচ্ছাসেবিকা।**

স্বেদ — ঘাম, ঘর্ম। ভাপ।

স্বেদন — ঘর্মনিঃসরণ। ঘাম বাহির করণ।

স্বৈর — অসংযত, যথেচ্ছ। [ঃ 'স্বৈর' শাসন।] বি. — **স্বৈরতা।**

স্বৈরাচার — স্বেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচার।

স্বৈরাচারী — যে স্বৈরাচার করে। স্ত্রী. — **স্বৈরাচারিণী।** বি. — **স্বৈরাচারিতা।**

স্বৈরিণী — স্বেচ্ছাচারিণী। ব্যভিচারিণী।

স্বোপার্জিত, স্বোপার্জ্জিত — নিজের উপার্জনের দ্বারা প্রাপ্ত, নিজের অর্জিত। [ঃ 'স্বোপার্জিত' সম্পদ্।]

হইতে — ব্যবধান সূচক শব্দ। থেকে, হ'তে। [ঃ মেঘ 'হইতে' বৃষ্টি।] ফলে, হেতু। [ঃ লোভ 'হইতে' পাপ।] অবধি। [ঃ সেই দিন 'হইতে'।] **হইতে না হইতে** — প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

হইয়া — বদলে, প্রতিনিধিরূপে। [ঃ আমার 'হইয়া' যাইবে।] সমর্থন করিয়া, পক্ষে। [ঃ আমার 'হইয়া' বলিবে।] দিয়া, পথে। [ঃ কলিকাতা 'হইয়া' যাইব।]

হউক — হওয়া সত্ত্বেও হইলেও ক্ষতি নাই। [ঃ 'হউক' মিথ্যা, তবু বল।]

হওন — হওয়া, ঘটনায় পরিণতি, রূপলাভ।

হওয়া — কার্যে বা ঘটনায় পরিণতি লাভ করা, ঘটা। [ঃ বৃষ্টি 'হওয়া'; ঃ শ্রাদ্ধ 'হওয়া'।] অবস্থা পাওয়া, রূপ লাভ করা। [ঃ পাগল 'হওয়া'; ঃ লম্বা 'হওয়া'।] জন্মানো, জন্মলাভ করা। [ঃ ছেলে 'হওয়া'।] নির্মিত হওয়া। [ঃ বাড়ি 'হওয়া'।] বোধ করা। [ঃ দুঃখ 'হওয়া'; ঃ ভয় 'হওয়া'।] বাড়া। [ঃ বয়স 'হওয়া'।] অতীত হওয়া। [ঃ অনেক দিন 'হ'ল'।]

পরিমিত হওয়া। [ঃ কতখানি 'হ'ল'?] সম্বন্ধযুক্ত হওয়া। [ঃ মামা 'হওয়া'।] শেষ বা সম্পন্ন হওয়া। [ঃ পড়া 'হয়েছে', ঃ রান্না 'হয়েছে'।] **মনে হওয়া** — বিবেচনা করা, বোধ করা।

হংস — হাঁস। নিরাসক্ত সন্ন্যাসী। [ঃ পরম হংস'।] স্ত্রী — **হংসী**।

হংসগামিনী — (মরালগামিনী দেখ।)

হক — সত্য যথার্থ, ন্যায়সংগত [ঃ হক' কথা।] ন্যায্য অধিকার।

হকদার — ন্যায্য অধিকারী।

হকচকানো — হতচকিত বিস্মিত হওয়া।

হকার — ফেরিওয়ালা।

হকি — একরকম খেলা যাহাতে লাঠির মতো জিনিস দিয়া বল ছুড়িতে হয়।

হকিকত — বিবরণ তথ্য।

হকিম — (হাকিম দেখ।)

হজ — বিশেষ তিথিতে মক্কাতীর্থদর্শন।

হজম — পরিপাক। আত্মসাৎ।

হজমী — হজম করায় এমন, পরিপাকশক্তি বাড়ায় এমন।

হজরত — প্রভুপাদ, পরম সম্মানিত। [ঃ 'হজরত' মহম্মদ।]

হট্ — চট্, অবিবেচনাপ্রসূত ও দ্রুত [ঃ 'হট' করে বলা।]

হটা — পিছনে যাওয়া। পরাজয়ের ফলে পিছনে সরা। নিরস্ত হওয়া।

হটানো — পিছনে সরানো। পিছনে সরিতে বাধা করা। নিরস্ত করা। পরাজিত করা।

হট্ট — হাট।

হট্টগোল — গোলমাল, চেঁচামেচি, কোলাহল।

হঠ — বলপ্রয়োগ। অবিবেচনা।

হঠকারিতা — অবিবেচনা, গোঁয়ারতুমি।

হঠকারী — যে বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কাজ করে। স্ত্রী — **হঠকারিণী**।

হঠযোগ — যোগশাস্ত্রসম্মত একরকম ব্যায়াম।

হঠযোগী — যে হঠযোগ করে।

হঠাৎ — সহসা, অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে অতর্কিতে।

হড়কানো — পিছলানো।

হড়বড় — বিশৃঙ্খল ব্যস্ততা সূচক অনুকার। [ঃ 'হড়বড়' করে বলা।]

হড়হড় — পিচ্ছিলতা সূচক অনুকার। [ঃ 'হড়হড়' করা।] পিছলাইবার ভাব সূচক অনুকার।

হড়হড়ে — হড়হড় করে এমন, পিচ্ছিল।

হড়াৎ, হড়াস — পিচ্ছিলতার ফলে হঠাৎ প্রবেশ করা বা বাহির হওয়া সূচক অনুকার।

হণ্ডা — হাড়া বড় হাঁড়ি।

হাণ্ডকা, হণ্ডী — হাঁড়ি।

হত — আঘাতের ফলে মৃত। [যুদ্ধে 'হত'।] বিনষ্ট। [ঃ 'হত'-গৌরব; ঃ ভাগ্য হত।] স্ত্রী — **হতা**।

হতগৌরব — যাহার গৌরব নষ্ট হইয়াছে এমন।

হতচেতন — যাহার চেতনা নষ্ট হইয়াছে এমন, সংজ্ঞাহীন, মূর্ছিত।

হতচ্ছাড়া — হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া।

হতবল — যাহার শক্তি নষ্ট হইয়াছে এমন নষ্টশক্তি। যাহার সৈন্যদল বিনষ্ট হইয়াছে এমন।

হতবুদ্ধি, হতভম্ব — কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভেবাচাকা।

হতভাগা, হতভাগ্য — ভাগ্যহীন, দুর্ভাগা, অভাগা।

হতভাগিনী, হতভাগী — ভাগ্যহীনা।

হতমান — যাহার সম্মান নষ্ট হইয়াছে এমন, অপমানিত।

হতশ্রদ্ধ — যাহার শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়াছে এমন, বীতশ্রদ্ধ।

হতশ্রী — যাহার শোভাসম্পদ্ নষ্ট হইয়াছে এমন।

হতাদর — যাহার আদর নষ্ট হইয়াছে, অসম্ভ্রাত, অনাদৃত।

হতাশ আশাহীন, নিরাশ।

হতাশা - আশাহীনতা, নৈরাশ্য।

হতাশ্বাস — সান্ত্বনাহীন।

হতে, হ'তে — ('হইতে' দেখ।)

হতোঽস্মি — আমি হত হইলাম।

হতোৎসাহ, হতোদ্যম — যাহার উদ্যম-উৎসাহ নষ্ট হইয়াছে এমন।

হর্তুকি - (কথ্য) হরীতকী।

হত্তেল — (কথ্য) হরিতাল।

হত্যা — বধ, প্রাণনাশ। [ঃ 'হত্যা' করা।] দেবমন্দিরে ধরনা (অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে নিজেকে হত্যা করিব এই সংকল্প)। [ঃ 'হত্যা' দেওয়া।]

হত্যাকাণ্ড — হত্যা করিবার ভয়ংকর ঘটনা।

হত্যাকারী — যে হত্যা করে, খুনী। স্ত্রী· — **হত্যাকারিণী**।

হত্যাপরাধ -- খুন করিবার অপরাধ।

হত্যে — দেবমন্দিরে ধরনা, হত্যা।

হদিশ, হদিস — সন্ধান, খোঁজ, দিশা। [ঃ 'হদিস' পাওয়া; ঃ 'হদিশ' করা।] ('হদিশ' দেখ।)

হদ্দ -- সীমা। চরম অবস্থা। চূড়ান্ত রূপ। [ঃ পাজীর 'হদ্দ'।] মাত্র, অনধিক। [ঃ 'হদ্দ' এক কাঠা।]

হদ্দমুদ্দ — খুব বেশী হইলে, বড়জোর।

হনন — হত্যা, বধ। [ঃ পশু-'হনন'।]

হননীয় — ('হন্য' দেখ।)

হনহন — গমনের দ্রুততা সূচক অনুকার। [ঃ 'হনহন' ক'রে যাওয়া।]

হনহনানো — হনহন্ করা, দ্রুত গমন করা।

হনু — গণ্ডস্থলের উপরিভাগ, চোয়াল।

হনুমতী — (ব্যঙ্গে) স্ত্রী হনুমান্।

হনুমান — একরকম বড় চেহারার কালোমুখো বানর। রামায়ণে বর্ণিত মহাবীর বানর, পবন ও অঞ্জনার পুত্র, পবননন্দন, মারুতি।

হনূ, হনুমান — ('হনু' ও 'হনুমান' দেখ।)

হন্তদন্ত - অতীব ব্যস্ত বিব্রত ও দ্রুত।

হন্তব্য — যাহাকে বধ করা উচিত এমন। যাহাকে বধ করিতে হইবে এমন। স্ত্রী **হন্তব্যা**।

হন্তা হত্যাকারী। স্ত্রী. — **হন্ত্রী**।

হন্তারক — হন্তা। বাধাদানকারী।

হন্দর — পরিমাণ বিশেষ, ১১২ পাউন্ড, প্রায় এক মণ পনের সের।

হন্নে — ('হন্যা' দেখ।)

হন্য -- বধযোগ্য, হননীয়। স্ত্রী — **হন্যা**।

হন্যমান -- যাহাকে হত্যা করা হইতেছে এমন।

হন্যা, হন্নে — ক্ষিপ্ত কুকুর ইত্যাদি ক্ষিপ্ত হইলে হন্য বা বধ্যযোগ্য হয় এই মূল অর্থ হইতে)। ক্রোধের ফলে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘুরিতেছে এমন।

হপ্তা — সপ্তাহ, সাত দিন।

হবন — হোম, যজ্ঞ।

হবনী -- হোমকুণ্ড।

হবনীয় — হোমে ব্যবহার্য। হোমের দ্রব্যাদি।

হবহব — ('হবোহবো' দেখ।)

হবা ইহুদী খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত আদিমানবী, 'ইভ্'।

হবি — ঘি। হোমে ব্যবহার্য দ্রব্য।

হবির্ভুক্ — অগ্নি।
হবিষ্য — ঘৃতযুক্ত। হবিষ্যান্ন। হবিষ্যান্ন খাইবার ব্রত।
হবিষ্যান্ন — আতপ চালের ভাত এবং ঘি ও সিদ্ধ সবজি ইত্যাদি।
হবিষ্যাশী — যে হবিষ্যান্ন খায়।
হবিষ্যি — (কথ্য) হবিষ্য।
হবু — পরে হইবে এমন, ভাবী। [ঃ 'হবু' শ্যালক।]
হবুচন্দ্র, হবুরাজা — রূপকথায় বর্ণিত বোকা রাজা।
হবোহবো — হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন, আসন্ন। [ঃ ভোর 'হবোহবো' হয়েছে।]
হব্য — ('হবনীয়' দেখ।)
হয় — ঘোড়া, অশ্ব।
হয় — বিকল্প সূচক শব্দ। [ঃ 'হয়' ছেলে নয় মেয়ে।]
হয়ত, হয়তো — সম্ভবতঃ, এমন হইতে পারে যে।
হ-য-ব-র-ল — সংগতিহীন বিষয়। সংগতিহীন।
হয়রান — নাকাল, বিব্রত ও ক্লান্ত। বি. — **হয়রানি**।
হয়ে, হ'য়ে — ('হইয়া' দেখ।)
হর — শিব। যে হরণ করে, নাশকারী। [ঃ পাপ-'হর'।] বিভাজক সংখ্যা।
হর — প্রত্যেক, প্রতি। [ঃ 'হর' কিসিম।]
হরকরা — বাহক, বেহারা। [ঃ ডাক-'হরকরা'।]
হরকিসিম — প্রত্যেকরকম।
হরগৌরী — শিব ও দুর্গা। অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।
হরণ — চুরি, অপহরণ। দূরীকরণ, নাশ করণ। [ঃ পাপ-'হরণ'।] ভাগ করণ, বিভাজন।
হরতন — লাল রঙের পাতার মতো চিহ্নযুক্ত তাস।
হরতাল — প্রতিবাদে মিলিতভাবে দোকানপাট ও কাজকর্ম বন্ধ করণ, ধর্মঘট।
হরদম — সর্বদা, প্রায়ই, হামেশা।
হরফ — অক্ষর। ছাপাখানার অক্ষর, টাইপ।
হরবোলা — যে নানারকম বুলি বলে। নানারকম ডাকের বা শব্দের অনুকরণ করিতে পারে এমন লোক।
হররা — আনন্দ সূচক উচ্চধ্বনি। [ঃ হাসির 'হররা'।]
হরষ — (কবিতায়) হর্ষ।
হরষিত — আনন্দিত, হৃষ্ট।
হরা — (কবিতায়) হরণ করা।
হরি — বিষ্ণু, কৃষ্ণ। হলদে সবুজ বা কটা রঙের।
হরিচন্দন — হলদে রঙের একরকম চন্দন।
হরিজন — (গান্ধী-প্রদত্ত নাম) অবনত হিন্দু জাতি।
হরিণ — একরকম বন্য সুদৃশ্য পশু, মৃগ, কুরংগ। স্ত্রী. — **হরিণী**।
হরিৎ, হরিত — সবুজ।
হরিতাল — একরকম হলদে রঙের খনিজ পদার্থ, হত্তেল।
হরিদ্রা — হলদে রঙের একরকম কন্দ ও তাহার গাছ, হলুদ।
হরিদ্রাভ — হলদে, হলুদের মতো রঙের।
হরিদ্বার — হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বিখ্যাত স্থান, হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ।
হরিধ্বনি — হরি হরি শব্দ, উচ্চকণ্ঠে হরিনাম উচ্চারণ।
হরিপ্রিয়া — লক্ষ্মী। তুলসী।
হরিবংশ — অন্যতম পুরাণ, মহাভারতের

পরিশিষ্ট।
হরিবাসর — একাদশী।
হরিবোল — ('হরিধ্বনি' দেখ।)
হরিভক্ত — বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণব, ভগবদ্ভক্ত।
হরিভক্তি — ভগবানের প্রতি অনুরাগ, ভগবদ্ভক্তি।
হরিয়াল — ঘুঘু জাতীয় একরকম পাখী।
হরিলুট — হরির নিকট নিবেদিত বাতাসা ছড়াইয়া বিতরণ।
হরিশ্চন্দ্র — পুরাণে বর্ণিত জনৈক রাজা যিনি বিশ্বামিত্রকে সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন।
হরিষ — (কবিতায়) হর্ষ। [ঃ 'হরিষে' বিষাদ।]
হরিসংকীর্তন, হরিসংকীর্ত্তন — হরিনাম উচ্চারণ ও হরির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া গান।
হরিহর — বিষ্ণু ও মহাদেব।
হরিহরাত্মা — বিষ্ণু ও মহাদেবের মতো অভেদাত্মা, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ।
হরীতকী — একরকম কষায় ফল, হত্তুকী।
হরেক — নানা, বিভিন্ন। [ঃ 'হরেক'-রকম।]
হরেদরে — বিভিন্ন দর মিলাইয়া, গড়ে।
হর্তব্য, হর্ত্তব্য -- হরণযোগ্য। হরণ করিতে হইবে এমন।
হর্তা, হর্ত্তা — হরণকর্তা। নাশকর্তা। **হর্তাকর্তা, হর্তাকর্ত্তা** — সংহারক ও স্রষ্টা। **হর্তাকর্তাবিধাতা, হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা** -- সর্বেসর্বা।
হর্ম্য, হর্ম্ম্য — প্রাসাদ, অট্টালিকা।
হর্ম্যতল, হর্ম্ম্যতল — পাকাবাড়ির তলা বা মেঝে।
হর্যক্ষ, হর্য্যক্ষ — (কটা চোখ যাহার) সিংহ। কুবের।
হর্যঙ্ক, হর্য্যঙ্ক — মগধের প্রাচীন রাজবংশ বিম্বিসার যাহাতে জন্মগ্রহণ করেন।
হর্যশ্ব, হর্য্যশ্ব — ইন্দ্র।
হর্ষ — আনন্দ।
হর্ষণ — আনন্দিত করণ। আনন্দদায়ক।
হর্ষধ্বনি — আনন্দসূচক উচ্চ শব্দ।
হর্ষবর্ধন, হর্ষবর্দ্ধন — আনন্দের বৃদ্ধি। যে আনন্দ বাড়ায়। থানেশ্বর ও কনৌজের বিখ্যাত প্রাচীন রাজা।
হর্ষাতিশয্য — অত্যধিক আনন্দ।
হর্ষিত — যাহাকে আনন্দ দেওয়া হইয়াছে এমন। স্ত্রী. – **হর্ষিতা**।
হর্ষোৎফুল্ল — আনন্দে উজ্জ্বল। প্রফুল্ল। স্ত্রী — **হর্ষোৎফুল্লা**।
হল্ — (ব্যাকরণে) ব্যঞ্জনবর্ণের সাংকেতিক নাম।
হল — লাঙল, হাল।
হল — সোনার প্রলেপ, গিলটি।
হল — বড় ঘর, দালান।
হলকর্ষণ - লাঙল দিয়া মাটি খনন।
হলকা — উত্তপ্ত ঝাপটা, অগ্নিময় প্রবাহ। [ঃ আগুনের 'হলকা'।]
হলকা — ঘোড়ার গলায় পরাইবার উপযোগী চামড়ার বেড়।
হলঘর — বড় লম্বা দালান।
হলচালক — যে লাঙল চালায়, কৃষক।
হলচালনা — লাঙল চালানো, হালের দ্বারা ভূমিকর্ষণ।
হলদি -- হলুদ, হরিদ্রা।
হলদে — হলুদের মতো রং বা রঙের।
হলধর - কৃষক। বলরাম।
হলন্ত — (ব্যাকরণে) ব্যঞ্জনবর্ণ শেষে আছে এমন।
হলফ — শপথ। [ঃ 'হলফ' ক'রে বলা।]
হলহল — ঢিলা ভাব সূচক অনুকার।

[ঃ 'হলহল' করা।]
হলহলে — ঢিলা, শিথিল।
হলায়ুধ — লাঙল যাঁহার অস্ত্র, বলরাম। (ব্যঙ্গে) কৃষক।
হলাহল — তীব্র বিষ, গরল, কালকূট।
হলী — হলধর, বলরাম। কৃষক।
হলুদ — ('হরিদ্রা' দেখ।) হলদে।
হল্য — লাঙল দিয়া চষিবার যোগ্য।
হল্যান্ড — ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, ওলন্দাজদের দেশ।
হল্লা — চেঁচামেচি, গণ্ডগোল, কোলাহল।
হস্ — ('হল্' দেখ।)
হসন — হাস্যকরণ। বিণ — **হসিত**।
হসন্ত — (ব্যাকরণে) হলন্ত, ব্যঞ্জনান্ত। **হসন্ত চিহ্ন** — ব্যঞ্জনান্ত সূচক চিহ্ন, '্'।
হসন্তিকা, হসন্তী — হাসমান। হাস্যপূর্ণা।
হস্টেল — ছাত্রাবাস।
হস্ত — হাত। কনুই হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অঙ্গ। [ঃ 'কে হস্ত পরিমিত।] মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অঙ্গ। [ঃ হস্তে দাও।] বাহুমূল হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অঙ্গ বাহু, ভুজ। শুঁড়। কবল, আয়ত্ত বশ। [ঃ দস্যুর 'হস্তে' পতিত।] **হস্তে** - দ্বারা। [ঃ তাহার 'হস্তে' নির্যাতিত।]
হস্তকণ্ডূয়ন — হাতের সুড়সুড়ি। কিছু করিবার জন্য হাতের নিসপিস ভাব।
হস্তক্ষেপ — কার্যাদির ভার স্বহস্তে গ্রহণ। কার্যে বাধাদান।
হস্তগত — হাতে আসিয়াছে এমন আয়ত্ত, অধিকৃত।
হস্তচালনা — হাত নাড়া, হস্ত সঞ্চালন।
হস্তচালিত — হাতে চালানো হয় এমন। [ঃ 'হস্তচালিত' যন্ত্র।]
হস্তচ্যুত — হাত হইতে পতিত। হাতছাড়া।
হস্তবুদ — এখনকার ও আগেকার হিসাব।
হস্তরেখা - হাতের চেটোয় অবস্থিত রেখা। **হস্তরেখা বিচার** — হাতের চেটোর রেখা দেখিয়া ভাগ্যনির্ণয়।
হস্তলিখিত — হাতে লেখা, ছাপা বা টাইপ করা হয় নাই এমন।
হস্তলিপি, হস্তলেখ, হস্তাক্ষর — হাতের লেখা।
হস্তা — নক্ষত্র বিশেষ।
হস্তান্তর — অন্যের হাত। অপরের অধিকার।
হস্তান্তরিত — একের অধিকার বা নিকট হইতে অন্যের অধিকারে বা নিকটে গিয়াছে এমন।
হস্তাবলেপ — হাতের দ্বারা লেপন বা অপরিষ্কৃত করণ।
হস্তাভরণ — হাতের গহনা।
হস্তামলক — (হস্তস্থিত আমলকী) অতীব সহজে চোখে পড়ে এমন, সুস্পষ্ট সহজবোধ্য। শংকরাচার্য বর্ণিত একটি পুস্তকের নাম।
হস্তিদন্ত — হাতীর দাঁত।
হস্তিনাপুর — মহাভারতে বর্ণিত কৌরবপাণ্ডবদের রাজধানী (বর্তমান দিল্লীর পূর্বে মিরাটের নিকটে অবস্থিত ছিল)।
হস্তিনী - ভারতীয় কামশাস্ত্র অনুসারে একজাতীয়া স্ত্রীলোক, স্থূলা অতি-কামপরায়ণা ও ভোজনশীলা নারী। ('হস্তী' দেখ।)
হস্তিপ, হস্তিপক — হাতীর রক্ষক, মাহুত।

হস্তিমূর্খ — অত্যন্ত মূর্খ, গণ্ডমূর্খ।
হস্তিশালা — হাতী থাকিবার ঘর, পিলখানা।
হস্তী — একরকম সুবৃহৎ জন্তু, হাতী। স্ত্রী. — **হস্তিনী**।
হস্ত্যায়ুর্বেদ, হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ — হাতীর চিকিৎসা সংক্রান্ত শাস্ত্র।
হাঁ — দুঃখ খেদ ইত্যাদি সূচক শব্দ, হায়।
হাঁ — মুখব্যাদান। [ঃ 'হাঁ' করা।] মুখগহ্বর।
হাঁ — ('হ্যাঁ' দেখ।)
হাই — আলস্যজনিত মুখব্যাদান, জৃম্ভণ। **হাই তোলা** — আলস্যের ফলে হাঁ করা। **হাই আমলা** — বরকে কন্যার বশীভূত করিবার জন্য প্রদত্ত আমলকী মেথি ইত্যাদির পিণ্ড।
হাই — উচ্চ শ্রেণীর। **হাই কমিশনার** - রাজদূতের শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী। **হাইকোর্ট** — প্রদেশের সর্বোচ্চ আদালত। **হাই স্কুল** — দশম শ্রেণী পর্যন্ত আছে এমন বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
হাইড্রোজেন — জলের প্রধান উপাদান, একটি মৌলিক গ্যাস, উদ্‌জান, জলজান।
হাইফেন — দুইটি শব্দের মধ্যবর্তী সংযোগচিহ্ন, '-'।
হাইল — নৌকা জাহাজ ইত্যাদির হাল।
হাউই — আকাশে তীরবেগে উঠে এমন একরকম আতশবাজি।
হাউচাউ — গোলমাল, চেঁচামেচি।
হাউমাউ — কান্নার সহিত দুর্বোধ্যভাবে শব্দ উচ্চারণ। [ঃ 'হাউমাউ' করা।]
হাঁউমাউ-খাঁউ — রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষস ইত্যাদির লোভজনক গর্জন।
হাউস — জল বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি সঞ্চয়ের স্থান। সিনেমা ইত্যাদির প্রেক্ষাগৃহ। বড় দোকান। **হাউস ফুল** — প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পূর্ণ হইয়াছে এমন অবস্থা।
হাউ হাউ — সশব্দে ক্রন্দন সূচক অনুকার।
হাওদা — হাতীর পিঠে বসিবার আসন।
হাওয়া — বাতাস, বায়ু। **হাওয়া করা** — পাখা নাড়িয়া বাতাস দেওয়া। **হাওয়া খাওয়া** — গায়ে হাওয়া লাগানো, বায়ু সেবন করা। **হাওয়া খেলা** — ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া ঢোকা। **হাওয়া চলা** — বাতাস বহা। **হাওয়া বদলানো** — স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অন্য স্থানে যাওয়া। লোকজনের মনোভাব বা চালচলন পরিবর্তিত হওয়া। **হাওয়া হওয়া** — উধাও হওয়া। সহসা অদৃশ্য হওয়া। [ঃ লোকটা 'হাওয়া হয়ে' গেল।]
হাওয়া-গাড়ি — (গ্রাম্য প্রয়োগ) মোটর-গাড়ি।
হাওয়াই — হাওয়ায় চলে এমন। [ঃ 'হাওয়াই' জাহাজ।] **হাওয়াই শাড়ি** — খুব সূক্ষ্ম ও পাতলা একরকম রেশমী শাড়ি।
হাওয়াই — প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। **হাওয়াই শার্ট** — এক-ধরনের জামা।
হাওলা — জিম্মা, তত্ত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ।
হাওলাত — ধার, ঋণ, কর্জ। বিণ. — **হাওলাতী**।
হাঃ হাঃ — উচ্চহাস্যের শব্দ।
হাঁক — উচ্চস্বরে ডাক। [ঃ 'হাঁক' দেওয়া।]
হাঁকডা — সুনাম-প্রতিপত্তি। চেঁচামেচি।
হাঁকপাঁক — ('হাঁকুপাঁকু' দেখ।)

হাঁকা — উচ্চস্বরে ডাকা, হাঁক দেওয়া। সদর্পে বলা। [ঃ দাম 'হাঁকা'।]

হাঁকানো -- বেগে বা সদর্পে চালানো। [ঃ গাড়ি 'হাঁকানো'।] গালি দিয়া তাড়ানো। [ঃ লোকটাকে 'হাঁকিয়ে' দিল।]

হাঁকার — হাঁক, উচ্চস্বরে ডাক।

হাঁকাহাঁকি — বার বার হাঁক। পরস্পরের উদ্দেশে হাঁক। উচ্চস্বরে কলহ।

হাঁকুপাঁকু — ব্যাকুলতা সূচক অনুকার। [ঃ 'হাঁকুপাঁকু' করা।]

হাকিম — বিচারক। শাসনকর্তা। ('হেকিম' দেখ।)

হাকিমি — হাকিমের পদ বা কাজ।

হাকিমী — 'হাকিম' সংক্রান্ত।

হাগা — মলত্যাগ করা।

হাগানো — মলত্যাগ করানো।

হাঘরে — গৃহহীন। যাযাবর। অতিশয় দরিদ্র।

হাঙর, হাঙ্গর -- একরকম হিংস্র বড় মাছ, 'শার্ক'।

হাঙ্গাম — উৎপাত, ফ্যাসাদ, ঝামেলা। গোলমাল, চেঁচামেচি।

হাঙ্গামা — দাঙ্গা, গোলযোগ। ঝামেলা, ফ্যাসাদ।

হাঁচা — নাক-মুখ দিয়া হঠাৎ সজোরে ও সশব্দে বায়ু ত্যাগ করা।

হাঁচি — হাঁচিবার শব্দ।

হাজত — বিচারাধীন আসামীকে আটক রাখিবার জায়গা। ঐস্থানে আটক। **হাজতবাস** — হাজতে অবস্থান।

হাজরা — পদবী বিশেষ।

হাজরি — উপস্থিতি, হাজিরা। ইউরোপীয় কায়দায় ভোজন। **ছোট হাজরি** — সকালের লঘু ভোজন, প্রাতরাশ। **বড় হাজরি** — দিনের প্রধান ভোজন, 'ডিনার'।

হাজা — অত্যধিক জলে ভিজিবার ফলে একরকম ক্ষতরোগ। [ঃ পায়ে 'হাজা' ধরা।] অতিবৃষ্টি বন্যা ইত্যাদির ফলে শস্যনাশ। ঐ ভাবে নষ্ট হওয়া। [ঃ ফসল 'হেজে' গেছে।] ঐভাবে নষ্ট হইয়াছে এমন।

হাজাম — নাপিত। যে সুন্নত দেয়।

হাজামত — ক্ষৌরকর্ম। লিঙ্গের ত্বক্ ছেদন।

হাজার -- দশ শত, সহস্র। **হাজার হউক** - বিরুদ্ধে যতোই যুক্তি থাকুক, তবু। [ঃ 'হাজার হউক', মা তো!] **হাজার হাজার** -- অসংখ্য, বহু হাজার। **হাজারে হাজারে** — বহু সংখ্যায়। **হাজারো** - - অনেক, বহু।

হাজারী - হাজারের অধিনায়ক বা অধিকারী। [ঃ দশ-'হাজারী' মনসব দার।]

হাজির — উপস্থিত। [ঃ 'হাজির' থাকা, ঃ 'হাজির' হওয়া।]

হাজিরা, হাজিরি -- উপস্থিতি। **হাজিরা খাতা** -- উপস্থিতি লিখিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহার্য খাতা।

হাজী — যে হজ করিয়া আসিয়াছে, মক্কা-ফেরত।

হাট বেচাকেনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। ঐরূপ স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে বেচাকেনা। (ব্যঙ্গে) বহুলোকের বিশৃঙ্খল সমাগম ও গোলমাল। **হাট করা** — হাটে জিনিস কেনা। **হাট বসা** -- হাটে কেনাবেচা শুরু হওয়া। লোক সমাগম ও কোলাহল হওয়া। **হাট বসানো** -- ভিড় জমানো। ভিড় জমাইয়া কোলাহল করা। **হাটে হাঁড়ি ভাঙা** — গোপনীয় কথা অনেকের সম্মুখে প্রকাশ করা।

হাঁটা — পায়ে চলা। পায়ে চলা যায় বা

চলিতে হয় এমন। [ঃ'হাঁটা' পথ।]

হাঁটানো — হাঁটিতে বাধ্য করা। হাঁটিতে সাহায্য করা।

হাঁটাহাঁটি — হাঁটিয়া বার বার যাতয়াত।

হাঁটু — জানু। **হাঁটু গাড়া** — বসিবার জন্য হাঁটুর উপর ভর দেওয়া।

হাঁটুনি — পদব্রজে ভ্রমণ।

হাটুরে — হাটে যে কেনাবেচা করে।

হাড় — দেহের ভিতরের অতিশয় শক্ত জিনিস, অস্থি। **হাড় জুড়ানো** — শান্তি ও স্বস্তি পাওয়া। **হাড়জ্বালাতন** — অতিষ্ঠ ও বিরক্ত। **হাড়-ভাঙা, হাড়-ভাঙ্গা** — অতিশয় কষ্টসাধ্য। [ঃ'হাড়-ভাঙা' খাটুনি।]

হাড়কাঠ — ('হাঁড়িকাঠ' দেখ।)

হাড়গিলা, হাড়গিলে — শকুনের মতো একরকম পাখী।

হাড়গোড় — দেহের বিভিন্ন অংশের হাড়।

হাড়হদ্দ — আদ্যোপান্ত। [ঃ'হাড়হদ্দ' সব জানি।]

হাড়হাবাতে — সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব ও লক্ষ্মীছাড়া।

হাঁড়া — বড় হাঁড়ি।

হাঁড়ি — কলসীর আকারের একরকম পাত্র যাহাতে ভাত ইত্যাদি রাঁধা হয়।

হাঁড়িকাঠ — যে কাঠের মধ্যে বলির পশুর মাথা ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, যূপকাষ্ঠ।

হাঁড়িকুড়ি — হাঁড়ি কড়াই ইত্যাদি পাক-পাত্র।

হাঁড়িচাঁচা — কালো-ধূসর রঙের একরকম পাখী।

হাড়ী — এক শ্রেণীর অবনত হিন্দু।

হাডুডু — একরকম খেলা, কপাটি।

হাড্ডি — (ব্যঙ্গে) হাড়।

হাড্ডিসার — অত্যন্ত রোগা, কঙ্কালসার।

হাণ্ডিয়া — (প্রাচীন কবিতায়) হাঁড়ি।

হাণ্টার — একজাতীয় চাবুক।

হাত — কাঁধ হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অঙ্গ, বাহু। কনুই হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অঙ্গ। [ঃএক 'হাতি'।] মণিবন্ধ হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অঙ্গ। [ঃআমার 'হাতে' দাও।] পরিমাণ বিশেষ, ১৮ ইঞ্চি, দেড় ফুট। কবল, অধিকার, বশ। [ঃ'হাতে' পড়া।] নৈপুণ্য, দক্ষতা। [ঃলেখার 'হাত' আছে।] প্রভাব, প্রতিপত্তি। [ঃচাকরির ব্যাপারে তাঁর 'হাত' আছে।] দান, দফা, বার। [ঃএক 'হাত' খেলে যাও।] বশীভূত। [ঃ'হাত' করা।] হস্ত-চালিত। [ঃ'হাত'-পাখা।] **হাত আসা** — শক্তি বা নৈপুণ্য থাকা। **হাত উঠানো** — হাত দিয়া মারা। **হাত এড়ানো** — হাত হইতে রেহাই পাওয়া। **হাত করা** — প্রলোভন ইত্যাদির দ্বারা বশীভূত করা। **হাত খোলা** — খেলা বাজনা ইত্যাদিতে অপ্রত্যাশিতভাবে ক্রমাগত কৃতকার্য হওয়া। **হাত চলা** — হাত দিয়া যখন তখন মারা। কোনও কাজ তাড়াতাড়ি করিতে পারা। **হাত চালানো** — দ্রুত কাজ করা। **হাত চুলকানো** — কিছু করিবার জন্য হাত নিসপিস করা। **হাত জোড় করা** — অনুনয়-বিনয় করা। **হাত তোলা** — মারা, প্রহার করা। হাত উপরের দিকে উঠানো। **হাত-তোলা** — বিচার-বিবেচনা না করিয়া সমর্থন করে এমন। [ঃ'হাত-তোলা' সদস্য।] কৃপার দান। [ঃপরের 'হাত-তোলায়' থাকা।] **হাত দেওয়া** — কাজে যোগ দেওয়া। **কাজ** শুরু করা। **হাত দেখা** — হস্তরেখা বিচার করা। **হাত পাতা** — ভিক্ষা করা, চাওয়া। **হাত লাগানো** — কোনও কাজে ঈষৎ সাহায্য

হাম্বির — রাগিণী বিশেষ।

হায় — শোক বা খেদ সূচক শব্দ। **হায় হায় করা** — শোক বা খেদ প্রকাশ করা।

হায়দর — সিংহ। বিণ. — **হায়দরী**।

হায়ন — বৎসর।

হায়া — লজ্জা। [ঃ বে-'হায়া'।]

হায়েনা — একরকম নেকড়ে জাতীয় প্রাণী যাহা উদ্দাম হাসির মতো বীভৎস শব্দ করে।

হার — পরাজয়। [ঃ 'হার' মানা।]

হার — মালা, মাল্য। [ঃ ফুল-'হার'।] মালার মতো একরকম গহনা।

হারক — হরণকারী। বিভাজক সংখ্যা।

হার্কিউলিস — গ্রীক উপকথায় বর্ণিত মহাবীর।

হারমাদ — জলদস্যু।

হারমোনিয়াম — ভস্ত্রা টানিয়া হাওয়া করিয়া এবং ঘাট টিপিয়া বাজাইতে হয় এমন একরকম বাদ্যযন্ত্র।

হারা — পরাজিত হওয়া।

-হারা — 'যাহার খোয়া গিয়াছে বা যে হারাইয়াছে এমন' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ আত্ম-'হারা'; ঃ মা-'হারা'।]

হারা- — হারাইয়াছিল কিন্তু পাওয়া গিয়াছে এমন। [ঃ 'হারা'-ধন।]

হারানো — পরাজিত করা।

হারানো — খোয়ানো, অসাবধানতার ফলে হাতছাড়া হওয়া। নিরুদ্দেশ হওয়া। [ঃ ছেলে 'হারানো'।] পাইয়াও ব্যবহার না করা। [ঃ সুযোগ 'হারানো'।] নষ্ট হওয়া। [ঃ জাত 'হারানো'।] খোয়া গিয়াছে এমন। নিরুদ্দিষ্ট। চ্যুত।

হারাম — (মুসলমান ধর্মে) অপবিত্র ও পরিত্যাজ্য। পরিত্যাজ্য ও নিষিদ্ধ। [ঃ আরাম আমাদের 'হারাম'।] শূকর।

হারামখোর — (গালি) শূয়োরখেকো।

হারামজাদা — (গালি) শূয়োরের বাচ্চা। দুষ্ট। স্ত্রী. — **হারামজাদী**।

হারাহারি — মোটামুটি, গড়পড়তা।

হারাকিরি — জাপানীদের মধ্যে প্রচলিত পেট কাটিয়া আত্মহত্যার সামাজিক প্রথা।

হারিকেন — কাচের আবরণ লাগানো একরকম লণ্ঠন।

-হারিণী — যে (স্ত্রী) দূর করে। [ঃ দুঃখ-'হারিণী'।]

হারিত — সবুজ।

-হারী — হরণকারী, দূরকারী। [ঃ দুঃখ-'হারী'।]

হারীত — শুকপাখী, টিয়া।

হারেম — মুসলমানের অন্দর মহল।

হার্দিক, হার্দ্দিক — হৃদয় সংক্রান্ত।

হার্মোনিয়াম — ('হারমোনিয়াম' দেখ।)

হাল — হল, লাঙ্গল।

হাল — চাকার লোহার বেড়।

হাল — নৌকা জাহাজ ইত্যাদির গতির দিক্‌ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র।

হাল — দশা, অবস্থা। [ঃ শরীরের কি 'হাল' হয়েছে।]

হাল — বর্তমান কাল। [ঃ 'হালে' দেখছি।] বর্তমান কালের, সাম্প্রতিক। [ঃ 'হাল' ফ্যাশন; ঃ 'হাল' বাকী।]

হালকা — ভারী নহে এমন, লঘু। গুরুত্ব-পূর্ণ নহে এমন। শ্রমসাধ্য নহে এমন।

হালখাতা — বাৎসরিক হিসাব আরম্ভের নূতন খাতা। ঐ খাতায় হিসাব আরম্ভ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান।

হালচাল — সাম্প্রতিক অবস্থা।

হালদান — পদবী বিশেষ।

হালফিল — সম্প্রতি, বর্তমান সময়ে।

হালাক — প্রাণান্ত, হয়রান।

হালাল — ইসলাম মতে পবিত্র ও বৈধ। জবাই। বধ।

হালি — সংখ্যায় চারটি বা পাঁচটি।

হালিক — যে লাঙ্গল চালায়, কৃষক।

হালুইকর — মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী, ময়রা।

হালুম — বাঘের ডাক।

হালুয়া — সুজি ঘি চিনি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত একরকম মিষ্টান্ন।

হাল্লাক — ('হালাক' দেখ।)

হাশিয়া — শাল ইত্যাদির পাড়

হাস — হাস্য, হাসি।

হাঁস — একরকম পাখী যাহা জলে সাঁতার দেয়, হংস।

হাসই, হাসয় — (প্রাচীন কবিতায়) হাসে।

হাঁসকল — একরকম খিল বা কবজা যাহাতে দরজার কপাট ঝুলানো থাকে।

হাসপাতাল — চিকিৎসার জন্য রোগীদের থাকিবার বাড়ি।

হাঁসফাঁস — শ্বাসকষ্ট সূচক অনুকার।

হাসা — আনন্দসূচক মুখভঙ্গি করা, হাস্য করা। উপহাস করা। [ঃ লোকে 'হাসবে'।]

হাসানো — অপরের মধ্যে হাসির উদ্রেক করা, হাস্য করানো। **লোক হাসানো** — হাস্যকর কিছু করা।

হাসাহাসি — পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হাসি ও বিদ্রূপ।

হাসি — আনন্দ সূচক মুখভঙ্গি, হাস্য। সহাস্য। [ঃ 'হাসি' মুখ।]

হাসিখুশি — সহাস্য আনন্দ।

হাসিখুশী — সহাস্য ও আনন্দিত। [ঃ 'হাসিখুশী' ভাব।]

হাসিভরা — সহাস্য, হাস্যময়।

হাসিহাসি — খুশিতে ভরা, সহাস্য।

হাসিল — (নিন্দার্থে) সম্পন্ন, সম্পাদন। [ঃ কাজ 'হাসিল' করা।], আবাদের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত। [ঃ জমি 'হাসিল' করা।]

হাসুনোহানা — (জাপানী পদ্ম।) একরকম ছোট সাদা সুগন্ধ ফুল।

হাঁসুলি — অর্ধবৃত্তাকার একরকম হার।

হাস্য — আনন্দসূচক মুখভঙ্গি ও মুখের শব্দ, হাসি।

হাস্যকর — উপহাসের যোগ্য, নিন্দনীয় হওয়ায় হাসির উদ্রেক করে এমন।

হাস্যকৌতুক — ঠাট্টাতামাসা, মজা।

হাস্যজনক — ('হাস্যকর' দেখ।)

হাস্যরস — সাহিত্যে হাসাইবার উপযোগী স্থায়ী ভাব।

হাস্যরসাত্মক — প্রধানতঃ হাস্যরস রহিয়াছে এমন।

হাস্যরসিক — হাস্যরসে নিপুণ। হাস্যরস সৃষ্টি করিতে নিপুণ শিল্পী।

হাস্যলহরী - হাসির ঢেউ, হাসির হররা।

হাস্যসংবরণ — হাসি দমন, হাসি প্রকাশ না করণ।

হাস্যালাপ — হাসির সহিত কথোপকথন।

হাস্যাস্পদ — উপহাসের যোগ্য।

হাস্যোদ্দীপক — হাসির উদ্রেক করায় এমন।

হাহা — উচ্চ হাস্য সূচক অনুকার।

হাহা — দুঃখ প্রকাশ সূচক অনুকার, হায় হায়।

হাহা — পুরাণোক্ত গন্ধর্ব গায়ক।

হাহাকার — হায় হায় ধ্বনি, বিলাপ।

হাঃ হাঃ — উচ্চহাস্য সূচক অনুকার।

হিং — একরকম গাছের উগ্রগন্ধ জমাট রস।

হিংচা, হিংচে — ('হিঞ্চা' দেখ।)

হিংটিংছট্‌ — ধ্বনিময়, অথচ অর্থহীন শব্দসমষ্টি।

অংশ যাহা গোড়ালির নীচে থাকে।

হিলওয়ালা - হিল আছে এমন।

হিল-তোলা — উঁচু হিলওয়ালা।

হিলহিল — কৃমি সাপ ইত্যাদির নড়িবার আঁকাবাঁকা ভংগী সূচক অনুকার।

হিলিমিলি — আঁকাবাকা, ঢেউ খেলানো।

হিল্লা, হিল্লে — আশ্রয়, অবলম্বন, উপায়।

হিল্লোল — তরঙ্গ, ঢেউ। দোলা। [ঃ তরঙ্গ-হিল্লোলে।]

হিসাব — গণনা, সংখ্যানির্ণয়। [ঃ 'হিসাব' করা।] আয়ব্যয় নিরূপণ, জমাখরচ। জমাখরচের তালিকা। বিচার, বিবেচনা। [ঃ 'হিসাব' ক'রে কথা বলা।]

হিসাবনবিশ, হিসাবনবিস — যে হিসাব রাখে।

হিসাবনিকাশ — আয়ব্যয় দেনাপাওনা ইত্যাদির পরিমাণ চূড়ান্তরূপে নিরূপণ।

হিসাবী — হিসাব করিয়া চলে এমন, বিবেচক, মিতব্যয়ী। হিসাব সংক্রান্ত।

হিসেব, হিসেবী — ('হিসাব' ও 'হিসাবী' দেখ।)

হিস্টিরিয়া - একরকম উত্তেজনাপূর্ণ স্নায়ুরোগ যাহাতে রোগীর মূর্চ্ছা হয়।

হিস্সা — অংশ, ভাগ।

হিস্সাদার — অংশীদার ভাগী।

হিস্সে, হিস্সেদার — ('হিস্সা' ও 'হিস্সাদার' দেখ।)

হিহি — আনন্দ ও নির্বুদ্ধিতা সূচক হাসি। শীতে কম্পন সূচক অনুকার।

হীন - নিন্দনীয়, নীচ। [ঃ 'হীন' মনোবৃত্তি।] নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত, উচ্চবর্ণের বা অভিজাত নহে এমন। [ঃ 'হীন' বংশ; ঃ 'হীন' জাতি।] দরিদ্র, নিঃস্ব। [ঃ 'হীন'-বেশ; ঃ 'হীন' অবস্থা।] অতিশয় বিনীত। মর্যাদা-হীন। স্ত্রী -- **হীনা**। বি -- **হীনতা**।

-হীন — বর্জিত 'শূন্য' বা 'নাই' অর্থে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ বায়ু-'হীন'; ঃ বিত্ত 'হীন'।] স্ত্রী. -- **-হীনা**। বি - **-হীনতা**।

হীনচেতা — সংকীর্ণমনা, অনুদার।

হীনপ্রকৃতি — যাহার স্বভাব মন্দ এমন।

হীনপ্রাণ -- দুর্বল। সংকীর্ণমনা।

হীনবল — দুর্বল, বলহীন।

হীনবুদ্ধি — নির্বোধ। অসৎ বুদ্ধি আছে এমন।

হীনবেশ — গরীবের মতো পোশাক। গরীবের মতো পোশাকপরিহিত। স্ত্রী — **হীনবেশা**।

হীনমতি — নীচমনা, সংকীর্ণমনা।

হীনযোনি — নিম্নশ্রেণীর প্রাণিরূপে জন্ম।

হীনাবস্থ — দরিদ্র অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এমন।

হীরক - একরকম মূল্যবান পাথর, হীরা।

হীরামন — ('হিরামন' দেখ।)

হুঁ - গম্ভীর বা চাপা সুরে হ্যাঁ।

হুইপ - চাবুক। আইনসভার সদস্যগণকে লইয়া গঠিত দলের পরিচালক। **হুইপ করা** - চাবকানো।

হুইল — চাকা। মাছ ধরিবার ছিপের গোড়ায় বাঁধা থাকে এমন ডোর গুটাইবার উপযোগী চাকার মতো কল। হুইল-ছিপ। **হুইলছিপ** - হুইলযুক্ত ছিপ।

হুংকার — হুম্ শব্দ, গর্জন।

হুংকারা — (কবিতায়) হুংকার করা। [ঃ 'হুংকারিল'।]

হুক — লোহা ইত্যাদির বাঁকানো খিল।

হুঁকা — নারিকেলের খোলে নলিচা লাগানো একরকম যন্ত্র যাহাতে লোকে তামাক খায়। **হুঁকা-নাপিত বন্ধ করা** — সামাজিক সংসর্গ ত্যাগ করা, একঘরে করা। **হুঁকা ফিরানো** — হুঁকার জল বদলানো।

হুকুম — আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি।

হুকুমত — শাসন বা পরিচালনার কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব।

হুকুমনামা — আদেশপত্র, লিখিত আদেশ, পরোয়ানা।

হুকুমবরদার — আদেশ পালনকারী।

হুক্কাহুয়া — শৃগালের ডাক।

হুঙ্কার, হুঙ্কারা — ('হুংকার' ও 'হুংকারা' দেখ।)

হুঁচোট — চলিবার সময়ে পায়ের আঙুলে হঠাৎ চোট। [ঃ 'হুঁচোট' খাওয়া; ঃ 'হুঁচোট' লাগা।]

হুজুক — কোনও বিষয় যাহাতে অকারণে সাময়িক ভাবে খুব উৎসাহ দেখা যায়।

হুজুকপ্রিয় — হুজুক ভালোবাসে এমন। বি. — **হুজুকপ্রিয়তা**।

হুজুকে — যে সহজে হুজুকে মাতে।

হুজুগ, হুজুগপ্রিয় হুজুগে — ('হুজুক' 'হুজুকপ্রিয়' ও 'হুজুকে' দেখ।)

হুজুর — অতিশয় সম্মানসূচক সম্বোধন। অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি, প্রভু। বিচারক। হুজুরের সমীপ, হুজুরের কার্যালয়, আদালত। [ঃ 'হুজুরে' হাজির।] **জো-হুজুর** — হুজুরের যেমন ইচ্ছা। মনিবের ইচ্ছামতো চলে এমন খোশামুদে ব্যক্তি। [ঃ 'জো-হুজুরের' দল।]

হুজ্জত — তর্কবিতর্ক, বাদানুবাদ।

হুট — হঠাৎ এবং দ্রুত। [ঃ 'হুট' ক'রে চলে গেল।]

হুটোপাটি — দৌড়ধাপ চেঁচামেচি ইত্যাদি।

হুড়কা, হুড়কো — কপাটের আগল, দরজার একরকম খিল।

হুড়কা, হুড়কো — স্বামীর কাছে বা ঘরে থাকিতে ভালোবাসে না এমন (বউ)।

হুড়মুড় — অনেক জিনিস একসঙ্গে বিশৃঙ্খলভাবে পড়িবার ঢুকিবার বা বাহির হইবার ভাব সূচক অনুকার। [ঃ 'হুড়মুড়' ক'রে ঢুকলো।]

হুড়হুড় — দ্রুত পতনের শব্দসূচক অনুকার। [ঃ 'হুড়হুড়' ক'রে জল পড়ছে।] মেঘ পেট ইত্যাদির শব্দ।

হুড়া — লাঠির গুঁতো। কাজ শেষ বা সত্বর করিবার জন্য তাড়া।

হুড়ুম — মুড়ি। চিড়াভাজা।

হুণ্ডি — কাহারও প্রাপ্য টাকা তাহার নির্দেশ অনুসারে অপরকে দিবার একরকম নির্দেশপত্র, 'বিল অব এক্সচেঞ্জ'। **হুণ্ডি কাটা** — ঐরূপ নির্দেশপত্র দেওয়া। **হুণ্ডি ভাঙানো** — ঐরূপ নির্দেশপত্র জমা দিয়া টাকা লওয়া।

হুত — হোমের আগুনে প্রদত্ত।

হুতাশ — দুঃখপ্রকাশ, নৈরাশ্যসূচক উক্তি। [ঃ হা হুতাশ করা।]

হুতাশ — ('হুতাশন' দেখ।)

হুতাশন — আগুন। হোমাগ্নি।

হুতুম, হুতোম — একজাতীয় বড় পেঁচা।

হুদ্দা, হুদ্দো — অধিকার বা কার্যক্ষেত্রের নির্দিষ্ট সীমা, এলাকা।

হুন — উত্তর এশিয়ার একটি দুর্ধর্ষ জাতি যাহারা প্রাচীন কালে ইউরোপ এবং ভারত পর্যন্ত তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল।

হুনর — নৈপুণ্য।

হুনরী — শিল্পী।

হুপ — হনুমানের ডাক।

হুংপো — চিংড়িমাছ।

হুবহু — অবিকল, সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য আছে এমন। অবিকল ভাবে। [ঃ 'হুবহু' মেলা।]

হুমকি — ভীতিপ্রদর্শন, শাসানি। হুংকার, তর্জন।

হুমড়ি — সবেগে উপুড়।

হুমড়ি খাওয়া — সবেগে উপুড় হওয়া।

হুররে — ইংরেজী কায়দায় হর্ষধ্বনি।

হুর, হুরী — স্বর্গের পরী।

হুল — কীটপতঙ্গের সূচ বা কাঁটার মতো অঙ্গ।

হুলস্থূল — তুমুল, সমারোহপূর্ণ, উত্তেজনাপূর্ণ। [ঃ 'হুলস্থূল' কান্ড।] উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার। [ঃ 'হুলস্থূল' পড়া।]

হুলা — (হোলযুক্ত) মর্দা। মর্দা বিড়াল।

হুলিয়া — পলাতক আসামীর চেহারা ইত্যাদির বিবরণ। [ঃ 'হুলিয়া' জারী করা।]

হুলু, হুলুধ্বনি — ('উলু' ও 'উলুধ্বনি' দেখ।)

হুলো — ('হুলা' দেখ।)

হুল্লোড় — কোলাহল ও আমোদ-প্রমোদ।

হুঁশ — চেতনা। সতর্কতা।

হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার — সতর্ক। সাবধান।

হুঁশিয়ারি — সতর্কতা।

হুস — পাখীকে উড়াইবার বা পাখী হঠাৎ দ্রুত উড়িয়া যাইবার শব্দ।

হুসহুস — দ্রুত গমনসূচক অনুকার।

হুহু — বেগে বাতাস বহিবার বা জোরে আগুন জ্বলিবার শব্দ। শূন্যতাবোধ সূচক অনুকার। [ঃ মনটা 'হুহু' করে।]

হূণ, হূন — ('হূণ' দেখ।)

হূহু — পুরাণে বর্ণিত জনৈক গন্ধর্ব গায়ক, হাহার ভাই।

হৃৎ — 'হৃদয়' বা 'হৃৎপিন্ড' বুঝাইতে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হয়। [ঃ 'হৃৎ'-স্পন্দন; ঃ 'হৃৎ'-পদ্ম।]

হৃত — চুরি গিয়াছে এমন, অপহৃত।

হৃতসর্বস্ব, হৃতসর্ব্বস্ব — যাহার সকল কিছু অপহৃত হইয়াছে। স্ত্রী. — **হৃতসর্বস্বা, হৃতসর্ব্বস্বা**।

হৃৎকমল — ('হৃৎপদ্ম' দেখ।)

হৃৎকম্প — ভয়ের ফলে হৃৎপিন্ডের দ্রুত স্পন্দন।

হৃৎপদ্ম — হৃদয়রূপ পদ্ম, হৃদয়পদ্ম।

হৃৎপিন্ড — বুকের ভিতরকার রক্তসঞ্চালক যন্ত্র।

হৃৎস্পন্দন - হৃৎপিন্ডের কম্পন বা চলন।

হৃদয় — মন, চিত্ত। [ঃ কঠিন 'হৃদয়'।] বুক, বক্ষস্থল। [ঃ 'হৃদয়ে'র ধন।]

হৃদয়কন্দর — বুকের মধ্যের বা মনের গোপন স্থান।

হৃদয়ংগম, — মনে প্রবেশ করিয়াছে এমন, উপলব্ধ।

হৃদয়গ্রাহী — মনোহারী, মনোজ্ঞ। স্ত্রী — **হৃদয়গ্রাহিণী**। বি. — **হৃদয়গ্রাহিতা**।

হৃদয়ঙ্গম — ('হৃদয়ংগম' দেখ।)

হৃদয়তন্ত্রী — বাদ্যযন্ত্রের যেমন তার থাকে সেইরূপ মনের কাল্পনিক তার।

হৃদি -- (কবিতায়) হৃদয়।

হৃদ্য — হৃদয়ে গ্রহণযোগ্য, মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী।

হৃদ্যতা — সৌহার্দ্য, বন্ধুতা।

হৃষীক - - জ্ঞানেন্দ্রিয়।

হৃষীকেশ -- হৃষীকের বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যিনি অধিপতি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ।

হৃষ্ট — আনন্দিত, প্রফুল্ল। স্ত্রী. — **হৃষ্টা**।

হৃষ্টচিত্ত — আনন্দিত মন। যাহার মনে আনন্দ আছে এমন, খুশী।

হৃষ্টপুষ্ট — প্রফুল্ল ও পরিপুষ্ট। মোটা-সোটা।

হে — আহ্বান বা সম্বোধন সূচক শব্দ।

হেঁই, হেঁইও, হেঁইয়ো — শক্তি প্রয়োগ-সূচক অনুকার।

হেঁচকা — হঠাৎ জোরে প্রযুক্ত (টান)। হঠাৎ জোরে টান।

হেঁচক — হিক্কা।

হেঁচড়ানো — ('হিঁচড়ানো' দেখ।)

হেঁজিপেঁজি — নগণ্য, অখ্যাত। [ঃ 'হেঁজিপেঁজি' লোক।]

হেঁট, হেট — নীচু, নত। [ঃ মাথা 'হেঁট' করা।]

হেড— মাথা। প্রধান। [ঃ 'হেড' পণ্ডিত।]

হেড ক্লার্ক — প্রধান কেরানী, অফিসের বড়বাবু।

হেঁড়ে — হাঁড়ির মতো। [ঃ 'হেঁড়ে' মাথা।] হাঁড়ির মুখে মুখ রাখিয়া শব্দ করিলে যেমন হয় তেমন। [ঃ 'হেঁড়ে' গলা।]

হেঁতাল — একরকম গাছ, হিন্তাল।

হেতু — কারণ, মূল। প্রয়োজন, উদ্দেশ্য। যুক্তি।

হেতের — (কথ্য প্রয়োগ) হাতিয়ার।

হেত্বাভাস — ত্রুটিপূর্ণ যুক্তিপ্রয়োগ।

হেথা — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) এখানে। এই স্থান। [ঃ 'হেথায়' দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে।]

হেদানো — প্রিয়জনের অনুপস্থিতির জন্য ব্যাকুল হওয়া।

হেদে — (প্রাচীন কবিতায়) সম্বোধন সূচক শব্দ।

হেন — এমন। [ঃ 'হেন' কালে।] **এ হেন** — এমন।

হেনস্তা — অবজ্ঞা, অবহেলা। [ঃ 'হেনস্তা' করা।]

হেনা — একরকম সুগন্ধি ছোট ফুল ও তাহার গাছ। মেহেদি গাছ।

হেপাজত — তত্ত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ, জিম্মা।

হেম — সোনা।

হেমন্ত — শীতের পূর্ববর্তী ঋতু, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস।

হেমন্তিকা — হেমন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দেবীরূপে কল্পিতা হেমন্তকাল।

হেমময় — স্বর্ণময়। স্ত্রী. — **হেমময়ী**।

হেমা — রামায়ণে বর্ণিত মন্দোদরীর মাতা, ময় দানবের পত্নী।

হেমাঙ্গ — যাহার অঙ্গ সোনা দিয়া তৈয়ারী এমন। সোনার মতো যাহার গায়ের রং এমন। স্ত্রী. — **হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গিনী**।

হেমাদ্রি — সোনার পাহাড়। পুরাণে বর্ণিত সুমেরু-পর্বত।

হেয় — তুচ্ছ, ত্যাগের উপযুক্ত, ত্যাজ্য।

হেয়জ্ঞান করা — অবহেলা করা, তাচ্ছিল্য করা।

হেঁয়ালি — দুর্বোধ বিষয় বা উক্তি, সমস্যা, প্রহেলিকা।

হেরফের — অদলবদল, উলটপালট।

হেরম্ব — গণেশ।

হেরা — (কবিতায়) দেখা। [ঃ ঐ 'হের'; ঃ 'হেরিলাম'।]

হেরা — গ্রীক পুরাণে বর্ণিতা ইন্দ্রাণী, জিয়ুসের পত্নী।

হেলন — হেলিয়া থাকার ভাব।

হেলা — অবজ্ঞা, অবহেলা, অযত্ন। **হেলায়** — অতি সহজে, অবলীলায় অবজ্ঞা করিয়া।

হেলা — একদিকে নুইয়া পড়া, ঝোঁকা।

হেলান — ঝোঁকা অবস্থায় ঠেস। [ঃ 'হেলান' দেওয়া।]

হেলানো — একদিকে নোয়ানো, ঝোঁকানো। ঝোঁকানো বা এক পাশে নোয়ানো হইয়াছে এমন। এক পাশে নত করণ।

হেলাফেলা — অতিশয় অবহেলা ও অযত্ন।

হেলিকপ্টার — একজাতীয় বিমান যাহা সোজা উপরে উঠিতে ও সোজা নীচে নামিতে পারে।

হেলে — একজাতীয় নির্বিষ সাপ।

হেলে — হাল টানে এমন। [ঃ 'হেলে' গরু।]

হেলেঞ্চা — ('হিংচা' দেখ।)

হেলেন — গ্রীক উপকথায় বর্ণিত স্পার্টার সুন্দরী রানী, যাহাকে ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস হরণ করিয়াছিলেন।

হেলেনীয় — গ্রীক।

হেঁশেল, হেঁসেল — রান্নাঘর, পাকশালা।

হেষানি — (প্রাচীন কবিতায়) হ্রেষা, ঘোড়ার ডাক।

হেঁসো — অত্যন্ত ধারালো ও বড় একরকম দা।

হেস্তনেস্ত — চরম বোঝাপড়া, শেষ নিষ্পত্তি। [ঃ আজ 'হেস্তনেস্ত' হয়ে যাক।]

হৈচৈ — গণ্ডগোল, চেঁচামেচি।

হৈম — সোনা দিয়া তৈয়ারী, স্বর্ণময়। হিম সংক্রান্ত।

হৈমন্ত, হৈমন্তিক — হেমন্তকালীন। হেমন্ত ঋতু সংক্রান্ত।

হৈমবতী — হিমালয়ের কন্যা, গৌরী, উমা।

হৈহয় — মধ্য ভারতের প্রাচীন রাজ্য ও রাজবংশ।

হোগলা — একরকম জলজ গাছ যাহার পাতায় ঘরের চাল ছাওয়া ইত্যাদি হয়।

হোঁচট — ('হুঁচোট' দেখ।)

হোটেল — দাম দিলে থাকিতে ও খাইতে পাওয়া যায় এমন সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী গৃহ। ভাত ইত্যাদি বিক্রয় হয় এমন দোকান।

হোটেলওয়ালা — হোটেলের মালিক।

হোড় — পাঁক। পঙ্কময় স্থান। বাঙ্গালীর পদবী বিশেষ।

হোঁতকা — বোকা লাগে এমন মোটা। [ঃ 'হোঁতকা' চেহারা।] বোকা।

হোতা — হোমকর্তা, যজ্ঞের পুরোহিত।

হোত্র — হোম, যজ্ঞ।

হোত্রী — যজ্ঞকর্তা, যাজ্ঞিক, হোমকারী।

হোথা — (কবিতায় বা গ্রাম্য প্রয়োগে) ঐখানে।

হোঁদড় — একরকম হিংস্র পশু, গোবাঘা।

হোঁদল — পেটমোটা, ভুঁড়িওয়ালা। **হোঁদল কুৎকুৎ** — খুব কালো ও মোটা।

হোঁপা — ('হুপো' দেখ।)

হোম — দেবতার উদ্দেশে অগ্নি জ্বালাইয়া ঘৃতাহুতি।

হোমকুণ্ড — হোম করিবার জন্য নির্দিষ্ট স্থান বা গর্ত।

হোমরাচোমরা — প্রতাপশালী, অতিশয় সম্মানিত।

হোমাগ্নি, হোমানল — হোমের আগুন।

হোমার — গ্রীসদেশের প্রাচীন মহাকবি, ইলিয়াড মহাকাব্যের বিখ্যাত রচয়িতা।

হোমিওপ্যাথ — যে হোমিওপ্যাথি অনুসারে চিকিৎসা করে।

হোমিওপ্যাথি — হানিমান কর্তৃক প্রবর্তিত একরকম চিকিৎসাপদ্ধতি। বিণ — **হোমিওপ্যাথিক**।

হোয় — (প্রাচীন কবিতায়) হয়।

হোরা — লগ্ন। আড়াই দণ্ড সময়।

হোল — মুষ্ক, অণ্ডকোষ।

হোলি — দোলযাত্রা, বসন্তোৎসব।

হৌজ — বড় চৌবাচ্চা।

হৌস -- ('হাউস' দেখ।)

হ্যাঁ — সম্মতিসূচক শব্দ। [ঃ'হ্যাঁ', যাও।] স্মরণ সূচক শব্দ। [ঃ'হ্যাঁ', কি বলছিলাম।] **হ্যাঁগা** — সম্বোধন সূচক শব্দ।

হ্যাংলা -- নির্লজ্জভাবে লোভ প্রকাশ করে এমন। **হ্যাংলামি** — হ্যাংলার মতো আচরণ।

হ্যাঙার, হ্যাঙ্গার — যাহাতে ঝুলাইয়া রাখা যায় এমন জিনিস।

হ্যাট -- একরকম ইউরোপীয় টুপী।

হ্যান্ডনোট — ঋণের স্বীকৃতিপত্র।

হ্যান্ডেল - হাতল কলমের ধরিবার অংশ।

হ্যালো — ইংরেজী কায়দায় সম্বোধন। টেলিফোনে সম্বোধন।

হ্রদ — স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন সুবৃহৎ জলাশয়।

হ্রস্ব — বেঁটে, ক্ষুদ্র। অল্প, কম। স্ত্রী. — **হ্রস্বা**।

হ্রস্ব — (ব্যাকরণে) এক মাত্রা সময়ে উচ্চারণ করিতে হয় এমন (স্বরবর্ণ)।

হ্রস্বতা, হ্রস্বত্ব — খর্বতা, বেঁটে ভাব।

হ্রাদ — শব্দ।

হ্রাদিনী -- বজ্র, বিদ্যুৎ।

হ্রাস অল্পতাপ্রাপ্তি, ক্ষয়।

হ্রাসপ্রাপ্ত -- কমিয়াছে এমন। বি. — **হ্রাসপ্রাপ্তি**।

হ্রী — লজ্জা।

হ্রেষা — ঘোড়ার ডাক।

হ্লাদ — আনন্দ।

হ্লাদিনী - আনন্দযুক্তা, আনন্দদায়িনী।

ঋষি দাসের অন্যান্য বই

জীবনী ও আলোচনা

শেক্‌স্‌পীয়র	... ...	৬
বার্নার্ড শ	... ...	৪॥০
গান্ধীচরিত	... ..	৪॥০
আবুল কালাম আজাদ	... ...	২

অনুবাদ

রামকৃষ্ণের জীবন (রোলাঁ)	...	৬৲
বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী (রোলাঁ)		৬৲
মহাত্মা গান্ধী (রোলাঁ)	...	২॥৴
জীবনপ্রভাত (গর্কি) ...		৫৲
লেনিনের স্মৃতি (গর্কি)	...	২৲
টলস্টয়ের স্মৃতি (গর্কি)	..	২৲
পৃথিবীর ইতিহাস (ওয়েল্‌স্‌) (সংক্ষেপিত সংস্করণ)	...	২৲
ইয়ামা (কুপ্‌রিন) ..	...	২॥০
মা (দেলেদ্দা) ...	...	২॥০

উপন্যাস

জেলেডিঙি	২॥০

নাটক

ছোটদের জন্য